२/८

ওঁ

বেদঃ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম অষ্টক। প্রথম মণ্ডল।

* * *

মূল, পদবিশ্লেষণ, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, সায়ণভাষ্য,
ভাষ্যানুবাদ, বিশদার্থ প্রভৃতি সমেত।

* * *

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মা

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে ।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা !
‘পৃথিবীর ইতিহাস’ ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে “পৃথিবীর ইতিহাস” মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ ।

ওঁ

বেদঃ ।

❀

ভূমিকা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব্বাভাস ।

[বেদ-বিষয়ে অনন্তকালের গবেষণা ;—বেদের বৈচিত্র্য,—বেদ কি—তাহার সার সিদ্ধান্ত ;—কাল ও সূচনা-প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক,—বিতণ্ডার নিরসনে শাস্ত্র ও যুক্তি,—বেদের সহিত মানবজাতির ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সম্বন্ধ,—বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি ।]

বেদ-বিষয়ে অনন্ত-গবেষণা ।

'বেদ' লইয়া যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, কত যে আলোচনা—কত যে গবেষণা চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না । মানব জাতির ইতিহাসে,—শিক্ষার ও সভ্যতার অভ্যুদয়ের ও বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে,—বেদ-বিষয়ে কত মস্তিষ্ক যে কতভাবে আলোড়িত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না । এ জগতে বোধ হয় এমন কোনও জনপদ নাই, এ পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোনও জাতির অভ্যুদয় ঘটে নাই—যাহাদের শিক্ষিত গর্ব্বোন্নত-সমাজ কোন-না-কোন আকারে বেদ-বিষয়ে আলোচনা করে নাই । প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে, যেখানেই মনুষ্য-সমাজ যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানেই, স্বপক্ষেই হউক আর বিপক্ষেই হউক, তাহাদিগকে বেদ-বিষয়ে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ দেখিতে পাই । সম্মুখে ঐ যে অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র বিদ্যমান, উহার বিশাল বক্ষে কি সাক্ষ্য উদ্ভাসিত রহিয়াছে ? শাস্ত্র-রত্নাকর যে রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়া আপন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, তাহাই বা কি বিজ্ঞাপিত করিতেছে ? সে কি বেদ নহে ? ফলতঃ, বেদ-বিষয়ে যিনিই যাহা আলোচনা করিবেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন, অভিনবত্বের দাবী কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে ।

⁂

বেদের বৈচিত্র্য ।

'বেদ' বিষয়ে বিতণ্ডার অবধি নাই । 'বেদ কি ?—এ সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত দেখি না । বেদের বিশ্লেষণে, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায়, যে সকল বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয় । একই বেদ, একই মন্ত্র, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । তাহাতে বেদের স্বরূপ বুঝিবার কোনই উপায় নাই ;—সত্যতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া

পড়িয়াছে। 'বেদ কি ?' তাহা বুঝিতে হইলে, কেন এইরূপ ঘটিয়াছে—একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে কেন বিভিন্নরূপে প্রকটিত হইতেছে; সেই বিষয় প্রথমে অনুধাবন করা আবশ্যক। এ পক্ষে আমাদিগের সিদ্ধান্ত একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। আমরা বলি, আমরা বলি কেন—সত্য সত্যই, 'বেদ'—দর্পণ-স্বরূপ; দর্পণে যেমন আত্ম-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, বেদ ও সেইরূপ মানুষের মতি-গতি-প্রকৃতি অনুসারে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে। বেদ-বিষয়ে মত বিভিন্নতার ইহাই কারণ। ইহাই বেদের বৈচিত্র্য।

° ° °

বেদ কি—সার-সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বেদ কি ? ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, জ্ঞানমূলক 'বিদ্'-ধাতু ধাতু হইতে "বেদ" শব্দের উৎপত্তি উপলব্ধ হয়। 'বিদ্'-ধাতুর অর্থ 'জানা'। 'জানা' বলিলেই 'কি জানা' ভাব আসে। জানা—ধর্ম্ম জানা, অধর্ম্ম জানা। জানা—সত্য জানা, অসত্য জানা। জানা—স্বরূপ জানা। ফলতঃ, যাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্যাসত্যের জ্ঞানলাভ হয়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্বরূপ জানা যায়; এক কথায় যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই 'বেদ'। সেই সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই নামান্তর—পরমেশ্বরের জ্ঞান। ধাত্বর্থের অনুসরণেও (বিদ্যতে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনেনেতি 'বেদঃ', বিদ্ ধাতোঃ করণে ঘঞ্) এই অর্থই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান সত্য, জ্ঞান নিত্য, জ্ঞান সনাতন, জ্ঞান অপৌরুষেয়; সুতরাং জ্ঞানই ধর্ম্ম; যাহা জ্ঞানের বিপর্য্যয়, তাহা অধর্ম্ম। বেদ সেইজন্যই ধর্ম্ম; বেদ-বিপর্য্যয় তজ্জন্যই অধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধার্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" বেদ যে সনাতন, বেদ যে নিত্য, বেদ যে সত্য, এই বাক্যেই তাহা প্রতীত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না, বেদ তাহা সপ্রমাণ করে। অনুমান ও প্রমাণের অজ্ঞাত সামগ্রীর সন্ধান করে বলিয়াই বেদের বেদত্ব।'

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥'

যাহা স্বপ্রমাণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, যাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না, তাহাই 'বেদ'। মহর্ষি আপস্তম্বের মতে—মন্ত্র-রূপ ও ব্রাহ্মণ-রূপ শব্দরাশিই 'বেদ'। মন্ত্র—জ্ঞানমূলক; ব্রাহ্মণ—কর্ম্মবিধি-প্রবর্ত্তক। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না হইলে, বৈদিক কর্ম্মে জ্ঞান হয় না; কর্ম্মজ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব সঙ্ঘটিত হয়, কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি-নিবন্ধন, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না; কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, কর্ম্মের ফললাভ কদাচ সম্ভবপর নহে; এই জন্যই মন্ত্র জ্ঞান-মূলক। এ বিষয়ে 'নিরুক্ত' নামক বেদাঙ্গগ্রন্থরচয়িতা মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, "মননাৎ মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ, স্বর (উদাত্তাদি) এবং ছন্দঃ (অনুষ্টুভাদি) সহযোগে উচ্চার্য্যমাণ শব্দসমূহ বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মনন (অর্থাৎ বোধ) করায় বলিয়া ইহার নাম 'মন্ত্র'। অর্থ উপলব্ধ হইলে, মন্ত্র—কর্ম্মজ্ঞান-প্রবর্ত্তক হয়; কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোক্ত ফললাভ করিয়া, ঐহিক সুখও পারত্রিক মোক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ইত্যাকার কর্ম্ম-বিধির বিধান করেন। জ্ঞানলাভ-হেতু যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অথবা কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই কহে—বেদ। এখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ।

ফলতঃ, ইহাতেও বুঝা যায়, যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়ায় পরম-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বেদ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়া গিয়াছেন,- 'বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ।' যে শব্দরাশি প্রমাণের অপেক্ষা করে না, তাহাই 'বেদ'। যাহা সত্য, তাহা সপ্রমাণ করার কখনও প্রয়োজন হয় না। যাহা সনাতন, তাহার পরিবর্ত্তন কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা অপৌরুষেয়, মানুষের কি সাধ্য—তাহার প্রবর্ত্তনার অধিকারী হইবে? সত্য যেমন আজি একরূপ এবং কালি আর একরূপ হয় না; সত্য যেমন চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত অব্যয় ভাবে বিরাজমান থাকে; যাহা প্রকৃত 'বেদ', যাহা যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেইরূপ অবিকৃত, অচঞ্চল ও অবিনাশী হইয়া চিরকাল বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানও যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,—"ন বেদা বেদমিত্যাহুর্ব্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।" অর্থাৎ, মন্ত্রাদিসম্বলিত পুস্তকখণ্ড-মাত্র বেদ নহে; সনাতন ব্রহ্মকেই বেদ কহে। 'বেদ' তাহারই নাম—যাহা সত্যরূপে, জ্ঞানরূপে ও প্রমাণরূপে চিরবিদ্যমান আছে।

∴

বেদের উৎপত্তি
বিষয়ে বিতর্ক।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, বেদ-নামে প্রচারিত যে গ্রন্থ-সমূহ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় তবে কি? ঐ যে ঋগ্বেদ, ঐ যে সামবেদ, ঐ যে যজুর্ব্বেদ, ঐ যে অথর্ব্ববেদ-এ সকল কি তবে বেদ নহে? আর যদি এই সকল গ্রন্থকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাদের অনাদিত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। এ প্রশ্নের সমাধান জন্য দর্শনকারগণের মস্তক বিশেষভাবে আলোড়িত হইয়াছে। এই সংশয়ের নিরশন উদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বিষয়টী হৃদয়ে ধারণা করিবার উপযোগী; উহা ভাষায় বুঝাইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। তথাপি আমরা এস্থলে স্থূলভাবে প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি। এই যে মন্ত্রাদি—ঋক্-সাম যজুঃ-অথর্ব্ব-বেদের মধ্যে নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমরা মনে করি, হিন্দুমাত্রেই মনে করেন, এই মন্ত্রগুলি—নিত্য সনাতন স্বপ্রমাণ ও অপৌরুষেয়; আর, ঐ মন্ত্রগুলি যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, উহা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে স্বরে, যে অধিকারীর যে মন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন, সকলে তাহা পারে না বলিয়াই সে মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ হয় না। অনুষ্টুভাদি যে ছন্দঃ আছে, উদাত্তাদি যে স্বর আছে, মন্ত্রোচিত সংযমাদির যে যজ্ঞবিধি আছে, তাহার অনুবর্ত্তন না করিয়া, তৎসমুদায়ে সিদ্ধিলাভে সমর্থ না হইয়া, বিকৃত মন্ত্রে, বিকৃত ব্যবহারে, সুফল-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। একটী স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন—কাহারও নাম -'জগদীশ'। যদি কেহ জগদীশকে 'জ্যোতিষ' বলিয়া ডাকে—জগদীশ কি তাহার উত্তর দিবেন? কে কাহাকে ডাকিতেছে মনে করিয়া, তিনি নিশ্চয়ই সে ডাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যদি কেহ জগদীশকে তাঁহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জগদীশ সে ডাকে কর্ণপাত করিবেন। অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গও এই সূত্রে উত্থিত হইতে পারে। মনে করুন, জগদীশ—সম্ভ্রান্ত লোক; পথে কতকগুলি নীচ-লোক তাঁহার নাম উল্লেখে যদি

আহ্বান করে, তিনি তাহাতে কখনই কর্ণপাত করিবেন না,—তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে করিতেই পারিবেন না। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এই সাধারণ জ্ঞান হইতেই বুঝিতে পারি না কি, - বেদমন্ত্রাদি যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে যে জন, সেই জনই তাঁহাকে ডাকিবার অধিকারী,—সেই জনের আহ্বানই তাঁহার স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে, মন্ত্রাদির নিত্যত্ব এবং প্রামাণ্য-বিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়।

* * *

বেদের বয়ষ
ও
রচয়িতা-প্রসঙ্গে।

স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না বলিয়াই, বেদ-বিষয়ে নানা সংশয়-প্রশ্ন জাগরূক হয়,—বেদের উৎপত্তি ও রচনা-সম্বন্ধে নানা মত পরিদৃষ্ট হয়। অপিচ, যে বস্তু যত দূর-অতীতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যে দূর-অতীতে স্মৃতি পৌঁছিতে পারে না, তাহার বিষয়ে কাল্পনিক কথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার, যাঁহার দৃষ্টি যাদৃশ সীমাবদ্ধ, পুরাতন সনাতন সামগ্রীর উৎপত্তি-বিষয়ে তিনি সেইরূপ ভ্রমময় নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান। পাশ্চাত্যমতাবলম্বী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা-ক্রমে বেদের বয়স তাই চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে বেদের জন্ম হইতে পারে, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত তাহা অনুমান করিতেই সঙ্কুচিত হন। তাঁহাদের সেই দৃষ্টির ফলে, বেদের উৎপত্তিকাল গণনাঙ্কের গণ্ডীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই কালনির্ণয়ে এতই মতভেদ দেখিতে পাই যে, তাহার কোনও মতের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। কেহ কহেন,—২০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন ৫০০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ কহেন,—স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইরূপ নানা শ্রেণীর লোকের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বয়স সম্বন্ধে যেমন বিতণ্ডা, উহার রচয়িতা-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিতণ্ডা দেখিতে পাই। অধুনা-প্রচলিত ঋগ্বেদাদি যে সকল শাস্ত্র দেখিতে পাই, তাহার সূক্ত-বিশেষের রচয়িতা বলিয়া এক এক ঋষির নাম প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতন পুঁথি-পত্রে সূক্তের সঙ্গে সঙ্গে, মন্ত্রের বিনিয়োগকর্ত্তা এক এক ঋষির নাম সান্নিবিষ্ট আছে; তদ্দৃষ্টে তাঁহারাই সেই সেই সূক্ত রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। বেদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে, বেদের রচনা-সম্বন্ধে এইরূপ নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। যেখানে এত মতবিরোধ, সেখানে কোন্ মতে কে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন?

* * *

বিতণ্ডার নিরসনে
শাস্ত্র ও যুক্তি।

এ ক্ষেত্রে, 'বেদ' যে কি—তাহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? যেখানে মানুষের গবেষণা প্রতিহত হয়, সেখানে ঋষি-বাক্যের—শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা মানিতে হয়। যাহা পুরাতন, যাহা সনাতন, অধুনাতন তাহার কি সাক্ষ্য দিবে? মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন,—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" (পরাশর-সংহিতা)। অর্থাৎ, বেদের রচনাকর্ত্তা কেহই নাই; চতুর্ম্মুখ যে ব্রহ্মা, তিনিও বেদের রচয়িতা নহেন,—স্মরণকর্ত্তা মাত্র। তবেই বুঝা যায়, ব্রহ্মা, যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-

কর্ত্তা বলিয়া বিঘোষিত হন, তাঁহারও পূর্ব্বে—সৃষ্টিরও পূর্ব্বে, বেদমন্ত্র তাঁহার স্মৃতিমূলে বিদ্যমান ছিল। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২১শ শ্লোক) কহিয়াছেন,—

> "সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
> বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিতে সেই পরমাত্মা, বেদের উপদেশ অনুসারে, পৃথক্ পৃথক্ নাম, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম, এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি-বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।' ইহাতেও বুঝা যায়, এই পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ ছিল; আর সেই বেদ-অনুসারে সৃষ্ট-পদার্থের নাম, কর্ম্ম ও বৃত্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যে বেদকে অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই ঋগ্বেদেও (পুরুষ-সূক্তে) উক্ত আছে,—

> "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
> ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"

অর্থাৎ,—'সৃষ্টির আদিভূত যে পুরুষ, তাঁহা হইতে ঋক্ ও উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা হইতেই ছন্দঃসকল ও যজুঃ জন্মিয়াছিল।' এ উক্তি অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে? সৃষ্টির আদিতে 'বেদ' ছিল, এ সংবাদ সকল শাস্ত্রই ঘোষণা করিতেছেন। আবার সৃষ্টি যখন অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন বেদও অনাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বেদের জন্মকাল কে নির্ণয় করিবে? তারপর, বেদের যে কেহ রচয়িতা আছেন, অর্থাৎ সূক্ত-বিশেষ যে ঋষি-বিশেষের রচনা, তাহাও সপ্রমাণ হয় না। যে যে মন্ত্র যে যে ঋষির নামে প্রচারিত, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের প্রয়োগকর্ত্তা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদিগকে রচয়িতা বলিতে পারা যায় না। অধুনা দেখিতে পাই, অনেক সংসারে পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে অনেক মন্ত্র প্রচলিত আছে। পিতা বা পিতামহ, পুত্র বা পৌত্রকে সেই সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; অথবা পুত্রের বা পৌত্রের শিক্ষার জন্য তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহারা সে মন্ত্রের রচয়িতা নহেন। পিতা বা পিতামহ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সেই সকল মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অনেক মন্ত্রের আদি—অনুসন্ধানের অতীত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। পুত্র পিতার নিকট হইতে, পিতা-প্রপিতামহক্রমে, ঐ মন্ত্রের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। সন্ধান করিতে গেলে, ঐ মন্ত্র প্রথম কাহার নিকট হইতে কোন্ জন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কখনই তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, যে বংশে যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছে, সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ যাঁহার অস্তিত্ব যখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাঁহাকেই তখন স্থূল-দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করে; পরন্তু তিনি রচয়িতা নহেন, প্রয়োগকর্ত্তা মাত্র। এইরূপে আমরা বলিতে পারি, সৃষ্টির আদি-কাল হইতে প্রচলিত ভগবানের উপাসনা স্তোত্র-বাক্য যাঁহাদের রচনা বলিয়া পরিচিত হয়, তৎসমুদায় তাঁহাদের রচনা নয়, তাঁহাদের প্রবর্ত্তনা মাত্র। এইরূপে বুঝা যায়, বেদ—যাহা প্রকৃত বেদ, তাহা মনুষ্যের রচিত নহে, তাহা কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কাষ্ঠাদির মধ্যে যেমন সূক্ষ্মভাবে বহ্নি অবস্থিত আছে এবং বাহ্য দৃষ্টিতে যেমন সে অগ্নি

প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু পরস্পর সংঘর্ষে সেই অগ্নির অস্তিত্ব যেমন প্রকাশ পায়; গায়ত্র্যাদি মন্ত্রও সেইরূপ স্বতঃশক্তিসম্পন্ন;—যথাযথ বিনিয়োগ-ক্রমে উহার বিকাশ হয় মাত্র। ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; শব্দ রূপান্তরিত হইতে পারে; ধ্বনি বিপর্য্যস্ত হইয়া আসিতে পারে; আর সেই হেতু শক্তি বিকাশ পাইতে না পারে, সুতরাং ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা বেদ, যাহা জ্ঞান, তাহা অনাদি অব্যয় অবিকৃত।

* * *

বেদের স্বরূপ ও বিভাগাদি।

সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটী শ্রুতিবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই শ্রুতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদ-বিষয়ে একটা বিশেষ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত বেদের যে কি সম্বন্ধ, তদ্দ্বারা তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতে পারে। ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে সেই শ্রুতি; যথা,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

উপমার ভাষায় আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদ এইরূপ ভাবেই সম্বন্ধ-সম্পন্ন। একই অগ্নি যেমন প্রতি পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ ধারণ করেন, একই বায়ু যেমন প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই পদার্থের প্রতিরূপ প্রাপ্ত হন; অনন্ত শাস্ত্র-সমুদ্রের মধ্যে বেদ সেইরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান্ রহিয়াছেন। অন্য কথায়, বেদ-রূপ আকর হইতেই শাস্ত্ররত্নসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে। বেদ—এক ও অদ্বিতীয়। কালক্রমে শাস্ত্রাকারে বেদ প্রথমে ত্রিধা বিভক্ত হয়; সেই কারণে বেদের এক নাম—'ত্রয়ী'। যখন বেদের নাম ছিল 'ত্রয়ী'; তখন ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বিভাগে উহা বিভক্ত হইত। ঋক্‌ভাগে পদ্য, সাম-ভাগে গীত, এবং যজুর্ভাগে গদ্য বিন্যস্ত ছিল। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন। যুগ ধর্ম্মের সুবিধার জন্য তৎকর্ত্তৃক চারিভাগে বেদ বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাই সাধারণতঃ প্রকাশ। আর এক মত,—যজ্ঞকর্ম্মে সুবিধার জন্য বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। তখন যজ্ঞ-বিধিতে প্রয়োজনীয় অংশ ভিন্ন অন্য অংশ অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞে অপ্রয়োজন, সুতরাং অথর্ব্ব,—এই হেতুই উহার নাম অথর্ব্ব হইয়াছিল। কেহ আবার বলেন,—অথর্ব্ব ঋষি যজ্ঞে সুবিধার জন্য যজ্ঞে অব্যবহার্য্য সূক্তগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ঋষির নামানুসারে ঐ অংশের নাম অথর্ব্ব-বেদ হইয়াছিল। ফলতঃ, একই বেদ যে চারিভাগে বিভক্ত হয়, এবং উহার শাখা-প্রশাখা-রূপ শাস্ত্র-সমূহের অভ্যুদয় ঘটে। একই অগ্নি যেমন আধার ভেদে ভিন্ন-রূপে ভিন্ন নামে অভিহিত হন, একই বেদ সেইরূপ বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন নামে পরিচিত। সকল শাস্ত্রের, সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের যাহা সারভূত; তাহাকেই কহে—'বেদ'। সকল সমাজের, সকল লোকের, সকল জীবের যাহা প্রাণস্থানীয়; তাহাকেই কহে—'বেদ'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্র।

[বেদ-বিষয়ক বিতর্কে দর্শন-শাস্ত্র ;—শব্দের নিত্যত্ব-বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের আপত্তি ;—মীমাংসকগণ কর্ত্তৃক সেই আপত্তির খণ্ডন ;—মীমাংসাদর্শনে বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ক যুক্তি ;—বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে গৌতমের পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বিতর্ক ও উত্তরপক্ষ-পক্ষে উত্তর,—বেদের প্রমাণ্য-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে অপরাপর বিতর্ক এবং উত্তরপক্ষ-রূপে তাহার উত্তর ;—বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক ও মীমাংসা ;—বেদবিষয়ে সাংখ্য, বৈশেষিক ও বেদান্তাদির মত।]

বেদ-বিষয়ক বিতর্ক।

সকল শাস্ত্রেই বেদ বিষয়ে আলোচনা দেখিতে পাই। বেদ যে নিত্য, বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে অনাদি, এ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের অবধি নাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ—সর্ব্বত্রই বেদ-বিষয়ক আলোচনা আছে। তৎসম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রের বিচার ও মীমাংসা, জ্ঞানার্থিমাত্রের কৌতূহলোদ্দীপক। সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্রে বেদের বিষয় কিরূপভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখের পূর্ব্বে, বেদ-বিষয়ে দর্শন-শাস্ত্রের গবেষণার আভাস প্রদান করা যাইতেছে। বিচারে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষ-রূপে বাদ-প্রতিবাদ দ্বারা মীমাংসা হইয়া থাকে। এক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকার করেন না; এবং তৎপক্ষেই যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। অপর সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের যুক্তি পরম্পরাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে পরিগ্রহণ করিয়া, উত্তরপক্ষ রূপে তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ও মীমাংসকগণের বিচার-প্রণালী বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।

∴

১। বেদ নিত্য কি না—তদ্বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

শব্দের নিত্যত্ব-বিষয় আপত্তি।

নৈয়ায়িকগণ বলেন,—'শব্দ কখনও নিত্য হইতে পারে না। বেদ যখন শব্দসমষ্টি, তখন উহার নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটিতেছে।' এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের ছয়টী প্রসিদ্ধ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,—"কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।" অর্থাৎ, যত্নদ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়। যাহা প্রযত্নসাপেক্ষ, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্ম ধ্বংসশীল, সুতরাং শব্দও অনিত্য। দ্বিতীয়,—"অস্থানাৎ।" অর্থাৎ,—'উৎপত্তি-মাত্র শব্দ নষ্ট হয়; শব্দ অস্থায়ী; সুতরাং শব্দে নিত্যত্ব সম্ভবে না।' তৃতীয়,—"করোতি শব্দাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ করিয়া থাকে, অর্থাৎ লোক শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। যাহা কৃত (লোক-কৃত), তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না।' চতুর্থ,—"সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ"। অর্থাৎ,—'শব্দ এক কালে নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়। সুতরাং শব্দ ও নিত্য হইতে

পারে না।' পঞ্চম,—"প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।" অর্থাৎ,—'প্রকৃতি-প্রত্যয়-হেতু শব্দ রূপান্তরিত হইয়া থাকে ; যাহার রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটে, তাহাকে কখনই নিত্য বলা যাইতে পারে না।' ষষ্ঠ,—"বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য।" অর্থাৎ,—'একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিকবার সেই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে। শব্দকর্ত্তার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি-হেতু শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যাহা হ্রাসবৃদ্ধিশীল, তাহা নিত্য হইতে পারে না।' এইরূপে নৈয়ায়িকগণ বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়া থাকেন।

* * *

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডন।

মীমাংসকগণ ঐরূপ আপত্তির খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে ঐ সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া, মীমাংসা-দর্শনের নিম্নলিখিত সূত্র-পঞ্চকে তাহার নিরসন করা হইয়াছে। প্রথম,—"সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ উচ্চারিত হইলেও শব্দকারীর সহিত উহার সম্বন্ধ থাকে না। পরন্তু যে শব্দে যে জ্ঞান, তাহা সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে, নিত্য। 'রাম' এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে, ঐ শব্দের একটা জ্ঞান থাকিয়া যায় ; পূর্ব্বে ঐ শব্দ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার সহিত উহার অভিন্নতা সূচিত হয়। সুতরাং, শব্দের নিত্যত্ব ও একত্ব অনুভবসিদ্ধ।' দ্বিতীয়,—"প্রয়োগস্য পরমং।" অর্থাৎ,—'শব্দ করে' ইহার তাৎপর্য্য—শব্দের নির্ম্মাণ নহে, শব্দের উচ্চারণ মাত্র। তৃতীয়,—"আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।" অর্থাৎ,—'সূর্য্য যেমন নিকটস্থ ও দূরস্থ সকল ব্যক্তির পরিদৃশ্যমান, অথচ তিনি যেমন এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন ; শব্দও সেইরূপ বহু ব্যক্তির কর্ণে ধ্বনিত হইলেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় হয় না।' চতুর্থ,—"বর্ণান্তরমবিকারঃ।" অর্থাৎ,—'প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগে বর্ণের পরিবর্ত্তনে বর্ণের বিকার হয় না ; বর্ণান্তরে বর্ণের অবস্থিতি ঘটে মাত্র। যেমন, ই-কার স্থানে য-কার হইলে, বর্ণান্তর আদেশ হয় বটে ; কিন্তু ই-কারের কোনও অসদ্ভাব ঘটে না।' পঞ্চম,—"নাদবৃদ্ধিঃ পরা।" অর্থাৎ,—'একই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে ধ্বনি-মাত্র বৃদ্ধি হয় ; শব্দ বা শব্দ-কথিত বস্তুর বৃদ্ধি ঘটে না। পুনঃপুনঃ গো-শব্দ উচ্চারিত হইলে, নাদ বা কোলাহল বৃদ্ধি হয় বটে ; কিন্তু বস্তুপক্ষে কোনরূপ সংখ্যাধিক্য হয় না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অবিসম্বাদিত।'

* * *

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি।

মীমাংসা দর্শন শব্দের নিত্যত্ব-প্রমাণের জন্য আরও কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পাঁচটী যুক্তি এস্থলে প্রকটন করা যাইতেছে। প্রথম,—"নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" অর্থাৎ,—'যখন উচ্চারণ মাত্র শব্দের অর্থ পরিগ্রহ হয়, শব্দ বিনষ্ট হয় না, তখন শব্দকে নিত্য বলাই সঙ্গত। শব্দ যদি নিত্য না হইত, শব্দের যদি অর্থবোধ কেহ না করিতে পারিত, তাহা হইলে শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই ধ্বংসপ্রাপ্ত—সুতরাং অনিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত। শব্দের স্থিতি মানিলেই নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়।' দ্বিতীয়,—"সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।" অর্থাৎ,—'ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি শব্দের একরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন ; সমভাবে অভ্রান্তরূপে ভিন্ন ভিন্ন জনের অর্থবোধ ঘটে ; এই জন্যই শব্দ নিত্য ও এক।' তৃতীয়,—"সংখ্যাভাবাৎ।" অর্থাৎ,—

'শব্দের ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলেও শব্দ একই থাকে।' চতুর্থ,—"অনপেক্ষত্বাৎ।" অর্থাৎ,—'শব্দ বিনষ্ট হইবার কোনও হেতুবাদ দেখা যায় না। সুতরাং শব্দ অনিত্য নহে—নিত্য।' পঞ্চম,—"লিঙ্গদর্শনাচ্চ।". বেদাদি শাস্ত্রে শব্দকে নিত্য বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া, শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি যাহাকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, শাস্ত্র যাহার নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, তাহাই নিত্য।[*] সুতরাং শব্দ-মূলাধার 'বেদ' নিত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়। শব্দের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও বিবিধ বিতর্ক উত্থিত হয়। বেদে "ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত" ইত্যাদি মন্ত্র আছে। কেহ কেহ উহার অর্থ এইরূপ ভাবে নিষ্পন্ন করেন যে, ববর নামক কোনও মনুষ্য প্রাবাহণি বায়ুকে কামনা করিয়াছিল। এবম্বিধ অর্থের ফলে, সেই অনিত্য ববরের পরবর্ত্তী কালে বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল,—প্রতিবাদকারী এইরূপ প্রতিপন্ন করেন। তাহা হইলে, বেদের নিত্যত্ব স্বতঃই অপ্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু মীমাংসকগণ এ সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। অনিত্য-দর্শন-রূপ উক্ত আশঙ্কার উত্তরে তাঁহারা সূত্র করিয়া গিয়াছেন,—"পরন্তু শ্রুতিসামন্যমাত্রম্"; অর্থাৎ ববরাদি শব্দ দ্বারা কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না, পরন্তু উহা ধ্বনিমাত্র; অর্থাৎ ববর-ধ্বনি-বিশিষ্ট প্রবহমাণ বায়ুকে ঐস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বায়ুপ্রবাহের অনিত্যত্ব কে খ্যাপন করিবে? সুতরাং এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। বেদের নিত্যানিত্য প্রশ্ন-মীমাংসা-প্রসঙ্গে আর একটী গুরুতর তর্ক উঠিয়া থাকে। বেদে ইন্দ্র মরুৎ আদিত্য রুদ্র প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। কাহারও উৎপত্তি না হইলে, তাহার নাম হইবে কি প্রকারে? মনে করুন, দেবদত্তের পুত্রের নাম যজ্ঞদত্ত; পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই তাহার নামকরণ হয়। সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। উৎপত্তি স্বীকার করিলে, অনিত্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই সকল অনিত্য দেবাদির নাম যখন বেদে দৃষ্ট হয়, তখন বেদ কেন না অনিত্য হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক-গণ বলেন,—নিত্য ও অনিত্য দুই ভাবেই দেবগণের অধিষ্ঠান সপ্রমাণ হয়। তাঁহারা যখন দেহধারণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে অনিত্য বলিতে পারি। যাহা আকৃতি-অবয়ব-বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই বিনাশশীল। কিন্তু যখন ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক স্মৃতি বা জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ ও পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানে স্বাতন্ত্র্য আছে। পদার্থ ধ্বংসশীল; কিন্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান অবিনাশী—নিত্য। 'রাম' বলিয়া সম্বোধন করিলাম; উহা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইল; রাম-নামধারী কোনও ব্যক্তি সম্মুখে আসিলেন। সে ব্যক্তি নশ্বর, সে ব্যক্তি ধ্বংসশীল। কিন্তু সেই 'রাম' ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার বিষয়ে একটী জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। সে জ্ঞান—তিনি কেমন রূপবান গুণবান বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার কেমন আকৃতি-প্রকৃতি ছিল, ইত্যাদি। ব্যক্তি 'রাম' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সেই যে জ্ঞান, তাহা ধ্বংস হয় না।

---

[*] শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে বেদাদ শাস্ত্রের উক্তি—(১) "তস্মৈ নূনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং" (ঋগ্বেদ, ৮।৬৪।৬); (২) "বচোহবীরূপং নিত্যম্" (শ্রুতি); (৪) "অত্র এ বচ নিত্যত্বং" (দেবতাধিকরণে ব্যাসদেব); (৪) "অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভু বা (স্মৃতি)।"

এই হিসাবে রাম ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলেও, 'রাম' নাম অবিনাশী, নিত্য। বেদে যে ইন্দ্রাদি দেবতার নামোল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা ইন্দ্রাদি দেব-বিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং তাহা নিত্য হইবে না কেন? অতএব বেদের নিত্যত্ব অবিসম্বাদিত।

* * *

২। বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-প্রামাণ্যে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ-বাক্যের প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য বিষয়ে দর্শনকারগণের মস্তিষ্ক নানা প্রকারে আলোড়িত হইয়াছে। মহর্ষি গোতম ন্যায়-দর্শনে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সে সন্দেহের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। গোতম সূত্রে পূর্ব্ব-পক্ষ-রূপে বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করা হইয়াছে,—"তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ।" অর্থাৎ,—"বেদ যে অপ্রমাণ, তাহার কারণ, উহাতে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাবাদ, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি-দোষ আছে। বেদবাক্য যে অনৃত, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ টীকাকারগণ কহেন যে, বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টি যাগ করিলে পুত্রসন্তান লাভ হইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ সর্ব্বত্র তাহার সাফল্য দৃষ্ট হয় না; সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বেদ বাক্য যে ব্যাঘাতমূলক, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা হয় যে, বেদের কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'উদয় কালে হোম করিবে', কোথাও উক্ত হইয়াছে,—'অনুদয় কালে হোম করিবে'; এবং তাহাতে এক কালের প্রসঙ্গে অন্যকালের নিন্দাও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঘাত-দোষ ঘটিতেছে। এইরূপ আরও দেখা যায়, পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতিবাক্যের ঐক্যতা নাই। শ্রুতিতে কোথাও আছে,—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", আবার কোথাও আছে,—"দ্বে ব্রাহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" অর্থাৎ, একটীতে অদ্বৈতবাদ, অপরটীতে দ্বৈতবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। পুনরুক্তির তো কথাই নাই। একই কথা বেদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া, মহর্ষি গোতম নিজেই তাহা খণ্ডন করিতেছেন। বেদবাক্য যে মিথ্যা নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মকর্ত্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ।" তাঁহার মতে, তিন কারণে বৈদিক কর্ম্মে ফল লাভ হয় না। প্রথমতঃ, কর্ম্মকর্ত্তা অনধিকারী; দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ; তৃতীয়তঃ, বিধিবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান। এই তিনটীই অভীষ্ট ফলের অন্তরায়-সাধক। উপযুক্ত কর্ম্ম না করিলে, ফলের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা নহে; কর্ম্মকারীর কর্ম্মদোষেই কর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ড হইয়া থাকে। কালাকাল-ঘটিত ব্যাঘাত-দোষ-বিষয়ে গোতমের উত্তর,—'উদয় ও অনুদয় উভয় কালই হোমাদির পক্ষে প্রশস্ত বটে; কিন্তু এককালে সঙ্কল্প করিয়া অন্যকালে কার্য্য করিলে, অভীষ্টলাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; মন্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য।' ব্রহ্ম-সম্পর্কেও 'তিনি এক' 'তিনি দুই' এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ দৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ,—জীবের জ্ঞান-বৈগুণ্য। জীবের যখন অজ্ঞান অবস্থা, জীব যখন আত্মা-পরমাত্মার অভেদ-ভাব বুঝিতে পারে না; তখন আপনাকে ও ব্রহ্মকে দুই বলিয়া মনে করে। যখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, সে তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-ভাব উপলব্ধি করে। জীবের সেই অবস্থাদ্বয় বুঝাইবার জন্যই, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গ। বেদের প্রামাণিক বিষয়ে উহাতে ব্যাঘাত ঘটিবার

কি আছে? পুনরুক্তি-সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন,—'প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা কদাচ পুনরুক্তি-দোষ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। পাছে ভ্রান্তি-বশে জীব কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হয়, তাই তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বেদে কোনও কোনও বিষয় একাধিকবার উক্ত হইয়াছে। উহা জীবের মঙ্গলার্থ-প্রযুক্ত, সুতরাং উহা পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। যাহা আবশ্যক বা যাহা একান্ত করণীয়, তৎসম্বন্ধে একাধিক বার উপদেশ প্রদত্ত হইলে, সে উপদেশ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সফলতা আনয়ন করে। সেই উদ্দেশ্যেই এক এক উপদেশ পুনঃপুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে দোষ বলা যায় না।"

* * *

বেদের প্রামাণ্য ও নিত্যত্ব বিষয়ে।

অনৃত, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি – ত্রিবিধ দোষ খণ্ডন করিয়া, গৌতম স্বমত খ্যাপন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ।' অর্থাৎ, প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের বাক্য প্রামাণ্য বলিতে হয়।' এ বিষয়ে বৃত্তিকারের উক্তি পাঠ করিলে, বিষয়টী পরিস্ফুট হইতে পারে।

> "আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎ লব্ধং। তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। মন্ত্রো বিষাদিনাশকঃ। আয়ুর্ব্বেদভাগশ্চ বেদস্য এব। তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়ং।"

যথার্থ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সত্যবাণী বিঘোষিত আছে, এইজন্য বেদবাক্য প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্র—বিষাদি-নাশক; আয়ুর্ব্বেদ—বেদেরই অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। বেদও সেইরূপ প্রমাণ। বেদকে যে নিত্য ও প্রমাণ বলা হয়, তাহার আরও কারণ এই যে, বেদে অতীত অনাগত মন্বন্তর যুগান্তর সম্প্রদায় অভ্যাস ও প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন আছে। বেদের উপদেশ যথার্থ। বহুকালপ্রচারিত হেতু বেদের নিত্যত্ব এবং উহাতে সত্যবাক্য আছে বলিয়া, উহা প্রামাণ্য। এ বিষয়ে বৃত্তিকার বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি; যথা,—

> "মন্বন্তরযুগান্তরেষু চ অতীতানাগতেষু সম্প্রদায়াভ্যাসপ্রয়োগাবচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং।
> আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রমাণ্যং। লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।"

এইরূপে ন্যায়দর্শন বেদের প্রামাণ্য খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। মীমাংসকগণ বেদের নিত্যত্ব ও প্রামাণ্য-বিষয়ে আরও একটী যুক্তির অবতারণা করেন। অনেক সময় বিতর্ক উঠিয়া থাকে,—শব্দের সহিত অর্থের একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ সঙ্কেতাত্মক, অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাবমূলক। কল্পিত সেই সম্বন্ধ লইয়াই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কল্পিত সেই সম্বন্ধ যে অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হয়, শুক্তিকাদিতে রজতাদির জ্ঞানই তাহার প্রমাণ। শব্দে যখন সত্যের অপলাপ অসম্ভব নয়, তখন বেদবাক্য-সকল কল্পিত সঙ্কেতাত্মক শব্দ বলিয়া নিরর্থক ও অপ্রামাণ্য হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া মীমাংসকগণ তাহার খণ্ডন জন্য একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এ

সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনের একটী সূত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—

'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ
অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।'

"শব্দস্য নিত্যবেদঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমত্র করণে লুট্ জ্ঞপ্তের্যথার্থজ্ঞানস্য-করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎবিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাবঃ।"

শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্য-বোধক ভাব স্বাভাবিক ও অনিত্য। তাহাতে যে অস্বাভাবিকতা বা অনিত্যতা সূচিত হয়, তাহা বিভ্রমবশতঃ বা অজ্ঞানতানিবন্ধন। শুক্তিতে রজতজ্ঞান বিভ্রমেরই পরিচায়ক। শক্তি শব্দে ও রজত শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সে শব্দের অর্থ অবিকৃতই আছে; ভ্রান্তি তাহার অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে মাত্র। এ ভাবে বিচার করিলে, শব্দ ও তাহার অর্থ নিত্য ও স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বেদবাক্য প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়। বেদবাক্য-প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ের অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ নিত্য ও প্রামাণ্য।

⁂

প্রমাণে অন্যান্য সংশয়।

বেদের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য-বিষয়ে আরও সকল বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহারও কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি। প্রমাণের দুইটী লক্ষণ সাধারণতঃ উক্ত হয়। যদ্দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধন হয়, অর্থাৎ যাহা ভ্রমশূন্য পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণের এই এক লক্ষণ। আর এক লক্ষণ,—যাহা অনধিগত বা অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে, তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ সম্বন্ধে এই দুই লক্ষণ, দুই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষ-রূপে নৈয়ায়িকগণ বেদে ঐ দুই লক্ষণেরই অভাব ঘোষণা করেন। কতকগুলি বেদমন্ত্র বোধগম্য হয় না। যাহা বোধগম্যই নহে, তাহাতে আর কি জ্ঞান উন্মেষ সম্ভবপর? মন্ত্রে আছে,—(১) "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু", (২) "অম্যক্সাৎ ইন্দ্র ঋষ্টিঃ", (৩) "যাদৃশ্মিন্ধায়ি তমপস্যয়াবিদদ্", (৪) "আপন্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্ম্মা", ইত্যাদি। এই সকলের অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার অর্থবোধ হয় না, তাহার প্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? একটি মন্ত্র আছে,—"অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ"; অর্থাৎ,—উপরে কি নীচে? মন্ত্রে এই ভাব ব্যক্ত থাকিলেও, উহা স্থাণু-সম্বন্ধে কি পুরুষ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ আসে। সুতরাং ঐ মন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। আবার অনেক স্থলে অচেতন পদার্থকে চেতনের ন্যায় সম্বোধন করা হইয়াছে; যথা,—(১) "ওষধে ত্রায়স্বৈনম্"; অর্থাৎ—'হে ওষধে! ইহাকে উদ্ধার কর'; '২) "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ"; অর্থাৎ,—'হে ক্ষুর! ইহার প্রতি হিংসা করিও না'; (৩) "শৃণোতি গ্রাবাণ"; অর্থাৎ, 'হে পাষাণগণ তোমরা শ্রবণ কর'; (৪) "আপ উন্দন্তু"; অর্থাৎ,—'হে জল! মস্তকের ক্লেদ দূর কর'; (৫) "শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মম"; অর্থাৎ,—'হে শুভিকে (টোপর)!

আমার মুখের শোভা বর্দ্ধন করিতে মস্তকে আরোহণ কর।' এই সকলস্থলে অচেতন পদার্থকে চেতন পদার্থ-রূপে সম্বোধন করায়, মন্ত্রসমূহ অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হয়। কোথাও 'দুই চন্দ্র' (দ্বৌ চন্দ্রমসৌ), কোথাও 'রুদ্র এক – দ্বিতীয় নাই' (এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে), কোথাও 'সহস্র সহস্র রুদ্র পৃথিবীতে আধিপত্য করিতেছেন' (সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্) ;—এইরূপ উক্তি আছে। এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য প্রমাণ পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। যদি কেহ কহেন,—"আমি যাবজ্জীবন মৌনী আছি," তাঁহার সেই বাক্য যেমন তাঁহার মৌনতার বিঘ্ন-সাধক, ঐ সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবদ্যোতক মন্ত্রসকলও সেইরূপ প্রমাণের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। অতএব, বেদবাক্য প্রামাণ্য নহে।

• • • •

সকল সংশয় নিরসেন।

পূর্ব্বোক্ত সংশয়-প্রশ্ন-সমূহের উত্তর মীমাংসক-সম্প্রদায়গণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া, উত্তরপক্ষরূপে তাঁহারা যে তাহার উত্তর-দান করিয়াছেন, তাহারই আভাষ এক্ষণে প্রদান করা যাইতেছে। যে সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না বলিয়া বেদ-বিরোধিগণ নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ যাস্কের "নিরুক্ত" গ্রন্থে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা তাহা অবগত নহেন, তাঁহারাই ঐ সকল মন্ত্রের উল্লেখে বেদের প্রামাণ্য-পক্ষে দোষ প্রদর্শন করেন। এই উপলক্ষে মীমাংসকগণের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। সূত্রটী এই ;—"সতঃ পরমবিজ্ঞানম্।" অর্থাৎ,—পরম জ্ঞান লাভ হইলেই, বিদ্যমান পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয়; অজ্ঞজন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। 'জর্ভরী তুফ রী তু' শব্দের অর্থ – পালনকর্ত্তা সংহারকর্ত্তা। 'জর্ভরী তুর্ফরী' অশ্বিদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। ঐ কারণেই সূক্তটির নাম আশ্বিনসূক্ত। অন্ধব্যক্তিগণ যে বিশাল স্তম্ভ পর্য্যন্তও দৃষ্টি করিতে সমর্থ নয়, সে দোষ স্তম্ভের নহে,—সে দোষ অন্ধেরই। কেহ অর্থ বুঝিল না বলিয়া, বেদবাক্য যে অর্থহীন হইবে, তাহার কোনই হেতু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। "অধঃস্বিদাসীৎ" ইতি মন্ত্রের অর্থ – পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিলে উপলব্ধি হয়। ঐ অংশের স্থূল অর্থ – উপরে নীচে। উহা পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাতে উর্দ্ধে ও অধঃদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ পাইতেছে। ওষধি, ক্ষুর, পাষাণ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে জড় বা অচেতন পদার্থকে লক্ষ করা হয় নাই ; পরন্তু উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উদ্দেশেই ঐ সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র তন্ময়ত্ব-ভাব-জ্ঞাপক। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপে বিরাজমানতাই উহার লক্ষ্য। যদি কেহ আপন স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপট লক্ষ্য করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করেন, সে প্রণাম কখনই চিত্রপটের উদ্দেশে নহে ; সে প্রণাম, তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার উদ্দেশেই বিহিত হয়। সেইরূপ ওষধি, পাষাণ বা ক্ষুর প্রভৃতির সম্বোধনে যে সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাদের অধিষ্ঠান-ভূত বিশ্বপাতাই সেই সকল মন্ত্রের লক্ষ্য। উত্তর-মীমাংসায় মহর্ষি বাদরায়ণ "অভিমানিব্যপদেশস্তু"—এই সূত্রে এই সংশয়ের নিরসন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ-দৃষ্টিতে দুইটী মন্ত্র পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, সে ভাব দূর

হইতে পারে। শব্দের ও বাক্যের অর্থ দুইরূপ দৃষ্ট হয়। এক অর্থ—লৌকিক; অপর অর্থ—ব্যবহারিক। 'পিতা' ও 'মাতা' এই দুই শব্দের সাধারণ অর্থ সকলেই অবগত আছেন। ঐ দুই শব্দে পালনকর্ত্তা পিতা এবং স্নেহময়ী জননী অর্থাৎ পুরুষ ও নারী স্বতন্ত্রভাবে দুই জনকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমনও দেখা যায়, ঐ দুই শব্দ একই উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। লোকে সাধারণতঃ আপন উত্তমর্ণকে ও ভূস্বামীকে "আপনি আমার মা-বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে আমরা 'মা-বাপ' (মাতা-পিতা) শব্দদ্বয়ের কি অর্থ গ্রহণ করি? সম্বোধিত ব্যক্তি কি একাধারে স্ত্রী ও পুরুষ? কখনই নহে। শব্দদ্বয়ের অর্থ স্ত্রী ও পুরুষ-রূপে পরিকল্পিত হইলেও, ঐরূপ ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তিতে পিতার পালকতা ও মাতার স্নেহ-মমতা একাধারে বিদ্যমান আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ, 'এক রুদ্র দ্বিতীয় নাই' এবং 'সহস্র সহস্র রুদ্র আধিপত্য করিতেছেন' এবম্বিধ বিপরীত-ভাবসম্পন্ন মন্ত্রে কখনই বেদ-প্রমাণ্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে না। কেন-না, ঐ অংশের সূক্ষ্ম অর্থ এই যে, সেই যে ব্রহ্ম—যিনি রুদ্ররূপে সম্পূজিত হন, তিনি এক হইয়া বহু এবং বহু হইয়াও এক। যোগ-প্রভাবে মানুষ বহুরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেখানে একে যেমন বহুত্বের প্রকাশ অসম্ভব হয় না, এ ক্ষেত্রে সেরূপ বিবেচনাও করা যাইতে পারে। অতএব, তাঁহাকে কখনও একরূপে, কখনও বহুরূপে পরিচিত করায়, বেদপ্রামাণ্যে কোনই দোষ ঘটিতেছে না।

• • •

৩। অপৌরুষেয়ত্ব-বিষয়ে বিতর্ক ও মীমাংসা।

বেদ যে পৌরুষেয়. তৎপক্ষে যুক্তি।

বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ-পক্ষে প্রধানতঃ ত্রিবিধ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাই। এক পক্ষ, বেদকে সাধারণ মনুষ্যের রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পক্ষ, উহাকে অভ্রান্ত পুরুষের রচনা বলেন। তৃতীয় পক্ষ, উহা ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কালিদাস 'রঘুবংশাদির' রচয়িতা; 'উত্তররাম-চরিত' প্রভৃতি ভবভূতির রচনা; বেদও সেইরূপ পুরুষবিশেষের রচনা বলিয়া বিতর্ক উত্থাপিত হয়। সাধারণ গ্রন্থাদি দেখিয়া যেমন তাহার প্রণেতার বিষয় মনে আসে, বেদ দেখিয়াও সেই ভাব মনে না আসিবে কেন? ইহাই প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত। আবার, নৈয়ায়িকগণ এক ভাবে, বৈশেষিক দর্শন আর এক ভাবে এবং বেদান্ত অন্য আর এক ভাবে, এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন,—"বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী হইতে পারেন, বেদ অভ্রান্ত-পুরুষের প্রণীত হইতে পারে; কিন্তু উহা যে কাহারও রচনা নহে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিল; সে স্থলে 'ঘট প্রস্তুত করিল' এই বাক্য নিশ্চয়ই সত্য। বেদে সেইরূপ সত্য আছে বলিয়া, উহা অভ্রান্ত-পুরুষের রচনা বলা যাইতে পারে; কিন্তু উহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কাহারও রচিত নহে বলা যাইতে পারে না। বাক্য অভ্রান্ত হইলেই যে তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয় হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। তবে বেদ যখন অভ্রান্ত ও সত্যস্বরূপ, উহা ভ্রান্ত

মানুষের রচনা হইতে পারে না ; উহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা। ঈশ্বরের রচনা বলিয়া উহার প্রামাণ্য। তদ্ব্যতীত উহার অপৌরুষেয়ত্ব নাই।' বৈশেষিক-দর্শনের মতও অনেকাংশে ঐরূপ ভাবদ্যোতক। দর্শনকার সূত্রে (প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, তৃতীয় সূত্র) বলিয়াছেন,—"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" অর্থাৎ, বেদ ঈশ্বরবাক্য, অতএব প্রমাণ। অর্থান্তরে, বেদ ধর্ম্ম-প্রতিপাদক ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং প্রমাণ। বৈশেষিক-দর্শনের অন্য আর এক সূত্রে বিষয়টী আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত দেখি। সে সূত্র (ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, প্রথম সূত্র)—"বুদ্ধিপূর্ব্বাবাক্যকৃতির্ব্বেদে" অর্থাৎ, বেদবাক্য রচনা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়াছে। বেদে বিধি-নিষেধ-রূপ যে সকল বাক্য আছে, তাহা ধর্ম্ম-মূলক। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ তাই বেদ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সে বেদ রচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাহার অভ্রান্ততা। 'স্বর্গকামো যজেৎ' ; অর্থাৎ, যাগযজ্ঞই স্বর্গকামী জনের ইষ্টসিদ্ধির কারণ ; 'গাং মা বধিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ, গো-বধ করিও না ; কেন-না, ইহা স্বর্গকামী ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায় ;—এবম্বিধ যে বেদোক্ত বিধি-নিষেধ, ইহা কি কখনও মানুষে রচনা করিতে পারেন ? স্বর্গাপবর্গের কথা সাধারণ মনুষ্যের অধিগম্য নহে। এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া, বৈশেষিক-দর্শন ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যাহার অসংখ্য শাখা, যাহার অশেষ সম্মান, বৈশেষিকের মতে, তাহা অভ্রান্ত-পুরুষের—ঈশ্বরের রচনা ভিন্ন অন্য কাহারও রচনা হইতে পারে না। এতদনুসারে, বেদ ঈশ্বর-প্রেরিত এবং মহাজন-গৃহীত ; আর, তজ্জন্যই উহার প্রামাণ্য। বেদ-বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের যে সিদ্ধান্ত, তাহাতেও এবম্বিধ অভিমতই অভিব্যক্ত। বেদ যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (বেদান্ত-দর্শন, প্রথম পাদ, তৃতীয় সূত্র) সূত্রে এ তত্ত্ব ব্যক্ত। বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মই বেদের-সৃষ্টিকর্ত্তা ; উক্ত সূত্রে এই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ' সাধারণ পুরুষ বা মনুষ্য কর্ত্তৃক নহে ;—পরম-পুরুষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদ সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদের পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র-অনুসারেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইতে পারে। কেন-না, উক্ত সূক্তে বেদ-বিধাতা ভগবানকে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' অর্থাৎ সহস্র-মস্তক সহস্র-চক্ষু ও সহস্র-পাদ বিশিষ্ট পুরুষ বলা হইয়াছে। সেই পুরুষ হইতেই যখন বেদ উৎপন্ন, তখন বেদকে অবশ্যই পৌরুষেয় বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হয়।

⁂

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রমাণ।

এবম্প্রকারে বেদের পৌরুষেয়ত্ব খ্যাপনে যে সকল বিতর্ক উত্থাপিত হয়, বিবিধ যুক্তি দ্বারা তৎসমুদায় খণ্ডনের প্রয়াস দেখিতে পাই। প্রথমতঃ কালিদাস ভবভূতির ন্যায় কোনও মনুষ্য যে বেদ রচয়িতা ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কালিদাস 'রঘুবংশ' প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; ভবভূতি কর্ত্তৃক 'উত্তররামচরিত' বিরচিত হইয়াছিল ;—এ সাক্ষ্য পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেদ-প্রণেতার কোনই পরিচয় নাই। কেহ হয় তো মনে করিতে পারেন, মধুচ্ছন্দা ঋষি প্রভৃতি যাঁহাদের নামে বৈদিক সূক্তসমূহ প্রচলিত আছে, তাঁহারাই বুঝি সেই সেই সূক্তের রচয়িতা। কিন্তু এ বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, তাঁহাদিগকে

মন্ত্রের রচয়িতা বলা যাইতে পারে না, তাঁহারা মন্ত্রের প্রবর্ত্তক মাত্র। তারপর, বৈশেষিক-দর্শনের এবং বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্তের আলোচনায় বেদ যে পরমেশ্বর-রচিত বলিয়া সূচিত হয়, তদ্দ্বারাও উহার পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কেন না, পুরুষ বলিতে—মানুষ বলিতে, কর্ম্মফল-হেতুভূত এই জন্মজরামরণশীল দেহধারী জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। কর্ম্মের ফলে জীবকেই নরদেহ ধারণ করিতে হয়। সেই নরদেহধারী জীবই সাধারণতঃ পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু জগৎপিতা জগদীশ্বর সেরূপ পুরুষ নহেন। আবশ্যক-অনুসারে পুরুষ-রূপে আবির্ভূত হইলেও, তিনি সাধারণ পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না; কেন-না, কর্ম্মফলের অধীন হইয়া, কর্ম্মফলভোগ-হেতু তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় নাই; সুতরাং পুরুষ হইয়াও তিনি পুরুষাতীত। আর, তদনুসারে পৌরুষেয় হইয়াও তাঁহার রচনা অপৌরুষেয়। এই পৌরুষেয়-অপৌরুষেয়-প্রসঙ্গে সাংখ্যমতাবলম্বিগণের যুক্তি আবার আর এক প্রকার। তাঁহারা বলেন, পুরুষ নিষ্ক্রিয় মুক্ত সৎস্বরূপ। কোনও বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছাই আসিতে পারে না। সুতরাং তিনি যে বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি? ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও কার্য্য করা—বদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। অতএব, বুদ্ধিপূর্ব্বক বেদ রচিত হইয়াছে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পুরুষকে পরমেশ্বরকে বদ্ধ-জীব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বদ্ধজীবে মুক্ত-সত্য ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষ মুক্ত সত্য; সুতরাং বেদ তাঁহার রচনা হইতে পারে না।' তবে তাঁহা হইতে বেদ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? সাংখ্যগণ উত্তরে বলেন,—'অদৃষ্টবশতঃ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিশ্বাসের ন্যায় বেদের উৎপত্তি হইয়াছে।' পুরুষ হইতে অনুসৃত হইলেই যে তাহা পৌরুষেয় হইল, তাহা বলিতে পারি না। সুষুপ্তি-কালে, নিদ্রিত অবস্থায়, মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়। তাহাকে কি ইচ্ছাকৃত পৌরুষেয় বলিতে পারি? কখনই না। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক করা যায়, তাহাই পৌরুষেয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। পুরুষ—যিনি পরম পুরুষ, তাঁহাতে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা কিছুরই আরোপ করা যায় না। সুতরাং বেদ পৌরুষেয় নহে।' তবে বেদ কোথা হইতে আসিল? সাঙ্খ্যগণ উত্তরে বলেন,—'বেদ অনাদি বীজাঙ্কুরবৎ। বৃক্ষ আদি, কি বীজ আদি—ইহা যেমন নির্ণয় হয় না; জ্ঞান-রূপ বেদেরও সেইরূপ উৎপত্তি ও লয় নির্ণয় হয় না। যাহা পুরুষ (সাধারণ মনুষ্য-কৃত) তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু জ্ঞানের আদি-অন্ত কে নির্ণয় করিতে পারে? সুতরাং বেদ অনাদি অপৌরুষেয়।'

* * *

বেদার্থে বিভিন্ন ভাব।

বেদ-বিষয়ে এইরূপ বিতর্কের অবধি নাই। সে বিতর্ক চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সকল প্রশ্ন ও সকল উত্তর প্রকাশ করিতে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হয়। সুতরাং আমরা স্থূলভাবে কতকগুলি প্রশ্নের ও উত্তরের আলোচনা করিলাম মাত্র। বেদকে যিনি যে চক্ষে দেখেন, তিনি সেইরূপ বিতর্কেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষে উহা বিভিন্ন ভাবে অবভাসিত হয়। সুতরাং বেদের অর্থও বিভিন্নরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদ-পরিচয়।

[পল্লবগ্রাহিতার কুফল ;- বেদাধ্যয়নে অশেষ জ্ঞান আবশ্যক.—ষড়বেদাঙ্গ,—শিক্ষা—উহাতে কি জ্ঞান লাভ করা যায়. তাহার মর্ম্ম ;- কল্প. ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ—ঐ সকলের সার মর্ম্ম ;—পদ, ক্রম, জটা. ঘন প্রভৃতি ;- বেদে সাম্যভাব, —ঋগ্বেদের মন্ত্রে সাম্যভাবের বিকাশ ;--বেদ-বিষয়ে শাস্ত্রাদির অভিমত—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত ,—বেদ-বিভাগ,—তদ্বিষয়ে বিবিধ পদ্ধতি ;—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ ; —কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ;- বেদ-পরিচয়ে বিবিধ বক্তব্য।]

পল্লবগ্রাহিতার কুফল।

পল্লবগ্রাহিতা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি। বিষয়-বিশেষে গম্ভীরভাবে নিবিষ্টচিত্ত হওয়া -সাধারণতঃ মানুষের রুচি-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মানুষ সকল বিষয়ই ভাসাভাসা উপর-উপর বুঝিয়া লইতে চায়। এই যে বেদ—যে বেদ লইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া অসংখ্য মানুষের মস্তিষ্ক চিঘূর্ণিত হইয়া গেল, সেই বেদ বিষয়েও মানুষের সেই পল্লবগ্রাহিতা-প্রবৃত্তির অসদ্ভাব নাই। বেদ কি এবং বেদে যে কি আছে, সকলেই এক কথায় তাহার স্থূল-মর্ম্ম জানিতে চাহেন। বেদ কি—এক কথায় উত্তর পাইলেই অনুসন্ধিৎসু চিত্ত যেন শান্তি লাভ করে। তাই উত্তরও অনেক সময় যথেচ্ছভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাঁহার যতটুকু অভিজ্ঞতা, তিনি সেইরূপ উত্তরই দিয়া থাকেন। বিশাল মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে অভিগমন করিয়া যে জন অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, মহাসাগর সম্বন্ধে সে একরূপ উত্তর দিবে; যে বেলাভূমে পৌঁছিয়াছিল, সে অন্য আর একরূপ উত্তর দিবে; আবার যে মধ্য সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছিল, সে আসিয়া আর এক প্রকার উত্তর করিবে। এইরূপ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন প্রকার উত্তরই পাওয়া যাইবে। তার পর, সে উত্তর যদি এক কথায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাতে যে স্বরূপ-তত্ত্ব কতটুকু প্রকাশ পাইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই সকল কারণেই, এক কথায় উত্তর দিতে গিয়া পৃথিবীর পরম-পূজ্য বেদকে কেহ বা 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এতই দুর্ভাগ্য আমাদের!

⁂

বেদাধ্যয়নে অশেষ-জ্ঞান আবশ্যক।

বেদ বিষয়টী এতই জটিল, এতই গুরুতর যে, যতই সংক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচনা করা যাউক, যতই এক-কথায় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া যাউক ; বক্তব্য বিষয় স্বতঃই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি, বেদ শব্দের অর্থ—জ্ঞান। বেদ কি—এক-কথায় তাহার সংজ্ঞা প্রকাশ করিতে গেলে, জ্ঞান ভিন্ন তাহাকে অন্য আর কি বলিতে পারি? তবে সে জ্ঞান—কি জ্ঞান, কেমন জ্ঞান, সেইটীই বিশেষ অনুধাবনার অনুভাবনার বিষয়। সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে, বড় আয়াস—

বড় প্রযত্ন প্রয়োজন। সে আয়াস—সে প্রযত্ন মানব-সাধারণের অধিগম্য নহে। তাই বেদ-আলোচনায় বেদ অধ্যয়নে অশেষ প্রতিবন্ধক কল্পনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, স্ত্রী-শূদ্র-অব্রাহ্মণ বেদপাঠে অনধিকারী। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে; স্বয়ং বেদই সে সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে স্ত্রী-শূদ্র-অব্রাহ্মণ কাহারও বেদপাঠে অনধিকার নাই সত্য। কিন্তু তথাপি কেন, বেদাধ্যয়ন পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকের প্রশ্রয় দেওয়া হয়? কেনই বা অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ লইয়া মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়া থাকে? তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। গিরিশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে সানুদেশে উপস্থিত হইতে হয়; পরে মধ্যভাগে, পরিশেষে শীর্ষদেশে উঠিবার প্রয়াস প্রয়োজন হয়। কেহই একেবারে তুঙ্গশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হন না। বেদরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ স্তরে স্তরে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যক হয়। হঠাৎ একটী সূক্ত বা ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই এবং সেই অংশের একটা যথেচ্ছ অর্থ স্থির করিতে পারিলেই যে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয়, তাহা নহে। বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বেদাঙ্গে অভিজ্ঞতা-লাভ প্রয়োজন। বেদ যে অনাদি অনন্তকাল হইতে অভ্রান্ত প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, আর যে উহা অক্ষত অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়া গিয়াছে, বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ হইতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। অক্ষয় বেদাঙ্গ-সূত্র, অক্ষয় মণি-মালার ন্যায়, বৈদিক সূক্ত-সমূহকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বেদাঙ্গ-তত্ত্ব অগ্রে অনুশীলন করিতে না পারিলে বেদ-মধ্যে প্রবেশ করিবে সাধ্য কি?

⁂

ষড়বেদাঙ্গ।

বেদকে বুঝিবার জন্যই বেদাঙ্গের প্রবর্ত্তনা। উহা 'ষড়ঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গের মধ্য দিয়াই নিগূঢ় বেদতত্ত্ব নিষ্কাষিত করিতে হয়। এই ষড়ঙ্গ ভিন্ন বেদ-পাঠের সহায়তাকারী আরও কতকগুলি, পাঠ্য-গ্রন্থ আছে। পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সেই সকল গ্রন্থে লাভ করা যায়। তার পর, ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক আছে, উপনিষৎ আছে; দর্শন আছে, পুরাণ আছে, উপপুরাণ আছে। জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উহাদের এক একটীর মধ্য দিয়া বেদ-রূপ অনন্ত রত্নাকরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যাহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, যাহারা বেলাভূমেও পৌঁছাইতে পারে নাই, তাহারা কি করিয়া সে জ্ঞান-রত্নাকরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আশা করিতে পারে? বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অভিজ্ঞ হইতে হইবে—ষড়ঙ্গে। ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা! শিক্ষা—শিখাইবে বর্ণ; শিক্ষা—শিখাইবে স্বর; শিক্ষা—শিখাইবে মাত্রা; শিক্ষা—শিখাইবে বল; শিক্ষা—শিখাইবে সাম। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম—শিক্ষা এই বিষয়-পঞ্চক শিক্ষা দেয়। যদি অকারাদি বর্ণের জ্ঞান না থাকে; যদি উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বর অনুধাবন করিতে অনভিজ্ঞ হও; হ্রস্ব মাত্রা, দীর্ঘ মাত্রা প্রভৃতির জ্ঞান যদি না জন্মে; উচ্চারণ-স্থানাদির এবং সাম্য গুণাদির অভ্যাস যদি তুমি না করিয়া থাক; বৃথাই তোমার বেদাধ্যয়ন হইবে। অ আ ক খ ইত্যাদি স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে

বর্ণ দ্বিবিধ। শিক্ষা-গ্রন্থ এই বর্ণজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—স্বর এই ত্রিবিধ। উদাত্ত—উচ্চ স্বর; অনুদাত্ত—নীচ স্বর; স্বরিৎ—উভয় স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্বর। এই ত্রিবিধ স্বরের জ্ঞান না থাকিলে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে গেলে, স্বর-বিকৃতি দোষ ঘটে। সে দোষে শুভ কামনায় মন্ত্রোচ্চারণে অশুভ ফল সংঘটিত হইতে পারে। শাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। "ইন্দ্র শত্রুর্বর্দ্ধস্ব"—পাঠ-বিপর্য্যয় হেতু এই মন্ত্র বিপরীত ফল প্রদান করিয়াছিল। আদ্যোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে এক ফল; আর অন্তোদাত্ত পাঠে এই মন্ত্রে আর এক ফল। প্রথমোক্ত পাঠে তৎপুরুষ সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি হউক। আর শেষোক্ত পাঠে, আদ্যোদাত্ত হেতু, বহুব্রীহি সমাস বিধায়, অর্থ হয়—ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। উচ্চারণের বিভিন্নতা-হেতু এমনই অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই ঋক্ সমূহের উচ্চারণের উপযোগী চিহ্ন—স্বরলিপিসমূহ—ব্যবহৃত হইতে দেখি। এখানকার স্বর-বিজ্ঞানে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অর্থাৎ ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্ত স্বর প্রচলিত। অধুনা-প্রচলিত এই সপ্ত স্বর সেই বৈদিক স্বরত্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত, স্বরিত হইতে ষড়্‌জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি পরিকল্পিত হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ—এই তিন প্রকার উচ্চারণ-ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ-সমূহে অনেক স্থলে শব্দান্তর্গত বর্ণের উপরে ও নিম্নে বিবিধ রেখা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যে সকল চিহ্নাদি প্রচলিত আছে, তাহা ঐ বৈদিক উচ্চারণ-মূলক রেখা-চিহ্নের অনুসৃতি বলিয়াই মনে হয়। নিম্নে উদাহরণচ্ছলে ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তান্তর্গত প্রথম ঋক্‌টী রেখা-চিহ্নাঙ্কিতরূপে যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

উদ্ধৃত ঋকের বর্ণ-বিশেষের শীর্ষদেশে যে লম্বমান রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আর, বর্ণবিশেষের নিম্নভাগে যে শায়িত রেখা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্দ্বারা সেই সেই বর্ণের অনুদাত্তস্বরে উচ্চারণ বুঝাইতেছে। যে যে বর্ণের নিম্নে কোনরূপ রেখা অঙ্কিত হয় নাই, সেই সেই বর্ণের উচ্চারণ স্বরিৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উচ্চারণ-প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, মাত্রাদি বুঝাইবার জন্য আরও নানারূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ত্রিবিধ;—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। 'কি, হ্রস্ব, 'কী' দীর্ঘ, 'কি-ই-ই' প্লুত। রোদনে গানে প্লুত-স্বর বিহিত হয়। উহাকে অতি-দীর্ঘ স্বর বলা যাইতে পারে। 'বল' বলিতে প্রযত্ন ও উচ্চারণ-স্থান বুঝায়। উচ্চারণ স্থান অষ্টবিধ;—কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা ইত্যাদি। মতান্তরে উচ্চারণ স্থান আরও অধিক পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেগুলিকে যৌগিক উচ্চারণ স্থান বলা যাইতে পারে।

যেমন, কণ্ঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ—কণ্ঠতালব্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। প্রযত্ন বলিতে 'চেষ্টা' বুঝাইয়া থাকে। ঈষৎ, অস্পষ্ট ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ। সাম অর্থাৎ সাম্য বলিতে উচ্চারণ-সাম্য বুঝায়। অতি-দ্রুত, অনতি-দ্রুত প্রভৃতি দোষরহিত এবং মাধুর্য্যগুণ-যুক্ত উচ্চারণই সাম্য। ফলতঃ, যাহাতে সুস্বরে সকল ভাব ব্যক্ত হয়, উচ্চারণে কোনও বৈষম্য না ঘটে, তাহাকেই সাম্য বলে। শিক্ষা-গ্রন্থে এই সকল শিক্ষা প্রদান করে।

• •

কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি।

শিক্ষার পর কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতেছে। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত সূত্র-সমূহ কল্প-গ্রন্থ নামে অভিহিত হয়। উহাতে যোগ-প্রয়োগ-বিধি কল্পিত আছে। এই জন্যই উহার নাম—কল্প গ্রন্থ। কিরূপ প্রণালীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, কোন্ মন্ত্র কখন উচ্চারণ করিতে হইবে; যজ্ঞের কোন্ কার্য্য, ঋত্বিক হোতা বা পুরোহিত, কে কি ভাবে সম্পন্ন করিবেন;—কল্পসূত্রে তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদরূপ দেহের হস্তস্থানীয় বলিয়া কল্পসূত্রের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয়। ব্যাকরণকে বেদের মুখস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যাকরণ ভিন্ন বেদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে সাধ্য কি? ব্যাকরণ ভিন্ন অর্থ-নিষ্কাষণ সম্ভবপর নহে। অর্থ-জ্ঞান না হইলে, বেদাধ্যয়ন বৃথা, ক্রিয়াকর্ম্ম পণ্ড। বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, বেদ কি তাহা বুঝিতে হইলে, ব্যাকরণ জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। সে ব্যাকরণ আবার যে-সে ব্যাকরণ নহে। অধুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, মুগ্ধবোধ, কলাপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যাকরণ প্রবর্ত্তিত ছিল। 'প্রতিশাখা' (প্রতিশাখ্য) তাহাদের আদিভূত। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশাখা ছিল। সে সকল এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন মাত্র তিন বেদের তিনটী প্রতিশাখা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা মহামুনি সনক কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রতিশাখা কাত্যায়ন প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটি শাখা-প্রবর্ত্তকের মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাই। উচ্চারণ, ছন্দঃ প্রভৃতির প্রসঙ্গ প্রতিশাখায় উত্থাপিত। প্রাতিশাখ্যই প্রকারান্তরে বৈদিক ব্যাকরণ। প্রতিশাখা-সমূহের অনুসরণে পাণিনি, কাত্যায়ন, বাড়, গালব, ভাগুড়ী, পাতঞ্জল, বর্ষ প্রভৃতি বৈয়াকরণ ব্যাকরণ-রচনায় প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হন। তবে তাঁহাদের ব্যাকরণানুসারে পরবর্ত্তি কালে যে ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়, সে ভাষা সে বেদের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বেও বহু বৈদিক বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আপিশালী, কাশ্যপ, গার্গ্যোয়, গালব, শক্রবর্দ্ধণ, ভরদ্বাজ, সাকল্য, সেনাকাশ, স্ফোটায়ন প্রভৃতির নাম অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। কথিত হয়, তখন সন্ধি, সুবন্ত, তদ্ধিত প্রভৃত শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে হইত। পাণিনি সেই সমুদায় বিষয় একত্রে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন। বেদাঙ্গের অপর গ্রন্থের নাম নিরুক্ত। বৈদিক শব্দের ও বৈদিক বাক্য-সমূহের অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে বিশদীকৃত হইয়াছে। অর্থবোধের

জন্য নিরুক্তকারগণের মধ্যে যাস্ক ঋষিই অধুনা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্থৌলাষ্ঠীবী, ঔর্ণবাভ, শাকপুণি প্রভৃতি প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থের ও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্ত-গ্রন্থকে বেদের শ্রবণেন্দ্রিয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। নিরুক্তের পর ছন্দঃ গ্রন্থ। শিক্ষা বা স্বর-বিজ্ঞানের পর ছন্দঃ-জ্ঞানের উপযোগিতা অনুভূত হয়। ছন্দঃ-গ্রন্থের বীজ—বেদে, অঙ্কুরোদ্গম—আরণ্যকে, শাখা-প্রশাখা—উপনিষদে। ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন, রস-গুণ-দোষ উপলব্ধি হয় না; ছন্দঃ-জ্ঞান ভিন্ন উচ্চারিত শব্দ-সমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করে না; তাই ছন্দের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হয়। বেদে প্রধানতঃ সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই;—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী। সন্ধ্যাবন্দনায় ব্রাহ্মণ-মাত্রেই এই সকল ছন্দের পরিচয় পাইয়া থাকেন। চব্বিশ অক্ষরে (বা স্বরবর্ণ) তিন চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দঃ, তাহাই গায়ত্রী। উষ্ণিক ছন্দে আটাশটী অক্ষর, অনুষ্টুপে বত্রিশটী, বৃহতীতে ছত্রিশটী, পংক্তিতে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীতে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। বেদ-ব্যবহৃত এই সাতটী ছন্দঃ 'বৈদিক ছন্দঃ' নামে অভিহিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার 'সর্ব্বানুক্রমণিকা' গ্রন্থে এই সাতটী বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি বিরচিত ছন্দঃগ্রন্থ এককালে প্রসিদ্ধসম্পন্ন ছিল। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃগ্রন্থ—ছন্দঃ-মঞ্জরী—প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থকে বেদের পদস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদ-ব্যবহৃত ছন্দের নাম—বৈদিক ছন্দঃ; আর বেদের পরবর্ত্তিকালে যে সকল ছন্দঃ বিরচিত হইয়াছে, তাহার নাম—লৌকিক ছন্দঃ। মহর্ষি বাল্মীকি লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া উক্ত হন। 'মা নিষাদ' ইত্যাদিই লৌকিক ছন্দের আদিভূত। তাহার পর হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যে অধুনা দুই শতাধিক ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ছন্দঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, বেদাধ্যয়নে ছন্দঃ প্রভৃতির জ্ঞান যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ষষ্ঠ বেদাঙ্গ—জ্যোতিষ। যদ্দ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়,—গ্রহাদির গতিস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহারই নাম—জ্যোতিষ শাস্ত্র। বেদবিহিত যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ বিশেষ প্রয়োজন। কোন সময়ে কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, কোন সময়ে কোন্ কর্ম্ম সমাপন করার আবশ্যক, জ্যোতিষ শাস্ত্র সেই জ্ঞান শিক্ষা দেয়। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম আরম্ভ না হইলে এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্ম সমাপ্ত না হইলে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্যোতিষের এত প্রয়োজন। পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞের কালাকাল নির্ণয় জন্য জ্যোতিষের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের চক্ষুস্থানীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

* * *

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি।

পদ, ক্রম, জটা, ঘন প্রভৃতি আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে বেদাধ্যায়ীর অভিজ্ঞতা-লাভ আবশ্যক। মন্ত্রে সন্ধি সূত্রে বহু পদ পরস্পর গ্রথিত আছে। সন্ধিসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই সকল পদকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করাকেই পদ, পদপাঠ বা পদবিশ্লেষণ বলে। পদবিশ্লেষণ ভিন্ন, কোন্ শব্দ কি জ্ঞাপে

অবস্থিত আছে—সে জ্ঞান লাভ ব্যতীত, কেমন করিয়া বেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে? আগ্নেয়-সূক্তের যে প্রথম ঋক্, তাহারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। স্বর-প্রসঙ্গে ঋক্‌টী উদ্ধৃত করিয়াছি। পদবিশ্লেষণ করিলে, তাহা নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। যথা,—

ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃঽহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।
হোতারং। রত্নঽধাতমং॥ ১॥

সন্ধি-বিচ্ছেদের পর কোন্ পদ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ও উচ্চারিত হয়, উক্ত দৃষ্টান্তে তাহা বোধগম্য হইবে। ক্রম, জটা, ও ঘন বিষয়ে জনৈক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা তাঁহার গ্রন্থের অনুক্রমণিকা অংশে সংক্ষেপে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে সেই অংশ উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"ক্রম।—কোন্ পদের পর কোন্ পদ উচ্চারণ করিতে হইবে এবং কোন্ মন্ত্রের কোন্ পদ শেষ হইলে কোন মন্ত্রের কোন্ পদ উচ্চারিত হইবে, তাহা ক্রম-গ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। ক্রম-পাঠ বহুবিধ;—পদক্রম, বর্ণক্রম প্রভৃতি। যথা, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং' ক্রমানুসারে পঠিত হইলে 'অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য দেবং দেবং ঋত্বিজং' ইত্যাদি পদক্রম এবং 'অগ্নি গ্নিমী মীলে লেপু পুরো রোহি' ইত্যাদি বর্ণক্রম। জটা।—জটাপাঠ ক্রমপাঠ অপেক্ষাও কৃত্রিম এবং আয়াসরচিত। যথা,—পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র 'অগ্নিং ঈলে ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য ইত্যাদি।' প্রত্যেক পদদ্বয়ের তিন বার আবৃত্তি হইবেক এবং দ্বিতীয় বার আবৃত্তিকালে দ্বিতীয় পদটি প্রথমে ও প্রথম পদটী তৎপরে পাঠ করিতে হইবেক। ঘন।—পূর্ব্বোক্ত-সদৃশ আর এক প্রকার বৈদিক মন্ত্রের পাঠ আছে, তাহাকে ঘনপাঠ বলে। 'অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং। ১। ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং ঈলে; ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। ২। পুরোহিতং যজ্ঞস্য' ইত্যাদি প্রত্যেক পদ হইতে এক একটী ঘনপাঠ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য নানা পাঠ নিয়ম থাকিতে পারে। ইত্যাদি কারণ-সমূহ বশতঃ বেদের পাঠভেদ দূরে থাকুক, অক্ষর-মাত্রেরও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" *

• • •

বেদে সামান্যভাব।

বেদতত্ত্ব যে অতি জটিল, বেদের স্বরূপ বুঝাইতে গেলে যে তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনার আবশ্যক হয়, উপরি-উক্ত ষড়ঙ্গাদির প্রসঙ্গ অনুধাবন করিলেই তাহা হৃদ্‌গম্য হইতে পারে। সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিলে, সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন ভূলোকের দ্যুলোকের সকল তত্ত্ব অধিগত হইলে,

---

* উদ্ধৃত অংশ—রমানাথ সরস্বতী কৃত ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকার অন্তর্গত।

ভবে বেদাধ্যয়নে সফলকাম হওয়া যায়। বেদপাঠে যে বহুতর প্রতিবন্ধকতার বিষয় খ্যাপন করা হয়, বেদপাঠ-ব্যপদেশে অধিকারী অনধিকারী প্রসঙ্গে যে গভীর কূটতত্ত্ব উত্থিত হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নয়। তাহার একমাত্র কারণ—অপব্যবহারের আশঙ্কা। যে জন যে সামগ্রীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহার নিকট সে সামগ্রী প্রদান করিয়া কি ফল আছে? দুগ্ধপোষ্য শিশু মণি-মাণিক্য পাইলে গলাধঃকরণ করিতে প্রয়াস পায়! সে জানে না, সে বোঝে না সে মণিমাণিক্য কি জন্য সমাদৃত হয়। অজ্ঞান শিশু বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইলেও অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। বেদমর্ম্ম বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, পরন্তু যাহারা বেদমার্গে অগ্রসর হইবার সামান্য সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়নে বিরত করাই বিধেয়। কেন না, হিতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। অমৃতের অথবা বিষের ব্যবহার যাহারা না জানে, তাহাদের নিকট দুই সামগ্রী দুই বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া আপনাদেরই মধ্যে জ্ঞানের আলোক আবদ্ধ রাখিবেন বলিয়া, বেদাধ্যয়নে আপামর সাধারণ সকলকে অধিকার দেন নাই; তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি। এ বিষয়ে বেদবিৎ জনৈক মনস্বীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে,—ব্রাহ্মণগণ কীদৃশ সাম্যবাদী ছিলেন, জগজ্জনের হিতের জন্য সমভাবে তাঁহারা কিরূপ প্রয়াস পাইতেন। সে উক্তি—"ইদানীন্তন সভ্যগণ যে সাম্যভাবের পক্ষপাতী—যে সাম্যভাবের অভাব দেখাইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিতে বদ্ধপরিকর—যে সাম্যভাবের প্রত্যয় ঘোষণার ফলে বহুতর শূদ্রবংশধর আজি ব্রাহ্মণগণকে মূল শত্রুভাবে দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ অতুল্য রত্ন বৈদিককালে এই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কিরূপ বিমুক্তকণ্ঠে বিগীত হইত, তৎপক্ষে অথর্ব্ব-সংহিতার উনবিংশ কাণ্ডের সপ্তমানুবাকের অষ্টম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটীই যথেষ্ট নিদর্শন। যথা,

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্য্যে॥

অর্থ,—'হে জগদীশ্বর! দেবদলের মধ্যেই প্রিয়বিধান করিও না, রাজন্যবর্গেই যেন তোমার প্রীতি আবদ্ধ না থাকে; প্রত্যুত সকলের প্রতিই সমভাবে প্রীতিদৃষ্টি কর—কি শূদ্রজাতিতে, কি আর্য্যজাতিতে।' এতাদৃশ স্থল-সমূহে 'দেব' শব্দে তপোবিদ্যাদি প্রভাবে দীপ্তিশালী ব্রহ্মণ্যানুরক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানী বুঝায়, রাজ শব্দে সামান্য ভূস্বামী প্রভৃতি সম্রাট পর্য্যন্ত ধনী বুঝাইয়া থাকে, এবং আর্য্য শব্দে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবিধ মাননীয় জাতি বুঝায়; আর শূদ্র শব্দে দাস ও দস্যু এই দ্বিবিধ জাতি বুঝিতে হইবে। সেকালে ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি দস্যুরই প্রকারভেদ ছিল। আর্য্য-মতে, মানবজাতি এই পঞ্চবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়াই 'পঞ্চজন' শব্দটীও মনুষ্য শব্দের পর্য্যায়-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরি-প্রদর্শিত মন্ত্রটী আলোচিত হইলে ইহা অনবগত থাকে না যে, প্রাচীন কালের অর্থাৎ বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ :কদাপি কিছুমাত্র স্বার্থপর ছিলেন না; এ জগতে, কেবল জ্ঞানীর বা ব্রাহ্মণ-জাতিরই প্রিয়কার্য্য

সংসাধিত হউক, অথবা কেবল বলী ও ধনী বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরই প্রিয় হউক, কিম্বা একমাত্র আর্য্য জাতিরই মঙ্গল হউক, তাঁহাদের এরূপ প্রার্থনীয় ছিল না; প্রত্যুত সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, মহাসত্ত্ব সেই ব্রাহ্মণগণের এক সময়ে ইহাই প্রার্থনীয় হইয়াছিল যে,—'কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি বলী, কি দুর্ব্বল, কি ধনী, কি নির্ধন কি আর্য্য, কি অনার্য্য - মানুষ-মাত্রের প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট সংসিদ্ধ হউক। অতঃপর বিবেচনীয়, এই-রূপ বচনগুলি যাঁহাদের হৃদয়-কন্দর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং যে সমাজে চিরদিন মন্ত্ররূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, সেই মহাত্মগণকে এবং সমাজকে স্বার্থপর ও বিজাতি-সমুচ্ছেদক বলিয়া নির্ণয় করা কতদূর সঙ্গত ?”* ঋগ্বেদের মন্ত্রেও এই সাম্য-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জগজ্জন! তোমরা অভিন্ন-হৃদয় হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ কর, তোমাদের বাক্য অবিরোধ ও অভিন্ন হউক, তোমাদের মন অবিরোধে পরম জ্ঞান লাভ করুক; সমান মন্ত্র, সমান মন, সমান সমিতি, সমান চিত্ত হইয়া তোমরা কার্য্য কর; তোমাদের আকুতি (মনোভাব—আশা আকাঙ্ক্ষা) এক হউক, হৃদয় এক হউক, অন্তর এক হউক; আর তোমাদের সেই একত্ব-প্রভাবে তোমাদের সাহিত্য সুশোভন হইয়া উঠুক।' পরম সাম্যভাব-মূলক ঋগ্বেদের (দশম মণ্ডল দ্রষ্টব্য) সেই মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসিজানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানাহউপাসতে।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং।
সমানঃ মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবোহবিষা জুহোমি।।
সমানীবহআকূতিঃ সমানাহৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বো মনোয়থাবঃ সুহাসতি।।”

জ্ঞান কখনও কাহারও একায়ত্ত হইবার নহে। জ্ঞান-স্বরূপ বেদ কখনও একদেশদর্শিতা মূলক বাণী ঘোষণা করিয়া যান নাই। সকলেই সমান হউক, সকলেই সমান জ্ঞানে জ্ঞানী হউক, সকলেই জ্ঞানময়ের দিব্য প্রভাব দর্শন করুক, ভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু একটা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া, একটা ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া, সকলকেই অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র একেবারেই কেহ বাক্-শক্তি, চলচ্ছক্তি ও পূর্ণজ্ঞান লাভ করে না। স্তরে স্তরে, আরোহণীর পর আরোহণী অতিক্রম করিয়া, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্ববিধাতার বিধান-বৈচিত্র্য। তিনি সমান ব্যবস্থা রাখিয়াছেন - সকলের জন্য; তিনি সাম্যভাবের বিধান করিয়াছেন সকলের পক্ষে; তিনি সমভাবে কৃপাপরায়ণ আছেন—সকলের প্রতিই। কিন্তু তাঁহার বিধান এই যে, সকলকেই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। সে নিয়ম অতিক্রম

---

* ১২৯৯ সালের ৩০এ ফাল্গুনের “অনুসন্ধানে” পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ।

করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সে নিয়মানুসারে চলিয়াই জড় অজড় হইবে, অচেতন চেতন হইবে, মনুষ্যেতর প্রাণী মনুষ্যত্ব পাইবে, মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বেদ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, সেইরূপ একটী নিয়মের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আর সেই নিয়ম-নিগহে পরিচালিত হইতে হইতেই বেদ-রূপ পরম-জ্ঞান অধিগত হইয়া আসিবে। অভিজ্ঞ জনের ইহাই অভিমত।

* * *

বেদ-বিষয়ে শাস্ত্র-গ্রন্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদ জানিতে হইলে, জানিতে হইবে—ষড়বেদাঙ্গ, জানিতে হইবে—ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ, জানিতে হইবে—সংহিতা দর্শন পুরাণ। ফলতঃ, তিনিই বেদাধ্যয়নে অধিকারী, তাঁহারই বেদাধ্যয়ন সার্থক,—যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন এবং যাঁহার সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। সকল শাস্ত্রই বেদের অনুসারী; সুতরাং সকল শাস্ত্রেই বেদের আলোচনা দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, দর্শন এবং পুরাণ প্রভৃতির আলোচনায় বেদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাই। অনেক স্থলে তাহার এক মতের সহিত অন্য মতের সাদৃশ্যাভাবও পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, 'সেই পুরুষ প্রজাপতি, প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন; তাঁহার কঠোর তপস্যার ফলে ত্রয়ীবিদ্যা সৃষ্ট হইল। সেই ত্রয়ীবিদ্যাই—ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ। ব্রহ্মই সেই ত্রয়ীবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই বেদত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল।' রূপকে এই বিষয়টী আবার আর এক ভাবে বর্ণিত আছে; "মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্। মনঃ বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাভ্রিঃ। ত্রয়ীবিদ্যা নির্ব্বপণং।" অর্থাৎ, 'মনোরূপ সমুদ্র। সেই মনোরূপ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ অভ্রি দ্বারা দেবগণ ত্রয়ীবিদ্যা খনন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ, মনোরূপ সমুদ্র; বাক্‌রূপ তীক্ষ্ণ অভ্রি; তাহা দ্বারা ত্রয়ীবিদ্যা নির্ব্বপণ করা হইয়াছিল।' ফলতঃ, সৃষ্টিকাম প্রজাপতি পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিন বেদ সৃষ্টি করেন;—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ নিঃসৃত হয়। ব্রাহ্মণে এই মতই প্রকট দেখিতে পাই। উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ মতেরই প্রতিধ্বনি দেখি। পুরাণ-পরম্পরার মত নানারূপ পল্লবিত। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—ব্রহ্মার প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋগ্বেদ, রথন্তর নামক সামবেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুভ ছন্দ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দঃ প্রভৃতি নির্গত হয়। তাঁহার উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুপ ছন্দ প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মা বেদের উপদেশ অনুসারেই সৃষ্ট-পদার্থের নাম-রূপ-কর্ম্মাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন। এ সকল উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিলেও স্থূলতঃ বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপর যুগে, বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারি বেদ ইহলোকে প্রতিষ্ঠাপন্ন। রূপকের ভাষায় নানারূপে বেদের উৎপত্তি তত্ত্ব পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত থাকিলেও বেদ যে সৃষ্টির আদিভূত,

বেদ যে অনাদি অনন্ত কাল নিত্য-সত্যরূপে বিরাজমান, সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। সকল মতেরই সার-নিষ্কর্ষে বেদের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। কোনও মনুষ্য যে বেদ রচনা করেন, তাহা প্রমাণ হয় না।

∴

বেদ-বিভাগ।

বেদের বিভাগ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং বেদব্যাস কর্ত্তৃক উহা ঋক্. যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,—এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বেদকে আর এক ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের মতে—(১) কৢপ্ত ও কল্প্য ভেদে বেদ দ্বিবিধ ; (২) কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিধ ; (৩) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে দ্বিবিধ। এ হিসাবে তিন ভাগের মধ্যে ছয় বিভাগ পরিকল্পিত হয়। প্রথম বিভাগের অন্তর্গত কৢপ্ত ও কল্প্য বলিতে কি বুঝা যায় ? "যা-তু প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপদ্যতে সা কৢপ্তা।" যাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাই কৢপ্ত। যে স্তবস্তুতি অক্ষর-গ্রথিত অর্থাৎ লিখিত হইয়াছে, তাহারই নাম কৢপ্ত শ্রুতি ; কেন-না, সেগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বেদ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ দেখি। ইহা কৢপ্ত শ্রুতির অন্তর্গত। কৢপ্ত শ্রুতি গ্রন্থভেদে চতুর্ব্বিধ এবং মন্ত্রভেদে ত্রিবিধ। গ্রন্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ ; আর মন্ত্র—ঋঙ্মন্ত্র, যজুর্ম্মন্ত্র ও সামমন্ত্র। ঐরূপ কৢপ্ত শ্রুতি ব্যতীত আর এক প্রকারে শ্রুতির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। যাহা কিছু সত্য সংসারে আছে, যাহা কিছু সৎকর্ম্ম সংসারে সম্ভবপর, সেগুলি চিরকাল অপরিবর্ত্তিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সকল নিত্য সত্য ঐ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সেগুলি বেদ মধ্যে গণ্য। সেই সকলের নাম—কল্প্য শ্রুতি। বেদ অনন্ত বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, ঐ চতুর্ব্বেদের মধ্যে যাহারা বেদকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাই কল্প্য-শ্রুতির পরিপোষক। তাঁহাদেরই নাম—অনন্তবাদী। তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"যা তু স্মৃতিসদাচারাভ্যাং অনুমীয়তে সা কল্প্য-শ্রুতিঃ। স্মৃতি আর সদাচার দ্বারা যাহা অনুমান করা যায়, তাহাকেই কল্প্যশ্রুতি কহে। দেশভেদে, সমাজভেদে, অবস্থাভেদে বিবিধ সদাচার প্রচলিত আছে। সেই সকল সদাচারকে কল্প্য-শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। লোকপাবন মহর্ষিগণ সমাজের শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য বহু বিধি-নিষেধ-নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল জনহিতকর বিধান-পরম্পরা কল্প্যশ্রুতি মধ্যে গণ্য হয়। দ্বিতীয় বিভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া। যাগযজ্ঞের উপযোগী চতুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণসমূহ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ; এবং উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডের পর্য্যায়ভুক্ত যাহাতে কর্ম্মের উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা কর্ম্মকাণ্ড ; আর যাহা কেবল জ্ঞানোন্মেষকর, তাহাই জ্ঞানকাণ্ডান্তর্ভুক্ত। তৃতীয় বিভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ লইয়া। "মননাৎ মন্ত্র" ; অর্থাৎ, যদ্দ্বারা ইষ্টবস্তুর মনন বা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাই মন্ত্র ; দেবাদির উপাসনার উপযোগী যে বাক্য বা পদ, তাহাকেই মন্ত্র কহে। "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি যে ঋক্. উহা উপাসনা-মূলক ; সুতরাং মন্ত্র-মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণ—

মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা-মূলক। যজ্ঞের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বা অর্পণ, ব্রাহ্মণ শিক্ষা দেয়। বেদের ব্রাহ্মণভাগ দ্বিবিধ;—(১) বিধিবাদ, (২) অর্থবাদ। বিধিভাগ অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, অপ্রবৃত্ত অননুষ্ঠিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। স্তুতিবাদের নামান্তর—অর্থবাদ। যে অংশ স্তবস্তুতিমূলক, তাহাই অর্থবাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি লইয়া বেদ সম্পূর্ণ। উপনিষদাদিও বেদের অন্তর্ভুক্ত।

* * *

শ্লোকাদির সংখ্যা-বিষয়ে।

ঋগ্বেদাদি যে চতুর্ব্বেদ বিভাগ, এক্ষণে তৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করা যাইতেছে। এই চারিবেদ আবার বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সে সকল বিভাগে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেদের ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা উল্লেখ করিতে পারি। ঋকের ও মন্ত্রের সংখ্যা-গণনায় বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যার বিষয় আলোচনা করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। সাধারণতঃ ঋগ্বেদের ঋক্-সংখ্যা ১০ হাজার ৪০২ হইতে ১০ হাজার ৬৬টী উক্ত হয়। চরণব্যূহ গণনা করিয়া নির্দ্দেশ করেন, দশ হাজার পাঁচ শত আশীটী ঋক ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট আছে। যথা,—

"ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ। ঋচামশীতিঃ পাদশ্চ তৎপারায়ণমুচ্যতে॥"

কিন্তু অধুনাতন সংস্করণে পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দশ হাজার চারিশত সতেরটী ঋক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ হিসাবে, এক শত তেষট্টি ঋক্ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও মন্ত্র-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সামবেদের মন্ত্র-সংখ্যা বিষয়ে চরণব্যূহের মত "অষ্টসামসহস্রাণি সামানি চ চতুর্দ্দশ।" অর্থাৎ, সাম-মন্ত্রের সংখ্যা আট হাজার চৌদ্দ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ লইয়া যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সংখ্যা আঠার হাজার। তন্মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্র-পরিমাণ উনিশ শত। অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-পরিমাণ—বার হাজার তিন শত। এ সম্বন্ধে চরণব্যূহের (শৌনকের) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,

"দ্বাদশানাং সহস্রাণি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকং॥"

কিন্তু অধুনা অথর্ব্ববেদের শৌনক-শাখাতে মাত্র ছয় হাজার পনের ঋক্ পাওয়া যায়। প্রতি বেদ আবার বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত হইয়াছিল, বুঝিতে পারি। শাখা, উপনিষৎ প্রভৃতি ভেদেও বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। এক এক বেদের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিলে, কোন্ বেদ কি ভাবে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

* * *

ঋগ্বেদ।

প্রথম—ঋগ্বেদ-সংহিতা। সূক্ত, বর্গ, অধ্যায়, অষ্টক, মণ্ডল, অনুবাক্—প্রধানতঃ এই ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি বেদমন্ত্র একত্র সমষ্টিবদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে, তাহাকে সূক্ত বলা হয়। এক এক দেবতার স্তবমূলক একত্রনিবদ্ধ যে ঋক্-মন্ত্র, তাহাই সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া

থাকে। কোনও কোনও স্থলে একই সূক্তে দুই তিন দেবতারও স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসূক্ত, ক্ষুদ্রসূক্ত, মধ্যমসূক্ত ভেদে সূক্ত বহুবিধ। দশাধিক ঋক একত্রে নিবদ্ধ থাকিলে মহাসূক্ত, পাঁচটী পর্য্যন্ত ঋক্ একত্রে থাকিলে ক্ষুদ্রসূক্ত, পঞ্চাধিক অথচ অনধিক দশমন্ত্রবিশিষ্ট ঋক্ মধ্যমসূক্ত। মহাসূক্তের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ, ত্রিংশ, একত্রিংশ, দ্বাত্রিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র-সূক্তের দৃষ্টান্ত ঐ প্রথম মণ্ডলের একঋক্-মূলক নবনবতি সূক্ত, ত্রিঋক্-মূলক অষ্টনবতি সূক্ত এবং পঞ্চঋক্ মূলক পঞ্চসপ্ততি, ষড়সপ্ততি, অষ্টসপ্ততি প্রভৃতি সূক্ত নির্দ্দেশ করা যায়। মধ্যমসূক্তের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথম মণ্ডলের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ প্রভৃতি সূক্ত উল্লিখিত হয়। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত প্রভৃতি ভেদে ঋক্-সমূহকে আরও এক প্রকার তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এক এক সূক্তের প্রবর্ত্তক বলিয়া এক এক ঋষির নাম আছে। যেমন, ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষির নাম দেখিতে পাই। তিনি ঐ সূক্ত-কয়েকটীর প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচারিত আছে। এই ভাবে অর্থাৎ যাঁহাদের নামে সূক্ত-বিশেষ প্রচারিত, তাঁহাদের অনুসরণে সূক্তগুলি ঋষিসূক্ত নামে পরিচিত হয়। দেবতা-সূক্ত বলিতে দেবতার স্তুতিমূলক সূক্তগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন অগ্নি-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত আগ্নেয়-সূক্ত, বায়ু-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত— বায়বীয় সূক্ত, ইত্যাদি। এইভাবে সূক্তের বিচার করিলে সূক্তগুলিকে দেবতাসূক্ত বলা যায়। ছন্দঃসূক্ত বলিতে, এক সূত্রে একছন্দে গ্রথিত পর্য্যায়ক্রমে বিন্যস্ত সূক্তকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন, গায়ত্রী-ছন্দে প্রথম নয়টি সূক্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া ঐগুলিকে গায়ত্রী-ছন্দান্তর্গত ছন্দঃ-সূক্ত বলা যায়। এ হিসাবে, সকল সূক্ত উল্লিখিত ত্রিবিধ সূক্তের (ঋষি-সূক্ত, দেবতা-সূক্ত, ছন্দঃসূক্ত) অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ হইতে নবম সূক্ত উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সূক্ত কয়টির প্রবর্ত্তক মধুচ্ছন্দা ঋষি। সুতরাং ঐ কয়েকটি সূক্ত ঋষি-সূক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। তাহার পর, ঐ কয়টি সূক্ত গায়ত্রী-ছন্দে বিরচিত; সুতরাং উহার ছন্দঃ-সূক্ত মধ্যে গণ্য হইল। তৃতীয়তঃ, ঐ কয়েকটি সূক্তে ইন্দ্র-দেবতার স্তুতি আছে; এইজন্য উহা দেবতা-সূক্ত হইল। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলে সর্ব্বসমেত ১৯১+৪৩+৬২+৫৮+৮৭+৭৫+১০৪+১০৩+১২৪+১৯১=১০২৮টি সূক্ত আছে। মহর্ষি সনক প্রণীত ‘বৃহদ্দেবতা’ গ্রন্থে সূক্ত ও তাহার লক্ষণাদি বিবৃত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ দেখিতে পাই। যে ঋষির বাক্য বলিয়া যে মন্ত্র পরিচিত, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। যে ছন্দে সূক্ত-সমূহ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই সেই সূক্তের ছন্দঃ। আর যে যজ্ঞে যে সূক্ত বিনিযুক্ত হয়; তাহাই সেই সূক্তের বিনিয়োগ। ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ বিষয়ে নিরুক্তকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা

> “যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা। যদক্ষরপরিমাণং
> তচ্ছন্দঃ। অর্থেপ্সব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।”

অধুনা-প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থাদিতে যেরূপ খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ দৃষ্ট হয়; ঋগ্বেদ সেইরূপ মণ্ডল, অনুবাক, বর্গ, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভক্ত আছে। বোধ হয়, আধুনিক পরিচ্ছেদাদি গ্রন্থ-বিভাগের উহাই আদিরূপ। অধ্যায় বর্গ ও অনুবাক্ প্রভৃতি কি নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোনও বিশেষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে মণ্ডলের সম্বন্ধে একটি লক্ষণ উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝিতে পারি, বহুসংখ্যক ঋষির পরিদৃষ্ট মন্ত্র-সমূহ একজন ঋষি কর্ত্তৃক একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একটি মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছিল। মণ্ডলের লক্ষণ; যথা,—"তত্তদৃষিদৃষ্টাণাং বহূনাং সূক্তানামেকর্ষিকৃতঃ সংগ্রহো মণ্ডলং"। সৌনক ঋষির সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে প্রকাশ আছে,—ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডল, গৃৎসমদ্ ঋষি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দশ মণ্ডলের সংগ্রহকার ঐরূপ দশ জন ঋষির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ভরদ্বাজো
বাসিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাচ্যমান্যাঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ মহাসূক্তাশ্চ।"

এ মতে শতর্চ্চি প্রথম মণ্ডল সংগ্রহ করেন; গৃৎসমদ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় মণ্ডল, বামদেব কর্ত্তৃক চতুর্থ মণ্ডল, অত্রি কর্ত্তৃক পঞ্চম মণ্ডল, ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ মণ্ডল, বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সপ্তম এবং প্রগাথা কর্ত্তৃক অষ্টম মণ্ডল সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন, নবম মণ্ডল পাচ্যমান ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবং দশম মণ্ডল ক্ষুদ্রসূক্তীয় ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বর্গ শব্দের অর্থ—স্বজাতীয়-সমূহ। এ অর্থ অনুসারে এক এক জাতীয় ঋক্ এক এক বর্গ মধ্যে স্থান পাইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। অনুবাক্ বিভাগেও এক শ্রেণীর ঋক্কে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে। অধ্যায়-ভাগে এক এক অংশে বিভিন্ন দেবতার স্তব পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ঋষিগণ আপন-আপন কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য অধ্যায়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের মণ্ডল-সংখ্যা—দশটী; অধ্যায়-সংখ্যা চৌষট্টিটী, বর্গ-সংখ্যা দুই হাজার ছয়টী, অনুবাক-সংখ্যা পঁচাশীটী, সূক্তের সংখ্যা এক হাজার সত্তেরটী। মণ্ডল, অনুবাক্, সূক্ত প্রভৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে ঋগ্বেদের ঋক্‌সংখ্যা, প্রতি ঋকের পদসংখ্যা ও শব্দাংশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। অধিক বলিব কি, প্রতি সূক্তে অকারান্ত, আকারান্ত, ইকারান্ত, নান্ত, সান্ত প্রভৃতি যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদের পরিচয় ও সংখ্যা কত, শাস্ত্রকারগণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদিও সকল পদসংখ্যা ও শব্দসংখ্যা এখন মিলাইয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এক সময়ে যে বেদ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছিল, ঐ সকল প্রসঙ্গে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

* * *

ঋগ্বেদের শাখাদি।

ঋগ্বেদের শাখা-বিষয়ে বিবিধ মত প্রচলিত। ঋষি শৌনক প্রণীত প্রতিশাখ্যে ঋগ্বেদের পাঁচটী শাখার নাম দৃষ্ট হয়। শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক—সেই পাঁচ শাখার নাম। সে মতে প্রকাশ,—শাকল ঋষি প্রথমে ঋগ্বেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তৎপরে বাস্কলাদি উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাকলাদি পঞ্চ ঋষি একবেদী এবং ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের

আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে এ বিষয়ে অন্য মত দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পুরাণে বর্ণিত আছে,—বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ-সংহিতা, জৈমিনিকে সামবেদ-সংহিতা এবং সুমন্ত্রকে অথর্ব্ববেদ-সংহিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল আবার ঋক্-সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলি (বাস্কল) নামক আপন শিষ্যদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। বৌধ, অগ্নিমাঠার, (অগ্নিমিত্র), যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক বাস্কলির চারি জন শিষ্য ছিলেন। বাস্কলি আপনার অধীত বেদ-সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি ভাগ আপনার চারি শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন। ইন্দ্রপ্রমতি যে. সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপন পুত্র মাণ্ডুকেয়কে তাহা অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র সাকল্য এবং শিষ্য বেদমিত্র (মতান্তরে দেবমিত্র) ও সৌভরী প্রভৃতির মধ্যে উহা প্রচারিত হয়। সাকল্য আবার পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া, মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতা নানা ভাবে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাখা-অনুসারে মণ্ডল ও অনুবাক প্রভৃতিরও নাম-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সৌনক মুনির মতে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদের শাখা পাঁচটী;—আশ্বলায়নী, সাঙ্খ্যায়নী, শাকলা, বাস্কল ও মাণ্ডুকা। পঞ্চ ঋষির নাম অনুসারে যে পঞ্চ শাখার নামকরণ হইয়াছিল, তদনুসারে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কোথাও কোথাও আবার একুশটী শাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঁচ শাখাও এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। মাত্র শাকলের শাখাই এখন প্রচলিত আছে,—ইহাই বেদাধ্যায়ীদিগের বিশ্বাস। কথিত হয়, শাকল-শাখার কবিতা-সংখ্যা—১৫,৩৮১টী; এবং বাস্কল-শাখায় ১০,৬২২টী কবিতা ছিল। যাগ-যজ্ঞের নিয়মাবলী এবং ক্রিয়া-প্রণালী বিবৃত করিয়া ঋগ্বেদের দুইখানি শাখা প্রণীত হয়। সেই শাখা-দুইখানি দুই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। সেই দুই ব্রাহ্মণের একখানির নাম-ঐতরেয় এবং অপরখানির নাম—কৌষিতকী বা সাঙ্খ্যায়ন। মহিদাস ঐতরেয় নামক জনৈক ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কুষিতক নামক ঋষি কৌষিতকী ব্রাহ্মণের প্রণেতা বলিয়া কথিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-কিয়দংশ গদ্যে এবং কিয়দংশ পদ্যে লিখিত। উহা আট পঞ্জিকায় বিভক্ত। তাহার প্রতি পঞ্জিকায় পাঁচটী করিয়া অধ্যায় আছে এবং তাহার প্রতি অধ্যায়ে অন্যূন সাতটী করিয়া কাণ্ড আছে। এইরূপ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাণ্ড-সংখ্যা—২৮৫টী। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ত্রিশটী অধ্যায় আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ঋগ্বেদের আর দুই অংশের বা শাখার বিষয় জানিতে পারা যায়। তাহা আরণ্যক ও উপনিষৎ নামে অভিহিত। ঐতরেয় আরণ্যক এবং ঐতরেয় উপনিষৎ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। ঐতরেয় উপনিষৎ 'বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ উপনিষৎ' নামেও অভিহিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকেই ঋগ্বেদের সূক্ত, পদ, পদাংশ, শব্দাংশ প্রভৃতি দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, এ সকল তাহারই নিদর্শন।

সামবেদ।

সামবেদ-সংহিতা-সম্বন্ধেও বহু মতান্তর আছে। পুরাণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, সামবেদের সহস্রাধিক শাখা ছিল। ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাতে সে সকল শাখা বিনষ্ট করেন। শেষ অবশিষ্ট থাকে—সাতটি শাখা। সে সাতটি শাখার নাম – কৌথুমী (কৌথুম), রাণ্যায়ণ (রাণ্যায়ণীয়), শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, জাঙ্গালিক ও শার্দ্দূলীয়। এই সাতটি শাখার মধ্যে দুইটি শাখার এখন পরিচয় পাওয়া যায় ;—কৌথুমী ও রাণ্যায়ণ। কৌথুম ঋষি – প্রথম শাখার এবং রাণ্যায়ণ ঋষি দ্বিতীয় শাখার প্রবর্ত্তক। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে আবার সামবেদের কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শাখার ব্রাহ্মণ আদৌ নাই। বঙ্গদেশে সামবেদীয় ব্রাহ্মণ যাঁহারা আছেন, প্রধানতঃ তাঁহারা সকলেই কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল শাখার আবার নানা উপশাখা ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। পূর্ব্ব ও উত্তর ভেদে সামবেদের দুই বিভাগ। প্রপাঠক নামধেয় পরিচ্ছেদ দ্বারা সামবেদ বিভক্ত। পূর্ব্ব অংশে ছয়টি এবং উত্তর অংশে নয়টী প্রপাঠক আছে। সামবেদের পূর্ব্ব অংশ বা পূর্ব্বসংহিতা —'ছন্দকার্চ্চিক' নামেও অভিহিত হয়। ছন্দজ্ঞ পুরোহিতগণ ঐ অংশ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এই অংশই প্রধানতঃ গেয়। গ্রামিকগণ অর্থাৎ সংসারশ্রমবাসিগণ সামবেদের এই পূর্ব্বাংশ (পূর্ব্ব-সংহিতা) গান করিবার অধিকারী। সামবেদের উত্তরভাগ (পরসংহিতা) "উত্তরার্চ্চিক' নামে পরিচিত। ঐ অংশ আরণ্যকগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। সামবেদের ব্রাহ্মণভাগ আটটি। সে আট ব্রাহ্মণের নাম, সামবিধান ব্রাহ্মণ, মন্ত্র মহাব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, তলবকার ব্রাহ্মণ, তাণ্ডব ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ। অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামে সামবেদের আর একখানি ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সামবেদের প্রধান উপনিষৎ—দুইখানি;—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এবং কেনোপনিষৎ। আরুণি, মৈত্রারুণি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষৎ – এই উপনিষৎত্রিতয় সামবেদেরই অন্তর্গত। অধুনা যে ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রচলিত আছে, তাহা মন্ত্র-ব্রাহ্মণেরই শেষ আটটি প্রপাঠক। কেনোপনিষৎ—তলবকার ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোনও কোনও মতে তলবকার ও কেন উপনিষৎ পরস্পর অভিন্ন। সামবেদীয় উপনিষৎ সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু, সামবেদের উপনিষৎ, প্রশ্নোত্তর ছলে, তৎসম্বন্ধে নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষৎ প্রথমে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন ; যথা,—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥"

আবার উপনিষৎ আপনিই তাহার উত্তর দিতেছেন ; বুঝাইতেছেন ;– ব্রহ্ম কি ?—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং ন উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।
তদেব ব্রহ্মং ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

⁂

যযুর্ব্বেদ।

যজুর্ব্বেদ দুই অংশে বিভক্ত ;—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' নামে এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ 'বাজসনেয়ী সংহিতা' নামে অভিহিত হয়। যজুর্ব্বেদের বহু শাখা ছিল বলিয়া প্রচার আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এক শত শাখার এবং শৌনকের চরনব্যূহে ছিয়াশী শাখার উল্লেখ আছে। আমরা এক্ষণে তিনটি শাখার মাত্র পরিচয় পাই। সে তিন শাখা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। কিন্তু বেদানুক্রমণিকায় উহার বার শাখার ও তের উপশাখার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই দ্বাদশ শাখার নাম—"চরক, আহ্বারক, কঠ বা কাঠক, প্রপচ্যকঠ, কাপিষ্ঠ কঠ, চারায়ণীয়, বারতন্ত্রবীয়, শ্বেত, শ্বেততর, ঔপমন্যব, পাতাণ্ডিনেয় এবং মৈত্রায়ণীয়।" উপশাখা-সমূহের নাম—ঔখীয় ও খাণ্ডকীয় (চরক-শাখার অন্তর্গত); মানব, বারাহ, ছাগলেয়, হারদ্রবীয় শ্যামায়নীয় ও দুন্দুভ (মৈত্রায়ণীয় শাখার অন্তর্গত)। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া যজুর্মন্ত্রের সংখ্যা—আঠার হাজার। মন্ত্র-ভাগ-তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে পরিচিত। উহা সাতটি অষ্টকে বিভক্ত। তাহার প্রতি অষ্টকে পাঁচ হইতে আট পর্য্যন্ত অধ্যায় আছে। উহার প্রতি অধ্যায়ে বহু অনুবাক। অনুবাক সংখ্যা—সাড়ে ছয় শতেরও অধিক। কাণ্ড এবং প্রশ্ন অনুসারেও যজুর্ব্বেদ বিভক্ত হয়। অষ্টকের পরিবর্ত্তে কাণ্ড এবং অধ্যায়ের পরিবর্ত্তে প্রশ্ন ব্যবহৃত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রজাপতি, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মধ্যে পরিগণিত। রাজসূয়, অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ উহাতে বিবৃত আছে। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের চারিখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, বল্লভী ব্রাহ্মণ, সত্যায়নী ব্রাহ্মণ ও মৈত্রায়ণী ব্রাহ্মণ। ইহার আরণ্যকের নাম—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। উহা দশ কাণ্ডে বিভক্ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশই তৈত্তিরীয় আরণ্যক নামে পরিচিত। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের উপনিষৎ অনেকগুলি। যথা,—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, নারায়ণীয় উপনিষৎ, কঠ উপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, কৈবল্য উপনিষৎ। ইহার মধ্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম অষ্টক ও নবম কাণ্ড তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে এবং দশম কাণ্ডটি নারায়ণীয় উপনিষৎ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য উপনিষদের শাখা ও ব্রাহ্মণাদির বিষয় এখন অবগত হওয়া সুকঠিন। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়ী সংহিতা নামে অভিহিত হয়। ইহার মন্ত্র-সংখ্যা উনিশ শত। ইহার ঋষি—যাজ্ঞবল্ক্য। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা—এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের শাখা বলিয়াই অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন শুক্ল-যজুর্ব্বেদের আরও কয়েকটী শাখা আছে; যথা,—মাধ্যন্দিন, জাবাল, শাক্ষেয়, বুধেয়, তাপনীয়, কাপিল,

পৌণ্ড্রবৎসল, আচটিক, পরমাবাটিক, বৈনেয়, বৌধেয়, গালব, ঔধেয়, পায়াশবীয়। বাজসনেয়ী সংহিতার ব্রাহ্মণের মন্ত্র-পরিমাণ—৭৬০০। ইহাতে চল্লিশটী অধ্যায়, দুই শত ছিয়াশীটী অনুবাক ও বহু কাণ্ডিকা আছে। নামে যজুর্ব্বেদ বটে; কিন্তু অনেক ঋঙ্মন্ত্র ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যজুর্ব্বেদে কেবল যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, পিতৃমেধ, রাজসূয়, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ, যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের অন্তর্গত। ইহার উপনিষদের মধ্যে ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল ও মন্ত্রিকা প্রসিদ্ধ। ঈশোপনিষৎ এই সংহিতার চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ঐ অধ্যায় মাধ্যন্দিনীয় সংহিতার শেষ অধ্যায়। অবশিষ্ট উপনিষৎগুলির শাখার পরিচয় সঠিক পাওয়া যায় না। জাবাল-শাখায় জাবাল উপনিষৎ, এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে। শুক্লযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণ সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। শতপথব্রাহ্মণ—কাণ্বায়ন শাখা এবং মাধ্যন্দিন শাখা ভেদে দুইখানি। কাণ্বায়ন শাখার শতপথ সপ্তদশ কাণ্ডে এবং মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিভক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণেরই চতুর্দ্দশতম কাণ্ড। মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণের দুই বিভাগ। তাহার প্রথম বিভাগে দশ কাণ্ড এবং দ্বিতীয় বিভাগে চারি কাণ্ড। উহাতে সর্ব্বসমেত মোট সাত হাজার ছয় শত চল্লিশ কাণ্ডিকা আছে।

* * *

অথর্ব্ববেদ।

অথর্ব্ব-বেদ বহু শাখায় বিভক্তি। কেহ কেহ উহার শাখার সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু নয়টী শাখার নাম মাত্র এখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ আবার উহার পাঁচটী শাখা ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সকল শাখার নাম পৈপ্পলাদ (পৌপ্পলাদ), শৌনকীয়, দামোদ, তোত্তায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনখা, দেবদর্শী ও চারণবিদ্যা। যাঁহারা নয়টী শাখার উল্লেখ করেন, তাঁহারা নয় শাখার ঐরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আবার মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ঐ নয় শাখার নাম অন্যরূপ; যথা,—পৈপ্পলাদ, স্তোদ, মৌজা, শৌনকীয়, যাজল, জলদ, ব্রহ্মবদা, দেবদর্শ ও চরণবৈদ্য (চারণ-বিদ্যা)। যাঁহারা পাঁচটী শাখার বিষয় ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মতে সেই পঞ্চশাখার নাম,—অঙ্ক, প্রদাত্ত, স্নাত, স্নৌত, ব্রহ্মদাবন। এখন কিন্তু এক শৌনক শাখা ভিন্ন অন্য শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শৌনক শাখায় ছয় হাজার পনেরটী মাত্র ঋক্ আছে। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম—গোপথ-ব্রাহ্মণ। শৌনকাদি চারি শাখার ব্রাহ্মণ বলিয়া গোপথব্রাহ্মণ পরিচিত। অন্যান্য শাখার ব্রাহ্মণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের উপনিষদের মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল ও নৃসিংহতাপনী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, নৃসিংহতাপনীয়—এই চারি খানি উপনিষৎ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐ চারি খানি উপনিষদের প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষৎখানিকে পৈপ্পলাদ শাখার এবং মুণ্ডকোপনিষৎখানিকে শৌনকেয় শাখার উপনিষৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ প্রশ্নকর্ত্তা এবং মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক প্রশ্নকর্ত্তা

আছেন বলিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মাণ্ডুক্য ও নৃসিংহতাপনীয় এক শ্রেণীর উপনিষৎ বটে; কিন্তু উহা কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেন-না, ঐ দুই উপনিষদে প্রজাপতি বক্তা এবং দেবতাগণ প্রশ্নকর্ত্তা। মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রশ্নোত্তর নাই; উহা কেবল বর্ণনা মাত্র। কোনও কোনও মতে অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ-সংখ্যা বায়ান্ন খানি। সেই বায়ান্ন-খানি উপনিষদের নাম; যথা,—(১-২) অথর্ব্বশিরস দুইখানি, (৩-৪) অমৃতবিন্দু, আত্মন, (৫) আরুণীয়, (৬) আনন্দবল্লী, (৭) আশ্রম, (৮) উত্তরতাপনীয়, (৯-১০) কঠবল্লী,—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই ভাগ, (১১) কণ্ঠশ্রুতি, (১২) কালাগ্নিরুদ্র, (১৩) কেনেষিত, (১৪) কৈবল্য, (১৫) ক্ষুরিক, (১৬) গর্ভ, (১৭) গারুড়, (১৮) চুলিকা, (১৯) জাবাল, (২০) তেজোবিন্দু, (২৯) নারায়ণ, (২২-২৭) নৃসিংহতাপনীয়—পূর্ব্ব তাপনীয় পাঁচ খণ্ড, উত্তর তাপনীয় এক খণ্ড, (২৮) নাদবিন্দু, (২৯) নীলরুদ্র, (৩০) ধ্যানবিন্দু, (৩১) পরমহংস, (৩২) পিণ্ড, (৩৩) প্রাণাগ্নিহোত্র, (৩৪) ব্রহ্ম, (৩৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৩৬) ব্রহ্মবিন্দু, (৩৭-৩৮) বৃহন্নারায়ণ—দুই খণ্ড, (৩৯) ভৃগুবল্লী, (৪০) মুণ্ডক, (৪১) প্রশ্ন, (৪২) যোগতত্ত্ব, (৪৩) যোগশিক্ষা (৪৪-৪৭) মাণ্ডুক—চারি ভাগ, (৪৮) সন্ন্যাস, (৪৯) সর্ব্বোপনিষৎসার, (৫০-৫১) রামতাপনীয়—পূর্ব্ব ও উত্তর দুই খণ্ড, (৫২) হংস। অথর্ব্ববেদ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। অনুবাক, সূক্ত, ঋক্—উহার অন্তরূপ বিভাগ সূচিত করিয়াছে। উহার আর এক বিভাগের নাম—প্রপাঠক। চরণব্যূহের মতে—অথর্ব্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র ছিল; কিন্তু এখন অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-সংখ্যা—পাঁচ হাজার আট শত ত্রিশটী মাত্র। অথর্ব্ববেদের সঙ্কলয়িতা সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত। কাহারও মতে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধরগণ, কাহারও মতে ভৃগুবংশীয়গণ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করেন। অন্য মতে যজ্ঞকার্য্যে অব্যবহার্য্য হেতু অথর্ব্বের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

* * *

বেদে কি আছে ?

কোন্ বেদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্ভবপর নহে। যাহার একটী ঋঙ্মন্ত্রের অশেষ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, যাহার প্রতি সূক্তের অভ্যন্তরে অশেষ সার সামগ্রী বিদ্যমান আছে, সমষ্টিভাবে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করা, কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এক কথায় বলিয়াছি—বেদ জ্ঞান। যাহার দ্বারা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞান লাভ হয়, যাহার দ্বারা সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বেদ। কি উপায়ে কি প্রণালীতে তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, তাঁহাতে লীন হওয়া সম্ভব হয়, বেদে সেই তত্ত্বই বিবৃত আছে। যিনি বেদবিৎ নহেন, তিনি বিরাট ব্রহ্মকে দেখিতে পান না। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—"নাবেদবিদং মনুতে তং বৃহন্তম্।" বৃহত্তম অর্থাৎ সকলই বেদের মধ্যে আছে। সমাজের সকল অবস্থার চিত্র—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের প্রতিচ্ছবি—বেদরূপে বীজরূপে সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই বেদের মধ্যে আধুনিক আধুনিকত্ব দেখিতে পান, পৌরাণিক পুরাতন সামগ্রীর সন্ধান করেন; ভবিষ্যৎ

অতীতের অঙ্কে আপন প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিস্মিত হন। বেদে আছে—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা; বেদে আছে—ধর্ম্মের কথা; বেদে আছে—আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ও সভ্যতার কথা; বেদে আছে—হিন্দুর, অহিন্দুর, আস্তিকের, নাস্তিকের সকলের সর্ব্ববিধ প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বেদে বিভিন্ন সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু—বিভিন্ন দৃষ্টিতে বেদে যে তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, পরবর্ত্তী অংশে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

* * *

বেদে ধর্ম্মের বিষয়।

বেদোক্ত ধর্ম্ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বেদই হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এক কথায়, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন,—তিনিই হিন্দু-নামে অভিহিত হন। হিন্দু হইতে হইলে, বেদ মানিয়া চলিতে হয়। বেদ মানিয়া চলার অর্থ—বর্ণাশ্রম মানিতে হয়, অদৃষ্ট মানিতে হয়, মন্ত্রশক্তি মানিতে হয়। বেদ মানার ইহাই তাৎপর্য্য। যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মানেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্র-শক্তিতে আস্থাবান আছেন। ইহাই হিন্দুর লক্ষণ—ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। শাস্ত্রে এমনও দেখা যায়,—কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তিনিও আস্তিক হিন্দুর উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার কেহ বেদ মানেন নাই, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি নাস্তিক অহিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এবং বৌদ্ধমত প্রচারক গৌতম মুনির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহর্ষি কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, একমাত্র বেদ মানিয়াই হিন্দুর আদর্শ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর গৌতম মুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, বেদ অমান্য করায়, নাস্তিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। স্থূলতঃ, বেদ-মানাই হিন্দুর ধর্ম্ম। বেদোক্ত ধর্ম্মই—হিন্দু-ধর্ম্ম। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতেন বলিয়াই হিন্দুগণ আর্য্যহিন্দু নামে অভিহিত। বর্ণাশ্রম, অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি,—সকলই বেদানুগত। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জাতি-বর্ণ কখনই মনুষ্যের সৃষ্ট নহে,—উহা ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জন্মান্তরের কর্ম্মফলই অদৃষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয়। মনুষ্য যখন মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ বপন করে, মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ কিছুকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টির অগোচরে অ-দৃষ্ট থাকে; ক্রমশঃ অঙ্কুরাদি উদ্গত হইলে, সেই অ-দৃষ্ট বীজের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস,—মনুষ্যের কর্ম্মফল মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজ-রূপেই অ-দৃষ্ট থাকে এবং যথা-সময়ে মনুষ্য তাহার ফলভাগী হয়। এইরূপ, মন্ত্রশক্তিও হিন্দুর দৃষ্টিতে অলৌকিক শুভফলপ্রদ। হিন্দুর বিশ্বাস,—বিশুদ্ধ-চিত্তে বিশুদ্ধ-মন্ত্রে অভীষ্ট-দেবতাকে আহ্বান করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সদয় হইয়া মনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল মঙ্গল বিধান করেন। বেদ হইতে হিন্দু প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাইয়া থাকেন। তাঁহার অন্যান্য যে কিছু শিক্ষা, তাহাও এই শিক্ষারই অঙ্গীভূত। তাঁহার অধিকারিভেদের

বীজমন্ত্রও এই বেদেই নিহিত আছে। বৈদিক স্তোত্র-সমূহে দেখিতে পাই,—হিন্দু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু বায়ুর উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু অগ্নির উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু জলের উপাসনা করিতেছেন,—হিন্দু কত কত দেবতার উপাসনা করিতেছেন। আরও দেখিতে পাই,—হিন্দু যাগ-যজ্ঞ করিতেছেন, হিন্দু বলি-প্রদান করিতেছেন, হিন্দু যজ্ঞাহুতি কার্য্যে ব্রতী আছেন। এক দিকে হিন্দুর—এই ভাব। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই,—হিন্দুর ঈশ্বর—অবাঙ্মনসগোচর; হিন্দুর ঈশ্বর—অনাদি, অনন্ত; হিন্দুর ঈশ্বর—চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত। ফলতঃ, হিন্দু কখনও সাকার-রূপে নাম-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, আবার কখনও বা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তন্ময় হইয়া আছেন। হিন্দু কখনও ইহসংসারেই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন: হিন্দু কখনও অগণ্য অসংখ্য—তেত্রিশ কোটি দেবতার—অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতির—উপাসনা করিতেছেন; আবার কখনও বা তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এইরূপে নানা শ্রেণীর জন্য নানা পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বলিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, ইহাই অধিকারিভেদ। যাঁহার যেরূপ শক্তি, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যাঁহার যেরূপ ধ্যান-ধারণা, তিনি তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অধিকারী। ইহাই হিন্দুর অধিকারিভেদ। বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সকল উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত আছে। পরবর্ত্তি-কালে সংসারে যত কিছু উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, সকলই বৈদিক উপাসনার অনুকৃতি মাত্র। তাই বেদে দেখিতে পাই,—বৈদিক ঋষিগণ, প্রকৃতির তৃণাদপিতৃণতুচ্ছ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর মহত্তম পথে আপনাদের লক্ষ্য সঞ্চালন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও নদ-নদীর উপাসনা করিতেছেন; তাঁহারা কখনও আলোক-অন্ধকারের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন; তাঁহারা কখনও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের আরাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন; আবার কখনও বা তাঁহারা প্রকৃতির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের যিনি আদিভূত, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্যাকুল হইয়া আছেন। দুই একটি বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি; তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও আর্য্যগণের সেই উপাসনা-পদ্ধতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের প্রথম শ্লোকের অধুনা-প্রচলিত অর্থ—"যজ্ঞের পুরোহিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বহুরত্নপ্রদাতা ঋত্বিক্ অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি। প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নি স্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। দেবগণকে তিনি যজন-কার্য্যে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করুন।" এইরূপ দ্বিতীয় সূক্তের বায়ু দেবতার উপাসনায় দেখিতে পাই, মধুচ্ছন্দা ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—"হে বায়ু! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদিগের সেই সোমরস পান করুন।" অষ্টম সূক্তে ইন্দ্রের উপাসনায় দেখিতে পাই, সেই ঋষিই আবার প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র! আমাদিগের সম্ভোগের উপযুক্ত শত্রুবিজয়ক্ষম প্রচুর ধন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আপনার কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা যেন বজ্রের ন্যায় কঠোর অস্ত্র ধারণ করিতে পারি এবং উন্নতশির শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হই।" এক দিকে যেমন

এইরূপ ব্যষ্টিভাবে এক এক স্তোত্রে এক এক দেবতার স্তুতি-গান দেখিতে পাই, অন্য দিকে আবার সেইরূপ সমষ্টি-ভাবেও ভগবদারাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলেরই উন-নবতি সূক্তের শেষে ঋষি কণ্ব, বিশ্বদেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—"তুমি অদিতি, তুমি আকাশ, তুমি অন্তরিক্ষ, তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্ব্বদেব, তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি দেবতা, তুমি অসুর, তুমি রাক্ষস, তুমি পিতৃদেব, তুমি জন্ম ও জন্মের মূল কারণ।" এইরূপ দশম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তে আর এক ঋষি স্তব করিতেছেন,—"যিনি আমাদিগকে জীবন-দান করিয়াছেন, যিনি আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থাই যাঁহার গোচরীভূত; যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়,—অথচ যিনি সংসারে বহু নামে বহু দেবদেবীর আকারে বিরাজমান; তাঁহাকে জানিবার জন্য সংসার ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে।" ঐ মণ্ডলেরই আর এক সূক্তে আছে,—"যখন মৃত্যু ছিল না, তখন সেই একমাত্র তিনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া, আপনিই বিরাজমান ছিলেন। তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; ছিলেন কেবল তিনি।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন অর্জ্জুন যেমন দেখিতেছেন,—"ভগবানের দেহের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বিদ্যমান; কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি-মণ্ডল এবং বাসুকী প্রভৃতি দিব্য উরগগণ—সকলেই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাতে অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য বক্ত্র, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য প্রাণী বিরাজমান রহিয়াছে;—চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নেত্ররূপে, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত বিশ্বরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন;"—ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তদ্বয় এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? যদি কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অংশবিশেষ মিলাইয়া পাঠ করেন, তাঁহার প্রাণে এই একই ভাবের উন্মেষ হইতে পারে। * ফলতঃ, ভগবানকে নানারূপে কল্পনা করিয়া বেদে যে তাঁহার নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি না কি,—সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য সমান নহে; মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তমের ধারণা করিতেও সকল মনুষ্য সমভাবে ক্ষমবান নহেন। সুতরাং পর-পর স্তর-পর্য্যায় অনুসারে মনুষ্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সূচিত হইয়াছে। আর সেই জন্যই—হিন্দু-ধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত। যিনি যে ভাবে যে পথ দিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই—বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

---

* গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

> "পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
> ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥"

এইরূপ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—

> "চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
> মুখাদিন্দ্র-প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥" ইত্যাদি

তাহাতেই হিন্দু-ধর্ম্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মা;—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম;—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান;—ইহকাল, পরকাল, অদৃষ্ট;—সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই ধর্ম্মের সার-সম্পৎ অধিগত হইলে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ মানুষ অবশ্যই বুঝিতে পারে; এবং তাহা বুঝিয়া, তন্নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়। যাঁহারা সেই সার-সামগ্রী উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ান। একই বৈদিক-ধর্ম্মের অনুসরণকারী হইয়াও, পরিবর্ত্তি-কালে যে বিভিন্ন-সম্প্রদায় ধর্ম্মমত লইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন, বৈদিক ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়া—অথবা কোনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আস্থাবান হওয়াই,—তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্বের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই হিন্দু—সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; অথচ, কর্ম্ম-পদ্ধতির এক এক অংশের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য নিপতিত হওয়ায়, অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, তাঁহারা সময় সময় ভ্রান্তবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রাকারান্তরে ইহারও মূল—অধিকারিভেদ। অধিকার-ভেদ-তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

* * *

বেদে আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গ।

আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার সভ্যতা প্রভৃতি।

বেদে আর দেখিতে পাই—আর্য্য-হিন্দুগণের উচ্চ সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অধুনা সংসার, সভ্য-সমুন্নত জাতির পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া যে সকল গুণ-পরম্পরার আরোপ করেন, আর্য্য-হিন্দুগণের তাহার কোন্ গুণের অভাব ছিল? যাঁহারা বলেন,—ধর্ম্মই সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন; বেদ তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন,—পৃথিবীতে এমন নূতন ধর্ম্ম আজি পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বেদে যাহার উপাদান-সামগ্রী বিদ্যমান নাই। যাঁহারা বলেন,—বেদে প্রকৃতি-পূজা বা পৌত্তলিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য আছে; তাঁহাদিগকেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায়,—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বেদে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন,—হিন্দুর মধ্যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের অভাব; বেদ তাঁহাদিগকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারেন,—হিন্দুর ন্যায় উদার বিশ্বজনীন প্রাণ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন,—'বেদ কৃষকের গান'; বেদে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উপাসনা আছে,—বৈদিক ঋষিগণ কৃষি-কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং ঋষিগণ কৃষক ছিলেন; তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিকেও বেদ দেখাইতে পারেন,—কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের করুণা-প্রার্থনা উদার বিশ্বজনীন ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। কৃষির উন্নতি হইলে বসুন্ধরা শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে, জনসাধারণ সকলেরই সুখ-সৌভাগ্যে দেশ সমুন্নত শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে;—আর্য্য-হিন্দুগণ মনে প্রাণে তজ্জন্যই কৃষির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতিহিতৈষণারই পরিচায়ক। আর্য্য-

ঋষিগণ কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন *;—গো-মেষাদি পশুর এবং কৃষি-যন্ত্রাদির শুভকামনা করিতেছেন;—ইহাতে কদাচ তাঁহাদিগকে কৃষক-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ছিল, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও তেমনি বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিহিত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, যজ্ঞ-কর্ম্মে ব্রতী রহিয়াছেন, শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। কৃষক এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আর্য্য-হিন্দু-মাত্রকে কখনই কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যদি যজমানের ব্যাধি-শান্তি-কামনায় দেবতার আরাধনা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সেই রোগাক্রান্ত? এ সিদ্ধান্তও যেরূপ ভ্রমমূলক; আর্য্য-হিন্দুগণ কৃষক ছিলেন এবং বেদ কৃষকের গান,—এ সিদ্ধান্তও তদ্রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। পাঠের এবং অর্থোদ্ধারের ব্যতিক্রমেও অনেকের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণ সংস্কৃত-সাহিত্যে একই শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তের অর্থ-পরিগ্রহ—আরও দুরূহ ব্যাপার। অর্থ-বিপর্য্যয় যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টির অন্যতম কারণও—বৈদিক সূক্তের অর্থান্তর গ্রহণ। পরবর্ত্তি-কালে, কেহ যে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কেহ যে কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার কেহ যে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়াছেন;—বৈদিক সূক্তের অংশ-বিশেষের সাহায্য-গ্রহণে আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই তাহার হেতুভূত। যাহা হউক, ধর্ম্মবিষয়ে আর্য্যহিন্দুগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের সারসামগ্রী কিরূপভাবে তাঁহাদের অধিগত হইয়াছিল,—বেদে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহারের পরিচয়ও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বেদের যে সকল সংস্করণ এতদ্দেশে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহা হইতেই সকল বিষয়ের আভাস পাইতে পারি। অধুনা সভ্যজাতির সংসার-বন্ধন যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণই তাহার আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন সংসারের প্রধান ব্যক্তিই সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখনও সেই ভাবই বিদ্যমান ছিল। এখন যেমন সংসার ও বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারও আদর্শ—প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের সংসারে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই। এখন যেমন সভ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেচ্ছাচার-সম্বন্ধ তদ্রূপ দোষাবহ ছিল। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণে সতী সহধর্ম্মিণী-রূপে স্বামীর সহিত যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন, বৈদিক কালেও তাহার আদর্শ দেখিতে পাই; ঋগ্বেদের প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে, হিন্দু-দম্পতি ইন্দ্রের উপাসনায় ব্রতী রহিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া

---

* ঋগ্বেদের চতুর্থ এবং দশম মণ্ডলে কৃষির উন্নতি-বিষয়ক স্তোত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

যায়। পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয়; বৈদিক কালের আর্য্য-হিন্দু-গণেরই অনুস্মৃতি মাত্র। হিন্দুর সংসারে এখন যেমন পিতাই ভরণ-পোষণ-দাতা রক্ষাকর্ত্তা, তখনও তাহাই ছিল। এখন যেমন জননী সন্তানপালনে ও সংসার-পরিচর্য্যায় ব্রতী আছেন, তাহাও সেই বেদোক্ত কালের আর্য্য-হিন্দুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। এখন যেমন হিন্দুর সংসারে পুত্র-পৌত্রাদিসহ একান্নভুক্ত পরিবারের ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশাধিক শততম সূক্তে দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে অমর রুদ্র! আমাকে এবং আমার পুত্র-পৌত্রাদিগকে সুখে রাখ এবং অন্ন দান কর।" এখন যেমন পিতা উপযুক্ত পাত্রে আপন সালঙ্কারা কন্যা সমর্পণ করেন, বৈদিক-কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাহার উল্লেখ আছে। এখন যেমন উত্তরাধিকার-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে; পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হন এবং পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র সে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহারও মূল সূত্র—ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এখন যেমন সতীত্বের গৌরব আছে, বৈদিক কালেও সেই গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন যেমন হিন্দুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেইরূপ দাহ-সৎকার-প্রথাই বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগের রমণীগণ যেমন গৃহ-কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, সুশিক্ষার দিব্য-জ্যোতিও তাঁহাদের হৃদয়ে তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, বিদুষী বলিয়াও তাঁহাদের অনেকের সেইরূপ খ্যাতি ছিল। দেবহূতি, অদিতি, যমী, উর্ব্বশী, অপালা, রোমশা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী রমণী-মণিগণের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। কেহ কেহ বলেন,—বৈদিক সূক্তের সঙ্কলন কার্য্যেও ঐ সকল রমণী সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈদিক কালে—রাজা, নগরপতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের উল্লেখ দেখা যায়। সুনিয়মে রাজ্য-শাসনের, রাজকর-সংগ্রহের এবং যুদ্ধাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থার আভাস—বৈদিক সূক্তে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, বীরত্বের আদর ছিল; কেহ ধন-গৌরবে উন্মত্ত, কেহ অন্নের জন্য লালায়িত, কেহ বা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। তখন, কামার, কুমার, ছুতার, কাঠুরিয়া, নাপিত, মাঝি, বৈদ্য, পুরোহিত,—সভ্য-সমাজের উপযোগী কিছুরই অভাব ছিল না। তখনও বয়ন-কার্য্য সূত্র-বস্ত্র প্রচলিত ছিল; তখনও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত; তখনও নগর ছিল, গ্রাম ছিল, অট্টালিকা ছিল, পান্থনিবাস ছিল, রাজপথ ছিল, শকট ছিল, যুদ্ধাস্ত্র ছিল, যোদ্ধা ছিল, আনন্দ ছিল, নৃত্য ছিল। গীত ছিল, বাণিজ্য ছিল, অতিথি-সৎকার ছিল, সংসারীর যাহা কিছু আবশ্যক—সকলই ছিল। আবার অন্যদিকে, ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, যাগযজ্ঞ ছিল, সত্য ছিল, সরলতা ছিল। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এ সকল কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেবল যে সংসার-ধর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন নহে। এক কথায় কহিতে গেলে, সভ্যতার পরিচায়ক যে কিছু সম্পৎ-সামগ্রী, তাঁহারা তাহার সকলেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাত কোনও

নূতন তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কয়েকটী দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করি না কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণের মত,—সভ্যতার আদিকালে বিনিময়-মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্ডলে এই বিনিময়-মুদ্রার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও যে আর্য্য-হিন্দুগণের ছিল,—বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ও বাবিলনের প্রস্তর-স্তম্ভ প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের আনন্দের অবধি নাই; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন,—সহস্রস্তম্ভযুক্ত বিশাল অট্টালিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম মণ্ডলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মিশরের সভ্যতার কত কোটী-কল্প বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল। সেই ঋগ্বেদে যখন এতাদৃশ অট্টালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, তখন বিচার করিয়া দেখুন, আদিকালেও আর্য্য-হিন্দুগণ পূর্ত্তকার্য্যে কীদৃশ পারদর্শী ছিলেন। অধুনাতন সভ্য-জাতি-মাত্রেরই মত,—"পৃথিবী দিন দিন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।" সেই মত সমর্থন ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার নানা স্তর নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আদিম জাতিগণ প্রথমে অস্ত্র-শস্ত্র ও অগ্নির ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা আম-মাংস ও অপরিপক্ক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষ-কোটর প্রভৃতি তাহাদের আবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল; পরে ক্রমশঃ ধাতব পদার্থ অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মত—উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের মতে,—মনুষ্য প্রথমে সভ্য-সমুন্নত ছিল; সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রভৃতি যুগ-বিবর্ত্তনে দিন দিনই তাহাদের অধঃপতন সাধিত হইতেছে। অন্য দেশের ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলনা করিলে, আপাতঃদৃষ্টিতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে প্রথমে অসভ্য বর্ব্বর জাতির বসতি ছিল,—তত্তদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আদিকাল হইতেই সভ্য-সমুন্নত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং উভয় দেশের সিদ্ধান্তে মতদ্বৈধ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, যখন ভারতবর্ষের কথাই কহিতেছি;—আর্য্য-হিন্দুগণের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি; তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে সিদ্ধান্তে, আদিকালে আর্য্য-হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ তাঁহাদের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

* * *

বেদে জাতিভেদ-প্রসঙ্গ।

আর্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, জাতি-বর্ণের কথা না বলিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জাতিবর্ণের প্রসঙ্গ

বেদে জাতিভেদ।

লইয়া বহুদিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দুগণের মত,—"জাতি-বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অব্যাহত আছে; উহা সর্ব্বথা বেদ-বিহিত।" তৎপক্ষে তাঁহারা বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেও ত্রুটি করেন না। এ দিকে কিন্তু দেখিতে পাই,—অন্য পক্ষ বলেন,—বেদে জাতিভেদ নাই; সৃষ্টির আদি-কালেও জাতিভেদ ছিল না; উহা ব্রাহ্মণগণের গূঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কল্পনা মাত্র।" যখন এতাদৃশ মতদ্বৈধ, তখন দেখা উচিত নহে কি—বেদে জাতি-বর্ণের বিষয় বাস্তবিক কিছু আছে কি না? অথবা, জাতিবর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত কি না? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মীমাংসা আছে। প্রথমে প্রশ্ন করা হইয়াছে,—"পুরুষ যখন বিভক্ত হন, তখন তিনি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার মুখ, বাহু, উরু, পদ—কি আকার ধারণ করিয়াছিল?" পরক্ষণেই তাহার উত্তর দেখিতে পাই,—"তাঁহার মুখে ব্রাহ্মণ, বাহু-যুগলে রাজন্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদ-যুগলে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।" * তবেই বুঝা যায়,—পুরুষ-সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদিতে এই বিষয় অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতি-বর্ণ-ভেদই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, সকল দেশের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এক-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—প্রধানতঃ তাঁহাদের এই চারি বর্ণ। তাহা হইতেই অসংখ্য শাখা-উপশাখা উৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর পুষ্ট করিয়া আছে। ভারতবর্ষের জল-বায়ুর সহিত বুঝি এই জাতিভেদ-প্রথার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন মতের অভিঘাতে ভারতের সমাজ-শরীর এখন জীর্ণ শীর্ণ; কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা এখনও এমনিভাবে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কোনক্রমেই তৎপতি উপেক্ষা-প্রদর্শনের ক্ষমতা সমাজের নাই। এখনও, ব্রাহ্মণ দেখিলে, সৎ-শূদ্র মাত্রেই প্রণাম না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। এখনও—এতাদৃশ সাম্য-স্বাধীনতার দিনেও, এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এখনও, সমাজে, ধর্ম্মে, ক্রিয়া-কর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে, বর্ণগত পার্থক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য যদি মনুষ্য-কৃত হইবে, তাহা হইলে এত কাল ধরিয়া এমন অবিসম্বাদিত সত্য-রূপে ইহা কখনই

---

* ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে দশম মণ্ডলে জাতিভেদ বিষয়ক এই ঋক-দ্বয় দৃষ্ট হয়,—

"যৎ পুরুষঃ বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরুপাদা উচ্চেতে॥
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ।"

বেদে জাতিভেদের কথা নাই বলিয়া যাঁহারা অন্যকে ভ্রান্তপথে পরিচালনার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য দশম মণ্ডলের এই সূক্ত উদ্ধৃত করা হইল।

অব্যাহত থাকিতে পারিত না। যাহা মনুষ্য-সৃষ্ট, তাহা বিনশ্বর—অস্থায়ী। অপিচ, যাহা অবিনশ্বর, অনাদি অনন্তকাল হইতে বিরাজমান্, ঈশ্বরের সৃষ্ট ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? যাঁহারা বেদ মানেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন,—তাঁহারা কখনই জাতিবর্ণ-সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? অধিক বলিব কি, তাঁহারা ঐ বৈদিক সূক্তটীকেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিত মিঃ কোলব্রুক ঐ বৈদিক সূক্তটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—বৈদিক-ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ঐ সূক্তটী পারবর্ত্তি-কালে বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সাহেব কোলব্রুক যখন এই কথা বলিতে সাহসী হন, পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অন্যান্য পণ্ডিতগণও অমনি তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখন, ঐ সূক্তটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারা জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার আবশ্যকানুযায়ী আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তাকারী যাহা, তাহাই ঠিক—আর অন্যান্য সকল প্রক্ষিপ্ত, ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নহে কি? যদি মানিতেই হয়, সমস্তই মানিয়া লও; যদি না মানিতে হয়, কোনটীই মানিবার প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল লোকের মনে প্রমাদ-সংশয় উপস্থিত করে; সত্য তথ্য অল্পই নির্ণীত হইয়া থাকে। যাঁহারা জাতি-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা শাস্ত্রের অংশ-বিশেষের দোহাই দিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—“গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারেই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।’ এই শাস্ত্রোক্তির দোহাই দিয়া, জাতি-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণ বলিয়া থাকেন,—‘কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই তো জাতি হইবার কথা। যে যেমন উচ্চ কর্ম্ম করিবে, সেই সেইরূপ উচ্চ-জাতি হইবে; যে যেরূপ নীচ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ নীচ-জাতি হইতে হইবে।’ এক হিসাবে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রম-সঙ্কুল;—শাস্ত্রের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণের ফল। ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম্ম সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—আগে জাতি, পরে কর্ম্ম-বিভাগ! ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন প্রথা। যাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা কি বলিতে পারেন,—‘আগে যজ্ঞকর্ম্মোপাসনা—না, আগে ব্রাহ্মণের জন্ম? আগে বিপ্রসেবা;—না আগে শূদ্রের উৎপত্তি? আগে যুদ্ধ-বিগ্রহ;—না, আগে ক্ষত্রিয়ত্ব? ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াই মানুষ এক এক কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু, অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর কেহই জন্মগ্রহণ করে না। আর এক কথা, যদি আগে গুণ-কর্ম্মের বিচারই হইবে, তাহা হইলে, চতুর্ব্বর্ণ না হইয়া অসংখ্য বর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কি? ইহ-সংসারে গুণ-কর্ম্মের কি কখনও সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়? গুণকর্ম্মানুসারে জাতি-বিভাগ হইলে, বংশানুক্রমিক জাতি বর্ণ কেনই বা অব্যাহত থাকিবে? তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরপুত্র

বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র,—এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই বা কেন চলিয়া আসিবে ? ভগবান বলিয়াছেন,—'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।' * ইহাতে সৃষ্টি শব্দের উল্লেখ থাকায়, বুঝা যায়,—সৃষ্টির আদি হইতেই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, জাত-ব্যক্তির জাতিধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে ; জন্মগ্রহণের পর, বৃত্তি-গ্রহণানন্তর, তাহার জাতিধর্ম্ম-প্রাপ্তির বিষয় কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন কোন্ কালে কত শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, আবার কত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত। এ কথার উত্তরে, কেহ কেহ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া থাকেন ; কেহ বা, অন্য দুই একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিবারও চেষ্টা পান। বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার প্রয়োজন হয়,—কোন্ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ? আমরা ঋগ্বেদেই একাধিক বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাই। পুরাণাদিতেও নানা সময়ে নানা আকারে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। সুতরাং বিশ্বামিত্র নাম দেখিলেই তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদে কোথাও বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন, কোথাও সূক্তসঙ্কলয়িতারূপে পরিচিত আছেন, কোথাও বা তাঁহার নামের শেষে 'গাথিন' শব্দের সংযোগ আছে। ঋগ্বেদের সত্যযুগে বিশ্বামিত্র আছেন, আবার রামায়ণের ত্রেতাযুগেও বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্বামিত্র যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে, বেদোক্ত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে ; বেদে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনই প্রমাণ দেখা যায় না। তার পর, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহার যে জন্ম-বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রতীত হয়। † যদি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া সে পৌরাণিক প্রসঙ্গে কেহ আস্থা-স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র, কর্ম্মবলে, তপঃপ্রভাবে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মফলের সহিত ইহজীবনের প্রবল কর্ম্মফল সংযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র আপন স্ব-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্রই তাহা পারিয়াছিলেন,—আর কেহ তাহা পারেন নাই ;—ইহা বিশেষত্ব, ইহা দৃষ্টান্ত-মাত্র ; কিন্তু ইহা প্রচলিত সমাজিক রীতি-পদ্ধতি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আরও কত কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ দৃষ্টান্ত যখন আর খুঁজিয়া পাই না ; তখন, একটী মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে, কি করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? বিশেষতঃ, সে বিশ্বামিত্র কখনও তোমার-আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অলৌকিক অমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তিনি অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন শক্তি-সম্পন্ন যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া,

---

* "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

† মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসন-পর্ব্ব, বিশ্বামিত্রের জন্ম-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদ আছে,—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। বেদে আর একটি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণও বৈদিক সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র। বেদের নবম মণ্ডলের সূক্ত-বিশেষের ভাষান্তরে তাঁহারা বলেন,—একজন বেদ-রচয়িতা ঋষি, সোমের আরাধনার সময় বলিতেছেন,—"আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা যাঁতায় শস্য পেষণ করেন; কিন্তু দেখুন, আমি বৈদিক-মন্ত্র রচনা করিয়াছি।" * ঋষিপ্রবরের এই মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, জাতিভেদের প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে চাহেন,—'ঋষি বর্ণসঙ্কর ছিলেন; অথচ, তিনি বৈদিক-মন্ত্রের রচয়িতা, সুতরাং ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।' ইহা বড়ই হাস্যকর সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক সূক্ত-রচয়িতা ঋষির ঐরূপ উক্তিতে পুরুষানুক্রমিক বর্ণধর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋষি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, তিনি কোথাও তাহা বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—তাঁহার পিতামাতার জীবিকার কথা। সে হিসাবে, হয় তো তাঁহার পিতামাতা কোনরূপ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত নহেন,—তাহা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না। বরং, এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির পাতিত্য-দোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে ইহা এক দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ দৃষ্টান্ত জন্মগত বর্ণ ধর্ম্মেরই প্রতিপোষক; ইহা কখনই তাহার অন্তরায়-সাধক নহে। এইরূপ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 'কবষ' ও 'লুশ' ঋষির প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'তাঁহারা শূদ্র ছিলেন; অথচ, বৈদিক সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন।' এই সম্বন্ধেও, আমাদের সেই একই উত্তর। 'কবষ ও লুশ' ঋষি যে শূদ্র ছিলেন, বেদে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অন্যত্রও, যেখানে যেখানে বর্ণান্তরের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, কোথাও দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। মন্বাদি সংহিতা—বেদের অনুবর্ত্তিনী। সুতরাং মন্বাদি সংহিতায় যদি ঐরূপ কোনও প্রসঙ্গ আছে দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-বিরোধিগণের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তাঁহারা, সময় সময়, মনুসংহিতার একটী শ্লোকের দোহাই দিয়াও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—'মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চষষ্টিতম শ্লোকে লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে। মনুসংহিতায় যে এই মর্ম্মের কোনও প্রসঙ্গ আদৌ নাই, তাহা আমরা কখনই বলি না। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে, এবং সে হিসাবে এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ কি না,—তাহা বিবেচনা করিয়া তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন কার্য্য হইত। কিন্তু তাহা না করায় একদেশদর্শিতা—প্রকারান্তরে শ্লোকার্দ্ধের অনুবর্ত্তিতা—প্রকাশ পাইতেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে বর্ণ-সঙ্করের অথবা এক বর্ণের বর্ণান্তর প্রাপ্তির বিষয়

---

* নবম মণ্ডলের ১১২শ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

লিখিত আছে, বলা বাহুল্য, প্রোক্ত শ্লোকটী তাহারই অংশ-বিশেষ। সে সকল মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, শূদ্রাদি বর্ণের যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির কথা সেখানে লিখিত আছে, তাহাই সপ্ত জন্মের পরে; * অপিচ, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ কখনই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর এক কথা, একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, জাতিভেদ-প্রথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াও কোনও সমাজ এ পর্য্যন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। বরং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতির (সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এক-জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছিল,—তাঁহারাই পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ, খৃষ্টানগণ, ব্রাহ্মগণ, যিনিই যখন একাকার বা একজাতি-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তদ্দ্বারা আর এক নূতন জাতির বা নূতন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন মাত্র। অধিক বলিব কি, হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত এই হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তার পর, যাঁহারা ঐ সকল নূতন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাই কি আপনাপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? হয় তো কোথাও কোথাও আহারে ব্যবহারে বা লৌকিকতায় তাঁহাদের এক-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে, এখনও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত সংস্কারের ফল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি? সে সংস্কার—আমরা কোথায় না দেখিতে পাই? এক-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পূর্ব্বে যিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে কখনও কোনও অন্ত্যজ বর্ণের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন কি? হয় তো তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্ষিত-সভ্য-ভব্য কোনও নীচ জাতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন; কিন্তু অসভ্য কদাচারী ব্যক্তির সহিত কখনই তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। আধুনিক বহু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দেখিয়া, অন্ততঃ এই কথাই আমাদের মনে হয়। ফলতঃ, একাকারের পক্ষপাতী হইলেও, সকলেরই মধ্যে জাতিভেদের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। কেবল এ দেশে বলিয়া নহে;—পাশ্চাত্য ইউরোপেও এ ভাবের অসদ্ভাব নাই। যদিও এ দেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং সে তুলনা করিতেও চাহি না; তথাপি মোটামুটি দেখিতে পাই,—এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সেখানকার কোনও অভিজাত ব্যক্তি কখনও কোনও নীচ-বংশীয়ের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না; সময় সময়, এক পংক্তিতে ভোজনেও তাঁহাদের আপত্তি দেখা যায়। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি আর্য্য, কি অনার্য্য—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোনও আকারে এই জাতিভেদ প্রথার বীজ নিহিত আছে; আর সেই জন্যই, জাতিভেদ যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—ভারতবর্ষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাই ভারতীয় হিন্দুগণের

---

* মনুসংহিতার দশম-অধ্যায়, ৬১—৬৭ শ্লোক, দ্রষ্টব্য।

জাতিভেদ প্রথার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জন্মগত অধিকার-ভেদ-আর্য্য-হিন্দুগণের সেই সর্ব্বাঙ্গীণ সভ্যতারই পরিচায়ক। আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই—জন্মগত জাতি-বর্ণানুক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত নিম্নতম বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? কৃষক-পুত্রের কৃষিকার্য্যে সংস্কার আপনিই সঞ্চিত হয়; কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি বৃত্তি-জীবদিগের সন্তান-সন্ততির উপর বংশানুক্রমিক প্রভাব আপনিই আসিয়া পড়ে; অন্যান্য জাতিবর্ণ-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই। ইহাই বংশানুগত বর্ণ-ধর্ম্মের ভিত্তি। সেই জন্যই, ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াও, মানুষ আপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিপদে বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, মানুষ অনেক সময় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু সর্ব্বথা তাহার পূর্ব্বসংস্কার দূর হয় কি? তাই দেখিতে পাই, মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও, এ দেশের বহু অধিবাসী আজিও হিন্দু-দেবদেবীর উপাসনায় যোগ দেয়। তাই দেখিতে পাই, মাদ্রাজী খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন শিখা ধারণ করে এবং দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণা,—তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতি ত্যাগ করে নাই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ—বেদে একাধিক বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্র-দেবতার উপাসনা-স্তোত্রে বলিতেছেন,—“হত্বী দস্যূন প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ।” ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাহার অর্থ করিয়াছেন,—“হে ইন্দ্র, আপনি দস্যুদিগের বধ-সাধন করিয়া আর্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিকে রক্ষা করুন।” যাঁহারা জাতি-ভেদ মানিতে চাহেন না, তাঁহারা কৌশলে উক্ত সূক্তান্তর্গত ‘বর্ণ’ শব্দটিকে একরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন,—“সায়ণের অর্থ ঠিক নহে; ঋগ্বেদের সময় দুই জাতি ছিল—আর্য্যজাতি ও অনার্য্য-জাতি। এখানে ‘বর্ণ’ শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে।” * ইহার উপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি বাহুল্য মাত্র। বেদ-ব্যাখ্যায় যাঁহারা সায়ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্পর্দ্ধায় বলিহারি যাই! বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, তাঁহারা করিয়াছেন—স্তোত্র-রচয়িতা। ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বীর্য্যবান্। অথচ, বেদে যে যে স্থলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যের অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ সকল শব্দে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ভাবই মনে উদয় হয়। সপ্তম মণ্ডলের একোননবতিতম সূক্তে বরুণের উপাসনা আছে। সেই উপাসনায় তাঁহাকে ‘রাজা’ বলা হইয়াছে এবং তিনি ‘সুক্ষত্র’ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সূক্তটী পাঠ করিলে, সেই বরুণ রাজাকে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, পাছে ‘ক্ষত্রিয়’ বর্ণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে হয়,—এই

---

* ম্যাক্সমূলার প্রথমে এই অর্থ (সুক্ষত্র=Almighty) করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ শব্দে ‘অতিশয় বলবান’ অর্থ গ্রহণ করেন। ‘বর্ণ’ শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থও বোধ হয় রমেশ বাবুরই কল্পনা-প্রসূত।

জন্য, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ 'সুক্ষত্র' শব্দের অর্থ—'বলবান' করিয়াছেন। * ইহাও বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ যে কেহ গ্রহণ করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। যিনিই যাহা বলুন, ফলে দেখা যায়,—বর্ণ-ভেদ-প্রথা বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে; এবং ঐ প্রথা এ দেশের প্রকৃতির সহিত মজ্জাগত-ভাবে অবস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * *

বেদ-মূল।

বেদই সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূল।

বেদ হইতেই যে অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুকে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না; অপরেও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। যাহা বেদানুগত—তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র—বেদেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বেদ হৃদয়ের সামগ্রী; বেদ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত ছিল। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই; বৈদিক সূক্ত সমূহ তখন ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে সংগ্রথিত ছিল। পিতা, পুত্রকে সে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন; পুত্র, প্রপৌত্রকে সে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। * পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্র-সমূহ সংসারে চলিয়া আসিতেছিল। বেদের অপর নাম - শ্রুতি; শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল,—সেই জন্যই বেদের অপর নাম—'শ্রুতি'। কালধর্ম্মে মনুষ্যের ধৃতি-শক্তির হ্রাস হইতেছে—উপলব্ধি করিয়া, জনহিত-ব্রতধারী ঋষিগণ বেদের সূক্ত-সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহারই কিছুকাল পরে, কোন্ সূক্ত কিরূপভাবে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইবে,—তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগ—গদ্যে রচিত। বেদের শাখা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল,—পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগকে পরবর্ত্তি-কালে বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর আরণ্যক ও উপনিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করিবার সময়, গুরুর নিকট বেদ-বিষয়ক যে আলোচনা ও শিক্ষালাভ হইত, আরণ্যক-গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে উহা সূচিত হইয়াছিল বলিয়াই, উহার নাম—আরণ্যক। বেদ-সংহিতা পাঠের পর, সেই আরণ্যক অর্থাৎ বেদ-সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিল। আরণ্যকের পর—উপনিষৎ। কাহারও কাহারও মতে,—আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—[উপ+নি+সদ (গমন)+ক্বিপ্] সমীপে গমন; অর্থাৎ, যদ্দ্বারা ব্রহ্মের সামীপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মভাব উপলব্ধি হয়,—তাহাই উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড; উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা পুণ্যলাভের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, উপনিষদে জ্ঞানের

---

* ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

দ্বারা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের বীজ নিহিত আছে। অধুনা উপনিষৎ নামে বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আদি উপনিষৎ বার খানি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তৎসমুদায়, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অংশ-মধ্যে পরিগণিত। উপনিষদের পর—দর্শন। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং 'ষড়্দর্শন' নামে উহা অভিহিত। বেদে যাহার আভাস ছিল; আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার বিবৃতি হইয়াছিল; দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগের অপর অঙ্গ—স্মৃতি। 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ—[স্মৃ (স্মরণ)+তি] পূর্ব্বানুভূতি। বেদে যাহা আছে, মন্বাদি ঋষিগণের যাহা স্মৃতি, তাহারই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি—সম্পূর্ণরূপ বেদানুবর্ত্তিনী। স্মৃতি-সমূহ—মন্বাদি-প্রণীত সংহিতা নামে অভিহিত। স্মৃতি এবং দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকেই বলেন,—দর্শনের পূর্ব্বে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছিল। স্মৃতির পর,—পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। পুরাণের সংখ্যা—অষ্টাদশ; উপপুরাণের সংখ্যা—অনেকগুলি। বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দৃষ্টান্ত-উপদেশাদির দ্বারা জন-সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই, প্রধানতঃ পুরাণ-পরম্পরা প্রণীত হয়। ইহাতে সময়-বিশেষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক হইতে যেমন বহুতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এক বৃক্ষ হইতে যেমন বহুতর বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন বহুতর দীপশিখার উদ্ভব হইয়া থাকে; এক বেদ হইতে তদ্রূপ বেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতির সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

* * *

বৈদিক ধর্ম্মের মৌলিকত্ব-প্রসঙ্গে।

বৈদিক-ধর্ম্মই
সকল ধর্ম্মের
আদিভূত।

ভগবদনুসরণই—মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই অনুসরণের ফলেই—মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন, মনুষ্যের সভ্যতা, মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি। যে জাতি যতটুকু পরিমাণে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর পরিমার্জ্জিত। আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বেদাদি শাস্ত্র—তাহার জীবন্ত নিদর্শন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্ম্মের সার সামগ্রী—বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ, এমন কোনও অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক-ধর্ম্মে যাহার অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের আলোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই না কি,—আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই অন্যান্য ধর্ম্মের সার সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে? আমরা দেখিতে পাই না কি,—অনেক সামগ্রী দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু সকলেরই মূল—সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম। কোনও এক সময়ে, আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-সমূহের অনেকেরই আচার-ব্যবহার এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ছিল। পুরাবৃত্তে

তাহার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও নীতি-তত্ত্বের অনেক অংশ আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শের অনুসরণকারী। এক জ্যোতিঃ হইতে যেমন সকল জ্যোতির উৎপত্তি হয়; অথচ, সেই জ্যোতিঃ-সমূহের কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী ক্ষীণপ্রভ, কোনটী বিমল হইয়া থাকে; ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শ বৈদিক-ধর্ম্মের দিব্য-জ্যোতিঃ এককালে দিগ্দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; এখনও তাহার অংশ-মাত্র কোথাও কোথাও সঞ্চিত আছে; আর্য্য-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর ধর্ম্ম-সমূহের উৎপত্তির ও বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—"পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সে ধর্ম্ম এই ভারতবর্ষেরই।" তাহা যদি অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সিদ্ধান্তে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং এখন দেখাইতেছি,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনও কি প্রকারে ভারতীয় ধর্ম্মের অনুসরণকারী! মানুষের গণনায় যতদূর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—পৃথিবীতে এখন মোটামুটি এক শত কোটী লোকের বসতি আছে। এই এক শত কোটী লোকের মধ্যে তিপ্পান্ন কোটী লোক হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী; অবশিষ্ট সাতচল্লিশ কোটী লোক অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসক। বলা বাহুল্য, সেই সাতচল্লিশ কোটীর মধ্যে—খৃষ্ট-ধর্ম্ম আছে, মুসলমান-ধর্ম্ম আছে, জোরওয়াষ্ট্রিয়ানিজম (প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্ম) আছে, জুডাইজম্ (মোজেস-প্রবর্ত্তিত ইহুদিগণের ধর্ম্ম) আছে, আরও কত ধর্ম্ম আছে! কিন্তু যতই যাহা থাকুক, আমরা স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতে পারি,—তাহার কোনটীই আদিভূত নহে। কোন্ ধর্ম্মের কোন্ সময় অভ্যুদয় হইয়াছিল,—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। সে প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া, কেহই কখনও বলিতে সাহসী হন নাই যে, আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের পূর্ব্বে ঐ সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

* * *

বেদে ইতিহাস-প্রসঙ্গ।

বেদে পুরাবৃত্ত।

বেদে যেমন হিন্দুর পারলৌকিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে ইহলৌকিক সমাচারও সেইরূপ নিহিত আছে। বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাসন-প্রণালী প্রভৃতির আভাস, বেদেই দেখিতে পাই। সে হিসাবে, পক্ষান্তরে, বেদকে পুরাবৃত্ত-ইতিহাসও বলা যাইতে পারে। তবে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস শব্দে অধুনা যে সামগ্রীটিকে বুঝাইয়া থাকে, বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে হয় তো ঠিক সেটুকু না বুঝাইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের যাহা সার-সামগ্রী, পুরাবৃত্তের যাহা উপাদানভূত, বেদ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। হইতে পারে,—সময়-কাল-নির্দ্দেশে ধারাবাহিক ঘটনাবলির বা রাজন্যবর্গের বিবরণ উহাতে নাই; হইতে পারে,—দিবা-মান-দণ্ড-নিরূপণে যুদ্ধ-বিগ্রহের

বর্ণনাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; হইতে পারে,—বর্ত্তমান ইতিহাসের ভাষাভাসে ও শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী-কলাপে, আরও শত-পার্থক্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস করিতেছি,—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ, হিন্দুজাতির ইতিহাস;—একটী সভ্য-সমুন্নত জাতির যে ইতিহাস হওয়া উচিত, তাহা সেই ইতিহাস। যাহা লোকশিক্ষার অনুকূল, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মানুষ আপনার জীবনগতি নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত দেখি; ইতিহাসে বর্ত্তমানের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়; ইতিহাসে ভবিষ্যতের গন্তব্য-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে, বর্ত্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়,—ইতিহাস তাহাই নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই ইতিহাস—কখনও দর্শন, কখনও বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়—তাই আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ইতিহাস। জীবনগতি-নির্দ্ধারণে মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, যে পথে যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রেয়ঃ লাভ সম্ভবপর,—শাস্ত্র, দৃষ্টান্ত দ্বারা, তাহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে সদসৎ পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মেরই প্রাধান্য প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র, লোক-শিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, অসতের ন্যূনতা এবং সতের প্রাধান্য, অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয়—এই চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য, তদুপযোগী উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসের এবং শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই পার্থক্য। রাজার কিরূপ প্রজাপালক হওয়া প্রয়োজন, তাঁহার কিরূপ ত্যাগশীলতা-আত্মোৎসর্গ আবশ্যক—শ্রীরামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শত শত চিত্রে শাস্ত্র সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পতি-ভক্তির আদর্শে সংসার অনুপ্রাণিত হউক; লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, অর্জ্জুন প্রভৃতির ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া জগৎ সৌভ্রাত্র্য শিক্ষা করুক; পিতৃভক্তি, স্বজন-প্রীতি, আত্মত্যাগ, বীরত্ব, সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র নয়নে নয়নে প্রতিভাত থাকুক;—শাস্ত্র তদনুরূপ উপাদান-সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা অনাবশ্যক, যাহাতে লোক-শিক্ষার কোনও বীজ নিহিত নাই,—শাস্ত্রে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আরও এক কথা!—জলোচ্ছ্বাসের প্রবল প্লাবনে নগর-জনপদ ভাসমান হইলে, সে স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে না পারেন; কিন্তু কাল-সাগরের তরঙ্গ-প্রবাহে কত কত জলবুদ্‌বুদ উত্থিত হয়, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হন? ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরাও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ইতিহাসে যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে, ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চয়ই তাহার ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এইরূপে কমিতে কমিতে, কালক্রমে অত্যুজ্জ্বল স্মৃতির চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট থাকে; সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা কেহই আর তখন গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ও ইংরেজ-রাজত্বের সেদিনের ঘটনাই উল্লেখ করি না কেন? মামুদ ঘোরীর ভারত-লুণ্ঠন-কাহিনী

স্মৃতি-পটে যতটা উজ্জ্বল হইয়া আছে, দাসবংশীয় রুকুনুদ্দীন বা নসিরুদ্দীনের কথা কি ততদূর মনে থাকিবে? পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী, অথবা সিপাহী-যুদ্ধের পর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী যতদূর স্মরণ থাকা সম্ভবপর, রিস্তাম্বর বা পুলিলুরের যুদ্ধ-কথা অথবা সেগৌলীর সন্ধি-কথা ইতিহাসে তাদৃশ প্রশস্ত স্থান লাভ করিবে কি? ফলে, পরবর্ত্তিকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী একে একে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইবে;—গুরুত্ব অনুসারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার-পরম্পরাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। কয়েক দিনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোড়ন করিলেই, এই তথ্য সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, কত কালের কত কোটী কোটী বৎসরের—আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস, কিরূপে ধারাবাহিক সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ, তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যাহা বিশিষ্ট, যাহা সারভূত, যাহা প্রয়োজনীয়,—শাস্ত্র-নিহিত, ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলেও বুঝা যায়, অধুনা পাশ্চাত্য-জাতিগণ যাহাকে ইতিহাস বলেন, আমাদের ইতিহাস তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল। তাহাতে, ইতিহাস শব্দে—[ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ) +অস্ (হওয়া)+অ] যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে—তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসহ পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস।" * সে হিসাবে, শাস্ত্রমাত্রকেই প্রকারান্তরে ইতিহাস বলা যাইতে পারে। বেদ সে ইতিহাসের আদিভূত। বেদ—হিন্দুর পুরাবৃত্ত।

⁂

বেদে রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গ।

বৈদিক-কালের রাজন্যবর্গ।

কিন্তু সেই পুরাবৃত্তে—বেদে—প্রাচীন রাজন্যবর্গের ও আচার-ব্যবহারের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? বলিয়াছি তো, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন কালে অন্য কোনও আকারে ইতিহাসের অস্তিত্ব হয় তো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-বিবর্ত্তনে তৎসমুদায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বেদ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। আর সেই জন্যই মনে হয়, বেদে ইতিহাসের সারভূত কয়েকটী তত্ত্বের উল্লেখ ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে যে সকল রাজন্যবর্গের নামের উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কখনও বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগের সংহার সাধন করিতেছেন; তিনি কখনও দেবতাদিগের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তিনি কখনও পূজা-

---

* "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

উপচার প্রাপ্ত হইতেছেন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।" * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বাবিলন-নগরে সেমিটিক জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।" পারসিকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। 'জেন্দ আভেস্তায়' বৃত্রকে 'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্রকে 'বেরেথ্রগ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; 'জেন্দ আভেস্তার' অন্তর্গত 'বহ্রাম যহ্‌ৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রগ্নের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বৃত্রের 'অহি' নামের আভাষও 'জেন্দ আভেস্তায়' পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার "বেরেথ্রগ্নকে" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও দেবতাদিগের রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। দানব-দমনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের 'জিয়স' সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে 'টিটান'-কুল নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের 'আপোলো' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। † ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। 'আপোলো' সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা 'ফোয়েবসের' অশ্ব ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন;—এইরূপ নানা বিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীক-দেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের হস্তী—ঐরাবত; ইন্দ্রের অশ্ব—উচ্চৈঃশ্রবা; ইন্দ্রের পুরী—অমরাবতী; ইন্দ্রের উদ্যান—নন্দন; ইন্দ্রের প্রাসাদ—

---

* ম্যাক্সমুলার বলেন, -"বেদের এই বৃত্রাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড-গ্রন্থে ট্রয়-যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা ট্রয়-যুদ্ধের হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Pannis)—ট্রয়ের, পারিস (paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।"

† গ্রীকদিগকে জিয়স (Zeus) লাটিন ভাষায় জুপিটার (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan) আপোলো (Apollo), ফোয়েবস (Phoebus) হেলস (Halos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরাজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

বৈজয়ন্ত ; ইন্দ্রের পত্নী—শচী ; ইন্দ্রের পুত্র—জয়ন্ত। এ সকলের সহিতও গ্রীকদিগের অনেক দেবতার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল দেখাইয়া ইন্দ্রের সহিত পারসিকদিগের এবং গ্রীকদিগের দেবদেবীর একত্ব-প্রতিপাদনে অনেকে প্রয়াস পান। তাঁহাদের সহিত আমরা অবশ্য একমত হইতে পারি না। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য-কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতেই অন্যান্য জাতি আপন আপন দেবদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন,—এই সকল সামঞ্জস্যে তাহাই বরং মনে হইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্রের পর, যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 'রাজা সুদাস' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। স্বয়ং ইন্দ্র সুদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেই বলে বলীয়ান হইয়া, রাজা সুদাস বহুদেশে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডান করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' লিখিত আছে,—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সুদাসের যে বীরত্ব-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুদাসকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া মনে হয়। অনু এবং দ্রুহ্যু নামক দুই বীরের অধিনায়কত্বে এক সময়ে ষষ্টি শত এবং ষট্‌সহস্র ষড়ধিক ষষ্টিসংখ্যক যোদ্ধা, রাজা-সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু সুদাস তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুদাসের এই বীরত্ব-বর্ণনা—ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সুদাস দশ জন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, বেদে উল্লিখিত আছে। সুদাসের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠার পরিচয়—তিনি সাহিত্য-সেবী কবিগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিগণ তাঁহার নিকট যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে তাহা বর্ণিত আছে। এক সময়ে কবি ত্রিৎসু বা বসিষ্ঠ, রাজা সুদাসের নিকট দুই শত গাভী, দুইখানি রথ, চরিটি অশ্ব এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যান্য কবিগণও রাজা সুদাসের নিকট সর্ব্বদা বিবিধ প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণকে বলিয়া নহে;—বিদ্যা এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য রাজা সুদাস সর্ব্বদা অর্থ-সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাপালক, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন। সুদাসের পিতার নাম—দিবোদাস (পিজবন)। তাঁহার পিতামহ ছিলেন—রাজা দেববান। সুদাসের ন্যায় আরও বহু রাজার বিবরণ বেদে নিবদ্ধ আছে;—কোনও নৃপতি দূরদেশে অধিকার-বিস্তারে ব্রতী আছেন, কোনও নৃপতি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছেন, কোনও নৃপতি সৎকর্ম্ম-প্রভাবে রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন, কোনও নৃপতি প্রজাপালনে যশোসম্মান লাভ করিতেছেন। সেই প্রসিদ্ধ রাজগণের মধ্যে তুর্ব্বসু, ত্রসদস্যু, যদু, তুর্ব্বীতি, বৃহদ্রথ, পুরু, বরুণ, অতিথিগ্ব, ঋজিশ্বান, সুশ্রবা, ত্বর্য্যবান, কুৎস, আয়ু, নর্য প্রভৃতির নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কোনও রাজা একচ্ছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন; কোনও রাজা করদমিত্ররাজ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

* * *

বেদে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিষয়।

বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ।

রাজা সুদাস প্রভৃতির সমর-প্রসঙ্গে বৈদিক কালের যুদ্ধ-প্রণালীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তখনও রাজন্যবর্গ, সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, পাত্র মিত্র সহ, মহা সমারোহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তখনও, শিরস্ত্রাণ এবং তরবারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। তখনও রণবাদ্য, ভেরি এবং পতাকা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। তখনকার দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র—এখনকার গোলাগুলি কামান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে না কি? তখনকার তীর-পরিচালনার কি অপূর্ব্ব চিত্রই দেখিতে পাই। তীরই কত প্রকারের? কোনও তীর অগ্নি উদ্গীরণ করে; কোনও তীর হইতে বিষ উদ্গীর্ণ হয়; কোনও তীরের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ-ধার লৌহময় শলাকা; কোনও তীরে সুতীক্ষ্ণ হরিণ-শৃঙ্গাগ্র বিরাজমান। * এক একটী যুদ্ধের ভীষণতাই কি ভয়ানক। রাজা সুদাস, একটী যুদ্ধে ষষ্টিসহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যকে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুৎস, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য-নিহত করেন। ইন্দ্রের এক দিনের একটী যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়। † এইরূপ আরও কত কত যুদ্ধের কত কত লোমহর্ষণ কাহিনী বেদে বর্ণিত আছে। সে তুলনায়, কোথায় লাগে—বর্ত্তমান-কালের অনলবর্ষী কামানের ভীষণতা! সে তুলনায়, কোথায় লাগে—শত্রুসংহারে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া! সমর-প্রাঙ্গণে কামানের ব্যবহার এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রু সংহার,—যাঁহারা সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ঋগ্বেদে কোন্ স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারে। তবে এখনকার যুদ্ধে ও তখনকার যুদ্ধে পার্থক্য কি কিছুই নাই? পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রধান পার্থক্য—উদ্দেশ্যগত। তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্ম রক্ষা, প্রজারক্ষা; আর এখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—আত্মপ্রাধান্য-রক্ষা। তখনকার রাজন্যবর্গ প্রধানতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন;—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্য, যত কিছু যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত; কিন্তু এখানকার যুদ্ধ প্রায় স্থলেই স্বার্থসিদ্ধি-মূলক অথবা অভিমান-সঞ্জাত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত, আর্য্য-হিন্দুগণকে কোনও এক অভিনব দেশের আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, এই যুদ্ধ-ঘটনা-সমূহকে অন্য রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন! তাঁহারা বলেন,—"আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধের সহিত স্পেনীয়গণের আমেরিকা অধিকারের তুলনা করা যাইতে পারে। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় গিয়া আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণকে যেরূপ নির্ম্মূল করিয়াছিল, আর্য্যগণও ভারতে আসিয়া ভারতীয় অনার্য্য-

---

* ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে সুসজ্জিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার যুদ্ধ গমনের দৃষ্টান্ত আছে। 'ঐরাবত' হস্তী এবং 'উচ্চৈঃশ্রবা ও 'দধিকা' (চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে) প্রভৃতি অশ্ব তৎকালে কি প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছিল! ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে ঘোটক ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

† সপ্তম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তে সুদাসের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ১৬শ ও ২৮শ সূক্তে কুৎসের ও ইন্দ্রের শত্রু-সংহার বিবরণ লিখিত আছে।

জাতির তদ্রূপ মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাই প্রতীত হয়।" এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু, আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—আর্য্য-হিন্দুগণ এ দেশেরই অধিবাসী, তাঁহারা কখনই অন্য দেশের আগন্তুক নহেন। বেদে যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দস্যুর বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুযব, অযু এবং কৃষ্ণ নামা দস্যু বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত দস্যুদ্বয় প্রধানতঃ সিপা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নদী-সমূহের নিকটস্থিত বন্য-প্রদেশে বসবাস করিত; এবং একটু সুযোগ বুঝিলেই দলবলসহ নগর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। কৃষ্ণ-নামা দস্যু অংশুমতী নদীর তীরে অবস্থিতি করিত; তাহার দলে দশ সহস্র সৈন্য সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল দস্যুর উপদ্রবে নিরীহ জনসাধারণ বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র ঐ দস্যুদলের সংহার-সাধন করেন। কেবল দস্যুদল বলিয়া নহে,—আর্য্য-রাজগণের মধ্যেও যাঁহারা ধর্ম্মাচারবিরোধী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। সরযূ-নদীর তীরের যুদ্ধে ইন্দ্রের হস্তে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক আর্য্য-নরপতিদ্বয় নিহত হন। প্রজাপালক রাজা দিবোদাসকে ইন্দ্র শতসংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন। তিনি কুযবাচকে নিহত করিয়া দুর্য্যোণি রাজাকে রাজ্য দিয়াছিলেন; এবং অনার্য্য-জাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া আর্য্য-রাজগণকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বহু অবাধ্য ব্যক্তি বহুজনের বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। * এক কথায়, দেশপতি সম্রাট যেরূপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তিনি যেরূপ দুর্ব্বিনীত করদ-রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন,—এই সকল ঘটনা-পরম্পরা দর্শনে, তাহাও সেই বেদোক্ত কালেরই অনুসরণ বলিয়া মনে হয়।

* . *

বেদ-বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

বেদ-বর্ণিত সময়ের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—তখন অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। এক দস্যুভীতি ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোনও কষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণা ছিলেন; দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের বিভীষিকা কদাচিৎ উপস্থিত হইত; ক্রিয়া-কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞের প্রভাবে ঋষিগণ দেবরোষ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন, রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা ছিল; প্রজা-পুঞ্জের সুখ-সাধনেই রাজা নিয়ত নিরত থাকিতেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে শস্যহানি, অথবা অকাল-বার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যুর কথা আদৌ শুনা যাইত না। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে

---

* কুযব অযু ও কৃষ্ণ দস্যুর বিবরণ যথাক্রমে প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্য্যোণি রাজার বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্তে এবং নববাস্ত্বাদির ও অন্যান্য ব্যক্তির বশ্যতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

নিযুক্ত থাকিত; বৈশ্যগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, ক্ষত্রিয়গণ শান্তি-রক্ষায় এবং ব্রাহ্মণগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরারাধনায় ব্রতী থাকিতেন। তখনও, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম-নগর ছিল· ইষ্টক-প্রস্তরাদির দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত; গতিবিধির সুবিধায় জন্য সুপরিসর রাজপথ ছিল; দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণের নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত হইত; অশ্বযোজিত শকট, নৌকা, অর্ণবপোত এবং অন্যান্য যানাদির কিছুরই অভাব ছিল না। তৎকালে, বাণিজ্য-ব্যপদেশে, রাজ্যাধিকার-উদ্দেশ্যে, আর্য্যগণ দেশে-বিদেশে গমন করিতেন। দূর সমুদ্র-পথেও তাঁহাদের গতিবিধির অবধি ছিল না।* উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, যব, কলাই, তিল এবং নানাবিধ ফলমূলের উল্লেখ দেখা যায়। ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কিছুরই অভাব ছিল না। আর্য্যগণ 'সোমরস' পান করিতেন ও দেবতাদিগকে 'সোমরস' দান করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই 'সোমরস' যে কি, এখন তাহা কোনপ্রকারেই নির্ণীত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—"চন্দ্র-দেব 'সোম' নামে এবং চন্দ্রের সুধা 'সোমরস' নামে অভিহিত হইত।" কাহারও কাহারও মতে,—"সোমরস, সিদ্ধি-পত্রের ন্যায়; আর্য্যগণ এবং তাঁহাদের দেবতাবৃন্দ সেই রস পান করিতেন।" সে হিসাবে তাঁহারা সোমরসকে মাদক-সামগ্রী বলিয়াই মনে করেন। বৈদিক কালের আর আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই,—তৎকালে পশুবলি প্রচলিত ছিল; এবং আর্য্যগণের কেহ কেহ পশ্বাদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ হইতে জল তুলিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ-ভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ঋগ্বেদের সময়েও কোথাও কোথাও সে প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও ঘোটকের দ্বারা চাষ-আবাদ হইত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সভ্য আর্য্য-হিন্দুগণ তখন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; অসভ্য অনার্য্যগণ অনার্য্য ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত। তবে সে ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদিক-ভাষার সহিত পরবর্ত্তি-কালের সংস্কৃত-ভাষার প্রায়ই ঐক্য নাই। বর্ত্তমান-কালের সংস্কৃত-ভাষা ব্যাকরণের নিয়মানুবর্ত্তী। কিন্তু বৈদিক-ভাষা সে ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে। ভাষার গতি দিনদিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বেদের অর্থ-পরিগ্রহ দিনদিনই দুঃসাধ্য হইয়া আসিতেছে;—বিকৃত অর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অর্থ-বিপর্য্যয়-হেতু, আর্য্য হিন্দুগণের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধেও ভ্রান্ত-মতের প্রচলন হইয়াছে। প্রথমতঃ শব্দার্থের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যে শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হইত, এখন সে শব্দের অর্থান্তর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, পদার্থাদির নাম কতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন যে পদার্থ যে নামে পরিচিত হইত, এখন সে পদার্থের সে নাম প্রায়ই অন্য আকার ধারণ

---

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬শ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি 'তুগ্র' আপন পুত্র ভুজ্যুকে সসৈন্যে সমুদ্র-পথে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে দেখিতে পাই, ধনলাভেচ্ছু বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাক্য-সমাবেশেও বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তখন যে বাক্য যে ভাবে অবস্থিত হইলে যে অর্থ প্রতীত হইত, এখন সে বাক্যে সে অর্থ প্রায়ই উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন যে ঋকের যে অর্থ হইত, এখন সে ঋকের সে অর্থ প্রতিপাদন করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন পরবর্ত্তী শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক; সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন নিরুক্তকার ভাষ্যকার প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি,—বেদ কিরূপে বংশ-পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি,—বেদব্যাস ও অথর্ব্ব ঋষি কিরূপে বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় কোন্ ঋকের কিরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল, যদি কেহ তাঁহাদের গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই সে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সে শাস্ত্রসমুদ্র-মন্থন সম্ভবপর নহে;—সেই জন্য সাধারণতঃ যাস্কের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অনুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিশেষ; বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্তে লিখিত আছে। যাস্কের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,—"মহামুনি যাস্ক খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।" কিন্তু যাস্কই যে প্রথম নিরুক্তকার, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বে বেদ-ব্যাখ্যাতা অন্যান্য নিরুক্তকার বর্ত্তমান ছিলেন, যাস্কের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাকপূর্ণি (শাকপুনি) ঔর্ণবাভ (উর্ণবাভ), স্থৌলাষ্ঠীবী (স্থূলোষ্ঠিবী) প্রভৃতি নিরুক্তকারগণের এখন নাম-মাত্রের উল্লেখ দেখি; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্র কিছুই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণের গ্রন্থ-সমূহের উদ্ধারসাধন হইলে, বৈদিক ঋক সমূহের আদি অর্থ অনেকাংশে উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার পর, যাস্কের তুলনায় সায়ণাচার্য্য—সে-দিনের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন,—"বিজয়-নগরের রাজার দরবারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধব বিদ্যারণ্য নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য, এবং তাঁহারই ভাষ্যানুসারে অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।" পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সকলেরই এখন অবলম্বন—সেই সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্য।* সেই ভাষ্য ব্যতীত বেদ বুঝিবার অন্য উপায় এখন আর কিছুই নাই। সুতরাং সে দিনের সায়ণাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যায় যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তি করিয়া

---

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২১ খৃঃ-১৮৫২ খৃঃ) ইউরোপে বেদের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। সার উইলিয়ম্ জোন্স্, কোলব্রুক, ডক্টর উইলসন প্রভৃতি প্রথমে সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-পণ্ডিত বার্ণুফ জেন্দ ও বৈদিক-ভাষার শব্দ-তত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমসাময়িক রোসেন এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক (আট অধ্যায়ে একটী অষ্টক, ঋগ্বেদে আট অষ্টকে চৌষট্টি অধ্যায় আছে) 'লাটিন' ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পর, ফরাসী-পণ্ডিত লাঙ্লো, ফরাসী ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চবিংশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ) অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সায়ণের টীকা সহ সমগ্র

গিয়া থাকেন, সকলেই এখন সেই ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বুঝি বা সে ভ্রান্তি অপনোদনের আর সম্ভাবনাই নাই! চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয়কালে, মাধব বিদ্যারণ্য বা মাধবাচার্য্য, বিজয়-নগরের রাজা বুক্কার্য্য এবং হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন; সায়ণাচার্য্য নাম তাঁহার কেন হইল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, মতান্তরে বুঝা যায়,—তাঁহার বহু পূর্ব্বে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারই অস্থি-কঙ্কালের উপর বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া মাধবাচার্য্য সেই ভাষ্যকে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণমাধব' এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাতে দুই টীকাকারকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সায়ণাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনাচ্ছলে, লোকে হয় তো 'সায়ণমাধব' বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত, এবং তাহা হইতেই হয় তো তিনি পরবর্ত্তিকালে সায়ণাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—"সায়ণাচার্য্য, মাধবাচার্য্যের সহোদর ছিলেন। মাধবাচার্য্য, ব্রাহ্মণের টীকা প্রণয়ন করেন, আর সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়া যান।" যাহা হউক, কাল-বিপর্য্যয়ে বেদের এবং বেদ-ব্যাখ্যার যে বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এখন যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, অথবা এখন যাহা বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে বহুরূপে বিকৃত হইয়া আছে, অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

বেদের দেবতা ও ঋষি

বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি।

বেদ-চতুষ্টয়ে নানা দেবতার ও নানা ঋষির নাম উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায়—অগ্নি, অদিতি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, দ্যাবা, পৃথিবী, গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যূন তেত্রিশ হাজার দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। ঋষি-মহর্ষির সংখ্যা—অগণ্য, অসংখ্য। অগস্ত্য, অদিতি, কশ্যপ, অঙ্গিরস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, নারদ, কণ্ব, যযাতি, মান্ধাতা, প্রস্কন্ন, কুৎস, হিরণ্যগর্ভ

ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক অফ্রেক্ট, বার্লিন-সহরে বেদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড উইগ এবং গ্রাস্‌মান নামক দুই জন জর্ম্মণ-পণ্ডিত জর্ম্মণ-ভাষায় ঋগ্বেদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক বেন্‌ফি, অধ্যাপক ওয়েবার, অধ্যাপক রোথ ও হুইট্‌নী প্রভৃতি সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই রোমান্ অক্ষরে বেদ প্রচার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মধ্যে উইলসন্, ডক্টর ষ্টিভেন্‌সন এবং অধ্যাপক হোগ ভারতবর্ষে বেদ-প্রচারে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে, অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত-প্রবর রমানাথ সরস্বতী, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বেদের অংশ-বিশেষ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। শেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয় সামবেদ প্রকাশে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

প্রভৃতি এক এক নামেই কত কত ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এক 'আঙ্গিরস' নামে অন্যূন পঁয়তাল্লিশ জন ঋষির উল্লেখ আছে; অযাস্য আঙ্গিরস, পবিত্র আঙ্গিরস, ধ্রুব আঙ্গিরস, কৃষ্ণ আঙ্গিরস, ভিক্ষু আঙ্গিরস, শিশু আঙ্গিরস, ইত্যাদি। এইরূপ কাণ্ব নামে অন্যূন পনের জন (আয়ু কাণ্ব, বৎস কাণ্ব মেধাতিথি কাণ্ব, সৌভরী কাণ্ব ইত্যাদি) এবং কাশ্যপ নামে অন্যূন পাঁচ জন ঋষির (অবৎসার কাশ্যপ, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ ইত্যাদি) উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃপুনঃ একই নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায়, পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ সময়-নিরূপণে নানা ভ্রম-প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ সকল নাম যে তাঁহাদের পারিবারিক পরিচয়-চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, আঙ্গিরস (অঙ্গিরা) ঋষির বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিরস নামে তাঁহারাই অভিহিত হইয়াছেন; কশ্যপ-বংশ হইতে বহুতর কাশ্যপ এবং কণ্ব-বংশ হইতে বহুতর কাণ্বের উৎপত্তি। এই বিষয়টি বিশদরূপে বোধগম্য না হইলে, কাল-পরিমাণ-নির্দ্দেশে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কোন্ ঘটনা কোন্ কাশ্যপের বা কোন্ আঙ্গিরসের সময়ে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং, সকল বিষয়েরই সময় নির্দ্দেশে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। বৈদিক সূক্তে যে পঁয়তাল্লিশ জন বিভিন্ন আঙ্গিরস ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে, যদি সেই ঋষিগণই বিশেষ বিশেষ সূক্তের রচয়িতা হন, তাহা হইলে প্রথম যে আঙ্গিরস ঋষি সূক্ত রচনা করেন,—শেষের রচয়িতা তাঁহার বংশধর আঙ্গিরস হইতে কত অধিক পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, সহজে তাহা বুঝা যায় না কি? আর এক কথা, এক এক বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের নামই বেদে স্থান পাওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, কয় পুরুষ পরে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার বিষয় নহে কি? কেবল ঋগ্বেদ বলিয়া নহে,—অন্যান্য বেদ-সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। চারি বেদেই প্রায় একরূপ দেবতা ও ঋষিগণের নাম দৃষ্ট হয়। বেশীর ভাগ, অথর্ব্ব-বেদে যম, মৃত্যু, কাল-দানব প্রভৃতির কতকগুলি স্তোত্র আছে। বৈদিক দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ 'স্তোত্রাঙ্গ' দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ 'যাগাঙ্গ' দেবতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—"দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।" তিনি বলেন,—"মন্ত্রই দেবতা। দেবতা শরীরী হইলে, স্তুতিকারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অবস্থান কল্পনা করিলেও, একই সময়ে নানা স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব। কিন্তু মন্ত্রই যদি দেবতা হন, তাহা হইলে একই সময়ে সর্ব্বত্রই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর।" জৈমিনির এই মত যে সর্ব্ববাদসম্মত, তাহা নহে। দেবতা ও ঋষি—অসংখ্য ও অগণ্য। তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের। অন্ততঃ শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু তাহাই মান্য করিয়া থাকেন।

⁂

বেদে অধিকারী অনধিকারী-প্রসঙ্গ।

বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকারী অনধিকারী।

বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সার মর্ম্ম আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তৎসম্বন্ধে আরও কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বিশেষ বিশেষ সত্য-তথ্যের আবিষ্কার-সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—প্রথম যে স্থান হইতে তাহা আবিষ্কৃত হয়, প্রাধান্য—সেই স্থানেরই পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে 'সার আইজাক নিউটন' মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তত্ত্ব-কথা প্রথম প্রচার করিয়া ছিলেন; তাই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে বিঘোষিত। এখন যদি অপর কেহ, নিউটনের কথা না জানিয়াও, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম বলিয়া প্রচার করেন, কখনই তিনি নিউটনের উচ্চ-আসন লাভ করিতে পারিবেন কি? ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে সেই কথাই বলিতে পারি। যদি এক ধর্ম্মের কোনও সার-তত্ত্বের সহিত অপর ধর্ম্মের সার-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল, শেষোক্ত ধর্ম্ম কখনই তদ্বিষয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষভাবে যাঁহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন,—বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে কিরূপভাবে কোন্ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তার পর, খৃষ্ট-ধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম অথবা ইহুদী ও পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও, ঐ সকল ধর্ম্মে আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্ত্তের (ভারতবর্ষের) সীমানা, সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, নানা স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে,—'আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' হিন্দু-সভ্যতার, হিন্দু-গৌরবের—সে এক দিন গিয়াছে। সে দিনের কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তৎকালে ঐ সকল দেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যে দেশ, যে রাজ্য, যে জনপদ, একেবারে ভারতবর্ষের—এমন কি আর্য্যাবর্ত্তের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দেশে, সে রাজ্যে, সে জনপদে, আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম্মের প্রাধান্য-বিস্তৃতি কখনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম্ম রাজা মান্য করেন, যে ধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্ম, প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করে,—সকল দেশের সকল ইতিহাসেই তাহা দেখিতে পাই। যখন মুসলমানগণ কোনও দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সে দেশের অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল;—অন্ততঃ কতক মুসলমান সে দেশে গিয়া নিশ্চয় বসবাস করিয়াছিলেন। ইংরেজও যখন যে দেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, সে দেশেরও কতক লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে;—অন্ততঃ কতক খৃষ্টান সে দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, অধিক আলোচনার আবশ্যক হয় না। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইহাই মানুষের প্রকৃতি। আর্য্য-হিন্দুগণ যখন দেশে বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করেন, তখন তাঁহাদের অনেকে যে সেই সেই দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা

বলাই বাহুল্য। সুতরাং রাজধর্ম্ম-রূপে তত্তদ্দেশে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে। আর তজ্জন্যই আর্য্য-হিন্দু-ধর্ম্মের শেষ-স্মৃতি অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে দেখিতে পাই,—প্রাচীন পারসিকগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন; তাহাই বা কি? তাঁহাদের সেই অগ্নি-পূজা—বৈদিক যাগ-যজ্ঞেরই অনুস্মৃতি নহে কি? আরবে, তুরস্কে, এসিয়া-মাইনরে এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে কত দিন পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। কোন্ দেশে সে পরিচয় বিদ্যমান নাই? ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সে স্মৃতি ওতঃপ্রোত বিজড়িত আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম, প্রাচীন মিশর,—যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের দেবদেবীর রূপান্তর মাত্র। স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, উচ্চারণ-ভেদে, কোথাও কোথাও নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; কোথাও কোথাও উপাসনা-প্রণালী বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে একই দেশে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। প্রদেশ-ভেদেও একই দেশে উচ্চারণের কত পার্থক্য দেখিতে পাই। এই বাঙ্গালারই বিভিন্ন প্রদেশে, জল-বায়ুর তারতম্য-হেতু, একই শব্দের উচ্চারণে কত রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সে হিসাবে, চট্টগ্রামের সহিত বিক্রমপুরের এবং বিক্রমপুরের সহিত নবদ্বীপের উচ্চারণে এতই তারতম্য দেখা যায় যে, একই শব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যে, অন্য শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একই দেশে, একই সময়ে, যখন এতাদৃশ পার্থক্য বিদ্যমান, তখন কোন্ দূর অতীতের, কোন্ দূর-দেশে, কিরূপ উচ্চারণ-পার্থক্য হওয়া সম্ভবপর,—সহজেই বুঝা যায় না কি? সুতরাং আমাদের 'অগ্নি', লাটিনে 'ইগ্নিজ', স্লাভোনিকে 'ওগ্নি' রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনের ঝঞ্ঝাবাতে সকল পরিচয়-চিহ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই কি উপেক্ষার সামগ্রী? গভীর জলধির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া অবগাহনকারী ব্যক্তি শুক্তির সন্ধান লাভ করে; জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; ঐকান্তিকতার সহিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, সকল বিষয়েরই স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হয়। তখন, বুঝিতে পারা যায়,—সকল ধর্ম্মের সার-সামগ্রী এক, এবং সেই সামগ্রী বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই অনাদি বৈদিক ধর্ম্মের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আভাস প্রদান করিতেছি। তাঁহারা বলেন,—"প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক ধর্ম্মের মূলীভূত। আর্য্য হিন্দুগণ যখনই প্রকৃতির যে বিভূতির বিকাশ দেখিয়াছেন, তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বিস্তৃত আকাশের বিশালতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আকাশের পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির নিকট পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ পরাভূত দেখিয়া, তাঁহারা সূর্য্যের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। নৈশ-অন্ধকারের ভীষণতার পর ঊষার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা ঊষার পূর্ব্ব-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছেন। এইরূপে, পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সকল সামগ্রীই

তাঁহাদের উপাস্য-দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা, অসংখ্য নাম ও অসংখ্য গুণের আরোপ করিয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যাদির পূজা করিতেন। এক আকাশকেই তাঁহারা কত নামে কত প্রকারে পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'দ্যু' (জ্যোতিঃ) রূপে আকাশের পূজা-কল্পনা অতি প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল। বহু প্রাচীন জাতির পূজা-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-হিন্দুগণের এই প্রথার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই 'দ্যু' হইতেই গ্রীক-দিগের 'জিয়স', জর্ম্মণ-দিগের 'জিও', স্যাক্সন-দিগের 'তিউ' এবং রোমানদিগের 'জু' (জুপিটারের প্রথম শব্দাংশ) প্রভৃতির উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর্য্য-হিন্দুগণের বরুণ এবং মিত্র দেবতাও—আকাশেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের বরুণ-দেবতা গ্রীকদিগের 'ইউরেনাস্' এবং জেন্দ-আভেস্তার 'মিথ্‌রা' নামে পরিচিত। ইরাণের 'অহুরো মজ্‌দ্‌'—এই বরুণেরই অন্য নাম।* আকাশের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তন অনুসারেই বিবিধ নামে আকাশের পূজা-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রের পূজাও সেই আকাশ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত। সংসারে সুবৃষ্টি আনয়নের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র ক্রমশঃ হিন্দুগণের পূজায় প্রধান আসন লাভ করেন। সূর্য্য, সাবিত্রী, অদিতি, গায়ত্রী, পূষণ, বিষ্ণু প্রভৃতি আকাশ-সংক্রান্ত আরও নানা দেবতার কল্পনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম,—সে সকলের ইয়ত্তা আছে কি? তবে দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ তিন দেবতার সম্বন্ধে অধিক ঋক্ দৃষ্ট হয়; অগ্নি-দেবতার পরই ইন্দ্র-দেবতা এবং তৎপরে সূর্য্য-দেবতার স্তোত্রের প্রাধান্য।* ফলতঃ, প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে, আর্য্য-হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের আদিভূত, পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—বেদের আলোচনায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তার পর, আর আর সম্বন্ধে, যাঁহার যাহা মনে হইয়াছে, তিনি তাহাই বলিয়া গিয়াছেন;—যাঁহার মনে যে কল্পনার উদয় হইয়াছে, তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সে হিসাবে, আর্য্য-হিন্দুগণকে কেহ গাছ-পাথর-পূজক জড়োপাসক, কেহ বা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বেদের এখন এতই বিকৃত অবস্থা,—বেদের এখন এতই অর্থ-বিপর্য্যয়,—এখন এমনই দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত। বেদের এই দুর্দ্দশা হইবে বলিয়াই তো, ভবিষ্যদ্দর্শী শাস্ত্রকারগণ বেদ-পাঠের অধিকারী অনধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বেদের এইরূপ পরিণতি ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই তো, শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদপাঠের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম নিহিত আছে; সুতরাং শাস্ত্র-মর্ম্মানুসারে বেদ-মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বহু সাধনার, বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু সেরূপভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেদ-পাঠের ক্ষমতা এখন আর কাহার আছে। তাই

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত—"Dyu (দ্যুঃ) is the Zeus of the Greeks, Zio of the Germans, Tiu of Saxons, Jupiter of the Romans; Varuna (বরুণ) is the Uranus of the Greeks and Mitra (মিত্র) is the Mithra of the Zend-Avesta and Ahura Mazd of the Irans, &c

বেদ লইয়া এখন নানা জনে নানা কথাই কহিতেছেন। তাই লোকের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে, বেদের এখন নানা অর্থ সূচিত হইতেছে। কিরূপ চিত্ত-স্থির করিয়া, শুদ্ধ-শান্ত হইয়া বেদ পাঠ করিলে অভীষ্ট লাভ হয়, মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কোন্ বেদের কি প্রতিপাদ্য বিষয়, মনু সংক্ষেপে তাহাও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"ঋগ্বেদে দেব দৈবত্ব অর্থাৎ দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে বিদ্যমান আছে। মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা অর্থাৎ মনুষ্যগণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্য বিষয়। সামবেদ পিতৃ-দেবতাক অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—সামবেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্বান্‌গণ, তিন বেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া, সকল বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বেদাধ্যয়ন করিবেন।" তবেই প্রকৃত বেদ-পাঠ হইবে।

•

বেদে অধিকারী।

অধিকারী।

বেদাধ্যয়নে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার—বড় গুরুতর বিচার। সকল শাস্ত্রকারের মস্তিষ্ক এই প্রসঙ্গে আলোড়িত হইয়া আছে। বেদজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান—লাভ করিবার পূর্ব্বেই তুমি তাহার অধিকারী কি না,—তাহা বুঝিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ—অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসু হইবে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ঐ 'অথ' বা 'অনন্তর' শব্দের ভাষ্যে কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইতে পারে। 'অথ' শব্দের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরনিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়োশ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।" ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও তাঁহার 'অনুক্রমণিকা' অংশে অধিকারী-অনধিকারীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র-মতে বেদ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ষড়বেদাঙ্গের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। শিক্ষাদি ছয়টী বেদাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞতা-লাভেরও আবশ্যক হয়। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি-সমূহ এবং ষড়বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যার স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বিদ্যা-স্থানে অভিজ্ঞ না হইলে বেদার্থজ্ঞান সম্ভব নহে। পরন্তু সেস্থলে বেদের যথেচ্ছব্যবহারই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে,—যিনি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবেন কিংবা স্নান-আচমনাদি আচারবিশিষ্ট না হইবেন, তিনি অসৎশিষ্য; তাঁহার নিকট বেদার্থ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বেদবাক্য অবিতথ অর্থাৎ সত্য। সেই সত্যবাক্যে অধিকারী হইতে হইলে সত্যপরায়ণ হওয়া চাই। তবে তো বেদার্থ-জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারিবে? বেদার্থ অমৃত-স্বরূপ। সদ্‌গুরুর নিকট যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে সৎশিষ্য সে অমৃতপানে অধিকারী হইতে সমর্থ হন। আর সে অমৃতপানে দেবত্ব বা মোক্ষত্ব অধিগত হয়।

•

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা।

———:০:———

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননং ॥ ১ ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ২ ॥
যৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে ॥ ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুর্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
আধ্বর্য্যবস্য যজ্ঞেষু প্রাধান্যাদ্‌ব্যাকৃতঃ পুরা।
যজুর্ব্বেদোঽথ হৌত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে ॥ ৫ ॥
এতস্মিন্ প্রথমোঽধ্যায়ঃ শ্রোতব্যঃ সম্প্রদায়তঃ।
ব্যুৎপন্নস্তাবতা সর্ব্বং বোদ্ধুং শক্নোতি বুদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥

অত্র কেচিদাহুঃ—ঋগ্বেদস্য প্রাথম্যেন সর্ব্বত্রাম্নাতত্বাদভ্যর্হিতং পূর্ব্বমিতি ন্যায়েনাভ্যর্হিতত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমাদৌ যুক্তং। প্রাথম্যঞ্চ পুরুষসূক্তে বিস্পষ্টং। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ

সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধির প্রারম্ভে যাঁহাকে প্রণাম করিয়া বৃহস্পতিপ্রমুখ দেববৃন্দ সফলমনোরথ হয়েন, সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করি। ১।

বেদবৃন্দ যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদ হইতেই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি বিদ্যার পুণ্য-ক্ষেত্র-স্বরূপ, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের বন্দনা করি। ২।

সেই মহাদেবের ভ্রূকুটি-বিভ্রমে বুক্কনরপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া বেদার্থ প্রকাশ করিবার জন্য মাধবাচার্য্যকে আদেশ করেন। ৩।

বুক্কনরপতি কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দয়াপরায়ণ মাধবাচার্য্য, অতি যত্নসহকারে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থ-নির্ণয়ে উদ্যত হন। ৪।

যজ্ঞে যজুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিকের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথম যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর হোমকরণসমর্থ ঋত্বিকের জন্য ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ৫।

গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম অধ্যায় অধ্যয়ন করা উচিত। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তদ্দ্বারা সমস্তই বুঝিতে পারেন। ৬।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বত্র ঋগ্বেদই প্রথমে পঠিত হয়। এ হেতু ‘শ্রেষ্ঠই প্রথমে উল্লেখযোগ্য’—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত।

?

ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়তেতি। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যুক্তত্বাৎ পরমেশ্বরাদ্ যজ্ঞাদ্ যজনীয়াৎ সর্ব্বহুতঃ সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ। যদ্যপীন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদবিরোধঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুরিতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে। ন কেবলমৃচাং পাঠপ্রাথম্যেন অভ্যর্হিতত্বং কিন্তু যজ্ঞাঙ্গদার্ঢ্যহেতুত্বাদপি। তথা চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে তচ্ছিথিলং। যদৃচা তদ্দৃঢ়মিতি। তথা চ সর্ব্ববেদগতানি ব্রাহ্মণানি স্বাভিহিতেঽর্থে বিশ্বাসদার্ঢ্যায় তদেতদৃচাভ্যুক্তমিত্যৃচমেবোদাহরন্তি॥ মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা প্রয়োজ্যা ঋচো বহ্ব্য আম্নাতাঃ। সাম্নাং তু সর্ব্বেষামৃগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বণিকৈরপি

ঋগ্বেদেরই প্রথমস্থ পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে,—সর্ব্বহুৎ যজ্ঞস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল; তাঁহা হইতে ছন্দঃসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহা হইতেই যজুঃ সঞ্জাত হইয়াছিল। সর্ব্বহুৎ শব্দ দ্বারা পরমেশ্বরকে কিরূপ বুঝায়, তাহা বলা যাইতেছে। যদিও সেই সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণের হোম করা হয়, তথাপি সেই একই পরমেশ্বর ইন্দ্রাদি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। (এই জন্য ইন্দ্রাদি দেব-ভাব তাঁহার আকৃতির বিকৃতি মাত্র, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।) সেই এক নিত্য সনাতন পরমেশ্বরই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ। তিনিই সুপর্ণ গরুড়, তিনিই অগ্নি, তিনিই যম, তিনিই বায়ু—এইরূপ মন্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ, "অমুং যজামুং যজ" অর্থাৎ ইহার পূজা কর, ইহার যজ্ঞ কর ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ বাক্যাবলী দ্বারা যে সকল দেবতার পূজা বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ইঁহার সৃষ্ট। ইনিই সর্ব্বদেবাত্মক শিবরূপী পরমেশ্বর। সুতরাং এই বিশ্ববীজ, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, বিশ্বম্ভর-রূপধারী, বিশ্বেশ্বর প্রতিপাদ্য, অনাদি, নিত্য, সনাতন ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ বা পূজা করা বুঝাইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

সর্ব্বাগ্রে ঋকের পাঠ করা হয় বলিয়া যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব, তাহা নহে। যজ্ঞের অঙ্গকে দৃঢ় করিবার ক্ষমতা ইহার আছে, সেইজন্য এই ঋক্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও (মুক্তকণ্ঠে) বলিয়া থাকেন যে, সাম ও যজুঃ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞের যে অঙ্গ সম্পাদিত হয়, তাহা শিথিল অর্থাৎ দুর্ব্বল, আর ঋক্ মন্ত্র দ্বারা যে অঙ্গ নিষ্পাদিত হয়, তাহা দৃঢ় অর্থাৎ বলবান্। সর্ব্ব-বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ-সমূহ স্ব স্ব কথিত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন জন্য "তদেতদৃচাভ্যুক্তং" অর্থাৎ ঋগ্বেদের মধ্যে ইহা আছে,—এ কথা উদাহরণচ্ছলে বলিয়া থাকেন। যাহা যাহা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিকের প্রয়োগ-যোগ্য, ইত্যাকার বহু বহু ঋক্‌মন্ত্র যজুর্ব্বেদান্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডেও পঠিত হইতে দেখা যায়। সামবেদান্তর্গত মন্ত্রই ঋকের আশ্রয়ীভূত,—এইরূপ প্রসিদ্ধি

স্বকীয়সংহিতায়ামৃচ এব বাহুল্যেনাধীয়ন্তে। অতোঽন্যৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরাদৃতত্বাভ্যর্হিতত্বং প্রসিদ্ধং। ছন্দোগাস্তু প্রাথম্যেন সনৎকুমারং প্রতি নারদবাক্যমেবমামনন্তি। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চেতি। মুণ্ডকোপনিষদ্যপ্যেবমাম্নায়তে। ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইতি। তাপনীয়োপনিষদ্যপি মন্ত্রবাজপাদেষু ক্রমেণাধ্যয়নমেবমামনন্তি। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সশাখাশ্চত্বারঃ পাদা ভবন্তীতি। এবং সর্ব্বত্রোদাহরণীয়ং। তস্মাদৃগ্বেদস্যাভ্যর্হিতত্বাদাদৌ ব্যাখ্যানমুচিতমিতি তান্ প্রত্যেতদুচ্যতে॥

অস্ত্বেবং সর্ব্ববেদাধ্যয়নতৎপারায়ণব্রহ্মযজ্ঞজপাদাবৃগ্বেদস্যৈব প্রাথম্যং। অর্থজ্ঞানস্য তু যজ্ঞানুষ্ঠানার্থত্বাত্তত্র তু যজুর্ব্বেদস্যৈব প্রধানত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমেবাদৌ যুক্তং। তৎপ্রাধান্যং তু কাচিদৃগেবাহ। ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ ইতি। এতস্যা ঋচস্তাৎপর্য্যং নিরুক্তকারো যাস্কঃ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। ইতি ঋত্বিক্‌কর্ম্মণাং বিনিয়োগমাচষ্ট ইতি। পুনরপি স এব প্রথমং পাদং বিবৃণোতি। ঋচামেকঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ হোতর্গর্চ্চনীতি। অস্যায়মর্থঃ। ত্বশব্দ একশব্দপর্য্যায়ো হোতৃবিশেষণং। হোতৃনামক এক ঋত্বিগ্‌ যজ্ঞকালে স্বকীয়বেদগতানামৃচাং পুষ্টিং কুর্ব্বন্নাস্তে। ভিন্নপ্রদেশেষ্বাম্নাতানামৃচাং সজ্ঘমেকত্র সম্পাদ্যৈতাবদিদং শাস্ত্রমিতি কৢপ্তিং করোতি। সেয়ং পুষ্টিঃ। অর্চ্চনীত্যয়মর্থমৃকশব্দ আচষ্টে। অর্চ্চ্যতে প্রশস্যতেঽনয়া দেববিশেষঃ ক্রিয়াবিশেষস্তৎসাধনবিশেষো বেত্যৃকশব্দব্যুৎপত্তিরিতি॥

আছে। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণও স্বীয় বেদে (অথর্ব্ববেদে) ঋক্-মন্ত্র অধিক পরিমাণে পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব ঋগ্বেদ যখন সকল বেদের নিকট হইতে আদর প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দিহান হইতে পারা যায় না। সনৎকুমারের প্রতি নারদ-বাক্য-কথন-প্রসঙ্গে সামবেদান্তর্গত ছন্দোগ-শাখাধ্যায়িগণও প্রথমেই বলিয়াছেন,—'ভগবন্! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি।' মুণ্ডকোপনিষদেও, "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ" ইত্যাকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাপনীয়োপনিষদেও মন্ত্রবাজপাদে, ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়, ষড়ঙ্গান্বিত, সশাখ ও চতুষ্পাদ-সম্বলিত,—এইরূপ ক্রমিক পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রথম ঋকের উল্লেখ থাকায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধানের ব্যাখ্যা প্রথমে হওয়া উচিত।

আচ্ছা, সর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন, পারায়ণ ও ব্রহ্মযজ্ঞজপাদি কার্য্যবিষয়ে ঋগ্বেদের প্রথমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে সত্য; কিন্তু মন্ত্রার্থজ্ঞান ব্যতীত যজুর্ব্বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রার্থ-জ্ঞান বিষয়ে ও অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকরণাংশে যজুর্ব্বেদেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। অতএব তাহার ব্যাখ্যাই প্রথমে করা উচিত। একটি ঋক্ যজুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পাদনে সহায়তা করিতেছে। সে ঋক্‌টী এই,—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য বিমিমীতঽউত্বঃ।" নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক ঐ ঋকের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ করিয়াছেন,—হোতৃ নামক এক ঋত্বিক্ যজ্ঞকালে নিজবেদান্তর্গত ঋক্-সকলের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। পুষ্টি শব্দ দ্বারা, বিভিন্ন

অথ দ্বিতীয়ং পাদং বিবৃণোতি। গায়ত্রমেকো গায়তি শক্বরীষূদ্গাতা গায়ত্রং গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ শক্বর্য্য ঋচঃ শক্নোতেস্তদ্যদাভির্বৃত্রমশকদ্ধন্তুং তচ্ছক্বরীণাং শক্বরীত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইতি। অস্যায়মর্থঃ। উদ্গাতৃনামক এক ঋত্বিগ্ গায়ত্রশব্দাভিধেয়ং সাম শক্বর্য্য ইতি শব্দাভিধেয়াস্বৃক্ষু গায়তি। ধাতূনামনেকার্থত্বেন স্তুতিক্রিয়াবাচিনো গায়তিধাতোরুৎপন্নো গায়ত্রশব্দঃ। শক্বরীশব্দস্তু শক্নোতিধাতোরুৎপন্নঃ। বৃত্রং শত্রুং হন্তুং শক্নোত্যাভির্ঋগ্ভিরিত্যেষা ব্যুৎপত্তিঃ কস্মিংশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণে বিজ্ঞায়ত ইতি॥ অথ তৃতীয়ং পাদং বিবৃণোতি ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি। ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্ যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতীতি। অস্যায়মর্থঃ। ব্রহ্মনামক এক ঋত্বিক্ জাতে জাতে তদা তদোৎপন্নে যজ্ঞে প্রস্তুতে প্রণয়নাদিকর্ম্মণি বিদ্যামনুজ্ঞাং বদতি। ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামীত্যেবং সংবোধিতঃ সন্নোং প্রণয়েত্যনুজানাতি। স চ ব্রহ্মা বেদত্রয়োক্তসর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞঃ। তস্মাদ্ যোগ্যতাং দৃষ্ট্বা তত্তদনুজ্ঞাতুং সতি প্রমাদে সমাধাতুং চ সমর্থ ইতি। তচ্চ সামর্থ্যং ছন্দোগা আমনন্ত্যেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্ত্তনী। তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাধ্বর্য্যুরুদ্গাতা চান্যতরামিতি কৃৎস্নো যজ্ঞঃ প্রমাদরাহিত্যায় মনসা সম্যগনুসন্ধেয়ঃ। বাচা চ বেদত্রয়োক্তমন্ত্রাঃ পঠনীয়াঃ। তত্র হোত্রাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা বাগ্রূপং যজ্ঞমার্গং সংস্কুর্ব্বন্তি। ব্রহ্মা ত্বেক

স্থলে পঠিত ঋক্-সকলের একত্র সমবায় এবং সেই ঋক্গুলিই শাস্ত্র-নামধেয়, ইত্যাকার কল্পনা, এইরূপ অর্থ বুঝায়;—যদ্দ্বারা অর্চ্চন অর্থাৎ যে কোনও দেবতা, ক্রিয়া বা সাধন,—অর্চ্চিত (প্রশংসিত) হয়, তাহাই ঋক্ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

অতঃপর তিনি (যাস্ক) পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ বিবৃত করিয়া বলিতেছেন,—গাতা অর্থাৎ গায়ক শক্বরীতে গান করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এই ঋক্ (স্তুতিসূচক মন্ত্র) দ্বারা ইন্দ্র বৃত্ররূপে শত্রুকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গানার্থ গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ ও সমর্থার্থ শক্ ধাতু হইতে শক্বরী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপিচ "অনেকার্থা হি ধাতবঃ" অর্থাৎ ধাতুর প্রসিদ্ধার্থ ভিন্ন আরও অনেক অর্থ আছে,—এই ন্যায়ানুসারে স্তুতিবাচক গৈ ধাতু হইতে গায়ত্র শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে;—এই অর্থ-বলে, ঐ গায়ত্র শব্দ দ্বারা স্তুতিসূচক ঋক্-মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে। শক্বরী শব্দ, শক্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্র বৃত্র-নামক শত্রুকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়েন, শক্বরী শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি ব্রাহ্মণান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর মহর্ষি যাস্ক ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অর্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছেন; যথা,—এক ব্রহ্মা জাতে জাতে বিদ্যা বলিয়া থাকেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—বেদত্রয়োক্ত সর্ব্বকর্ম্মাভিজ্ঞ সেই এক ব্রহ্ম নামক ঋত্বিক্ তত্তৎকালোৎপন্ন যজ্ঞাদিতে যোগ্যতানুসারে 'অপ প্রণয়ন কর' ইত্যাকার আদেশ করিয়া থাকেন। বাক্যরূপ ও মনোরূপ ভেদে যজ্ঞের দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে হোত্রাদিত্রয় অর্থাৎ হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই তিনে মিলিত হইয়া বাক্‌রূপ যজ্ঞমার্গের সংস্কার করেন, এবং ব্রহ্মা একাকীই মনোরূপ সমস্ত যজ্ঞমার্গের সংস্কার করিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি সর্ব্বশক্তিমান্; যেহেতু যোগ্যতানুসারে যাজ্ঞিককে যজ্ঞে অপপ্রণয়নাদি আদেশ-প্রদানের এবং যাজ্ঞিকের ভ্রমপ্রমাদাদি অপনয়নের শক্তি, তাঁহাতে একাধারে বিদ্যমান্।

এব মনোরূপং যজ্ঞমার্গং কৃৎস্নমপি সংস্করোতি। তস্মাদস্যাস্তি সামর্থ্যমিতি॥ অথ চতুর্থং পাদং বিবৃণোতি। যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত একোঽধ্বর্য্যুরধ্বরযুরধ্বর্য্যুরধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতেতি। অস্যায়মর্থঃ। অধ্বর্য্যুনামক এক ঋত্বিগ্ যজ্ঞস্য মাত্রাং স্বরূপং বিমিমীতে বিশেষেণ নিষ্পাদয়তি। মীয়তে নির্ম্মীয়ত ইতি মাত্রা স্বরূপং। তন্নিষ্পাদকত্বং চাধ্বর্য্যোর্নামনির্ব্বচনাদবগম্যতে। অধ্বর্য্যুরিত্যত্র ছান্দস্যা প্রক্রিয়য়া লুপ্তমকারং পুনঃ প্রক্ষিপ্যাধ্বরযুরিতি নাম সম্পাদনীয়ং। অধ্বরং যুনক্তীত্যবয়বার্থঃ। অধ্বরস্য নেতেতি তাৎপর্য্যার্থ ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্যাধ্বর্য্যুবেদস্য যাগনিষ্পাদকত্বদ্যোতকং নির্ব্বচনং যাস্কো দর্শয়তি। মন্ত্রা মননাৎ। ছন্দাংসি ছাদনাৎ। স্তোমঃ স্তবনাৎ। যজুর্যজতেরিতি। এবং সত্যধ্বর্য্যুসম্বন্ধিনি যজুর্ব্বেদে নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীরমুপজীব্য তদপেক্ষিতৌ স্তোত্রশস্ত্ররূপাবয়বাবিতরেণ বেদদ্বয়েন পূর্য্যেত ইত্যুপজীব্যস্য যজুর্ব্বেদস্য প্রথমতো ব্যাখ্যানং যুক্তং। তত ঊর্দ্ধং সাম্নামৃগাশ্রিতত্বাদুভয়োর্মধ্যে প্রথমত ঋগ্ব্যাখ্যানং যুক্তমিত্যৃগ্বেদ ইদানীং ব্যাখ্যায়তে॥

ননু বেদ এব তাবন্নাস্তি। কুতস্তদবান্তরবিশেষ ঋগ্বেদঃ। তথাহি। কোঽয়ং বেদো নাম। ন হি তত্র লক্ষণং প্রমাণং বাস্তি। ন চ তদুভয়ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্বস্তু প্রসিধ্যতি।

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিরিতি ন্যায়বিদাং মতং। প্রত্যক্ষানুমানাগমেষু প্রমাণ-

অবশেষে ঐ মন্ত্রের চতুর্থ পাদের অর্থ বিশেষরূপে বলিতেছেন,—এক অধ্বর্য্যুই যজ্ঞের মাত্রা নিরূপণ করেন। অতএব তিনিই যজ্ঞের নেতা। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে,—অধ্বর্য্যু নামক এক ঋত্বিক যজ্ঞের স্বরূপ বিশেষরূপে নিষ্পাদন করেন। নির্ম্মাণার্থ মা-ধাতু হইতে মাত্রা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ—স্বরূপ। অধ্বর্য্যু নাম হইতেই তাহার নিষ্পাদকত্ব-শক্তি উপলব্ধ হইতেছে। ছান্দস প্রক্রিয়ানুসারে অধ্বর শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ করিয়া অধ্বর্য্যু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে—অধ্বরযু স্থলে অ-কারের লোপ হয় নাই। অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞকে যোজিত যিনি করেন—ইহাই অধ্বর্য্যু বা অধ্বরযু শব্দের যোগার্থ, এবং যজ্ঞের নেতা—এইটি তাৎপর্য্যার্থ। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি বলিয়াছেন যে, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ ঋত্বিকের জ্ঞানই যাগ-নিষ্পাদনের সূচনা করিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মনন হেতু মন্ত্র, ছাদন হেতু ছন্দঃ, স্তব হেতু স্তোম, যাগ-নিষ্পাদন হেতু যজুঃ,—এইরূপ নাম হইয়াছে। তাহা হইলেই এখন দেখা যাইতেছে যে, যজুর্ব্বেদই অধ্বর্য্যু-সম্পর্কীয় সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং তন্নিষ্পাদিত যজ্ঞদেহ আশ্রয় করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্তোত্র শস্ত্ররূপ অবয়বদ্বয় ঋক্ ও সাম দ্বারা পূরণ করে। সুতরাং ঋক্ ও সামের আশ্রয়ীভূত যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রথমেই করা উচিত। অতঃপর (যজুব্যাখ্যার পর) সামবেদ, ঋগ্বেদের আশ্রিত বলিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত বিধায়, সম্প্রতি ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যা কারিয়াছেন।

কেহ বলিতেছেন যে, বেদই মোটে নাই। অতএব তাহার অন্তর্গত ঋগ্বেদের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন যে, বেদ আছে বৈ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি বেদ থাকে, তাহা হইলে সেটি কি? বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ বা লক্ষণ নাই। লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বিশেষেষন্তিমো বেদ ইতি তল্লক্ষণমিতি চেৎ। ন। মন্বাদিস্মৃতিষ্বতিব্যাপ্তেঃ। সময়বলেন সম্যক্‌পরোক্ষানুভবসাধনমিত্যেতস্যাগমলক্ষণস্য তাস্বপি সদ্ভাবাৎ॥ অপৌরুষেয়ত্বে সতীতি বিশেষণাদদোষ ইতি চেৎ। ন। বেদস্যাপি পরমেশ্বরনির্ম্মিতত্বেন পৌরুষেয়ত্বাৎ। শরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবাদপৌরুষেয়ত্বমিতি চেৎ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি শ্রুতিভিরীশ্বরস্যাপি শরীরিত্বাৎ কর্ম্মফলরূপশরীরধারিজীবনির্ম্মিতত্বাভাবমাত্রেণাপৌরুষেয়ত্বং বিবক্ষিতমিতি চেৎ। ন। জীববিশেষৈরগ্নিবায্বাদিত্যৈর্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ। ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাদিতিশ্রুতেরীশ্বরস্যাগ্ন্যাদিপ্রেরকত্বেন নির্ম্মাতৃত্বং দ্রষ্টব্যম্॥

মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্ব্বেদ ইতি চেৎ। ন। ঈদৃশো মন্ত্রঃ। ঈদৃশং ব্রাহ্মণমিত্যনয়োরদ্যাপ্যনির্ণীতত্বাৎ। তস্মান্নাস্তি কিঞ্চিদ্বেদস্য লক্ষণং।

নাপি তৎসদ্ভাবে প্রমাণং পশ্যামঃ। ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিত্যাদিবাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপি বাক্যস্য বেদান্তঃপাতিত্বেনাত্মাশ্রয়ত্ব-

---

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, লক্ষণ ও প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ আগমই বেদের লক্ষণ। যদি এ কথা বলা যায়, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, আগমই বেদের লক্ষণ,—এ কথা বলিলে মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ পড়ে। লক্ষ্যকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্যে লক্ষণ সংক্রামিত হইলে, তাহাকে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বলে। এ কারণ, সময়ের বল অনুসারে সম্যক্‌ভাবে পরোক্ষানুভব-সাধন এই আগম-লক্ষণ, মন্বাদি-প্রণীত স্মৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লক্ষ্য বেদকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য স্মৃত্যাদিতে আগম লক্ষণ যাইতেছে বলিয়া ঐ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। যদি বলা যায় যে, বেদ অপৌরুষেয় (পুরুষ-চরিত নয়)—এই বিশেষণ দিলে কোনও দোষ পড়ে না। তাহাই বা হয় কৈ? পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া, বেদকে পৌরুষেয় বলিতে হইবে। যদি বল, পরমেশ্বর তো আর শরীরধারী সাধারণ জীব নহেন বা সাধারণ জীবের মত ব্যাপারও তাঁহার নহে। যেহেতু, তিনি অনাদি, অনন্ত ও অমানুষিক গুণসম্পন্ন। অতএব অপৌরুষেয়—এ বিশেষণ সঙ্গত হইবে না কেন? তাহাও বলিতে পার না। কারণ সহস্রশীর্ষাপুরুষ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বাক্য দ্বারা ঈশ্বরেরও শরীরিত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি বল, ঈশ্বর কর্ম্মফলস্বরূপ শরীর ধারণ করেন না, অতএব অপৌরুষেয়; তাহাও সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবভাবাপন্ন শরীরধারী অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতেই যথাক্রমে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ উৎপন্ন হইতেছে, এই কথা বেদই নিজে বলিয়াছেন। ঈশ্বরই যে কোনও কার্য্য-সাধনের জন্য অগ্ন্যাদিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই অগ্ন্যাদি হইতে বেদত্রয় সঞ্জাত হওয়ায়, বেদ অপৌরুষেয় - ইত্যাকার লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারিল না।

যদি বল, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, মন্ত্র এইরূপ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ, ইহা আজি পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। এই কারণ, বেদের কোনও লক্ষণ নাই এবং ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণও দেখিতে পাই না।

আরও যদি বল যে, হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন

প্রসঙ্গাৎ। ন খলু নিপুণোঽপি স্বস্কন্ধমারোঢ়ুং প্রভবেদিতি॥ বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পর ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং প্রমাণমিতি চেৎ। ন। তস্যাপ্যুক্তশ্রুতিমূলত্বেন নিরাকৃতত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিকং শঙ্কিতুমপ্যযোগ্যং। বেদবিষয়া লোকপ্রসিদ্ধিঃ সার্ব্বজনীনাপি নীলং নভ ইত্যাদিবদ্ভ্রান্তা। তস্মাল্লক্ষণপ্রমাণরহিতস্য বেদস্য সদ্ভাবো নাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ॥

অত্রোচ্যতে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং তাবদদুষ্টং লক্ষণং। অতএবাপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবমাহ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়মিতি। তয়োস্তু রূপমুপরিষ্টান্নির্ণেষ্যতে। অপৌরুষেয়বাক্যত্বমিতীদমপি যাদৃশমস্মাভির্ব্বিবক্ষিতং তাদৃশমুত্তরত্র স্পষ্টীভবিষ্যতি। প্রমাণান্যপি যথোক্তানি শ্রুতিস্মৃতিলোকপ্রসিদ্ধিরূপাণি বেদসদ্ভাবে দ্রষ্টব্যানি। যথা ঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশত্বমবিরুদ্ধং। তথা মনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসম্ভবেঽপ্যকুণ্ঠিতশক্তের্বেদস্যেতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎ স্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু। অতএব সম্প্র-

---

করিতেছি, সামবেদ অধ্যয়ন করিতেছি ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বেদ-বাক্যই বেদের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ হউক; তাহা হইলে যেমন মস্তক না থাকিলে মস্তকের ব্যথা হইতে পারে না; তদ্রূপ বেদ যদি নাই থাকিত, তাহা হইলে তদন্তর্গত ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন করিতেছি,—এরূপ কথা আসে কোথা হইতে? তাহাও হইতে পারে না; যেহেতু, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি বাক্য-সমূহ বেদের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় বেদান্তঃপাতী বাক্য দ্বারা বেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইলেও আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে। এস্থলে একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—যেমন কোনও ব্যক্তি স্কন্ধারোহণ কার্য্যে অতীব নিপুণ হইলেও নিজে কখনও নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না, বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ-বাক্যও তদ্রূপ। "বেদই দ্বিজাতিগণের পরম কল্যাণ সাধন করেন"—ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যও বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না; যেহেতু, স্মৃতি-বাক্য শ্রুতিমূলক বলিয়া উহা পরাজিত হইতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে বেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে, ইহা চিন্তা করা যাইতেই পারে না। বেদ বলিয়া যে সর্ব্বজনকথিত জনশ্রুতি শ্রুতিগোচর হয়, তাহা নীলাকাশের অস্তিত্ব স্বীকারবৎ ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। সুতরাং লক্ষণ ও প্রমাণবিহীন বেদের অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? এস্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

ইহার উত্তর-করণচ্ছলে বলা যাইতেছে যে,—'মন্ত্র ও ব্রাহ্মণরূপ শব্দরাশি বেদ। এইটিই নির্দ্দোষ লক্ষণ। এই জন্যই আপস্তম্ব ঋষি যজ্ঞ-পরিভাষা গ্রন্থে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নামই বেদ'—এই কথা বলিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ পশ্চাতে করা যাইবে এবং যেরূপে বেদকে অপৌরুষেয় বলি, তাহাও পরে স্পষ্ট করিয়া বলা যাইবে। বেদের অস্তিত্ব-বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি ও লোকপ্রসিদ্ধি রূপ যথাযোগ্য প্রমাণ-সমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। ঘটপটাদি দ্রব্য নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য অন্যকে প্রকাশ করিতে করিতে নিজে স্বপ্রকাশ হন অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রের বা সূর্য্যের দরকার হয় না; সেইরূপ মনুষ্যাদির নিজস্কন্ধারোহণ অসম্ভব

দায়বিদোঽকুণ্ঠিতাং শক্তিং বেদস্য দর্শয়ন্তি। চোদনা হি ভূতং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়মর্থং শক্নোত্যবগময়িতুমিতি। তথা সতি বেদমূলায়াঃ স্মৃতেস্তদুভয়মূলায়া লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ প্রামাণ্যং দুর্ব্বারং। তস্মাৎ লক্ষণপ্রমাণসিদ্ধো বেদো ন কেনাপি চার্ব্বাকাদিনাপোঢ়ুং শক্যত ইতি স্থিতং॥

নন্বস্তু নাম বেদাখ্যঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ। তথাপি নাসৌ ব্যাখ্যানমর্হতি। অপ্রমাণত্বেনানুপযুক্তত্বাৎ। ন হি বেদঃ প্রমাণং। তল্লক্ষণস্য তত্র দুঃসম্পাদত্বাৎ। তথাহি। সম্যগনুভবসাধনং প্রমাণমিতি কেচিল্লক্ষণমাহুঃ। অপরে ত্বনধিগতার্থগন্তৃ প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। ন চৈতদুভয়ং বেদে সম্ভবতি। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো হি বেদঃ। তত্র মন্ত্রাঃ কেচিদবোধকাঃ। অম্যক্সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরিত্যেকো মন্ত্রাঃ। যাদৃশ্মিন্ধায়ী তমপস্যয়াবিদদিত্যন্যঃ। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরী তু ইত্যপরঃ। আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মেত্যাদয় উদাহার্য্যাঃ। ন হ্যেতৈর্মন্ত্রৈঃ কশ্চিদপ্যর্থোঽববুধ্যতে। এতেষ্বনুভব এব যদা নাস্তি তদা তৎসম্যক্ত্ব তদীয়সাধনত্বং চ দূরাপেতং। অধঃস্বিদাসীতদুপরিস্বিদাসীতদিতি মন্ত্রস্য বোধকত্বেঽপি স্থাণুর্ব্বাপুরুষো বেত্যাদিবাক্যবৎ সন্দিগ্ধার্থবোধকত্বান্নাস্তি প্রামাণ্যম্। ওষধে ত্রায়স্বৈনমিতি মন্ত্রো দর্ভবিষয়ঃ। স্বধিতে মৈনং হিংসীরিতি ক্ষুরবিষয়ঃ। শৃণোত গ্রাবাণ ইতি পাষাণবিষয়ঃ। এতেষ্বচেতনানাং দর্ভক্ষুরপাষাণানাং চেতনবৎ সম্বোধনং শ্রূয়তে। ততো দ্বৌ চন্দ্রমসাবিতি বাক্যবদ্বিপরীতার্থবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে। সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধি

হইলেও, অকুণ্ঠিতশক্তি বেদ, বেদেতর বস্তু প্রতিপাদন করিতে করিতে স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সম্প্রদায়বিদ্গণ বেদের অকুণ্ঠিত শক্তি দেখাইয়াছেন। কর্ম্মের বিধি বা প্রেরণা—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী সকল প্রকার অর্থ ই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে বেদমূলক স্মৃতির এবং বেদ ও স্মৃতিমূলক লোক-প্রসিদ্ধির প্রমাণ অনিবার্য্য। তাহা হইলে চার্ব্বাকাদি কেহই লক্ষণ ও প্রমাণ-পূর্ণ বেদের উচ্ছেদ করিতে পারেন না,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

আবার কোনও আপত্তিকারী বলিতেছেন যে, বেদ নামে কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; অথবা তাহা থাকিলেও তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কারণ, বেদ যখন প্রামাণ্য নয়, তখন উহার লক্ষণ নিষ্পন্ন করা অতীব কষ্টকর। কেহ বলেন,—যাহা দ্বারা সম্যক্ অনুভব সাধিত হয় অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ভুল জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই প্রমাণের লক্ষণ। অপর কেহ বলেন যে, যাহা দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের বোধ জন্মে তাহাই প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয়ই বেদে থাকা অসম্ভব। যেহেতু, বেদ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক ইহা পূর্ব্বেই বলা হইছে। তন্মধ্যে "অম্যক্ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ," "যাদৃশ্মিন্ধায়িতমপস্যয়া বিদদ্," "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্রের কোনও অর্থ ই হয় না। উল্লিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারা কোনও অর্থ ই উপলব্ধ হইতে পারে না। এই মন্ত্রগুলিতে যখন কোনও অর্থের অনুভব নাই, তখন তাহাদের সম্যক্‌সাধনত্ব কোনরূপেই থাকিতে পারে না। "অধঃস্বিদাসীৎ," উপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থবোধকত্ব থাকিলেও স্তম্ভবিষয়ক কি পুরুষবিষয়ক ইত্যাকার সন্দেহার্থ ই বুঝাইতেছে। সুতরাং বেদ প্রামাণ্য নহে। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর"—এই মন্ত্র কুশবিষয়ক। "হে

ভূম্যামিত্যনয়োস্ত মন্ত্রয়োর্যাবজ্জীবমহং মৌনীতি বাক্যবদ্‌ব্যাঘাতবোধকত্বাদপ্রামাণ্যং। আপ উন্দন্তিতি মন্ত্রো যজমানস্য ক্ষৌরকালে জলেন শিরসঃ ক্লেদনং ব্রূতে। শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তী মুখং মমেতি মন্ত্রো বিবাহকালে মঙ্গলাচরণার্থং পুষ্পনির্ম্মিতায়াঃ শুভিকায়া বরবধ্বোঃ শিরস্যবস্থানং ব্রূতে। তয়োশ্চ মন্ত্রয়োর্লৌকিকপ্রসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদনধিগতার্থগন্তৃত্বং নাস্তি। তস্মান্মন্ত্রভাগো ন প্রমাণং।

অত্রোচ্যতে। অম্যগাদিমন্ত্রাণামর্থো যাস্কেন নিরুক্তগ্রন্থেঽববোধিতঃ। তৎপরিচয়রহিতানামনববোধো ন মন্ত্রাণাং দোষমাবহতি। অত্র এবাত্র লোকন্যায়মুদাহরন্তি। নৈব স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ সম্ভবতীতি অধঃস্বিদাসীদিতিমন্ত্রশ্চ ন সন্দেহপ্রবোধনায় প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি জগৎকারণস্য পরবস্তুনোঽতিগম্ভীরত্বং নিশ্চেতুমেব প্রবৃত্তঃ। তদর্থমেব হি গুরুশাস্ত্রসম্প্রদায়রহিতৈর্দুর্বোধ্যত্বমধঃস্বিদিত্যনয়া বচোভঙ্গ্যোপন্যস্যতি। স এবাভিপ্রায় উপরিতনেষু কো অদ্ধা বেদ ইত্যাদি মন্ত্রেষু স্পষ্টীকৃতঃ। ওষধ্যাদি-

---

স্বধিতে। ইহাকে হিংসা করিও না”—এ মন্ত্র ক্ষুরবিষয়ক। “হে পাষাণ-সমূহ শ্রবণ কর”—এই মন্ত্র প্রস্তর-বিষয়ক। এই মন্ত্রগুলিতে, চেতনাবিহীন কুশ, ক্ষুর ও প্রস্তরকে সচেতনভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্র-সকল, “তুই চন্দ্র” ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ বুঝাইতেছে। এ কারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। “একই রুদ্র, দ্বিতীয় নাই,” “হাজার হাজার রুদ্র ভূলোকে অবস্থিত”--এতদর্থপ্রকাশক মন্ত্রদ্বয়, “আমরা যাবজ্জীবনই মৌনী” এই বাক্যের ন্যায় প্রকৃতার্থলাভের প্রতি ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। সুতরাং বেদ অপ্রামাণ্য। “হে জল। ক্লিন্ন কর”—এই মন্ত্র দ্বারা, ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার সমস্ত জল দিয়া যজমানের মস্তক ভিজান হইতেছে,—ইহা বুঝাইতেছে। “হে শুভিকে! তুমি আমার মুখ-শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে, শিরোদেশে আরোহণ কর”—এই ভাবমূলক মন্ত্রদ্বারা বিবাহ-কালে মঙ্গলাচরণ করিবার জন্য পুষ্প-নির্ম্মিত টোপর, বর ও বধূর মস্তকে স্থাপিত হইতেছে,—ইহা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়, লৌকিক অর্থ বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া, অবিজ্ঞাত অর্থ বুঝাইতেছে না। কাজেকাজেই বেদের মন্ত্রভাগ অপ্রামাণ্য হইবে না কেন?

এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে, “অম্যক্ সাত” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন। যদি কেহ ঐ সমস্ত নিরুক্ত-গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া বলেন যে, ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ হয় না, তাহা হইলে উহা মন্ত্রের দোষ কখনই হইতে পারে না। এস্থলে চলিত কথায় একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে;—অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না, উহা স্তম্ভের দোষ নয়, সেটি অন্ধ পুরুষেরই অপরাধ,—ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। “অধঃস্বিদাসীৎ” ইত্যাদি মন্ত্র সংশয়-বোধ জন্য প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু উহা সেই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতিগম্ভীরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। গুরুরহিত, শাস্ত্ররহিত ও সম্প্রদায়-রহিত ব্যক্তিগণ, মন্ত্রার্থ বুঝিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই “অধঃস্বিদাসীৎ” ইত্যাদি বাক্য-ভঙ্গীতে তাহার অবতারণা করা হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়েই পরে “কো অদ্ধা বেদঃ” ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহে উহা সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে। “ওষধে! ত্রায়স্ব”—ইত্যাদি মন্ত্র ওষধি, ক্ষুর ও পাষাণ অচেতন হইলেও সম্বোধন দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে

মন্ত্রেষ্বপি চেতনা এব তত্তদভিমানিদেবতাস্তেন তেন নাম্না সম্বোধ্যন্তে। তাশ্চ দেবতা ভগবতা বাদরায়ণেনাভিমানিব্যপদেশস্ত্বিতি সূত্রে সূত্রিতাঃ। একস্যাপি রুদ্রস্য স্বমহিম্না সহস্রমূর্ত্তিস্বীকারান্নাস্তি পরস্পরং ব্যাঘাতঃ। জলাদিদ্রব্যেণ শিরঃক্লেদনাদের্লোকসিদ্ধত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানুগ্রহস্যাপ্রসিদ্ধত্বাত্তদ্বিষয়ত্বেনাজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বং। ততো লক্ষণসদ্ভাবাদস্তি মন্ত্রভাগস্য প্রামাণ্যং॥

এতদেবাভিপ্রেত্য ভগবান্ জৈমিনির্ম্মন্ত্রাধিকরণে মন্ত্রাণাং বিবক্ষিতার্থত্বমসূত্রয়ৎ। তানি চ সূত্রাণি ক্রমেণোদাহৃতাণি ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি॥

তদর্থশাস্ত্রাদিতি॥ ১॥ যস্যার্থস্যাভিধানে সমর্থো মন্ত্রঃ স এবাভিধেয়ো যস্য শাস্ত্রস্য ব্রাহ্মণবাক্যস্য তদিদং বাক্যং তদর্থশাস্ত্রং। তস্মাচ্ছাস্ত্রাদবিবক্ষিতার্থো মন্ত্র ইত্যবগম্যতে। তথা হি। উরুপ্রথস্বেতি মন্ত্রেণ পুরোডাশপ্রথনমভিধীয়তে। পুরোডাশং প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণেনাপি তদেবাভিধীয়তে। তথা সতি মন্ত্রেণৈব প্রতীতত্বাত্তদর্থবোধনায় প্রবৃত্তঃ ব্রাহ্মণমনর্থকং স্যাৎ। মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু বিনিয়োগবোধনায় ব্রাহ্মণমুপযুক্তং। তস্মান্মন্ত্রা উচ্চারণেনৈবানুষ্ঠানমুপকুর্ব্বন্তি॥ ননূচ্চারণার্থত্বে সত্যদৃষ্টং প্রয়োজনং পরিকল্প্যেত। অর্থাভিধায়কত্বে তু দৃষ্টং লভ্যেত। তস্মাদ্ব্রাহ্মণস্যানুজ্ঞামভ্যুপেত্যাপি মন্ত্রস্যাভিধানার্থত্বমেবেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

বুঝাইতেছে। "অভিমানিব্যপদেশস্ত"—এই সূত্র দ্বারা, অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিলে তত্তদভিমানী অর্থাৎ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়,—ভগবান্ বাদরায়ণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। স্বকীয় মাহাত্ম্য-বলে, একই রুদ্র সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন,—ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে পরস্পর কোনরূপ দোষ হয় না। জলাদি দ্রব্য-দ্বারা মস্তক আর্দ্র করা যায়, জগতে এইরূপ চলিত ব্যবহারের অর্থই প্রসিদ্ধ আছে। তদধিষ্ঠাত্রী বরুণ-দেবের কৃপায় ঐরূপ হয়,—এ অর্থ প্রসিদ্ধ নয়। তাহা না হইলেও, অপ্রসিদ্ধার্থের জ্ঞাপকত্ব তো যে কোনও প্রকারে আছে? কাজেই অজ্ঞাতার্থরূপ লক্ষণ আছে বলিয়া বেদের মন্ত্রভাগের প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ জৈমিনি, মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ (যে মন্ত্রের যে অর্থটী প্রসিদ্ধ, সেইটিই তাহার প্রকৃত অর্থ)—মন্ত্রাধিকরণে এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলিও আমরা উদাহরণচ্ছলে যথাক্রমে বর্ণন করিব। অতঃপর পূর্ব্বপক্ষের সূচনা করা হইতেছে।

"তদর্থশাস্ত্রাৎ"—এই সূত্র দ্বারা মন্ত্রার্থ-প্রকাশক ব্রাহ্মণ-বাক্যকে বুঝায়। তজ্জন্য মন্ত্র-সমূহের অবিবক্ষিতার্থই পাওয়া যাইতেছে। "উরু প্রথস্ব"—এই মন্ত্র দ্বারা হোমীয় ঘৃতের প্রকাশকরণ,—এই অর্থ বুঝাইতেছে। "পুরোডাশং প্রথয়তি,"—একথা ব্রাহ্মণেও অভিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে যদি মন্ত্র দ্বারাই মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধ হয়, তবে মন্ত্রের অর্থ-বোধ জন্য প্রবর্ত্তিত ও ব্রাহ্মণভাগ অনর্থক হইয়া যায়। কিন্তু মন্ত্র-সমূহের অর্থ অবিবক্ষিত হইলে, বিনিয়োগ-বোধের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয়। সুতরাং মন্ত্র-সমূহ উচ্চারিত হইবামাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপকার করে। যদি উচ্চারণ-মাত্রই মন্ত্রার্থের উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্ট-প্রয়োজন পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্র সমূহ যদি অর্থের

বাক্যনিয়মাদিতি ॥ ২ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যেবমেব বাক্যং পঠিতব্যমিতি মন্ত্রে নিয়ম উপলভ্যতে। অর্থপ্রত্যায়নং তু মূর্দ্ধাগ্নিরিত্যেবং ব্যুৎক্রমপাঠেঽপি ভবত্যেব। তস্মান্নিয়ত-পাঠক্রমসাফল্যায়োচ্চারণমেব মন্ত্রপ্রয়োজনং। নন্থ পাঠক্রমনিয়মমাত্রস্যাদৃষ্টার্থত্বেঽপি মন্ত্র-পাঠোঽর্থবোধার্থ এবেত্যাশঙ্ক্য তত্র দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

বুদ্ধশাস্ত্রাদিতি ॥ ৩ ৷ অগ্নীদগ্নীন্ বিহরেতি প্রৈষমন্ত্রঃ প্রয়োগকালে পঠ্যতে। তচ্চাগ্নি-বিহরণাদিকর্ম্মাগ্নীধ্রেণাধ্যয়নকাল এব স্বকর্ত্তব্যত্বেন বুদ্ধং। তস্য চ বুদ্ধার্থস্য পুনর্ম্মন্ত্রোচ্চারণেন শাসনমনর্থকং। ন হি সোপানৎকে পাদে পুনরপ্যুপানহং প্রতিমুঞ্চতি। নন্থ বুদ্ধস্যার্থস্য প্রামাদিকবিস্মরণপরিহারায় মন্ত্রেণ স্মারণমস্তিত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অবিদ্যমানবচনাদিতি ॥ ৪ ॥ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্যেতি মন্ত্র আম্নায়তে। ন খলু চতুঃশৃঙ্গত্বাদ্যুপেতং কিঞ্চিদ্‌যজ্ঞস্য সাধনং বিদ্যতে যন্মন্ত্র-পাঠেনানুস্মর্য্যেত ॥ নন্বীদৃশী কাচিদ্দেবতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যান্যং দোষং সূত্রয়তি ॥

অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক হয়, তবে তাহারা দৃষ্টফল হয়। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-ভাগের আদেশ স্বীকার করিয়াই মন্ত্রের অভিধানার্থ হইতে পারে,—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বাক্য নিয়মাৎ"—এই সূত্র করিয়াছেন। বাক্যের নিয়ম অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ প্রয়োজন,—ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। (উদাহরণ দ্বারা ঐ অর্থ আরও সুস্পষ্টভাবে বলা হইতেছে।) "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ"—এইরূপ যথাক্রমে বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে,—মন্ত্রে ইহাই নিয়ম। অতএব ক্রমিক বাক্যোচ্চারণ মন্ত্রের নিয়ম অর্থাৎ প্রয়োজন হইল। মন্ত্রের উচ্চারণ প্রয়োজন না হইয়া যদি অর্থ-ই প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে "মূর্দ্ধাগ্নিঃ ককুদ্দিবঃ"—ইত্যাকার বিপরীতভাবে পাঠ করিলেও চলিতে পারিত। সুতরাং নিয়মিতভাবে ক্রমিক পাঠের সাফল্য-সম্পাদনের জন্য উচ্চারণই মন্ত্রের প্রয়োজন। ক্রমিক পাঠ নিয়মমাত্রেরই অর্থ, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দৃষ্ট বা বোধ বিষয়ীভূত হয় না। সুতরাং অর্থবোধের জন্যই মন্ত্র পাঠ আবশ্যক ;—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য "বুদ্ধশাস্ত্রাৎ" এই সূত্র দ্বারা দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়, শাস্ত্র অর্থাৎ শাসন বা আদেশ করে, সেই হেতু—মন্ত্র, পূর্ব্ব-সংস্কার-সঞ্জাত বিষয়ের শাস্তা মাত্র, অর্থের বোধক নহে, ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। যেমন পাদুকা-যুক্ত পদে পুনরায় পাদুকার দরকার হয় না, সেইরূপ "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি যে অনুজ্ঞাবোধক মন্ত্র, প্রয়োগকালে পঠিত হয় ; তাহাতে অগ্নীধ্র অর্থাৎ ঋত্বিক্ অধ্যয়ন-কালেই অগ্নি-বিহরণাদি কার্য্য নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়া আছেন। সেই পূর্ব্বের বিষয় জানাইবার জন্য পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণের দরকার হয় না। অধ্যয়ন-কালে কোনও বিষয়ের ফলিতার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া থাকিলেও অনবধানতা-প্রযুক্ত ঋত্বিক্ কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারেন ; তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হউক—এই আশঙ্কা করিয়া, "অবিদ্যমানবচনাৎ", এই সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করিতেছেন।

যাহা নাই, তাহা বলা ; সুতরাং অর্থবোধ মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন নহে,—ইহাই সূত্রের ফলিতার্থ। "ইহার চারি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মাথা, সাতটি হাত"—এইরূপ মন্ত্র পঠিত হয় বটে ; কিন্তু ঐ মন্ত্র পাঠ চতুর্দ্দিঃশৃঙ্গা দ্বারা, বিশিষ্ট যজ্ঞের কোনও জিনিষ

অচেতনেঽর্থবন্ধনাদিতি ॥ ৫ ॥ ওষধে ত্রায়স্বৈনং শৃণোত গ্রাবাণ ইত্যাদাবচেতনে দ্রব্যে চেতনোচিতরক্ষণশ্রবণাদ্যর্থং বধ্নাতি। স চাযুক্তঃ॥ নন্বভিমানিব্যপদেশ ইতি বৈয়াসিকশাস্ত্রে সূত্রিতত্বাদোষধ্যাদ্যভিমানিচেতনদেবতা বিবক্ষ্যতামিত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

অর্থবিপ্রতিষেধাদিতি ॥ ৬ ॥ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি মন্ত্র আম্নায়তে। যদ্যেব দ্যৌস্তদেবান্তরিক্ষমিত্যয়মর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। এক এব রুদ্রঃ সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা ইত্যাদিকমপ্যুদাহর্ত্তব্যং॥ ননু ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেবেত্যাদিবদন্তরিক্ষাদিরূপত্বেনাদিতিঃ স্তূয়তে। এবমেকস্যাপি রুদ্রস্য যোগসামর্থ্যাদ্ বহুমূর্ত্তিস্বীকারোঽস্তু। ততোঽনর্থবিপ্রতিষেধ ইত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি ॥

স্বাধ্যায়বদবচনাদিতি ॥ ৭ ॥ পূর্ণিকা নাম কাচিদ্যোষিদবঘাতং করোতি। তৎসমীপে মাণবকঃ স্বাধ্যায়গ্রহণার্থং কদাচিদবঘাতমন্ত্রমধীতে। ন চ তস্যার্থপ্রকাশনবিবক্ষাস্তি। প্রতিমূষলপ্রহারং তস্য মন্ত্রস্যাপঠ্যমানত্বাদক্ষরগ্রহণায়ৈব তং মন্ত্রমন্যাংশ্চ মন্ত্রানভ্যস্যতি। তত্র স্বাধ্যায়কালে পঠিতোঽপ্যবঘাতমন্ত্রো যথা পূর্ণিকাং প্রতি স্বার্থং ন ব্রূতে তথা কর্ম্ম-

---

স্মরণ করাইয়া দেওয়া বুঝাইতেছে না। যদি বল, জিনিষ না হইতে পারে, চতুঃশৃঙ্গাদি-বিশিষ্ট কোনও এক দেবতা আছেন, তাঁহারই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে,—এই আশঙ্কায়, "অচেতনেঽর্থবন্ধনাৎ" সূত্র দ্বারা দোষান্তর সূত্রিত করিতেছেন।

অচেতনে চেতনার্থ কল্পিত হইলে, 'মন্ত্র দ্বারা প্রকৃতার্থ বোধ হইতে পারে না'—ইহাই সূত্রের অর্থ। "হে ওষধে! ইহাকে ত্রাণ কর," "হে পাষাণগণ! শ্রবণ কর" ইত্যাদিস্থলে, অচেতন পদার্থ ওষধি ও প্রস্তরে, চেতনবৎ রক্ষণ ও শ্রবণাদি অর্থ সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। ভগবান বেদব্যাস কথিত "অভিমানি-ব্যপদেশ"—এই সূত্রানুসারে ওষধাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই এস্থলে বিবক্ষিত হইবে,—এই আশঙ্কায় "অর্থ-বিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করা হইতেছে। মন্ত্রার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া, মন্ত্র-পাঠ অর্থ-বোধের জন্য নহে,—ইহাই সূত্রের নিষ্কর্ষার্থ। "যে অদিতি দ্যৌ (দ্যুলোক), সেই অদিতি অন্তরীক্ষ" হইতেছে। অতএব এ অর্থ বিপ্রতিষেধক বা পরস্পর-বিরুদ্ধ। এস্থলে "একই রুদ্র—সহস্র সহস্র রুদ্র" এটিও উদাহরণরূপে দেওয়া যাইতে পারে। যেমন "তুমিই মাতা, তুমিই পিতা,"—এস্থলে মাতা ও পিতারূপে এক ব্যক্তিরই স্তব করা হইতেছে; সেইরূপ একই অদিতিকে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ-রূপে স্তুতি করা যাইতেছে এবং যোগবলে একই রুদ্রের বহু মূর্ত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা হইলেই মন্ত্রার্থ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইতে পারিল না,—এই আশঙ্কায় "স্বধ্যায়বদবচনাৎ" সূত্রে দোষান্তর সূত্রিত হইতেছে।

মন্ত্রাভ্যাস-কালে যেমন তাহার অর্থ বোধ হয় না, প্রয়োগকালেও তদ্রূপ অর্থবোধ হয় না,—ইহাই সূত্রের অর্থ। পূর্ণিকা নাম্নী কোনও স্ত্রীলোক মুষলাঘাত-দ্বারা ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিতেছে,এবং স্বাধ্যায়-গ্রহণ জন্য ব্রাহ্মণ-বটু, কোনও সময় অবঘাত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এ প ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-বটুর, অর্থ-প্রকাশনের বিবক্ষা নাই; কেন-না, প্রতি মুষল-প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না;—মন্ত্রস্থ অক্ষরগুলি মুখস্থ করিবার জন্যই সেই মন্ত্র ও তদ্ব্যতীত অন্য মন্ত্রও পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতেছেন। স্বীয় অধ্যয়ন-কালে অবঘাত মন্ত্র পঠিত

কালেঽপি স্বার্থং ন বক্ষ্যতি॥ নমু তত্র মাণবকস্তার্থে বিবক্ষা নাস্তি। পূর্ণিকাপ্যববোদ্ধুমক্ষমা। কর্ম্মণি ত্বধ্বর্য্যোরর্থবিবক্ষা বিদ্যতে বোধশ্চ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

অবিজ্ঞেয়াদিতি॥ ৮॥ কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণামর্থো বিজ্ঞাতুং ন শক্যতে। তদ্‌যথা। অম্যক্‌সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে ইত্যেকো মন্ত্রঃ। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ ইত্যপরো মন্ত্রঃ॥ নম্বীদৃশমন্ত্রার্থবোধায়ৈব নিগমনিরুক্তব্যাকরণানি প্রবৃত্তানীত্যাশঙ্ক্য দোষান্তরং সূত্রয়তি॥

অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যমিতি॥ ৯॥ কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেম্বিতি মন্ত্রে কীকটো নাম জনপদ আম্নাতঃ। তথা নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজেত্যেতেঽর্থা অনিত্যা আম্নাতাঃ। তথা চ সতি প্রাক্‌প্রমগন্দান্নায়ং মন্ত্রো ভূতপূর্ব্ব ইতি গম্যতে। তদেবমেতৈস্তদর্থশাস্ত্রাদিভির্হেতুভির্ম্মন্ত্রাণামর্থপ্রত্যায়নার্থত্বং নাস্তি। কিন্তূচ্চারণাদদৃষ্টার্থা এব ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ॥

তত্র সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি॥ অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইতি॥ ১০॥ তুশব্দেন মন্ত্রাণামদৃষ্টার্থমুচ্চারণমাত্রং বারয়তি। ক্রিয়াকারকসম্বন্ধেন প্রতীয়মানো বাক্যার্থো লোকবেদয়ো-

---

হইলেও, সেই মন্ত্র যেমন পূর্ণিকাকে নিজের অর্থ বুঝাইতে পারে না; সেইরূপ ক্রিয়া-কালে অর্থাৎ যজ্ঞ-সময়ে মন্ত্র পঠিত হইলেও তদ্দ্বারা মন্ত্রের অর্থ বোধ হয় না। আচ্ছা, সেস্থলে না হয় মাণবকের অর্থ বিবক্ষা নাই, পূর্ণিকাও মন্ত্রের অর্থবোধ করিতে অক্ষমা; কিন্তু যজ্ঞক্ষেত্রে তো অধ্বর্য্যুর (পুরোহিতের) মন্ত্রের অর্থ-বিবক্ষা আছে,—মন্ত্রের অর্থ-বোধের সম্ভাবনাও আছে। কাজে কাজেই অধ্যয়ন-কালে না হইলেও, যজ্ঞক্ষেত্রে প্রয়োগ-কালে, মন্ত্রের অর্থবোধের প্রয়োজন হইতেছে। এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য, "অবিজ্ঞেয়াৎ" সূত্রের দ্বারা দোষান্তর সূত্রিত হইতেছে।

অনেক মন্ত্র আছে, যাহাদের অর্থ বোধ হয় না, সুতরাং তাহারা অবিজ্ঞেয়ার্থ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। অর্থবোধ হয় না—এরূপ মন্ত্র দুই একটী বলা যাইতেছে। যেমন "অম্যক্ সাত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে"—এই একটি মন্ত্র, এবং "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ"—এই একটি দ্বিতীয় মন্ত্র। এই দুইটি মন্ত্রের কোনও অর্থই নাই। যদি বল, ঐ সব মন্ত্রের অর্থবোধের জন্যই নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে অর্থবোধ কেন না হইবে;—এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য "অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যং" দ্বারা অন্য দোষ সূত্রিত করা হইতেছে। অনিত্য বিষয়ের সংযোগ করায় বলিয়া মন্ত্র-সমূহ অনর্থোৎপাদক। ইহাই সূত্রের অর্থ। "কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে কীকট শব্দটি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা কীকট নামক দেশকে বুঝাইতেছে, এবং "নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমগন্দো নাম রাজা"—এই মন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অর্থ অনিত্য বলিয়া কথিত রহিয়াছে। যদি মন্ত্রের অর্থ এরূপ অনিত্যই হয়, তাহা হইলে প্রমগন্দ নামক রাজার পূর্ব্ব-সময়ে মন্ত্র ছিল না,—ইহা উপলব্ধ হয়। তাহা হইলে তদর্থশাস্ত্রাদি হেতু-পুঞ্জ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের অর্থবোধ প্রয়োজন হইল না; কিন্তু উচ্চারণ-হেতু উহারা অদৃষ্টার্থ,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া "অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ—এই সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে;—সূত্রে যে তু শব্দ আছে তদ্দ্বারা উচ্চারণ করিবামাত্র মন্ত্র-সমূহের অদৃষ্টার্থ

রবিশিষ্টঃ। তথা সতি যথা লোকেঽর্থপ্রত্যায়নায়ৈব বাক্যমুচ্চার্য্যতে তথা বৈদিকযাগপ্রয়োগেঽপি দ্রষ্টব্যং। মন্ত্রেণ প্রকাশিতস্ত্বর্থোঽনুষ্ঠাতুং শক্যতে ন ত্বপ্রকাশিতঃ। তস্মান্মন্ত্রোচ্চারণস্যার্থপ্রকাশনরূপং দৃষ্টমেব প্রয়োজনম্॥ নন্বভ্রিরসি নারিরসি ইত্যারভ্য ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা দদ ইতি মন্ত্র আম্নাতঃ। তেনৈব মন্ত্রেণ প্রতীতেঽভ্র্যাদানে পুনর্ব্রাহ্মণে তাং চতুর্ভিরভ্রিমাদত্ত ইতি বিধীয়তে। তদেতদ্বিধানং ত্বৎপক্ষে ব্যর্থং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

গুণার্থেন পুনঃশ্রুতিরিতি॥ ১১॥ মন্ত্রেণ প্রতীতস্যৈবার্থস্য ব্রাহ্মণে যৎপুনঃশ্রবণং তদেতচ্চতুঃসংখ্যালক্ষণগুণবিধানার্থত্বেনোপযুজ্যতে। এতস্য বিধানস্যাভাবে চতুর্ণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যেন কেনাপ্যেকেনাভ্রিরাদীয়েত॥ নন্বিমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্যেত্যশ্বাভিধানীমাদত্ত ইত্যত্র মন্ত্রসামর্থ্যাদেব প্রাপ্তস্য রশনাদানস্য পুনর্ব্রাহ্মণবাক্যং বিনিযোজকমাম্নায়তে। তদেতত্ত্বন্মতে ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

পরিসংখ্যেতি॥ ১২॥ গর্দ্দভাভিধানীং নাদত্ত ইতি নিষেধঃ পরিসংখ্যা। তদর্থমিদং ব্রাহ্মণবাক্যং॥ নন্বু পরিসংখ্যায়াং ত্রয়ো দোষাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। আদত্ত ইতি রশনাদানলক্ষণং স্বার্থং জহ্যাৎ। তন্নিষেধলক্ষণঃ পরার্থোঽস্য শব্দস্য কল্প্যেত। রশনাত্বসামান্যেন চ প্রাপ্তং গর্দ্দভরশনায়ামাদানং বাধ্যেতেতি ত্রয়ো দোষাঃ। নৈবং। গর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বাৎ তথা হি। ত্বৎপক্ষে প্রকরণপাঠান্যথানুপপত্ত্যা মন্ত্রেণাদানং কুর্য্যাদিতি বাক্যং পরিকল্প্যতে। তেন চ বাক্যেন মন্ত্রাদানয়োঃ সম্বন্ধে সতি পশ্চাৎ কিং বিষয়কমাদানমিতি বীক্ষায়াং লিঙ্গাদ্রশনামাত্রস্যাদানমুপেত্য গর্দ্দভরশনায়াঃ প্রাপ্তির্ব্বক্তব্যা। সা চ বিলম্ব্যতে ইত্যশ্বাভিধানীমিতি প্রত্যক্ষেণ

নিবারিত হইতেছে। ক্রিয়াকারক (কার্য্য ও তন্নিষ্পাদক) সম্বন্ধ দ্বারা যে বাক্যের অর্থ জানিতে পারা যায়, তাহা লৌকিক প্রয়োগে ও বেদে অবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন। তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহারে, অর্থ-বোধের জন্য যেমন বাক্য উচ্চারিত হয়, সেইরূপ বৈদিক যাগের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ উপলব্ধির জন্যই মন্ত্র-সমূহের আবৃত্তি করা হয়,—ইহা বুঝিতে হইবে। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত অর্থ-ই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার যোগ্য; অপ্রকাশিত অর্থ কদাপি যোগ্য হইতে পারে না। তজ্জন্য মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ-প্রকাশরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজনও আছে। আচ্ছা, তাহা হইলে "অভ্রিরসি নারিরসি"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দদ পর্য্যন্ত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, সেই মন্ত্র দ্বারা অভ্রি-গ্রহণের (অভ্রি শব্দ দ্বারা নৌকা-মার্জ্জনার্থ কুদ্দালাকৃতি কাষ্ঠ-খণ্ডকে বুঝায়) প্রতীতি হইতেছে এবং পুনরায় ব্রাহ্মণে (বেদের ব্রাহ্মণভাগে) "মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা অভ্রি গ্রহণ কর"—এইরূপ বিধি কথিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ বিধান আপনার পক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়,—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। কিন্তু "গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

মন্ত্র-দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ ব্রাহ্মণে পুনরায় শ্রবণ করিলে, তাহাতে চতুঃসংখ্যক লক্ষণ গুন-বিধানের উপযোগিতা হয়। এইরূপ বিধান না থাকিলে, মন্ত্র-চতুষ্টয় মধ্যে যে কোনও একটি দ্বারা অভ্রি আদান সিদ্ধ হইতে পারিত।

"ইমামগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য" এই মন্ত্রে অশ্বাভিধানী অর্থাৎ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতে এই অর্থ বুঝাইতেছে। এস্থলে মন্ত্রের ক্ষমতানুসারে রশনা গ্রহণ-প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ-

বাক্যেন। মন্ত্রাদানয়োঃ সম্বন্ধে সতি লিঙ্গাদ্রশনামাত্রে প্রাপ্তমাদানমশ্বাভিধানীমিতি শ্রুত্যা বিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। ততো মন্ত্রস্য নিরাকাঙ্ক্ষত্বাদগর্দ্দভরশনায়া অপ্রাপ্তত্বান্নাস্তি প্রাপ্তবাধঃ। অত এব নিষেধার্থো ন কল্প্যতে। বিধ্যর্থশ্চ ন ত্যজ্যতে। তত্র কুতো দোষত্রয়ং। ঈদৃশমপ্রাপ্তিরূপমেব গর্দ্দভরশনয়া নিবারণমভিপ্রেত্য পরিসংখ্যেতি সূত্রিতং॥ ননূরুপ্রথস্বেতি প্রথয়তীতি ব্রাহ্মণস্য বৈয়র্থ্যং তদবস্থমেবেত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

অর্থবাদোবেতি॥ ১৩॥ বাশব্দো বৈয়র্থ্যং বারয়তি। অস্ত্যত্রার্থবাদঃ। যজ্ঞপতিমেব তৎ

বাক্য তাহারই বিনিযোজক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আপনার মতে ইহা ব্যর্থ—এই আশঙ্কা করিয়া "পরিসংখ্যা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

গর্দ্দভরজ্জু গ্রহণ করিবে না, এইরূপ নিষেধের নামই পরিসংখ্যা—সুতরাং "ইমামগৃভ্ণন্" ইত্যাদি ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা অশ্বরজ্জুই গ্রহণ করিবে,—ইহা বুঝিবার জন্যই ব্রাহ্মণ-বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু পরিসংখ্যা স্বীকার করিলে, শ্রুতার্থের পরিত্যাগ, অশ্রুতার্থের গ্রহণ ও প্রাপ্তির বাধ-রূপ দোষত্রয় সম্ভাবিত হয়। উক্ত দোষত্রয়ের উদাহরণ যথাক্রমে বলিতেছি;—"আদত্তে" এই পদ দ্বারা রশনা-গ্রহণের লক্ষণ-বিশিষ্ট স্বীয় অর্থ পরিত্যক্ত হইতেছে। কারণ, রজ্জুগ্রহণ বলিলে রজ্জুধারণ—এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং গ্রহণ শব্দের যে অর্থে শক্তি, তাহার পরিত্যাগ হইয়াছে। তাহা হইলেই শ্রুতার্থের পরিত্যাগ যে কি, তাহা বেশ বুঝা গেল। গ্রহণ-শব্দের গ্রহণার্থ লক্ষণ ভিন্ন অপর একটী অর্থ কল্পিত হইতেছে, অর্থাৎ গ্রহণ শব্দ দ্বারা ধারণ—এই অর্থ বুঝাইতেছে। গ্রহণ শব্দের অর্থ ধারণ, ইহা কখনও শুনা যায় নাই। কিন্তু এস্থলে তাহার ঐ অর্থ হওয়ায় অশ্রুতার্থের গ্রহণও বুঝা গেল। সাধারণভাবে, রশনার কথা বলিলে, গর্দ্দভরশনাকেও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গর্দ্দভ-রশনা এস্থলে উদ্দেশ্য নয় বলিয়া, প্রাপ্তিতে বাধা ঘটিয়াছে। সুতরাং পরিসংখ্যার তিনটী দোষই এখন বেশ বুঝা গেল। এস্থলে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তিতে বাধরূপ যে পরিসংখ্যা-দোষের আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কেন-না, গর্দ্দভ-রশনার তো প্রাপ্তিই নাই! আপনার মতে গর্দ্দভ-রশনা প্রাপ্তি-পক্ষে, রশনা-আদান-প্রকরণে, ঐ মন্ত্র পাঠ করার কোনও সার্থকতা নাই বলিয়া তাৎপর্য্য-শূন্য হইয়া পড়ে। সেই হেতু মন্ত্র দ্বারা, "আদান করিবে"—এই বিধি-বাক্য কল্পনা করিতে হইতেছে। সেই কল্পনা-সিদ্ধ বাক্য দ্বারা, মন্ত্র ও আদানের যে কি সম্বন্ধ, তাহা নির্দ্ধারিত হইল। পশ্চাতে কোন্ বিষয়ের আদান অর্থাৎ গ্রহণ?—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, মন্ত্রলিঙ্গানুসারে রশনা-মাত্রেরই আদান বুঝায়। সেই হিসাবে যে গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তি, সে বহুদূরের কথা। সেই হেতু 'অশ্বাভিধানী'—এই প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা অশ্ব-রশনা প্রাপ্তি বুঝাইতেছে। মন্ত্র ও আদানের সম্বন্ধ স্থির হইলে মন্ত্রলিঙ্গানুসারে সাধারণ রশনার আদান-প্রাপ্তিতে, 'অশ্বাভিধানীং'—এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে অশ্বরজ্জুকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে মন্ত্র, আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পড়ে বলিয়া, গর্দ্দভ-রশনার প্রাপ্তি হইল না। অতএব প্রাপ্তির বাধ, নিষেধার্থের কল্পনা এবং বিধ্যর্থের (প্রকৃতার্থের) পরিত্যাগরূপ দোষত্রয়ের মধ্যে কোনটিরই সম্ভব হইল না। সুতরাং গর্দ্দভ-রশনার অপ্রাপ্তির নিষেধ জন্য "পরিসংখ্যা" সূত্রের যে উল্লেখ হইয়াছে,

প্রথয়তীতি তেনার্থবাদেন সম্বন্ধায় ব্রাহ্মণে বিধিঃ পঠ্যতে॥ নন্বু প্রথয়তীত্যনেনৈব বিধিশব্দেন প্রথমমনূত্য যজ্ঞপতিমেবেত্যাদিনার্থবাদেন স্তোতব্যং। তদেব তু প্রথনং কুতঃ প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি।

মন্ত্রাভিধানাদিতি॥ ১৪॥ অধ্বর্য্যুঃ পুরোডাশমুদ্দিশ্য মন্ত্রে প্রথস্বেত্যেবমভিধত্তে। তস্মাদভিধানাদধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকং প্রথনং প্রাপ্তং। যথা লোকে যঃ কুর্ব্বিতি ব্রূতে স কারয়তি তথাত্রাপি যঃ প্রথস্বেতি ব্রূতে স প্রথয়ত্যেব। যদুক্তং অগ্নিমূর্দ্ধাদিব ইতি পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টার্থো মন্ত্র ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি।

অবিরুদ্ধং পরমিতি॥ ১৫॥ পরং দ্বিতীয়সূত্রোক্তমস্মৎপক্ষেঽপ্যবিরুদ্ধং। ন হি বয়ং পাঠক্রমনিয়মাদদৃষ্টং নিবারয়ামঃ। কিং তর্হি মন্ত্রোচ্চারণেন জায়মানমর্থপ্রত্যায়নং দৃষ্টপ্রয়োজনত্বান্নোপেক্ষিতব্যমিত্যেতাবদেব ব্রূমঃ। নন্বু প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি মন্ত্রবুদ্ধিমেবার্থং শাস্তি। তদযুক্তম্। সোপানৎকস্যোপানদন্তরাসম্ভবাদিত্যুক্তমিতি চেৎ তস্য পরিহারং সূত্রয়তি॥

উহা "উরুপ্রথস্ব" মন্ত্রে "পুরোডাশং প্রথয়তি" প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বাক্যের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। এইরূপ আপত্তি "অর্থবাদোবা" এই সূত্র দ্বারা ভঞ্জন করিতেছেন।

সূত্রে যে 'বা' শব্দ আছে, তদ্দ্বারা বিফলতা দোষ নিবারিত হইতেছে। "যজ্ঞপতিমেব তৎপ্রথয়তি" অর্থাৎ যজ্ঞপতিকেই পুরোডাশ প্রথন করাইবে,—এস্থলে অর্থবাদ অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ কথন হইতেছে। এই অর্থাবাদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন জন্য ব্রাহ্মণে ঐরূপ বিধি পঠিত হইয়াছে। 'প্রথয়তি" এই বিধি-শব্দ দ্বারা প্রথনের (প্রকাশ-করণের) পশ্চাতে উল্লেখ করিয়া "যজ্ঞপতিমেব' (যজ্ঞপতিকেই)—ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ দ্বারা যে স্তব করা হইতেছে, সেই প্রথন কোথা হইতে পাওয়া যাইতেছে ?

এই সন্দেহ নিরাসের জন্য "মন্ত্রাভিধানাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেছেন। মন্ত্রেই উহা কথিত হইতেছে, ইহাই সূত্রের অর্থ। অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্), যজ্ঞীয় ঘৃতকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে "প্রথস্ব" অর্থাৎ খ্যাত বা প্রকাশিত হও,—এইরূপ বলিতেছেন। ঐ ভাবে বলিতে দেখিয়া অধ্বর্য্যুই প্রথনের কর্ত্তা, ইহা পাওয়া যাইতেছে। যে ব্যক্তি এক জনকে 'কর" এই কথা বলে, সে করাইয়া থাকে—ইহা যেমন জগতে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; তেমনি এস্থলেও, যে অধ্বর্য্যু, "প্রথস্ব" অর্থাৎ প্রথিত হও—এ কথা বলিতেছেন, সেই অধ্বর্য্যুই প্রথিত করাইতেছেন। যথাক্রমে পাঠই মন্ত্রের প্রয়োজন। এই হেতু "অগ্নিমূর্দ্ধাদিবঃ" মন্ত্রের অবতারণা। এস্থলে, "মন্ত্র অদৃষ্টার্থ" অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ দর্শনবিষয়ীভূত নয়, পূর্ব্বে যে এরূপ বলা হইয়াছে, তদুত্তরে "অবিরুদ্ধং পরং"—এই সূত্র করা হইতেছে।

পরং অর্থাৎ—"বাক্য-নিয়মাৎ" এই দ্বিতীয় সূত্রোক্ত মন্ত্রের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে আমার মতও অবিরুদ্ধ। ক্রমিক পাঠের নিয়ম আছে বলিয়া আমরা মন্ত্রের অদৃষ্টার্থের নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে কি মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অর্থ বোধ সঞ্জাত হইলে, উহা দৃষ্ট প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না,—ইহাই বলিতেছি ? "প্রোক্ষণীরাসাদয়" অর্থাৎ প্রোক্ষণী পাত্র (যজ্ঞে জলসেকার্থ পাত্রবিশেষ) স্থাপন কর, এই মন্ত্রজ্ঞানই সেই অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। ইহা অসঙ্গত; কারণ, পাদুকাবিশিষ্ট পদের মধ্যে পাদুকা ধারণ অসম্ভব,—পূর্ব্বে যে এইরূপ

সম্প্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাদিতি ॥ ১৬ ॥ সম্প্রৈষকর্ম্মণো গর্হা ত্বদুক্তদোষো নোপলভ্যতে। বুদ্ধস্যাপ্যর্থস্য মন্ত্রেণৈবানুস্মরণে সতি নিয়মাদৃষ্টলক্ষণস্য সংস্কারস্য সদ্ভাবাৎ ॥ যচ্চোক্তং চত্বারিশৃঙ্গেতি মন্ত্রোঽসন্তমেবার্থমভিধত্ত ইতি তস্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

অভিধানেঽর্থবাদ ইতি ॥ ১৭ ॥ অসতোঽর্থস্যাভিধানে বাক্যে গৌণস্যার্থস্যোক্তির্দ্রষ্টব্যা। তদ্‌যথা। চত্বারো হোত্রাধ্বর্য্যূদ্গাতৃব্রাহ্মণোঽস্য কর্ম্মণঃ শৃঙ্গাণি। প্রাতঃসবনাদয়স্ত্রয়ঃপাদাঃ। পত্নীযজমানৌ দ্বে শীর্ষে। গায়ত্র্যাদীনি সপ্তচ্ছন্দাংসি হস্তাঃ। ঋগ্বেদাদিভিস্ত্রিভির্ব্বেদৈস্ত্রেধা বন্ধনং। কামান্ বর্ষতীতি বৃষভঃ। রোরবীতি স্তোত্রশস্ত্রাদিশব্দান্ পুনঃ পুনঃ করোতি। মহো দেবঃ সোঽয়ং প্রৌঢ়ো যজ্ঞরূপো দেবো মর্ত্ত্যানাবিবেশেতি। লোকেঽপ্যেব গৌণপ্রয়োগা দৃশ্যন্তে। চক্রবাকস্তনী হংসদন্তাবলী কাশবস্ত্রা শৈবালকেশিনীত্যেবং নদ্যাঃ স্তূয়মানত্বাৎ। এবমোষধে ত্রায়স্ব শৃণোতগ্রাবাণ ইত্যাদ্যচেতনসম্বোধনানি স্তুতিপরত্বেন যোজনীয়ানি। যস্মিন্ বপন ওষধিরপি ত্রায়তে তত্র বপনকর্ত্তা ত্রায়ত ইতি কিমু বক্তব্যং।

আপাত্ত উঠিয়াছিল, তাহার পরিহার-করণ-মানসেই "সম্প্রৈষকর্ম্মণোগর্হানুপলম্ভঃ সংস্কারত্বাৎ" —এই সূত্র করিয়াছেন। "প্রোক্ষণী আসাদন কর"—ইত্যাকার সম্প্রৈষ-কর্ম্মের জ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপকরূপ যে দোষ আপনি বলিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্র-দ্বারাই জ্ঞাত অর্থের অনুস্মরণ হয়, এইরূপ নিয়ম থাকার জন্য, মন্ত্রার্থ, দৃষ্ট-লক্ষণ-বিশিষ্ট,—এইরূপ সংস্কার সঞ্জাত হইতেছে। পূর্ব্বে 'চত্বারিশৃঙ্গা' ইত্যাদিরূপ যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অসদর্থ কথিত হইতেছে বলিয়া, "অভিধানেঽর্থবাদঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইয়াছে। যে বাক্যে অসদর্থ কথিত হয়, তাহাতে গৌণার্থের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে উহার অর্থ এইরূপে নিষ্পাদিত হইয়াছে; যথা,—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মারূপ ঋত্বিক্-চতুষ্টয়, এই যাগ-কর্ম্মের চারিটি শৃঙ্গ-স্বরূপ। প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নসবন ও সায়াহ্নসবন-রূপ ত্রিসবন, উহার তিনটী পদ-স্বরূপ। যজমান ও তৎপত্নী, উহার দুই মস্তক-স্বরূপ। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দঃ উহার সপ্ত-হস্ত-স্বরূপ। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ—এই বেদত্রয়, উহার ত্রিবিধ বন্ধন-স্বরূপ। কাম অর্থাৎ মনের অভীষ্ট ফল, বর্ষণ (দান) করে বলিয়া যজ্ঞের নাম বৃষভ হইয়াছে। সেই যজ্ঞ পুনঃপুনঃ স্তোত্র-শস্ত্রাদি-রূপ শব্দ করিয়া থাকে। তেজ-উদ্দীপক ও বর্দ্ধনশীল সেই যজ্ঞরূপ দেবতা যজমানে আবিষ্ট হইলেন।

চক্রবাকস্তনী, হংসদন্তাবলী, কাশবস্ত্রা, শৈবালকেশিনী নদী,—এইরূপ গৌণ প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে চক্রবাক পক্ষীকে স্তনরূপে, হংস-শ্রেণীকে দন্তাবলীরূপে, কাশতৃণকে বস্ত্ররূপে এবং শৈবাল অর্থাৎ শেওলা-সকলকে কেশরূপে কল্পিত করিয়া নদীর স্তব অর্থাৎ স্বরূপ-কথন হইয়া থাকে. এইরূপ, "হে ওষধে! ত্রাণ কর; হে পাষাণগণ! শ্রবণ কর"—ইত্যাদি স্থলে অচেতন-সম্বন্ধীয় সম্বোধন স্তুত্যর্থরূপে যোজিত করিতে হইবে। যে বপনে ওষধিও ত্রাণ করে, সে বপনে বপনকর্ত্তা যে ত্রাণ করিবে; তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রস্তর-সমূহও যখন প্রাতরনুবাক (প্রাতঃকালীন স্তুতিব্যঞ্জক ঋক্) শ্রবণ করে, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যে শ্রবণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহাই মন্ত্রসকলের অভিপ্রায়। এইরূপ গৌণ-প্রয়োগ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

তথা গ্রাবাণেঽপি প্রাতরনুবাকং শৃণ্বন্তি। কিমুত বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইত্যাদিমন্ত্রাণামভিপ্রায়ঃ। যোঽপ্যদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমিতি বিপ্রতিষেধ উক্তস্তস্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

গুণাদবিপ্রতিষেধঃ স্যাদিতি ॥ ১৮ ॥ যথা ত্বমেব পিতা ত্বমেব মাতেত্যত্র গৌণপ্রয়োগাদবিরোধস্তদ্বৎ। এবমেকরুদ্রদেবত্যে কর্ম্মণ্যেকো রুদ্রঃ। শতরুদ্রদেবত্যে শতং রুদ্রা ইত্যবিরোধঃ ॥ যদপ্যুক্তং স্বাধ্যায়মধীয়ানো মাণবকঃ পূর্ণিকায়া অবহতিং ন প্রকাশয়িতুমিচ্ছতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

বিদ্যাবচনমসংযোগাদিতি ॥ ১৯ ॥ বেদবিদ্যাগ্রহণকালেঽর্থস্য যদবচনং তদযজ্ঞসংযোগাদুপপদ্যতে। নহি পূর্ণিকায়া অবঘাতো যজ্ঞসংযুক্তঃ। নাপি মাণবকো যজ্ঞমনুতিষ্ঠতি। অতো যজ্ঞানুপকারান্ন তত্রার্থবিবক্ষা ॥ যদপ্যুক্তং অম্যক্সাত ইন্দ্র সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যাদাবর্থস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বান্নাস্ত্যেবার্থ ইতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

সতঃ পরমবিজ্ঞানমিতি ॥ ২০ ॥ বিদ্যমান এবার্থঃ প্রমাদালস্যাদিভির্ন জ্ঞায়তে। তেষাং নিগমনিরুক্তব্যাকরণবশেন ধাতুতোঽর্থঃ পরিকল্পয়িতব্যঃ। তদ্ যথা। জর্ভরী তুর্ফরীতূ ইত্যেবমাদীন্যশ্বিনোরভিধানানি। তেষু হি দ্বিবচনান্তত্বং লক্ষ্যতে। আশ্বিনং চেদং সূক্তম-

---

"আদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষং" এস্থলে যে অদিতি দ্যুলোক, তিনি অন্তরীক্ষ হইতে পারেন না,—এইরূপ যে নিষেধ কথিত হইয়াছে। তাহার উত্তর সূত্রিত করিতেছেন,—"গুণাদপ্রতিষেধঃ স্যাৎ"। যেমন "তুমিই পিতা, তুমিই মাতা" বলিলে গৌণার্থহেতু মাতা-পিতারূপে এক ব্যক্তিকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে কোনও বিরোধ থাকিতেছে না; সেইরূপ একরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে এক রুদ্র এবং শতরুদ্রদেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে শত রুদ্র হইবে, তাহাতে আর বিরোধ কি ?

স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়নশীল মাণবক পূর্ণিকার অবহতি (আপ-পরিমাণে মুষলাঘাত দ্বারা ধান্যাদি বিতুষীকরণ ব্যাপার) প্রকাশ জন্য মন্ত্র পাঠ করিতেছেন না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "বিদ্যাবচনমসংযোগাৎ"—এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই, বেদাধ্যয়নকালে, বেদ-মন্ত্রের অর্থ-বোধ হয় না। যেহেতু, পূর্ণিকার যে অবঘাত, (মুষলাঘাত), তাহার সঙ্গে যজ্ঞের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং মাণবকও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন না। অতএব যজ্ঞের উপকার সাধিত হইতেছে না বলিয়া, অবঘাত-মন্ত্র-পাঠে মাণবকের অর্থ-বিবক্ষা নাই। পূর্ব্বে "অম্যক্সাত ইন্দ্রঃ সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ" ইত্যাদি স্থলে অর্থ-বোধ হয় না বলিয়া তাহাদের কোনও অর্থ নাই—এই যে কথা বলা হইয়াছে, "সতঃ পরমবিজ্ঞানং" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা যাইতেছে।

অর্থ থাকিলেও, অনবধানতা ও আলস্যাদি দ্বারা তাহা জানা যায় না। নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণের সাহায্যে ধাতু হইতে তাহাদের অর্থ কল্পনা করা উচিত। "জর্ভরী তুর্ফরীতূ" এইগুলি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম। ঐ নামগুলি দ্বিবচনান্ত,—ইহা দেখা যাইতেছে। এইটী আশ্বিন (অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্বন্ধীয়) সূক্ত অর্থাৎ বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্র। "অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ"—এই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম দেখা যাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই নিরুক্ত

ম্বিনোঃ কামমপ্রা ইতি দর্শনাৎ। এতদেবাভিপ্রেত্য নিরুক্তকারো ব্যাচষ্টে। জর্ভরী ভর্ত্তারাবিত্যর্থস্তুর্ফ´রীতূ হন্তারাবিত্যর্থ ইতি। এবমম্যক্‌সাত ইত্যাদাবপ্যুন্নেয়ং॥ যদপ্যুক্তং প্রমগন্দাদ্যনিত্যার্থসংযোগান্মন্ত্রস্যানাদিত্বং ন স্যাদিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

উক্তশ্চানিত্যসংযোগ ইতি ॥ ২১ ॥ প্রথমপাদস্যান্তিমাধিকরণে সোঽয়মনিত্যসংযোগদোষ উক্তঃ পরিহৃতঃ। তথা হি। তত্র পূর্ব্বপক্ষে বেদানাং পৌরুষেয়ত্বং বক্তুং কাঠকং কালাপকমিত্যাদিপুরুষসম্বন্ধাভিধানং হেতুকৃত্যানিত্যদর্শনাচ্চেতি হেত্বন্তরং সূত্রিতং। ববরঃপ্রাবাহণিরকাময়তেত্যনিত্যানাং ববরাদীনামর্থানাং দর্শনাত্ততঃপূর্ব্বমসত্বাৎ পৌরুষেয়ো বেদ ইতি তস্যোত্তরং সূত্রিতং। পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি। তস্যায়মর্থঃ। যৎকাঠকাদিসমাখ্যানং তৎ প্রবচননিমিত্তং। যত্তু পরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং তচ্ছব্দসামান্যমাত্রং। ন তু তত্রানিত্যো ববরাখ্যঃ কশ্চিৎপুরুষো বিবক্ষিতঃ। কিন্তু ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ। তথা সতি ববরেতি শব্দং কুর্ব্বন্ বায়ুরভিধীয়তে। স চ প্রাবাহণিঃ। প্রকর্ষেণ বহনশীলঃ। এবমন্যত্রাপ্যুহনীয়ং। তদেবং কস্যচিদপি দোষস্যাসম্ভবাদবিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ স্বার্থপ্রকাশনায়ৈব প্রযোক্তব্যাঃ॥ নন্বর্থপ্রকাশনার্থত্বে সতি দৃষ্টং প্রয়োজনং লভ্যত ইতি যুক্তিমাত্রমিদমুচ্যতে। ন ত্বেতদুপোদ্বলকং কিঞ্চিচ্ছ্রৌতং লিঙ্গং পশ্যাম ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

কার যাস্ক, "জর্ভরী" শব্দের অর্থ ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারণকারী এবং "তুর্ফ´রী" শব্দের অর্থ হন্ত্যাকারী,—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সেইরূপ "অম্যক্ সাত" ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ এক একটা সঙ্গত অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রমগন্দাদি (রাজা) অনিত্যার্থ প্রতিপাদক বলিয়া তৎপরবর্ত্তী কালভূত মন্ত্রের অনাদিত্ব হইবে কেন ?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর "উক্তশ্চানিত্যসংযোগঃ" সূত্র দ্বারা করিতেছেন। প্রথম পাদের শেষাধিকরণে সেই অনিত্যসংযোগ দোষ উক্ত হইয়াছে এবং পরিত্যক্তও হইয়াছে। সেস্থলে প্রশ্নকারী বলিয়াছেন যে, কঠশাখাধ্যায়ী ও কলাপজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত শাস্ত্র যেমন কাঠক ও কালাপকরূপে অভিহিত হয় ; সেইরূপ বেদও কঠকলাপাভিজ্ঞবৎ কোনও একজন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পৌরুষেয় হইবে না কেন ? এইরূপ প্রশ্নের "অনিত্যদর্শনাচ্চ" এই সূত্র দ্বারা অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিলেন"। এস্থলে অনিত্য ববরাদি পদার্থকে যখন বেদই প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন ববরাদির পরে বেদ,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অনিত্যের পরবর্ত্তী বলিয়া বেদ যখন নিত্য নয়, তখন পৌরুষেয় (পুরুষরচিত)—এই আশঙ্কায় "পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" এই সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তব করিতেছেন। প্রবচন (উত্তম বচন) জন্য কাঠকাদি এইরূপ নাম হইয়াছে। কঠরচিত বলিয়া "কাঠক" হয় নাই পরে যে ববরাদি অনিত্য পদার্থের দর্শন বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা একটি সাধারণ শব্দমাত্রকে বুঝাইতেছে। সেস্থলে ববর নামক কোনও অনিত্য পুরুষ অভীষ্ট নহে। কিন্তু ববর শব্দ একটি শব্দের অনুকরণ মাত্র। তাহা হইলে 'ববর' এইরূপ শব্দকরণশীল বায়ুই অভিহিত হইতেছে। সেই ববর নামক বায়ু প্রাবাহণি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল অর্থাৎ গতিশীল। এইরূপ অন্য স্থলেও অর্থ-যোজনা করিতে হইবে। সুতরাং কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই মন্ত্র-সমূহ অভীষ্টার্থপ্রদ এবং স্বীয় অভীষ্টার্থ-প্রকাশের

লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবদিতি ॥ ২২ ॥ আগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠেতেতি শ্রূয়তে। তস্যায়মর্থঃ অগ্নির্দ্দেবতা যস্যা ঋচঃ সেয়মাগ্নেয়ী। তয়াগ্নীধ্রস্থানমুপতিষ্ঠেতেতি। অত্র হ্যুপস্থানমুপদিশদ্‌-ব্রাহ্মণ. অগ্নে নয়েত্যনয়োপতিষ্ঠেতেতি মন্ত্রপ্রতীকং পঠিত্বা নোপদিশতি। যদা তস্যামৃচ্যগ্নিঃ প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে তদা তস্যাঋচোঽগ্নির্দ্দেবতা ভবতি তথা সত্যাগ্নেয্যেতি দেবতাবাচি তদ্ধিতান্তনির্দ্দেশাদুপপদ্যতে। তস্মাদয়মুপদেশস্তন্মন্ত্রবাক্যমর্থবদিতি বোধয়তি। অতো বিবক্ষিতার্থত্বাদর্থপ্রত্যয়নার্থং প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণং॥ তস্মিন্নেব বিবক্ষিতার্থত্বে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি ॥

উহইতি ॥ ২৩ ॥ প্রকৃতাবাম্নাতস্য মন্ত্রস্য বিকৃতৌ সমবেতার্থত্বায় তদুচিতপদান্তরস্য প্রক্ষেপেণ পাঠ উহঃ। তদ্‌যথা। অন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতেতি প্রাকৃতঃ পশুবিষয়ো মন্ত্রপাঠঃ। তস্য চ মন্ত্রস্য বিকৃতৌ পশুদ্বয়ে সত্যন্বেতৌ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ। পশুবহুত্বে সতি অন্বেতান্‌ মাতা মন্যতামিত্যূহঃ কর্ত্তব্যঃ। এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। ন মাতা বর্দ্ধতে ন পিতেতি। তত্রেদং চিন্তনীয়ং। কিমত্র শরীরবৃদ্ধির্নিষিধ্যতে।

জন্যই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি অর্থ-প্রকাশের নিমিত্তই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রোচ্চারণ যে দৃষ্ট-প্রয়োজন (যাহার প্রয়োজন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে), ইহা পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু এরূপ কথা যুক্তিমাত্র। কারণ, কোনও বৈদিক কারণ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাই না;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "লিঙ্গোপদেশশ্চ তদর্থবৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

"আগ্নেয়া দ্বারা অগ্নীধ্রস্থানে উপস্থান করিবে"—এইরূপ বাক্য শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ নিম্ন প্রদর্শিত হইতেছে।—যে ঋকের দেবতা অগ্নি, তাহাকে আগ্নেয়ী কহে। সেই আগ্নেয়ী (ঋক্) দ্বারা অগ্নীধ্র-স্থানে (অগ্নি-গৃহে) উপাসনা করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) উপাসনার উপদেশক হইলেও "অগ্নে নয়," "অনয়া উপতিষ্ঠেত" ইত্যাদিরূপ মন্ত্রের একদেশ মাত্র পাঠ করিয়া উপদেশ করিতেছেন না। যখন অগ্নি সেই ঋকে প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইতেছেন, তখন অগ্নিই তাহার দেবতা। তাহা হইলে, অগ্নি শব্দের উত্তর দেবতার্থে 'ঢেয়' এই তদ্ধিত প্রত্যয় ও স্ত্রীত্বে 'ঙীপ' করিয়া "আগ্নেয়ী" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য এই উপদেশে, উক্ত মন্ত্র-বাক্য যে অর্থযুক্ত, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। সুতরাং, মন্ত্র বিবাঙ্কতার্থ (অভীষ্টার্থ-প্রকাশক) বলিয়া, অর্থবোধের জন্য, প্রয়োগকালে মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে। মন্ত্র যে বিবক্ষিতার্থ, "উহঃ" সূত্র-দ্বারা তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর সূত্রিত হইতেছে।

প্রকৃতভাবে পঠিত মন্ত্রের অর্থ, যদি বিকৃতপাঠেও সমবেত থাকে, তাহা হইলে তদুপযুক্ত অন্যপদ সংযোগ করিয়া যে পাঠ করা যায়, তাহাকে "উহ" বলে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"অন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতা ন ভ্রাতা"—এই মন্ত্র প্রকৃতভাবে পশুবিষয়ে পঠিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্র যখন পশুদ্বয়ে বিকৃতভাবে পঠিত হইবে, তখন "অন্বেনৌ মাতা মন্যতাং" এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠের 'উহ' করিতে হইবে। বহু পশুবিষয়ে "অন্বেনান্‌ মাতা মন্যতাং" এইরূপ বহুবচনের উহ করিতে হইবে। উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণভাগে) এইরূপ

আহোস্বিচ্ছব্দবৃদ্ধিরিতি। একবচনান্তস্য মাতৃশব্দস্য মাতরাবিতি দ্বিবচনান্তত্বেন বা মাতর ইতি বহুবচনান্তত্বেন বা প্রয়োগঃ শব্দবৃদ্ধিঃ। ন তাবচ্ছরীরবৃদ্ধির্নিষেদ্ধুং শক্যতে। বাল্য-কৌমারযৌবনাদিবয়োঽনুসারেণ তদ্‌বৃদ্ধেঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অতঃ শব্দবৃদ্ধিনিষেধ এব শিষ্যতে। মাতৃশব্দপিতৃশব্দয়োর্ব্বিশেষাকারেণ বৃদ্ধিনিষেধাদিতরস্যৈনমিতিশব্দস্যার্থানুসারিণী বৃদ্ধিঃ সূচিতা ভবতি। তত্র যদ্যর্থো ন বিবক্ষ্যতে তদা পশুদ্বিত্বে দ্বিবচনং পশুবহুত্বে বহুবচনং চ কথমুহ্যতে। তস্মাদ্ বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ। তস্মিন্নেবার্থে লিঙ্গান্তরং সূত্রয়তি ॥

বিধিশব্দাচ্চেতি ॥ ২৪ ॥ মন্ত্রব্যাখ্যানরূপো ব্রাহ্মণগতঃ শব্দো বিধিশব্দ ইত্যুচ্যতে। স চৈবমাম্নায়তে। শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি। তত্র শতং হিমা ইত্যেতদ্ব্যাখ্যেয়মন্ত্রস্যপ্রতীকং। অবশিষ্টন্তু তস্য তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং! মন্ত্রস্যাবিবক্ষিতার্থত্বে তু কিং নাম তাৎপর্য্যং মন্ত্রে ব্যাখ্যায়তে। তস্মাদ্বিবক্ষিতার্থা মন্ত্রাঃ প্রয়োগকালে স্বার্থ-প্রকাশনায়ৈবোচ্চারয়িতব্যাঃ ॥

তত্র সংগ্রহশ্লোকৌ।

মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষূত পুরোডাশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ।
ন তত্তানস্য দৃষ্টত্বাদ্দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ ॥ ২ ॥

কথিত হইয়াছে; যথা,—"মাতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, পিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।" এস্থলে চিন্তা করা উচিত যে, এখানে কি তাহাদের শরীর-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে?—অথবা, মাতৃপিতৃ এই শব্দ-বৃদ্ধি নিষিদ্ধ হইতেছে? একবচনান্ত মাতৃ-শব্দের "মাতরৌ" এইরূপ দ্বিবচন এবং "মাতরঃ" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ হইলে শব্দবৃদ্ধি হয়। শরীর-বৃদ্ধির নিষেধ করিতেও পারা যায় না। কেন-না, বাল্য-কৌমার-যৌবনাদি বয়সানুসারে শরীরের বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং অবশেষে শব্দ-বৃদ্ধিরই নিষেধ হইল। মাতৃপিতৃ শব্দের বিশেষভাবে বৃদ্ধি-নিষেধ-হেতু "এনং"—এই অন্য একটি শব্দের অর্থানুসারে বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে। সেস্থলে যদি অর্থ বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে পশু-দ্বিত্বে দ্বিবচন এবং পশু-বহুত্বে বহুবচনের কিরূপ 'উহ' হয়। অতএব মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ,—ইহা স্থির নিশ্চয়। এই জন্যই "বিধিশব্দাচ্চ" সূত্র-দ্বারা অন্য কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।

মন্ত্রব্যাখ্যারূপ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী শব্দকে বিধি-শব্দ বলে। সেই বিধি-বাক্য, "শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি জীব্যাস্মেত্যেবৈতদাহেতি"—এইরূপভাবে পঠিত হয়! এ স্থলে "শতং হিমাঃ" এই যে অংশ, এটিতে যে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, তাহারই প্রতীক অর্থাৎ একদেশ। উক্ত মন্ত্রের অবশিষ্টভাগে ("শতং বর্ষাণি জীব্যাস্ম" এই অংশে) উহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা আছে। সে তাৎপর্য্য এই,—আমরা শত শত বৎসর জীবিত থাকি। মন্ত্রের অর্থ যদি অবিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রে কি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতে পারে? অতএব মন্ত্র-সমূহ বিবক্ষিতার্থ। মন্ত্র-প্রয়োগ-সময়ে সেই স্বীয় বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিবার জন্যই মন্ত্র-সমূহ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে দুইটি সংগ্রহ-শ্লোক বিদ্যমান আছে। যথা,—

নন্বস্তু মন্ত্রভাগস্য প্রামাণ্যং। ব্রাহ্মণভাগস্য তু ন তদ্যুজ্যতে। তথাহি। দ্বিবিধং ব্রাহ্মণং। বিধিরর্থবাদশ্চেতি। তথা চাপস্তম্বঃ। কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি। ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদ ইতি। বিধিরপি দ্বিবিধঃ। অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনমজ্ঞাতজ্ঞাপনং চেতি। আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্ব্বপতি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যাদ্যাঃ কর্ম্মকাণ্ডগতবিধয়োঽপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তকাঃ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যাদয়ো ব্রহ্মকাণ্ডগতা অজ্ঞাতজ্ঞাপকাঃ॥ তত্র কর্ম্মকাণ্ডগতানাং জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদ্গবীধুকযবাগ্বা বেত্যাদিবিধীনাং নাস্তি প্রামাণ্যং। প্রবৃত্ত্যযোগ্যদ্রব্যবিধানেন সম্যগনুভবসাধনত্বাভাবাৎ। অযোগ্যত্বং চ বাক্যশেষে সমাম্নাতং। অনাহুতির্বৈ জর্ত্তিলাশ্চ গবীধুকাশ্চেতি তত্র হি আরণ্যতিলানামারণ্যগোধূমানাং চাহুতিদ্রব্যত্বং নিষিদ্ধং। তস্মাদ্বাধিতো জর্ত্তিলাদিবিধিরপ্রামাণ্যং। এবমৈতরেয়তৈত্তিরীয়াদিব্রাহ্মণেষু তত্তন্নাদৃত্যং তত্তথা ন কার্য্যমিতি বাক্যাভ্যাং বহবো বিধয়ো নিষিদ্ধাঃ। অপি চৈতরেয়ব্রাহ্মণেঽনুদিতহোমং বহুধা নিন্দিত্বা তস্মাদুদিতে হোতব্যমিত্যসকৃন্নিগমিতং। তৈত্তিরীয়াশ্চ তথৈবামনন্তি। যদনুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ উভয়মেবাগ্নেয়ং স্যাৎ। উদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহোতীতি। পুনরপি ত এবোদিতহোমে দোষমামনন্তি। যদুদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াদ্ যথাতিথয়ে প্রদ্রুতায় পশূনপায়াবসথায়াহার্য্যং হরন্তি তাদৃগেব তদিতি। তথৈবাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতীতি বিধির্নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতীতি নিষেধেন বাধ্যতে। জ্যোতিষ্টোমাদিষ্বপ্যনুষ্ঠানানন্তরমেব চ স্বর্গাদিফলং নোপলভ্যতে। ন হি ভোজনানন্তরং তৃপ্তেরনুপলম্ভোঽস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মবিধিষু প্রামাণ্যং দুঃসম্পাদং ॥

"মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেষ্বত পুরোড়াশপ্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মণেনাপি তদ্ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ। ন তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাদদৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ" ॥ ২ ॥

ইহাদের অর্থ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

"উরুপ্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র-সমূহ কি অদৃষ্টার্থমূলক ?—অথবা, যজ্ঞে পুরোডাশ প্রথনের ব্যঞ্জক ? ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র-সমূহের পুরোডাশ প্রথনাদি অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া মন্ত্র-পাঠে যে পুণ্য হয়, তাহাও বলা যায় না। কেন-না, মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে তাহার প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদৃষ্ট-প্রয়োজন অপেক্ষা দৃষ্ট-প্রয়োজন অঙ্গীকার করা ভাল। সুতরাং, অর্থবোধের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করা হইয়া থাকে,—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উচ্চারণ-মাত্রই মন্ত্রের প্রকৃতার্থ উপলব্ধ হয় বলিয়া, যদি মন্ত্রভাগ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার কর; তাহা হইলে ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বিধি ও অর্থবাদ ভেদে ব্রাহ্মণভাগ দ্বিবিধ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ কর্ম্মের বিধিই ব্রাহ্মণ-সমূহ এবং উক্ত ব্রাহ্মণ-সমূহের শেষভাগই অর্থবাদ। বিধিও আবার দ্বিবিধ; যথা,—অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তন ও অজ্ঞাতজ্ঞাপন। "দীক্ষণীয়েষ্টিতে (যজ্ঞ-বিশেষে) অগ্নিদেবতা ও বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ নির্ব্বপন (হবির্দ্দান) করিবে।" কর্ম্মকাণ্ডগত এইরূপ বিধি সকল অপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তক নামে অভিহিত হয়। "সর্ব্বাগ্রে এই দৃশ্যমান জগৎ একমাত্র আত্মরূপেই ছিল"—ইত্যাদি ব্রহ্মকাণ্ডগত বিধি-সমূহকে অজ্ঞাত-জ্ঞাপক বিধি কহে। "জর্ত্তিল যবাগূ (বনজাত তিলমিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে," "গবীধুক যবাগূ (আরণ্যগোধূম-মিশ্রিত যবমণ্ড) দ্বারা হোম করিবে" ইত্যাদি

অজ্ঞাতজ্ঞাপকেষু ব্রহ্মবিধিষ্বপি পরস্পরবিরোধান্নাস্তি প্রামাণ্যং। আত্মা বা ইদমেক-এবাগ্র আসীদিত্যৈতরেয়িণ আমনন্তি। অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি তৈত্তিরীয়কাঃ। সোঽয়ং বিরোধঃ। তস্মাদ্বেদে বিধিভাগঃ সর্ব্বোঽপ্যপ্রমাণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ॥

অস্ত্বেব জর্ত্তিলাদিবিধেরপ্রামাণ্যং তদর্থস্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। অনুষ্ঠেয়স্ত্বর্থ উপরিষ্টনেহ-জাক্ষীরেণ জুহোতীতি বাক্যে বিধীয়তে। তৎপ্রশংসার্থমত্র জর্ত্তিলাদিকমনূদ্য নিন্দ্যতে। যথা গবামশ্বানাংচ প্রশংসার্থমপশবো বা অন্যে গোঽশ্বেভ্য ইতি বাক্যেনার্থবাদরূপেণ অজাদীনাং পশুত্বং নিন্দ্যতে তদ্বৎ। এবং তর্হ্যজাদের্যথা বস্তুতঃ পশুত্বমস্তি তথা জর্ত্তিলাদিবিধিরত্র নিন্দ্যমানোঽপি ক্বচিচ্ছাখান্তরে ভবেদিতি চেৎ। ভবতু নাম প্রামাণ্যমপি

কর্ম্মকাণ্ডগত বিধির প্রামাণ্য নাই। কারণ, এস্থলে প্রবৃত্তির অযোগ্য দ্রব্যের বিধান হইয়াছে বলিয়া সম্যক্-জ্ঞান সাধিত হইতেছে না। উহা যে কোনও প্রবৃত্তির যোগ্য নয়, তাহা বিধিবাক্যের শেষে কথিত হইয়াছে। জর্ত্তিল ও গবীধুক আহুতিযোগ্য দ্রব্য নহে; যেহেতু, সে স্থলে জর্ত্তিল শব্দের অর্থ, আরণ্য তিল এবং গবীধুক শব্দের অর্থ, আরণ্য-গোধূম হওয়ায় তাহারা আহুতি-দ্রব্য হইতে পারে না। তজ্জন্য সেই জর্ত্তিলাদি দ্বারা—আহুতি প্রদান বাধিত হইতেছে বলিয়া, উক্ত বিধির প্রামাণ্য নাই। এইরূপ ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ "তাহা আদরণীয় নহে" ও "তাহা সেইরূপ করা কর্ত্তব্য নয়" এই দুইটি বাক্য দ্বারা বহু বিধির নিষেধ করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণও বলিয়াছেন যে, "সূর্য্য উদিত না হইলে হোম করা বহুধা নিন্দনীয়।" "সুতরাং সূর্য্যোদয় হইলেই হোম করিবে",—এইরূপ অর্থ পুনঃ পুনঃ অবগত হওয়া যায়। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও সেইরূপ বলিয়াছেন যে, "প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে "হোম করিবে", "প্রাতঃকালে অনুদিত সূর্য্যে হোম করিবে"। উক্ত বাক্যদ্বয়ে এতদুভয়বিধ হোমই আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি-সম্পর্কীয়। সেই তৈত্তিরীয়গণই পুনরায় উদিত সূর্য্যে হোমের দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাতঃকালে উদিত সূর্য্যে হোম করা নিন্দনীয়। প্রত্যাখ্যাত হইয়া পলায়িত অতিথির জন্য ভিক্ষাদি আহার্য্য-দ্রব্য লইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করা যেরূপ নিন্দাজনক; সেই মত্রে ঐ উদিত-সূর্য্যে হোমকরণ সেইরূপ নিন্দাজনক। এইরূপ "অতিরাত্রে ষোড়শী (সোমরসযুক্ত যজ্ঞপাত্রবিশেষ) গ্রহণ করে" এই বিধি, "অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করে না"—এই নিষেধ দ্বারা বাধিত হইয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও অনুষ্ঠানের পরই স্বর্গাদি-রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যেমন আহারান্তে তৃপ্তি-লাভ করা যায়; তদ্রূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানান্তেই স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যাউক,—এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম-বিধিতে প্রামাণ্য-সম্পাদন করা অতীব দুরূহ। পরস্পর বিরোধ থাকার কারণ, অজ্ঞাতজ্ঞাপক ব্রহ্মবিধিরও প্রামাণ্য নাই। ঐতরেয়িগণ বলিয়া থাকেন যে, "সর্ব্বপ্রথমে এই জগৎ আত্মা (ব্যাপক) রূপে ছিল।" তৈত্তিরীয়গণ বলেন—"অগ্রে এই জগৎ অসৎ (অনিত্য) ভাবে ছিল।" এস্থলে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। এই জন্য বেদে, বিধিভাগ-সমূহই অপ্রামাণ্য এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলিতে পারা যায়,—জর্ত্তিলবিধি সম্পাদন জন্য, জর্ত্তিলাদি দ্রব্য দ্বারা হোমকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া, জর্ত্তিলাদি-বিধি অপ্রামাণ্য হউক। কিন্তু

তচ্ছাখাধ্যায়িনং প্রতি ভবিষ্যতি। যথা গৃহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধমপি পরান্নভোজনমাশ্রমান্তরেষু প্রামাণিকং তদ্বৎ। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বত্র পরস্পরবিরুদ্ধৌ বিধিনিষেধৌ পুরুষভেদেন ব্যবস্থাপনীয়ৌ যথা মন্ত্রেষু পাঠভেদঃ। শাখাভেদেন ব্যবস্থিত্বাৎ তৈত্তিরীয়া বায়বস্থোপায়বস্থেতি মন্ত্রমামনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু অপায়বস্থেত্যেতং ভাগং নামনন্তি। প্রত্যুত শতপথব্রাহ্মণে স ভাগোঽনূদ্য নিরাকৃতঃ। তথা সূক্তবাগ্মন্ত্রে শাখান্তরপাঠং নিরাকৃত্য পাঠান্তরং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি যদ্ব্রূয়াৎ সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চেতি প্রমাযুক্তো যজমানঃ স্যাদিতি নিরাকরণং। সূপচরণা চ স্বধিচরণা চেত্যেবং ব্রূয়াদিতি পাঠান্তরোপদেশঃ। তত্রানুষ্ঠাতৃপুরুষভেদেন ব্যবস্থা। তদ্বিধিষু দ্রষ্টব্যং ষোড়শিগ্রহণাদিদূষণং তু অশ্রুতমীমাংসাবৃত্তান্তস্য তত্রৈব শোভতে। পূর্ব্বমীমাংসায়াং দশমাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণবিকল্পো নির্ণীতঃ। দ্বিতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমপাদে কালান্তরভাবিফলসিদ্ধ্যর্থমপূর্ব্বং নির্ণীতং। তদ্বদুত্তরমীমাংসায়াং প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেরিত্যস্মিন্ সূত্রে জগৎকারণে পরমাত্মনি শ্রুতের্বিপ্রতিপত্তির্নিরাকৃতা। দ্বিতীয়স্যা-

---

"অজাক্ষীর দ্বারা হোম করিবে"—এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যে অনুষ্ঠেয় হোম-কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে। অজাক্ষীরের প্রশংসার জন্যই, এখানে জর্ত্তিলাদির নিন্দা হইতেছে। যেমন গো এবং অশ্বের প্রশংসা করিতে হইলে, গো এবং অশ্ব ভিন্ন অপর পশুগুলি অ-পশু, এই অর্থবাদ-বাক্য দ্বারা ছাগাদির পশুত্বের নিন্দা করা হয়; তদ্রূপ এখানে জর্ত্তিলাদি সম্বন্ধেও সেই বিধি জানিতে হইবে। তাহা হইলে ছাগাদির যেমন বাস্তবপক্ষে পশুত্ব আছে; সেইরূপ জর্ত্তিলাদি-বিধি এস্থলে নিন্দনীয় হইলেও, কোন-না কোনও শাখায় তাহার প্রামাণ্য আছে,—যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই শাখাধ্যায়ীর নিকটই তাহা প্রামাণ্য হইবে।

যেমন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পরান্নভোজন নিষিদ্ধ হইলেও ভিক্ষাদি অন্য আশ্রমে প্রামাণিক বলিয়া কথিত হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ। এই নিয়মানুসারে সর্ব্বত্রই পরস্পরবিরুদ্ধ বিধি ও নিষেধ পুরুষভেদে ব্যবস্থিত হইবে—যেমন শাখাভেদে মন্ত্রের পাঠ-ভেদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ "বায়বস্থোপায়বস্থঃ"—এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাজসনেয়িগণ "উপায়বস্থঃ"—এই মন্ত্রাংশ পাঠ করেন না। প্রত্যুত শতপথব্রাহ্মণে ঐ অংশটি উদ্ধৃত করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়গণও সূক্তবাক্-মন্ত্রে শাখান্তরীয় পাঠকের নিরাকরণ করিয়া পাঠান্তর করিয়া থাকেন। "সূপাবসানা চ স্বধ্যবসানা চ"—"এইরূপ বলিলে যজমান ভ্রান্তিশূন্য-জ্ঞানযুক্ত হইবে", এই বাক্য দ্বারা ঐ পাঠের নিরাকরণ হয়। আবার "সূপচরণা চ স্বধিচরণা চ"—এইরূপ পাঠান্তরের উপদেশ আছে। সেস্থলে সেই বিধির অনুষ্ঠানকরণশীল পুরুষভেদে ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা হইলে যিনি কখনও মীমাংসা বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার নিকটেই বিধিবাক্যে দৃষ্ট ষোড়শিগ্রহণাদি দূষণীয় বলিয়া শোভা পায়। পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দশমাধ্যায়ের অষ্টম পাদে, ষোড়শী গ্রহণের ও অগ্রহণের বিকল্প অর্থাৎ সংশয় নির্ণয় করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ, এককালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি-কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইলে, অন্য কালে তাহায় ফলসিদ্ধি হয়।

ধ্যায়স্য প্রথমপাদারম্ভণাধিকরণে ত্বসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাদিতিসূত্রে তৈত্তিরীয়বাক্যগতস্যাসচ্ছব্দস্য ন শূন্যপরত্বং কিন্ত্বব্যক্তাবস্থাপরত্বমিতিনির্ণীতং। তথা জৈমিনিশ্চোদনাসূত্রে বিধিবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং ইতি প্রতিজ্ঞায়ৌৎপত্তিকসূত্রং তৎপ্রামাণ্যং সমর্থয়ামাস। ব্যাসোঽপি শাস্ত্রযোনিত্বসূত্রে বেদান্তানাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং প্রতিজ্ঞায় তত্তু-সমন্বয়াদিত্যাদিসূত্রৈঃ সামর্থয়ামাস। তস্মাদমীমাংসকস্য তব পূর্ব্বোক্তস্থানে এবং বিধন্যায়ো দুষ্পরিহরঃ। অতো বিধিভাগস্য প্রামাণ্যং সুস্থিতং। অর্থবাদভাগস্য প্রামাণ্যং মহতা প্রযত্নেন জৈমিনিঃ সমর্থয়ামাস। তৎসূত্রাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যত" ইতি॥ (১)॥ আম্নায়স্য সর্ব্বস্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনায় প্রবৃত্তত্বাদক্রিয়াপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং নাস্তি কশ্চিদ্বিবক্ষিতঃ স্বার্থঃ। তে চার্থবাদা এবমাম্নায়তে। সোঽরোদীদ্যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বং। স আত্মনো-বপামুদখিদৎ। দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্নিতি। যস্মাদীদৃশস্য বাক্যস্য বিবক্ষিতার্থঃ কশ্চিদপি নাস্তি তস্মাদিদং বাক্যমনিত্যমুচ্যতে। যদ্যপ্যনাদিত্বাৎ স্বরূপেণানি-

---

এইজন্যই "অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট" ইহার নির্ণয় করা হইয়াছে। তদ্রূপ উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থেও প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে "কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ"—এই সূত্রে 'জগৎকারণে পরমাত্মনি' অর্থাৎ জগতের হেতুভূত পরমাত্মা—এই শ্রুতির বিরোধ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে আরম্ভণাধিকরণে "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ"—এই সূত্রে তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের বাক্যমধ্যস্থ অসৎ শব্দ শূন্যার্থ নহে। উহার অর্থ—অব্যক্তারস্থা, সেস্থলে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। জৈমিনিও "চোদনা" এই সূত্রে বিধিবাক্যই ধর্ম্মে প্রমাণ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঔৎপত্তিক সূত্রে তাহার প্রামাণ্য-সমর্থন করিয়াছেন। ব্যাসদেবও "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ব্রহ্মেই বেদান্তশাস্ত্র-সমূহের প্রামাণ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং মীমাংসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তুমি পূর্ব্বে যেরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়াছ, অতিকষ্টেও তাহার পরিহার করা যায় না। তাহা হইলে এখন বেদের অন্তর্গত বিভাগের প্রামাণ্য সুন্দররূপে স্থিরীকৃত হইল। জৈমিনি অতি যত্নসহকারে অর্থবাদ-ভাগের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। সেই সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সেস্থলে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে।

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যত"—এই সূত্রের অর্থ এই যে, সমস্ত আম্নায় অর্থাৎ বেদ; কর্ম্মপ্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত বলিয়া, অক্রিয়াপ্রতিপাদক অর্থবাদ স্বকীয় কোনও বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করিতে পারে না। সেই সমর্থবাদ এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে; যথা—সে রোদন করিয়াছিল। রোদন করিয়াছিল বলিয়াই তাহার (রুদ্রের) রুদ্রত্ব। সে নিজের বপা অর্থাৎ মেদ উন্মূলিত করিয়াছিল। দেবগণ, দেবযজনকার্য্যে উদ্যোগী হইয়া দিকসমূহ জ্ঞাত হয়েন নাই। এইরূপ বাক্যের কোনও বিবক্ষিতার্থ নাই বলিয়া, বাক্য অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। দেববাক্য অনাদি বলিয়া, ঈদৃশ বাক্যের স্বরূপতঃ অনিত্যতা

ত্যত্বং নাস্তি তথাপি ধর্ম্মাববোধনলক্ষণস্য নিত্যকার্য্যস্যাভাবাদনিত্যৈঃ কাব্যালাপৈঃ সমানত্বাদপ্রমাণমিত্যর্থঃ। নন্দাহৃতানামর্থবাদানামনুষ্ঠেয়ে ধর্ম্মে প্রামাণ্যাভাবেঽপি স্বার্থপ্রামাণ্যমস্তু তৎপ্রত্যায়কত্বেন স্বতঃপ্রামাণ্যস্যাপবদিতুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যান্যেষু কেষুচিদর্থবাদেষু মানান্তরবিরোধদর্শনাদপ্রামাণ্যে সতি তদ্দৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামপ্যর্থবাদানামপ্রামাণ্যমিত্যভিপ্রেত্য সূত্রয়তি॥

"শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেতি"॥ (২)॥ শাস্ত্রবিরোধো দৃষ্টবিরোধঃ শাস্ত্রাদৃষ্টবিরোধ ইতি ত্রিবিধোঽর্থবাদেষূপলভ্যতে। তথাহি। স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিত্যত্র শ্রূয়মাণং মানসং চৌর্য্যং বাচিকমনৃতবদনং চ প্রতিষেধশাস্ত্রেণ বিরুদ্ধং। তস্মাদ্ধূমএবাগ্নের্দিবা দদৃশে নার্চ্চিস্তস্মাদর্চ্চিরেবাগ্নের্নক্তং দদৃশে ন ধূম ইত্যত্র দৃষ্টবিরোধঃ। তথা ন চৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বাস্মোঽব্রাহ্মণা বেত্যত্রাপি প্রত্যক্ষবিরোধঃ। কোহি তদ্বেদ যদমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা ন বেত্যত্র শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধঃ। স্বর্গকামো যজতেত্যাদি শাস্ত্রেহামুষ্মিকং ফলং দৃশ্যতে। তস্মাদ্বিরোধাদর্থবাদানামপ্রামাণ্যং। নন্থ সোঽরোদীদিত্যাদীনাং নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ স্তেনং মন

না থাকিলেও, অর্থবাদ বাক্যসমূহ হইতে ধর্ম্মজ্ঞান-লক্ষণ নিত্যকর্ম্ম সঞ্জাত হয় না। এ কারণ উহা অনিত্য কাব্যালাপের তুল্য। অতএব তাহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করা যায় না। উদাহৃত অর্থবাদবাক্যসমূহ, অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মে প্রামাণ্য না হয়, না হউক; কিন্তু স্ব স্ব অর্থে তো উহাদের প্রামাণ্য আছে! কারণ, স্বীয় অর্থ-বোধ করায় বলিয়া, উহাদের স্বতঃ-প্রামাণ্যের উপর বাধা দেওয়া যায় না। এই আশঙ্কা করায় অন্য কতকগুলি অর্থবাদ-বাক্যে প্রমাণান্তরের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তাহারা অপ্রামাণ্য হইলে, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা সমস্ত অর্থবাদ বাক্য অপ্রামাণ্য হইতে পারে,—এইরূপ বলিতে পারা যায়। সেই অভিপ্রায়েই "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অর্থবাদ-বাক্যসমূহের মধ্যে শাস্ত্রবিরোধ দৃষ্টবিরোধ এবং শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ,—এই বিরোধত্রয়ের উপলব্ধি হয়। উহাদের উদাহরণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"চৌর মন, মিথ্যাবাদিনী বাক্।" এস্থলে যে মনের চৌর্য্য এবং বাচক মিথ্যাকথন শ্রুতিগোচর হইতেছে, নিবেধ-শাস্ত্রের সহিত তাহার বিরোধ জন্মিতেছে। সুতরাং ইহা শাস্ত্রবিবোধ। "দিবায় অগ্নির ধূম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নিশিখা বা জ্যোতিঃ দেখা যায় না।" সেইরূপ, রাত্রিতে অগ্নির শিখাই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ধূম দেখা যায় না। এস্থলে দৃষ্টবিরোধ। "আমরা ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ—তাহা জানি না।" এখানেও প্রত্যক্ষবিরোধ হইতেছে, সুতরাং দৃষ্টবিরোধ। "যাহা পরলোকে আছে বা নাই, তাহা কে জানে?" এস্থলে শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধ। "স্বর্গকামী যাগ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রেও পারত্রিক ফল দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং বিরোধ থাকার জন্য অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। "সে রোদন করিয়াছিল" ইত্যাদি (অর্থবাদ) বাক্যের কোনও প্রয়োজন নাই। পরন্তু "স্তেয় মন" ইত্যাদি বাক্যেও বিরোধ বর্ত্তমান। সুতরাং তাহারা অপ্রামাণ্য হইলেও, ফলোৎপাদক অর্থবাদ বাক্য-সমূহের প্রাগুক্ত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার করা

ইত্যাদীনাং চ বিরোধাদপ্রামাণ্যেঽপি ফলপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং তদুভয়বৈলক্ষণ্যাদস্তু প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"তথাফলাভাবাদিতি" ॥ (৩) ॥ যথা মানান্তরবিরুদ্ধমর্থবাদৈরুক্তং তথা ফলমপ্যবিদ্যমানমেব তৈরুচ্যতে। তথা হি গর্গত্রিরাত্রং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। শোভতেঽস্য মুখং য এবং বদেতি। দর্শপূর্ণমাসয়োর্বেদাভিমর্শনং প্রকৃত্য শ্রূয়তে। আস্য প্রজায়াং বাগ্মী জায়তে য এবং বেদেতি। স চ বয়ং বেদিতৃণাং তৎফলমুপলভামহে ॥ নন্বৈহিকফলবাক্যানাং বিসম্বাদাদপ্রামাণ্যেঽপ্যামুষ্মিকফলবাক্যানামস্তু প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"অন্যানর্থক্যাদিতি" ॥ ৪) ॥ এবং হি শ্রূয়তে। পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি। পশুবন্ধযাজী সর্ব্বাংল্লোকানভিজয়তি। তরতি মৃত্যুং তরতি পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে। য উ চৈনমেবং বেদেতি। তত্রাগ্ন্যাধেয়গতয়া পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বকামপ্রাপ্তেরন্যান্যগ্নিহোত্রাদীন্যুত্তরকালীনান্যনর্থকানি স্যুঃ। তথা নিরূঢ়পশুবন্ধানুষ্ঠানেন সর্ব্বলোকা-

---

হউক ;—এই আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া "তথাফলাভাবাৎ", এই সূত্র করিতেছেন। অর্থবাদ যেমন প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থকে বলিয়া দেয় ; তদ্রূপ যাহাতে কোনও ফল নাই, এরূপ বাক্যকেও বুঝাইয়া থাকে।

বেদে গর্গত্রিরাত্র ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, যে এইরূপ জানে (অবগত হয়), তাহার মুখ শোভিত হয়। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে মুখ শোভা পায় না। এ হিসাবে উক্ত বাক্যফল মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যাবিহিত যাগত্রয়ে এবং পূর্ণমাস অর্থাৎ পূর্ণিমাবিহিত যাগত্রয়ে বেদসংস্পর্শে শুনিতে পাওয়া যায়,—যে ইহা জানে, তাহার সন্তান-সন্ততিগণ পরাক্রমশালী হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা জ্ঞাপকদিগের সেরূপ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। ঐহিক-ফলদায়ক বাক্যসমূহের বিচ্ছেদ-হেতু প্রামাণ্য না থাকিলেও পারত্রিক ফলদায়ক (অর্থবাদ) বাক্য-সমূহের প্রামাণ্য পরিগৃহীত হউক ;—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া, "অন্যানর্থক্যাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ণাহুতি দ্বারা সমস্ত কামনা লাভ করা যায়। পশুবন্ধ-যাগকারী সকল লোককে সম্যক্‌রূপে জয় করিয়া থাকেন। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি মৃত্যুর কবলে পতিত হন না। তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সে স্থলে অগ্নিস্থাপনান্তর্গত পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনা লাভ করিতে পারিলে, তৎপরবর্ত্তী অগ্নিহোত্রাদি অন্য কার্য্যকলাপ নিরর্থক হয়। রূঢ়্যর্থ-প্রতিপন্ন পশুবন্ধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল লোককে জয় করিতে পারা যায় বলিয়া, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানও বৃথা হইয়া পড়ে। বেদাধ্যয়ন-কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় ;—এই হেতু কর্ম্মকালে পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বৃথা হইয়া যায়। সুতরাং পারত্রিক ফলদায়ক (অর্থবাদ) বাক্য-সমূহেরও প্রামাণ্য নাই। আচ্ছা, ফলপ্রদ বাক্য-সকলের প্রামাণ্য না থাকে, না থাকুক ; কিন্তু নিষেধ-বাক্যগুলির মধ্যে বিরোধ না থাকায় তাহাদের প্রামাণ্য

ভিজয্যাজ্জ্যোতিষ্টোমাদীনামানর্থক্যং। অধ্যয়নকালীনেনৈবাশ্বমেধবেদনেন ব্রহ্মহত্যাদিতরণাত্তদনুষ্ঠানং ব্যর্থং স্যাৎ। তস্মাদামুষ্মিকফলবাক্যানামপ্যপ্রামাণ্যং॥ ননু মাভূৎ ফলবাক্যানাং প্রামাণ্যং। তথাপি নিষেধবাক্যেষু বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"অভাগিপ্রতিষেধাদিতি" ॥ (৫) ॥ ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরীক্ষে ন দিবীত্যত্রান্তরীক্ষস্য চ দিবশ্চ প্রতিষেধভাগিত্বং নাস্তি তত্র চয়নপ্রসঙ্গস্যৈবাভাবাৎ। মাভূত্তর্হি নিষেধানাং প্রামাণ্যং। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যাদীনাং পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাভিধায়িনাং বিরোধানুপলম্ভাদস্ত প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি॥

"অনিত্যসংযোগাদিতি" ॥ (৬) ॥ ববরাদিস্বরূপেণ অনিত্যত্বেনার্থেন সংযোগে সত্যস্য বাক্যস্য ততঃ পূর্ব্বাভাবাৎ কালিদাসাদিবাক্যবৎ পৌরুষেয়ত্বং প্রসজ্যেত। কিং বহুনা। সর্ব্বথাপি নাস্ত্যেবার্থবাদানাং প্রামাণ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি। "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যু" রিতি॥ (৭) ॥ তু শব্দোঽর্থবাদানামপ্রামাণ্যং বারয়তি। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেত্যেবমাদীনামর্থবাদানাং বায়ব্যং

আছে, এ কথা বলা যাউক ;—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "অভাগিপ্রতিষেধাৎ" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর সমর্থন করা হইতেছে।

"পৃথিবীতে অগ্নি-সংগ্রহ করিবে না, অন্তরীক্ষেও নহে, দ্যুলোকেও নহে" প্রভৃতি নিষেধবাক্যে অন্তরীক্ষাদির প্রতি নিষেধভাগিতা আরোপিত হয় নাই। সে সকল স্থলে অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে অগ্নি সংগ্রহের প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং সে সকল স্থলে নিষেধাদেশ বৃথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়,—বেদান্তর্গত অর্থবাদ অংশের নিষেধ-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য না আছে, ক্ষতি নাই ; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্তাধিকারী "প্রবাহণের পুত্র প্রাবাহণি ববর কামনা করিয়াছিলেন,"—এই বাক্যে কোনও বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না ; সুতরাং তাহা প্রামাণ্য। এতৎসিদ্ধান্ত-খণ্ডনে "অনিত্যসংযোগাৎ" সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

ববরাদিস্বরূপ অনিত্যার্থের সহিত (নিত্যস্বরূপ) এই বেদ-বাক্যের সংযোগ আছে। সেইজন্য তাহার পূর্ব্বে বেদবাক্য ছিল না বলিয়া, কালিদাসাদি বাক্যের ন্যায় বেদবাক্য পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষরচিত,—এইরূপ আপত্তি উত্থিত হয়। অধিক কথার প্রয়োজন কি ? সর্ব্বতোভাবেই বেদের অর্থবাদিতার প্রামাণ্য নাই। এস্থলে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন।

অতঃপর "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যুঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হইতেছে। সূত্রস্থ তু শব্দ দ্বারা অর্থবাদের অপ্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতেছে। "বায়ুদৈবত শ্বেত ছাগল আলম্ভন করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত, "বায়ুই ক্ষিপ্রগামী দেবতার মধ্যে প্রধান" ইত্যাদিরূপ অর্থবাদবাক্য-নিচয়ের একবাক্যত্ব আছে বলিয়া, উহাদের (অর্থবাদ বাক্য-সমূহের) ধর্ম্মে প্রামাণ্য আছে। অর্থবাদ বাক্য-সমূহের অপেক্ষা না রাখিয়া বিধিবাক্যের পদান্বয় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থবাদ বাক্য-সমূহের উপযোগিতা নাই, —এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নয়। কেন-না, সেই অর্থবাদ বাক্য-সমূহ পুরুষেচ্ছাসাপেক্ষ বিধি-বাক্যসমূহের স্তুতি-ব্যাপারে উপযোগী হয়। পুরুষ স্তুতি দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বিধি-

শ্বেতমালভেতেত্যাদিনা বিধিনা সহৈকবাক্যত্বাদস্তি ধর্ম্মে প্রামাণ্য। ন চ বিধিবাক্যস্যার্থবাদনৈরপেক্ষ্যেণ পদান্বয়সম্পূর্ত্তেস্তত্রার্থবাদানাং নাস্ত্যপযোগ ইতি শঙ্কনীয়ং। তে হ্যর্থবাদাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিমাকাঙ্ক্ষাং বিধীনাং স্তুত্যর্থত্বেনোপযুক্তাঃ স্যুঃ। স্তুত্যা চ প্রলোভিতঃ পুরুষস্তত্র প্রবর্ত্ততে। নন্বর্থবাদানাং প্রমাদপঠিতত্বেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ কিমনেনৈকবাক্যতা প্রয়াসেনেত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

"তুল্য চ সাম্প্রদায়িকমিতি" ॥ (৮) ॥ অনধ্যায়বর্জ্জনাদিনিয়মপুরঃসরং গুরুসম্প্রদায়াদধ্যয়নং যৎ তৎসাম্প্রদায়িকং। তচ্চ বিধীনামর্থবাদানাং চ সমানং। তস্মাদ্বিধিবদেতেষামপিপ্রমাদপাঠো ন ভবতি। ননু শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চেত্যেবমর্থবাদেষ্বনুপপত্তিরুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

"অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত" ইতি ॥ (৯) ॥ তন্ত্রবার্ত্তিকে ত্বেতৎসূত্রমধ্যাহৃত্য ত্রিধা ব্যাখ্যাতং। অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং। অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ। অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিমিতি। স্তেয়ং মন ইত্যাদৌ শাস্ত্রবিরোধাদনুপপত্তিরপ্রাপ্তা প্রয়োগস্যানুক্তত্বাৎ। প্রয়োগে হি স্তেয়াদীনামুচ্যমানে শাস্ত্রবিরোধঃ স্যাৎ। ন চাত্র স্তেয়ং

বোধিত কার্য্যে—প্রবৃত্ত হন। প্রমাদ-পাঠ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহ উপেক্ষার্হ; সুতরাং বিধি ও অর্থবাদের একবাক্যতা নিষ্পন্ন করিবার প্রয়াস পাওয়ার আবশ্যক কি? এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায়, "তুল্যং চ সাম্প্রদায়িকং" এই সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইতেছে। অনধ্যায় দিবসে পাঠ নিষেধ ইত্যাদিরূপ নিয়মপূর্ব্বক গুরুসম্প্রদায় হইতে যে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলে। উহা বিধি ও অর্থবাদের সমান। সেই হেতু বিধি-বাক্যের ন্যায় অর্থবাদ বাক্যের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ হইতে পারে না। শাস্ত্রদৃষ্ট বিরোধ-হেতু অর্থবাদ বাক্যসমূহে অনুপপত্তি কথিত হইয়াছে। কিন্তু তদুত্তরে কিরূপ যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে,—এই আশঙ্কায়, অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ প্রয়োগে হি বিরোধঃ স্যাচ্ছব্দার্থস্ত্বপ্রয়োগভূতস্তস্মাদুপপদ্যেত"—এই সূত্র-দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইতেছে।

তন্ত্রবার্ত্তিকে এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ইহার তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং "অপ্রাপ্তাং চানুপপত্তিং" "অপ্রাপ্তা চানুপপত্তিঃ" ও "অপ্রাপ্তং চানুপপত্তিং"—এইরূপ ত্রিবিধ পাঠ পরিগৃহীত হইয়াছে। "স্তেয়ং মনঃ" ইত্যাদি স্থলে প্রয়োগের উক্তি না থাকায় শাস্ত্র-বিরোধ-হেতু অনুপপত্তির প্রাপ্তি হয় নাই। স্তেয়াদির প্রয়োগ উক্ত হইলে, শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। এস্থলে "স্তেয়ং কর্ত্তব্যং" অর্থাৎ "চুরি করিবে"—এরূপ প্রয়োগ বলা হয় নাই। কিন্তু স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্য শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে। স্তেয় শব্দার্থ প্রয়োগভূত নহে। সুতরাং কেবলমাত্র শব্দার্থ-কথন দ্বারা শাস্ত্রীয় বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় না। সেই হেতু অর্থবাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল। অর্থবাদ-সমূহ, বিধিসমূহের স্তুত্যর্থরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে—এরূপ বলিলে, বৈয়ধিকরণ্য দোষ হইয়া পড়ে। "বেতসশাখা (বেত্রশাখা) ও অবকা (শেওলা) দ্বারা বিকর্ষণ করিতেছে" এবং "জল প্রসন্ন ও মঙ্গলবিধায়ক" ইত্যাদি স্থলে বেতস ও অবকার বিধান এবং জলের

কর্ত্তব্যমিতি প্রয়োগ উচ্যতে কিন্তু স্তেনশব্দার্থ এবোচ্যতে ন চ শব্দার্থঃ প্রয়োগভূতঃ। তস্মাচ্ছব্দার্থবচনমাত্রেণ শাস্ত্রবিরোধাভাবাদয়মর্থবাদ উপপন্ন এব। নন্বু স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিতি যদুক্তং তদসদ্বৈয়ধিকরণ্যাৎ। বেতসশাখয়া চাবকাভিশ্চাগ্নিং বিকর্ষত্যাপো বৈ শান্তাং ইত্যত্র বেতসাবকে বিধীয়েতে আপশ্চ স্তূয়ন্ত ইতি বৈয়ধিকরণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

"গুণবাদস্তিতি" ॥ ১০ ॥ তু শব্দো বৈয়ধিকরণ্যদোষং বারয়তি। গুণবাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। যথা লোকে কাশ্মীরাভিজনো দেবদত্তঃ কাশ্মীরদেশেষু স্তূয়মানেষু স্তুতমাত্মানং মন্যতে। এবমত্রাপ্যদ্ভ্যো জাতে বেতসাবকে অপ্সু স্তুতাসু স্তুতে এব ভবতঃ। শান্তাভ্যোঽদ্ভ্যো জাতত্বাদ্বেতসাবকে স্বয়মপি শান্তে সত্যৌ যজমানস্যানিষ্টং শময়ত ইত্যেতাদৃশস্য গুণস্য বাদোঽত্রাভিপ্রেতঃ। সোঽরোদীদিত্যত্রাপি রজতস্য পতিতাশ্রুরূপত্বাদ্রজতদানে গৃহেঽপি রোদনপ্রসঙ্গাদ্ বর্হিষি রজতং ন দেয়মিতি তন্নিষেধেন বিধেয়েনার্থবাদস্যৈকবাক্যত্বং। তত্র রজতদানাভাবে রোদনাভাবরূপো গুণোঽত্র বিবক্ষিতঃ। তেন চ গুণেন রজতদাননিবারণরূপো বিধিঃ স্তূয়তে। যদ্যপি রজতস্যাশ্রুপ্রভবত্বমত্যন্তমসৎ। তথাপি যথোক্তরীত্যা বিধেঃ স্তুতিঃ সম্পদ্যতে। যঃ প্রজা-

---

স্তুতি করা হইতেছে; সুতরাং বৈয়ধিকরণ্য দোষ হয়,—এই আশঙ্কা করিয়া, "গুণবাদস্তু" সূত্র দ্বারা তাহার মীমাংসা সমর্থিত হইতেছে।

সূত্রস্থ তু শব্দ বৈয়ধিকরণ্য দোষ নিবারণ করিতেছে। এস্থলে গুণবাদই বক্তব্যরূপে অভীষ্ট। লৌকিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়—কাশ্মীর-দেশ স্তুতি-প্রাপ্ত হইলে কাশ্মীর-দেশে সঞ্জাত দেবদত্ত যেমন আপনাকে স্তুত বলিয়া মনে করে; সেইরূপ জল স্তুতি প্রাপ্ত হইলে জলজাত বেতস এবং অবকাও স্তুতি প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, তাহারা স্তুতি-বিষয়ীভূত নির্ম্মল জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেতস ও অবকা প্রভৃতি নিজে শান্ত অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়া, যজমানের অনিষ্ট নিবারণ করে, ইত্যাকার গুণবাদ অর্থাৎ প্রশংসাকথন এস্থলে অভিপ্রেত। "সে রোদন করিয়াছিল";—এস্থলেও পতিতাশ্রুই রজতের রূপ বলিয়া, রজতদান করিলে গৃহেও রোদনের প্রসক্তি (সম্ভাবনা) হয়। এইজন্য "অগ্নিতে রজত দেওয়া উচিত নয়"—এই নিষেধ-বিধির সহিত অর্থবাদের একবাক্যতা হইতেছে। সেস্থলে রজত দানের অভাব-হেতু রোদনাভাবরূপ গুণ অভীষ্ট হইতেছে। সেই গুণ-দ্বারাই রজতদান-নিষেধরূপ বিধি স্তুত অর্থাৎ প্রশংসিত হইতেছে। যদি বল, রোদনকালীন অশ্রু হইতে রজত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ খুব স্থূল কথা; তাহা হইলেও যথোক্তরীতি অনুসারে বিধির স্তুতি সম্পন্ন হইতেছে। "যে সন্তান-সন্ততি কামনা করিবে এবং যে পশুকামনা করিবে, সে এই প্রজাপতি-দেবতা-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ ছাগপশু আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিবে"—এই বিধি "প্রজ্ঞাপতি নিজের মেদ উৎপাটিত করিয়াছিলেন" তদ্দ্বারা স্তুত হইতেছে। যেহেতু, প্রজাপতি নিজের মেদ উৎপাটন-পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করায়, তাঁহা হইতে উত্তম পবিত্র ছাগপশু সঞ্জাত হয়। সেই ছাগকে নিজের জন্য আলম্ভন (হত্যা) করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সন্তান সন্ততি ও পশু লাভ করিয়াছিলেন। সেই হেতু, এই তূপর শব্দ প্রজঃ ও পশ্বাদির

কামঃ পশুকামঃ স্যাৎ স এনং প্রাজাপত্যমজং তূপরমালভেতেত্যয়ং বিধিঃ প্রজাপতিবপোৎখেদেন স্তূয়তে। যস্মাৎ প্রজাপতিঃ স্ববপামপ্যুৎখিদ্যাগ্নৌ প্রহৃত্য ততো জাতং তূপরমজমাত্মার্থমালভ্য প্রজাঃ পশূংশ্চ লব্ধবান্ তস্মাৎ প্রজাদিসম্পাদকোঽয়ং তূপর ইতি তূপরগুণস্য বাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুরিত্যেষ বিধির্দিশো ন প্রাজানন্নিত্যনেন দিগ্‌মোহেন স্তূয়তে। যদীয়মদিতির্দেবতা দিগ্‌মোহনমপনীয় দিগ্বিশেষং জ্ঞাপয়তি। তথা বহুবিধকর্ম্মসমুদায়রূপে সোমযাগেঽনুষ্ঠানবিষয়ং ভ্রমমপনয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যেবমদিতিদেবতাগতস্য গুণস্য বাদোঽত্র বিবক্ষিতঃ। স্বকীয়বপোৎখেদো দেবযজনাধ্যবসানমাত্রেণ দিগ্‌মোহশ্চেত্যুভয়মস্তু বা মা বা। সর্ব্বথাপি স্তুতিপরত্বমভ্যুপগচ্ছতামস্মাকং ন কিঞ্চিদ্ধীয়তে। শিখা তে বর্দ্ধতে বৎস গুড়ূচীং শ্রদ্ধয়া পিবেত্যাদাববিদ্যমানেনাপ্যর্থেন লোকে স্তুতিদর্শনাৎ। অথ পূর্ব্বপক্ষিণা শাস্ত্রবিরোধং দর্শয়িতুং যমুদাহৃতং স্তেনং মনোঽনৃতবাদিনী বাগিতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

সম্পাদক হইতেছে। এইভাবে এস্থলে তূপর শব্দের গুণকথন বিবক্ষিত (সিদ্ধ) হইতেছে। "দিক্‌সকলকে জ্ঞাত হয়েন নাই" ইত্যাকার দিগ্বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অর্থবাদ দ্বারা, আদিত্যঃ প্রায়ণীয়শ্চরুঃ "অদিতি দেবতার চরু আরম্ভ করিবে" এই বিধি স্তুত হইতেছে। যেমন এই অদিতি দেবতা দিগ্বিষয়ক অজ্ঞানতার নিরাকরণ করিয়া, দিগ্বিশেষকে জানাইবার জন্য তৎসম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান প্রদান করিতেছেন; তেমনি তিনি বহুবিধ কর্ম্মের সমবায়রূপ সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ক ভ্রম যে অপনয়ন করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ, অদিতি দেবতা যে সকল গুণে গুণান্বিত, তাহার সেই সকল গুণ-কথনই এস্থলে অভীপ্সিত। স্বকীয় মেদ-উৎপাটন এবং দেবযজন-কার্য্যে ঐকান্তিকতার আতিশয্য-হেতু যে দিগ্‌ভ্রম,—এই উভয়বিধ ব্যাপার সম্ভাবিত হউক, আর নাই হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পরন্তু যদি সর্ব্বতোভাবে অর্থবাদের স্তুতিপরত্ব স্বীকার করিয়া লই, তাহাতেও কোনও ক্ষতি-সম্ভাবনা দেখি না। "হে বৎস! তোমার শিখা বর্দ্ধিত হইয়াছে; অতএব শ্রদ্ধাসহকারে গুলঞ্চরস পান কর;"—ইত্যাদি স্থলে, অর্থ (শিখাবৃদ্ধিরূপ) বিদ্যমান না থাকিলেও, মানবমাত্রেই গুলঞ্চরস পানের প্রশংসা করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা, অর্থবাদে শাস্ত্র-বিরোধ দেখাইতে গিয়া, "স্তেনং মনঃ", "অনৃতবাদিনী বাক্" প্রভৃতি যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, "রূপাৎ প্রায়াৎ" সূত্রদ্বারা, উহার উত্তর সমর্থিত হইতেছে।

"হস্তে স্বর্ণ হইলে পরে গ্রহণ করিবে"—এই বিধির স্তুতির জন্যই, অর্থবাদ কথিত হইতেছে। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়,—"ঋষিতে দরকার কি? দেবদত্তকে পূজা কর।" এস্থলে যেমন দেবদত্ত-পূজার স্তুতি বা প্রাধান্য-খ্যাপন জন্যই ঋষি-পূজায় ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য উপন্যস্ত বা প্রদর্শিত হইয়াছে;—কিন্তু ঋষির পূজ্যত্বের অর্থাৎ ঋষি যে পূজার্হ, উপাসনার সামগ্রী, তাহা যেমন নিষেধ করা হইতেছে না; সেইরূপ এখানেও হস্তে হিরণ্য গ্রহণের প্রশংসা-খ্যাপন জন্য মনের চৌর্য্য এবং বাক্যের মিথ্যাবাদিত্ব উপন্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত হইতেছে না। সে স্থলে গুণকথন দ্বারা শব্দার্থ যোজনা করা বিধেয়। চৌর্য্য

"রূপাৎপ্রায়াদিতি" ॥ (১১) ॥ হিরণ্যং হস্তে ভবত্যথ গৃহ্লাতীত্যেতং বিধিং স্তোতুমর্থবাদ উচ্যতে। যথা লোকে কিমৃষিণা দেবদত্ত এব পূজয়িতব্য ইত্যত্র দেবদত্তপূজাং স্তোতুমেবৌদাসিন্যমৃষাবুপন্যস্যতে ন তু পূজ্যত্বমৃষের্বারয়িতুং। এবমত্রাপি হস্তে হিরণ্যগ্রহণং প্রশংসিতুং মনসঃ স্তেয়রূপত্বং বাচোঽনৃতবাদিনীত্বং চোপন্যস্যতে। তত্র গুণবাদেন শব্দার্থৌ যোজনীয়ঃ। যথা স্তেনাঃ প্রচ্ছন্নরূপা এবং মনোঽপীতি প্রচ্ছন্নরূপত্বমত্র গুণঃ। প্রায়েণ বাগনৃতং বক্তীতি প্রায়িকত্বং তত্র গুণঃ। হস্তস্ত ন প্রচ্ছন্নঃ- নাপ্যনৃতবাহুলঃ। অতো হস্তে হিরণ্যধারণং প্রশস্তমিতি স্তূয়তে। যদপি দৃষ্টবিরোধায় ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশ ইত্যাদিকমুদাহৃতং তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"দূরভূয়স্ত্বা'দিতি" ॥ (১২) ॥ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্য্যো-জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতরিত্যেতৌ বিধী স্তোতুং সোঽর্থবাদঃ। যস্মা'র্চ্চির্দিবা ন দৃশ্যতে তস্মাৎ সূর্য্যমন্ত্র এব প্রাতঃ প্রযোক্তব্যঃ। যস্মাদ্রাত্রাবর্চ্চিরেব দৃশ্যতে তস্মাদগ্নিমন্ত্রো রাত্রৌ প্রযোক্তব্যঃ সূর্য্যমন্ত্রশ্চ দিবেত্যেবং তয়োর্মন্ত্রয়োঃ স্তুতিঃ। ধূমার্চ্চিষোরদর্শনোপন্যাসস্ত

ক্রিয়াবৎ মানসিক বৃত্তিসমূহও প্রচ্ছন্নরূপ অর্থাৎ গোপনীয়। সুতরাং এখানে প্রচ্ছন্নরূপত্বই গুণ। "প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে"—এস্থলে প্রায়িকত্বই গুণ। হস্ত প্রচ্ছন্ন নয় অথবা মিথ্যা বাহুবিশিষ্টও নয়; অতএব হস্তে হিরণ্যধারণ প্রশস্ত,—এই ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে। অর্থবাদস্থলে দৃষ্টবিরোধ প্রদর্শন জন্য "দিনে অগ্নির ধুম দেখা যায়"—ইত্যাকার যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, "দূরভূয়স্ত্বাৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"অগ্নির্জ্জ্যোতির্জ্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র দ্বারা সন্ধ্যাকালে হোম করিবে; "সূর্য্যো-জ্যোতির্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহা"—এই মন্ত্র দ্বারা প্রাতঃকালে হোম করিবে;—এবম্বিধ বিধি কথিত হইয়াছে। এই বিধিদ্বয়ের স্তুতির (প্রশংসার) জন্য, সেই (দৃষ্টবিরোধরূপ) অর্থবাদ কথিত হইয়াছে। যেহেতু দিনে অগ্নি-শিখা দেখা যায় না বলিয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য-মন্ত্রের প্রয়োগ করা উচিত। রাত্রিতে অগ্নি-শিখা দেখা যায়। সেইজন্য রাত্রিতে অগ্নিমন্ত্রের এবং দিবসে সূর্য্য-মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রকারে সেই মন্ত্রদ্বয়ের স্তুতি সুসম্পন্ন হইতেছে। বহুদূরত্ব হেতু অগ্নিতে ও ধূমে অদর্শনের আরোপ করা যাইতেছে। বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত বৃক্ষাদি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু তৃণগুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া, উহাদের উপর দৃষ্টির আভাষ মাত্র আছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের বিশ্লেষণে এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ, তাহা জানি না",—অন্য দৃষ্টবিরোধ দেখাইবার জন্য প্রশ্নকর্ত্তা ইত্যাকার যে উদাহরণ দিয়াছেন; "স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাৎ"—এই সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। প্রবর অর্থাৎ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম বলিতে হইলে, "দেবগণই পিতা এইরূপ বলিবে।" এই বিধির স্তুতি-কারক অর্থবাদ বাক্য—"আমরা জানি না।" "দেবগণ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্র-দ্বারা যজমান যদি প্রবরের অনুমন্ত্রণ (পশ্চাদুল্লেখ) করেন, তাহা হইলে সে সময়ে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইবেন। এই ভাবে সে অনুমন্ত্রণের স্তুতি করা

দূরভূয়স্ত্বগুণনিমিত্তঃ। ভূয়সি হি দূরে পর্ব্বতাগ্রে বৃক্ষাদয়োঽপি ন বিস্পষ্টং দৃশ্যন্তে। কিন্তু তৃণসাদৃশ্যেন তেষাং দর্শনাভাস এব তদ্বদত্রাপি। যদপ্যন্যদৃষ্টবিরোধায়ৈবোদাহৃতং নচৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মোঽব্রাহ্মণা-বেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনাদিতি" ॥ (১৩) ॥ প্রবরে প্রব্রিয়মাণে ব্রূয়াদ্দেবাঃ পিতর ইত্যস্য বিধেস্তাবকোঽয়মর্থবাদঃ। যদি যজমানো দেবাঃ পিতর ইত্যাদিমন্ত্রেণ প্রবরমনুমন্ত্রয়েত্তদানীমব্রাহ্মণোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেদিত্যনুমন্ত্রণস্য স্তুতিঃ। নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যেতদজ্ঞানবচনং দুর্জ্ঞানত্বগুণেন তত্র প্রযুজ্যতে। যত্র স্ত্রিয়োঽপরাধো ভবতি তত্র কর্ত্তুরুৎপাদয়িতুর্জারস্যাপি পুত্রো দৃশ্যতে। অতঃ পত্যুপপত্যোরুভয়োঃ পুত্রদর্শনাৎ স্বকীয়জন্ম কীদৃশমিতি দুর্জ্ঞানং। অনেনাভিপ্রায়েণ প্রযুক্তত্বান্নাস্তি তত্র দৃষ্টবিরোধঃ। নহি তত্র দৃশ্যমানং স্বব্রহ্মণ্যমপবদিতুং নচৈতদ্বিদ্ম ইত্যুপন্যস্তং। যদপি শাস্ত্রীয়দর্শনবিরোধায়োদাহৃতং কোহি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা নবেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"আকালিকেপ্সেতি" ॥ (১৪) ॥ দিক্ষ্বতীকাশান্ করোতীতিপ্রাচীনবংশস্য দ্বারবিধিঃ। তস্য শেষোঽয়ং কো হি তদ্বেদেতি। ধূমাদ্যুপদ্রবপরিহারেণ প্রত্যক্ষেণ ফলেন দ্বারবিধিঃ স্তূয়তে। স্বর্গপ্রাপ্তিরূপং তু ফলমাকালিকং। অকালে ভবমাকালিকং বিপ্রকৃষ্টকালীনং নত্বিদানীন্তনমিত্যর্থঃ। তস্যেপ্সা তস্য প্রাপ্তুমিচ্ছা। সা চ কো হি তদ্বেদেত্যনিশ্চয়োপন্যাসে কারণং। যথা ভাবিকালীন-পৌত্রপ্রপৌত্রাদিবৃত্তান্তো নিশ্চেতুং ন শক্যতে। তদ্বৎ স্বর্গ

হইতেছে। সহজে জ্ঞান হয় না বলিয়া, সেখানে "আমরা জানি না" ইত্যাকার অজ্ঞান-কথনের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেখানে স্ত্রীর অপরাধ অর্থাৎ দোষ থাকে, সেখানে উৎপাদনকারী উপপতির পুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পতি এবং উপপতি উভয়েরই পুত্র দেখা যায় বলিয়া, নিজের জন্ম যে কিরূপ, তাহা জানা অতীব কষ্টকর। এই অভিপ্রায়েই "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" অর্থাৎ ইহা আমরা জানি না—এই যে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টবিরোধ নাই। সেখানে এই দৃশ্যমান নিজের ব্রাহ্মণত্বের নিষেধকরণ-মানসে "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" এইরূপ প্রয়োগ উপন্যস্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় দৃষ্টবিরোধ জন্য "পরলোকে কি আছে বা নাই, তাহা কে জানে"—প্রশ্নকর্ত্তা এইরূপ যে উদাহরণ দিয়াছেন, "আকালিকেপ্সা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে।

"চতুর্দ্দিকে অতীকাশ করিতেছে" এই বাক্য দ্বারা পুরাতন বাঁশের দ্বার প্রস্তুতকরণ বুঝাইতেছে। "কে তাহা জানে"—এই অর্থবাদ বাক্য, সেই দ্বার প্রস্তুতকরণবিধির অবশিষ্টাংশ। ধূমাদি উপদ্রবরহিত প্রত্যক্ষ ফল দ্বারা দ্বারবিধান স্তুত হইতেছে। স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল আকালিক। অকালে অর্থাৎ অনেক পরে হইবে, এখন হইবে না—এই অর্থে আকালিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঈপ্সা শব্দের অর্থ—প্রাপ্তির ইচ্ছা। আকালিকের ঈপ্সা—এই অর্থে আকালিকেপ্সা হইয়াছে। সেই ঈপ্সাই "কে তাহা জানে"—এইরূপ সংশয়-পূর্ণ বিষয়-কথনের হেতু। যেমন ভবিষ্যৎকালীন পৌত্রপ্রপৌত্রাদির বিবরণ নিশ্চয়রূপে জানিতে পারা যায় না, তেমনি ভবিষ্যতে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে কি না তাহা কে জানে?—

প্রাপ্তির্ভাবিকালীনেতি গুণযোগাদনিশ্চয়োপন্যাসঃ। ধূমাদিপরিহারস্তু প্রত্যক্ষত্বান্নিশ্চিত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ যদপ্যন্যদ্দৃষ্টবিরোধায়োদাহৃতং শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"বিদ্যাপ্রশংসেতি" ॥ (১৫)॥ সোঽয়ং গর্গত্রিরাত্রবিধেঃ শেষঃ। তদ্বিষয়ং বেদনমপি মুখশোভাহেতু কিমুতানুষ্ঠানমিতি স্তূয়তে। যথা কর্ণাভরণাদিনা মুখং শোভিতং ভবত্যেবং বেদিতুরুৎসাহেনৈব বিকসিতং বদনং শোভিতমিব শিষ্যৈরুদ্বীক্ষ্যতে। অতঃ শোভাসাদৃশ্য-গুণযোগাৎ শোভত ইত্যুচ্যতে। যদপ্যন্যদ্বিরোধায়োদাহৃতমাস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে য এবং বেদেতি সোঽপি বেদানুমন্ত্রণবিধেঃ শেষঃ। অত্রাপি কৈমুতিকন্যায়েন স্তুতিঃ পূর্ব্ববদ্-যোজনীয়া। বেদিতুঃ পুত্রঃ পিতৃশিক্ষয়া স্বয়মপি বিদ্বান্ ভবতি। ততঃ প্রতিগ্রহেণান্নং প্রাপ্নোতি। তস্মাদীদৃশং গুণমভিপ্রেত্য বাজী জায়ত ইত্যুক্তং। যদপ্যন্যদানর্থক্যায়োদাহৃতং পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতীতি তত্রোত্তরং সূত্রয়তি॥

"সর্ব্বত্বমাধিকারিকমিতি" ॥ (১৬)॥ পূর্ণাহুতিং জুহুয়াদিত্যস্য বিধেঃ শেষোঽয়ং।

এইরূপ সংশয় আরোপিত হইতেছে। কিন্তু ধূমাদির পরিহার প্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার ফল নিশ্চিত—ইহাই অভিপ্রায়। অর্থবাদে অন্য দৃষ্টবিরোধ দোষ দেখাইবার জন্য; "শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদেতি" অর্থাৎ "যে ইহা জানে, তাহার মুখ শোভিত হয়,"—ইত্যাকার উদাহরণচ্ছলে যে প্রশ্ন করিয়াছেন; "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করা হইতেছে। সে তাহা জানে, ইহা সেই গর্গত্রিরাত্র বিধির শেষ ভাগ। তদ্বিষয়ক জ্ঞানই মুখ-শোভার হেতু। অনুষ্ঠান যে মুখ-শোভার হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই হেতু, ইহা স্তুত হইতেছে। কর্ণাভরণাদি পরিধান করিলে যেমন মুখের শোভা-বৃদ্ধি হয়; সেরূপ সেই জ্ঞানিজনের উৎসাহ প্রফুল্ল-বদন, শিষ্যগণ শোভিত-ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সুতরাং শোভার সাদৃশ্যরূপ গুণযোগ আছে বলিয়া "শোভতে অর্থাৎ শোভা পায়"—এই কথা বলা হইয়াছে। অন্য বিরোধ প্রদর্শনের জন্য "যে ইহা জানে, তাহার পুত্র অন্নবান্ হয়"—এই যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও 'বেদানুমন্ত্রণ' বিধির শেষভাগ। এস্থলেও কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় স্তুতি বুঝাইতেছে,—ইহা জানিতে হইবে। (কৈমুতিক ন্যায় যে কি তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা হইতেছে,—যে ইহা জানে, তার পুত্র যদি অন্নযুক্ত হয়; তাহা হইলে যে ইহার অনুষ্ঠান করে, তার পুত্র যে অন্নযুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এইরূপ ব্যাপারই কৈমুতিক ন্যায় বলিয়া কথিত হয়।) জ্ঞানিলোকের পুত্র পিতৃশিক্ষা দ্বারা নিজেই বিদ্বান্ হয়। অতঃপর দেয় বস্তু স্বীকার করিলে, অন্ন প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং এইরূপ গুণাভিপ্রায়েই "বাজী জায়তে অর্থাৎ অন্নযুক্ত হয়েন,"—এই কথা বলা হইয়াছে। "পূর্ণাহুতি দ্বারা সকল কামনাই লাভ হয়,"—এই কথা বলিলে, পূর্ণাহুতিদান ভিন্ন অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ প্রশ্নরূপে গ্রহণ করিয়া, উত্তররূপে "সর্ব্বত্বমাধিকারিকং"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

সর্ব্বকামাবাপ্তিহেতুত্বাৎ প্রশস্তেয়মাহুতিরিতিস্তূয়তে। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যত্র সর্ব্বত্বং স্বগৃহাগতব্রাহ্মণবিষয়ং। এবং পূর্ণাহুত্যা কর্ম্মসাঙ্গত্বে যৎফলং তস্মিন্নধিকারে প্রস্তাবে সম্ভাবিতং তদ্বিষয়মেব সর্ব্বত্বং দ্রষ্টব্যং। পূর্ণাহুতেরভাবে সত্যাধানরূপং কর্ম্মাঙ্গবিকলং ভবতি। তচ্চ বৈকল্যং পূর্ণাহুত্যা সমাধীয়ত ইত্যেকঃ কামঃ। তস্মিন্ সমাহিতে সত্যাহবনীয়াগ্নয়োঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু যোগ্যা ভবন্তীত্যয়মন্যঃ কামঃ। তৈশ্চ কর্ম্মভিস্তত্তৎ ফলং প্রাপ্যত ইতি কামান্তরং। ঈদৃশী সর্ব্বকামাবাপ্তিরাহুত্যন্তরেষ্বপি বিদ্যত ইতি চেৎ। বিদ্যতাং নাম। কিং নশ্ছিন্নং। ন খল্বেতাবতা পূর্ণাহুতিস্তুতেঃ কাচিদ্ধানিরস্তি॥ ননু পূর্ণাহুতেরঙ্গস্বভাবত্বাত্তদীয়ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বেন বাস্তবকত্বং ভবতু। দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতি-

সূত্রান্তর্গত 'সর্ব্ব' শব্দ বিচার্য্য-বিষয়ের পূর্ণত্ব-জ্ঞাপক। উহা "পূর্ণাহুতি দান করিবে,"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। পূর্ণাহুতিদানে সকল কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য, উহা প্রশস্ত। সুতরাং এস্থলে আহুতি স্তুত হইতেছে। "সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে",—এই কথা বলিলে, যেমন নিজের গৃহে নিমন্ত্রিতভাবে আগত যে ব্রাহ্মণসমূহ, মাত্র তাহাদিগকেই বুঝায়, পরন্তু সমস্ত ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝায় না; সেইরূপ পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, যে যে ফলোদ্দেশ্যে ঐ কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে, পূর্ণাহুতিদান করিলে কেবল সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরই মাত্র ফললাভ করা যায়। অনারব্ধ অন্য কর্ম্মের সমস্ত ফল বা কামনা কদাচ লাভ করা যাইতে পারে না। অর্থবাদ অংশের মূল লক্ষ্য—স্তুতি। যদি পূর্ণাহুতি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নিস্থাপনরূপ কর্ম্মাঙ্গের সুসমাপ্তি সঙ্ঘটিত হয় না; পরন্তু উহা বিফল হইয়া যায়। পূর্ণাহুতি দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, আর তাহাতে বিফলতারূপ অন্তরায় নিবারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাও একটি কামনা। সেই অগ্নিস্থাপন-কার্য্যের সমাধান হইলে, আহবনীয়-প্রমুখ অগ্নিসমুহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপযোগী কাম্যফল প্রদান করে। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় কামনা। সেই কর্ম্ম দ্বারা মনের অভিলষিত তত্তৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা তৃতীয় কামনা। যদি বল, অন্য আহুতি দ্বারা সর্ব্বকামনা পূর্ণ হইতে পারে, তবে সকল কামনা-প্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়া পূর্ণাহুতির এত গৌরব করি কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—অন্য আহুতির সর্ব্বকামনা সিদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তদ্দ্বারা পূর্ণাহুতির স্তুতির (উপাদেয়ত্বের) কোনরূপ বাধা জন্মাইতেছে না, অথবা তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতেছে না। পূর্ণাহুতি—যজ্ঞকর্ম্মের একটি অঙ্গ। অঙ্গকর্ম্মের প্রাধান্য কদাচ সিদ্ধ হয় না। অঙ্গকর্ম্মে যে ফল উৎপাদিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অর্থবাদ। সুতরাং পূর্ণাহুতির ফলশ্রুতি অর্থবাদ মধ্যে গণ্য। দ্রব্যসংস্কার-কার্য্য হয় বলিয়া, "ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ" (দ্রব্যসংস্কার কার্য্যে ফলশ্রুতিই অর্থবাদ)—এই সূত্র দ্বারা অর্থবাদের যাথার্থ্য নির্ণীত হইয়াছে। পশুবন্ধবাক্য মুখ্যকর্ম্মের বিধায়ক এবং সর্ব্বলোক জয় করা তাহার মুখ্য ফল। সুতরাং 'পশুবন্ধযাজী সর্ব্বলোকে বিজয়ী হন'—এতাদৃশ বাক্য, পশুবন্ধযাগের প্রশংসা বা অর্থবাদ বলিয়া মানিতে পারা যায় না। পশুবন্ধযাগানুষ্ঠানে, সর্ব্বলোক জয় ও সর্ব্বকামনা লাভ হইলে, অন্য যাগানুষ্ঠান যে নিরর্থক হইয়া যায়, ইহা

ঽর্থবাদ ইতি সূত্রেণ নির্ণীতত্বাৎ। পশুবন্ধবাক্যস্ত তু কর্ম্মবিধায়কত্বাৎ সর্ব্বলোকাভিজয়স্ত মুখ্যফলত্বাদস্থানর্থক্যং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতোবা ফলবিশেষঃ স্যাদিতি" ॥ (১৭) ॥ পৃথিব্যন্তরীক্ষদ্যুলোকেষ্বন্যতমলোকাভিজয়রূপং ফলং পশুবন্ধকর্ম্মণা নিষ্পাদ্যতে। তেষাং চ পৃথিব্যাদীনাং ফলানাং কর্ম্মান্তরেণ পরিমাণাধিক্যং সারত্বং বা সম্পাদ্যতে। ততঃ ফলবিশেষঃ স্যাদিতি নাস্ত্যানর্থক্যং। লোকবদিত্যুক্তার্থে দৃষ্টান্তঃ। যথা লোকে নিষ্কেণ খারীপরিমিতান্ ব্রীহীন্ বিক্রীয় নিষ্কান্তরেণ পুনঃ ক্রয়ে সতি পরিমাণাধিক্যং ভবতি। যথা বা নিষ্কেণ বস্ত্রমাত্রং লভ্যতে নিষ্কদ্বয়েন তু সারভূতং দুকূলং। তথা ভোগাধিক্যং ভোগসারত্বং বা কর্ম্মান্তরেণ দ্রষ্টব্যং। ব্রহ্মহত্যায়া অপি মানস্যাস্তন্নাম্নাবেদনমাত্রেণ তরণং। কায়িক্যাস্তু মহত্যা অশ্বমেধেনেতি নাস্ত্যানর্থক্যং॥ যোঽপি নান্তরীক্ষে ন দিবীত্যপ্রসক্তপ্রতিষেধ উদাহৃতঃ। যথা ববরঃ প্রাবাহণিরিত্যনিত্যসংযোগ উদাহৃতস্তত্রোভয়োত্তরং সূত্রয়তি ॥

দুর্নিবার। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "ফলস্ত কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাৎ" সূত্র-দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

কর্ম্মানুষ্ঠানে কাম্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্ম-দ্বারা ফল-নিষ্পত্তি হইলে, সেই ফলসমূহের পরিমাণ, উৎকর্ষ, এবং বিশেষত্ব ইহলোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। পশুবন্ধযাগরূপ কর্ম্ম দ্বারা, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোনও একটি লোকজয়করণরূপ ফল নিষ্পাদিত হয়। কিন্তু অন্য কর্ম্ম দ্বারা সেই পৃথিব্যাদিলোকজয়রূপ ফলের পরিমাণাধিক্য বা ঔৎকর্ষ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে ফলের বিশেষত্ব হইতেছে বলিয়া, অর্থবাদ অনর্থক হইতে পারিল না। সূত্রান্তর্গত "লোকবৎ" শব্দের অর্থ— ইহলোকে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কথিত অর্থে সূত্রের এই অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হয়। লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও লোক একটী সুবর্ণমুদ্রা-দ্বারা খারী (অর্থাৎ সার্দ্ধসূর্প্য) পরিমিত ধান্যাদি শস্য ক্রয় করিল। অন্য এক স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা সে যদি আরও কিছু শস্য ক্রয় করিয়া পূর্ব্বক্রীত ধান্যের সহিত একত্র রাখে, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বক্রীত ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী; অথবা, যেমন একটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা একখানি বস্ত্র পাওয়া গেলে, দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রায় সারভূত দুকূল অর্থাৎ পট্ট বস্ত্র পাওয়া যায়; সেইরূপ কর্ম্মফলের ভোগাধিক্য এবং ভোগোৎকর্ষ অন্য কর্ম্ম দ্বারা সম্ভাবিত হইতে দেখা যায়। "ব্রহ্মহত্যা করিতেছি,"—মনে যদি এইরূপ ভাবের উদয় হয়; তাহা হইলে তজ্জনিত সঞ্জাত-পাপ তত গুরুতর নয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিষয় স্মরণ করিবামাত্রই সে স্বল্প পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদিরধারণরূপ কায়িকবৃত্তি দ্বারা সত্য সত্য ব্রহ্মহত্যা করিলে, সে পাপ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে। সে গুরুপাপখণ্ডনের জন্য অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। সুতরাং যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবামাত্রই ফললাভ হইলে, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন,—এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। অগ্নিচয়ন-প্রসঙ্গে তন্নিষেধজ্ঞাপক "অন্তরীক্ষে নয়, স্বর্গে নয়"—ইত্যাকার

"অন্ত্যয়োর্যথোক্তমিতি" ॥ (১৮) ॥ অন্ত্যয়োরুদাহরণয়োরুত্তরং পূর্ব্বোক্তমেব দ্রষ্টব্যং। অন্তরীক্ষাদৌ চয়ননিন্দারূপোঽর্থবাদো হিরণ্যং নিধায় চেতব্যমিত্যস্য বিধেঃ শেষঃ। অতোঽত্র স্তুত্যর্থে বিধীনাং স্যুরিত্যুক্তমেবোত্তরং। অন্তরীক্ষে চয়নপ্রশক্ত্যভাবাত্তন্নিন্দা নিত্যানুবাদোঽস্তু। তেনাপি বিধিঃ স্তোতুং শক্যতে। নিত্যসিদ্ধার্থানুবাদিনা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বেন পশুবিধেঃ স্তুতত্বাৎ। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়তেত্যত্রাপি ববরনামকঃ কশ্চিদনিত্যঃ পুরুষো মনুষ্যো ন বিবক্ষিতঃ। কিন্তু ববরধ্বনিযুক্তঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলো বায়ুর্ব্যবহারদশায়াং নিত্য এবার্থো বিবক্ষিত ইত্যেতদুত্তরং প্রথমপাদস্যান্তিমাধিকরণে প্রোক্তং। তস্মাৎ সম্ভাবিতদোষাণাং পরিহৃতত্বাদর্থবাদানামস্তি প্রামাণ্যং॥ অত্র সংগ্রহশ্লোকাঃ। বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা। ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিম্বাসৌ তত্র বিদ্যতে॥ (১)॥ বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ। নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ॥ (২)॥ বিধ্যর্থবাদৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ। তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা॥ (৩)॥

অপ্রস্তাবিত বা অনিত্যপ্রতিষেধে নিষেধরূপ দোষ আরোপিত হইয়াছে। আবার "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল"—এস্থলে, বেদে অনিত্যসংযোগরূপ দোষ উদাহৃত হইয়াছে। এই সকল দোষ নিরাকরণার্থ "অন্ত্যয়োর্যথোক্তং" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর সমর্থিত হইতেছে।

শেষোক্ত উদাহরণদ্বয়ের উত্তর পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অন্তরীক্ষাদিতে অগ্ন্যাদিচয়ন নিষেধরূপ যে অর্থবাদ, তাহা "স্বর্ণ স্থাপন করিয়া চয়ন করিবে"—এই বিধিবাক্যের শেষাংশ। অতএব, অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের স্তুতি-জন্য প্রযুক্ত,—এইরূপ পূর্ব্বকথিত উত্তরই এস্থলে সঙ্গত। অন্তরীক্ষে অগ্নিচয়নের কোনরূপ অর্থসঙ্গতি নাই। সুতরাং, তাহার নিন্দা বা নিষেধানুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ নিত্যপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এ হিসাবে তাহাতেও বিধির স্তুতি করা যায়। প্রকৃতিবিধানে যাহা নিত্যবর্ত্তমান, তাহাতেও বিধি স্তুত হইতে পারে। বায়ুর ক্ষিপ্রগামিতা নিত্যসিদ্ধ। অতএব, তাহার উল্লেখ দ্বারাও বায়ুসম্পর্কীয় পশুবিধির স্তুতি করা হয়। "ববর প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল।" এস্থলেও ববর নামধেয় কোনও অনিত্য (মর্ত্ত্য) পুরুষ উদ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক প্রথায় "ববর" ইত্যাকার শব্দবিশিষ্ট এবং প্রকৃষ্টরূপে বহনশীল নিত্য বায়ুর প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উত্তর, উত্তর-মীমাংসার প্রথম-পাদের শেষাধিকরণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলসমূহে যে সকল দোষ-কল্পনার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল দোষ সর্ব্বপ্রকারে পরিহৃত হইল। এ কারণ, বেদান্তর্গত অর্থবাদ-অংশের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে কয়েকটী সংগ্রহ শ্লোক আছে। শ্লোক কয়টী এই ; যথা,—

(১) বায়ুর্বা ইত্যেবমাদেরর্থবাদস্য মানতা।
ন বিধেয়েঽস্তি ধর্ম্মে কিং কিম্বাসৌ তত্র বিদ্যতে॥
(২) বিধ্যর্থবাদশব্দানাং মিথোঽপেক্ষাপরিক্ষয়াৎ।
নাস্ত্যেকবাক্যতা ধর্ম্মে প্রামাণ্যং সম্ভবেৎ কুতঃ॥

তদেবং বেদে বিদ্যমানানাং ত্রয়াণাং মন্ত্রবিধ্যর্থবাদভাগানামপ্রামাণ্যে কারণাভাবাদ্বোধকানাং তেষাং প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বাঙ্গীকারাৎ কৃৎস্নস্যাপি বেদস্য প্রামাণ্যং সিদ্ধং। নম্বেবমপি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বেন বিপ্রলম্ভকবাক্যবদপ্রামাণ্যং স্যাৎ। পৌরুষেয়ত্বং চ প্রথমপাদে পূর্ব্বপক্ষত্বেন জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস॥

“বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যেতি” ॥ (১) ॥ একে বাদিনো বেদান্ প্রতি সন্নিকর্ষং মন্যন্তে। কালিদাসাদিভির্নির্ম্মিতানাং রঘুবংশাদিগ্রন্থানাং সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। তে হ্যত্র দৃষ্টান্ততয়া সমুচ্চীয়ন্তে। যথা রঘুবংশাদয় ইদানীন্তনাস্তথা বেদা অপি। ন তু বেদা অনাদয়ঃ। অত এব বেদকর্ত্তৃত্বেন পুরুষা আখ্যায়ন্তে। বৈয়াসিকং ভারতং বাল্মীকীয়ং রামায়ণমিত্যত্র যথা ভারতাদিকর্ত্তৃত্বেন ব্যাসাদয় আখ্যায়ন্তে তথা কাঠকং কৌথুমং তৈত্তিরীয়

---

(৩) বিধ্যর্থব দৌ সাকাঙ্ক্ষৌ প্রাশস্ত্যপুরুষার্থয়োঃ।
তেনৈকবাক্যতা তস্মাদ্বাদানাং ধর্ম্মমানতা॥

শ্লোক তিনটীর অর্থ; যথা,—বিধেয় ধর্ম্মে "বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা," ইত্যাদিরূপ অর্থবাদ প্রামাণ্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কি না? অথবা সেই বিধেয় অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম সেই অর্থবাদে বিদ্যমান আছে কি না? পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া বিধেয় ধর্ম্মে বিধি ও অর্থবাদ শব্দের একবাক্যতা নাই; সুতরাং প্রামাণ্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?—দ্বিতীয় শ্লোকে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। বিধিঘটিত কর্ম্ম প্রশস্ত—ইহা বোধ হইলে, তদর্থ উপলব্ধি হেতু পুরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ; অতএব বিধেয়ধর্ম্মে অর্থবাদ-বাক্যসমূহের প্রামাণ্য আছে;—এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেদান্তান্তর্গত বিধিভাগে পুরুষার্থ উপলব্ধ হয়। অর্থবাদ অংশে প্রশস্ততা বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আবার বিধি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্মানুমোদিত। এই সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে যজমান সোৎসাহে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হন। তাহা হইলে, বেদান্তর্গত মন্ত্রভাগ, বিধিভাগ ও অর্থবাদভাগের অপ্রামাণ্য বিষয়ে কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান না থাকায় এবং তত্তদর্থবোধক ভাগত্রয়ের প্রামাণ্য-স্বীকার স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় সমগ্র বেদের প্রামাণ্য স্থির হইল।

এস্থলে একটী বিতর্ক উপস্থাপিত হইতেছে। বেদ পৌরুষেয় (পুরুষরচিত) বলিয়া প্রতারকগণের প্রতারণা-বাক্যের ন্যায় অপ্রমাণ হউক। কেন-না জৈমিনি ঋষি মীমাংসা দর্শনের প্রথম পাদে বেদের পৌরুষেয়ত্বকে লক্ষ্য করিয়া, পূর্ব্বপক্ষরূপে “বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা”—এই সূত্র করিয়াছেন।

আপত্তিকারিগণের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—রচয়িতার সহিত বেদের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সম্পর্ক আছে। সূত্রে যে "চ-কার" আছে, সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক সেই ‘চ’-কার দ্বারা কালিদাসাদি মহাকবি-বিরচিত রঘুবংশাদি কাব্যগ্রন্থ সমূহকে বুঝাইতেছে। সুতরাং “চ-কার” এখানে সমুচ্চয়ার্থ-বোধক। এস্থলে সেই সমুচ্চিত রঘুবংশাদি কাব্য দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত হইতেছে। রঘুবংশাদি কাব্য গ্রন্থ যেমন আধুনিক, বেদ-সমূহও সেইরূপ আধুনিক। বেদ অনাদি অর্থাৎ নিত্য নহে; অতএব বেদের কর্ত্তা অর্থাৎ রচয়িতারূপ পুরুষের নির্দ্দেশ হইতেছে। বৈয়াসিক

মিত্যেবং তত্তদ্বেদশাখাকর্ত্তৃত্বেন কাঠাদীনামাখ্যাতত্বাদ্বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ॥ ননু নিত্যানামেব সতাং বেদানামুপাধ্যায়বৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকত্বেন কাঠকাদিসমাখ্যা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য যুক্ত্যন্তরং সূত্রয়তি॥

“অনিত্যদর্শনাচ্চেতি” ॥ (২) ॥ অনিত্যা জননমরণবন্তো ববরাদয়ো বেদার্থে শ্রূয়ন্তে। ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত। কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়তেতি। তথা সতি ববরাদিভ্যঃ পূর্ব্বমভাবাদনিত্যা বেদাঃ। বিমতং বেদবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদিবাক্যবদিত্যাদ্যনুমানসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ॥

সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি। “উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বমিতি” ॥ (৩)॥ তুশব্দো বেদানামনিত্যত্বং বারয়তি। শব্দস্য বেদরূপস্য কঠাদিপুরুষেভ্যঃ পূর্ব্বত্বমনাদিত্বং প্রাচীনৈশ্চ সূত্রৈরুক্তং। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইত্যস্মিন্ সূত্র ঔৎপত্তিকশব্দেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং বেদানাং তদর্থানাং

ভারত (মহাভারত) এবং বাল্মীকীয় রামায়ণ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ মহাভারতাদির রচয়িতা বলিয়া ব্যাসাদির আখ্যা হইতেছে ; সেইরূপ কাঠক, কৌথুম ও তৈত্তিরীয় ইত্যাদিস্থলে, সেই সেই বেদ-শাখার রচয়িতা বলিয়া, কঠাদি পুরুষের আখ্যা হইতেছে। সুতরাং বেদসমূহ পৌরুষেয়। কঠাদি ঋষি অধ্যাপকের ন্যায়, নিত্য ও সনাতন বেদের অংশ-বিশেষের উপদেশ দেন। তাঁহারা সেই সেই বেদাংশ প্রচার করেন বলিয়া, সেই সেই অংশের কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কিন্তু রচয়িতার নাম অনুসারে ঐরূপ নাম হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, “অনিত্যদর্শনাৎ” সূত্রের অবতারণায় অন্য যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিধ্বংসশীল ববরাদি শব্দ, বেদের অর্থে শ্রুত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলে, বেদে যখন অনিত্য শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বেদও অনিত্য। “ববর-প্রাবাহণি কামনা করিয়াছিল”, “কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকি কামনা করিয়াছিল,”—এইরূপ বেদার্থে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ববরাদির পূর্ব্বে বেদ ছিল না। এ কারণ, বেদ অনিত্য। বেদবাক্য—পৌরুষেয়, এ বিষয়েও মতান্তর আছে। কারণ, বেদ যখন বাক্য, তখন কালিদাসাদি-রচিত বাক্যের ন্যায়, উহা পৌরুষেয় ও অনিত্য না হইবে কেন?—ইত্যাদিরূপ অনুমানসমুচ্চয়, সূত্রস্থ “চ-কার” দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে। “উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং”—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ বেদসমূহের অনিত্যতার বিরোধী হইতেছে। ‘বেদ’—এই শব্দ, অনাদি অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ হিসাবে কঠাদি পুরুষ যে তাহার বহু পরবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা এ বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে। “ঔৎপত্তিকস্তু শব্দার্থেন সম্বন্ধঃ” সূত্রান্তর্গত ঔৎপত্তিক শব্দের একটি বিশেষত্ব আছে। ঐ শব্দের দ্বারা, সকল শব্দের, সকল বেদের, তাহাদের অর্থের, বেদ ও অর্থের সম্বন্ধের এবং উহাদের নিত্যত্বের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আবার যদি শব্দাধিকার বা বাক্যাধিকার দ্বারা উহা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে

তদুভয়সম্বন্ধানাং চ নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়োত্তরাভ্যাং শব্দাধিকরণবাক্যাধিকরণাভ্যামুপপাদিতত্বাৎ কা তর্হি কাঠকাদ্যাখ্যায়িকায়া গতিরিত্যাশঙ্ক্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাৎ সেয়মুপপদ্যত ইত্যুত্তরং সূত্রয়তি ॥

"আখ্যাপ্রবচনাদিতি" ॥ (৪) ॥ অস্ত্বিয়মাখ্যায়িকায়া গতিঃ। ততঃপরং ববরাদ্যনিত্যদর্শনং যদুক্তং তস্য কিমুত্তরমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রমিতি" ॥ (৫) ॥ যৎপরং ববরাদিকং তচ্ছব্দসামান্যমেব ন তু মনুষ্যো ববরনামকোঽত্র বিবক্ষিতঃ। ববরধ্বনিযুক্তস্য প্রবাহণস্বভাবস্য বায়োরত্র বক্তুং শক্যত্বাৎ ॥ ননু বেদে ক্বচিদেব শ্রূয়তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত সর্পাঃ সত্রমাসতেতি। তত্র বনস্পতীনামচেতনত্বাৎ সর্পাণাং চেতনত্বেঽপি বিদ্যারহিতত্বান্ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবতি। অতো জরদ্গবো গায়তি মদ্রকাণীত্যাদ্যুন্মত্তবালবাক্যসদৃশত্বাৎ কেনচিৎ কৃতো বেদ ইত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি ॥

"কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সমন্বাদিতি" ॥ (৬) ॥ যদি জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যং

কাঠকাদি আখ্যায়িকা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। সে ক্ষেত্রে, যে অর্থে কাঠকাদি নামকরণ হইয়াছে, তাহার সার্থকতা কোথায়?—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। সেই আশঙ্কা দূরীকরণে সম্প্রদায় (গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ) এবং প্রবর্ত্তন (প্রচার) করেন বলিয়া ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে; এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণোদ্দেশ্যে "আখ্যা প্রবচনাৎ" সূত্রের অবতারণায় তাহার উত্তর করা হইতেছে।

আখ্যায়িকা সম্বন্ধে এবম্প্রকার গতি বা সিদ্ধান্ত হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অতঃপর "ববরাদির" যে অনিত্য দর্শন উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রং" সূত্রের উল্লেখে তাহার উত্তর করিতেছেন।

পরে যে ববরাদির কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাধারণ শব্দকেই বুঝায়। এস্থলে ববর নামক কোনও মনুষ্যকে বুঝাইতেছে না। ববরধ্বনিবিশিষ্ট, প্রবাহণ অর্থাৎ গতিশীল বায়ুই এখানে প্রতিপাদ্য,—ইহা বলিতে পারা যায়। বেদের কোনও কোনও স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়, "বনস্পতিগণ (বিনাপুষ্পে ফলবান্ বৃক্ষসকল) যজ্ঞ করিয়াছিল," "সর্পগণ যজ্ঞ করিয়াছিল" ইত্যাদি। বনস্পতিগণ অচেতন; সুতরাং তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারে না। আর সর্পগণ অচেতন হইলেও তাহারা বিদ্যাহীন; সুতরাং সর্পগণ কর্তৃক যজ্ঞের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে "জরদ্গব মদ্রক গান করিতেছে" ইত্যাদি বেদ-বাক্য, উন্মত্ত ও বালকের বাক্যের ন্যায় প্রলাপবাক্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বেদ কোনও লোক-কর্তৃক রচিত—এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় "কৃতে চাবিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ" এই সূত্র দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন।

বেদ-বাক্য, কোনও পুরুষ কর্তৃক রচিত হইলে, তদুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-কর্ম্ম স্বর্গলাভের হেতুভূত বলিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, স্বর্গ ও যজ্ঞের সাধ্যসাধনভাব পুরুষের জানিবার শক্তি নাই। অথচ, জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞে স্বর্গলাভ হয়, এতদুক্তি শ্রুত হইয়া

কেনচিৎ পুরুষেণ ক্রিয়েত। তদানীংকৃতে তস্মিন্ বাক্যে স্বর্গসাধনত্বে জ্যোতিষ্টোমস্ত বিনিয়োগো ন স্যাৎ। সাধ্যসাধনভাবস্ত পুরুষেণ জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। শ্রূয়তে তু বিনিয়োগঃ। জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেতেতি। ন চৈতদুন্মত্তবাক্যসদৃশং লৌকিকবিধিবাক্যবদ্ভাব্যকরণেতিকর্ত্তব্যতারূপৈস্ত্রিভিরংশৈরুপেতায়া ভাবনায়া অবগমাৎ। লোকে হি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি বিধৌ কিং কেন কথং ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৃপ্তিমুদ্দিশ্যৌদনেন দ্রব্যেণ শাকসূপাদিপরিবেষণপ্রকারেণেতি যথোচ্যতে জ্যোতিষ্টোমবিধাবপি স্বর্গমুদ্দিশ্য সোমেন দ্রব্যেণ দীক্ষণীয়াদ্যঙ্গোপকারপ্রকারেণেত্যুক্তে কথমুন্মত্তবাক্যসদৃশং ভবেদিতি বনস্পত্যাদিসত্রবাক্যমপি ন তৎসদৃশং তস্য সত্রকর্ম্মণো জ্যোতিষ্টোমাদিনা সমত্বাৎ। যৎপরো হি শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ন্যায়বিদ আহুঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যস্য বিধায়কত্বাদনুষ্ঠানে তাৎপর্য্যং। বনস্পত্যাদিসত্রবাক্যস্যার্থবাদত্বাৎ প্রশংসায়াং তাৎপর্য্যং। সা চাবিদ্যমানেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। অচেতনাঃ অবিদ্বাংসোঽপি সত্রমনুষ্ঠিতবন্তঃ। কিংপুনশ্চেতনাঃ বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ইতি সত্রস্তুতিঃ। চকারঃ পূর্ব্বপক্ষোক্তস্য বাক্যত্বহেতোঃ কর্ত্রনুপলম্ভেন পরাহতিং সমুচ্চিনোতি। তস্মান্নাস্তি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং।

থাকে। "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা যে স্বর্গ সাধিত হয়, এই বিধি-বাক্যে তাহার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাত হইতেছে। আরও "স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে"—এই বাক্য উন্মত্ত ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় নহে; কারণ, লোকপ্রসিদ্ধ বিধিবাক্যের ন্যায়, এ বাক্যে ভব্য অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতা করণ অর্থাৎ সাধন এবং ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ কার্য্য-প্রণালীরূপ অংশত্রয়সমন্বিত ভাবনার উপলব্ধি হইতেছে। লৌকিক প্রথায় বলা হয়,—"ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে"। এইরূপ বিধিতে কি উদ্দেশ্য সূচিত হয়? কিসের দ্বারা এবং কি প্রকার?—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির উদ্দেশে যেমন বলা হয়,—ওদন অর্থাৎ অন্ন দ্রব্য দ্বারা, শাকসূপাদি পরিবেশন প্রকারে (প্রণালীতে)। তেমনি, জ্যোতিষ্টোম বিধিতে কিসের দ্বারা এবং কি প্রকারে,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতে তাহার তৃপ্তির জন্য বলিতে হয়,—স্বর্গলাভ উদ্দেশ্যে সোমদ্রব্য দ্বারা এবং দীক্ষণীয়াদি যজ্ঞাঙ্গের উপকার :প্রকারে। এরূপ উত্তর উন্মত্ত বাক্যের ন্যায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বনস্পত্যাদির যজ্ঞানুষ্ঠান-বাক্যও উন্মত্তবাক্যের ন্যায় হইতে পারে না। কারণ, সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ-কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদির তুল্য। যে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অথবা যে তাৎপর্য্যে শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহাই সেই শব্দের অর্থ,—নৈয়ায়িকগণ এ কথা বলিয়া থাকেন। জ্যোতিষ্টোমাদি :বাক্য স্বর্গবিধান করে বলিয়া, অনুষ্ঠানে তাহার তাৎপর্য্য। বনস্পত্যাদি সত্রবাক্যের অর্থবাদনিবন্ধন তাহার প্রশংসা করাই সে বাক্যের তাৎপর্য্য। অবিদ্যমান বস্তুর উল্লেখেও সে প্রশংসা করা যাইতে পারে। অচেতন ও বিদ্যাশূন্য, বনস্পতি ও সর্পগণও যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তখন সচেতন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। ইহাই তো সত্রস্তুতি (যজ্ঞ-প্রশংসা)। কর্ত্তার উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া, সূত্রস্থিত 'চ'-কার, প্রশ্নোক্ত বাক্যত্ব-হেতুর অসামর্থ্য

অত্রৈতৌ সংগ্রহশ্লোকৌ।

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্বাক্যত্বন্তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥ ২ ॥

ননু ভগবতা বাদরায়ণেন বেদস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বং সূত্রিতং। "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" ॥ (৭) ॥ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রকারণত্বাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞমিতি সূত্রার্থঃ। বাঢ়ং। নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্ম্মিতত্বাভাবাৎ। ঈদৃশমপৌরুষেয়ত্বমভিপ্রেত্য ব্যবহারদশায়ামাকাশাদিবন্নিত্যত্বং বাদরায়ণেনৈব দেবতাধিকরণে সূত্রিতং। "অতএব চানিত্যত্বমিতি" ॥ (৮) ॥ শ্রুতিস্মৃতী চাত্র ভবতঃ। বাচা বিরূপনিত্যয়েতি শ্রুতিঃ। অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবেতি স্মৃতিঃ। তস্মাৎ কর্ত্তৃদোষশঙ্কায়া অনুদয়ান্মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকস্য বেদস্য নির্ব্বিঘ্নঃ প্রামাণ্যঃ সিদ্ধঃ।

প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুইটি সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা,—

"পৌরুষেয়ং না বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদিসমাখ্যানাদ্বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥ ১ ॥
সমাখ্যানং প্রবচনাদ্ বাক্যত্বন্তু পরাহতং।
তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোঽপৌরুষেয়তা ॥ ২ ॥

শ্লোকদ্বয়ের বিশদার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। বেদবাক্য পৌরুষেয় কিনা? ইহার উত্তরে প্রশ্নাকারে বলা হইতেছে,—কাঠকাদি সমাখ্যান এবং অন্য বাক্যের ন্যায় বাক্যত্ব-ধর্ম্ম আছে বলিয়া, বেদ পৌরুষেয় হইবে না কেন? প্রবচন (বেদার্থজ্ঞান) জন্যই, সমাখ্যান অর্থাৎ কাঠকাদি নাম হইয়াছে। কর্ত্তার উপলব্ধি হয় না বলিয়া বাক্যত্বও পরাভূত হইতেছে; সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও পুরুষ রচিত নহে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—ভগবান্ ব্যাসদেব "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রদ্বারা "বেদ ব্রহ্মকার্য্য"—এই কথা যে বলিয়াছেন, তাহার কি? ঋগ্বেদাদি-শাস্ত্রের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ,—ইহাই সূত্রের অর্থ। কিন্তু ইহা দ্বারা বেদ যে পৌরুষেয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, বেদ কোনও মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বা রচিত হয় নাই। বেদের এবম্প্রকার অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মহর্ষি ব্যাসদেব, দেবতাধিকরণে "অতএব চ নিত্যত্বং" এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ব্যাবহারিক প্রথায় আকাশাদির ন্যায় উহার (বেদের) নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "বাচা বিরূপনিত্যয়া" অর্থাৎ "রূপবিবর্জ্জিত নিত্য বাক্য দ্বারা"—এই শ্রুতি-বাক্য, এবং ব্রহ্মা অনাদি ও ধ্বংসরহিত বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন"—এই স্মৃতি-বাক্য, বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। তাহা হইলেই "বেদের রচয়িতা আছে"—ইত্যাকার দোষ তিরোহিত হইয়া মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হইল। মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। এই জন্য—"বেদমন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক," এরূপ কথা যুক্তিসঙ্গত নয়;—এরূপও বলা যাইতে পারে না কেন-না,

নহু মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকত্বং বেদস্য ন যুক্তং। তয়োঃ স্বরূপস্য নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ। নৈবং। দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সপ্তমাষ্টময়োরধিকরণয়োনির্ণীতত্বাৎ। সপ্তমাধিকরণমারচয়তি॥

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ ১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ২॥

আধান ইদং আম্নায়তে। অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়েতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি। অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ। বিহিতার্থাভিধায়কো মন্ত্র ইত্যুক্তে বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। মননহেতুর্মন্ত্র ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিঃ। এবমসিপদান্তো মন্ত্র উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্র ইত্যাদিলক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিরিতি চেৎ। নৈবং।

পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদান্তর্গত সপ্তম ও অষ্টম অধিকরণে তাহাদের (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের) স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। সপ্তমাধিকরণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মইতি মন্ত্রস্য লক্ষণং।
নাস্ত্যস্তি বাস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ ১॥
যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতং।
তেঽনুষ্ঠানস্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥ ২॥"

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে।" অর্থাৎ—'হে বুধ্নিয়, আমার মন্ত্র রক্ষা কর'—এই মন্ত্রের কোনও লক্ষণ আছে কি না? এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হয়,—লক্ষণ নির্ণয় করিতে হইলে লক্ষীভূত পদার্থে লক্ষণের প্রাপ্তি থাকা আবশ্যক। আরও অন্যান্য স্থলেও যদি সে লক্ষণের প্রাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অপ্রাপ্তি এবং অলক্ষ্যস্থলে লক্ষণের প্রাপ্তিরূপ দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের কোনও লক্ষণ নাই,—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অব্যাপ্তি (লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া রূপ) দোষের নিষেধ করা যায় না বলিয়া, উহার লক্ষণ নাই। যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্ররূপ সমাখ্যানে সমাখ্যাত করেন, তাহাই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে কোনও দোষ হয় না। তাঁহারা (যাজ্ঞিকগণ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্মরণ বিষয়ে স্মারক-বাক্যাদিকেই মন্ত্র-রূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর"—এই মন্ত্র অগ্নিস্থাপন-কার্য্যে পঠিত হয়। সে স্থলে মন্ত্রের লক্ষণ নাই; কারণ, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষের নিষেধ করিতে পারা যায় না। বিহিত অর্থকে বলিয়া দেয় বা জানাইয়া দেয়,—ইহাই যদি মন্ত্রের লক্ষণ হয়; তাহা হইলে, "বসন্তকালের নিমিত্ত চাতকপক্ষী বা তিত্তিরপক্ষী হত্যা করিবে" এই মন্ত্র বিধিস্বরূপ বলিতে হইবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে কথিত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। মনন-(বোধন) হেতু মন্ত্র,—মন্ত্রের যদি এইরূপ লক্ষণ বলা যায়; তাহা হইলে ব্রাহ্মণে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কারণ, ব্রাহ্মণেরও মনন সম্ভবপর। তাহা

যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দোষলক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। উরুপ্রথস্বেত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। ইষেত্বেত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। অগ্ন আয়াহি বীতয় ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। অগ্নীদগ্নীন্ বিহরেত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। অধঃস্বিদাসীৎদুপরিস্বিদাসীৎদিত্যাদয়ো বিচাররূপাঃ। অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চনেত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যা ইত্যাদয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ঈদৃশেষত্যন্তবিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণস্য চোপযোগঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ। ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিত ইতি॥ তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণং॥ অষ্টমাধিকরণমারচয়তি।

নাস্ত্যেতদ্ ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথ বা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ॥ ১॥

হইলেই লক্ষ্য যে মন্ত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অলক্ষ্য ব্রাহ্মণেও লক্ষণ সংক্রামিত হইতেছে। এই জন্য, উক্তবিধ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ পড়িতেছে। সেইরূপ, যাহার অন্তে অসিপদ আছে, তাহাই মন্ত্র। আর উত্তম পুরুষের বিভক্ত্যন্ত পদই মন্ত্র। এইরূপ লক্ষণ করিলে, পরস্পর অব্যাপ্তি-দোষ পড়ে,—এ কথাও বলা যায় না! কেন-না, যাজ্ঞিক-গণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের নির্দ্দোষ লক্ষণ। যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যাসিদ্ধ মন্ত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়াই অনুষ্ঠানের স্মারকাদিরূপ বাক্যসমূহ মন্ত্রপর্য্যায়ভুক্ত। "উরু প্রথস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের স্মারক। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র স্তুতিরূপ। "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে "ত্বা" এই পদ আছে। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র আমন্ত্রণযুক্ত অর্থাৎ এই সকল মন্ত্রে সম্বোধন করা হইতেছে। "অগ্নীদগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি মন্ত্র অনুজ্ঞাবোধক। "অধঃস্বিদাসীৎদুপরিস্বিদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র বিচারস্বরূপ। "অম্বে অম্বাল্যম্বিকে নমানয়তি কশ্চন" ইত্যাদি মন্ত্র বিলাপরূপ। "পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উত্তরস্বরূপ। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে। অত্যন্ত বিজাতীয় ঈদৃশ মন্ত্রে সমাখ্যা ভিন্ন এরূপ অন্য কোনও অনুগত ধর্ম্ম নাই,—যাহা লক্ষণ বলিয়া কথিত হইতে পারে। সুতরাং যাজ্ঞিকেগণের সমাখ্যানই মন্ত্র লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণের লক্ষণের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিত॥" অর্থাৎ—ঋষিরাও পৃথক্‌ভাবে পদার্থ-নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ পদার্থের নির্ব্বাচন অর্থাৎ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং, বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্রের লক্ষণ। যেরূপে অষ্টমাধিকরণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণঞ্চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্‌ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণং ॥ ২ ॥

চাতুর্ম্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে ॥ (৯) ॥ এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষীতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন। ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ। ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সংগৃহীতানি। হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনেতি তেন হ্যন্নং ক্রিয়ত ইতি হেতুঃ। তদ্দধ্নো দধিত্বমিতি নির্ব্বচনং। অমেধ্যা বৈ মাষা ইতি নিন্দা। বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেতি প্রশংসা। তদ্ব্যচিকিৎস জুহবানী৩মাহৌষা৩মিতিসংশয়ঃ। যজমানেন সম্মিতৌদুম্বরী ভবতীতি বিধিঃ। মাষানেব মহ্যং পচন্তীতি পরকৃতিঃ। পুরা ব্রহ্মণা অভৈষুরিতি পুরাকল্পঃ। যাবতোঽশ্বান্ পরিগৃহ্ণীয়াত্তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি বিশেষাবধারণকল্পনা। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যং। ন চ হেত্বাদীনামন্যতমং ব্রাহ্মণমিতি লক্ষণং। মন্ত্রেষ্বপি হেত্বাদিসদ্ভাবাৎ। ইন্দবো বামুষন্তি হীতি হেতুঃ। উদানিষুর্ম্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যত ইতি নির্ব্বচনং। মোঘমন্নংবিন্দতে অপ্রচেতা ইতি নিন্দা। অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃককুদিতি

"নাস্ত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণেঽন্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা।
নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ ॥ ১ ॥
মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ ভবেদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ আছে কি না? ইহাতে প্রশ্নকারী বলিতেছেন যে, বেদের এতগুলি ভাগ আছে, ইহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, ব্রাহ্মণভাগের কোনও লক্ষণ নাই। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, বেদের এই দুইটি ভাগ; মন্ত্র ভিন্ন অপর ভাগকে ব্রাহ্মণ কহে,—ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে "এতদ্‌ব্রহ্মণান্যেব পঞ্চ হবীংষি"—এইরূপ পঠিত হয়। সেখানে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; কেন-না, বেদের যে কতগুলি ভাগ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কাজেকাজেই ব্রাহ্মণ ভাগে এবং অন্য ভাগে লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের সংশোধন করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রভাগ এক। পূর্ব্বাচার্য্যগণ—হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প ও ব্যবধারণকল্পনা,—এই কয়েকটিকে বেদ-ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"হেতুনির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়োবিধিঃ পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা ॥" যথাক্রমে প্রত্যেকের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে;—"তদ্দ্বারা অন্ন কৃত হয়;"—ইহা হেতু। "তাহাই দধির দধিত্ব;"—ইহা নির্ব্বচন। "অপবিত্র মাষ;—ইহা নিন্দা। "বায়ু ক্ষিপ্রগামি দেবতা;"—ইহা প্রশংসা। "হোম করিব কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছিল;"—ইহা সংশয়। "যজমান-সদৃশ ঔদুম্বর অর্থাৎ উড়ুম্বর-কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি;"—ইহা বিধি। "আমার জন্য মাষ পাক করিতেছে;"—ইহা পরক্রিয়া। আগে ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়াছিলেন;"—ইহা পুরাকল্প। "যে সংখ্যায়

প্রশংসা। অধঃস্বিদাসীতুপরিস্বিদাসীতদিতি সংশয়ঃ। বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত ইতি বিধিঃ। সহস্রময়ুতং দদামীতি পরকৃতিঃ। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা ইতি পুরাকল্পঃ। ইতিকরণবহুলং ব্রাহ্মণমিতিচেৎ। ন। ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েদিত্যো-তস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেহতিব্যাপ্তেঃ। ইত্যাহেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণং ইতি চেৎ। ন। রাজাচিদ্ভং ভগং ভক্ষীত্যাহ। যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহেত্যনয়োর্ম্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণমিতি চেৎ। ন। যমযমীসম্বাদসূক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ। মন্ত্র-ব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারান্মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাদবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণমিত্যেতল্লক্ষণং ভবিষ্যতি। তদেতল্লক্ষণদ্বয়ং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস। "তচ্চোদকেষু-

---

অশ্বগ্রহণ করিবে, সেই পরিমাণে বরুণ-দেবতা সম্পর্কীয় হবির্দ্দান করিবে ;"—ইহা বিশেষরূপ অবধারণের (নিশ্চয়ের) কল্পনা। এইরূপ ভাবে অন্যান্য উদাহরণও দেওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত, হেতু প্রভৃতি নয়টী বেদ-ভাগের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ যে কোনও একটিই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের এরূপ লক্ষণও হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রভাগেও হেত্বাদি-ভাগের সদ্ভাব (বিদ্যমানতা) রহিয়াছে। মন্ত্রভাগে হেত্বাদির সদ্ভাব যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে ;—"চন্দ্র-কিরণ, আমাদের উভয়কে কান্তিযুক্ত করিতেছে ;"—ইহা হেতু। "পৃথিবীকে উন্ন (ক্লিন্ন) করিয়াছিল বলিয়া, উহাকে উদক বলে ;"—ইহা নির্ব্বচন। "বরুণ ভিন্ন দেবতা বৃথা অন্ন লাভ করে ;"—ইহা নিন্দা। "অগ্নিই স্বর্গের মস্তক এবং যজ্ঞরূপ বৃষের ককুৎপতি ;"—ইহা প্রশংসা। "নীচে ছিল কি উপরে ছিল ;"—ইহা সংশয়। "বসন্তকালের জন্য চাতক পক্ষী বা তিত্তির" পক্ষী বধ করিবে ;—ইহা বিধি। "সহস্র বা অযুত মুদ্রা দান করিতেছে ;"—ইহা পরক্রিয়া। "দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ;"—ইহা পুরাকল্প। যদি বল, যাহাতে বহু বার "ইতি" শব্দ আছে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, "ইত্যদদাঃ" (এইরূপ দান করিয়াছিলে) "ইত্যযজথাঃ" (এইরূপ যজন করিয়াছিলে), "ইত্যপচঃ" (এইরূপে পাক করিয়াছিলে) এবং "ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ" (ব্রাহ্মণের এইরূপে গান করা উচিত) ইত্যাদি বাক্যে 'ইতি' শব্দের বাহুল্য রহিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গেয় ঐ সকল মন্ত্রে অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়াছে। আবার যদি বল, "ইত্যাহ" অর্থাৎ এইরূপ বলেন—এই বাক্য দ্বারা রচিত বেদভাগই ব্রাহ্মণ ; তাহাও হইতে পারে না। কেন-না, "রাজাচিদ্ভং ভগং ভক্ষীত্যাহ", "যো মাযাতুং যাতুধানেত্যাহ", "যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ" প্রভৃতি মন্ত্রে 'ইত্যাহ' শব্দের বাহুল্য-হেতু অতিব্যাপ্তি হয় ; যেহেতু এগুলি "ইত্যাহ" বাক্য দ্বারা উপনিবদ্ধ অর্থাৎ রচিত। কিন্তু ইহারা মন্ত্র ; ব্রাহ্মণ নহে। আখ্যায়িকা অংশকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সেরূপ লক্ষণও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যমযমীসংবাদ সূক্তাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের কোনও লক্ষণ নাই, ইহাই স্থির হইল।

গ্রন্থকারীর পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা-কল্পে উত্তর বিবৃত হইতেছে ; যথা,—

মন্ত্রাখ্যা। শেষে ব্রাহ্মণশব্দ ইতি। তচ্চোদকেষু তদভিধায়কেষু বাক্যেষু মন্ত্র ইতি সমাখ্যা সম্প্রদায়বিদ্‌ভির্ব্যবহ্রিয়তে। মন্ত্রানধীমহ ইতি। মন্ত্রব্যতিরিক্তভাগে তু ব্রাহ্মণশব্দস্তৈর্ব্যবহৃত ইত্যর্থঃ।

ননু ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তা ইতিহাসাদয়ো ভাগা আম্নায়ন্তে। যদ্‌ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি। মৈবং। বিপ্রপরিব্রাজকন্যায়েন ব্রাহ্মণাবান্তরভেদানা মেবেতিহাসাদীনাং পৃথগভিধানাৎ। দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃপ্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণং। কল্পস্ত্বারুণকেতুকচয়নপ্রকরণে সমাম্নায়ন্ত ইতি মন্ত্রাঃ কল্পোহত ঊর্দ্ধং যদি বলিং হরেদিতি। অগ্নিচয়নে সাম গাথাভিঃ পরিগায়তীতি বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথাঃ। মনুষ্যবৃত্তিপ্রতিপাদকা ঋচো নারাশংস্যঃ। তস্মাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণব্যতিরিক্তভাগাভাবান্মন্ত্রব্রাহ্মণস্বরূপস্য লক্ষিতত্বাদুভয়াত্মকত্বং বেদস্য সুস্থিতং॥

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রূপ ভাগদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে; মন্ত্রের লক্ষণাদির বিষয়ও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে, মন্ত্রভাগের অবশিষ্ট বেদভাগকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সেইরূপ লক্ষণই সিদ্ধ। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" এবং "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"—মহর্ষি জৈমিনি এই দুইটি সূত্র দ্বারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। "তচ্চোদকেষু" প্রভৃতি কতকগুলি অভিধায়ক বাক্যের দ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, মন্ত্র শব্দের সমাখ্যা বা নামকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সেই অভিধায়ক বাক্যসমূহই মন্ত্র। "আমরা মন্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি"—এবম্বিধ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহারা মন্ত্রভাগের অতিরিক্ত অংশ বা ভাগ সমূহকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

অতঃপর আপত্তি উত্থিত হইতেছে,—'ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী প্রভৃতি বেদের ভাগ-সমূহ পঠিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে কি হইবে?' তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত প্রকার আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, বিপ্রপরিব্রাজক ন্যায় দ্বারা ব্রাহ্মণাদির অন্তর্গত তাহাদের অবান্তরভেদ ইতিহাসাদির বিষয় পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্র এবং পরিব্রাজক—এই কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেও পরিব্রাজক যেমন বিপ্রেরই অন্তর্ভুক্ত হয়; সেইরূপ ইতিহাসাদির বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইলেও তাহারাও বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসাদির উদাহরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে—"দেববৃন্দ ও অসুরগণ যুদ্ধনিরত ছিলেন", ইত্যাদি বাক্যনিচয় বেদান্তর্গত ইতিহাস। "সর্ব্বাগ্রে এই জগতের কিছুই ছিল না," এইরূপ জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-সম্পাদক বাক্য-সকল পুরাণ। আরুণকেতুকচয়ন প্রকরণে কল্প বলিয়া যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাদিগকে কল্প কহে। 'অতঃপর যদি বলিদান করে এবং অগ্নিস্থাপনকার্য্যে সাম গান করে" ইত্যাকার মন্ত্র-বিশেষকে গাথা কহে। যে ঋকে মনুষ্য-বৃত্তান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই ঋক্‌ই নারাশংসী বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন বেদের অপর ভাগ নাই বলিয়া, বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণস্বরূপ,

মন্ত্রাবান্তরবিশেষশ্চ তস্মিন্নেব পাদ ইত্থং বিচারিতঃ। নর্ক্সামযজুষাং লক্ষ্মসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ।

ইদমাম্নায়তে। অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষীতি ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ। ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাঃ। তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহুস্তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ। সাঙ্কর্য্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেরৃগ্বেদাদিষু পঠিতা মন্ত্র ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যং। তচ্চ সঙ্কীর্ণং। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ব্বেদসম্প্রতিপন্নযজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি তদ্ব্রাহ্মণে সাবিত্র্যর্চ্চেত্যৃক্ত্বেন ব্যবহৃতত্বাৎ। এতৎসামগায়ন্নাস্ত ইতি প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্ব্বেদে গীতং। অক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ত্রীণি যজূংষি সামবেদে সমাম্নাতানি। তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মান্নাস্তি

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। পূর্ব্বমীমাংসার সেই পাদেই মন্ত্রের অবান্তর-ভেদের বিচার করা হইয়াছে। সে বিচারে,—ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বেদত্রিতয়ের কোনও লক্ষণ থাকিতে পারে না। সেরূপ কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পরের লক্ষণ পরস্পরে সংক্রামিত হয়। আর তাহাতে সাঙ্কর্য্য-দোষ আসিয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া, তৎসিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে,—পাদসংশ্লিষ্ট মন্ত্র ঋক্, গানাত্মক মন্ত্র সাম এবং প্রশ্লিষ্ট অর্থাৎ অনেকার্থবাচক মন্ত্র যজুঃ, এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিলে, সাঙ্কর্য্যদোষ তিরোহিত হইতে পারে। সুতরাং আশঙ্কান্তরের আর কোনও কারণ থাকে না।

এইরূপ কথিত আছে যে,—'অহে বুধ্নিয়! আমার মন্ত্র রক্ষা কর।" সে স্থলে, সেই ত্রৈবিদ (বেদত্রয় অধ্যয়নকারী) ঋষিগণ, যে মন্ত্র-ভাগকে ঋক্, সাম ও যজুঃ প্রভৃতি বিভাগত্রিতয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; তাহার সহিত "এই মন্ত্র রক্ষা কর," এইটি যোজনা করিতে হইবে। সেই ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদ-ত্রিতয়ের কোনও ব্যবস্থিত লক্ষণ নাই। সেরূপ কোনও লক্ষণ কল্পনা করিলে সাঙ্কর্য্য-দোষ পরিহার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অথবা, কেন নাই,—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—কোনও লক্ষণ থাকিলে পরস্পর সাঙ্কর্য্যদোষ সজ্ঘটিত হয়। সে দোষ পরিহার কিরূপে করা যাইতে পারে? ঋক্ বেদে পঠিত মন্ত্র ঋক্ সামবেদে পঠিত মন্ত্র সাম এবং যজুর্ব্বেদে পঠিত মন্ত্র যজুঃ—ইত্যাকার গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাকেই যদি ঋগাদির লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলেও সাঙ্কর্য্য-দোষ রহিয়া যায়। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা"—এই মন্ত্র, যজুর্ব্বেদ-সম্পাদিত যজুর্মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হয়। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের যজুত্ব নাই। কারণ, সেই ব্রাহ্মণে, সাবিত্রী-পূজার ঋক্ বলিয়া উহার ব্যবহার হইয়াছে। "এই সাম গান করিতেছে,—"এইরূপে, প্রতিজ্ঞা করিয়া কিছু কিছু সাম-মন্ত্র যজুর্ব্বেদেও গীত হইয়াছে। "অক্ষিতমসি," "অচ্যুতমসি" এবং "প্রাণসংশিতমসি" এই যজুত্রয়, সামবেদে পঠিত হয়। এইরূপ, গীয়মান সামের আশ্রয়স্বরূপ ঋক্ (মন্ত্র) সামবেদে পঠিত হইয়াছে। সুতরাং, তাহাদের

লক্ষণমিতিচেৎ। ন। পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ। পাদেনার্দ্ধর্চ্চেনোপেতা বৃত্তবদ্ধমন্ত্রা ঋচঃ। গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি। বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রাঃ যজূংষীত্যুক্তে ন ক্বাপি সঙ্করঃ। তদেতত্ত্রৈবিধ্যং জৈমিনিনা সূত্রত্রয়েণ লক্ষিতং। তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা। শেষে যজুঃশব্দ ইতি। এতমেব মন্ত্রাবান্তরবিশেষমুপজীব্য বেদানামৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি ত্রৈবিধ্যং সম্পন্নং।

তেষাং চ বেদানাং সর্ব্বেষামন্যতমস্য বা স্বপ্রজ্ঞানুসারেণাধ্যয়নমুপনীতেন কর্ত্তব্যং। তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্মরতি। "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমমিতি। একবেদপক্ষে পিতৃপিতামহাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত এব বেদোঽধ্যেতব্য ইত্যভিপ্রেত্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য" ইতি স্বশব্দ আম্নাতঃ। তচ্চাধ্যয়নং ন কাম্যং কিন্তু নিত্যং। অতএব পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং ॥

বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাদিতি। পাতিত্যং চৈবমাম্নায়তে। অপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবঃ। পবিত্রং বা এতৎ তুং যোঽনুস্বজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।

স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই। কিন্তু ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতির কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ আছে বলিয়া, এতৎসিদ্ধান্তও নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, মন্ত্রপাদ ও মন্ত্রার্দ্ধের লক্ষণ পরস্পর সঙ্কীর্ণ দোষে দুষ্ট নহে। পাদযুক্ত ও ঋগর্দ্ধযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র-সমূহকে ঋক্ বলে। ঋগন্তর্গত গাথাত্মক মন্ত্র—সাম এবং প্রশ্লিষ্ট-পঠিত ছন্দঃ ও গান বর্জ্জিত অনেকার্থযুক্ত মন্ত্র—যজুঃ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে লক্ষণে কদাপি সঙ্কীর্ণতা দোষ বর্ত্তিতে পারে না। "তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা," "গীতিষু সামাখ্যা" এবং "শেষে যজুঃ শব্দঃ"—এই তিনটি সূত্র দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি, ঋক্, সাম ও যজুর ত্রিবিধ লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্র-ত্রিতয়ে তিনি বলিয়াছেন,—মন্ত্রার্থ হিসাবে যাহাতে পদব্যবস্থা হয়, তাহাই ঋক্; আর গীতিমন্ত্র সাম নামে অভিহিত। তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট মন্ত্র-সমূহ যজুঃ-পর্য্যায়ভূক্ত। মন্ত্রের এইরূপ অবান্তর-ভেদ লইয়াই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সাম:বদ—বেদের এইরূপ ত্রিবিধ নামকরণ হইয়াছে ॥

বুদ্ধির প্রাথর্য্যানুসারে উপনীত ব্যক্তির সমস্ত বেদ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোনটী অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিবেদ, দ্বিবেদ কিম্বা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে,—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন; যথা,—

"বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপিযথাক্রমং।" ইত্যাদি

একবেদ অধ্যয়ন পক্ষে, পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করা উচিত—ইহাই অভিপ্রায়। আর সেই অভিপ্রায়েই "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (অর্থাৎ নিজের বেদ অধ্যয়ন করা উচিত) সূত্রে 'স্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও কামনা-সিদ্ধির জন্য বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। উহা দ্বিজাতির নিত্যকর্ম্ম। এই ভাবেই বেদ অধীত হইয়া থাকে।

এই জন্য, পুরুষার্থশাসনে সূত্র করা হইয়াছে,—"বেদস্যাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ।" বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতিগণের নিত্য কর্ম্ম। উপবীত গ্রহণের পর যথাবিধি বেদা-

তদেষাভ্যুক্তা। যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি। যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি। অধ্যেতারং পুরুষং তদীয়প্রায়াসাভিজ্ঞানেন সখিবৎপালয়তীতি সখিবিদ্বেদঃ। বহুদ্রব্য-প্রায়াসসাধ্যক্রতুফলস্যাধ্যয়নমাত্রেণ সম্পাদনং তৎপালনং। তদপি আম্নায়তে। যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। যদ্যপ্যেতদ্ব্রহ্ম-যজ্ঞস্বাধ্যায়ফলং তথাপি গ্রহণার্থাধ্যয়নমন্তরেণ ব্রহ্মযজ্ঞাসম্ভবাৎ তদীয়ফলমপি ন সম্পদ্যতে। ঈদৃশং সখিবিদং বেদরূপং সখায়ং যঃ পুমানধ্যয়নং মা কৃত্বা পরিত্যজতি। তস্য বাচ্যপি ভাগ্যং নাস্তি। ফলে ভাগ্যং নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং। সকলদেবতানাং ধর্ম্মস্য পরব্রহ্মতত্ত্বস্য চ প্রতিপাদকং বেদমনুচ্চার্য্য পরনিন্দানৃতকলহহেতুং লৌকিকং বার্ত্তাং সর্ব্বত্রোচ্চারয়তঃ স্পষ্ট এব বাচি ভাগ্যাভাবঃ॥ অতএব আম্নায়তে। নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। যদ্যপ্যসৌ কাব্যনাটকং শৃণোতি তথাপি নিরর্থকমেব তচ্ছ্রবণং।

ধ্যয়ন না করিলে পাতিত্য দোষ সঙ্ঘটিত হয়। বেদাধ্যয়ন না করিলে যে পাতিত্য দোষ ঘটে, তাহাও বেদেই কথিত হইয়াছে; যথা,—

"তাপহতপাপ্মা স্বাধ্যায়ো দেবঃ। পবিত্রং বা এতৎ
যোঽনুস্হজত্যভাগো বাচি ভবত্যভাগো নাকে।
তদেষাভ্যুক্তা যস্তিত্যাজ সখিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি ন হি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থামিতি।"

অর্থাৎ,—পিতৃপিতামহাদিক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় বেদ অধ্যয়ন করিলে, সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। বেদ দেবতাস্বরূপ। এবম্ভূত পবিত্র বেদকে যে ত্যাগ করে, তাহার বাক্যে কোনরূপ ভাগ্যের উদয় হয় না। ভাগ্যোদয় হওয়া দূরের কথা; যে ব্যক্তি সকল দেবতা, ধর্ম্ম ও পরব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদ চর্চ্চা না করিয়া পরনিন্দা, মিথ্যাবাক্য ও কলহের নিদানভূত লৌকিক কথাবার্ত্তা দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহিত করে, তাহার বাক্যে যে ভাগ্যোদয় হইবে না, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না করিয়া বহুশব্দসমন্বিত অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, কেবল বাক্যের গ্লানি উপস্থিত করা হয় মাত্র। যথা,—"নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, যে দ্বিজাতি নিজের সখার ন্যায় পরমহিতৈষী বেদকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন না করে), তাহার বাক্যে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন না। বেদাধ্যয়ন করিবামাত্রই বহুদ্রব্য ও প্রযত্নসাধ্য যজ্ঞফল সম্পাদন হওয়ার নাম—পালন। সুতরাং বেদপালনকারী এ কথা বলিতে পারা যায়। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, যে যে যজ্ঞ অধ্যয়ন করা যায়, তদ্দ্বারাই মনের অভীষ্ট লাভ হয়, এবং অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সাযুজ্য অর্থাৎ সাম্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এই ব্রহ্মযজ্ঞের ফল স্বাধ্যায় (স্ববেদ) হয়, তাহা হইলেও উহা অধ্যয়ন না করিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলও সুসম্পন্ন হয় না। সে যদি কাব্যনাটকাদি অন্যান্য শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহা নিরর্থক হয়। কেন-না, তাহা হইতে পুণ্যকর্ম্মের

তেন সুকৃতমার্গজ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয় ইতি। এবমন্যান্যপি বহূনি বচনান্যত্রোদাহর্ত্তব্যানি॥

নন্বধীতে বেদে পশ্চাদধ্যয়নবিধ্যর্থজ্ঞানং। জ্ঞানে সতি পশ্চাদধ্যয়নপ্রবৃত্তিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় ইতি চেৎ। বাঢ়ং। অত এব গুরুমতানুসারিণ আচার্য্যকর্ত্তৃকাধ্যাপনপ্রবৃত্তিং মাণবকাধ্যয়নস্য মহতা প্রয়াসেন সম্পাদয়ন্তি। মতান্তরানুসারিণস্তু প্রকাশাত্মাদয়োঽধ্যয়নাৎ প্রাগেব সন্ধ্যাবন্দনাদিবিধিজ্ঞানবৎ পিত্রাদিভ্যোঽধ্যয়নবিধিজ্ঞানং বর্ণয়ন্তি। যন্ত্বধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তিঃ। যদি বা স্ববিধিপ্রযুক্তিঃ। সর্ব্বথাপ্যুপনীতৈরধ্যেতব্য এব বেদঃ।

পথ জানিতে পারা যায় না। সুতরাং, বেদ নিত্য অধ্যয়ন করা দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য। স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে,—"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য পরিশ্রম করে, সে জীবদ্দশাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ, এস্থলে অন্যান্য বহু শাস্ত্র-প্রবচন প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

এস্থলে একটী সংশয় প্রশ্ন উপস্থিত হয়। বেদের মধ্যেই বেদাধ্যয়নের বিধি-সমূহ নিবদ্ধ রহিয়াছে। বেদাধ্যয়ন করিলে সে সকল বিধি-সম্বন্ধে সম্যক্-জ্ঞান লাভ হয়। আর সেই জ্ঞান লাভ হইলে, বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং বেদাধ্যয়নের জ্ঞান ব্যতীত যখন বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তির উদয় হয় না; তখন তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িল। বিষয়টী নিম্নে বিশদীকৃত হইতেছে; যথা,—এস্থলে দেখা যাইতেছে, অধ্যয়ন ও জ্ঞান পরস্পর-সাপেক্ষ। একটীর অভাবে যখন অপরটী হইতে পারে না, তখন উভয়েই আশ্রয়বিহীন। সুতরাং স্বাধীনভাবে কোনটীই হইতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণ জন্য সিদ্ধান্তবাদে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে; যথা,—একটীর অভাবে যখন অপরটীর জ্ঞান জন্মে না, তখন সেইজন্যই গুরুমতাবলম্বিগণ, আচার্য্য কর্ত্তৃক যথাবিধি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, প্রযত্ন-সহকারে যদি মাণবককে বেদাধ্যয়নে নিরত করেন, তাহা হইলেই বেদাধ্যয়নে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। উপনীত দ্বিজ-সন্তানকে "আচার্য্য বেদ অধ্যয়ন করাইবেন,"—এইরূপ অধ্যাপনা-বিধি-সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইলেই মাণবক বেদাধ্যয়ন নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন; আর তাহাতেই বেদাধ্যয়নে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। যদি বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে অন্য বিধির আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তিতে বাধা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বেদাধ্যয়ন বিহিত-বিধি নহে;—উহা নিত্যকর্ম্ম। ভিন্ন মতাবলম্বী প্রকাশাত্মাদি আচার্য্যগণ আবার অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা বলেন,—বেদাধ্যয়নের উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেও যেমন পিত্রাদির নিকট হইতে সন্ধ্যাবন্দনাদি বেদবিহিত বিধি শিক্ষা করা যায়; সেইরূপ উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন-শিক্ষার পূর্ব্বেও তাঁহাদেরই নিকট হইতে মাণবকের বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে জ্ঞান

তস্ত চাধ্যয়নস্ত দৃষ্টার্থত্বমক্ষরগ্রহণান্তত্বং চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতং। তানি সূত্রানি তদ্বৃত্তিং চোদাহরামঃ। অধ্যয়নস্ত দৃষ্টার্থত্বং সাধয়িতুং পূর্ব্বপক্ষয়তি ॥

“অদৃষ্টার্থা স্বধীতির্বিহিতত্বাদিতি” ॥ (১) ॥ দৃষ্টফলসাধনে ভোজনাদৌ বিধ্যদর্শনাদ্বিহিতমধ্যয়নমদৃষ্টার্থমবগন্তব্যং ॥ অদৃষ্টবিশেষো ন শ্রুত ইতি চেত্তত্রাহ ॥

“ঘৃতকুল্যাদ্যতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং বেতি” ॥ (২) ॥ ব্রহ্মযজ্ঞজপাধ্যয়নার্থবাদং নিত্যাধ্যয়নেঽতিদিশ্য তত্রত্যং ঘৃতকুল্যাদিকং রাত্রিসত্রন্যায়েন ফলত্বেন কল্পনীয়ং। যে ত্বর্থবাদাতিদেশং নেচ্ছন্তি তৈর্বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গঃ কল্পনীয়ঃ ॥ দৃষ্টফলয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোঃ সম্ভবে কথমদৃষ্টকল্পনেত্যত আহ।

হওয়া সম্ভবপর। ফল কথা, বেদাধ্যয়ন-প্রবৃত্তি, অধ্যাপনা-বিধি জন্যই হউক আর আপন প্রবৃত্তিজনিতই হউক, উপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তানের বেদাধ্যয়ন যে একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ। অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিয়া, বেদ-পাঠ শেষ করিতে হয়,—ইহাই পুরুষার্থানুশাসনে কথিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই সূত্রগুলির ও তাহাদের বৃত্তির উদাহরণ দিব। অধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ, তাহা দেখাইবার জন্য, “অদৃষ্টার্থা স্বধীতির্বিহিতত্বাৎ”—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন।

বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তাহার বিধান হইয়াছে;—ইহাই সূত্রের অর্থ। ভোজনাদি ব্যাপারে (ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ) প্রত্যক্ষ ফল সাধিত হয় বলিয়া, সেস্থলে যেমন বিধি নিষ্প্রয়োজন হয়; তদ্রূপ বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ হইলে তৎসম্বন্ধেও বিধি অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহা হইলেই বেদাধ্যয়ন যখন বিধিবিহিত, তখন ইহার প্রয়োজন অদৃষ্টার্থ,—ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে।

বেদাধ্যয়নের অদৃষ্টার্থতা সম্বন্ধে কোনও শ্রুতি-প্রমাণ নাই; পরন্তু কোনও শ্রুতির দ্বারাই তাহার অদৃষ্টার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে না। এরূপ সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলা যায়,—“ঘৃতকুল্যাতিদেশঃ স্বর্গকল্পনং।” অর্থাৎ, তাহা হইলে উহাতে ঘৃতকুল্যাদি অর্থবাদের আরোপ অথবা স্বর্গের কল্পনা হইতে পারে। কেন-না, ব্রহ্মযজ্ঞজপের জন্য অধ্যয়নরূপ অর্থবাদ নিত্যবেদাধ্যয়নে আরোপিত হওয়ায়, রাত্রিসত্রন্যায়ানুসারে ঘৃতকুল্যাদি সেই অর্থবাদের ফলরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। রাত্রিসত্র নামে যে যাগ আছে, তাহাতে বিধিবিহিত বাক্যের কোনও ফলশ্রুতি নাই। পরন্তু সে স্থলে অর্থবাদোক্ত ফলের অতিদেশ করা হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে “রাত্রিসত্র ন্যায়” কহে। কিন্তু যাঁহারা অর্থবাদের অতিদেশ ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা “বিশ্বজিৎ” ন্যায়ানুসারে স্বর্গ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে বিধির ও অর্থবাদের কোনও উল্লেখ নাই। সেস্থলে উক্ত আছে, যজ্ঞমাত্রেরই সাধারণ ফল—স্বর্গলাভের কামনা। স্বর্গ-লাভরূপ সাধারণ ফল ঐ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট বলিয়া উহা “বিশ্বজিৎ” ন্যায় নামে অভিহিত হইয়াছে। সংস্কার ও প্রাপ্তি—বেদাধ্যয়নের এই দুইটী প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং বেদাধ্যয়নের উক্ত প্রত্যক্ষ ফল-

“অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তীতি॥ (৩)॥ সংস্কৃতস্বাধ্যায়স্য ক্বচিৎক্রতৌ বিনিয়োগাদর্শনাৎ প্রাপ্তেঃ স্বয়মপুরুষার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ। স্বাধ্যায়প্রাপ্তিরর্থপ্রতিপত্তিহেতুতয়া পুরুষার্থ ইত্যাশঙ্ক্য বিষনির্হরণাদিকার্য্যবিনিযুক্তমন্ত্রবদধ্যয়নাঙ্গতয়া বিনিযুক্তানাং জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যানাং ন স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যাহ॥

“অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিতি”॥ (৪)॥ অধ্যয়নবিধায়কং তু বাক্যং স্ববিহিতাধ্যয়নস্যৈবাঙ্গমিতিকৃত্বা স্বার্থে প্রমাণমিত্যাহ॥

“অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গমিতি”॥ (৫)॥ নন্বেবমদৃষ্টার্থত্বে কর্ম্মকারকভূতস্বাধ্যায়গতফলাভাবাদধ্যেতব্য ইতি কর্ম্মবাচী তব্যপ্রত্যয়ো বিরুধ্যেতেত্যত আহ॥

“সক্তুবৎকরণপরিণাম ইতি”॥ (৬)॥ সক্তূন্ জুহোতীত্যত্র কর্ম্মত্বেন প্রধানভূতান্ সক্তূনুদ্দিশ্য হোমসংস্কারবিধানে প্রতীয়মানেঽপি হোমসংস্কৃতানাং ভস্মীভূতানাং সক্তূনামন্যত্র

দ্বয় থাকিতে (স্বর্গাদিরূপ) অদৃষ্ট ফল কল্পনা করিতে যাই কেন?—এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু“অযুক্তে সংস্কারপ্রাপ্তী”—এই সূত্র দ্বারা সে আশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে।

বেদাধ্যয়ন-বিষয়ে সংস্কার ও প্রাপ্তি থাকা অসম্ভব,—ইহাই উল্লিখিত সূত্রের অর্থ। কোনও যজ্ঞেই সংস্কার-সম্পন্ন স্বকীয় বেদ-মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই জন্য বেদাধ্যয়ন সংস্কার-সঙ্গত নহে। প্রাপ্তিরও নিজের কোনও পুরুষার্থ বা অর্থবোধ নাই। এ কারণ, প্রাপ্তিও উহাতে সঙ্গত হইতে পারে না। কেন-না, ইহার কোনও ফল নাই। যদি বল,—স্বাধ্যায়প্রাপ্তি অর্থবোধের হেতু বলিয়া পুরুষার্থ হইতেছে; তাহা হইলে এইরূপ ভাবে তাহার সমাধান করিতে হইবে; যথা,—বিষনিবারণাদি কার্য্যে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ হইলে সেই মন্ত্র যেমন নিজের কোনও অর্থ বিষনিবারণে প্রতিপাদন করে না; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের অঙ্গস্বরূপ বিনিযুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-বোধক কোনও বাক্যের প্রয়োগ হইলে, সেই বাক্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের নিজার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। এই জন্যই “অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকং”—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

একের অঙ্গ অপরের অর্থ প্রমাণ করাইতে পারে না’—ইহাই সূত্রের অর্থ। যে বাক্যের দ্বারা অধ্যয়ন-বিধি কথিত হয়, সেই বাক্য স্বীয় অধ্যয়ন-বিধির অঙ্গ। সুতরাং, তাহা কেবল নিজার্থই প্রকাশ করিতে পারে; অন্যের অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য “অধ্যয়নবাক্যমনন্যাঙ্গং”; অর্থাৎ,—অধ্যয়ন-বিধি-ব্যঞ্জক বাক্য অপরের অঙ্গ হইতে পারে না,—এই সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, যদি বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ ফল অপ্রত্যক্ষ; তাহা হইলে, “স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যং” বাক্যের “স্বাধ্যায়” পদটি কর্ম্মকারক হয়। কিন্তু তাহাতে কর্ম্মগত ফল না থাকায়, “অধ্যেতব্য” স্থলে কর্ম্মবাচ্যে “তব্য” প্রত্যয় হওয়ার পক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

এই জন্যই “সক্তুবৎকরণপরিণামঃ”—এই সূত্র করিয়াছেন। যেমন “সক্তূন্ জুহোতি” অর্থাৎ সক্তু (ছাতু) দ্বারা হোম করিবে। এস্থলে কর্ম্মপ্রধান সক্তুকে উদ্দেশ্য

বিনিয়োগাভাবাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যং হিত্বা সক্তুভির্জ্জুহোতীতি করণপরিণামঃ কৃতঃ। এবমত্রাপি কর্ম্মগতয়োঃ সংস্কারপ্রাপ্ত্যোরসম্ভবাৎ স্বাধ্যায়েনাধীয়েতেতি বাক্যপরিণামঃ কর্ত্তব্যঃ। ইদানীং দৃষ্টফলে সত্যদৃষ্টফলং ন কল্প্যমিতি" সিদ্ধান্তয়তি ॥

"দৃষ্টে তু নাদৃষ্টমিতি" ॥ (৭) ॥ কিং তৎ দৃষ্টফলমিতি তদাহ ॥

"দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারাবিতি" ॥ (৮) অক্ষরপ্রাপ্তেঃ পরম্পরয়া পুরুষার্থত্বমাহ ॥

"প্রাপ্ত্যার্থবোধ ইতি" ॥ (৯) ॥ জায়ত ইতি শেষঃ। ন চ ভোজনাদিবদন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাদ্ বিধিবৈয়র্থ্যমিতিশঙ্কনীয়ং। অবঘাতাদিবন্নিয়মাদৃষ্টায় বিধ্যুপপত্তেরিত্যাহ ॥

"বিধিনিষ্পত্ত্যেতি" ॥ (১০) ॥ যত্তূক্তং সংস্কৃতস্য স্বাধ্যায়স্য বিনিয়োগাদর্শনান্ন সংস্কার ইতি তত্রাহ ॥

সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাদিতি" ॥ (১১) ॥ ক্রতুবিধয়ো বিষয়াবোধমপেক্ষমাণাঃ তদববোধে স্বাধ্যায়ং বিনিযুঞ্জতে। অধ্যয়নবিধিশ্চ লিখিতপাঠাদিব্যাবৃত্ত্যাধ্যয়ন-

---

করিয়া, হোমসংস্কার বিধিই উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু যখন হোমসংস্কৃত সক্তু ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন উহা কোনও কার্য্যেরই উপযোগী হইতে পারিবে না। এ কারণ, তাহার কর্ম্ম-প্রাধান্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সক্তুভি র্জুহোতি" অর্থাৎ সক্তু দ্বারা হোম করিবে,—এইরূপ করণ পরিণাম করা হইয়াছে। এইরূপ, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অর্থাৎ স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে। এস্থলেও "স্বাধ্যায়" পদে সংস্কারফল ও প্রাপ্তিফল না থাকায়, "স্বাধ্যায়েনাধীয়েত" অর্থাৎ স্বাধ্যায়ঃ দ্বারা অধ্যায়ন করিবে—এই বেদবাক্যেরও করণপরিণাম করিতে হইবে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন যে অদৃষ্টফল-প্রদানকারী, তাহা সুস্থির হইতেছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

অধুনা, "দৃষ্টে তু নাদৃষ্টং"—এই সূত্র দ্বারা দৃষ্টফল থাকিতে অদৃষ্ট কল্পনা করা উচিত নয়, তাহার সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে।

"বেদাধ্যয়নে কি দৃষ্ট-ফলের সম্ভাবনা? সে দৃষ্টফল কিরূপ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে "দৃষ্টৌ প্রাপ্তিসংস্কারৌ" সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নে, দৃষ্ট ও প্রাপ্তি—এই দুইটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীরা বলেন,—বেদাধ্যয়নে অক্ষরজ্ঞানরূপ দৃষ্টফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদুত্তরে "প্রাপ্ত্যার্থবোধঃ" এই সূত্র করিয়াছেন; অক্ষরপ্রাপ্তি অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান হইলে, যথাক্রমে অর্থবোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। "যেমন আহার করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয়, কিন্তু আহার না করিলে ক্ষুধা নিবারণ হয় না; সেইরূপ বেদ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান লাভ হয়, বেদ অধ্যয়ন না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না।" এবম্প্রকার অন্বয়ব্যতিরেক ন্যায়ই বলবান্। সুতরাং, বিধি অনাবশ্যক—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যেমন মুষলাঘাত ব্যতীত অন্য প্রকারে ধান্য হইতে তণ্ডুল বহিষ্করণের সম্ভাবনা থাকিলেও অবঘাত-নিয়ম অদৃষ্টার্থ বলিয়া নিরর্থক হয় না; সেইরূপ "স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে" বলিলে বিধির সঙ্গতি নষ্ট হয় না। এইজন্যই "বিধিনিষ্পত্ত্যা",—সূত্র করিয়াছেন। সংস্কার-সিদ্ধ স্বাধ্যায়ের প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া যে সংস্কার প্রত্যক্ষফলপ্রদ তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এইরূপ, সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা

সংস্কৃতত্বং স্বাধ্যায়স্য গময়তি। অত উভয়োপাদানাত্তত্‌সিদ্ধিঃ॥ নমু সংস্কারো নামাদৃষ্টাতিশয়ঃ। স চ ন স্বাধ্যায়গতঃ। তব্যপ্রত্যয়েন স্বপদোপাত্তপ্রকৃত্যর্থভূতাধ্যয়নোপরক্তায়া ভাবনায়া অপূর্ব্বাভিধানাৎ। ততঃ কথং স্বাধ্যায়স্য সংস্কৃতত্বমিতি তত্রাহ॥

"তব্যঃ কর্ম্ম বাদৃষ্টবাচীতি"॥ (১২)॥ অত্র তব্যপ্রত্যয়স্য কর্ম্মাভিধায়িতয়া কর্ম্মকারকস্য স্বাধ্যায়স্য তব্যপ্রত্যয়ং প্রতি প্রকৃত্যর্থাদধ্যয়নাদপি প্রত্যাসন্নত্বাৎ স্বাধ্যায়গতমেবাপূর্ব্বং তব্যপ্রত্যয়ো বক্তি। অপূর্ব্বস্য ধাত্বর্থজন্যত্বনিয়মেঽপি তদুপরক্তত্বানিয়মাদিতি ভাবঃ। যচ্চোক্তং অন্যাঙ্গং নার্থপ্রমাপকমিত্যদৃষ্টান্তরং তদসৎ। যতো মন্ত্রাণাং স্বতন্ত্রাদৃষ্টশেষাণাং তথাত্বং যুজ্যতে। ইহ তু স্বাধ্যায়াশ্রিতমদৃষ্টং। তস্য চ স্বাধ্যায়গতাক্ষরসামর্থ্যসিদ্ধার্থাববোধে ফলে সতি ফলান্তরকল্পনাযোগাৎ প্রামাণ্যস্যোপবৃংহকমেবাদৃষ্টং ন তু প্রতিবাধকমিত্যাহ॥

"স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যত ইতি"॥ (১৩)॥ সক্তুন্যায়েন কর্ম্মকারকপ্রাধান্যে পরিত্যক্তে স্বতন্ত্রাদৃষ্টমেবাত্রাপি স্যাদিত্যত্রাহ॥

বলা হইয়াছে, "সংস্কারসিদ্ধিঃ ক্রত্বধ্যয়নবিধিদ্বয়োপাদানাৎ" সূত্র দ্বারা সেই সংস্কারের অসম্ভবত্ব নিরাকৃত হইতেছে।

যজ্ঞবিধি তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাপেক্ষ। সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, সেই যজ্ঞ-জ্ঞান-বিষয়ে স্বাধ্যায়েরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর লিখিতরূপ পাঠ ব্যতীত যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন করিলে, স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধি হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকারেই স্বাধ্যায়ের সংস্কারসিদ্ধ হইতেছে। অদৃষ্টাতিশয়ই সংস্কার নামে অভিহিত হয়,—যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংস্কার স্বাধ্যায়গত হইতে পারে না; কারণ, অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয় করিয়া "অধ্যেতব্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অধি পূর্ব্বক ইঙ্ ধাতুর অর্থ অধ্যয়ন করা। সেই অধ্যয়ন দ্বারা যে ভাবনার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই সংস্কার বলা যাইতেছে। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে "স্বাধ্যায়" সংস্কার-সম্পন্ন—এ কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে "তব্যঃ কর্ম্মবাদৃষ্টবাচী" সূত্র করিতেছেন।

তব্য প্রত্যয় কর্ম্মকে বা অদৃষ্টকে বুঝাইতেছে,—ইহাই এই সূত্রের অর্থ। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ সূত্রের 'অধ্যেতব্যঃ' পদে যে তব্য প্রত্যয় আছে, তাহা কর্ম্মের (কারকের) বাচক বলিয়া 'স্বাধ্যায়ঃ' এই পদটী কর্ম্মকারক। কিন্তু ধাতুগতার্থ অধ্যয়ন (অধি—ইঙ) অপেক্ষা, তব্য প্রত্যয়ের অর্থ প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ নিকটস্থ সেইজন্য তব্য প্রত্যয় দ্বারা স্বাধ্যায়-গত অদৃষ্টেরই উপলব্ধি হইতেছে। ধাত্বর্থ হইতে অদৃষ্ট সঞ্জাত হয়,—এইরূপ নিয়ম থাকিলেও, তদর্থবোধে উপরত হয়,—এরূপ নিয়ম কদাপি নাই। অপিচ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে,—একের অঙ্গ অন্যের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, মন্ত্র-সকলের অবশিষ্ট ভাগ পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ না হইলে, ঐরূপ দোষ হয় বটে। কিন্তু এখানে স্বাধ্যায়াশ্রিত অদৃষ্টের ফল যদি স্বাধ্যায়ান্তর্গত বর্ণের শক্তি অনুসারে অর্থ-বোধ জন্মাইয়া দেয়; তাহা হইলে সেই ফল ব্যতীত অন্য ফলের কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, অদৃষ্ট, প্রামাণ্যের প্রতিবন্ধক হয় না।

"যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায় ইতি" ॥ (১৪)॥ সক্তুষু গত্যভাবাচ্ছ্রুতং পরিত্যজ্যাশ্রুতং কল্প্যতাং নাম। নেহ তদ্যুক্তং প্রদর্শিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥

ইত্থমধ্যয়নবিধের্দৃষ্টার্থত্বং প্রসাধ্যার্থাববোধপর্য্যন্ততাং নিরাকর্ত্তুং পূর্ব্বপক্ষয়তি ॥

"বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরুবিধেঃ পুমর্থাবসানাদিতি ॥ (১)॥ সর্ব্বত্র বিধেঃ পুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বনিয়মাদত্রাপি পুরুষার্থভূতং ফলবদর্থনিশ্চয়মধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তং ভট্টগুরু মন্যেতে। নন্থ সকৃদধ্যয়নাদাবৃত্তিসহিতাদ্বার্থনিশ্চয়ো নোপলভ্যত ইত্যাশঙ্ক্য। তথা সতি তৎসিদ্ধয়ে সোঽধ্যয়নবিধিরর্থনিশ্চয়হেতুং বিচারং কল্পয়িষ্যতীত্যাহ ॥

"স বিচারমাক্ষিপেদিতি" ॥ (২)॥ নন্থ স্ববিধেয়তদুপকারিণোরেব বিধিঃ প্রযোজক ইতি সর্ব্বত্র নিয়মঃ। তথা সত্যেতাদৃশং কথমত্রাধ্যয়নবিধিরাক্ষেপ্স্যতীত্যত আহ ॥

এই জন্যই "স্বতন্ত্রাদৃষ্টাশেষত্বান্ন স্বার্থপ্রমা প্রতিবধ্যতে", অর্থাৎ যদি অদৃষ্টভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মানা যায়, তাহা হইলে নিজার্থ-বোধের উপর কোনরূপ বাধা পড়ে না,— এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুন্যায় দ্বারা কর্ম্মকারকের প্রাধান্য পরিত্যক্ত হইলে এখানে আবার স্বতন্ত্র অদৃষ্ট মানিতে হয়। এইরূপ সংশয় দূরীকরণ জন্যই "যথাশ্রুতোপপত্তের্ন সক্তুন্যায়ঃ", অর্থাৎ শ্রুত্যনুসারে আবহমানকাল হইতে যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ অর্থবোধ হয় বলিয়া "সক্তুন্যায়" স্বীকার্য্য নহে,— এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

সক্তুতে কর্ম্মকারকের অর্থবোধের অভাব-হেতু, শ্রুতার্থ (কর্ম্মপ্রাধান্য) পরিত্যাগ করিয়া যদি অশ্রুতার্থের (করণ-প্রাধান্যের) কল্পনা করা যায়। তাহাও এস্থলে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই কর্ম্মকারকের অর্থাবগতি দেখান হইয়াছে। এইরূপে অধ্যয়ন-বিধির প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সমাধান করিয়া, বেদাধ্যয়ন যে অর্থবোধ পর্য্যন্ত নহে— তাহা দেখাইবার জন্য, "বৈধমর্থনির্ণয়ং ভট্টগুরুবিধেঃ পুমর্থাবসানাৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভট্ট (কুমারীল) এবং গুরু (প্রভাকর) বলেন যে, সকল স্থানেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্য বিধিবিহিত বাক্যের সমাপ্তি হয়। এই নিয়ম অনুসারে অর্থ-নির্ণয় করিতে হইলে, অধ্যয়নবিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে। আচ্ছা, যদি অধ্যয়নবিধিই অর্থ-সিদ্ধি-বিষয়ে কারণ-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে একবার পাঠ করিলে অথবা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিলেও তো কৈ অর্থজ্ঞান হয় না? তা হয় না,—এ কথা সত্য বটে; কিন্তু অর্থজ্ঞানসিদ্ধির জন্য "পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নবিধিই অর্থ-নির্ণয়ের কারণ"— এইরূপ বিচারের কল্পনা করিতে হইবে। সেই জন্যই "স বিচারমাক্ষিপেৎ"—এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

অধ্যয়নবিধি বিচারের অপেক্ষা করে,—ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অর্থ। কিন্তু সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায় যে, যে বিষয় বিধির বিধেয় (উদ্দেশ্য) সাধন জন্য উপকারী হইতে পারে, বিধি তাহারই প্রযোজক হয়। যদি এই নিয়মই প্রকৃতপক্ষে স্বীকার

"অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবদিতি" ॥ (৩)॥ ব্রীহীনবহন্তীত্যত্রাবঘাতমাত্রং বিধেয়ং ন তু তদাবৃত্তিঃ। তস্যা ধাত্বর্থত্বাৎ। নাপি সা বিধেয়োপকারিণী। অন্তরেণাবৃত্তিং সকৃন্মুষলাঘাতাদবঘাতসিদ্ধেঃ। তথাপি তণ্ডুলনিষ্পত্তিফলসিদ্ধয়ে স বিধিরাবৃত্তিং যদ্বদাচিক্ষেপ তদ্বৎ প্রকৃতেঽপ্যবগন্তব্যং ॥

নন্বু বেদমাত্রাধ্যায়িনোঽর্থাববোধানুদয়েঽপি ব্যাকরণাদ্যঙ্গসহিতবেদাধ্যায়িনস্তদুদয়সদ্ভাবাৎ তংপ্রতি ব্যর্থং বিচারং বিধির্ন কল্পয়েদিত্যাশঙ্ক্যার্থগতবিরোধপরিহারায়াপেক্ষিত এব বিচার ইত্যাহ ॥

"সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুদিতি" ॥ (৪) ॥ সিদ্ধান্তয়তি।

"প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্ত ইতি" ॥ (৫) ॥ যথা ফলভূতস্য ক্ষীরাদের্হৈতবো-

---

করা যায়; তাহা হইলে এ স্থলে অধ্যয়ন-বিধি কিরূপে এতাদৃশ বিচারের কল্পনা বা অপেক্ষা করিবে? এই জন্যই "অবিধেয়ানুপকার্য্যাক্ষেপোঽবঘাতাবৃত্তিবৎ",—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

যাহা, বিধির বিধেয় ও উপকার-যোগ্য নয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অবঘাতের ন্যায় আক্ষিপ্ত বা কল্পিত হইতে পারে,—ইহাই ঐ সূত্রের অর্থ। "ব্রীহীনবহন্তি" অর্থাৎ ধান্য হইতে তণ্ডুল নিষ্পত্তি জন্য মুষলাঘাত করিতেছে। এস্থলে অবঘাত অর্থাৎ মুষলাঘাত মাত্র বিধেয় হইয়াছে, আবৃত্তি অর্থাৎ পৌনঃপুন্য বিধেয় নহে। কারণ, আবৃত্তি হইলে ধাতুর অর্থ হইতেই তাহার উপলব্ধি হইত। সেই আবৃত্তি বিধেয়ের উপকারও করিতে পারে না; কেন না, পুনঃপুনঃ মুষলাঘাত না করিয়া, একবারমাত্র মুষলাঘাত করিলেও অবঘাত নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তণ্ডুল-নিষ্পত্তিরূপ ফল-সিদ্ধির জন্য যেমন অবঘাত-বিধিতে আবৃত্তির স্বয়ংই উপলব্ধি হয়; সেইরূপ অধ্যয়ন বিধিতে আবৃত্তির কথা না বলিলেও উহা আপনিই আসিয়া পড়ে; নচেৎ, ফলসিদ্ধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ না হইলে ব্যাকরণাদি ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিলেও তো অর্থবোধ হইতে পারে? আচ্ছা, তাহা না হয় হইল; কিন্তু তাহা হইলে বিচারের কোনও আবশ্যক করে না। কারণ, মীমাংসিত অর্থের উপলব্ধির জন্যই বিচার করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ অর্থবোধ যদি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াই হয়, তাহা হইলে বিচার-কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। বেশ, তাই না হয় স্বীকার করা গেল; কিন্তু বিচার বলিয়া যে কথা বা বিষয় আছে, তাহার গতি কি হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতে হয় যে, অর্থগত বিরোধ-পরিহারের জন্য বিচারের অপেক্ষা। এই জন্যই "সাঙ্গাধ্যয়নাৎ তদ্ভাবে বিচারো বিরোধাপনুৎ"—এই সূত্র উদাহৃত হইয়াছে।

অঙ্গাদি-সহ বেদ অধ্যয়ন হেতু অর্থবোধ হইলেও যদি তাহার বিচার করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বিরোধেরই অপনোদন (খণ্ডন) হইয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের বিশদার্থ।

"প্রাপ্তেস্তু গবাদিবৎ পুমর্থত্বাদ্ বিধিস্তদন্তঃ,"—এই সূত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত

গবাদয়োঽপি পুরুষৈরর্থ্যন্তে। তথা ফলবদর্থাববোধহেতোরক্ষরপ্রাপ্তেরপি : পুরুষার্থত্বাৎ অধ্যয়নবিধিরক্ষরপ্রাপ্ত্যবসানোঽবগন্তব্যঃ॥ নন্বক্ষরপ্রাপ্তেঃ পুরুষার্থত্বং ফলবদর্থাববোধ প্রযুক্তং চেৎ তর্হি তদ্‌বোধস্য মুখ্যপুরুষার্থত্বাদ্‌বোধান্ত এব বিধিঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ॥

"ফলবদ্‌বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকাৎস্ন্যমিতি :॥ (৬)॥ বোধস্য হি ফলং কর্ম্মানুষ্ঠানং। তথা সতি যস্য ব্রাহ্মণাদের্যস্মিন্ বৃহস্পতিসবাদাবধিকারস্তস্য তদ্বাক্যমাত্রাধ্যয়নং স্যাৎ। ন তু রাজসূয়াদিবাক্যাধ্যয়নং। তত্র প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ। স্বপক্ষে তু নায়ং দোষ ইত্যাহ।

"কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থেতি"॥ (৭)॥ ন চাবোধকত্বেঽর্থাববোধ এব ন সিদ্ধ্যেদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রমাণস্য প্রমেয়বোধকত্বস্বাভাব্যাৎ। লৌকিকাপ্তবাক্যানামন্তরেণৈব বিধিবোধকত্বদর্শনাদিত্যাহ॥

হইতেছে। যেমন পুরুষগণ ফলরূপ দুগ্ধাদির হেতু গবাদির প্রার্থনা করে, সেইরূপ ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের হেতুস্বরূপ বর্ণজ্ঞানও তাহাদের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বর্ণজ্ঞান হইলেই অধ্যয়ন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে,—ইহা বুঝা উচিত। যদি ফলবিশিষ্ট অর্থবোধের নিমিত্ত বর্ণজ্ঞানই প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে অর্থবোধ প্রধানরূপে প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। সুতরাং, অধ্যয়ন-বিধিতে অর্থবোথ পর্য্যন্ত হইবে না কেন?

অর্থবোধ পর্য্যন্তই যদি বেদাধ্যয়ন বিধি হয়, তাহা হইলে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করার আবশ্যক হয় না; বেদের কোনও এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া অর্থবোধ সঞ্জাত হইলেও সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফল হইতে পারে। এই জন্যই "ফলবদ্ বোধান্তত্বেঽধ্যয়নাকাৎস্ন্যং,"—এই সূত্র করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানই বোধের ফল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, যে বার্হস্পত্য যজ্ঞাদিতে ব্রাহ্মণের অধিকার, তিনি যদি সেই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদবাক্য মাত্র অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেই তো তাঁহার কার্য্য-নিষ্পত্তি হইয়া গেল? সে ক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজসূয়াদি যজ্ঞদ্যোতক বেদবাক্য অধ্যয়ন করিতে হয় না। কারণ, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিজনক কোনও ফল নাই। ক্ষত্রিয়েরই রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য,—এরূপ বলা যায় বটে; কিন্তু "কৃৎস্নপ্রাপ্তির্জপার্থা", অর্থাৎ জপের জন্যই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়,—যদি এইরূপ মীমাংসা করা যায়; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। জপের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদ অধ্যয়নের তাৎপর্য্য এই যে, রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নিজের কোনও অভীষ্ট ফল সিদ্ধ না হউক, কিন্তু ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যজ্ঞাঙ্গীভূত জপাদিরূপ সমস্ত ক্রিয়া পুরোহিতরূপে ব্রাহ্মণকেই শেষ করিতে হয়। সুতরাং, তাহার অনুষ্ঠান-প্রণালী যদি পূর্ব্বে অধ্যয়ন করা না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের উপযোগিতা থাকে না। এই জন্য সম্পূর্ণ বেদই ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা একান্ত দরকার। বেদাধ্যয়ন যদি বোধজনক না হয়, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রের অর্থবোধও হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। কারণ, প্রমেয়কে জানাইয়া দেওয়াই প্রমাণের একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য পণ্ডিতগণের বাক্য ব্যতীতও বিধির নিজেরই বোধকত্ব ধর্ম্ম আছে, ইহা লৌকিক জগতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

"লোকবত্তেভ্যো বোধ ইতি" ॥ (৮) ॥ ননু বোধস্য বিধিফলত্বে বোধকামমুদ্দিশ্য বিধাতুং শক্যত্বাৎ :সুলভোঽধিকারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তিপক্ষেঽপি প্রাপ্তিকাম উপনীতাষ্টবর্ষব্রাহ্মণোঽধিকারী সুলভ এবেতি পরিহারং স্পষ্টত্বাদুপেক্ষ্য বোধস্য কাম্যত্বং দূষয়তি ॥

"সোঽকাম্যঃ প্রাগ্ বোধ্যভানাভানয়োরিতি" ॥ (৯) ॥ বোধ্যস্যাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণবেদার্থস্যাধ্যয়নাৎপ্রাক্ সন্ধ্যোপাসনাদিবৎ পিত্রাদ্যুপদেশত এব ভানে সিদ্ধত্বাদেব সোঽর্থবোধো ন কাম্যঃ। অভানে কাময়িতুমশক্যঃ। জ্ঞাত এব বিষয়ে কামতানিয়মাৎ॥ ননু সামান্যতো জ্ঞাতে বিশেষতো বুভুৎসা সম্ভবতি। যদ্বা বিশেষতোঽপি পিত্রাদ্যুপদেশাদবগতে সত্যৌপদেশিকজ্ঞানস্য প্রামাণ্যনির্ণয়ায় পুনর্ব্বোধকামনা যুক্তৈবেত্যাশঙ্ক্যৈবমপ্যর্থাববোধমুদ্দিশ্যাধ্যয়নবিধানং ন সম্ভবতীত্যাহ ॥

এই জন্যই "লোকবত্তেভ্যো বোধঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন। স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে জ্ঞান, যেমন উপদেশ ব্যতীত আপনা আপনিই হইয়া থাকে; তেমনই বিধির বোধকত্ব, আপ্ত (ভ্রমপ্রমাদশূন্য) পণ্ডিতগণের উপদেশপূর্ণ বাক্য ব্যতীতও স্বয়ংই উদ্ভূত হয়। ইহাই ঐ পূর্ব্বোক্ত সূত্রের নিগূঢ় বা মীমাংসিত অর্থ। যদি বোধ, বিধির ফল বা পরিণাম হয়; তাহা হইলে যে ব্যক্তি বোধ (অর্থ) জানিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্যই কেবল বেদাধ্যয়নের বিধান করা যাইতে পারে। এরূপ ভাবের অধিকারীও দুর্ল্লভ নয়। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহার মীমাংসা করা হইতেছে; যথা,—অক্ষরপ্রাপ্তিপক্ষে অষ্টমবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন হইবামাত্রই অধ্যয়নের প্রাপ্তি জ্ঞান কামনা করে। এরূপ অধিকারী সুলভই বটে;—দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু এ উত্তরটি সুস্পষ্ট হইলেও, তাহার আদর না করিয়া, যাহারা বোধকে কাম্য বলে, "সোঽকাম্যঃ-প্রাগ্ বোধ্যভানাভানয়োঃ"—এই সূত্র দ্বারা তাহাদের মতের উপর দোষ দিতেছেন।

সেই বোধ কাম্য নহে। কারণ, কোনও বিষয় অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান বা অজ্ঞান হইয়া থাকে। অধ্যয়নের পূর্ব্বে পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদির জ্ঞান বা বোধ হয়; সেইরূপ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্রাদি লক্ষণসমন্বিত বেদ-মন্ত্রেরও অর্থবোধ হইয়া থাকে। অতএব সেই অর্থবোধকে কিরূপে কাম্য বলা যাইতে পারে? যদি অর্থবোধের পূর্ব্বে বোধ-বিষয়ক জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ের কামনাও তো হইতে পারে না! কেন-না, কোনও বিষয়ের তথ্য বা মর্ম্ম জানিতে পারিলে, তবে সে বিষয়ের কামনা সিদ্ধ হয়। এইরূপ নিয়মই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আচ্ছা, কোনও বিষয় সামান্যভাবে জানা থাকিলে, সেটি বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছাও তো হইতে পারে? কিম্বা পিত্রাদির উপদেশ অনুসারে কোনও বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইলেও, পিত্রাদি যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন কি ভুল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়াও তো সম্ভবপর!—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় বলিয়াই অর্থবোধের জন্য অধ্যয়ন-কার্য্যের বিধান হয় নাই, ইহা বুঝা যাইতেছে।

"উদ্দেশাযোগাদিতি" ॥ (১০) ॥ অগ্নিহোত্রাদিবিশেষজ্ঞানানাং ন তাবদেকবুদ্ধ্যা বিশেষাকারেণোদ্দেশঃ সম্ভবতি। অনন্তত্বাৎ সামান্যাকারেণোদ্দেশে সামান্যমেব বিধিফলং স্যান্ন তু জ্ঞানবিশেষঃ। ততো নোদ্দেশো যুক্তঃ। নন্বর্থাববোধমুদ্দিশ্যোচ্চারণাভাবে বেদস্য স্বার্থে তাৎপর্য্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোপক্রমাদিলিঙ্গগম্যং তাৎপর্য্যং শব্দবলাদেব সিধ্যতীত্যাহ ॥

"তাৎপর্য্যং শব্দাদিতি" ॥ (১১) ॥ তর্হ্যর্থজ্ঞানমুদ্দিশ্য শব্দোচ্চারণং লোকে ব্যর্থং স্যাদিতি চেৎ ন। পুরুষসম্বন্ধকৃতদোষাখ্যপ্রতিবন্ধপরিহারার্থত্বাদিত্যাহ ॥

"উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোক ইতি" ॥ (১২) ॥

নন্বধ্যয়নবিধের্ব্বোধান্তত্বাভাবে বিচারশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তেত প্রযোজকাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

"বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত -উপপন্নত ইতি" ॥ (১৩)॥ ক্রতুবোধবিধয়ঃ সাঙ্গবেদাধ্যয়-

---

এই কারণেই "উদ্দেশাযোগাৎ—এই সূত্র করিয়াছেন। কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে উদ্দেশ যোগ্য নহে,—ইহাই এস্থলে সূত্রার্থ। এক জনের বুদ্ধি দ্বারা, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিশেষ জ্ঞান নির্দ্দিষ্টভাবে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান অনন্ত। যদি সামান্যভাবে উদ্দেশ করা যায়, বিধিবিহিত ফলও সামান্য হয়। তদ্দ্বারা বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং, এরূপ ক্ষেত্রে অর্থবোধের বিশেষ উদ্দেশও উপযুক্ত নয়, সামান্য উদ্দেশও উপযুক্ত নয়। তাহা হইলেই, অর্থবোধের উদ্দেশ জন্য যদি বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ না হয়, তবে বেদের স্বার্থে কোনরূপ তাৎপর্য্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই বলিতেছেন,—"উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তিরূপ ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা যে তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়, সেই তাৎপর্য্য শব্দের বল অনুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণে, "তাৎপর্য্যং শব্দাৎ" অর্থাৎ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ হইতে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে;—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন।

আচ্ছা, শব্দের বল অনুসারে যদি তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই জগতে যত লোক অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদের সে শব্দোচ্চারণ বৃথা হইয়া যায়! এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—'না, তাহা বৃথা হইতে পারে না; কেন-না, পুরুষসম্বন্ধীয় দোষ বাক্যে সংক্রমিত হইলে, সেই বাক্যের তাৎপর্য্যলভ্য প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করাইবার পক্ষে, প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।' সেই প্রতিবন্ধকীভূত দোষ পরিহারের জন্যই "উদ্দিশ্যোচ্চারণং দোষঘ্নং বৈ লোকঃ"—এই সূত্র করিয়াছেন।

লৌকিক প্রথায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থবোধের জন্য উচ্চারণ করিলে সমস্ত-দোষ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

আরও এক কথা,—যদি বেদাধ্যয়ন বিধিতে বোধ পর্য্যন্তই না হয়, তাহা হইলে বিচারশাস্ত্রে প্রবৃত্তি আসে না। কারণ, যাহা লইয়া বিচার হইবে, সে বিষয়ের প্রয়োগ করিতে না পারিলে, কিরূপে বিচার-মূলক শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাসের জন্যই "বিচার উত্তরবিধিপ্রযুক্ত উপপন্নতে",—এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

নাদাপাতপ্রতিপন্নাবিরোধপরিহারেণ প্রতিষ্ঠিতং নির্ণয়জ্ঞানমন্তরেণানুষ্ঠাপয়িতুমশক্ত্, বস্তুত্বং নির্ণয়ায় ক্রতুবিচারং প্রয়োজয়ন্তি। শ্রবণবিধিস্তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মবিচারং বিধত্তে। এবং চ সতি শ্রবণবিধেঃ স্ববিধেয়প্রয়োজকত্বং ক্রতুবিধীনাং চ বিধেয়োপকারিপ্রযোজকত্বমিত্যুপপন্থতেতরাং। অধ্যায়নবিধিপ্রযুক্তিপক্ষে তু তদ্বিধেঃ ক্রতুদ্বারা স্বর্গসিদ্ধিপর্য্যন্তত্বাৎ ক্রত্বনুষ্ঠানস্থাপি তৎপ্রযুক্তৌ ক্রুতুবিধিবৈয়র্থ্যমাপন্তেত ॥

নন্বধ্যয়নবিধেস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রং প্রতি নিত্যত্বাৎ তৎপ্রযুক্তৌ বিচারস্থাপি তল্লভ্যেত নান্যথেতিচেৎ। ক্রতুবিচারস্ত ত্রৈবর্ণিকমাত্রেঽপি নিত্যত্বসিদ্ধিঃ কিং বা ব্রহ্মবিচারস্ত। তত্রাদ্যোঽস্মন্মতেঽপি সম ইত্যাহ॥

"অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্তেতি" ॥ (১৪)॥ যতোঽকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ ক্রতবস্ত্রৈবর্ণিকানাং নিত্যা অত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽনিষ্ট ইত্যাহ॥

যাহাতে পরবর্ত্তী বিধির প্রযুক্তি আছে, তাহাকেই বিচার বলে। ইহাই সূত্রের পর্য্যবসিত অর্থ। শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে, যজ্ঞজ্ঞান-সংক্রান্ত বিধি-সমূহের আপাততঃ প্রতিপত্তি অর্থাৎ বোধ হয় বটে; কিন্তু বিরোধ অর্থাৎ পুরুষ-সংক্রান্ত সন্দেহরূপ দোষ পরিহার-পূর্ব্বক নিশ্চয়-জ্ঞান না হইলে, সে প্রতিপত্তি কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে সমর্থ হয় না; সুতরাং তাহার নির্ণয় জন্যই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শ্রবণ-বিধি প্রত্যক্ষভাবেই ব্রহ্মবিচার বিধান করিয়া থাকে। তাহা হইলে, এখন শ্রবণ-বিধির স্ববিধেয় প্রযোজকত্ব এবং যজ্ঞ-বিধি-সমূহের বিধেয়োপকারীর প্রযোজকত্ব সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ, বেদাধ্যয়নের অর্থ-বোধ পর্য্যন্তই যদি মানা যায়, তাহা হইলেও উহা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। এই জন্যই বিচারের আবশ্যক হইতেছে, ইহা বেশ বুঝা গেল। "বেদাধ্যয়ন দ্বিজাতির একান্ত কর্ত্তব্য"—এবম্প্রকার বিধি-পক্ষই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অধ্যয়ন বিধি হইতেই স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত যখন সম্ভবপর হইতে পারে, তখন যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আর আবশ্যক হইতেছে না। কারণ, অধ্যয়ন দ্বারা সুলভে যদি স্বর্গলাভ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া কষ্টভোগ করি কেন?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পক্ষেই বেদাধ্যয়ন-বিধি নিত্য। সুতরাং বিধি লইয়া বিচার করিলেও, তাহাই (নিত্যত্বই) পাওয়া যায়, কদাপি তাহার অন্যথা হয় না;—এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েই ক্রতু-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? না,—ব্রহ্ম-বিচারের নিত্যতা-সিদ্ধি বিষয়ে হেতু হইবে? এরূপ সন্দেহে প্রথমটি (ত্রৈবর্ণিক মাত্রেই যজ্ঞবিচারের নিত্যতা-সিদ্ধ বিষয়ে হেতুত্ব স্বীকার) আমাদের মতেও তুল্য; অর্থাৎ ইহাতে কোনও মতান্তর নাই। এই জন্যই "অতো নিত্যঃ ক্রতুবিচারস্ত্রৈবর্ণিকমাত্রস্য"—এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণেরই যজ্ঞ-বিচার নিত্যকর্ম্ম। সুতরাং, উহা একান্ত

"ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈবেতি" ॥ (১৫) ॥ নিত্যোঽনুষঙ্গ ইতি।

ননূক্তরীত্যাধ্যয়নস্যাক্ষরগ্রহণান্তত্বেঽর্থজ্ঞানমবিহিতং স্যাৎ। মৈবং। বাক্যান্তরেণ তদ্বিধানাৎ। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি তদ্বিধিঃ। তত্র নিষ্কারণশব্দেনাধ্যয়নজ্ঞানয়োঃ কাম্যত্বং নির্ব্বার্য্যতে। অর্থজ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিকরং বচনদ্বয়ং শাখান্তরগতং নিরুক্তকারো যাস্ক এবমুদাজহার। অথাপি জ্ঞানপ্রশংসা ভবত্যজ্ঞাননিন্দা চ।

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিদিতি॥"

কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে, পাতক সঙ্ঘটিত হইবে। ইহাই সূত্রের অর্থ। যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকেই নিত্য বলা যায়। সে জন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতিরই যজ্ঞানুষ্ঠান নিত্যরূপে একান্ত করণীয়,—ইহাই মীমাংসিত অর্থ। দ্বিতীয়টি (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই, ব্রহ্মবিচারের নিত্যতা সিদ্ধি বিষয়ে হেতু স্বীকার) বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই "ব্রহ্মবিচারঃ পুনঃ পরমহংসস্যৈব" এই সূত্র করিয়াছেন।

পরমহংসেরই ব্রহ্ম-বিচার নিত্য কর্ত্তব্য;—ইহাই সূত্রের অর্থ। আচ্ছা, এই প্রকারে বেদাধ্যয়নে যদি বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্তই হয়, তাহা হইলে "বেদের অর্থজ্ঞান"—এ কথার একেবারেই বিধান হইতে পারে না। এরূপ বিতণ্ডা যুক্তিযুক্ত নহে; কেন-না, অন্যবাক্য দ্বারা বেদার্থজ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। সেই বিধান এইরূপে হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ"; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিষ্কাম ধর্ম্ম জানা উচিত এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগত "নিষ্কারণ" শব্দ দ্বারা অধ্যয়ন ও জ্ঞানের কাম্যত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। নিরুক্তকার যাস্ক ঋষি শাখান্তরগত দুইটি বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। তদ্দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি আসিতে পারে। এমন কি, সেই বাক্যদ্বয়ে জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা আছে। সেই দুইটি বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূ-
দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা" ॥ (১)

অর্থাৎ,—যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথচ অর্থ জানে না, সে স্থাণু অর্থাৎ নিঃশাখ বৃক্ষের ন্যায় কেবল ভারই বহন করিয়া থাকে। যে অর্থ জানে, সে সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপকে ধ্বংস করিয়া স্বর্গে গমন করে।

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥ ২ ॥

অস্মিন্ মন্ত্রদ্বয়ে যোঽর্থজ্ঞ ইত্যনেনৈবার্দ্ধেন বেদার্থজ্ঞানং প্রশস্যতে। ইতরেনার্দ্ধত্রয়েণ জ্ঞানরাহিত্যং নিন্দ্যতে। যো বেদার্থং জানাতি সোঽয়মিহ লোকে সকলং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি। তথা তেন জ্ঞানেন পাপক্ষয়ে সতি মৃতঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি। তদেতদৈহিকমামুষ্মিকং চ জ্ঞানফলং তৈত্তিরীয়া মন্ত্রোদাহরণেন তদীয়তাৎপর্য্যাভিধায়িব্রাহ্মণেন চ স্পষ্টীচক্রুঃ। "তদেযাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙুতবা পুরাণোবেদবিদ্বাংসমভিতো বদন্ত্যাদিত্যমেব:তে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং চ হংসমিতি। যাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্ব্রাহ্মণেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।" বেদং বিদ্বানর্থাভিজ্ঞঃ পুরুষঃ। স চ দ্বিবিধঃ। অর্ব্বাচীনকালে

যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ) নিক্ষেপ করিলেও যেমন জ্বলে না, সেইরূপ অর্থ না জানিয়া কথা দ্বারা কেবল বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তদ্দ্বারা কোনও ফলই সিদ্ধ হয় না।

উল্লিখিত এই মন্ত্রদ্বয়ে "যে অর্থ জানে" এই অর্দ্ধাংশ দ্বারা বেদের অর্থজ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং অপরাংশ দ্বারা জ্ঞান-রাহিত্যের নিন্দা করা হইয়াছে। যে বেদার্থ জানে, সেই ব্যক্তিই ইহজগতে সর্ব্ববিধ শুভ বা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই বেদার্থের জ্ঞান-নিবন্ধন তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইলে মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। বেদের অর্থজ্ঞান হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ একটি মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া থাকেন। আর সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য-বোধক ব্রাহ্মণ-বাক্য দ্বারা উহা আরও স্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সেই দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—

> "তদেযাভ্যুক্তা। যে অর্ব্বাঙুত বা পুরাণো বেদং বিদ্বাংসমভিতো
> বদন্ত্যাদিত্যমেব তে পরিবদন্তি। সর্ব্বেঽগ্নিং দ্বিতীয়ং চ তৃতীয়ং হংসমিতি।
> যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো
> বেদবিদ্ভ্যো দিবে দিবে নমস্কুর্য্যান্নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েদেতা এব দেবতাঃ প্রীণাতীতি।"

অর্থাৎ,—মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইতেছে, যাহারা প্রাচীন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারা সকলে সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-দেবের নিন্দা করিয়া থাকে, দ্বিতীয়ে অগ্নির নিন্দা করে, তৃতীয়ে হংসের নিন্দা করে। কারণ, এই জগতে যত দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ নমস্কার করিবে, তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিবে না, এবং তাঁহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবে না। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপভাবে সদ্ব্যবহার করে, তাহার প্রতি সমস্ত দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। কোনও ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। এবম্বিধ বিদ্বান দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ বিদ্বানের লক্ষণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। ইদানীন্তন-কালোৎপন্ন "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

সমুৎপন্নশ্চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানকুশলঃ কশ্চিদুপাধ্যায়ঃ পুরাতনকালে সমুৎপন্নো ব্যাসাদিশ্চ। তমেতমুভয়বিধং বিদ্বাংসং বিদ্যামদধনমদকুলমদোপেতাঃ পণ্ডিতম্মন্যা যে পুরুষা অভিতো বিদ্যাদিষু দূষয়ন্তি তে সর্ব্বেঽপ্যাদিত্যমেব প্রথমং দূষয়ন্তি। আদিত্যাপেক্ষয়া দ্বিতীয়মগ্নিং দূষয়ন্তি। তদুভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং হংসং দূষয়ন্তি। হন্তি সদা গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ। অগ্ন্যাদিরূপত্বং চ বেদবিদ আম্নাতং। অগ্নের্ব্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। ন কেবলমেতদ্দেবতাত্রয়ং কিন্তু সর্ব্বা অপিদেবতা বেদবিদি বসন্তি। ব্রাহ্মণান্ বেদবিদো দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা বা প্রতিদিনং নমস্কুর্য্যান্ন তু তস্মিন্ বিদ্যমানমপি দোষং কীর্ত্তয়েৎ। এবং সতি তত্র মন্ত্রার্থভূতাঃ সর্ব্বা অপি দেবতা বেদার্থবিদা স্মর্য্যমাণতয়া তদীয়হৃদয়েঽবস্থিতা অয়ং নমস্কর্ত্তা তোষয়তি। নচৈতদধ্যয়নস্যৈব ফলমিতি শঙ্কনীয়ং। বিদ্বাংসমিত্যাম্নাতত্বাৎ। অন্যথা বেদমধীয়ানমিত্যাম্নায়েত। তস্মাৎ সর্ব্বদেবতাবুদ্ধ্যা প্রাণিভিঃ পূজ্যস্য বেদার্থবিদো লোকদ্বয়েঽপি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। যস্তু বেদমধীত্যার্থং ন বিজানাতি সোঽয়ং পুমান্ ভারমেব

ধর্ম্মশাস্ত্রঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেত্যাশ্চতুর্দ্দশ" লক্ষণবিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দশবিধ বিদ্যাস্থান-কুশল বিদ্বান, তন্মধ্যে এক প্রকার। আর অপর প্রকার হইতেছে,—প্রাচীনকালে সমুৎপন্ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি আচার্য্য। বিদ্যামদ, ধনমদ ও কুলমদে মত্ত, স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানী যে ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বিদ্যাদি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে অর্থাৎ নিন্দা করে, তাহারা সর্ব্বপ্রথমে আদিত্যকে দূষিত করে। তার পর অগ্নিকে আদিত্যের অপেক্ষা দূষিত করে। অতঃপর আদিত্য ও অগ্নি অপেক্ষা তৃতীয়ে হংসকে দূষিত করে। গমনার্থ হন্ ধাতু হইতে হংস শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই জন্য হংস শব্দে বায়ুকে বুঝাইতেছে;—"হন্তি গচ্ছতীতি হংসো বায়ুঃ"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে "যং যং ক্রতুমধীতে তেনাস্যেষ্টং ভবত্যগ্নের্বায়োরাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতি"—এই যে মন্ত্র পঠিত হইয়াছে; তাহাতেই অগ্ন্যাদির স্বরূপ বিবৃত রহিয়াছে। কেবল যে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য—এই দেবতাত্রয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন, এমত নহে। পরন্তু সকল দেবতাই ঐ বেদবিৎ ব্রাহ্মণে অবস্থান করেন। সুতরাং, প্রতিদিন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিবামাত্র নমস্কার করিবে। যদি কোনও কারণবশতঃ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দর্শন না ঘটে, এমন কি স্মরণ করিয়াও নমস্কার করিবে। তাঁহাতে কোনও দোষ থাকিলেও, সে দোষের কীর্ত্তন বা ঘোষণা করিবে না। এইরূপ করিলে সেই নমস্কর্ত্তা বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণের ধ্যানযোগে তদীয় হৃদয়ে অবস্থিত মন্ত্রার্থস্বরূপ সকল দেবতাকেই পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইতে পারেন। এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত ফল, বেদাধ্যয়ন করিলেই যে হয়, এরূপ ভাবনা করা উচিত নহে। বেদধ্যয়নকারীকে নমস্কার করিবে,—বাক্যের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য হইত; তাহা হইলে "বেদমধীয়ানং" এইরূপ বলিলেই চলিতে পারিত। "বেদং বিদ্বাংসং" অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা বিদ্বান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে,—এরূপ বলার কোনও আবশ্যক ছিল না। তাহা হইলে, বেদার্থবিৎ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদেবতাময়,—এইরূপ জ্ঞানে তিনি সকল জীবেরই পূজ্য। অতএব তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে

হরতি ধারয়তি। স্থাণুরিতি দৃষ্টান্তঃ। ছিন্নশাখং শুষ্কং বৃক্ষমূলং স্থাণুশব্দেনোচ্যতে। স চ যথেন্ধনার্থমেবোপযুজ্যতে ন তু পুষ্পফলার্থম্। তথা কেবলপাঠকস্য ব্রাত্যত্বং ন ভবতীত্যেতাবদেব; নহ্যনুষ্ঠানং স্বর্গাদিফলসিদ্ধির্নাস্তি। কিলেত্যনেন লোকপ্রসিদ্ধির্দ্যোত্যতে। লোকেঽপি পাঠকস্য যাবতী ধনাদিপূজা ততোঽপ্যধিকা বিদুষি দৃশ্যতে। কিঞ্চ যদ্বেদবাক্যমাচার্য্যাদ্গৃহীতমর্থজ্ঞানরহিতং পাঠরূপেণৈব পুনঃপুনরুচ্চার্য্যতে। তৎকদাচিদপি ন জ্বলতি ন প্রকাশয়তি। যথাগ্নিরহিতপ্রদেশে প্রক্ষিপ্তং শুষ্ককাষ্ঠং ন জ্বলতি তদ্বৎ। তথা সতি তস্য বাক্যস্য বেদত্বমেব মুখ্যং ন স্যাৎ। অলৌকিকং পুরুষার্থোপায়ং বেত্ত্যনেনেতি বেদশব্দনির্ব্বচনম্। তথাচোক্তম্। প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতেতি। অতো মুখ্যবেদসিদ্ধয়ে জ্ঞাতব্য এব তদর্থঃ। কিঞ্চাত্র যাস্কেন কাচিদন্যাপ্যৃগুদাহৃতা।

অণুমাত্র সন্দেহ নাই,—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে অথচ তাহার অর্থ বুঝে নাই, সে কেবলমাত্র স্থাণুর ন্যায় ভারই বহন করিয়া থাকে। স্থাণু শব্দের দ্বারা শাখা-প্রশাখা-বিহীন শুষ্কবৃক্ষের কাণ্ড বা গুঁড়িকে বুঝায়। সেই ছিন্নশাখ বৃক্ষকাণ্ড যেমন কেবলমাত্র ইন্ধনার্থ (জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য) ব্যবহৃত হয়, তাহাতে যেমন কোনও পুষ্প বা ফল উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ অর্থ না বুঝিয়া বেদপাঠ করিলে ব্রাত্যত্ব (পাতিত্য) দোষ সঙ্ঘটিত হয় না বটে; কিন্তু বেদাধ্যয়ন দ্বারা প্রতিপন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ করিতে পারা যায় না। মন্ত্রে যে "কিল" শব্দ আছে, তাহার দ্বারা লোকপ্রসিদ্ধি অর্থ বুঝাইতেছে। লৌকিকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল মাত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া যে পরিমাণে ধনাদি উপার্জ্জন হয় এবং জনসমাজে সম্মানলাভ করিতে পারা যায়, বেদার্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর ধনাদি উপার্জ্জনে ও সম্মানলাভে অধিকারী হওয়া যায়। আরও এক কথা, যাঁহারা বেদবাক্য গুরুর নিকট হইতে কেবলমাত্র শুনিয়া অথচ অর্থবোধ না করিয়া পাঠাভ্যাসরূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট, সেই বেদবাক্য কদাপি প্রজ্বলিত হয় না অর্থাৎ স্বার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অগ্নি-শূন্য প্রদেশে শুষ্ক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রজ্বলিত হয় না, সে বেদবাক্যও তাঁহাদের নিকট সেইরূপ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উত্তম দৃষ্টান্ত। যদি এইরূপই বলা যায়, তাহা হইলে ঐ বাক্যে বেদত্বের মুখ্যার্থ তিরোহিত হইয়া গৌণার্থ প্রকাশিত হয়; কেন-না, অলৌকিক পুরুষার্থোপায় ইহা দ্বারা জানা যায় বলিয়া, ইহাকে বেদ বলে। "বেত্ত্যনেনেতি বেদঃ"—অর্থাৎ "ইহা দ্বারা জানা যায়," ইহাই বেদ শব্দের নির্ব্বচনার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।" ইহার অর্থ এই যে, যে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপায় জানা যায় না, তাহা বেদদ্বারা বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানিতে সমর্থ হন। এই জন্যই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ সার্থকতা। সুতরাং, বেদের মুখ্যার্থ সিদ্ধির জন্যই বেদার্থ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এস্থলে মহর্ষি যাস্ক, অন্য একটি ঋকের পৃথক্‌ভাবে উদাহরণ দিয়াছেন।

"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃশৃণ্বন্ন ণোত্যেনাম্। উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ইতি।

তত্র পূর্ব্বার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যং স এব দর্শয়তি। অপ্যেকঃ পশ্যন্ ন পশ্যতি বাচমপি চ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনামিত্যবিদ্বাংসমাহার্দ্ধমিতি। অস্যায়মর্থঃ। যঃ পুমানর্থং ন বেত্তি তং প্রতি পূর্ব্বার্দ্ধেন মন্ত্রো ব্রূতে। একঃ পুরুষঃ পাঠমাত্রপর্য্যবসিতো বেদরূপাং বাচং পশ্যন্নপি ন সম্যক্ পশ্যতি। একবচনবহুবচনবিবেকাভাবে পাঠশুদ্ধেরপি কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ। বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। ত এবৈনং ভূতিং গময়ন্তীত্যাদাবব্যুৎপন্নঃ কথং পাঠং নিশ্চিনুয়াৎ। অন্যঃ কশ্চিদর্থজ্ঞানায় ব্যাকরণাদ্যঙ্গানি শৃণ্বন্নপি মীমাংসারাহিত্যাদেনাং বেদরূপাং বাচং ন সম্যক্ শৃণোতি। যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি। অত্র ব্যাকরণমাত্রেণ

সেই ঋক্‌টিও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ইতি। এই ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ, যাস্ক মহর্ষি বক্ষ্যমাণ প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন; যথা, কোনও এক ব্যক্তি বেদ-বাক্য, দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এই ঋগর্দ্ধ তাহাকে অবিদ্বান্ বলিতেছে। বেদ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও যে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সেই ব্যক্তিই বেদবাক্য সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা অবলম্বন করে। ইহাই ঋগর্দ্ধের তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বকথিত অর্থ বিস্তৃতভাবে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে;—বেদার্থানভিজ্ঞ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঋঙ্মন্ত্র-প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বার্দ্ধের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, এক জন লোক কেবললাত্র পাঠ করিয়াই বেদ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অর্থবোধ করেন নাই। সুতরাং সেই ব্যক্তি বেদরূপ বাক্য দেখিয়াছে বটে, কিন্তু সম্যক্‌ভাবে দেখে নাই। বেদার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেকাজেই দেখার মত না দেখিলে, কোন্‌টিই বা একবচন আর কোন্‌টিই বা বহুবচন, সে বিষয়ে জ্ঞান হয় না। বচন-জ্ঞান না হইলে, বিশুদ্ধভাবে বেদ পাঠও করিতে পারা যায় না। মনে কর, যে ব্যক্তি বেদার্থে ব্যুৎপন্ন নয়; "বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। স এবৈনং ভূতিং গময়তি। আদিত্যানেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি। ত এবৈনং ভূতিং গময়ন্তি।" ইত্যাদিস্থলে সেই ব্যক্তি কিরূপে পাঠ নিশ্চয় করিবে? আবার এমন লোকও আছে, যে অর্থবোধের জন্য গুরুসন্নিধানে যথানিয়মে ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে; তাহার মীমাংসাশাস্ত্রে কিন্তু আদৌ জ্ঞান জন্মে নাই। সে ব্যক্তি বেদবাক্য শুনিয়াও শুনে নাই,—এ কথা ভিন্ন আর কি বলা যায়? উদাহরণচ্ছলে একটি বেদ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহার তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—"যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেৎ।" অর্থাৎ,—যতগুলি অশ্ব প্রতিগ্রহ করিবে, ততগুলি বরুণ-দেবতা সম্বন্ধীয় চতুষ্কপাল (পাত্রচতুষ্টয়ে সংস্কৃত পৈষ্টচরু) নির্ব্বপণ (আহুতিদান) করিবে। এস্থলে ব্যাকরণ দ্বারা, যে অশ্ব প্রতিগ্রহ (স্বীকার বা গ্রহণ) করে, তাহারই

প্রতিগৃহীতুরিষ্টিঃ প্রতীয়তে। মীমাংসায়াং তু ন্যায়েন দাতুরিতি নির্ণীতম্। তস্মাদুভয়বিধমপ্যবিদ্বাংসং প্রত্যেবমাহেতি।

তৃতীয়পাদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি। অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে জ্ঞানং প্রকাশনমর্থস্তাহানয়া বাচেতি। অস্যায়মর্থঃ। অপিশব্দপর্য্যায় উতোশব্দঃ। স চ পূর্ব্বোক্তানভিজ্ঞবৈলক্ষণ্যায়াত্র প্রযুক্তো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। যঃ পুমান্ ব্যাকরণাদ্যঙ্গৈঃ স্বশব্দার্থমীমাংসয়া তাৎপর্য্যং শোধয়িতুং প্রবৃত্তস্তস্মা একস্মৈ বেদঃ স্বকীয়াং তনুং বিসস্রে। স্বমিত্যাদিকং পদব্যাখ্যানম্। জ্ঞানমিত্যাদিকং তাৎপর্য্যব্যাখ্যানম্। বেদার্থপ্রকাশনং সম্যক্‌জ্ঞানমনয়া তৃতীয়পাদরূপয়া বাচা মন্ত্র আহেতি॥

চতুর্থপাদতাৎপর্যং দর্শয়তি। উপমোত্তময়া বাচা জায়েব পত্যে কাময়মানা সুবাসা ঋতুকালেষু সুবাসাঃ কল্যাণবাসাঃ কাময়মানা ঋতুকালেষু যথা স এনাং পশ্যতি শৃণোতীত্যর্থজ্ঞ-

---

চতুষ্কপাল নির্ব্বপণযোগ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত—এই অর্থ উপলব্ধি হয়। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে ন্যায় দ্বারা, যে অশ্ব দান করে, তাহারই ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য —মীমাংসা-শাস্ত্রে এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপ উভয়বিধ অর্থ যে জানে না, তাহারই প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। "অপ্যেকস্মৈ তন্বং বিসস্রে" অর্থাৎ কোনও এক জনের নিকট; বেদবাক্য, তনু অর্থাৎ নিজের আত্মাকে বিবৃত করে। এতদুক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায়, এই বাক্য দ্বারা অর্থজ্ঞান প্রকাশিত হয়, ঋষি এই কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বলা যাইতেছে। মন্ত্র-বাক্যে যে "উতো" শব্দ আছে, তাহা এবং "অপি" শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একার্থবোধক। সুতরাং ঐ "উতো" শব্দ পূর্ব্বোক্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষত্ব দেখাইবার জন্যই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য এবং উভয়ের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বলিবার উদ্দেশ্যে 'উতো' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে "উতো" শব্দটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং, অনেকার্থ বলিয়া, "উতো" শব্দের অর্থ এস্থলে 'অপি' বলিয়া ধরিতে হইবে। ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, বেদান্তর্গত শব্দের মীমাংসার দ্বারা পরিশুদ্ধভাবে যে ব্যক্তি তাৎপর্য্যলব্ধ অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, একমাত্র সেই ব্যক্তির নিকটই বেদ স্বীয় তনু (শরীর) প্রকাশ করে। "স্বীয় তনু প্রকাশ করে"—এইটী হইল পদানুযায়ী ব্যাখ্যা; আর "অর্থজ্ঞান প্রকাশ করে"—এইটী হইল তাৎপর্য্যগত ব্যাখ্যা। মন্ত্র, এই তৃতীয় পাদ রূপ বাক্যের দ্বারা বেদার্থপ্রকাশোপযোগী সম্যক্ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, এই অর্থ ই প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে চতুর্থ পাদের তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শিত হইতেছে। তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় একটী সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। উত্তম বাক্যদ্বারা বলা যাইতেছে যে, ঋতুকালে পত্নী মঙ্গলীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পতিকে কামনা করিলে, পতি যেমন তাহাকে দর্শন করেন, তেমনি বেদমন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও তাহার অর্থ শ্রবণ করে। সুতরাং

প্রশংসেতি। অস্যায়মর্থঃ। উত্তময়া চতুর্থপাদরূপয়া বাচা তৃতীয়পাদার্থস্যোপমোচ্যতে। উশতীত্যেতস্য ব্যাখ্যানং কাময়মানেতি। যদ্যপ্যহি গৃহকৃত্যবেলায়াং মলিনবাসাস্তথাপি সংভোগকালেষু কল্যাণবাসা ভবতি। তত্র হেতুঃ। কাময়মানা ঋতুকালেষ্বিতি। যথা স পতিরেনাং জায়াং সাকল্যেনাদরযুক্তঃ পশ্যতি কিঞ্চ তয়োক্তার্থং হিতবুদ্ধ্যা শৃণোতি। তথায়ং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানপরিশীলনোপেতঃ পুরুষো বেদার্থরহস্যং সম্যক্ পশ্যতি। বেদোক্তঞ্চ ধর্ম্ম-ব্রহ্মরূপমর্থং হিতবুদ্ধ্যা স্বীকরোতি। সেয়মুক্তা বেদার্থাভিজ্ঞস্য প্রশংসেতি॥

পুনরপ্যৃগন্তরং যাস্ক উদাজহার। তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায়।

"উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাং অফলামপুষ্পামিতি॥"

অয়মর্থঃ। পূর্ব্বোদাহৃতায়া উত ত্বঃ পশ্যন্নিত্যাদিকায়া ঋচোঽনন্তরমেষাম্নাতা তস্য পূর্ব্বোক্ত-মন্ত্রস্যার্থস্য ভূয়সে নির্ব্বচনায় সম্পদ্যতে। তমর্থমতিশয়েন প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতি। কথমিতিচেৎ। তদুচ্যতে। অপি চৈকং চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানকুশলং পুরুষং বেদরূপায়া বাচঃ সখ্যে স্থিত্বা স্থৈর্য্যেণ বেদোক্তার্থামৃতপানযুক্তমাহুঃ। অভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। সখিবিদং সখায়ং

ইহা দ্বারা বেদ-মন্ত্রের অর্থজ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তির প্রশংসা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অর্থ অধিকতর স্পষ্টভাবে বিবৃত হইতেছে। মন্ত্রের চতুর্থ পাদরূপ উত্তম বাক্য দ্বারা তৃতীয় পাদান্তর্গত বাক্যার্থের উপমা কথিত হইতেছে। "উশতী" পদের অর্থ কাময়মানা (কামনাকারিণী) স্ত্রীলোক দিবাভাগে যখন গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও পতিসম্ভোগকালে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে। তাহার হেতু বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে পতিকামনাই এ বিষয়ে হেতু। সেই পতি তৎকালে এবম্ভূতা পত্নীকে যেমন সম্পূর্ণ আদরের সহিত দর্শন করেন এবং তৎকথিত সমস্ত বিষয়ই হিতকর বলিয়া শ্রবণ করেন; সেইরূপ যিনি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যাস্থান সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তিনি বেদাঙ্গের রহস্যময় গূঢ়তত্ত্ব-সমূহ সম্যক্‌রূপে দেখিতে পান; আর বেদোক্ত অর্থ ধর্ম্মস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ,—ইহা হিতবুদ্ধিতে স্বীকার করেন। তজ্জন্যই বেদার্থাভিজ্ঞ পুরুষের প্রশংসা কথিত হইয়াছে।

যাস্ক, পুনরায় "উত ত্বং সখ্যে" ইত্যাদি অন্য একটি ঋকের উদাহরণ দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ ঋক্‌টি, পূর্ব্বোক্ত ঋকের পরবর্ত্তী। ভূয়ঃপরিমাণে নির্ব্বচনার্থ-প্রকাশের জন্য উহা উদাহৃত হইয়াছে। ঐ ঋকের বিশদার্থ বিবৃত হইতেছে; যথা,—পূর্ব্বে "উত ত্বঃ পশ্যন্" ইত্যাদিরূপে যে ঋক্ উদাহৃত হইয়াছে, এই ঋক্‌টি তাহারই পরবর্ত্তী বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেয়, পরন্তু অতিশয়রূপে (বিশেষভাবে) প্রতিপন্ন করাইতে সক্ষম। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইজন্যই বলা হইতেছে যে, যিনি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানে সুনিপুণ; তিনিই বেদরূপ বাক্যের সখাভাবে অবস্থিত হইয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বেদোক্তার্থরূপ অমৃত পান করিয়া থাকেন। প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই কথা বলেন। "সখিবিদং সখায়ং" এই মন্ত্রে বেদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বেদের মিত্রতা আছে—এই কথা বলা হইয়াছে। কিম্বা, বেদমন্ত্রের অর্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদগণের সখারূপে স্বর্গলোকে অবস্থিত হইয়া অত্যধিক

ইতি মন্ত্রে বেদস্থ সখিত্বমুদাহৃতম্। যদ্বা স্বর্গলোকে বেদানাং সখ্যে স্থিত্বাতিশয়েন পীতামৃতমাহুঃ। বাচামিনা ঈশ্বরাঃ সভাসু প্রগল্‌ভা বা বাজিনাঃ। তেষুমধ্যেঽপ্যেনং বেদার্থকুশলং চোদয়িতুং ন হিন্বন্তি ন কেঽপি প্রাপ্নুবন্তি। তেন সহ বিবদিতুমসমর্থত্বাৎ। যস্ত্বন্যঃ পাঠমাত্রপরঃ পুষ্পফলরহিতাং বাচং শুশ্রুবান্ ভবতি। পূর্ব্বকাণ্ডোক্তস্থ ধর্ম্মস্থ জ্ঞানং পুষ্পম্। উত্তরকাণ্ডোক্তস্থ ব্রহ্মণো জ্ঞানং ফলম্। যথা লোকে পুষ্পং ফলস্থোৎপাদকং তথা বেদানুবচনাদিধর্ম্মজ্ঞানমনুষ্ঠানদ্বারা ফলাত্মকব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাং জনয়তি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনেতি শ্রুতেঃ। যথা চ ফলং তৃপ্তিহেতুস্তথা ব্রহ্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যত্বহেতুঃ। যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌ব্রহ্মাহমীস্মতি কৃতকৃত্যো ভবতীতি শ্রুতেঃ। তাদৃশপুষ্পফলরহিতবেদপাঠকঃ স এষ পুমানধেন্বা মায়য়া সহ চরতি। নবপ্রসূতিকা ক্ষীরদোগ্ধ্রী গোঃ প্রীতিহেতুত্বাদ্ধিনোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা ধেনুরিত্যুচ্যতে। পাঠমাত্রপরং প্রতি বেদরূপা বাগ্‌ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানরূপং ক্ষীরং ন দোগ্ধীত্যধেনুঃ অতএবাসৌ মায়া কপটরূপা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতগোসদৃশগোরূপত্বাৎ। তয়া মায়য়া সহ চরন্নয়ং পরমপুরুষার্থং ন লভত ইত্যর্থঃ। ইত্থং যাস্কেন জ্ঞানস্তুত্যজ্ঞাননিন্দোদাহরণস্থ প্রপঞ্চিতত্বাদ্ যচ্চ স্তূয়তে তদ্বিধীয়ত ইতিন্যায়েনাধ্যয়নবেদর্থজ্ঞানস্থাপি বিধিরভ্যুপগন্তব্যঃ॥

পরিমাণে পান করিয়া থাকেন,—এইরূপ কথিত হয়। যাহারা সভাস্থলে স্বকীয় প্রগল্‌ভতার পরিচয় দান করিতে সক্ষম; তাহাদের মধ্যে কেহই এবম্ভূত বেদার্থনিপুণ ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে না; কেন-না, তাঁহার সহিত বিচারমূলক কথোপকথন করিতে তাহারা সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদ পাঠ করিয়া যায়, সে ফলপুষ্পবিহীন বাক্যই শুনিয়া থাকে। পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত ধর্ম্মজ্ঞানই পুষ্প এবং উত্তরকাণ্ডোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই ফল। লোকে বলিয়া থাকে যে, যেমন পুষ্পই ফলের উৎপাদক অর্থাৎ পুষ্প হইতেই ফল উৎপন্ন হয়; সেইরূপ বেদানুশাসনাদিরূপ ধর্ম্মজ্ঞানই অনুষ্ঠান দ্বারা ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা উৎপন্ন করায়। সে বিষয়ে "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। "ফল যেমন তৃপ্তির হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনই কৃতকার্য্যতার হেতু। যিনি পূর্ণানন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়, সেই ব্রহ্মই আমি,—ইত্যাকার জ্ঞান হইলেই কৃতকৃত্য হয়।" এটী শ্রুতিবাক্য। তাদৃশ ফলপুষ্পরহিত বেদপাঠক ব্যক্তি অধেনু (বৃথা) মায়ার সহিত বিচরণ করে। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধদান করে বলিয়া প্রীতির কারণ হয়। সুতরাং "ধীনোতি" অর্থাৎ প্রতিদান করে যে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা "ধেনু" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থবোধ না করিয়া যে কেবলমাত্র বেদপাঠ করিয়া থাকে, বেদবাক্য তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞানরূপ দুগ্ধ দান করে না; সুতরাং, কেবলমাত্র বেদপাঠকারীর পক্ষে বেদবাক্য অধেনুস্বরূপ। অতএব সেই মায়া, ঐন্দ্রাজালিকনির্ম্মিত গবীর আকারসদৃশী কপটরূপা মাত্র। এবম্ভূত মায়ার সহিত বিচরণ করিতে করিতে, বেদার্থে অনভিজ্ঞ সেই পুরুষ, পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না,—ইহাই বিশদার্থ। এইরূপে, জ্ঞানের প্রশংসা ও অজ্ঞানের নিন্দা যাস্ক কর্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। "যাহা প্রশংসিত হইয়া থাকে, তাহাই বিহিত হয়।" এই ন্যায়ানুসারে বেদাধ্যয়নবৎ বেদার্থজ্ঞানেরও বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

কিঞ্চ নক্ষত্রেষ্টিকাণ্ডে প্রতীষ্টিফলবাক্যং যাগতদ্বেদনয়োঃ সমানমেবাম্নায়তে। যথা হ বা অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ এবং হ বা এস মনুষ্যাণাং ভবতি। য এতেন হবিষা যজতে য উ চৈতদেবং বেদেতি। অতো যাগবৎ ফলায় স্ববেদনমপি বিধীয়তে। অনেন ন্যায়েন সর্ব্বেষ্বপি ব্রাহ্মণেষু বেদনবিধয়ো দ্রষ্টব্যাঃ। ননু বিদ্যাপ্রশংসেতি সূত্রে বেদনফলানাং প্রশংসারূপত্বং জৈমিনিনা সূত্রিতমিতি চেৎ। অস্তু নাম। বিদ্যমানেনাপি ফলেন প্রশংসিতুং শক্যত্বাৎ। দর্শযাগস্য পূর্ণমাসযাগস্য চাতিপাতে সতি প্রায়শ্চিত্তরূপং বৈশ্বানরেষ্টিং বিধাতুং বিদ্যমানেনৈব স্বর্গফলেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে। সুবর্গায় লোকায় দর্শপূর্ণমাসাবিজ্যেতে ইতি। এতচ্চাচার্য্যৈর্ব্রহ্মজ্ঞান-ফলবাক্যস্য স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুমুদাহৃতম্। ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং বচসোঽন্যপরত্বতঃ। যথাবস্ত্বভিধায়িত্বান্নত্বভূতার্থবাদতা। ইজ্যেতে স্বর্গলোকায় দর্শাদর্শৌ যথা তথা। নত্বভূতার্থবাদত্বং পাপশ্লোকা শ্রুতির্যথেতি॥ ন চ বেদনমাত্রেণ ফলসিদ্ধাবনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কনীয়ং।

কিন্তু নক্ষত্রেষ্টি কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি যজ্ঞের ফলবাক্য, যজ্ঞ ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সমান। তাহা "যথা হ বা অগ্নিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে,—"অগ্নি, যেমন দেবগণের অন্নাদ অর্থাৎ হবীরূপ অন্নগ্রহণকারক, সেইরূপ মনুষ্যগণেরও অন্নবিধায়ক। যে ব্যক্তি এই হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করে এবং উহা দেবগণের অন্নস্বরূপ—ইহা জানে, অগ্নিদেবতার অনুগ্রহে, তাহাদেরই অন্নসংস্থান হয়।" সে হিসাবে, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ের ফল সমান, ইহাই বিহিত হইতেছে। এই ন্যায়ানুসারে সমগ্র ব্রাহ্মণ-বাক্যেই অর্থ (জ্ঞানবিধি-সকল) দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি জৈমিনি, "বিদ্যাপ্রশংসা" সূত্রে যাগযজ্ঞাদিতে অভিজ্ঞতারূপ জ্ঞানফলের যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য কি? তাহার উত্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ফল বিদ্যমান থাকিলে তাহার দ্বারা প্রশংসা করা যাইতে পারে। অমাবস্যায় করণীয় যাগ ও পূর্ণিমায় করণীয় যাগ যদি কালাতিপাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কালাতিপাত জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ বৈশ্বানর-যজ্ঞ বিধানের প্রয়োজন। আর বর্ত্তমান স্বর্গফলের দ্বারা তাহার স্তুতি করা আবশ্যক। এইজন্যই কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গলোক-প্রাপ্তির (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ সাধনোপায়) জন্য, দর্শপূর্ণ-মাস যজ্ঞ করিবে। ব্রহ্ম-জ্ঞানজনিত ফলবাক্যের স্বার্থেও তাৎপর্য্য আছে,—ইহা দেখাইবার জন্য আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক "ইচ্ছাম্যেবার্থবাদত্বং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের অর্থ করা যাইতেছে;—বেদমন্ত্রান্তর্গত বাক্যের অন্যপরত্ব অর্থাৎ অন্যার্থতা আছে বলিয়া, তাহার অর্থবাদ-বিষয়ক অর্থ বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রকৃতার্থের বাচক বলিয়া, অভূতার্থবাদতা বলিতে ইচ্ছা করি না। স্বর্গলোক-প্রাপ্তির জন্য দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দর্শপৌর্ণমাস-যাগে যে স্বর্গফল বর্ত্তমান আছে, বৈশ্বানর যজ্ঞেও সেই ফল আছে। নচেৎ, উহাদের প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার অনুষ্ঠান কথিত হইত না। সুতরাং উহারা প্রশংসিত হইতেছে। পাপশ্লোক শ্রুতও হয় না; পরন্তু যাগ-বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেই ফলসিদ্ধি হইতে পারে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার আর আবশ্যক হয় না,—এরূপ কথাও বলা যায় না। কেন-না, যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানজনিত ফল অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত ফলই অধিক কল্যাণকর

ফলভূয়স্তেন পরিহৃতত্বাৎ। উদাহৃতং চাত্র জৈমিনিসূত্রম্। ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ সারতো বা ফলবিশেষঃ স্যাদিতি। এতচ্চাস্মাভিস্তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ ইত্যুদাহরণেন ব্যাখ্যাতম্। ছন্দোগাশ্চ কেবলাদনুষ্ঠানাদ্ বিদ্যাসহিতেঽনুষ্ঠানে ফলাতিশয়মামনন্তি। তেনোভৌ কুরুতোযশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ। যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি। যদ্যপি অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিরত্র বিদ্যাশব্দেন বিবক্ষিতা। তথাপি ন্যায়ঃ সর্ব্বাস্বপি বিদ্যাসু সমানঃ॥

কুতস্তবৈতাবতী বেদনে ভক্তিরিতি চেৎ। কুতো বা তবৈষোঽত্র দ্বেষঃ। প্রশংসাস্মাভির্ভূয়সী দর্শিতা। নিন্দাং তু ন ক্বাপ্যুপলভামহে। কিন্তু কর্ম্মজন্যমপূর্ব্বং যথা মরণাদূর্দ্ধ্বং জীবেন সহ গচ্ছতি। তথা বিদ্যাজন্যমপ্যপূর্ব্বং গচ্ছতি। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি। তস্মাদধ্যয়নবদর্থজ্ঞানস্যাপি বিহিতত্বাদর্থজ্ঞানায় বেদো ব্যাখ্যাতব্যঃ।

বিষয়প্রয়োজনসংবদ্ধাধিকারিজ্ঞানমন্তরেণ শ্রোতৃপ্রবৃত্ত্যভাবাদ্ বিষয়াদয়ো নিরূপ্যন্তে।

হয়। সেইজন্য "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি জৈমিনি সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে উত্তীর্ণ হয়; এবং যে অশ্বমেধ যজ্ঞ জানে, সেও উক্তরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়;—উদাহরণচ্ছলে এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বেও করিয়া আসিয়াছি। "তেনোভৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারাই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা বিদ্যার (অর্থজ্ঞান) সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বেশী, ছান্দোগ-শাখান্তর্ভুক্ত সামবেদিগণ এই কথা বলিয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে,—"যে ইহা জানে বা ইহা না জানে, তাহারা উভয়েই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে উপনিষৎ ও বিদ্যা দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে।" যদিও এখানে বিদ্যা শব্দ দ্বারা সাঙ্গ উপাসনা বুঝাইতেছে, তাহা হইলেও ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাতেই সমান।

বেদার্থজ্ঞান বিষয়ে তোমার এরূপ ভক্তিই বা কোথা হইতে আসে? আর সে বিষয়ে তোমার এরূপ বিদ্বেষ-ভাবই বা কোথা হইতে আসে? অর্থবোধের প্রশংসা আমরা বহুবার দেখাইয়াছি; কিন্তু অর্থবোধ যে নিন্দনীয়, এ কথা কুত্রাপি উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যেমন মৃত্যুর পর; কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট, জীবের সহগামী হয়, সেইরূপ বিদ্যা জন্য অদৃষ্টও জীবসহগামী হইয়া থাকে। সুতরাং, বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য বলিয়া থাকেন। ঐ শ্রুতি-বাক্যের অর্থ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্ব স্ব বিদ্যা, কর্ম্ম ও জ্ঞান, পুরুষমাত্রেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং, বেদাধ্যয়নের ন্যায় বেদার্থ-জ্ঞান বিহিত বলিয়া, বেদার্থবোধের জন্য বেদের ব্যাখ্যা করা উচিত।

বিষয়-জ্ঞান, প্রয়োজনজ্ঞান, সম্বন্ধ-জ্ঞান ও অধিকারিজ্ঞান না জন্মিলে শ্রোতার বেদ-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য বেদ-ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরূপিত

ব্যাখ্যানস্য ব্যাখ্যেয়ো বেদো বিষয়ঃ। তদর্থজ্ঞানং প্রয়োজনম্। ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবঃ সংবন্ধঃ। জ্ঞানার্থী চাধিকারী। যদ্যপ্যেতাবৎ প্রসিদ্ধং তথাপি বেদস্য বিষয়াদ্যভাবে ব্যাখ্যানস্যাপি পরমবিষয়াদিকং ন স্যাৎ। অতো বেদস্য চতুষ্টয়মুচ্যতে। বেদে পূর্ব্বোত্তরকাণ্ডয়োঃ ক্রমেণ ধর্ম্মব্রহ্মণী বিষয়ঃ। তয়োরনন্যলভ্যত্বাৎ। তথা চ পুরুষার্থানুশাসনে সূত্রিতম্। ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে ইতি। জৈমিনীয়ে চ দ্বিতীয়সূত্রে চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণং চোদনাপ্রমাণমেবেতি নিয়মদ্বয়ং সম্প্রদায়বিদ্ভিরভিহিতম্। চোদনৈবেত্যমুমর্থমুপপাদয়িতুং চতুর্থসূত্রে প্রত্যক্ষবিষয়ত্বং ধর্ম্মস্য নিরাকৃতম্। প্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাদিতি। অনুষ্ঠানাদূর্দ্ধমুৎপৎস্যমানস্য ধর্ম্মস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানত্বান্ন প্রত্যক্ষযোগ্যতাস্তি। উত্তরকালেঽপি রূপাদিরাহিত্যান্নেন্দ্রিয়ৈরবগম্যতে॥ অতএবাদৃষ্টমিতি সর্ব্বৈরভিধীয়তে। লিঙ্গরাহিত্যান্নানুমানবিষয়ত্বমপ্যস্তি। সুখদুঃখে ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্লিঙ্গমিতি চেৎ। বাঢ়ম্। অয়মপি লিঙ্গলিঙ্গিভাবো বেদেনৈবাবগম্যতে। ততশ্চোদনৈব ধর্ম্মে প্রমাণম্॥

হইতেছে। ব্যাখ্যেয় বেদই ব্যাখ্যানের বিষয়, বেদার্থজ্ঞানই প্রয়োজন, ব্যাখ্যানব্যাখ্যায় তাহার সম্বন্ধ, আর জ্ঞানার্থীই বেদব্যাখ্যা-শ্রবণে অধিকারী,—যদিও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; কিন্তু তথাপি বেদের বিষয়াদির অভাব হেতু বেদব্যাখ্যারও পরম বিষয়াদি নাই। তজ্জন্যই বেদের বিষয়াদিপ্রবৃত্তিকারণরূপ প্রয়োজন-চতুষ্টয় উল্লিখিত হইতেছে। বেদের পূর্ব্বকাণ্ডের বিষয়—ধর্ম্ম এবং উত্তর কাণ্ডের বিষয়—ব্রহ্ম। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বেদে নিত্য-বিরাজিত। বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। পুরুষার্থানুশাসনে "ধর্ম্মব্রহ্মণী" প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হইয়াছে। চোদনা অর্থাৎ বেদবিধির প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ এবং প্রমাণই প্রেরণা,—সম্প্রদায়াভিজ্ঞগণ জৈমিনীয় দ্বিতীয় সূত্রে এই দুইটী বিধি বিবৃত করিয়াছেন। 'চোদনাই' যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত "প্রত্যক্ষমনিমিত্তং" ইত্যাদি চতুর্থ সূত্রে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্ভবে না। এই নিমিত্ত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও ধর্ম্মের প্রত্যক্ষযোগ্যতা থাকে না। কারণ, ধর্ম্মের কোনও রূপ নাই বা তাহার কোনও আকার নাই। এইজন্য উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। (চক্ষুরিন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে, তাহারই জ্ঞান জন্মে। তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়। কিন্তু যাহা চক্ষুর অগোচর, তাহা অপ্রত্যক্ষ। ধর্ম্ম চক্ষুর অগোচর; সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানাতীত)। এই সকল কারণে, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মের কোনও লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই। এই জন্য ধর্ম্ম অনুমানযোগ্যও নহে। সুখদুঃখই ধর্ম্মাধর্ম্মের লিঙ্গ—এতৎসিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু এই লিঙ্গলিঙ্গিভাব, বেদ দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। অতএব বেদের প্রেরণাই ধর্ম্মে প্রমাণ,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। (বিষয়টী একটু বিশদ-ভাবে বিবৃত হইতেছে। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সুখী, আর অধার্ম্মিক দুঃখী—এতৎসিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। ধর্ম্মই সুখের হেতুভূত। সুতরাং, যিনি ধর্ম্মানুসারী

বৈয়াসিকস্য তৃতীয়সূত্রস্য দ্বিতীয়বর্ণকে ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবস্তুনোঽপি শাস্ত্রৈকবিষয়ত্বং ভাষ্যকৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতং। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ইতি শ্রুতিশ্চ ভবতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিতি। তত্রোপপত্তিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈরেবমুদীরিতা। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্ন মানান্তরযোগ্যতেতি। তস্মাদনন্যলভ্যত্বাদস্তি ধর্ম্মব্রহ্মণোবেদবিষয়ত্বং। তদুভয়জ্ঞানং বেদস্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনং। ন চ তস্য জ্ঞানস্য সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যাদিজ্ঞানবদপুরুষার্থপর্য্যবসায়িত্বং শঙ্কনীয়ং। ধর্ম্মপ্রযুক্তস্য পুরুষার্থস্য স্তূয়মানত্বাৎ। ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি উদ্দন্তস্য

এ সংসারে তিনিই সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; আর অধার্ম্মিক জন চিরকাল দুঃখভোগ করে। এতৎসিদ্ধান্তে এইরূপে ধর্ম্মের অনুমান করা যায়। এদিকে আবার বেদ-জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; সুতরাং সুখ অধিগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব এস্থলে সিদ্ধান্ত হইতেছে,—সুখের হেতুভূত যে ধর্ম্ম, বেদজ্ঞান ভিন্ন তাহা অধিগত হয় না। তাই ধর্ম্ম-বিষয়ে বেদবিধিই যে প্রমাণ-স্বরূপ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।)

ব্যাস-কথিত তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়বর্ণকে ভাষ্যকারগণ, শাস্ত্রের সহিত সিদ্ধবস্তু ব্রহ্মের একবিষয়ত্ব আছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতেই তাঁহার এই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এইজন্য ভাষ্যকারগণ পূর্ব্ব প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে "নাবেদবিন্মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যমান আছে। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি এতাদৃশ বৃহৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপে তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। রূপ এবং লিঙ্গ নাই বলিয়া ব্রহ্মের অন্য কোনও উপমা বা প্রমাণের যোগ্যতা নাই, অর্থাৎ কোনও উপমা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝান যায় না; অথবা প্রমাণ দ্বারাও তাঁহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং একমাত্র বেদ ভিন্ন অন্য কিছুতেই ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বেদের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন (অর্থাৎ ধর্ম্মের ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য; আর বেদজ্ঞান অধিগত হইলেই সেই স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর।) 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' এবং 'এই রাজা যাইতেছেন' ইত্যাদি জ্ঞান যেমন অপুরুষার্থ, তেমনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানও অপুরুষার্থ,—এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষার্থই (জগতে) স্তূয়মান হয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ধর্ম্মেই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। (ধর্ম্ম ভিন্ন এ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। সুতরাং ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠার মূলীভূত।) এই জগতে সমস্ত লোকই ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করে। ধর্ম্ম দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়। ধর্ম্মে সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য ধর্ম্মই সকলের শ্রেষ্ঠ,—পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, উদ্ধত-প্রকৃতি রাজার নিয়ন্তা; অর্থাৎ ধর্ম্মই ঔদ্ধত্যের শান্তিবিধাতা। বিবাদকারী দুইজনের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তি (ধার্ম্মিক) রাজার (ন্যায় বিচার)

রাজ্ঞো নিয়ামকত্বাদ্বিবদমানয়োঃ পুরুষয়োর্মধ্যে দুর্ব্বলস্যাপি রাজসাহায্যবজ্জয়হেতুত্বাচ্চ ধর্ম্মঃ পুরুষার্থঃ। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সৃষ্টিপ্রকরণে সমামনন্তি তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্মাৎপরং নাস্ত্যথোঽবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে। ধর্ম্মেণ যথৈব রাজ্ঞৈবমিতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তরতি শোকমাত্মবিদিত্যাদিশ্রুতিষু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রযুক্তঃ পুরুষার্থঃ প্রসিদ্ধঃ। তদুভয়জ্ঞানার্থী বেদেঽধিকারী। স চ ত্রৈবর্ণিকঃ পুরুষঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সত্যামপি জ্ঞানাপেক্ষায়ামুপনয়নাভাবেনাধ্যয়নরাহিত্যাদ্ বেদেঽধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদিমুখেনোৎপাদ্যতে। তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকপুরুষাণাং বেদমুখেনার্থজ্ঞানেঽধিকারঃ। সংবন্ধস্তু বেদস্য ধর্ম্মব্রহ্মভ্যাং সহ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ। তদীয়জ্ঞানেন সহ জন্যজনকভাবঃ। ত্রৈবর্ণিকপুরুষৈঃ সহোপকার্য্যোপকারকভাবঃ। তদেবং বিষয়াদ্যনুবন্ধচতুষ্টয়মবগত্য সমাহিতধিয়ঃ শ্রোতারো বেদব্যাখ্যানে প্রবর্ত্তন্তাং।

সাহায্যে যেমন বলবান্‌কে (অধর্ম্মকে) পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকে ; সেইরূপ জয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্মই পুরুষার্থ। ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট না হইলে পুরুষার্থ, প্রকৃত-পুরুষার্থপদবাচ্য হইতে পারে না। সৃষ্টি-প্রকরণে বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণও বলিয়া থাকেন—শ্রেয়ঃস্বরূপ সেই ধর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষাত্র-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ কিছুই নাই। যেমন রাজার সাহায্য-বলে, দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান্‌কে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ ধর্ম্মবলেও দুর্ব্বল ব্যক্তি সকলকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়। “ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ প্রাপ্ত হন,” “যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান,” “যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।” এই সকল শ্রুতি-বাক্যেও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-সমন্বিত হইলেই পুরুষার্থ সমাগত হয়,—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্য-সমূহে তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদে অধিকারী। ত্রৈবর্ণিক পুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতিত্রয়ই বেদের সেই অধিকারী। যাহাদের উপনয়ন নাই, বেদাধ্যয়ন তাহাদের নিষিদ্ধ। উপনয়ন না হইলে, বেদাধ্যয়ন হয় না। সেই জন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রৈবর্ণিক পুরুষের বেদে অধিকার থাকিলেও, তাঁহাদের স্ত্রীজাতিগণের এবং শূদ্রগণের বেদে অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি বেদজ্ঞানার্থী হন, তাহা হইলেও তাঁহারা সে অধিকার প্রাপ্ত হন না কেন? উপনয়নাভাবই তাহার একমাত্র কারণ। স্ত্রী-জাতির এবং শূদ্রগণের উপনয়ন-সংস্কার হয় না বলিয়াই তাঁহারা বেদপাঠে অনধিকারী। তবে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্ত্রী ও শূদ্রগণ ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় পুরুষগণেরই বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থজ্ঞান লাভের অধিকার আছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের সহিত বেদের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাবসম্বন্ধ ; আর সেই ধর্ম্ম ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত বেদের জন্যজনকভাব সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় পুরুষের সহিত বেদের উপকার্য্যউপকারক ভাব সম্বন্ধ সুতরাং, অধিকার-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় অবগত হইয়া, সমাহিতবুদ্ধি শ্রোতৃগণ বেদ ব্যাখ্যা করিবেন।

অতিগম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং শিক্ষাদীনি ষড়ঙ্গানি প্রবৃত্তানি। অতএব তেষামপরবিদ্যারূপত্বং মুণ্ডকোপনিষদ্যাথর্বণিকা আমনন্তি। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতইতি। সাধনভূতধর্ম্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসহিতানাং কর্ম্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বম্। পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞানহেতুত্বাদুপনিষদাং পরবিদ্যাত্বম্।

বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা। তথাচ তৈত্তিরীয়া উপনিষদারম্ভে সমামনন্তি। শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ মাত্রা বলং সাম সন্তান ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায় ইতি॥ বর্ণোঽকারাদিঃ॥ স চাঙ্গভূতশিক্ষাগ্রন্থে স্পষ্টমুদীরিতঃ। ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ সংভবতো মতাঃ। প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবেত্যাদিনা॥ স্বর উদাত্তাদিঃ॥ সোঽপি তন্ত্রোক্তঃ। উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয় ইতি॥ মাত্রা হ্রস্বাদিঃ॥ সাপি তত্রোক্তা হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচীতি॥ বলংস্থানপ্রযত্নৌ তত্রাষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামিত্যাদিনা স্থানমুক্তম্। অচোঽস্পৃষ্টা যণস্ত্বীষদিত্যাদিনা প্রযত্ন উক্তঃ।

অতীব দুরূহ বেদের অর্থবোধের জন্য, শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব শিক্ষাদি অপরাবিদ্যা-পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মুণ্ডকোপনিষদে অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ “দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য পাঠ করিয়া থাকেন। সেই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে পরা ও অপরা ভেদে ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদ্যার দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদার্থিগণের ঐ উভয়বিধ বিদ্যায়ই অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। যথা,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিদ্যা; আর যদ্দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মলাভ করা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা। সাধনভূত ধর্ম্মজ্ঞানের হেতু বলিয়া ষড়ঙ্গ সহিত কর্ম্মকাণ্ড অপরাবিদ্যা; আর পরমপুরুষার্থসাধন স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বলিয়া উপনিষদাবলী পরাবিদ্যা নামে অভিহিত।

যাহাতে বর্ণের ও স্বরাদির উচ্চারণ-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে,—তাহাকে শিক্ষা বলে। উপনিষদের প্রারম্ভে তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়াছেন,—শিক্ষার ব্যাখ্যা করিব। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান ও সন্ধি যাহাতে আছে, তাহাকেই শিক্ষাধ্যায় বলা যায়। অকারাদিকে বর্ণ কহে। বেদাঙ্গস্বরূপ শিক্ষাগ্রন্থে সেই বর্ণ সুস্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। সেই অকারাদি বর্ণ সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় সম্ভবতঃ ৬৩টি কিম্বা ৬৪টি—এই কথা স্বয়ম্ভূ স্বয়ংই বলিয়াছেন। উদাত্তাদিকে স্বর কহে। তাহাও ঐ শিক্ষাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে স্বর ত্রিবিধ। হ্রস্বাদিকে মাত্রা কহে। তাহাও শিক্ষাগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অচ্ পরে থাকিলে, কাল অনুসারে মাত্রা—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত হয়। স্থান ও প্রযত্নকে বল কহে। বর্ণ-সমূহের আটটি স্থান আছে। ইহা দ্বারা স্থান উক্ত হইল। অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণসমূহ অস্পৃষ্ট এবং যণ্ (য ব র ল) ঈষৎস্পৃষ্ট ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বর্ণসমূহের উচ্চারণের প্রযত্ন উক্ত হইয়াছে। “সাম” শব্দ দ্বারা শিক্ষার সাম্য কথিত

সামশব্দেন সাম্যমুক্তম্। অতিদ্রুতাতিবিলম্বিতগীত্যাদিদোষরাহিত্যেন মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্বেনোচ্চারণং সাম্যম্। গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পীত্যাদিনোপাংশু দষ্টং ত্বরিত মিত্যাদিনা চ দোষা উক্তাঃ। মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিরিত্যাদিনা গুণা উক্তাঃ॥ সন্তানঃ সংহিতা॥ বায়বায়াহীত্যত্রাবাদেশঃ। ইন্দ্রাগ্নীআগতমিত্যত্র প্রকৃতিভাবঃ। এতচ্চ ব্যাকরণে অভিহিতত্বাচ্ছিক্ষায়ামুপেক্ষিতম্। শিক্ষ্যমাণবর্ণাদিবৈকল্যে বাধস্তোত্রদাহৃতঃ। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্বেত্যস্মিন্ মন্ত্র ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে তৎপুরুষসমাসঃ সমাসস্যেতি সূত্রেণ তৎপুরুষত্বাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যম্। আদ্যুদাত্তস্তু প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাদিন্দ্রো ঘাতকো যস্যেত্যর্থঃ সম্পন্নঃ। তস্মাৎ স্বরবর্ণাদ্যপরাধপরিহারায় শিক্ষাগ্রন্থোঽপেক্ষিতঃ॥

কল্পস্ত্বাশ্বলায়নাপস্তম্ববোধায়নাদিসূত্রং। কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্রেতি বুৎপত্তেঃ।

হইয়াছে। অতিদ্রুত, অতিবিলম্বিত গীতিদোষরহিত অথচ মাধুর্য্যাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকে সাম্য কহে। গানস্বরে পাঠ, শীঘ্রপাঠ, শিরঃকম্পন পূর্ব্বক পাঠ, অন্যের শ্রুতিগোচর না হয় এরূপভাবে নিঃশব্দে পাঠ, পাঠকালে ওষ্ঠদংশন এবং ত্বরিতভাবে পাঠ—এই গুলি পাঠের দোষ। এবংবিধ দোষ-রাহিত্য, মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্ব এবং উচ্চারণসাম্যত্ব—পাঠের গুণ-মধ্যে পরিগণিত। ঐরূপ দোষরহিত পাঠকে সাম্য বলা যায়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা (সন্ধি)। যেমন "বায়বায়াহি"। এস্থলে 'ও' স্থানে 'অব' আদেশ হইয়াছে। "ইন্দ্রাগ্নী আগতং"। এস্থলে ঈকার দ্বিবচননিষ্পন্ন বলিয়া সন্ধি হইল না,—প্রকৃতি ভাবই রক্ষিত হইল। এ কথা ব্যাকরণে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া, শিক্ষায় (শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে) তত বাহুল্যভাবে বিবৃত হয় নাই। শিক্ষার যোগ্য বর্ণসমূহ বিকল হইলে তাহাতে যে দোষ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে উক্ত হইয়াছে; যথা,—উচ্চারণকালে মন্ত্র যদি স্বরহীন বর্ণহীন হইয়া অপ্রকৃতভাবে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত অর্থ বোধ করাইতে পারে না। "ইন্দ্রশত্রুঃ" বাক্যের স্বর বিকৃত হইলে উহার প্রকৃত অর্থ যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ স্বর ও বর্ণ হীন মন্ত্রবাক্যও বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। এই অর্থ আরও বিশদভাবে বিবৃত হইতেছে। "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" মন্ত্রে, ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ঘাতক—এই অর্থে যদি তৎপুরুষ সমাস করা যায়; তাহা হইলে (তৎপুরুষসমাস হইয়াছে বলিয়া) "সমাসস্য" সূত্র দ্বারা উহার অন্ত্য-স্বর উদাত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু উহা আদ্যুদাত্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু "ইন্দ্র হইয়াছেন শত্রু অর্থাৎ ঘাতক যার"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ নিষ্পন্ন হইল। ফলে, 'শত্রু ইন্দ্রকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ না হইয়া, 'ইন্দ্রের শত্রুগণকে বিনাশ কর'—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এইজন্য স্বর ও বর্ণাদি সম্বন্ধীয় দোষপরিহারার্থ শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ গ্রন্থ অপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব শিক্ষাগ্রন্থ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বোধায়নাদি সূত্র-সমন্বিত গ্রন্থই কল্প অর্থাৎ কল্প-নামক বেদাঙ্গ। কল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয় যাগযজ্ঞের প্রয়োগ ইহাতে, এই বুৎপত্তি দ্বারা "কল্প" শব্দ নিষ্পন্ন

নম্বাশ্বলায়নঃ কিং মন্ত্রকাণ্ডমনুস্মৃত্য প্রবৃত্তঃ কিং বা ব্রাহ্মণমনুস্মৃত্য। নাদ্যঃ। দর্শপূর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যেবং তেনোপক্রান্তত্বাৎ। ন হগ্নিমীলে ইত্যাদয়ো মন্ত্রা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ ক্বচিদ্বিনিযুক্তাঃ। ন দ্বিতীয়ঃ। আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্ব্বপন্তি দীক্ষণীয়ায়ামিত্যেবং দীক্ষণীয়েষ্টের্ব্রাহ্মণে প্রক্রান্তত্বাৎ। অত্রোচ্যতে মন্ত্রকাণ্ডো ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমেণ প্রবৃত্তো ন তু যাগানুষ্ঠানক্রমেণ। ব্রহ্মযজ্ঞশ্চৈবং বিহিতঃ। যৎস্বাধ্যায়মধীয়ীতৈকামপ্যৃচং যজুঃ সাম বা তদ্ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। সোঽয়ং ব্রহ্মযজ্ঞজপোঽগ্নিমীল ইত্যাম্নায়ক্রমেণৈবানুষ্ঠেয়ঃ। তথা সর্ব্বা ঋচঃ সর্ব্বাণি যজূংষি সর্ব্বাণি সামা'ন বাচ স্তোমে পারিপ্লবং শংসতীতি বিধীয়ন্তে। তথাশ্বিনে সম্পৎস্যমানে সূর্যো নোদিয়াদপি সর্ব্বা দাশতয়ীরনুব্রূয়াদিতি বিধীয়তে তথা রিচ্যত ইব বা এষপ্রেবরিচ্যতে। যো যাজয়তি যো বা প্রতিগৃহ্ণাতি যাজয়িত্বা প্রতিগৃহ্য বানশ্নন্ ত্রিঃ স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ীতেতি প্রায়শ্চিত্তরূপং বেদপারায়ণং বিহিতম্। ইত্যাদিষু কৃৎস্নমন্ত্রকাণ্ডবিনিয়োগেষু সম্প্রদায়পারম্পর্য্যাগত এব ক্রম আদরণীয়ঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু মন্ত্রবিশেষাণাং শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি প্রমাণান্যুপজীব্যাশ্বলায়নো দর্শয়তি। অতো মন্ত্রকাণ্ডক্রমা-

---

হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে কল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?—না, ব্রাহ্মণানুসারে কল্প-রচনায় উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—মন্ত্রকাণ্ড অনুসারে তিনি কল্পরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। "দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের প্রথমেই ব্যাখ্যা করিব"—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তিনি কল্পসূত্র আরম্ভ করিয়াছেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে না। বেদের ব্রাহ্মণভাগ অনুসারেও কল্প রচিত হয় নাই। কেন-না, "দীক্ষণীয় যজ্ঞে অগ্নি ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় একাদশ কপাল চরু নির্ব্বপণ অর্থাৎ দান করিবে," ইহা ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে। দীক্ষণীয়া দ্বারাই উহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে। এস্থলে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মযজ্ঞাদিজপক্রমে মন্ত্রকাণ্ড প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানক্রমে উহা প্রবৃত্ত হয় নাই। ব্রহ্মযজ্ঞের বিধান এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের মধ্যে যেটী পিতৃপিতামহাদি পরম্পরপ্রাপ্ত স্বকীয় বেদ, সেইটী অধ্যয়ন করার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত যে কোনও একটী ঋক্ অধ্যয়ন করিলেই ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিয়া, ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সকলের একীকরণ বা সমবায় প্রসংসনীয় বলিয়া, বাচস্তোম যজ্ঞে সকল ঋক্ মন্ত্রের, সমস্ত যজুর্ম্মন্ত্রের এবং সমস্ত সামমন্ত্রের বিধান করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ 'আশ্বিন' সম্পন্ন হইলেও যদি সূর্য্যোদয় না হয় তাহা হইলে সমস্ত 'দাশতয়ী' মন্ত্র পাঠ করিবার বিধান আছে। "তথা রিচ্যতে ইব বা এষ প্রেবরিচ্যতে" যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিয়া অভুক্তাবস্থায় স্বাধ্যায় বেদ বারত্রয় অধ্যয়ন করিবে, প্রায়শ্চিত্তরূপ বেদপারায়ণের ইহাই বিধান। এবম্প্রকারে সমস্ত মন্ত্রকাণ্ডের বিনিয়োগ হইলে, গুরুপরাম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত ক্রমই আদরণীয় হয়। মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োগ স্থলে, মহর্ষি আশ্বলায়ন মন্ত্র-সমূহের শ্রুতিসিদ্ধ ও ব্যাকরণানুমোদিত প্রমাণ-পরম্পরা অনুসারেই তাহদের বিশেষ বিনিয়োগ

ভাবেঽপি ন কশ্চিদ্‌বিরোধঃ। ইষে ত্বেত্যাদিমন্ত্রাস্তু ক্রত্বনুষ্ঠানক্রমেণৈবাম্নাতা ইত্যাপস্তম্বাদয়স্তেনৈব ক্রমেণ সূত্রনির্ম্মাণে প্রবৃত্তাঃ। আম্নাতত্বাদেব জপাদিষ্বপি স এব ক্রমঃ। যদ্যপি ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয়েষ্টিরূপক্রান্তা! তথাপি তস্যা ইষ্টের্দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বেন তদপেক্ষত্বদাশ্বলায়নস্যাদৌ তদ্ব্যাখ্যানং যুক্তম্। অতঃ কল্পসূত্রং মন্ত্রবিনিয়োগেন ক্রত্বনুষ্ঠানমুপদিশ্যোপকরোতি। তর্হি প্র বো বাজা ইত্যাদিনাং সামিধেনীনামৃচামেব বিনিয়োগমাশ্বলায়নো ব্রবীতু। নমঃ প্রবক্ত্ৰ ইত্যাদয়স্ত্বনাম্নাতাঃ। কুতো বিনিযুজ্যন্ত ইতি চেৎ। নায়ং দোষঃ। শাখান্তরসমাম্নাতানাং ব্রাহ্মণান্তরসিদ্ধস্য বিনিয়োগস্য গুণোপসংহারন্যায়েনাত্র বক্তব্যত্বাৎ। সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মেতি ন্যায়বিদঃ। তস্মাচ্ছিক্ষেব কল্পেঽপেক্ষিতঃ।

ব্যাকরণমপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যুপদেশেন পদস্বরূপতদর্থনিশ্চয়ায়োপযুজ্যতে। তথা চৈন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাংনো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি। সোঽব্রবীদ্‌বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত ইতি। অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদিবাক্ পূর্ব্বস্মিন্‌কালে পরাচী সমুদ্রাদি-

---

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, মন্ত্রকাণ্ডের ক্রমাভাব থাকিলেও তাহাতে কোনও বিরোধ বা দোষ পরিকল্পিত হইতে পারে না। যজ্ঞের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ক্রম-ক্রমেই "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। আপস্তম্বাদি মুনিগণ সেই ক্রম অবলম্বন করিয়াই সূত্র নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব জপাদির অনুষ্ঠানেও সেই ক্রম অবলম্বন করা বিধেয়। যদিও ব্রাহ্মণের প্রথমেই দীক্ষণীয়া ইষ্টির আরম্ভ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই ইষ্টি (যাগ), দর্শপূর্ণমাস যাগের বিকৃত মাত্র। সেই জন্য উহাকে দর্শ ও পূর্ণমাস যজ্ঞের অপেক্ষা করিতে হয়। সুতরাং, প্রথমেই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিয়া মহর্ষি আশ্বলায়ন যথার্থ কার্য্যই করিয়াছিলেন। অতএব মন্ত্রবিনিয়োগ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশপ্রদানে কল্পসূত্র উপকার করিয়া থাকে। তাহা হইলে "প্র বো বাজা" ইত্যাদি সামিধেনী ঋক্‌গুলি আম্নাত (পঠিত) হইয়াছে বলিয়া, আশ্বলায়ন ঋষি উহাদের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু "নমঃ প্রবক্ত্ৰঃ" প্রভৃতি ঋক্‌গুলি তো আর পঠিত হয় নাই? তবে তাহাদের বিনিয়োগ তিনি কিরূপে সিদ্ধ করেন? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, উত্তরে বলা যায়,—তাহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, অন্য শাখায় যে সকল ঋক্ সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে এবং অন্য ব্রাহ্মণে যে ঋক্‌গুলির বিনিয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে, গুণোপসংহার ন্যায় দ্বারা, সেই ঋক্‌গুলি এখানে বলিতে পারা যায়। এক শাখায় কোনও কর্ম্মের গুণ উপদিষ্ট হইয়া অন্য শাখায় তাহার সমাপ্তি হইলে, তাহাকেই "গুণোপসংহার ন্যায়" বলে। ন্যায়বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, সকল শাখাতেই এক কর্ম্মেরই প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষার (বেদাঙ্গের) ন্যায় কল্প-সূত্রেও অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

বেদের অন্যতম অঙ্গ ব্যাকরণ—প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদের স্বরূপ নির্দ্ধারণে এবং পদার্থ-নির্ণয়ে বিশেষ উপযোগী। ঐন্দ্রবায়বগ্রহ ব্রাহ্মণেও "বাগ্বৈ" ইত্যাদি ঋক্ পঠিত

ধ্বনিবদেকাত্মিকা সতী। অব্যাকৃতা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ পদং বাক্যমিত্যাদিবিভাগকারিগ্রন্থরহিতাসীৎ। তদানীং দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্রঃ একস্মিন্নেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্য চ সোমরসস্য গ্রহণরূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিভাগং সর্ব্বত্রাকরোৎ। তস্মাদিয়ং বাগিদানীমপি পানিন্যাদিমহর্ষিভির্ব্যাকৃতা সর্ব্বৈঃ পঠ্যত ইত্যর্থঃ। তস্যৈতস্য ব্যাকরণস্য প্রয়োজনবিশেষো বররুচিনা বার্ত্তিকে দর্শিতঃ। রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃপ্রয়োজনমিতি। এতানি রক্ষাদিপ্রয়োজনানি প্রযোজনান্তরাণি চ মহাভাষ্যে পতঞ্জলিনা স্পষ্টীকৃতানি রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞোহি সম্যগ্‌বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি বেদার্থঞ্চাধ্যবস্যতি॥ উহঃ খল্বপি। ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ন সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্বেদমন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞাঙ্গত্বেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি বিপরিণময়িতুং। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ আগমঃ খল্বপিব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গোবেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ

হইয়াছে। তাহার বিশদার্থ প্রকাশিত হইতেছে;—পুরাকালে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং প্রভৃতি বাক্য, সমুদ্রধ্বনি-জ্ঞাপক শব্দের ন্যায়, একাত্মক ছিল। প্রকৃতি, প্রত্যয়, পদ ও বাক্যাদি বিভাগকারী কোনও গ্রন্থেই উহার সন্নিবেশ ছিল না। সেই সময়ে, দেবগণ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে,—'আপনি প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিয়া বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যা করুন'। দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে, ইন্দ্রদেব তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, যেন বায়ুর এবং তাঁহার নিজের জন্য যেন একই পাত্রে সোমরস গ্রহণ করা হয়। দেবগণ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, ইন্দ্রদেব সেই অখণ্ড বেদবাক্যকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া দেন। ইদানীং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সহযোগে পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া, সকলেই উহা পাঠে সমর্থ হইয়াছেন। আপন বার্ত্তিক গ্রন্থে বররুচি এই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাকরণে রক্ষা, উহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহের বিশেষ প্রয়োজন। এই রক্ষাদি প্রয়োজন-সমূহের ও অন্যান্য প্রয়োজনের কথা মহাভাষ্য গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদসমূহের রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা লোপ, আগম ও বর্ণের বিকার অবগত আছেন, তাঁহারাই বেদ-সমূহকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতে সমর্থ; আর তাঁহারাই বেদার্থ অবগত হইতে পারেন। ইহাই ব্যাকরণের রক্ষা নামক প্রয়োজন। অতঃপর উহ প্রয়োজনের বিষয় কথিত হইতেছে। সকল লিঙ্গ ও সকল বিভক্তি দ্বারা বেদমন্ত্র সমূহ কথিত হয় নাই। সুতরাং যজ্ঞাঙ্গরূপে যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ লিঙ্গ ও বিভক্তির বিপরিণাম অর্থাৎ ব্যত্যয় করিতে হইবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ না হইলে, মন্ত্রের বিপরিণামে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জন্যই ব্যাকরণ-পাঠ একান্ত আবশ্যক। "ব্রাহ্মণ, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবে," এবম্বিধ বিধিবিষয়ক শাস্ত্রের নাম—আগম। বেদের ছয়টি

ফলবান্ ভবতি॥ লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ। বৃহস্পতিশ্চ বক্তা। ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা। দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালঃ। অন্তং চ ন জগাম। অদ্য তু পুরর্যদি পনমায়ুর্ভবতি স বর্ষশতং জীবতি। তত্র কুতঃ প্রতিপদপাঠেন সকলপদাবগমঃ। কুতস্তরাং প্রয়োগেণ॥ অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণং। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তত্র ন জ্ঞায়তে কিং স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সা স্থূলপৃষতী। কিংবা স্থূলা চাসৌ পৃষতী স্থূলপৃষতীতি। তান্নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি সমাসান্তোদাত্তত্বং তদা কর্ম্মধারয়ঃ। অথ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ততো বহুব্রীহিরিতি॥ ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানীতি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতং। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। অবিদ্বাংসঃ-বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাং। চত্বারি। উত ত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীং। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অপি বরুণেতি। তেঽসুরাঃ। তেঽসুরা হেলয় হেলয়ো ইতি

অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান অঙ্গ। প্রধান অঙ্গে যত্ন করিলে ফল হইয়া থাকে। লঘু অর্থাৎ অনায়াসে অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যায় বলিয়া, ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রতিপাদোক্ত শব্দের শব্দপারায়ণ (অর্থাৎ প্রতোক পদে যত শব্দার্থ থাকিতে পারে, তাহা) বলিয়াছিলেন। বৃহস্পতি বক্তা। ইন্দ্র অধ্যয়নকারী। অধ্যয়নকালের পরিমাণ—দিব্য সহস্র বৎসর। বৃহস্পতির ন্যায় গুরুর নিকট এত দীর্ঘকাল শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও ইন্দ্র, শব্দ পারায়ণে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অধুনা দীর্ঘ-পরমায়ু-বিশিষ্ট ব্যক্তির আয়ুঃ-পরিমাণ এক শত বৎসরের অধিক হইতে দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে দিব্য সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও যে ইন্দ্রদেব শব্দার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন নাই; এই শত বৎসরের মধ্যে শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া মানুষের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং সাধারণ মানুষ, শত বর্ষ মাত্র পরমায়ুঃ লাভ করিয়া, প্রতিপদ-পাঠের দ্বারা সকল পদের অর্থবোধ কিরূপে করিবে? কিরূপে সেই সমস্ত পদের প্রয়োগই বা করিতে পারিবে? ইহাই ব্যাকরণের “লঘু” প্রয়োজন। সন্দেহ নিরাকরণের জন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাজ্ঞিকগণ “স্থূলপৃষতীং” প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। স্থূলপৃষতী (স্থূল শ্বেত-বিন্দু-চিহ্ন-বিশিষ্টা) অগ্নি ও বরুণ দেবতা সম্বন্ধীয় গাভী আলম্ভন করিবে,—ইহাই ঐ মন্ত্রের অর্থ। এস্থলে স্থূল হইয়াছে পৃষৎ যার (যে গাভীর), এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা “স্থূলপৃষতী” শব্দ সিদ্ধ হইবে?—না, স্থূলা এমন পৃষতী—এই কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে? ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে তাহা বুঝা যায় না। সমাসান্ত স্বর উদাত্ত হইলে, কর্ম্মধারয় এবং প্রকৃতিস্বর পূর্ব্বপদে থাকিলে বহুব্রীহি সমাস হইবে। এই সকল বাক্যে পুনরায় শব্দানুশাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। “তেঽসুরাঃ” ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা শব্দানুশাসনের প্রয়োজন বিবৃত হইতেছে। “তেঽসুরাঃ” অর্থাৎ সেই অসুরগণ “হেলয়ো

কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছা হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। দুষ্টঃ শব্দঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। দুষ্টাংশ্ছব্দান্ মা প্রযুঙ্‌ক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ যদধীতম্। যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ। অবিজ্ঞাতমনর্থকমাধ্যগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্‌ব্যবহারকালে। সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ। কঃ! বাগ্‌যোগবিদেব যো হি শব্দান্ জানাতি। অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি যথৈব শব্দজ্ঞানে চ ধর্ম্মঃ এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি। ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। যথা

হেলয়ঃ" এইরূপ নিকৃষ্ট ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছভাষা এবং নিকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিবে না। ম্লেচ্ছভাষা এবং অপকৃষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। এইজন্যও ব্যাকরণ অধ্যয়ণ করা কর্ত্তব্য। "দুষ্টশব্দঃ" অর্থাৎ স্বরদুষ্ট ও বর্ণদুষ্ট হইয়া শব্দ যদি যথানিয়মে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দ তাহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু তাহাতে তাহার বিপরীত অর্থই প্রকাশ পায়। স্বর-বর্ণ-দুষ্ট-শব্দ-সমন্বিতবাক্য বজ্রতুল্য হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। স্বরদোষ হেতু 'ইন্দ্রশত্রুঃ' এই শব্দ প্রকৃতি অর্থ বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই। (বৈদিক কর্ম্ম যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকালে যে সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সেই সকল মন্ত্র, যথাবিধি সর্ব্বদোষ পরিশূন্যরূপে উচ্চারিত না হইলে, প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; পরন্তু অনেক স্থলে তাহার বিরুদ্ধ বিপরীত অর্থই সূচিত হইয়া থাকে। বিপরীত অর্থ সূচিত হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানে দোষ জন্মে। তাহাতে যজমানের অনিষ্ট ঘটে)। ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা থাকিলে দুষ্টশব্দ কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না। দুষ্ট শব্দের প্রয়োগ নিবারণ জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। অর্থ না বুঝিয়া 'কেবলমাত্র অধ্যয়ন' করা, আর বৃথা শব্দ করা—উভয়ই সমান। তাহাতে কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কেন-না, যে স্থলে অগ্নি নাই, সে স্থলে শুষ্ক কাষ্ঠ-খণ্ড কখনই প্রজ্বলিত হয় না। অর্থ অবগত না হইয়া অধ্যয়ন করিলে, সে অধ্যয়নও সেইরূপ নিরর্থক হয়। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে," অর্থাৎ যে সুনিপুণ ব্যক্তি যথাসময়ে যথাযথরূপে শব্দ-সমূহের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন। যিনি বাগযোগ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট অপকৃষ্ট শব্দ নিশ্চয়ই দোষাবহ। সেই বাক্‌যোগবিৎ কে? যিনি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয়বিধ শব্দই অবগত আছেন, এবং যিনি শব্দ ও তাহার প্রয়োগ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই সেই বাগ্‌যোগবিৎ। উৎকৃষ্ট শব্দ জানিলে যেমন ধর্ম্মলাভ হয়, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে সেইরূপ অধর্ম্ম-প্রাপ্তি ঘটে। অথবা, অপকৃষ্ট শব্দ জানিলে অধিক পরিমাণে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। (এ সংসারে) সাধুবাক্যের পরিমাণ অতি অল্প কিন্তু অসাধু বাক্যের পরিমাণ অনেক অধিক। এক একটী শব্দের আবার বহু অপভ্রংশ

গৌরিত্যেতস্য শব্দস্য গাবীগোণীগোপোতলিকেত্যেবমাদয়ঃ। অথ যোঽবাগ্‌যোগবিদজ্ঞানং তস্য শরণম্‌। বিষম উপন্যাসঃ। নাত্যন্তাজ্ঞানং শরণং ভবিতুমর্হতি। যো হ্যজানন বৈ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সুরাং বা পিবেৎ সোঽপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবং তর্হি কঃ। অবাগ্‌যোগবিদেব। অথ যঃ বাগ্‌যোগবিজ্‌জ্ঞানং তস্য শরণম্‌॥ অবিদ্বাংসঃ। অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো যে ন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বীবায়মহং বদেদিতি। স্ত্রীবন্মাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কর্ত্তব্যা ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্‌। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌॥ যো বা ইমাম্‌। যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশোবর্ণশোবা বাচং বিদধাতি। স আর্ত্বিজীনো ভবতি। আর্ত্বিজীনাঃ স্যামেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্‌॥ চত্বারি। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাঃ দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধা বৃদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ॥ চত্বারি শৃঙ্গা। চত্বারি পদজাতানি। নামাখ্যাতোপসর্গ-নিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদাঃ। ত্রয়ঃ কালাঃ। দ্বে শীর্ষে। সুপস্তিঙশ্চ। সপ্তহস্তাসো

আছে; যেমন—গাবী, গোণী এবং গোপোতলিকা। এই সকল শব্দ গো শব্দের অপভ্রংশ। যে ব্যক্তি বাগ্‌যোগজ্ঞ নহে, অজ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। এইরূপ বাক্যোপক্রমে বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে। কেন-না, অত্যন্তজ্ঞান কোনও ব্যক্তির শরণ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ ব্রহ্মহত্যা বা সুরাপান করে, তাহাকেও পতিত বলিয়া মনে করিবে। তাহা হইলে এইরূপ (পতিত) হয় কে ? অবাগ্‌যোগবিদ্‌ই এই দোষে দোষী হইয়া থাকে। অতএব যে বাগ্‌যোগবিৎ, জ্ঞানই তাহার শরণ বা আশ্রয়। "অবিদ্বাংসঃ" অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ, নামকথনে তাহার প্লুতস্বর অবগত নহে। তাহাদের মধ্যে একজন বিপ্র অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকিলে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথা বলিতে পারেন যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে আমি একজন পুরুষ আছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্লুতাদি স্বরবিশিষ্ট বেদার্থ যাহারা অবগত নহে, তাহারা স্ত্রীলোকবৎ; পরন্তু তাহারা পুরুষপদবাচ্য নহে। সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে স্ত্রীলোকের ন্যায় মূর্খভাবে অবস্থান করিতে হয়। এ কারণ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি" অর্থাৎ প্রযাজ-সমূহ বিভক্তি-সংযুক্ত করিবে,—এই কথা যাজ্ঞিকগণ বলিয়া থাকেন। ব্যাকরণ ব্যতীত প্রযাজ সকলকে বিভক্তি-বিশিষ্ট করিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। "যো বা ইমাম্‌" অর্থাৎ যিনি বাক্য-সমূহের প্রত্যেকটীর স্বর, বর্ণ ও অক্ষর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া অর্থনিষ্পন্ন করিতে সমর্থ, তিনিই আর্ত্বিজীন অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ কর্ম্মের যোগ্য। ঋত্বিক কর্ম্মে অধিকারী হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ ও সপ্তহস্তবিশিষ্ট, ত্রিধাবদ্ধ, অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ রবকারী, বৃষভ, মহোদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ইহার মর্ম্মার্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত রূপ পদ-চতুষ্টয়ই তাঁহার চারি শৃঙ্গ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ই তাঁহার তিনটি পদ; সুপ্‌ এবং তিঙ্‌ই তাঁহার দুইটী শীর্ষতুল্য।

অস্য সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ত্রিধা বদ্ধঃ। ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধঃ। উরসি কণ্ঠে শিরসি। বৃষভো বর্ষণাৎকামানাম্। রোরবীতি। রৌতিঃ শব্দকর্ম্মা। মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ। মহতা দেবেন নস্তাদাত্ম্যং যথা স্যাদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ অথবা চত্বারি। চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। যে মনীষিণো মনস ঈষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি। ন চেষ্টন্তে ন নিমিষন্তি। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং হ বা এতদ্বাচো যন্মনুষ্যেষু বর্ত্ততে॥ উত ত্বঃ। উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। অপি খল্বেকঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। অপি খল্বেকঃ শৃণ্বন্নপি ন শৃণোত্যেনাম্। অবিদ্বাংসমাহার্দ্ধম্। ত্বস্মৈ অন্যস্মৈ তন্বং বিসস্রে। তনুং বিবৃণুতে। জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। যথা জায়া পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। এবং বাগ্ বাগ্‌বিদে স্বমাত্মানং বিবৃণুতে। বাগ্ নো বিবৃণুয়াদিত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্॥ সক্তুমিব। তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত। অত্রাসখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি। সক্তুঃ সচতের্ধাবো ভবতি। কসতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি। তিতউ পরিপবনং ভবতি।

প্রথমাদি সপ্ত বিভক্তি তাঁহার সপ্ত হস্ত ; এবং বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক তিন স্থানে তিনি বদ্ধ। কামনা (মনোঽভীষ্ট) বর্ষণ করে বলিয়া ইহাকে বৃষভ বলা যায়। রোরবীতি অর্থাৎ শব্দকারী। মহো অর্থাৎ তেজোবিশিষ্ট মহাদেব মর্ত্ত্যলোকে আবিষ্ট হইলেন। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে মহাদেবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ ঘটে না। তাঁহার সহিত অভিন্ন হইতে হইলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। অথবা সেই মনীষি ব্রাহ্মণগণ বাক্‌পরিমিত যে পদ-চতুষ্টয় জ্ঞাত আছেন, তাহাই চতুঃশৃঙ্গস্বরূপ ; অথবা চতুর্ব্বাক্‌পরিমিত পদই চারিটি শৃঙ্গ নামে অভিহিত হয়। মনীষিব্রাহ্মণগণ তাহা অবগত আছেন। গুহাত্রয়নিহিত ত্রিবিধ পদই তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মানবজাতির মধ্যে যে যে তুরীয় পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাই চতুর্থ প্রকারের বাক্য। কোনও ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়াও দেখে না এবং ইহার বিষয় শুনিয়াও শুনে না,—এই বাক্যার্দ্ধ দ্বারা তাহাকে, অবিদ্বান অর্থাৎ মুর্খ বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট (অর্থাৎ যে ভাল করিয়া দেখে বা শুনে, তাহার নিকটই) বাক্য আত্ম-প্রকাশ করে। এ বিষয়ে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—যেমন—পত্নী, পত্যুপভোগকামনায় উত্তম বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক পতিসমীপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেইরূপ বেদবাক্যও বেদবাক্যাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ হইয়া থাকে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে, বেদবাক্য প্রকাশিত হয় না ; সেইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সক্তুমিব" ইত্যাদির অর্থ বিবৃত হইতেছে। "সচতে" অর্থাৎ অতিকষ্টে পরিষ্কৃত হইয়া ধবলতা প্রাপ্ত হয় যে, এই অর্থে "সচ্" ধাতু হইতে সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা, বিকসিতার্থ "কস্" ধাতুর বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া, যাহা শ্বেতবর্ণে বিকসিত হয়, এই অর্থেও সক্তু শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। 'তিতউ' শব্দের অর্থ চালনী অর্থাৎ যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম চূর্ণ চালিয়া লওয়া যায়। তিতউ দ্বারা সম্যক্‌ভাবে পবন (পবিত্রীকরণ অর্থাৎ পরিষ্করণ) হয়, এই অর্থে

ততবদ্বা তুন্নবদ্বা ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তো ধ্যানবন্তো মনসা প্রজ্ঞানেন বাচমক্রত। বাচমকৃষত। অত্রাসখায়ঃ সখ্যানি জানতে। সযুজ্যানিজানতো ক এষ দুর্গম্যো মার্গঃ একগম্যো বাগ্‌বিষয়ঃ। কে পুনস্তে বৈয়াকরণাঃ। কুত এতৎ। ভদ্রৈষাংবাচিনিহিতাধি বাচি। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীর্নিহিতা ভবতি॥ সারস্বতীম্। সারস্বতীং যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি। আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্ব্বপেদিতি। প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। দশম্যাং পুত্রস্য। দশম্যাং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তস্থমভি-নিষ্ঠানান্তং দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা কৃতং নাম কুর্য্যাৎ। ন তদ্ধিতান্তমিতি। নচান্তরেণ

পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলেই সচ ধাতুর 'চ' স্থানে 'ক' করিয়া সক্ হইল। আবার তাহার সহিত "তিতউ' শব্দের ত. এবং উ-কার যোগ করিয়া কিম্বা "কস্" ধাতুর বর্ণবিপর্য্যয়-দ্বারা প্রাপ্ত "সক্"-এর সহিত "তিতউ" শব্দের ত এবং উ-কার যোগ করিয়া 'সক্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হইল· অথবা, পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের সহিত বিস্তৃতার্থ 'তত' শব্দের 'ত'-কার যোগ করিয়া তাহার উত্তর অস্ত্যর্থে 'উ'-কার করিয়া 'সক্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ধাতুদ্বয়ের ব্যথিতার্থ তুদ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন 'তুন্ন' শব্দের 'তু'-কার যোগ করিয়াও সক্তু শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ধীর অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা ধ্যানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা বাক্য সম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বেদ যাহাদের সখা তাহাদের নিকট সখ্যত্বে প্রতিশ্রুত থাকে। স্থিরবুদ্ধি প্রজ্ঞাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ যে বাক্য পবিত্র জ্ঞানে উচ্চারণ করেন, সে স্থলে সেই বাক্যের সহিত তাঁহাদের সখ্যভাব সংস্থাপিত হয়। এই দুর্গম মার্গটি কি? একের বোধবিষয়ীভূত বাক্যবিষয়ই সেই দুর্গম মার্গ। তাঁহারা অর্থাৎ ধীর বা প্রজ্ঞাবান কে? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—বৈয়াকরণগণ। সেই সখিত্ব কোথা হইতে আসে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাঁহাদের (বৈয়াকরণগণের) বাক্যে ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী-দেবী সন্নিহিতা. থাকেন। 'সারস্বতীং' অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ 'সারস্বতীং' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ—যদি অপকৃষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সারস্বতী ইষ্টি (যাগ) নির্ব্বাহ করা উচিত। অপকৃষ্ট শব্দ, প্রয়োগ করিয়া যাহাতে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে না হয়, তজ্জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। 'দশম্যাং পুত্রস্য' অর্থাৎ জাতাহের দশম দিবসীয় রাত্রিতে পুত্রের নামকরণ করা বিধেয়। নামের আদ্যক্ষর ঘোষবৎ, মধ্যবর্ণ অন্তস্থ এবং অন্ত্যবর্ণ অভিনিষ্ঠান হইবে। সেই নাম দ্ব্যক্ষর বা চতুরক্ষরবিশিষ্ট এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হওয়া উচিত। কদাচ তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত নাম করিবে না। (পূর্ব্বে যে ঘোষবৎ প্রভৃতি তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের অর্থ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে; যথা,—কলাপ-ব্যাকরণের মতে গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ, এই কয়টী বর্ণকে ঘোষবৎ বলে। কলাপের সূত্রও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—ঘোষবন্তোঽন্যে (কলাপ ১।১।১২) য র ল ব এই চারিটিকে অন্তস্থ বর্ণ বলে এবং অভিনিষ্ঠান শব্দের অর্থ বিসর্গ) ব্যাকরণ ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় বা তদ্ধিত

ব্যাকরণং কৃতস্তদ্ধিতা বা শক্যা বিজ্ঞাতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। সুদেবো অসি। সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব। সপ্ত সিন্ধবঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ। ককুজ্‌জিহ্বা। সাস্মিন্ বিদ্যত ইতি কাকুদং তালুঃ॥ সূর্ম্মিঃ স্থূণা লোহপ্রতিমেতি। এবং সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাদি বার্ত্তিকোক্তান্যত্রাপি প্রয়োজনান্যনুসন্ধেয়ানি॥

অথ নিরুক্তপ্রয়োজনমুচ্যতে। অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্। গোঃগ্মাজ্মাক্ষ্মাক্ষা ক্ষমেত্যারভ্য বসবঃ বাজিনঃ দেবপত্ন্যো দেবপত্ন্য ইত্যন্তো যঃ পদানাং সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতস্তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায় পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে। এতাবন্তি পৃথিবীনামান্যেতাবন্তি হিরণ্যনামানীত্যেবং তত্র তত্র বিস্পষ্টমভিহিতত্বাৎ। তদেতন্নিরুক্তং ত্রিকাণ্ডম্। তচ্চানুক্রমণিকাভাষ্যে দর্শিতম্॥ আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা। তৃতীয়ং দৈবতং চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা মতঃ॥ গৌরাদ্যপারপর্য্যন্তমাদ্যং নৈঘণ্টুকং মতম্। জহাদ্যুল্‌বমৃবীসান্তং নৈগমং সংপ্রচক্ষতে॥ অগ্ন্যাদিদেবপত্ন্যন্তং দেবতাকাণ্ডমুচ্যতে। অগ্ন্যাদিদেবী

প্রত্যয় জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। "সুদেবোঽসি", অর্থাৎ, হে বরুণদেব! আপনি শ্রেষ্ঠ দেবতা। কারণ, অগ্নি হইতে ধূম-তরঙ্গরাজি যেমন সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, অথবা যেমন লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা হইতে সুন্দর প্রতিমা প্রস্তুত করা যায়, কিংবা যেমন সুষির হইতে সূর্ম্ম্য বা তরঙ্গ সঞ্জাত হয়; সেইরূপ আপনার কাকুদ হইতে সপ্তসিন্ধুরূপা সপ্তবিভক্তি অনুক্ষণ ক্ষরিত হইতেছে। কাকুৎ শব্দের অর্থ—জিহ্বা। সেই জিহ্বা আছে যাহাতে, এই অর্থে কাকুদ্ শব্দে তালুকে বুঝায়। সূর্ম্মি শব্দে উর্ম্মিমালা বা তরঙ্গ বুঝায়; আর স্থূণা অর্থে লৌহনির্ম্মিত সুষিরময় স্তম্ভ। এইরূপ অবস্থায়, "শব্দার্থ সম্বন্ধ" ইত্যাদি যে বার্ত্তিকোক্ত প্রয়োজন উল্লিখিত আছে, সেগুলি এস্থলে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর নিরুক্ত-প্রয়োজন কথিত হইতেছে। যে শাস্ত্রে অর্থবোধের নিরপেক্ষ পদসমূহ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে নিরুক্ত শাস্ত্র বলে। নিরুক্ত-গ্রন্থে গোঃ, গ্মা, জ্মা, ক্ষ্মা, ক্ষা এবং ক্ষমা হইতে আরম্ভ করিয়া বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যো এবং দেবপত্ন্য পর্য্যন্ত সকল পদের পাঠ উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে পদার্থ-বোধের জন্য অপরে অপেক্ষা নাই। কারণ এইগুলি পৃথিবীর নাম, এবং এইগুলি হিরণ্যের নাম, তাহা সেই সেই স্থলে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। সেই নিরুক্ত শাস্ত্রের মধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে। তাহা অনুক্রমণিকাভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। আদ্যকাণ্ডকে নৈঘণ্টুক কাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ডকে নৈগম কাণ্ড এবং তৃতীয় কাণ্ডকে দৈবতকাণ্ড বলে। গৌ শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অপার শব্দ পর্য্যন্ত নিরুক্ত শাস্ত্রের আদ্যকাণ্ড, নিঘণ্টু-কাণ্ড নামে অভিহিত হয়। জহাদি উল্‌বমৃবীস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কাণ্ডকে নিগম-কাণ্ড বলে; আর অগ্নি হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত তৃতীয় কাণ্ডকে দেবতা-কাণ্ড বলা হয়। ঐ দেবতা-কাণ্ডের মধ্যে আবার অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবী উর্জ্জাহুতি পর্য্যন্ত যত দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা

উর্জাহুত্যন্তঃ ক্ষিতিগতো গণঃ। বায়্বাদয়ো ভগান্তাঃ স্যুরন্তরীক্ষস্থদেবতাঃ। সূর্য্যাদিদেবপত্ন্যন্তা দ্যুস্থানা দেবতা ইতি। গবাদিদেবপত্ন্যং সমাম্নায়মধীয়ত ইতি।

একার্থবাচিনাং পর্য্যায়শব্দানাং সংঘো যত্র প্রায়েণোপদিশ্যতে। তত্র নিঘণ্টুশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তাদৃশেষমরসিংহবৈজয়ন্তীহলায়ুধাদিষু দশনিঘণ্টব ইতি ব্যবহারাৎ। এবমত্রাপি পর্য্যায়শব্দসংঘোপদেশাদাদ্যকাণ্ডস্য নৈঘণ্টুকত্বম্। তস্মিন্ কাণ্ডে ত্রয়োঽধ্যায়াঃ। তেষু প্রথমে পৃথিব্যাদিলোকদিক্কালাদিদ্রব্যবিষয়াণি নামানি। দ্বিতীয়ে মনুষ্যতদবয়বাদিদ্রব্যবিষয়াণি। তৃতীয়ে তদুভয়দ্রব্যগততনুবহুত্বহ্রস্বত্বাদি ধর্ম্মবিষয়াণি নিগমশব্দো বেদবাচী। যাস্কেন তত্র তত্রাপি নিগমো ভবতীত্যেবং বেদবাক্যানামবতারি তত্বাত্তস্মিন্ নিগম এব প্রায়েণ বর্ত্তমানানাং শব্দানাং চতুর্থাধ্যায়রূপে দ্বিতীয়স্মিন্ কাণ্ড উপদিষ্টত্বাত্তস্য কাণ্ডস্য নৈগমত্বম্॥ পঞ্চমাধ্যায়রূপস্য তৃতীয়কাণ্ডস্য দৈবত্বং বিস্পষ্টং। পঞ্চাধ্যায়রূপকাণ্ডত্রয়াত্মক এতস্মিন্ গ্রন্থে পরনিরপেক্ষতয়া পদার্থস্যোক্তত্বাৎ তস্য গ্রন্থস্য নিরুক্তত্বম্। তদ্ব্যাখ্যানং চ। সমাম্নায়ঃ সমাম্নাত ইত্যারভ্য তস্যাস্তস্যাস্তাভাব্যমনুভবত্যনুভবতীত্যন্তৈর্দ্বাদশভিরধ্যায়ৈর্যাস্কো নির্ম্মমে। তদপি নিরুক্তমিত্যুচ্যতে একৈকস্য পদস্য সম্ভাবিতা অবয়বার্থস্তত্র নিঃশেষেণোচ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তত্র হি

মর্ত্ত্যবাসী; বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ভগ পর্য্যন্ত যত দেবতা, তাঁহারা অন্তরী'ক্ষ অবস্থান করেন। সূর্য্য হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতা আছেন, তাঁহাদের অবস্থিতি-স্থান—স্বর্গ। সুতরাং, গো শব্দ হইতে দেবপত্নী পর্য্যন্ত সমাম্নায় অর্থাৎ বেদকে নিরুক্ত শাস্ত্র কহে।

একার্থবাচক পর্য্যায়শব্দ-সমূহের ইহাতে উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া—নিঘণ্টু শব্দ প্রসিদ্ধ। সেইরূপ অমরসিংহ, বৈজয়ন্তী এবং হলায়ুধাদি দশখানি নিঘণ্টুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণে, এখানেও (নিরুক্তশাস্ত্রে) পর্য্যায়-শব্দ-সমূহের উপদেশ আছে বলিয়া, আদ্যকাণ্ডের নৈঘণ্টুকত্ব সিদ্ধ হইল। সেই নৈঘণ্টুক কাণ্ডে আবার তিনটি অধ্যায় আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে, পৃথিব্যাদি লোক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি দ্রব্যের নাম বর্ত্তমান। দ্বিতীয়াধ্যায়ে মনুষ্য এবং তদবয়বাদি দ্রব্যের নাম দৃষ্ট হয়। তৃতীয়াধ্যায়ে সেই উভয়বিধ দ্রব্য এবং তাহাদের অল্পত্ব, বহুত্ব ও হ্রস্বত্বাদি সম্বন্ধীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় আছে। নিগম শব্দ বেদবাচক। সেই সেই স্থলে "নিগম আছে"—এইরূপভাবে যাস্ক কর্ত্তৃক বেদ-বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব, সেই নিগমে যে সকল শব্দ প্রায়ই আছে, সেই সকল শব্দ চতুর্থাধ্যায়রূপ দ্বিতীয় কাণ্ডে উপদিষ্ট হওয়ায়, ঐ কাণ্ডের নৈগমকত্ব সিদ্ধ হইল। পঞ্চমাধ্যায়রূপ তৃতীয় কাণ্ডের দৈবত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই গ্রন্থ পঞ্চাধ্যায়রূপ কাণ্ডত্রয়ে সম্পূর্ণ এবং অপরের নিরপেক্ষ পদার্থ ইহাতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নিরুক্ত হইয়াছে। "সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ"—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্যাস্তস্যাস্তাভাব্যমনুভাবত্যনুভবতি" পর্য্যন্ত বারটি অধ্যায় দ্বারা যাস্ক ঋষি তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাকেও নিরুক্ত বলে। এক একটি পদের সম্ভাবিত সমবেত অর্থ নিরুক্ত গ্রন্থে নিঃশেষরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা নিরুক্ত শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতেচোপসর্গনিপাতাশ্চেতি প্রতিজ্ঞায়োচ্চাবচের্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতস্বরূপং নিরুচৈবমুদাহৃতম্। নেতি প্রতিষেধার্থীয়ো ভাষায়ামুভয়মন্বধ্যায়ং নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয় ইতি। দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় ইতি চ। তচ্চ লোকে কেবলপ্রতিষেধার্থীয়স্যাপি নকারস্য বেদে প্রতিষেধোপমালক্ষণোভয়ার্থোদাহরণমস্মিন্ গ্রন্থেঽবগম্যতে। এবং গ্রন্থাকারণোক্তাস্তত্তৎপদনির্ব্বচনবিশেষাস্তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানাবসর এবাস্মাভিরুদাহরিষ্যন্তে। ন চ নির্ব্বচনানাং নির্মূলত্বং শঙ্কনীয়ম্। এতদ্ব্যুপত্ত্যর্থমেব ব্রাহ্মণেষু পদনির্ব্বচনানাং কেষাংচিদুক্তত্বাৎ। তদাহুতিনামাহুতিত্বমিতি। তদিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষত ইতি। যদপ্রথয়ৎ তৎ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীত্বমিতি চ। গ্রন্থকারোঽপি তত্র তত্র স্বোক্তনির্ব্বচনমূলভূতব্রাহ্মণান্যুদাহরিষ্যতি। কেষাংচিৎ নির্ব্বচনানাং ব্যাকরণবলেন সিদ্ধাবপি ন সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্তি। অতএব গ্রন্থকার আহ। "তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকংচেতি" তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়োপযুক্তং নিরুক্তম্॥

তথা ছান্দোগ্রন্থোঽপ্যুপযুজ্যতে। ছন্দোবিশেষাণাং তত্র তত্র বিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ সপ্তচতুরুত্তরাণি ছন্দাংসি প্রাতরনুবাকেঽনূচ্যন্ত ইতি হ্যাম্নাতং। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী-

---

সে স্থলে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই পদ-চতুষ্টয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া, বেদাঙ্গস্বরূপ নিরুক্ত-গ্রন্থ বহুবিধ অর্থে নিপতিত ও প্রযুক্ত হয়। এই জন্য ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। সেই নিপাত নিশ্চয়ভাবে নিরূপণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। "ন"—এই শব্দটী ভাষায় প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বেদে উহা উভয়ার্থদ্যোতক। "নেন্দ্রং দেব মমংসত।" এস্থলে ন শব্দটি প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ নিষেদার্থ। "দুর্মদাসো ন সুরায়াং।" এখানে ন শব্দ উপমার্থ। সেই হেতু লৌকিক ভাষায় নিষেধার্থীয় ন-কার বেদে নিষেধ ও উপমা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিরুক্ত-গ্রন্থে তাহার উদাহরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার যে সকল পদ-নির্ব্বচনের কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রব্যাখ্যা সময়ে আমরা তাহাদের উদাহরণ প্রদর্শন করিব। এই নির্ব্বচনসমূহ, নির্ম্মূল অর্থাৎ মিথ্যা,—এরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাদের ব্যুৎপত্তির প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণ-সমূহে কতকগুলি পদের নির্ব্বচন কথিত হইয়াছে; যথা,—"তাহাই আহুতির আহুতিত্ব", "ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ইন্দ্র বলে" এবং "যেহেতু ইহা প্রার্থিত হইয়াছিল তাহাই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব"। গ্রন্থকর্ত্তাও সেই সেই স্থলে স্ব-কথিত নির্ব্বচনের মূলীভূত ব্রাহ্মণ-সমূহের উদাহরণ দিয়াছেন। ব্যাকরণবিধি অনুসারে কতকগুলি নির্ব্বচন সিদ্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল নির্ব্বচনই যে সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্যই গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, এই নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গেই বিদ্যার স্থান, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পরিণতি এবং স্বকীয়ার্থবোধ। সুতরাং বেদার্থ উপলব্ধি জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থ উপলব্ধির জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রের ন্যায় ছন্দোগ্রন্থেরও আবশ্যকতা অঙ্গীকৃত হয়। সেইজন্য স্থল-বিশেষে বিশেষ বিশেষ ছন্দের বিধান করা হইয়াছে। তজ্জন্য গায়ত্রী. উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সাতটী ছন্দ প্রাতরনুবাক্যে কথিত

পংক্তির্ত্রিষ্টুব্ জগতীত্যেতানি সপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোঽপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকাষ্টাবিংশত্যক্ষরোষ্ণিক্। এবং উত্তরোত্তরাধিকা অনুষ্টুবাদয়োঽবগন্তব্যাঃ। তথান্যত্রাপি শ্রূয়তে। গায়ত্রীভির্ব্রাহ্মণস্যাদধ্যাৎ। ত্রিষ্টুভ্ভী রাজন্যস্য। জগতীভির্বৈশ্যস্যেতি। তত্র মগণযগণাদিসাধ্যঃ গায়ত্র্যাদিবিবেকশ্ছন্দোগ্রন্থমন্তরেণ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা। স্থাণুং বর্চ্ছতি। গর্ত্তে বা পাত্যতে। প্রবামীয়তে পাপীয়ান্ ভবতি। তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদিতি শ্রূয়তে। তস্মাত্তদ্বেদনায় ছন্দোগ্রন্থ উপযুজ্যতে॥

জ্যোতিষস্য প্রয়োজনং তস্মিন্নেব গ্রন্থেঽভিহিতং। যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয় ইতি। কালবিশেষবিধয়শ্চ শ্রূয়ন্তে। সংবৎসরমেতদ্‌ব্রতংচরেৎ সংবৎসরমুখ্যং ভৃত্বেত্যেবমাদয়ঃ সম্বৎসরবিধয়। বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত। গ্রীষ্মে রাজন্য আদধীত। শরদি বৈশ্য আদধীতেত্যাদ্যা

হইয়াছে। সেই ছন্দগুলি যথাক্রমে ও ক্রমানুসারে চতুরক্ষর অধিক। গায়ত্রীছন্দে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর আছে. উষ্ণিক্ ছন্দে তদপেক্ষা চারি অক্ষর বেশী আছে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক অক্ষর আছে। এইরূপ অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দেও উত্তরোত্তর চারিটি করিয়া অক্ষর বেশী, ইহা জানিতে হইবে। অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দে, চব্বিশটী, উষ্ণিক ছন্দে আটাইশটী, অনুষ্টুপ ছন্দে বত্রিশটী. বৃহতী ছন্দে ছত্রিশটী, পংক্তি ছন্দে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভ ছন্দে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীচ্ছন্দে আটচল্লিশটী অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় কার্য্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা, ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয় কার্য্যে ত্রিষ্টুপ ছন্দ দ্বারা এবং বৈশ্য-সম্বন্ধীয় কার্য্যে জগতীচ্ছন্দ দ্বারা সংস্কৃত বহ্নি স্থাপন করা বিধেয়। ইহাও অন্যস্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গায়ত্র্যাদি ছন্দোজ্ঞান 'ম'-গণ ও 'য'-গণাদি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সেই ছন্দোগ্রন্থ ভিন্ন উহা আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। তিনটী গুরুস্বরবিশিষ্ট বর্ণকে 'ম'-গণ বলে; আর আদ্যবর্ণ-লঘুস্বরবিশিষ্ট ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণদ্বয় গুরুস্বরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে 'য'-গণ কহে। ছন্দোগ্রন্থ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সুন্দররূপে জানিতে পারা যায় না। আরও এক কথা। বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি. ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে; অথচ সেই মন্ত্র দ্বারা যাজন বা অধ্যাপন করে; তাহার বৃক্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটে; মৃত্যুর পর সে গর্ত্তে অর্থাৎ নরকে পতিত হয়; সে মহাপাপী। সুতরাং প্রতি মন্ত্রেই ছন্দঃ অবগত হওয়া আবশ্যক। ছন্দঃ জানিতে হইলেই ছন্দঃ গ্রন্থের প্রয়োজন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন সেই গ্রন্থেই অভিহিত হইয়াছে। যজ্ঞাদির সময় জানিবার জন্য উক্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আবশ্যকতা। এই কালে এই বিধি আচরণ করিবে, তাহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। "সম্বৎসর ধরিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে।" এস্থলে উখ্য অর্থাৎ স্থালীপাকবিশিষ্ট হইয়া সম্বৎসরকাল ব্রতাচরণ করিবে। ইহাই সম্বৎসর বিধি। ব্রাহ্মণ বসন্তকালে অগ্নিস্থাপন করিবে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপন করিবে এবং বৈশ্য শরৎকালে অগ্নিস্থাপন করিবে। এইগুলি ঋতুবিষয়ক বিধি।

ঋতুবিধয়ঃ। মাসি মাসি সত্র পৃষ্ঠান্যুপযন্তি। মাসিমাস্যতিগ্রাহ্যা গৃহ্যন্ত ইতি মাসবিধয়ঃ। যং কাময়েত বসীয়ান্ স্যাদিতি তং পূর্ব্বপক্ষে যাজয়েদিত্যাদ্যাঃ পক্ষবিধয়ঃ। একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্ ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্নিত্যাদ্যাস্তিথিবিধয়ঃ। প্রাতর্জুহোতি সায়ং জুহোতীত্যাদ্যাঃ প্রাতঃকালাদিবিধয়ঃ। কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীতেত্যাদ্যাঃ নক্ষত্রবিধয়ঃ। অতঃ কালবিশেষানবগময়িতুং জ্যোতিষমুপযুজ্যতে॥

এতেষাং বেদার্থোপকারিণাং ষণ্ণাং গ্রন্থানাং বেদাঙ্গত্বং শিক্ষায়ামেবমুদীরিতং॥

ছন্দঃপাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং। তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ইতি॥

ষড়ঙ্গবৎ পুরাণাদীনামপি বেদার্থজ্ঞানোপযোগো যাজ্ঞবল্ক্যেন স্মর্যতে। পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশেতি। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিত্যন্যত্রাপি স্মর্যতে। ঐতরেয়-

---

মাসে মাসে যজ্ঞের চরম সীমার অনুষ্ঠান করিবে, মাসে মাসে অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করিবে।—এই সকল মাসবিধি। কোনও লোক বশীভূত হউক,—এইরূপ কামনা থাকিলে, কামনা করার এক পক্ষ পূর্ব্বে তাহার দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন করাইতে হইবে। এইটী পক্ষবিধি। একাষ্টকায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষিত হইবে (আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই মাস চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনও মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে কিন্তু ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে)। এ সকল স্থলে তিথিবিধি বা তিথিবিশেষে দীক্ষাগ্রহণের বিধি কথিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে হোম করিতে হইবে বা সায়ংকালে হোম করিতে হইবে। এ সকল প্রাতঃকালাদি বিধি। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করিবে। এই সকল নক্ষত্র বিধি। সুতরাং যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ কাল উপলব্ধির জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বেদার্থজ্ঞানের উপকারী এই ছয়টী গ্রন্থ শিক্ষানামক বেদাঙ্গেই বক্ষ্যমাণরূপে বেদাঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

ছন্দঃ—বেদের পদদ্বয়স্বরূপ, কল্প,-হস্তদ্বয়স্বরূপ, জ্যোতিষ—চক্ষুঃস্বরূপ, নিরুক্ত—কর্ণস্বরূপ, শিক্ষা—নাসিকাস্বরূপ এবং ব্যাকরণ—মুখস্বরূপ। সুতরাং এই ছয়টী অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মলোকেও পূজা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদার্থ জানিতে হইলে শিক্ষাদি ছয়টী অঙ্গের যেমন আবশ্যক হয়, সেইরূপ পুরাণাদিরও আবশ্যক হয়,--মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ, ন্যায় মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) এবং ষড়ঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদ—সর্ব্বসমেত এই চতুর্দ্দশটী বিদ্যাসমূহের ও ধর্ম্মের স্থান। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা; বেদ, সর্ব্বতোভাবে প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। 'এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে' বলিয়া অল্পশ্রুত অর্থাৎ অত্যল্প-জ্ঞানী ব্যক্তিকে বেদ, ভয় করে। (যাহারা অল্পধী এবং বেদার্থানভিজ্ঞ, তাহারা বেদমর্ম্ম, সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না।

তৈত্তিরীয়কাঠকাদিশাখাসূক্তানি হরিশ্চন্দ্রনাচিকেতাদ্যুপাখ্যানানি ধর্ম্মব্রহ্মাববোধোপযুক্তানি তেষু তেষু ইতিহাসগ্রন্থেষু স্পষ্টীকৃতানি। উপনিষদুক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদয়ো ব্রাহ্মপাদ্মবৈষ্ণবাদিপুরাণেষু স্পষ্টীকৃতাঃ। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি। সৃষ্ট্যাদেঃ পুরাণপ্রতিপাদ্যত্বাবগমাৎ। ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্তাদীনাং ষোড়শপদার্থানাং নিরূপণাৎ তদনুসারেণেদং বাক্যমস্মিন্নর্থে প্রমাণং ভবতি নেতরদিতি নির্ণয়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে। পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োর্বেদার্থোপযোগোঽতিস্পষ্ট এব। মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদিপ্রোক্তাসু স্মৃতিষু বেদোক্তসন্ধ্যাবন্দনাদিবিধয়ঃ প্রপঞ্চিতাঃ। তদুহা বা এতে ব্রহ্মবাদিনঃ পূর্ব্বাভিমুখাঃ সন্ধ্যায়াং গায়ত্র্যভিমন্ত্রিতা অপ ঊর্দ্ধং বিক্ষিপন্তীত্যাদিকঃ সন্ধ্যাবন্দনবিধিঃ। পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততং প্রতায়ন্ত ইত্যাদিকো মহাযজ্ঞবিধিঃ। এবং বিধ্যন্তরাণি দ্রষ্টব্যানি। উক্তপ্রকারেণ পুরাণাদীনাং বেদার্থজ্ঞানোপযোগাদ্ বিদ্যাস্থানত্বং যুক্তম্। এতৈঃ পুরাণাদিভিশ্চতুর্দ্দশভির্বিদ্যাস্থানৈরুপবৃংহিতায়া বিদ্যায়াঃ গ্রহণেঽধিকারিবিশেষঃ শাখান্তরগতৈশ্চতুর্ভির্মন্ত্রৈরুপদর্শিতঃ। তাংশ্চ মন্ত্রান্ যাস্ক উদাজহার।

ষড়ঙ্গে অভিজ্ঞতা না-জন্মিলে এবং বেদার্থে জ্ঞান না থাকিলে, বেদ পাঠ করা না-করা উভয়ই সমান। পরন্তু সে স্থলে বেদের যথেচ্ছব্যবহারই হইয়া থাকে। সেইজন্য অজ্ঞান পাঠার্থিগণের যথেচ্ছ ব্যবহাররূপ প্রহারের ভয়ে, বেদ ভীত হন,—এস্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) অন্যস্থলে স্মৃতিতেও এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং কাঠকাদি শাখাসমূহে হরিশ্চন্দ্র-নাচিকেতাদি যে উপাখ্যান-সমূহ বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী। এই জন্য সেই সেই ইতিহাস গ্রন্থে উপাখ্যান-সমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদে যে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদির কথা উক্ত আছে, তাহা যথাক্রমে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সর্গ (ব্রহ্মার সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (দক্ষাদি কৃত পৃথক পৃথক সৃষ্টি) বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত (বংশসম্ভূত রাজন্যবর্গের চরিত্রবর্ণন),—এই পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট শাস্ত্রই পুরাণ নামে অভিহিত। সুতরাং পুরাণ হইতে সৃষ্ট্যাদি প্রতিপন্ন হয়, ইহা উপলব্ধি হইতেছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয় প্রয়োজন ও দৃষ্টান্তাদি ষোড়শ পদার্থের নিরূপণ ন্যায়-শাস্ত্রে করা হইয়াছে। তদনুসারে এই বাক্য এই অর্থে প্রামাণ্য হয় অপরটি হয় না—ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসায় বেদার্থের উপযোগিতা অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। মনু, অত্রি, বিষ্ণু ও হারিতাদিপ্রবর্ত্তিতস্মৃতিসমূহে বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধি বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। "এই ব্রহ্মবাদিগণ সন্ধ্যোপাসনা সময়ে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করেন"—এইরূপ বিধিকে সন্ধ্যাবন্দনবিধি কহে। "এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সততই প্রতিপালন করিবে,"—এবম্ভূত বিধিকে মহাযজ্ঞবিধি বলে। এইরূপ অপরাপর বিধিও নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুরাণাদির, বেদার্থজ্ঞানের উপযোগিতা বর্ত্তমান থাকায়, উহাদিগকে বিদ্যাস্থান বলাও সঙ্গত হইতে পারে। এই পুরাণাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান দ্বারা বিদ্যা উপবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যাগ্রহণে অধিকারীর

তত্রায়ং প্রথমো মন্ত্রঃ। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্ঠেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যামিতি ॥

বিদ্যাভিমানিনী দেবতা ব্রাহ্মণমুপদেষ্টারমাচার্য্যমাজগাম। আগত্য চৈব্যং প্রার্থয়ামাস। হে ব্রাহ্মণ মামনধিকারিণেঽনুপদিশ্য পালয়। তবাহং নিধিবৎ পুরুষার্থহেতুরস্মি। তাদৃশ্যাং ময়ি মদুপদেষ্টরি ত্বয়ি চ যোঽসূয়াং করোতি। যশ্চার্জবেন বিদ্যাং নাভ্যস্যতি। যোঽপি স্নানাচমনাদ্যাচারনিয়তো ন ভবতি। তাদৃশেভ্যঃ শিষ্যাভাসেভ্যো মাং ন ব্রূয়াঃ। তথা সতি ত্বদ্বৃদ্ধয়ে স্থিত্বা ফলপ্রদা ভবেয়ম্।

অথ দ্বিতীয়োমন্ত্র। য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। তং মন্যেত পিতরং মাতরং চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহেতি ॥

পূর্ব্বস্মিন্ মন্ত্র আচার্য্যস্য নিয়মমভিধায়াস্মিন্ মন্ত্রে শিষ্যস্য নিয়মোঽভিধীয়তে। বিতথমনৃতমপুরুষার্থভূতং লৌকিকং বাক্যম্। তদ্বিপরীতং সত্যং বেদবাক্যমবিতথম্। তাদৃশেন বাক্যেন য আচার্য্যঃ শিষ্যস্য কর্ণাবাতৃনত্তি। সর্ব্বতস্তর্দ্দনং পূরণং করোতি। উপসর্গবশাদোচিত্যাচ্চ তৃণত্তিধাতোরর্থান্তরে বৃত্তিঃ। সর্ব্বদা বেদং যঃ শ্রাবয়তীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্। ন দুঃখং কুর্ব্বন্। মন্দপ্রজ্ঞস্য মাণবকস্যাদাবর্দ্ধর্চ্চমৃচং বা গ্রহীতুমশক্তস্য যথা দুঃখং ন ভবতি

বিশেষত্ব শাখান্তরগত মন্ত্র-চতুষ্টয় দ্বারা নিরূপিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রসমূহকে, মহাত্মা যাস্ক ক্রমে উদাহৃত করিয়াছেন।

তদ্বিষয়ক প্রথম মন্ত্র এই,—আচার্য্যস্বরূপ উপদেষ্টৃ ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া, বেদবিদ্যাভিমানিনী দেবতা এইরূপভাবে প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে ব্রাহ্মণ যদি আমাকে পালন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অনধিকারী ব্যক্তিকে বেদজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ দিও না। তাহা হইলে আমি নিধির ন্যায় তোমার পুরুষার্থের হেতু হই। তাদৃশ আমাতে এবং মদুপদেষ্টা তোমাতে যে ব্যক্তি বিশেষভাব প্রকাশ করিবে, তাহার নিকট আমার স্বরূপ প্রকাশ করিও না। আরও, যে ব্যক্তি সরলতার সহিত বিদ্যাভ্যাস না করিবে, কিংবা স্নানাচমনাদি আচার-বিশিষ্ট না হইবে, তাদৃশ অসৎ শিষ্যের নিকটও আমাকে প্রকাশ করিও না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করিলে, আমি তোমার অভ্যুদয়ের জন্য অবস্থিত হইয়া তোমার পক্ষে ফলপ্রদা হইবে'।

দ্বিতীয় মন্ত্র; যথা,—পূর্ব্বমন্ত্রে আচার্য্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম কথিত হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে শিষ্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম বিবৃত হইতেছে। বিতথ শব্দে অপুরুষার্থভূত লৌকিক মিথ্যা বাক্য বুঝায়। বিতথের বিপরীত, সত্য। বেদ-বাক্য—অবিতথ অর্থাৎ সত্য। তাদৃশ বাক্য দ্বারা যে আচার্য্য শিষ্যের উভয় কর্ণ সর্ব্বতোভাবে তর্দ্দন অর্থাৎ পূরণ করেন, (আ এই উপসর্গবশে যুক্তি হেতু হিংসার্থ তৃদ্ ধাতুর অর্থান্তরে প্রয়োগ সম্পন্ন হইল) অর্থাৎ যে গুরু, সর্ব্বদা বেদ শ্রবণ করান। কি করিয়া শ্রবণ করান্? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে,—দুঃখ না করিয়া। অল্পপ্রজ্ঞ মাণবক প্রথমে সমস্ত মন্ত্র বা মন্ত্রার্দ্ধ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও যাহাতে তাহার

তথা পাদং পাদৈকদেশং বা গ্রাহয়ন্। কিঞ্চ। অমৃতং সংপ্রযচ্ছন্। অমৃতত্বস্য দেবত্বজন্মনো মোক্ষস্য বা প্রাপকত্বাদমৃতং বেদার্থঃ। তস্য প্রদানং কুর্ব্বন্। তং তাদৃশমাচার্য্যং সচ্ছিষ্যো মুখ্যমাতাপিতৃরূপং মন্যেত। পূর্ব্বসিদ্ধৌ তু মাতাপিতরাবধমস্য মনুষ্যস্য শরীরস্য প্রদানাদমুখ্যৌ। তস্মৈ মুখ্যমাতাপিতৃরূপায়াচার্য্যায়ৈকমপি দ্রোহং ন কুর্য্যাৎ॥

অথ তৃতীয়োমন্ত্রঃ। অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা। যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়াস্তথৈব তান্ ন ভুনক্তি শ্রুতংতদিতি॥

যেত্বধমা বিপ্রা গুরুণা অধ্যাপিতাঃ সন্তো বিনয়োক্ত্যা তদীয়হিতচিন্তনেন শুশ্রূষয়া বা গুরুং নাদ্রিয়ন্তে। আদররহিতাস্তে শিষ্যাভাসাঃ গুরোর্ন ভোজনীয়াঃ। অনুভবযোগ্যা ন ভবন্তি। নহি তেষু গুরুঃ কৃপাং করোতি। যথৈব গুরুণা তে ন পালনীয়াস্তথৈব তানধমাঞ্ছিষ্যান্ তচ্ছ্রুতং গুরূপদিষ্টং বেদবাক্যং ন পালয়তি। ফলপ্রদং ন ভবতীত্যর্থঃ॥

অথ চতুর্থোমন্ত্রঃ। যমেববিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্। যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মাব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্নিতি॥

হে আচার্য্য যমেব মুখ্যশিষ্যং শুচিত্বাদিগুণোপেতং জানীয়াঃ। কিঞ্চ যো মুখ্যশিষ্যস্তভ্যং কদাচিদপি ন দ্রুহ্যেৎ তস্মৈ তু মুখ্যশিষ্যায় ত্বদীয়নিধিপালকায় ব্রহ্মন্ বেদরূপাং মাং বিদ্যাং ব্রূয়াঃ। ইত্থং বিদ্যাদেবতয়া প্রার্থিতত্বাদাচার্য্যেণ মুখ্যশিষ্যায় বেদবিদ্যোপদেষ্টব্যা। তদর্থং

কোনরূপ কষ্ট না হয়, এরূপভাবে মন্ত্রপাদের বা পাদের একদেশের উপদেশ দিয়া থাকেন। এমন কি অমৃত দান করিয়া থাকেন। গুরু কর্ত্তৃক যথানিয়মে বৈদিক মন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে, শিষ্য, দেবত্ব কিম্বা মোক্ষত্ব লাভ করিতে পারে। বেদার্থ ই অমৃত। সৎ-শিষ্য তদমৃতদানকারী আচার্য্যকে প্রধান পিতৃমাতৃরূপে মান্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বসিদ্ধিতে অর্থাৎ জন্মদান এবং গর্ভে ধারণ জন্য যথাক্রমে পিতামাতা সিদ্ধ হইয়াছে। অধম মনুষ্য-শরীর মাত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অমুখ্য অর্থাৎ অপ্রধান। সেই মুখ্যপিতৃমাতৃস্বরূপ আচার্য্যের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ আচরণ করিবে না, অথবা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন না।

তৃতীয় মন্ত্র; যথা,—যে নরাধম বিপ্রগণ, গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, বিনয়পূর্ণ বাক্য দ্বারা, তদীয় হিতচিন্তা দ্বারা, অথবা শুশ্রূষা দ্বারা অধ্যাপক গুরুর আদর না করে, সেই আদররহিত শিষ্যাভাষ (অসৎশিষ্য) গুরুর অনুভবযোগ্য হয় না; অর্থাৎ গুরু, তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন না। গুরু যেমন সেই অসৎ শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না, সেইরূপ গুরূপদিষ্ট বেদ-বাক্যও সেই অধম শিষ্যকে প্রতিপালন করেন না। অর্থাৎ, গুরূপদিষ্ট বেদবাক্য তাহাদের প্রতি ফলপ্রদ হয় না।

চতুর্থ মন্ত্র; যথা—হে আচার্য্য! আপনি যে মুখ্য শিষ্যকে শুচিত্বাদি গুণান্বিত অর্থাৎ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট বলিয়া জানিয়াছেন, আর যে সৎশিষ্য কখনও আপনার উপর বিদ্রোহাচরণ করিবে না বলিয়া বুঝিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্! ভবদীয় নিধি-প্রতিপালক সেই মুখ্য শিষ্যের নিকট আপনি বেদরূপ বিদ্যা আমাকে প্রকাশ করিবেন। বেদ-বিদ্যা কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক মুখ্যশিষ্যকেই বেদবিদ্যার উপদেশ দেওয়া উচিত।

ঋগ্বেদোহস্মাভিঃ ষড়ঙ্গানুসারেণ ব্যাখ্যায়তে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকে বেদে ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যানোপযোগিত্বাদাদৌ ব্রাহ্মণমারণ্যকাণ্ডসহিতং ব্যাখ্যাতং। অথ তত্র তত্র ব্রাহ্মণোদাহরণেন মন্ত্রাত্মকঃ সংহিতাগ্রন্থো ব্যাখ্যাতব্যঃ ॥

স চ অগ্নিমীল ইত্যারভ্য যথা বঃ সুসহাসতীত্যন্তোহষ্টকাণ্ডৈর্দশমণ্ডলৈশ্চতুঃষষ্ট্যধ্যায়ৈরীষদধিকসহস্রসূক্তৈরীষদধিকদ্বিসহস্রবর্গৈরীষদধিকাভির্দশসহস্রসংখ্যাভির্ঋগ্ভিশ্চোপেতঃ। তস্য চ গ্রন্থস্য কৃৎস্নস্যাপ্যাম্নাতক্রমেণৈব সামান্যবিনিয়োগো ব্রহ্মযজ্ঞজপাদৌ পূর্ব্বমেবাভিহিতঃ। বিশেষবিনিয়োগস্তু তত্তৎক্রতৌ সূত্রকারেণ প্রদর্শিতঃ। স চ ত্রিবিধঃ। সূক্তবিনিয়োগস্তৃচাদিবিনিয়োগ একৈকস্যা ঋচোবিনিয়োগশ্চেতি। তত্রাগ্নিমীল ইতি সূক্তং প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ বিনিযুক্তং। স বিনিয়োগ আশ্বলায়নেন চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশে খণ্ডে সূত্রিতঃ। অবা নো অগ্ন ইতি ষলগ্নিমীলেহগ্নিং দূতমিতি। তত্র হীনপাদগ্রহণাৎ সূক্তনিশ্চয়ঃ। সূক্তং সূক্তাদৌ হীনে পাদে ॥ পা° আ° ১।১ ॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমায়া ঋচো দ্বিতীয়স্যাং পবমানেষ্টৌ স্বিষ্টকৃতো যাজ্যাত্বেন বিনিয়োগঃ। স চ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডে সূত্রিতঃ। সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজোহগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি

সেই জন্যই শিক্ষাদি ষড়ঙ্গানুসারে আমরা ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যা করিতেছি। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদে ব্রাহ্মণের মন্ত্র-ব্যাখ্যানোপযোগিতা আছে বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আরণ্যকাণ্ড সহিত ব্রাহ্মণভাগের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতঃপর সেই সেই ব্রাহ্মণভাগের উদাহরণের ক্রমানুসারে মন্ত্রাত্মক সংহিতা-গ্রন্থের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা যাইবে।

"অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সেই সংহিতা গ্রন্থের আরম্ভ আর "যথাবঃ সুসহাসতি" ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার পরিসমাপ্তি। ইহাতে আটটীকাণ্ড, দশটি মণ্ডল, চৌষট্টিটী অধ্যায়, কিঞ্চিদধিক এক হাজার সূক্ত, কিঞ্চিদধিক দুই হাজার বর্গ এবং কিঞ্চিদধিক দশ হাজার ঋক্ আছে। ব্রহ্মযজ্ঞজপাদিতে পূর্ব্বেই ক্রমপাঠের উল্লেখ ব্যপদেশে সেই সমগ্র গ্রন্থের সামান্য বিনিয়োগ মাত্র কথিত হইয়াছে। তাহার বিশেষ বিনিয়োগের বিষয়, সেই সেই যজ্ঞে সূত্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থলভেদে সেই বিনিয়োগও আবার তিন প্রকার। যথা,—প্রথম—সূক্তবিনিয়োগ, দ্বিতীয়—তৃচাদি বিনিয়োগ, এবং তৃতীয়—এক একটি ঋকের বিনিয়োগ। "অগ্নিমীলে"—এই সূক্তটি, প্রাতরণুবাকে আগ্নেয়-যজ্ঞে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহর্ষি আশ্বলায়ন, চতুর্থাধ্যায়ের, ত্রয়োদশ খণ্ডে "অবা নো অগ্ন ইতি ষলগ্নিমীলেহগ্নিং পূতং",—এই সূক্তে সেই বিনিয়োগের, বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেস্থলে হীনপাদগ্রহণ জন্য সূক্তের বিনিয়োগের বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "সূক্তং সূক্তাদোহীনে পাদে" (পা° আ° ১।১) অর্থাৎ পাদহীন বলিয়া সূক্তের কোনও পাদ না থাকিলে তাহাকে সূক্তই বলিবে; এইরূপ পরিভাষা আছে। সেই সূক্তে প্রথম ঋকের পবমান ইষ্টিতে দ্বিতীয় ঋকের পরিবর্ত্তে স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নির) যাজ্যার (যাগ-মন্ত্ররূপে) বিনিয়োগ হইয়াছে। তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে "সাহ্বান বিশ্বা অভিযুজো" ইত্যাদি সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। সেস্থলে সমস্ত পাদ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ঋকের বিনিয়োগই জানিতে হইবে। যেহেতু "ঋচং পাদ:

সংযাজ্যে ইতি। তত্র কৃৎস্নপাদগ্রহণাদৃগিত্যবগম্যতে। ঋচং পাদগ্রহণে ॥ আ॰ ১।১ ॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ। তথা সংযাজ্যে ইত্যুক্তে সৌবিষ্টকৃতী প্রতীয়াৎ॥ আ॰ ১।২ ॥ ইতি পরিভাষিতত্বাৎ স্বিষ্টকৃৎসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ। তত্রাপি দ্বিতীয়মন্ত্রত্বেনোদাহৃতত্বাদ্‌যাজ্যাত্বং। যদ্যপি সাহ্বানিত্যনয়া পুরোনুবাক্যয়ৈব দেবতায়া অনুস্মরণরূপঃ সংস্কারঃ সিদ্ধঃ। তথাপি যাজ্যানুবাক্যয়োঃ সমুচ্চয়ো দ্বাদশাধ্যায়ে চতুর্থপাদে মীমাংসিতঃ॥

পুরোনুবাক্যয়া যাজ্যা বিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। বিকল্প্যান্ততরেণৈব দেবতায়াঃ প্রকাশনাৎ॥

পুরোনুবাক্যাসমাখ্যানাদ্বচনাচ্চ সমচ্চয়ঃ। দেবতাপ্রকাশনকার্য্যস্যৈকত্বাৎ। যুগ্ময়োর্যথা বিকল্পস্তথৈবৈকযুগ্মগতয়োরিতিচেৎ। নৈবং। পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়া উত্তরকালীন-যাজ্যামন্তরেণানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহবিঃপ্রদানকার্য্যে ভেদোক্তিপুরঃসরংসাহিত্যং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমুচ্চয় ইতি

এতচ্চাগ্নিমিত্যাদিসূক্তং নবর্চ্চং। অগ্নিং নব মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ইত্যনুক্রমণিকায়া-মুক্তত্বাৎ। বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দোনামকস্তস্য সূক্তস্য দ্রষ্টৃত্বাৎ তদীয়ঋষিঃ। ঋষগত্যাবিতি-

---

গ্রহণে" (আং ১।১) অর্থাৎ পাদ গ্রহণ হইলে ঋক্ বুঝিতে হইবে,—এই সূত্রে ঋক্ পরিভাষা উক্ত হইয়াছে। যেমন সংযাজ্য বলিলে "সৌবিষ্টকৃতী" বুঝিবে এবং এই পারিভাষিক সূত্র দ্বারা স্বিষ্টকৃৎ বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিবে। সেইরূপ ঐ সংখ্যায় সেখানেও দ্বিতীয় মন্ত্ররূপে উদাহৃত হওয়ায় যাজ্যাত্বও সিদ্ধ হইতে পারিবে। যদিও "সাহ্বান্" এই পুরোণুবাক্যের উল্লেখ দেবতার অনুস্মরণরূপ সংস্কার সিদ্ধ হইয়াছে; তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে যাজ্যা ও অনুবাক্যা এতদুভয়ের সমুচ্চয় মীমাংসিত হইয়াছে। (অনুবাক্যা শব্দের অর্থ—ঋক্-যজুঃ-সাম-সমূহ।)

পুরোণুবাক্যা দ্বারা যাজ্যা বিকল্পিত অথবা সমুচ্চিত হইতেছে। দেবতার প্রকাশন হেতু পুরোণু বাক্যা ও যাজ্যা এতদুভয়ের বিকল্প প্রতিপন্ন হইতেছে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে একটীর দ্বারা অপরটী বিকল্পিত হইতেছে।

সেই বচনে পুরোণুবাক্যায় সমাখ্যান আছে বলিয়া সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেছে। দেবতা প্রকাশনরূপ একটিমাত্র কার্য্যে পুরোণুবাক্যা বা যাজ্যা শব্দের বিকল্পত্ব হউক না কেন? কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন-না, পরিবর্ত্তিকালীন "যাজ্যা" ভিন্ন, "পুরোণুবাক্যা" এই সমাখ্যার উপপত্তিই হইতে পারে না। আরও এক কথা পুরোণুবাক্যার কথা উল্লেখ না করিয়া, "যাজ্যা দ্বারা হোম করিতেছে" এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রবচন দ্বারা দেবতা উপলক্ষণ এবং হবিঃ-প্রদান কার্য্য—এতদুভয়ের প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর সেই প্রভেদ প্রদর্শনের পর সাহিত্য অর্থাৎ সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পুরোণুবাক্যার এবং যাজ্যার সমুচ্চয় প্রতিপন্ন হইল।

এই 'অগ্নিং" ইত্যাদি সূক্তে নয়টী ঋক্ আছে। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র মধুচ্ছন্দা "অগ্নিং" প্রভৃতি ঐ নয়টী ঋকের ঋষি। অনুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে! বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, ঐ সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া, তিনি উহার ঋষি নামে অভিহিত। গত্যর্থ "ঋষ" ধাতুর

ধাতুঃ। সর্ব্বধাতুভ্যইন্॥ উ০ ৪।১১৯॥ ইগুপধাৎকিৎ॥ উ০ ৪।১২৯॥ বেদপ্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভূর্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ। তথাচ শ্রূয়তে। অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্মস্বয়ম্ভ্বভ্যানর্যত্তদৃষয়োঽভবন্নিতি। তথাতীন্দ্রিয়স্য বেদস্য পরমেশ্বরানুগ্রহেণ প্রথমতোদর্শনাৎ ঋষিত্বমিত্যভিপ্রেত্য স্মর্যতে। যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসাপূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি। ঋষ্যাদিজ্ঞানাভাবে প্রত্যবায়ঃ স্মর্যতে। অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥ ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাস্থপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যত ইতি॥ বেদনবিধিশ্চ স্মর্যতে। স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ। মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদ ইতি॥ অগ্নিমিত্যাদিস্থক্তস্য ছন্দোঽনুক্রমণিকায়াং যদ্যপ্যত্র নোক্তং তথাপি পরিভাষায়ামেবযুক্তম্॥ আদৌ গায়ত্রং প্রাক্‌হিরণ্যস্তূপাদিতি। হিরণ্যস্তূপঋষির্যেষাং মন্ত্রাণাং বক্ষ্যতে ততঃ প্রাচীনেষু মন্ত্রেষু সামান্যেন গায়ত্রাং ছন্দ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য পাপসম্বন্ধং বারয়িতুমাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দইত্যুচ্যতে। তচ্চারণ্যকাণ্ডে সামম্নায়তে।

উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্য ইন্" (উ০ ৪।১১৯) এই সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া "ইগুপধাৎ কিৎ"। (উ০ ৩।১২৯) এই সূত্র দ্বারা ঋষ ধাতুর ঋকারের কিদ্বদ্ভাব করিলে গুণ হইবে না। বেদপ্রাপ্তির জন্য তপস্যাকারিপুরুষদিগের নিকট স্বয়ম্ভু বেদপুরুষ, প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। যিনি, বেদ এবং বেদমন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য তপশ্চারণা করেন, সেই জ্ঞানী পুরুষই ঋষিপদবাচ্য; তাঁহারাই বেদপুরুষের সাক্ষাৎকারলাভে অধিকারী। এতৎসম্বন্ধে "অজান্ হ বৈ" ইত্যাদি একটি শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরমেশ্বরের কৃপায়, যিনি অতীন্দ্রিয় বেদ প্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই ঋষি। ইহাই অভিপ্রায়। যুগান্তে ইতিহাসের সহিত যে সমস্ত বেদ, তিরোহিত হইয়াছিল; পুরাকালে তপস্যা করিয়া মহর্ষিগণ, স্বয়ম্ভূর আদেশে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কথা স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত্রের ঋষ্যাদি না জানিলে প্রত্যবায় হয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতির প্রমাণ-বাক্যদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে; যথা,—যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ না জানিয়া অধ্যাপনা বা জপ করে, তাহার পাতক সঞ্জাত হয়। যে ব্যক্তি, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণভাগের অর্থ এবং উদাত্তাদি স্বর না জানিয়া মন্ত্র পাঠ করে, তাহাকে মন্ত্রকণ্টক বলে। সুতরাং মন্ত্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রতিপদে স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা, বিনিয়োগ ও মন্ত্রের অর্থ জানা উচিত;—স্মৃতিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে। যদিও এই অনুক্রমণিকায় "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্তের ছন্দঃ উক্ত হয় নাই; তাহা হইলেও পরিভাষায় তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। হিরণ্যস্তূপ ঋষি, অগ্রে যে মন্ত্র-সমূহের গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বলিবেন, সেই মন্ত্রসকল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মন্ত্রসমূহে সাধারণতঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইহাই বুঝিতে হইবে। পুরুষের পাপের সম্বন্ধ নিবারণ জন্য যাহা আচ্ছাদকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ছন্দঃ নামে অভিহিত। আরণ্যকাণ্ডে তাহা সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে—পুরুষকে

ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণ ইতি। অথ বা চীয়মানাগ্নিসন্তাপস্যাচ্ছাদকত্বাৎ ছন্দঃ। তচ্চ তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত। স ক্ষুরপবির্ভূত্বাতিষ্ঠৎ তং বিভ্যতোনোপায়ন্। তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্। তে ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি। যদ্বাপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ। তদপি ছান্দোগ্যোপনিষত্যাম্নাতং। দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যুঃ। ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন। তে ছন্দোভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন্। যদেভিরাচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি॥ তথা দ্যোতনার্থদীব্যতিধাতুনিমিত্তদেবশব্দ ইতোতদাম্নায়তে। দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি। অতো দীব্যতীতি দেবঃ। মন্ত্রেণ দ্যোত্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন সূক্তে স্তূয়মানত্বাদগ্নির্দেবঃ। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং। মণ্ডলাদিষ্বাগ্নেয়মৈন্দ্রাদিতি। তস্য সূক্তস্য প্রথমামৃচং ভগবান বেদপুরুষ আহ।

সায়ণাচার্য্যকৃতা বেদানুক্রমণিকা সমাপ্তা।

পাপকর্ম্ম হইতে ছাদন (আচ্ছাদন) করেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম ছন্দঃ। অথবা যিনি চীয়মান (মন্ত্রপূত) অগ্নির উত্তাপকে আচ্ছাদন করেন, তিনি ছন্দঃ। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও এবম্প্রকার পাঠ করিয়া থাকেন। যথা,—প্রজাপতি, অগ্নিকে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বালিত করিলেন। সেই অগ্নি অতিশয় তেজস্বান্ হইল। তাঁহার দর্শনে ভীত হইয়া নিরুপায় দেবগণ, স্ব স্ব আত্মাকে ছন্দঃ-সমূহের দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক, আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই ছন্দঃ নাম হইয়াছে। কিম্বা অপমৃত্যু নিবারণ করিবার নিমিত্ত (প্রাণিদিগকে) আচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে। ইহা ছান্দোগ্য নামক উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। যথা,—দেবতাসকল, মৃত্যু হইতে ভীতিযুক্ত হইয়া (ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপিণী) ত্রয়ী-বিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। যেমন ছন্দঃ-সমূহ দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন বলিয়া ছন্দঃ নাম হইয়াছে,—সেইরূপ, দ্যোতনার্থ দিব ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে,—"দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বং" ইতি। এইজন্য যাঁহারা মন্ত্র দ্বারা দীপ্ত বা প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাদিগকে দেবতা কহে। এই সূক্তে অগ্নিদেব স্তুত হইয়াছেন বলিয়া, অগ্নিই ইহার দেবতা। অনুক্রমণিকাতেও তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রযাগের নিমিত্ত মণ্ডলাদিতে, আগ্নেয় সূক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান বেদ-পুরুষ সেই সূক্তের প্রথম ঋক্ বলিতেছেন।

সায়ণাচার্য্যকৃত বেদানুক্রমণিকা সমাপ্ত।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমোবর্গঃ।

প্রথমং-সূক্তং।

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের নাম—আগ্নেয়-সূক্ত। এই সূক্তে নয়টী ঋকে অগ্নিদেবতার স্তব আছে। অনাদি অনন্ত অপৌরুষেয় বলিয়া, নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া, বেদ যে সম্পূজিত হন, ঐ এক আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জনৈক প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাকারী বলিয়া গিয়াছেন,—ঋগ্বেদের প্রথম কয়েকটী সূক্ত কিছু দুর্ব্বোধ্য এবং সে গুলি অতিক্রম করা বিশেষ আয়াসসাধ্য; কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইবে, ততই অনুপম আনন্দ-রসে হৃদয় আপ্লুত হইবে। তাঁহার মতে,—ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তগুলি আরোহণী-স্বরূপ; সেই আরোহণী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই স্বর্গে উপনীত হইবে,—স্বর্গের সুধা, স্বর্গের পারিজাত করতলগত হইবে।

এ সিদ্ধান্ত যদিও সত্য; জ্ঞান-সমুদ্রের অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করিবে, স্তরে স্তরে সজ্জিত অমূল্য রত্নরাজি ততই অধিগত হইবে,—ইহা যদিও অবশ্যস্বীকার্য্য; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে সূক্তগুলির অনুশীলন করিলে প্রথম হইতেই যে সে স্বর্গের সুষমা নয়নগোচর হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন,—যাহাকে স্বর্গের আরোহণী বলা হইয়াছে সেখানেই স্বর্গের আরম্ভ। প্রাণারাম মনোমদ কি গভীর ভাব—ঐ আগ্নেয়-সূক্তের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে! সদ্গুরুর সহায়তা পাইলে, দূরে অগ্রসর হইবার অপেক্ষা করে না;—পুরোভাগেই আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ—ভ্রমরগুঞ্জিত কোকনদশোভিত স্বচ্ছ সলিল-পূর্ণ নির্ম্মল সরোবর—স্বতঃই নয়নপথে পতিত হয়।

যিনি যাদৃশ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন হউন না কেন, আগ্নেয়-সূক্ত তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ, জ্ঞানালোক বিস্তার-পক্ষে সহায়তা করিবে। যিনি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন

যাঁহার অন্ধ-নয়ন চিরনিমীলিত রহিয়াছে; এ জ্ঞানালোকে তাঁহারও প্রাণে পুলক-সঞ্চার হইবে; যাঁহার নেত্র কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, সম্মুখে তিনি সমুজ্জ্বল প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইবেন; পুনশ্চ, জ্ঞানরাজ্যে যিনি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার তো আর আনন্দের অবধিই রহিবে না। অবিশ্বাসী নাস্তিকও আপনার দৈনন্দিন কর্ম্ম-সঙ্ঘের মধ্য দিয়া আগ্নেয়-সূক্তের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তবে তাঁহার সে অনুভূতি কেমন?—দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে পারা যায়, বিষের প্রাণনাশিকা শক্তি-বিষয়ে যে জন অজ্ঞ, অথবা অগ্নির দাহিকাশক্তি বিষয়ে যে জন অনভিজ্ঞ, বিষপান করিলে বা অগ্নিতে ঝম্প-প্রদান করিলে তাহার ফল তাহারা যেমন সহজেই বুঝিতে পারে; বেদ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রকারান্তরে সেইরূপ ফলই পাইয়া থাকেন। অন্যপক্ষে, প্রস্ফুট-গোলাপের সদ্গন্ধের বিষয় যে জন অবগত নহে, সে যদি ঘটনাক্রমে সেই ফুল্ল-গোলাপের আঘ্রাণ গ্রহণ করে; তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার প্রাণে আনন্দের উদয় হয়। বেদাদি-শাস্ত্রের আলোচনাও সেইরূপ ফলপ্রদ। নাস্তিক্য দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, ইহার এক দিক দৃষ্টিগোচর হইবে; আবার আস্তিক্য-দৃষ্টিতে ইহার অন্যদিক নেত্রপথে ভাসিয়া আসিবে। গভীর জ্ঞানের অধিকারী যিনি, তিনি ইহার উভয় দিকই দেখিতে পাইবেন; এবং স্বরূপ বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিদেবতার স্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধুনাতন অনেকেই বলিয়া থাকেন,—উহা জড়োপাসকদিগের অগ্নি-পূজা; উহা অগ্নির দাহিকাশক্তিভয়ভীত অসভ্য বর্ব্বর জনের প্রকৃতি পূজা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন, তিনি সেই ভাবেই ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান-রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ঐ আগ্নেয় সূক্তের অভ্যন্তরে তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিবেন; আবার যিনি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অগ্নিদেব আর এক মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। পুনশ্চ, যিনি জ্ঞানরাজ্যের সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্নিদেব সম্পূর্ণ এক নূতন ভাবে বিকাশ পাইবেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে অগ্নি-পূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে,—জ্ঞানবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে অশেষ বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহারও কারণ আর কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ—স্তরে স্তরে পদবী পদবী ক্রমে আরোহণীর সাহায্যে মানুষকে উন্নত-স্তরে উন্নীত-করণ। প্রথম স্তরে যাঁহারা অগ্নির পূজা করেন, অথবা যাঁহারা অগ্নি-দেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অগ্নিদেবের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বিভ্রমগ্রস্ত বলিতে পারি না। কেন-না, তাঁহারা ঐ প্রকার পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে তাঁহাদের মনে আসিতে পারে—কে তিনি যাঁর এইরূপ? প্রশ্ন উঠিতে পারে—কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপে স্বরূপ জ্ঞান লাভ হইতে হইতে তন্ময়ত্ব ভাব সঞ্জাত হইতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। ইহাই প্রতিমা-পূজার উচ্চ আদর্শ।

ইহাই প্রতিমূর্ত্তি-পূজার মহান্ লক্ষ্য। হিন্দু যে জড় পুত্তলিকার পূজা করে না, হিন্দু যে প্রতিমায় জগন্ময়ী মাতার বা জগৎপাতা পিতা পরমেশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে, নিন্দকগণ তাহা না বুঝিতে পারিলেও, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

আগ্নেয়-সূক্তে আমরা কাহার স্তব করিতেছি? সে কি জড় অগ্নির? আধুনিক বিজ্ঞান, অগ্নিকে জড় বলে না বটে; কিন্তু বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহারও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কি ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? যিনি অগ্নির অগ্নিত্ব, যিনি বায়ুর বায়ুত্ব, যিনি ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব,—সে কি সেই অগ্নির উপাসনা নহে? যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা; যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; যিনি সর্ব্বরূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন;—এ অগ্নি কি তাঁহারই নামান্তর নহে?—এ উপাসনা কি তাঁহারই উপাসনা নহে? যদি কেবলমাত্র ঐ যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিত, ঋত্বিক্ ধনাধিকারী, দাতা প্রভৃতি বিশেষণে কেমন করিয়া বিশেষিত করা যায়? পুত্র যেমন অনায়াসে পিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করে, অগ্নির ক্রোড়ে সেরূপ স্থানলাভের আসা করিতে পারা যায় কি? ঐ অগ্নি দাতা বলিয়াই বা কি প্রকারে অভিহিত হইতে পারেন? উহার দ্বারা কেমন করিয়াই বা ধন পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে? এ সকল বর্ণনায় মনে হয় না কি, তিনি ঐ অগ্নির অতীত অপর এক অগ্নি - যাহাতে সকলই আছে? তাঁর নামের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী নাম। তাঁর রূপের অন্ত নাই; অগ্নি তাই তাঁর একটী রূপ। তাঁর গুণের অন্ত নাই; তেজঃ তাই তাঁর একটী গুণ। তাঁর শক্তির অন্ত নাই; দাহিকা তাই তাঁর একটী শক্তি। তাঁর প্রভার অন্ত নাই; দীপ্তি তাই তাঁর একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে,—তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; তিনি এক রূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্ত রূপে এক নামে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁর; তখন অগ্নি-রূপে মর্ত্ত্যলোকে সূর্য্য-রূপে অন্তরীক্ষে এবং ইন্দ্রাদি-দেবরূপে স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান্। "চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি" জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখন তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি।

অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্ব প্রকাশক। তাঁহার যে সেই বিভা, তাঁহার যে সেই দিব্যজ্যোতিঃ তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতি তাই ঘোষণা করিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" তিনি আলোকময়, তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক-সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতিঃরূপে আলোক বিতরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত?—না, তাঁহারই কোনও সন্ধান কেহ জানিতে পারিত? মনে করি, আমরা চক্ষু-দ্বারা দর্শন করি; কিন্তু চক্ষুর কি শক্তি সে দর্শন করিতে পারে? যদি আলোক না থাকিত—যদি

জ্যোতিষ্মানের সহায়তা না পাইত, চক্ষু কি দেখিতে সমর্থ হইত? আঁধার—আঁধার—ঘোর অন্ধকার তাহাকে ঘেরিয়া আছে। সৌভাগ্যক্রমে সে যেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়, সেই তো তাহার দৃষ্টিশক্তি স্ফূরণ করিয়া দেয়! এই জন্যই জগৎসবিতৃ সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন সূর্য্যো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।" সূর্য্যদেব কেবল নিজের মণ্ডলকে নিজে আলোকিত করেন না; জগৎকেও তিনি প্রকাশ করেন। সূর্য্যকে যে দেখি, সে-ও তাঁহারই প্রভায়; জগৎকে যে দেখি, সে-ও সূর্য্যেরই প্রভায়। যেমন বহির্জগতে, তেমনিই অন্তর্জগতে। এই যে অগ্নি,—এই অগ্নি,—যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন; তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করে। আগ্নেয়-সূক্তে সেই অগ্নিরই স্তব করা হইয়াছে, যে অগ্নি-বিশ্বপ্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন—যে অগ্নি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন। আবার এ অগ্নি—সেই অগ্নি,—যে অগ্নি জ্ঞানাগ্নি-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিবে—কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিবে? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যিনি সকলকে জানাইয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিবে কি প্রকারে? তিনি ভিন্ন তাঁহাকে জানাইবার উপায় আর কি আছে? "যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" কি প্রকারে তাঁহায় জানিবে? তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিন্দ্যাৎ অরে কেন বিন্দ্যাৎ?" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতি দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। অগ্নি—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির বিকাশ। অগ্নিস্তবের লক্ষ্য—অগ্নিকে জানিলেই তাঁহার স্বরূপ জানা হয়।

অধুনা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া নিষ্কাম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যে বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়াছে, ভগবন্মুখপঙ্কজ-বিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অমূল্য বাণী অধুনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে, তাহারই বা মূল অনুসন্ধান করিলে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? সে কি এই আগ্নেয়-সূক্তেরই—'অগ্নিমুখেন দেবাঃ খাদন্তি' ইত্যুক্তিমূলক যজ্ঞবিধিরই অনুবর্ত্তন নহে? যাজ্ঞিক যখন স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাগ্নিমুখে চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় খাদ্যাদি আহুতি প্রদান করিতে অভ্যস্ত হন; বহুমূল্য ধনরত্ন বিত্ত বিভবের প্রতি তিনি যখন মমতাশূন্য হইয়া আনন্দ-সহকারে তৎসমুদায় অগ্নিমুখে সমর্পন করিতে সমর্থ হন; আর সকলই অগ্নিমুখে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসাৎ হইলে, তজ্জন্য তাঁহার মনে যখন কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না; পরন্তু যখন তিনি ভগবানের উদ্দেশে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অবিকার-চিত্ত হইতে পারেন; তখনকার তাঁহার সে কার্য্য সে ভাব সে অবস্থা নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে কি? যে জন আগুনে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন; অপিচ, সমর্পিত সমস্ত সামগ্রী ভস্ম হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন; নিষ্কাম-ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহার নিকট নহে তো আর কোথায় আছে? সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ নির্লিপ্ত কর্ম্মের দ্বারাই কি মানুষ বিশ্বসেবায় পরসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে শিখে না? তাই বলি, অগ্নিপূজা—যজ্ঞকর্ম্ম,

সেই আদি স্তর—সেই ভিত্তিভূমি,—যাহার উপর গীতায় এই নিষ্কাম-ধর্ম্ম-সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ;—অথবা, সে সেই মূল প্রস্রবণ, যেখান হইতে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় নিষ্কাম-ধর্ম্মের পূত-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে। অগ্নি-পূজা—যজ্ঞকর্ম্মের মধ্য দিয়াই সংসার নিষ্কাম-কর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পায়। যাঁহারা কেবল কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন, কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন না; অগ্নি-দেবের উপাসনায় যাজ্ঞিক কর্ম্মে তাঁহাদের কর্ম্মানুশীলনী ও জ্ঞানানুশীলনী উভয় বৃত্তিই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আগ্নেয় সূক্তের সার্থকতা—সেই মহদুদ্দেশ্য-সাধনে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির যুগপৎ উৎকর্ষ-বিধানে। আগ্নেয়-সূক্তের সার্থকতা—নিষ্কাম-ধর্ম্মের মূল-তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনে।

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দাঃ।
অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য আগ্নেয়সূক্তস্য ব্রহ্মযজ্ঞান্তে
বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ওঁ॥ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ওঁ॥ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃঽহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং।
হোতারং। রত্নঽধাতমং ॥ ১ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরোহিতং' (সৎকর্ম্মকারকং, লোকানাং হিতসাধকং) 'যজ্ঞস্য দেবং' (সৎকর্ম্মণঃ দেবতা, সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপং ইত্যর্থ) 'ঋত্বিজং' (সদৈব সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতারং) 'হোতারং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতারং) 'রত্নধাতমং' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং পরমধনস্য বিধাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, তং তেজোময়ং চৈতন্যস্বরূপং) 'ঈলে' (স্তৌমি, অনুসরণং কুর্য্যাম্)। সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকঃ বা অয়ং মন্ত্রঃ। অহং জ্ঞানানুসরণায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধঃ ভবানি, যদ্বা—হে ভগবন্ মাং জ্ঞানানুসারিণং কুরু—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১ম—১সূ—১ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারক—মনুষ্যগণের হিতসাধক, সৎকর্ম্মের দেবতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মজাত দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপ, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে নিয়োজক, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ পরমধনের বিধাতা, জ্ঞানদেবতাকে—সেই তেজোময় চৈতন্যস্বরূপকে, আমি স্তব করি—যেন অনুসরণ করি। (এই মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক অথবা প্রার্থনা-জ্ঞাপক। আমি জ্ঞানদেবতার অনুসরণে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতেছি; অথবা, হে ভগবন্, আমায় জ্ঞানানুসারী করুন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।)॥ (১ম—১সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিনামকং দেবমীলে। স্তৌমি। ঈড় স্তুতৌ। ধা০ ২৪।৯। ইতি ধাতুঃ। ড়কারস্য লকারো বহ্বৃচাধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রাপ্তঃ। তথাচ পঠ্যতে। অজ্‌মধ্যস্থড়কারস্য লকারং বহুধা জগুঃ। অজ্‌মধ্যস্থঢ়কারস্য হ্লকারং বৈ যথাক্রমমিতি॥ মন্ত্রস্য হোত্রা প্রযোজ্যত্বাদহং হোতা স্তৌমীতি লভ্যতে। কীদৃশমগ্নিং। যজ্ঞস্য পুরোহিতং। যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগ আহবনীয়রূপেণাবস্থিতং। পুনঃ কীদৃশং। দেবং। দানাদিগুণযুক্তং। পুনঃ কীদৃশং। হোতারমৃত্বিজং। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিগগ্নিরেব। তথা চ শ্রূয়তে। অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং হোতেতি। পুনরপি কীদৃশং। রত্নধাতমং। যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নি নামক দেবতার স্তুতি করি। স্তুতি বাচক ঈড় ধাতুর (ধা০ ২৪·৯) ড়-কার স্থানে ল-কার হয়, ইহা বহ্বৃচ্-সম্প্রদায়ের (বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীয়) কথানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যবর্ত্তী ড়-কার ও ঢ়-কার স্থানে যথাক্রমে ল কার ও হ্ল-কার (ড় স্থানে ল ও ঢ় স্থানে হ্ল) হয়, এ কথা তাঁহারা বহুবার বলিয়াছেন। হোতা কর্ত্তৃক মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই হেতু 'হোতা আমি স্তব করিতেছি'—ইহা পাওয়া যাইছে। অগ্নি কিরূপ? (ইহা উপলব্ধির জন্য কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা অগ্নির স্বরূপ বিবৃত হইতেছে।) অগ্নি, যজ্ঞের পুরোহিত। যেমন রাজার পুরোহিত তাঁহার মনের অভিলাষ পুরণ করেন, তদ্রূপ অগ্নিও যজ্ঞের প্রয়োজনীয়ভূত হোমকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন; অথবা আহবনীয়রূপ অর্থাৎ আহুতি প্রদানের উপযোগী যজ্ঞাগ্নিরূপে যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত থাকেন। পুনরায় কিরূপ। দেব অর্থাৎ দানাদিগুণযুক্ত। পুনরায় কিরূপ? হোতা—ঋতিক্, যেহেতু একমাত্র অগ্নিই যজ্ঞস্থলে দেবগণকে আহ্বান করিবার জন্য হোতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপে বিদ্যমান। "অগ্নিই দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা", ইহা শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় কিরূপ? রত্নধাতম; অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞফলরূপ

ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা। অত্রাগ্নিশব্দস্য যাস্কো বহুধা নির্ব্বচনং দর্শয়তি। নি° ৯।১৪। অথাতোঽনুক্রমিষ্যামোঽগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামোঽগ্নিঃ কস্মাদগ্রণীর্ভবত্যগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তেঽঙ্গং নয়তি সংনয়মানোঽক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিনক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিরিতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাৎ স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতীতি। অগ্নিমীল ইতি। অস্যায়মর্থঃ। সামান্যেন সর্ব্বদেবতানাং লক্ষণস্যাভিহিতত্বাদনন্তরং যতঃ প্রতিপদং বিশেষেণ বক্তব্যত্বমাকাঙ্ক্ষ-তমতোঽনুক্রমেণ বক্ষ্যামঃ। তত্র পৃথিবীলোকে স্থিতোঽগ্নিঃ প্রথমং ব্যাখ্যাস্যতে। কস্মাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তাদগ্নিশব্দেন দেবতাভিধীয়ত ইতি প্রশ্নস্যাগ্রণীরিত্যাদিকমুত্তরং দেবসেনামগ্রে স্বয়ং নয়তীত্যগ্রণীঃ। এতদেকমগ্নিশব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরং। অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানীরিতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বহ্বৃচা মন্ত্রব্রাহ্মণে আমনন্তি। অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নির্বৈ দেবানামবম ইতি ব্রাহ্মণং। তথা তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি। অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানামিতি মন্ত্রঃ। অগ্নিরবমো দেবতানামিতি চ।

রত্নরাজি অতিরিক্তভাবে ধারণ বা পোষণ করেন। এস্থলে যাস্ক-ঋষি অগ্নি শব্দের নিশ্চয়ার্থ বহু প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন (নিঃ ৯।১৪) অতঃপর যথাক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে। যে অগ্নি ভূলোকে অবস্থিত, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ব্যাখ্যা করিব। কি জন্যই বা অগ্নি, অগ্রণী অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছেন? যজ্ঞে হুত-পদার্থের অগ্রভাগ দেবতা সন্নিধানে লইয়া যান, এবং হবির্বহন কালে স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন হয়েন না, এই কথা স্থৌলাষ্ঠীবি ঋষি বলিয়াছেন। শাকপূণি বলিয়াছেন যে তিনটী ধাতু হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইৎ (ইণ্), অক্ত (অঞ্জ্) বা দগ্ধ (দহ্) এবং নীত (নী — হ্রস্বে নি),—এই তিন ধাতু হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন 'অ'-কার, 'গ'-কার ও 'নি' এই তিন বর্ণ-সংযোগেই অগ্নি শব্দের উৎপত্তি। "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের অর্থ এখন বিবৃত করা যাইতেছে। সকল দেবতারই লক্ষণ সামান্যভাবে কথিত হওয়ার পর প্রতি পদে বিশেষভাবে কথনের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, তাহাও যথাক্রমে সুস্পষ্ট-ভাবে বলিব। এস্থলে, এই পৃথিবীর-লোকে অবস্থিত অগ্নির ব্যাখ্যাই প্রথমে করিব। কোন্ প্রবৃত্তিসিদ্ধির জন্য অগ্নি দেবতা বলিয়া অভিহিত হইতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর, "অগ্রণী" ইত্যাদি দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। নিজেই দেবসেনাকে অগ্রে আনয়ন করেন বলিয়া অগ্রণী শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই অগ্নি-শব্দকে দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিবার, একটি প্রবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু। ব্রাহ্মণান্তরেও উক্ত আছে;—একমাত্র অগ্নিই দেবগণের সেনাপতি। এই অভিপ্রায়েই বহ্বৃচ-মণ্ডলী মন্ত্র-ব্রাহ্মণে (মন্ত্র-নির্দ্দেশক ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে) 'অগ্নিই সকল দেবতার মুখস্বরূপ ও সর্ব্ব-দেবতার প্রথম,'—এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অগ্নিই দেবগণের রক্ষক ও আদি-স্থানীয়,—এ কথা বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-ভাগে কথিত হইতেছে। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণও "অগ্নি দেবগণের প্রথম ও প্রধানস্থানীয়" সর্ব্বাগ্রে এই মন্ত্র বলিয়া থাকেন। তিনিই সেই অগ্নি—যিনি সকল দেবতার অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছেন; তজ্জন্যই তাঁহার নাম অগ্নি—এই কথা বাজসনেয়িগণও বলিয়া থাকেন। অগ্নি যে দেবতা, তাহার দ্বিতীয় হেতু

বাজসনেয়িনস্ত্বেবমামনন্তি। সবা এষোঽগ্রে দেবতানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি। যজ্ঞেষ্বগ্নিহোত্রেষ্টিপশুসোমরূপেষ্বগ্রং পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্যাহবনীয়দেশং প্রতি গার্হপত্যাৎপ্রণীয়ত ইতি দ্বিতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। সংনময়মানঃ সম্যক্ স্বয়মেব প্রহ্বীভবন্নঙ্গং স্বকীয়ং শরীরং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেরয়তীতি তৃতীয়ং প্রবৃত্তিনিমিত্তং। স্থুলাষ্ঠীবিনামকস্য মহর্ষেঃ পুত্রো নিরুক্তকারঃ কশ্চিদক্লোপন ইত্যগ্নিশব্দং নির্ব্বক্তি। তত্র ন ক্লোপয়তীত্যুক্তে ন স্নেহয়তি। কিন্তু কাষ্ঠাদিকং রূক্ষয়তীত্যুক্তং ভবতি। শাকপূণিনামকো নিরুক্তকারো ধাতুত্রয়াদগ্নিশব্দনিষ্পত্তিং মন্যতে। ইত ইণ্‌গতৌ। ধা০ ২৪৷৩৬। ইতি ধাতুঃ। অক্তোঽঞ্জূ ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু। ধা০ ২৯৷২১। ইতি ধাতুঃ। দগ্ধো দহভস্মীকরণে। ধা০ ২৩৷২২। ইতিধাতুঃ। নীতো ণীঞ্‌প্রাপণে। ধা০ ২২৷৫। ইতি ধাতুঃ। অগ্নিশব্দো হ্যকারগকারনিশব্দানপেক্ষমাণ এতিধাতোরুৎপন্নাদয়নশব্দাদকারমাদত্তে। অনক্তি ধাতুগতস্য ক্‌কারস্য গকারাদেশং কৃত্বা তমাদত্তে। যদ্বা দহতিধাতুজন্যাদ্দগ্ধশব্দাদ্‌গকারমাদত্তে। নীরিতি নয়তিধাতুঃ। স চ হ্রস্বো ভূত্বা পরো ভবতি। ততো ধাতুত্রয়ং মিলিত্বাগ্নিশব্দো ভবতি। যজ্ঞভূমিং গত্বা স্বকীয়মঙ্গং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিঃপাকে চ প্রেয়তীতি সমুদায়ার্থঃ। তস্যাগ্নিশব্দার্থস্য দেবতাবিশেষস্য প্রাধান্যেন স্তুতিপ্রদর্শনায়ৈষাগ্নিমীল ইত্যৃগ্‌ভবতীতি। তামেতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অগ্নিমীলেঽগ্নিংযাচামীলিরধ্যেষণাকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা পুরোহিতো ব্যাখ্যাতো

(প্রবৃত্তি নিমিত্ত) এই যে, পশুরূপ অগ্নিহোত্র ও সোমরূপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে গার্হপত্যাগ্নি হইতে পূর্ব্বভাগে অহবনীয় প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি প্রণয়ন অর্থাৎ স্থাপন করা হয়। অগ্নি শব্দের দেবত্ব-নির্দ্দেশের তৃতীয় হেতু এই যে, তিনি দেবতাসমীপে স্বয়ং হবির্বহনকালে নম্রভাবে নিজদেহ, কাষ্ঠদাহ ও চরুপাক কার্য্যে প্রেরণ করেন। স্থুলাষ্ঠীবি নামক মহর্ষি-পুত্র নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে, যিনি স্নিগ্ধ নহেন, তাহাই অগ্নি। তাঁহার স্নেহগুণ নাই; তিনি কাষ্ঠাদিকে রুক্ষ অর্থাৎ শুষ্ক করিয়া থাকেন। শাকপূণি নামক নিরুক্তকার ধাতুত্রয় হইতে অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকেন। গত্যর্থ (ইৎ) ইণ্‌ ধাতু, (ধা০ ২৪৩৬) ব্যক্তি (প্রকাশ) ম্রক্ষণ ও গতি অর্থ বোধক (অক্ত) অঞ্জূ ধাতু, (ধা০ ২৯২১) ভস্মীকরণার্থ (দগ্ধ) দহ ধাতু, (ধা০ ২৩৷২২) এবং প্রাপণার্থ নীত (ণীঞ্‌) ধাতু (ধা০ ২২৷৫) অগ্নি-শব্দের উৎপত্তির মূল। অপিচ, অগ্নিশব্দ অ-কার, গ-কার ও নি শব্দের অপেক্ষা না করিয়া, ইণ্‌ ধাতুৎপন্ন অয়ন শব্দ হইতে অ-কার, প্রাপ্ত হইতেছে, অনজ্‌ ধাতুগত ক-কার স্থানে আদিষ্ট গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, অথবা দহ ধাতুৎপন্ন দগ্ধ শব্দ হইতে গ-কার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অবশেষে প্রাপণার্থ নী-ধাতু হ্রস্ব হইয়া নি প্রাপ্ত হইতেছে; এইরূপে এই তিনটি ধাতু মিলিত হইয়া অগ্নিশব্দ সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া কাষ্ঠদহ-কার্য্যে ও চরুপাককার্য্যে স্বীয় অঙ্গকে নিয়োগ করেন, ইহাই ফলিতার্থ। অগ্নি শব্দের উক্তরূপ অর্থবোধক দেবতা-বিশেষের বিশেষভাবে স্তুতি-প্রকাশের উদ্দেশ্যেই "অগ্নিমীলে" এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে। যাস্ক ঋষি সেই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—'অগ্নিমীলে' অর্থাৎ অগ্নিকে যাচ্ঞা করি। তিনি, ঈলি ধাতুর অর্থ অধিকভাবে প্রার্থনা করা, বা পূজা করা—এই কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতে

যজ্ঞস্য দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা। হোতারং হ্বাতারং জুহোতের্হোতেত্যৌর্ণবাভো রত্নধাতমং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমং। নি০ ৯.৫। ইতি। অত্রায়মর্থঃ ঈড়তিধাতোঃ স্তুত্যর্থত্বং প্রসিদ্ধং। ধাতুনামনেকার্থত্বমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য যাচ্ঞান্বেষণাপূজা অপ্যত্রোচিতত্বাত্তদর্থতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। পুরোহিতশব্দো দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে। নি০ ২।১২। যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিত ইত্যেতামৃচমুদাহৃত্য পুর এনং দধতীতি ব্যাখ্যাতঃ। তৈত্তিরীয়াশ্চ পৌরোহিত্যে স্পর্দ্ধমানস্য পশ্বনুষ্ঠানং বিধায় তৎফলত্বেন পুর এনং দধত ইত্যামনন্তি। দেবশব্দো দানদীপনদ্যোতনানামন্যতমমর্থমাচষ্টে। যজ্ঞস্য দাতা দীপয়িতা দ্যোতয়িতায়মগ্নিরিত্যুক্তং ভবতি। দীপনদ্যোতনয়োরেকার্থত্বেঽপ্যস্তিধাতুভেদঃ। যদ্যপ্যগ্নিঃ পৃথিবীস্থানস্তথাপি দেবান্ প্রতি হবির্বহনাদ্দ্যুস্থানো ভবতি। দেবশব্দদেবতাশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বান্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা কাচিদগ্নিব্যতিরিক্তা দেবতা নান্বেষণীয়া। হোতৃশব্দস্য হ্বয়তিধাতোরুৎপন্নত্বেন দেবানামাহ্বাতারমিতি। ঔর্ণবাভনামকস্য মুনির্জুহোতিধাতোরুৎপন্নো হোতৃশব্দ ইতি মন্যতে। অগ্নেশ্চ হোতৃত্বং হোমাধিকরণত্বেন দ্রষ্টব্যং। রত্নশব্দো দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতৌ

অতিশয় প্রার্থনাকারী বা পূজাকরণশীল পুরোহিত এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে। "যজ্ঞস্য দেবঃ" অর্থাৎ-যজ্ঞের দেবতা। দান হেতু, দীপ্তিমত্ত্বহেতু অথবা প্রকাশন-হেতু কিম্বা স্বর্গই হইয়াছে বসতিস্থান, এই হেতু তিনি দেব। অগ্নির বিশেষণ—"হোতারং" অর্থাৎ আহ্বানকারী, হু ধাতুর তৃণ্ প্রত্যয় করিয়া হোতা শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা ঔর্ণবাভ বলিয়াছেন। "রত্নধাতমং" অর্থাৎ রমণীয় রত্নারাজি-দানকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, (নি০ ৯৷৫)। ঈড় ধাতু স্তুত্যর্থে প্রসিদ্ধ; ধাতুর অনেকার্থ হইয়া থাকে—এই ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া ঈড় ধাতুর যাচ্ঞা, অন্বেষণা ও পূজা অর্থও হইতে পারে। এই হেতু ঐ ঐ অর্থেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যদ্দেবাপিঃ শংতনবে পুরোহিতঃ" এই মন্ত্রের উদাহরণ দিয়া সকল কার্য্যে অগ্রগামিত্ব অর্থে পুরোহিত শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (নি০ ২৷১২) তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের জন্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, এবং পশুযাগের অনুষ্ঠানজনিত ফলদান করিয়া যিনি অগ্রে উল্লেখার্হ হয়েন, তিনিই পুরোহিত! দেব শব্দ দ্বারা দান, দীপ্তি এবং প্রকাশ এই তিনের মধ্যে যে কোনও একটি অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব অগ্নিই যজ্ঞের ফলদানকারী ও প্রকাশক, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। দীপন ও দ্যোতন এই শব্দদ্বয় একার্থবোধক হইলেও উহাদের মধ্যে ধাতুগত ভেদ আছে। যদিও অগ্নি, পৃথিবী-স্থানাবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাহা হইলেও দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্বহন করেন বলিয়া, স্বর্গেও তাঁহার অবস্থিতি স্থান আছে। দেব শব্দ ও দেবতা শব্দ এক পর্য্যায় গত বলিয়া এই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও দেবতাকে বুঝাইতে পারে না। হোতৃশব্দ 'হ্বয়তি' অর্থাৎ 'হ্বেঞ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেবগণের আহ্বানকারী এই অর্থ বুঝাইতেছে। ঔর্ণবাভ ঋষি বলিয়াছেন যে, জুহোতি অর্থাৎ হু ধাতু হইতে হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নিই হোমের অধিকরণ অর্থাৎ আধার বলিয়া, তাঁহার মতে অগ্নির হোম-কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। নিরুক্ত-গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে মঘং ইত্যাদি অষ্টাবিংশ সংখ্যক ধন নামের মধ্যে

ধননামসু পঠিতঃ। রমণীয়ত্বাদ্রত্নত্বং। দধাতিধাতুরত্র দানার্থবাচীতি। তদিদং নিরুক্তকারস্য যাস্কস্য মন্ত্রব্যাখ্যানং।

অথ ব্যাকরণপ্রক্রিয়োচ্যতে। অগিধাতোর্গত্যর্থাৎ। ধা০ ৫।৩৮। অঙ্গের্ন লোপশ্চেত্যৌণাদিকসূত্রেণ। উ০ ৪।৫১। নিপ্রত্যয়ঃ। ইদিত্বান্নুমাগমেন প্রাপ্তস্য নাকরস্য। পা০ ৭।১।৫৮। লোপশ্চ ভবতি। অঙ্গতি স্বর্গে গচ্ছতি হবির্নেতুমিত্যগ্নিঃ। তত্র ধাতোঃ। পা০ ৬।১।১৬২। ইত্যকার উদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তশ্চ। পা০ ৩ ১।৩। ইতি প্রত্যয়গত ইকারোঽপ্যুদাত্তঃ। অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং। পা০ ৬।১।১৫৮। ইতি দ্বয়োরন্যতরমুদাত্তমবশেষ্যেতরস্যানুদাত্তত্বং প্রাপ্তং। তত্র ধাতুস্বরে প্রথমতোঽবস্থিতে সতি পশ্চাদুপদিশ্যমানঃ প্রত্যয়স্বরোঽবশিষ্যতে। সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান্। পা০ ৬ ১।১৫৮।৯। ইতি হি ন্যায়ঃ। ততোঽন্তোদাত্তমগ্নিপ্রাতিপদিকং। অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পা০ ৩।১।৪। ইত্যমিত্যেতদ্দ্বিতীয়ৈকবচনমনুদাত্তং। তস্যামি পূর্ব্বঃ। পা০ ৬।১।১০৭। ইতি যৎপূর্ব্বরূপং তদুদাত্তমেকাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫। ইতি সূত্রিতত্বাৎ। অগ্নিশব্দো ধাতুজন্মেতি মতে সেয়ং প্রক্রিয়া সর্ব্বাপি দ্রষ্টব্যা। মতদ্বয়ং যাস্কেন প্রদর্শিতং। নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ। ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকারণানাং চৈকে। নি০

রত্ন শব্দকে ধরা হইতেছে। রমণীয় বলিয়াই ইহার নাম রত্ন হইয়াছে। এস্থলে ধা ধাতু দানার্থ-বাচক। অতএব নিরুক্তকার যাস্ক প্রথম মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর এই ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে ব্যাকরণ-বিষয়ক কথা ও স্বর প্রক্রিয়া উক্ত হইতেছে। গত্যর্থ অগি ধাতুর (পা০ ৫।৩৮) উত্তর "অঙ্গের্নলোপশ্চ (উ০ ৪।৫১) ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্র দ্বারা নি প্রত্যয় হইয়াছে। তৎপরে ইকার ইৎ হইয়াছে বলিয়া প্রাপ্ত ন-কারের (পা০ ৭ ১।৫৮) লোপ হইল। এই জন্য অঙ্গতি অর্থাৎ হবিঃ বহন জন্য স্বর্গে গমন করেন বলিয়া অগ্নিশব্দ নিষ্পন্ন হইল। এস্থলে অগি ধাতুর (পা০ ৬।১ ১৬২) আকার উদাত্ত। পাণিনি-ব্যারণান্তর্গত "আদ্যুদাত্তশ্চ" (পা০ ৩ ১ ৩) এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়গত ইকার উদাত্ত। "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং" (পা০ ৬ ১।১৫৮) এই সূত্রানুসারে দুই উদাত্তের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করায় অবশিষ্টটি অনুদাত্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ধাতুস্বর আছে বলিয়া, পরে কথিত প্রত্যয় স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। এক পদে উদাত্ত ও অনুদাত্ত ও দুই স্বরই থাকিলে শিষ্ট স্বর বলীয়ান্ হয়, (পা০ ৬ ১।১৫৮।৯) এই ন্যায় অর্থাৎ নিয়ম আছে। অগ্নি শব্দ অন্তোদাত্ত। "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" (পা০ ৩।১।৪) এই সূত্রানুসারে অগ্নি শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন অর্থাৎ 'অম্' অনুদাত্ত হইয়াছে। অগ্নি শব্দের উত্তর "অমিপূর্ব্বঃ" (পা০ ৬ ১।১০৭) সূত্রানুসারে 'অম্' বিভক্তি করিবার পূর্ব্বে, উহার স্বর উদাত্তই ছিল; কিন্তু "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" (পা০ ৮।২.৫) এই সূত্রানুসারে উভয়ের অবশিষ্ট স্বর পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-প্রকৃতির অনুদাত্ত স্বর হইতেছে। যাঁহারা বলেন,—অগ্নি-শব্দ ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাঁহাদের মতেও স্বর-প্রক্রিয়া ঐরূপভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে যাস্ক ঋষি দ্বিবিধ মত প্রদর্শন করিয়াছেন। শাকটায়ন ও নিরুক্তকার বলিয়াছেন যে, নাম-সমূহ আখ্যাত অর্থাৎ প্রত্যয় হইতে জাত; কিন্তু গার্গ ঋষি এবং ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সকল নামই আখ্যাতসঞ্জাত নহে (নি০

১।১২। ইতি। গার্গস্য মতেঽগ্নিশব্দস্যাখণ্ডপ্রাতিপদিকত্বাৎ ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ। ফি° ১।১॥ ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্বোক্তেষ্বগ্রণীরিত্যাদিনির্ব্বচনেষু প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যশেষপ্রক্রিয়া যথোচিতং কল্পনীয়া। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ। অথ নির্ব্বচনং। তদ্‌যেষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ। প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূয়াদথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্‌বৃত্তিসামান্যেনাবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্নত্বেব ন নির্ব্রূয়াৎ নি° ২।১। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। তত্তত্র নির্ব্বচনীয়পদসমূহমধ্যে যেষ্বগ্ন্যাদিপদেষু পূর্ব্বোক্তরীত্যা স্বরসংস্কারৌ সামর্থ্যৌ ব্যাকরণসিদ্ধৌ স্যাতাং। স্বর উদাত্তাদিঃ। সংস্কারো নি প্রত্যয়াদিঃ। কিঞ্চ তৌ স্বরসংস্কারৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং। শব্দস্যৈকদেশঃ পূর্ব্বোক্তোঽগিধাতুঃ প্রদেশঃ। তত্র ভবো গুণোগতিরূপোঽর্থঃ। তেনান্বিতৌ। তান্যগ্ন্যাদিপদানি তথা বাকরণানুসারেণ নির্ব্রূয়াৎ। তচ্চ নির্ব্বচনমস্মাভিঃ প্রদর্শিতং। অথ পূর্ব্বোক্তবৈলক্ষণ্যেন কশ্চিৎ স্বেন বিবক্ষিতোঽর্থো নান্বিতস্তস্মিঞ্ছব্দেঽনুগতো ন ভবেৎ। তস্যৈব ব্যাখ্যানমপ্রাদেশিকে বিকার ইতি। অগ্রনয়নাদিরূপঃ ক্রিয়াবিশেষো বিকারঃ। স চ প্রদেশেনাগ্নিশব্দৈকদেশেনাত্র নাভিধীয়ত ইত্যপ্রাদেশিকঃ। এবং সতি যঃ পুমানর্থনিত্যঃ স্ববিবক্ষিতেঽর্থে নিয়তো নির্ব্বন্ধবান্। ব্রাহ্মণানুসারেণ বা দেবতান্তরবিশেষণত্বেন যোজয়িতুং বা স নির্বন্ধঃ। তদানীং সপুমান্ কেনচিদ্‌বৃত্তি-

---

(১।১২)। গার্গ্য ঋষির মতে অখণ্ড-প্রাতিপাদিক অগ্নি শব্দ "ফিষোঽন্ত উদাত্ত" (ফি° ১।১) এই সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্য-সমূহে অগ্রণী ইত্যাদির নির্ব্বচনার্থ (নিশ্চয়ার্থ) নির্ণয়-বিষয়ে প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিবিধ প্রক্রিয়া সম্ভবমত কল্পনা করা উচিত। এই অভিপ্রায়ে যাস্ক ঋষি, নির্ব্বচন লক্ষণ বলিয়াছেন, (নি° ২ ১) যাহা দ্বারা পদসমূহের স্বর, সংস্কার এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কোনও প্রকারে নিঃশেষরূপে কিম্বা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নির্ব্বচন। তাহা হইলে নির্ব্বচনীয় পদসমূহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে যে অগ্ন্যাদি শব্দের স্বর ও সংস্কার সিদ্ধ হয়, ব্যাকরণানুসারে সেই পদ-সমূহের নির্ব্বচন সিদ্ধ করা হইবে। উদাত্তাদিকে স্বর এবং নি প্রত্যয়াদিকে সংস্কার কহে। কিন্তু সেই স্বর এবং সংস্কার প্রাদেশিক গুণযুক্ত হওয়া দরকার। অগ্নিশব্দের একাদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অগি ধাতুকে প্রদেশ কহে। গতিরূপ অর্থই তাহার গুণ, তদ্দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত। তাহা হইলেই অগ্ন্যাদি পদের ব্যাকরণানুসারে নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। আমরা এইরূপ ভাবে নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বৈলক্ষণ্য হেতু স্ববিবক্ষিত (স্বাভীষ্ট) কোনও অর্থ সেই শব্দে অনুগত না হয়, তাহা হইলে অপ্রাদেশিক বিকারের দ্বারা তাহার অর্থ হইবে। অগ্রনয়নাদিরূপ কার্য্য-বিশেষই বিকার। সেই বিকার এস্থলে অগ্নিশব্দের একদেশ দ্বারা কথিত হইতেছে না বলিয়া অপ্রাদেশিক হইতেছে। তাহা হইলে যে বাক্তি অর্থের নিত্যতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ববিবক্ষিতার্থে অর্থাৎ যে শব্দের প্রকৃত পক্ষে যে অর্থ অভীষ্ট, সেই শব্দের সেই অর্থ প্রতিপাদন করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, অথবা ব্রাহ্মণানুসারে কিম্বা অন্য দেবতাবিশেষ দ্বারা সেই অর্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিতে প্রয়াস পান, সে ব্যক্তি তখন কোনও সদৃশ-ক্রিয়া দ্বারা সেই স্ববিবক্ষিতার্থ সেই শব্দে সংযোজিত করিয়া থাকেন। আমরাও

সামান্যের স্ববিবক্ষিতমর্থং পরীক্ষেত। তস্মিন্নুদ্ধে যোজয়েৎ। বৃত্তিঃ ক্রিয়া। তদ্রূপেণ সামান্যং সাদৃশ্যং অস্মাভিশ্চাগ্রেনয়নাদিরূপং ক্রিয়াত্বসামান্যমুপজীব্যাগ্রণীত্বাদ্যর্থো যোজিতঃ। তদিদং যাস্কাভিমতং নির্ব্বচনং। স্থৌলাষ্ঠীবিরক্ষরসাম্যান্নির্ব্বক্তি। অক্নোপনশব্দস্যাদৌ নিষেধার্থমকার রূপমক্ষরং বিদ্যতে অগ্নি শব্দস্যাপ্যাদাবকারোঽস্তি। তদিদমক্ষরসাম্যং। শাকপূণিস্তু বর্ণসাম্যান্নির্ব্রূতে। দগ্ধশব্দাগ্নিশব্দয়োর্গকারবর্ণেন সাম্যং। সর্ব্বথাপি নির্ব্বচনং ন ত্যাজ্যমিতি ঈল ইত্যেতৎপদং কৃৎস্নমপ্যনুদাত্তং। তিঙ্ঙতিঙঃ। পা০ ৮।১।২৮। ইত্যতিঙ্ঙন্তাদগ্নিশব্দাৎ পরস্যেল ইত্যস্য তিঙন্তস্য নিঘাতবিধানাৎ। পদদ্বয়সংহিতাকালে ঈকারস্য ধাতুগতস্যোদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ। পা০ ৮।৪ ৬৬। ইতি স্বরিতত্বং। তস্মাদূর্দ্ধ্বভাবিন একারস্য তিঙ্প্রত্যয়রূপস্য স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং। পা০ ১।২।৩৯। ইত্যেকশ্রুত্যং প্রচয়নামকং ভবতি। পুরঃ শব্দোঽন্তোদাত্তঃ। অয়ং পুরো ভব ইত্যত্র তথৈবাম্নাতত্বাৎ। পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং। পা০ ৫।৩ ৩৯। ইতি পূর্ব্বশব্দাদস্ প্রত্যয়ঃ পুরাদেশশ্চ। ততোঽত্র প্রত্যয়স্বরঃ। পা০ ৩।১।৩। ধাঞো নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিঃ। পা০ ৯।৪।৪২। ইত্যাদেশে সতি প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো হিতশব্দঃ। তত্রসমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে। পা০ ৬।১।২২৩। তদপবাদত্বেন তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা০ ৬ ২২। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা পুরোঽব্যয়ং। পা০ ১।৪।৬৯। ইতি

অগ্নি শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের সহিত অগ্রনয়নাদিরূপ সদৃশ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া অগ্রণীত্বাদি অর্থ সংযোজিত করিলাম। ইহাই যাস্কাভিমত নির্ব্বচন। স্থৌলাষ্ঠীবি, অক্ষরের সমত্ব ধরিয়া অগ্নি শব্দের নির্ব্বচন করিয়াছেন। অক্নোপন শব্দের আদিতে 'অ'কার এই অক্ষর আছে এবং অগ্নি শব্দের আদিতেও 'অ'কার আছে; তাহা হইলেই অক্ষর-সাম্য হেতু অগ্নি-শব্দের নির্ব্বচন নির্ণীত হইল। শাকপূণি ঋষিও বলিয়াছেন যে, বর্ণসাম্য থাকিলে নির্ব্বচনার্থ হইয়া থাকে; তাঁহার মতে দগ্ধ ও অগ্নি শব্দের গকারের সাম্য থাকায় নির্ব্বচনার্থ সিদ্ধ হইল। নির্ব্বচনার্থ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত নহে। "ঈলে" এই পদের স্বর সমস্তই অনুদাত্ত। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৮ ১।২৮) এই সূত্রানুসারে অতিঙন্ত অগ্নি শব্দের পরস্থ "ঈলে"—এই তিঙন্ত পদের স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত। পদদ্বয় পাঠকালে ধাতুগত ঈকার উদাত্ত বলিয়া 'ঈলে' এই পদস্থিত একার "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" (পা০ ৮ ৪।৮৬) এই সূত্রানুসারে স্বরিত হইল। সেই কারণে তিঙন্ত প্রত্যয়রূপ একারের প্রচয় (বৃদ্ধি) অভিধেয় একশ্রুতি নিষ্পন্ন হইল (পা০ ১।২ ৩৯)। "অয়ং পুরোভবঃ"—এস্থলে পুরঃ শব্দ অন্তোদাত্তরূপে পঠিত হওয়ায়, পুরোহিত শব্দের পুরঃ শব্দও অন্তোদাত্ত। "পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাং" (পা০ ৫ ৩।৩৯) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্ব শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়, ও পূর্ব্ব শব্দ স্থানে পুরাদেশ হইল; তাহা হইলেই এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হইতেছে (পা০ ৩ ১৩)। ধাঞ ধা ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত প্রত্যয় করিয়া "দধাতের্হিঃ" (পা০ ৯ ৪।৪২) এই সূত্রানুসারে ধা স্থানে হি আদেশ হইয়াছে. এবং এই শব্দটি প্রত্যয়স্বরবিশিষ্ট হওয়ায় অন্তোদাত্ত হইতেছে। সমাসান্ত উদাত্ত স্বর (পা০ ৬।১।২২৩) প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অপবাদক "তৎপুরুষে তুল্যার্থা" (পা০ ৬।২২৩) এই বিধি দ্বারা অব্যয় পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিগত স্বর উদাত্তরূপেই পরিগৃহিত হইয়াছে। অথবা "পুরোঽব্যয়ং" (পা০

গতিসংজ্ঞায়াং গতিরনন্তরা। পা০ ৬।২।৪৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তত ঔকার উদাত্তঃ। অবশিষ্টানামনুদাত্তস্বরিতপ্রচয়াঃ পূর্ব্ববদ্ দ্রষ্টব্যাঃ। আদ্যাক্ষরস্য সংহিতায়াং প্রচয়প্রাপ্তৌ। পা০ ১।২।৩৯। ইত্যুদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ। পা০ ১।২।৪০ ইত্যতিনীচোঽনুদাত্তঃ। যদ্যপি পদকালে হিতশব্দান্তর্গতস্যেকারস্য স্বরতত্ত্বং তুল্যভমুদাত্তপরত্বাভাবাৎ। মাত্রা হ্রস্বস্তাবদবগ্রহান্তরমিতি। প্রা০ ১।৩১। প্রাতিশাখ্যেঽবসানাবিধানাৎ। তৈত্তিরীয়া অনুদাত্তমেবাভিধীয়তে। তথাপি যথা সন্ধীয়মানানামনেকীভবতাং স্বরঃ। উপদিষ্টস্তথা বিদ্যাদক্ষরাণামবগ্রহে। প্রা০ ৩।৩।৫। ইতি প্রাতিশাখ্যোঽভিদেশাদিষ্টসিদ্ধিঃ। যজ যাচেত্যাদিনা। পা০ ৩।৩।৯। যজতের্নঙ্ প্রত্যয়ে সত্যন্তোদাত্তো যজ্ঞশব্দঃ। বিভক্তেঃ সুপ্‌স্বরেণানুদাত্তত্বে সতি। পা০ ৩।১।৪। পশ্চাৎ স্বরিতত্বং। দেবশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। স চ ফিট্‌স্বরেণ। ফি০ ১।১। প্রত্যয়স্বরেণ। পা০ ৩।১।৩। চিৎস্বরেণ। পা০ ৬।১।১৬৩। বান্তোদাত্তঃ। ঋত্বিক্‌শব্দঃ ঋতৌ যজতীতিবিগ্রহে সত্যৃত্বিগ্‌দধৃক্‌। পা০ ৩।২।৫৯। নিপাতিতঃ। গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা০ ৬।৩।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বিভক্তিস্বরঃ পূর্ব্ববৎ। হোতৃশব্দস্তৃন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। পা০ ৩।২।১৩৬। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। স্বরিতপ্রচয়ৌ পূর্ব্ববৎ। রত্নশব্দো ন'ব্বিষয়স্যানিসন্তস্য ফি০ ২।৬। ইত্যুদাত্তঃ। তথাচাম্নায়তে। রত্নং ধাতেতি। রত্নানি দধাতীতি বিগ্রহঃ। সমাসস্বাদন্তোদাত্তো রত্নধাশব্দঃ। যদ্বা কৃদুত্তর-

---

১।৪।৭৯) এই সূত্রানুসারে পুরঃ শব্দটি অব্যয়। ইহার গতি সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "গতিরনন্তরা" (পা০ ৬।২।৪৯) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বরই পরিগৃহিত হইবে। তৎপরে ঔকারাদি উদাত্ত স্বর হইল; ও অবশিষ্ট স্বরগুলির পূর্ব্বের ন্যায় অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় জানিবে। প্রথম বর্ণ প্রচয় প্রাপ্ত হওয়ায় (পা০ ১।২।৩৯) "উদাত্তস্বরিত পরস্য সন্নতরঃ", (পা০ ১।২।৪০) এই সূত্রানুসারে অতিনীচ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। যদি পরে উদাত্ত স্বরের অভাব হেতু পদকালে হিতশব্দান্তর্গত ইকারের স্বরিতার্থ না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও মাত্রা-হ্রস্বাদি-জ্ঞানে (পা০ ১।৩।১) তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ অনুদাত্তত্বের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। "যজযাচ" (পা০ ৩।৩।৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যজ্‌ ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রত্যয় করিয়া যজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার স্বর অন্তোদাত্ত। সুপ স্বরের দ্বারা বিভক্তির অনুদাত্ত সম্পাদন করিয়া (পা০ ৩।১।৪) পশ্চাতে স্বরিতত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেব শব্দ "পচাদ্যচ" (পা০ ৩।১।১৩৪) সূত্রদ্বারা পচাদিত্ব হেতু অচ্‌ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। উহার ফিট্ স্বর, (ফি০ ১।১) প্রত্যয় স্বর (পা০ ৩।১।৩) চিৎস্বর (পা০ ৬।১।১৬৩) বা অন্তোদাত্ত স্বর। ঋতু অর্থাৎ বসন্তাদিকালে যজ্ঞ করেন যিনি, এই বাক্যে "ঋত্বিগ্‌দধৃক্" (পা০ ৩।২।৫৯) এই সূত্র দ্বারা ঋত্বিক্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পা০ ৬।৩।১৩৯) এই সূত্রানুসারে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদটি প্রকৃতি স্বরের দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তি স্বর পূর্ব্বের ন্যায়। হ্বে ধাতুর উত্তর তৃন্ প্রত্যয় করিয়া হোতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, (পা০ ৩।২।১৩৬) এবং নিৎ-স্বর হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। স্বরিত ও প্রচয় পূর্ব্বের ন্যায়। রত্ন শব্দ 'নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য' (ফি০ ২।৬) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "রত্নং ধাতা" = যিনি রত্নকে ধারণ করেন, এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি রত্নরাজিকে ধারণ

পদপ্রকৃতিস্বরঃ। তমপ্ প্রত্যয়স্ত। পা০ ৩ ৫ ৫৫ পিৎস্বরেণানুদাত্তে সতি। পা০ ৩।১।৪। স্বরিতপ্রচিতৌ। সংহিতায়ামাদ্যাক্ষরস্য প্রচয়ো দ্বিতীয়াক্ষরস্য সন্নতরত্বমিতি। বেদাবতার আত্মায়া ঋচোঽর্থশ্চ প্রপঞ্চিতঃ। বিজ্ঞাতং বেদগাম্ভীর্য্যমথ সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে॥ ১॥

* * *

প্রথম (১) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে এই মন্ত্রের—কেবল এই মন্ত্রেরই বা বলি কেন—সকল বেদ-মন্ত্রেরই বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রধান বাক্য—'অগ্নিং ঈলে'; উহার সাধারণ অর্থ—'অগ্নিকে স্তব করি।' কিন্তু অগ্নি—কে? কেহ মনে করেন—'জ্বলন্ত অনল' এখানকার লক্ষ্য স্থল। কেহ বা সিদ্ধান্ত করেন—অগ্নিনামক ঋষি-বিশেষকে এখানে স্তব করা হইয়াছে। অগ্নি-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। সুতরাং মন্ত্রের অর্থও বিভিন্নভাবের দ্যোতক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মত—আর একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। বেদে অগ্নি-শব্দের প্রয়োগ যেখানেই দেখি, সেখানেই বুঝিতে পারি, লক্ষ্য—অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি। সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি; সে অগ্নি—চৈতন্যরূপ অগ্নি। তদনুসারে অগ্নি শব্দের প্রতিবাক্যে আমরা 'জ্ঞানাগ্নি জ্ঞানদেবতা' প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিয়াছি।

এই ঋকে অগ্নিদেবের যে কয়েকটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সকল দিক হইতে তদ্বিষয় অনুশীলন করিলে, আমাদিগের সিদ্ধান্তের সমীচীনতাই প্রতিপন্ন হইবে।

অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি পুরোহিত কি প্রকারে? পুরোহিত—পুরের সংসারে হিতসাধন করেন; পুরোহিত যজমানের অভীষ্ট-সাধনে ব্রতী থাকেন। সুতরাং পুরোহিত ঋত্বিক্

করেন, এইরূপ সমাস হওয়ায় রত্নধা শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত। অথবা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পর পদের প্রকৃতিভূত স্বর "তমপ্ প্রত্যয়স্ত" (পা০ ৩ ৫।৫৯) এই সূত্র দ্বারা পিৎ স্বর হেতু অনুদাত্ত হওয়ায় (পা০ ৩।১।৪) স্বরিত ও প্রচয় জানিতে হইবে। পাঠকালে প্রথম বর্ণ প্রচয় ও দ্বিতীয় বর্ণ সন্নতর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে বেদাবতরণিকায় প্রথম ঋকের অর্থাৎ মন্ত্রের অর্থ বিস্তাররূপে বর্ণিত হইল, এবং বেদের গভীরার্থ সংক্ষেপে বর্ণন করা হইল॥ ১॥

* * *

প্রভৃতি বিশেষণে সাধারণতঃ অগ্নিকে মনুষ্য বলিয়াই মনে আসে। সে বিষয় অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখন আলোচনার বিষয়, অপর অগ্নিই (দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নিই) বা কি প্রকারে পুরোহিত বা ঋত্বিক্ হইতে পারেন? তার পর, সে অগ্নিই বা কোন্ অগ্নি—বেদবর্ণিত সকল বিশেষণের যাঁহাতে সার্থকতা দেখা যায়। সাধারণ অগ্নি দৃষ্টিতেই অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। দেখিবেন—তাহার মধ্য হইতেই সার-সত্য নিষ্কাশিত হইবে। দেখুন—অগ্নি সংসারে কি মঙ্গল বিধানে—কি হিতসাধনে ব্রতী রহিয়াছেন। অগ্নি সংসারের যে হিতসাধন করেন, তাহার তুলনা হয় না। অগ্নি (তেজঃ) ভিন্ন সংসার মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারে না। অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ। উত্তাপহীন হইলে, মৃত বলিয়া গণ্য হয়। অগ্নি (তাপ) ভিন্ন জীবন তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব, অগ্নি যে পুরোহিত অর্থাৎ বিশ্বের হিতকারী, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। কিন্তু মূলতঃ ইহাতে অন্য অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আসে।

তার পর, অগ্নিকে যজ্ঞের দেবতা বলা হইয়াছে। যিনি স্বপ্রকাশ, যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দানাদিগুণযুক্ত, তাঁহাকেই দেবতা কহে। অগ্নি জ্যোতিঃ-রূপে আপনিও প্রকাশ পাইতেছেন এবং সংসারকেও প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তিনি যে স্বপ্রকাশ, তিনি যে দীপ্তিমান,—ইহা সাধারণ দৃষ্টিতেই অনুভব হয়। কিন্তু তাঁহাকে দানাদিগুণযুক্ত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অগ্নি তো সমস্ত ভস্মসাৎ করেন; তাঁহার মধ্যে দাতৃত্ব-গুণ কোথায়? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুই ভাবে অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা দুই দিক দিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। তত্ত্ব-জ্ঞানী যিনি, তিনি এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পান; এবং কর্ম্ম-জ্ঞানী যিনি, তিনি অন্য আর এক দিক দিয়া, সে দাতৃত্বের ফল প্রাপ্ত হন। তত্ত্ব-জ্ঞানীর লাভালাভ—অনুভব-সাপেক্ষ—সাধারণ মনুষ্যের ধারণার অতীত। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানী—কেমন করিয়া অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের প্রতি কর্ম্মে পরিলক্ষিত হয়। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, বিমান-বিহার, তাড়িত-শক্তি প্রভৃতির ব্যবহারে

মানুষ যে কতদূর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে, তাহা কে না অবগত আছেন? এ সকল অগ্নিদেবতার দানের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারি। তবে কি আত্মতত্ত্ব লাভের পথে, কি কর্ম্মসাফল্য-লাভের পথে—দুই দিকেই আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। দুই জ্ঞান—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করে। ব্যবহারের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করেন বলিয়াই কর্ম্মজ্ঞানী সাফল্য প্রাপ্ত হন। তত্ত্বজ্ঞানী স্বতঃই পরমপদ মুক্তি লাভ করেন। তার পর, দাতার দানের পরিমাণ চিরকালই পাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে দান-প্রাপ্তির অধিকারী, অজ্ঞ মুষ্টি ভিক্ষার্থী সে দান-লাভের আশা কিরূপে করিতে পারে? দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র না হইতে পারিলে, দাতার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। গীতা-মাহাত্ম্যে তাই উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।" উপযুক্ত দোহনকর্ত্তাই দুগ্ধ দোহন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা অগ্নির ব্যবহার-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নির দ্বারা ধনরত্ন লাভ করিতে পারেন। অগ্নির দাতৃত্ব-শক্তি তাঁহাদের নিকটই প্রকাশ পায়। ইহাই প্রত্যক্ষভাবে অগ্নির দাতৃত্ব শক্তির পরিচয়। পরোক্ষভাবে তাঁহাতে কি দাতৃত্ব-শক্তি বিদ্যমান, এক্ষণে তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। অগ্নিতে ঘৃতাদি আহুতি প্রদত্ত হইলে, যে বাষ্প উত্থিত হয়, আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যাদি সূক্ষ্ম-বীজরূপে তৎসহ সংবাহিত হইয়া যায়। তাহার ফলে, যজ্ঞধূম-সঞ্চয়ে আকাশে মেঘ-সঞ্চার হয়; মেঘ হইতে বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি হইতে শস্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শস্যাদির উৎপত্তি-রূপ ধন-রত্ন—অগ্নিরই, তেজেরই, পরোক্ষ দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তার পর, অগ্নিকে হোতা ও ঋত্বিক্ বলা হইয়াছে। তিনি হোতা অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া উক্ত হন। তিনি ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্কল্পিত ফল-প্রাপ্তি পক্ষে সহায়তা করেন। আবার তিনি দেবতা অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। অগ্নির এই তিনটি বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'রত্নধাতমং' অর্থাৎ ধনরত্নের অধিকারী। এ বিশেষণের দ্বিবিধ লক্ষ্য আছে। তাঁহা হইতে বা তাঁহার সাহায্যে বিপুল ধন উৎপাদন

অর্থাৎ দানাদি-গুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। অগ্নির এ তিনটি বিশেষণে বুঝা যায়,—যে জন যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'রত্নধাতমং' অর্থাৎ ধনরত্নের অধিকারী। এ বিশেষণের দ্বিবিধ লক্ষ্য আছে। তাঁহা হইতে বা তাঁহার সাহায্যে বিপুল ধন উৎপাদন করিতে পারা যায়। এ হিসাবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধনের অধিকারী বলা যাইতে পারে। এ পক্ষে আধার-আধেয়-ভাবে তিনি অবশ্যই ধনরত্নের অধিকারী। তার পর, ঐ বিশেষণটীর আর এক নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। "রত্নধাতমং" বলিয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী বলিয়া, তাঁহার যে বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি, তদ্দ্বারা তাঁহার পূজায় ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ধনরত্ন-ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা—মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। ধনের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, সংসারে এমন মানুষ অতি বিরল। ধনী ধন বিতরণ করুন বা না করুন, সাধারণ মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাহারা ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোষামোদ করিয়া ফিরিবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি বুঝিয়া, অথচ মানুষের চিত্তকে ধর্ম্মানুসারী করিতে হইবে বলিয়া, ভগবান্ আপনাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকেন। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী। কেবল ধনের অধিকারী নহেন; তিনি আবার দাতার শিরোমণি। এ কথা শুনিলে, কোন্ নশ্বর জীব না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এই সকল বিশেষণে ভগবানের প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করাই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি যে করুণার সাগর—দয়াল প্রভু! তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে,—সাধারণ ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, ক্রমশঃ মানুষ যেন তাঁহাতে শ্রেষ্ঠ ধন দেখিতে পায়। যখনই তাহা দেখিতে পাইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—তিনি কি অগ্নি! তখনই বুঝিবে,—তিনি তেজোময় চৈতন্যস্বরূপ। সেই বিষয়টী বুঝিতে পারিলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ ফলের—মোক্ষের অধিকারী হইবে। তখন আর তাহার তুচ্ছ ধনরত্নের কামনা থাকিবে না; তখন সে পরম ধনের আশ্রয় পাইবে।

প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-কোকনদে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধুপানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ

তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার সেই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে যে অগ্রসর হওয়া যায়, এই প্রথম ঋক্‌টীতে তাহারই আভাস পাই। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়াই যে জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হইতে পারি, এখানে সেই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধক যখন অগ্নির রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়; জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে; যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়; তখন আর আত্মাপরমাত্মায় ভেদাভেদ থাকে না। অগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দ-রূপ, অগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারই উদ্দেশে যে আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নিস্তোত্র বিহিত হইয়াছে, জ্ঞানী তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

বেদে অগ্নি-শব্দ বহুত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল অর্থের সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, বেদের অগ্নি-শব্দে যে জ্ঞানাগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানই যে হোতা, জ্ঞানই যে পুরোহিত, তাহার আর বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না। এইরূপে 'অগ্নিং' পদের লক্ষ্যস্থল নির্ণীত হইলে, তার পর বুঝিবার প্রয়োজন হয়—'ঈলে' পদে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে! ঐ পদের অর্থ—'আমি স্তব করি, উপাসনা করি।' কিন্তু 'আমি অগ্নিং স্তব করি'—এতদুক্তির মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নয় যে,—আমি যেন জ্ঞানদেবতার অনুসরণে সঙ্কল্পবদ্ধ থাকি,—দেবতা যেন আমায় জ্ঞানানুসারী করেন! জ্ঞানের অনুসারিতাই—জ্ঞানের পূজা করা। দেবত্বের অনুসরণই—দেবতার উপাসনা। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রটী এক পক্ষে আত্মোদ্বোধক, পক্ষান্তরে প্রার্থনামূলক। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই মুখ্য লক্ষ্যই বিবৃত হইয়াছে। * (১ম—১সূ—১ঋ)॥

---

* পূর্ব্বে (মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত প্রথম সংস্করণের 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়') এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছিল, এই সংস্করণে তাহার পদবিন্যাসে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, মূল লক্ষ্য অভিন্নই দেখিতে পাইবেন।

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । প্রথমং সূক্তং । দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত ।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

অগ্নিঃ । পূর্ব্বেভিঃ । ঋষিঽভিঃ । ঈড্যঃ । নূতনৈঃ । উত ।
সঃ । দেবান্ । আ । ইহ । বক্ষতি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নিঃ' (যঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'পূর্ব্বেভিঃ উত নূতনৈঃ' (প্রাচীনৈঃ তথা নব্যৈঃ, অতীতবর্ত্তমানসর্ব্বকালবিদ্যমানৈঃ) 'ঋষিভিঃ' (আত্মদ্রষ্টৃভিঃ জ্ঞানিভিঃ) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ, অনুসরণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (সর্ব্বথা অনুসরণীয়ঃ সঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'ইহ' (অত্র যজ্ঞে, অস্মাকং নিত্যকর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'আ বক্ষতি' (আবহতি, আনয়তি) । জ্ঞানানুসরণেন বয়ং দেবত্বং লভামহে -- ইতি ভাবঃ ॥ (১ম — ১সূ — ২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

যে জ্ঞানাগ্নি—অতীত-বর্ত্তমান-সর্ব্বকাল-বিদ্যমান আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক অনুসরণীয়, সর্ব্বথা অনুসরণীয় সেই জ্ঞানাগ্নি, এই যজ্ঞে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্যকর্ম্মে দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে (সকল দেবভাবসমূহকে) আনয়ন করেন । (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসরণের দ্বারা আমরা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকি :) ॥ (১ম—১সূ—২ঋ) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অয়মগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতিভি ঋষিভিরীড্যঃ স্তুত্যো নূতনৈরুতেদানীন্তনৈরস্মাভিরপি স্তুত্যঃ। সোঽগ্নিঃ স্তুতঃ সন্নিহ যজ্ঞে দেবান্ হবির্ভুজ আবক্ষতি। বহ প্রাপণে ইতি ধাতুঃ আবহত্বিত্যর্থঃ। পূর্ব্বেভিরিত্যত্র বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।১০। ইতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। পূর্ব্ব পর্ব্ব মর্ব্ব পূরণ ইতি ধাতুঃ। পূর্ব্বতিধাতোরন্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ। ইন্প্রত্যয়ান্ত ঋষিশব্দঃ ঋষ্যন্ধকেতিনিপাতনাৎ। পা০ ৪।১।১৪৪। লঘূপধগুণাভাবঃ কিৎপ্রত্যয়ো বাত্র জ্ঞেয়ঃ। উ০ ৪।১২৭। তৌ শব্দৌ নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তৌ। ঈড্যশব্দস্য ণ্যৎপ্রত্যয়ান্তত্বাৎ তিৎস্বরিতঃ। পা০৬।১।১৮৫। ইতি স্বরিতে শেষানুদাত্তত্বে চ প্রাপ্তে তদপবাদত্বেনেড়বন্দেত্যাদিনা। পা০ ৬।১।২১৪। আদ্যুদাত্তত্বং। নবস্য নূত্নপ্তনপ্খাশ্চ। পা০ ৫।৪।৩০।২। ইতি বার্ত্তিকেন নবশব্দস্য নূ ইত্যাদেশস্তনন্-প্রত্যয়শ্চ মহাবার্ত্তিকে বিহিতঃ। ততো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। অবশিষ্টস্বরা অগ্ন্যাদিষু নূতনান্তেষু পূর্ব্ববদুন্নেয়াঃ। উতশব্দো যদ্যপি বিকল্পার্থে প্রসিদ্ধস্তথাপি নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদৌচিত্যেমাত্র সমুচ্চয়ার্থো দ্রষ্টব্যঃ। উচ্চাবচেষর্থেষু নিপতন্তীতি নিপাতত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের স্তুত্য, এবং অধুনাতন আমাদিগেরও স্তবার্হ। সেই অগ্নি আমাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞস্থলে হবির্ভুক্ দেবগণকে আনয়ন করুন। প্রাপণার্থ-মূলক বহ্ ধাতু হইতে "আবক্ষতি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ 'আবহতু' অর্থাৎ আহ্বান করিয়া আনয়ন করুন। 'পূর্ব্বেভিঃ' এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭.১।১০) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বশব্দের উত্তর ভিস স্থানে 'ঐস্' আদেশ হইল না। পূরণার্থ 'পূর্ব্ব' ধাতুর ঔণাদিক অন্ প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্ব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋষি শব্দ 'ঋষ্যন্ধক' (পা০ ৪।১ ১২৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। লঘূপধস্বরের গুণ হইল না; অথবা কিৎ প্রত্যয় দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে (উ০ ৪।১২৭)। "পূর্ব্বেভিঃ, ঋষিভিঃ"—এই শব্দদ্বয়ের নিৎস্বর-হেতু, আদিবর্ণদ্বয় উদাত্ত। ণ্যৎ-প্রত্যয় করিয়া 'ঈড্য' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব উহার স্বর, "তিৎস্বরিতং" (পা০ ৬।১।১৮৫) এই সূত্র দ্বারা স্বরিত এবং অবশিষ্টগুলি অনুদাত্ত,—ইহা পাওয়া গেল। কিন্তু তদপবাদক "ঈড়বন্দ" (পা০ ৬।১।২১৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঈড় শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। "নবস্য নূত্নপ্তনপ্খাশ্চ" (পা০ ৫।৪ ৩০২) এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে নব শব্দের উত্তর তনন্ প্রত্যয় এবং নবশব্দ-স্থানে নূ আদেশ হইল। নকার ইৎ হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এইরূপ অগ্নি হইতে নূতন পর্য্যন্ত শব্দগুলিতে অবশিষ্ট স্বর পূর্ব্বের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। যদিও 'উত' শব্দের প্রসিদ্ধার্থই বিকল্প, তাহা হইলেও নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া অনেকার্থ-নিবন্ধন এখানে সমুচ্চয়ার্থই ধরিতে হইবে। 'উচ্চাবচেষর্থেষু ন পতন্তি' অর্থাৎ এক শব্দ

তর্হি নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ। ফি॰ ৪·১২। ইত্যকারস্যোদাত্তঃ প্রাপ্ত ইতি চেৎ। ন। প্রাতঃশব্দবদন্তোদাত্তত্বাৎ। যথা প্রাতঃশব্দোঽন্তোদাত্তত্বেন স্বরাদিষু পঠিতঃ। এবমুত-শব্দস্যাপি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ স্বরাদেরাকৃতিগণত্বাৎ। যদ্বা। এবাদীনামন্তঃ। ফি॰ ৪।১২। ইত্যন্তোদাত্তঃ। স ইত্যত্র ফিট্স্বরঃ। দেবশব্দঃ পূর্ব্ববৎ। দেবানিত্যস্য নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি পা॰ ৮.৩।৯। ইতি রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ। পা॰ ৮।৩।২। ইত্যনুবৃত্তাবাতোঽটিনিত্যং। পা· ৮৩৩। ইত্যাকারঃ সানুনাসিকঃ। ভোভগো। পা॰ ৮।৩।১৯। ইতি রোর্যকারঃ। স চ লোপঃ শাকল্যস্য। পা॰ ৮৩.১৯। ইতি লুপ্যতে। তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। পা॰ ৮২।১। ন পুনঃ সন্ধিঃ কার্য্যঃ। আঙো নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ইদমো হ-প্রত্যয়ে সতি নিষ্পন্নত্বাৎ। পা॰ ৫।৩।১২। ইহশব্দে প্রত্যয়স্বরঃ বহতিধাতোর্লেডর্থে ছান্দসো লৃট্। তস্য প্রত্যয়গতস্য যকারস্য লোপোঽপি ছান্দসঃ। যদ্বা লেটি সিব্বহুলং। পা॰ ৩।১।৩৪। ইতি শিপ্ প্রত্যয়ঃ। লেটোঽডাটৌ। পা॰ ৩ ৪।৯৪। ইত্যডাগমশ্চ। ততো বক্ষতীতি সম্পদ্যতে। তস্য তিঙন্তত্বান্নিঘাতঃ সংহিতাস্বরাঃ পূর্ব্ববৎ॥ (১ম—১সূ—২ঋ)॥

⁂

অনেক প্রকার অর্থে নিপাতিত হয় বলিয়া ইহার নাম নিপাত হইয়াছে। যদি বল, এস্থলে "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" (ফি॰ ৪ ১২) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা উক্ত 'উত' শব্দের উকার উদাত্ত হউক; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাতঃ শব্দের ন্যায় তাহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত। প্রাতঃ শব্দের ন্যায় স্বরাদির আকৃতিগণ-বশতঃ উত-শব্দেরও অন্তোদাত্তত্ব-রূপে স্বরাদির মধ্যে পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা, "এবাদীনামন্তঃ" (ফি॰ ৪ ১২) এই ফিট্ সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত। 'সঃ' এই পদটির ফিট্স্বর। দেব শব্দের স্বর পূর্ব্ববৎ। 'দেবান্' এই পদটীতে "সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি" (পা॰ ৮।৩ ৯) এই সূত্রানুসারে ন-কারের রুত্ব। এস্থলে "অনুনাসিকঃ" (পা॰ ৮ ৩ ২) এই সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের অনুবৃত্তিতে "আতোটি নিত্যং" (পা॰ ৮।৩৩) এই সূত্র দ্বারা আকার সানুনাসিক। "ভোভগো" (পা॰ ৮ ৩ ১৩) এই সূত্রানুসারে বিসর্গ স্থানে য-কার হইল এবং "স চ লোপঃ শাকল্যস্য" (পা॰ ৮ ৩ ১৯) এই সূত্র দ্বারা য-কারের লোপ হইয়া "তদসিদ্ধত্বাৎ পুনঃ" (পা॰ ৮ ২ ১) এই নিয়মে পুনরায় সন্ধি হইল না। 'আঙ্ নিপাতু' অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া ইহার স্বর আদ্যুদাত্ত। ইদম্ শব্দের উত্তর হ (পা॰ ৫।৩ ১১) প্রত্যয় করিয়া 'ইহ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য ইহার প্রত্যয়স্বর। বহ্ ধাতুর উত্তর অনুজ্ঞার্থে ছান্দস লৃট বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে, আর ছান্দস-প্রযুক্ত প্রত্যয়গত য-কারের লোপ হইয়াছে। অথবা, :"লেটি সিব্‌বহুলং" (পা॰ ৩ ১।৩৪) এই সূত্রানুসারে সিপ্ প্রত্যয় এবং "লেটোঽডাটৌ" (পা॰ ৩ ৪।৯৪) সূত্রানুসারে অডাগম হইয়া 'বক্ষতি' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তিঙন্তত্বহেতু উহার নিঘাতস্বর। পাঠের স্বর পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়। (১ম—১সূ—২ঋ)॥

⁂

দ্বিতীয় (২) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

প্রথমে এই ঋকের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "অগ্নি পূর্ব্ব-ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।"

(২) "Worthy is Agni to be praised by living as by ancient seers: He shall bring hitherward the Gods."

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্ত্তৃক অগ্নি-নামক কোনও ঋষি বা মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে পূজিত হইয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি,—'এত তাহা নহে; এখানে যে নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে!'

নিত্য-সত্য সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হয়েন। তাঁহার উপাসনায় পূর্ব্বাপর অতীত-অনাগত কালাকাল নাই। তাঁহার উপাসনা স্তুতিবন্দনা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুঝিবেন,—তিনি তো নূতন নহেন—তিনি পুরাতন—তিনি সনাতন। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শাশ্বত। তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি চিরদিনই আছেন; তাই তাঁহার স্তুতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে।

আজি যে আমিই কেবল তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে! আজি যে আমিই কেবল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, তাহা নহে! পূর্ব্বপূর্ব্বতন মুনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয়

পিতৃ-পিতামহগণ--সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমিই যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে; অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্য নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে। অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটী সাধক, তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন।

ঋকের 'পূর্ব্বেভিঃ' পদে সে সেই পূর্ব্ব বুঝাইতেছে, যে পূর্ব্ব ধ্যান-ধারণাকল্পনার অতীত। আমি বলিতেছি—পূর্ব্বে; আমার পিতৃ-পিতামহগণ বলিয়াছেন—পূর্ব্বে; আবার তাঁহাদেরও পূর্ব্বতন পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—পূর্ব্বে; সুতরাং সে যে কোন্ পূর্ব্বে—কত পূর্ব্বে, কে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে? 'পূর্ব্বে' শব্দ দেখিয়া, আধুনিক কেহ বা বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন; বলিতে পারেন—যখন 'পূর্ব্বে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন তাহাতে 'কোনও একটী ঘটনার বা বিষয়ের পূর্ব্ব' এই অর্থ সূচিত হইতেছে, আর তাহাতে অনিত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-হেতু বেদ-বাক্যের অনিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন—সে পূর্ব্বে, কোন্ পূর্ব্বে, কাহার পূর্ব্বে, তাহা হইলে সে সংশয় দূরীভূত হয়।

মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি, অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাহারা অসীম অনন্তেরও একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। অনন্ত কাল যেমন—মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, ঋতু, মাস, দিন, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, পল, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সীমাবদ্ধ হয়; এ 'পূর্ব্ব' শব্দেও, এ 'অধুনা' শব্দেও, সেইরূপ সেই অসীম অনন্ত কালের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন-না, যখনই বলিবে—পূর্ব্বে, যখনই বলিবে—নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবের প্রকাশক হইবে;—তখনই তাহাতে সেই পূর্ব্ব, সেই নূতন বুঝাইবে। এই অর্থেই, এ পূর্ব্বের—এ নূতনের নিত্যত্ব অনুভূত হয়।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'অগ্নিদেব, এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করেন।' কিন্তু অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে? কে কাহাকে

আহ্বান করিয়া আনিবেন? স্থূলবুদ্ধি যাহা নিত্য দর্শন করে, তাহাতে তাহার প্রীতি জন্মে না। সে চায়—তাহার দৃষ্টির অতীত অলৌকিক কিছু। মানুষ সহজ জ্ঞানে অনুভব করিতে পারে না যে, অগ্নি-রূপে যিনি পুরোভাগে বিদ্যমান, তিনিই রূপান্তরে ব্যোমপথে অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। বলিয়াছি তো—ইন্দ্রাদি দেবগণও সেই তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান মাত্র।

'অগ্নি দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করেন'—এই বাক্যে কি ভাব প্রাপ্ত হই? আমরা বলি, এখানে বলা হইয়াছে,—"হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহপঙ্কে নিমজ্জিত রাখেন? সারা জীবন ডুবিয়া রহিলাম; একবার উদ্ধার করুন। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। জ্যোতিষ্মান্ আপনি;—একবার জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান্ হউন। অন্ধ-আঁখি উন্মীলিত হউক;—যেন আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ দেখিতে পাই। আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হউক।"

সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন অর্থাৎ এই যজ্ঞের ফলে আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। আপনি যে বিশ্বপাতা, আপনি যে বিশ্ববিধাতা, আপনি যে বিশ্বরূপ, আপনি যে বিশ্বেশ্বর;—এ যজ্ঞের ফলে, এ অধম যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। অধমকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন; আপনার প্রভাবে, জ্ঞানানুমোদিত সৎকর্ম্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত হই—আমি যেন দেবত্বলাভ করি।' (১ম—১সূ—২ঋ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

আধানে তৃতীয়েষ্টৌ প্রথমাজ্য ভাগস্যানুবাক্যা সূক্তগতা তৃতীয়া। তামেতাং তৃতীয়ামৃচমাহ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

আধানে তৃতীয় ইষ্টিতে সূক্তগত তৃতীয় ঋকটী আজ্যভাগের অনুবাক্য। সেই তৃতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ॥

অগ্নিনা। রয়িং। অশ্নবৎ। পোষং। এব। দিবেऽদিবে ॥
যশসং। বীরবৎऽতমং ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিনা' (জ্ঞানেন, জ্ঞানাগ্নেঃ পরিবৃদ্ধ্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'দিবেদিবে এব' (নিত্যং এব) 'পোষং' (বর্দ্ধমানং) 'বীরবত্তমং' (শ্রেষ্ঠত্বসাধকং) 'যশসং' (খ্যাতিপ্রদং) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থ-রূপং) 'অশ্নবৎ' (লভতে)। জ্ঞানাধিকারী সন্ নরঃ সর্ব্বাভীষ্টং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১সূ—৩ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নির পরিবৃদ্ধির সহিত, নিত্যই বর্দ্ধমান, শ্রেষ্ঠত্ব-সাধক, খ্যাতিপ্রদ, পরমার্থ-রূপ ধন লাভ করা যায়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানাধিকারী হইয়া মনুষ্য সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।) ॥ (১ম—১সূ—৩ঋ) ॥

সায়ণভাষ্যং।

যোঽয়ং হোত্রা স্তুত্যোঽগ্নিস্তেনাগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজমানো রয়িং ধনমশ্নবৎ। প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িং। দিবেদিবে পোষমেব। প্রতিদিনং পুষ্যমানতয়া বর্দ্ধমানমেব।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

যে এই অগ্নি, হোতা কর্ত্তৃক স্তবনীয়, সেই অগ্নি দ্বারা যজমান ধন প্রাপ্ত হন। কিরূপ ধন? প্রত্যহই ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধনশীল, কোনও সময়েই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না,—ঐ ধন দান করিলে যশোলাভ করিতে পারা যায় এবং উহা সদুপায়ে ব্যয়িত হইলে

ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণং। যশসং। দানাদিনা যশোযুক্তং। বীরবত্তমং অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদিবীরপুরুষোপেতং। সতি হি ধনে পুরুষাঃ সম্পদ্যন্তে।

রয়িশব্দো মঘমিত্যাদিধননামসু পঠিতঃ। তত্র ফিট্স্বরঃ। অশ্নোতের্দ্ধাতোর্লেটিব্যত্যয়েন তিপ্। ইতশ্চ লোপঃ। পা০ ৩।৪।৯৭। ইতীকারলোপঃ। লেটোঽডাটৌ পা০ ৩।৪।৯৪। ইত্যডাগমঃ। ততোঽশ্নবদিতি ভবতি। তস্য নিঘাতঃ। ঘঞন্তত্বাৎ। পা০ ৬।১।১৯৭। পোষশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। এব শব্দস্য নিপাতত্বেঽপ্যেবাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বকারান্তাদ্দিব্শব্দাৎ পরস্যাঃ সপ্তম্যাঃ সুপাংসুলুক্। পা০ ৯ ৭।৩৯। ইত্যাদিনা শে ভাবে সতি সাবেকাচ ইত্যাদিনা। পা০ ৬ ১।১৬৮। উড়িদং পদাদীত্যাদিনা বা। পা০ ৬।১।১৯৭। তস্যোদাত্তত্বং। নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবে সত্যুত্তরভাগস্যানুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং যশোঽস্যাস্তীতি বিগ্রহে সত্যর্শআদিভ্যোঽচ্। পা০ ৫।২।১২৯। ইত্যচ্প্রত্যয়ঃ। চিৎস্বরং ব্যত্যয়েন বাধিত্বা মধ্যোদাত্তত্বং। ফিট্স্বরেণান্তোদাত্তাদ্বীরশব্দাদুত্তরয়োর্মতুপ্তমপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। হ্রস্বনুড্ভ্যাং। পা০ ৬।১।১৭৬। ইতি তু ন। সাবর্ণান্তত্বাৎ। নাগোশ্বন্। পা০ ৬।১ ১৮২। ইতি প্রতিষেধঃ॥ (১ম - ১সূ—৩ঋ)॥

বীরপুরুষলক্ষণান্বিত-পুত্রভৃত্যাদি বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, ধন থাকিলেই পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টাও হইয়া থাকে।

রয়ি শব্দ মঘং ইত্যাদি ধনপর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। এখানে ফিট্স্বর। অশ ধাতুর উত্তর লেটের ব্যত্যয়ে তিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ইতশ্চলোপঃ" (পা০ ৩।৪।৯৭) এই সূত্রানুসারে ইকারের লোপ, "লেটোঽডাটৌ" (পা০ ৩।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে অট্ আগম হইয়া 'অশ্নবৎ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার স্বর নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত। পুষ্ ধাতুর উত্তর (পা০ ৬।১।১৯৭) ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা পোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই কারণ উহার স্বর আদ্যুদাত্ত। 'এব' শব্দ নিপাত অর্থাৎ অব্যয় হইলেও "এবাদীনামন্তঃ" সূত্রানুসারে ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে। বকারান্ত দিব্ শব্দের উত্তর "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৯ ৭ ৩৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সপ্তমীর শে ভাব হইয়া "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র, অথবা 'উড়িদং পদাদি" (পা০ ৬ ১।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১ ৪) এই সূত্র দ্বারা উহার দ্বিরুক্তি হইয়া "অনুদাত্তং চ" (পা০ ৮ ১।৩) এই সূত্রানুসারে শেষভাগের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। যশঃ আছে যার—এই অর্থ অবলম্বন করিয়া "অর্শ আদিভ্য অচ্" (পা০ ৫।২।১২৯) সূত্রানুসারে যশস্ শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "যশসং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু ব্যত্যয় দ্বারা তাহার চিৎস্বরের প্রতি বাধা দিয়া মধ্যোদাত্ত স্বর সিদ্ধ হইয়াছে। ফিট্স্বরের দ্বারা অন্তোদাত্ত বীর শব্দের উত্তর মতুপ্ ও তমপ প্রত্যয়ের পকারের ইৎ হেতু অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে; "হ্রস্বনুড্ভ্যাং" (পা০ ৬।১।১৭৬) সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইল না। কারণ, "নগোশ্বন্" (পা০ ৬।১।১৮২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সু (প্রথমার একবচন) পরে থাকিলে অবর্ণান্ত বলিয়া উহার অর্থাৎ উদাত্তের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—১সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (৩) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্র বহু ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। ভাষ্যে এক দিক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা অন্য আর এক দিক নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিশদার্থে সকল দিকের সকল ভাবই বিশ্লেষণ করার পক্ষে চেষ্টা পাইতেছি।

সংসার কামনা-সাগরে নিমজ্জমান। মানুষ কামনার দাস। সে চায়—রূপ, সে চায়—ঐশ্বর্য্য, সে চায়—ধন-পুত্র, সে চায়—যশোগৌরব। তার কামনার অন্ত নাই। এ ঋক্—মানুষের সেই কামনার তৃপ্তি-সাধন-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ যাহা চাহে, চিরকাল যাহা চাহিয়া আসিতেছে, আজীবন যাহা চাহিবে, যে চাওয়া অফুরন্ত, যে চাওয়ার কখনও শেষ নাই,—এক দৃষ্টিতে, এ ঋকে সেই চাওয়ারই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে! অগ্নিদেবের উপাসনা কেন করিব? উত্তরে বলা হইয়াছে,—তাঁহার অনুগ্রহে যশঃ বৃদ্ধি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে কেন ব্রতী হইব? বলা হইয়াছে,—অগ্নিদেবের উপাসনা রূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে বীর-শ্রেষ্ঠ পুত্রাদিসহ ধনরত্ন লাভ করা যায়। মানুষ!—তুমি ইহার অধিক আর কি চাহিতে পার? তোমার আকাঙ্ক্ষিত, তোমার কাম্য, সকলই তো তিনি প্রদান করিবেন! ভগবানের উপাসনায় মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে ইহার অধিক আকর্ষক বাণী আর কি স্তবপর হয়?

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—বৈদিক কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-মূলক। প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে যজ্ঞ দুই প্রকার। যে কর্ম্ম-ফলে ঐহিক সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর যে কর্ম্মফলে মুক্তি অধিগত হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। কিবা ইহালোক সম্বন্ধে, কিবা পরলোক সম্বন্ধে, কিবা সুখৈশ্বর্য্য লাভের উদ্দেশ্যে, কিবা স্বর্গাপবর্গলাভের আকাঙ্ক্ষায়,—যে কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহে। আর জ্ঞান-পূর্ব্বক যে নিষ্কাম কর্ম্ম—যে কর্ম্মে কোনও আকাঙ্ক্ষার সংশ্রব নাই—যে কর্ম্ম অনাবিল এবং বিষয়-সম্বন্ধ-শূন্য, তাহাকেই নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাদি দেবগণের আসন লাভ করাও অসম্ভব

নহে। যে কামনা করিয়া মানুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ সাধনার ফলে, তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসের ফলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করিয়া মানুষ সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। সেই অবস্থাই নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। সেই অবস্থাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন। প্রবৃত্ত কর্ম্মে ও নিবৃত্ত কর্ম্মে ইহাই পার্থক্য।

কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। তাই প্রথম প্রয়োজন—শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্ত কর্ম্ম। শাস্ত্রানুমত প্রবৃত্ত কর্ম্মের ফলে, দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের প্রভাবে, ক্রমশঃ নিবৃত্ত কর্ম্মে উপনীত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ যে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইলে, এই ঋকের নিগূঢ়ার্থ বোধগম্য হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" কোনটী কর্ম্ম কোন্‌টী অকর্ম্ম,—এ বিষয় বুঝিতে, বিবেকিজনগণও মোহাচ্ছন্ন হন। অনেক সময় বিভ্রমবশতঃ আমরা কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। বাষ্পীয় যানে পরিভ্রমণ-কালে, পার্শ্বস্থিত তরুরাজি সচল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে,—দূরস্থিত চন্দ্রদেব অচল বলিয়া প্রতীত হন। একে অকর্ম্মে কর্ম্ম, অপরে কর্ম্মে অকর্ম্ম। এই তত্ত্ব বিশদীকৃত করিবার জন্য, শ্রীভগবান্ কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একই কর্ম্ম তদনুসারে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—কর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, অকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে, আর বিকর্ম্মকে বুঝিতে হইবে। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম বলে—তাহাকেই, যাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত। শাস্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই আদেশ পালন করিবার জন্য যাহা করিবে, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই তোমার শুভফলপ্রদ। যে কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহারই নাম—বিকর্ম্ম। সে কর্ম্মে কদাচ শ্রেয়ঃ নাই। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন অর্থাৎ সকল কর্ম্মেই নির্লিপ্ত থাকা—অকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এই যে অকর্ম্ম—এই যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য হয়। যে বিবেকী জন কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম—এই তিনের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন

করিয়া অকর্ম্মে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন, তিনিই ধন্য—তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক। এই উপলক্ষে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

> "কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
> কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অকর্ম্মের মধ্যেও যিনি কর্ম্ম দেখিতে পান, এবং কর্ম্মের মধ্যেও যিনি অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) উপলব্ধি করেন, তাঁহারই সকল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) এবং অকর্ম্মের (নৈষ্কর্ম্ম্যের) মধ্যে কর্ম্ম কি প্রকারে আসিতে পারে? আর কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কি করিয়াই বা বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়? অকর্ম্ম (নৈষ্কর্ম্ম্য) অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হয়। আমরা যখন মনে করি,—'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না; তূষ্ণীম্ভাব-অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব'; তখন কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? কখনই না। তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন—চুপ করিয়া থাকিবার চেষ্টা—সেও কি কর্ম্ম নয়? 'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না';—এবম্বিধ অনুভাবনা কি কর্ম্ম নহে? অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—'আমি নিষ্ক্রিয় আছি।' ফলতঃ, অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মের ক্রিয়া সমভাবে চলিয়াছে। এ সকল অহঙ্কারেরই লীলা-খেলা। অহঙ্কার—অকর্ম্মকে বিকর্ম্মে পরিণত করে। সংসারত্যাগী সাধুপুরুষ কর্ম্মত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন; দস্যু-তাড়িত প্রাণভয়-ভীত কোনও বিপন্ন জন তাঁহার শরণাপন্ন হইল; আশ্রয়-ভিক্ষা চাহিল; প্রার্থনা জানাইল,—'আমায় দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করুন।' কিন্তু সাধুপুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন; তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনে মনে কহিলেন,—'কর্ম্মত্যাগী আমি; আমি কেন উহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইব?' তাঁহার সেই অনুভাবনার ফলে, তাঁহার সেই অহঙ্কারের পরিণামে, আশ্রয়প্রার্থী জন দস্যুহস্তে নিহত হইল; আর তাহারই ফলে, সাধুর তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হইল। এবম্প্রকারে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পরিণত হয়, এবং কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম-সংস্রব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারিত কর্ম্ম, প্রবৃত্তই হউক আর নিবৃত্তই হউক, উভয়েই শুভফল প্রদান করে। কাম্য কর্ম্মের নিন্দা শতকণ্ঠে বিঘোষিত হউক; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। পরন্তু কাম্যকর্ম্ম যদি শাস্ত্রানুসারী হয়, তাহার শুভফল কেহই রোধ করিতে পারে না। সেইরূপ কর্ম্মের ফলে কর্ম্মাতীত মোক্ষ পর্য্যন্ত অধিগত হইতে পারে। ধনরত্নযশঃ আদি ঐশ্বর্য্যের কামনায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে করিতে, ক্রমে আপনিই সে কামনা ভস্মীভূত হয়,—তখন প্রবৃত্ত কর্ম্মের মধ্যেই নিবৃত্ত কর্ম্ম অধ্যুষিত হয়। এ ঋকে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে অগ্রসর করিবার পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ দৃষ্টিতে, অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নিকেই নির্দ্দেশ করা যায়। হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির পরিবৃদ্ধিতেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই ভাবেরই পরিস্ফুটনা লক্ষ্য করুন। (১ম—১সূ—৩ঋ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লবষড়হস্য মধ্যবর্ত্তিষূক্থ্যেষু তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণস্যাগ্নে যং যজ্ঞমিত্যাদিকো বৈকল্পিকোঽনুরূপস্তৃচঃ। এতচ্চ সপ্তমাধ্যায় এভ্যুষিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং। আ০ ৭।৮। ইতি। তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে চতুর্থী।

⁂

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক।)

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥ ৪॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লবষড়হ অর্থাৎ ষষ্ঠদিনের করণীয় কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী উক্থ্য নামক সামবেদান্তর্গত কর্ম্মকলাপ-সম্বন্ধীয় তৃতীয় সবনে (যজ্ঞে) "অগ্নে যং যজ্ঞং" ইত্যাদি রূপ, মিত্রাবরুণ-সম্বন্ধীয় তৃচের সদৃশ পাঠ, যাহা করা হইয়াছে, তাহা, সপ্তমাধ্যায়ে "এভ্যুষু" ইত্যাদি খণ্ডে "অগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং" (আ০ ৭।৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। সেই তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেটী সূক্তের চতুর্থী ঋক্॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

অগ্নে । যং । যজ্ঞং । অধ্বরং । বিশ্বতঃ । পরিহভূঃ । অসি ।

সঃ । ইৎ । দেবেষু । গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'অধ্বরং' (রিপুভিঃ অহিংসিতং) 'যং যজ্ঞং' (যৎ প্রসিদ্ধং সৎকর্ম্ম) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বদিক্ষু) 'ত্বং' (ভবান) 'পরিভূরসি' (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নোষি রক্ষসি বা) 'স ইৎ' (স যজ্ঞ এব, তৎকর্ম্ম এব) 'দেবেষু' (দেবানাং দীপ্তিদানাদিগুণানাং সমীপেষু) 'গচ্ছতি' (ব্রজতি, মিলিতং ভবতি ইত্যর্থঃ)। যৎ কর্ম্ম জ্ঞানানুসারিণং ভবতি, তদেব দেবত্বং প্রাপ্নোতি প্রদদতি বা ইতি ভাবঃ । (১ম—১সূ ৪ঋ) ।

∴

বঙ্গানুবাদ ।

হে জ্ঞানদেব! রিপুগণ কর্ত্তৃক অহিংসিত যে প্রসিদ্ধ যজ্ঞকে সৎকর্ম্মকে সর্ব্বদিকে সর্ব্বতোভাবে আপনি প্রাপ্ত হয়েন, সেই যজ্ঞই (সেই কর্ম্মই) দেবগণের দীপ্তিদানাদিগুণ-সমুহের সমীপে গমন করে—মিলিত হয়। (ভাব এই যে,—যে কর্ম্ম জ্ঞানানুসারী হয়, তাহাই দেবত্ব প্রাপ্ত হয় বা প্রদান করে।)॥ (১ম—১সূ—৪ঋ)॥

∴

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি স ইৎ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং জনয়িতুং স্বর্গে গচ্ছতি। প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিগন্তেষাহবনীয়মার্জ্জালীয়গার্হপত্যাগ্নীধ্রীয়স্থানেষ্বগ্নিরস্তি। পরিশব্দেন হোত্রীয়াদিধিষ্ণ্যব্যাপ্তির্বিবক্ষিতা। কীদৃশং যজ্ঞং। অধ্বরং। হিংসারহিতং। নহ্যগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে অগ্নে! আপনি যে যজ্ঞকে সকলদিকে সর্ব্বোতোভাবে প্রাপ্ত হয়েন, সেই যজ্ঞই দেবতাদিগের তৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বাদি চারিদিকেই আহবনীয়, মার্জ্জালীয়, গার্হপত্য ও অগ্নীধ্রীয় নামক অগ্নি আছেন। পরি শব্দের দ্বারা হোমযোগ্য দ্রব্যাদির যজ্ঞস্থানব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ কিরূপ? "অধ্বরং" অর্থাৎ হিংসারহিত—অগ্নি কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত যজ্ঞ রাক্ষসাদি হিংসা করিতে পারে না।

অগ্নিশব্দস্য ষাষ্ঠিকং। পা০ ৬।১.১৭৮। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ন বিদ্যতে ধ্বরোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যাং। পা০ ৬।২।১৭২। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বিশ্বত ইত্যত্র তসিলঃ প্রত্যয়স্বরত্বং বাধিত্বা পূর্ব্ববর্ণস্য লিতি। পা০ ৬।১ ১৯৩। ইত্যুদাত্তত্বং। পরিভূরিত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে। পা০ ৬.২.২। তদপবাদত্বেন কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পা০ ৬২.১৩৯। অসীতি তিঙন্তস্য যদ্বৃত্তান্নিত্যং। পা০ ৮।১।৬৬। ইতি। নিঘাতাভাবঃ॥ ৪॥

∴

চতুর্থ (৪) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ যদিও এই ঋকের অন্যরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন; তাঁহারা যদিও বুঝাইয়াছেন যে, রাক্ষসাদির উপদ্রব নিবারণ করিয়া যে যজ্ঞ অগ্নিদেব রক্ষা করেন, এই ঋকে সেই যজ্ঞের বিষয়ই বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থে—নিগূঢ় মর্ম্মার্থে—সম্পূর্ণ এক অভিনব ভাব উপলব্ধ হয়।

পূর্ব্ব ঋক্ যেমন প্রবৃত্ত কর্ম্মের পোষক, এই ঋক্‌টী সেইরূপ নিবৃত্ত কর্ম্মের দ্যোতক। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে, অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় ধনপুত্র ও যশঃপ্রাপ্তি ঘটে। এ ঋকে বলা হইতেছে, সেই যজ্ঞ দেবসান্নিধানে উপস্থিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, তাঁহার নিকট যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক এখানে কৃতার্থম্মন্য। তিনি রূপ চাহেন না। তিনি ধন চাহেন না। তিনি পুত্রকলত্রাদি-জনিত সুখের আশায়ও প্রলুব্ধ নহেন। তিনি কেবল চাহেন,—তাঁহার যজ্ঞ—যেন তাঁহারই (ভগবানেরই) কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য—-তাঁহার যজ্ঞ, যেন তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়।

এ পক্ষে এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—"হে জগজ্জীবন! হে জ্ঞানদেব! দেখো যেন আমার হৃদয়ের যজ্ঞ পূর্ণ হয়;—যেন আমার যজ্ঞ

অগ্নি শব্দের ষাষ্ঠিক আমান্ত্রিতাদি (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্রের দ্বারা আদি-বর্ণের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "ন বিদ্যতে ধ্বরোঽস্য" অর্থাৎ হিংসা নাই যার, এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ৬ ২।১৭২)—এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যবর্ণের উদাত্তত্ব। "বিশ্বতঃ"—এই পদটী তসিল্ প্রত্যয়ের স্বরকে বাধিয়া "লিতি" (পা০ ৬।১।১৯৩) এই সূত্র-দ্বারা উদাত্তত্ব। "পরিভূঃ" এই পদটীতে পূর্ব্বপদে অব্যয় (পরি) থাকা প্রযুক্ত প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তি থাকিলেও (পা০ ৬ ২ ২) তাহার অপবাদত্ব জন্য কৃৎ-প্রত্যয়রূপ উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (পা০ ৬।২।১৩৯)। "অসি" এই তিঙন্ত পদের "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" (পা০ ৮।১।৬৬)— এই সূত্র দ্বারা নিঘাতের অভাব॥ (১ম—১সূ—৪ঋ)॥

"পঙ্গু না হয়! ঐ দেখ, রিপুরাক্ষস সে যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য আগুয়ান হইয়াছে! এস দেব! জ্ঞানাগ্নিরূপে আবির্ভূত হও; আমার অন্তরের রিপু-রাক্ষসদিগকে ভস্ম করিয়া দেও।"

সাধক ধ্যানস্তিমিতনেত্রে জগন্ময়ে মিলিত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন; যত দুশ্চিন্তা, যত প্রলোভন, যত কুটিলতা, যত মায়ামমতা তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিক অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'দেব! একবার দিব্যজ্যোতিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া দেও; মায়া-মমতা-প্রলোভন প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন আর বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন কর তাহাদিগকে,—ধ্বংস কর তাহাদিগকে,—দূর কর তাহাদিগকে! তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে;—আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব।'

যজ্ঞকে হিংসাদি-রহিত যজ্ঞ বলা হইয়াছে। এ যজ্ঞে নরবলি নাই। এ যজ্ঞে পশুবলি নাই; এ যজ্ঞ নরমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ নহে, এ যজ্ঞ বাজপেয় যজ্ঞ নহে; এ যজ্ঞে কোনরূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই। এ যজ্ঞে যাজ্ঞিক সম্পূর্ণরূপ হিংসারহিত। আপনাকে হিংসারহিত করিয়া যাজ্ঞিক হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এ যজ্ঞের ইহাই অভিনবত্ব। সে যজ্ঞ কিরূপ যজ্ঞ? এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্তরকে এমন নির্ম্মল করিতে হইবে,—কোনরূপ কু-প্রবৃত্তি যেন অন্তরে স্থান না পায়,—যেন দয়া সত্য সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি, হৃদয়ে অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়,—যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোক-রশ্মি-সঞ্চারে উদ্ভাসিত হয়। পশুমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে হিংসাভাবের প্রশয় প্রদান করিলেই যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহা নহে; যজ্ঞের লক্ষ্য হওয়াই চাই—অহিংসা। পরবর্ত্তিকালে যে মহাপ্রাণ, অহিংসা-পরমধর্ম্মরূপ মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি বৈদিক এই অহিংসা-যজ্ঞ-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিয়া যান নাই কি? পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেরই অভ্যুদয়-মুল যে বেদ, এই মন্ত্র তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি। এ মন্ত্রের অমূল্য বাণী নিত্যসত্যরূপে সংসারে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

যাঁহারা সাধারণভাবে রাজসিক যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন,

তাঁহাদের পক্ষে এ ঋক্ এক অর্থ প্রকাশ করিতেছে; আর যাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছেন; তাঁহারা দেখিবেন,—এ ঋকে একভাবে অগ্নিদেবের কৃপাভিক্ষা করা হইতেছে। রাজসিক যজ্ঞকারিগণ দেখিতেছেন,—ঘৃতাহুতি-প্রদত্ত ব্যোমপথে ধূমায়িত সাক্ষাৎ প্রকাশমান্ ঐ অগ্নিদেবকে; আর সাত্ত্বিক যজ্ঞকারী সাধকগণ দেখিতেছেন,—সে অগ্নি সেই অবাঙ্মনসগোচর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাগ্নি। যাহারা দৃষ্টিহীন, তাহারাই অন্ধকার-মাত্র দেখে। (১ম—১অ—১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।

দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অগ্নিঃ। হোতা। কবিঽক্রতুঃ। সত্যঃ। চিত্রশ্রবঃঽতমঃ।

দেবঃ। দেবেভিঃ। আ। গমৎ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা (দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'কবিক্রতুঃ' (যজ্ঞকার্য্যস্য ক্রমবেত্তা, প্রজ্ঞানপ্রদাতা) 'সত্যঃ' (মিথ্যারহিতঃ, অকপটঃ, সৎকর্ম্মণঃ অবশ্যম্ভাবিফলপ্রদাতা ইতি ভাবঃ) 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' (অতিশয়েন বিচিত্রকীর্ত্তিশালী, বিচিত্রযশঃকীর্ত্তিপোষকঃ বা) 'দেবঃ' (দানাদিগুণযুক্তঃ, সদ্গুণাধারঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'দেবেভিঃ' (ভগবদ্বিভূতিভিঃ) সহ 'আগমৎ' (অস্মাসু অধিতিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ) ইতি শেষঃ। (১ম—১অ—১সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি হোতা অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, আপনি কবিক্রতু অর্থাৎ প্রজ্ঞানদাতা। আপনি সত্য অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সমূহের অবশ্যম্ভাবী ফলপ্রদাতা, আপনি চিত্রশ্রবস্তম অর্থাৎ অভিনব যশঃকীর্ত্তিপোষক, আপনি দেব (অর্থাৎ সদ্‌গুণাধার)। দেবগণ সহ অর্থাৎ সকল সদ্‌গুণের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (১ম—১অ—১সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অয়মগ্নির্দ্দেবোঽন্যৈর্দ্দেবেভির্দ্দৈবৈর্হবির্ভোজিভিঃ সহাগমৎ। অস্মিন্ যজ্ঞে সমাগচ্ছতু। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা হোমনিষ্পাদকঃ। কবিক্রতুঃ কবিশব্দোঽত্র ক্রান্তবচনো ন তু মেধাবি-নাম। ক্রতুঃ প্রজ্ঞানস্য কর্ম্মণো বা নাম। ততঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা। সত্যঃ। অনৃতরহিতঃ। ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। চিত্রশ্রবস্তমঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ। অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ॥ কবিক্রতুশ্চিত্রশ্রবস্তম ইত্যত্রোভয়ত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বম্। সৎসু সাধুঃ সত্যঃ সত্যাদশপথে। পা০ ৫।৪।৬৬। ইত্যত্রান্তোদাত্তো হরদত্তেন নিপাতিতঃ। লোডন্তস্য গচ্ছত্বিতিশব্দস্য ছত্বাভাবঃ। উকারলোপশ্ছান্দসঃ। ততো রূপং গমদিতি ভবতি। স্পষ্টমন্যৎ। (১ম—১অ—১সূ—৫ঋ)।

ইত্যৃক্‌সংহিতায়াং বেদার্থপ্রকাশে প্রথমকাণ্ডস্য প্রথমাধ্যায়ে প্রথমো বর্গঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নিদেব, হবির্ভোজনশীল অন্যান্য দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন। অগ্নি কিরূপ? হোতা অর্থাৎ হোমনিষ্পাদক। কবিক্রতু, এস্থলে কবি শব্দের অর্থ—মেধাবী না হইয়া ক্রান্ত হইয়াছে এবং ক্রতু শব্দে প্রজ্ঞান অথবা কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। অতএব কবিক্রতু শব্দের অর্থ—ক্রান্তপ্রজ্ঞ অথবা ক্রান্তকর্ম্মা। সত্যশব্দে অনৃত (মিথ্যা) রহিত। অর্থাৎ আরাধিত অগ্নি, যজ্ঞীয় ফল অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। চিত্রশ্রবস্তম অর্থাৎ অতিশয় কীর্ত্তিমান্। যাহা সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, তাহাকে শ্রবঃ বা কীর্ত্তি কহে। "কবিক্রতুঃ" ও "চিত্রশ্রবস্তমঃ এই পদদ্বয়ে বহুব্রীহিসমাস বশতঃ পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। সদ্ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সাধু (শ্রেষ্ঠ), তাঁহাকে সত্য কহে। "সত্যাদশপথে" (পা০ ৫।৪।৬৬।)—এই সূত্র দ্বারা হরদত্ত কর্ত্তৃক অন্তোদাত্ত নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। লোট্-প্রত্যয়ান্ত "গচ্ছতু" এই শব্দের ছান্দসপ্রযুক্ত পদ ছত্বাভাব ও উ-কারের লোপ। অতএব "গমৎ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। অন্য সমস্ত স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ৫॥

ইতি ঋক-সংহিতায় বেদার্থ-প্রকাশে প্রথম কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম বর্গ।

* * *

পঞ্চম (৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে কয়েকটী অভিনব বিশেষণে অগ্নিদেবকে বিশেষিত করা হইয়াছে। অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে,—আপনি কবিক্রতু। এ শব্দ বহুভাবদ্যোতক। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞকর্ম্ম সমাধানে ব্রতী রহিয়াছেন, যজ্ঞকর্ম্মের উপযোগিতা প্রতিপাদনে যাঁহারা জনসাধারণকে যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী করিতে চাহেন, তাঁহারা উহার অর্থ একরূপ নিষ্পন্ন করিতে পারেন; আর যাঁহারা অনুষ্ঠানের অতীত, সকল কর্ম্মের শেষভূত, জ্ঞান-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার অন্য আর এক অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা লৌকিক যজ্ঞকেই সারভূত বলিয়া মনে করেন, 'কবিক্রতু' শব্দে তাঁহারা বুঝিতেছেন,—যজ্ঞনিষ্পাদনে অগ্নিদেবের ন্যায় কর্ম্মকুশল আর দ্বিতীয় নাই;—তিনি যজ্ঞকার্য্যের ক্রমবিজ্ঞানবিৎ, তিনি যজ্ঞকুণ্ডের ও স্বর্গলোকের সম্বন্ধ বিধান-পক্ষে প্রধান সহায়। তিনি যেন উভয় লোকের মধ্যস্থ-স্থানীয়। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া, তিনি যেন দেবগণ-সকাশে যাজ্ঞিকের শুভকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাপন করেন। আবার অন্য পক্ষে ঐ কবিক্রতু শব্দে বুঝাইতেছে—তিনি জ্ঞানময়, তিনি প্রজ্ঞাস্বরূপ, তিনি প্রজ্ঞানপ্রদাতা। তিনি ভূলোকে দ্যুলোকে —সর্ব্বলোকে জ্ঞানরূপে বিরাজমান থাকিয়া জ্ঞানধন বিতরণ করেন।

কবি ও ক্রতু যে দুই শব্দের যোগে 'কবিক্রতুঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই দুই শব্দের অর্থ নিষ্কাশন করিলে বুঝা যায়,—সর্ব্বজ্ঞতা হেতু তিনি ব্রহ্মা (কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ), আর সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া তিনি বিষ্ণু। কবিক্রতু শব্দের যে কর্ম্মকুশল অর্থ নিষ্পন্ন হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। 'ক্রতু' শব্দে—ইন্দ্রিয়কে বুঝায়। কবি শব্দে রশ্মি অর্থও সূচিত হয়। 'কবিক্রতু' বলিতে ইন্দ্রিয়-সংযমশীল অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে। যেমন দুর্দ্দম অশ্বকে রশ্মির দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়-সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মির দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখিতে পারেন, তিনিই কবিক্রতু। গীতায় শ্রীভগবান্ স্থিত-

প্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা সেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' অবস্থাই বুঝাইয়া থাকে। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্ম-সম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। আবার, আপনাকে আপনি জানিয়া যিনি আত্মময় হইয়া আছেন, তিনিই কবিক্রতু। শব্দ বিভিন্ন হইলেও বস্তুপক্ষে বিভিন্নতা নাই—উভয়ই এক অবস্থা।

ঋকে বলা হইয়াছে,—,—তিনি কবিক্রতু; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি সত্য; ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি চিত্রশ্রবস্তমঃ অর্থাৎ অভিনব যশঃ-কীর্ত্তিপোষক। এ সকল বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? শ্রীভগবান্—বিশেষণ-বিরহিত, আবার তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, আবার তিনি সগুণ গুণময়। তিনি সাকার, আবার তিনি নিরাকার, আবার তিনি একাকার। অসম্ভব সম্ভব—তাঁহাতে কিছুরই অসদ্ভাব নাই। এরূপভাবে পরস্পর-বিরোধী বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ নাই? উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাকে সকল দিক্ দিয়া সকল ভাবে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে বলা হইল,—তিনি কবিক্রতু, তিনি সত্য, তিনি অশেষ কীর্ত্তির পোষক। কেন এতাদৃশ গুণ-বিশেষণে সেই বিশেষণের অতীত নির্গুণ বস্তুকে বিশেষিত করা হয়? উদ্দেশ্য—তোমাকে তৎসন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে, তোমাকে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হইবে, তোমাকে তদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। যাহার জন্ম নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম করিলে তো কর্ম্মের ত্যাগ করা সম্ভবপর হয়? যে কখনও কোন কর্ম্মই করিল না, তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? যে গুণের অধিকারী না হইল, সে কেমন করিয়া গুণাতীতে পৌঁছিতে পারে? আগে গুণের অধিকারী হও, তবে তো গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে? গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও; তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে? যে মূর্খ, যে জন পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে; পণ্ডিতের সন্নিধানে অবস্থিতি—পণ্ডিতগণের সহবাস-লাভ

তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর কি? যে অসৎ, যে চৌর, সে কি সতের সন্নিকটে তিষ্ঠিতে পারে? বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের অনুসারী হইতে হইবে। যে চিন্তা, যে ধ্যান, যে জ্ঞান লইয়া জীব, কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে; সে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে গুণকে আদর্শ করিয়া সেই গুণের অনুকরণ করা যায়, সেই গুণে গুণান্বিত হওয়াই প্রকৃতির বিধান-বৈচিত্র্য। চিন্তায়, ধ্যানে, অনুসরণে, জীব যে অনুস্মৃত ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী দৃষ্টান্তে তাহা বিশদীকৃত দেখি। ভগবদ্বৈরিগণ, বৈরিভাবে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াও মুক্তি-লাভ করিয়াছিল। সেই বিষয় বুঝাইবার জন্যই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইতেছে,—

"এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥"

অর্থাৎ,—'কীট যেমন, পেশস্কৃৎকে (কুমীরক পোকাকে) স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কৃষ্ণবৈরী রাজগণ, পূর্ব্বকৃত বৈরিতা-জনিত পাপের বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও অন্তকালে তদ্রূপ স্বারূপ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।' শ্রীভগবান্ তাই এ বিষয়ে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"

অর্থাৎ,—'বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে।' জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, গুণময়ের যে গুণকথা গীত হইয়া থাকে, পরমপিতার পুণ্যস্মৃতি যে অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কি আছে? তাহার কারণ এই যে, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত, তৎস্বরূপে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, সংসারের জ্বালামালায় জর্জ্জরিত থাকিয়া, মানুষ অহর্নিশ পরিত্রাহি ডাক ডাকিতেছে। কি প্রকারে এই দারুণ দুঃখের নিবৃত্তি হয়? কি প্রকারে এই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তির পূতধারা বর্ষিত হয়? সারা সংসার ব্যাপিয়া তাহারই সন্ধান চলিয়াছে।

কোথায় মোক্ষ ? কোথায় নিঃশ্রেয়স্ ? কোথায় মুক্তি ? কি প্রকারে সে মুক্তি অধিগত হয় ? সকলেই সেই সন্ধানে বিষম বিব্রত। কিন্তু কেহই সে তত্ত্ব সন্ধান করিয়া পাইতেছেন না। অথচ শাস্ত্র, ইঙ্গিতে সে তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়াছেন,—মুক্তি পঞ্চ-বিধা ;—“সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যস্বারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ;”—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য, সাযুজ্য (একত্ব)। সমান লোকে বাস করার নাম—সালোক্য-মুক্তি। সমানরূপ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হওয়ার নাম—সার্ষ্টি-মুক্তি। সামীপ্য বা নৈকট্যজনিত যে মুক্তি, তাহারই নাম—সামীপ্য-মুক্তি। সমানরূপে রূপান্বিত হইতে পারার নাম—স্বারূপ্য-মুক্তি। আর সাযুজ্য বা একত্বরূপ মুক্তিই অভেদভাব। এই মুক্তিতে তিনিও যে, তুমিও সেই। এই পঞ্চবিধা মুক্তির এক এক বিভাগকে এক একটী স্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে। সমান লোকে বাস করিবে ? সমান গুণসম্পন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি ন্যায়স্বরূপ, তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁহার সমান গুণসম্পন্ন হইতে হইলে তোমাকেও ন্যায়-স্বরূপ, সত্য-স্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ হইতে হইবে। হও—সত্যপর, হও—ন্যায়পর, হও—জ্ঞানের অধিকারী ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান লোকে বাস করিতে পারিবে ! তবে তো তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইবে ! তবে তো ক্রমে ক্রমে, সমান লোক সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার নৈকট্যলাভে সমর্থ হইবে ! নৈকট্য হইলেই স্বরূপ অবগত হইবার অবসর আসে। স্বরূপ অবগত হইলেই রূপে রূপ মিশাইবার, আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটাইবার, প্রযত্ন হয়। রূপে রূপ মিশিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলন হইলে, তখন আর ভেদভাব বিদ্যমান থাকে না। তখন সমুদ্রের জল নদীর জল এক হইয়া যায়। ঋকে অগ্নিদেবকে ঐ সকল বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্যই এই যে, তোমরা সকল গুণে গুণান্বিত হও। তিনি যেমন চিত্রশ্রবস্তম, অর্থাৎ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্, তুমিও সেইরূপ বিচিত্র কীর্ত্তিমান্ হও ! তিনি যেমন দেবতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও দানাদি-গুণযুক্ত, তুমিও সেইরূপ আপন গুণে দয়াধর্ম্মদানাদি-গুণ দ্বারা, সত্য-সরলতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া, স্বপ্রকাশ হও।

এ ঋকে আরও বলা হইয়াছে যে,—এই যজ্ঞে দেবগণের সহিত

আপনি আগমন করুন। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছিল,—দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করুন। এই ঋকে বলা হইতেছে,—তাঁহাদিগকে লইয়া অর্থাৎ সকল সদ্‌গুণের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে আগমণ করুন। সেই ঋকের আর এই ঋকের সামঞ্জস্য-সাধনে বেশ উপলব্ধি হয়, যিনি বহুরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে বহু নামে পরিচিত করা যায়, যাঁহার বিষয় বহুভাবে ব্যক্ত হইতে থাকে, তিনি বহু হইলেও এক, এক হইলেও বহু। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"এক এব বহু স্যাম।" এখানে তাই বলা হইতেছে, তুমি সকল রূপে এস, তোমার সঙ্গেই যেন সকল রূপ প্রকাশ পায়। অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে তোমার যে বিভূতি, সে বিভূতি প্রকাশ পাউক; আর, অন্যান্য দেবতা-রূপেও তোমার যে বিভূতি, আমার অন্তরে তাহাও বিকাশ-প্রাপ্ত হউক। (১ম—১অ—১সূ—১ঋ)।

—— . ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যৎ। অঙ্গ। দাশুষে। ত্বম্। অগ্নে। ভদ্রম্। করিষ্যসি।
তব। ইৎ। তৎ। সত্যম্। অঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গাগ্নে' (অঙ্গীভূত, হৃদধিষ্ঠিত বা হে অগ্নে।) 'ত্বং' (ভবান্) 'দাশুষে' (সৎকর্ম্মপরায়ণে ইত্যর্থঃ) 'যৎ' 'ভদ্রং' (পরমমঙ্গলং) 'করিষ্যসি' (বিধাস্যসি) 'তৎ' 'ভদ্রং' (ভবতাং বিহিতং তৎ পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'তব ইৎ' (ভবত এব, ভবতাং প্রীত্যর্থং নিয়োজিতমেব ভবতি ইতি ভাবঃ); 'অঙ্গিরঃ' (হে মম আরাধনীয় জ্ঞানদেব।) 'তৎ সত্যং' (ত্বমেব সৎস্বরূপঃ অথবা ভবৎসদৃশকল্যাণবিধায়কোঽন্যো দেবো নাস্তি ইতি সত্যং)। অয়ং ভাবঃ—ভবতাং প্রীত্যর্থ, নিষ্পাদিতং কর্ম্ম ত্বামেব প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১সূ—৬ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে হৃদধিষ্ঠিত জ্ঞানদেব! আপনি সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের যে পরম মঙ্গল বিধান করেন, আপনার বিহিত সেই মরম মঙ্গল আপনার প্রীত্যর্থই নিয়োজিত হয়। হে জ্ঞানদেব! আপনিই সত্য—সৎস্বরূপ অথবা, আপনিই মানবের একমাত্র কল্যাণকারী—ইহাই সত্য। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের ন্যায় কল্যাণ-সাধক আর কিছুই নাই)॥ (১ম—১অ—১সূ—৬ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অঙ্গেত্যভিমুখীকরণার্থো নিপাতঃ। অঙ্গাগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় তৎপ্রীত্যর্থং যদ্ভদ্রং বিত্তগৃহপ্রজাপশুরূপং কল্যাণং করিষ্যসি তদ্ভদ্রং তবেৎ। তবৈব সুখহেতুরিতি শেষঃ। হে অঙ্গিরোঽগ্নে। এতচ্চ সত্যং ন ত্বত্র বিসম্বাদোঽস্তি। যজমানস্য বিত্তাদিসম্পত্তৌ সত্যামুত্তরক্রত্বনুষ্ঠানেনাগ্নেরেব সুখং ভবতি। ভদ্রশব্দার্থং শাট্যায়নিনঃ সমামনন্তি। যদ্বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ভদ্রং গৃহা ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রমিতি॥

অঙ্গশব্দস্য নিপাতত্বেঽপি। ফি৹ ৪।১২। অভ্যাদিত্বাদন্তোদাত্তত্বম্। দাশুষে। দাশ্বান্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"অঙ্গ" শব্দটী অভিমুখীকরণ অর্থে সম্বোধনে ব্যবহৃত এবং নিপাতনে সিদ্ধ। অঙ্গশব্দের অর্থ—হে অঙ্গাগ্নে অর্থাৎ হে অগ্নে। তুমি হবির্দ্দানকারী যজমানকে, তাহার প্রীতির নিমিত্ত বিত্ত-গৃহ-সন্ততি-পশু-স্বরূপ যে কল্যাণ বিধান করিবে; সেই "ভদ্র" (কল্যাণ) তোমারই সুখের নিমিত্ত হইবে। অর্থাৎ, তোমার প্রসাদে বিত্ত-সম্পত্তি লাভ করিয়া, তোমার প্রীতির জন্য যজমান, যে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সেই যজ্ঞ-কার্য্যে তোমার সুখ অর্থাৎ প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। হে অঙ্গিরো নামক অগ্নি। এতদ্বাক্য সত্য অর্থাৎ ধ্রুব। ইহাতে কোনও প্রতারণা বা সন্দেহ নাই। কেন-না, যজমানের বিত্তাদি-সম্পত্তি হইলে, তৎপরবর্ত্তিকালানুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিরই সুখ হইয়া থাকে। ভদ্র শব্দের অর্থ, শাট্যায়ন-শাখাধ্যায়িগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—যাহা পুরুষের বিত্ত, তাহা ভদ্র; গৃহসকল—ভদ্র; প্রজা অর্থাৎ সন্ততি-সকল—ভদ্র; পশুসকল—ভদ্র।

অঙ্গ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইলেও (ফি৹ ৪।১২) অভিমুখীকরণার্থ হেতু, অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষে" পদটী দাশ্বান্ সাহ্বান্, (পা৹ ৬.১।১২) এই সূত্রের দ্বারা দানার্থ দাশৃ

সাহ্বান্। পা০ ৬।১।১২। ইতিসূত্রেণ দাশৃ দানে ইতি ধাতোঃ কসুন্প্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। তত্র প্রত্যয়স্বরঃ। আমন্ত্রিতস্যাগ্নিশব্দস্য পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বম্। পা০ ৮।১।১৯। ন শঙ্কনীয়ম্। অপাদাদৌ। পা০ ৮।১।১৮। ইতি পর্য্যুদস্তত্বাৎ ততঃ ষাষ্ঠিকম্। পা০ ৬।১।১৯৮। আদ্যুদাত্তত্বমেব। ভদ্রশব্দস্য নব্বিষয়ত্বেন। ফি০ ২।৩। আদ্যুদাত্তত্বপ্রসক্তাবপি ভদিকল্যাণে ইতি ধাতোরুপরি রক্-প্রত্যয়েন নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বম্। অস্মিন্ বাক্যে যচ্ছব্দপ্রয়োগান্নিপাতৈর্যদ্‌যদিহন্তে। পা০ ৮।১।৩০। ইতি নিঘাতে প্রতিসিদ্ধেঽস্য প্রত্যয়স্বরেণ। পা০ ৩।১।৩৩। সতি শিষ্টেন করিষ্যসি শব্দ উপান্ত্যোদাত্তঃ। তবেত্যত্র যুষ্মদস্মদোর্ঙসি। পা০ ৬।১।২১১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। অঙ্গিরা অঙ্গারা ইতি যাস্কঃ। নি০ ৩।১৭। ঐতরেয়িণোঽপি প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানোপাখ্যানে সমামনন্তি। যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্নিতি। ঐ০ ব্রা ৩।৩৪। তস্মাদঙ্গিরোনামকমুনিকারণত্বাদঙ্গাররূপস্যাগ্নেরঙ্গিরস্ত্বম্। অত্র পদাৎ পরত্বেনাষ্টমিকানুদাত্তত্বম্ ॥ ৬ ॥

⁂

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নীষোমপ্রণয়নে উপত্বাগ্নে ইত্যাদিকোঽনুবচনীয়স্তৃচঃ। এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম্। উপত্বাগ্নে দিবে দিবে উপপ্রিয়ং পনিপ্নতমিতি তিস্রশ্চৈকাং চান্বাহেতি। তস্মিংস্তৃচে যা প্রথমা সা সূক্তে সপ্তমী। তামেতাং সপ্তমীমৃচমাহ ॥

ধাতুর উত্তর কসু প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর অর্থাৎ ইহার স্বর আদ্যুদাত্ত। আমন্ত্রিত অগ্নি শব্দটী পদের পরে আছে বলিয়া আষ্টমিক অনুদাত্ত স্বরের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু অপাদাদৌ (পা০ ৮।১।১৮) এই সূত্রের দ্বারা পর্য্যুদস্তত্ব হেতু ষাষ্ঠিক (পা০ ৬।১।১৯৮) এই সূত্রের দ্বারা আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ভদ্র' শব্দে নপ্-প্রত্যয়ের বিষয়ত্ব হেতু (পা০ ২।৩) এই সূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্তের প্রাপ্তি হইলেও কল্যাণার্থ ভদি (ভদ্) ধাতুর উত্তর রক্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত ভদ্রশব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "করিষ্যসি" এই বাক্যে যদ্শব্দের প্রয়োগ জন্য নিপাতৈর্যদ্‌যদিহন্ত (পা০ ৮।১।৩০) এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বরের নিষেধ হইলেও, এই ক্রিয়াপদে প্রত্যয়স্বর অবশিষ্ট বলিয়া (পা০ ৩।১।৩৩) উপান্ত্যস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "তব" এই পদটীতে যুষ্মদস্মদোর্ঙসি (পা০ ৬।১।২১১) এই সূত্রের দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলেন,—অঙ্গিরাঃ শব্দের অর্থ অঙ্গার। ঐতরেয় শাখাধ্যায়িগণ, প্রজাপতিদুহিতৃধ্যানের উপাখ্যানে বলেন যে, যাহা অঙ্গার ছিল, তাহাই অঙ্গিরস হইয়াছে। সেই নিমিত্ত অঙ্গিরো-নামক মুনি হইতেই অঙ্গার রূপ অগ্নির নাম অঙ্গিরাঃ হইয়াছে। এই পদটীর, পদের পরত্ব-হেতু আষ্টমিক অনুদাত্তত্ব হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১সূ—৬ঋ)॥

⁂

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিষোমপ্রণয়নকার্য্যে "উপত্বাগ্নে" ইত্যাদি অনুবচনীয় তৃচ্, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—'উপত্বাগ্নে দিবে দিব উপপ্রিয়ং পনিপ্নতং' এই তিনটি ঋক্ এবং অপর আর একটি ঋক্, অনুবাকরূপে পাঠের নিয়ম আছে। সেই তৃচে যেটী প্রথমা ঋক, সূক্তে সেটী সপ্তমী ঋক। সেই সপ্তমী ঋক কথিত হইতেছে।

ষষ্ঠ (৬) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, এ ঋক্‌টী যেন কোনও মনুষ্যের স্তুতি বিধানের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে। মানুষ যাহা সর্ব্বদা জল্পনা করে, আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাই, প্রথম দর্শনে মনে হয়, এ ঋক্‌টীতে যেন সেই ভাবেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—এ ঋক্‌টীতে যেন সেই কুটিল সাংসারিক দৃশ্যেরই প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে।

যজ্ঞকারী যজমান, সাধারণতঃ আকাঙ্ক্ষা করে,—অগ্নিদেব যেন তাঁহাকে পুত্ত্রবিত্তাদিরূপ ধনরত্ন দান করেন। তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পূর্ণ হয়, অগ্নিদেব যেন কৃপাপরবশ হইয়া সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; স্তুতিবাদে দেবতার যেন এমন সন্তোষবিধান হয়—যাহার ফলে, ইষ্টদেব তিনি, অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সহায় হন। স্থূলদৃষ্টিতে এ ঋকের এই অর্থই উপলব্ধ হয়। 'আমি যে ধন চাই, আমি যে কল্যাণ চাই, আমি যে পুত্ত্রবিত্ত চাই—সে তোমারই প্রীতি-সাধন জন্য'—এরূপ-উক্তি শুনিলে, এরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, কোন্ মানুষ না—কোন্ উত্তমর্ণ না, আপনার অধীন জনের উন্নতি বিধানে প্রয়াস পায়! রাজা, প্রজাপালন করেন, সৈনিক-পোষণ করেন,—আপনারই ভবিষ্য-কল্যাণ কামনা করিয়া। প্রজা যদি রাজাকে বুঝাইতে পারে, সৈনিক যদি আপনার নিয়োগকর্ত্তাকে উপলব্ধি করাইতে পারে যে,—তাহাদের বিত্তসম্পত্তি সমস্তই, আবশ্যক হইলে, তাহাদের অনুগ্রহকারী রাজারই মঙ্গল-কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে; তাহাতে অনুগ্রহকারী রাজা, সেই প্রজার বা সেই সৈনিকের মঙ্গল-সাধন-পক্ষে নিশ্চয়ই বিহিত বিধান করেন। এই ঋকে যজমান, অধমর্ণভাবে যেন উত্তমর্ণ রাজা অগ্নিদেবের নিকট পুত্ত্রবিত্তাদির প্রার্থনা জানাইতেছেন; বলিতেছেন,—'হে প্রভু! আমায় যাহা কিছু দান করিবেন, সে দান আপনারই সেবায় বিনিযুক্ত হইবে। আমার অর্থ-সম্পৎ বৃদ্ধি পাইলে, আমি আপনার তৃপ্তি-সাধন জন্য যজ্ঞের পর যজ্ঞের ব্যবস্থা করিব। ধন-রত্ন-সহ পুত্ত্র লাভ করিলে, আমার সেই পুত্ত্রও আপনার অর্চ্চনায় যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী

হইবে ;—সেও আপনারাই সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।' ভবিষ্যৎ প্রত্যুপকারের আশায় সাধারণ মানুষ যেমন অনেকের উপকারে প্রবৃত্ত হয়, অগ্নিদেবকেও যেন সেই সাধারণ মানুষভাবে ভাবী হইয়াছে। যজমান উপকৃত হইলে প্রকারান্তরে রাজ্যেরও উপকারের সম্ভাবনা,—এই বুঝাইয়া, এখানে যেন অর্চ্চনা করা হইতেছে। মানুষের যেমন রীতিপ্রকৃতি, এ ঋকে প্রথম দৃষ্টিতে, যেন সেই ভাবেরই উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু একটু নিবিষ্ট-চিত্তে এই ঋকের নিগূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করিতে গেলে, সম্পূর্ণ অন্য ভাব উপলব্ধ হয়। 'আমার যে কল্যাণ সাধন কর, সে কল্যাণ তোমারই!' নিষ্কাম কর্ম্মের এ এক উচ্চ আদর্শ নহে কি? এরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ নিস্পৃহভাব—এ কি সাধারণ মানুষে সম্ভবপর? আত্মসুখের কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মকল্যাণ-চিন্তা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; এখানে যজ্ঞকারী ভাবিতেছেন,—'কিসে তিনি তেমন যজ্ঞ করিতে পারেন, যাহাতে সেই যজ্ঞের ফল, যাঁহার উদ্দেশে বিহিত-যজ্ঞ, তাঁহাতেই সমর্পিত হয়। তিনিই সত্য, তাঁহাতে সমর্পিত যজ্ঞফলই সত্য।' নিস্পৃহ নিষ্কাম যজমান, এই ভাবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই, যজ্ঞ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

এইরূপে কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম উভয় কর্ম্মের প্রযোজক এই ঋক্, উভয় শ্রেণীর মানুষকে—প্রথম স্তরের এবং শেষ স্তরের এই উভয় স্তরের সাধককে —শ্রীভগবানের আরাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—১অ—১সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্)।

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।

নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

উপ। ত্বা। অগ্নে। দিবেঽদিবে। দোষাঽবস্তঃ। ধিয়া। বয়ম্।
নমঃ। ভরন্ত। আ। ইমসি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'দিবেদিবে' (প্রত্যহং, অস্মাকং প্রতি কর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রৌ দিবায়াং চ, জ্ঞানাজ্ঞান সর্ব্বাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ প্রকাশমানং) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, অনন্যয়া ভক্ত্যা বা ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্কারং, অর্চ্চনা) 'ভরন্তঃ' (কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (ত্বাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (সমীপে) 'এমসি' (আগচ্ছামঃ, প্রাপ্নুয়মা বা)। 'ত্বমেকঃ পরাৎপরঃ' ইতি বুদ্ধ্যা যে সদা ত্বন্নিবিষ্টচিত্তাঃ ভবন্তি, তে খলু তব সন্নিহিতা এব ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—১সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! প্রতিদিন আমাদিগের প্রতি কার্য্যে, আমাদিগের জ্ঞানাজ্ঞানাদি সকল অবস্থায়, অনন্যা ভক্তির সহিত আপনাকে অর্চ্চনা কারতে করিতে, আমরা যেন আপনার প্রতি অগ্রসর হইতে সমর্থ হই অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—'তুমিই পরাৎপর'—এই জ্ঞানে যিনি তাঁহাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, তিনি তাঁহারই সন্নিহিত হন)॥ (১ম—১অ—১সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে বয়মনুষ্ঠাতারো দিবেদিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তাঃ রাত্রাবহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তো নমস্কারং সম্পাদয়ন্ত উপ সমীপে ত্বেমসি ত্বামাগচ্ছামঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারিগণ আমরা, প্রতিদিন দিবা এবং রাত্রিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক নমস্কার করিতে করিতে সমীপেই তোমাকে পাইয়া থাকি॥

উপশব্দস্য নিপাতস্বরঃ। ফি০ ৪।১২। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ। পা০ ৮।১।২৩। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্যানুদাত্তস্ত্বাদেশঃ। দোষাশব্দো রাত্রিবাচী। বস্ত ইত্যহর্ব্বাচী। দ্বন্দ্বসমাসে কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ পা০ ৬।২।৩৯। আদ্যুদাত্তঃ। সাবেকাচঃ। পা০ ৬।১।১৬৮। ইতি ধিয়ো বিভক্তিরুদাত্তা। নম ইতি নিপাতঃ। ভরন্ত ইত্যত্র শপঃ পিত্বাচ্ছতুর্সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চানুদাত্তত্বে সতি। পা০ ৩।২।১২৮। ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। ইমসীত্যত্রেদন্তোমসিঃ। পা০ ৭।১।৪৬। ইত্যাদেশো নিঘাতশ্চ ॥ (১ম—১অ—১সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৭) ঋকের বিশদার্থ।

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য-লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তচ্চিন্তায়, তদ্ধ্যানে, তন্নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎসালোক্য, তৎসামীপ্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

ঋকের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞানরাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঋকে 'দোষাবস্তঃ' শব্দ আছে। ঐ শব্দে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈদিক সূক্ত-সমূহ অনুশীলন করিলে 'দোষা' শব্দে 'রাত্রি' এবং 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান্' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'! কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন! সে অন্ধকারই বা কি?—

উপশব্দে নিপাতস্বর। (ফি০ ৪।১২) "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" (পা০ ৮।১।২৩) এই সূত্র দ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বা আদেশ হইয়াছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর। 'দোষা' শব্দে রাত্রিকে বুঝায় ও 'বস্তঃ' শব্দে দিবসকে বুঝায়। এই উভয় শব্দে দ্বন্দ্বসমাসে একপদ হইয়াছে বলিয়া "কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ" (পা০ ৬,২,৩৯) এই সূত্রের দ্বারা উভয়ের আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" (পা০ ৬,১,১৬৮) এই সূত্রের দ্বারা ধী-শব্দের বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "নমঃ" এই পদটীতে নিপাতস্বর॥ "ভরন্তঃ" এই পদে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু এবং শতৃ-প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল (পা০ ৩।২।১২৮)। "ইমসি" এই পদে "ইদন্তোমসি" (পা০ ৭।১।৪৬) এই সূত্রের দ্বারা মসি আদেশ এবং নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১সূ—৭ঋ)॥

* * *

যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে! সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান-অন্ধকার! আমরা মনে করি, এ ঋকে সেই অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতীরূপে বিকাশ পাইয়া আমরা এই অন্ধ-তমমাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর! তুমি যে 'দোষাবস্তঃ'! তুমি যে অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী! তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে, আমার এ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে! সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূরীভূত হইবার নহে! তুমি এস দেব!—একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর।' ঋকে যেন সেই প্রার্থনাই প্রধানতঃ জানান হইতেছে,—'আঁধার হৃদয়ে প্রকাশমান্ আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে আমরা যেন আপনাতেই বিলীন হই।'

তার পর, অনুধাবন করিয়া দেখুন,—ঋকের 'ধিয়া' শব্দ। 'ধিয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ—'জানিয়া' বা 'ধ্যান করিয়া' বা 'বুঝিয়া' বলা যইতে পারে। তদনুসারে, 'দোষাবস্তঃ' তুমি, তোমাকে যেন জানিতে পারি, তোমাকে যেন বুঝিতে পারি,—এই ভাব, এই অর্থ, সাধারণতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে অনুভাবনা—কিরূপ অনুভাবনা তুমি যে সেই বস্তু, তুমি যে সদ্বস্তু,—এমনভাবে জানাকেই প্রকৃত জানা বলে। কিন্তু সে জানা কিরূপভাবে সম্ভবপর? সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত চিত্তে ভগবদারাধনাই সেই জানার বা সেই জ্ঞানের মূলীভূত। যে জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিত্ত ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়, আর সেই পুত্রকলত্রবিত্তের কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে; সে জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান,—সে জ্ঞান কদাচ শুভকর জ্ঞান নহে। সে অবস্থা—জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ আদিম অবস্থা। সে স্তর—সে পর্য্যায়, আরোহণীর প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাকেই

বলে,—যে জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, পুত্রকলত্রবিত্তাদির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি নাই। আছে কেবল,—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জ্ঞান,—জগন্ময়রূপে যিনি অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান! সে নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্ম্মল, প্রশান্ত অবস্থা—সে সঙ্কল্প-বিরহিত ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তৎকর্ম্মফল-তাঁহাতেই-সমর্পিত উপাসনা-রূপ কর্ম্ম, গীতায় যাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে,—'ধিয়া' সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

"ভরন্তঃ বয়ং ত্বা এমসি"—ঋকের এই কয়টী শব্দে আর সকল ভাবই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তোমাকে অর্চ্চনা করিতে করিতে,—তোমার অর্চ্চনে, তোমার শরণে, তোমার বন্দনে, তোমার অনুধ্যানে, তন্ময় হইতে হইতে,—যেন তোমার সমীপে গমন করিতে পারি, তোমাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। আমায় সেই সামর্থ্য দেও,—আমার পূজা-পদ্ধতি যেন সেইরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়; আর সে অনুষ্ঠানে যেন, তোমাকে সর্ব্বময় সর্ব্ব-জ্ঞানাধার জানিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি। (১ম—১অ—১সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥

⁂

পদ-পাঠঃ।

রাজন্তম্। অধ্বরাণাম্। গোপাম্। ঋতস্য। দীদিবিম্।
বর্দ্ধমানম্। স্বে। দমে॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'রাজন্তং' (সৎকর্ম্মসু নিত্যবর্ত্তমানং) 'অধ্বরাণাং' (সৎকর্ম্মণাং, সদ্ভাবানাং) 'গোপাং' (পরিপোষকং, রক্ষকং বা) 'ঋতস্য' (সত্যধর্ম্মস্য) 'দীদিবিং' (প্রকাশকং—সৎকর্ম্মণঃ ফলদাতারং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধমানং' (কর্ম্মণা ক্রমবিকাশমানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বে' (স্বকীয়ে, অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'দমে' (হৃদ্রূপে সৎকর্ম্মাধারে ইতি ভাবঃ) 'উপ' 'এমসি' (প্রতিষ্ঠাপয়াম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি সর্ব্বকারণকারণং। তজ্জ্ঞানং অস্মাসু রাজতু ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসমূহে নিত্যবর্ত্তমান, সৎকর্ম্মের পরিপোষক (অথবা সদ্ভাবসমূহের রক্ষক), সত্যধর্ম্মের প্রকাশক (কর্ম্মের ফলদাতা), কর্ম্মের দ্বারা ক্রমবিকাশমান, আপনাকে, আমাদের হৃদ্‌রূপ সৎকর্ম্মাধারে যেন প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সর্ব্বকারণকারণ। সেই জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে উদ্দীপিত হউক)। (১ম—১অ—১সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

পূর্ব্বমন্ত্রে ত্বামুপৈম ইত্যগ্নিমুদ্দিশ্যোক্তম্। কীদৃশং ত্বাম্। রাজন্তম্। দীপ্যমানম্। অধ্বরাণাং রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকম্। ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশং বা দ্যোতকম্। আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কর্ম্মফলং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে,—"তোমাকে আমরা নিকটে প্রাপ্ত হইতেছি।" এই মন্ত্রে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা সেই অগ্নির স্বরূপ কীর্ত্তিত হইতেছে। তুমি কিরূপ?—না, দীপ্যমান, রাক্ষসকৃত হিংসারহিত যজ্ঞসকলের রক্ষক, ঋত অর্থাৎ সত্য—অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল-সমূহের অতিশয়-সূচক (অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের অবশ্যম্ভাবী ফল যিনি অতিমাত্রায় সূচনা করিয়া থাকেন); আহুতির আধার-স্বরূপ, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ কর্ম্মফলসমূহের স্মৃতি-উদ্দীপক (অর্থাৎ যাঁহার দর্শনে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ

স্মর্য্যতে। স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভির্ব্বর্দ্ধমানম্॥ রাজন্তং বর্দ্ধমানমিত্যত্রোভয়ত্র পূর্ব্ববদ্ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। দীদিবিশব্দস্থাভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। দমশব্দো বৃষাদিত্বাৎ। পা০ ৬।১।২০৩। আদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১অ—১সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থে অগ্নিদেবকে যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। 'রাজা' শব্দে নানা ভাব প্রকাশ করে। ঐ শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য; যিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ, তিনিই অধিপতি বা রাজা। এ ঋকে বলা হইতেছে,—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা অর্থাৎ যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজ-ভাব—আধিপত্য-ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিতে যে তেজের বিকাশ, সে তেজ—সে শক্তি, পদার্থমাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড় অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নিরূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে, যজ্ঞাহুতি-প্রদানে, যজ্ঞাগ্নি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়, বাহ্যনেত্রেও তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তরের যজ্ঞক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে আহুতি-প্রদানে সমর্থ হও; তোমার জ্ঞানাগ্নিও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না,—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না।

এ ঋকের লৌকিক অর্থ এই যে, প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ যে অগ্নি, সেই অগ্নিতে আহুতির দ্বারা সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান্ রাজা এবং সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে হবির্দ্দান

কর্ম্মফলসমূহ স্মরণ-পথে পতিত হয়), স্বকীয় গৃহে অর্থাৎ যজ্ঞশালায় ঘৃতাহুতির দ্বারা বর্দ্ধনশীল। "রাজন্তং," "বর্দ্ধমানং"—এই পদদ্বয়ে পূর্ব্বের ন্যায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট হইয়াছে। "দীদিবিং" এই পদে "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৮৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। "দমে" এই শব্দটীর 'বৃষাদিত্ব হেতু' (পা০ ৬।১।২০৩) এই সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১সূ—৮ঋ)।

* * *

করিলে তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকটে পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই।

এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতে আহুতি দান করিতে করিতে, তন্ময়চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। যজ্ঞাহুতিরূপ সৎকর্ম্মের দ্বারা তিনি ক্রমে বর্দ্ধমান হইলে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে, তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও মানুষ এক একবার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে সে পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? সদ্ভাবের উপজনন ভিন্ন সৎস্বরূপের লাভ সম্ভবপর হয় কি?

এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন, এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার-সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন; আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃই যেমন বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে সাধক ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া, আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রমত্ত হন। সে আহুতির ফলে জ্ঞানাগ্নি-বৃদ্ধি পায়; মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়। (১ম—১অ—১সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমং সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

পদ-পাঠঃ।

সঃ। নঃ। পিতাঽইব। সূনবে। অগ্নে। সুঽউপায়নঃ। ভব।

সচস্ব। নঃ। স্বস্তয়ে॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানাধার।) 'স' (সকলমঙ্গলালয়ঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুপায়নঃ' (সুখপ্রাপ্যঃ—অনায়াসলভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (ভবতু)। 'পিতেব সূনবে' (পুত্রকল্যাণায় আহ্বানশ্রবণমাত্রেণ পিতা যথা পুত্রেণ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) হে দেব। 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (কল্যাণায়) 'সচস্ব' (অস্মাসু সদা অধিষ্ঠিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। স দেবঃ পিতা ইব অস্মাকং জ্ঞানদাতা পরিত্রাতা চ ভবতু ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সকলমঙ্গলালয় আপনি আমাদিগের অনায়াস-লভ্য হউন। পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত পিতা যেমন আহ্বান শ্রবণমাত্র পুত্রের সহিত সঙ্গত হন; সেইরূপ আপনি আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে অনুক্ষণ বিরাজমান রহুন। (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানদেব পিতার ন্যায় আমাদিগের জ্ঞানদাতা হউন)॥ (১ম—১অ—১সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব। তথা নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং সচস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ।

অস্মচ্ছব্দাদেশস্য ন ইত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বম্। পা০ ৮।১।১৮। ইত্যনুদাত্তত্বম্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের নিমিত্ত শোভনরূপে (অনায়াসে) প্রাপ্তিযুক্ত হও। (অর্থাৎ,—আমরা যেন তোমাকে অনায়াসে পাইতে পারি। আবাহন করিবা-মাত্রই যেন তুমি আসিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হও এবং আমাদের মঙ্গল-বিধানরূপ যজ্ঞফল প্রদান কর)। সেইরূপ, আমাদিগের কল্যাণ-বিধানের নিমিত্ত অর্থাৎ বিনাশ-রাহিত্যের জন্য আমাদিগের সমীপস্থ হও। এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন পুত্রের নিমিত্ত পিতা প্রায়শঃই অনায়াসলভ্য হইয়া সমবেত হয়েন, তুমিও সেইরূপ হও। (এস্থলে অগ্নির সহিত যজমানের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। পুত্রের আবাহন শ্রবণ-মাত্রই পিতা যেমন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন; সেইরূপ, যজমানের স্তুতি-শ্রবণ-মাত্রই অগ্নিদেব যেন তাঁহার সমীপস্থ হন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন।)।

অস্মদ্ শব্দের স্থানে এখানে "নঃ" -আদেশ সিদ্ধ হইয়াছে। আর "অনুদাত্তং সর্ব্বং"

চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১৫। ইতীবশব্দোঽনুদাত্তঃ। ইবেন নিত্যসমাসঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যম্। পা০ ২.১.৪।১। ইতি সমস্তঃ পিতেবেতি শব্দো মধ্যোদাত্তঃ॥ শোভনমুপায়নং যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বম্। সচস্বেত্যত্র পদাৎপরত্বং নাস্তীতি ন নিঘাতঃ। লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরবিশেষঃ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥

* * *

নবম (৯) ঋকের বিশদার্থ।

পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ সূচনায় এই ঋক্‌টীতে পূর্ব্বোক্ত ঋক্-সমূহের সকল ভাবের পূর্ণ-পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানে যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যমান থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ-দৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে? তিনি নমস্য, অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য!

এ ঋকের মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াসলভ্য হন। এ ঋকের অভিপ্রায় এই যে, তেমন

(পা০ ৮।১।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা তাহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে; "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪।১৫)—এই সূত্রের দ্বারা "ইব" শব্দের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। ইব শব্দের সহিত নিত্যসমাসান্ত "পিতেব" পদটী "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চেতি বক্তব্যং" (পা০ ২।১।৪।১) এই সূত্রানুসারে মধ্যোদাত্ত হইয়াছে। "শোভন" উপায়ন হয় যাঁহার, এই বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" সূত্রের দ্বারা তাহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সচস্ব" এই পদ, পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত, নিঘাত হইল না। স্ব-প্রত্যয় সার্ব্বধাতুক বলিয়া অনুদাত্ত হওয়ায় ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিল ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমাষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।২৪ ।

পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তো তুমি দুরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব—'অগ্নি' তুমি দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইব; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি? যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন। তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এই ঋকের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অথবা অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নহেন। পরন্তু, এ অগ্নি যাঁহার রূপ-কণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ-মাত্র, এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর, এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এ ঋকে এই বুঝাইতেছে,—তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। হও গুণময়, হও সচ্চরিত্র, হও সদাচারসম্পন্ন, হও সততায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দুর করিবেন। (১ম—১সূ—৯ঋ)।

আগ্নেয়-সূক্তের তাৎপর্য্য।

বৈদিক ঐ সূক্তগুলিতে—প্রতি ঋকের অভ্যন্তরে—বহু ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যিনি যে ভাবে দর্শন করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সেই ভাবই প্রতিফলিত হইবে। জ্ঞানী একভাবে দেখিবেন, অজ্ঞানী আর একভাবে দেখিবেন; আস্তিক এক অর্থ নিষ্পন্ন করিবেন, নাস্তিক অন্য অর্থ নিষ্কাশন করিবেন; সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু এক অর্থ দেখিতে পাইবেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর চক্ষে উহার অন্যরূপ অর্থ প্রতিভাত হইবে। এই কারণেই বেদাধ্যয়নে অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কি বুঝিতে মানুষ কি বুঝিবে—কি করিতে মানুষ কি করিয়া ফেলিবে,—সেই আশঙ্কাতেই ঋষিগণ যাহাকে তাহাকে বেদ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞতা-জনিত কর্ম্মের ফল, ইষ্ট-হেতু না হইয়া, অনেক সময় অনিষ্ট-সাধক হইয়া থাকে। এই অগ্নি—ইহার ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান না থাকিলে, কি অনিষ্টই না সাধিত হয়! অজ্ঞান শিশু হস্তপ্রসারণে দীপশিখা ধরিতে যায়। সে যদি সহসা দীপশিখায় হস্তপ্রদান করে, দগ্ধীভূত হইয়া তাহাকে যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। সেই জন্যই পিতামাতা শিশুকে অগ্নিশিখার প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতে নিষেধ করেন। যে অজ্ঞ, সে জানে না—অগ্নির দাহিকা-শক্তি কিরূপ যন্ত্রণাপ্রদ! বৈদিক সূক্তগুলিকে—প্রতি ঋকটীকে সেইরূপ অগ্নিশিখা বলিয়া মনে করিতে হইবে। অগ্নির ব্যবহার না জানিলে অগ্নির প্রয়োগ যেমন অনিষ্টকর; ঐ সকল ঋকের এবং সূক্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া উহার প্রয়োগে সেইরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা। অগ্নির নিকটে অগ্রসর না হওয়া বরং ভাল; কিন্তু নিকটে গিয়া অজ্ঞতা-নিবন্ধন তাহাতে দগ্ধীভূত হওয়া কদাচ শ্রেয়ঃ নহে।

বলিয়াছি তো, এক একটী সূক্তের—এক একটী ঋকের—বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। স্বধর্ম্ম-পরায়ণ অজ্ঞানী এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানী—দুই জন দুই ভাবে ঋক্-সমূহের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারে। অজ্ঞানী অথচ স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি যে অর্থের যে পথের অনুসরণে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন, প্রতি ঋকের বিশদ ব্যাখ্যায় আমরা সেইরূপ আভাসই প্রদান করিতেছি। আগ্নেয়-সূক্ত জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের প্রস্ফুট সমুজ্জ্বল আলোকমালা।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক—সকল মানব-সমাজেই, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য—পৃথিবীর সকল দেশেই, কোন-না কোনও আকারে অগ্নি-দেবের পূজা প্রচলিত ছিল ও আছে। আবহমান্‌কাল সংসারে অগ্নিদেদেবের পূজা চলিয়া আসিতেছে। আজ যাঁহারা অগ্নি-পূজার প্রসঙ্গে আর্য্যজাতিকে জড়োপাসক বলিয়া উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! জড়ের পূজা—ভ্রান্তি-বিশ্বাস—কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? আর, ভ্রান্তির—মিথ্যার অনুসরণই বা কত কাল কত জন মানুষ করিতে পারে? জগতের ইতিহাসে অগ্নিপূজার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হই, তাহাতে বুঝিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোনও জনপদ ছিল না বা নাই,—যাহাদের পিতৃপুরুষগণ কোন-না-কোনও আকারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করেন নাই! তাঁহারা কি সকলেই ভ্রান্ত ছিলেন? পৃথিবীর—সারা পৃথিবীর

সকল মনুষ্যই কি বিভ্রমগ্রস্ত? * কখনই তদ্রূপ সিদ্ধান্ত মনে স্থান দেওয়া যায় না। সংসারে আজিও যে বেদ সম্পূজিত হইতেছে, আজিও যে 'বেদ-বাক্য' বলিতে নিত্য-সত্য-সনাতন অর্থ সূচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ,—নিশ্চয়ই উহার মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিহিত আছে,—নিশ্চয়ই উহাতে সদ্বস্তু ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অগ্নি-পূজা বলিতে, সম্মুখে পরিদৃশ্যমান্ জ্বালামালাময় ঐ অগ্নির পূজা মাত্র নহে। ঐরূপ পূজার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, ঐ অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্তি আসিবে; অগ্নির পূজার লক্ষ্যই এই যে, ঐ অগ্নির পূজা করিতে করিতে, যিনি সকল অগ্নির মূলাধার, তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ ঘটিবে। শিশু বর্ণমালা শিক্ষা করে কেন? উদ্দেশ্য বর্ণমালা-সংগ্রথিত ভাষা-বন্ধনীর মধ্য হইতে ভবিষ্যতে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। এই অগ্নিপূজার লক্ষ্যও সেইরূপ। উদ্দেশ্য এই যে,—এই পার্থিব অগ্নির মধ্য দিয়া, যজ্ঞকুণ্ডের এই আবেষ্টনীর অভ্যন্তর বাহিয়া, সেই অগ্নিময়ের—সেই জ্ঞানময়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সম্প্রদায়ই এই লক্ষ্য লইয়াই অগ্নিপূজার বিধান করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানী না বুঝিতে পারিলেও এই পূজার ফলে ক্রমশঃ সে জ্ঞান-রাজ্যের পথ পরিস্কৃত দেখিবে। অন্ধ জীব!—জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউক,—প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ঋগ্বেদে প্রথমে আগ্নেয়-সূক্তের অবতারণা হইয়াছে।

---

* পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন জাতি প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া আছে, তাহাদিগের সকলের মধ্যেই অগ্নিদেবের পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রাচীন পারসিকগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং তাঁহাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে আজিও অগ্নিপূজা প্রচলিত দেখি। পারসিকগণের প্রধান উপাস্য দেবতা—অগ্নি। তাঁহারা অগ্নিদেবকে 'অতর' বলিতেন। নর্য্যসংহ (নর্য্যসজ্ঝ) নামেও অগ্নিদেব তাঁহাদের নিকট সম্পূজিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির একটী নাম—'নরাশংস'। উহার অর্থ—মানব-প্রশংসিত। ঐ 'নরাশংস' শব্দ হইতেই 'নর্য্যসজ্ঝ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন। পারসিকগণের যে প্রধান উপাস্য দেবতা 'অহুরমজ্‌দ', তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'জেন্দ আভেস্তার' আলোচনায় বুঝা যায়, তিনিই অগ্নি - তিনিই নর্য্যসজ্ঝ। অতরকে অহুরমজ্‌দের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, যিনি অগ্নির আদি, অগ্নি যাঁহার বিভূতি, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্নির পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হেলেনিক গ্রীকগণের মধ্যে ও পারসিকগণের মধ্যে এইরূপ অগ্নির প্রাধান্য দেখিতে পাই। তাঁহাদের দেবতা—হেফাইষ্টো (Haphaistos)। হেফাইষ্টো নাম ঋগ্বেদের 'যুবা' বা 'যবিষ্ঠ,—অগ্নির এই নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল—অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। 'প্রমেথিয়স" (Prometheus), ফোরোনিয়াস (Phoroneus) 'ভল্কান" (Vulcan), 'ইগ্নিস্" (Ignis), এবং 'ওগ্নি' (Ogni) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অগ্নিদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, ঐ সকল শব্দ সেই একই দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। অপিচ, ঐ সকল শব্দে যথাক্রমে ঋগ্বেদোক্ত অগ্নির নামের অনুসরণ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"In this name Yavishtha, we may recognise the Hellenic Hephaistos, And we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus, to Bharuayu, and the Latin Vulcans to the Sanskrit Ulka"—Cox's *Mythology of the Aryan Nations*. "Agni is the god of fire; the Ignis of the Latins, the Ogni of the Sclavonians"—*Muir's Sanskrit Text.* এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, পৃথিবীর সকল জাতিই জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বরের বিভূতি-জ্ঞানে অগ্নিদেবের উপাসনা করিতেন।

দ্বিতীয় (বায়বীয়) সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অগ্নিমীল ইত্যাদিসূক্তমগ্নিষ্টোমস্য প্রাতরনুবাকে যথা বিনিযুক্তং তথা বায়বায়াহীত্যাদয়স্তৃচাঃ প্রউগশস্ত্রে বিনিযুক্তাঃ। তত্রেদং চিন্ত্যতে—শস্ত্রং কিং দেবতাস্মরণরূপং সংস্কারকর্ম্ম কিংবা দৃষ্টফলং প্রধানকর্ম্মেত্যত্র পূর্ব্বপক্ষং জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস ॥

স্তুতশস্ত্রয়োস্তু সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাদিতি। ১। আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং শংসতীতি শ্রূয়তে। তত্র স্তুতিঃ শংসনং চ গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানম্। ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচমিত্যত্র দৃষ্টত্বাৎ (ঋ০ সং ১।২।৩৬)। এবং সতি যাজ্যান্যায়েন গুণিন্যা দেবতায়া অভিধায়কত্বেন স্তুতশস্ত্রয়োঃ সংস্কাররূপত্বমভ্যুপেয়ম্। যাজ্যায়াস্তদ্রূপত্বং দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে দৃষ্টার্থলাভেন নির্ণীতম্। তদ্বদত্রাপি। তুশব্দঃ প্রধানকর্ম্মত্বং ব্যবর্ত্তয়তি ॥ সিদ্ধান্তী তৎপক্ষং দূষয়তি।

দ্বিতীয় (বায়বীয়) সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

যেমন, অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের প্রাতরনুবাকে "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ "বায়বায়াহি" ইত্যাদি তৃচ সকল প্রউগ-শস্ত্রে (সোমযাগে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদন্তর্গত একতম শস্ত্রে) বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। এস্থলে বিচার্য্য,—শস্ত্র বলিতে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্মকে বুঝায়?—না, অদৃষ্টফলপ্রধান কর্ম্মকে বুঝায়? সিদ্ধান্ত উপলক্ষে মহর্ষি জৈমিনি, পূর্ব্বপক্ষরূপে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন; যথা,—

"স্তুতশস্ত্রয়োস্তু সংস্কারো যাজ্যাবদ্দেবতাভিধানত্বাৎ" ॥ ১ ॥ অর্থাৎ স্তুত ও শস্ত্র এই পদদ্বয়ে উহাদের সংস্কার অর্থাৎ জ্ঞান হেতু যাজ্যার ন্যায় দেবতার অভিধান হয়। এই জন্যই ঐ শব্দদ্বয়ে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্মকেই বুঝাইয়া থাকে। (অর্থাৎ,—যে যাজ্যার বা মন্ত্রের উল্লেখে হোমকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যেমন দেবতার বিষয়ই কথিত বা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেইরূপ স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দেবতার গুণকীর্ত্তনই সমাহিত হয়। ঐ দুই শব্দে দেবতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্মকেই শস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।) "আজ্যৈঃ স্তুবতে", "পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্তোত্রবিধান এবং "প্রউগং শংসতি", "নিষ্কেবল্যং শংসতি",—এই সকল শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা শস্ত্র-বিধান কথিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রুতিবাক্যে স্তুতি ও শংসন বলিতে গুণিব্যক্তিতে বিদ্যমান গুণের কথনকে বুঝায়। যেহেতু, "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচম্"—এই ঋকে ইন্দ্রদেবের গুণকথনকে বুঝাইতেছে। এইরূপে, যাজ্যা-ন্যায়ের দ্বারা, স্তুত এবং শস্ত্র শব্দের সংস্কার, গুণবতী দেবতার গুণকথন প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। যাজ্যার দেবতাস্মরণরূপ ফলও দশমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দৃষ্টার্থলাভের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "তু" শব্দে প্রধান কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধান্তবাদী পর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রতি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে তাঁহারা সূত্রিত করিয়াছেন; যথা—

অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্নশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাদিতি। ২। তুশব্দেন সংস্কারত্বং বারয়তি। সংস্কারপক্ষে প্রয়োজনবশেন মন্ত্রঃ স্বস্থানাদপকৃষ্যেত। কুতঃ। মন্ত্রগতং দেবতাবাচকং যদিন্দ্রাদিনামাস্তি তচ্চোদনয়া মন্ত্ররূপয়া প্রতিপাদ্যস্য দেবতারূপস্যার্থস্য গুণভূতম্। তস্মাদ্যত্র প্রধানভূতদেবতাস্তি তত্র গুণভূতো মন্ত্রো নেতব্যঃ। তদ্যথা। মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধাবভি ত্বা শূরেত্যয়ং প্রগাথ আম্নাতঃ (ঋ০ সং ৫।৩।২১)। স চেন্দ্রং প্রকাশয়তি ন তু মহেন্দ্রম্। ততো যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্রায়ং প্রগাথোঽপকর্ষণীয়ঃ। তথা সতি ক্রমসন্নিধী বাধ্যেয়াতাম্। তদেতৎ সিদ্ধান্তিনাভিহিতং দূষণং পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে।

বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাদিতি। ৩। বাশব্দঃ প্রগাথস্যান্যত্রনয়নং বারয়তি। মন্ত্রে যদেতদিন্দ্রশব্দাভিধানং তদেতন্মহত্ত্বগুণোপলক্ষণার্থং স্যাৎ। যথা সা বা এষা (তৈ০ সং ৩।৪।৩) সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যামালভেতেত্যত্রাজাবশাশব্দেন চোদিতে কর্ম্মণি ছাগশব্দেন কেবলেন যুক্তা নিগমাঃ বশাত্বগুণমুপলক্ষয়ন্তি তদ্বৎ। তস্মান্মহত্ত্বগুণযুক্তে চোদিতে কর্ম্মণি নির্গুণেনেন্দ্র-

---

"অর্থেন ত্বপকৃষ্যেত দেবতানাম্নশ্চোদনার্থস্য গুণভূতত্বাৎ" ॥ ২ ॥ এই সূত্রস্থিত "তু" শব্দ, সংস্কার-কর্ম্মকে নিষেধ করিতেছে। সংস্কার পক্ষে (স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থ যদি দেবতা-স্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে) প্রয়োজনবশতঃ মন্ত্র স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। কেন-না, মন্ত্র-সমূহে দেবতাবাচক যে ইন্দ্রাদি নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্ররূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতিপাদ্য দেবতারূপ অর্থের গুণভূত হয়। (অর্থাৎ, মন্ত্রে যে সকল দেবতার নাম আছে, সেই সকল নাম মন্ত্রোক্ত দেবতা-বিশেষের গুণভূত। তদ্দ্বারা সেই সেই দেবতারই গুণ-কীর্ত্তন হইয়া থাকে। সে হিসাবে শস্ত্র শব্দে দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার কর্ম্ম বুঝাইতে পারে না।) সেই হেতু যেখানে দেবতা প্রধানভূত, সেখানে গুণভূত মন্ত্র গ্রহীতব্য। যেমন, মাহেন্দ্রগ্রহসন্নিধানে "অভিত্বা শূর" ইত্যাদি প্রগাথ (মন্ত্র) পঠিত হয়। সেই মন্ত্র ইন্দ্রকে প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র প্রকাশ পান না। সুতরাং যে স্থলে কেবলমাত্র ঐন্দ্র (ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া) কর্ম্ম করা হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলেই এই প্রগাথ মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে ক্রম ও সন্নিধি· বাধ্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়। (অর্থাৎ মাহেন্দ্র-সন্নিধানে উক্ত প্রগাথ মন্ত্র পাঠ করিলে কোনই ফলোদয় হয় না)। সেই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত-বাদি-কথিত দোষ, পূর্ব্বপক্ষবাদী সমাধান করিতেছেন ; যথা,—

"বশাবদ্বা গুণার্থং স্যাৎ" ॥ ৩ ॥ সূত্রস্থ "বা" শব্দের দ্বারা প্রগাথমন্ত্রের অন্যত্র-নয়ন দোষ নিবারিত হইতেছে। মন্ত্রে যাহা ইন্দ্র শব্দাভিধান বলা হইয়াছে, তাহা মহত্ত্বগুণের উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন "সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজাবশা বায়ব্যামালভেত" এই বাক্যে অজাবশা শব্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কেবল ছাগশব্দযুক্ত নিগম-সকল, বশাত্বগুণকে উপলক্ষণ করে; তদ্রূপ মন্ত্রস্থ সেই ইন্দ্র শব্দে কেবল মহত্ত্বগুণ উপলক্ষিত হইতেছে। (অর্থাৎ,—'অজাবশা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে যেমন ছাগশব্দযুক্ত মন্ত্র-সমূহ বশাত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ মন্ত্রনিহিত ইন্দ্র শব্দের দ্বারাও মহত্ত্বাদি গুণের বিষয় উপলব্ধি হইতেছে। (তাহা হইলে মহত্ত্বগুণযুক্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে কেবলমাত্র গুণহীন ইন্দ্রদেবতার অভিধান হইলেও কোনও বিরোধ ঘটে না। লোকেও

শব্দেনাভিধানমবিরুদ্ধম্। লোকেঽপি মহারাজে কেবলরাজশব্দপ্রয়োগমপি পশ্যামঃ। তদেতৎ সমাধানং সিদ্ধান্তী দূষয়তি।

ন শ্রুতিসমবায়িত্বাদিতি ।৪। যদুক্তং বশান্যায়েন রাজন্যায়েন বাস্য গ্রহস্যেন্দ্রো দেবতা যুজ্যতে ইতি তন্ন দেবতাত্বস্য তদ্ধিতশ্রুতিসমবায়িত্বাৎ মাহেন্দ্রগ্রহ ইত্যত্র সাস্য দেবতেত্যস্মিন্নর্থে মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌ চ। পা০ ৪।২।২৯। ইতি মহেন্দ্রশব্দাদণ্ প্রত্যয়ো বিহিতঃ। তস্মান্মহেন্দ্র এব দেবতা ন ত্বিন্দ্রঃ। বিপক্ষে বাধমাহ॥

গুণশ্চানর্থক ইতি ।৫। যদীন্দ্রো দেবতা স্যাত্তদানীমৈন্দ্রগ্রহ ইত্যেতাবতৈবার্থাবগতৌ মাহেন্দ্র ইতি মহত্ত্বগুণোঽনর্থকঃ স্যাৎ। চকারঃ পূর্ব্বহেতুনা সমুচ্চয়ার্থঃ। হেত্বন্তরমাহ—

তথা যাজ্যাপুরোরুচোরিতি ।৬। ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োর্দেবতয়োর্ভেদে যথা মহত্ত্বগুণঃ সার্থকস্তথা যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যয়োর্ভেদোঽপ্যস্মিন্নেব পক্ষে উপপদ্যতে। ঐন্দ্রসানসিমিত্যাদিকে (ঋ০ সং ১।১।১৫) ইন্দ্রস্য যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যে। মহাং ইন্দ্রো য (ঋ০ সং ৫৮।৯) ওজসেত্যাদিকে মহেন্দ্রস্য। পূর্ব্বপক্ষিণোক্তে বশাদৃষ্টান্তে বৈষম্যাহ—

বশায়ামর্থসমবায়াদিতি ।৭। যা বশা বিধিবাক্যে শ্রুতা তস্যা এব নিগমেষু ছাগশব্দেন

মহারাজ শব্দে কেবল রাজ শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখিয়া থাকি। এইরূপ সমাধানেও সিদ্ধান্তবাদিগণ পুনরায় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

"ন শ্রুতিসমবায়িত্বাৎ" ॥ ৪ ॥ বশা-ন্যায় বা রাজ-ন্যায় যুক্তি প্রদর্শনে পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ বলিয়াছেন,—মাহেন্দ্রগ্রহ বিষয়ে যদি কেবলমাত্র ইন্দ্রদেবতার অভিধান করা যায়, তাহাতেও কোনও বাধা নাই। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, দেবতাত্বে তদ্ধিত ও শ্রুতিসমবায়িত্ব বিদ্যমান। সেই হেতু "মাহেন্দ্রগ্রহ" শব্দে "মহেন্দ্র এই গ্রহের দেবতা"—এই অর্থ সূচিত হইতেছে। আর সেইজন্য "মহেন্দ্রাদ্ঘাণৌচ" (পা০ ৪।২।২৯) এই সূত্রের দ্বারা মহেন্দ্র শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। সেই জন্য মাহেন্দ্র-গ্রহের মহেন্দ্রই দেবতা,—ইন্দ্র নহেন। বিপক্ষে বাধা দেখাইবার জন্য সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—

"গুণশ্চানর্থকঃ" ইতি ॥ ৫ ॥ যদি (মাহেন্দ্র গ্রহে) ইন্দ্রই দেবতা হয়েন, তাহা হইলে 'ঐন্দ্রগ্রহ' এই অর্থের উপলব্ধি হয়; আর সেই জন্য মাহেন্দ্র পদে মহত্ত্বগুণ নিরর্থক হইয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রের অন্তর্গত চ-কার পূর্ব্ব-হেতুর সমুচ্চয়ার্থজ্ঞাপক। এ বিষয়ে হেত্বন্তর প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তবাদীরা বলিতেছেন,—

"তথা যাজ্যাপুরোরুচোঃ" ॥ ৬ ॥ ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার পরস্পর ভেদ হইলে যেমন মহত্ত্বগুণের সার্থকতা হইতে পারে; সেইরূপ যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যার ভেদও এই (সিদ্ধান্ত) পক্ষে সার্থক হয়। "ঐন্দ্র সানসিং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা এবং "মহাং ইন্দ্রো য ওজসে" ইত্যাদি মন্ত্রে মহেন্দ্রের যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা হয়,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষবাদী কর্ত্তৃক যে বশা দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার বৈষম্য দোষ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"বশায়ামর্থসমবায়াদিতি" ॥ ৬ ॥ বিধিবাক্যে যে বশা শব্দ শ্রুত হইয়াছে, মন্ত্রস্থ ছাগ শব্দের

ব্যবহারো ন বিরুদ্ধঃ। ছাগত্বলক্ষণস্যার্থস্য বশায়াং সমবেতত্বাৎ। তচ্চ প্রত্যক্ষেণোপলভ্যতে। ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োস্তু ভেদ উপপাদিতঃ। তস্মাদ্বিষমো দৃষ্টান্তঃ॥ এবং সংস্কারপক্ষে প্রগাথস্যৈন্দ্র-কর্ম্মণ্যপকর্ষপ্রসঙ্গাত্তদ্বারয়িতুং স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ প্রধানকর্ম্মত্বমিতি সিদ্ধান্তিনো মতম্॥ পুনরপি পূর্ব্বপক্ষী তদেতন্মতং নিরাচষ্টে—

যত্রেতি বার্থবত্ত্বাৎ স্যাদিতি। ৮। বাশব্দঃ সিদ্ধান্তিমতব্যাবৃত্ত্যর্থম্। যত্রৈন্দ্রং কর্ম্ম তত্র প্রগাথো নেতব্য ইত্যয়মেব পক্ষঃ স্যাৎ। কুতঃ। অর্থবত্ত্বাৎ। ঐন্দ্রো মন্ত্র ইন্দ্রং প্রকাশয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থবান্ স্যাৎ। মহেন্দ্রং তু প্রকাশয়িতুমসমর্থত্বাদানর্থক্যং প্রগাথস্য প্রসজ্যেত। তস্মাদ্ দেবতাপ্রকাশরূপসংস্কারকর্ম্মত্বমেব স্তোত্রশস্ত্রয়োর্যুক্তমিতি স্থিতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। অথ সিদ্ধান্তমাহ॥

অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতীক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতামিতি। ৯। অপি বেত্যনেন সংস্কারকর্ম্মত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। স্তৌতিধাতুঃ শংসতিধাতুশ্চেত্যেতাবুভাবপি স্বপ্রকরণে এব কস্যাশ্চিৎপ্রধানক্রিয়ায়া উৎপত্তিং বিদধ্যাতাম্। কুতঃ। শ্রুতিসংযোগাৎ তয়োর্ধাত্বোর্বাচ্যোঽর্থঃ শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। তৎসংযোগঃ প্রধানকর্ম্মত্বে সিধ্যতি।

দ্বারা সেই বশার ব্যবহার বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু, ছাগত্ব-লক্ষণের অর্থ বশাতে নিত্য সমবেত রহিয়াছে। তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে। ইন্দ্র ও মহেন্দ্র দেবতার ভেদও সেস্থলে উপপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বৈষম্য-দোষনিবন্ধন বশা-দৃষ্টান্তের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল না। এরূপস্থলে (স্তোত্র শব্দের দেবতাস্মরণরূপ) সংস্কারপক্ষে কেবলমাত্র ঐন্দ্রকর্ম্মে প্রগাথ-মন্ত্রের অপকর্ষ দোষ হয়। সেই দোষ অপনোদনের নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে প্রধান কর্ম্মই সূচিত হইয়া থাকে,—সিদ্ধান্তবাদিগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পুনরায় পূর্ব্বপক্ষবাদী উক্ত মত নিরাকৃত করিতেছেন ; যথা,—

"যত্রেতি বার্থবত্ত্বাৎ স্যাৎ" ॥ ৮ ॥ সিদ্ধান্তবাদীর মত খণ্ডনের নিমিত্ত সূত্রের মধ্যে "বা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে ঐন্দ্র (ইন্দ্রের উদ্দেশে) কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রগাথ-মন্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। কারণ, একমাত্র ইন্দ্রের সহিতই উহার অর্থত্ব বিদ্যমান। এইজন্য ঐন্দ্রমন্ত্র কেবলমাত্র ইন্দ্রকেই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়,—এইরূপ অর্থের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু সে মন্ত্র মহেন্দ্রকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা হইলেই মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের আনর্থক্যদোষপ্রসক্তি হইতেছে। (অর্থাৎ—মহেন্দ্র সম্বন্ধে প্রগাথ-মন্ত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না।) অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের দেবতাপ্রকাশনরূপ সংস্কার-কর্ম্মত্বই যুক্তিযুক্ত হইল,—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অনন্তর সিদ্ধান্ত হইতেছে,—

"অপি বা শ্রুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতিশংসতীক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতাম্" ॥ ৯ ॥ "অপি" ও "বা" শব্দদ্বয়ের দ্বারা (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের দেবতা-প্রকাশনরূপ) সংস্কার-কর্ম্মত্ব ব্যাবর্ত্তিত হইতেছে। স্তৌতি (ষ্টুঞ্) ধাতু ও শংসতি (শন্‌স) ধাতু—এই উভয় ধাতুই স্বীয় স্বীয় প্রকরণে কোনও একটী প্রধানক্রিয়ার বিধান করিয়া থাকে। কেন এইরূপ প্রধান ক্রিয়া বিহিত হয়? কারণ, তাহাতে শ্রুতিসংযোগ আছে। সেই উভয় ধাতুর বাচ্য অর্থ ই শ্রুতি-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে ; আর তাহার সংযোগ প্রধান-কর্ম্মত্বেই সিদ্ধ

তথা হি গুণিনমুপসর্জ্জনীকৃত্য তন্নিষ্ঠানাং গুণানাং প্রাধান্যেন কথনং স্তুতিঃ। যো দেবদত্তঃ স চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ইত্যুক্তে সর্ব্বে জনাঃ স্তুতিমবগচ্ছন্তি। গুণস্যোপসর্জ্জনত্বে তু ন স্তুতিঃ প্রতীয়তে। যশ্চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞস্তমাকারয়েত্যুক্তে স্তুতিং ন মন্যন্তে কিংত্বাহ্বানপ্রাধান্যমেব বুধ্যন্তে। এবং মন্ত্রেষ্বপি যা দেবতা সেয়মীদৃশৈর্গুণৈরুপেতেতি গুণপ্রাধান্যবিবক্ষায়াং মুখ্যঃ স্তৌতিধাত্বর্থো বিধীয়তে। তৎপক্ষে তু যেয়মীদৃগ্‌গুণযুক্তা সেয়ং দেবতেতি দেবতাস্মরণস্য প্রাধান্যাদিয়ং স্তুতির্ন স্যাৎ। ততঃ শ্রুতিবশাদেতে প্রধানকর্ম্মণী। তথা সতি দেবতাপ্রকাশনে তাৎপর্য্যাভাবাদৈন্দ্রোঽপি প্রগাথঃ স্বপ্রকরণগতে মাহেন্দ্রকর্ম্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে। যদি দেবতানুস্মরণরূপং দৃষ্টং প্রয়োজনং ন লভ্যেত তর্হ্যদৃষ্টমস্তু। প্রধানকর্ম্মত্বে হেত্বন্তরমাহ—

শব্দপৃথক্‌ত্বাচ্চেতি ।১০। দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি দ্বাদশশস্ত্রাণীত্যত্র দ্বাদশশব্দেন স্তোত্রাণাং পৃথক্‌ত্বমবগম্যতে। দেবতাপ্রকাশনপক্ষে সর্ব্বৈরপি মন্ত্রসঙ্ঘৈঃ কৃতস্য প্রকাশন-

---

হইতে পারে। তাহা হইলে গুণীকে উপসর্জ্জন (অপ্রধান) করিয়া তন্নিষ্ঠগুণের প্রাধান্য-কথনই স্তুতি নামে অভিহিত হয়। "যে দেবদত্ত, সেই চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ"—এইরূপ বলিলে, দেবদত্তের চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞতারূপ গুণের স্তুতি হইতেছে,—সকল ব্যক্তিই ইহা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু গুণের উপসৃষ্টত্ব (অপ্রাধান্য) হইলে, স্তুতি হইল না,—এইরূপ প্রতীতি জন্মে। কারণ, "যে ব্যক্তি চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ, তাহাকে ডাক—এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে, (চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির) স্তুতি হইল বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। পরন্তু 'চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ দেবদত্তকে ডাক' ইত্যাকার আহ্বানের প্রধান্যই বোধগম্য হইবে। সেইরূপ, মন্ত্র-সমূহেও "যিনি দেবতা, তিনি এবম্প্রকার গুণযুক্ত"—এতদুক্তিতে গুণের প্রাধান্য-খ্যাপনের ইচ্ছা বিদ্যমান্ থাকায়, মুখ্যস্তু (ষ্টুঞ্‌) ধাতুর অর্থেরই বিধান হইয়া থাকে। তোমার পক্ষে কিন্তু যিনি এই প্রকার গুণযুক্ত, তিনিই দেবতা,—ইহাই উপলব্ধি হয়। এইরূপ দেবতাস্মরণের প্রাধান্যাদি হেতু স্তুতি সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিবশতঃ (অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ-নিবন্ধন) এই স্তুত ও শস্ত্র শব্দকে প্রধানকর্ম্মত্বজ্ঞাপক বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেবতাপ্রকাশে তাৎপর্য্যের অভাব-হেতু ইন্দ্রনিষ্ঠ প্রগাথ মন্ত্র, স্বপ্রকরণগত মাহেন্দ্রগ্রহকর্ম্মে বিনিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধেও কোনও বাধা রহিল না। যদি দেবতাস্মরণরূপ দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজনের লাভ হউক? অর্থাৎ,—স্তুত ও শস্ত্র এতদুভয়কে যদি দেবতাস্মরণরূপ সংস্কার-কর্ম্ম বলি, তাহা হইলে কোনও দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ হইল না। যদি দৃষ্ট-প্রয়োজন লাভ না হয়; তাহা হইলে অদৃষ্ট-প্রয়োজন সিদ্ধ হউক, অর্থাৎ তাহাতে অদৃষ্ট অশেষ পুণ্য লাভ হউক,—এইরূপ আশঙ্কা-নিরসন-জন্য (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের) প্রধানকর্ম্মত্ব-সপ্রমাণে অন্য কারণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"শব্দপৃথক্‌ত্বাচ্চ" ॥ ১০ ॥ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দ্বাদশ স্তোত্র ও দ্বাদশ শস্ত্র আছে। এস্থলে দ্বাদশ শব্দের দ্বারা স্তোত্র-সমূহের সংখ্যার পৃথক্‌ত্ব বা স্বাতন্ত্র্য অবগত হওয়া যাইতেছে। দেবতা-প্রকাশন-পক্ষে ঐ মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বিভিন্ন সংস্কার-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও সে সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্য—একমাত্র দেবতা প্রকাশ করা। লক্ষ্য সেই এক অভিন্ন বলিয়া

স্যৈকত্বেন দ্বাদশসংখ্যা ন স্যাৎ। প্রধানকর্ম্মণাং ত্বাজ্যস্তোত্রপৃষ্ঠস্তোত্রাদিনামকানাং ভিন্নত্বাৎ দ্বাদশত্বসংখ্যোপপদ্যতে। এবং শস্ত্রবাক্যেঽপি যোজ্যম্। বিপক্ষে বাধমহে—

অনর্থকং চ তদ্বচনমিতি। ১১। অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে। অগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তীতি। তত্রৈব পুনরপ্যন্যদুচ্যতে। আগ্নেয়ীষু স্তবতে। আগ্নেয়ীঃ শংসতীতি। ত্বৎপক্ষে ত্বদ্বচনমনর্থকং স্যাৎ। চোদকপ্রাপ্তেষু স্তোত্রশস্ত্রমন্ত্রেষ্বাগ্নেয়গ্রহানুসারেণ দেবতাপদস্যোহে সত্যাগ্নেয়ত্বসিদ্ধেঃ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু দেবতাপ্রকাশনরূপত্বাভাবেনোহাভাবাদাগ্নেয়মন্ত্রান্তরবিধিবচনমর্থবদ্ভবতি। পুনরপি হেত্বন্তরমাহ—

অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়ত ইতি। ১২। সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে ইতি হ্যাম্নাতম্। সম্বন্ধশ্চ দ্বয়োর্ভবতি নত্বেকস্য। তস্মাৎ স্তোত্রশস্ত্রয়োরর্থভেদঃ প্রতীয়তে। স চ সংস্কারপক্ষে ন সংভবতি। দেবতাপ্রকাশনরূপস্যার্থ স্যৈকত্বাৎ। প্রধানকর্ম্মপক্ষে তু স্তোত্রকর্ম্ম শস্ত্রকর্ম্ম চেত্যর্থভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষ্টুঞ্‌ স্তুতৌ শংসুস্তুতাবিত্যেকার্থৌ তথাপি প্রগীতমন্ত্রসাধ্যং স্তোত্রম্। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যং শস্ত্রমিতি তয়োর্ভেদঃ। হেত্বন্তরমাহ—

স্তোত্র ও মন্ত্র সমূহের সংখ্যার (দ্বাদশ সংখ্যার) পার্থক্য সিদ্ধ বা সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু প্রধান-কর্ম্ম-সমূহের 'আজ্যস্তোত্র,' 'পৃষ্ঠস্তোত্র' প্রভৃতি নামের বিভিন্নতা হেতু, উহাদের দ্বাদশ সংখ্যা উপপন্ন হইতেছে। শস্ত্র-বাক্য বুঝিতে হইলেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এতৎসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও পূর্ব্বপক্ষবাদিগণ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—

"অনর্থকং চ তদ্বচনম্" ॥ ১১ ॥ "অগ্নিষ্টুতিঃ শ্রূয়তে", "আগ্নেয়া গ্রহা ভবন্তি" প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া পুনরায় সেস্থলে কথিত হইতেছে,—"আগ্নেয়ীষু স্তবতে", "আগ্নেয়ীঃ শংসতি।" এস্থলে তোমার পক্ষে তোমার বাক্যই অনর্থক হইতেছে। যেহেতু, যজ্ঞীয় সমবেতার্থস্মারক স্তোত্র ও শস্ত্র মন্ত্রে আগ্নেয়গ্রহানুসারে দেবতাপদের উহ হইলে আগ্নেয়ত্ব সিদ্ধ হয় সত্য; কিন্তু প্রধান-কর্ম্মপক্ষে দেবতাপ্রকাশনরূপ কর্ম্মের অভাব বশতঃ উহের অভাব হয়। অতএব উক্ত আগ্নেয়মন্ত্রান্তরের বিধিবাক্য সার্থক হইল। এ বিষয়ে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—

"অন্যশ্চার্থঃ প্রতীয়তে" ॥ ১২ ॥ "সম্বন্ধে বৈ স্তোত্রশস্ত্রে,"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, দুইটী ভিন্ন বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হয়। কিন্তু একটার হয় না। সেই নিমিত্ত স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের যে অর্থভেদ আছে, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু সংস্কার পক্ষে সেই স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের অর্থভেদ প্রতীয়মান হইতেছে না। যেহেতু দেবতা-প্রকাশনরূপ অর্থের একত্ব-নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের একত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রধানকর্ম্মপক্ষে এইটা স্তোত্রকর্ম্ম, এইটা শস্ত্রকর্ম্ম,—এইরূপ অর্থভেদ উপপন্ন হয়। যদিও ষ্টুঞ ধাতু ও শংসু ধাতু একার্থবোধক, অর্থাৎ ষ্টুঞ ধাতুর অর্থও স্তুতি আর শংসু ধাতুর অর্থও স্তুতি; তথাপি প্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম স্তোত্র এবং অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তুতির নাম শস্ত্র;—এইরূপ উভয় মন্ত্রের ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে পুনরায় অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

অভিধানং চ কর্ম্মবদিতি। ১৩। যথা প্রধানকর্ম্মাগ্নিহোত্রং জুহোতীতি দ্বিতীয়াসংযোগেনাভিহিতং তথা প্রউগং শংসতীত্যভিধীয়তে। অতস্তৎসাদৃশ্যাৎ প্রধানকর্ম্মত্বম্। হেত্বন্তরমাহ॥

ফলনিবৃত্তিশ্চেতি। ১৪। স্তুতস্য স্তুতমসীতি স্তোত্রানুমন্ত্রণমাম্নায়বাক্যশেষে স্তোত্রফলমেবাম্নাতম্। ইন্দ্রিয়াবন্তো বনেমহি ভক্ষীমহি প্রজামিষমিতি। ন তু দেবতাপ্রযুক্তং ফলমাম্নাতম্। অতো ন দেবতাসংস্কারঃ কিন্তু প্রধানকর্ম্মেতি স্থিতম্। অনেন তু নির্ণয়েন প্রয়োজনং বিকৃতিষু উহাভাবঃ। সংস্কারপক্ষে তু যস্যাং বিকৃতৌ দেবতান্তরং তত্র তদ্বাচকং পদমূহনীয়ং স্যাৎ। তস্মাভূদিতি প্রধানকর্ম্মত্বমুক্তম্। এতচ্চ দশমাধ্যায়ে সূত্রিতম্—গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাদিতি॥ অত্র সংগ্রহশ্লোকৌ॥

"প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণতো ন প্রধানতা।
দৃষ্টাদেবস্মৃতিস্তেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ॥ ১॥
স্মৃত্যর্থত্বে স্তৌতিশংস্যোর্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনম্।
তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি প্রাধান্যং শ্রূয়তে মতমিতি॥ ২॥"

"অভিধানং চ কর্ম্মবৎ"॥ ১৩॥ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু যেমন অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ অগ্নিহোত্রকে বুঝায়; "প্রউগং শংসতি" এই বাক্যেও দ্বিতীয়া বিভক্তির সংযোগ হেতু তেমনি অভিহিত প্রধান কর্ম্মরূপ প্রউগ শব্দকেই বুঝাইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সাদৃশ্য-নিবন্ধন স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দ যে প্রধানকর্ম্মজ্ঞাপক, তাহা স্থিরীকৃত হইল। এতৎসম্বন্ধে হেত্বন্তর প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"ফলনিবৃত্তিশ্চ"॥ ১৪॥ যেমন, "স্তুতস্য স্তুতমসি" বলিলে বুঝা যায়,—তুমি স্তোত্রেরও স্তুত হইতেছে। স্তোত্রানুমন্ত্রণরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে স্তোত্রফল-রূপে এই মন্ত্র পঠিত হয়। "ইন্দ্রিয়াবন্তো" প্রভৃতি স্তোত্রফলের বিষয়ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা দেবতাপ্রযুক্ত ফলের বিষয় উক্ত হয় নাই। অতএব, স্তুত ও শস্ত্র শব্দদ্বয়ের প্রধানকর্ম্মত্বই সিদ্ধ হইল; পরন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ে দেবতাসংস্কাররূপ কর্ম্ম অর্থাৎ দেবতাপ্রকাশনক্ষম সংস্কার-কর্ম্ম বলিয়া উপপন্ন হইল না। এইরূপ নির্ণয়-হেতু বিকৃতি-সমূহে উহের প্রয়োজন হয় না—ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু সংস্কার-পক্ষে বিকৃতি-যাগে যে দেবতান্তরের বিষয় কথিত হয়, সে স্থলে সেই দেবতাবাচক পদই উহনীয় হইয়া থাকে। অতএব (স্তুত ও শস্ত্র শব্দের) প্রধান-কর্ম্মত্ব উক্ত হইল। এতদ্বিষয় দশমাধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে;—"গ্রহাণাং দেবতান্যত্বে স্তুতশস্ত্রয়োঃ কর্ম্মত্বাদবিকারঃ স্যাৎ"। অর্থাৎ, গ্রহাধিষ্ঠিত দেবগণের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য-হেতু, অপিচ স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধান-কর্ম্ম-নিষ্পাদক বলিয়া, তাহাদের বিকৃতি সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে দুইটী সংগ্রহ-শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে; তাৎপর্য্য; যথা,—

'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি বিধিবাক্যে গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে বলিয়া, স্তোত্র এবং শস্ত্র শব্দ প্রধানরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ দৃষ্ট হইলেই স্মৃত হইতে পারে। (অর্থাৎ, যাহাকে দেখা যায়, তাহাকে বা তাহার বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে। অদৃষ্ট-স্মরণ] সম্ভবপর নহে)। অতএব স্তোত্র ও শস্ত্র শব্দের গুণপ্রাধান্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। ১। এই সংশয় নিরসনার্থ দ্বিতীয় শ্লোক কথিত হইতেছে। স্তু (ষ্টুঞ্ৎ) ধাতু ও শংস (শন্সু)

অগ্নিষ্টোমে সুত্যাদিনে সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রেষিতো হোতা প্রাতরনুবাকমনুব্রূয়াৎ। এতচ্চৈতরেয়ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতম্—দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহীত্যাহাধ্বর্য্যুরিত্যাদি ব্রাহ্মণম্ (ঐ০ ব্রা০ ২।১৫)। তস্মিংশ্চ প্রাতরনুবাকেঽগ্নিমীলে ইত্যাদিসূক্তমন্তর্ভূতম। তচ্চ ব্যাখ্যাতম্। প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেবগ্রহণাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রং হোত্রা শংসনীয়ম্। তচ্চ শস্ত্রম্। বায়বায়াহীত্যাদিসপ্ততৃচাত্মকং এতচ্চ ব্রাহ্মণে গ্রহোক্থমিত্যাদিখণ্ডে প্রপঞ্চিতম্। (ঐ০ ব্রা০ ৩।১)। তথা পঞ্চমাধ্যায়ে। আ০ ৫।১০। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিত্যাদিখণ্ডে সূত্রিতং চ। অত্রেয়মনুক্রমণিকা—বায়ো বায়ব্যৈন্দ্রবায়বমৈত্রাবরুণাস্তৃচাঃ অশ্বিনা দ্বাদশাশ্বিনৈন্দ্রবৈশ্বদেবসারস্বতাস্তৃচাঃ। সপ্তৈতাঃ প্রউগদেবতা ইতি। অস্যায়মর্থঃ—বায়বায়াহীত্যাদিকং নবর্চ্চং সূক্তম্। অগ্নিং নবেত্যতো নবশব্দস্যানুবৃত্তেঃ। তত্রাদ্যস্তৃচো বায়ুদেবতাকঃ। দ্বিতীয় ঐন্দ্রবায়ুদেবতাকঃ। তৃতীয়োমিত্রাবরুণদেবতাকঃ। অশ্বিনেত্যাদিকং দ্বাদশর্চ্চঃ সূক্তম। তত্রাদ্যস্তৃচ আশ্বিনঃ। দ্বিতীয় ঐন্দ্রঃ। তৃতীয়ো বৈশ্বদেবঃ। চতুর্থঃ সারস্বতঃ। তেষু তৃচেষু প্রতিপাদ্যা বায়্বাদয়ঃ সরস্বত্যন্তাঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ প্রউগশস্ত্রস্য দেবতা ইতি। মধুচ্ছন্দসোঽনুবর্ত্তনাৎ স এবর্ষিঃ। তথৈবানুবৃত্ত্যা গায়ত্রং ছন্দঃ। বায়ব্যে তৃচে প্রথমা গ্রহস্যৈন্দ্রবায়বস্যৈকা পুরোঽনুবাক্যা।

ধাতুর অর্থ যদি স্মৃতি বা দেবতাস্মরণ হয়, তাহা হইলে ঐ ধাতুদ্বয়ের শ্রৌতার্থ প্রতিপন্ন হয় না। সেই নিমিত্ত অদৃষ্ট প্রয়োজন হইলেও (স্তুতি ও শস্ত্র শব্দের) কর্ম্ম-প্রধান্যই শ্রুতিসম্মত, ইহাই সমর্থিত হইতেছে। ২।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সুত্যাদিনে (সোমযাগের শেষ দিনে) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রেষিতহোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করিবেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এতদ্বিষয়ের বিধান আছে। "দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যো হোতরনুব্রূহি ইতি।" অর্থাৎ, 'হে হোতঃ। যে সকল দেবতা এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাতরনুবাক বল'? এই কথা অধ্বর্য্যু বলিলেন। "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি সূক্ত, সেই প্রাতরনুবাকের অন্তর্নিহিত আছে। তাহার ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের) প্রাতঃসবনে বৈশ্বদেব গ্রহণের পর হোতা কর্ত্তৃক প্রউগ-শস্ত্র-মন্ত্র পঠিত হইবে। সেই প্রউগ-শস্ত্রও "বায়বায়াহি" ইত্যাদি সপ্ততৃচাত্মক। ইহাও ব্রাহ্মণান্তর্গত "গ্রহোক্থ" ইত্যাদি খণ্ডে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ পঞ্চমাধ্যায়ে (আ০ ৫।১০) "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" ইত্যাদি খণ্ডে তাহা সূত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ,—শস্ত্রমন্ত্রের পূর্ব্ব স্তোত্র মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে ইহাই অনুক্রমণিকা। "বায়বায়াহি" ইত্যাদি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্তই বায়বীয় সূক্ত নামে কথিত। যেহেতু "অগ্নিং নব" হইতে নব-সংখ্যার অনুবৃত্তি আসিতেছে। (তিনটী ঋক্ দ্বারা একটী তৃচ হয়)। এই সূক্তে তিনটী তৃচ আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে বায়ু, ঐন্দ্রবায়ু ও মিত্রাবরুণ। অশ্বিন সূক্তে বারটী ঋক্ ও চারিটী তৃচ্ আছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তৃচের দেবতা ক্রমান্বয়ে অশ্বিন, ইন্দ্র, বিশ্বদেব ও সরস্বতী। অতএব সেই তৃচ্-সমূহে প্রতিপাদ্য বায়ু হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত এই সপ্তসংখ্যক দেবতাই প্রউগ-শস্ত্রের দেবতা নামে অভিহিত। মধুচ্ছন্দার অনুবর্ত্তন হেতু মধুচ্ছন্দাই ইহাদিগের ঋষি। সেইরূপ অনুবৃত্তির দ্বারা এই সকল মন্ত্রের গায়ত্রীই ছন্দঃ। বায়ব্য তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেটী ঐন্দ্রবায়বগ্রহের একটী

এতচ্চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম। বায়ব্যা পূর্ব্বা পুরোঽনুবাক্যেন্দ্রবায়ব্যুত্তরেতি। তথা সূত্রিতং চ—বায়বায়াহিদর্শতেন্দ্রবায়ু ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে ইতি॥ বায়ব্যতৃচে প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

ঋঙ্মন্ত্রের কয়েকটী শব্দ।

সায়ণাচার্য্যের অনুক্রমণিকায় যজ্ঞ-প্রসঙ্গে অধুনা-অপ্রচলিত কয়েকটী শব্দের প্রয়োগ আছে। সেই সকল শব্দের মর্ম্ম এবং অগ্নি-সম্বন্ধে পুরাণাদির মত এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।—

প্রউগঃ।—শস্ত্র-মন্ত্র বিশেষ। সোমযাগে ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যে দ্বাদশ প্রকার শস্ত্র-মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে একতম শস্ত্র-বিশেষকে প্রউগ-শস্ত্র কহে।

পুরোহিতঃ।—পুরোহিতের নানা পর্য্যায়; যথা,—যজ্বা, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, নেষ্টা, পোতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি। বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গ সম্পাদন জন্য যখন বিভিন্ন পুরোহিতের আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়। হোতৃশ্রেণীর পুরোহিতগণ দেবগণকে আহ্বান করিতেন।

ঋত্বিক্।—পুরোহিতের নামান্তর। মনুর মতে—যিনি যাহার বরণীয় হইয়া অগ্ন্যাধেয়, পাকযজ্ঞসমূহ এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করেন, তিনি তাহার ঋত্বিক্ নামে অভিহিত।

পুরোডাশঃ।—হবনীয় দ্রব্যবিশেষ, অর্থাৎ যবচূর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত রুটিকা-বিশেষ। গ্রন্থান্তরে হুত-বস্তুর শেষ এবং সোমরসও পুরোডাশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

পুরোণুবাক্যা।—ঘৃত-পুরোডাশাদি হবির্গ্রহণকালীন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিত কর্ত্তৃক অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত হোমকর্ত্তা প্রথম যে ঋক্ পাঠ করেন, সেই ঋঙ্মন্ত্রকে পুরোনুবাক্যা কহে।

যাজ্যা।—যাগমন্ত্র; অর্থাৎ,—যে মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক হোম করা হয়, সেই মন্ত্রকে যাজ্যা কহে। যাজ্যা ও পুরোণুবাক্যার ভেদ এই যে—হবিরাদি গ্রহণকালীন মন্ত্রের নাম পুরোণুবাক্যা এবং দানকালীন মন্ত্রের নাম যাজ্যা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ইহাদের পার্থক্য বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

প্রেষিত হোতা।—যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) কর্ত্তৃক, ইন্দ্রদেবতার অর্চ্চনা কর, অগ্নিদেবতার পূজা কর,—এইরূপ অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত হোমকর্ত্তাকে প্রেষিত হোতা কহে।

উহঃ।—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের নিমিত্ত উপযুক্ত পদান্তরের সমন্বয়।

উক্থ।—মন্ত্রের নাম-বিশেষ। বেদ-মন্ত্রের বহু নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উক্থ অন্যতম। বৈদিক মন্ত্রের সেই সকল নাম—অর্ক, উক্থ, ঋচ, গির্, ধী, নিথ, নিবিৎ, মন্ত্র, মতি, সূক্ত, হোম, তৃচ, বচস প্রভৃতি। ঐ সকল বাক্যের দ্বারা বেদমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

পুরোনুবাক্যা। ইহা ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে,—"বায়ব্যা পূর্ব্বা পুরোনুবাক্যেন্দ্রবায়ব্যুত্তরা ইতি" (অর্থাৎ দেবতাদ্বয়াত্মক ঐন্দ্রবায়বগ্রহে) বায়ুদেবতাক ঋক্ প্রথম পুরোণুবাক্যা এবং ঐন্দ্রবায়বী ঋক্ উত্তরপুরোনুবাক্যা। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে,—"বায়বায়াহি দর্শতেন্দ্রবায়ু ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে;" অর্থাৎ "বায়বায়াহি" এবং "ইন্দ্রবায়ু ইমে সুতাঃ" এই দুইটী ঋক্ পুরোনুবাক্যা হইয়াছে। ইতি। বায়বীয় তৃচে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

অগ্নি।—ঋক-সমূহে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি ভূলোক-দ্যুলোকের মুখস্বরূপ ছিলেন। শাস্ত্র-গ্রন্থে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে রূপকে বহু বিবরণ বিবৃত আছে। কেহ কেহ বলেন,—অগ্নি ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হইয়াছে।

অগ্নির রূপ-বর্ণনায় আদিত্য-পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—অগ্নিদেব রক্তবর্ণ; লোচনদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ; তিনি স্থূলোদর; তাঁহার হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র বিরাজমান। ঋগ্বেদের একত্রিংশৎ সূক্তে অগ্নিদেবের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অগ্নির বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে বর্ণিত আছে; যথা,—গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য প্রভৃতি। গৃহপতি বলিয়া তাঁহার নাম—গার্হপত্য; যজমান কর্তৃক দক্ষিণ দিকে স্থাপন হেতু তাঁহার নাম—দক্ষিণ; তাঁহার অভিমুখে হোম করা হয় বলিয়া তিনি আহবনীয়। সভাগত অগ্নি সভ্যাগ্নি; আর পচনাগ্নি আবসথ্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন অগ্নিতে হোম করিলে বিভিন্ন ফলের বিষয় উপপন্ন হইয়াছে। গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিলে, বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়। দক্ষিণাগ্নিতে হোম নিষ্পন্ন হইলে, যাজ্ঞিক অন্তরীক্ষ জয় করিতে সমর্থ হন। আহবনীয় অগ্নিতে হোম বা আহুতি প্রদান করিলে সনক্ষত্র দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ জয় করিতে পারা যায়। যাজ্ঞিক যদি আবসথ্যাগ্নিতে হোম করেন, তাহা হইলে তিনি সস্ত্রীক সপ্তর্ষিলোক প্রাপ্ত হন। সভ্যাগ্নিতে হোম করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়।

অগ্নির নাম সম্বন্ধে, পণ্ডিতগণ বলেন,—তিনি সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হন বলিয়া, তাঁহার নাম অগ্নি হইয়াছিল। যজ্ঞকালে বিভিন্ন নামধেয় বিভিন্ন অগ্নি বিভিন্ন দিকে প্রজ্বালিত করিবার বিধি ছিল। ঐইরূপে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্বালিত হইত। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নি, পূর্ব্বদিকে আহবনীয়াগ্নি প্রভৃতি প্রজ্বালিত করিয়া হোমকার্য্য নিষ্পন্ন করা হইত। নিরুক্তকারগণ অগ্নিদেবের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন। ঋকে স্থলবিশেষে অগ্নিকে "অঙ্গির" নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অগ্নির ঐরূপ নামের একটা তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন,—অঙ্গার হইতে অঙ্গির শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি অঙ্গার, তিনি অঙ্গিরা। কিন্তু মহাভারতে এই অঙ্গিরা নাম সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই,—অঙ্গিরা মুনি অগ্নির কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নির নাম—অঙ্গির হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে, ঋষিসত্তম মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—অগ্নিদেব যখন আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনচারী হইয়াছিলেন, তখন মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির কার্য্য সম্পন্ন করেন। তপশ্চারণার পর অগ্নিদেব প্রত্যাবৃত্ত হইলে অঙ্গিরা তাঁহার পুত্র মধ্যে গণ্য হন। সেই হইতে আঙ্গিরোবংশোদ্ভব ঋষিগণ অগ্নি বা অঙ্গিরা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। অগ্নির আর একটী নাম—সহ। মহাভারতের মতে তিনি ভরতপুত্রের ভয়ে সমুদ্রে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সহ' হইয়াছিল। চিতার অগ্নি 'নিয়ত' নামে এবং দেবগণ কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নি 'অথর্ব্বন্' নামে অভিহিত হয়।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়ো বর্গঃ।

দ্বিতীয়ং (বায়বীয়) সূক্তম্।

আগ্নেয়-সূক্তে (প্রথম সূক্তে) নয়টী ঋক্। বায়বীয়-সূক্তও (এই দ্বিতীয়-সূক্তও) নয়টী ঋকে সংগ্রথিত। পার্থক্য এই যে, আগ্নেয় সূক্তের ঋক্-নয়টী অগ্নিদেবতার স্তুতিবাদমূলক; কিন্তু বায়বীয়-সূক্তের ঋক্-নয়টিতে বায়ু-দেবতার, ইন্দ্র-বায়ু-দেবতার এবং মিত্রাবরুণ দেবতার স্তব আছে। উহার প্রথম তিনটী ঋক্ সর্ব্বতোভাবে বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত; চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋক্‌ত্রয়ে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম ঋক্‌ত্রয় মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

অগ্নি-দেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের পর বায়ুদেবতার অর্চ্চনা-মূলক ঋকের বিন্যাস দেখিয়া, মনে নানা ভাবের উদয় হইতে পারে। যাঁহারা ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির প্রকৃতি উপসনা বলিয়া মনে করেন, অথবা ঋগ্বেদের প্রাণারাম মন্ত্রগুলিকে যাঁহারা ‘কৃষকের গান’ বলিয়া উড়াইয়া দেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বড়ই উপহাসাস্পদ। তাঁহারা বলেন,—অসভ্য বর্ব্বর জন যখন অগ্নির তেজ দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইল; তাহারা যখন দেখিল,—অগ্নির কি প্রবল দাহিকা-শক্তি; তাহারা যখন বুঝিল,—অগ্নি তাহাদের সকলকে পুড়াইয়া মারিতে পারেন; তখন তাহারা অগ্নিদেবকে শান্ত করিবার জন্য স্তব-স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিল; করযোড়ে মিনতি করিতে লাগিল,—‘হে আগ্নদেব? তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর; তোমার অসহনীয় তেজ আমরা সহ্য করিতে পারি না।’ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকারিগণের মতে অসভ্য বর্ব্বর জাতি অগ্নির দ্বারা দগ্ধীভূত হইবার আশঙ্কাতেই ঐরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিল। যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন,—আর্য্যগণ চিরতুষারাচ্ছন্ন উত্তর-মেরু-প্রদেশে বসতি করিতেন; তাঁহারা বলেন,—‘হিমানীতে দারুণ শৈত্যে কাতর হইয়া শৈত্য-নিবারণে

সহায়-স্বরূপ অগ্নির অর্চ্চনা করিতে অসভ্য জাতির মন স্বতঃই প্রলুব্ধ হয়। সেই কারণেই অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল।' বায়ু-দেবতার অর্চ্চনা বিষয়েও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বৃক্ষপল্লব উৎপাটিত হইতে লাগিল, বাত্যাঘোরে গৃহকুটীর উৎক্ষিপ্ত হইয়া চলিল, অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা তখনই বায়ু-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল করযোড়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিল,—'হে বায়ুদেব তুমি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। আমরা তোমার উদ্দেশে এই পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' ইন্দ্রদেবকে বজ্রধর বলিয়া বিঘোষিত করা হয়। যখন কড়কড় নিনাদে অশনি-সম্পাত ঘটে, আর বজ্রাঘাতে মনুষ্যপশুপক্ষী প্রাণিমাত্রেরই, এমন কি বৃক্ষাদির পর্য্যন্ত, প্রাণ বিনষ্ট হয়; তখন বজ্রভয়ভীত অজ্ঞ জন ইন্দ্রদেবতার পরিতোষ-বিধান-জন্য তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহারা তখন কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানায়,—'হে ইন্দ্রদেব! প্রসন্ন হউন। আমরা আপনার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিতেছি।' মিত্র এবং বরুণ দেবতা সম্বন্ধেও সাধারণ লোকের সাধারণ দৃষ্টিতে ঐ ভাবই মনে আসে। বরুণকে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি যদি শান্ত না হন, পৃথিবী বিষম প্লাবনে প্লাবিত হইয়া যায়। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ কাহারও আর সংসারে তিষ্ঠিবার সাধ্য থাকে না। এই জন্যই, প্রবল প্লাবনে প্রপীড়িত হইবার আশঙ্কায়, অসভ্য বর্ব্বর মানুষ, বরুণদেবতার উপসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মিত্র দেবতা অভিধায়ে তাহারা দিবসের অধিপতি সূর্য্যদেবকে মনে করিয়াছিল। যখন ঝড়ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টি-বজ্রাঘাতে মেদিনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হন, তখনই তাহারা মিত্রদেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। বিনীতভাবে স্তাত করে,—'হে দিনদেব! তুমি প্রকাশ হও। এ বিপদ দূর কর।' ঘোর বর্ষার দিনে ক্রমাগত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং সংসার বিষম ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে প্রকম্পিত হইলে মানুষ সাধারণতঃ দিনদেবের উদয় প্রার্থনা করে। এ ঋক্—এ সূক্ত—সেইরূপ প্রার্থনার ফলমাত্র; ইহাতে অভিনবত্ব কিছুই নাই। এককালে ঝড় বৃষ্টি মেঘ-বজ্রাঘাত প্রভৃতি সঙ্ঘটিত হয়। সেই সময়েহ মানুষ সূর্য্যদেবের মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই উপলক্ষেই ঐ ঋকের প্রবর্ত্তনা। এ সকল প্রকৃতি পূজা—জড়ের উপাসনা। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত এক শ্রেণীর বেদব্যাখ্যাকারী বৈদিক সূক্তের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

কাল-মাহাত্ম্যে দৃষ্টি-বিভ্রম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মের পথ হইতে সত্যের আলোক হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে; ততই এইরূপ কদর্থের সূচনা হইতেছে,—ততই—এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব মানুষের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। নচেৎ, যে সকল যুক্তির সাহায্যে ঋক্গুলিকে অসভ্য বর্ব্বর জাতির জড়োপাসনা-মূলক স্তোত্র বলিয়া, সিদ্ধান্ত করা হয়, সে সকল যুক্তি সহজ-দৃষ্টিতেই একান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। একটী যুক্তি—আর্য্যগণ শীত-প্রধান দেশে বাস করিতেন, সুতরাং শৈত্য-নিবারণ-হেতু অগ্নির উপাসনা আবশ্যক হইয়াছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপাসনা তাঁহারা কেন করিবেন? বরুণদেবের উপাসনাই বা তাঁহারা কেন করিবেন? শীত হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য যখন অগ্নির উপসনার আবশ্যক হইল; তখন শৈত্যবৃদ্ধিকর

বরুণের ও বায়ুর উপাসনায় আবার প্রয়োজন হইল কেন? এইরূপে 'বর্ব্বর জাতির উপাসনা-মূলক' সকল যুক্তিই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু ঐ সকল সূক্তের মধ্যে যে উচ্চ উচ্চতর, উচ্চতম, ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। মূর্খ জনের প্রকৃতি-উপাসনা না বলিয়া, পণ্ডিতজনের প্রকৃতি-তত্ত্বাভিজ্ঞতার বিষয় কি এই ঋক্-সমূহে অনুভূত হইতে পারে না? অগ্নির সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ—বায়ু ভিন্ন অগ্নির এবং অগ্নি ভিন্ন বায়ুর অস্তিত্ব যে অসম্ভব, এ জ্ঞান যে সে 'অসভ্য বর্ব্বর জাতির ছিল,—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের চক্ষে দেখিলে আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের অভ্যন্তরে সেই জ্ঞানের বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বায়ুশূন্যস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে না; আবার অগ্নি বা তেজ ভিন্ন বায়ু তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং এ দৃষ্টান্তে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইতেছেন, বহু পূর্ব্বে—সৃষ্টির আদি-কালে আর্য্যজাতির সে জ্ঞান অধিগত ছিল। শারীরবিজ্ঞানবিৎ যদি একটু অভিনিবিষ্টচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন,—বায়ু, পিত্ত, কফ—যে তিনের প্রক্রিয়া জীবদেহে নিয়ত সাম্য-সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে, আর বৈষম্যে সেই সাম্য-হেতু প্রাণী প্রাণধারণ করিয়া আছে, আগ্নেয় ও বায়বীয় সূক্তের অভ্যন্তরে সে তত্ত্বও নিহিত রহিয়াছে। সাম্য ভিন্ন এ সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু-পিত্ত-কফের সাম্য-সংস্থাপন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই দুই সূক্তের মধ্যে—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র বরুণ প্রভৃতির প্রসঙ্গে, সূচিত হইতে পারে। অগ্নি ('পিত্ত বা তেজ'), বরুণ ('কফ') এবং বায়ু—এই তিনের বিপর্য্যয়ে যে ব্যাধি-বিপত্তি, তাহাই বজ্রাঘাতরূপ ইন্দ্র, এবং সেই সকলের সাম্যভাবই মিত্র দেবতা বলা যাইতে পারে না কি? ঐ দুই সূক্তে অসাম্যে বিপর্য্যয়ের এবং সাম্যে মিত্রভাবের লক্ষণ অনুধাবন করা যাইতে পারে।

সৃষ্টি যে পঞ্চভূতাত্মক, আর সেই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির প্রসঙ্গই যে আগ্নেয়-সূক্তে ও বায়বীয়-সূক্তে উক্ত হইয়াছে, স্থির-ধী ব্যক্তি মাত্রেই সে ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। যিনি বহুর মধ্যে একের দর্শন পান, এবং একের মধ্যে বহুর সন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক-পদবাচ্য। একের অনুসন্ধানেই সংসারে আবহমানকাল দার্শনিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া চলিয়াছে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য—সর্ব্বত্রের সকল দার্শনিকই, যে নামে যে সংজ্ঞায় যে ভাবেই হউক, সেই একের সন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মক। সে পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আর যে কিছু সামগ্রী পৃথিবীতে আছে, সকলই সেই পঞ্চভূতের রূপান্তর। প্রাচ্যের প্রসঙ্গ প্রথমে উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য কি ভাবে মূল-তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন, প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

গ্রীসদেশ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদি-ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মিশর ও ফিনীসিয়া হইতে গ্রীসে দার্শনিক-তত্ত্বালোচনার বীজ পরিব্যাপ্ত হয়—পণ্ডিতগণ যদিও একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন;—কিন্তু গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে দর্শন-শাস্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া

গ্রীসকেই সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-দর্শনের আদিক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে। গ্রীসদেশের আদি দার্শনিকের নাম—থেলিস। প্রাচীন গ্রীস সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের জন্য প্রখ্যাত। থেলিস সেই সাত জন জ্ঞানী মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চভূত তত্ত্বের গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থেলিস সিদ্ধান্ত করেন,—জলই সংসারের আদিভূত। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন,—জলের পরিণতি কর্দ্দম, কর্দ্দমের পরিণতি মৃত্তিকা; মৃত্তিকা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। এইরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়,—ইহাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেন,—'জল তরল হইলেই বাষ্প, বাষ্প হইতেই বায়ু। উত্তাপেও জল আছে; আকাশ জলকণাময়। জল ভিন্ন সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জলরূপ রস ভিন্ন উদ্ভিদাদি তিষ্ঠিতে পারে না; এমন কি, জীবের দেহ পর্য্যন্ত ধূলি হইয়া উড়িয়া যাইত। থেলিসের পর আনাক্সিমান্দার দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি থেলিসের শিষ্য ও বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি থেলিসের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মীমাংসা করিলেন,—'বিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান; কেবল তাহার অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে মাত্র। অনন্ত হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, অনন্তেই সকল বস্তু বিলীন হইবে।' তাঁহার মতে, জগতের মূল পদার্থ—নিত্য অসীম এবং তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার পর দার্শনিক আনাক্সিমেনিস আবির্ভূত হন। গভীর গবেষণার পর, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন,—বায়ুই সর্ব্বমূলাধার। বায়ু—গতিশক্তিবিশিষ্ট, বায়ুর দ্বারা সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হয়; সুতরাং বায়ুই সৃষ্টির মূলীভূত।' তিনি দেখিলেন,—বায়ুমণ্ডল হইতে বৃষ্টি পতিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত আসিল,—বায়ুই জলের উৎপত্তির মূল। তার পর তিনি দেখিলেন,—বায়ু সর্ব্বব্যাপী। কিবা সূর্য্যলোকে, কিবা চন্দ্রলোকে, কিবা গ্রহনক্ষত্রাদিতে—জগতের কোথায় বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত নহে! জলের উপরে যেমন বৃক্ষপত্র ভাসে, বায়ুমণ্ডলে পৃথিবী সেইরূপ ভাসমান রহিয়াছে। শৈত্য, তারল্য ও উষ্ণতা নিবন্ধন বায়ুই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য সাধন করে। অত্যধিক শীতলতা প্রাপ্ত হইলেই বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সেই কারণেই উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ু ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে মেঘের উৎপত্তি; মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টির জল ঘনীভূত হইয়াই ক্ষিতি।' এইরূপে বায়ু হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে,—ইহাই আনাক্সিমেনিস সিদ্ধান্ত করিয়া যান। এই তিন জন ইউরোপের আদি-দার্শনিক; ইঁহারা তিন ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ তিন আদি দার্শনিকের মত 'আইওনিক দর্শন' নামে অভিহিত হয়।

এই আইওনিক দার্শনিকগণের পর পীথাগোরীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। পীথাগোরাস—সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি নির্দ্দেশ করেন,—বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অগ্নিপিণ্ড বিদ্যমান আছে। দশটি স্বগীয় গ্রহ বা উপগ্রহ তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দ্বারা শীত উত্তাপ প্রভৃতি সঞ্চারে সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হইতেছে। সামঞ্জস্যই জগতের অস্তিত্ব। সেই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপিণ্ডই তাপ, আলোক বা প্রাণস্থানীয়। জীবাত্মা-মাত্রেই সেই অগ্নিপিণ্ডের তেজের অংশ-বিশেষ। সর্ব্বপ্রাণাধার সেই তেজ বা

অগ্নিপিণ্ডই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রথমে অব্যবস্থাপিত জড়পদার্থ সহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তৎসমুদায় বিভিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পর তিনি পৃথকভাবে অবস্থিত আছেন। পীথাগোরাসের মতাবলম্বী দার্শনিকগণ অনেকাংশে পূর্ব্বোক্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত উল্লেখযোগ্য। জেনোফেন্স—এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ইতালির দক্ষিণস্থিত গ্রীক-অধিকৃত ইলীয়া নগরে উপনিবিষ্ট ছিলেন। তদনুসারে তৎপ্রবর্ত্তিত মত 'ইলীয় দর্শন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জেনোফন্সের মত এই যে—'এই বিশ্ব যে ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছি, সেই ভাবেই চিরদিন বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে।' পরবর্ত্তিকালে আরিষ্টটল কর্ত্তৃক জেনোফন্সের মত সমালোচিত হয়। তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ,—'জেনোফেন্স চারি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। উত্তাপ ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও শুষ্কতা, জেনোফেন্সের মতে, এই চারি ভূতে সংসার উৎপন্ন। মানুষ—মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত; চারি ভূতের সংমিশ্রণে তাহার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত।' ইলীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের পর হিরাক্লিটাসের দার্শনিক মত ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিরাক্লিটাসের মত এই যে,—'তেজ (আগুন) হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি। আবার তেজেই বিশ্বের লয়। তেজ বা অগ্নি—সূক্ষ্ম অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় এবং চিরগতিবিশিষ্ট। অগ্নিরই (তেজেরই) স্থূলতর অংশ—বায়ু। বায়ু হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।' ইঁহার মতে,—'আত্মা বা প্রাণ জ্বলনশীল অথবা বায়বীয় পদার্থ।' হিরাক্লিটাস ৫০৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'আকৃতির পরিবর্ত্তনই মৃত্যু; পরিবর্ত্তনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে।' হিরাক্লিটাসের মতের প্রধান পরিপোষক—এম্পিডোক্লস। তাঁহার মত এই যে,—বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী চারিটীই মূল পদার্থ বা ভূত। এই চারি পদার্থের সংযোগ বিয়োগেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে ঐ চারি মূল পদার্থ একরূপ মিশ্রভাবে অবস্থিত থাকে। তাহারা পরস্পর ভালবাসা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হইল, তখন উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথিব্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।, ইহার পর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে বিশ্বের মূল-তত্ত্ব আবিষ্কারে অশেষ অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতৎপ্রসঙ্গে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র বলিয়া মনে করি।

প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে যে বিতণ্ডা, প্রাচ্য-দার্শনিকগণও যে তদ্রূপ বিতণ্ডার কবল হইতে একবারে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। আস্তিক ও নাস্তিক দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কেহ বা 'ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুদ্ব্যোম'—এই স্থূল পঞ্চভূত লইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া বসিয়া আছেন; কেহ বা স্থূল পঞ্চ-ভূতের অতীত সূক্ষ্মের অনুসন্ধানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কেহ দেখিতেছেন,—'পঞ্চভূত লইয়াই সংসার; উহার অতীত অতীন্দ্রিয় কিছুই নাই'; কেহ দেখিতেছেন,—'দৃশ্যমান্ পঞ্চভূতাদি মিথ্যা মায়ার আবরণ মাত্র। মায়ার আবরণ—সংসার-প্রপঞ্চের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলেই সত্য-স্বরূপ সদ্বস্তুর জ্ঞান জন্মে।' চার্ব্বাকাদি

নাস্তিক্য দার্শনিক সম্প্রদায় যে ভাবে জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে বিশ্বপতির সহিত বিশ্বের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রতীত হয় না। অদৃষ্ট, কর্ম্মফল প্রভৃতির যে দৃঢ়-ভিত্তির উপর বিশাল সনাতন ধর্ম্মসৌধ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অন্তরে সে ধারণা আদৌ স্থান পায় না।

কিন্তু আস্তিক্য-দর্শনে বিশ্বেশ্বরের অনুসন্ধানের পক্ষে প্রযত্ন দেখিতে পাই। সাঙ্খ্যকে যদিও কেহ কেহ নাস্তিক্য-দর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন; কিন্তু সাঙ্খ্যের পুরুষ, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি—কি ভাব প্রকাশ করে? নাম লইয়া দ্বন্দ্ব মাত্র। নচেৎ, বস্তুপক্ষে সেই একের প্রতিই লক্ষ্য দেখিতে পাই। সেই এককেই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিকগণের ব্রহ্মও তিনি, নৈয়ায়িকগণের প্রমাণমূলক কর্ত্তাও তিনি। মীমাংসকগণ যে কর্ম্মের অনুসরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কর্ম্মই বা তিনি ভিন্ন অন্য আর কি? শৈব-দর্শনকারগণ তাঁহাকেই শিব বলিয়া উপাসনা করেন; গাণপত্যের গণপতি, সৌরের সূর্য্য, শাক্তের শক্তি, বৌদ্ধের বুদ্ধ, জৈনের অর্হৎ,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন নাম-বিশেষণে তিনি বিশেষিত। তিনি সেই একই আছেন; কেবল নাম লইয়া, রূপ লইয়া, যত কিছু বিতণ্ডা চলিয়াছে। এই জন্যই,—এই বিবাদ-বিতণ্ডা মীমাংসার জন্যই, উক্ত হইয়া থাকে,—

"যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

যাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম; যাঁহার অনন্ত বিভূতি, অনন্ত আকৃতি; মানুষ তাঁহার অনন্তত্বের ধারণা করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। বলে—তিনি বায়ু; বলে—তিনি অগ্নি; বলে—তিনি যম; বলে—তিনি মরুৎ; বলে—তিনি ব্যোম। কিন্তু যখন বুঝিতে পারে, তিনি সকলই—সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান; তখনই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। যিনি অগ্নিরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি যে ভুল দেখিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না; যিনি বায়ুরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাও মনে করি না; যিনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিও যে বিভ্রমগ্রস্ত, তাহাও বলিতে পারি না। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বরুণ,—এ সকল তো তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ মাত্র। মহাসমুদ্র দেখিতে গিয়া যে জন বঙ্গোপসাগর দর্শন করে; তাহারও সমুদ্র-দর্শন হয়, নিঃসন্দেহ। বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলে, ক্রমে মহাসাগরে প্রবেশের পথ তাহার পক্ষে নিকট হইয়া আসে। যে জন যত নিকটে যাইতে পারিবে, সে জন ততই তাঁহাতে লীন হইতে সমর্থ হইবে। অপিচ, জল যে বস্তু, তাহা সকল সময়ই এক ও অভিন্ন। সাগরের জল, নদীর জল, হ্রদের জল, পুষ্করিণীর জল, অথবা ঝরণার জল,—যত বিভিন্ন নামেই তাহাকে অভিহিত কর না কেন; বস্তুপক্ষে কিন্তু সে সেই জলই আছে। সেইরূপ, অগ্নি বলিয়াই সম্বোধন কর, বায়ু বলিয়াই সম্বোধন কর, অথবা ইন্দ্র-মিত্র-বরুণাদি নামেই সম্বোধন কর; যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত ঐ সম্বোধন, তিনি যখন অভিন্ন,

তখন সকল সম্বোধনই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। তাই তাঁহার যে যে বিভূতি প্রকাশমান, সেই সেই বিভূতির উপাসনার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সকল সুগম পথ ঐ সূক্ত-সমূহে সম্যক্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দূরে—দূরে রহিতেছ কেন! একটু নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর; জগৎপাতা জগন্মাতা তিনি, আপনিই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন! যাহারা ভেদভাবে দেখিতে চায়; বিভূতি দেখিয়া যাঁহার বিভূতি, সে কথা যাহাদের মনে না আসে; কর্ম্ম দেখিয়া যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার প্রতি যাহাদের চিত্ত ন্যস্ত না হয়; তাহাদিগের দূরত্ব ব্যবধান কদাচ ঘুচিবে না। চিরদিনই তাহারা অন্ধকারে 'হাতড়াইয়া' মরিবে; দিব্য আলোক কদাচ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না। আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশ, সাধককে এক মহামিলনের কেন্দ্র-স্থলে আকর্ষণ করিতেছে। সাধক দেখিতেছেন,—অগ্নির সহিত বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, সৃষ্টের সহিত স্রষ্টার সে সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে! এই দুই সূক্তে তাহারই যেন আভাস দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, তুমি যদি অগ্নি হও, আমি যেন বায়ুরূপে তোমার সহিত অবস্থিতি করিতে পারি।' বলা হইয়াছে,—'আমার সেই জ্ঞান সেই ধ্যান আসুক,—বায়ুর মধ্যে যেমন অগ্নি এবং অগ্নির মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত, আমি যেন সেইরূপভাবে তোমাতে আমার অস্তিত্ব মিশাইতেপারি। সর্ব্বময়কে সর্ব্বপদার্থে নিত্য-বিদ্যমান দেখিতে দেখিতে, আমি যেন তাঁহাতেই সম্মিলিত হইয়া যাই।

বায়বীয়-সূক্তের আর এক লক্ষ্য—'যোগ' বলিয়া মনে হয়। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম—যোগ। উহা বায়ুর কার্য্য। বায়ুর গতি রোধ করিতে না পারিলে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ সম্ভব হয় না। সেইজন্যই যোগ ও যোগাঙ্গের অবতারণা। যোগবলে, প্রাণবায়ু প্রভৃতির নিরোধের ফলে, পরম তত্ত্ব অধিগত হয়। সে পক্ষে বায়বীয়-সূক্তকে যোগ-সাধনার মূলীভূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বায়ু—জীবের জীবন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে, জীবের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। আবার অবিশ্রাম অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার জন্য শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ হিসাবে, বায়ু যেমন দেহীর প্রাণ-ধারণের মূলীভূত, তেমনি উহা আবার দেহের ক্ষয়ের কারণ। এই ক্ষয়-নিবারণ জন্য, দেহ-মধ্যে বায়ু বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে, বায়ু-নিরোধ করা বিধেয়। বায়ু-নিরোধ করিতে পারিলে, সেই ক্ষয় নিবারণ সম্ভবপর হয়। একমাত্র যোগাভ্যাস ভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া রোধ করা সুকঠিন। যোগক্রিয়া-সাহায্যে দেহ-মধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, দেহের ক্ষয় নিবারিত হয়। এইরূপে বায়ুনিরোধের ফলে, যোগাভ্যাস দ্বারা, যোগসিদ্ধ যোগিগণ, সহস্র সহস্র বর্ষাধিক পরমায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন। বায়বীয়-সূক্তে, সেই বায়ু-নিরোধের বিষয়—সেই যোগের প্রসঙ্গ—বিবৃত হইয়াছে।

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন—যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য।"সংযোগং যোগমিত্যাহুর্জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ।" বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মতে,—"যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তো বা।" যোগ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন। আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন-জন্য, প্রেমময় সচ্চিদানন্দ বিশ্বপ্রেমিকের সহিত তৃণতুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাত্মার প্রীতি-সংস্থাপন-

উদ্দেশ্যে, যোগ-সাধনার প্রয়োজন। এই বায়বীয় সূক্তের তাহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। বায়বীয়-সূক্তে বলা হইয়াছে,—যিনি প্রাণবায়ুরূপে তোমার দেহে নিত্য-বিরাজিত, তাঁহাকে পবিত্র প্রেমের বন্ধনে—প্রীতির শৃঙ্খলে তোমার হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর; হৃদয়-সিংহাসনে প্রেমময়কে বসাইয়া, প্রেম-ভক্তির দিব্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। এইরূপে তাঁহাকে হৃদিমধ্যে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই তোমার যোগ-সাধনা সার্থক হইবে; আর সেইরূপ সাধনার ফলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে;—মোক্ষ অধিগত হইবে।’

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তম্। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
বায়ুর্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য বায়বীয়সূক্তস্য প্রাতঃ-
সবনে বৈশ্বদেবগ্রহাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।

তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বায়ো। ইতি। আ। যাহি। দর্শত। ইমে। সোমাঃ। অরম্ঽকৃতাঃ।

তেষাম্। পাহি। শ্রুধি। হবম্॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দর্শত' (প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদ্রষ্ট) 'বায়ো' (হে সর্ব্বব্যাপিন্ হে দেব !) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ) ত্বমিতিশেষঃ ; 'ইমে' (এতে, অস্মাকং অন্তর্নিহিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (সোমসুধাঃ, ভক্তিরসামৃতাঃ) 'অরংকৃতাঃ' (বিশুদ্ধীকৃতাঃ ভবতঃ গ্রহণযোগ্যাঃ বর্ত্তন্তে) ; ভবান্ 'তেষাং' (তান্) 'পাহি' (পিব, গৃহাণ) অপিচ অস্মদীয়ং 'হবং' (আহ্বানং, প্রার্থনাঞ্চ) 'শ্রুধী' (শৃণু, পূরয়েত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুঃ ত্বং ভক্তবাঞ্ছাং পূরয়। (১ম—১অ—২সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বদ্রষ্ট সর্ব্বব্যাপিন্ হে দেব ! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা বিশুদ্ধীকৃত ও আপনার গ্রহণযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহা গ্রহণ করুন ; আর আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন ! ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আপনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করুন)। (১ম—১অ—২সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে দর্শত দর্শনীয় বায়ো কর্ম্মণ্যেতস্মিন্নায়াহি আগচ্ছ। ত্বদর্থমিমে সোমা অরংকৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোঽলঙ্কারঃ। তেষাম্। তান্ সোমান্। যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি। স্বকীয়ং ভাগং পিবেত্যর্থঃ। তৎপানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু। অত্র যাস্কঃ। বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা অলঙ্কৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানম্। নি° ১০।২। ইতি॥

দর্শতেত্যত্র ভৃমৃদৃশীত্যাদিসূত্রেণ। উ° ৩।১০৯। অতচ্ প্রত্যয় ঔণাদিকঃ। চিত্বাদন্তো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় বায়ুদেব! তুমি এই কর্ম্মে আগমন কর। তোমার নিমিত্তই এই সোম-যজ্ঞ-সকল অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। অভিষবাদি সংস্কারই এই যজ্ঞের অলঙ্কার। সেই অলঙ্কৃত সোমরস তুমি পান কর। অথবা সেই (অভিষবাদি-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত) যজ্ঞ-সকলের এক ভাগ পান কর ; অর্থাৎ স্বকীয় অংশই পান কর। সেই সোমরস পান করিবার জন্য আমরা তোমাকে যে আহ্বান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক, এই ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা এইরূপে করিয়াছেন,—হে দর্শনীয় বায়ো, তুমি আগমন কর। এই সোমসকল অলঙ্কৃত রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুমি তোমার অংশ পান কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর (নি° ১০।২) ইতি॥

"দর্শত" এই পদটীর ভৃমৃদৃশি (উং ৩।১০৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঔণাদিক অতচ,

দাত্তস্যামন্ত্রিতানুদাত্তত্বম্। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা। উ০ ১।১৩৮। মন্প্রত্যয়ান্তস্য সোম-শব্দস্য নিৎস্বরঃ। অলমিত্যত্র ছান্দসো রেফাদেশঃ। অরংকৃতশব্দে সমাসান্তোদাত্তত্বম্। পা০ ৬।১।২২৭। বাধিত্বাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরপ্রাপ্তৌ। পা০ ৬।২।২। ভূষণেঽলং। পা০ ১।৪।৬৪। ইত্যলংশব্দস্য গতিসংজ্ঞায়াং গতিকারকেত্যাদিনা। পা০ ৬।২।১৩৯। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিরনন্তরঃ। পা০ ৬।২।৪৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। নিপাতত্বাদলংশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। পাহীত্যত্র পিবাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। পা০ ৩।৪।৮৯। শ্রুধীত্যত্র শ্রুশৃণ্বিত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।১০২ হের্ধিভাবঃ। তিঙন্তাদুত্তরস্য নিঘাতো নাস্তি। সের্হ্যপিচ্চ। পা০ ৩,৪।৮৯। ইতি পিত্বনিষেধাদনুদাত্তে নিবারিতে প্রত্যয়স্বরঃ। হবমিত্যত্র হ্বয়তিধাতোর্বহুলং ছন্দসি। পা০ ৬।১।৩৪। ইতি সম্প্রসারণে সত্যুকারান্তত্বাদৃদোরপ্। পা০ ৩.৩।৫৭। ইত্যপ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য পিত্বাদনুদাত্তে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সংহিতায়াং শ্রুধি ইত্যস্যান্যেষামপি দৃশ্যতে। পা০ ৬.৩।১৩৭। ইতি দীর্ঘঃ॥ (১ম—১অ—২সূ—১ঋ)॥

* *

প্রত্যয় করিয়া চিৎস্বরত্ব হেতু, অন্তোদাত্ত হইলেও আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধন নিমিত্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্ত্তিস্তুসু" (উ০ ১।১৩৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মন্প্রত্যয়ান্ত সোম-শব্দের নিৎস্বরত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অরংকৃতঃ" এই শব্দস্থ অলং এই পদের ছান্দস-প্রযুক্ত ল-কারের স্থানে রকারাদেশ হইয়াছে। সমাসান্ত উদাত্ত স্বরকে বাধিয়া (পা০ ৬।১।২৭) পূর্ব্বপদ অব্যয় হেতু প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হয় (পা০ ৬।২।২); কিন্তু ভূষণার্থ অলং শব্দ জন্য (পা০ ১।৪,৬৪) গতিসংজ্ঞাতে, "গতিকারক" (পা০ ৬।২।১৩৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও তাহার অপবাদক "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬।২।৪৯) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। 'অলং' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পাহি" এই পদটীতে ছান্দস-প্রযুক্ত পিবাদেশের অভাব হইয়াছে। "শ্রুধি" এই পদে "শ্রুশৃণু" (পা০ ৬,৩।১০২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'হি' বিভক্তির স্থানে 'ধি' হইয়াছে। "তিঙন্তের উত্তর নিঘাত নাই"—এই নিয়ম দৃষ্টে তিঙন্ত হেতু উহার নিঘাত স্বর হইল না; কিন্তু "সের্হ্যপিচ্চ" (পা০ ৩।৪,৮৯) এই সূত্র দ্বারা পিত্বের নিষেধ-হেতু অনুদাত্ত নিবারিত হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হবং" এই পদটীতে আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ' ধাতু হইতে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৫।১।৩৪) এই সূত্র কর্ত্তৃক সম্প্রসারণ অর্থাৎ ব-কারের স্থানে উকার হইলে পর "ঋদোরপ্" (পা০ ৩।৩।৫৭) এই সূত্রানুসারে অপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত হইয়া ধাতুস্বর অবশিষ্ট রহিয়াছে। সংহিতাতে "শ্রুধি" এই পদটীর "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা০ ৬,৩।১৩৭) এই সূত্রের দ্বারা ই-কারের দীর্ঘ হইয়া দীর্ঘ-ঈকারান্ত 'শ্রুধী' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ (১ম—১অ—২সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই ঋকের অর্থ সাধারণতঃ এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করা হয় যে,—যজমান যেন সোমলতার রস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া বায়ুদেবতাকে তাহা পান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। সোমরস পান করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, তিনি যেন যজমানের প্রার্থনা পূরণ করেন,—ঋকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। সোমরস বলিতে মাদক-দ্রব্য-বিশেষ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। সে হিসাবে যেন কোনও মদ্যপ-ব্যক্তিকে মাদক-দ্রব্য পান করিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার দ্বারা আপন ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। অহিন্দু বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণ প্রায় এইরূপেই এ ঋকের অর্থ নিষ্কাশন করিয়া গিয়াছেন। সে ব্যাখ্যানুসারে দেবতাকে ও যজমানকে উভয়কেই মাদক-দ্রব্য-ব্যবহারে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করা হইয়াছে।

কিন্তু ঋকের মুখ্য অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাত্মক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দৃষ্টির অগোচর মনোরাজ্যের অধীশ্বর অদর্শন বায়ু! তুমি প্রিয়দর্শন হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হও।' মূলে ঐ যে এক 'দর্শত' শব্দ আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় না কি, তিনি তোমার আমার এ চর্ম্ম-চক্ষের দর্শনীয় নহেন অথচ তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা! অদর্শন তিনি, সর্ব্বদ্রষ্টা তিনি, যেন প্রিয়দর্শন হইয়া আসেন। দৃষ্টির অগোচর তিনি, তিনি যেন আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হন। নচেৎ, যদি তাঁহাকে সাধারণ বায়ু বলিয়াই মনে করি, তাহা হইলে মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয় না কি? বায়ুর আবার দৃশ্যমান রূপ কি? বায়ু প্রিয়দর্শন; তাহাই বা কি প্রকার! বায়ু আবার সোমরস—মাদকদ্রব্য পান করিবেন, ইহাই বা কিরূপ? অতএব বুঝিতে হইবে,—এ ঋকে সাধারণ বায়ু বা বায়ুনামধেয় কাহাকেও আহ্বান করা হয় নাই; পরন্তু বায়ু যাঁহার এক ভাবের বিকাশ মাত্র,—শুধু বায়ু কেন, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূত যাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র,—এই ঋকে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

'সোমাঃ অরংকৃতাঃ' (সোম অলঙ্কৃত) শব্দদ্বয়ে, সোমলতার রস—মাদক

দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আছে না বুঝিয়া, যদি বুঝি—চন্দ্রের সুধা ক্ষরিত হইতেছে, আর তাহাতে প্রকৃতি অলঙ্কৃতা হইয়া আছেন; তাহাতে কদাচ অর্থব্যত্যয় ঘটে না। 'তেষাং পাহি' অর্থে 'তুমি সেই সুধা পান কর',—এ অর্থও আসিতে পারে; তোমার জন্য সোমলতার রস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন আছে? মাদক-দ্রব্য—সে তো সুধা নয়; সে তো গরল! গরল দিয়া কি কখনও দেবতার পূজা হয়? অতএব, বুঝা যায়, এখানে এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে প্রিয়দর্শন, হে সর্ব্বদ্রষ্টা বায়ুদেব। তোমার জন্য স্বর্গের সুধা সজ্জিত আছে! ক্ষুদ্র আমরা, আমরা তোমায় কি দিয়া পূজা করিব? তুমি সেই সুধা পান কর। আমাদের দেয় তোমার তুষ্টিসাধক সামগ্রী—পূজার্হ উপচার—কিছুই নাই। তুমি কেবল কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর।' এ ঋকে এই ভাবও আসিতে পারে।

ভক্ত এ ঋকে এক ভাবে বিভোর হইবেন। কবি এ ঋকে ভাব-রাজ্যের আর এক অভিনব সামগ্রী প্রত্যক্ষ করিবেন। 'পূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রকৃতির প্রফুল্ল আননে হাসিরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সুস্নিগ্ধ মলয়মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে; চন্দ্রের সুধাধারা দিকে দিকে ঝর ঝর ঝরিতেছে; ফুলে ফলে প্রমত্ত মধুপের ঝঙ্কার উঠিয়াছে; পিককণ্ঠে কুহরণ-গীতি গীত হইতেছে; বায়ুদেবতা প্রিয়-প্রদর্শন সৌম্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আধার, প্রকৃতির এবম্ভূত প্রাণারাম স্ফূর্ত্তি-অভিব্যক্তি—কি তাঁহার আবির্ভাব-সূচনা করিতেছে না! এমন সুখের দিনে—এমন আনন্দের হিল্লোলের মাঝে, যদি তিনি না আসিবেন, তবে আর কবে আসিবেন! এমন দিনে যদি তাঁহাকে না ডাকিব, তবে আর কবে ডাকিব!' কবি এই ভাবেই ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে পারেন।

ভক্ত সাধক কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'এস দেব! স্নিগ্ধ বায়ুরূপে এস! তোমার বিরহে আমার প্রাণ-বায়ু যে বিগতপ্রায়! তোমার স্নিগ্ধ-হিল্লোলে, সুধাধারে, এস, তারে সঞ্জীবিত কর। এস ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু! ভক্তের মনোবাসনা পূরণ কর।' সাধক এই ভাবেই ভগবন্মহিমায় অনুপ্রাণিত হন। (১ম—১অ—২সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

বায় উক্থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।
সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বায়ো। ইতি। উক্থেভিঃ। জরন্তে। ত্বাম্। অচ্ছ। জরিতারঃ।
সুতঽসোমাঃ। অহঃঽবিদঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে দেব) 'সুভসোমাঃ' (বিশুদ্ধাভক্তিসম্পন্নাঃ, অমৃতসম্বন্ধযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'অহর্বিদঃ' (কালতত্ত্বাভিজ্ঞাঃ) 'জরিতারঃ' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ) 'ত্বাং' (ভবন্তং) 'অচ্ছা' (লক্ষীকৃত্য, অভিলক্ষ্য) 'উক্থেভিঃ' (বৈদিকমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তি, অর্চ্চিতুং শক্লোন্তি)। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্। অস্মান্ ভক্তিসহযুতান অপিচ ভবতাং পূজনসামর্থ্যোপেতান কুরু। (১ম—১অ—২সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বব্যাপী হে দেব! বিশুদ্ধা ভক্তিসম্পন্ন (অমৃতসম্বন্ধযুত) কালতত্ত্বাভিজ্ঞ ভগবৎপরায়ণ জনই আপনার উদ্দেশ্যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আপনার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হয়েন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন! আমাদিগকে ভক্তিসহযুত এবং আপনার পূজনসামর্থ্যযুক্ত করুন)॥ (১ম—১অ—২সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্ যজমানাস্ত্বামচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্যোক্থেভিরাজ্যপ্রউগাদিশস্ত্রৈর্জরন্তে স্তবন্তি। কীদৃশাঃ। সুতসোমাঃ। অভিষুতেন সোমেনোপেতাঃ অহর্বিদঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো। স্তাবক, ঋত্বিক্, যজমান সকল, তোমার উদ্দেশ করিয়া, উক্থমন্ত্রসমূহের দ্বারা (অর্থাৎ আজ্যপ্রউগাদি শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা) স্তব করিতেছেন। সে সকল স্তবকারী কিরূপ?— না, সুতসোম (অর্থাৎ অভিত যু সোমযুক্ত) এবং অহর্ব্বিৎ।

অহঃশব্দ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যেঽগ্নিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিকব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ। ক্রত্বভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অর্চ্চতিগায়তীত্যাদিষু চতুশ্চত্বারিংশৎস্বর্চ্চতিকর্ম্মসু ধাতুষু জরতে হ্বয়তীতি পঠিতম্। স্তুতেরপ্যর্চ্চনাবিশেষত্বাদৌচিত্যেনাত্র স্তুত্যর্থো জরতিধাতুঃ ॥

অচ্ছশব্দস্য সংহিতায়াং নিপাতস্য চ। পা০ ৬।৩।১৩৬। ইতি দীর্ঘঃ। সুতসোমা ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাৎপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। পা০ ৬।২।১। অহর্বিদ ইত্যত্র সমাসস্বরম্। পা০ ৬।১।২২৩। বাধিত্বা তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা০ ৬।২।২। দ্বিতীয়াপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদত্বেন গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ। পা০ ৬।২।১৩৯। ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, অধুনাতন পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ যে অর্থ নিষ্কাশন করেন, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। কোন্ সময়ে যজ্ঞকর্ম্ম বিধেয়, তদ্বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারা বায়ুদেবতার পূজার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদের পূজার উপচার—সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুদেবকে তাঁহা বুঝাইতেছেন,—সময়োচিত সোমরস প্রস্তুত; আপনি আসিয়া উহা গ্রহণ করুন। প্রথম ঋকে যে শ্রেণীর উপাসক যে শ্রেণীর দেবতাকে সম্বোধন করেন, এ ঋকেও সেই শ্রেণীর যজমান সেই শ্রেণীর দেবতারই উপাসনা করিতেছেন। ইহাই সাধারণ বা লৌকিক অর্থ।

কিন্তু এ ঋকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। ঋকে বলা হইতেছে,—

অহঃ শব্দটী একদিননিষ্পাদ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে বৈদিক ব্যবহার দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে 'যজ্ঞ-কর্ম্মে অভিজ্ঞ' এই অর্থে ঋত্বিকাদিকেই জানিতে হইবে। অথবা যাঁহারা যজ্ঞের কালাকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই অহর্ব্বিৎ। "অর্চ্চতি গায়তি" ইত্যাদি চুয়াল্লিশ প্রকার অর্চ্চনার্থ ধাতুর মধ্যে "জরতে হ্বয়তি" এই ধাতুদ্বয় পঠিত হইয়াছে। স্তুতির অর্চ্চনা-বিশেষ অর্থ হওয়া উচিত বলিয়াই, এস্থলে জরতি (জ) ধাতুর স্তুত্যর্থ হইয়াছে। 'অচ্ছ' শব্দের "নিপাতস্য চ" (পা০ ৬।৩।১৩৬)—এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "সুতসোমাঃ"—এই পদ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অহর্বিদ" এই পদে সমাসস্বরকে বাধিয়া (পা০ ৬।১।২১৩) "তৎপুরুষে তুল্যার্থ" (পা০ ৬ ২।২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর-প্রাপ্তিতেও "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পা০ ৬।২।১৩৯) এই সূত্রের দ্বারা উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—২সূ—২ঋ)॥

* * *

'হে বায়ুদেব! যাঁহারা 'অহর্বিদ' এবং 'সুতসোম' তাঁহারাই 'উকৃথ' মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তব করেন। আর তাঁহাদের নিকটই আপনার সোম-পানেচ্ছা-মূলক বাক্য (পরবর্ত্তী ঋকের অর্থানুসারে) উপস্থিত হয়।' অর্থাৎ,—যে-কোনও জন উকৃথ মন্ত্রে আপনার স্তব করিতে সমর্থ নহে; অপিচ, যাহার-তাহার কর্ণে আপনার যে বাক্য, তাহা পৌঁছে না। উকৃথ মন্ত্রে কে আপনার স্তব করিতে পারে? স্তব করিতে পারে—যে অহর্বিদ, আর যে সুতসোম। 'অহর্ব্বিদ' শব্দে বুঝি,—কালাকাল বিষয়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। তাহা হইতেই অর্থ হয়—যিনি যজ্ঞকাল-বিষয়ে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই আপনাকে উকৃথ মন্ত্রে স্তব করিতে পারেন। কালের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তাঁহার কি কিছু অবিদিত থাকে? তিনি আপনাকে ডাকিতে সমর্থ হইবেন না তো কে ডাকিতে সমর্থ হইবে! কাল তো আপনারই রূপ! কালরূপে তো আপনিই বিরাজমান। সুতরাং কাল-তত্ত্ব যে বুঝিয়াছে, সেই তো আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছে! সেই তো আপনাকে চিনিয়াছে! তাহার পূজা তো আপনার উদ্দেশে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে! আপনার বাক্য কেন-না তাহার শ্রুতি-গোচর হইবে? সেই যে অহর্বিদ, তিনি আবার সুতসোম। 'সুতসোম' শব্দে 'সুসংস্কৃত সোমরস' অর্থ নিষ্পন্ন না করিয়া অন্য অর্থও নিষ্কাশন করা যায় না কি? সুত—সম্বন্ধ, সোম—অমৃত। যিনি অমৃতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তিনিই 'সুতসোম'। যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা বলি—তিনিই 'সুতসোম।' সেই অমৃতের রসাস্বাদনকারী ভগবদ্ভাববিভোর সাধক ভিন্ন কাহার মন্ত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে? আর সেই অমৃতপায়ী অমর কালতত্ত্বজ্ঞ ভিন্ন কে তাঁহার বাণী শুনিতে পাইবে? তাই বলি, ঋকে মাদক দ্রব্যরূপ সোমরস প্রস্তুতের কথা বলা হয় নাই। সোমরস পান করিবার জন্য বায়ুদেব যে যজমানের গৃহে আসিতেছেন, সে কথাও তিনি বলিয়া পাঠান নাই। এ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের বিষয়, এ আধ্যাত্মিক সুধা-পানের বিষয়, অজ্ঞ জন বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই ঋষিগণ তাহাদিগকে অন্য পথ দিয়া সত্যের আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন মাত্র। অথবা ভাববিভোর সাধক তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন,—দেবতা যেন তাঁহার নিকট ভক্তি-সুধার

প্রার্থী হইয়াছেন। সাধক এই ভাব অনুভব করিতেছেন, আর তিনি অধিকতর ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। (১ম—১অ—২সূ—২ঋ)।

বেদে 'সোম'। *

[বায়বীয়-সূক্তে সোম-প্রসঙ্গ।]

বেদে 'সোম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া, নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বহুকাল হইতে বহু গবেষণা চলিয়াছে। যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, যাঁহার যেরূপ আচার-প্রকৃতি, তিনি 'সোম' শব্দের সেইরূপ অর্থ-নিষ্কাশনে পরিতোষ লাভ করিয়াছেন।

বেদের 'সোম' শব্দে পরিদৃশ্যমান্ বাস্তব সামগ্রী কিছু অধ্যাহৃত হয় কি না, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। ভাষায় এমন অনেক শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা কেবল ভাবমূলক; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সাধারণ-দৃষ্টিতে উপলব্ধ হয় না। অনুভাবনার বিষয়ীভূত, জ্ঞানের অধিগম্য যে সকল শব্দ আছে, তাহাতে রূপগুণের ও পদার্থান্তরের আরোপ করিলে, ভ্রান্তিই আনয়ন করে,—বস্তুপক্ষে কোনও সত্য-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় না। শব্দ—'ব্রহ্ম'। শব্দ—'আমি'। শব্দ—'জ্ঞান'। সংসারে এমন কোনও সামগ্রী নাই, যদ্দ্বারা ঐ তিনের স্বরূপ বুঝান যাইতে পারে। এ সকল শব্দ ধারণার সামগ্রী,—বস্তু-সাহায্যে বুঝাইতে গেলে প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। বস্তুপক্ষে বিষয়টী বুঝাইতে হইলে, অনেক স্থলে উপমার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে স্বরূপ প্রকাশ না পাইয়া, উপমান-সামগ্রী উপমেয়-বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা হীন হইয়া আসে। যদি বলি,—ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ; তাহাতে ব্রহ্মের সীমাবদ্ধ এক অংশ মাত্র বুঝা যায়। যাঁহারা সেই উপমাকে সার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপক্ষে জ্যোতির পশ্চাতেই ঘুরিয়া থাকেন। সমষ্টিজ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে কদাচ সম্ভব নহে।

'সোম'-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। 'সোম'—পরিদৃশ্যমান্ সামগ্রী নহে। 'সোম' বলিতে 'বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অংশ'। অগ্নিমুখে সুসংস্কৃত অভিযুত হইয়া যজ্ঞহবির যে শুদ্ধসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া থাকে, তাহাই 'সোম'। অন্তর্নিহিত যে বিশুদ্ধা ভক্তি, তাহাই 'সোম'। ক্লেদ-পরিশূন্য আবিল্যরহিত যে জ্ঞান, তাহাই 'সোম'। সোমকে আশ্রয় করিয়া, ভগবৎসমীপে উপনীত হইতে হয়; সেই জন্যই কোথাও হয় তো উপমায় 'সোম' লতারূপে বর্ণিত হইয়াছে; অথবা, ভগবানের সহিত সম্মিলন-সম্বন্ধে সোম-বিষয়ক নানা উপমার ও রূপকের সৃষ্টি হইয়া আছে। ভ্রান্ত জন, উপমাকে বা অলঙ্কারকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিয়া, অর্থব্যত্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন; হিতে বিপরীত ফলই সংঘটিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, এখানে 'সোম' বলিতে আমরা বেদের 'সোম' শব্দই লক্ষ্য করিতেছি। নচেৎ, 'সোম' নামে যে কোনও লতা বা উদ্ভিদ ছিল না, এমন কথা আমরা বলি না। কেন-না, আমরাও জানি, মহর্ষি চরক তদীয় সংহিতার 'চিকিৎসিত স্থানং' অংশে কি লিখিয়া

---

* পূর্ব্বোক্ত তিনটী ঋকে এবং পরবর্ত্তী বহু ঋকে সোম-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য এখানে 'সোম'-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

গিয়াছেন ;—"সোমনামোষধিরাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ"; অর্থাৎ, "সোম-নামক ওষধিরাজ পঞ্চদশ-পত্র-বিশিষ্ট, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক এক কলা যেমন বৃদ্ধি পায়, উহার এক এক পত্র সেইরূপ উৎপন্ন হইতে থাকে; আর কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় প্রত্যহ এক একটী করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে।" কিন্তু সে লতা এখন সংসারে আছে কি? 'সোম কি'—জনসাধারণ সহসা তাহা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, অথচ যজ্ঞকর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্তি উন্মেষ আবশ্যক বুঝিয়া, হয় তো কোনও কালে ঐ সোমলতার সহিত বেদের সোমের কল্পনা করা হইয়াছিল। তাহাতে ক্রমে একের দেহে অন্যের মস্তক সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে। সে পদার্থ মাদকগুণবিশিষ্ট ছিল,—ইহাই এখন সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

সোম বলিতে এখন 'অশ্বডিম্ববৎ' এক কল্পিত-পদার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়। এখন সোম লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে সদাই বিচার-বিতর্ক চলে। সুতরাং তাঁহাদের মতও সঙ্ক্ষেপে নিম্নে সঙ্কলিত হইতেছে। যথা,—

প্রাচীন আর্য্যগণের দেবোপাসনার বিবিধ উপকরণ-সামগ্রীর মধ্যে সোমরসের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম মণ্ডলে বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি বায়ু-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া (পাশ্চাত্যের প্রবর্ত্তিত অর্থের অনুসরণে) বলিতেছেন,—'হে সোমগুণবর্ণনাকারী বায়ো! আপনি সোমরস পান করিবেন বলিয়া অনেক যজমানকে বলিয়া থাকেন।' (২য় সূক্ত, ২য় ঋক্)। তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় হইতে অষ্টম ঋক্, অভিষবযুক্ত সোমের দ্বারা ইন্দ্রদেবের উপাসনায় বিনিযুক্ত। এস্থলেও মধুচ্ছন্দা ঋষি হোতৃরূপে অধিষ্ঠিত। সোমরস ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু বলিয়া চতুর্থ সূক্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রচার এই যে,—সোমলতা পাহাড়ে জন্মিত। ঋত্বিকেরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সোমলতা আহরণ করিতেন। পাষাণে উহার কণ্ডনকার্য্য সম্পন্ন হইলে, উহা হইতে রস নির্গত হইত। তৎপরে একটী পাত্রে রস ছাঁকিয়া ঋষিগণ পবিত্র যজ্ঞ-পাত্রে রাখিতেন এবং যথাকালে যথারীতি দেবতাগণকে অর্পণ করিতেন। প্রাতঃ-সবন, মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় সবন—যজ্ঞত্রয়ে সোমরস বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইত। সোমরস আর্য্য-ঋষিগণের অত্যন্ত প্রীতির বস্তু ছিল। তাঁহাদের সোমরস প্রস্তুত-করণের বৈদিক নাম—'সোমাভিষব' বা 'সোমকণ্ডন'। উদুখল ও মুষলে সোমলতা কণ্ডন করা হইত। তাই, অনেকে মনে করেন, আর্য্যগণের প্রিয়বস্তু সোম-কণ্ডন হইত বলিয়াই উদুখল ও মুষল দেবতার ন্যায় পূজার সামগ্রী হইয়াছে।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্‌লেপিয়স' (Acedo Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষ-বিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া জিনিয়া' (Semitia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরন্তু সোমলতা বলিতে ভেষজগুণসম্পন্ন কোনও বৃক্ষ-বিশেষকে বুঝাইত, কি তদ্রূপ-গুণবিশিষ্ট কোনও এক-শ্রেণীর বৃক্ষ-সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট হইত, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সোমলতা বলিতে যদি বৃক্ষ-বিশেষকে

বুঝায়, তাহা হইলে বোধ হয়, সোমলতা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; অথবা, তৎসদৃশ কোনও লতা বা বৃক্ষ অধুনা দৃষ্ট হয় না।

তবে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ, মধ্য-এসিয়ায় আর্য্যগণের আদিবাসের যুক্তি সমর্থন করিতে গিয়া, বেদের কয়েকটী সূক্তের অর্থান্তরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'সোমলতা হিমালয়ের উত্তরে মধ্য-এসিয়ার পর্ব্বত-সমূহে উৎপন্ন হইত। অসভ্য বর্ব্বরগণ উহা ভারতে আনয়ন করিয়াছিল।' [*] তিনি আরও বলিয়াছেন,—'মধ্য-এসিয়ায় সোমলতা উৎপন্ন হইত। সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষাভাষী যে সকল ব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য-এসিয়ায়ই বাস করিতেন।'

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সোমলতাকে মাদকগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে, সোমরস সুরা-বিশেষ। তাঁহারা বলেন,—'নেশা করিবার উদ্দেশ্যে আর্য্য ঋষিগণ সোমরস পান করিতেন।' বেদে এবং পারসীকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থে সোমলতা সম্বন্ধে যে বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অমূলক ও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদক ডারমেষ্টেটর, সোমলতা (হোম) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—'সোমলতা বৃক্ষবল্লরীর প্রাণস্থানীয় ' জেন্দ-আভেস্তায় উহা সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে,—'সোমলতা অমরত্ব বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারে সোমলতার (হোমের) অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াই জোরওয়াষ্ট্রিয়ানগণ পুনর্জ্জন্মে আস্থাবান হইয়াছেন।' [†] ডক্টর স্পিগেল এবং ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাই স্থির করিয়াছেন,—'বেদে যাহা সোম বলিয়া উল্লিখিত এবং জেন্দ আভেস্তায় যাহা হোম নামে পরিচিত, বাইবেলে তাহাই 'ট্রি-অব লাইফ' বা জীবন-সঞ্চারক বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত।' ম্যাডাম ব্লাভাস্কিও মুক্তকণ্ঠে ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন,—'বেদের সোম এবং বাইবেলের 'ট্রি-অব-নলেজ' উভয়ই এক।' [‡]

এদিকে আবার পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী কোনও কোনও পণ্ডিত সোমলতাকে আধুনিক পূতিকা বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূতিকার সাধারণ নাম—পুঁই শাক। পণ্ডিতগণ বলেন,—পুঁই শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতারও তাহাই ছিল। উহা সোমতন্তু নামে অভিহিত হইত। এতদুক্তির সমর্থন-ব্যপদেশে এতদ্দেশীয় কোনও পণ্ডিত একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে তিনি একদা কলিকাতার সন্নিহিত বেলগাছিয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় বনিয়ালালবাবাজি নামক কোনও এক পার্ব্বত্য সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রসঙ্গক্রমে সোম-

---

[*] Max Muller in the *Academy*.

[†] "* * * Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama, as well as the Indian Som, was supposed to give immortality to those who drank its juice."—*Chips from German Workshop*, Vol. I. by Max Muller.

[‡] "Plainly speaking Som is the fruit of the Tree of Knowledge forbidden by the Jealous Elohim to Adam and Eve or *Yahir* lest man should become as one of us"—M. Blavatsky, *Secret Doctrine*, Vol. II.

লতার বিষয় উত্থাপিত হইলে, সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে এক প্রকার লতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—'উহা পুঁই শাক না হইলেও, পুঁই শাকের সহিত উহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। উহার স্বাদ ঈষৎ অম্লমধুর।' পণ্ডিতপ্রবর ঐ লতার একটী, বিলাতের হুটনবিড কোম্পানির নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারাও পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন,—উহা বৈদিক-কালের সোমলতা। মার্টিন হোগ তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন,—তিনি বোম্বাই নগরের জনৈক বৈদিক পুরোহিতের প্রস্তুত সোমরস পান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সোমরস তিক্ত ও ঝাল। এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিতগণের আর এক যুক্তি,—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা-শাস্ত্রে সোমলতার অভাবে পূতিকা (পুঁই শাক) বিহিত আছে ; যথা,—"সোমাভাবে পূতিকামভিষুনুয়াৎ।"

অনেকের বিশ্বাস—সোমলতা এক্ষণে আর পৃথিবীতে জন্মে না। সংসারে কলির প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে উহা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় এতদুক্তির সমর্থন দৃষ্ট হয়। "ভারতীয় গ্রন্থাবলীর" উপক্রমণিকায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—অনুমানে নির্ভর করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোমলতা সম্বন্ধে নানা ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন,—শর্করা এবং যবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আর্য্যঋষিগণ সোমরস দ্বারা এক প্রকার সুপেয় মাদকশক্তিবিশিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা বলেন,—হিমালয়ের উত্তরে সোমলতা জন্মিত ; আর্য্য ঋষিগণ উহা ভারতে আনয়ন করিতেন। কাহারও কাহারও মতে, পারসীকগণ যাহাকে 'হোম' কহেন, সে সোমলতা তাঁহারা ভারত হইতে ঘিলেট, মাজেন্দারান এবং যেজদ্ প্রভৃতি স্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে আনয়ন করিতেন। কেহ বা 'সোমকে' ভাং (সিদ্ধি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, দেবোদ্দেশে হুত 'সোম' যে বাস্তব কোনও পদার্থ নহে, উহা যে প্রাণের সামগ্রী পুরাণ-প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয়। পুরাণে 'ত্রিত' ঋষির উপাখ্যান আছে। দৈবক্রমে তিনি কূপমধ্যে নিপতিত হন। সেই কূপের মধ্যে তদবস্থায়ই তিনি বৈদিক নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সোম ছিল না, সরস্বতী নদী ছিল না, অগ্নি বা আহবনীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না। অথচ তিনি সেই কূপমধ্যেই সোমযাগ সম্পন্ন করেন। ফলে দেবতাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং ঋষি কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। 'সোম' যে কি বস্তু, ইহাতে স্বতঃই উপলব্ধ হয়। সোম—প্রাণের সামগ্রী—জ্ঞান-স্বরূপ। ঋষি অন্ধকারে নিপতিত হইয়াছিলেন' সোমযজ্ঞ-প্রভাবে জ্ঞান-স্ফূর্ত্তিতে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

এখনও আমরা পূজাহ্নিকের সময় পুষ্করিণীতে অবগাহন কালে তীর্থ-সমূহকে এবং গঙ্গাযমুনাদিকে আয়নন করিয়া থাকি। বাস্তবপক্ষে তীর্থ্যাদি সেই পুষ্করিণীতে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের স্মৃতিতে বা জ্ঞানে তাঁহাদের সংশ্রব সূচিত হয়। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সংশ্রবই সোমাভিষব মনে করিতে হইবে। সোম সম্বন্ধে অন্য কোনও অবান্তর পদার্থ মনে করা সঙ্গত নহে। অতঃপর যেখানে যে ভাবে 'সোম' শব্দ উপমা-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা তত্তৎস্থলে আবশ্যকমতে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিব।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্)।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে।
উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বায়ো ইতি। তব। প্রপৃঞ্চতী। ধেনা। জিগাতি। দাশুষে।
উরূচী। সোমহপীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে দেব) 'প্রপৃঞ্চতী' (অমৃতসম্বন্ধবিধায়ন্তী) 'উরূচী' (বহুপ্রকারেণ উৎকর্ষং সাধয়ন্তী) 'তব' (ভবতঃ) 'ধেনা' (বেদমন্ত্ররূপা বাক্) 'সোমপীতয়ে' (ভক্তিসুধা-গ্রহণার্থং) 'দাশুষে' (ভগবৎপরায়ণে জনে,—তমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'জিগাতি' (গচ্ছতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎপরায়ণঃ ভক্তঃ হি কেবলং বেদমন্ত্ররূপং ভগবদ্বাক্যং হৃদি ধারয়িতুং শক্নোতি ইতি ॥ (১ম—১অ—২সূ—৩ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বব্যাপী হে দেব! অমৃতসম্বন্ধবিধায়ক, বহুপ্রকারে উৎকর্ষসাধক, বেদমন্ত্ররূপ আপনার বাক্য ভক্তিসুধাগ্রহণের নিমিত্ত, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গমন করে অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ভক্তজনই বেদমন্ত্ররূপ ভগবদ্বাক্য হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন) ॥ (১ম—১অ—২সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দাশ্বাংসং দত্তবন্তং যজমানং জিগাতি গচ্ছতি। হে যজমান্ ত্বয়া দত্তং সোমং পাস্যামীত্যেবং বায়ুর্ব্রূত ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেনা। প্রপৃঞ্চতী। প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্ব্বন্তী সোমগুণং বর্ণয়ন্তী ইত্যর্থঃ। উরূচী। উরূন্ বহূন্ যজমানান্ গচ্ছন্তি ; যে যে সোমযাজিনস্তান্ সর্ব্বান্ বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

প্রপৃঞ্চতীত্যত্র শতুরনুমঃ। পা০ ৬।১।১৭। ইতি ঙীবুদাত্তঃ। শ্লোকো ধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু গণো ধেনাগ্নেতি পঠিতম্। বর্ত্ততেঽয়তে ইত্যাদিষু দ্বাবিংশাধিকশতসংখ্যেষু গতিকর্ম্মসু গাতি জিগাতীতি পঠিতম্। দাশুষ ইত্যত্র গত্যর্থকর্ম্মণি। পা০ ২।৩।১২। ইতি চতুর্থী। উরূচীত্যত্র গৌরাদিত্বেন। পা০ ৪।১।৪১। ঙীষি কৃতে প্রত্যয়স্বরঃ। সোমপীতয়ে ইত্যত্র বহুব্রীহিত্বাভাবেঽপি ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ॥ ৩॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথমা ঋচমাহ।

* * *

তৃতীয় (১২) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণভাবে বুঝিতে গেলে মনে হয়,—'বায়ু যেন একজন সোমরসপানে অভ্যস্ত মানুষ; তিনি যেন সোমরসের বহু গুণ-বর্ণন করিয়া থাকেন; এবং তাঁহার বাক্য যেন সোমরস-দানকারী যজমানের প্রশংসার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ো। তোমার বাক্য, সোমপান নিমিত্ত দানকারী যজমানকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ 'হে যজমান। তোমা কর্তৃক দত্ত সোমরস আমি পান করিব,'—এই কথা বায়ু বলিয়া থাকেন। তোমার সেই বাক্য কিরূপ? প্রকৃষ্টরূপে সোমসম্পর্কবর্ণনকারী; অর্থাৎ,—সোমরসের গুণকে বর্ণনা করেন; বহু যজমানের নিকট গমন করে, অর্থাৎ যাঁহারা সোমযজ্ঞকারী, সেই সকল যজমানদিগকে বর্ণনা করে।

"প্রপৃঞ্চতী" এই পদে "শতুরনুমঃ" (পা০ ৬।১।১৭৩) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শ্লোকঃ ধারা" ইত্যাদি সাতান্নটী বাঙ্নামের মধ্যে "গনো ধেনাগ্না" ইত্যাদি শব্দ (যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থে) পঠিত হইয়াছে। অতএব ধেনা শব্দের অর্থ—বাক্য। "বর্ত্ততে অয়তে" ইত্যাদি এক শত বাইশটি গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে "গাতি", "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদদ্বয় পঠিত আছে। সুতরাং "জিগাতি" এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন। "দাশুষে" এই পদটীতে "গত্যর্থকর্ম্মণি" (পা০ ২।৩।১২) এই সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। "উরূচী" এই পদটী (পা০ ৪।১।৪১) গৌরাদিত্ব হেতু ঙীষ প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাসের অভাব হইলেও ব্যত্যয়ের দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৩॥

ঐন্দ্রবায়বতৃচে প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়; আর তিনি যেন সোমরস পানের আকাঙ্ক্ষা সকলকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।'

তন্ত্রমতের পঞ্চ-মকার-উপাসনার বিকৃতিতে যে ব্যভিচার-স্রোত দেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, ঋকের পূর্ব্ব-রূপ ব্যাখ্যায়, কদর্থকারিগণ অনেকাংশে সেই ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার সাধনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বায়ু-দেবতার উদ্দেশে সোম-দান কি গভীর অর্থমূলক! এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রথমে তন্ত্রের পঞ্চ-মকার-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই বায়ু-দেবতার সোম-পানের তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে।

তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার সম্বন্ধে এক-শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করেন যে, মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চবিধ সামগ্রীই তন্ত্রের পঞ্চ-ম-কার—"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।" কিন্তু প্রকৃত কি তাই? তন্ত্র তাহা বলেন না। কুলার্ণব-তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ঐরূপ ব্যাখ্যাকারের প্রতি কি বিদ্রূপ-বাণই বর্ষণ করা হইয়াছে! তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কুলার্ণব-তন্ত্র বিদ্রূপের স্বরে কহিতেছেন,—

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ।"

'মদ্যপান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধিলাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপানরত পাষণ্ডগণ সকলেই তো সিদ্ধিলাভ করিয়াছে! মাংসভক্ষণ-মাত্রেই যদি সদ্গতি লাভ হইত, তাহা হইলে মাংসাশী ব্যক্তিমাত্রেই তো পুণ্যভাগী হইতে পারিত! স্ত্রীসম্ভোগেই যদি মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে জগতের সকল জীব-জন্তুই তো স্ত্রী-সম্ভোগ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারিত!' কিন্তু তাহাই কি সত্য? কখনও নহে! তন্ত্রের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ভ্রান্ত-পথে প্রধাবিত হয়। নচেৎ, তন্ত্রের মধ্যে যে গভীর যোগ-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ়-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে

পারিলেই ইষ্টলাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। * যে পঞ্চ-ম-কারের দোহাই দিয়া তান্ত্রিকগণ যথেচ্ছাচারী ব্যভিচার-পরায়ণ হন, সেই পঞ্চ-ম-কারের প্রকৃত অর্থ সাধকগণ কিরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। পঞ্চ-ম-কারের প্রথম তত্ত্ব—মদ্যপান। কিন্তু সে মদ্যপান অর্থ—সাধারণ মদ্যপান নহে। সে মদ্য—ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রকমলদলবিনির্গত সুধাধারা-পানে সাধকের যে মত্ততা, সে মদ্য-পানে সেই মত্ততাই বুঝাইয়া থাকে। 'আগমসারে' লিখিত আছে,—

"সোমধারা ক্ষরেদ্‌যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

পঞ্চ-ম-কারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংসভোজনও—সাধারণ মাংসভোজন নহে। তাহার গূঢ় অর্থ,—মা=রসনা+অংশ; অর্থাৎ রসনার অংশ—বাক্য; মাংসভক্ষণ—বাক্যরোধ বা মৌনাবলম্বন। তন্ত্র-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ে।
সদা চ ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

সে হিসাবে, রসনাভক্ষণ বা জিহ্বা-সঙ্কোচনাদির দ্বারা সাধকের যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হয়,—মাংসভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পঞ্চ-ম-কারের তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য। সাধকের মৎস্য-ভক্ষণ অর্থ—কুম্ভক-যোগ—নিশ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ। পঞ্চ-ম-কারের চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা। মুদ্রা-ভক্ষণ অর্থ—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা, ক্রোধ—এই অষ্ট-মুদ্রাকে আয়ত্ত করা;—ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তৎসমুদয়কে প্র-সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করা। তন্ত্র-শাস্ত্রে এইরূপে সেই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; যথা,—

"আশাতৃষ্ণাজুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতি নঃ জপাচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥"

পঞ্চ-ম-কারের পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন। এই মৈথুন অর্থ—রমণী-সেবা নহে, ব্যভিচার নহে, উচ্ছৃঙ্খলা নহে, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন নহে। ইহার গূঢ় অর্থ—জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ;—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারের বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন। তদ্বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের উক্তি,—

"সহস্রারোপরিবিন্দৌ কুণ্ডলাৎ মিলনাৎ শিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতিনং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

---

* জ্ঞান-সঙ্কলিনী, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ব্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিত আছে।

ইহার অধিক প্রগাঢ় যোগাভ্যাস—ইহার অধিক প্রকৃষ্টতর চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ, আর কি হইতে পারে? সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চ-ম-কার সাধনা করিতে পারিলে, সাধক ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হন! তন্ত্র-শাস্ত্রের আর এক গূঢ় লক্ষ্য—পরীক্ষার তুষানল। সংসারের মধ্যে সহস্র প্রলোভনে পরিবৃত হইয়া কিরূপে নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দেওয়াও তন্ত্রশাস্ত্রের এক মহান্ উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, যে তন্ত্র-শাস্ত্র—কঠোর যোগ শাস্ত্র, যে তন্ত্র-সাধনা—কঠোর যোগ-সাধনা, কদর্থকারিগণ সেই তন্ত্রকেই কিনা মানুষ মদ্যাদি-পানের প্রশ্রয়দাতা ও প্রবর্ত্তনামূলক বলিয়া প্রচার করে!

সোম-সম্বন্ধেও ঐরূপ বিকৃত অর্থ ঘটিয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে সোমধারা ক্ষরিত হয়। এ সোম শব্দে সেই সোমধারাকেই বুঝাইতেছে। যখন সাধকের মনোমধুকর শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে মধু-পানে মত্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়ের সেই তন্ময় অবস্থাকেই 'সুতসোম' অবস্থা বলিয়া মনে করি। সোম আর সুসংস্কৃত হয় কখন? তোমার আমার সম্বন্ধ যখন অবিচ্ছিন্ন হয়;—উপাস্য উপাসক যখন এক হইয়া যায়। বায়ুদেবতার উদ্দেশে সোমরস প্রদান সার্থক হয় তখনই—যখন সামীপ্য আসে, যখন স্বারূপ্য লাভ হয়, যখন সাযুজ্য ঘটে। ভাব সেই এক, কথা সেই একই; বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন শব্দে, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তুলিয়া, হৃদয়ে সে ভাব বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যেই, বিভিন্ন সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবের অবতারণা। (১ম—১অ—২সূ—৩ঋ)।

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতম্।
ইন্দবো বামুশন্তি হি॥ ৪॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ইন্দ্রবায়ূ ইতি। ইমে। সুতাঃ। উপ। প্রয়ঃঽভিঃ। আ। গতম্।
ইন্দবঃ। বাম্। উশন্তি। হি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রবায়ূ' (হে ইন্দ্রবায়ুদেবৌ, গুণসাম্যসাধকৌ হে দেবৌ !) 'ইমে' (এতে, অস্মাকং অন্তর্নিহিতাঃ) 'সোমাঃ' (ভক্তিরসামৃতাঃ) 'সুতাঃ' (ভবতোঃ গ্রহণযোগ্যাঃ বিদ্যন্তে ইত্যর্থঃ); 'প্রয়োভিঃ' (গুণসাম্যরূপৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সহ ইতি ভাবঃ). 'উপ' (অস্মাকং সমীপে, অস্মাসু ইত্যর্থঃ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অধিতিষ্ঠতং) যুবামিতি শেষঃ। 'হি' (যস্মাৎ) 'ইন্দবঃ' (অস্মাভির্দ্দেয়াঃ বিশুদ্ধাভক্তিসুধাঃ) 'বাং' (যুবাং) 'উশন্তি' (কাময়ন্তি, প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ)। অত্র ভগবৎসামীপ্যলাভায় প্রবলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। সাধকেন সত্ত্ব-সাম্য-ভাবং কাম্যতে। (১ম—১অ—২সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

গুণসাম্যসাধক হে দেবদ্বয় ! আমাদিগের অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা আপনাদের গ্রহণযোগ্য হইয়া আছে। ত্রিগুণসাম্যরূপ কর্ম্মফলের সহিত আপনারা আমাদিগের সমীপে আগমন করুন। কারণ, আমাদিগের দেয় ভক্তিসুধা আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিতেছে। (ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে প্রার্থনাকারী সত্ত্বসাম্যভাব কামনা করিতেছেন) ॥ (১ম—১অ—২সূ—৪ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

এতস্যা ঋচ ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়াপুরোঽনুবাক্যারূপেণ বিশেষবিনিয়োগঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। হে ইন্দ্রবায়ূ ভবদর্থমিমে সোমাঃ সুতাঃ। অভিষুতাঃ। তস্মাদ্যুবাং প্রয়োভিরন্নৈরস্মভ্যং দাতব্যৈঃ সহোপাগতম্। অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছতম্। হি যস্মাদিন্দবঃ সোমা বাং যুবামুশন্তি। কাময়ন্তে। তস্মাদাগমনমুচিতম্ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়-পুরোনুবাক্যারূপে এই ঋকের বিশেষ বিনিয়োগ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হে ইন্দ্র ! হে বায়ো ! আপনাদের নিমিত্তই এ সোমসমূহ অভিষুত হইয়াছে। সেই হেতু আপনারা উভয়ে আমাদিগকে যে অন্নদান করিবেন, সেই অন্ন-সকলের সহিত

ইন্দ্রবায়ূশব্দস্যামন্ত্রিতাত্যুদাত্তত্বম্। প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄনিতি প্রয়াংস্যন্নানি। প্রীঞ্ধাতোরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ। পা০ ৩।১।২৬। অসুন্‌প্রত্যয়ে সতি নিৎস্বরঃ। গমিধাতোর্লোণ্মধ্যমপুরুষদ্বিবচনে বহুলং ছন্দসি। পা০ ২।৪।৭৩। ইতি শপো লুকি সত্যনুদাত্তোপদেশ। পা০ ৬।৪।৩৭। ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। ততো গতমিতি ভবতি। উন্দী ক্লেদন ইতি ধাতোরুন্দেরিচ্চাদঃ। উ০ ১।৪২। ইত্যুন্‌প্রত্যয়ঃ। আদ্যাক্ষরস্যেকারাদেশঃ। তত ইন্দুশব্দস্য নিৎস্বরঃ। সোমরসস্য দ্রবত্বাৎ ক্লেদনং সম্ভবতি। যুষ্মচ্ছব্দাদেশস্য বামিত্যেতস্যানুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যনুদাত্তঃ। উশন্তীত্যস্য নিঘাতে হি চ। পা০ ৮।১।৩৪। ইত সূত্রেণ প্রতিষিদ্ধে সতি প্রত্যয়স্বরঃ। হিশব্দস্য নিপাতস্বরঃ॥ (১ম—১অ—২সূ—৪ঋ)॥

⁂

চতুর্থ (১৩) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতেই এই ঋকে চতুর্ব্বিধ ভাব মনে আসিতে পারে। শরীরধারী ইন্দ্র ও বায়ুদেবতা যেন মানুষের অন্নদাতা; সোমরস দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া যজমান অন্নাদি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণ জন এই অর্থ ই উপলব্ধি করেন।

রূপক ভেদ করিয়া ইহার দ্বিতীয় অর্থ নিষ্কাশন করা যায়। তদনুসারে

আমাদের নিকট আগমন করুন। যেহেতু সোম সকল আপনাদের উভয়কেই কামনা করিতেছে। সেই হেতু আপনাদের আগমন করা উচিত॥

"ইন্দ্রবায়ূ" পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রয়োভিঃ—"প্রীণয়ন্তি ভোক্তৄন" অর্থাৎ ভোক্তৃদিগকে প্রীত করে যাহারা, এই অর্থে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ প্রীঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, প্রয়াংসি শব্দের অর্থ অন্ন-সমুদয়। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ঐ প্রীঞ্ ধাতুর উত্তর (পা০ ৩।১।২৬,৩৫) অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া উহার নিৎস্বর হইল। অগতম্। গম্ ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনে "তম্" প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪।৭৩) এই সূত্রের দ্বারা শপ্-প্রত্যয়ের লোপ হইয়া "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬।৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। এইরূপে 'গতং' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইন্দবঃ—ক্লেদনার্থ উন্দ ধাতুর "উন্দেরিচ্চাদঃ" (উং ১।৪২) এই সূত্রের দ্বারা উণ্ প্রত্যয় এবং আদি অক্ষর অর্থাৎ উ-কারের স্থানে ই-কার আদেশ করিয়া ইন্দু শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ইন্দু ঐ শব্দের নিৎস্বর হইয়াছে। সোমরসের দ্রবত্ব-হেতু ক্লেদন সম্ভব হইয়াছে। যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে আদিষ্ট "বাং" এই পদের "অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ", এই সূত্রের দ্বারা অনুদাত্তস্বর সিদ্ধ হইয়াছে। "উশন্তি" এই পদের "হি চ" (পা০ ৮।১।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়া প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হি" এই শব্দের নিপাতস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—২সূ—৪ঋ)॥

ইন্দ্র বলিতে তেজকে বুঝায়, সোম শব্দে রস ; এবং বায়ু সেই রসের বহনকর্ত্তা। পৃথিবীর রস, তাপে বিশুষ্ক হইয়া বায়ু-মণ্ডলে আকৃষ্ট ও সঞ্চিত হয়। তাহা হইতে মেঘসঞ্চার ও বারিবর্ষণ ঘটে। সেই বর্ষণই অন্নাদির উৎপাদক। 'হে ইন্দ্রদেব ! হে বায়ুদেব ! সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া আছে, তোমরা পান কর ; আর তাহার ফলে আমাদের নিকটে অন্নাদি সহ আগমন কর' ;—এবম্প্রকার উক্তিতে তেজঃ, বায়ু ও রস—এই তিনের সংযোগে পৃথ্বীমাতা উৎপাদিকা-শক্তি প্রাপ্ত হন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। ঋকে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

অন্য অর্থ—দেহাত্ম-ভাবমূলক। যেমন জীবদেহে বায়ু-পিত্ত-কফের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে ; ঐ তিনের একের আধিক্য হইলে যেমন অপরকে আনিয়া পরস্পরের সাম্যবিধানের চেষ্টা হয় ; ইহসংসারে সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্যভাব-স্থাপন জন্যও সেইরূপ বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। ঋকে, দেহপক্ষে, বায়ুপিত্তকফ এই তিনের সাম্য-বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে ; অথবা, অন্তর পক্ষে, সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনের প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। যাহারা কেবল দেহধারণকেই—দেহ-রক্ষাকেই সংসারের সারভূত সুখ-সাধন বলিয়া মনে করে, তাহারা প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে বায়ুদেব ! হে ইন্দ্রদেব ! আপনারা আমার দেহে বিদ্যমান থাকিয়া কফের প্রকোপ দূর করুন। আর শৈত্যরূপ সোমরস, বায়ুর ও তাপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।' অন্তিমে দেহ যখন শীতল হইয়া আসে, বায়ুর এবং উত্তাপের সঞ্চার জন্য তখন কত না প্রক্রিয়াই বিহিত হয় ! বায়ুর উপাসনা, ইন্দ্রের উপাসনা,—সেই অবস্থাতেই প্রয়োজন হয় না কি ?

আর মনে হয়, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে জগজ্জীবন ! রজোভাবে যে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে ! তমোভাব যে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে ! তাহাদের বিষম দ্বন্দ্বে আমি যে বিপর্য্যস্ত হইতেছি প্রভু ! আমার সত্ত্বভাব তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। যতই আমার চিত্ত, রজোভাবে তমোভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে, বিবেকবাণীরূপে উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব ততই তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা শান্ত না হইলে প্রাণ যে রক্ষা হয় না—প্রভু !'

উগ্রমূর্ত্তির—অহঙ্কারের প্রশমনই, ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান—প্রশান্তভাব ধারণ। সোম (শান্তভাব), রুদ্রভাবকে প্রশান্ত করিবার জন্য স্বতঃই প্রযত্নপর। সত্ত্বভাবের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিলেই সত্ত্বের সংশ্রবে রুদ্রভাবে শান্তি আসিলেই, ইন্দ্রদেবতার ও বায়ুদেবতার সোমপান হয়। সোম—সাত্ত্বিক ভাব—নিয়তই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে—রজোভাব ও তমোভাব আসিয়া আমাকে পান করুক অর্থাৎ আমার সহিত মিশিয়া স্নিগ্ধতা লাভ করুক। সে স্নিগ্ধতা ভিন্ন—সে সাম্যভাব ভিন্ন, তোমার সহিত কেমন করিয়া মিলিব, প্রভু! জ্বালামালাই বা শান্ত হইবে কি প্রকারে?’

ঋকে তাই বলা হইতেছে,—‘হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! হে আমার হৃদয়ের রজস্তমোভাব! তোমরা সদ্ভাবে বিলীন হও। ঐ দেখ সত্ত্ব-স্বরূপ সোমরস তোমাদেরই জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,—তোমাদিগকে পাইবার জন্যই একান্তে কামনা করিতেছে।’ (১ম—১অ—২সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ।

তাবা যাতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বায়ো ইতি। ইন্দ্র। চ। চেতথঃ। সুতানাম্। বাজিনীবসূ

ইতি বাজিনীऽবসূ। তৌ। আ। যাতম্। উপ। দ্রবৎ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে বায়ুদেব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবশ্চ) যুবামুভৌ 'বাজিনীবসূ' (উষাবৎ জ্ঞানোন্মেষকৌ—পরমধনপ্রাপকৌ ইতি ভাবঃ। যুবাং 'সুতানাং' (সুসংস্কৃতান সোমান—বিশুদ্ধা-ভক্তিসুধাঃ) 'চেতথঃ' (জানীথঃ, জময়থঃ)। 'তৌ' (তাদৃশৌ সদ্ভাবোদ্দীপকৌ যুবাং) 'উপ' (অস্মৎ সমীপে) দ্রবৎ (দ্রুতং, সত্বরং) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। পরমধনপ্রাপকৌ দেবৌ অস্মাসু অধিতিষ্ঠতাং ইতি ভাবঃ)। (১ম - ১অ—২সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বব্যাপী হে বায়ুদেব! আপনি এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব—আপনারা উভয়েই উষাবৎ জ্ঞানোন্মেষকারী অর্থাৎ পরমধনপ্রাপক। অপিচ, আপনারা আমাদের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধা ভক্তির বিষয় (ভক্তিতত্ত্ব) সম্যক্ পরিজ্ঞাত। আপনারা উভয়ে ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন! (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—পরমধনদাতা দেবদ্বয় আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন)॥ (১ম—১অ—২সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অত্র চকারেণান্যঃ সমুচ্চীয়তে। সন্নিহিতত্বাদ্বায়ুরেব। হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ যুবামুভৌ সুতানামভিষুতান্ সোমান চেতথঃ জানীথঃ। যদ্বা। অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিত্যধ্যাহারঃ। কীদৃশৌ যুবাম্। বাজিনীবসূ। বাজিনীশব্দো যদ্যপ্যুষোনামসু পঠিতঃ তথাপ্যত্রাসম্ভবান্নগৃহ্যতে। বাজোঽন্নম্। তদ্‌যস্যাং হবিঃসন্তত্যাবস্তি সা বাজিনী। তস্যাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ। আমন্ত্রিতত্বাদনুদাত্তঃ। তৌ তথাবিধৌ যুবাং দ্রবৎক্ষিপ্রমুপসমীপ আয়াতম্। আগচ্ছতম্। ষড়্‌বিংশসংখ্যাকেষু ক্ষিপ্রনামসু স্তু ক্ষিপ্রং মক্ষু দ্রবদিতি পঠিতম্। তত্র ফিট্‌স্বরঃ॥ ইতি প্রথমস্য প্রথমে তৃতীয়ো বর্গঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে মন্ত্রস্থিত চ-কারের দ্বারা অন্য দেবতা সমীহিত হইতেছেন। সমীপবর্ত্তী বলিয়া বায়ুরই সমুচ্চয় হইতেছে। হে বায়ো! তুমি এবং ইন্দ্র তোমরা উভয়েই অভিষুত সোম সমুদয়কে জানিতেছ। কিম্বা অভিষুত সোম-সকলের বিশেষকে জানিতেছ, এই অধ্যাহার। আপনারা উভয়ে কিরূপ। "বাজিনীবসূ" যদিও বজিনী শব্দ উষার নাম সকলের মধ্যে পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে উক্ত অর্থ অসম্ভব বলিয়া গৃহীত হইল না। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন; সেই অন্ন যে হবিঃ-সমূহে আছে, তাহাকে বাজিনী কহে। সেই বাজিনী-সমূহে যাঁহারা বসতি করেন, তাঁহাদিগকেই বাজিনীবসূ কহে। "বাজিনীবসূ" এই পদটী আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনে বিহিত হইয়াছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। সেই তথাবিধ আপনারা

পঞ্চম (১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই ঋকে বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে দুইটী অভিনব বিশেষণ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। তাঁহাদিগকে 'বাজিনীবসূ' বলা হইয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দে (বাজিনী হবিঃসন্ততি, বসু—তাহাতে যিনি বাস করেন) হবিঃসন্ততিরূপ অন্নে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। যজ্ঞ হবিঃ বাষ্পাকারে উত্থিত হয়। তদ্দ্বারা মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি-পতন ঘটে। মেঘসঞ্চার এবং বৃষ্টি-পতন—শস্যাদি-বৃদ্ধির হেতুভূত। বায়ু এবং ইন্দ্র দেবতা যদি কৃপাপরবশ না হন, তাহা হইলে সুবর্ষণ সুকর্ষণের অভাবে শস্যোৎপত্তির পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন না হইলে জীবের জীবনী-শক্তি লোপ পায়; অন্ন না পাইলে সৃষ্টি তিষ্ঠিতে পারে না। বায়ু এবং ইন্দ্র—ইঁহারা উভয়ে যে শস্যোৎপাদন পক্ষে পৃথিবীকে উৎপাদিকাশক্তি প্রদান করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা অন্নের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতার দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাই তাঁহারা এই এক ভাবে ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। রস-রূপে তেজোরূপে প্রাণবায়ুতে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহারা সংসারে অন্নাদি বিতরণ করিতেছেন। এই জন্যই সাধারণভাবে তাঁহাদের উপাসনা চলিয়াছে। 'বাজিনীবসূ' শব্দের অন্য অর্থ—ঊষাবৎ প্রকাশমান। বায়ুদেবতাকে এবং ইন্দ্রদেবতাকে 'ঊষাবৎ প্রকাশমান' বলিবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। নৈশ-অন্ধকারের অবসানে ঊষার আলোক প্রকাশ পাইয়া জগজ্জনকে জাগরিত করে। বায়ুদেবতার এবং ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ যখন মানুষ বুঝিতে পারে, তখন তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়; বায়ুদেবতা ও ইন্দ্রদেবতা তখনই ঊষার আলোক-রূপে হৃদয়ে প্রকাশমান্ হন। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে একভাবে দেখিবে; ততক্ষণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে চিনিতে পারিবে। যখন পূর্ণরূপে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তখন তাঁহারা আর এক ভাবে উপাসকের চক্ষে

উভয়ে শীঘ্রই আমাদিগের সমীপে আগমন করুন। ছাব্বিশ প্রকার ক্ষিপ্রনামের মধ্যে নু, ক্ষিপ্রং, মক্ষু এবং দ্রবৎ ইহারা পঠিত হইয়াছে। সেই দ্রবৎ শব্দে ফিট্স্বর হইয়াছে।

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত।

প্রতিভাত হইবেন। যাঁহারা প্রথম স্তরের উপাসক, তাঁহারা বজ্রের বা প্রবলতর ঝঞ্ঝাবাতের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতার ও বায়ু-দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আর যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাসক, তাঁহারা বায়ুর এবং ইন্দ্রের ক্রিয়ার মধ্যে শস্যোৎপত্তির ও অন্নাদি-প্রদানের শক্তি নিহিত আছে মনে করিয়া, তাঁহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বায়ু ও ইন্দ্র দেবতাকে সেই একেরই —সেই সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বরেরই বিভুতি বলিয়া বুঝিতে পারেন (অর্থাৎ যাঁহারা সম্পূর্ণ উচ্চস্তরের উপাসক), তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই অংশে যেন অন্ধকারের পর ঊষার আলোক প্রতিভাত হয়। তাঁহারা দেখিতে পান,—ঊষা-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব কেমন করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন! তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—সে ঊষার আলোকে হৃদয়ে কি এক অনুপম স্বর্গের সুষমা বিচ্ছুরিত হয়! হৃদয়ে স্বর্গীয় সুষমা বিচ্ছুরিত হইলে, চিদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, ভক্ত সাধক আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করেন। তখন, হৃদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ-ব্রহ্মের উদয় জন্য, সাধকের বাসনাময়ী রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-ভাবে পরিণত হইয়া, সাধককে পরম পথের পথিক করিয়া তুলে। তখন, সাধক জ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে সেই ইন্দ্রদেবকে ও বায়ুদেবকে পূর্ণব্রহ্মরূপে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন, ইন্দ্রদেবের ও বায়ুদেবের আগমনজনিত সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত পীযুষধারা পান করিয়া সাধক কৃতার্থ হন। তখনই সাধনায় সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়।

ঋকে বায়ুদেবতাকে ও ইন্দ্রদেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদলকমলবিনিঃসৃত সুধাধারা—সোমরস। ইন্দ্রদেব এবং বায়ুদেব সেই সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ। অর্থাৎ, ইন্দ্রদেব ও বায়ু-দেব সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হইবামাত্রই সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত-সহস্রদল-কমল হইতে স্বতঃই পীযূষধারা ক্ষরিত হয়। ঋকে এ স্থলে কি গভীর সাধন-তত্ত্বেরই উপদেশ রহিয়াছে! জ্ঞানরূপ ঊষার আলোকে হৃদয় যখন উদ্ভাসিত হয়, ভক্ত সাধক যখন হৃদয়-কমলে কমলাপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই সেই সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, হৃদয় ঊষার

আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তখন সে আলোকে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহার প্রভায় বিশ্বচরাচর প্রভান্বিত, সেই জগদারাধ্য সর্ব্বকারণ-কারণ তেজোময় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভ ঘটে। তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে সোমতত্ত্বে অভিজ্ঞ বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ও বায়ুদেবতার আরাধনা করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যিনি সকল আলোকের মূলাধার, যাঁহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল আলোক বিরাজিত, তাঁহার সাযুজ্য লাভ হয়। তখন সত্ত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ের সাম্য-সাধনে হৃদয়ে সোমধারা ক্ষরিত হইতে থাকে।

এই নিমিত্তই ভক্তসাধক, এ ঋকে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! তুমি বায়ুরূপে এবং ইন্দ্ররূপে আমাদিগের হৃদয়ে ঊষার আলোক বিস্তার কর। হৃদয় যে অন্ধকারময়! হৃদয় যে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়নিচয়ের ক্রিয়া-ক্ষেত্র! হৃদয় যে ত্রিবিধ দুঃখের আধার! হৃদয় যে অজ্ঞান অন্ধকারের হেতুভূত! হৃদয় যে রজস্তমোগুণের লীলা-নিকেতন! তুমি এস!—তুমি সোম-রূপ অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া সেই রজস্তমোগুণের সাম্য-বিধান কর;—উহাদিগকে সত্ত্বের স্বরূপে বিলীন কর। তুমি না আসিলে—তোমার প্রভাবে তোমার স্বরূপ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে রজস্তমোগুণের শান্তি-সাধন না হইলে—অজ্ঞান তিমিরের অবসান না ঘটিলে—জ্ঞান-সূর্য্য যে উদিত হইবে না, প্রভু! সাত্ত্বিকভাব, রজস্তমোভাবকে নিয়তই শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সাত্ত্বিকরূপে তুমি না আসিলে, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে সাম্য অবস্থায় না আনিলে, উচ্ছৃঙ্খলা কিরূপে থামিবে, প্রভু! দ্বন্দ্ব মিটাইতে তুমি ছাড়া আর কে সমর্থ আছে, প্রভু! তুমি না শান্ত করিলে, কে আর তাহাদিগকে শান্ত করিবে, দেব! হৃদয়ে ঊষার আলোক উদ্ভাসিত না হইলে—রজস্তমোগুণের স্নিগ্ধতা বিধান না করিলে, তোমার সহিত কিরূপে মিলিব, প্রভু! এস—এস দেব!—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার কর! এস—এস দেব!—এ অধমকে অজ্ঞানান্ধতামস হইতে উদ্ধার কর! এস—এস—দেব!—এ অভাজনের রজতমোভাব সদ্ভাবে বিলীন করিয়া দেও! তোমার স্বরূপে মন মগ্ন হউক; সহস্রদলকমল হইতে সোমধারা ক্ষরিত হউক; সেই সোমসুধা পান করিতে কারতে, তোমার অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, যেন তোমার সাযুজ্য লাভ করিতে পারি,—যেন তোমাতে লীন

হইতে সমর্থ হই। সাধক এখানে যেন মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—'ভগবান্ তাঁহার প্রতি করুণাসম্পন্ন হইয়া, তাঁহার ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন।' (১ম—২সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতম্।

মক্ষ্বি১ত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥ *

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

বায়ো ইতি। ইন্দ্রঃ। চ। সুন্বতঃ। আ। যাতম্। উপ।

নিঃহকৃতম্। মক্ষু। ইত্থা। ধিয়া। নরা ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বায়ো' (হে বায়ুদেব!) ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (ইন্দ্রদেবশ্চ) 'নরা' (নরৌ, নেতারৌ, বীরৌ, পুরুষকারযুক্তৌ যুবাং ইতি যাবৎ) 'সুন্বতঃ' (সৎকর্ম্মপরায়ণস্য অর্চ্চনাকারিণঃ) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'উপ' (সমীপে) 'আ যাতং' (আগচ্ছতং) 'ইত্থা' (এবং) 'ধিয়া' (অনয়া প্রার্থনয়া, ভক্তিবুদ্ধ্যা) 'মক্ষু' (ক্ষিপ্রং, শীঘ্রং) 'আয়াতং' (মম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতং) ভবতাং ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'অর্চ্চনাকারিণো মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ সঞ্জাতো ভবতু; তেন যুবাং মম হৃদয়ং প্রাপ্নুতং।' (১ম—২সূ—৬ঋ)।

* * *

---

* 'মক্ষ্বি১ত্থা—পদের মধ্যবর্ত্তী স্বরযুক্ত ১ অঙ্কটী উচ্চারণের মাত্রা-বিশেষ। উহার উচ্চারণ একমাত্রাজ্ঞাপক (হ্রস্ব)।

বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব! আপনি ও ইন্দ্রদেব—নেতৃস্থানীয় (পরমপুরুষকার-বিশিষ্ট) আপনারা উভয়েই সৎকর্ম্মপরায়ণ এই অর্চ্চনাকারীর সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবের নিকট আগমন করুন; এবং আমার প্রার্থনার দ্বারা সত্বর আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'অর্চ্চনাকারী আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হউক, তদ্দ্বারা আপনারা আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন।')॥ (১ম—১অ—২সূ—৬ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ সুন্বতঃ সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য নিষ্কৃতং সংস্কৃতং সংস্কর্ত্তারং বা সোমমুপায়াতম্। আগচ্ছতম্। নরা হে নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেনোপেতৌ। যুবয়োরাগতয়োশ্চ সত্তোর্ধিয়া অমুনা কর্ম্মণা মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে। ইত্থা সত্যম্॥

বায়ো ইত্যস্যামন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বম। ইন্দ্রশব্দো ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা। উ০ ২।২৯। রন্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতোঞ্ণিত্যাদির্নিত্যম্। পা০ ৬৷১৷১৯৭। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। চশব্দশ্চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪৷১৫। ইত্যনুদাত্তঃ' সুন্বত ইত্যত্র শতুরনুমো-নদ্যজাদী। পা০ ৬৷১৷১৭৩। ইতি বিভক্তেরুদাত্তম্। নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্যস্থানে ইতি যাস্কঃ। কৃতশব্দে আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্তঃ। পা০ ৩৷৪৷৭১। সংস্কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা০ ২৷২৷১৮। ইতি সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে থাথঘঞ্ক্তা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বায়ুদেব। আপনি এবং ইন্দ্রদেব (আপনারা উভয়ে মিলিত হইয়া) সোমশোধনে প্রবৃত্ত যজমানের "সংস্কৃত" অর্থাৎ আরব্ধ সংস্কার অথবা পবিত্রীক্রিয়মাণ সোমরসে সমাগত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হউন। হে "নরা"—পুরুষদ্বয় অর্থাৎ পৌরুষশক্তিশালী ইন্দ্র ও বায়ুদেব! আপনারা সমাগত হইলে, এই অনুষ্ঠান দ্বারা, সোম-সংস্কার-কার্য্য নিশ্চিতই অবিলম্বে সুসম্পন্ন হইবে।

'বায়ো' এই সম্বোধনান্ত পদে ষাষ্ঠিক "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮৷১৷১৯) এই সূত্রের দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্র" শব্দটীতে "ঋজ্রেন্দ্র" (উ০ ২৷২৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'রন্' প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া, ইন্দ্রপদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; এবং "ঞ্ণিত্যাদির্নিত্যম" (পা০ ৬৷১৷১৯৭) এই সূত্রানুসারে উহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" (ফি০ ৪৷১৫) এই সূত্রানুসারে "চ" শব্দটীর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "সুন্বতঃ" এই পদটীতে "শতুরনুমো নদ্যজাদী" (পা০ ৬৷১৷১৭৩) এই সূত্রানুসারে বিভক্তি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক বলিতেছেন—"নিষ্কৃতং" এই পদের নির্ উপসর্গ সং উপসর্গের স্থলেই (ব্যবহৃত) হইয়াছে। "কৃত" এই পদে "আদিকর্ম্মণি কর্ত্তরি ক্তঃ" (পা০ ৩৷৪৷৭১) এই সূত্রানুসারে, "সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত" এই অর্থে, কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (পা০ ২৷২৷১৮) সূত্র অনুসারে সমাস-হেতু পূর্ব্বপদ-অব্যয়ের প্রকৃতিস্বরত্বপ্রাপ্তি থাকিলেও

জবিত্তক্কাণাং পা০ ৬।২।১৪৪। ইত্যন্তোদাত্তঃ। গতিরনন্তরঃ। পা০ ৬।২।৪৯। ইতি তু নিস উদাত্তত্বং ন ভবতি। তদ্ধি কর্ম্মণি ক্তে বিহিতম্। পা০ ৬।২।৪৮। নিষ্করোতীতি নিষ্কৃদিতি ক্বিবন্তব্যাখ্যানে তু গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ। পা০ ৬।২।১৩৯। ইত্যকার উদাত্তঃ স্যাৎ। ধিয়া। সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ॥ পা০ ৬:১।১৩৯। ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। নরা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সম্বোধনদ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। পদাৎ পরত্বাদামন্ত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকো নিঘাত॥ (১ম—২সূ—৬ঋ)॥

⁂

ষষ্ঠ (১৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্য-দৃষ্টে জানা যায়,—এ ঋকে, যজমান সোম-সংস্কারে বিনিযুক্ত। কিন্তু সোম-সংস্কার কি? সে এক নিগূঢ় অর্থমূলক। অথচ, এই সোম-সংস্কার হইতে কদর্থকারিগণ 'মন্ত্রপূত মাদকদ্রব্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকগণ মন্ত্রের দ্বারা শোধন করিয়া যে মাদক-দ্রব্য-পানের উপোযাগিতা প্রতিপন্ন করেন, তাহা ঐ 'সোম-সংস্কার' শব্দের কদর্থের অনুস্থতি বলিয়াই মনে হয়; সে সংস্কার—মদ্যপগণের মাদক-দ্রব্য ব্যবহারের একটা 'অছিলা' মাত্র। নচেৎ, সোম-সংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ—সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ। 'সোম' শব্দ বিবিধ-ভাবদ্যোতক। এখানে ঐ শব্দের এক অর্থ—ভক্তিসুধা (সত্ত্বভাব) বলিতে পারি। ভক্তি সুসংস্কৃত হয় কখন? ভক্তি যখন অনন্যভাবে শ্রীভগবানের চরণ-সরোজে ন্যস্ত থাকে; যখন তাহাতে কোনও ক্লেদ-কলঙ্ক থাকে না; যখন সে স্বচ্ছ

"থাথঘঞ্‌ক্তাজবিত্তক্কাণাম্" (পা০ ৬।২।১৪৪) এই সূত্র দ্বারা উক্ত স্বরটি ঐ পদের অন্তোদাত্ত হইয়াছে। এই স্থলে "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬।২।৪৯) এই সূত্রানুসারে, নিস্ এই পদের উদাত্তস্বর হইবে না। যেহেতু, তাহা কর্ম্মবাচো ক্ত প্রত্যয়ে বিহিত আছে। কিন্তু এই স্থলে "যে সংস্কার করে, সেই নিষ্কৃৎ" এই অর্থে নির্ উপসর্গ পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" (পা০ ৬।২।১৩৭) এই সূত্রানুসারে ঋ-কারটি উদাত্ত হইবে। "ধিয়া" এই পদটীতে "সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ (পা০ ৬।১।১৬৮) এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নরা" এই পদটী সম্বোধনের দ্বিবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৭।৭।৩৯) সূত্রানুসারে উহার বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। পদের পরত্ব-হেতু "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮।১।১৯) এই আষ্টমিক্ সূত্রানুসারে নিঘাত (অর্থাৎ অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—২সূ—৬ঋ)॥

⁂

নির্ম্মল 'একৈকশরণ্য' ভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইতে পারে; তখনই তাহাকে সুসংস্কৃত বলা যায়। 'সংস্কৃত সোম' 'সংস্কৃত ভক্তিসুধা' শব্দে সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত হওয়ার ভাবই বুঝা যায়।

সোম-সংস্কার কিরূপে হইবে? আমার কি সামর্থ্য আছে যে, আমার ভক্তিসুধা অবিমিশ্র অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্ত হয়! সেও তো তিনিই! তিনি ভিন্ন সে নির্ম্মলতা কে আনিবে? তিনি ভিন্ন সে সামর্থ্য কে প্রদান করিবে? যজমান তাই ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন;—'হে বায়ুদেব! হে ইন্দ্রদেব! আপনারা উভয়ে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন! আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করিলে, আমাদের অনুষ্ঠিত সংস্কার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। অতএব, আপনারা উভয়ে সত্বর আগমন করুন।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে যজমান যে ভাবে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে আহ্বান করিয়াছেন, এ ঋকেও তাঁহারা সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু এখানে তাঁহাদের সে প্রার্থনা অন্যরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে ও বায়ুদেবতাকে 'নরা' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনারা পৌরুষসামর্থ্যযুক্ত; আপনারা প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। আপনারা উভয়ে সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সোম-সংস্কার-সামর্থ্য প্রদান করুন।'

যিনি সূক্ষ্ম, যিনি অবিজ্ঞেয়, যিনি কার্য্যকারণবিহীন, যিনি নিত্য ও ত্রিগুণাতীত, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে, যিনি ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্তভাবে অবস্থিত, যিনি সকল শক্তির আধার-স্থানীয়; তাঁহার সেই পরমা বিভূতির অংশমাত্র না পাইলে, সে বিভূতি আসিয়া সামর্থ্য সঞ্চার না করিলে, কিরূপে সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট পৌঁছিতে পারিব? হৃদয়ে সেই শক্তির সঞ্চার হউক,—অন্তরে সেই দৃঢ়তা উপচিত হউক; হে ইন্দ্রদেব, হে বায়ুদেব, যেন আপনাদের উপাসনা করিতে করিতে আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে থাকিতে, সেই মহাশক্তির সহিত মিলিত হইতে পারি। ক্ষুদ্র আমরা; পূজার উপচার আমাদের কিছুই নাই। আছে কেবল—'সোম'; আছে কেবল—

ভক্তি-সুধা। সে সোমও 'সুন্বতঃ' হইতে পারে না,—সে ভক্তিতেও ঐকান্তিকতা আসিতে পারে না,—যদি আপনারা প্রসন্ন না হন!

ভক্ত সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনারা সত্বর আগমন করুন। ক্ষুদ্র আমি; আমার ক্ষুদ্র পূজার ক্ষুদ্র উপচার প্রস্তুত। আপনারা না আসিলে আমার সকল আয়োজন—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইবে! তাই সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি,—হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা উভয়ে অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন। আরব্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।'

তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আর 'সোম' 'সুন্বতঃ' সুসংস্কৃত হইল কৈ? সোম সুসংস্কৃত না হইলে, তুমি আমি এক হইতে না পারিলে, সকল অনুষ্ঠান যে পণ্ড হইবে—প্রভু! সাধক তাই কহিতেছেন,—'দেও দেব! সেই সামর্থ্য দেও, যেন আমার সোম সুসংস্কৃত হয়। তাহাতেই সামীপ্য আসিবে—তাহাতেই সারূপ্য লাভ হইবে—তাহাতেই সাযুজ্য ঘটিবে। তাহাতেই আমার মনোমধুকর সেই শ্রীচরণ-সরোজের মধুপানে মত্ত হইয়া পড়িবে।'

ঋকে আর বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! হে বায়ুদেব! আপনারা বীরাগ্রগণ্য। আমার দেহমধ্যে ক্রূরকর্ম্মা রিপুনিচয় প্রবল হইয়া আমার আরব্ধ যজ্ঞে সর্ব্বদা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রেষ্ঠপুরুষকার প্রদান করুন; তাহার বলে যেন সেই রিপুদলের বিনাশ-সাধনে সামর্থ্য আসে। আপনারা না আসিলে, আপনারা সামর্থ্য প্রদান না করিলে, রিপুগণের প্রবল প্রভাবে 'সোম' সুসংস্কৃত হইবে না। সোম সুসংস্কৃত না হইলে—'সুত-সোম' হইতে না পারিলে, আমার হৃদয়ের অন্ধকার যে দূর হইবে না!

সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! এস—বায়ুরূপে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! এস—ইন্দ্ররূপে আমার চিদাকাশে উদিত হও! এস ঊষার আলোকরূপে হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর! তোমার আগমনে, তোমার স্নিগ্ধ-হিল্লোলে, তোমার বিভূতি-বিকাশে আমার প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত হউক। তোমার কৃপায় তোমারই শক্তিপ্রভাবে তোমারই সহিত সম্মিলিত হইতে যেন সমর্থ হই।' (১ম—১অ—২সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্)।

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসম্।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

মিত্রম্। হুবে। পূতদক্ষম্। বরুণম্। চ। রিশাদসম্।
ধিয়ম্। ঘৃতাচীম্। সাধন্তা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূতদক্ষং' (পবিত্রবলং) 'মিত্রং' (দেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং চ' (বরুণদেবং চ) 'হুবে' (আহ্বায়ামি, প্রার্থয়ামি); তৌ 'ঘৃতাচীং' (সত্ত্বভাবান্বিতাং) 'ধিয়ং' (অস্মাকং বুদ্ধিং) 'সাধন্তা' (সাধয়ন্তৌ, সম্পাদয়ন্তৌ, উপাসকানাং মনসি উত্তেজয়ন্তৌ)। 'সত্ত্বভাবান্বিতায়াঃ বুদ্ধেঃ প্রাপ্ত্যর্থং শত্রুনাশকং পবিত্রবলং দেবদ্বয়ং অহং প্রার্থয়ামি'—ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—২সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রবলযুক্ত মিত্রদেবকে এবং হিংসক শত্রুনাশক বরুণদেবকে, আহ্বান করিতেছি। সেই দেবদ্বয় আমাদিগের সত্ত্বভাবান্বিতা বিশুদ্ধা বুদ্ধিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'সত্ত্বভাবান্বিতা বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য শত্রুনাশক পবিত্রবল দেবদ্বয়কে প্রার্থনা করিতেছি।' (১ম—১অ—২সূ—৭ঋ।)

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

মিত্রং হুব ইতি মৈত্রাবরুণস্তৃচো গবাময়ন আরম্ভণীয়ে চতুর্ব্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্য স্তোত্রিয়ঃ। তত্রৈবাভিপ্লবষড়হেঽপি বিনিযুক্তঃ। তথা চাশ্বলায়নেন চতুর্ব্বিংশে হোতাজনিষ্টেত্যাদিখণ্ডে মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষম্। আ০ ৭।২। ইত্যাদি সূত্রিতম্। তথাহাভিপ্লবপৃষ্ঠাহানীতিখণ্ডে পরিশিষ্টানাবাপানুদ্ধৃত্য মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষম্। আ০ ৭।৫। ইতি চ। তস্য মৈত্রাবরুণতৃচস্য প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অহমস্মিন্ কর্ম্মণি হবিঃপ্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসং রিশানাং হিংসকানামদসমত্তারং বরুণং হুবে আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ। ঘৃতমুদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যা ধীর্ব্বর্ষণকর্ম্ম তাং ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ॥

মিত্রশব্দঃ পুংলিঙ্গঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। হুব ইতি হ্বয়তের্ব্বহুলং ছন্দসীতি শপো লুকি সতি হ্বঃ সম্প্রসারণম্। পা০ ৬।১।৩২। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণে উবঙাদেশঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পূতশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"মিত্রং হুবে" প্রভৃতি মৈত্রাবরুণতৃচ, আরম্ভণীয় গবাময়ন নামক যজ্ঞের চতুর্ব্বিংশ দিনে, প্রাতঃসবনে, মিত্র ও বরুণ দেবতাদ্বয়ের স্তবকারী ঋত্বিকের পঠনীয় স্তোত্ররূপে প্রযুক্ত, এবং সেই স্থলে অভিপ্লবষড়হে বিনিযুক্ত হইয়াছে। "হোতাজনিষ্টা" ইত্যাদি চব্বিশ খণ্ডে মহর্ষি আশ্বলায়ন "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষম্" ইত্যাদিরূপ সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আবার, ঐরূপে "অভিপ্লবপৃষ্ঠাহানি" ইত্যাদি খণ্ডে পরিশিষ্ট আবাপ-মন্ত্র-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া, "মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষম্" এই প্রকার পাঠও বিহিত করিয়াছেন। সেই মৈত্রাবরুণতৃচের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমি এই যজ্ঞ-কর্ম্মে হবিঃপ্রদানের নিমিত্ত পবিত্রবলশালী মিত্রদেবকে এবং হিংস্রস্বভাবশত্রুগণের বিনাশকারী বরুণদেবকে আহ্বান করিতেছি। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কীদৃশ-গুণবিশিষ্ট ?—যাঁহারা পৃথিবীতে জলপ্রাপণরূপ স্বকীয় অভীপ্সিত বর্ষণক্রিয়া সাধন করেন। অর্থাৎ, যাঁহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন।

"মিত্র" শব্দটী পুংলিঙ্গ, প্রাতিপদিকস্বরহেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "হুবে" এই পদটীতে আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে; এবং "হ্বঃ সম্প্রসারণম্" (পা০ ৬।১।৩২) এই সূত্র হইতে (সম্প্রসারণের) অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৩।১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে। প্রত্যয়-

বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। বরুণশব্দঃ কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্। উ০ ৩।৫৩। ইত্যুননপ্রত্যয়ান্তো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ শত্রবঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা০ ৩।১ ১৩৫। ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। তানত্তীতি রিশাদাঃ। তম্। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উ০ ৪।১৯০। ইত্যসুন্প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণোত্তরপদমাদ্যুদাত্তম্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এবাবশিষ্যতে। শেষনিঘাতে সত্যেকাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫। ইতি সবর্ণদীর্ঘোপ্যুদাত্ত এব। ধীরিত্যপ ইত্যাদিষড়্‌বিংশতিকর্ম্মনামসু পঠিতঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। ঘৃতমঞ্চতীতি ঘৃতাচী। ঋত্বিগ্‌দধৃগিত্যাদিনা। পা০ ৩।২।৫৯। ক্বিন্নিদিতাম্। পা০ ৬।৪।২৪। ইতি নকারলোপঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানম্ পা০ ৪ ১।৬২। ইতি ঙীপ্। অচঃ। পা০ ৬।৪।১৩৮। ইত্যকারলোপে চৌ। পা০ ৬।৩।১৩৮। ইতি দীর্ঘত্বম্। ঘৃতশব্দো নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং বাধিত্বা ঘৃতাদীনাং চ ইত্যন্তোদাত্তঃ। ফি০ ১।২২। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তস্যাপবাদকং তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা গতিকারকোপপদাদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণোদাত্তস্য ধাত্বকারস্য লোপে

স্বর-হেতু পূত শব্দ—অন্তোদাত্ত। বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া, উহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। বরুণ শব্দটী, “কৃবৃতৃদারিভ্য উনন্” (উ০ ৩।৫৩) এই সূত্রানুসারে উনন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। যাহারা হিংসা করে, তাহারা “রিশাঃ” অর্থাৎ শত্রুসমূহ এই অর্থে রিশ্ ধাতুর উত্তর “ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ” (পা০ ৩।১।১৩৫) সূত্র দ্বারা ‘ক’ প্রত্যয় হইয়া “রিশ” পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়-স্বর উদাত্ত। সেই “রিশ” অর্থাৎ শত্রুসকলকে ভক্ষণ করে যে, তাহাকে রিশাদ কহে। এই অর্থে “রিশ” এই কর্ম্মপদ-পূর্ব্বক অদধাতুর উত্তর “সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্” (উ০ ৪।১৯০) এই সূত্র অনুসারে অসুন্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন রিশাদস শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে “রিশাদসম্” এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। নিৎস্বর-হেতু ইহার উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর জন্য ঐ উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট আছে। শেষস্বর যদি নিঘাত (অব্যয়) হয়; তাহা হইলে, “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” (পা০ ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে সবর্ণ সহিত দীর্ঘ হইলেও, উদাত্তস্বরই অব্যাহত থাকিল। ‘অপ’ ইত্যাদি ছাব্বিশ প্রকার কর্ম্মনামের মধ্যে “ধী” শব্দটী পঠিত হইয়াছে। প্রাতিপদিক হেতু ইহার স্বর অন্তোদাত্ত হইয়াছে। ঘৃত প্রাপ্তি করায় যে, এই অর্থে “ঘৃতাচী”। “ঋত্বিগ্‌দধৃক্” (পা০ ৩২।৫৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ‘ক্বিন্’ প্রত্যয় করিয়া, “অনিদিতাম্” (পা০ ৬৪।২৪) সূত্র দ্বারা উহার ত-কারের লোপ হইয়াছে। “অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানম্” (পা০ ৪।১।৬২) সূত্র অনুসারে ‘ঙীপ্’ প্রত্যয় করিয়া “অপঃ” সূত্রানুসারে অকারের লোপ হওয়ার পর, “চৌ” (পা০ ৫।৩।১৩৮) সূত্র দ্বারা তাহার দীর্ঘত্ব হইয়াছে। “নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য”—এই সূত্র অনুসারে “ঘৃত” পদটীতে বিহিত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিয়া “ঘৃতাদীনাঞ্চ” (পা০ ৬।৪।১৩৮) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। “সমাসস্য” এই মন্ত্র দ্বারা বিহিত অন্তোদাত্তের অপবাদক “তৎপুরুষে তুল্যার্থা” এই সূত্রানুসারে যদিও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরের বিধান হইয়াছে; তাহা হইলেও তাহাকে বাধিত করিয়া “গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ” (পা০ ৬।২।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা, উত্তরপদে

সত্যনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ। পা০ ৬।১।১৬১। ইতি ঙীপ উদাত্তত্বে প্রাপ্তে চৌ। পা০ ৬।১।২২২। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বম্। সাধন্তা। রাধসাধসংসিদ্ধাবিত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লটঃ শত্রাদেশে। পা০ ৩।২।১২৪। শ্নুং বাধিত্বা ব্যত্যয়েন শপ্। অদুপদেশত্বাত্তুপরি শতৃপ্রত্যয়স্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বম্। দ্বিতীয়াদ্বিবচনস্য শপশ্চানুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বে ধাতোরিতি ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারাদেশঃ ॥ ৭ ॥

⁂

সপ্তম (১৬) ঋকের বিশদার্থ।

বৈজ্ঞানিক এ ঋকের একরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিবেন; ভক্ত সাধকের চক্ষে এ ঋকের অর্থ অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক দেখিবেন,—কিরূপে মিত্রের (সূর্য্যের) খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হইতেছে; আর কিরূপে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। লৌকিক হিসাবে, বরুণদেব ও সূর্য্যদেব উভয়ের সহযোগে বর্ষণ-ক্রিয়া সমাহিত হয়। যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি-প্রদানে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হন (অর্থাৎ মেঘের সঞ্চার হয়); আর তাঁহাদের প্রসাদে (মেঘ-সঞ্চারে) যথাসময়ে সুবর্ষণ সুকর্ষণ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। যথাকালে বারিবর্ষণ হইলে, ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যপ্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়।

এ ঋকের অন্য অর্থ—জ্ঞান ও ভক্তি মূলক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা পবিত্র-বলশালী এবং হিংস্র-

---

প্রকৃতিস্বর জন্য ধাতুর অন্তোদাত্ত অকারের লোপ হইলে "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" (পা০ ৬।১।১৬১) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্-প্রত্যয়ের স্বরটী উদাত্ত হইয়া যায়। কিন্তু, তথাপি "চৌ" (পা০ ৬।১।২২৪) সূত্র দ্বারা তাহা না হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সাধন্তা" এই পদটীতে সংসিদ্ধার্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ 'সাধ' ধাতুর উত্তর 'লট্' বিভক্তির স্থানে 'শতৃ' আদেশ হইয়াছে। পরে (পা০ ৩।২।১২৫) "শ্নু"কে বাধিয়া শপ্ প্রত্যয় দ্বারা ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শতৃ-প্রত্যয়ের পর অতের উপদেশ-হেতু অর্থাৎ শতৃ-প্রত্যয়ের অৎ থাকে বলিয়া "লসার্ব্বধাতুক" অথাৎ ধাতুমাত্রসাধারণ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে; দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনের ও শপের "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্র অনুসারে অনুদাত্তস্বর হইলেও, "ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৯।৭।৩৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ করিয়া "সাধন্তা" পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

স্বভাব শত্রুগণের বিনাশকারী। আপনাদের অনুগ্রহে আমরা যেন সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারি, যাহাতে অন্তরের শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ আপনাদের অনুধ্যানে রত থাকিতে পারি।'

এস্থলে মিত্র (সূর্য্যের) জ্ঞানের সহিত এবং বরুণ ভক্তির সহিত উপমিত হইয়াছেন। লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যের রশ্মিসম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; আধ্যাত্মিক হিসাবে সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির জনয়িতা, জ্ঞানের উদয় ভিন্ন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না। লৌকিক জগতে, মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতে সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত-উৎস উৎসরিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে আপনারা সুবর্ষণ দ্বারা যেমন জনসমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি-দানে সহায় হউন।'

ঋকের 'ধিয়ম্' (ধিয়া) পদে—জানা বুঝা প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। তাঁহার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে বুঝা—কেমন বুঝা? তিনি যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর সদ্বস্তু;—এমনভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এমনভাবেই তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। তবেই তাঁহার বিষয়ে প্রকৃত-জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু সে জ্ঞান কিরূপে লাভ হইবে? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে হইবে; সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরু-সেবা, বাহ্য এবং অন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদিবিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার-ত্যাগ, পুত্রকলত্র-ভবনাদির

মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠার দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে। অহঙ্কারাদি পরিহার করিয়া অনন্যা-নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞেয়-বস্তুর অনুস্মরণে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়-বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন; বুঝিতে পারিবেন,—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত,—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, বুঝিতে পারিবেন,—তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা,—তাঁহার কোনই স্রষ্টা নাই; বুঝিতে পারিবেন,—তিনিই পর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তিনি ভিন্ন সংসারে আর কিছুই জ্ঞতব্য নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।৯।১৬) বলিয়াছেন,—

> "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা
> শরীরম্। য আত্মানমন্তরো যময়তি।…কারণং করণাধিপা-
> ধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।
> প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।"

অর্থাৎ,—'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্য্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসহযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।'

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋকে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদের সেই সামর্থ্য দাও—যাহাতে আমরা দম্ভাদি শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই;—আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান কর—যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।'

জ্ঞান—ভক্তির অনুসারী। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। ফলতঃ, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই অভিন্ন,—উভয়েরই ভিত্তি কর্ম্ম। ভক্তিতত্ত্ব নিরতিশয় দুরধিগম্য। সেই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সাযুজ্য-লাভ পর্য্যন্ত

অধিগত হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—'ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেই সে আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যদি দুঃখনিবৃত্তি ও সুখশান্তি লাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও।' আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও; আমাকে নমস্কার কর; এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবে। আমার প্রতি নিষ্ঠাবান্, আমার প্রতি শরণাগত ব্যক্তিগণ, আমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আমার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে, পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন এবং পরম আনন্দ লাভ করেন, এবং পরিশেষে আমাতেই লীন হন।'

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা, ভক্তি-সহকারে তাঁহার ভজনা করা,—ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধির ইহাই একমাত্র উপায়। শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতি মন সংন্যস্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'আমি সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পুরুষ। আমার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব একমাত্র ভক্তির দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলে, সাধক সম্পূর্ণরূপে আমার জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। আমার জ্ঞান লাভ করিলে, সাধক ও আমি অভিন্ন হই। সাধক আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন।' ফলতঃ ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হয়।

ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া

প্রয়োজন। ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির লক্ষণ এবং ভক্তের কার্য্য প্রভৃতির বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারিলে, চিরসুখলাভ বা মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তি কি—প্রথমে তাহাই বুঝিবার প্রয়োজন। ভক্তির নানা পর্য্যায়—নানা সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আনুরক্তিই প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য। শাস্ত্রে ভক্তির বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে সকল লক্ষণেরই সার তত্ত্ব—ঐকান্তিকতার সহিত, একপ্রাণতার সহিত, ভগবানের প্রতি আনুরক্তি। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নিম্নরূপে পরিবর্ণিত রহিয়াছে ; যথা,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম করিতে হইবে। সে কর্ম্ম 'অন্যাভিলাষিতাশূন্য' অর্থাৎ অন্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ বা কামনা বর্জ্জিত হওয়া চাই। আর হওয়া চাই—'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত', অর্থাৎ তাহা যেন জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভগবানের প্রতি যে ঐকান্তিকী ভক্তি, তাহা জ্ঞানের অধীন নয়, কর্ম্মের অধীন নয়। অর্থাৎ,—'জ্ঞান-কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই উত্তমা ভক্তি।' সাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে,— "সা পরানুরক্তীশ্বরে।" ভগবানে ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি অনুরাগ আর কি হইতে পারে? ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন

তাই ভগবান্ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥"

কিন্তু 'যিনি আমার প্রিয়কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহার (ভগবানের) আবার প্রিয়কর্ম্ম কি? পাণ্ডিতগণ বলেন— তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম—তাঁহার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে অনন্যা ভক্তি জন্মে, ভগবৎ-প্রাপ্তির তাহাই একমাত্র উপায়। ভক্ত

সাধক যখন ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিত্যমুক্ত হইতে পারেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—‘আমি সর্ব্বভূতেই সমান। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। যাঁহারা ভক্তিসহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।’

“সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।”

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—‘যিনি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ভাবেন; যিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তিনিই আমার ভক্ত—তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।’

ফলতঃ, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অন্তরে অনন্যাভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না;—স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে না পারিলে কেহই তাঁহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, কেবলমাত্র-দাসানুদাসরূপে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সাযুজ্য সামীপ্য প্রভৃতি অন্য কোনপ্রকার মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

ভক্ত সাধক ঋকে সেই পরা-ভক্তি-লাভেরই প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি কহিতেছেন,—‘হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনাদের অনুধ্যানে—আপনাদের অনুস্মরণে, আমাদের মনে যেন ঐকান্তিকী ভক্তির সঞ্চার হয়; আর, সেই ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে, জ্ঞানাগ্নির স্ফুরণে, আমরা যেন তাহাতে অন্তরের শত্রুসমূহ—কাম-ক্রোধাদি রিপু-সমূহ আহুতি-প্রদানে সমর্থ হই। আপনাদের কৃপাকণা লাভ করিতে না পারিলে, আপনারা শক্তি-সামর্থ্য প্রদান না করিলে, কিরূপে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারিব?’

ঋকে বলা হইয়াছে,—আপনারা “পূতদক্ষং রিশাদক্ষম্”—পবিত্র-বলশালী এবং হিংসক শত্রুনাশক। শক্তি তখনই পবিত্র হয়, বল তখনই কলুষশূন্য হয়, যখন তাহা সৎকর্ম্মে ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। তাই প্রার্থনা হইতেছে,—‘হে ইন্দ্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা সেই সামর্থ্য

প্রদান করুন, যেন আমাদের শক্তি যথার্থরূপে সেই সতের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়,—যেন আমরা শ্রেষ্ঠ-শক্তিবলে হিংস্রস্বভাব রিপুগণকে বিনষ্ট করিতে পারি। আপনাদের প্রসাদে রিপুনাশ হইলে, আপনাদের কৃপায় হৃদয় নির্ম্মল হইলে, চিত্তক্ষেত্রে তিনি উদ্ভাসিত হইবেন,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, তাঁহার পূজায় নিমগ্ন থাকিলে, তবে তো জীবন সার্থক হইবে! তাই ডাকি, এস দেব! মিত্ররূপে অন্তরে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বালিত কর; তাই ডাকি, এস দেব! বরুণরূপে হৃদয়ের অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত কর। ফলে, হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক। তাঁহার দাসানুদাস-রূপে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হই।' (১ম—১অ—২সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্)।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ঋতেন। মিত্রাবরুণৌ। ঋতঽবৃধৌ। ঋতঽস্পৃশা।

ক্রতুম্। বৃহন্তম্। অশাথে ইতি ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধৌ' (ঋতস্য জলস্য বৃধৌ বর্দ্ধিতারৌ, যদ্বা—ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা পালকৌ), 'ঋতস্পৃশৌ' (ঋতানি জলানি স্পৃশন্তৌ সংযুক্তৌ, সংসারস্নিগ্ধকারিসলিলসংশ্রববিশিষ্টৌ, যদ্বা—ঋতানি সত্যানি যজ্ঞকর্ম্মাণি স্পৃশন্তৌ নিরতৌ) 'মিত্রাবরুণৌ' (মিত্রাবরুণদেবৌ) 'বৃহন্তং' (অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ং বিস্তৃতং সর্ব্ববিধং ইতি ভাবঃ) 'ক্রতুং' (যজ্ঞং, সৎকর্ম্ম) 'ঋতেন' (জলেন, সত্যেন, ফলেন) 'আশাথে' (আনশাথে, ব্যাপ্তবন্তৌ) যুবামিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে দেবৌ! সত্যস্বরূপেণ অস্মাকং যজ্ঞং কর্ম্ম বা ব্যাপ্য তিষ্ঠতং'—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা।' (১ম—১অ—২সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ঋতাবৃধ (জলবৃদ্ধিকারী অর্থাৎ শস্যোৎপাদনে সহায়ক, অথবা সত্যের বা যজ্ঞের পালক) ঋতস্পৃশ (অর্থাৎ সংসার-স্নিগ্ধকারী সলিলের সহিত সংশ্রব-বিশিষ্ট, অথবা সত্যের বা যজ্ঞের সহিত বিদ্যমান) মিত্রাবরুণ-দেবদ্বয়! আমাদিগের এই অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত বৃহৎ যজ্ঞে (সর্ব্ববিধ কর্ম্মে) অবশ্যম্ভাবী ফলের সহিত আপনারা পরিব্যাপ্ত (বিদ্যমান) আছেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের সকল কর্ম্ম ব্যাপিয়া বিদ্যমান্ হউন—এই আকাঙ্ক্ষা।')॥ (১ম—২সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে মিত্রাবরুণৌ যুবাং ক্রতুং প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগমাশাথে। আনশাথে। ব্যাপ্তবন্তৌ। কেন নিমিত্তেন? ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেন। অস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাম্? ঋতাবৃধৌ। ঋতমিত্যুদকনাম সত্যং বা যজ্ঞং বেতি যাস্কঃ। উদকাদীনামন্যতমস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রাবরুণ! আপনারা উভয়েই এই আরব্ধ সোমযাগকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কি জন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছেন!—অবশ্যম্ভাবী সত্যফল প্রদানের জন্য। অর্থাৎ, আমাদিগকে আরব্ধ যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী অমোঘ ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত আপনারা উভয়ে এই সোমযজ্ঞে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা উভয়ে কিরূপ?—"ঋতাবৃধৌ"; অর্থাৎ,—ঋতবৃদ্ধিকারী। মহাত্মা যাস্ক, ঋত শব্দে জল কিম্বা সত্য অথবা যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনারা উভয়ে সেই জলাদির মধ্যে অন্যতমের বৃদ্ধি-কর্ত্তা। অর্থাৎ,—আপনারা উভয়ে উক্ত জল, সত্য, অথবা যজ্ঞ প্রভৃতির পোষণকারী।

বর্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা। উদকাদীন্ স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুম্? বৃহন্তম্। অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢ়ম্॥

ঋতশব্দো ঘৃতাদিত্বাদন্তোদাত্তঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র মিত্রশ্চ বরুণশ্চেতি মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।৩।২৬। ইতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। ঋতস্য বর্দ্ধয়িতারাবিত্যর্থেঽন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্বৃধেঃ ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা০ ৬।৩।১৩৭। ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। ঋতস্পৃশা। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যাদ্যামন্ত্রিতত্রয়স্য স্বস্বপূর্ব্বপদাৎ পরত্বাদামন্ত্রিতস্যেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। ননু ঋতেনেত্যেতস্য সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে। পা০ ২।১।২। ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেনামন্ত্রিতানুপ্রবেশাৎ পাদাদিত্বেন পদাদপরত্বেন বাষ্টমিকনিঘাতাভাবাৎ আমন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তেন ভবিতব্যমিতি চেৎ। ন। পরাঙ্গবদ্ভাবস্য সুবামন্ত্রিতাশ্রয়ত্বেন পদবিধিত্বাৎ সমর্থঃ পদবিধিঃ। পা০ ২।১।১। ইতি নিয়মাৎ। ইহ চ ঋতেন মিত্রাবরুণাবিত্যনয়োরাশাথে ইত্যাখ্যাতেনৈবান্বয়েন পরস্পরমসামর্থ্যাৎ। যত্র পুনঃ

অতএব আপনারা 'ঋতস্পৃশা';—সর্ব্বদাই জলাদিকে স্পর্শ করিয়া আছেন। অর্থাৎ,—আপনারা সর্ব্বদা জলাদির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সোমাখ্য সেই ক্রতু কিরূপ?—অঙ্গোপাঙ্গাদির দ্বারা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত॥

'ঋত' শব্দটি ঘৃতাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। সেইজন্য 'ঘৃতাদিত্বাৎ' এই বৃত্তি অনুসারে ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ—এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস করিয়া "মিত্রাবরুণৌ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে অতঃপর "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬।৩।২৬) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের অকারের স্থানে 'আনঙ্' (আ) আদেশ হইল। "ঋতের বর্দ্ধনকর্ত্তা" এইরূপ অর্থনিষ্পত্তি হওয়ায় অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা০ ৬।৩।১৩৭) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদ দীর্ঘ করিয়া "ঋতাবৃধৌ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সুপাং সুলুক্" (পা০ ৯।৭।৩৯) এই সূত্র দ্বারা (বিভক্তির স্থানে) 'ডা' আদেশ করিয়া, "ঋতস্পৃশা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "মিত্রাবরুণৌ" ইত্যাদি আমন্ত্রিতপদত্রয়, স্বস্ব পূর্ব্ব-পদের পরবর্ত্তী হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্য" (পা০ ৮।১।১৮) সূত্র অনুসারে তাহাদের আষ্টমিক নিঘাতস্বর হইল। "ঋতেন" পদটি, যদি "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে" (পা০ ২।১২) এই সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু আমন্ত্রিত পদে (সম্বোধনসূচক—মিত্রাবরুণৌ পদে) অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে পাদাদিত্ব হেতু অথবা পদের পরে না থাকা প্রযুক্ত উক্ত আষ্টমিক নিঘাতের অভাব হওয়ায় "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৮।১।১৯) এই সূত্র অনুসারে তাহার আদিস্বর উদাত্ত হইতে পারে;—এইরূপ আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ, উক্ত পরাঙ্গবদ্ভাবের সুবামন্ত্রিতাশ্রয়ত্ব-হেতু (অর্থাৎ সুবন্ত ও সম্বুদ্ধ পদের অন্বয়ানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হয় বলিয়া) পরাঙ্গবদ্ভাবের পদবিধি সিদ্ধ হয়। যেহেতু "সমর্থঃ পদবিধিঃ" (পা০ ২।১।১) সূত্র অনুসারে পদবিধিই অন্বয়ে সমর্থ,—এই নিয়ম উল্লিখিত আছে। এস্থলে "আশাথে" এই আখ্যাতপদের সহিত "ঋতেন মিত্রাবরুণৌ" পদদ্বয়ের অন্বয়ে পরস্পরের সামর্থ্যের (সঙ্গতির) অভাব ঘটিতেছে।

পরস্পরান্বয়েন সামর্থ্যং তত্র পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ পাদাদেরাদ্যুদাত্তত্বং ভবত্যেব। যথা মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামীতি। মৃগ্রোরুতিঃ। উ০ ১।৯৪। ইত্যুতিপ্রত্যয়ান্তত্বেন পৃশ্নি যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইত্যাদাবন্তোদাত্তোঽপি হি মরুচ্ছব্দো মরুতাং পিতরিত্যত্র সামর্থ্যাৎ পরাঙ্গবদ্ভাবাদেবাদ্যুদাত্তো জাতাঃ। প্রকৃতে তু ঋতেনেত্যস্যাসামর্থ্যাদেব ন পরাঙ্গবদ্ভাব ইতি। ঋতাবৃধাবিত্যত্র দ্বিতীয়ামন্ত্রিতস্য নিঘাতে কর্ত্তব্যে আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ। পা০ ৮।১।৩২। ইতি প্রথমামন্ত্রিতেনাবিদ্যমানবদ্ ভবিতব্যমিতি চেৎ। ভবতু। অতএব তস্যাব্যবধায়কত্বাদৃতেনেতি প্রথমপদাৎ পরত্বেনৈব দ্বিতীয়ামন্ত্রিতং নিহনিষ্যতি। যথা। ইমং মে গঙ্গে যমুনে ইত্যাদৌ গঙ্গে শব্দস্যাবিদ্যমানবদ্ভাবেঽপি তস্যাব্যবধায়কত্বাদেব ইত্যেতদেব পদমুপজীব্য যমুনেশব্দস্য নিঘাতঃ। কিং চ প্রকৃতে মিত্রাবরুণাবিত্যামন্ত্রিতং সামান্যবচনম্। তস্য বিশেষণতয়া বিশেষবচনমৃতাবৃধাবিতি। অতো নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনম্। পা০ ৮।১.৭৩। ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবদ-

---

পরন্তু, যেস্থানে পরস্পরের অন্বয়ে সামর্থ্য আছে, সেস্থানে পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু পাদের আদিভূত পদের আদিস্বরটি নিশ্চয়ই উদাত্ত হইবে। যেমন, "মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামি"। এস্থলে "মরুতাং" পদটি "মৃগ্রোরুতিঃ" (উ০ ১.৮৪) এই সূত্রের দ্বারা 'উতি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু "পৃশ্নি যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতাঃ" ইত্যাদি স্থলে উহার স্বর অন্তোদাত্ত হইলেও "মরুতাং পিতঃ" বাক্যে পরস্পরের অন্বয়ের সামর্থ্য আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়াতেই মরুৎ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু উপস্থিত স্থলে "ঋতেন" পদটি 'আশাথে' ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ে সামর্থ্য নাই বলিয়াই পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "ঋতাবৃধৌ"—এই দ্বিতীয় সম্বোধন-পদটীর নিঘাতস্বর করিতে হইলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৩২) এই সূত্র অনুসারে প্রথমামন্ত্রিত-হেতু প্রথম-সম্বোধনান্ত (মিত্রাবরুণৌ) পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হইবে,—যদি এইরূপ বলা যায়, তদুত্তরে বলিতে হইবে—'হউক'; অর্থাৎ,—প্রথম সম্বোধনান্ত পদটি অবিদ্যমান পদের ন্যায় হউক। অতএব, তাহার অব্যবধায়কত্ব হেতু, "ঋতেন" এই প্রথম পদের পরে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় আমন্ত্রিত পদটির নিঘাতস্বর হইবে। যেমন "ইমং মে গঙ্গে যমুনে।" এস্থলে সম্বোধনান্ত "গঙ্গে" শব্দের অবিদ্যমানবদ্ভাব হইলেও তাহার অব্যবধায়কত্ব নিবন্ধন "মে" পদকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সম্বোধনপদ "যমুনে" পদের নিঘাতস্বর হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এই আমন্ত্রিত পদটী, সামান্যাকারে কথিত আছে এবং তাহার বিশেষণস্বরূপে "ঋতাবৃধৌ" এই সম্বোধনান্ত পদটী বিশেষ করিয়া বিশেষিত হইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ সমানাধিকরণে আমন্ত্রিত পদদ্বয় ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনম্" (পা০ ৮।১।৭৩) এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিষিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় আমন্ত্রিত পদের নিঘাতস্বর হইতে কোনও প্রতিবন্ধক নাই। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তেও সন্দেহ এই যে, উক্ত নিষেধ সূত্রে—"নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনম্" পা০ (৮।১।৭৩) এই সূত্রে,

ভাবপ্রতিষেধাদপি নিরন্তরয়ো দ্বিতীয়স্য নিঘাতঃ॥ নম্বেবমপাপাদাদাবিত্যনুবৃত্তেঃ ঋতাবৃধেত্যস্য দ্বিতীয়পাদাদিত্বান্ন ভবিতব্যং নিঘাতেন। অতএব হি ইমং মে গঙ্গ ইত্যত্র শুতুদ্রিপদস্য পদাৎ পরস্যামন্ত্রিতস্যাপি পাদাদিত্বাদেবানিঘাতাদাদ্যুদাত্তত্বং জাতং তদ্বদত্রাপি। ভবিতব্যং বক্তব্যো বা বিশেষ ইতি। উচ্যতে। মিত্রাবরুণপদস্য সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন পরানুপ্রবেশাদেব ঋতাবৃধেত্যস্য ন পাদাদিত্বম্। শুতুদ্রিপদমপি তর্হ্যেবমেব পূর্ব্বস্য সরস্বতিপদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেন ন পাদাদিরিতি নিহন্যেতেতি চেৎ। পরাঙ্গবদ্ভাবস্তাবৎ সুবন্তমামন্ত্রিতং চাশ্রিত্য প্রবৃত্তেঃ পদবিধিঃ। অতস্তয়োঃ সত্যেব পরস্পরান্বয়ে পরাঙ্গবদ্ভাবেন ভবিতব্যম্। সমর্থঃ পদবিধিরিতি নিয়মাৎ। শুতুদ্রিসরস্বতিপদয়োশ্চ ন পরস্পরেণান্বয়ঃ। কিন্তু সচতেত্যনেনেত্যসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। প্রকৃতে তু মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতি দ্বয়োরপি সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াদস্তি সামর্থ্যমিতি ভবিতব্যং পরাঙ্গবদ্ভাবেন। যথা মরুতাং পিতরিত্যত্রেতি বিশেষঃ। নম্বত এব তর্হি মিত্রাবরুণপদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসাদামন্ত্রিতনিঘাতো ন স্যাদিতি চেৎ।

'অপাদাদৌ' (পা০ ৮।১।১৮) এই অনুবৃত্তি বিদ্যমান থাকায়, "ঋতাবৃধৌ" এই দ্বিতীয় সম্বোধন পদটি (ঋতাবৃধাবৃতস্পৃশা—এই) দ্বিতীয় পাদের আদিভূত হইয়াছে; এইজন্য উহার নিঘাতস্বর হইতে পারিল না। এই নিমিত্তই "ইমং মে গঙ্গে" এই ঋকে "শুতুদ্রি" পদটী, পদের পরে থাকিয়া সম্বোধন পদ হইলেও, উহা পদের আদিতে আছে বলিয়া, নিঘাতস্বর হইল না; সুতরাং উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইস্থানেও সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। অথবা, এস্থলে ইহাই বিশেষ বক্তব্য। ইহার সিদ্ধান্ত-হেতু কথিত হইতেছে। যথা,—"সুবামন্ত্রিত" (পা০ ২।১।২) এই সূত্রের দ্বারা পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু পরস্থিত পদে মিত্রাবরুণ পদের অনুপ্রবেশ হইয়াছে; সেই জন্য "ঋতাবৃধৌ" পদটি, পাদের আদিভূত হইল না। তাহা হইলে "সরস্বতি" এই পূর্ব্বপদটীর পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, 'শুতুদ্রি' এই পদটিও পাদের আদি হইল না। অতএব উহার নিঘাতস্বর হওয়া সম্ভব। এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাহার উত্তরে বলিতে হইবে,—সুবন্তপদ ও আমন্ত্রিত পদ এতদুভয় পদকে আশ্রয় করিয়া পরাঙ্গবদ্ভাব প্রবৃত্ত হয়; এইজন্য ইহাকে পদবিধি বলে। এই নিমিত্ত সেই সুবন্ত ও আমন্ত্রিত পদদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় হইলেই "সমর্থঃ পদবিধিঃ" নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হইতে পারিবে। 'শুতুদ্রি' ও 'স্বরস্বতী' এই উভয় পদের পরস্পর অন্বয় নাই। কিন্তু "সচত" এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ের প্রসক্তি না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হয় নাই। কিন্তু এস্থলে "মিত্রাবরুণৌ "ঋতাবৃধৌ"—এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-হেতু পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য আছে। এই নিমিত্তই ইহার পরাঙ্গবদ্ভাব হইতেছে। যেমন "মরুতাং পিতঃ"। এস্থলে পরস্পরের অন্বয়-সামর্থ্য-হেতু পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়াছে। ইহাই এস্থলে বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে এই কারণানুসারে মিত্রাবরুণ-পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় পাদাদিত্ব-হেতু "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) এই পর্য্যুদাস-বিধির দ্বারা আমন্ত্রিত পদের নিঘাত হইতে পারে না;—

ন। পূর্ব্বং সুবন্তং পরং চামন্ত্রিতমাশ্রিত্য যঃ স্বরঃ প্রবর্ত্ততে তত্র সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। ভবতি চৈবং ঋতাবৃধপদনিঘাত ইতি। তত্র পূর্ব্বস্য পরাঙ্গবদ্ভাবেনাপাদাদিত্বাৎ স প্রবর্ত্ততে। মিত্রাবরুণপদনিঘাতস্তু পূর্ব্বমেবপদমুপজীবতি। স পরমামন্ত্রিতমিতি ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ॥ ননু পরাঙ্গবদ্ভাববন্নিঘাতোঽপি পদাবধিরিতি। ঋতেনেত্যনেনাসামর্থ্যাৎ ততঃ পাদাৎ পরস্য মিত্রাবরুণপদস্য ন স্যাদিতি চেৎ। ন। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ। পা০ ২।৩।১৯। ইতি নিঘাতে পদবিধাবপি সমানবাক্যত্বমেব পর্য্যাপ্তং ন পরাঙ্গবদ্ভাববৎ পরস্পরান্বয়োঽপীত্যলম্। ক্রতুম্। কৃঞঃ কতুঃ। উ০ ১।৭৭। প্রত্যয়স্বরেণাদিরুদাত্তঃ। আশাথে। আনশাথে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি বর্ত্তমানে লিট্। নুডভাবশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—১অ—২সূ—৮ঋ)॥

* * *

এরূপ সন্দেহও সঙ্গত নহে; কারণ, যেস্থলে পূর্ব্বে সুবন্তপদ এবং পরে আমন্ত্রিত পদ, এই উভয় পদকে আশ্রয় করিয়া যে পদ প্রবর্ত্তিত হয়; সেস্থলে "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) এই সূত্রের দ্বারা সে পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। এ প্রকার হইলে, "ঋতাবৃধৌ" পদ, নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইতে পারিল। 'মিত্রাবরুণৌ'—এই পূর্ব্বপদের সহিত পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু,—অর্থাৎ, পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, ("ঋতাবৃধৌ" পদটিতে) পাদাদিত্বের অভাব হইয়াছে। সেইজন্য উহার সেই নিঘাত-স্বরই প্রবর্ত্তিত হইল। পরন্তু মিত্রাবরুণ-পদের নিঘাতস্বর পূর্ব্ববর্ত্তী "ঋতেন" এই পদেই অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে; কিন্তু পরবর্ত্তী "ঋতাবৃধৌ" এই পদকে আশ্রয় করিতেছে। অতএব এস্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল। এস্থলে যদি এক সংশয়-প্রশ্নের উদয় হয় যে, পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় নিঘাতটাও পদাবধি, তাহা হইলেও, এই নিয়মে "ঋতেন" এই পদের সহিত অন্বয়-সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত এবং পদের পরবর্ত্তী হওয়ায়, "মিত্রাবরুণৌ" এই পদের নিঘাতস্বর হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—"না"; অর্থাৎ,—তাহা হইতে পারে না। কারণ, "সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ" (পা০ ২।১।৯)। অর্থাৎ,—সমানবাক্যেই নিঘাতস্বর এবং যুষ্মদ্ শব্দ ও অস্মদ্ শব্দের আদেশ কথিত হইয়াছে। এই সূত্র অনুসারে, নিঘাত পদাবধিতেও যখন সমান-বাক্যত্ব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন পরাঙ্গবদ্ভাবের ন্যায় পরস্পর অন্বয় হইবে না, তাহা নিশ্চিত। তদ্বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। "ক্রতুম্" এই পদটীতে "কৃঞঃ কতুঃ" (উ০ ১।৭৭) এই সূত্র দ্বারা 'কতু' প্রত্যয় করিয়া প্রত্যয়স্বর সিদ্ধ হওয়ায় উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আশাথে" অর্থাৎ 'আনশাথে' এই পদটীতে "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা০ ৩।৪।৯) সূত্রানুসারে বর্ত্তমানকালে লিট্ বিভক্তি হইয়াছে; ছান্দস-নিমিত্ত নুট্ আগম হইল না। ৮॥

* * *

অষ্টম (১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিশ্লষণে ঋকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবতাকে 'ঋতাবৃধৌ ও 'ঋতস্পৃশৌ' এই গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত হয়? 'ঋত' শব্দ বহুভাবদ্যোতক। সাধারণভাবে ঐ শব্দে 'জল' অর্থ উপলব্ধ হয়। 'ঋত' শব্দের আর এক অর্থ—'সত্য'। 'ঋত' শব্দে আর বুঝায়—'সত্যধর্ম্ম'। মরুদেশের অধিবাসী—যাহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল, তাঁহাকে জলাধিপতি জানিলে, তাঁহার নিকট তাহারা আকুল প্রার্থনা জানাইতে অগ্রসর হইবে না কি? যখন জলের অভাবে শস্যক্ষেত্রসমূহ শুষ্কতাপ্রাপ্ত হয়, বারিবর্ষণ-বিহনে জীবের জীবন-ধারণের প্রধান উপাদান শস্য-সমুহ যখন শুকাইয়া যায়; তখন জলাধিপতির শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে? তিনি 'ঋতাবৃধ' বুঝিয়া—তিনি জলাধিপতি বুঝিয়া, সাধারণ মানুষ তাই তাঁহার নিকট বারিবর্ষণের প্রার্থনা করে। প্রথম-দৃষ্টিতে ঋকের এইরূপ অর্থ ই বোধগম্য হয়।

কিন্তু একটু উচ্চস্তরের মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা দেখেন,—তিনি কেবল এই সাধারণ জলের অধিপতি নহেন; তিনি যে শান্তিদাতা—স্নিগ্ধতা-প্রদানকর্ত্তা। সংসারের জ্বালামালায় অন্তর যখন জ্বলিয়া ক্ষার হইবার উপক্রম হয়, এই স্তরের মানুষ, তাঁহাকে স্নিগ্ধতা-গুণের আধার জানিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাহার জলের অভাব, সে তাঁহার নিকট জলের আকাঙ্ক্ষায় প্রধাবিত হয়; আর যাহার অন্তর জ্বলিতেছে, সে তাঁহাকে শান্তিদাতা জানিয়া তাঁহার নিকট শান্তির প্রার্থনা করে। 'ঋতাবৃধৌ' পদ সংসারতাপতপ্ত ঐ দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্যের পক্ষে জলাধিপতি ও স্নিগ্ধকারী অর্থ সূচনা করিয়া থাকে।

আরও একটু উচ্চ স্তরের সাধক—সংসারের দৃঢ়গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যিনি কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন,—তিনি বুঝিয়া থাকেন,—

এ মিত্র ও বরুণদেব তাঁহারই নামমাত্র ;—যাঁহার নাম নাই, তাঁহার নাম ; যাঁহার রূপ নাই, যিনি অরূপ, তাঁহাতে রূপের কল্পনা মাত্র। সেই সাধকের চক্ষেই প্রতিভাত হয়—'ঋতাবৃধৌ' 'সত্যস্বরূপৌ।' অর্থাৎ—তিনিই সৎ, তিনিই সত্যস্বরূপ। এ মিত্রদেব, এ বরুণদেব, তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ—যিনি সৎ, যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি অক্ষয়, যিনি অব্যয়, যিনি অনাদি, যিনি অনন্ত।

সৎ-স্বরূপে বোধগম্য হইলেই, তাঁহাকে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়স্থান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতেই সত্যধর্ম্ম, তিনিই সত্যের রক্ষক, তিনিই সত্যধর্ম্মের প্রতিপালক,—এই ভাব-প্রবাহ যখন সাধকের চিত্তে প্রবাহিত হয়, তিনি যখন সত্যের ধারণায় সমর্থ হন, তখনই তিনি মিত্র-বরুণের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন,—'ঋতাবৃধৌ,' 'ঋতস্পৃশৌ' বিশেষণদ্বয়ের চরম লক্ষ্য তখনই তাঁহার হৃদ্গত হয়। সর্ব্বোচ্চ-স্তরের সাধকেই এই ভাব প্রস্ফুটিত থাকে।

'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' শব্দদ্বয় প্রায়ই একার্থমূলক ; অথচ, উভয়েই ভিন্নার্থদ্যোতক। প্রথম শব্দে 'ঋতের' বর্দ্ধক বা পালক ভাব আসিতেছে ; শেষোক্ত শব্দে 'ঋতের' সহিত সংযোগ বা নিরতি অর্থ সূচিত হইতেছে। একে দ্বৈতভাব, অপরে অদ্বৈতভাব! একে কর্ম্ম ও কর্ম্মকর্ত্তা—দুইয়ের সমাবেশ ; অপরে দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে! একে জল স্বতন্ত্র, সত্যধর্ম্ম স্বতন্ত্র ; অন্যে জলের মধ্যে যিনি, সত্যের মধ্যেও তিনি, সত্য-ধর্ম্মের মধ্যেও তিনি। অর্থাৎ—জলও তিনি, সত্যও তিনি, সত্য-ধর্ম্মও তিনি।

প্রথম স্তরের অধিকারী দেখিতেছেন,—মিত্রদেব ও বরুণদেব মেঘ-সঞ্চারের ও বৃষ্টিপাতের কর্ত্তৃস্থানীয় ; সুতরাং তাঁহারাই শস্যোৎপত্তির হেতুভূত। অদৃষ্টচক্রে বিঘূর্ণমান সংসারী যে সাধারণ মানুষ, পুত্রকলত্রাদির পরিপালনভারগ্রস্ত বিপন্ন যে জন—তার প্রার্থনা, তার আকাঙ্ক্ষা আর কতদূর উচ্চ হইতে পারে? তাহার জ্ঞান এই মাত্র যে, মিত্র ও বরুণদেব কৃপাপরবশ না হইলে, সুবর্ষণ-সুকর্ষণের অভাবে অন্নাদির উৎপত্তি-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। অন্ন ভিন্ন জীবের জীবন তিষ্ঠিতে পারে না,—জীবের জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; তাই তাহারা জলের কামনায়—

বারিবর্ষণের আশায়, মিত্র ও বরুণ দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। এই সাধারণ অর্থই সাধারণের মনে প্রথম প্রতিভাত হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবশে মানুষ তাই ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিকে কামনাপর "কৃষকের গান" বলিয়া ঘোষণা করেন। ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—স্তর-পর্য্যায়ের সকল সাধকের উপযোগী অর্থ, সাধারণ মানুষ সহসা উপলব্ধি করিতে পারে কি?

ঋকের আর একটি শব্দ—'ক্রতু'। ক্রতু শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। 'ক্রতু' শব্দের আর অর্থ—বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। যাঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থ উপলব্ধি করেন, তাঁহারা বুঝেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আপনারা 'ঋতের' (জলের, সত্যের বা যজ্ঞফলের) সহিত ব্যাপ্ত হউন। অর্থাৎ,—আপনারা জলদান করুন, অথবা যজ্ঞফল ও সত্য দান করুন।' এখানে জল পাইলেই অথবা অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বস্তু যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলেই, যাজ্ঞিক যেন কৃতকৃতার্থ। কিন্তু ঐ 'ক্রতু' শব্দে যদি বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা অর্থ সূচিত হয়, তাহা হইলে ঋকের মধ্যে কি গভীর ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে,—বুঝিয়া দেখুন দেখি! ইচ্ছা হইলেই বুঝিতে হয়—কিসের ইচ্ছা, কেমন ইচ্ছা। বাঞ্ছা, বাসনা—তাহাই বা কিসের বাঞ্ছা—কেমন বাসনা! বুদ্ধিই বা কিসের বুদ্ধি—কেমন বুদ্ধি! তার পর প্রজ্ঞা! সে প্রজ্ঞা—কেমন প্রজ্ঞা! ইচ্ছা হয়—তাঁহাকে জানি; ইচ্ছা হয়—সেই সত্যময় সত্যস্বরূপকে যেন চিনিতে পারি! তবেই তো ইচ্ছার সার্থকতা! তবেই তো ইচ্ছার পরিপূর্ণতা! বাঞ্ছা সেই হউক—যেন সত্যস্বরূপের সহিত মিলিতে পারি! মিলনের বাসনাই প্রকৃত বাসনা; তদ্ভিন্ন অন্য বাসনা চির-অপূর্ণ রহিয়া যায়! আমার যজ্ঞে, আমার ইচ্ছায়, আমার বাসনায়, আমার বুদ্ধিতে, তোমরা 'ঋতের' সহিত ব্যাপ্ত হও অর্থাৎ সত্যের সহিত ও সরলতার সহিত ওতঃপ্রোত বিরাজমান থাক—এ বাঞ্ছা, এ ইচ্ছা, কাহার হৃদয়ে উদয় হয়? 'ক্রতু' শব্দের যে চরম অর্থ—প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনেই তেমন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। যখন অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা-অভিলাষ এককালে বিসর্জ্জিত হয়, যখন কোনও বিষয়ে কোনও কামনা

বাঞ্ছা বা তৃষ্ণা আদৌ থাকে না, যখন পরমার্থতত্ত্ব-রূপ আত্ম-সম্মিলনে চিত্তের সন্তোষ জন্মে, তখনই যজ্ঞফলের সহিত তিনি ব্যাপ্ত হন। ঋকের চরম লক্ষ্য—সেই মিলনের অবস্থা। এ ঋকের নিগূঢ় উদ্দেশ্য—আত্ম-সম্মিলন।

ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! হৃদয়ে বিরাট্ যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুসমূহ অহর্নিশ সে যজ্ঞ ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আপনারা আগমন করুন। আপনাদের আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল—ইন্দ্রিয়-নিরোধ। ইন্দ্রিয়-নিরোধে তাহাদের গতি-পথ রোধ হয়; উচ্ছৃঙ্খলতা দমন হয়। ইন্দ্রিয়-নিরোধে—রিপু-দস্যুর দমনে, আত্মজ্ঞানের উন্মেষ-সাধন, আত্মজ্ঞানে আত্ম-সম্মিলন। হে দেব! আমরা সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষায় আছি। আসুন—পরমশত্রু রিপুগণকে দমন করুন।' (১ম—২সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়ং সূক্তম্। নবমী ঋক্)।

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।
দক্ষং দধাতে অপসম্॥ ৯॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণম্।

কবী ইতি। নঃ। মিত্রাবরুণা। তুবিঽজাতৌ। উরুক্ষয়া।
দক্ষম্। দধাতে ইতি। অপসম্॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'কবী' (মেধাবিনৌ) 'তুবিজাতা' (তুবিজাতৌ—বহূনামুপকারতয়া প্রাদুর্ভূতৌ, জনহিতসাধকৌ, আজন্মবলবন্তৌ) 'উরুক্ষয়া' (উরুক্ষয়ৌ—বহূনামাশ্রয়স্থলৌ, বিস্তীর্ণস্থলবাসিনৌ) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রাবরুণৌ দেবৌ) 'নো' (অস্মভ্যং) 'অপসং' (কর্ম্ম, সৎকর্ম্মসম্বন্ধিনং জ্ঞানং) 'দক্ষং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং চ ; অপসং দক্ষং—কুশলবুদ্ধিমিতি শেষঃ) 'দধাতে' (পোষয়তং, ধারয়তং, দত্তং ইতি শেষঃ)। 'হে দেবৌ ! অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং সদ্বুদ্ধিং চ প্রযচ্ছতং—ইত্যেবং প্রার্থনা'। (১ম—১অ—২সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

কবি (মেধাবী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন), তুবিজাত (জনহিতসাধক, অথবা আজন্মবহুবলশালী), উরুক্ষয় (বহুজনের আশ্রয়স্থল, অথবা বহুব্যাপী), হে মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসম্বন্ধী জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য অথবা কুশলবুদ্ধি প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য ও সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন।') ॥ (১ম—১অ—২সূ—৯ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্ ।

মিত্রাবরুণাবেতৌ দেবৌ নো অস্মাকং দক্ষং বলমপসং কর্ম্ম চ দধাতে পোষয়তঃ। কীদৃশৌ। কবী। মেধাবিনৌ। তুবিজাতৌ। বহূনামুপকারকতয়া সমুৎপন্নৌ। উরুক্ষয়া। বহুনিবাসৌ। বিপ্রো ধীর ইত্যাদিষু চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু কবির্ম্মনীষীতি পঠিতম্। উরু তুবীত্যেতৌ শব্দৌ দ্বাদশসু বহুনামসু পঠিতৌ। ওজঃপাজ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এই মিত্রদেব ও বরুণদেব, আমাদিগের বল ও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল পোষণ করেন। সেই মিত্রদেব ও বরুণদেব কিরূপ ? "কবী" অর্থাৎ মেধাবী ; "তুবিজাতৌ" অর্থাৎ বহু ব্যক্তির উপকার-সাধনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং "উরুক্ষয়া" অর্থাৎ বহু লোকের আশ্রয়স্থল। (যাস্ক-নিরুক্তগ্রন্থে) বিপ্রো ধীরঃ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক মেধাবি-নাম-সমূহের মধ্যে "কবি-মনীষী" প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে। 'উরু' এবং 'তুবি' এই দুইটী শব্দ দ্বাদশসংখ্যক বহুনামকগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। 'ওজঃ' প্রভৃতি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক

ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু দক্ষো বিল্বিতি পঠিতম্। অপসশব্দঃ ষড়বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু পঠিতঃ॥

মিত্রবরুণা। মিত্রশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্ত। বরুণশব্দো নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। দ্বন্দ্বে দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬,২।১৪১। ইত্যুভাববশিষ্যেতে। তুবিজাতৌ। বহুনামুপকারতয়া তৎসম্বন্ধিত্বেন জাতাবিতি ষষ্ঠীসমাসে সমাসান্তোদাত্তত্বম্। চতুর্থীসমাসে হি ক্তে চ। পা০ ৬।২।৪৫। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ। উরূণাং বহুনাং ক্ষয়োরুক্ষয়ৌ। ক্ষিনিবাসগত্যোরিতি ধাতোঃ ক্ষিয়ন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ। অধিকরণে এরচ্। পা০ ৩।৩।৫৬। ইত্যচ্ প্রত্যয়ান্তস্য চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ক্ষয়ো নিবাসে। পা০ ৬।১।২০১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং বিহিতম্। সমাসে তু সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ প্রাপ্তমুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্। যদ্যপি থাথাদিস্বরেণান্তোদাত্তেন বাধ্যতে তথাপি পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্। পা০ ৬।২।১৯৯। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং দ্রষ্টব্যম্। দক্ষো দক্ষা তরুৎসাহকর্ম্মণো ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আপ্যতে ফলমনেনেত্যপঃ কর্ম্ম।

বল-নাম-সমূহের মধ্যে 'দক্ষ' 'বিলু' এই দুইটি পঠিত হইয়াছে। 'অপস' শব্দটী ষড়বিংশতি-সংখক কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। এইজন্য 'অপস্' অর্থে কর্ম্ম বুঝায়।

প্রাতিপাদিক স্বর-হেতু "মিত্রাবরুণা" এই পদে মিত্র শব্দটী অন্তোদাত্ত। নিৎস্বর-প্রযুক্ত বরুণশব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এই উভয় পদে দ্বন্দ্ব-সমাস হইয়াছে বলিয়া, "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬ ২।১৪১) এই সূত্র অনুসারে উভয় স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "তুবিজাতৌ"—এই পদটী তুবীনাং অর্থাৎ বহুসংখ্যকের উপকারক বলিয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া, "জাতৌ" অর্থাৎ জন্ম স্বীকার করিয়াছেন—এই অর্থে, এবং উক্ত বাক্য ষষ্ঠীসমাস করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায়, ইহার সমাসান্ত পদটীর অন্তস্বর হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস হইলে, "ক্তে চ" (পা০ ৬.২।৪৫) সূত্র অনুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইবে। বহুর ক্ষয় (নিবাস)স্বরূপ যে দুই জন এই অর্থে "উরুক্ষয়ৌ" পদটী সিদ্ধ। নিবাস ও গত্যর্থ 'ক্ষি' ধাতুর উত্তর 'যাহাতে বাস করে'—এইরূপ বাক্যে, "অধিকরণে এরচ" (পা০ ৩,৩।৪৬) এই সূত্র অনুসারে, "অধিকরণবাচ্যে" অচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা ক্ষয় শব্দ নিষ্পন্ন হয়। পাণিনীয় সূত্রোক্ত 'চিতঃ' এই সূত্র অনুসারে ঐ ক্ষয় শব্দের অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তি হইলেও, "ক্ষয়ো নিবাসে" (পা০ ৬।১।২৯১) এই বিশেষ সূত্রবিধি অনুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু সমাস হইলে "সমাসস্য" সূত্র অনুসারে উহার অন্তস্বর উদাত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মাইয়া কৃৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু 'উরুক্ষয়া' এই উভয় পদেরই আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে, যদিও থাথাদিস্বর-হেতু (অর্থাৎ "থাথ।ঘঞ্‌ক্তাজ" ইত্যাদি সূত্র-বিধানে) অন্তোদাত্তস্বর দ্বারা (উরুক্ষয়া পদের) পূর্ব্বপ্রাপ্ত আদ্যুদাত্তস্বর বাধিত হয়; তথাপি "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্" (পা০ ৬।২।১৯৯) এই সূত্র দ্বারা উহার উত্তরপদে আদ্যুদাত্তস্বরই পরিদৃষ্ট হইবে। উৎসাহার্থ 'দক্ষ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির এক-বচনে "দক্ষম্" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ঞিৎ' হেতু (অর্থাৎ ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞ্ থাকে ন্যা না বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইহার দ্বারা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়"—এই অর্থে

আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট চ। উ০ ৪।১০৯। ইত্যসুন্নন্তস্যাপসস্পারে ইত্যাদৌ নিত্বাদাদ্যু-দাত্তস্যাপ্যপস্শব্দস্যাত্র ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—১অ—২সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্থো বর্গঃ॥ ১.১।৪॥

* * *

নবম (৬৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবকে ‘কবি’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ‘কবি’ শব্দে ‘প্রজ্ঞা-স্বরূপ’ অর্থ সূচিত হয়। কবি ব্রহ্মা; কবি—সূর্য্য; কবি—জ্ঞানাধার। সাধারণ লোকে ‘কবি’ বলিতে মেধাবী, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকে। মিত্রাবরুণ যখন মনুষ্যাকার-বিশিষ্ট দেবতারূপে সম্পূজিত হন, তখন তাঁহারা মেধাবী অর্থাৎ সাধারণ-স্তরের মনুষ্য হইতে একটু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত হয়েন। সম-অবস্থাপন্ন লোকের নিকট উপস্থিতি অনায়াসসাধ্য। আপনার অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইতে হইলে একটু আয়াসের প্রয়োজন। সামান্য আয়াস-স্বীকারে যাঁহার নিকটে পোঁছিতে পারা যায়, তাঁহার নিকট মানুষকে উপস্থিত করার পক্ষে বেদবাক্যের প্রথম প্রযত্ন দেখি। যদি মানুষ প্রথমে বুঝিতে পারে,—আমার আরাধ্য দেবতা আমার চিন্তার অতীত, আমার স্তবনীয় আমার ধ্যান-ধারণার অনায়ত্ত; তখন সে আর সেদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না,—তখন সে হতাশে অবসন্ন হইয়া আরাধ্য বস্তুর আরাধনায় বিমুখ হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এক একটী ঋকের মধ্যে, ঋকের এক একটী শব্দের মধ্যে,

---

অপ্ শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। “আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ’ (উ০ ৪।১০৯) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয়ান্ত আপ ধাতুকে হ্রস্ব করিয়া তাহা হইতে ‘অপস্’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুন্ প্রত্যয়ান্ত অপসস্পারে ইত্যাদি স্থলে নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হয়; এস্থলে ‘অপস’ শব্দের ব্যত্যয় করিয়া অর্থাৎ পরিবর্ত্তে উহার প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—২সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ বর্গ॥ ১।১।৪॥

* * *

সকল প্রকৃতির সকল স্তরের মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার গূঢ় অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে দেখিতে পাই। ঐ 'কবি' শব্দে যখন সাধারণ মেধাবী বা পণ্ডিতজনের স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইবে; তখন যাজ্ঞিকের প্রাণে কি একটু আশার সঞ্চার হইবে না? যাজ্ঞিক তখন নিশ্চয়ই মনে করিতে পারিবেন,—'আমার দেবতা তো আমা হইতে বেশী দূরে নহেন? আমি তো একটু প্রযত্নপর হইলেই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারি?' এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া, যাজ্ঞিক যখন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবেন; তখন, কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, আপনার ভুয়োদর্শনের ও জ্ঞানবৃদ্ধির তারতম্য অনুসারে, ভগবানের ঐশ্বর্য্য-মহিমা উপলব্ধি করিবার পক্ষে তাঁহার সামর্থ্য আসিবে। তখন, ক্রমশঃ. যে 'কবি' শব্দে তাঁহাকে মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, সেই শব্দেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞানময় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। সকল শ্রেণীর সাধক, সকল ভাবের মধ্য দিয়া জগদীশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন, যেন এইরূপ লক্ষ্য করিয়াই এক একটী ঋকের এক একটী শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে।

ঋকের আর একটী শব্দ—'তুবিজাতৌ।' বহুজনের উপকারের জন্য যাঁহার জন্ম, তিনিই 'তুবিজাত।' অথবা জন্মাবধি যিনি বলশালী, তিনিই 'তুবিজাত।' এই দুই অর্থের প্রতি অর্থই তাঁহার প্রতি মানুষের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তিনি বহুজনের উপকার করেন, সুতরাং আমারও উপকার করিতে পারেন। তাঁহার জন্মই উপকারের জন্য; সুতরাং আমি যদি তাঁহার শরণাপন্ন হই, আমার উপকার তিনি অবশ্যই করিবেন। উপকার পাইবার প্রত্যাশায় মানুষ সদাই লালায়িত। মানুষের সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেই কিছু-না-কিছু উপকার বা ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আছেই। যাঁহার জন্মই সেই উপকার-বিতরণের জন্য, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সফলতা নিশ্চয়ই অধিগত হইবে। অন্ততঃ এই লক্ষ্যেও মানুষ, ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক, শব্দের ইহাই উদ্দেশ্য। তিনি আজন্ম-বলশালী; তিনি আমার সহায় থাকিলে, আমার ন্যায় দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়নের আশঙ্কা থাকিবে না,—এ লক্ষ্যেও মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

'তুবিজাত' শব্দের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিলে, যাঁহার উদ্দেশে ঐ

শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে তখন আর সাধারণ বলিয়া মনে হয় না। সে অর্থ উপলব্ধি করিলে—সে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে, তিনি যে অসাধারণ—তিনি যে সাধারণের ধ্যান-ধারণা চিন্তার অতীত, তিনি যে যোগিধ্যেয় বিজ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। জন্মিয়াই কে কোন্ কালে বলশালী হয়? জন্মমাত্রেই কে কোন্ কালে বহুজনের উপকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? এইখানেই অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না কি? তিনি সাধারণ হইয়াও অসাধারণ, তিনি ধারণার সামগ্রী হইয়াও ধারণার অতীত। ঐ একই শব্দে বিভিন্ন স্তরের উপাসকের পক্ষে তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি ব্যক্ত করিতেছে।

এইরূপ 'উরুক্ষয়' শব্দে মিত্রাবরুণ দেবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহারা বহুজনের আশ্রয়স্থল, আবার তাঁহারা বহুব্যাপী। তাঁহারাই আশ্রয়, আবার তাঁহারই আশ্রয়ভূত; তাঁহারাই ব্যাপ্ত, আবার তাঁহারাই ব্যাপক। এখানে মিত্রাবরুণ সেই সর্ব্বমূলাধার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। তাঁহারা আমাদিগকে কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, তাঁহারা আমাদিগকে কুশল-বুদ্ধি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আমরা যেন সেই কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ কুশল-বুদ্ধি (মঙ্গলজনক বুদ্ধি) সঞ্জাত হয়। ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, তাঁহার কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে,—ইহাই স্থূল মর্ম্ম। (১ম—১অ—২সূ—৯ঋ) ॥

* * *

দ্বিতীয় (বায়বীয়) সূক্তের তাৎপর্য্য।

আগ্নেয়-সূক্তে একমাত্র অগ্নিদেবের উপাসনার বিষয় অবগত হইয়াছি। যদি কেহ একমাত্র আগ্নেয়-সূক্ত আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হন, তিনি অগ্নিদেবকেই তেজোস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন; অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ বিভূতি ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও বিভূতির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পতিত না হওয়াও অসম্ভব নহে। এককে জানিলেই সকলকে জানা হয়—সেই যে শ্রুতিবাক্য আছে; সেই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতার সহিত তিনি সেই এককে জানিয়াই সকলকে জানিতে পারেন।

আগ্নেয়-সূক্তে যেমন একমাত্র অগ্নিদেবতার উপাসনার বিষয় অবগত হই, এই বায়বীয়-সূক্তে সেইরূপ আরও দেবতা-চতুষ্টয়ের সন্ধান পাই। একমাত্র অগ্নিদেবতাকে দেখিয়া, অগ্নির মধ্যে জ্যোতির মধ্যে তেজের মধ্যে সকলই আছেন বুঝিতে না পারিয়া, যদি কেহ বিভ্রান্ত হন, আমরা মনে করি, তাঁহাদেরই জন্য বায়বীয়-সূক্তের অবতারণা। এখানে তিনি বায়ুরূপে, এখানে তিনি ইন্দ্ররূপে, এখানে তিনি দিবসের অধিষ্ঠাতা মিত্ররূপে, এখানে তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতা বরুণরূপে প্রকটিত; অথবা এখানে তিনি আকাশের দেবতা ইন্দ্র, জলের অধিপতি বরুণ এবং দিবসের অধিপতি মিত্র বা সূর্য্যদেব। বহু রূপে বহু ভাবে তিনি যে প্রকাশমান, অনিলে সলিলে তেজে বজ্রে—সর্ব্বপ্রকারেই যে তিনি পরিব্যাপ্ত, বায়বীয়-সূক্তে তাহারই প্রথম আভাস প্রাপ্ত হই। এখানেই বুঝিতে পারি, অগ্নিরূপে যাঁহার বিভূতি বিকাশমান, বায়ুরূপে বরুণরূপে বজ্ররূপে তেজোরূপে জ্যোতীরূপে তিনিই মূর্ত্তিমান্ রহিয়াছেন।

মিত্র, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি তাঁহার নাম; উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি তাঁহার গুণ; বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবে আবাহন—তাঁহার বিভিন্ন রূপ-বিশেষণ; এ ভিন্ন আর অন্য অর্থ আসিতেই পারে না। মানুষের দৃষ্টি, মানুষের ধ্যানধারণা অনুধাবনা, নানা পথে নানা ভাবে প্রধাবিত। তিনি যেন তাই দেখাইতেছেন,—যে পথে যেদিক দিয়াই অগ্রসর হও, যেভাবে যেমন করিয়াই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, সকল দিকে সকল ভাবের মধ্যেই সেই একই আমি বিদ্যমান্ রহিয়াছি। নাম ভিন্ন হয়, হউক; গুণ ভিন্ন হয়, হউক; রূপ ভিন্ন হয়, হউক; কিন্তু সর্ব্বত্রই—সকল রূপের—সকল গুণের—সকল ভাবের মধ্যেই, তাঁহারই—সেই একেরই, সন্ধান রহিয়াছে। সনাতন সত্যধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকে যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন; অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-পদ্ধতি হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে দেখিয়া, যাঁহারা তাঁহাদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন; যখনই যাহার বিক্রম দেখিয়াছে তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে—সিদ্ধান্ত করিয়া, যাঁহারা হিন্দুগণকে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান; এ সকল পূজা-পদ্ধতির মর্ম্ম তাঁহারা কদাচ ধারণা করিতে পারিবেন না। ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিতে বিভিন্ন-ভাবে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার বিষয় বিবৃত থাকিলেও, সকলই যে একের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহার সামান্য দৃষ্টি-শক্তি আছে, তিনিই দেখিতে পাইবেন—সকলই একের উদ্দেশে একই পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রই বা কি, মিত্রই বা কি, আর বরুণই বা কি? বেদ কি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া যান নাই? বেদেই কি আমরা দেখিতে পাই না—যিনিই মিত্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনি বরুণ, তিনিই সুপর্ণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা।

বেদই তো বলিয়া গিয়াছেন—সে তো বেদেরই উক্তি—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি সূর্য্যং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

এরূপ উক্তি দেখিয়াও কেন সংশয় আসে? এত স্পষ্টভাবে, এত স্পষ্টভাষে, স্বরূপ ব্যক্ত

ব্যক্ত দেখিয়াও মনে কেন ভিন্ন ভাব আসে?—চিত্তে কেন সংশয়ের উদয় হয়? আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের অবতারণা সেই সংশয়-ভঞ্জনের সহায়তা করে।

বায়বীয়-সূক্তে সংশয় ঘনীভূত হয়—'সোম' শব্দের অবতারণামূলে। নাস্তিক্য-দর্শনের প্রচার-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়্যুপনিষদে একটী উপাখ্যান আছে। অসুরগণ যখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠে, দেবগণের প্রতি শত্রুতা-প্রদর্শনের জন্য যখন তাহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় অসুরগণের বুদ্ধি-ভ্রংশের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি তাহাদের মধ্যে নাস্তিক্য-মত-প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। দৈত্যগণকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য, বৃহস্পতি প্রথমে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের রূপ পরিগ্রহ করেন; তার পর তিনি অবিদ্যার সৃষ্টি করেন; আর, সেই অবিদ্যার ঘোরে পড়িয়া অসুরেরা বেদাদি শাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে থাকে এবং হিতবাক্যকে অহিতবাক্য বলিয়া মনে করে। ফলে, তাহাতেই তাহাদের পতন হয়। আমরা মনে করি, বায়বীয়-সূক্তে 'সোম' শব্দ কুকর্ম্মকারীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি

---

* সোম যে সাধারণ মাদক-দ্রব্য নহে, উহা যে উন্মত্ততাজনক লতা-পাতার রস-রূপ আসব পর্য্যায়ভুক্ত নহে; সে পক্ষে যে সকল প্রমাণ পরম্পরা সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। হাওড়া সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন উপলক্ষে প্রফেসর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় 'ঋগ্বেদে সোম' নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি "সোম" সম্বন্ধে যে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক-মত না হইলেও, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বিকৃত-ভাবাপন্ন জনগণের চিন্তার গতি, তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই আশায়, সেই প্রবন্ধ এই "বায়বীয় সূক্তের তাৎপর্য্য" অংশের পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশ করা গেল। যথা,—

ভূমিকা।

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ-সংহিতাকে অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন, এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রথম মণ্ডলের প্রায় ৫০টি সূক্ত ও দ্বিতীয় হইতে নবম মণ্ডল পর্য্যন্ত আটটি মণ্ডল অতি প্রাচীন অংশ। ইহা আদি ঋগ্বেদ। প্রথম মণ্ডলের অবশিষ্ট সূক্ত-সমূহ ও দশম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। (১) ঋগ্বেদ-সংহিতার, সেই তথাকথিত প্রাচীন অংশে, সোম শব্দ যে চন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। (২) তাঁহারা বলিতে চান, প্রাচীন অংশে ব্যবহৃত সোম শব্দের অর্থ—সোমলতা বা সোমরস; ঋগ্বেদের—কেবল নবীন অংশেই, চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) এই অংশ পরবর্ত্তী

১। Macdonell's Sanskrit Literature পৃঃ ৪১—৪৩। Vedic Index by Macdonell and Keith. পৃঃ ৪১০।

২। Macdonell's Sanskrit Literature পৃঃ ৯৯। Muir. Sanskrit Text, পৃঃ ২৭৯। Vedic Index পৃঃ ২৫৪।

৩। ঋঃ সং ১।১০৫।১, ১০।৬৪।৩, ১০।৮৫।১০৫, ১৮, ১৯।

অবজ্ঞা-প্রদর্শনের জন্য যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে; অপিচ, যাহারা বিদ্বেষবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে; তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে—

ব্রাহ্মণ-কালের রচনা বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। চন্দ্রের গতিবিধির আলোচনা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান, বর্ত্তমান কলে, সভ্যতার ইতিহাসে, প্রাচীনত্বের পরিমাপক-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় চন্দ্র শব্দের ব্যবহার অতি অল্প, কয়েক বার মাত্র হইয়াছে, এবং তাহাতে চন্দ্রের জ্যোতিস্তত্ত্ব অতি সামান্যই রহিয়াছে। কিন্তু সোম শব্দের ব্যবহার অগণিত, এমন কি নবম মণ্ডলের সমস্ত কেবল সোম-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। নিরুক্তে যাস্ক চন্দ্রার্থক সোম শব্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহার সমস্তই ইউরোপীয়দিগের সেই তথাকথিত নবীন অংশ হইতে উদ্ধৃত। (১) তন্মধ্যে প্রধান ১০ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্ত, Roth, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া, নবীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহাতে ইউরোপীয় বা তাঁহাদের মতাবলম্বী এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে, তজ্জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কেবলমাত্র ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের ঋক্-গুলিরই আলোচনা করা হইবে।

সোম ও শুক্রের যোগ।

বৈদিক সাহিত্যে, আকাশ দেবনিবাসরূপে পরিচিত। (২) যাস্ক, দেব-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"দেবঃ দ্যোতনাৎ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" সেই দেব-নিবাস আকাশে বা দ্যুলোকে সোমের নিবাস। (৩) সোমের পরমপদ আকাশে বর্ত্তমান। (৪) সেই উন্নত দ্যুলোক হইতে, শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আহৃত হন। (৫) এইরূপ প্রবাদ ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল। সোম সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন করেন। (৬) দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ইনি চতুর্দ্দিকে গমন করেন। (৭) আকাশ হইতে তাঁহার কিরণ যেন সহস্র ধারায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, এজন্য তিনি প্রার্থিত হন। (৮) তিনি বৃষভের ন্যায় নভঃ-প্রদেশ দিয়া গমন করেন। (৯) সূর্য্য সোমের স্থান রক্ষা করেন এবং সোম

১। ঋঃ সং ১০।৮৫।৩, ৫।১৮।১১ ; ১।১১ ১৮।

২। ব্যোমনি দেবানাং সদনে ৮।১৩।২ জথন্ দেবানাং বিশস্ত্রিষ্যা রোচনে দিবঃ, ৮।৬৯।৩

৩। পদং যদস্য পরমে ব্যোমনি, ৯।৮৬।১৫

৪। দিবিতে নাভা পরম ৯।৭৯।১৪

৫। ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রং মদং। সোমং ভরদ্দাদৃহাণো দেবাবান্দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায়॥ ৪।২৬।৬

৬। কেতুং কৃণ্বন্ দিবস্পরি বিশ্বারূপাভ্যর্ষসি, ৯।৬৪।৮

৭। স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়স ওভে অন্তারোদসী হর্ষতে হিতঃ। বৃষা, ৯।৭০।৫

৮। সহস্রধা রণ তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তরজসি প্রজাবতীঃ ৯।৭১।০

৯। অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোর্বৃষায়তে নভসা বেপতে, ৯।৭১।০

'সোম' কি? 'সোম' কি—তাহাদের না বুঝাই উচিত। কলসীপূর্ণ দুগ্ধের বিন্দুমাত্র গোমূত্র-সংস্রব ঘটিলে যেমন দুগ্ধ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়; তেমনিই সরল শিষ্ট সাধুজনের মধ্যে

দেবতাদের সন্তানগণকে রক্ষা করেন। (১) তিনি দ্যুলোকের উপরে থাকিয়া নক্ষত্রগণকে দীপ্তিশীল করেন। (২) ইনি ধর্ত্তা ও দ্যুলোক হইতে ইনি ক্ষরিত হন। (৩) মধুজিহ্বা বেণগণ (৪) সোমকে দ্যুলোকের যজ্ঞে দোহন করেন। (৫) আকাশে চলনশীল শিশু সোমকে বেণগণ স্তুতি করেন। (৬) ঐ উন্নত (শিশু) সোম, সূর্য্যের বিশ্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শুক্রের সহিত দ্যুলোকে সতেজে দীপ্তি পান। (৭), (৮) ৯।৮৫।১২ ঋক্‌টি তদব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের সহিত পাঠ করিলে মনে হইবে, সোমকে শিশু বলা অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। কারণ, কেবল শিশু সোমের সহিতই (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া হইতে চতুর্থীর চন্দ্রের সহিতই) শুক্রের যোগ বা সান্নিধ্য হওয়া সম্ভব। তিলক তৎকৃত Orion নামক গ্রন্থের ১৬২ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার প্রমাণস্বরূপ ৯।৪৬।৪ ঋকের উল্লেখ করিয়াছেন।

সোমের নিবাস-স্থান আকাশে।

সোম দেবতাদিগের নিকট গমন করেন। (৯) তিনি দ্যুলোকস্পর্শী তেজঃরূপ বসনে আবৃত হইয়া নভস্থল অতিক্রম করিয়া যান। (১০) ইঁহার গতি আকাশস্থিত চলনশীল অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক; ইনি বায়ুর ন্যায় অনবরত গমন করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় মানস-বেগে গমন করেন। (১১) ইনি সিন্ধুর (১২) অগ্রে ধাবিত হন, বাক্যের অগ্রে ও গোগণের (১৩) অগ্রে গমন করেন। (১৪) ক্ষরণশীল সোম বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান।

সোমের গমনশীলত্ব ধনুষাকার মার্গ ও পূর্ব্বাভিমুখী গতি।

১। গন্ধর্ব্ব ইৎথা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ ৯।৮৩।৪

২। অধিদ্যামস্থাৎ বৃষভো বিচক্ষণো রুরুচদ্বিদিবো রোচনা কবিঃ ৯।৮৫।৯

৩। ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যোরসো দক্ষো দেবানাং ৯।৭৬।১

৪। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার রচিত Orion নামক বিখ্যাত পুস্তকের ১৬১-৫ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বেণই পাশ্চাত্য Venus ও ভারতবর্ষীয় শুক্র গ্রহ। শুক্র শব্দও যে ঋগ্বেদ সংহিতায় শুক্রগ্রহ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও তিনি ঐ সঙ্গে দেখাইয়াছেন।

৫। দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেণা দুহন্তি ৯।৮৫।১০

৬। নাকেসুর্ণপমুপপপ্তিবাংসং গিরো বেণানামকৃপন্ত পূর্ব্বী। শিশুঃ ৯।৮৫।১১

৭। ঊর্দ্ধো গন্ধর্ব্বো অধিনাকে অস্থাৎ বিশ্বারূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ ৯।৮৫।১২ আধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীতমন্থিনা ৯।৪৬।৪

৮। ১ম মণ্ডলের ৮৬।৪, ৯৪।১, ৯৪।২, ৯৬।২৪ প্রভৃতি ঋক্‌গুলিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৯। সোমো দেবানামুপযাতি। ৯।৮৬।৭

১০। দ্রাপিং বসানো যজতো দিবি স্পৃশমন্তরীক্ষ প্রাভুবনেষর্পিতঃ। স্বর্জ্জানো নভসাভ্যক্রমীৎ। ৯।৮৫।১৪

১১। বায়ুর্ন যোনিযুত্যাম্ ইষ্টযামা...পূষেব ধীজবনোসি সোম ৯।৮৮।৩

১২। সিন্ধু=অন্তরীক্ষ বা তদুপরস্থ স্থান। "অন্তরীক্ষস্যোপরি সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপাঃ" -- সায়ণ

১৩। গো=জ্যোতিষ্ক বা রশ্মি।

১৪ অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি—৯।৮৪।১২

একজন দুষ্কর্ম্মকারী অধার্ম্মিক উপস্থিত থাকিলে, তদ্দ্বারা কলুষ আনয়ন করিতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয়, তদ্রূপ লোকের সংশ্রব না রাখার জন্যই বোধ হয়, সোম শব্দের অপব্যাখ্যায়

---

(১) দ্যুলোকে সোমের গমনের জন্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। (২) তাহাকে ঋতের পথ (Path fixed by Universal Law) বলে; সেই পথ সোমের প্রিয়। (৩) সোমের গমনপথ অতি বিশাল। (৪) সেই পথে তিনি অতিশয় শীঘ্র গমন করেন ও অপর গমনশীল কেহ তাঁহার সহিত যাইতে পারে না। (৫) সেই বিস্তীর্ণ মার্গে গমনশীল সোম, প্রভাত, স্বর্গ ও কিরণ দান করেন। (৬) সোম সতর্ক হইয়া, ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন; ইঁহার রথ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সংযুক্ত, দেবলোক জাত ও দর্শনীয়। (৭) ধনুর ন্যায় মার্গে ইনি গমন করেন। (৮)

সোমের শৃঙ্গ।

সোমের বর্দ্ধন বা ক্রমস্ফীতি।

চন্দ্রের শৃঙ্গের ন্যায় ঋগ্বেদে সোমেরও শৃঙ্গের উল্লেখ আছে। সোমের শৃঙ্গের সংখ্যা দুই ও উহা হরিদ্বর্ণ। তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়া গমন করেন। (৯) তীগ্মশৃঙ্গ হইয়া সোম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। (১০) চন্দ্রের পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক। তিনি নিজে বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণকে বর্দ্ধিত বা প্রীত করেন। (১১) সোম উচ্চ আকাশে (পবিত্রে ১২) ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন। (১৩) নদীজলের দ্বারা সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হয়, তদ্রূপ সোমও দেবগণের পানের নিমিত্ত স্ফীত হন। (১৪) প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে, সোমের জ্যোতির কারণ সূর্য্য। সোম

১। পুমানেভ্যোলোবাজী ভবতীদরাভী—৯।৯৬।১৫

২। রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দ্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ ৯।৮৬।৩৩

৩। অভিপ্রিয়া দিবস্পদা সোমোহিন্বানো অর্ষতি। ৯।১২।৮

৪। মধুপৃষ্ঠং ঘোরং অযাসং—৯।৮৯।৪

৫। রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীভন্তং মিমতেন গাবঃ ৯।৯৭।৯

৬। উরু গব্যূতি অপঃ সিষাসন্ উষসঃ স্বঃ গা সংচিক্রদঃ ৯।৯০।৪

৭। পূর্ব্বামনুপ্রদিশং যাতি চেকিতৎ সংরশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ ৯।১১১।৩

৮। প্রসোমাসো অনন্বিযু ৯।২১।১। অভিগাবো অনন্বিষু ৯।২৪।২। প্রপবমানধন্বসি সোমঃ ৯।২৪।৩

৯। তনুনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি অন্তরীক্ষেণ রারজৎ ৯।৫।২। রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিষ্যায়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী ৯।৭০।৭। এবঃ শৃঙ্গানি দোধুবৎ শিশীতে, ৯।১৫।৪। তীগ্মে শিশানো মহিষেণ শৃঙ্গে ৯।৮৭।৭। তীগ্মশৃঙ্গে ৯।৯৭।৭

১০। পবীনসংকুনুতে তীগ্মশৃঙ্গ, ৯।৯৭।৯

১১। স বর্দ্ধিতা বর্দ্ধনঃ পূয়মানঃ সোমঃ, ৯।৯৭।৩৯

১২। পবিত্র—অন্তরীক্ষ, ঋঃ সং ৯।৯৭।৪৪ প্রভৃতি।

১৩। বৃষা পবিত্রে অধিসানু অব্যেবৃহৎসোম বর্বৃধে ৯।৯৭।৪০

১৪। প্রসোমদেববীতয়ে সিন্ধুর্নপিপ্যে অর্ণসা ৯।১০৭।১২। ৯।২৭।৬, ৯।১৭।৪ প্রভৃতি ঋকেও এই স্ফীতির বর্ণনা আছে।

ঋকের প্রতি তাহাদের ঘৃণার উদ্রেকে তাহাদিগকে বেদ-বাক্যে আস্থা-স্থাপনে বিরত রাখা হইয়াছে। দেশ-ভেদে জন্ম-ভেদে কর্ম্ম-ভেদে অধিকারি-ভেদে মানুষের যে ধর্ম্ম-তত্ত্ব

সূর্য্যাই সোমের জ্যোতির কারণ।

সূর্য্যস্থানই বৈদিক সোমধান কলশ।

সূর্য্যের কিরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। (১) যিনি সূর্য্যের কিরণ দ্বারা মার্জ্জিত হন। (২) দেবস্থানে ধারা ক্ষরণ করিতে করিতে, ইনি 'সোমধান কলশে' (সূর্য্য-কিরণে) প্রবেশ করেন। (৩) ['কলশ' শব্দের অর্থ, যাস্ক করিয়াছেন,— "কলা শেরতে অস্মিন্" অর্থাৎ কলশ সোমকলার আধার।] সুপর্ণ সোম সূর্য্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া পৃথিবীকে দেখেন। (৪, ৫, ৬,) সোমের অর্থ চন্দ্র হইলে ঋক্‌গুলির অর্থ সুস্পষ্ট হয়। ঋগ্বেদে অসংখ্য স্থানে উক্ত হইয়াছে, সোম ক্ষরিত হইতে হইতে কলশে প্রবেশ করেন। (৭) কলশ মিত্র দেবতার স্থান বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। (৮) কলশ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌গুলিও দ্রষ্টব্য। (৯) ক্ষরিত হইতে হইতে, কৃষ্ণপক্ষের শেষে, অমাবস্যার দিবস, সূর্য্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, চন্দ্র অদৃশ্য হয়; এইজন্য এই সময়ে ইনি আধার-স্বরূপ কলশে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া, যখন দ্বিতীয়ার দিন সোম আবার দৃষ্ট হন, তখন তাঁহাকে নবজাত বা শিশুরূপে বর্ণনা করা প্রকৃতই স্বাভাবিক। সুতরাং কলশ শব্দের অর্থ সূর্য্যরশ্মিযুক্ত সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী আকাশের স্থান-বিশেষ, যথায় উপস্থিত হইলে চন্দ্র, ম্লানকিরণ হইয়া অদৃশ্য হন। (১০) ঋগ্বেদের ৯ ৯৭ ৩৩, ৯.৭১।৯ ঋকে ইহাই প্রকাশ করিতেছে।

১। যঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ পরিবৃত ৯ ৮৬ ৩২

২। যঃ সূর্য্যাসিরেণমৃজ্যতে ৯ ৭৬ ৪

৩। দিবঃ সুপর্ণাবচক্ষি সোমঃ পিন্ব ধারা কর্ম্মনা দেববীতৌ। ক্রন্দোবিশঃ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্য্যাস্যোপরশ্মিং॥ ৯ ৯৯ ৩৩

৪। অধিত্বিষীরধিত সূর্য্যাস্য দিবাঃ সুপর্ণ অবচক্ষত ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্যতেজো, ৯ ৭৯ ১

৫। অর্কস্য যানিং আসদং অর্থাৎ সূর্য্য-স্থানে সোম গমন করেন।—৯ ২৫ ৬

৬। জহাতি বব্রিং পিতুঃ এতি নিষ্কৃতং অর্থাৎ জরা ত্যাগ করিয়া পিতা স্বরূপ কলশে সোম প্রবেশ করেন। ৯ ৭১ ২

৭। সোম পুনানঃ কলশে সীষুদতি, ৯ ৮৬ ৯

৮। অক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি মিত্রস্য সদনেষু সীদতি. ৯ ৮৬ ১১

৯। অভ্যর্ষসি শ্বেনোন বংসু কলশেষু সীদতি ৯ ১২ ৩৫। সোম পুনানঃ কলশান্ অবাসীৎ ৯ ৯২ ৬। সোম পুনানঃ কলশেষু সত্বা ৮ ৯৬ ২৩

১০। Hillebrandt ভৎকৃত Vedische Mytholozle গ্রন্থের ১, ৪৬৩-৬ পৃষ্ঠায় এই কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদ হইতে ১ ২৫ ৬, ৯ ৭১ ২ প্রভৃতি ঋকগুলি এতদর্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৯১১ ৯. ৯ ৭৬ ৪, ৯ ৮৬ ৩২ ঋকগুলি দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চন্দ্র সূর্য্যকিরণ দ্বারা দীপ্তিমান। (ঐ পুস্তক পৃঃ ৪৬৭ - ৪৬৮)। Thibaut এর মতও ঐরূপ (Astronomie Astrologie and Mathematik pg. 6

অধিগত হয়, এক পক্ষে এ সকল ব্যাখ্যা তাহারই প্রতিপোষক বলা যাইতে পারে। এ সকল ব্যাখ্যায় যেন প্রকারান্তরে বলা হয়,—সোম কি, এ জন্মে তোমার সে বোধ জন্মিবে

সোম হইতে দিনের পরিমাণ, ঋতুর বিভাগ ব্রতের অনুষ্ঠান আদি।

সোমের জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকের উদয় হইয়া দিবসের (চান্দ্র দিনের বা তিথির) আবির্ভাব হয়। (১) অগ্রগামী সোম সংসারে দিন-পরিমাণ করিবার জন্য নিযুক্ত। (২) ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সোমের সাহায্যে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। (৩) ঋতু ঋতুতে সোমই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করেন। (৪) সোম কর্তৃক আমাদের পিতৃপুরুষগণ পদজ্ঞ হইয়াছিলেন। (৫) এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বকালে দেবগণই সোমকে দিবসের হেতু-স্বরূপ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। (৬) স্তুতি দ্বারা ক্ষরণশীল সোম, বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষকে ছাড়াইয়া যান; অদিতির দুগ্ধের ন্যায় ইনি পরিশুদ্ধ; বিস্তীর্ণ পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন; সংযত অশ্বের ন্যায় ইনি মঙ্গলকারী। (৭) সোম ক্ষেত্রবিৎ; জিজ্ঞাসু জনকে ইনি পথ বা দিক বলিয়া দেন। (৮) অজুষ্ট ও অব্রতকে ইনি বিনাশ করেন। (৯) সোম দ্যুতিমান দিনের রাজা। (১০) ইনি পথবিৎ গাতুবিৎ। (১১) সোম কর্তৃকই বিশ্বভুবন (অর্থাৎ সকলের ধর্ম্ম-কর্ম্ম) চালিত হইতেছে। (১২) ইনি ভুবনের রাজা, যজ্ঞের পথ দেখাইয়া দেন। (১৩)

সোম অর্থে চন্দ্র না ধরিলে এই ঋক্‌গুলির অর্থবোধ হয় না। সায়ণও বলেন—এই সমস্ত স্থলে সোমের অর্থ চন্দ্র। উদ্ধৃত ঋক্‌সমূহ হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে, বৈদিককালে ধর্ম্মানুষ্ঠান তিথি অনুসারে হইত।

১। পবমানস্য জ্যোতিঃ যৎ অহ্নে অকৃণোৎ, ৯ ৯২ ৫

২। অগ্রে গো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাং ভুবনেষ্বর্পিতঃ, ৯ ৮৬ ৪৫

৩। ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোমপূর্ব্বে কর্ম্মাণি চক্রুঃ ৯ ৬ ১১

৪। ঈন্দু ধর্ম্মান্ ঋতু যা বসানঃ, ৯ ৯৭ ১২

৫। যেন নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ৯ ৯৭ ৩৯

৬। অয়ং দ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্দোষাবস্তোঃ শরদইন্দুর্দ্যিণ। ইমং কেতু মদধুর্নু চিদহ্নাং শুচিজন্মন উষসশ্চকায়। ৬ ৬৯ ৩

৭। এষস্য সোমো মতিভিঃ পুনানোত্যোন বাজী তরতী দরাতীঃ। পয়োন দুগ্ধমদিতে রিবিরমুর্ব্বিবগাতু সুযমো নবোহ্ল॥ ৯ ৯৬ ১৫

৮। (সোমঃ) ক্ষেত্রবিৎ হি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে। ৯ ৭০ ৯

৯। অব অজুষ্টান্ বিধ্যতি কর্ত্তে অব্রতান্ ৯ ৭৩ ৮

১০। দিবো ন স্বর্গা অসস্থগ্রমহ্নাং রাজা ৯ ৭৩ ৩০

১১। সোমো গাতুবিত্তমঃ ৯ ১০৭ ৭। অস্মভ্যং গাতুবিত্তমঃ ৯ ১০১ ১০।
এই সঙ্গে ৯ ১০৪ ৫ ৯ ১০৬ ৬; ৩ ৬২ ৩; ৯ ৬৫ ১৩ ঋক্‌গুলিও দ্রষ্টব্য।

১২। ভুভ্যো মা বিশ্বভুবনানি যেমিরে। ৯ ৯৬ ৩০

১৩। ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পুয়মানঃ ৯ ৯৬ ১০

না; যাও, জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া আইস, তবে সে তত্ত্বে তোমার অধিকার আসিবে।

উপরে প্রদত্ত ঋকসমূহ হইতে সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে,—

১। সোম শব্দ কেবল সোমরস বা সোমলতা অর্থে ব্যবহৃত হইত না। সোম শব্দ আকাশের কোনও দীপ্তিমান্ পদার্থের প্রতিও প্রযুক্ত হইত।

২। সোম তারকা হইতে পারে না। কারণ, ঋগ্বেদে তারকাকে অচল বলা হইয়াছে; ইন্দ্র তারকাসমূহকে দৃঢ়াবয়ব করিয়াছেন। স্থির ও দৃঢ় তারকাগণকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। (১) কিন্তু সোম গতিশীল।

৩। সোমের গতি পূর্ব্ব দিকে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কাজেই ইহা গ্রহ-বিশেষ।

৪। আকাশের গতিশীল পদার্থের মধ্যে সোমের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চন্দ্রই হিন্দু-জ্যোতিষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিশালী বলিয়া পরিচিত। সুতরাং সোম শব্দ যে চন্দ্রের নামান্তর, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না।

৫। সোম যে চন্দ্র, তাহার অপর প্রমাণ, তাহার শৃঙ্গ আছে ও সেই শৃঙ্গ সংখ্যায় দুই। অন্য গ্রহের শৃঙ্গ সম্বন্ধে কোনও উক্তি হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, কেবল চন্দ্রের শৃঙ্গের কথাই তাহাতে রহিয়াছে। সোমরস সম্বন্ধে শৃঙ্গ শব্দ একেবারেই প্রযুজ্য হইতে পারে না।

৬। চন্দ্রের বর্দ্ধনশীলত্ব, সোম ও চন্দ্রের অভিন্নত্ব প্রতিপাদক অন্যতম প্রমাণ।

৭। সূর্য্যের কিরণই সোম বা চন্দ্রের জ্যোতিষ্মত্তার একমাত্র কারণ। এই মূল্যবান সত্য হিন্দু-জ্যোতিষেও বিশেষ পরিচিত ও ইহার নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

৮। সোমকে দিনের রাজা, দিনের কর্ত্তা ও দিনের পরিমাপক বলা হইয়াছে। ব্রতানুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্য অনুমান হয়, চন্দ্রই সোম। ঋকে তাঁহারই উদ্দেশে 'সোম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৯। সোমের গমন-পথ ধনুর ন্যায়। সামান্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এ সত্যের উপলব্ধ হয়। সোম শব্দ কেবল সোমরস অর্থে ব্যবহার করিলে এ কথার কোনও সঙ্গত অর্থ উপলব্ধ হয় না।

১০। পুনশ্চ ইহাও একটি জ্যোতিষিক সত্য যে, রক্ষিত হইতে হইতে সূর্য্যকিরণে প্রবেশ করিয়া সোম অদৃশ্য হন, পরে তথা হইতে পুনরায় জাত হইয়া তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। এ ঘটনা কেবল চন্দ্রের পক্ষেই স্বাভাবিক।

১১। শুক্রের সহিত চন্দ্রের যোগ প্রকৃতই বিস্ময়োৎপাদক ও দর্শনীয় ব্যাপার। সোম কেবল লতা বা রস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, এ বর্ণনার কোনই মূল্য থাকে না,—কোনও অর্থবোধও হয় না।

১। ইন্দ্রেন রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানি চ স্থিরানি ন পরানুদে ৮.৯৪।৯

আশ্বিন্ (তৃতীয়) সূক্তানুক্রমণিকা।

আশ্বিনস্তৃচঃ প্রাতরনুবাকস্যাশ্বিনে ক্রতৌ বিনিযুক্তঃ। তথা চ সূত্রিতং—অথাশ্বিন এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রোঽশ্বিনা যজ্বরীরিষঃ। আ০ ৪.১৫ ইতি।

প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত ঋক-সমূহের সমস্তই, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের তথাকথিত প্রাচীন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে, সুতরাং সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে, সোম শব্দ চন্দ্র অর্থে ব্যবহৃত হইত। বৈদিক ঋষিগণ চন্দ্র-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্যোতিস্তত্ত্ব সমস্তই অবগত ছিলেন এবং চান্দ্র দিন অনুসারে তাঁহারা ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ অংশে চন্দ্র শব্দের আধিক্য না থাকায় অনুমিত হয় যে, জনসাধারণ তখন চন্দ্র অর্থে সোম শব্দেরই অধিক ব্যবহার করিত।"

বলা বাহুল্য, যে ভাবে যে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা সর্ব্বথা তাহা অনুমোদন করি না। বেদের এমনই মাহাত্ম্য যে, বেদকে যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, বেদের অর্থ তাঁহার নেত্রে সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে। যিনি জ্যোতিষ-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তিনি উহার মধ্যে জ্যোতিষের নিগূঢ় বিষয়-সমূহ দেখিতে পাইবেন। যিনি আদিম অসভ্য সমাজের চিত্র বলিয়া বেদকে মনে করিবেন, তিনি তাহারই প্রমাণ পাইবেন। আবার অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ উহার মধ্যে পরম অধ্যাত্মতত্ত্বই প্রকটিত দেখিবেন। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন জনের অনুসন্ধানের ফলই রহস্যময় বেদতত্ত্বকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষ যেমন বিভিন্ন প্রকৃতির, তাহাদিগের জ্ঞানের যেমন তারতম্য আছে, ঋকের ও তাহার তাৎপর্য্যেরও সেইরূপ ভেদাভেদ রহিয়াছে। বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য্যই বিশেষ বিশেষ সূক্তের একাধিক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াও তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক করে না। ব্রাহ্মণের নিত্য-উচ্চারিত যে গায়ত্রী-মন্ত্র, সেই গায়ত্রী-মন্ত্রেরই তিনি দ্বিবিধ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উহার এক অর্থ—সূর্য্যপক্ষে, অপর অর্থ—পরব্রহ্মের জ্যোতিঃসম্পর্কে। মনীষিগণ বলেন—ঋকের অর্থ দেবলোকে একরূপ, মনুষ্য-লোকে একরূপ, মনুষ্যেতর অন্যলোকে আর একরূপ। হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার-অনধিকার তত্ত্ব লইয়া যে বিষম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, সে ঐ অর্থ-গ্রহণ-ব্যাপার লইয়াই। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ধ্যানধারণায় সামর্থ্য আসে। বেদব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এই বিষয়টী স্মৃতিপথে চিরজাগরূক থাকিলে, কদাচ সাম্যে বৈষম্য বা বৈষম্যে সাম্য, কোনরূপ বিপরীত ভাব হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না।

আশ্বিন্ (তৃতীয়) সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রাতরনুবাকের অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধীয় যজ্ঞকর্ম্মে আশ্বিনতৃচের প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথাশ্বিন" প্রভৃতি সূত্র সূত্রিত হইয়াছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমোবর্গঃ।

* * *

তৃতীয়ং সূক্তং।

আশ্বিন-সূক্তে বারটী ঋক্ আছে। অশ্বিনদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া, ঐ সূক্তের প্রথম ঋক্‌ত্রয় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সূক্তটী আশ্বিন-সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আশ্বিন-সূক্তের বারটী ঋকে চতুর্ব্বিধ দেবতার স্তুতিবাদ আছে। তিন তিনটী ঋক্ এক এক প্রকার দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। প্রথম তিনটী ঋক্ অশ্বিন্‌দ্বয়ের সম্পর্কে, চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত ঋক্‌ত্রয় ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে, সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত ঋক্‌ত্রয় বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে এবং দশম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ঋক্‌ত্রয় সরস্বতী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বায়বীয়-সূক্তে যে তিন অভিনব দেবতার পরিচয় পাইয়াছিলাম, এখানে তাঁহাদের হইতে পৃথক পৃথক দেবতার সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম—অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়); দেখিলাম—ইন্দ্রদেবতাকে আর এক রূপে; দেখিলাম—বিশ্বদেবগণকে; দেখিলাম—দেবী সরস্বতীকে। পুরাণে-উপাখ্যানে এই সকল দেবতার বিষয় কতরূপে কত ভাবেই ব্যক্ত আছে। আর তাহাতে এই সকল দেবতার কর্ম্ম-সমস্যা জটিলতর করিয়া রাখিয়াছে।

অশ্বিনদ্বয় (অশ্বিদ্বয়) পুরাণে দেববৈদ্য বলিয়া পরিচিত। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম-সূক্তে দেখিতে পাই,—তাঁহারা অসাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদ ছিলেন। ঐ সূক্তের সায়ণাচার্য্যকৃত-ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—রাজা খেলের স্ত্রী বিশপ্‌লার একটী পা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। যে রাত্রিতে বিশপ্‌লার পদ দ্বিখণ্ডিত হয়, সেই রাত্রিতে সত্তই অশ্বিদ্বয় লৌহজঙ্ঘা দ্বারা বিশপ্‌লার সেই পদের অভাব মোচন করিয়াছিলেন। ঐ সূক্তে আরও

প্রকাশ,—রাজা ঋজ্রাশ্বের পিতা কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়াছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহার অন্ধতা দূর করিয়া পুনরায় তাঁহার চক্ষু দান করেন। এইরূপ, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশাধিক শততম-সূক্তের (৬ষ্ঠ ঋকের) ব্যাখ্যায় দেখি,—কক্ষিবানের দুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তা হইয়াছিলেন; রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অষ্টাদশাধিক শততমসূক্তে প্রকাশ,—অশ্বিদ্বয়, কণ্ব-ঋষির অন্ধতা বিদূরিত করেন (ঋক্ ৭); নিষাদ-পুত্র বধির হইয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়ের আনুকূল্যে তিনি শ্রবণশক্তি প্রাপ্ত হন। বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন; অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। প্রথম-মণ্ডলের ষোড়শাধিক শততম সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশত্যধিক শততম সূক্ত পর্য্যন্ত অশ্বিদ্বয়ের যে স্তব আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে লোকাতীত-শক্তিসম্পন্ন শারীরবিজ্ঞানবিৎ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ব্যাধি-বিপত্তি লইয়া সংসার জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে। সেই ব্যাধি-বিপত্তি-বিনাশের দেবতারূপে অশ্বিদ্বয়ের উপযোগিতা, ভগবদ্বিভূতির সার্থকতা—বেদে পুরাণে নানা স্থানে নানা ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কেবল চিকিৎসা-বিদ্যা বিশারদ বলিয়া নহে; আরও বিবিধ প্রকারে মনুষ্যের বিপদ্-বারণে অশ্বিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত হই। প্রথম মণ্ডলের সপ্তদশ অনুবাকে তাঁহারা তুগ্র রাজার পুত্র ভুজ্যুকে পোত-মগ্নে সমুদ্র-মধ্যে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য গুণের বিষয় সংক্ষেপে চতুস্ত্রিংশ-সূক্তের একাদশ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়! সেখানে প্রার্থনা করা হইতেছে,—"আপনারা আমাদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি করুন; আপনারা আমাদিগের পাপরাশি বিধৌত করুন; আপনারা আমাদিগের রিপুগণের বিনাশসাধন করুন; আপনারা সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের সহায় হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করুন।" এই সকল উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়,—অশ্বিদ্বয়, কেবল শারীর-বিজ্ঞানবিৎ শ্রেষ্ঠ-বৈদ্য ছিলেন না; সংসারী জীব যখন তাঁহাদিগের নিকট যে ভাবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তখনই তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অশ্বিদ্বয়-নামে কাহার কোন্ বিভূতির মানুষ যে অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু সে ভাবে তদ্রূপ উপলব্ধির সামর্থ্য সাধারণ মানুষ কিরূপে পাইবে? কর্ম্মঘোরের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সে সামর্থ্য-লাভের উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে না পারিলে তাঁহাদের স্বরূপ-তত্ত্ব কে বুঝিবে? সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া নানারূপে মানুষের চিত্তকে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে, মহাভারতে ও শাস্ত্রাদিতে নিম্নরূপ উপাখ্যান-সমূহ প্রচারিত আছে; যথা—

বিশ্বকর্ম্মার এক কন্যার নাম—সংজ্ঞা। সূর্য্যের সহিত তিনি পরিণীতা হন। কিন্তু পতির তেজ তিনি সহ্য করিতে পারেন না! সেই হেতু আপন শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা 'ছায়া' নাম্নী এক কামিনীকে সৃষ্টি করেন। সেই কামিনী সংজ্ঞার প্রতিনিধিরূপে সূর্য্যের সেবায় ব্রতী থাকেন। ছায়াকে প্রতিনিধি রাখিয়া সংজ্ঞা পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হন, পিতা বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। সংজ্ঞা পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া পিতা বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার মুখাবলোকন করিতে

চাহেন না। পিতা কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সংজ্ঞা উত্তরকুরুবর্ষে গমন করেন এবং সেখানে অশ্বিনী-রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন। সূর্য্যদেব সেই বিষয় জানিতে পারিয়া এবং সংজ্ঞাকে নিরপরাধা বুঝিয়া, অশ্বরূপ পরিগ্রহ করেন এবং উত্তরকুরুবর্ষে গিয়া পত্নীর সহিত বসবাস করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের সেই বসবাসের ফলে দুই যমজ-পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত হয় ইঁহারা দেববৈদ্য, সুপণ্ডিত, বীরপুরুষ এবং সর্ব্বজনের কল্যানসাধক। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভিন্ন সংজ্ঞার গর্ভে রেবন্ত নামে আর এক পুত্র জন্মে এবং তাহার পর সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। মহাভারতে নকুল ও সহদেবের জনক বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যদেবের অশ্বরূপ-গ্রহণকালে ইঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইঁহারা অশ্বিন নামে পরিচিত। দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, বিশ্বেদেবা প্রভৃতি নামেও ইঁহারা পরিচিত হন। ধর্ম্মকর্ম্ম-মাত্রেই ইঁহাদের পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে, তাঁহাদের নাসত্য ও দস্র প্রভৃতি নামকরণ বিষয়ে, বহু প্রকারে, বহুরূপ উপাখ্যান প্রচারিত আছে। তদ্বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করা যাইবে।

গ্রীস-দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স' নামক দুই দেবতার বিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিদ্বয়ের সাদৃশ্য তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'ক্যাষ্টর' ও 'পোলক্স'—অশ্বিদ্বয়ের অনুস্মৃতি।

যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থের অনুসরণে, ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে, অশ্বিদ্বয় শব্দে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের অবস্থা-বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ পুতুল পূজা করেন, পৌত্তলিক-হিন্দুগণ প্রকৃতির যখনই যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়াছেন, তখনই তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একম্বিধ মত যাঁহারা পোষণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারেন? তাঁহাদেরই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে (তাঁহার টিপ্পনীতে) নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? যাস্ক নিরুক্ততে সে বিষয়ে এই লিখিয়াছেন,—'তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি একে। অহো রাত্রৌ ইতি একে। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ-পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল উর্দ্ধমূর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভবস্য অনুবিষ্টম্ভমনু।' অতএব যাস্ক, অশ্বিদ্বয়ের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, অর্দ্ধ-রাত্রির পর এবং আলোক-প্রকাশের পূর্ব্বে।

"অশ্বিদ্বয় কে? সে বিষয়ে যাস্ক অনেকগুলি তাৎকালিক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাঁহার নিজের মত, যতদূর বুঝা যায়, বোধ হয় এই যে, অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে Max Muller, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা অর্থাৎ

প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল বিবেচনা করেন। Origin and Growth of Religion (1882). P. 219. Goldstucker বিবেচনা করেন, অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের ন্যায় প্রসিদ্ধ মনুষ্য ছিলেন, পরে দেব বলিয়া অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন, এবং তখন তাঁহারা অর্দ্ধরাত্রির পরের বিমিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার বলিয়া পূজিত হইতেন।

"The transition from darkness to light when the intermingling of both produces that inseparable duality expressed by the twin nature of these deities"—Dr. Goldstucker's note on Muir's Sanscrit Texts, Vol. V. (1884.) P. 257.

"ঊষার পূর্ব্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বি নাম দেওয়া হইল কেন? এটী একটী বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ঊষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এবং সূর্য্য ও ঊষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং একটী উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে, সূর্য্য ও ঊষা অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদেরই পুত্র। এইরূপে বেদের অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ আলোক ও ছায়াযুক্ত ঊষার পূর্ব্ব সময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন। সে গল্প মহাভারতে দেখ।

"The legend of the Saranyu and Vivasvat assuming the form of horses may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins"—Maxmuller's Science of Language (1882), Vol. II., P. 530.

"অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, যথা—"ত্বষ্টা, কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্ব-ভুবন একত্রিত হইল, যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাঁহার ন্যায় এক জনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় সে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিল, সরণ্যু মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।"

"ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে, ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

"বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য এবং সরণ্যু—ঊষা। কিন্তু তাঁহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার কোনও কথা এখানে নাই।

"যাস্ক, খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে জীবিত ছিলেন, এবং উপরি উক্ত ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ-সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন

করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" তিনি আরও বলেন, অশ্বরূপ ধারিণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল, তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সবর্ণা এবং বিবস্বানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বৈবস্বত মনু।"

যেমন অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে, তেমনি বরুণাদি সম্বন্ধেও প্রকৃতির ক্রিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কোন্ অবস্থা-বৈচিত্র্যকে কি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সে সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে। তবে আশ্বিন-সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিপ্রসঙ্গে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদায় যে রূপক-মূলক, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপিচ, কোনও পৌরাণিক বিবরণের সহিত অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধ-সূচনায় বিষয়টী জটিল রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অশ্বিন, অশ্বিদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দস্র, নাসত্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনায় অন্তরে কিন্তু এক অভিনব চিন্তার উদয় হয়। একেশ্বরবাদিগণের মনে সংশয় আসে,—পরমেশ্বর যদি এক ও অভিন্নই হইলেন, তবে (অশ্বিদ্বয়) 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইল কেন? আর 'যমজ' রূপেই বা তাঁহার পরিকল্পনার কারণ কি? ইহার উত্তরে, আমাদের মনে হয়, ভগবানের যে বিভূতি ব্যক্ত করিবার জন্য যে নাম-সংজ্ঞার প্রয়োজন, 'দ্বয়' শব্দের প্রয়োগে তাহারই সার্থকতা সংসাধিত হইয়াছে। ঋকের ভাষ্যে এবং পুরাণের কাহিনীতে অশ্বিদ্বয়কে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'বৈদ্য' বলিলে দুইটী ভাব মনে আসে। যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি রোগের চিকিৎসা করেন, অর্থাৎ যিনি দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসক, তিনি এক প্রকার বৈদ্য; আর যিনি মানসিক ব্যাধির নিরাস করেন, পাপ 'কলুষ-চিন্তা' দূর করিয়া দেন, তিনি আর এক প্রকারের বৈদ্য। কেবল দেহের ব্যাধি দূর হইলেই মনুষ্যজীবন সফল হয় না,—প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায় না। পরন্তু যাঁহার দেহের ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে মনের ব্যাধি দূর হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। অশ্বিদ্বয় নামে সেই দুই ভাবের—সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি দেহের ব্যাধি নাশ করেন; আবার তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া অন্তরে শান্তি দান করেন,—এই দুই ভাবে দুই দিকে তাঁহার দুই শক্তি প্রসারিত। সেই জন্যই 'দ্বয়' বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যমজ-সন্তানের সার্থকতাও দুই ব্যাধির সম্বন্ধ-সূত্রে উপলব্ধ হয়। দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একের বিনাশে অন্যের ক্লেশ দূর হয় না। অতএব সূক্তে বলা হইতেছে,—'আমার দেহ, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জর্জ্জরীভূত; আবার অন্তরও পাপ রিপুগণের পরিপোষণে বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। একই বেদনা দুই ভাবে প্রকাশমান। একই তুমি দুই ভাবে দুই দিক্ দিয়া দুইরূপ ব্যাধির শান্তি কর। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতির ইহাই তাৎপর্য্য।

আগ্নেয়-সূক্তের পর বায়বীয়-সূক্তের সমাবেশ, চিত্তক্ষেত্রে এক অভিনব ভাবপ্রবাহ

সঞ্চারিত করে। তদন্তে আশ্বিন-সূক্তের অবতারণাও তদ্রূপ ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে যখন সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইল, যখন "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম" পঞ্চভূতের সমাবেশে (অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র-মিত্র পঞ্চদেবতার বিকাশে) নশ্বর জীবদেহের উৎপত্তি ঘটিল; তখনই ব্যাধি-বিপত্তির আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল। আর, সেই সময়ই, সেই ব্যাধিবিপত্তি-বিনাশকারী দেবরূপ ভগবানের বিভূতি প্রকাশ আবশ্যক হইয়া পড়িল। আগ্নেয়-সূক্তের ও বায়বীয়-সূক্তের পর আশ্বিন-সূক্তের অবতারণা যেন মণিমালার দ্বারা ঋগ্বেদের একটী অঙ্গ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
অশ্বিনাবিন্দ্রোবিশ্বেদেবাঃ সরস্বতী দেবতাঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য
আশ্বিন-সূক্তস্য প্রাতঃসবনে আশ্বিনে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অশ্বি॑না॒ যজ্ব॑রী॒রিষো॒ দ্রব॑ৎপাণী॒ শুভ॑স্পতী।
পুরু॑ভূজা চ॒নস্যত॑ং ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বি॑না। যজ্ব॑রীঃ। ই॑ষঃ। দ্রব॑ৎ২পাণী॒ ইতি॒ দ্রব॑ৎ২পাণী।
শুভ॑ঃ। পতী॒ ইতি॑। পুরু২ভু॑জা। চ॒ন॒স্যত॑ং ॥ ১ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবৎপ্রাণী' (প্রসারিত-হস্তৌ) 'শুভস্পতী' (শোভন-কর্ম্মপালকৌ) 'পুরুভুজা' (বহুভোজিনৌ, প্রচুরপরিমাণদাতারৌ, বিস্তীর্ণভুজযুগলৌ বা) 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, অশ্বিনীকুমারৌ) 'যজ্বরীঃ' (যাগনিষ্পাদকানি, সৎকর্ম্মসমুদ্ভবানি) 'ইষঃ' (হবির্লক্ষণানি অন্নানি, অস্মাকং সত্ত্বভাবাদীনি) 'চনস্যতং' (ইচ্ছতং ভুঞ্জাথাং) যুবামিতি শেষঃ। অস্মাকং সৎকর্ম্মসমুদ্ভবাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ দেবোদ্দেশে নিয়োজিতা ভবন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রসারিত-বাহু, সুকর্ম্মপ্রতিপালক, পুরুভুজ (বহুভোজী, বা দাতৃশ্রেষ্ঠ অথবা বিস্তীর্ণভুজ) অশ্বিনদ্বয়! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক (সৎকর্ম্মসমুদ্ভব) হবিঃস্বরূপ অন্ন (সত্ত্বভাবকে) গ্রহণ করুন। প্রার্থনা এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্মসমুদ্ভব শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ দেবোদ্দেশে নিয়োজিত হউক। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যুবামিষো হবির্লক্ষণান্যন্নানি চনস্যতং। ইচ্ছতং। ভুঞ্জাথামিত্যর্থঃ। যদ্যপি চনঃশব্দোঽন্নবাচী তথাপীষ ইত্যনেন সহ নাস্তি পুনরুক্তিদোষঃ। ইচ্ছামুপলক্ষয়িতুং প্রযুক্তত্বাৎ। বক্তব্যমুবাচ। সমূলকাষং কষতীত্যাদৌ যথা পুনরুক্ত্যভাবস্তদ্বৎ। কীদৃশীরিষঃ। যজ্বরীঃ যাগনিষ্পাদিকাঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দ্রবৎপ্রাণী। হবির্গ্রহণায় দ্রবন্তাঃ ধাবন্ত্যাং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে হবিঃস্বরূপ অন্ন সকল অভিলাষ করেন, অর্থাৎ ভোগ করিয়া থাকেন। 'চনস্' শব্দে যদিও অন্ন বুঝায়, কিন্তু তথাপি (অন্নাদিগণ) 'ইষ' শব্দের সহিত পুনরুক্তিদোষ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ, 'চনস' ও 'ইষ' উভয় শব্দেই অন্ন বুঝায়; কিন্তু এতদুভয় শব্দ যদিও অন্নবাচক, তথাপি উভয়ের একত্র প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। ইচ্ছা অর্থে ভোজনের ইচ্ছা বুঝাইবার জন্য, "চনস্যতং" ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুক্তি দোষ বাধিত হইয়াছে। কারণ, ইচ্ছাকে উপলক্ষণ করিবার নিমিত্তই "চনস্যতং" ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। "বক্তব্য বলিয়াছিলেন", "যাহাতে সমূলে কষণ (নাশ) হয়, সেইরূপ কষণ (নাশ) করিতেছে" ইত্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে যেমন (বক্তব্য এবং বলা, কষণ এবং কষণ ইত্যাদিরূপে) পুনরুক্তি দোষ ঘটে না; সেইরূপ এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই,—ইহাই বুঝিতে হইবে। "কিরূপ ইষ (অন্ন) সমুদয়? অর্থাৎ, আপনারা কিরূপ অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন?"—"যজ্বরীঃ"—যাগকর্ম্মনিষ্পাদক। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? "দ্রবৎপাণী"; অর্থাৎ,—হবির্গ্রহণের

পাণিভ্যামুপেতৌ। শুভস্পতী। শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ। পুরুভুজা। বিস্তীর্ণভুজৌ বহুভোজিনৌ বা॥ অশ্বিনা আমন্ত্রিতস্যেতি ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্বরীঃ। যাগকরণানামপ্যন্নানামসিশ্ছিনত্তীতিবৎ স্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিবক্ষয়া সুযজোঙ্ বনিপ্। পা০ ৩।২।১০৩। ইতি ঙ্ বনিপ্ প্রত্যয়ঃ। বনোরচ। পা০ ৪।১।৭। ইতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন রেফাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরস্যানুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিত্যনুদাত্তত্বাদ্ ধাতুস্বর এবাবশিষ্যতে। ইষঃ শব্দে শসোঽনুদাত্তত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে। দ্রবন্তৌ ধাবন্তৌ পাণী যয়োঃ তয়োঃ সম্বোধনং দ্রবৎপাণী ইতি! তস্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতোঽপাদাদাবিতি প্রতিষেধাৎ। ইষ ইতি পূর্ব্বপদস্য সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবেন মিত্রাবরুণাবৃতা-

---

নিমিত্ত দ্রবমান (ধাবমান) হস্তদ্বয় সমন্বিত; এবং "শুভস্পতী"; অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মের পালনকর্ত্তা; অপিচ "পুরুভুজা" অর্থাৎ বিস্তীর্ণভুজযুগলসমন্বিত অথবা অতিশয় ভোজনশীল বা যাঁহারা (যে দুই জন) বহু ভোজন করেন। "আমন্ত্রিতস্য" (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা "অশ্বিনা" পদটির ষাষ্ঠিক আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অসিশ্ছিনত্তি" অসি ছেদন করিতেছে—এই বাক্যে যেমন ছেদন ক্রিয়ার করণভূত অসির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ যেমন অসি দ্বারা ছেদন করিতেছে, এইরূপ না বলিয়া অসি ছেদন করিতেছে এইরূপও বলা হয়), তদ্রূপ এস্থলে যাগ-ক্রিয়ার বাস্তবিক করণভূত অন্ন-সমুদয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করায় (উক্ত অন্ন সমুদায়ের বিশেষণ) যাগকর্ম্মনিষ্পাদকার্থ "যজ্বরী" এই পদটি, কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত "সুযজোঙ্ বনিপ্" (পা০ ৩.২।১০৩) এই সূত্রানুসারে ("যজ্" ধাতুর উত্তর) "ঙ্ বনিপ্" (বন্) প্রত্যয় এবং "বনোরচ।"। (পা০ ৪।১।৭) সূত্র অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ' (ঈ) প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগহেতু নকার স্থানে রেফাদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" সূত্রানুসারে 'ঙ্ বনিপ' ও 'ঙীপ্'—প্রত্যয় দুইটির স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিল। "ইষঃ" পদটিতে (দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচন) শস্ প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব-হেতু প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ধাবমান হইয়াছে হস্তদ্বয় যে দেবতাদ্বয়ের" এই অর্থে, সম্বোধনের দ্বিবচনে "দ্রবৎপাণী" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এই আমন্ত্রিত-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; "অপাদাদৌ" (পা০ ৮।১।১৮) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, আষ্টমিক নিঘাত স্বর হইতে পারিল না। (অথাৎ,—'ইষ' শব্দে 'শস্' প্রত্যয়যোগে "ইষঃ"—নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইজন্য উহার প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত। প্রত্যয়-স্বর অনুদাত্ত বলিয়া উহার প্রাতিপাদিক স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। (হবিরাদি গ্রহণ জন্য) ধাবমান হস্তদ্বয় যাঁহাদের,—এই অর্থে দ্রবৎপাণী পদ প্রযুক্ত। উহা সম্বোধনে ব্যবহৃত। "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৬,১।১৭৮) সূত্রানুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত। অপিচ, "অপাদাদৌ" (পা০ ৮,১,১৮) সূত্র অনুসারে অনুদাত্তত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হইতে পারিল না। "ইষঃ"—এই পূর্ব্ব-পদের, "সুবামন্ত্রিতে" (পা০ ২।১।২) সূত্র অনুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব জন্য, "মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ"

বৃধাবিতিবদপাদাদিত্বমিতি চেৎ। ন। তত্র সামানাধিকরণ্যেন পরস্পরান্বয়াৎ। ইহ ত্বিষো দ্রবৎপাণী ইত্যনয়োঃ সরস্বতিশুতুদ্রিপদবদসামর্থ্যেন প্রযুক্তত্বাৎ। শুভ ইতি শুভ শুংভ দীপ্তাবিত্যস্য সম্পদাদিত্বাদ্ ভাবে ক্বিবন্তস্য ষষ্ঠ্যেকবচনং ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র। পা০ ৮।৩।৫৩। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। তস্য পতী ইত্যামন্ত্রিতে পরতঃ পরাঙ্গবদ্ভাবাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ন পুনরাষ্টমিকো নিঘাতঃ। তস্মিন্ কর্ত্তব্যে দ্রবৎপাণী ইতি পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদপাদাদাবিতি প্রতিষেধাৎ। নন্বু মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবিতিবন্নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইত্যবিদ্যমানবদ্ভাবপ্রতিষেধেন ভবিতব্যমিতি চেৎ। ন। মিত্রাবরুণপদং হি সামান্যবচনমিতি যুক্তস্তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ।

পদের ন্যায়, দ্রবৎপাণী পদের পাদাদিত্ব হইতে পারে। (এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণের নিমিত্ত উত্তরে বলিতেছেন)—তাহা হইতে পারে না। কারণ, সেস্থলে "মিত্রাবরুণৌ" এবং "ঋতাবৃধৌ" পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণে অন্বিত হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "সরস্বতি" ও "শুতুদ্রি" এই পদদ্বয়ের ন্যায় "ত্বিষঃ" ও "দ্রবৎপাণী" পদদ্বয়ের সমানাধিকরণে অন্বয়ের সামর্থ্য ব্যতিরেকেই প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ, "ত্বিষ" ও "দ্রবৎপাণী" এই দুইটী পদের পরস্পর তুল্যাধিকরণের অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। সুতরাং পাদাদিত্বও হইতে পারিল না। "শুভস্পতী" শব্দে "শুভশুংভদীপ্তৌ" দীপ্ত্যর্থ শুভ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব হেতু ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এবং ষষ্ঠীর একবচনে "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" (পা০ ৮।৩।৫৩) এই সূত্র অনুসারে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তি "ঙস্' (অস্) এর সকার জাত বিসর্গের স্থানে স আদেশ হইয়া 'শুভস্' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তস্য পতী" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন আমন্ত্রিত পদ পরে আছে বলিয়া, পরাঙ্গবদ্ভাব জন্য, 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ ৬।১।১৭৮) এই ষাষ্ঠিক সূত্র অনুসারে আমন্ত্রিত পদের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। পরন্তু উহার আষ্টমিক নিঘাতস্বর (অনুদাত্ত স্বর) হইতে পারিল না। অনুদাত্ত স্বর সিদ্ধ করিতে হইলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" সূত্র অনুসারে "দ্রবৎপাণী" এই পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় বলিয়া পাদাদিত্বহেতু অপাদাদিতে নিঘাত হয়; কিন্তু 'অপাদাদৌ' (পা০ ৮।১।১৮) এই প্রতিষেধ সূত্র অনুসারে তাহা নিষিদ্ধ হওয়ায় অনুদাত্ত স্বর হইল না। এস্থলে একটী সন্দেহের বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—"মিত্রাবরুণৌ" "ঋতাবৃধৌ" এই সম্বোধনান্ত পদদ্বয়ের ন্যায় 'শুভঃ' ও 'পতি' পদদ্বয় পরস্পর সমানাধিকরণ হইয়াছে বলিয়া ('দ্রবৎপাণী' পদের) অবিদ্যমানবদ্ভাব প্রতিষিদ্ধ হউক। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, "মিত্রাবরুণৌ" পদটী সামান্যবচনরূপে কথিত হইয়াছে। সেইজন্য উহার অবিদ্যমানবদ্ভাবের যে প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু "দ্রবৎপাণী" পদটী সেইরূপ (সামান্যাকারে) কথিত হয় নাই। এবম্ভূত বৈষম্যদোষ হয় বলিয়া তদ্রূপ আশঙ্কার কোনও কারণই নাই। "বিস্তীর্ণ হইয়াছে ভুজ-যুগল যে দেবদ্বয়ের"—এই

দ্রবৎপাণীপদং তু ন তথেতি বৈষম্যাৎ। পুরুভুজৌ। পুরূ বিস্তীর্ণৌ ভুজৌ যয়োস্তৌ আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। পুরু বহু ভুঞ্জাতে ইতি বা। চনস্যত-মিত্যত্র চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।২০১। ইতি চায়ৃ পূজানিশামনয়োরিত্যস্মাদসুন্‌প্রত্যয় আকারস্য হ্রস্বে চানুকৃষ্টে নুড়াগমে চ। লোপোব্যোর্বলি। পা০ ৬।১,৬৬। ইতি যকার-লোপে চন্‌সশব্দোঽন্ননামসু পঠিতঃ। তদাত্মন ইচ্ছতীতি সুপ আত্মনঃ ক্যচ। পা০ ৩।১।৮। সনাদ্যন্তাঃ। পা০ ৩।১।৩২। ইতি ধাতুত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনং। ক্যচঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তো-দাত্তত্বং। শপৈকাদেশে কৃত একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। উপর্য্যাখ্যাতস্য লসার্ব্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে স্বরিতত্বং। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমান-বদ্ভাবেন পদাদপরত্বাৎ পাদাদিত্বাদ্বা তদপ্রাপ্তেঃ ॥ ১ ॥

* * *

বহুব্রীহি সমাসে "পুরুভুজা" পদ নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত (সম্বোধনে ব্যবহার) হেতু, "আমন্ত্রিতস্য চ' (৬।১।১৭৮) সূত্র অনুসারে পুরুভুজা পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুপাংসুলুক্" (পা০ ৯।৭।৩৯) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে (ঔ স্থানে) ডা আদেশ হইয়াছে। কিম্বা বহু ভোজন করেন যে দেবদ্বয়, তাঁহাদিগকে "পুরুভুজা" অথবা বহুভোজী (দাতৃশ্রেষ্ঠ বা বিস্তীর্ণভুজ) কহে। "চনস্যতং" পদটীতে, পূজা ও শ্রবণার্থ চায়ৃ (চায্) ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নেহ্রস্বশ্চ" (উঃ ৪।২০১) সূত্র অনুসারে "অসুন্" প্রত্যয় করিয়া অকারের হ্রস্ব করা হইয়াছে। অনুকর্ষ হেতু চ-কারের পরে নুট্ আগম; তৎপরে "লোপোব্যোর্বলি" (পা০ ৬।৯।৬৬) সূত্র অনুসারে য-কারের লোপ করিয়া "চনস্" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্ননামকগণ মধ্যে "চনস্" শব্দ পঠিত হয়। সেই জন্য চনস্ শব্দের অর্থ অন্ন। আত্মেচ্ছাতে "সুপ আত্মনঃ ক্যচ" (পা০ ৩।১।৩২) সূত্র অনুসারে চনস্ শব্দের উত্তর ক্যচ (য) প্রত্যয় হইয়াছে। এইরূপ ক্যজন্তের (চনস্যের) "সনাদ্যন্তাঃ" (পা০ ৩।১।৩২) সূত্রানুসারে ধাতুত্ব সিদ্ধ করিয়া লোটের মধ্যমপুরুষের দ্বিবচনে তম্ প্রত্যয়ে "চনস্যতং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু, ক্যচ্ প্রত্যয়ের অন্তস্বর উদাত্ত হইল। শপ্ প্রত্যয়ের একাদেশ হইল বলিয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ", (পা০ ৯।২।৫) সূত্র অনুসারে উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। আখ্যাতিক "ল"কার (এস্থলে লোট-বিভক্তি) সার্ব্বধাতুক সকল ধাতু সম্পর্কেই ইহার প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এইজন্য অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তি ঘটায় 'চনস্যতং' পদের স্বর স্বরিত হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৩,১।৩৪) এই সূত্র দ্বারা উহার নিঘাত স্বর অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হয় নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী (পুরুভুজ) আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু পদের আদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেই জন্য, পাদাদিত্ব অর্থাৎ (পাদের আদিভূত পদ) হইয়াছে বলিয়া, 'চনস্যতং' পদের নিঘাত-স্বরের অপ্রাপ্তি ঘটিল অর্থাৎ উহার স্বর অনুদাত্ত হইল ॥ (১ম—৩সূ—১ঋ) ॥

* * *

প্রথম (১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের কয়েকটী শব্দ বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার উপযোগী প্রথম—'দ্রবৎপাণী'। এই শব্দে (দ্রবদ্ভ্যাং ধাবদ্ভ্যাং পাণিভ্যাং হস্তাভ্যামুপেতৌ) সাধারণতঃ 'প্রসারিত হস্ত' অর্থ উপলব্ধ হয়। যেন তিনি হবিঃ গ্রহণের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন ; অর্থাৎ তিনি যেন বুঝাইতেছেন—তাঁহার পূজার জন্য যজমানকে বিশেষ কোনও আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না ; তিনি আপনিই পূজা-গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন। তিনি অনায়াসলভ্য বা অল্পায়াসলভ্য। 'দ্রবৎপাণী' শব্দে এই এক ভাব সূচিত হয়। আর এক ভাব,—তিনি হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন—তোমায় ক্রোড়ে লইবার জন্য—তোমায় আধিব্যাধিশোকতাপ দূর করিবার জন্য—তোমায় শান্তি-সুখ প্রদান করিবার জন্য। যিনি আমার পূজা গ্রহণ করিতে, আবার যিনি আমায় শান্তি দান করিতে বাহু বিস্তার করিয়া আছেন ;—তেমন দেবতার পূজায় মানুষ অগ্রসর হইবে না কি ? মানুষের চিত্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ব্যাধিবিপত্তিনিগৃহীত জনগণকে যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, সন্তাপ-নিবারক এই বিভূতির (অশ্বিনৃদ্বয়ের) বিকাশ।

যুগে যুগে অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে যে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার 'দ্রবৎপাণী' বিশেষণে তাহারই আভাষ প্রাপ্ত হই। তিনি বাহু প্রসারণ করিয়া আচণ্ডালকে কোল দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহময় হস্ত যুগে যুগে প্রসারিত রহিয়াছে। রাম অবতারে গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, তিনি যে বাহু-প্রসারের পরিচয় দেন ; কৃষ্ণ অবতারে ভক্তমাত্রকেই হৃদয়ে স্থান দান করিয়া তিনি আপনার পদ্মবাহু-প্রসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান, পরিশেষে নদীয়ায় গৌরচন্দ্ররূপে উদয় হইয়া আচণ্ডালে যেরূপভাবে কোল দিয়া যান ; তাহারই পূর্ব্ব-স্মৃতি

ঋকের ঐ 'দ্রবৎপাণী' শব্দে পরিব্যক্ত নহে কি ? সত্যই তিনি 'দ্রবৎপাণী'। তিনি যদি 'দ্রবৎপাণী' না হইবেন, তিনি যদি পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়া না থাকিবেন, তবে আর জীবের গতি-মুক্তির উপায় কোথায় ? তিনি যে দয়ার সাগর, তিনি যে করুণার আধার। তাঁহার করুণাময় দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায় রহিবে—যদি তিনি না করুণা-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিবেন! এই জন্যই তাঁহার 'দ্রবৎপ্রাণী' বিশেষণ।

তিনি 'শুভস্পতী' অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক, সুকর্ম্মের প্রতিপোষক। শোভনকর্ম্মই বা কি, আর সুকর্ম্মই বা কি ? শোভনকর্ম্ম বলে সেই কর্ম্মকে—যে কর্ম্মে মানুষের যশঃখ্যাতি বৃদ্ধি পায়! যশঃখ্যাতি অপেক্ষা মানুষের আর শোভনীয় সামগ্রী কি আছে ? অঙ্গ-শোভা—দৈহিক সৌন্দর্য্য—জন্ম-জরা-বার্দ্ধক্যের সঙ্গে লোপ পায়। অলঙ্কারাদির শোভা—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; পরিশেষে সকলই মৃত্যুর করতলগত হয়। কিন্তু যশের শোভা—সুকর্ম্মের খ্যাতি—অবিনশ্বর রহিয়া যায়। পুণ্যশ্লোক দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দেহের শোভা কত দিন হইল লোপ পাইয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের যশের শোভা আজিও জগৎ আলো করিয়া আছে! আর সে শোভা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, সুকর্ম্মের প্রভাবেই তাঁহারা জগতে শোভনীয় হইয়া আছেন। সুকর্ম্ম—সৎকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শোভা। অশ্বিদ্বয় সেই শোভার প্রতিপালক। অর্থাৎ—সেই শোভা তাঁহারা বর্দ্ধন করেন ও রক্ষা করেন। সৎকর্ম্মের—শোভনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ভগবানের করুণা-আকর্ষণে স্বতঃই সামর্থ্যবান হন। বর্ত্তুল যেমন অল্পবেগে অতি দ্রুত সঞ্চালিত হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সূচনা হইতে সেইরূপ পূর্ণতা-লাভের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অশ্বিদ্বয়ের বিশেষণ যে 'শুভস্পতি,' তদ্দ্বারা যজমানকে এই বলিয়া দিতেছে—তুমি অল্পপরিমাণে একবার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেখ, তোমার সে কর্ম্মের সাফল্য-বিষয়ে ভগবান্ আপনি সহায় হইবেন। কেন-না, তিনি 'পুরুভুজ' অর্থাৎ প্রচুরপরিমাণ দাতৃত্বাদি-গুণসম্পন্ন। তিনি দয়ার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আছেন ; তুমি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তিনি তোমার সহায় হইবেন। 'পুরুভুজা' শব্দে যদি 'বহুভোজী' অর্থ

গ্রহণ করি, তাহাতেও তাঁহার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তিনি বহুভোজী অর্থাৎ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে এবং তাঁহার পূজা প্রদান করিতে কোনই সঙ্কোচের আবশ্যক নাই। যিনি স্রক্‌চন্দনবিল্বদলে তাঁহার পূজা করিতে পারেন, তিনি তাহাই করুন; যিনি মাত্র গঙ্গোদকে তাঁহার পূজা করিতে চাহেন, তিনি তাহাতেই সফলকাম হইবেন; যিনি পিষ্টক-পায়সাদি বহুবিধ ভক্ষ্যভোজ্য-সংগ্রহে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে সামর্থ্যবান, তিনি তাঁহার পূজাও গ্রহণ করিবেন; আবার যিনি সামান্য উপকরণও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মাত্র উদকোপচারে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন; তাঁহার পূজাও তিনি গ্রহণ করিবেন। সুপেয় অপেয় সকলই তাঁহার আদরের সামগ্রী। তাঁহাতে যখন প্রচুর-ভোজন-সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তিনি সকলেরই পূজা গ্রহণ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। অপিচ, তিনি সকলেরই মুক্তির পথের বাধাবিপত্তি দূর করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন।

মূলে আছে,—'অশ্বিনা'। টীকাকারের ব্যাখ্যায়—'অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ'; অর্থাৎ,—'অশ্বিনা' হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বুঝাইতেছে। ইহাই সমস্যার বিষয়। প্রত্যেক দেবতা প্রত্যেক বিভূতি, এক এক নামে পরিচিত আছে। কিন্তু এখানে যে অভিন্ন যুগ-দেবতার অবতারণা— ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—দুইয়েই এক, একেই দুই। একই ভগবান্ রামকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; একই ভগবান রামলক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হন; একই ভগবানে রাধাকৃষ্ণের যুগ্মস্মৃতি জাগিয়া আছে। পরন্তু বিষয়-বিশেষের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভগবানকে যুগলমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল, আর সেই মূর্ত্তির মধ্যে তিনি যে অভিন্নভাবে বিদ্যমান ছিলেন; অশ্বিনীদ্বয়ে তাহারই আদর্শ প্রতিফলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ঋকের মূল প্রার্থনার বিষয়টী অনুধাবন করা যাউক। 'হে দেব! আপনারা এই যজ্ঞনিষ্পাদক হবিঃস্বরূপ অন্ন গ্রহণ করুন।' —এ প্রার্থনার মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নয় যে,—'আমাদের সৎকর্ম্মসমুদ্ভূত সত্ত্বভাবের সহিত আপনারা মিলিত হউন।' ইহাতে দেবগণকে (দেবভাবকে) অন্তরে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। তাঁহারা শুভকর্ম্মের পালক, প্রচুরপরিমাণে দাতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন; যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা, শুভ-

কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, নিশ্চয়ই তাঁহাদের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহারা নিকটে আসিবেন। ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া ॥

ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। পুরুঽদংসসা। নরা। শবীরয়া। ধিয়া ॥

ধিষ্ণ্যা। বনতং। গিরঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুদংসসা' (বহুকর্ম্মাণৌ, আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকৌ) 'নরা' (বীরৌ, নেতারৌ বা) 'ধিষ্ণ্যা' (নির্ভীকৌ, বুদ্ধিমন্তৌ বা) 'অশ্বিনা' (হে অশ্বিনৌ) যুবাং 'শবীরয়া' (অপ্রতিহত-গতিযুক্তয়া) 'ধিয়া' (আদরযুক্তবুদ্ধ্যা) 'গিরঃ' (অস্মাকং স্তুতীঃ) 'বনতং' (স্বীকুরুতং)। পরমস্নেহকরুণাবশেন অস্মাকং পূজাং গৃহ্লীতং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আশ্চর্য্যকর্ম্মশীল, নেতৃস্থানীয়, ধীমান্ অশ্বিনদ্বয়। আপনাদের অপ্রতিহতগতি আদরবুদ্ধি, অর্থাৎ অবাধ অগাধ স্নেহ; আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ভাব এই যে,—পরম স্নেহকরুণাবশে আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবাং গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতীর্ধিয়াদরযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বনতং। সম্ভজতং স্বীকুরুতং। কীদৃশাবশ্বিনৌ। পুরুদংসসা। বহুকর্ম্মাণৌ। ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু দংস ইতি পঠিতং। নরা। নেতারৌ ধিষ্ণ্যা ধার্ষ্ট্যযুক্তৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা। কীদৃশ্যা ধিয়া। শরীরয়া। গতিযুক্তয়া অপ্রতিহতপ্রসরয়েত্যর্থঃ॥ অশ্বিনেত্যাদ্যামন্ত্রিতচতুষ্টয়স্য ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নাষ্টমিকো নিঘাতঃ। পুরুদংসসেত্যপি হি পাদাদিরেবনামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি পূর্ব্বস্য সামান্যবচনত্বেনাস্য বিশেষবচনত্বেন নাবিদ্যমানবত্ত্বমিতি চেৎ। ন। অশ্বিশব্দবৎপুরুদংসস্ শব্দস্যাপ্যশ্বিনোরেব রূঢ্যা প্রযুজ্যমানতয়া সামান্যশব্দত্বাৎ। সামান্যবচনং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা উভয়ে, আমাদিগের স্তুতি-সকল ধী-সহকারে অর্থাৎ আদর-যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা, সম্যক্‌রূপে ভজনা করুন—স্বীকার করুন! অর্থাৎ,—আমরা আপনাদের উদ্দেশে যে সকল স্তুতি করিতেছি, আপনারা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় সাদরে গ্রহণ করুন। সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ?—কি কি গুণবিশিষ্ট,—"পুরুদংসসা" অর্থাৎ বহুবিধ কর্ম্ম-নিষ্পাদক, (ষড় বিংশতি প্রকার কর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে 'দংসস্' শব্দ পঠিত হইয়াছে)। "নরা" অর্থাৎ দেববৃন্দের নেতৃদ্বয় এবং "ধিষ্ণ্যা" অর্থাৎ নির্ভীক অথচ সুচতুর কিংবা প্রশান্তবুদ্ধিসম্পন্ন। কীদৃশ বুদ্ধি দ্বারা স্বীকার করেন? "শরীরয়া"—গতিবিশিষ্ট; অর্থাৎ,—সর্ব্ববিষয়ে সমব্যাপী অপ্রতিহত প্রখর বুদ্ধি দ্বারা। "অশ্বিনা" ইত্যাদি আমন্ত্রিতচতুষ্টয়ের (অর্থাৎ অশ্বিনা, পুরুদংসসা, নরা ও ধিষ্ণ্যা এই সম্বোধনান্ত পদ চারিটীর) আদিস্বরগুলি, পাণিনীয় ষষ্ঠ্যাধ্যায়-বিহিত আমন্ত্রিতাদি (পা০ ৬।১।১৭৮) সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইল; পাদাদিত্ব-হেতু (পা০ ৮।১।১৮) আষ্টমিক নিঘাত স্বর হইতে পারিল না। "পুরুদংসসা" এই পদটিও পাদাদি হইয়াছে; যেহেতু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার পূর্ব্বস্থিত "আশ্বিনা" পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব স্বীকার হয়। (অনুপস্থিতি কল্পনা করিতে হয়)। পক্ষান্তরে "নামন্ত্রিতে সামানাধিকরণেসামান্যবচনম্"—এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের সামান্যবচনান্ত (বিশেষ্যত্ব) এবং 'পুরুদংসসা' এই পদের বিশেষ-বচনত্ব (বিশেষণত্ব) থাকায় (উক্ত প্রকারে) অবিদ্যমানবদ্ভাব হইবে না,—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আদৌ ভিত্তিহীন। কারণ, অশ্বিন শব্দের তুল্য অর্থ পুরুদংসস্ শব্দে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) থাকায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অর্থেই সামান্যাকারে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ,—অশ্বিনীকুমারার্থক পুরুদংসস্ শব্দটি বিশেষণ নহে, ইহাও বিশেষ্য; সুতরাং এস্থলে সামান্য বিশেষ ভাবের আশঙ্কা হইতে পারে না।

নাবিদ্যমানবদিত্যুক্তেঽর্থাৎ পরস্য বিশেষবচনত্বাবগমাৎ। উভয়োঃ সামান্যবচনত্বে পর্য্যায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যা তৎসহাপ্রয়োগ ইতি চেৎ। ন। গুণবিশেষসঙ্কীর্ত্তনবৎ প্রসিদ্ধানেকনামবিশেষসম্বন্ধসঙ্কীর্ত্তনস্যাপি স্তুত্যুপযোগেন সপ্রয়োজনত্বানিপ্রয়োজনপুনর্ব্বচনস্যৈব পুনরুক্তত্বাৎ। অশ্বিপুরুদংসঃ শব্দয়োরেকার্থবৃত্তিত্বেঽপি পর্য্যায়ত্বাদেব প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাভাবেনাসামানাধিকরণ্যাদপি নাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানামেব হ্যেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং। অশ্বিশব্দস্যাশ্বিসম্বন্ধো নিমিত্তং পুরুদংসঃ শব্দস্য তু বহুকর্ম্মসম্বন্ধ ইতি প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদ ইতি চেৎ। ন। তদ্ধি দ্বয়ং ব্যুৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ন প্রবৃত্তিনিমিত্তং। ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদমাত্রেণাপি সামানাধিকরণ্যাভিধানে বৃক্ষমহীরুহশব্দয়োরপি তথাত্বপ্রসঙ্গঃ অত এব হীড়ে রন্তেঽদিতেসরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুতি এতানি তেঽঘ্ন্যে নামানীত্যত্র সহস্রতমীপ্রশংসোপযোগিত্বেনেড়াদিশব্দানামেতানি তে অঘ্ন্যে নামানীতি

যাহা সামান্য (বিশেষ্য) ভাবে কথিত হয়, তাহার অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় না; এইরূপ নিয়মে, পরপদের বিশেষবচনত্ব (বিশেষণত্ব) অর্থাধীন অবগত হইতে পারা যায়। (অশ্বিনা ও পুরুদংসসা) এই উভয় পদে সামান্যবচনত্ব থাকিলে, অর্থাৎ দুইটী পদই একার্থজ্ঞাপক হইলে, পর্য্যায়-শব্দ-প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ হইয়া যায়। সুতরাং একত্র প্রয়োগ করিতে পারা যায় না।" ইহা আশঙ্কনীয় হইলেও তাহা সঙ্গত নহে, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না; কারণ, গুণীব্যক্তির যেমন গুণবিশেষের সংকীর্ত্তন করিলে স্তুতি হয়, সেইরূপ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনেক নাম কিংবা বিশেষ সম্বন্ধ বারংবার কীর্ত্তিত হইলে, স্তুতিই হইয়া থাকে। অতএব উক্ত উভয় পদের সপ্রয়োজনত্ব-হেতু (উক্তরূপ বিশেষ প্রয়োজন থাকায়) পুনরুক্তি দোষ হইল না। নিষ্প্রয়োজন একার্থক শব্দ পুনরায় কথিত হইলেই পুনরুক্তি দোষ হয়। অশ্বি ও পুরুদংসস্ শব্দের একার্থবৃত্তিত্ব হইলেও এক পর্য্যায়ভুক্ত (উক্ত শব্দদ্বয়ের) প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ না থাকায় সমানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যমানবদ্ভাবের প্রতিষেধ (নিষেধ) হইবে না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্ত—শব্দসংঘের এক অর্থে বৃত্তিকে (বর্ত্তমানতাকে) সমানাধিকরণ্য কহে। "অশ্বি শব্দের অশ্ব সম্বন্ধটি নিমিত্ত এবং পুরুদংসস্ শব্দের বহু কর্ম্ম সম্বন্ধটি নিমিত্ত, অতএব উক্ত উভয় শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ হইয়াছে"—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন-না, তাহা হইলে কেবল দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি নিমিত্ত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিনিমিত্ত হয় না। কেবল ব্যুৎপত্তিনিমিত্তের ভেদ দ্বারাই সামানাধিকরণ্য কথিত (স্বীকৃত) হইলে, বৃক্ষ ও মহীরুহ এই শব্দদ্বয়েরও সামানাধিকরণ্য প্রসঙ্গ (আপত্তি) হইতে পারে। এই নিমিত্তই "ঈড়েরন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহিবিশ্রুতি এতানি তেঽঘ্ন্যে নামানি"—এস্থলে সহস্র সহস্র প্রশংসার উপযোগিতা আছে বলিয়া ঈড়াদি শব্দসমূহের "এতানিতে অঘ্ন্যে নামানি" অর্থাৎ হে অবধ্য গাভি। এইগুলি তোমার নাম

বচনেন পর্য্যায়াণামপ্যনেকবিশিষ্টনামসম্বন্ধনিবন্ধস্তুত্যর্থত্বেনৈব সহপ্রয়োগঃ। স্তুত্যুপযোগেনৈব ব্যুৎপত্তিনিমিত্তভেদবিবক্ষায়ামপি পর্য্যায়ত্বেনাসামানাধিকরণ্যাদেব নামন্ত্রিত ইতিনিষেধাভাবাদামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বপূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্বাৎ সর্ব্বেষাং ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বং। তদ্বৎপ্রকৃতেঽপি। কৄ শৄ পৄ কটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্ পা০ ৪।৩০। ইত্যত ঈরন্নিত্যনুবৃত্তৌ বহুলবচনাদন্যত্রাপীত্যনেন শুশ্রুগতাবিতি ধাতোরীরন্প্রত্যয়ে কৃতে সতি নিত্বাচ্ছবীরয়া শব্দ আদ্যুদাত্তঃ। ধিয়েত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বনতমিত্যত্র শপঃ পিত্বাল্লোণ্মধ্যমদ্বিবচনস্য লসার্ব্বধাতুকত্বাচ্চ বন ষণ সম্ভক্তাবিতিধাতুদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ পূর্ব্বামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্বেন পাদাদিত্বাৎ। গিরঃ। সুপোঽনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে॥ ২॥

* * *

এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় উক্ত বাক্যের পর্য্যায়-শব্দগুলির বিশিষ্ট নামের সম্বন্ধবশতঃ স্তুতি-নিমিত্তক হওয়ায় (একার্থক) কতকগুলি শব্দের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে। স্তুতির উপযোগিতা-হেতু ব্যুৎপত্তিনিমিত্তক ভেদ গৃহীত হইলেও পর্য্যায়ত্ব-হেতু (একপর্য্যায়ের অন্তর্গত হওয়ায়) সামানাধিকরণ্য হয় না বলিয়া, "নামন্ত্রিতে সামানাধিকরণে সামান্যবচনম্" এই সূত্র-বিহিত নিষেধ সঙ্গত হইতে পারিল না; পরন্তু "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্র বিহিত হইল। (মন্ত্রস্থ আমন্ত্রিত) পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হওয়ায় সকল পদেরই ষাষ্ঠিক (পাণিনীয় ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত সূত্রানুসারে) আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও (বর্ত্তমান-স্থানেও) সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। "কৄ শৄ পৄ কটি-পটিশৌটিভ্য ঈরন্" (পা০ ৪,৩০) এই সূত্র হইতে ঈরন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "বহুলবচনাদন্যত্রাপি" এই সূত্র দ্বারা গমনার্থক 'শু' ধাতুর উত্তর ঈরন্ প্রত্যয় দ্বারা "শবীরয়া" এই পদটী সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ব হেতু (অর্থাৎ ঈরন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধিয়া" এই পদটীর "সাবেকাচ" (৬।১।১৬৮) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে বিভক্তি-স্বর (অন্ত্যস্বর) উদাত্ত হইয়াছে। "বনতং" এই পদটী 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ববশতঃ (অর্থাৎ প থাকে না বলিয়া) এবং লোটের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচন "তম্" বিভক্তির লসার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ ল-কার মাত্রেরই সকল ধাতুতে সাধারণভাবে সম্বন্ধ আছে বলিয়া) "সংভক্তি সম্যক ভজনা" অর্থাৎ স্বীকারার্থক বন্ ধাতুর উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রাহল। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাতস্বর হইল না; যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের "ধিষ্ণ্যা" এই সম্বুদ্ধ-পদের (অবিদ্যমানবদ্‌ভাব হওয়ায়) বনতং পদের পাদাদিত্ব হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটীতে সুপ্ প্রত্যয়ের স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রাতিপদিক (বিভক্তি-রহিত প্রাকৃতিক) স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২০) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকে বলা হইতেছে,—আপনারা আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী (পুরুদংসসা)। আশ্চর্য্যকর্ম্মকারী না হইলে, আর বহুকর্ম্মকারী না হইলে, এই পাপভারাক্রান্ত বিপন্ন বহুনরের উদ্ধার-সাধন কাহার দ্বারা হইবে? বহুজনের উদ্ধার-সাধনে বহুকর্ম্মের ভাব আসিতেছে; আবার যাহার উদ্ধারের কোনও আশা নাই, যে পাপ-পঙ্কে পূর্ণ-নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা—আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকের আশ্চর্য্য কর্ম্ম নহে কি? যে কর্ম্ম মানুষে পারে না, তাহাই মানুষের নিকট আশ্চর্য্য কর্ম্ম; যে কর্ম্ম দেবগণের অসাধ্য, তাহার অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম আর কি আছে? অশ্বিদ্বয়ের দ্বারা সেই আশ্চর্য্য কর্ম্ম—দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি প্রশমনরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সাধিত হয় বলিয়াই, তাঁহারা 'পুরুদংসসা' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

'নরা' অর্থাৎ বীর বা নেতৃস্থানীয় বিশেষণের সার্থকতাও ঐ সূত্রেই উপলব্ধি হয়। জীবের শান্তিবিধানরূপ যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম—সে কর্ম্ম যাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয়, তাঁহাদের ন্যায় 'বীর' আর কে আছে? যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই বীর হয় না; অরি-দমনই একমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে; কর্ম্ম দ্বারা শ্রেয়োলাভ করাও যে বিশেষ বীরত্বের নিদর্শন, তাহাও বলিতে পারি না; সেই বীরত্বই শ্রেষ্ঠ বীরত্ব,—তাঁহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ বীর,—যিনি পাপী-তাপীর উদ্ধারসাধনে সমর্থ হন। সে সামর্থ্য মানুষে সম্ভবে না, দেবতায়ও বিরল দেখি। সে সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনিই লোকাতীত—তিনিই দেবাতীত। নেতৃত্বও তাঁহাতেই সম্ভবপর! কর্ম্মিজনের বা জ্ঞানিজনের নেতৃত্বে সেরূপ প্রতিষ্ঠা নাই; যাঁহার নেতৃত্ব অভাজনকে উদ্ধার করিতে পারে—মোক্ষের পথে অগ্রসর করাইতে পারে, তাঁহার নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব—সেই নেতাই প্রকৃত নেতা। তাঁহার নির্ভীকত্ব এই উপলক্ষেই উপলব্ধ হয়। সাধুদিগের পরিত্রাণের

জন্য যুগে যুগে অবতাররূপে তাঁহার আবির্ভাব তো আছেই; কিন্তু আপামর নরনারী সকলকেই উদ্ধার করার প্রয়াস—নির্ভীক বীরের বিশিষ্ট লক্ষণ! পরবর্ত্তিকালে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষরূপে যাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের এই বিভূতিরই বিকাশ দেখি।

তাঁহাদের মধ্যে সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ,—'তাঁহাদের করুণ হস্ত অপ্রতিহতভাবে প্রসারিত রহিয়াছে; আর তাঁহারা আদর করিয়া সকলকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন।' 'অশ্বিনা শবীরয়া'—এই বাক্যের ঐ 'শবীরয়া' শব্দে যে গুণরাশি প্রকাশ পাইতেছে, তাহার তুলনা হয় না। মনে পড়ে—অযোধ্যার ভূষণ রাম-লক্ষ্মণের পুণ্যময় স্মৃতি; মনে পড়ে—গৌরনিতাইরূপ কর্ণধারের জগাই-মাধাইরূপ অধমতারণ। এই ঋকের ঐ শব্দ দেখিয়া নিরাশের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতে পারে; হতাশের অশ্রুধারা শুকাইয়া যাইতে পারে। মনে আশার সঞ্চার হয়,—পাপী-তাপীর উদ্ধারসাধনের জন্য তিনি যখন পদ্মহস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, আর তিনি যখন আদরপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া ক্রোড় দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন আর ভয় কিসের?—ভাবনাই বা কি? দ্বারে উপস্থিত হও; তাঁহারা আপনিই ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। তাহা হইলেই আমাদের স্তব তাঁহাদের গ্রহণ করা হইবে। (১ম—৩সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ।
আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

দস্রা। যুবাকবঃ। সুতাঃ। নাসত্যা। বৃক্তবর্হিষঃ।

আ। যাতং। রুদ্রবর্ত্তনী ইতি রুদ্রঽবর্ত্তনী ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (দস্রৌ—রিপূণাং নাশকৌ, অন্তঃশত্রুবর্হিশত্রুর্দ্বিবিধশত্রুনাশকৌ) 'নাসত্যা' (নাসত্যৌ—সত্যস্য প্রণেতারৌ, সৎস্বরূপৌ) 'রুদ্রবর্ত্তনী' (শত্রুদমনকারিণৌ, বীরশ্রেষ্ঠৌ) অশ্বিনৌ 'বৃক্তবর্হিষঃ' (বৃক্তানি মূলরহিতানি বর্হীংষি আস্তরণরূপাণি দর্ভাণি যেষাং, মূলরহিতকুশোপরিস্থিতাঃ, শত্রুসংশ্রবশূন্যাঃ, পাপসম্বন্ধরহিতাঃ) 'সুতা' (সুসংস্কৃতা সোমাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিসুধাঃ) 'যুবাকবঃ' (যুবন্তি, সুস্বাদবৃদ্ধ্যর্থং শ্রপণদ্রব্যৈঃ মিশ্রীভবন্তি যে তে, সদবৃত্তিসহযুতাঃ সন্তঃ) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং) অস্মিন্ যজ্ঞে যুবামিতি শেষঃ। হে দেবৌ যুবয়োঃ প্রভাবেন অস্মাকং ভক্তি অবিমিশ্রা অবিচলা চ ভবতু; তাং যুবাং প্রাপ্নুতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে রিপুনাশকারী, সত্যস্বরূপ, শত্রুদলনকারী (অশ্বিদ্বয়)! পাপসংশ্রবরহিত আমাদের ভক্তিসুধা সদ্বৃত্তি-সহযুতা (বিশুদ্ধা) হউক; আপনারা আগমন করুন (গ্রহণ করুন)। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাবে আমাদিগের ভক্তি অবিমিশ্রা ও অবিচলা হউক, আপনারা তাহা প্রাপ্ত হউন। (১ম—৩সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রাশ্বিনেত্যনুবর্ত্ততে। হে অশ্বিনাবায়াতমস্মিন্‌কর্ম্মণ্যাগচ্ছতং কিমর্থমিতি তদুচ্যতে। সুতা যুষ্মদর্থং সোমা অভিষুতাঃ। তান্ স্বীকর্ত্তুমিতি শেষঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দস্রা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে পূর্ব্ব ঋকের "অশ্বিনা" এই পদ অনুবর্ত্তিত হইতেছে। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! আপনারা এই (যজ্ঞ) কর্ম্মে আগমন করুন। কি জন্য? তাহা কথিত হইতেছে; আপনাদিগের পানীয় যে সোমসমূহ অভিষব-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত (পরিশোধিত) রহিয়াছে, সেই সমুদয়কে স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার জন্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? "দস্রা" অর্থাৎ শত্রুক্ষয়কারী,

শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ। যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতি শ্রুতেঃ। নাসত্যা। অসত্যমনৃতভাষণং। তদ্রহিতৌ। অত্র যাস্কঃ। সত্যাবেব নাসত্যাবিত্যৌর্ণবাভঃ। সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণ ইতি। রুদ্রবর্ত্তনী। রুদ্রশব্দস্য রোদনং প্রবৃত্তিনিমিত্তং যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি তৈত্তিরীয়াঃ। তদ্যদ্রো-দয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্র ইতি বাজসনেয়িনঃ। রুদ্রাণাং শত্রুরোদনকারিণাং শূরভটানাং বর্ত্তনির্ম্মার্গো ঘাটীরূপো যয়োস্তৌ রুদ্রবর্ত্তনী। যথা শূরা ঘাটীমুখেন শত্রূন্ রোদয়ন্তি তদ্বদেতাবিত্যর্থঃ। যুবাকব ইত্যভিষুতসোমানাং বিশেষণং বসতীবরীভিরেকধনাভিশ্চাদ্ভি-র্ম্মিশ্রিতাইত্যর্থঃ। বৃক্তানি মূলৈর্ব্বর্জ্জিতানি বর্হীংষ্যাস্তরণরূপাণি যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ যদ্বা ভরতা ইত্যাদিষষ্টস্বৃত্বিঙ্নামসু বৃক্তবর্হিষ ইতি। তদানীং তৃতীয়ার্থে প্রথমা ঋত্বিগ্ভিরভিষুতা ইত্যন্বয়ঃ॥ দস্রা। আমন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তঃ। যুবাকবঃ যু মিশ্রণে।

অথবা দেবতা-সাধারণের চিকিৎসক অতএব সর্ব্বরোগক্ষয়কারী। যেহেতু শ্রুতিতে আছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবতাসমূহের ভিষক অর্থাৎ বৈদ্য। পুনরায় কিরূপ? "নাসত্যা" অর্থাৎ অসত্য অর্থে মিথ্যাভাষণ, তাহা রহিত অর্থাৎ যাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না। এস্থলে মহাত্মা যাস্ক বলেন,—তাঁহারা সত্যস্বরূপ, এইজন্য তাঁহাদের নাম—"নাসত্যা"। (নিরুক্তকার) ঔর্ণবাভ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, এবং আগ্রায়ণাচার্য্যের মতে নাসত্যা অর্থাৎ তাঁহারা সত্যের প্রণেতা জল বা যজ্ঞের প্রণেতা—এই প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আশ্বিনদ্বয় পুনরায় কিরূপ?—"রুদ্রবর্ত্তনী।" রুদ্র শব্দের অর্থ—প্রবৃত্তিনিমিত্তরোদন (অর্থাৎ রোদনকে উদ্দেশ করিয়াই রুদ্র শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে)। তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ বলেন,—যেহেতু, রোদন করিয়াছিলেন, সেই হেতুই রুদ্রের রুদ্রত্ব হইয়াছিল, অর্থাৎ রোদন করিয়াছিলেন বলিয়াই রুদ্র নাম হইয়াছে। কিন্তু বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণ বলেন যে—তাঁহারা যেহেতু তাহাদিগকে (শত্রুগণকে) রোদন করাইয়াছিলেন, সেই হেতু (শত্রুগণকে রোদন করাইয়াছিলেন বলিয়া) তাঁহাদের নাম রুদ্র হইয়াছিল। সুতরাং সেই রুদ্রগণের অর্থাৎ শত্রুরোদনকারী বীর সৈন্য-সমূহের ঘাটীরূপ মার্গ (অর্থাৎ সৈন্যগণের গতিবিধির স্থান) যাঁহাদের (অধীনে), তাঁহারা "রুদ্রবর্ত্তনী।" ফলতঃ, বীরগণ যেমন ঘাটীমুখে অবস্থিত হইয়া, শত্রুসকলকে রোদন করায়; তদ্রূপ ইঁহারাও ঘাটীতে থাকিয়া অধ্যক্ষরূপে সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়া (ধর্ম্মদ্বেষী) শত্রুদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া থাকেন। "যুবাকবঃ" এই পদটি অভিষুত তত্তৎপ্রকারে পরিশোধিত পূর্ব্বোক্ত সোমরস-সমূহের বিশেষণ; (অর্থাৎ উক্ত সোমরস) যুবাকবঃ—"বসতীবরী" (পূর্ব্ব-দিবসের আহৃতজল অর্থাৎ পর্য্যুসিত জল) কিম্বা একধনা (সদ্যোগৃহীতজল) দ্বারা মিশ্রিত এবং "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থাৎ (যে সোমসমূহ) মূল-বর্জ্জিত কুশগুচ্ছদ্বারা আচ্ছাদিত। অথবা ভরতগণ প্রভৃতি করিয়া অষ্টপ্রকার ঋত্বিক্-সংজ্ঞার মধ্যে (বৃক্তবর্হিষঃ) সংজ্ঞাটী পরিগণিত। (সুতরাং) এই পক্ষে প্রথমা বিভক্তির তৃতীয়ার্থে গৃহীত হইবে অর্থাৎ বৃক্তবর্হিষাখ্য ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক অভিষুত সোম-সমুদয় এইরূপ অন্বয় (সঙ্গতি) হইবে। 'দস্রা' এই পদটীতে 'আমন্ত্রিতস্যচ' (পা০ ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "যুবাকবঃ" এই

যুবন্তি মিশ্রীভবন্তি বসতীবরীপ্রভৃতিভিঃ শ্রয়ণদ্রব্যৈরিতি যুবাকবঃ। কটিকষ্যাদিষ্বগণিতস্যাপি যৌতের্ব্বহুলগ্রহণাৎ। উ০ ৩।৭৬। কাকুপ্রত্যয়ঃ তস্য কিত্ত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। ন বিদ্যতেঽসত্যমনয়োরিতি নাসত্যৌ। নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যেত্যাদিনা। পা০ ৬।৩।৭৫। প্রকৃতিবদ্ভাবান্নঞো ন লোপাভাবঃ। পাদাদিত্বেন নিঘাতাভাবাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং মূলৈর্ব্বর্জ্জিতং বর্হিরাস্তীর্ণং যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। আ ইত্যত্রোপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং ফিঃ ৪।১২। ইত্যুদাত্তঃ। রুদ্রবর্ত্তনী। আমন্ত্রিতস্য চ ইতি আমন্ত্রিতনিঘাতঃ॥ (১ম—৩সূ—৩ঋ)॥

আশ্বিনসূক্তস্য ঐন্দ্রতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

পদটী মিশ্রণার্থ যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—বসতীবরী প্রভৃতি শ্রয়ণ-দ্রব্য-সমুদয়ের দ্বারা মিশ্রিত। কটি,কষি প্রভৃতি, ধাতু-সমূহের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, বহুলবচনপ্রযুক্ত উক্ত যু ধাতুর উত্তর ‘কাকু’ (আকু) প্রত্যয় করিয়া এবং সেই কাকু প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু (কাকু প্রত্যয়ের প্রথম ক-কার থাকে না বলিয়া) গুণের (যু ধাতুর উকার স্থানে ও-কারের) অভাব হওয়ায় উবঙাদেশে (যু ধাতুর উকার উব করিয়া) নিষ্পাদিত যুবাকু শব্দের প্রথমার বহুবচনে উক্ত যুবাকবঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর-হেতু আকারটী উদাত্ত হইয়াছে। যাঁহাদিগের (যে দুই জনার) মধ্যে অসত্য (মিথ্যা) বিদ্যমান থাকে না,—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিয়া ‘নাসত্যা’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “নভ্রাণ্ নপান্ ন বেদানাসত্যা” (পা০ ৬।৩ ৭৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রকৃতিবদ্ভাবহেতু, এস্থলে নঞ্ এর ন লোপ হয় নাই। সুতরাং উহার পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত-স্বরের অভাব হওয়ায় আমন্ত্রিত আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। “বৃক্তবর্হিষঃ” অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য (যে সোম-সমূহের জন্য) মূলবর্জ্জিত কুশসকল আস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বৃক্তবর্হিষঃ কহে। এস্থলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরহেতু প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। “আয়াতং” এই পদে, আ এই উপসর্গটি, “উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্” (ফি০ ৪ ১২) এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। “রুদ্রবর্ত্তনী” এই পদটিতে “আমন্ত্রিতস্য চ” (পা০ ৬ ১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে॥ (১ম—৩সূ—৩ঋ)॥

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত ঐন্দ্রতৃচে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* *

তৃতীয় (২১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের লৌকিক অর্থ—যেন সোম-নামক মাদক-দ্রব্য নানাবিধ সুস্বাদু-পদার্থ-মিশ্রিত হইয়া কুশাসনোপরি পাত্রে অবস্থিত আছে। শত্রু-ক্ষয়কারী বীরপুরুষ অশ্বিদ্বয় আসিয়া সেই সোম গ্রহণ করুন,—যজমান তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। ঐরূপ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে,—তাঁহারা রিপুদলনকারী; তাঁহারা কি মাদক-দ্রব্য-পানের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন! ঋকে যাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে—তাঁহারা সৎস্বরূপ; তাঁহাদের অস্তিত্ব কি মত্ততাজনক সোমপানেচ্ছার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়! ঋকে যাঁহাদিগকে শত্রুদলনকারী বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদিগের প্রতি মাদক-দ্রব্য-পানের লালসার আরোপ নিশ্চয়ই মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

ঋকে তাঁহাদের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই? ঋকে তাঁহাদের বিশেষণ দেখি—'দস্রা'। শারীরিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য, দৈহিক রোগ বিনাশের জন্য, তাঁহাদের 'দস্রা' নাম। আবার কামক্রোধাদি রিপুরূপ বিষম শত্রু, মানুষকে অহরহঃ বিপন্ন করিতেছে, তাঁহারা সেই রিপুশত্রুকে দলন করেন। ঋকের 'দস্রা' শব্দ বুঝাইতেছে,—তাঁহারা সকল বিপত্তি বিদূরণ করেন। রিপু-দস্যুর শাসনে ও প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ যে সকল অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর সেই সকল অপকর্ম্মের ফলে দারুণ ক্লেশ ভোগ করে; অশ্বিনদ্বয়ের কৃপা লাভ করিলে, তাহাদের সে বিপদ-বিপত্তির আশঙ্কা দূরে যায়; অপিচ অপকর্ম্মাদির ফলে যে রোগাদির সঞ্চার হয়, তাহা তাঁহারা প্রশমন করিয়া থাকেন। এমন আদর্শ যাঁহাদের—এমন দেবতা যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারে মানুষ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবে না? রিপুগণের বিমর্দ্দন, আধি-ব্যাধির প্রশমন, দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ পীড়ার উচ্ছেদ-সাধন,—এতৎপক্ষে যে প্রযত্ন, তাহাই অশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা। সোমপান তাঁহারা তখনই করেন, সোম সুসংস্কৃত তখনই হয়,—যখন

সর্ব্বব্যাধির উপশম হইয়া শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত দেবগণের সুধাপান তাহাকেই কহে, যখন আধি-ব্যাধির সকল বিক্ষোভ দূরীভূত হইয়া প্রাণে শান্তিসুধা সঞ্চিত হয়।

তাঁহারা কি সেই নশ্বর দেহধারী? তাঁহারা কি এই লোভপরায়ণ মানুষের প্রকৃতিসম্পন্ন? তাই কি তাঁহারা আহবনীয় সামগ্রীর প্রতি—মত্ততাজনক সোমরস-পানের জন্য—লোলুপ হইয়া আছেন? তাঁহারা যে "নাসত্যা" অর্থাৎ,—যাহা অসৎ, তাহা নন। নশ্বর অসতের সহিত যখন তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই,' তাঁহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে যখন স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে,—তাঁহারা 'নাসত্যা' অর্থাৎ সৎস্বরূপ; তখন কিরূপে তাঁহাদের প্রতি সোমপানলোলুপতারূপ বিষম কলঙ্কের আরোপ করি? অসৎই কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত হয়; সৎ কখনও কলঙ্কলিপ্ত হয় না।

তাঁহারা 'নাসত্যা'—অনিত্য অসতের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। সতের সহিত অসতের সম্বন্ধ থাকিতেও পারে না। কেবল তাহাই নহে; অসতের অভাব (অবিদ্যমানতাই) প্রতিপন্ন হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অর্থাৎ—অসৎ বা অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই; এবং সদ্বস্তুর বিনাশ নাই। সৎস্বরূপ চিরবিদ্যমান। সংসর্গানুসারে ভাবরাশি বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। মায়াময় মিথ্যার সংশ্রবে থাকিয়া আমরা মায়াকে মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধারণা করি। দেখি—বুদবুদ; বলি—বুদবুদ; কিন্তু উহা যে জলের বিক্ষোভ, তাহা ক্বচিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হই। স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়া শিশু শিহরিয়া উঠে; সে যেমন তাহার সংসার-সঙ্গের অনুস্মৃতি, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করাও সেইরূপ আমাদের বিভ্রমের ফলমাত্র। রজতের শুভ্রতা দেখিয়া শুক্তিতে রজত ভ্রম করি; সর্প রজ্জুর ন্যায় লম্বমান বলিয়া অনেক সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটে; মরীচিকায় জলভ্রমে বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অজ্ঞানতা-বশে আমরা কোন্ পথে কোথায় চলিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না। ভাবিতেছি—ঘট সত্য; ভাবিতেছি—পট সত্য; কিন্তু বুঝিতেছি না যে, মৃত্তিকা উহাদের আদিভূত। মূলের সন্ধানে ক্বচিৎ প্রবৃত্ত হই; বাহিরে বাহিরেই খুঁজিয়া বেড়াই। ঋকে দেখিলাম—তাঁহারা "নাসত্যা"; অথচ ভ্রান্তির

মধ্যে ডুবিয়া আছি বলিয়া, কল্পনা করিলাম—রূপ, সৃষ্টি করিলাম—জন্মোপাখ্যান! উপহার দিতে বসিলাম—সোমরস নামধেয় মাদক-দ্রব্য। সংস্কারের প্রাবল্যে, দর্পণে নীল প্রতিবিম্ব দেখিয়া, নভোমণ্ডলে নীলিমা কল্পনা করিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা পাইলাম না; সুতরাং ভ্রমান্ধকার দূর করিতেও সমর্থ হইলাম না!

অসৎ আমরা; অসতের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিব—কি সাধ্য আমাদের! অসতের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সতের সান্নিধ্যে পৌঁছিতে হইবে! সুতরাং যেমন রুচি-প্রকৃতি, যেমন আচার-পদ্ধতি, সেইরূপ ভাবেই নিজের অভীষ্ট দেবতাকে গড়িয়া লইতে বাধ্য হইলাম। অজ্ঞতায় যখন সংসার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সত্যের ধারণা যখন মানুষের চিন্তার অতীত হইয়া পড়িল, ঋষিগণ তখন মানুষের চিত্তবৃত্তি-পরিশুদ্ধির জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করিলেন। লোকহিতে-উৎসৃষ্টপ্রাণ ঋষিগণ যখন দেখিলেন,—মানুষ আর পরমেশ্বরের—জগৎ-পাতার—ধারণায় সমর্থ হইতেছে না; তখনই তাঁহারা উহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তুমি মদ্যপ, তুমি ব্যাভিচারগ্রস্ত, তুমি সৎসঙ্গ-বিবর্জ্জিত; তোমার গতিমুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তোমার অবলম্বিত পথের মধ্য দিয়াই যদি তোমায় পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাই, তাহাতে কতকটা সাফল্যের আশা আছে। এই মনে করিয়াই লোকপাবন ঋষিগণ বেদব্যাখ্যায় অভিনব পন্থা-সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কহিলেন,—'দেবতা সোমরস পান করেন; তুমি তাঁহাকে সোমরস দান কর।' যে যাহা ভাল-বাসে, দেবতাকে সেই সামগ্রী প্রদানে তাহার তৃপ্তি আসে। সুতরাং মাদক-দ্রব্য-পায়ীরা মাদক-দ্রব্য উৎসর্গের দ্বারা পূজায় আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ যখন অভিষুত সুসংস্কৃত সোমরস দেবতার উদ্দেশে দান করা হইতে লাগিল, তখন ক্রমশঃ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত উপহৃত সামগ্রীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা লোপ পাইয়া আসিল। আজিও দেখিতে পাই, ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই আপনার দেবতার উদ্দেশে এক এক সামগ্রী অর্পণ করিয়া, তত্তৎসামগ্রীর ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। কত পুণ্যশীলা রমণী, পুরুষোত্তমে গমন করিয়া, আজিও কত স্পৃহনীয় ফল

দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়া, আনন্দে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন ; এবং আজীবন সেই ফল গ্রহণে বিরত রহিয়াছেন। 'সোম' বলিতে যদি সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য অর্থই গ্রহণ কর, সে পক্ষেও বলিতে পারি, দেবতার পূজায় সোমস্বরূপ মাদক-দ্রব্য-প্রদানে আপনাদিগের সোমপান ইচ্ছা পরিত্যাগ করার ভাবই এই সকল ঋকে প্রকাশ পাইতেছে। পরবর্ত্তিকালে যাজ্ঞিকগণ, তদুদ্দেশ্যেই দেবপূজায় সোমরস অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, মনে করা যাইতে পারে। প্রলোভনের মধ্য দিয়া ত্যাগের রাজ্যে লইয়া যাওয়া—উহার একতম লক্ষ্য হওয়াও অসম্ভব নহে।

তবে ঋকের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাষণ করিতে গেলে, ঐ বিষয়ে অন্য ভাবই প্রকাশ পায়। ঋকে "রুদ্রবর্ত্তনীঃ" পদের ব্যবহারে "শত্রুত্রাসকারী" অর্থ সূচিত হয়। তাঁহারা বীরশ্রেষ্ঠ—শত্রুত্রাসকারী। শত্রু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে! মানুষ! তুমি কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? তোমার সাধ্য নাই—এক পদ অগ্রসর হও! তাই তিনি শত্রুদমনকারী বীর-রূপে অগ্রসর! শত্রুর কি সংখ্যা আছে? কামাদি রিপুবর্গ শত্রু ; জরাদি ব্যাধিবর্গ শত্রু ; বন্যজন্তু প্রভৃতির আক্রমণ-রূপ শত্রু ;—মানুষের শত্রুর কি অন্ত আছে? তাঁহারা সেই সকল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন ; শত্রুকে বিনাশ করিয়া, সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার পথ তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া দেন। তাই তাঁহাদের বিশেষণ—"রুদ্রবর্ত্তনীঃ"। ঋকের "বৃক্তবর্হিষঃ" এবং "সুতাঃ" পদদ্বয়, অন্তরে আর এক অভিনব ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়। আর, তাহাতে বেশ বুঝা যায়,—'সুতাঃ' শব্দে কিরূপ সুসংস্কৃত সোমকে বুঝা যাইতেছে। "বৃক্তবর্হিষঃ" অর্থে 'মূলহীন কুশ' বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বর্ণনা-ক্রমে সোমরস তরল পদার্থ। কুশের উপর তাহা কিরূপে অবস্থিতি করিবে? তবে কি কুশাগ্রে প্রদত্ত গঙ্গোদকের ন্যায়, সোমরসের প্রক্ষেপ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইত? তাহা হইলে, মাদকপানার্থ দেবতার আগমন-কল্পনা আদৌ ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রকৃতই সেরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন। মূলহীন কুশ ; এই শব্দের ভাবার্থ,—কশাঙ্কুর-রূপ সূচ্যগ্রবৎ হৃদ্বিদ্ধকারী কামনা বাসনাদি রিপুনিচয় যখন সমূলে উৎপাটিত হয় ; তখনই সুসংস্কৃত সোমরূপ শান্তি-সুধা হৃদয়ে বর্ষিত হইতে থাকে,—তখনই তপ্তহৃদয় শান্তিধারায় অভিষিক্ত হয়।

এইরূপে বুঝা যায়, এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে আমার শান্তিদাতা! এস—আমার হৃদয়ে এস! আমার মানস-যজ্ঞে আমি আমার রিপুদলকে বলি-প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া আছি। এই তো তোমার আসার উপযুক্ত অবসর! এ সময় যদি তুমি না আসিবে, তবে আর কিরূপে কখন তাহারা দমন হইবে! মিথ্যায় অন্তর ঘেরিয়া আছে! এস—তুমি সত্য-স্বরূপ! তোমার সত্যের আলোকে মিথ্যার সে আঁধার দূরীভূত হউক। রিপুগণ বড় দুর্দ্ধর্ষ। তোমার ন্যায় বীর ভিন্ন কে তাহাদিগকে দমন করিবে? তাই ডাকি—ভগবন্! এস দুষ্টের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে তোমারই কৃপায় হৃদয় পাপশূন্য হউক; হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চিত হউক। তুমি আসিয়া তাহা গ্রহণ কর; হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও।' (১ম—৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। চিত্রভানো ইতি চিত্রঽভানো। সুতাঃ।
ইমে। ত্বাঽয়বঃ। অণ্বীভিঃ। তনা। পূতাসঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্বীভিঃ' (অণুপরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং (কাময়মানা বর্ত্তন্তে,

ভবদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিব-পদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎসামীপ্যং লভন্তে। (১ম—৩সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণুপরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থ-সমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (১ম—৩সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্রাস্মিন্‌কর্ম্মণ্যায়াহি। আগচ্ছ। সুতা অভিষুতা ইমে স্তোমাস্তায়বস্ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। অণ্বীভিঃ। অগ্রুব ইত্যাদিষু দ্বাবিংশতিসংখ্যাকোম্বঙ্গুলিনামস্বণ্ব্য ইতি পঠিতং। ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ। এতে সোমাস্তনা নিত্যং পূতাসঃ পূতাঃ শুদ্ধা দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ॥

ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্ব্বক্তি (নি° ১০।৮)। ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বেন্ধে ভূতানীতি বা তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিত্যৌপমন্যব ইন্দতেবৈশ্বর্য্যকর্ম্মণ ইংচ্ছত্রূণাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বাদাবয়িতা বা চ যজ্বনামিতি। অস্যায়মর্থঃ। দৄ বিদারণ ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদক-জলসিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণং করোতীতীন্দ্রঃ। ডুদাঞ্ দান ইতি ধাতুঃ। ইরামন্নং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "চিত্রভানো" অর্থাৎ বিচিত্র-দীপ্তিশালী ইন্দ্রদেব, আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন। এই সোম-সমূহ অভিষুত (পরিশোধিত) হইয়া আপনার কামনায় নিয়োজিত রহিয়াছে (অর্থাৎ আপনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাহারা নিরন্তর আপনার কামনা করিতেছে)। "অগ্রুব" ইত্যাদি দ্বাবিংশতি-সংখ্যক অঙ্গুলিবাচক নামের মধ্যে "অণ্ব্যঃ" পদ পঠিত হইয়াছে ; অতএব (এই সোম-সমুদয়) ঋত্বিকগণের অঙ্গুলি-সমূহ দ্বারা অভিষুত (পরিশোধিত), এই প্রকার অন্বয় হইবে। এবং এইগুলি "তনা পূতাসঃ" অর্থাৎ নিত্যপবিত্র ; যেহেতু দশাপবিত্র দ্বারা (মেষলোমজাত কম্বল দ্বারা) শোধিত হইয়াছে॥

মহাত্মা যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে (নি° ১০।৮) ইন্দ্র শব্দের বহু প্রকার নির্ব্বচনার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ইরাং দৃণাতি ইতি ইন্দ্রঃ।" অর্থাৎ—যিনি মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তিনি ইন্দ্র। এই বাক্যে অন্নবাচক ইরা শব্দের উত্তর বিদারণার্থ 'দৄ' ধাতু হইতে "ইন্দ্র" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি অন্নের উদ্দেশ করিয়া, তন্নিষ্পাদক জল-সিদ্ধির নিমিত্ত মেঘকে বিদীর্ণ করেন, তাঁহাকেই ইন্দ্র কহে। অথবা "ইরাং দদাতি ইতি ইন্দ্র" এই বাক্যে

বৃষ্টিনিষ্পাদনেন দদাতীতীন্দ্রঃ। ধাঞ্ পোষণার্থঃ। ইরামন্নং তৃপ্তিকারণং শস্যং দধাতি জলপ্রদানেন পুষ্ণাতীতীন্দ্রঃ। ইরামুৎপাদয়িতুং কর্ষকমুখেন ভূমিং বিদারয়তীতীন্দ্রঃ। পূর্ব্বোক্তপোষণমুখেনেরাং ধারয়তি বিনাশরাহিত্যেন স্থাপয়তীতীন্দ্রঃ। ইন্দুঃ সোমবল্লীরসঃ। তদর্থং যাগভূমৌ দ্রবতি ধাবতীতীন্দ্রঃ। ইন্দ্রৌ যথোক্ত সোমে রমতে ক্রীড়তীতীন্দ্রঃ। ঞিইন্ধীদীপ্তাবিতি ধাতুঃ। ভূতানি প্রাণিদেহানিন্ধে জীবচৈতন্যরূপেণান্তঃ প্রবিশ্য দীপয়তীতীন্দ্রঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য বাজসনেয়িন আমনন্তি। ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেক্ষণ্ পুরুষঃ। তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্রঃ ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষ ইতি। তদ্‌যদিত্যাদিকং ব্রাহ্মণান্তরবাক্যং। তত্তত্রেন্দ্রবিষয়ে নির্ব্বচনমুচ্যত ইতি শেষঃ। যদ্‌যস্মাৎকারণাদেনং পরমাত্মরূপমিন্দ্রং দেবং প্রাণৈ-

---

(ডুদাঞ্ দানে) দানার্থ দা-ধাতুর গ্রহণ হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি বৃষ্টি-নিষ্পাদন দ্বারা অন্নকে দান করেন, তিনি ইন্দ্র। অথবা, "ইরাং দধাতি ইতি ইন্দ্রঃ" ; এস্থলে পোষণার্থ 'ধা' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জলপ্রদানে (প্রাণিবর্গের) তৃপ্তির কারণভূত শস্যসমূহের পোষণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইরাং দারয়তে ইতি ইন্দ্রঃ" ; এস্থলে বিদারণার্থ 'দৃ' ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি অন্নের (শস্য-সম্পদের) উৎপাদনার্থ কর্ষণীর (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা "ইরাং ধারয়ত ইতি ইন্দ্রঃ" ; এস্থলে স্থাপনার্থ "ধারি" ধাতু গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পোষণ দ্বারা (পরিপুষ্ট করিয়াও) যিনি ধারণ করেন ; অর্থাৎ—যাহাতে (উক্ত শস্যাদি) নষ্ট না হয়, এইরূপে স্থাপন করেন ; তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্দবে দ্রবতি ইতি ইন্দ্রঃ" ; এস্থলে ইন্দু-শব্দে সোমলতার রস বুঝাইতেছে। যিনি সেই সোমরসের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে ধাবিত হন, তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্দ্রৌ রমতে ইতি ইন্দ্রঃ" ; অর্থাৎ—যিনি যথোক্ত সোমে ক্রীড়া করেন (রত থাকেন), তিনিই ইন্দ্র। অথবা, "ইন্ধে ভূতানি ইতি ইন্দ্রঃ" ; এস্থলে "ঞিইন্ধি দীপ্তৌ",—দীপ্ত্যর্থ ইন্ধী ধাতু গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ—যিনি জীবচৈতন্যস্বরূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণিগণের দেহ-সমুদয়কে উদ্দীপিত (কার্য্যক্ষম) করেন, তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই (এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই) বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করিয়াছেন—"ইন্ধোহ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষঃ তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে। পরোক্ষো পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষাঃ" ইতি। ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এই যে,—'যিনি এই দক্ষিণেক্ষণ পুরুষ, তিনিই ইন্ধ। এই ইন্ধকেই পণ্ডিতগণ পরোক্ষে ইন্দ্র বলিয়া থাকেন ; পরোক্ষে (অপ্রত্যক্ষে) বলিবার কারণ—দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয় এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী।' ব্রাহ্মণান্তরে কথিত হইয়াছে যে, "তদ্‌যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বামিতি।" এস্থলে "তৎ" অর্থে তত্র অর্থাৎ সেই ইন্দ্র বিষয়ে নির্ব্বচন কথিত হইতেছে। অর্থাৎ—যেহেতু উপাসকগণ ধ্যান-যোগে এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্রদেবকে, প্রাণের অর্থাৎ বাক্‌চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং

র্ব্বাক্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিবায়ুভিশ্চ সহিতং সমৈন্ধন্। উপাসকা ধ্যানেন সম্যক্ প্রকাশিতবন্তঃ। তত্তস্মাৎ কারণাদিন্দ্রনাম সম্পন্নং। অস্মিন্ পক্ষে ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি কর্ম্মণি ব্যুৎপত্তিঃ। আগ্রায়ণনামকো মুনিরিদংকরণাদিন্দ্র ইতি নির্ব্বচনং মন্যতে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মরূপেণেদং জগৎ করোতি। ঔপমন্যবনামকো মুনিরিদং দর্শনাদিন্দ্র ইতি নির্ব্বচনমাহ। ইদমিত্যাপরোক্ষমুচ্যতে। বিবেকেন হি পরমাত্মনামপরোক্ষেণ পশ্যতি। এতদেবাভিপ্রেত্যারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমপশ্যদিদম-দর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রো নোমেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ইতি। ইদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাতুঃ। স্বমায়য়া জগদ্রূপত্বং পরমৈশ্বর্য্যং। তদ্‌যোগাদিন্দ্রঃ। অনেনাভিপ্রায়েন শ্রূয়তে। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি। ইনশব্দস্যেশ্বরবাচকস্যাকারলোপ সতি নকারান্তমিন্নিতি পদং ভবতি। দৃ ভয় ইতি ধাতুঃ। স চ পরমেশ্বরঃ শত্রূণাং দারয়িতা ভীষয়িতেতীন্দ্রঃ। দ্রু গতাবিতি ধাতুঃ। শত্রূণাং দ্রাবয়িতা

প্রাণ. অপান, সমান. উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর সহিত সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেই কারণে তাঁহার ইন্দ্র নাম সঙ্গত হইয়াছে। এ পক্ষে. যিনি "ইধ্যতে" অর্থাৎ দীপিত হয়েন, তাঁহাকে ইন্দ্র কহে.—এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে। আগ্রায়ণ নামক মুনি, "ইদং করণাদিন্দ্রঃ" এইরূপ ইন্দ্র শব্দের নির্ব্বচনার্থ স্বীকার করিয়াছেন ; অর্থাৎ, ইন্দ্রই পরমাত্ম-রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঔপমন্যব-নামক মুনি. ইন্দ্র শব্দের "ইদং দর্শনাদিন্দ্রঃ" এইরূপ নির্ব্বচনার্থ বলিয়াছেন। "ইদং" শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকে বুঝাইতেছে ; অর্থাৎ. যিনি পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলেন, যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বসংসারকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। বিবেক দ্বারাই সেই পরমাত্মাকে (বিশ্বরূপে) প্রত্যক্ষ করা যায়। এতদভিপ্রায় প্রকাশার্থ অরণ্যকাণ্ডে সম্যকরূপে পঠিত হইয়াছে—"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমপশ্যদিদমদর্শমিতী ওঁ তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রোহ বৈ নাম তমিদং দ্রংসন্তমিন্দ্রইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ" ইতি। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, তিনি (সেই পরমাত্মা) এই পুরুষকে ব্রহ্ম হইতে "তত" অর্থাৎ বিস্তৃত (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত) দেখিয়াছিলেন, এই পুরুষকে (চরাচর বিশ্বাত্মক পুরুষকে) প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এবং শত্রু ও অকল্যাণকে দমন করিয়াছিলেন বলিয়া. অপ্রত্যক্ষপ্রিয় দেবগণ ইঁহাকে অপ্রত্যক্ষে 'ইন্দ্র' বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। 'ইদি' ধাতুর অর্থ পরমৈশ্বর্য্য ; অর্থাৎ, স্বকীয় মায়ার দ্বারা সমগ্র জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হওয়া ; যিনি তাহাতে যুক্ত অর্থাৎ জগৎস্বরূপে প্রকাশমান), তিনিই ইন্দ্র। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে কথিত আছে,—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইতি" ; অর্থাৎ—যিনি স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা পুরু (বহু) রূপ। অথবা, 'ইংচ্ছত্রূণাং দারয়িতা ইতি ইন্দ্রঃ' এই বাক্যে ঈশ্বরবাচক "ইন" শব্দের অকারের লোপ করিলে নকারান্ত "ইন্" এই পদ সিদ্ধ হয় ; তাহার উত্তর ভয়ার্থ "দৃ" ধাতু হইতে ইন্দ্র, এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহার ফলিতার্থ এইরূপ যে, সেই পরমেশ্বর শত্রুগণের ভয়দাতা। অথবা "ইংচ্ছত্রূণাং দ্রাবয়িতা ইতি ইন্দ্রং" ; অর্থাৎ,—যিনি শত্রুদিগকে দ্রাবিত করেন

প্রাপয়িতেতীন্দ্রঃ। যজ্বনাং যাগানুষ্ঠায়িনাদরয়িতা ভয়স্য পরিহর্ত্তা। এবমেতানি নির্ব্বচনানি দ্রষ্টব্যানীতি ॥ ইন্দ্রেত্যত্রামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। আ ইত্যত্র নিপাতত্বেনাদ্যুদাত্তঃ। চিত্রভানো। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতঃ। ত্বামিচ্ছন্তীত্যর্থে যুষ্মচ্ছব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩।১।৮। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ক্যাচ্ছন্দসি। পা০ ৩.২।১৭০। ইতি ক্যজন্তাদুপ্রত্যয়ঃ। ত্বত্যব ইতি প্রাপ্তৌ যুষ্মদস্মদোরনাদেশে। পা০ ৭।২।৮৬। ইত্যবিভক্তাবপিহলাদৌ ব্যত্যয়েনাত্বং। উকারঃ প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তঃ।. অণুশব্দঃ সৌক্ষ্ম্যবাচকস্তদ্‌যোগাৎ প্রকৃতেঽঙ্গুলীষু বর্ত্ততে। বোতোগুণবচনাৎ। পা০ ৪।১।৪৪। ইতি ঙীষি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন ঙীন। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তনা ইত্যয়ং নিপাতো নিত্যমিত্যর্থে নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পূতাসঃ। আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইত্যসুক্ ॥ (১ম—৩সূ—৪ঋ) ॥

(পলায়িত বা বিতাড়িত করেন), তিনিই ইন্দ্র। এস্থলে 'ইন্' শব্দের উত্তর গতি-অর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "আদরয়িতা বা যজ্বনাং ইতি ইন্দ্রঃ"; অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌গণের সমাদর করেন অর্থাৎ তাঁহাদের ভয় নিবারণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ইন্দ্র-শব্দের নির্ব্বচনগুলি অবগত হইতে হইবে ॥ "ইন্দ্র" এই সম্বোধনান্ত পদে আমন্ত্রিত আদিস্বরটি 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা০ ৬।১:৭৮) সূত্র অনুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "আ" এই পদটি নিপাতনে সিদ্ধ অর্থাৎ ইহা অব্যয়। সুতরাং ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চিত্রভানো" এই পদটি পদের পরে হইয়াছে বলিয়া (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে অন্য পদ থাকায়) আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "ত্বামিচ্ছন্তি" অর্থাৎ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছে—এই অর্থে, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর "সুপ আত্মন ক্যচ্" (পা০ ৩।১।৮) এই সূত্র অনুসারে "ক্যচ্" (য) প্রত্যয় ও "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্র দ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে "ত্ব" আদেশ করিয়া এবং "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা০ ৩।২।১১৭) সূত্র অনুসারে ক্যজন্তের উত্তর উ প্রত্যয় করিয়া জস্ (অস্) বিভক্তিতে "ত্বয়বঃ" এই পদ হয়। কিন্তু "ত্বায়বঃ" এই পদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং "যুষ্মদস্মদোরনাদেশে" (পা০ ৭।২।৮৬) এই সূত্র অনুসারে হলাদি বিভক্তি না হইলেও ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) "আ" আদেশ করিয়া "ত্বায়বঃ" পদ সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। 'ত্বায়বঃ' পদটিতে উকারটী প্রত্যয়স্বর হওয়ায় অনুদাত্ত হইয়াছে। অণু শব্দ সূক্ষ্মবাচক। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মতা অঙ্গুলিসমূহে বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত স্থলে (বর্ত্তমান স্থলে) অঙ্গুলিসমূহকে বুঝাইতেছে। ("অণ্বীভিঃ" এই পদটিতে উক্ত 'অণু' শব্দের উত্তর) "বোতোগুণবচনাৎ" (পা০ ৪।১।৪৪) এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্ প্রতায় হইয়াছে। পরে তাহার ব্যত্যয়ে (বিপর্য্যয়ে) ঙীন্ প্রত্যয় করিয়া (অণ্বী শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে) অণ্বীভিঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঙীন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ প্রত্যয়ে ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত লইয়াছে। "তনা" এই পদটি নিপাত অর্থাৎ অব্যয়। সুতরাং 'নিপাতস্বর নিত্যই আদ্যুদাত্ত হয়'—এই নিয়মে, ইহার আদি-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "আজ্জসেরসুক্ (পা০ ৭।১।৫০) সূত্র অনুসারে 'পূত' শব্দের উত্তর 'অসুক্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে "পূতাসঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (২২) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকটি কি গভীর ভাবমূলক ; অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে ! সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ করা হয়,—সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে ; সেই পরিশ্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন ঋকের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,—ইহার মর্ম্মার্থ বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই ঋকের একটী নূতন শব্দ—"অণ্বীভিঃ সুতাঃ।" তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,—এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,—সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল ; ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন ! কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু' শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন্' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। । তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুলি অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অন্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অনুপরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের—স্নিগ্ধতা-

সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,—বিচিত্র-জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম-বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র—মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সমল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে,—মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি—নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পাক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারি-রূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে,—তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছে। মনে হয়, সারা সংসার—প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ—পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চির-নিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান্ রহিয়াছে! স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে। তাহারই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না। তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণসরোজে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত

হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে। তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (১ম—৩সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। ধিয়া। ইষিতঃ। বিপ্রঽজূতঃ।
সুতঽবতঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। বাঘতঃ॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গস্থানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ স্বতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী) এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৩সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্র ত্বমায়াহ্যস্মিনকর্ম্মণ্যাগচ্ছ। কিমর্থং। বাঘত ঋত্বিজো ব্রহ্মাণি বেদরূপাণি স্তোত্রাণ্যুপৈতুং। কীদৃশস্ত্বং। ধিয়াস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়েষিতঃ প্রাপ্তঃ। অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। বিপ্রজূতঃ। যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিতস্তথান্যৈরপি বিপ্রৈর্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য বাঘতঃ। সুতাবতঃ। অভিষুতসোমযুক্তস্য।

কেত ইত্যাদিষ্বেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু ধীরিতি পঠিতং। চতুর্ব্বিংশতিসখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিপ্রো ধীর ইতি পঠিতং। ভরতা ইত্যাদিষ্বষ্টস্বৃত্বিঙ্নামসু বাঘত ইতি পঠিতং॥ ইষিত ইত্যত্রেষ গতাবিত্যস্মান্নিষ্ঠায়ামিডাগমঃ। আগমা অনুদাত্তাঃ। পা০ ৩।১।৩।১। ইতীটোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তস্বরঃ শিষ্যতে। বিপ্রজূতঃ। টুবপ্ বীজত ন্তুসন্তান ইতি ধাতো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্মে আগমন করুন। কি নিমিত্ত? বাঘৎ নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে বেদমন্ত্ররূপ স্তোত্রসমূহ প্রাপ্তির (গ্রহণ করিবার) জন্য। আপনি কিরূপ? আমাদের প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের ভক্তির দ্বারা প্রেরিত (ফলতঃ, আমাদের সদ্‌বুদ্ধি ও ভক্তি বলে লব্ধ, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মে বিরাজমান)। "বিপ্রজূতঃ" অর্থাৎ যেমন যজমানের ভক্তিবলে প্রেরিত হও, সেইরূপ অন্যান্য অশেষ প্রজ্ঞাশালী যাজক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকও প্রেরিত (লব্ধ) হও। কিরূপ বাঘাৎ নামক ঋত্বিকের নিকট? "সুতাবতঃ" অর্থাৎ অভিষুত সোমরসযুক্ত।

"কেত" ইত্যাদি একাদশ প্রকার প্রজ্ঞাসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "ধী" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মেধাবিসংজ্ঞক শব্দ মধ্যে "বিপ্রো ধীরঃ" এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। "ভরতাঃ" ইত্যাদি আট প্রকার ঋত্বিক্ নামকগণের মধ্যে "বাঘত" এই শব্দটী পঠিত হইয়াছে। "ইষিতঃ" এই পদটী গত্যর্থ ইষ ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয় করিয়া ইট্ আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; "আগমা অনুদাত্তাঃ" (পা০ ৩।১।৩।১) এই সূত্র দ্বারা "ইট্" আগমের স্বর অনুদাত্ত হওয়ায়, ক্ত-প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিপ্রজূতঃ" এই পদটী বীজবপন ও সূত্রবিস্তার অর্থে "টুবপ্" (বপ্) ধাতুর উত্তর

ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেত্যাদিনা। উ০ ২।২৯। রন্‌প্রত্যয়ান্তো বিপ্রশব্দো নিপাতিতঃ। নিপাতনাদুপধায়া ইকারো লঘূপধগুণাভাবশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তৈর্জূতঃ প্রাপ্তঃ। জূ ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ। শ্র্যুকঃ কিতি। পা০ ৭।২।১১। ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণি। পা০ ৬।২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুতাবতঃ। ছান্দসং দীর্ঘত্বং। মতুপোঽনুদাত্তত্বাৎ ক্তপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। ব্রহ্মাণি। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। বাঘচ্ছব্দ ঋত্বিঙ্‌নামসু পঠিতঃ। প্রতিপদিকস্বরঃ॥ (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

পঞ্চদশ (২৩) ঋকের বিশদার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায় —ভগবান আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;—এই ঋঙ্মন্ত্র তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই ঋকে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্যবিরাজমান্ আছেন, ‘ধিয়েষিতঃ’ এবং ‘বিপ্রজূতঃ’ পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, ‘সুতাবতঃ’ ও ‘বাঘতঃ’ এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সতের আশ্রয়-স্থান তিনি; সতের

“ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্র” (উ০ ২।২৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রন প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে বিপ্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; নিপাতন-হেতু উপধা (অন্তরে সমীপস্থ) ইকারটী লঘু বলিয়া গুণ হইল না; নিত্ত্ব-হেতু আদি স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। সেই বিপ্রগণ কর্ত্তৃক “জূতঃ” অর্থাৎ প্রাপ্ত; গতি-অর্থক (সৌত্র) “জূ” ধাতুর উত্তর “ক্ত” (ত) প্রত্যয় করিয়া “শ্র্যুকঃ কিতি” (পা০ ৭।২।১১) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম নিষিদ্ধ হওয়ায় এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে “তৃতীয়া কর্ম্মণি” (পা০ ৬।২।৪৭) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “সুতাবতঃ” এই পদটিতে ছান্দস-হেতু অকারের দীর্ঘ আকার হইয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ের স্বরটী অনুদাত্ত হওয়ায় ক্ত-প্রত্যয়ের স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “ব্রহ্মাণি” এই পদটীর “নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “বাঘৎ” শব্দটী ঋত্বিক্ পর্য্যায়ের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপদিক (ফিট্) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

মধ্যেই তিনি বিরাজমান্ থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান।

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী বজ্র-বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন;—কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে। কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি—ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি,—তাঁহার চরিত্র-পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি—সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,—'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,—ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্ব-সংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার অতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,—ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক

আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,—'নয়ন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন্, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিদ্বারা বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

'বুঝিলাম—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু তাহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই ঋকের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ ঋকের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি,—যে জ্ঞানে যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি—সেই ভক্তিই অনন্যা সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ ঋক্ যেন বলিতেছে,—ভক্তি! সেই জ্ঞানই জ্ঞান—'জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ!' (১ম—৩সূ—৫ঋ)।

—— ◦ ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৬ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। যাহি। তূতুজানঃ। উপ। ব্রহ্মাণি। হরিঽবঃ।
সুতে। দধিষ্ব। নঃ। চনঃ ॥ ৬ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বং 'তূতুজান' (ত্বরমাণ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কর্ম্মে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরিশব্দ ইন্দ্রসম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং। হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেরিতি তদীয়াশ্ব-নামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে হরিবঃ। অশ্বযুক্তেন্দ্র ত্বং ব্রহ্মাণ্যুপৈতুমায়াহি। কীদৃশস্ত্বং। তূতুজানঃ। ত্বরমাণঃ। আগত্য চাস্মিন্ সুতে সোমাভিষবযুক্তে কর্ম্মণি নোঽস্মদীয়ং চনোঽন্নং হবির্লক্ষণং দধিষ্ব। ধারয়। স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ॥

তূতুজানঃ। তুজের্লিটি লিটঃকানজ্বা। পা০ ৩।২।২০৬। ইতি কানজাদেশঃ। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য। পা০ ৬।১।৭। ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। অভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যদাত্তত্বং। হরিব ইত্যত্র হরয়োঽস্য সন্তীতি মতুপি ছন্দসীরঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি মকারস্য বত্বং। সম্বুদ্ধাবুগিদচাং। পা০ ৭।১।৭০। ইতি নুম্। সংযোগান্তলোপঃ। পা০ ৮।২।২৩। নকারস্য মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি। পা০ ৮।৩।১। ইতিরুত্বং। আষ্টমিকো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হরি শব্দটী ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের নাম; যেহেতু "হরি" এই পদটী ইন্দ্রদেবের অশ্ব-যুগলের বাচক এবং "রোহিতঃ" এই পদটী অগ্নিদেবের অশ্বের বাচক বলিয়া অভিহিত আছে। হে 'হরিবঃ' অর্থাৎ অশ্বযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি বেদমন্ত্রাত্মক স্তুতি (ব্রহ্মমন্ত্র) সকলকে প্রাপ্তির (গ্রহণ করিবার) নিমিত্ত, (এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) আগমন করুন। আপনি কীদৃশ? "তূতুজানঃ" অর্থাৎ অতিশয় শীঘ্রগামী হইয়া এই সোমাভিষবযুক্ত কর্ম্মে আগমন পূর্ব্বক, আমাদিগের (আহুতি) হবিঃ-স্বরূপ অন্ন ধারণ করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

"তূতুজান" এই পদটি তুজি (তুজ্) ধাতুর উত্তর লিট্ করিয়া এবং "লিটঃ কাজ্বা' এই সূত্র দ্বারা ঐ লিট্ বিভক্তির স্থানে কানজ্ বিভক্তি আদেশ ও তুজ্ ধাতুর "তু" এই অংশের দ্বিত্ব এবং "তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য" (পা০ ৬ ১.৭) এই সূত্র দ্বারা উক্ত অভ্যাসের উকারের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে "অভ্যস্তানামাদি" (পা০ ৬।১।১৮৯) এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হরিবঃ" এই পদটী, 'হরয়ঃ' অর্থাৎ "অশ্ববৃন্দ ইহার (তাঁহার) আছে" এই অর্থে (হরি শব্দের উত্তর) মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া; (এবং) "ছন্দসীরঃ" (পা০ ৮।২।১৫) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার করিয়া সম্বোধনে, "উদীগচাং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুম্ আগম, এবং সংযোগান্তের লোপ করিয়া "মতুবসো রুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা, ন-কারের স্থানে

নিঘাতঃ। ব্রহ্মাণীত্যস্য হরিব ইত্যনেনাসামর্থ্যাৎ সমর্থঃ পদবিধিরিতি নিয়মাৎ সুবামন্ত্রিত-পরাঙ্গবদ্ভাবাভাবেনামন্ত্রিতনিঘাতাভাবাদাত্যুদাত্তত্বে সত্যুপেত্যকারস্য সন্নতরঃ। দধিষ্বে। তাত্র দধাতের্লোটি থাস্। থাসঃ সে। পা০ ৩।৪।৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩।৪।৯১। ইত্যেকারস্য বাদেশঃ। ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪।১১৭। ইতি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকসংজ্ঞয়োঃ সত্যোঃ সার্ব্ব-ধাতুকত্বেন শপি। পা০ ৩।১।৬৮। তস্য শ্লৌ চ দ্বির্ভাবঃ। পা০ ৬।১।১০। আর্দ্ধধাতুকত্বেনেড়া-গমশ্চ। পা০ ৭।২।৩৫। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। চনঃ। চায়তে-রন্নে হ্রস্বশ্চ। উ০ ৪।২০১। ইত্যসুন্নন্তঃ। চকারান্নুড়াগমে যলোপঃ। (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চমো বর্গঃ ॥ ১।১।৫ ॥

ষষ্ঠ (২৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অবস্থিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রেরই অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ

রু আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পাণিনির অষ্টম অধ্যায়ের (পরবর্ত্তি পদের) সূত্র অনুসারে ইহার স্বরগুলি নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ব্রহ্মাণি" এই পদটীর "হরিবঃ" এই পদের সহিত অন্বয়ের সামর্থ্য না থাকায় (অর্থাৎ পরস্পর লিঙ্গ, বচন ও অর্থের ভেদ থাকায়) "সমর্থঃ পদবিধিঃ" এই নিয়মাধীন "সুবামন্ত্রিতে" ইত্যাদি সূত্রানুসারে পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না; সেই জন্য আমন্ত্রিত নিঘাত স্বরের অভাব হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইল। সুতরাং, "উপ" এই অব্যয় শব্দের অকারটি সন্নতর স্বর (অত্যনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "দধিষ্ব" এই পদটিতে ধারণার্থ ধা ধাতুর উত্তর লোটের 'থাস্' বিভক্তি করিয়া "থাসঃ সে" এবং "সবাভ্যাং বামৌ" (পা০ ৩।৪।৮০ ও ৯১) এই সূত্রদ্বয় অনুসারে "থাস্" বিভক্তির স্থানে "স" আদেশ হইয়াছে এবং একার স্থানে "ব" আদেশ হইল। "ছন্দস্যুভয়থা" (পা০ ৩।৪।১১৭) এই সূত্রানুসারে সার্ব্বধাতুক ও আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায় সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু শপ প্রত্যয় হইয়াছে; এবং "শ্লৌ" (পা০ ৬।১।১০) এই সূত্র অনুসারে দ্বিত্ব এবং আর্দ্ধধাতুকত্ব নিবন্ধন "ইট্" আগম হইয়া ও 'আতো লোপ ইটি চ" (পা০ ৬।৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ করিয়া "দধিষ্ব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "চনঃ এই পদটি চায়্ ধাতুর উত্তর "চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ" (উ০ ৪।১০১) এই সূত্র দ্বারা অসুন্ প্রত্যয় ও সূত্রস্থ "চ"-কার হইতে নুট্ আগম বিহিত হওয়ায়, "য" কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৬ ॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।১।৫ ॥

* * *

করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন ; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন ;'— ইহাই এই ঋকের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনই ভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরকরতাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে ; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাধিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ববাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে ; কেন-না, 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র-যম-সূর্য্য সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরিবঃ' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন্! আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম ; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে ; হৃদ্‌ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে ; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে

প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ; এস—গ্রহণ কর।' এক পক্ষে মেঘ-রূপে উদয় হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন ; অন্য পক্ষে প্রশান্ত-মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ ঋকে এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়। (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

আশ্বিন-সূক্তস্য বৈশ্বদেবতৃচে প্রথমামৃচমাহ।

⁂

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আ গত।

দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥ ৭ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ওমাসঃ। চর্ষণিহধৃতঃ। বিশ্বে। দেবাসঃ। আ। গত।

দাশ্বাংসঃ। দাশুষঃ। সুতং ॥ ৭ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ওমাস' (অবন্তি রক্ষন্তি যে তে ওমাসঃ, রক্ষকাঃ) 'চর্ষণীধৃতঃ' (চর্ষণীনাং মনুষ্যাণং ধারকাঃ, যদ্বা—সাধকানাং প্রতিপালকাঃ) 'দাশ্বাংসঃ' (ফলদানসমর্থাঃ, কর্ম্মফলস্য দাতারঃ) 'বিশ্বেদেবাসঃ' (হে বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—নিখিল দেবভাবাঃ) 'দাশুষঃ'

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের বৈশ্বদেবতৃচে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

⁂

(যজমানস্য, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং, পূজাং গ্রহীতুমিতি শেষঃ) 'আ গত' (আগচ্ছত)। অয়ং ভাবঃ—দেবা দেবভাবা বা রক্ষকাঃ প্রতিপালকাঃ, তে সর্ব্বে অস্মাসু অধিষ্ঠিতা ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষক, প্রতিপালক, কর্ম্মফলদাতা হে বিশ্বদেবগণ! অর্চ্চনাকারীর পূজা বা শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা আগমন করুন। (ভাব এই যে,—দেবগণ বা দেবভাবসমূহই আমাদিগের রক্ষক ও প্রতিপালক ; সকল দেবভাব বা সকল দেবতা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৩সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষাঃ। দাশুষো হবির্দ্দত্তবতো যজমানস্য সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যাগত। আগচ্ছত। তে চ দেবা ওমাসো রক্ষকাঃ। চর্ষণীধৃতো মনুষ্যাণাং ধারকাঃ। দাশ্বাংসঃ ফলস্য দাতারঃ॥

মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু চর্ষণীশব্দঃ পঠিতঃ। অশ্বিনাবিত্যাদিষ্বেকত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেববিশেষনামসু বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যা ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। অবিতারো বাবনীয়াঃ বা মনুষ্যধৃতঃ সর্ব্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত দত্তবন্তো দত্তবতঃ সুতমিতি তদেতদেকমেব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবনামক দেবগণ! আপনারা, ভবদুদ্দেশে বিধিবৎ হবির্দ্দানকারী যজমানের অভিষব-সংস্কারের দ্বারা (তাদৃশ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা) সংস্কৃত (শোধিত) সোমের নিকট আগমন করুন,—অর্থাৎ এই সোমযজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন। সেই বিশ্বেদেবগণ কিরূপ ?—“ওমাসঃ” অর্থাৎ তাঁহারা রক্ষণশীল এবং “চর্ষণীধৃতঃ” অর্থাৎ মনুষ্যগণের ধারক (পরিপোষক বা স্থিতিস্থাপক) এবং “দাশ্বাংসঃ” অর্থাৎ (যজ্ঞানুষ্ঠায়িগণকে প্রারব্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্মের) ফলদাতা।

“মনুষ্যঃ” প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি (২৫) সংখ্যক মনুষ্যবাচক-গণের মধ্যে চর্ষণী শব্দ পঠিত হইয়াছে। “অশ্বিনৌ” প্রভৃতি একত্রিংশৎ (৩১) সংখ্যক দেববিশেষ বাচকগণের মধ্যে “বিশ্বেদেবাঃ সাধ্যাঃ” এইরূপ পঠিত হইয়াছে। এই ঋকের যাস্ক এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা—“রক্ষক বা পূজ্য কিম্বা মনুষ্যগণের ধারণাকারী অর্থাৎ মানবগণের আশ্রয়-স্বরূপ দেবতাসমূহ, এই স্থানে যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিয়া, প্রদানকারী

তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে। যত্তু কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ্বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে যদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপূণিঃ। নি০ ১২।৪০। ইতি। অত্র বিশ্বশব্দঃ সর্ব্বশব্দ পর্য্যায় ইতি যাস্কস্য মতং। দেববিশেষস্যৈবাসাধারণং লিঙ্গমিতি শাকপূণের্মতং। অবন্তীত্যোমাসো দেবাঃ। মন্নিত্যনুবৃত্তাববিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ। উ০ ১।১৪২। ইতি মন্-প্রত্যয়ঃ। জ্বরত্বরশ্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা০ ৬।৪।২০। ইত্যুট্। মনঃ কিত্ত্বেঽপি বাহুলকত্বাদ্গুণঃ। আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইতি জসেরসুগাগমঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। চর্ষণয়ো মনুষ্যাস্তান্ বৃষ্টিদানাদিনা ধারয়ন্তীতি চর্ষণীধৃতো দেবাঃ। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্য সামান্যবচনস্য বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং। পা০ ৮।১।৭৪। ইত্যবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধাদপাদাদিত্বেন নিঘাতঃ। নন্বত এব বিদ্যমানবত্ত্বাৎ সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবত্ত্বেনৈকপদীভাবাৎ পদাদপরত্বেন কথং নিঘাত ইতি চেৎ। ন। বৎকরণং

যজমানগণের অভিযুত সোম-সকল গ্রহণ করুন। শাকপূণি বলেন—(নি০ ১২।৪০) বসু আদি দশসংখ্যক বিশ্বদেবের মধ্যে এই প্রকারের বৈশ্বদেব গায়ত্র তৃচ বিদ্যমান আছে। যাহা কিছু বহুদেবতাজ্ঞাপক এবং যাহা কিছু বিশ্বের লিঙ্গ (চিহ্ন), তাহাই বিশ্বদেবতার স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে। এস্থলে নিরুক্তকার যাস্ক বলেন,—বিশ্ব শব্দ 'সর্ব্ব' শব্দের পর্য্যায় এবং সমশ্রেণীভূক্ত। শাকপূণির মতে 'বিশ্ব' শব্দটি দেবতাবিশেষেরই অসাধারণ লিঙ্গ ; অর্থাৎ, যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই "ওমাসঃ" অর্থাৎ কতিপয় দেবতাবিশেষ। এইরূপ অর্থে—মন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ" (উ০ ১।১৪২) এই সূত্র অনুসারে 'অব্' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া "জ্বরত্বরশ্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" (পা০ ৬।৪।২০) সূত্র দ্বারা উক্ত 'অব্' ধাতুর স্থানে উট্ (উ) আদেশ হইয়াছে ; মন্ প্রত্যয়ের কিৎ সংজ্ঞা হইলেও বহুল-বচন-প্রযুক্ত উ-প্রযুক্ত উ-কারের গুণ (অর্থাৎ উ-কার স্থানে ও-কার) হইল ; এবং "আজ্জসেরসুক্" (পা০ ৭।১।৫০) এই সূত্র অনুসারে ভাবী জসের (প্রথমার বহুবচনের) পূর্ব্বে অসুক্ (অস্) আগম দ্বারা নিষ্পাদিত ওমাস্ শব্দের প্রথমার বহুবচনে "ওমাসঃ" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। আমন্ত্রিত অর্থাৎ সম্বোধনান্ত-হেতু ঐ পদের আদিস্বর উদাত্ত হইল। 'চর্ষণী' শব্দে মনুষ্য-জাতিকে বুঝায় ; সেই মনুষ্যগণকে যাঁহারা বৃষ্ট্যাদি প্রদান করিয়া পোষণ বা পালন করেন, তাঁহারা "চর্ষণীধৃতঃ"। এস্থলে পূর্ব্বস্থিত (পদের আদিভূত) সামান্যবাচী (বিশেষ্য) "ওমাসঃ" এই আমন্ত্রিত (সম্বুদ্ধ) পদে প্রবর্ত্তিত অবিদ্যমানবদ্ভাব (অনুপস্থিতি-কল্পনা) "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) সূত্রানুসারে নিষিদ্ধ হওয়ায়, পরবর্ত্তী 'চর্ষণীধৃতঃ' পদটী পদের আদিভূত হইতে পারিল না। সুতরাং উহার স্বরগুলি নিঘাত হইল। কিন্তু উক্ত রীতিতে যদি পূর্ব্বপদের বিদ্যমানবদ্ভাব স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে "সুবামন্ত্রিতঃ" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে উক্ত পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু একপদীভাব (দুই পদে মিলিত হইয়া এক পদের ন্যায়) হইয়া যায়। সুতরাং ইহা আর পদের পরবর্ত্তী হইল না। তবে কেমন করিয়া উহা নিঘাত স্বর হইবে—এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত হইলে, তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাদিতি বচনাৎ পদভেদপ্রযুক্তস্য নিঘাতস্যাপ্যুপপত্তেঃ। একপদ্যেঽপ্যাদ্যুদাত্তত্বেঽনুদাত্তং পদমেকবর্জমিতি সুতরামেব নিঘাতো ভবিষ্যতি। ইত্থমেব তর্হি দ্রবৎপাণী শুভস্পতী ইত্যত্রাপি পরাঙ্গবত্ত্বেনৈকপদ্যাদুত্তরস্য শেষনিঘাতপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ। ন। তত্র পরাঙ্গবদ্ভাবস্য পরেণামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতাবিদ্যমানবদ্ভাবেন বাধিতত্বাৎ ইহ পুনর্বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনমিত্যবিদ্যমানবত্ত্বস্য নিষেধাৎ। পূর্ব্বস্যাপ্যামন্ত্রিতস্য বিদ্যমানবত্ত্বাৎ পরাঙ্গবত্ত্বং স্বীকৃতমিতি বৈষম্যং। বিশ্বে। পাদাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গণদেবতাবচনশ্চাত্র বিশ্বশব্দো ন সর্ব্বশব্দপর্য্যায় ইতি বিশেষ্যপরতয়া সামান্যবচনত্বাদোমাস ইত্যনেন ন সমানাধিকরণ্যং। সামানাধিকরণ্যে হি পূর্ব্বস্য পাদস্য পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি মিত্রাবরুণাঋতাবৃধাবিত্যাদাবিবাত্রাপ্যামন্ত্রিতাদ্যুদাত্ততা ন স্যাৎ। বিশ্বে ইত্যস্য বিশেষণং দেবাস ইতি। দীব্যন্তীতি দেবাঃ প্রকাশবন্তঃ। নন্ববয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধির্ব্বলীয়সীতি রূঢ় এবার্থো

'তাহা হইতে পারে না।' যেহেতু "বৎকরণং স্বাশ্রয়মপি যথা স্যাৎ" এই বচনানুসারে অর্থাৎ উক্ত "পরাঙ্গবদ্ভাব" (এই নিয়মবাক্যে) 'বৎ' প্রয়োগ দ্বারা পূর্ব্বপদ পরপদের অঙ্গের ন্যায় হয় (অঙ্গ হয় না) ; সুতরাং উভয় পদের স্ব স্ব বিহিত কার্য্যও হয়। এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় পদভেদে বিহিত নিঘাত স্বরেরও সঙ্গতি রহিয়াছে। অপিচ, একপদীভাবে, অনুদাত্তত্বের বিধান থাকিলেও "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জং" (পা০ ৮।১।৩) এই নিয়মানুসারে অবাধে নিঘাত বা অনুদাত্ত স্বর হইবে। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে "দ্রবৎপাণী" এবং "শুভস্পতী" পদদ্বয়ের এই প্রকারেই পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু একপদীভাব হওয়ায় উত্তর-পদের শেষ নিঘাত-স্বরের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায়, তদুত্তরে মীমাংসা করিতেছেন,—তাহা হইতে পারে না। যেহেতু, সেস্থলে "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।১৫) এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী অবিদ্যমানবদ্ভাব কর্ত্তৃক পরাঙ্গবদ্ভাব বাধিত হইয়াছে। এস্থলে, "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে অবিদ্যমানবদ্ভাবের নিষেধ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বোধনান্ত পদটি বিদ্যমান থাকিতে পরাঙ্গবদ্ভাব স্বীকৃত হইয়াছে ; ইহাই বৈষম্য বলিয়া জানিতে হইবে। (এই বৈষম্য জন্যই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না)। "বিশ্বে" এই পদটি পদের আদিতে আছে বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'বিশ্ব' শব্দে গণদেবতাকে বুঝিতে হইবে। ইহা 'সর্ব্ব' শব্দের পর্য্যায় নহে। অতএব 'বিশ্ব' শব্দ বিশেষ্যরূপে সামান্যাকারে উক্ত হইয়াছে বলিয়া "ওমাসঃ" পদের সহিত সামানাধিকরণ্যে তুল্যরূপে অন্বিত হইল না। যদি সামানাধিকরণ্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়া "মিত্রাবরুণৌ" "ঋতাবৃধৌ" ইত্যাদি পদের ন্যায় এস্থলেও আমন্ত্রিত পদের (সম্বোধনান্ত পদের) আদিস্বর উদাত্ত হইল না। "দেবাসঃ" এই পদটি "বিশ্বে" এই পদের বিশেষণ। দীপ্তিমান হয়েন যাঁহারা, তাঁহাদিগকে দেবগণ কহে ; অর্থাৎ, যাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বদা প্রকাশশীল। এস্থলে আপত্তি হইতেছে যে—"অবয়বের (একদেশের) প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) অপেক্ষা সমুদায়ের প্রসিদ্ধি (জ্ঞান) বলবতী"—এই নিয়মানুসারে, দেব-

দেবশব্দস্য গ্রাহ্যো ন যৌগিকঃ। যৌগিকত্বে হ্যবয়বার্থানুসন্ধানব্যবধানেন প্রতিপত্তিবিক্লিপ্তা স্যাৎ। সমুদায়প্রসিদ্ধৌ তু ন বিক্ষেপ ইতি চেৎ। ন। সমুদায়প্রসিদ্ধৌ হি দেবশব্দস্য সামান্যপরতয়া বিশেষবচনত্বাভাবাদ্ বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং ইত্যনেনানিষিদ্ধত্বাদ্ বিশ্বে ইত্যস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন শুভস্পতী ইতিপদবদ্দেবা ইত্যস্যাপ্যাদ্যুদাত্তত্বং স্যাৎ। স্বরানুসারেণ চ রূঢ়িত্যাগেনাপি দেবশব্দস্য যোগস্বীকারো যুক্ত এব। আগত। আগচ্ছত। বহুলং-ছন্দসীতি শপো লুক্ সত্যনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা মকারলোপঃ। আঙঃ পদাৎ পরত্বান্নিঘাতঃ। দাশ্বাংসঃ। দাশৃ দান ইত্যস্য ক্বসৌ দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ। পা০ ৬।১।১২। ইতি নিপাতনাৎ ক্রাদিনিয়মপ্রাপ্ত ইডাগমো দ্বির্বচনং চ। পা০ ৭ ২।১৩। ন ভবতি। প্রত্যয়স্বরেণ ক্বসোরুদাত্তত্বং। দাশুষে ইত্যত্র বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। ইতি সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮। ইতি পূর্ব্বরূপত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বং॥ (১ম—৩সূ—৬ঋ)।

শব্দের রূঢ়্যর্থই (প্রসিদ্ধ বা বিখ্যাত অর্থ ই) গৃহীত হইবে; যৌগিক (ব্যুৎপত্তিলভ্য) অর্থ গৃহীত হইবে না। যেহেতু, যৌগিক ব্যাখ্যা স্বীকারে অবয়বার্থের (প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের) প্রতিপত্তি (জ্ঞান) অন্বেষণার্থ, সময়-সাপেক্ষ, বলিয়া বিলুপ্ত হয়; অর্থাৎ, 'দেব' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলে অর্থ-নিষ্পত্তির ব্যাঘাত ঘটে না।" ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—'না' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, (এস্থলে) সমুদায়ের (প্রসিদ্ধ শব্দ-মাত্রের) প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের সামান্যাকারে অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রয়োগ হইয়া যায়। সুতরাং বিশেষবচনত্বের অভাব-হেতু "বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনং" (পা০ ৮।১।৭৪) এই সূত্র অনুসারে বিহিত পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাবের প্রসক্তি থাকে না। অতএব, "বিশ্বে" এই পূর্ব্ব-পদটির অবিদ্যমানবদ্ভাব হয় এবং "শুভস্পতী" পদের ন্যায় 'দেবাঃ' পদের আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। ফলতঃ, স্বরের অনুরোধে 'দেব' শব্দের রূঢ়্যর্থ ত্যাগ করিয়া যৌগিকার্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। "আগত" অর্থাৎ আপনারা আগমন করুন। 'আঙ' পূর্ব্বক গমনার্থক "গম" ধাতু হইতে লোটের মধ্যম-পুরুষের বহুবচনে "ত" প্রত্যয় করিয়া "আগত" পদটি সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্র অনুসারে আগম শপের লোপ হইয়াছে এবং 'অনুদাত্তোপদেশ' (পা০ ৬।৪।৩০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। পদের পরে হইয়াছে বলিয়া 'আঙ্' এই উপসর্গটি নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "দাশ্বাংসঃ" এই পদটী, দানার্থ দাশৃ ধাতুর উত্তর 'ক্বসু' (বস্) প্রত্যয় করিয়া "দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ" (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, এস্থলে ক্রাদি নিয়মে প্রাপ্ত (কৃ আদি ধাতুর উত্তর প্রাপ্ত) 'ইট্' আগম ও দ্বিত্ব হইল। পাণিনির (৭।৩।১৩) সূত্রানুসারে প্রত্যয়স্বর বলিয়া ক্বসুর স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষঃ" এই পদটীতে "বসোঃ সংপ্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্র দ্বারা সংপ্রসারণ হওয়ায় "সংপ্রসারণাচ্চ" (৬।১।১০৮) এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বরূপত্ব হইয়াছে; এবং "শাসিবসিঘসীনাং চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্র দ্বারা দন্ত্য 'স' স্থলে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' হইয়াছে॥ ৭॥

সপ্তম (২৪) ঋকের বিশদার্থ।

একে একে আহ্বান করিতে করিতে যখন অন্তরের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল, বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তির ভাব যখন অন্তরে জাগরূক হইল, অভাবের তীব্র জ্বালা যখন চারিদিকে প্রকট হইয়া পড়িল; তখন আর এক দেবতাকে ডাকিয়া তৃপ্তি হইল না,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আহ্বান করিতেও সামর্থ্যে কুলাইল না। তখন সর্ব্বদেবকে এক সঙ্গে এক স্বরে ডাকিয়া জ্বালা-নিবারণের জন্য প্রার্থনা জানান হইল। ইহাই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি।

মানুষ যখন বিপদের পর বিপদের তরঙ্গে নিমজ্জমান্ হয়,—অভিঘাত পায়; তখন সে যে পরিত্রাণের জন্য কাহার শরণাপন্ন হইবে, স্থির করিতে পারে না। সে অবস্থায়, সে ইন্দ্রকে ডাকে, বায়ুকে ডাকে, অবশেষে বিশ্বের সর্ব্ব-দেবতার শরণাপন্ন হয়। ডাকে—'হে দেবগণ! তোমরা যে যেখানে আছ, যেমন করিয়া পার, আমায় উদ্ধার কর।' এই ঋকে সাধারণতঃ এই ভাব মনে আসে। এক সূত্রে সকলের পূজা, এক স্তোত্রে সকলের অর্চ্চনা—দারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে সম্পাদিত হয়। ব্যষ্টিকে সমষ্টিভাবে প্রত্যক্ষী-করণের ইহাই আদি-স্তর।

এই ঋকের আর এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—এখানে এই প্রার্থনায় প্রার্থনাকারী আপনার হৃদয়ে সকল প্রকার দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। এখানে যেন তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছে—সকল প্রকার দেবভাব—সত্ত্বভাবসমূহই—শ্রেয়ঃসাধক,—দেবভাবের দ্বারাই সত্ত্বভাবের প্রভাবেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। তাই সকল দেবতাগণকে সকল দেব-ভাবকে তিনি আহ্বান করিতেছেন।

সেই দেবগণ বা দেবভাবসমূহ কেমন? তাহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—'ওমাসঃ' অর্থাৎ তাঁহারাই রক্ষক, 'চষণীধৃতঃ' অর্থাৎ চর্ষণীগণ কর্ত্তৃক (আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক) তাঁহারা ধৃত, অথবা তাঁহারা সেই চর্ষণীগণের প্রতিপালক, এবং 'দাশ্বাংসঃ' অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে কি? না—'দাশুষঃ সুতং

আগত।" এখানকার ভাব এই যে—আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী করিয়া আপনারা সেই সৎকর্ম্ম সহ মিলিত হউন। (১ম—৩সূ—৭ঋ) ॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

বিশ্বে দেবাসো অপ্‌তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ।
উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বে। দেবাসঃ। অপ্ঃতুরঃ। সুতং। আ। গন্ত। তূর্ণয়ং।
উস্রাঃঃইব। স্বসরাণি ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বে দেবাসঃ' (হে সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে দেবভাবাঃ বা) 'অপ্‌তুরঃ' (জলপতনবৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টাঃ, যদ্বা—বৃষ্টিপ্রদাঃ, অভীষ্টবর্ষণশীলাঃ) 'উস্রাঃ' (সূর্য্যরশ্ময়ঃ, মাতরঃ) 'ইব' (যথা) 'স্বসরাণি (দিনানি, স্বগৃহানি প্রতি ধাবন্তি তথা) তূর্ণয়ঃ (ত্বরান্বিতাঃ সন্তঃ) স্তুতং (ইদং যজ্ঞং, পূজাং সত্ত্বভাবং বা অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) যূয়ং 'আগন্ত' (আগচ্ছত)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সূর্য্যরশ্ময়র্যথা দিনং প্রাপ্নুবন্তি, মাতরো যথা সন্তানসকাশে আগচ্ছন্তি, হে দেবাঃ, যূয়ং তদ্বৎ অস্মান্ প্রাপ্নোন্তু। (১ম—৩সূ—৮ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবগণ! 'অপ্‌তুর' (অভীষ্টপ্রদ অথবা দ্রুতগামী) উস্রা (সূর্য্যরশ্মিসমূহ অথবা মাতৃগণ) যেমন স্বসরে (দিবসে অথবা স্বগৃহে সন্তানসকাশে) আগমন করেন, আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব,—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন দিনকে প্রাপ্ত হয়, অথবা মাতৃগণ যেমন সন্তান-সকাশে আগমন করেন, হে দেবগণ, আপনারা সেইরূপ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ (১ম—সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বে দেবাস এতন্নামকগণরূপা দেববিশেষাঃ সুতং সোমমাগন্ত। আগচ্ছন্ত। কীদৃশাঃ। অপ্‌তুরঃ। তত্তৎকালে বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ। তূর্ণয়ঃ। ত্বরাযুক্তাঃ। যজমানমনুগ্রহীতুমালস্য-রহিতা ইত্যর্থঃ। বিশ্বেষাং দেবানাং সোমং প্রত্যাগমন উস্রা ইত্যাদি দৃষ্টান্তঃ। উস্রাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ স্বসরাণ্যহানি প্রত্যালস্যরহিতা যথা সনাগচ্ছন্তি তদ্বৎ। খেদয় ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু রশ্মিনামসূস্রা বসব ইতি পঠিতং। বস্তোরিত্যাদিষু দ্বাদশস্বহর্নামসু স্বসরাণি ঘ্রংসো ঘর্ম্ম ইতি পঠিতং। তচ্চ পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতং। স্বসরাণ্যহানি ভবন্তি স্বয়ং সারীণ্যপি বা স্বরাদিত্যো ভবতি স এতানি সারয়তি। উস্রা ইব স্বসরাণীত্যপি নিগমো ভবতীতি॥

দেবাসঃ। পচাদ্যজন্তশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। অপ্‌তুরঃ। তুর ত্বরণে শ্লু বিকরণী। তুতুরতি ত্বরয়ন্তীত্যর্থে ক্বিপ চেতি ক্বিপ। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিত্যুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আগন্ত। আগচ্ছন্ত্বিত্যর্থে ব্যত্যয়েন মধ্যমপুরুষবহুবচনং। বহুলং-ছন্দসীতি শপো লুক। তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চ। পা০ ৭।১।৪৫। ইতি তবাদেশেহপিৎ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেবগণ অর্থাৎ বিশ্বেদেব নামক গণরূপ দেবতা-সমূহ! আপনারা এই অভিষুত সোমের নিকট আগমন করুন। আপনারা কিরূপ? 'অপ্‌তুরঃ' অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিদাতা এবং 'তূর্ণয়ঃ' অর্থাৎ ত্বরাযুক্ত—যজমানকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আলস্য-শূন্য। (বিশ্বেদেবগণের) সোমের নিকটে আগমন বিষয়ে 'উস্রাঃ' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। যেমন 'উস্রাঃ' অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সমূহ প্রতি দিবসেই আলস্য-পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাৎ যথাযথভাবে আগমন করিয়া থাকেন এবং পরিব্যাপ্ত হইয়া দিবাসমূহকে প্রকাশ করেন; আপনারাও সেইরূপ সমাগত হউন। অর্থাৎ, আপনারাও সেইরূপ আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন এবং যজ্ঞফল প্রদান করুন। 'খেদয়ঃ' ইত্যাদি পঞ্চদশ প্রকার রশ্মি-নামকগণের মধ্যে 'উস্রাঃ বসবঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'বস্তোঃ' ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার অহর্নামকগণের মধ্যে (দিবা নামের মধ্যে) 'স্বসরাণি ঘ্রংসো ঘর্ম্মঃ' ইত্যাদি পঠিত হইয়াছে। সেই 'স্বসরাণি' পদটির ব্যাখ্যায় যাস্ক বলিয়াছেন,—স্বসর শব্দে দিবসকে বুঝায়; অর্থাৎ যিনি নিজেই গমন করিয়া থাকেন, তিনিই স্বসর। অথবা, আদিত্য দেব অর্থাৎ যিনি এই সকলকে গমন করাইয়া থাকেন। অথবা, কিরণের ন্যায় স্বসর। এই অর্থে নিগমকেও বুঝাইয়া থাকে।

"দেবাসঃ" পদটীতে "পচাদ্যচ" (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সুত্র অনুসারে অচ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে, এবং ঐ অচ্‌ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অপ্‌তুরঃ" এই পদটীতে ত্বরণার্থ 'তুর' ধাতুর উত্তর অতিশয় ত্বরাযুক্ত করিতেছে এই অর্থে "ক্বিপ্‌ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ"—এই সূত্র অনুসারে উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'আগন্ত' এই পদটী 'আগচ্ছন্ত' এই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এস্থলে লোট বিভক্তি প্রথম পুরুষের বহুবচনের ব্যত্যয়ে (তৎপরিবর্ত্তে) মধ্যমপুরুষের বহুবচন হইয়াছে এবং "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্রানুসারে শপ আগমের লোপ হইয়াছে। "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" (পা০ ৭।১।৪৫) "তবাদেশেহপিৎ"

পা০ ১।২।৪। ইতি প্রতিষেধাদঙিত্বাদনুনাসিকলোপাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। ঞিত্বরাসংভ্রম ইতি ধাতোস্ত্বরন্ত ইতি তূর্ণয়ঃ নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উং ৪।৫২। ইতি নিৎ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উস্রা ইবেত্যত্রেবেন নিত্যসমাসো বিভক্ত্যালোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি সমাসে পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং নিত্যং। সরতীতি সরঃ সূর্য্যঃ। পচাদ্যচ্। স্বঃ সরো যেষাং তানি স্বসরাণ্যহানি। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি স্বশব্দ আদ্যুদাত্তঃ ॥ (১ম—৩য়—৮ঋ)॥

⁂

অষ্টম (২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে বিশ্বেদেবগণকে 'অপ্তুরঃ' বলা হইয়াছে। 'অপ্তুরঃ' পদে 'বৃষ্টিপ্রদানকারী' বা 'ত্বরিতগতিবিশিষ্ট' অর্থ সূচিত হয়। কিন্তু এই ঋকের 'তূর্ণয়ঃ' পদ 'ত্বরান্বিত' বা 'ত্বরিতগতির' ভাব প্রকাশ করিতেছে। একার্থবোধক দুই শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং 'অপ্তুরঃ' পদের সাধারণভাবে 'অভীষ্টবর্ষণশীল' অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বেদকে যাঁহারা কৃষকের গান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রায় প্রতি ঋকের মধ্যেই কর্ষণের উপযোগিতা অনুসারে বৃষ্টির এবং গোজাতির সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই ঋকের তাই কেহ কেহ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা বৃষ্টিদান করুন এবং গাভীগণ যেমন গোষ্ঠ হইতে গোগৃহাভিমুখে দ্রুতগতিতে আগমন করে,

---

(পা০ ১।২।৪) এইরূপ প্রতিষেধ (নিষেধ) হেতু উক্ত শপ্ আগমটী অঙিৎ হওয়ায় আনুনাসিকের লোপ হইল না। "তিঙ্ঙতিঙঃ" (পা০ ৮।১।২) এই সূত্র অনুসারে ইহার নিঘাত স্বর হইয়াছে। সম্ভ্রমার্থ ঞিত্বরা (ত্বর) ধাতু হইতে ত্বরন্তে—ত্বরাযুক্ত হইতেছে—এইরূপ অর্থে, "তূর্ণয়ঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহত্বরিভ্যো নিৎ" (উ০ ৪।৫২) এই সূত্র দ্বারা ইহার ত্বর ধাতুর নিৎপ্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উস্রা ইব" পদে "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" এইরূপ নিয়মানুসারে 'ইব' শব্দের সহিত নিত্য-সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব নিত্য হইয়াছে এবং 'উস্রাঃ' এই পদের বিভক্তির লোপ হই নাই। যিনি গমন করেন, তিনিই 'সর' অর্থাৎ সূর্য্য। পচাদিত্ব-হেতু সৃ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া "সর" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। নিজ-সম্বন্ধীয় হইয়াছে "সরঃ" (সূর্য্য) যাঁহাদের এই অর্থে 'স্বসর' শব্দে দিবসকে কহে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যাপূর্ব্বপদং" এই নিয়মে স্ব শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৩য়—৮ঋ)॥

আপনারা সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের এই সোমরস পান করিতে আগমন করুন।'

কিন্তু এ ঋকের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন। 'অপ্' শব্দে জল বুঝায়, 'অপ্' শব্দে জ্যোতিঃ বুঝায়, 'অপ্' শব্দে সৃষ্টির আদিভূত অবস্থা বুঝাইয়া থাকে। জ্যোতিঃ বা আলোকে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিবিশিষ্ট। সুতরাং 'অপ্‌তুরঃ' পদে বুঝিতে পারি—বিশ্বেদেবগণ সত্বর বৃষ্টিপ্রদ অথবা সত্বর জ্যোতিঃ-প্রকাশক। এ ঋকে কৃষকের কৃষিকর্ম্মের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হয় নাই। এ ঋকে বলা হইতেছে,—'হৃদয় পাপের জ্বালায় জ্বলিতেছে; হে বৃষ্টিদাতা—শান্তিবিধাতা! ত্বরান্বিত হইয়া তুমি এই তপ্ত-হৃদয়-ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ কর—শান্তিদান কর।'

'উস্রাঃ'—গাভী নহে। ঋগ্বেদের যেখানেই 'গো' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই; সেখানেই 'গো' শব্দে 'মাতা' 'পৃথ্বীমাতা' অথবা 'রশ্মি' 'কিরণ' প্রভৃতি অর্থ উপলব্ধ হয়। যদি 'উস্রাঃ' শব্দে গাভী অর্থই নিষ্পন্ন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সে গাভী গো-জাতি নহে; সে ক্ষেত্রে 'উস্রাঃ' শব্দে 'মাতা' অর্থ মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, ঋকে বলা হইতেছে,—'জননী যেমন সন্তানের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে দ্রুতগতি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, বিশ্বেদেবগণ—এস, তোমরাও সেইরূপ জননীর ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর।' অপিচ, 'উস্রাঃ' পদের 'রশ্মি' অর্থও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি। 'সূর্য্যরশ্মি যেমন দ্রুতগতি আসিয়া সংসারের অন্ধকার দূর করিয়া সংসারকে রশ্মিময় আলোকিত করে, সেইরূপ ঋকে বলা হইতেছে,—'হে বিশ্বদেবগণ! অজ্ঞানান্ধকারে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এস—রশ্মিরূপে এস; এস—ত্বরান্বিত হইয়া এস;—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর!'

'সুতং আগন্ত' পদদ্বয়ে অধিকারী অনুসারে ত্রিবিধ অর্থ সূচিত হয়। যাহারা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য লইয়া দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের লক্ষ্য—সোমরস পান করিবার নিমিত্ত বিশ্বেদেবগণ যেন অবির্ভূত হন। যাঁহারা যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী, যজ্ঞোপকরণ হবিরাদি অন্ন গ্রহণ জন্য বিশ্বেদেবগণ আগমন করুন,—তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন। পরন্তু যাঁহাদিগের হৃদয়ের মধ্যে সদ্বৃত্তিসমূহ জাগরূক হইয়া

যজ্ঞাহুতিস্বরূপ প্রস্তুত রহিয়াছে, আর তদ্দ্বারা যাঁহাদিগের হৃদয়ে আনন্দের সহস্র ধারা প্রবাহিত হইয়াছে; সেই আনন্দের মধ্যে বিশ্বেদেবের আগমন যে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ত্বরান্বিত হইবে, তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। (১ম—৩সূ—৮ঋ)।

* * *

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ
মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বে। দেবাসঃ। অস্রিধঃ। এহিঽমায়াসঃ। অদ্রুহঃ।
মেধং। জুষন্ত। বহ্নয়ঃ ॥ ৯ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্রিগঃ' (অমরাঃ, ক্ষয়রহিতাঃ, হিংসারহিতাঃ) 'এহিমায়াসঃ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ, সর্ব্বজ্ঞাঃ, যদ্বা—অমায়িকাঃ) 'অদ্রুহঃ' (বৈররহিতাঃ, কল্যাণপ্রদাঃ) 'বহ্নয়ঃ' (সংবাহকাঃ, যজ্ঞফলপ্রদাঃ, ধনদাঃ, ভগবৎ-প্রাপকাঃ) 'বিশ্বে দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যূয়ং 'মেধং' (অস্মাভিঃ প্রদত্তং হবিঃ, ইমং যজ্ঞং, এতৎ কর্ম্ম) 'জুষন্ত' (সেবন্তাং, প্রাপ্নোন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সর্ব্বৈর্দ্দেবভাবৈঃ সহ অস্মাকং সম্বন্ধোঽস্তু। (১ম—৩হ—৯ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

অক্ষয় অমর, সর্ব্বজ্ঞ, কল্যাণপ্রদ, ধনদ বা ভগবৎ-প্রাপক, হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা আমাদিগের এই কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—সকল দেবভাবের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ হউক।)॥ (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বে দেবাস এতন্নামকা দেববিশেষা মেধং হবির্যজ্ঞসম্বন্ধং জুষন্ত সেবন্তাং। কীদৃশাঃ। অস্রিধঃ। ক্ষয়রহিতাঃ শোষরহিতা বা। এহিমায়াসঃ। সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ। যদ্বা। সৌচীকমগ্নিমপ.সু প্রবিষ্টমেহি মা যাসীরিতি যদা বোচন্ তদনুকরণহেতুকোঽয়ং বিশ্বেষাং দেবানাং ব্যপদেশ এহিমায়াস ইতি। অদ্রুহঃ। দ্রোহরহিতাঃ। বহ্নয়ঃ। বোঢ়ারঃ। ধনানাং প্রাপয়িতারঃ॥

স্রিধেঃ ক্ষয়ার্থস্য শোষণার্থস্য বা সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপি নঞা বহুব্রীহিঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্.সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। এহিমায়াসঃ। ঈহ চেষ্টায়াং। আ সমন্তাদীহত ইত্যেহি। ইন্। উ০ ৪।১১৯। ইতি সর্ব্বধাতুসাধারণ ইনপ্রত্যয়ো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। এহির্মায়া প্রজ্ঞা যেষামিতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অথবা। আঙ উদাত্তাদুত্তরস্যেহীতিলোণ্.মধ্যমৈকবচনস্য তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাত একাদেশ উদাত্তে-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বেদেব নামক দেবগণ আপনারা এই যজ্ঞের হবনীয় দ্রব্য সেবা (ভোগ) করুন। (অর্থাৎ আপনারা আমাদের এই নিবেদ্যমান হবনীয় বস্তু ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করুন)। তাঁহারা কিরূপ ?—“অস্রিধঃ” অর্থাৎ ক্ষয়রহিত অথবা শোষরহিত ; এবং “এহিমায়াসঃ” অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্তপ্রজ্ঞ (সর্ব্ববিষয়াবগাহী বুদ্ধিবিশিষ্ট), অথবা ‘সৌচিকমগ্নিপ্সু প্রবিষ্টমেহি মায়াসীঃ” অর্থাৎ “সৌচিক নামক অগ্নি, জলে প্রবিষ্ট হইলে ঋত্বিকগণ বলিয়াছিলেন,—“এহি—আগমন করুন, মায়াসীঃ—অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাইবেন না”—‘ঋত্বিকগণের সেই বাক্যের অনুকরণের নিমিত্তই “এহিমায়াসঃ” এই পদটী বিশ্বেদেবগণের ব্যপদেশরূপে (সংজ্ঞাস্বরূপে অথবা বিশেষণরূপে) কথিত হইয়াছে। তাঁহারা “অদ্রুহঃ”—দ্রোহরহিত, অর্থাৎ, অনিষ্টচিন্তাবিরহিত। অপিচ, তাঁহারা “বহ্নয়ঃ”—বহনকর্ত্তা অর্থাৎ যাচকগণের অভীষ্ট ধনরাশির প্রদানকর্ত্তা।

সম্পদাদি গণপাঠের মধ্যে ক্ষয়ার্থ অথবা শোষণার্থ ‘স্রিধি’ (স্রিধ্) ধাতুর উত্তর “সম্পদাদিভ্যঃ” এই সূত্র অনুসারে ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাসে ‘অস্রিধ্’ শব্দ নিষ্পাদিত। সেই ‘অস্রিধ্’ শব্দের প্রথমার বহুবচনে “অস্রিধঃ” পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিত করিয়া “নঞ্.সুভ্যাং” (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্র দ্বারা’ উত্তর পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। “এহিমায়াসঃ” পদটিতে ‘আঙ’ পূর্ব্বক চেষ্টার্থ ‘ঈহ’ ধাতুর উত্তর (সর্ব্বত্র চেষ্টা করিতেছে এই অর্থে) “ইন্” (উঃ ৪।১১৯) এই সূত্র অনুসারে সার্ব্বধাতুক ইন্ প্রত্যয় করিয়া “এহি” এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “ইন্” (ই) প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু (ন থাকে না বলিয়া), ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইরূপে ‘এহি’ অর্থাৎ সর্ব্বতোব্যাপিনী মায়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা যাঁহাদের, এই প্রকার বহুব্রীহি সমাস হওয়ায়, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। কিংবা পক্ষান্তরে আঙ্ এই উদাত্তস্বরের উত্তর লোট-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন “ইহি” এই পদের “তিঙ্ঙতিঙঃ” (পা০ ৮।২।১) এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হইয়াছে। “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ”

নোদাত্ত ইত্যেকার উদাত্তঃ। এহীত্যেতৎ পদযুক্তং মা যাসীরিত্যত্র মায়েত্যক্ষরদ্বয়ং যেষাং ত এহিমায়াসঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অদ্রুহঃ। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। সম্পদাদিত্বাদ্‌ভাবে ক্বিপি। পা০ ৩।৩।১০৮ ৯। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মেধং। মেধৃ সঙ্গমে চ। মেধ্যতে দেবৈঃ সঙ্গম্যত ইতি মেধং হবিঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জুষন্ত সেবন্তামিত্যর্থে ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি ধাতু সম্বন্ধে লঙ্। যত উক্তরূপা বিশ্বেদেবা অতো জুষন্তেতি দ্রুহাদিধাত্বর্থৈঃ সম্বন্ধাৎ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি। পা০ ৬।৪।৭৫। ইত্যডাগমাভাবঃ। বহ্নয়ঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রীত্যাদিনা বিহিতস্য নিপ্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৩সূ—৯ঋ)।

এই নিয়মানুসারে (উক্ত "আঙ্"এর আকার ও "ইহি"র ই-কারের সন্ধিজাত) এ-কারটি উদাত্ত হইয়াছে। "এ হি" এই পদযুক্ত "মায়াসীঃ" এই পদের "মায়া" এই অক্ষরদ্বয় যাঁহাদের, তাঁহারা 'এহিমায়াসঃ'। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অদ্রুহঃ" এই পদটীতে হত্যা করিবার ইচ্ছাবোধক "দ্রুহ্" ধাতুর উত্তর সম্পাদাদিত্ব হেতু (পা০ ৩।৩।১০৮) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" (পা০ ১।১।৭২) এই সুত্র উত্তর পদের অন্তঃস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "মেধং"—এই পদটি, সঙ্গমার্থ মেধৃ ('মেধ্') ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "মেধ্যতে" অর্থাৎ দেবগণের সহিত যাহা সঙ্গত (মিলিত) হয়—এই অর্থে, মেধ শব্দে হবিঃ বুঝাইতেছে। ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব-হেতু (ঞ থাকে না বলিয়া) মেধ-শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "জুষন্ত" পদটি "তাঁহার সেবা করুন"—এই অর্থে, "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" (পা০ ৬।৪।৫) এই সূত্র দ্বারা ধাতু-সম্বন্ধে লঙ্ বিভক্তি হইয়াছে; অর্থাৎ, যেহেতু বিশ্বেদেবগণ উক্তরূপ (দ্রোহরহিতাদিরূপ) গুণবিশিষ্ট, সেই নিমিত্তই তাঁহারা সেবা ভোগ করুন.—এক প্রকার অভিপ্রায়ে দ্রুহাদি ধাতুর অর্থের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত "জুষন্ত" পদে "বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি" (পা০ ৬।৪।৭৫) এই সূত্র দ্বারা অট্ (অ) আগম হয় নাই। "বহ্নয়ঃ" এই পদে "নিঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহিশ্রী" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিহিত নি প্রত্যয়ের নিত্বহেতু (অর্থাৎ 'ন' ইৎ যায় বলিয়া) উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

* * *

দশমমন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

আশ্বিন-সূক্তস্য সারস্বততৃচে প্রথমামৃচমাহ। সারস্বতে তৃচে যা প্রথমা সান্বারম্ভণীযেষ্টৌ সরস্বত্যাঃ পুরোনুবাক্যা। তথা দর্শপূর্ণমাসাবারপ্স্যমান ইত্যস্মিন্ খণ্ডে পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবীকন্যা ত্রিচায়ুঃ। আ০ ২।৮। ইতি সূত্রিতং।

মন্ত্রভাষ্যাক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অতঃপর) আশ্বিন-সূক্তের অন্তর্গত সারস্বততৃচের প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে। সারস্বতাখ্য তৃচে যেটী প্রথমা ঋক্, সেই ঋক্‌টী অন্বারম্ভণীয় ইষ্টিতে সরস্বতীর পুরোনুবাক্যারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। দর্শপূর্ণমাস যাগ নামক আরপ্স্যমান এই পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা "পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবী কন্যা ত্রিচায়ুঃ" (আ০ ২।৮) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে।

নবম (২৭) ঋকের বিশদার্থ।

'বিশ্বে দেবাসঃ' পদে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই মন্ত্রে তাহার সার নিষ্কর্ষ দেখি। সকল দেবতার সম্মিলন—সর্ব্ব দেবভাবের সমাবেশ—কি শুভফল প্রদান করে, এই মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাত আছে। সকল দেবভাবের সমাবেশই যে পরম শ্রেয়ঃসাধক, তদ্দ্বারাই যে অমর পদ লাভ হয়, মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে, এই মন্ত্রে তাহারই আভাস পাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ঋকে বিশ্বেদেবগণের স্বরূপ-পরিচয় একটু ব্যক্ত হইয়াছে। বুঝিয়াছি—ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ-যম সর্ব্বরূপেই বিশ্বেদেব বিকাশমান্। বুঝিয়াছি—বিশ্বেদেবগণ বা সর্ব্বদেবগণ অভিধায়ে সকল দেবতাকে এবং সকল দেবভাবকেই আহ্বান করা হইয়াছে। বুঝিয়াছি—ব্যষ্টিগত ভাব এখানে সমষ্টিগত ভাব-রূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। পরন্তু এই ঋকে বিশেষভাবে বিশ্বেদেবের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। বলা হইয়াছে—বিশ্বেদেব অক্ষয় অর্থাৎ অবিনশ্বর। এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সম্বন্ধেই 'অক্ষয়' বা 'অক্ষর' বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং বিশ্বেদেবগণ বলিতে, বিশেষণের দ্বারা, তাঁহাদিগকে সেই পরব্রহ্ম পরাৎপর বলিয়াই বুঝান হইল। আরও বুঝা গেল,—সর্ব্বদেব-সমষ্টিই, সকল দেবভাবই—সেই পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, এবং সেই দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের অধিকারী হওয়াই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া।

অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কিং তদ্‌ব্রহ্ম" ;—সেই ব্রহ্ম কি ? শ্রীভগবান উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"অক্ষরং ব্রহ্মপরমং।" শ্রুতি বলিয়াছেন,—গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই অক্ষর পরব্রহ্মের স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন,—

> "এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত
> এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে
> তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তো
> অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা-

স্তিষ্ঠস্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা
নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং
যাং দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো
মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।"

হে গার্গি! এই অক্ষরেরই (ক্ষরণবিরহিত অক্ষরসদ্বস্তুরই) প্রশাসনে (সুশাসনে অমোঘ আজ্ঞায়) সূর্য্য এবং চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া বর্ত্তমান (প্রকাশমান্) রহিয়াছেন। এই অক্ষর সদ্বস্তুরই বিশিষ্ট আজ্ঞায় দ্যুলোক এবং ভূলোক সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর সদ্বস্তুরই প্রকৃষ্ট বিধানে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, ঋতু—এইরূপ ক্রমে, বর্ষ-সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে (হইতেছে)। এই সদ্বস্তুরই সুনিয়মে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বিভিন্ন নদীসমূহ, শ্বেতপর্ব্বত-মালা হইতে স্যন্দিত (প্রবাহিত) রহিয়াছে এবং পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী অন্যান্য সরিৎসঙ্ঘ—যে যে দিকে (যথানির্দ্দিষ্ট দিকে) প্রধাবিত হইতেছে। এই অক্ষর সদ্বস্তুরই অনুশাসন-বাক্যে মানুষগণ—দাতৃগণকে, দেবগণ—যজমানগণকে, পিতৃগণ—দর্বীকে প্রশংসা করিতেছেন এবং পরস্পর অন্বায়ত্ত (সম্বন্ধ-বিশিষ্ট) হইয়া রহিয়াছেন।

তবেই বুঝা যায়, অক্ষয় অক্ষর বিশেষণে কাহার স্তোত্র উচ্চারিত হইয়াছে! তাঁহাকে আরও বলা হইয়াছে,—'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বকল্যাণপ্রদ।' সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকল্যাণপ্রদ প্রভৃতি বিশেষণ এক ভগবানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, বিশ্বদেবগণের উপাসনায় ভগবানের সকল বিভূতিকেই সমষ্টিভাবে আহ্বান করা হইয়াছে।

তিনি আর কেমন? তিনি যজ্ঞফলপ্রদানকারী। যাহা সৎকর্ম্ম—যাহা নিষ্কাম-কর্ম্ম—তাহাই যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্যোতক। ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপাদি কর্ম্ম অত্যজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥"

'সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু যজ্ঞ-দান-তপ কদাচ ত্যাগ করিও না। কেন-না, উহারাই কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য। যজ্ঞ-দান-তপ দ্বারা মনীষিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।'

যজ্ঞ-দান-তপের মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান্ আছেন। যজ্ঞ-দান-তপের দ্বারাই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্যে বিহিত

যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তাঁহাকেই প্রাপ্তির অনুরূপ যজ্ঞফল প্রদান করে। যজ্ঞের হবিঃ তিনি গ্রহণ করেন—যজ্ঞের হবিঃ তিনি সেবন করুন; অর্থাৎ—আমার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার সামীপ্য-স্বারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি যথাক্রমে লাভ হইয়া থাকে। (১ম—১অ—৩সূ—৯ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। তৃতীয়ং সূক্তম্। দশমী ঋক্)।

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

পাবকা। নঃ। সরস্বতী। বাজেভিঃ। বাজিনীঽবতী।
যজ্ঞম্। বষ্টু। ধিয়াঽবসুঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবকা' (পবিত্রকারিণী, মুক্তিদায়িনী) 'বাজিনীবতী' (অন্নবতী, অন্নপ্রদানকারিণী, জয়প্রদায়িনী) 'ধিয়াবসুঃ' (কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা, কর্ম্মানুসারেণ ধনদাত্রী) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) 'বাজেভিঃ' (জয়ৈঃ সহ, ধনৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (আরব্ধং কর্ম্ম) 'বষ্টু' (কাময়তাং, সম্পাদয়তু)॥ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে দেবি! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ যেন বয়ং পরমং ধনং লভামহে তদেব বিধেহি। (১ম—১অ—৩সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পতিতপাবনী, জয়প্রদায়িনী, কর্ম্মফলবিধায়িনী, দেবী সরস্বতী জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদিগের যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম্ম) জয়ের সহিত সম্পন্ন করিয়া দেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে যেন জয়যুক্ত করে,—পরমধন প্রদান করে।)॥ (১ম—৩সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সরস্বতী দেবী বাজেভির্হবির্লক্ষণৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈর্নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং বষ্টু। কাময়তাম্। কাময়িত্বা চ নির্বহত্বিত্যর্থঃ। তথা চারণ্যককাণ্ডে শ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতম্। যজ্ঞং বষ্ট্বিতি যদাহ যজ্ঞং বহত্বিত্যেব তদাহেতি। কীদৃশী সরস্বতী। পাবকা। শোধয়িত্রী। বাজিনীবতী। অন্নবৎক্রিয়াবতী। ধিয়াবসুঃ। কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা। বাগ্দেবতায়াস্তথাবিধং ধননিমিত্তত্বমারণ্যককাণ্ডে শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতম্। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুরিতি। বাগ্‌ বৈ ধিয়াবসুরিতি। শ্যেনঃ সোম ইত্যাদিষু পঞ্চত্রিংশৎসংখ্যাকেষু দেবতাবিশেষবাচিষু পদেষু সরমাসরস্বতীতি পঠিতম্। এতামৃচং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সরস্বতী দেবী হবিঃস্বরূপ অন্নের (অর্থাৎ আমাদিগের প্রদত্ত যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত), অথবা যজমানগণকে অন্নরাশি বিতরণ করিবার নিমিত্ত, আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞকে কামনা করুন অর্থাৎ কামনা করিয়া সুসম্পন্ন করুন।

শ্রুতি আরণ্য-কাণ্ডে এইরূপ প্রকটিত করিয়াছেন; যথা,—"যজ্ঞং বষ্টু" (অর্থাৎ যজ্ঞকে কামনা করুন) এইরূপে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে "যজ্ঞং বহতু" (অর্থাৎ যজ্ঞ সুসম্পন্ন বা নির্ব্বাহ করুন) এইরূপ অর্থ সূচিত হয়। সরস্বতী কিরূপ?—'পাবকা' অর্থাৎ শোধনকর্ত্রী এবং "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্ত-ক্রিয়াবিশিষ্টা। দোষ বা কলুষ নাশ করিয়া যিনি গুণের সঞ্চার করিয়া দেন, তিনিই শোধনকর্ত্রী—পাবকা'। "ধিয়াবসুঃ"—কর্ম্মপ্রাপ্য ধনের নিমিত্তভূত; অর্থাৎ,—যাগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ বাঞ্ছিত ধনলাভের আদিকর্ত্রী। স্বয়ং বেদ, স্বীয় আরণ্য-কাণ্ডে বাগ্‌দেবতাকে উক্ত প্রকারে ধনের হেতুভূতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—"যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ"। এস্থলে 'বাগ্‌বৈ ধিয়াবসুঃ'—বাগ্‌দেবতাই কর্ম্মের দ্বারা লভ্য ধনের হেতুময়ী বা আদিকর্ত্রী, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতী কর্ম্মফল অনুসারে ধন দান করিয়া থাকেন। 'শ্যেনঃ সোমঃ' ইত্যাদি পঁয়ত্রিশ প্রকার দেবতা-বিশেষবাচক পদের মধ্যে 'সরমা সরস্বতী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। মহর্ষি

বাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ। নি০ ১১।২৬। ইতি॥

পাবনং পাবং শুদ্ধিস্তং কায়তীতি পাবকা। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা০ ৩।২।৩। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেনান্তোদাত্তত্বম্। যদ্বা। পুণাতীত্যর্থে ণ্বুলি। প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা০ ৭।৩।৪৪। ইতীত্বস্যাভাবোঽন্তোদাত্তত্বং চ ছান্দসং দ্রষ্টব্যম্। সরঃ শব্দঃ সর্ত্তেরসুন্নন্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মতুপ্ঙীপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। বাজেভিঃ। বাজশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সচাবৃৎকৃতত্বাদাকৃতিগণঃ। বাজোঽন্নমস্তীতি বাজিন্যঃ ক্রিয়াঃ। অত ইনিঠনৌ পা০ ৫।২।১১৫। ইতীনিপ্রত্যয়ঃ। তাঃ ক্রিয়া যস্যাঃ সন্তি সা সরস্বতী বাজিনীবতী। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বম্। মতুপঙীপোঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বাদিনেঃ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বমেব শিষ্যতে। যজ্ঞম্। যজযা-

---

যাস্ক, এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুঃ।" অর্থাৎ শুদ্ধিজ্ঞাপিকা সরস্বতী দেবী এবং অন্নের হেতুভূতা অতএব অন্নবতী, (অপিচ) ধিয়াবসু (অর্থাৎ কর্ম্মফলসম্পাদয়িত্রী) সেই সরস্বতী দেবী আমাদিগের যজ্ঞকে কামনা করুন (নি০ ১১।২৩)।

'পাব' শব্দের অর্থ শুদ্ধি। সেই শুদ্ধিকে যে দেবী শব্দিত করেন (জানাইয়া দেন), সেই দেবীকে 'পাবকা' কহে। 'কৈ গৈ' এবং 'রৈ' ধাতুর অর্থ—শব্দ। পাবক পদটী, পাব শব্দ পূর্ব্বক, শব্দার্থ কৈ ধাতুর উত্তর 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (পা০ ৩।২।৩) এই সূত্রের দ্বারা ক (অ) প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে আৎ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা "পবিত্র করিতেছে"—এই অর্থে "ণ্বুল প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (পা০ ৭।৩।৩৪) এই সূত্র দ্বারা ছান্দস-প্রযুক্ত ইত্বের অভাব এবং অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে,—ইহা জানিতে হইবে। "সরস" শব্দটি সৃ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। এই জন্য ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই সরস শব্দের উত্তর মতুপ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু (প্ থাকে না বলিয়া) উহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "বাজেভিঃ" এই পদে বাজশব্দটী বৃষাদিগণপাঠের অন্তর্গত বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। সেই বৃষাদিগণটি, অবৃৎকৃতত্ব নিবন্ধন, আকৃতিগণ বলিয়া জানিতে হইবে। "বাজঃ" অর্থাৎ 'অন্ন আছে—এই সকলে' এই অর্থে, "অত ইনিঠনৌ" (পা০ ৫।২।১১৫) সূত্র অনুসারে বাজ শব্দের উত্তর ইনি (ইন্) প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিয়া 'বাজিনী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বাজিনী (ক্রিয়াসমষ্টি) যাঁহাতে (যে দেবীতে) বিদ্যমান থাকে, সেই সরস্বতী দেবীকে "বাজিনীবতী" অর্থাৎ অন্নযুক্ত-ক্রিয়াবিশিষ্টা কহে। এইরূপ বাক্যে 'বাজিনী' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা "ছন্দসীরঃ" এই সূত্র অনুসারে উক্ত মতুপ্-প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে "ঙীপ্"-প্রত্যয়ে "বাজিনীবতী" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে বলিয়া ইনি-প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'যজ্ঞং' এই পদটি "যজযা",

চেত্যাদিনা। পা০ ৩.৩৷৯০। নঙ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বষ্টু। বশ্ কান্তৌ। কান্তিরভিলাষঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। নিঘাতঃ। ধিয়াবসুঃ। ধিয়া কর্ম্মণা বসু যস্যাঃ সকাশাদ্ভবতি সা ধিয়াবসুঃ। সাবেকা চ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি বিভক্তিস্বর এব শিষ্যতে। ছান্দসস্তৃতীয়ায়া অলুক্॥ (১ম—১অ—৩সূ—১০ঋ)॥

* * *

দশম (২৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা দেখিয়া, সরস্বতী-নদীর উপাসনা করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জল আছে, সেই নদীই সরস্বতী—এইরূপ অর্থে নদীমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল,—এমন অর্থও কেহ কেহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান মধ্য-এসিয়ায় ছিল,—এই যুক্তির যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরুক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যগণ যখন সরস্বতী নদীর তীরে উপনীত হইলেন, উত্তপ্ত বালুকারাশির পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ স্রোতস্বিনী সরস্বতীকে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহারা দেবীজ্ঞানে সরস্বতী-নদীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অন্যপক্ষে দেখিতে গেলে, এ মন্ত্রে কাহাকে আবাহন করা হইয়াছে, বুঝিতে পারি? এ পর্য্যন্ত একে একে অগ্নি-দেবতার, বায়ু-দেবতার, ইন্দ্রদেবতার, বরুণদেবতার, মিত্রদেবতার, অশ্বিদেবতার এবং

(পা০ ৩.৩৷৯০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নঙ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যয়-স্বরহেতু ইহার অন্তস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "বষ্টু" এই পদটী কান্ত্যর্থ 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কান্তি শব্দের অর্থ—অভিলাষ। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ্" এই সূত্রানুসারে শপের লোপ হইয়া নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার নিকট হইতে ধন (প্রাপ্ত) হয়, তিনিই ধিয়াবসুঃ। "সাবেকাচ" (পা০ ৬৷১৷১৬৮) এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তিস্বরই পরিগণিত হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত তৃতীয়ার লোপ হইল না॥ (১ম—১অ—৩সূ—১০ঋ)।

* * *

পরিশেষে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চনার বিষয় দেখিলাম। কিন্তু তাহাতেও তো তাঁহার অব্যক্ত অনন্ত মহিমার কণামাত্র ব্যক্ত হইল না! তিনি যেমন পুরুষরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, তেমনই আবার তিনি যে প্রকৃতিরূপে চরাচর ধারণ করিয়া আছেন;—সে ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? কায়া থাকিলেই ছায়া থাকিবে; আলোক থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে; পুরুষ থাকিলেই প্রকৃতি থাকিবে; সত্য মানিতে হইলেই মিথ্যার অঙ্গীকার আবশ্যক হইবে! সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিত্ত-দর্পণে তাহারই বিপরীত ভাব প্রতিভাত হয়। যখন পিতৃরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তখনই মাতৃভাবের বিকাশ দেখিতে পাই।

বিশ্বেদেবগণের স্তব শেষ করিয়া, পুরুষরূপে পিতারূপে তাঁহার স্তব করিয়া, যখন তৃপ্তি হইল না; তখন তাঁহার অন্য এক বিভূতির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি মাতৃরূপে স্নেহধারায় সন্তানের শ্রেয়ঃসাধন করেন, তখন সেই ভাব জাগরূক হইল। ইহা সাধনার একটী স্তরবিশেষ। 'সরস্বতী' শব্দে যাঁহারা জল বা নদী অর্থ করেন,—তাঁহাদিগের বুঝা উচিত, এ জল—সাধারণ জল নহে, এ নদী—পর্ব্বতবাহিনী সাধারণ স্রোতস্বিনী নহে। এ ধারা—জননীর স্নেহধারা; এ নদী—অমৃত-প্রবাহিণী। এক দিকে তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, ক্ষিতি-রূপে তিনি যেমন প্রকাশমান্ রহিয়াছেন; অন্যদিকে তিনি আবার তেমনই মমতার মন্দাকিনী-রূপে, স্নেহের নির্ঝরিণী-রূপে, প্রবাহিতা হইতেছেন।

ঋকে বলা হইয়াছে—তিনি 'পাবকা'। 'পুণাতীতি পাবকা'। অর্থাৎ, পূতকারিণী পতিতপাবনী, সুতরাং মুক্তিদায়িনী। আমি অপবিত্র আছি, পাপের ক্লেদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃরূপিণী তিনি; সে ক্লেদ বিধৌত করিয়া আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। অবোধ সন্তান, মলমূত্র মাখিয়া অলিন্দে পড়িয়া কাঁদিতেছে। যেই তাহার ক্রন্দন-স্বর জননীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল; অমনি তিনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানের অঙ্গ বিধৌত করিয়া দিলেন এবং পরিশেষে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। পাপরাশি বিধৌত করণের প্রসঙ্গে এইরূপে নদীর বা জলের উপমার সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'পাবকা সরস্বতী'—এ দুই পদ, পাপী তাপীর পরিত্রাণকারিণী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঋকে আরও বলা হইতেছে,—তিনি 'বাজিনীবতী'। টীকাকারগণ এই শব্দের বিবিধ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া গিয়াছেন। এক পক্ষ বলিয়াছেন,—'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ 'অন্নপ্রদানকর্ত্রী'। তিনি অন্নপ্রদানকর্ত্রী তো বটেনই! সন্তানের মুখ চাহিয়া কে অন্ন দান করে? অজ্ঞান অবোধ সন্তান যতই দুর্ব্বিনীত হউক না কেন, তাহাকে অন্নদান না করিয়া জননী কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। সত্যই তিনি অন্নদাত্রী! অন্য আর এক পক্ষ ঐ 'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ করেন,—'অশ্বারূঢ়া'। বলা বাহুল্য, সে অর্থ তাঁহার এক রূপ কল্পনা করিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। আমরা কিন্তু মনে করি, সে অর্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি অশ্বারূঢ়া—অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টা। কি জন্য দ্রুতগতিবিশিষ্টা?—সন্তানের উদ্ধার-কামনায়। সন্তান বিপন্ন হইলে, সন্তান ক্রন্দন করিলে, জননী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি দ্রুতগতি আসিয়া, সন্তানের সেবায় ব্যাপৃত হন। ঋকে তাই বলা হইয়াছে, সরস্বতী—বাজিনীবতী। 'বাজিনীবতী' শব্দের আর এক অর্থ—বিজয়দাত্রী। সন্তানের বিজয়-লাভ বা সুফলপ্রাপ্তি জননীর আকাঙ্ক্ষিত নহে কি?

ঋকে আর বলা হইয়াছে—তিনি 'ধিয়াবসু'। (ধিয়া কর্ম্মণা বসু ধনং লভ্যতে যস্যা সকাশাৎ সা ধিয়াবসু')। অর্থাৎ—কর্ম্মানুসারে ধনদাত্রী। এই বিশেষণেই সরস্বতীর প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে জ্ঞানদাত্রী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। মা আমার স্নেহময়ী বটেন;—মা আমার পতিত-উদ্ধারিণী সত্য;—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একদেশদর্শিনী নহেন। তিনি কর্ম্মফলের উপযোগী ধন দান করেন; তাঁহাতে স্নেহ আছে, করুণা আছে, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি করুণাময়ী; কিন্তু তাঁহার করুণার প্রবাহ অযথা-পথে প্রবাহিত নয়। ইহ-সংসারে সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, সে সন্তান যেমন সৎকর্ম্মকারী, জননীর স্নেহ তাহার প্রতি সেইরূপ অধিক; ঋকের উক্তিতেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঋক্ যেন উপদেশ দিতেছে,—'সৎকর্ম্মশীল হও; জননী সুফল প্রদান করিবেন। বিদ্যা উপার্জ্জন কর, জ্ঞানলাভ কর; সিদ্ধকাম হইবে।'

ঋকের 'বাজেভিঃ' শব্দে 'অন্নৈর্ধনৈর্ব্বা' অর্থ সূচিত হয়। মানুষ অন্ন চায়—ধন চায়। তাই সাধারণভাবে তাহার প্রার্থনা, 'তিনি যেন অন্নের

সহিত—ধনের সহিত আসিয়া, এই যজ্ঞে উপস্থিত হন। কিন্তু 'বাজেভিঃ' শব্দে 'জয়ের দ্বারা' 'সুফলের দ্বারা' অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি বিজয়-দানের সহিত আগমন করুন অর্থাৎ সুফল দান করুন,—ইহাই 'বাজেভিঃ' পদের নিগূঢ় অর্থ। আমরা যেন সুকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহা হইলেই তিনি অন্নের দ্বারা, ধনের দ্বারা. কামনার অতীত সামগ্রীর দ্বারা, মোক্ষরূপ পরম ধনের দ্বারা, আমাদিগকে সুকর্ম্মের সুফল প্রদান করিবেন। ঋকে এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—৩সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। তৃতীয়ং সূক্তম্। একাদশী ঋক্)।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

চোদয়িত্রী। সূনৃতানাম্। চেতন্তী। সুঽমতীনাম্।
যজ্ঞম্। দধে। সরস্বতী ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূনৃতানাং' (সত্যানাং, প্রসাদানাং) 'চোদয়িত্রী' (প্রেরয়িত্রী, প্রদাত্রী) 'সুমতীনাং' (সুবুদ্ধীনাং) 'চেতন্তী' (জ্ঞাপন্তী, জাগরয়ন্তী) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাগ্ দেবী) 'যজ্ঞং' (আরব্ধং কর্ম্ম) 'দধে' (সম্পাদয়তি)॥ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'সত্যেন সুবুদ্ধিনা চ মম আরব্ধং কর্ম্ম সুফলপ্রদং ভবতু।' (১ম—১অ—৩সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুবুদ্ধির জাগরণকর্ত্রী, দেবী সরস্বতী (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদিগের এই যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম্ম) সুসম্পন্ন করিয়া দেন। (প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কৃপায় সত্যের প্রেরণায়, সুবুদ্ধির উন্মেষে, আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্ম অভীষ্টপ্রদ হউক।') ॥ (১ম—১অ—৩সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যা সরস্বতী সেয়মিয়ং যজ্ঞং দধে। ধারিতবতী। কীদৃশী? সূনৃতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যানাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানামনুষ্ঠাতৃণাং চেতন্তী। চেতয়ন্তী। তদীয়মনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী।

চোদয়িত্রী। চুদপ্রেরণে। ণ্যন্তাত্তৃচ্। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা॰ ৪.১।৫। ইতি ঙীপ্। তস্যোদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ। পা॰ ৬.১.১৭৪। ইত্যুদাত্তত্বম্। সূনৃতানাম্। ঊনপরিহাণ ইত্যতঃ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপি সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতি সূন্ ইতি প্রিয়মুচ্যতে।

মন্ত্রভাষ্যম্ (সায়ণাচার্য্য-কৃতম্)।

যিনি সরস্বতী, তিনিই স্বয়ং এবং যজমানদিগের দ্বারা এই যজ্ঞকে ধারণ করিয়া আছেন। (অর্থাৎ,—দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ঋত্বিকগণ সুচারুরূপে যজ্ঞকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হন)। সেই সরস্বতী কিরূপ? "সূনৃতানাং চোত্রয়িত্রী" অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্য বাক্যের প্রেরণ (বিকাশ) কর্ত্রী এবং "সুমতীনাং চেতন্তী" অর্থাৎ শোভনবুদ্ধিযুক্ত (সদ্‌বুদ্ধিশালী) অনুষ্ঠাতৃগণের (তদীয়) অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের জ্ঞাপনকর্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্য-বুদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠায়ি-(যাজ্ঞিক) গণের কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জনয়িত্রী। (অর্থাৎ, দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সত্যের বিকাশ হয়, সত্যের বিমল আলোকে হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠে; এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ যজমানগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ-কর্ম্ম-বিষয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন।)

"চোদয়িত্রী" এই পদটী প্রেরণার্থ ণ্যন্ত চুদ্ ধাতুর উত্তর তৃচ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। চিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা॰ ৪।১।৫) এই সূত্রের দ্বারা ইহার উত্তর (স্ত্রীলিঙ্গে) "ঙীপ্" প্রত্যয় হইয়াছে, এবং "তস্যোদাত্তযণোহল্‌পূর্ব্বাৎ" (পা॰ ৬.১।১৭৪) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত ঙীপ্-প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুতরাং "ঊনয়তি অপ্রিয়ম্" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে দূরীভূত করে অপ্রিয়কে—এই অর্থে, পরিহাণার্থ ঊন্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" এই সূত্রের দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সূন্ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—প্রিয়। সেই

তচ্চ তদৃতং সত্যং চেতি সুনৃতম। পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম। চেতন্তী। চিতি সংজ্ঞানে। অত্র শপো ঙীপশ্চ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুক-স্বরেণানুদাত্তত্বম্। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। সুমতিশব্দস্য মতুপি হ্রস্বত্বান্নামন্যতরস্যাম্ (পা০ ৬।১।১৭৭)। ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ (১ম—১অ—৩সূ—১১ঋ)॥

* * *

একাদশ (২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'সূনৃতানাং চোদয়িত্রী' পদদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ঐ দুই পদে 'প্রসাদ' বা 'অনুগ্রহ' (সূনৃতানাং—প্রসাদানাং) দানকর্ত্রী অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারে, দেবী সরস্বতী যেন প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ, ঐ দুই শব্দের ব্যাখ্যায় 'সূনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এ অর্থে, তাঁহা হইতে 'সূনৃত' অর্থাৎ সত্য-বাক্য উৎপন্ন হইতেছে,—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অন্য আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—তাঁহাকে সত্যভাষিণী, প্রিয়ভাষিণী অর্থাৎ তিনি সত্যভাষে প্রিয়ভাষে উপদেশ দেন,—এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি যে সত্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টা এবং তাঁহা হইতে যে জগতে সত্য প্রচারিত হয়,—সকল ব্যাখ্যাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই

সুন্ (প্রিয়) অথচ সেই ঋত অর্থাৎ সত্য এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে সুনৃত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্" এই সূত্রের দ্বারা ইহার উত্তরপাদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চেতন্তী" এই পদটী সংজ্ঞানার্থ 'চিতি' (চিৎ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে শপ্ এবং ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু (প থাকে না বলিয়া) অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। শতৃ-প্রত্যয়ের অৎ উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া লসার্ব্বধাতুক (ধাতুমাত্রসাধারণ) স্বরহেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়া ধাতুর অন্তস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত "সুমতি" শব্দের বিভক্তির স্বর "হ্রস্বত্বান্নামন্যতরস্যাম্" (পা০ ৬।১।১৭৭) এই সূত্রের দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে॥ ১১॥

* * *

আমরা ঐ দুই শব্দে (সূনৃতানাং চোদয়িত্রী) সত্যের প্রেরয়িত্রী অর্থই পরিগ্রহ করিয়াছি। তাঁহা হইতেই সত্য প্রেরিত হয়, তিনিই সত্যবিষয়ে শিক্ষাদান করেন,—ইহাই ঋকের ঐ দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ।

জ্যোতির আধার—সূর্য্যদেব। জ্যোতির বিস্ফুলিঙ্গ তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হয়। স্নিগ্ধতার আধার—চন্দ্রদেব। স্নিগ্ধতা তাঁহা হইতেই বিনির্গত হইয়া থাকে। সেইরূপ, সত্যের আশ্রয়ভূতা দেবী সরস্বতী; তাঁহা হইতেই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বাগ্দেবী;—এইজন্যই শব্দকে ব্রহ্ম বলে;—এইজন্যই শব্দের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব। সত্য-স্বরূপ যে শব্দ, দেবী সরস্বতীই তাহার আধার-স্বরূপা। শব্দ-রূপ যে ব্রহ্ম, ভগবানের সরস্বতী-রূপা বিভূতি হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। এই-জন্যই তাঁহাকে 'সত্যের প্রেরয়িত্রী' বলা হইয়াছে।

এখানে দেবী সরস্বতীর আর এক পরিচয় আছে,—'সুমতীনাং চেতন্তী।' অর্থাৎ,—তিনি সুবুদ্ধি-প্রদানকর্ত্রী। এইখানেই বুঝা যায়,—সূনৃত-বাক্যের প্রচার দ্বারা, শব্দ-ব্রহ্ম রূপ সত্য-জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা, তিনি সংসারীর সুবুদ্ধি প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাদানের ভাব আসিতেছে। সত্যজ্ঞান প্রচার করিয়া বিদ্যাদানের দ্বারা তিনি সুমতি বিধান করেন। বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজায় যে আমরা আজিও ব্রতী রহিয়াছি, সে তাঁহার এই অলৌকিক দানের আকাঙ্ক্ষায় মাত্র। বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে। সত্যজ্ঞানই তাহাদের সুবুদ্ধির উন্মেষকারী।

দেবী সরস্বতী আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন,—এ উক্তিতে বলা হইতেছে, যেন আমরা সত্যজ্ঞান পাই, যেন আমাদের সুবুদ্ধি সুমতি আসে। সরস্বতী পূজা বা তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, ইহার প্রকৃত অর্থ—বিদ্যানুশীলন! বিদ্যার দ্বারা মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করে; বিদ্যাই মানুষকে সুবুদ্ধি সুমতি প্রদান করে। তাঁহার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ, তাহার লক্ষ্য—বিদ্যা-লাভ, জ্ঞান-লাভ।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যদি পরব্রহ্মের বিভূতি লক্ষ্য করিয়াই এই ঋকের প্রবর্ত্তনা হইয়া থাকে; তবে তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করা হইল কেন? আমাদের মনে হয়,—ইহারও বিশেষ

সার্থকতা আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ উপলক্ষে শ্রীভগবানের যে সকল বিভূতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; তৎসমুদায় পৌরুষব্যঞ্জক। সুতরাং সে সকল স্থলে পুরুষ-রূপেই তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু এখানে যে বিদ্যার বিষয় বলা যাইতেছে, যে বুদ্ধির বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহা কোমল স্নেহ-পদার্থ। এখানে বজ্রের কঠোরতার প্রয়োজন নাই, এখানে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণতার আবশ্যক নাই, এখানে আগ্নেয় জ্বালা-মালার সম্পূর্ণ অসম্ভাব। জননীর স্নেহশীতল স্পর্শ না পাইলে, চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে, বিদ্যা অধিগত হয় না,—সুমতি সুবুদ্ধি আসে না। রৌদ্রভাব—ভীষণতাময়। ভীষণতায় রৌদ্রভাবে মানুষ ভয় পায়। যে দিকে ভীষণতা আছে—যে পথে ভয়ের বিভীষিকা বর্ত্তমান, মানুষ সে দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু যাহাতে স্নিগ্ধতা আছে—শান্তি আছে, সেদিকে মানুষের চিত্ত স্বতঃই প্রধাবিত হয়।

কিবা রুদ্র, কিবা শান্ত, কিবা ভয়ঙ্কর, কিবা মনোহর,—যাঁহারা তাঁহার সকল ভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন; যাঁহারা ভয়-মিত্রতা-শত্রুতা-ভালবাসা সকল পরীক্ষার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যাঁহারা সংসারের মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বিভীষিকার পথে অগ্রসর হইতে সদাই সঙ্কুচিত হন; পরন্তু যে দিকে শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। মাতৃমূর্ত্তি বাগ্দেবীর প্রবর্ত্তনায়—জননীর স্নেহ-করে বিদ্যা-বিতরণে—সন্তানকে সৎপথে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করে। জননীর পূজা কর,—জননীর বন্দনা কর—বিদ্যা অধিগত হইবে। বিদ্যাই জ্ঞানের আকর। এখানে মাতৃপূজার অর্থই বা কি? বিদ্যানুশীলন—জ্ঞানচর্চ্চাই মাতৃপূজার মহাযজ্ঞ। এ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'ভক্ত সন্তান, বাগ্দেবীর পূজা কর; অর্থাৎ, জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হও; সুবুদ্ধি পাইবে;—সত্যজ্ঞান লাভ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার জন্য জননী স্নেহকর বিস্তার করিয়া আছেন। গ্রহণ কর—সত্য; গ্রহণ কর—সুনীতি; গ্রহণ কর—সদ্বুদ্ধি।' ইহাই এ ঋকের অভিপ্রায়। (১ম—১অ—৩সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। তৃতীয়ং সূক্তম্। দ্বাদশী ঋক্।)

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মহঃ। অর্ণঃ। সরস্বতী। প্র। চেতয়তি। কেতুনা।
ধিয়ঃ। বিশ্বাঃ। বি। রাজতি ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সা বাগ্দেবী) 'কেতুনা' (কর্ম্মণা, প্রজ্ঞানেন) 'মহঃ অর্ণঃ' (প্রভূতং জলং, অনন্তমপসঃ) 'প্র চেতয়তি' (জনান্ প্রজ্ঞাপয়তি); 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'ধিয়ঃ (প্রজ্ঞানানি) 'বিরাজতি' (প্রকাশয়তি, দীপয়তি) ॥ কর্ম্মণা বা জ্ঞানেন সহ বয়ং দেবতত্ত্বং জানীমঃ; তেন প্রজ্ঞা বিকাশপ্রাপ্তা ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবী সরস্বতী, কর্ম্মের দ্বারা (প্রজ্ঞানের দ্বারা) মহঃ অর্ণের (বিশ্বব্যাপী অপের) বিষয় জ্ঞাপন করেন (অর্থাৎ,—তিনি যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, তাঁহার কর্ম্মের দ্বারাই তাহা জানিতে পারি); তিনি বিশ্বের সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দেন ॥ (ভাব এই যে,—কর্ম্মের দ্বারাই দেবতত্ত্ব অবগত হই; তাহাতেই প্রজ্ঞা বিকাশপ্রাপ্ত হয়) ॥ (১ম—৩সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ। তত্র পূর্ব্বাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা। অনয়া তু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে। তাদৃশী সরস্বতী কেতুনা কর্ম্মণা প্রবাহরূপেণ মহো অর্ণঃ প্রভূতমুদকং প্রচেতয়তি। প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ। স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বা ধিয়ঃ সর্ব্বাণ্যনুষ্ঠাতৃপ্রজ্ঞানানি বিরাজতি। বিশেষেণ দীপয়তি। অনুষ্ঠানবিষয়াবুদ্ধীঃ সর্ব্বদোৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥ সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি। তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তীতি। একশতসংখ্যাকেষূদকনামস্বর্ণঃ ক্ষোদঃ ইতি পঠিতম্। এতামৃচং যাস্কো ব্যাচষ্টে। মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানান্যভিবিরাজতি। নিঃ ১১।২৭। ইতি॥

মহো অর্ণঃ। মহদিতি তকারস্য ব্যত্যয়েন সকারঃ। তস্য রুত্বোত্বগুণাঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। এঙঃ পদান্তাদতি। পা০ ৬।১।১০৯। ইতি পূর্ব্বরূপে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে। পা০ ৬।১।১১৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। অর্ত্তোত্যর্ণঃ। উদকে নুট্ চ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্বিবিধ সরস্বতীর বিষয় উল্লিখিত হয়। আকৃতি-বিশিষ্টা দেবতারূপা এবং নদীরূপা। তন্মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌দ্বয়ে আকৃতিবিশিষ্টা সরস্বতী-দেবীর বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই ঋকে কিন্তু নদীরূপা সরস্বতী প্রতিপাদিতা হইতেছেন। তাদৃশী অর্থাৎ সেই নদীরূপা সরস্বতী প্রবাহরূপ কর্ম্মের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ জলরাশিকে প্রকৃষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এদিকে আবার স্বকীয় আকৃতিবিশিষ্ট দেবতারূপে অনুষ্ঠানকারীর (বিবিধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অর্থাৎ বিবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানের) বিশেষরূপে উন্মেষ করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ,—অনুষ্ঠাতৃগণের অনুষ্ঠান-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি সকল উৎপাদিত করিতেছেন (জন্মাইয়া দিতেছেন)। সরস্বতীর দ্বিরূপত্ব (দ্বিবিধ রূপের বিষয়) মহর্ষি যাস্ক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে। এস্থলে (বাক্‌নামের মধ্যে) "সরস্বতী" শব্দে নদী এবং দেবতা অর্থবিশিষ্ট নিগম সকল উল্লিখিত আছে। শতসংখ্যক উদক-নামকগণের মধ্যে "অর্ণঃ" "ক্ষোদঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যাস্ক, এই ঋকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—সরস্বতী, কর্ম্ম ?? অথবা প্রজ্ঞার দ্বারা প্রভূত উদককে উত্তমরূপে জ্ঞাত করিতেছেন, এবং এই সমূহ-বুদ্ধিকে প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বদা উৎপাদিত করিতেছেন। (নিঃ ১১।২৭)॥

'মহো অর্ণঃ'—এই পদটিতে 'মহৎ' এই পদের ৎ-কারের পরিবর্ত্তে স-কার হইয়াছে; এবং সেই স-কারের স্থানে বিসর্গ, বিসর্গের স্থানে উৎ এবং উৎ এর গুণ হইয়া মহো এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রাতিপদিক স্বর-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "এঙঃ পদান্তাদতি" (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, "প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে" (পা০ ৬।১।১১৫) এই সূত্রের দ্বারা প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'ঋ' ধাতুর 'যে গমন করে' এই অর্থে—"উদকে নুট্ চ" (উঃ ৪।১৯৮) এই

উ॰ ৪।১৯৮। ইত্যসুন্‌প্রত্যয়ো নুডাগমশ্চ। কেতুনা। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বিশ্বা। বিশ্বশব্দঃ ক্বন্‌-প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১অ—৩সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ১।১।৬॥

ইতি প্রথমমণ্ডলে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

⁂

দ্বাদশ (৩০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাষণে যে কতই কল্পিত মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রথমে সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত ঋকদ্বয়ে বিগ্রহবতী দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে; আর শেষোক্ত এই ঋকে সরস্বতী নদীর বর্ণনা ও উপাসনা রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্যের এবম্বিধ মন্তব্যের অনুসরণে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল পণ্ডিতই কল্পনার উপর নূতন কল্পনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। কত উপাখ্যানই যে এতদুপলক্ষে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

কেহ কহিয়াছেন,—আর্য্যগণ যখন মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্চনদ-প্রদেশে আগমন করেন, * পথিমধ্যে সরস্বতী নদী তাঁহাদের আশ্রয়স্থল হয়।

সূত্র অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় এবং 'নুট্' আগম হইয়া "অর্ণঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কেতুনা" এই পদটীতে প্রাতিপদিক স্বর-হেতু, অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। 'ক্বন্' প্রত্যয়ান্ত-হেতু "বিশ্বাঃ" এই পদটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ-৩সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।৬॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাক্ সমাপ্ত॥ ১॥

---

* মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমন যে ভ্রান্ত মত, পরন্তু ভারতবর্ষ হইতেই সভ্যতা-স্রোত যে ভারতের বহির্ভাগে প্রবাহিত হইয়াছিল,—এই মত "পৃথিবীর ইতিহাসে" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন আর মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণের ভারতে আগমনের যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং সরস্বতী-নদী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আর্য্যগণ কর্তৃক তাঁহার উপাসনা,—সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ম্যাক্সমূলারই বলিয়া যাউন, আর অন্য যে কেহই তাহার প্রতিধ্বনি করুন, সে মত এখন আর কোনক্রমেই মানিতে পারা যায় না।

মরুদেশ হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে সহসা সুস্বাদুসলিলপূর্ণা সরস্বতীকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হন; এবং সেই নদীকে দেবতা জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা আরম্ভ করিয়া দেন। এখন যেমন দেবীজ্ঞানে গঙ্গা-নদীর পূজা হয়; তখন সেইরূপ দেবীজ্ঞানে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপ, তাঁহারা আরও বলেন,—'নদীর উপাসনা হইতে হইতে উপাসনাটা ক্রমে বাগেদবীর উপাসনায় পর্য্যবসিত হয়।' যাঁহারা আর্য্যগণকে পৌত্তলিক আখ্যায়—জড়োপাসক অভিধায়ে অভিহিত করেন, বলা বাহুল্য, এ সকল কল্পনা তাঁহাদেরই উর্ব্বর মস্তিষ্কের পরিচায়ক। নচেৎ, ঋকের মধ্যে সরস্বতী নদীর বন্দনা আদৌ নাই।

ঋকের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের বিভ্রম প্রকটিত হইয়া পড়িবে। পরন্তু ঐ ঋকের মধ্যে যে এক গভীর মহনীয় ভাব আছে, তাহা উপলব্ধ হইয়া আসিবে।

ঋকের প্রথম শব্দ—"মহো অর্ণঃ।" ঐ শব্দে কি সামান্য জলরাশি বুঝায়? 'মহঃ' এই যে বিশেষণ; ইহারই মধ্যে বিশ্বব্যাপকতা ভাব নিহিত নাই কি? বিশ্বসংসার যে সলিল-কণায় পরিব্যাপ্ত আছে, যাহার শান্তি-শীতলতার প্রভাবে তেজ বা অগ্নির দ্বারা পৃথিবী দগ্ধীভূতা হইতেছে না,—এখানে সেই জল বা অপ্ বুঝাইতেছে। তিনি নদীর জলেও আছেন; আবার তিনি অপ্-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জল যে নারায়ণ অভিধায়ে অভিহিত হয়, তাহার কারণ—তিনি জলরূপে, জলের অণুরূপে, পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। জলকে যেখানে দেবতারূপে পূজা করা হয়, সেখানে তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার সর্ব্বস্নিগ্ধতার ভাবই মনে আছে। সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় আমরা জলের উদ্দেশে যে স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করি, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

"ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে। ৩॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৪॥
ওঁ তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫॥

অর্থাৎ,—হে আপ (জল)! তোমরা আমাদিগকে সুখ দান কর। ইহলোকে অন্নদানের দ্বারা এবং পরলোকে রমণীয়দর্শন পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর ॥ ৩ ॥ স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তোমরা ইহকালে আমাদিগকে কল্যাণময় রস পরমার্থ প্রদান কর ॥ ৪ ॥ তোমরা যে রসে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছ, সেই রসে আমাদিগকে তৃপ্তিদান কর ॥ ৫ ॥

সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধির অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্বোক্ত ঋকের এক 'ক্ষয়ায়' পদে "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য জগত ইত্যর্থঃ'—সূচিত হয়; আর 'জিন্বথ' শব্দে 'প্রীণয়থ' অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং জলের যখন উপাসনা হয়, তখন কোন্ জলের উপাসনা করি,—ইহাতে তাহাই বোধগম্য হইতে পারে। অধিক বলিব কি, 'অপ্' হইতেই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রকটীভূত হন। "বিশ্বস্য মিষতঃ বশী।" 'মিষতঃ' (প্রকটীভবতঃ) 'বিশ্বস্য বশী' (প্রভুঃ)। সুতরাং, এ জল—সে জল নয়; এ অর্ণঃ—সে অর্ণঃ নয়। এ যে—'মহঃ অর্ণঃ!'

"কেতুনা প্রচেতয়তি।"—কর্ম্মের দ্বারাই এ ভাব উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ-সূচনায় বুঝিয়া দেখুন, সে সরস্বতী কি কর্ম্মের বিধানকর্ত্রী। দশম ঋকে দেখিয়াছি—তিনি 'পাবকা';—পাপীর ত্রাণকারিণী। আর দেখিয়াছি,—তিনি কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন। একাদশ ঋকে দেখিয়াছি,—তিনি সত্যের প্রেরণকর্ত্রী,—তিনি সুবুদ্ধির উন্মেষকারিণী। এ সকল কি শৈলসুতা সরস্বতীর কর্ম্ম? যদি বল,—এ ঋকের সহিত পূর্ব্ব-ঋকের কোনও সম্বন্ধ নাই, পূর্ব্ব ঋকে দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে, এ ঋকে নদীর বিষয় বলা হইতেছে; কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত মনে করি? এ ঋকেও তো রহিয়াছে—"ধিয়ঃ বিশ্বাঃ বিরাজতি।" অর্থাৎ, তিনি সকল জ্ঞানের উন্মেষ করিতেছেন; তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নদী কি জ্ঞানের উন্মেষ করে? অতএব, ঋকে কখনও নদীকে লক্ষ্য করা হয় নাই। হইতে পারে, নদীরূপে তাঁহার বিভূতিকণামাত্র প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া নদী-সম্বোধনে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত আহ্বান—নদীকে নহে; বুঝিতে হইবে,—নদী যাঁহার রূপকণা, মন্ত্রে তাঁহাকেই আহ্বান করা হইয়াছে।

স্বরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা

হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। আমরা তাই অ-রূপ শব্দে রূপশূন্যতা অর্থ গ্রহণ করি না। আমরা মনে করি, তাঁর অনন্ত রূপ, তাই তাঁহাকে অ-রূপ বলা হয়। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, আমাদের চিত্তে সে ভাব কখনও জাগরূক হয় না। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ,—এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত-গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্ম-তৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্ত-হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য মনে করি বলিয়াই আমরা আবশ্যক অনুসারে অনন্তে রূপ-গুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু সময় সময় হিতে বিপরীত ফল সঙ্ঘটিত হয়। অরূপে রূপের আরোপ, নির্গুণে গুণের দ্যোতনা, সর্ব্বব্যাপকের স্থান-বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা,—অনেক সময় অনর্থের সূচনা করে। অনেক সময় মহাপুরুষগণ তাই ভগবানের রূপ-গুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তিনি যে রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানে তাঁহার রূপ কল্পনা করি; তিনি যে অখিল-গুরু অনির্ব্বচনীয়, অথচ স্তবে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করি; তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, অথচ তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অবস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব নষ্ট করি; সাধকের হৃদয়ে এজন্য প্রকৃতই অনুতাপ আসে। সাধক তাই তাঁহাকে রূপ-গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতঃ ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ। তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

'রূপ-বিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; স্তবে তোমায় গুণবদ্ধ করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ। তোমার কৃপায় বিকলতা-সম্পাদন-বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।'

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীতেই তোমায় আবদ্ধ দেখি।

তাই তাঁহারা বলেন,—

> "খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
> সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥"

'কি আকাশ, কি অনল, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী, কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিক্-সমূহ, কি তরু-লতা-ফল-ফুল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর,—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।'

ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন,—এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন,—এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন;—এই ভাবেই তাঁহাতে ন্যস্তচিত্ত রহেন।

প্রণম্য সকলেই; কেবল মনে থাকিলেই হয় যে, সে সকলই তাঁহার অঙ্গীভূত। আমরা যে মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা করি, আমরা যে ধ্যানেই তাঁহাকে ধারণা করি, আমরা যে স্থানেই তাঁহার অবস্থিতি কল্পনা করি, সকলই তাঁহারই উদ্দেশ্যে বিহিত হইতেছে—মনে রাখিলেই শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে।

এই কারণেই অগ্নি-ইন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী-কালী-দুর্গা-তারা-মহাবিদ্যা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অগণ্য অসংখ্য তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়া, অনন্তকে সান্ত রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে আবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থান-বিশেষে অবস্থিতির কল্পনা—এই কারণেই বিহিত হয়। (১ম—৩সূ—১২ঋ)।

প্রথম অনুবাক্ প্রসঙ্গে।

তৃতীয় সূক্তে ঋগ্বেদের একটী বিভাগ—‘প্রথম অনুবাক’ অভিধেয় বিভাগ—সমাপ্ত হইল। ঋগ্বেদ যে বর্গ-বিভাগে বিভক্ত, তাহারও ছয়টী বর্গ এইখানে শেষ হইয়াছে। প্রথম সূক্তের (আগ্নেয় সূক্তের) পঞ্চম ঋকে প্রথম বর্গ ও নবম ঋকে দ্বিতীয় বর্গ, দ্বিতীয় সূক্তের (বায়বীয় সূক্তের) পঞ্চম ঋকে তৃতীয় বর্গ ও নবম ঋকে চতুর্থ বর্গ এবং এই তৃতীয় সূক্তের (আশ্বিন-সূক্তের) ষষ্ঠ ঋকে পঞ্চম বর্গ এবং দ্বাদশ ঋকে ষষ্ঠ বর্গ পরিসমাপ্ত। এই বর্গ-বিভাগ ও অনুবাক-বিভাগ কি উদ্দেশ্যে সূচিত হইয়াছিল, বেদব্যাখ্যাকারিগণ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে এখানে অনুবাক-বিভাগের যে একটী নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহার একটু আভাস দিতেছি।

এই প্রথম অনুবাকে অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতির পর বিশ্বদেবগণের স্তব দেখিতে পাই; তার পর জ্ঞানবিদ্যাবিধায়িনী দেবী সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা আছে। বেদবিভাগকালে বেদব্যাস অথবা অন্য যে কোনও ঋষিই এই অনুবাকের প্রবর্ত্তনা করিয়া যাউন; স্তবগুলি যে ভাবে সজ্জিত হইয়া আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, একটা ক্রম-পর্য্যায়ের ধারা—একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য—উপলব্ধ হয়। ভগবানের যে বিভূতিকে বা যে পদার্থকে যে ভাবে দেখিতেছ, তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন কর; সেই দৃষ্টি অনুসারেই তাহার পূজা করিয়া যাও;—তাহাতে কোনই হানি নাই। কেন-না, সেইরূপভাবে পূজার ফলে, অগ্নিকে অগ্নি জানিয়া, বায়ুকে বায়ু জানিয়া, বরুণকে জলাধিপতি বুঝিয়া, ইত্যাদিক্রমে পূজার ফলে, অভিনব জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঋক্ কয়েকটির ক্রম-পর্য্যায় অনুসরণ করিলে, প্রথম স্তরের উপাসক কেমন করিয়া উন্নত স্তরে উপনীত হন, তাহাই বুঝা যায়। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—“জ্ঞানান্মুক্তি।” জ্ঞানই মুক্তির হেতুভূত। এই অনুবাকে, ঋক্-সমূহের যথাবিন্যাসে, বুঝান হইতেছে,—প্রথম অবস্থায় বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; সেই অনুষ্ঠানের ফলে দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ হইবে; তাঁহার কৃপায় জ্ঞান-লাভ হইলে, মুক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। বালক বর্ণমালা শিক্ষা করে। গুরুর উপদেশ অনুসারে সে শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়; তখন তাহার বুদ্ধি-প্রকাশের কোনই প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সেই বর্ণমালার মধ্য দিয়া পরিশেষে সে যখন ভাষা-জ্ঞানের অধিকারী হয়, তখন তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি স্বশক্তি প্রকাশ করিতে সামর্থ্য লাভ করে। এখানে এই অনুবাকে, সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি। সাধক স্তরে স্তরে জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিবে, জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিলেই সকল তত্ত্ব তাহার অধিগত হইবে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই সে মুক্তিলাভ করিবে। প্রথম অনুবাকে এই শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়াছে। স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইতে জ্ঞান লাভ হয়; সেই জ্ঞানের ফলেই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সরস্বতীর কৃপা লাভ করিলে—বিদ্যার অধিকারী হইলে—অগ্নি-বায়ু-বরুণ-ইন্দ্র সকলকেই চিনিতে পারা যায়। এ অনুবাকে ইহাই কি শিক্ষণীয় নহে?

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তম্।
প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমাষ্টমৌ দ্বৌ বর্গৌ

* * *

চতুর্থং সূক্তম্।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তদ্বয়ে বায়ু-বরুণাদি দেবতার স্তবের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র-দেবতার স্তব দেখিয়াছি। কিন্তু এই সূক্ত সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রদেবতার স্তবে বিনিযুক্ত। ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী সূক্তও এইরূপ একই ইন্দ্রদেবতার স্তব-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে এটী প্রথম ঐন্দ্র-সূক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

একই দেবতা—অভিন্ন তিনি; কিন্তু অনন্ত তাঁহার মহিমা। সংসার নানা দিকে নানা ভাবে তাঁহার মহিমা বিস্তৃত দেখে। তাই এক বার এক ভাবে ডাকিয়া তৃপ্তি পায় না; একবার একটী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, এক বার এক ভাবের ভাবুক হইয়া, তাঁহার তথ্য-নিরূপণে সমর্থ হয় না। যতই নূতন শক্তি, নূতন রূপ, নূতন ভাব প্রকাশ পায়; ততই সেই সেই শক্তির, সেই সেই রূপের, সেই সেই ভাবের আরোপ করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তিনি শত্রুক্ষয়কারী বলিয়া যখন জানিতে পারে; তখন তাঁহাকে হে 'শত্রুবিমর্দ্দন' বলিয়া আহ্বান করে। তিনি সৎকর্ম্মের পালক বলিয়া যখন প্রতীতি জন্মে; তখন তাঁহাকে 'হে সৎকর্ম্মপোষক' বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপ, মেধাবী, হিংসারহিত, সর্ব্বজ্ঞ, মিত্র-শ্রেষ্ঠ, বহুপ্রজ্ঞ প্রভৃতি যতই গুণ-বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, ততই তত্তদ্বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। ডাকিয়াছি—করুণাময়। তার পর দেখিলাম—তিনি দাতার শিরোমণি। তখন মনে হইল, শুধু করুণাময় বলিয়া ডাকিলে তো তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে সম্বোধন করা হইল না। তবে ডাক—'হে করুণাময়, হে দাতার শিরোমণি।' কিন্তু পরক্ষণেই দেখি—তিনি যে আরও অনেক গুণে গুণান্বিত। তিনি মেধাবী, তিনি হিংসারহিত, তিনি শত্রুক্ষয়কারী। তখন কাজেই ঐ সকল বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহাকে ডাকিবার প্রবৃত্তি আসে। ইহাই মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। অনন্তকাল হইতে—অনন্তকোটী মানুষ এই ভাবেই তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছে। তাহাতে একাদিক্রমে গুণের পর গুণের সমাবেশ দেখিতে দেখিতে অবশেষে তাঁহাকে সর্ব্বগুণময় বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

এই সকল সূক্তের এবং এতদন্তর্গত ঋক্-সমূহের অভ্যন্তরে গুণের পর গুণের সমাবেশে গুণাতীতের এবং সান্তের সমষ্টিতে অনন্তের অভিব্যক্তি হইতেছে।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কোথায়? 'দেহি দেহি' রবের অবসান কত দূরে? চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে, যখন চাহিবার আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়; দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, দৃষ্টি যখন অনিমিক্ হইয়া আসে; তখনই প্রার্থনার সার্থকতা,—তখনই নয়নের সফলতা। নব নব রূপের সমাবেশে তাঁহাকে যে রূপান্বিত করি, নব নব গুণের সমাবেশে তাঁহাকে যে গুণান্বিত দেখি; তাঁহার সন্নিধানে পৌঁছিবার—তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভের—এ সকল স্তর-পর্য্যায় মাত্র। ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, বায়ুদেব বা অন্য যে কোনও দেব ঋগ্বেদে সম্পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে, তাঁহাদের প্রত্যেকের রূপ-গুণ-কর্ম্মপদ্ধতি অনুশীলন করিতে করিতে, সেই সেই ভাবই মনে আসে—যাহাতে তাঁহাদের পার্থক্য আর আদৌ উপলব্ধি হয় হয় না। সেই স্তরে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যেই, বিভিন্ন ঋকে, বিভিন্ন বিশেষণে, বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। আর তাহাতে বুঝাইয়া দিতেছে,—পুষ্করিণীর জল, নদীর জল, তড়াগের জল, সমুদ্রের জল—এইরূপ বিভিন্ন নাম-বিশেষণে অভিহিত করা হইলেও বস্তুপক্ষে কিন্তু একই পদার্থ বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐন্দ্র সূক্তে ইন্দ্রদেবতার যে স্তুতি-বন্দনা আছে, তাহার বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়।* প্রধানতঃ তিনটি অর্থ অনায়াসেই আমরা অনুভব করিতে পারি। প্রথম অর্থে—ঐন্দ্রসূক্তে দেহধারী ইন্দ্রদেবতার পূজা হইয়াছে, বুঝিতে পারি। এ দৃষ্টিতে তাঁহাকে মনুষ্য এবং শক্তিশালী রাজা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে বৃত্রাদি অসুরকে নরদেহধারী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় অর্থে—মেঘাধিপতি-রূপে ইন্দ্রদেবতার কল্পনা করা হইয়াছে, বুঝা যায়। এ পক্ষে, বজ্র তাঁহার অস্ত্র এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত—তৎকর্তৃক বৃত্রাসুর-বধ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তৃতীয় অর্থে—ইন্দ্র ভগবদ্বিভূতি; অংশের ও পূর্ণের অভিন্নত্ব-সূচক ভাব এই দৃষ্টিতে প্রাপ্ত হই; নদীর জল ও সমুদ্রের জল—জল-পক্ষে উভয়ই যে এক,—এই দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারি। অপিচ, এ পক্ষে ইন্দ্র-নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করা হইয়াছে—প্রতীত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ, প্রতি ঋকেরই ত্রিবিধ অর্থ পাঠকগণ গ্রহণ করিতে পারেন। তবে শেষোক্ত ভাবই যে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্, আমরা তাহাই লক্ষ্য করি।

পর পর অনেকগুলি সূক্ত ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আছে। অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকল সূক্তের আলোচনা করিলে, হৃদয়ে বহু ভাবের উন্মেষ হইতে পারে; আর তাহাতে, অনন্তকে সান্তভাবে ধারণা করিবার উদ্দেশ্যেই যে ঐ সকল সূক্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

---

* ইন্দ্র শব্দের কত কাল হইতে কত প্রকার অর্থ চলিয়া আসিতেছে, সায়ণ-ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (প্রধানতঃ প্রথম মণ্ডল, তৃতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক্) তাহা লক্ষ্য করিবেন। যিনি যে পথের পথিক, যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকল বিষয়ে সর্ব্বত্রই একই ভাব প্রত্যক্ষ হয়।

চতুর্থ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

প্রথমে মণ্ডলে দ্বিতীয়ানুবাকে চত্বারি সূক্তানি। তেষু সুরূপেত্যাদিকং দশর্চং প্রথমং সূক্তং সুরূপকৃত্নুং দশেত্যনুক্রান্তত্বাৎ। পূর্ব্ববন্মধুচ্ছন্দসো গায়ত্রস্য চানুবৃত্তেস্তে এবমৃষিচ্ছন্দসী। ইন্দ্রং পৃচ্ছেতি চতুর্থ্যামৃচি লিঙ্গদর্শনাদিন্দ্রো দেবতা। অভিপ্লবষড়হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ প্রাতঃসবনে স্তোমবৃদ্ধাবাবাপার্থানি সুরূপকৃত্নুমূতয় ইত্যাদীনি ষট্‌সূক্তানি। সূত্রিতং চাভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানীতিখণ্ডে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ষট্‌সূক্তানি। আ০ ৭।৫। আদ্যানি ত্রীণি সূক্তানি মহাব্রতে নিষ্কেবল্য ঔষ্ণিহতৃচাশীতৌ শস্তব্যানি। উক্তং চ শৌনকেন। সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ত্রীণ্যেন্দ্রসানসিং রয়িমিতিসূক্তে ইতি। চতুর্ব্বিংশেঽহনি মাধ্যন্দিনে সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি বৈকল্পিকস্তোত্রিয়স্তৃচঃ। হোত্রকাণামিতিখণ্ডে মদে মদে হি নো দদিঃ সুরূপকৃত্নুমূতয়ে।

চতুর্থ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলে দ্বিতীয় অনুবাকে চারিটী সূক্ত সন্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে "সুরূপ" ইত্যাদি দশটী ঋক, প্রথম সূক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ "সুরূপকৃত্নুং দশ" এইরূপ অনুক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় (পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায়) মধুচ্ছন্দার ও গায়ত্রের অনুবৃত্তি হইয়াছে। এইজন্য তাঁহারই যথাক্রমে ঋষি ও ছন্দঃ (অর্থাৎ উক্ত ঋকের মধুচ্ছন্দা ঋষি ও গায়ত্রীচ্ছন্দঃ)। চতুর্থ ঋকে "ইন্দ্রং পৃচ্ছ"—এইরূপ ঐন্দ্রলিঙ্গদর্শনহেতু, ঐ ঋকের ইন্দ্রই দেবতা। অভিপ্লবষড়হযজ্ঞে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনামক ঋত্বিকের পাঠ্যরূপে, প্রাতঃসবন বিষয়ে, "স্তোমবৃদ্ধাবাবাপার্থানি সুরূপকৃত্নুমূতয়ে" ইত্যাদি ছয়টী সূক্ত আছে। এবং অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহনিখণ্ডে এইরূপ সূত্রিতও হইয়াছে (আ০ ৭।৫)। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী সূক্ত, মহাব্রত যজ্ঞে নিষ্কেবল্যে শস্ত্রকর্ম্মে উষ্ণীকছন্দোযুক্ত অশীতিসংখ্যক তৃচে শস্ত্রমন্ত্রস্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন,—"সুরূপকৃত্নুমূতয়ে" ইত্যাদি তিনটী ঋক "ইন্দ্রসানসিং রয়িং" ইত্যাদি সূক্তে উল্লিখিত আছে। "হোত্রকানাং" এই খণ্ডে "মদে মদে হি নো দদিঃ সুরূপকৃৎনুমূতয়ে" (আ০ ৭।৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া, চতুর্ব্বিংশদিনসাধ্য যজ্ঞকর্ম্মের মাধ্যন্দিনসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিকের পঠনীয় "সুরূপকৃত্নুমূতয়ে" এই ঋক্‌টী, বৈকল্পিক স্তোত্রকর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তৃচরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (অর্থাৎ, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের চতুর্ব্বিংশৎ দিনে মাধ্যন্দিনসবন-ক্রিয়ার ব্রাহ্মণাচ্ছংসি নামধেয় ঋত্বিক্‌গণ বিকল্পে সুরূপকৃত্নুমূতয়ে প্রভৃতি তিনটী ঋক সর্ব্বপ্রথম পাঠ করিবেন (ব্রাহ্মণোক্ত বিধি অনুসারে যাহারা শস্ত্রমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিক)।

আ০ ৭।৪। ইতি সূত্রিতত্বাৎ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ধাষ্যা। সুরূপকৃত্নুমূতয়ে তক্ষন্নথমিতি সূত্রিতত্বাৎ। তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে প্রথমং সূক্তম্। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্থং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সুরূপকৃত্নুম্। উতয়ে। সুদুঘাংঽইব। গোঽদুহে।
জুহূমসি। দ্যবিঽদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উতয়ে'' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভনকর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মস্যোত্তমকর্ত্তারং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষীস্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরত্নপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ ত্বমিতি শেষঃ ॥ প্রার্থনায়া ভাবঃ—'যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোকতৃপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব।' (১ম—১অ—৪সূ—১ঋ)।

আবার "সুরূপকৃত্নুমূতয়ে তক্ষান্নথম্" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে বলিয়া অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের বৈশ্বদেবশস্ত্রমন্ত্রে "সুরূপ-কৃত্নুমূতয়ঃ" এই ঋক্‌টী বিহিত হইয়াছে। এই সূক্তগত সেই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'চন্দ্রকিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।')॥ (১ম—১অ—৪সু—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সুরূপকৃত্নুং শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রমূতয়েঽস্মদ্রক্ষার্থং দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং জুহূমসি। আহ্বয়ামঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ। গোদুহে গোধুগর্থং সুদুঘামিব সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব লোকে গোর্য্যো দোগ্ধা তদর্থং তস্যাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গামাহ্বয়ন্তি তদ্বৎ। বস্তোরিত্যাদিষু দ্বাদশস্বহর্নামসু পঠিতম্॥

সুরূপকৃত্নুম্। করোতি কৃত্নুম্। কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ। উ০ ৩।৩০। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। তকারোপজনশ্ছান্দসঃ। সমাসান্তোদাত্তঃ। ঊতয়ে। অবতের্ধাতোরুদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ। পা০ ৩।৩।৯৭। ইতি ক্তিন্নুদাত্তো নিপাতিতঃ। সুদুঘাং সুষ্ঠু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শোভনরূপে প্রাপ্তকর্ম্মের কর্ত্তাস্বরূপ ইন্দ্রদেবকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত (আমরা) প্রতিদিন আহ্বান করিতেছি। কিরূপে আহ্বান করিতেছি, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। "গোদুহে" অর্থাৎ গো-দোহনকর্ত্তার নিমিত্ত, শোভন-দোহশীলা গাভীর ন্যায়। লৌকিকে যেমন গাভীর যিনি দোগ্ধা, সেই দোহনকর্ত্তার নিমিত্ত, তাঁহার অভিমুখে দোহনীয়া গাভীর আহ্বান করা হয়, সেইরূপ। (অর্থাৎ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, গাভীদোহনকর্ত্তা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতিদিন উত্তম-দোহনশীলা গাভীকে যেমন আহ্বান করিয়া থাকেন, সেইরূপ। "বস্তোঃ" ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার অহর্নামকগণের মধ্যে "দ্যবি" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"সুরূপকৃত্নুং" এই পদটীতে "করিতেছে" এই অর্থে 'কৃত্নুং' পদটি "কৃহনিভ্যাং ক্নুঃ" (উ০ ৩।৩০) এই সূত্র দ্বারা কৃ ধাতুর উত্তর 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ক্নু' প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু (ক থাকে না বলিয়া) গুণের অভাব হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত ত-কার আগম হইয়াছে। 'সুরূপং' এই পদের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঊতয়ে" এই পদটি, রক্ষণার্থ 'অব্' ধাতুর উত্তর 'উদাত্ত' এই অনুবৃত্তিতে "ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ" (পা০ ৩।৩।৯৭) এই সূত্র দ্বারা ক্তিন্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন এবং উদাত্তস্বর নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে) "সুদুঘাং" এই পদটীতে 'শোভনরূপে দোহন করে যে'

দুগ্ধ ইতি সুদুঘা। দুহঃকব্ ঘশ্চ। পা০ ৩।২।৭০। ইতি ক্যপ্ প্রত্যয়োঽহকারস্য চ ঘকারঃ। কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। কপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্ত। সুশব্দেন গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব স্বরঃ। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্তীবসমাসে স এব। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্। সৎসু দ্বিষেত্যাদিনা। পা০ ৩।২।৬১। ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। জুহূমসি। হ্বয়তের্লডুত্তমপুরুষবহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। পা০ ২।৪।৭৪। অভ্যস্তস্য চ। পা০ ৬।১।৩৩। ইত্যভ্যস্তকারণস্য হ্বয়তেঃ। প্রাগেব দ্বির্ব্বচনাৎ সংপ্রসারণম্। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬।১।১০৮। ইতি পরপূর্ব্বত্বম্। হলঃ। পা০ ৬।৪।২। ইতি দীর্ঘঃ। ততঃ শ্লাবিতিদ্বির্ব্বচনম্। অভ্যাসস্য হ্রস্বঃ। পা০ ৭ ৪।৫৯। চুত্বজশ্ ত্বে। পা০ ৭ ৪।৩২। ৮।৪।৫৪। ইদন্তোমসিঃ। পা০ ৭।১।৪৬ ইতীকারাগমঃ। প্রত্যয়স্বরেণ মকারস্যোদাত্তত্বম্। দ্যবি দ্যবি। দ্যোশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতম্। পা০ ৮ ১।২। অনুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইতি দ্বিতীয়স্যানুদাত্তত্বম্॥ (১ম—১অ—৪সূ—১ঋ)॥

এই অর্থে "দুহঃ ক্যব্ ঘশ্চ" (পা০ ৩।২।৭০) এই সূত্র দ্বারা "দুহ্" ধাতুর 'ক্যপ্ প্রত্যয়' এবং হ-কারের স্থানে ঘ-কার হইয়াছে। ক্যপ্ প্রত্যয়ের কিত্ব-হেতু 'দুহ' ধাতুর উ-কারের গুণ হয় নাই। পিত্ব-হেতু (অর্থাৎ, 'প'—ইৎ যায় বলিয়া) অনুদাত্তস্বর হইলে পর, ধাতুস্বর-হেতু দুই ধাতুর উ-কার উদাত্ত হইয়াছে। 'সু' শব্দের সহিত গতিসমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হেতু সেই প্রকৃতি স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "সুদুঘামিব" এ স্থলে "ইব" পদের সহিত নিত্যসমাস হইয়াছে বলিয়া উহার বিভক্তির লোপ হইতে পারিল না; অধিকন্তু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। গাভীকে দোহন করে যে, তাহাকে "গোধুক" কহে। "সৎসু দ্বিষ" (পা০ ৩।২ ৬১) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্-প্রত্যয় হইয়াছে। এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। 'জুহূমসি' এই পদটীতে, "হ্বয়তি", আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ্' ধাতুর অর্থ লট্-বিভক্তির উত্তম-পুরুষের বহুবচনে (মস্ প্রত্যয়) "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪।৭৬) এই সূত্রানুসারে শপাগমের পর 'শ্লু' প্রত্যয় হইয়াছে। "অভ্যস্তস্য চ" (পা০ ৬।১।৩৩) এই সূত্রানুসারে, 'অভ্যস্তার্হ হ্বেঞ' ধাতুর অভ্যাসের (দ্বিত্তের) পূর্ব্বেই সংপ্রসারণ হইয়া "সংপ্রসারণাচ্চ" (পা০ ৬।১।১০৮) এই সূত্রের দ্বারা পরের পূর্ব্বত্ব হইয়াছে। তার পর "হলঃ" (পা০ ৬।৪।২) এই সূত্রের দ্বারা উকারের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। অনন্তর, "শ্লৌ" (পা০ ৭।৪।৫৯) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব এবং উকারের হ্রস্ব হইয়াছে। "চুত্বজশ্ ত্বে" (পা০ ৭।৪।৬২, ৮।৪।৫৪) এবং "ইদন্তোমসিঃ" (পা০-৭।১ ৪৬) এই সূত্র দ্বারা মস্ প্রত্যয়ে ই-কারাগম হইয়াছে। এস্থলে, প্রত্যয়স্বর-হেতু ম-কারের উদাত্তস্বর হইয়াছে। "দ্যবিদ্যবি"—এই পদটীতে, দ্যৌ শব্দের প্রাতিপদিকস্বর হেতু অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। নিত্যবীপ্সয়োঃ" (পা০ ৮।১।৪) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হইয়াছে। সেই দ্বিত্ব পদের "পরমাম্রেড়িতম্" (পা০ ৮।১।২) এবং "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—৪সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১৩) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই ঋকের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ-নিষ্কাষণে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠুদোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ,—দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতি-পাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে, আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে পৃথ্বীমাতাকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

> "দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
> সম্পৎবিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্ ॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—

পৃথিবীর ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

> "যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌস্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
> ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥"

অর্থাৎ,—দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধি সমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

ঋকের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাম্'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী—তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, ঋকে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—ঋকে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প—সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং এ ঋকে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রীমাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন

সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গো-দোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

ঋকে বলা হইতেছে,—'হে দেব! তুমি 'আপনিই' করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি! পৃথ্বীমাতার রস-রূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র-মহৎ উচ্চ-নীচ সর্ব্বনির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' ঋকের এই অর্থ ই সমীচীন—এই অর্থ ই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুম্।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'। তিনি স্বতঃ-স্নেহশীল। 'তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন';—আমরা মনে করি, ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—১অ—৪সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্থং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্)।

উপ নঃ সবনাগহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

উপ। নঃ। সবনা। আ। গহি। সোমস্য। সোমঽপাঃ। পিব।

গোঽদাঃ। ইৎ। রেবতঃ। মদঃ ॥ ২ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনাঃ' (সবনানি, ত্রিসবনানি—প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রিকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ) ; 'সোমস্য' (ভক্তিসুধাং, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) ত্বমিতি শেষঃ ; 'রেবতঃ' (রয়ির্ধনং অস্যাস্তীতি রেবান্ তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। 'হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু ; অস্মভ্যং পরমার্থ-দানেন তব প্রীত ভবতু।' ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—৪সূ—২ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)! আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন ; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন ; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—'হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক ; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)।' (১ম—১অ—৩সূ—২ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে সোমপাঃ সোমস্য পাতরিন্দ্র সোমং পাতুং নোঽস্মদীয়ানি সবনা ত্রীণি সবনানি প্রত্যুপ সমীপ আগহি। আগচ্ছ। আগত্য চ সোমস্য সোমং পিব। রেবতো

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সোমপাঃ (অর্থাৎ সোমরসের পানকর্ত্তা) ইন্দ্রদেব! আপনি, সোমরসকে পান করিবার নিমিত্ত, আমাদিগের (প্রাতরাদি-বিহিত) সবনত্রয়ের প্রতি (সমীপে) আগমন করুন ; এবং আগমন করিয়া (এই অনুষ্ঠিত) সোমযজ্ঞে প্রদত্ত অভিষুত সোমরসের যে ভাগ আপনার স্বয়ং-প্রাপ্য, সেই ভাগ) সোমরস আপনি পান করুন। সোমরস পান

ধনবতস্তব মদো হর্ষো গোদা ইৎ। গোপ্রদ এব। ত্বয়ী হৃষ্টে সত্যস্মাভির্গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ।

উপ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সবনা। সূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি। করণাধিকরণয়োশ্চ। পা০ ৩:৩:১১৮। ইত্যধিকরণে ল্যুট্। সুপো ডাদেশষ্টিলোপশ্চ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্যোদাত্তত্বম্। গহি। গমের্ব্বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। হের্ঙিত্ত্বা অনুদাত্তোপদেশ। পা০ ৬:৪।৩৭। ইত্যাদিনা মকারলোপঃ। অতো হেঃ। পা০ ৬:৪।১০৫। ইত্যাভাচ্ছাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে অসিদ্ধবদত্রাভাৎ। পা০ ৬:৪।২২। ইত্যাভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকারলোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। সোমপাঃ আমন্ত্রিতস্য চেতি নিঘাত। তস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেঽপি পূর্ব্বাপেক্ষয়া তিঙঙতিঙ ইতি পিবেত্যস্য নিঘাতঃ। ন চ পূর্ব্বস্যাপি পরাঙ্গবদ্ভাবেনাবিদ্যমানবত্ত্বম্। অসামর্থ্যেন তদভাবাৎ। গাং দদাতীতি গোদাঃ। ক্বিপ্ চ। পা০ ৩।২।৭৬। তিক্বিপং পরমপি সরূপং বাধিত্বা প্রতিপদবিধিত্বাদাতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চ

করিয়া হৃষ্ট (প্রফুল্ল) হউন। আপনি ধনবান। ধনবিশিষ্ট আপনার যে "মদ" অর্থাৎ হর্ষ, তাহা গোধন-প্রদানের নিমিত্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ আপনি হৃষ্ট হইলে, আমাদের গোধন-লাভ হইয়া থাকে।

"উপ" এই পদটী নিপাতসিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অভিযুক্ত হয় সোমসকল এই কর্ম্মসমূহে",—এই অর্থে, অভিষবার্থক 'সু' ধাতুর উত্তর "করণাধিকরণয়োশ্চ" (পা০ ৩।৩।১১৭) সূত্র অনুসারে অধিকরণবাচ্যে 'লুট্' প্রত্যয় হইয়াছে এবং সুপ্ প্রত্যয়ের স্থানে 'ডা' আদেশ ও 'টি' লোপ হইয়া "সবনা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "লিতি" (পা০ ৬।১।১৯৩) এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হইয়াছে। "গহি" এই পদটিতে "বহুলং ছন্দসী" (পা০ ৭।২।১০) এই সূত্রের দ্বারা গমি (গম্) ধাতুর উত্তর বিহিত 'শপ' প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। 'হ' প্রত্যয়ের 'ঙিত্ত্ব' হেতু অনুদাত্তোপদেশ (পা০ ৬।৩।১০৫) এই সূত্রের দ্বারা গম্‌ধাতুর ম-কারের লোপ হইয়াছে। "অতো হেঃ" (পা০ ৬।৪।২২) এই সূত্র দ্বারা আভাচ্ছাস্ত্রীর লোপ করা কর্ত্তব্য হইলেও "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" (পা০ ৬।৪।২২) এই সূত্র দ্বারা আভাচ্ছাস্ত্রীয়রূপে ম-কারের লোপ অসিদ্ধবৎ হইয়াছে। ফলতঃ, উক্ত আভাচ্ছাস্ত্রীয় ম-কারের লোপ হইলেও তাহা অসিদ্ধবৎ (লোপ হয় নাই এইরূপ জ্ঞান) হইয়াছে বলিয়া, 'হি' প্রত্যয়ের লোপ হয় নাই। "সোমপাঃ" এই সম্বোধনান্ত পদটীর "আমন্ত্রিতস্য চ" (পা০ ৬।১।১৭৮) এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর হইয়াছে। এই পদের অবিদ্যমানবত্ত্ব হইলেও, পূর্ব্বপদকে অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া, "তিঙ্ ঙতিঙঃ" এই সূত্র দ্বারা "পিব" এই পদের নিঘাতস্বর হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব-হেতু অবিদ্যমানবদ্ভাব হইল না; যেহেতু অসামর্থ্য প্রযুক্ত (অর্থাৎ পরস্পর অন্বয়সামর্থ্য না থাকায়) তাহার (অবিদ্যমানবদ্ভাবের) অভাব হইয়াছে। যিনি গোকে দান করেন, তিনিই "গোদাঃ"; ক্বিপ্ চ"

পা০ ৩২।৭১। ইতি বিচ্। ক্বপি হি ঘুমাস্থা পা০ ৬।৪।৬৬। ইত্যাদিনা ধাতোরাকারস্যেত্বং স্যাৎ। রেবান্। রয়িধর্নমস্যাস্তীতি মতুপ্। হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্। পা০ ৬।১।১৭৬ ইতি মতুবুদাত্তঃ। ছন্দসীরঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি বত্বম্। রয়েমতৌ বহুলং ছন্দসি। পা০ ৬।১।৩৭২। ইতি সম্প্রসারণ পরপূর্ব্বত্বে গুণশ্চ। মদঃ। মদোঽনুপসর্গে। পা০ ৩।৩।৬৭। ইত্যপ্। পিত্বাদনুদাত্তঃ॥ (১ম—১অ—৪সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৩২) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ ঋক্ কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব! আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা-জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোন মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও রুষ্ট বৈ তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এদিকের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ-বিপরীত-ভাবাত্মক। ঋকে বলা

(পা০ ৩২।৭৬) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপের প্রাপ্তি হইলেও সেই রূপকে বাধিয়া প্রতিপদবিধিত্ব হেতু "অতো মনিন্‌ক্বনিব্বনিপশ্চ" (পা০ ৩।২।৭১) এই সূত্র দ্বারা বিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ক্বিপ্ প্রত্যয় হইলে, "ঘুমাস্থা" (পা০ ৬.৪.৬৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ই-কার হইয়া যাইবে। "রেবান্" এই পদটী, "রয়ি ধন ইহার আছে" এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্" (পা০ ৬।১।১৭৬) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ছন্দসীর" (পা০ ৮।২ ১১৫) এই সূত্র অনুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার হইয়াছে। "রয়ের্ম্মতৌ বহুলং ছন্দসি (পা০ ৬।১।৩৭।২) এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণের পর-পূর্ব্বত্ব হওয়ায়, গুণ হইয়াছে। "মদঃ" এই পদটী, "মদোঽনুপসর্গে" (পা০ ৩।৩।৬৭) এই সূত্র দ্বারা অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু (প-কারের লোপ হয় বলিয়া) ঐ পদের স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—৪সূ—২ঋ)॥

* * *

হইয়াছে,—'হে অমৃতপায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপবোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তি-সাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী—চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনা-মূলক এই এক অর্থ এ ঋকে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ ঋকে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন,—'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তিসুধা তোমার চরণে চিরসমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য আমার সম্বন্ধে 'ইৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন। (১ম—৪সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অথা তে অন্তমামাং বিদ্যাম সুমতীনাং।
মা নো অতিখ্য আগহি॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অথা। তে। অন্তমানাং। বিদ্যাম। সুমতীনাং।

মা। নঃ। অতি। খ্যঃ। আ। গহি॥ ৩॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্বা—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা—তবানুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যঃ' (মা খ্যাতো ভব, তৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ) ; 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মং সমীপ ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয় ; সকাশং আগচ্ছ ; মোক্ষঞ্চ দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই ; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন। (১ম—৪সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র তে তবান্তমানামন্তিকতমানামতিশয়েন সমীপবর্ত্তিনাং সুমতীনাং শোভনমতিযুক্তানাং শোভনপ্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা বিদ্যাম। বয়ং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

"অথ" অর্থাৎ সোমপানানন্তর, হে ইন্দ্রদেব! আপনার অতিশয় নিকটবর্ত্তী শোভনবুদ্ধিযুক্ত সুমতিসম্পন্ন পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আমরা আপনাকে জ্ঞাত হই।

ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা। সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং লাভার্থমিত্যধ্যাহারঃ। বুদ্ধিলাভায় ত্বাং স্মরেমেত্যর্থঃ। ত্বমপি নোঽতি মাখ্যঃ। অস্মানতিক্রম্যান্যেষাং ত্বংস্বরূপং মা প্রকথয়। কিন্ত্বস্মানেবাগচ্ছ॥

অথেতি নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। অন্তমানাং অতিশয়েনান্তিকা ইত্যতিশায়িনে তমপ্। পা০ ৫।৩।৫৫। তমে তাদেশ্চ। পা০ ৬।৪।১৪৯। ইতি তাদিলোপঃ। অন্তোঽস্যাস্তীত্যন্তিকঃ সমীপঃ অতইনিঠনাবিতি ঠন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দূরোৎকর্ষস্য হ্যবসানং নাস্তি। সামীপ্যোৎকর্ষস্য পুনর্যো যস্য সমীপঃ স এব তস্যান্ত ইত্যন্তবত্ত্বাৎ সমীপমন্তিকমুচ্যতে। বিদ্মাম। বেত্তের্লিঙি যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ। পা০ ৩।৪।১০৩। ইতি যাসুড়ুদাত্তঃ। পাদাদিত্বাৎ তিঙ্ঙতিঙ ইতি ন নিঘাতঃ। সুমতীনাং। মতিশব্দে ক্তিন্নন্তেঽপি মন্ত্রে বৃষেষ-পচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ। পা০ ৩।৩।৯৬। ইতীকার উদাত্তঃ। শোভনা মতির্যেষাং তে সুমতয় ইতি। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদেন নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তঃ। শোভনা

অথবা, কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শোভনবুদ্ধি-সকলকে লাভ করিবার নিমিত্ত, আমরা আপনাকে জ্ঞাত হই; এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। অর্থাৎ, বুদ্ধিলাভের নিমিত্ত আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকি। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না; অর্থাৎ আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের নিকট আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিবেন না; পরন্তু আমাদের নিকট আগমন করুন।

অথ পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং "নিপাতস্য চ' (পা০ ৬।৩।১৩৬) এই সূত্র দ্বারা অন্ত্য অকারের দীর্ঘ হইয়াছে। "অন্তমানাং" এই পদটীতে অতিশয় সমীপবর্ত্তী—এই অর্থে, "অতিশায়িনে তমপ্" (পা০ ৫।৩।৫৫) এই সূত্র দ্বারা 'তমপ্' প্রত্যয় করিয়া "তমে তাদেশ্চ" (পা০ ৬।৪।১৪৯) এই সূত্র দ্বারা তাদির লোপ হইয়াছে। "অন্ত ইহার আছে"—এই অর্থে, অন্তিক শব্দে সমীপকে বুঝাইতেছে। "অত ইনিঠনৌ" (পা০ ৫।২।১১৫)। এই সূত্র দ্বারা ঠন্-প্রত্যয় হইয়াছে; এবং ঠন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু ইহার (অন্তিক শব্দের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দূরোৎকর্ষ (দূরস্থিত) বস্তুর বিরাম (শেষ) নাই; সামীপ্যোৎকর্ষ (নিকটস্থ) বস্তুর যাহা সমীপ, সেই তাহার (নিকটস্থ বস্তুর) অন্ত,—এইরূপ অন্তত্ব-হেতু অন্তিক শব্দে সমীপকেই বুঝাইতেছে। "বিদ্মাম" এই পদটী, জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তির যাসুট প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ" (পা০ ৩।৪।১০৩) এই সূত্র দ্বারা যাসুট্ প্রত্যয় প্রযুক্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু (দ্বিতীয় পাদের আদিভূত বলিয়া) "তিঙ্ঙ-তিঙঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত-স্বর হইল না। "সুমতীনাং" এই পদটীতে 'ক্তিন্' প্রত্যয়ান্ত মতি শব্দের "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩।৩।৯৬) এই সূত্র দ্বারা ই-কার উদাত্ত হইয়াছে। "শোভনা মতি যাঁহাদের" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্বের অপবাদ (বাধা) হেতু, "নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) সূত্র অনুসারে উহার উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শোভন এই মতি-সকল" এইরূপে কর্ম্মধারয়

মতয়ঃ সুমতয় ইতি কর্ম্মধারয়েহব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তৈব। অতো মতুপ হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতিশব্দাৎ পরস্য নামোনামন্যতরস্যামিত্যুদাত্তত্বং। খ্যঃ। খ্যা প্রকথন ইত্যস্য লুঙি সিপাস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্। পা০ ৩।১৫২। ইতিচ্লেরঙাদেশঃ। আতোলোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। ইতশ্চ। পা০ ৩।৪।১০০। ইতীকারলোপো রুত্বিসর্গৌ। নমাঙ্যোগে। পা০ ৬।৪।৭৪। ইত্যড়ভাবঃ। গহি। গমের্ব্বহুলং ছন্দসীতি শপোলুকি ভেঙিত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যি মকারলোপস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতোহেরিতিলুগ ন ভবতি॥ (১ম – ৪সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই ঋকের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন,—'সোমপানান্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজিত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি

সমাস করিলেও পূর্ব্বপদ অব্যয়-প্রযুক্ত প্রাপ্ত প্রকৃতিস্বরের বাধ হইয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অতএব মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া হ্রস্ব নিবন্ধন অন্তোদাত্ত সুমতি শব্দের পর নাং এই পদের "নামোনামন্যতরস্যাং" এই সূত্রে দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। "খ্যঃ" এই পদটী, প্রকথনার্থ খ্যা ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তির সিপ্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্" (পা০ ৩।১।৫২) এই সূত্র দ্বারা চ্লি-এর স্থানে অঙ্ আদেশ হইয়াছে। "আতোলোপ ইটি চ" (পা০ ৬।৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা 'খ্যা' এর আকারের লোপ হইয়াছে। "ইতশ্চ" (পা০ ৩।৪।১০০) এই সূত্র দ্বারা ইকারের লোপ হইয়া সিপ্ প্রত্যয়ের স-কারের স্থানে রুত্ব ও বিসর্গ হইয়াছে। "ন মাঙ্যোগে" (পা০ ৬।৪।৭৪) এই সূত্র দ্বারা অট্ আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "গহি" এই পদটীতে "গমের্ব্বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া হি-প্রত্যয়ের ঙিত্ব-হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" এই সূত্র দ্বারা এস্থলে লুপ্ত ম-কারের 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই নিয়মে অসিদ্ধবৎ হইয়াছে বলিয়া "অতোহেঃ' এই সূত্র দ্বারা হি-এর লোপ হইল না ॥ ৩ ॥

তাঁহাকে পরিতোষ রূপে মাদক-দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অন্যভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ 'অথ' পদ পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-ঋকের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়,—'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগতসম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থ ই সমীচীন—এই অর্থ ই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সদ্বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল-লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ-প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহার স্ব স্ব অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।"

সাধু সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥"
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্‌ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসার-ভয়ভীত জনগণের তেমন সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি ভাগ্যাকাশে সজ্জন-রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ বিরহিত।'

সাধু-সঙ্গ সংপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিতকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎ-

প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'সাতিশয় মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরি-পরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'বাসনা-নদী—শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

ঋকের অন্তর্গত "অন্তমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎ-প্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারই তো সুবুদ্ধি-যুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

ঋকে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্যঃ"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি —আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার

খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সং—শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সংকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি,—যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চিরজর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি—ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সং—তুমি; সদ্‌বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সংকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃ-প্রকাশিত। তাই ডাকি দেব! এস—হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা—অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-লাভে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। (১ম—৩সূ—১ঋ)।

—— * ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছাবিপশ্চিতং।
যস্তে সখিভ্য আবরং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। ইহি। বিগ্রং। অস্তৃতং। ইন্দ্রং। পৃচ্ছ। বিপঃহচিতং।
যঃ। তে। সখিহভ্যঃ। আ। বরং ॥ ৪ ॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! 'য' (দেবঃ) 'তে' (তব) 'সখিভ্যঃ' (সর্ব্বেভ্যো বন্ধুভ্যো মিত্রেভ্যশ্চ) 'আ' (সমন্তাৎ, ইহপরত্র চ, সম্যক্) 'বরং' (শ্রেষ্ঠো ভবতি, যদ্বা অভিলষিতং ধনপুত্রাদিকং দদাতীতি শেষঃ) 'তং' (তমেব) 'বিগ্রং' (মেধাবিনং) 'অস্তৃতং' (হিংসারহিতং, অজেয়ং, ন কেনাপি স্তৃতঃ জীবিতঃ পরন্তু স্বয়মেব স্তৃতঃ ধৃতপ্রাণস্তং, স্বয়মেব সর্ব্বরক্ষণসমর্থং বা ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিতং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রং' (দেবং ভগবন্তং) 'পরেহি (উপসর্প, সমীপং গচ্ছ); 'পৃচ্ছা চ' (ত্বাং জ্ঞাতুমিচ্ছ, আত্মানঞ্চ নিবেদয় সমর্পয় ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। যো দেবঃ পরমমিত্রঃ ত্বাং প্রতি আত্মসমর্পণং কুরু। ইতি ভাবঃ। (ম—৪সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! যিনি সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেহ নাই অথবা যিনি শ্রেষ্ঠ ধনপুত্রাদি দান করেন), যিনি মেধাবী, যিনি হিংসারহিত (অজেয় অথবা সর্ব্বরক্ষণসমর্থ), যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই ইন্দ্রদেবের নিকট উপস্থিত হও, এবং তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন কর (অথবা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর)। (১ম—৪সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র যজমানং প্রতি হোতা ব্রূতে। হে যজমান ত্বমিন্দ্রং পরেহি। ইন্দ্রস্য সমীপে গচ্ছ। গত্বা চ বিপশ্চিতং মেধাবিনং হোতারং মাং পৃচ্ছ। অসৌ হোতা সম্যক্ স্তুতবান্ নবেত্যেবং প্রশ্নং কুরু। য ইন্দ্রস্তে তব যজমানস্য সখিভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো বরং শ্রেষ্ঠং ধনং পুত্রাদিকমাসমন্তাৎ প্রযচ্ছতীতিশেষঃ। তাদৃশমিন্দ্রমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। [illegible]নরপি কীদৃশং। বিপ্রং। মেধাবিনং। অস্তৃতং। অহিংসিতং। বিপ্র ইত্যাদিষু চতুর্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিপ্রবিপশ্চিৎশব্দৌ পঠিতৌ॥

বিপ্রং। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্তৃতং। অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রশব্দ ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা রন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সখিভ্যঃ। সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ। উঃ ৪।১৩৮। ইতি সমান উপপদে খ্যাতেরিণ্। ডিদ্বতানুবৃত্তেস্তস্য ডিত্ত্বাট্টিলোপশ্চ। পা০ ৬।৪।১৪৩। তৎসন্নিয়োগেন যলোপ। উপপদস্যোদাত্তত্বং। সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যাদর্কেষু। পা০ ৬.৩.৮৪। ইতি স্বভাবঃ। অতঃ সখিশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। ব্রিয়ত ইতি বরঃ। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা০ ৩।৩।৫৮ ইত্যপ্। তস্য পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরএব॥ (১ম—৪সূ—৪ঋ.)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এ ঋকে, যজমানের প্রতি হোতা বলিতেছেন,—'হে যজমান! আপনি, ইন্দ্রদেবের সমীপে গমন করুন; এবং গমন করিয়া "বিপশ্চিতং" অর্থাৎ মেধাবান হোতৃরূপ আমার কথা জিজ্ঞাসা করুন!—এই হোতা, সম্যক্ স্তব করিয়াছেন কি না, এই রূপ প্রশ্ন করুন! যে ইন্দ্রদেব, যজমানরূপ আপনার, সখি অর্থাৎ ঋত্বিক্ সকলকে শ্রেষ্ঠ ধন-পুত্রাদিরূপ বর সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন; সেইরূপ ইন্দ্রদেবের নিকট গমন করুন, এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। ইন্দ্রদেব পুনরায় কিরূপ? "বিপ্রং" অর্থাৎ মেধাবী; "অস্তৃতং" অর্থাৎ হিংসাদ্বেষবিরহিত। বিপ্র ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশ (চব্বিশ) সংখ্যক মেধাবিনামের মধ্যে, বিপ্র এবং বিপশ্চিত শব্দ পঠিত হইয়াছে।

বৃষাদিত্ব হেতু "বিপ্রং" এই পদটীর আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্তৃতং' এই পদটীতে অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রযুক্ত 'অ' এই পদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। ইন্দ্র শব্দটী, "ঋজ্রেন্দ্রাগ্র" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সখিভ্যঃ" এই পদটীতে "সমান" এই উপপদ পূর্ব্বক "খ্যা" ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া "সখি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ডিতের অনুবৃত্তি-বশতঃ সেই ইন্ প্রত্যয়ের ডিত্ত্ব-হেতু টি-এর লোপ হইয়াছে। (পা০ ৬।৪।১৪৩) এবং সেই টিলোপের সন্নিয়োগ-বশতঃ য কারেরও লোপ হইয়াছে। এবং ইহার উপপদের (সমান শব্দের) উদাত্তস্বর; "ছন্দস্যমূর্দ্ধ-প্রভৃত্যুদদর্কেষু" (পা০ ৬।৩।৮৪) এই সূত্র দ্বারা সমান শব্দের স্থানে 'স'ভাব হইয়াছে; অতএব সখি শব্দের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বরণার্থ বৃ ধাতুর উত্তর "গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ" (পা০ ৩।৩।৫৮) এই সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া "বরঃ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। সেই অপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে॥ (১ম—৪সূ—৪ঋ)।

∴

চতুর্থ (৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

——§ • §——

লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিলে সাধারণতঃ মনে হয়, এ ঋক্‌টীতে যেন কোনও মনুষ্যের স্তুতি করা হইয়াছে। যজমানকে বলা হইয়াছে,—তুমি ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও এবং তাঁহার অনুগ্রহ কামনা কর।' ইহাতে ইন্দ্রদেবতাকে মনুষ্যরূপে পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট বিত্তৈশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ঐহিক সুখের আধারভূত পুত্রবিত্তাদি ধনরত্ন কাহার না আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী? মনুষ্য-মাত্রেরই সেই আকাঙ্ক্ষা—সেই কামনা। ইহাই সংসারী মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। ইন্দ্রদেব তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহে পুত্র-বিত্তাদি ধনরত্ন লাভ হইবে;—তাঁহার অনুকম্পায় মানুষ ঐহিক সুখে সুখী হইতে পারিবে,—সাধারণ-দৃষ্টিতে ঋকের এই অর্থই উপলব্ধ হইতে পারে। প্রথম দর্শনে মনে হয়,—ঋক্‌টীতে যেন মানুষের নিত্যপ্রত্যক্ষ সংসার-ছবির প্রতিচ্ছায়া প্রকটিত রহিয়াছে; আর সেই ভাবেই মন্ত্রের প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার এ ঋকের অন্য আর একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তদনুসারে বুঝা যায়,—যজমান যেন হোতার যজ্ঞ-পারদর্শিতায় আস্থাবান নহেন। তাঁহার সেই ভাব উপলব্ধ করিয়া, হোতা যেন ক্রুদ্ধ হইয়া যজমানকে কহিতেছেন,—'আমি তোমার যজ্ঞ-সম্পাদনে যথারীতি সমর্থ হইয়াছি কিনা, এবং আমার স্তোত্র ইন্দ্রদেবতার নিকট পৌঁছিয়াছে কিনা, তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাহা জানিয়া আইস।' এরূপ ব্যাখ্যায় হোতার আত্মম্ভরিতার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হোতা আপনাকে নানা গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। হোতা বলিয়াছেন,—'আমি মেধাবী—যজ্ঞ-পারদর্শী। আমার প্রতি যদি তুমি আস্থাহীন হইয়া থাক; যাও—ইন্দ্রদেবতার কাছে যাও। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর,—আমি সম্যক্‌রূপে তাঁহার স্তুতি করিতে সমর্থ হইয়াছি কিনা, আর সে স্তুতিতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা?'

কিন্তু একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, এ ঋকে অন্য ভাব উপলব্ধ হয়। বুঝা যায়, ঋকৃটি আত্ম-সম্বোধনমূলক এবং আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প-সূচক।

শাস্ত্রে ভক্তির নয়টী লক্ষণ উল্লিখিত আছে;—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন ইত্যাদি। তন্মধ্যে আত্ম-নিবেদন অন্যতম।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

এ ঋকে সেই আত্ম-নিবেদনের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। আত্মনিবেদন যে শ্রেয়ঃসাধক, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। আত্ম-নিবেদনে শ্রেয়োলাভের মাহাত্ম্য-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ পরিব্যক্ত আছে। যথা,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

অর্থাৎ—'হে উদ্ধব, তোমাকে সার বলিতেছি। সংসারী জীব যখন সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আমাকে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে। প্রতি পদে যদি তাহারা সেই অমৃতত্ব-লাভের প্রয়াস পায়, তাহা হইলেই তাহারা আমার মত হইবার উপযোগী হইতে পারে। ফলে, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের দ্বারাই আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তখন আমার সহিত তাহাদের কোনও স্বতন্ত্রতা থাকে না, অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন ঘটে।'

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশে আত্ম-নিবেদনের মাহাত্ম্য সম্যক্ পরিব্যক্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাই। যথা,—

"ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ-
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥"

অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে প্রহ্লাদ বুঝাইতেছেন,—'অন্তর্য্যামী পরম সুহৃৎ পুরুষোত্তমে যখন জীব আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার মায়া-বন্ধন টুটিয়া যায়।' ইত্যাদি। ভগবান নিজেও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ,—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর—আমাতেই আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। অর্থাৎ, আমাতে আত্মসমর্পণ করিলে তোমার জন্মগতি রোধ হইবে।

সকল শাস্ত্রেই ভক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। একমাত্র ভক্তি-প্রভাবেই সুকৃতি সঞ্চয় হয়—ভগবানের পরম প্রসাদ লাভ করা যায়। একমাত্র ঐকান্তিকা ভক্তি ভিন্ন—একমাত্র আত্মনিবেদন ভিন্ন, কোনও অনুষ্ঠানই মানুষকে সর্ব্বতোভাবে পরম পদে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। বিশ্বরূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ চকিত-ভীত-ত্রস্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ,—হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! একমাত্র ভক্তি হেতুই জীব আমার এবংবিধ যথার্থ রূপ দেখিতে সমর্থ হয়—জানিতে সমর্থ হয়। আমার এই রূপ দেখিতে পাইলে, আমার এই রূপ জানিতে পারিলে, আমাতে প্রবেশ করিয়া জীব আমাতে বিলীন হইতে পারে।'

ঐকান্তিকা ভক্তিই জীবের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। যতক্ষণ না অনন্যাভক্তির সঞ্চার হয়, ততক্ষণ কেহই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না। স্বরূপ-তত্ত্ব না জানিতে পারিলে, কেহই তাঁহাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হয় না।

ঐকান্তিকী ভক্তির প্রভাবে—আত্ম-নিবেদনের ফলে, মুক্তি যে আপনিই অধিগত হয়, ভগবান কপিলের একটী উক্তিতে এ তত্ত্ব সুপরিব্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবহূতীকে কপিলরূপী ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা।"

অর্থাৎ,—'মাতঃ, যাহাদের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান হরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকে নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। শুদ্ধ-সত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী। বেদ-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর, ইন্দ্রিয়-সকলে ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে। প্রকৃত ভক্ত, ভগবানের সহিত, সমাবস্থা-লাভেও সমুৎসুক নহেন।'

এই অনন্য-ভক্তি কিরূপে লাভ হয়? যখন ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যভক্তি আসিবে—তখনই ভক্ত আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। তখন সাধক কায়মনো-

বাক্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিলে, সেই ভাবে প্রাণ মন মাতোয়ারা হইবে,—তখন সেই ভাবে তন্ময়তা আসিবে, যে ভাবে ভক্ত সাধক—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত সাধক যাহা কিছু করিবেন. সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে।

তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে,—

"প্রাতরুত্থায় মধ্যাহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

তখন তাঁহার একমাত্র কামনাই হইবে,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

'চরণ ধরিয়া রহিলাম। কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদদলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর।' অর্থাৎ, যাঁহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখসৌভাগ্য; তিনি আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নহেন। এই ভাবই অভেদ-ভাব; এই ভাবই—আত্ম-নিবেদন। এই ভাবেই পরাগতি মুক্তি লাভ হয়,—এই ভাবেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিয়া থাকে।

ঋকে সেই আত্মনিবেদনের ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি তাঁহার প্রতি আত্মনিবেদন কর—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর; তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। যদি তুমি পার্থিব ধনরত্নাদির আকাঙ্ক্ষা কর, 'বরং'—শ্রেষ্ঠ-ধনরত্নের অধিকারী তিনি, তোমার ঐহিক সুখের আকর ধনরত্নাদি তিনি প্রদান করিবেন। যদি মোক্ষপথের পথিক হইতে চাও; 'বিপ্রং'—প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানময় তিনি; তিনি তোমায় মোক্ষপথে টানিয়া লইবেন।

ঋকে ইন্দ্রদেবের আরও কতকগুলি বিশেষণ দেখিতে পাই। সে সকল বিশেষণ দেখিয়া মনে স্বতঃই সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হয়। যিনি "ঈশ্বরাণাং পরমমহেশ্বরং," সেই অজেয় অমর নির্গুণ গুণাতীত

সম্বন্তকে এরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিবার কারণ কি? যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা"; সেই অক্ষর অব্যয় অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে মানুষের গুণ-ভূষণে বিভূষিত করা হইল কেন! ইহারও এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সসীম, অসীমকে ধরণা করিতে পারে না। তাই সে তাহার ধ্যান-ধারণার অনুরূপ গুণ-বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করিয়া লয়। সমান স্তরে—সমান পর্য্যায়ে অবস্থিত না হইলে, উচ্চস্তরে পৌঁছান বিশেষ আয়াসসাধ্য। তাই তাঁহাতে রূপগুণের পরিকল্পনা দেখিতে পাই। আমার আরাধ্য দেবতাকে আমি যদি আমার ধারণার অতীত, চিন্তার অতীত বলিয়া মনে করি; আর যদি বুঝিতে পারি, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত; তখন কি আর আমি সে দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইব? তাই, যাহাতে সহজে মানুষের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সহজে যাহাতে মানুষ তাঁহার ধারণা করিতে পারে, প্রতি ঋকের প্রতি শব্দে সেই প্রযত্ন দেখিতে পাই। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অনন্তের ধারণা হয় না। তাই সে আত্ম-তৃপ্তির জন্য অনন্তে নানা রূপগুণের আরোপ করিয়া থাকে। বিবিধ গুণ-বিশেষণে অনন্তকে সান্তে আবদ্ধ করিবার—অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার, ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সখিভ্যো বরং" অর্থাৎ বন্ধুগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সত্যই তাই। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কে আছে? জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব বন্ধুত্বের অবসান হয়। কিন্তু মরণের পরও যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব চিরবিদ্যমান থাকে, তিনিই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বন্ধু! ইহলৌকিক বন্ধুত্ব—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। যতদিন ধনৈশ্বর্য্য, ততদিন বন্ধুত্ব; ধনৈশ্বর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বেরও অবসান হয়। কিন্তু সংস্বরূপের সহিত সখিত্ব, মরণের পরও বর্ত্তমান থাকে। তাঁহার সহিত সখিত্ব-স্থাপনে সমর্থ হইলে, তাহার আর অবসান হয় না। সে সখিত্ব কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? যাঁহারা শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তাঁহারাই সে সখিত্ব-লাভে সমর্থ হন। আত্মায় আত্মসম্মিলন তাঁহাদেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ, ঋকের অন্তর্গত এক একটি বিশেষণের আলোচনায় মনে এক এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। বুঝা যায়,—এ ঋকে ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারেও বোধগম্য হয়, ঋত্বিক যেন যজমানকে বুঝাইতেছেন,—'অজর, অজেয়, হিংসাদি-রহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সুপণ্ডিত তিনি; তাঁহার সমীপবর্ত্তী হও। তিনি অজেয়, তিনি হিংসাদি-রহিত। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যাঁহার শক্তির নিকট সকলের সকল শক্তি পরাভূত, দৈহিক বলে তাঁহাকে কে জয় করিতে পারে? একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাকে জয় করা যায়। তিনি হিংসাদিরহিত। হিংসাদিরহিত অর্থাৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বভূত সমভাবে পরিদৃশ্যমান্। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। পরন্তু তাঁহার প্রভাবে জীবের হিংসাদি প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। গীতায় তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" আমি সর্ব্বভূতেই সমান; আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কিছুই নাই। অথর্ব্ব-সংহিতায় এই সমচিত্ততা এবং অবিদ্বেষভাব নিম্নরূপে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
সমাঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া॥"
প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্যো॥'

তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সুপণ্ডিত বলা হইয়াছে। ভগবানের সম্বন্ধেই এরূপ গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হয়। শ্রুতিতে (ঈশোপনিষদে) আছে,—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (২১)

অর্থাৎ—'তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তাঁহাকে প্রকাশ করিতে কেহ সমর্থ নহে। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।'

শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) আরও বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ,—'সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ

করিতে সমর্থ হয় না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এ সকল তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে।'

এ ঋকে ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত বিভূতি-সমূহেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ঋকে ইন্দ্রদেবকে 'অস্তৃতং' বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাকে কেহ 'রক্ষা করে না'। অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই স্বয়ংকে রক্ষা করিয়া থাকেন, পরন্তু তিনি স্থাবরজঙ্গমচরাচর সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং সকলকে রক্ষা করিতেছেন। বৃহদারণ্যকেও আছে,—

"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।
তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি
সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥"

অর্থাৎ,—'সেই এক পরমাত্মা সকলের অধিপতি ও সকলের রাজা। যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে চার সকল সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণী ও সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।'

তিনি "প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।" তিনি সকলের প্রাণস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—প্রভূত জ্ঞানশালী। অকৃতী আমরা,—অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া আছি। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। বিশ্বন্তর আপনি; আপনার বিশ্বরূপ-সন্দর্শনে নয়ন সফল করি। আপনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। নিরাশ্রয় আমরা; আমাদিগকে আশ্রয়-দানে রক্ষা করুন। আপনি সুপণ্ডিত—সর্ব্বদর্শী। আপনি আমাদের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। আপনার স্বরূপ বুঝিলে, আপনার প্রতি সংন্যস্তচিত্ত হইতে পারিলে, আমরা সংসারসুখে বিগতস্পৃহ হইতে পারিব। আর তাহা হইলেই আপনার সহিত শ্রেষ্ঠ সখিত্ব সংস্থাপিত হইবে।

ঋকে আর বলা হইয়াছে,—'হে দেব! আপনার মহিমার অন্ত নাই। স্বয়ং বিধাতা যদি কোটী-কল্প ধরিয়া আপনার গুণ ব্যাখ্যা করেন,

তথাপি তাহা শেষ হয় না। আকাশ যদি লিখনপত্র হয়, মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়া লওয়া যায়, আপনার নামের একটী বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পূরণ হয় না। জগতের বারিবিন্দু, ধরণীর ধূলিকণা গণনা করা যদি সম্ভব হয়, তবু আপনার অনন্ত তত্ত্বের কিছুই অন্ত পাওয়া যায় না। বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ আছে, যত কিছু বাক্য আছে, সংসারের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠ যদি তাহাতেও আপনার বর্ণনা করে, তবুও আপনার স্বরূপ-বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। তবে আপনি দয়া করিয়া নিজে যদি জানাইয়া দেন, তবেই তাহা জানা যায়।' স্থূলতঃ, এই ঋকের প্রার্থনা এই যে,—হে দেব! আপনার সমীপস্থ হইলাম—আত্মনিবেদন করিলাম। আপনি সুপ্রসন্ন হউন। ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি; ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন,—সেখানে উপবেশন করিয়া এই আমার পূজা গ্রহণ করুন।' (১ম—৪সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।

দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। ব্রুবন্তু। নঃ। নিদঃ। নিঃ। অন্যতঃ। চিৎ। আরত।

দধানাঃ। ইন্দ্রে। ইৎ। দুবঃ॥ ৫॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'ইন্দ্রে' (ইন্দ্রদেবে) 'দুবঃ' (পরিচর্য্যাং) 'দধানাঃ' (কুর্ব্বাণাঃ) 'ইৎ' (এব) 'ব্রুবন্তু' (স্তুবন্তু, স্তবং কুর্ব্বন্তু); 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নিদঃ' (নিন্দিতারঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্নপ্রদাতারঃ) 'অন্যতশ্চিৎ' (অস্মাৎ স্থানাৎ, যজ্ঞস্থানাৎ) 'নিঃ আরত' (নির্গচ্ছত)। আত্মোদ্বোধনমূলকো মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—'হে মনঃ। ত্বং ভগবৎপরায়ণো ভব। তেন শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি।' (১ম—৪সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি ইন্দ্রদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া, তাঁহারই স্তবে (আরাধনায়) নিযুক্ত হও; আর, আমাদিগের নিন্দকগণ (সদনুষ্ঠানে বিঘ্নোৎপাদনকারী শত্রুগণ) আমাদিগের নিকট হইতে (যজ্ঞস্থল হইতে) নির্গত (বিতাড়িত) হউক। (১ম—৪সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মাকং সম্বন্ধিন ঋত্বিজ ইতি শেষঃ। তে ব্রুবন্তু। ইন্দ্রং স্তুবন্তু। উৎ। অপিচ হে নিদো নিন্দিতারঃ পুরুষা নিরারত। ইতোদেশান্নির্গচ্ছত। অন্যতশ্চিৎ অন্যস্মাদপি দেশান্নির্গচ্ছত। কীদৃশা ঋত্বিজঃ। ইন্দ্রে দুবঃ পরিচর্য্যাং দধানাঃ। কুর্ব্বাণাঃ ইচ্ছব্দোঽবধারণে। সর্ব্বদা পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ত এব তিষ্ঠন্তিত্যর্থঃ॥

নিন্দন্তীতি নিদঃ। ণিদি কুৎসায়াং। ক্বিপি নুমভাবশ্ছান্দসঃ। সুপোঽনুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। আমন্ত্রিতত্বেঽপি বাক্যান্তরত্বেন স্ববাক্যগতপদাদপরত্বান্ন নিঘাত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বমেব। অন্যতঃ। লিতীতি প্রত্যয়পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। চিদিত্যপিশব্দার্থে। তেন ন কেবলমিতঃ। ইতোনির্গতাস্থ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদের সম্বন্ধী যে সকল ঋত্বিক (যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা), তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে স্তব করুন। এবং হে নিন্দক পুরুষগণ! (তোমরা) এই স্থান হইতে নির্গত হও, এবং অন্যস্থান হইতেও নির্গত হও। ঋত্বিকগণ কিরূপ? "ইন্দ্রেঃ দুবঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের পরিচর্য্যাকারী। ইৎ শব্দের অর্থ—অবধারণ। অর্থাৎ, সর্ব্বদাই পরিচর্য্যা করিতে থাকুন।

যাহারা নিন্দা করে, তাহাদিগকে "নিদঃ" অর্থাৎ নিন্দক কহে। কুৎসার্থ ণিদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া ছান্দস্ প্রযুক্ত নুম্ আগমের অভাব হইয়াছে। সুপ্-প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। এই পদটী, সম্বোধনান্ত হইলেও ভিন্ন বাক্য,—এই নিমিত্ত স্বকীয় বাক্যগত পদের পরবর্ত্তী হয় নাই বলিয়া নিঘাত-স্বরের অভাব হইয়াছে। অতএব ইহার আদিস্বর উদাত্তই হইল। "অন্যতঃ" এই পদটীতে 'লিতি' এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর (ন্য-এর অকার) উদাত্ত হইয়াছে। মন্ত্রস্থ "চিৎ" শব্দটী, অপি শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহার অর্থ,—"কেবল এ স্থান

তোঽপি নির্গচ্ছতেতি গম্যতে। স এষ ধাত্বর্থয়োঃ সম্বন্ধ আরতেতি লুঙা দ্যোত্যতে। সহি ধাতুসম্বন্ধাধিকারে বিধীয়তে। আরত। অর্ত্তেশ্ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি লোড়র্থে লুঙ্। মধ্যমবহুবচনস্য তাদেশঃ। সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ। পা০ ৩।১।৫৬। ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙিগুণঃ। পা০ ৭।৪।১৬। ইতি গুণঃ। অডাগমশ্চ। দধানাঃ। শানচশ্চিত্ত্বাৎ প্রাপ্তমন্তোদাত্তং বাধিত্বা পরত্বাদভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দুবঃ পরিচর্য্যা। ইরজ্যতীত্যাদিষু দুবস্যতীতি পাঠাৎ। নব্‌বিষয়স্থানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—৪সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তমো বর্গঃ॥ ৭॥

পঞ্চম (৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন কোনও কোনও পণ্ডিত এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। যজমানগণ যেন অন্যান্য দেবগণের প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, সে ব্যাখ্যায় সেই ভাব সূচিত হইয়াছে। তদনুসারে একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—'আমরা ইন্দ্রদেবের উপাসনা করি বলিয়া, নিন্দক অসুরগণ আমাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু আমরা সে নিন্দা গ্রাহ্য করি না।' আর একজন বলিয়াছেন,—'নিন্দকগণ বলুক যে, আমরা অন্যান্য

হইতে নহে, এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া অন্য স্থান হইতেও নির্গত হও"—এইরূপ অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই ধাতুর ও অর্থের সম্বন্ধ "আরত" এই লুঙ্ নিষ্পন্ন পদের দ্বারা সূচিত হইতেছে। যেহেতু সেই লুঙ্‌, ধাতু-সম্বন্ধের অধিকারেই বিহিত হইয়া থাকে। "আরত" এই পদটীতে, গমনার্থ ঋ ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" এই সূত্র দ্বারা লোড়র্থে, লুঙের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের 'ত' করিয়া, "সর্ত্তি শাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ" (পা০ ৩।১।৫৬) এই সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে। "ঋদৃশোঽঙি গুণঃ" (পাঃ ৭।৪।১৬) এই সূত্র দ্বারা ঋ-এর গুণ করিয়া, আট্ আগম হইয়াছে। "দধানাঃ" এই পদটী শানচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। সেই শানচ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইলেও, সেই অন্তোদাত্ত স্বরকে বাধিয়া, "পরত্বাদভ্যস্তানামাদিঃ" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইরজ্যতি" ইত্যাদির মধ্যে "দুবস্যতি" এই পাঠ আছে বলিয়া, দুব শব্দে পরিচর্য্যাকে বুঝাইতেছে; "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্র দ্বারা ইহার ("দুবঃ" এই পদের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥

দেবতাকে অবহেলা করিয়া একমাত্র ইন্দ্রদেবতাকেই অর্চ্চনা দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।' ইত্যাদি।

ঋঙ্মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা যে আদৌ সমীচীন নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। এরূপ ব্যাখ্যায় মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হওয়া তো দূরের কথা; সাধারণ অর্থ বোধগম্য হওয়াও সুকঠিন। অনধিকার-প্রযুক্ত মন্ত্রের গূঢ়-লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই যে কেহ কেহ ঐরূপ অপব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই মনে হয়।

এ ঋকের লক্ষ্য—অতি উচ্চ; এ ঋকের আদর্শ,—অতি মহান্। এ ঋক্—ভগবানের স্বরূপ-সন্ধান প্রদান করিতেছে। একে একে সকল বিভূতির উপাসনা করিয়া, যখন সকল বিভূতির মূলাধার সেই একের প্রতি লক্ষ্য পড়িল, তখন আর অপরের উপাসনার প্রয়োজন হইল না। ভক্ত সাধক তখন বুঝিলেন,—সেই এক অদ্বিতীয় অক্ষর পরব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় উপাস্য আর কেহ নাই। অন্যান্য যাহা কিছু, সে সকলই তাঁহার বিভূতি বিকাশ মাত্র। সকলই যখন সেই একেরই বিভূতি-বিকাশ, তখন সেই একের উপসনায়ই তাঁহার বিভূতি-সকলেরও উপাসনা করা হইল। এই ভাব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যেই এই ঋকের অবতারণা বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে এ ঋকের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—'হে মন! তুমি একান্তে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাহাতেই তোমার সকল শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে,—সকল আপদ দূরে যাইবে।'

এই ভাব হইতেই দেবগণের অভিন্নতা-বিষয়ে জ্ঞানোদয় হয়। তখনই বুঝা যায়,—নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কলসীর জল,—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, 'জল' সেই এক অভিন্ন বস্তু;—বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে মাত্র। তদ্ভিন্ন, বস্তুপক্ষে কোনই প্রভেদ নাই। অগ্নি সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন পদার্থ; কিন্তু রূপভেদে প্রদীপ, পাকশালা, বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয় মাত্র। ব্রহ্ম-বিষয়েও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। স্বরূপ একই; কেবল নামভেদে রূপভেদে ভিন্ন সামগ্রী ভাবিয়া ভ্রান্তিবশে অনুসরণ করা হয় মাত্র। নচেৎ, স্বরূপ-জ্ঞানে—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্", এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সেইরূপ

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বিশ্বেদেব, অগ্নি, বায়ু, সরস্বতী—যত নামরূপেরই কল্পনা কর না কেন, পরব্রহ্ম সেই এক অদ্বিতীয়। বিভিন্ন নামরূপে তাঁহার এক এক বিভূতির অভিব্যক্তি হয় মাত্র। নচেৎ, বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না। ভাষায় তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার শক্তি অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, মহিমা অনন্ত, রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি ব্যক্ত, তিনি অব্যক্ত, তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব, তিনি নিরঞ্জন, তিনি গুণাঞ্জন, তিনি গুণাধার, তিনি নির্গুণাধার, তিনি মূর্ত্ত, তিনি অমূর্ত্ত, তিনি মহামূর্ত্ত, তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্ত, তিনি স্ফুট, তিনি অস্ফুট, তিনি করালরূপ, তিনি সৌম্যরূপ, তিনি আত্মস্বরূপ, তিনি বিদ্যাবিদ্যালয়, তিনি অচ্যুত, তিনি সদসৎস্বরূপসদ্ভাব, তিনি সদসদ্ভাবন, তিনি নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মক, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ, তিনি জ্ঞানিজনাশ্রিত, তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি আদিকারণ, তিনি বাসুদেব, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি প্রকট, তিনি প্রকাশ, তিনি সর্ব্বভূত অথচ সর্ব্বভূতে নহেন, তিনি বিশ্বের হেতুভূত অথচ হেতুভূত নহেন। ভক্তসাধক তাই যুক্তকরে তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন,—

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর। ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন॥
গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির। মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট॥

করালসৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত!
সদসদ্রূপসদ্ভাবসদসদ্ভাবভাবন।
নিত্যানিত্য প্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ॥

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতোর্নমোহস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়।

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকোপনিষদে) গার্গির প্রশ্নের উত্তরে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে, দেখিতে পাই,—সেই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

"স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবদন্তি,
অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশ-
মসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখম-
মাত্রমনন্তরমবাহ্যং। ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"

ঋকে ব্রহ্মের এই স্বরূপ বিষয়েই উপদেশ রহিয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানমার্গে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, এ ঋকে তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিবেন।

ঋকের একটী বাক্য,—"নো নিদো নিরন্তশ্চিদারতঃ।" ইহার সাধারণ অর্থ—'আমাদের নিন্দাকারিগণ যজ্ঞস্থল হইতে এবং সর্ব্বস্থান হইতে নির্গত হউক।' এতদর্থে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ, লৌকিক হিসাবে 'নিন্দক' শব্দে 'যজ্ঞকর্ম্মের নিন্দাকারী' অর্থ সূচিত হয়। যাহারা দেবদ্বেষী অধার্ম্মিক, তাহারাই ধর্ম্মকর্ম্মে নিন্দা করিয়া থাকে। আর এক অর্থে—ইন্দ্রদেবের শত্রু অসুরগণের ভাব মনে আসিতে পারে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহার অন্য অর্থ সূচিত হয়। তাহাতে 'নিন্দক' অর্থে মানস-যজ্ঞে বাধা-প্রদানকারী কুমতি, কুপ্রবৃত্তি,-হিংসা-দ্বেষ-কাম-ক্রোধাদির বিষয় উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইতে অজ্ঞান অন্ধকার প্রভৃতির ভাব আসিতে পারে।

হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয় যে যজ্ঞে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত। চঞ্চল মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে আয়ত্তাধীন করা, তাহার নিরোধ-সাধন করা, সাধকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর গতি নিরোধ করা যেমন সুকঠিন, সেইরূপ সাধক মনের গতি নিরোধ করিতে পারিতেছেন না। মনে নানা অসদ্বৃত্তির উদয় হইতেছে, চিত্তে চাঞ্চল্য আসিতেছে। মন স্থির করিয়া, মানস-যজ্ঞ-সাধনে, একের উপাসনায়, সাধক প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। তাই তিনি ডাকিতেছেন,—'হে দেব! আপনাকে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর জানিয়া আপনার আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছি। আপনার পরিচর্য্যায় মন সংন্যস্ত করিয়াছি। যাহা আপনার প্রীতিকর, তাহা আমরাও প্রীতিবিধায়ক। যাহা আপনার অভিলষিত, তাহা আমারও আকাঙ্ক্ষিত। আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু মন যে প্রবোধ মানিতেছে না। দেহেন্দ্রিয়াদি অধিকার করিয়া সে আমার উদ্দেশ্য-সাধনের অন্তরায় হইতেছে। তাহাকে কেমন করিয়া নিরোধ

করিব, প্রভু! নিন্দক রিপুগণ যজ্ঞের নিন্দা করিতেছে,— চিত্তবৃত্তি-সমূহ সে যজ্ঞের অন্তরায় হইতেছে। আমার সকল কর্ম্ম—সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইতে চলিল। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত কর। রিপুসমূহ দূরে পলায়ন করুক। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হউক। আত্মা পরমাত্মায় সম্মিলিত হউক।' (১ম—৪সূ—৫ঋ)।

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মণি ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উত। নঃ। সুঽভগান্। অরিঃ। বোচেয়ুঃ। দস্ম। কৃষ্টয়ঃ।
স্যাম। ইৎ। ইন্দ্রস্য। শর্ম্মণি ॥ ৬ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দস্ম' (হে শত্রুক্ষয়কারিন্ ইন্দ্র) 'অরিঃ' (শত্রবঃ, হিংসকাঃ, অজ্ঞাঃ বা; অরিরিত্যত্র বচনব্যত্যয়েনৈকবচনং) 'উত' (অপি) কৃষ্টয়ঃ (মিত্রভূতা মনুষ্যাঃ, পণ্ডিতা বা) 'নঃ' (তদনুগ্রহপ্রার্থিনোঽস্মান্) 'সুভগান্' (শোভনধনোপেতান্) বোচেয়ুঃ (উচ্যাসুঃ, শত্রূণাং মিত্রাণাঞ্চ সমীপে ভবতো মহিমা সুব্যক্তেবেতি ভাবার্থঃ); 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'শর্ম্মণি' (প্রসাদলব্ধধনে) 'স্যাম ইৎ' (বয়ং ধনবন্ত ভবেমৈব)। ভগবৎপ্রসাদেন বয়ং পরমধনাধিকারিণো ভবামঃ ইতি ভাবঃ। (১ম—৪সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অরিন্দময় ইন্দ্রদেব! শত্রুগণ এবং মিত্রগণ (অজ্ঞগণ এবং জ্ঞানিগণ) সকলেই আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমাদিগকে পরমধনবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে (অথবা, শত্রুমিত্র উভয়েরই নিকট আপনার মহিমা সুপরিব্যক্ত)। ইন্দ্রদেবের প্রসাদলব্ধ ধনেই আমরা ধনী হই। (১ম—৪সূ—৬ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্ম শত্রূণামুপক্ষয়িতরিন্দ্র ত্বদনুগ্রহাদরিরুত শত্রবোঽপি নোঽস্মান্ সুভগান্ শোভনধনোপেতান্ বোচেয়ুঃ। উচ্যাসুঃ। : কৃষ্টয়ো মনুষ্যাঃ অস্মন্মিত্রভূতা বদন্তীতি কিমু বক্তব্যমিতি শেষঃ। ততো ধনসম্পন্না বয়মিন্দ্রস্য শর্ম্মণীন্দ্রপ্রসাদলব্ধে সুখে স্যামেৎ। ভবেমৈব। মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধননামসু রয়িঃ ক্ষত্রং ভগ ইতি পঠিতং। মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু কৃষ্টয় ইতি পঠিতং॥

উত। এবাদীনামন্তঃ। ফি০ ৪।১৩। ইত্যন্তোদাত্তঃ। সুভগান্। ভগশব্দস্য ক্রত্বাদিষু পাঠান্নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং বাধিত্বা ক্রত্বাদয়শ্চ। পা০ ৬।২।১১৮। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে। পা০ ৮।৩।৬। ইতি নকারস্য রুত্বং। ভোভগো। পা০ ৮।৩।১৭। ইতি যত্বং। লোপঃ শাকল্যস্য। পা০ ৮।৩।১৯। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দস্ম অর্থাৎ শত্রুক্ষয়কারী—ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে শত্রুগণও যখন আমাদিগকে সৌভাগ্যবান্ অর্থাৎ শোভনধনযুক্ত বলিয়া থাকে, তখন মিত্রভূত মনুষ্যগণ যে আমাদিগকে (সৌভাগ্যবান্) বলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহলব্ধ সুখে (ধনাদিতে) ধনসম্পন্ন হইব। "মঘং" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ধন-নামের মধ্যে "রয়িঃ ক্ষত্রং ভগঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া ভগ শব্দে ধনকে বুঝাইতেছে। "মনুষ্যাঃ" ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) প্রকার মনুষ্য নামের মধ্যে কৃষ্টয়ঃ এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

উত এই শব্দটীর, "এবমাদীনামন্তঃ" (ফিঃ ৪।১৩) এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুভগান্" এই শব্দটীতে, ভগ শব্দের 'ক্রতু' আদিতে পাঠ আছে বলিয়া "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদে অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইলেও তাহাকে বাধিয়া "ক্রত্বাদয়শ্চ" (পা০ ৬।২।১১৮) এই সূত্র দ্বারা উহার উত্তরপদে আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি-সমানপাদে" (পা০ ৮।৩।৬) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে রুত্ব হইয়াছে। "ভোভগো" (পা০ ৮।৩।১৭) এই সূত্র দ্বারা সেই রুত্বের স্থানে যকার হইয়া, "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮।৩।১৯) এই সূত্র দ্বারা য-কারের লোপ হইয়াছে। সেই য-কার

যলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বান্ন পুনঃ সন্ধিকার্য্যং। আতোহটি নিত্যং। পা০ ৮।৩।৩। হত্যাকারস্য সানুনাসিকতা। অরিঃ। বচনব্যত্যয়ঃ। অচ ইঃ। উ০ ৪।১।৪০। ইতীপ্রত্যয়ান্তঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বোচেয়ুঃ। উচ্যাস্তুঃ। বচপরিভাষণ ইত্যস্মাদাশীর্লিঙি ঝেজুর্সাদেশে। পা০ ৩।৪।১০৮। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। পা০ ৩।১।৮৬। ইত্যঙ্ প্রত্যয়ে বচউম্। পা০ ৭।৪।২০। ইত্যুমাগমঃ। গুণঃ। কিদাশিষি। পা০ ৩।৪।১০৪ ইতি যাসুট্। ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪ ১১৭। ইতি লিঙাদেশস্য সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ। সলোপোহনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ। অতোযেয়ঃ। পা০ ৭।২।৮০। আদ্‌গুণঃ। পা০ ৬।১।৮৭। অঙোহতুপদেশত্বাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ লিঙোহনুদাত্তত্বং। অঙ্ প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। তেন সহ ইকারস্য গুণ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। দস্ম। দসু উপক্ষয়। ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদিষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যোমক্। উ০ ১।১৪৩। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিত নিঘাতঃ। কৃষ্টয়ঃ ক্তিচ্‌ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।৩।১৪৩। ইতি ক্তিচি মনুষ্যনামত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ। স্যাম। অসভুবি। শ্নসোরল্লোপঃ। পা০ ৬।৪।১১১।

লোপের অসিদ্ধত্ব হেতু পুনরায় সন্ধিকার্য্য হইল না। "আতোটিনিত্যং" (পা০ ৮।৩।৩) এই সূত্র দ্বারা আকারটী সানুনাসিক হইয়াছে। "অরিঃ" এই পদটী ঋ ধাতুর উত্তর "অচঃ" (উ০ ৪।১৪০) এই সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয় ও বচনব্যত্যয় (জসের স্থানে সু) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু এই শব্দটীর অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "বোচেয়ু" এই পদটী পরিভাষণার্থ বচ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ বিভক্তিতে "ঝেজুর্সা দেশে" (পা০ ৩.৪ ১০৮) এই সূত্র দ্বারা ঝি-এর স্থানে জুস্ আদেশ এবং "লিঙ্যাশিষ্যঙ্" (পা০ ৩।১।৮৬) এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয় হইলে পর, "বচউম্" (৭।৪।২০) এই সূত্র দ্বারা উমাগম্ হইয়া তাহার গুণ হইয়াছে। "কিদাশিষি" (পা০ ৩।৪।১০৪) এই সূত্রদ্বারা যাসুট্ আগম হইয়াছে। "ছন্দস্যুভয়থা" (পা০ ৩।৪।১১৪) এই সূত্র দ্বারা লিঙ্ আদেশের সার্ব্বধাতুকত্ব নিবন্ধন লিঙের "সলোপোহনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র দ্বারা স-এর লোপ। "অতোযেয়ঃ" (পা০ ৭,২ ৮০) এই সূত্র দ্বারা যা এর স্থানে ইয় "আদ্‌গুণঃ" (পা০ ৬।১।৮৭) এই সূত্র দ্বারা ইকারের গুণ হইয়াছে। অঙের অতুপদেশত্ব-প্রযুক্ত (অঙের অ থাকে বলিয়া) লসার্ব্বধাতুকস্বর নিবন্ধন (সর্ব্বধাতুতে প্রয়োগার্হ) লিঙের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। অঙের প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। তাহার সহিত ইকারের গুণ হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "দস্ম" এই পদটী উপক্ষয়ার্থ, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ, দসু (দস্) ধাতুর উত্তর "ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যোমক্" (উ০ ১।১৪৩) এই সূত্র দ্বারা মক্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদটী, পদের পরে হইয়াছে বলিয়া আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর হইয়াছে। "কৃষ্টয়ঃ" এই পদটী, "ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।৩।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উক্ত কৃষ্টি শব্দে মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। "চিতঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্যাম" এই পদটী অস্ ধাতুর উত্তর, বিধিলিঙ্ উত্তম পুরুষের বহুবচন (যাম) করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। শ্নসোরল্লোপঃ (পা০ ৬।৪।১১১) এই সূত্র দ্বার

ঘাস্থুটউদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। শর্ম্মণি। শৄ হিংসায়াং হিনস্তি দুঃখমিতি শর্ম্ম। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩।২।৭৫। ইতি মনিন্। নেড্‌বশিকৃতি। পা০ ৭।২।৮। ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪সূ—৬ঋ)।

∴

ষষ্ঠ (৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§•§—

ভগবানের অনুগ্রহে মানুষ পরম ধনের অধিকারী হয়। সে ধন প্রাপ্ত হইলে, শত্রু মিত্র সকলেই তাহার প্রভাব উপলব্ধি করে। এখানে ভগবদনুকম্পালাভ-রূপ সেই পরম ধনলাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

সংসার—কামনার দাস। কামনা—মানুষের চির-সহচর। কামনা-বিহীন মানুষ—এ মর্ত্ত্যভূমে খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। সংসারের প্রতি কার্য্যে, সংসারের প্রতি সামগ্রীতে মূর্ত্তিমতী কামনা বিরাজিত। মানুষের কামনার অন্ত নাই। কিবা সৎকর্ম্ম, কিবা অসৎকর্ম্ম,—সকল কর্ম্মেই মানুষের কামনার পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত দেখি। ভগবানের নিকট সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনা, প্রকাশ পায়,—

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

মানুষ চায়—রূপ। মানুষ চায়—সৌভাগ্য। মানুষ চায়—সুখ। মানুষ চায়—কল্যাণ। মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য্য। মানুষ চায়—যশোগৌরব। মানুষের অনন্ত কামনা। মানুষের অনন্ত বাসনা। সংসারে দেখিতে পাই, যখনই কোনও আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই ফলের বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। প্রশ্ন হয়—সে অনুষ্ঠানে কি

ঘাস্থুট্ প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে; পাদের আদিতে আছে বলিয়া নিঘাতস্বর হয় নাই। হিংসার্থ শৄ ধাতুর উত্তর "দুঃখকে হিংসা করে যে" এই এই অর্থে, "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা০৩।২।৭৫) এই সূত্র দ্বারা মনিন্ প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির একবচনে "শর্ম্মণি" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। "নেড্‌বশিকৃতি" (পা০ ৭।২।৮) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগমের নিষেধ হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪সূ—৬ঋ)॥

∴

ফলোদয় হইবে? যদি বুঝাইয়া দেওয়া হয়—সে কার্য্যে বা সে অনুষ্ঠানে, অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সকল প্রশ্নের অবসান হয়। এ ঋকে সেই ভাবেরই আভাষ পাই!

ঋকে প্রার্থনাই জানান হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনবিত্তাদি প্রদান করুন, আমাদের অভাব দূর হউক। আমরা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীবান হইয়া আপনার যশোগান করিতে থাকি।' ঋকে কামনা-মূলক এই একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

কামনার মধ্য দিয়াই যে নিষ্কাম মার্গে উপনীত হওয়া যায়, ঋকে সে ভাবও পরিব্যক্ত। ইন্দ্রদেবের নিকট শ্রেষ্ঠ-ধন পাইবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সংসারীর নিকট, হইতে পারে, তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য; কিন্তু যাঁহারা সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা পার্থিব ধনের কামনা করেন না। তাঁহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন। তাঁহারা সেই মোক্ষ-ধনেরই অভিলাষী; তাহাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। তাঁহারা সেই মোক্ষধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকের সেই একই কামনা—সেই একই প্রার্থনা,—'দেব! প্রসন্ন হউন। আপনার চরণতলে আশ্রয় লইলাম। আপনার প্রসাদে যেন সেই পরমধনের অধিকারী হই।' (১ম—৪সূ—৬ঋ)।

* * *

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং।
পতয়ন্মন্দয়ৎসখং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঈং। আশুং। আশবে। ভর। যজ্ঞ২শ্রিয়ং। নৃ২মাদনং।
পতয়ৎ। মন্দয়ৎ২সখং ॥ ৭ ॥

⁂

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! 'আশবে' (সর্ব্বত্রব্যাপ্তায় ভগবতে, সৎকর্ম্মরূপায় দেবায় প্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞশ্রিয়ং' (যজ্ঞস্য সম্পদ্রূপং, কর্ম্মণঃ শ্রেয়ঃসাধকং) 'নৃমাদনং' (নৃণাং নরাণাং হর্ষকারকং, আত্মানন্দপ্রদং) 'পতয়ৎ' (পতয়ন্তং, সৎকর্ম্মাণি প্রাপ্নুবন্তং) 'মন্দয়ৎ-সখং' (মন্দয়তো হর্ষয়তঃ প্রিয়ং, আনন্দসহচরং) 'ঈম্' (ইমং, হৃদিস্থিতং) 'আশুং' (সৎকর্ম্মসঞ্জাতং ভক্তিরসং) 'আভর' (আহর, সঞ্চয়ং কুরু)। ভগবৎপ্রীত্যর্থং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ভক্তিরসং আহর,—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্র। (১ম—৪সূ—৭ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! সর্ব্বব্যাপী ভগবানের (সৎকর্ম্মরূপী দেবতার) প্রীতির জন্য, সকল কর্ম্মের শ্রেয়ঃ-সাধক, নিখিলজনগণের আনন্দদায়ক (আত্মানন্দ-প্রদ) সৎকর্ম্ম-প্রাপক, আনন্দ-সহচর এই হৃদিস্থিত সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত ভক্তিরস আহরণ কর। (১ম—৪সূ—৭ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঈমিতি নিপাত ইদংশব্দার্থে বর্ত্ততে। হে যজমান। আশবে কৃৎস্নসোমযাগব্যাপ্তায়েন্দ্রায়। ঈমাভর। ইমং সোমমাহর। কীদৃশং সোমং। আশুং। সবনত্রয়ব্যাপ্তং যজ্ঞশ্রিয়ং। যজ্ঞস্য সম্পদ্রূপং। নৃমাদনং। নৄণামৃত্বিগ্‌যজমানানাং হর্ষহেতুং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঈং' এই পদটী, নিপাতনে সিদ্ধ এবং ইদম্ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত সোম-যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন যে ইন্দ্রদেব, সেই ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত, তুমি, হে যজমান! এই সোম আহরণ কর! সোম কিরূপ? "আশুং"—অর্থাৎ সবনত্রয়ান্বিত। পুনরায় কিরূপ? তাহা ক্রমে ক্রমে এক একটি বিশেষণ দ্বারা কথিত হইতেছে। "যজ্ঞশ্রিয়ং"—যজ্ঞের সম্পৎস্বরূপ। "নৃমাদনং"—ঋত্বিক্ এবং যজমানরূপ মনুষ্যগণের একমাত্র হর্ষের হেতুস্বরূপ। "পতয়ৎ"

পতয়ন্তং। কর্ম্মাণি প্রাপ্নুবন্তং। মন্দয়ৎসখং। য ইন্দ্রো মন্দয়তি যজমানান্ হর্ষয়তি তস্মিন্নিন্দ্রে সখিভূতোঽয়ং সোমঃ। তৎপ্রীতিহেতুত্বাৎ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্বা॥

আশুং। কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্যউণ। উঃ ১।১। ইত্যুণ্। প্রত্যয়স্বরঃ। আশবে। পূর্ব্ববৎ। যজ্ঞশ্রিয়ং। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তঃ। মাদ্যন্তেঽনেনেতি মাদনঃ। করণাধিকরণয়োশ্চ। পাঃ ৩।৩।১১৭। ইতি ল্যুট্। তস্য লিত্ত্বাৎ পূর্ব্ব আকার উদাত্তঃ। গতিকারকোপপদাৎকৃদিতি স এব শিষ্যতে। পতয়ৎ। পতেরদন্তাৎ চৌরাদিকোণিচ্। পাঃ ৩।১।২৫। অতোলোপঃ। পাঃ ৬।৪।৪৮। তস্য স্থানিবত্ত্বাদুপধায়া বৃদ্ধ্যভাবঃ। পাঃ ৭।২।১১৬। লটঃ শত্রাদেশঃ। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন শবভাবাদদুপদেশাদিতি নিঘাতাভাবেন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বমেব ভবতি। আর্দ্ধধাতুকত্বেঽপি সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি নেরনিটি। পাঃ ৬।৪।৫১। ইতি নিলোপাভাবঃ। সুপাং সুলুগিত্যমোলুক। নলুমতা। পাঃ ১।১।৬৩। ইতি প্রত্যয়লক্ষণনিষেধাদুগিদচাং। পাঃ ৭।১।৭০। ইতি ন নুম্। এবং

(পতয়ন্তং) যাহা অনুষ্ঠানরূপ কর্ম্মসকলকে প্রাপ্ত হইয়াছে। "মন্দয়ৎসখং" অর্থাৎ যে ইন্দ্র যজমানসমূহকে হর্ষান্বিত করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রদেবের সখিস্বরূপ। কারণ, এই সোম, সেই ইন্দ্রদেবের প্রীতির কারণ অথবা তৃপ্তির কারণ হইয়া থাকে। (ভোজনাদির দ্বারা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির নাম—তৃপ্তি; এবং অভিলষিত বস্তুর দর্শনাদি জন্য যে সুখ, তাহার নাম—প্রীতি)॥

"আশুং" এই পদটী, (ব্যাপ্ত্যর্থ অশ্ ধাতুর উত্তর) "কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্" (উঃ ১।১) এই সূত্র দ্বারা উণ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "আশবে" এই শব্দটীর স্বরাদি প্রক্রিয়া পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "যজ্ঞশ্রিয়ং" এই পদটীতে "সমাসস্য" এই সূত্র দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে! "নৃমাদনং" এই পদটী, হর্ষার্থ 'মদী' (মদ্) ধাতুর উত্তর, "ইহার দ্বারা হর্ষান্বিত হয়" এইরূপ অর্থে, করণবাচ্যে "করণাধিকরণয়োশ্চ" (পাঃ ৩।৩।১১৭) এই সূত্র দ্বারা ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ল্যুট্ প্রত্যয়ের লিত্ত্ব-হেতু পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" এই সূত্র দ্বারা সেই আকারই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "পতয়ৎ" এই পদটী, অদন্ত পত শব্দের "চৌরাদিকো ণিচ্" (পাঃ ৩।১।২৬) সূত্রানুসারে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া "অতোলোপঃ" (পাঃ ৬ ৪।৪৮) এই সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে এবং সেই ণিচ্ প্রত্যয়ের স্থানিবত্ত্ব-হেতু উপধার (অন্তের সমীপবর্ত্তী স্বরের) বৃদ্ধি হয় নাই (পাঃ ৭।২।১১৬)। তাহার পর, পতি—ণিজন্ত ধাতুর উত্তর লট্ এবং সেই লটের স্থানে শতৃ আদেশ হইয়া সেই এই সূত্র দ্বারা শতৃ প্রত্যয়ের "ছন্দস্যুভয়থা" আর্দ্ধধাতুকত্ব হইয়াছে বলিয়া, "শবভাবাদদুপদেশাৎ" অর্থাৎ শপ্ প্রত্যয়ের অভাব বশতঃ অকারের উপদেশ থাকায় এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বরের অভাব হইয়াছে; সুতরাং প্রত্যয়ের আদ্যুদাত্ত-স্বরই হইয়াছে। আর্দ্ধধাতুকত্ব হইলেও ছন্দোবিষয়ে সকল বিধিই বিকল্পিত হয়; অতএব "নেরনিটি" (পাঃ ৬।৪।৫১) এই সূত্র দ্বারা নি লোপের অভাব হইয়া "সুপাং সুলুক্"; এই সূত্র দ্বারা বিহিত অম্ বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ন লুমতা" (পাঃ ১।১।৬৩) এই

মন্দয়চ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ। মন্দয়তীন্দ্রে সখা। সপ্তমীতিযোগবিভাগাৎ সমাসঃ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেতি সপ্তমীপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—৪সূ - ৭ঋ)।

• • •

সপ্তম (১।৪।৭) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটি—ইন্দ্রদেবের অথবা ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, আমরা যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আত্মানন্দপ্রদ ভক্তিসুধা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই।

কিন্তু অপব্যাখ্যাকারীর কু-ব্যাখ্যায় ঋকের কত কদর্থেরই সূচনা হইয়াছে! সে ব্যাখ্যার অনুসরণে, এ ঋক যে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না; পরন্তু, সে অর্থের অনুসরণে, যজমান, হোতা, দেবতা—সকলকেই মদ্যপ ও কদাচারী বলিয়া ধারণা জন্মে।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ করিয়াছেন,—'হে যজমান! তোমরা এরূপ উন্মত্ততাজনক মদ সংগ্রহ কর, যাহা পান করিয়া তোমার মিত্রেরা নেশায় অভিভুত হইয়া পড়ে এবং কর্ম্মসম্পাদনে অসমর্থ হয়।'

ঋকটিকে যদি ঋত্বিক্ যজমানের সম্বোধনসূচক বলিয়া মনে করি, তাহাতে বলিতে পারি, সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন কোনও উপদেষ্টাই যজমানকে এরূপ জঘন্য উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। অথবা, কোনও যজমানও এতদনুরূপ অনুষ্ঠানে আপনার ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত করিতে চাহেন না। যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান—দেবতার প্রীতি-সাধনোদ্দেশ্যে। মাদক-দ্রব্য-সেবনে যদি মত্ততাই আসিল, আর তাহার ফলে যদি সকল অনুষ্ঠান পণ্ডই হইল, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠানের সার্থকতা কোথায় রহিল?

যত কিছু গণ্ডগোল—ঋকের অন্তর্গত "আশবে" এবং "আশুঃ" পদ-

সূত্র দ্বারা প্রত্যয় লক্ষণের নিষেধ হেতু "উদিগচাং" (পা০ ৭।১।৭০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুমের নিষেধ হইয়াছে। এইরূপ "মন্দয়ৎ" শব্দটীও অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "যিনি হর্ষান্বিত করেন, সেই ইন্দ্রেতে সখা" এইরূপ সপ্তমীর সহিত যোগবিভাগে সমাস হইয়াছে। "তৎপুরুষেতুল্যার্থা" এই সূত্র দ্বারা সপ্তমী-সমাসান্ত পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে॥ ৭॥

• • •

দ্বয় লইয়া। যাঁহারা বেদকে 'কৃষকের গান' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা 'আশুং' শব্দের ব্যাখ্যা করেন,—'প্রাবৃটকালসমুদ্ভব আশু বা আউস ধান্য।' ইন্দ্রদেবতার প্রসাদে বারিবর্ষণ ও সুকর্ষণ হয়। ফলে প্রচুর ধান্য-শস্য জন্মে। তাহাতে লোকের আনন্দের অবধি থাকে না। যাঁহার প্রসাদে এতাদৃশ ধন-সম্পত্তির অধিপতি হওয়া যায়, তাঁহার স্তুতিবাদে তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধনে স্বতঃই মন প্রধাবিত হয়। ঋকে সেই ধান্য-সংগ্রহের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে।

অন্য আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার, "আশবে" পদের অর্থ-নিষ্কাষণে বলেন,—'উহা সোমরস; উহা মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।' আর্ষ-প্রয়োগ-হেতু 'স'-স্থানে 'শ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার যাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা 'আশু' শব্দে 'অভিষুত ত্রৈকালিক সোম' এবং 'আশবে' শব্দে 'সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইন্দ্রদেব' অর্থ নিষ্পন্ন করেন। সে মতে উপলব্ধি হয়, সেই অভিষুত ত্রৈকালিক সোম সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী।

'আশু' শব্দের 'সোম' অর্থই যদি মানিয়া লই, তাহা হইলে সে সোম—কোন্ সোম; সে সোম—কেমন সোম? সে সোম—মাদক-দ্রব্য নহে;—সে সোম-পানে উন্মত্ততা আসে না। সে সোম—স্বর্গের অমৃত;—সে সোম-পানে অমৃতত্ব অমরত্ব লাভ হয়। সাধক যখন ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া যান, তখনই সহস্রারোপরিস্থিত সহস্রকমলদল হইতে মধু ক্ষরিত হইতে আরম্ভ হয়। সে মধুপানে তিনি ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া পড়েন। তখনই সোম অভিষুত হয়। সে সোম দেবগণের প্রিয়—সাধক যজমানের আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী। সে সোম পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা দূর হয়; সাধক তাঁহারই ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারই চিন্তায় তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। সোম মানস-যজ্ঞের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করে,—যজ্ঞফলে যজ্ঞের শ্রী সম্পাদিত হয়। সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভই না হইল, সহস্রারে বিগলিত অমৃতধারাপানে যদি ব্রহ্মানন্দই না জন্মিল, তবে আর সে সাধনার সার্থকতা কোথায় রহিল?

আমরা তাই মনে করি, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে মন! এরূপ নিষ্ঠাসহকারে, এরূপ একাগ্রচিত্তে যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, যাহাতে সোম-

সুধা—ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ লাভ করিতে পার। আর সেই ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া তন্ময়তা-লাভে পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হও!

"আশবে" পদের 'সর্ব্বব্যাপিনে' প্রতিবাক্যই সুসঙ্গত হয়। সর্ব্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী আর কে? তিনিই সর্ব্বব্যাপী—তিনিই বিশ্বব্যাপী, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বব্যাপী। "দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।" এখানে 'আশবে' পদে সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি এক অনন্ত—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া আছেন। তিনি লোকপ্রতিপালক ব্রহ্ম; তিনি সর্ব্বস্ব। ঋক্ তাঁহারই সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

"অনন্তং বিততং পুরুত্রানন্তমন্তবচ্চ সমন্তে
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্ বিদ্বান ভূতমূত ভব্যমস্য।"

এ ঋকে, আমরা মনে করি, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার বিষয়েই উপদেশ আছে। (১ম—৪সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনং ॥ ৮ ॥

•
• •

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। পীত্বা। শতক্রতোইতি শতঽক্রতো। ঘনঃ। বৃত্রাণাং। অভবঃ।
প্র। আবঃ। বাজেষু। বাজিনং ॥ ৮ ॥

•
• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (অশেষসৎকর্ম্মসহযুত, প্রভূতপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিচিত্রকর্ম্মকারিন্ হে দেব) 'অস্য' (অস্মাকং হৃদিনিঃসৃতং আশুং, সোমং, ভক্তিরসামৃতং) 'পীত্বা' (পানং কৃত্বা, গৃহীত্বা) 'বৃত্রাণাং বৃত্রপ্রমুখান'মসুরাণাং, অজ্ঞানসহচরাণাং শত্রূণাং রিপূণাং) 'ঘনঃ' (হন্তা) 'অভবঃ'

(ভূয়াঃ) ; 'বাজেষু' (যুদ্ধেষু, সদসদ্বৃত্ত্যাঃ সংগ্রামে). 'বাজিনং' (সংগ্রামবন্তং, সজ্জনং) 'প্রাবঃ' (প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি, পালিতবানসি, ব্যাপ্তবানসীতি যাবৎ)। সৎকর্ম্মসহজাতেন ভক্তিপ্রভাবেন স দেবঃ অস্মান্ রক্ষতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অশেষসৎকর্ম্মসহযুত হে দেব! আমাদিগের হৃদিনিঃসৃত ভক্তি-রসামৃত পান করিয়া আপনি আমাদিগের অজ্ঞান-সহচর রিপুগণের হন্তা হয়েন; সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে সজ্জনকে আপনি প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন (পালন করেন)। (১ম—৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মযুক্তেন্দ্র ত্বমস্য সোমস্য সম্বন্ধিনমংশং পীত্বা বৃত্রাণাং বৃত্রনামকাসুরপ্রমুখানাং শত্রূণাং ঘনোঽভবঃ। হন্তাভূঃ। ততো বাজেষু সংগ্রামেষু বাজিনং সংগ্রামবন্তং স্বভক্তং প্রাবঃ। প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি॥

অস্যেতীদংশব্দেন প্রয়োগসময়ে পুরোদেশস্থঃ সোমোনির্দ্দিশ্যতে ন তু পূর্ব্বপ্রকৃতঃ সোমঃ পরামৃশ্যতে। অতোঽনন্বাদেশত্বান্নাত্রেদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা০ ২।৪।৩২। ইত্যশাদেশঃ। অতোন সর্ব্বানুদাত্তত্বং কিন্তু ত্যদাদ্যত্বে। পা০ ৭।২।১০২। হলি লোপে অকারঃ প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তাবূড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ। পা০ ৬।১।১৭১। ইতিবিভক্তিরুদাত্তা। পীত্বা। পিবতেঃ ক্ত্বাপ্রত্যয়ে ঘুমাস্থাদিনেত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! অর্থাৎ বহুকর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি এই সোমসম্বন্ধীয় অংশকে পান করিয়া, বৃত্র নামক অসুর-প্রমুখ শত্রুসমূহের হননকর্ত্তা হইয়াছিলেন; এবং সেই সংগ্রাম-সমূহে যুদ্ধ্যমান স্বকীয় ভক্তকে উত্তমরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন॥

"অস্য"—এই ইদম্ শব্দ দ্বারা প্রয়োগ সময়ে সম্মুখবর্ত্তী সোমই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; পরন্তু পূর্ব্বকৃত সোম কথিত হইতেছে না। অতএব অনন্বাদেশত্ব, হেতু, (পশ্চাৎকথন হয় নাই বলিয়া এস্থলে "ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা০ ২।৪।৩২) এই সূত্র দ্বারা ইদম্ স্থানে, অশ্ আদেশ হইতে পারে নাই। অতএব সর্ব্বানুদাত্তত্ব হইল না, অর্থাৎ সকল স্বর অনুদাত্ত হয় নাই। কিন্তু "ত্যদাদ্যত্বে" (পা০ ৭ ২।১০২) এই সূত্রানুসারে হলের লোপ হইলে পর, আদিষ্ট অকারটী, প্রাতিপাদিকস্বর হেতু উদাত্ত হইল। "অন্তোদাত্ত" এই সূত্র হইতে অন্তোদাত্তের অনুবৃত্তি হেতু "ঊড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে, বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পীত্বা" এই পদটী পা ধাতুর, উত্তর 'ক্ত্ব' প্রত্যয় করিয়া "ঘুমাস্থা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ঈত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু পদটীতে উদাত্তস্বর

অসামর্থ্যায় পরামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবঃ। ঘনঃ। মূর্ত্তৌ ঘনঃ। পা০ ৩৩।৭৭। ইতি হন্তের্ধাতোঃ কাঠিন্যেঽপ্ প্রত্যয়ঃ তদস্যাস্তীত্যর্শআদিত্বাদজন্তঃ চিত্বাদন্তোদাত্ত। বাজেষু। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বাজিনং। ইনিপ্রত্যয়স্বরঃ। (১ম—৪সূ—৮ঋ)।

* * *

অষ্টম (৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

ত্রিবিধ দৃষ্টিতে এই ঋকের তিন প্রকার অর্থ নিষ্কাষিত হয়। যাঁহারা ধর্ম্মদ্বেষী, তাঁহারা বলেন,—'সোমরসরূপ মদ্য পান করিয়া উত্তেজিত হইয়া দেবগণের রাজা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং আপন দলভুক্ত দেবগণকে শত্রুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; মন্ত্রার্থে এই ভাব প্রকটিত।' দ্বিতীয় পক্ষ কহেন,—'ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে সূর্য্যের ও মেঘের দ্বন্দ্ব প্রকটিত।' মন্ত্রের অপর নিগূঢ় অর্থ আমাদের মন্ত্রার্থ-আলোচনাতেই প্রতীত হইবে।

ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে, ঋকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে 'শতক্রতু' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় ঐ শব্দে 'বহুকর্ম্মযুক্ত'—অর্থ উপলব্ধ হয়। যিনি অন্তর্য্যামী, যিনি দেহমধ্যস্থিত ভূতবর্গকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর পরিচালিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা, তাঁহার অপেক্ষা বহুকর্ম্মযুক্ত আর কে আছে? তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, তাঁহার কর্ম্মের কি অন্ত আছে? তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বকর্ম্মা; তাই তিনি শতক্রতু।

হইয়াছে। অসামর্থ্য প্রযুক্ত পরামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব (পরবর্ত্তী সম্বন্ধ 'শতক্রতো' পদের অঙ্গবদ্ভাব) হইল না। "ঘনঃ" এই পদটী, জিঘাংসার্থ হন্ ধাতুর উত্তর "মূর্ত্তৌ ঘনঃ (পা০ ৩।৩।৭৭) এই সূত্রানুসারে কাঠিন্য অর্থে অপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "সেই ঘন ইহার আছে" এই অর্থে অর্শ-আদিত্ব-হেতু অচ্ প্রত্যয়ের অভাব হইয়াছে। সেই অচ্-প্রত্যয়ের চিত্ব-হেতু ইহার অন্ত স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদিত্ব-হেতু "বাজেষু" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বাজিনং" এই পদটী, ইনি-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে॥ ৮॥

* * *

'ক্রতু' শব্দের সাধারণ অর্থ—যজ্ঞ। পৌরাণিকগণের মতে তিনি শত-সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার নাম—শতক্রতু। কিন্তু ক্রতু শব্দে আবার ইচ্ছা, বাঞ্ছা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি অর্থও উপলব্ধ হয়। বুঝা যায়,—তিনি সকল ইচ্ছার, সকল কামনার মূলীভূত; বুঝা যায়,—তাঁহার ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন সদ্‌বুদ্ধিশালী দ্বিতীয় কেহ নাই; বুঝা যায়,—তাঁহার শক্তি, তাঁহার প্রভাব অতুলনীয়; আর বুঝা যায়—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী, কল্পনার অতীত সামগ্রা। তাই তিনি শতক্রতু। শতক্রতু শব্দে সেই ইন্দ্র দেবতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, শ্রুতি যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "স বা অয়মাত্মা, সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিং চ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ স সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"
>
> অর্থাৎ,—সেই পরমাত্মা সকল হইতে স্বতন্ত্র, সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিপতি। এই সকল যাহা কিছু, সকলই তিনি শাসন করিতেছেন। তিনি সাধু এবং অসাধু কার্য্য দ্বারা উন্নত বা অবনত হন না। তিনি নিত্য অধিকারী। তিনিই প্রাণিগণের অধিপতি, তিনিই সমুদয় লোকের অধীশ্বর, তিনিই সকলের প্রতিপালক। তিনি লোকভঙ্গনিবারণার্থ সেতুরূপ হইয়া এতৎসমুদায় ধারণ করিয়া আছেন।'

তিনি শতক্রতু, তিনি অশেষকীর্ত্তিমন্ত, তিনি অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি সর্ব্বভূতে ইচ্ছারূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বভূতে জ্ঞানরূপে দীপ্তিমন্ত। তিনি সকলের সকল কর্ম্মের নিয়ামক,—সকলের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাই তাঁহার শতক্রতু নামের সার্থকতা।

এই সকল ভাব হইতেই 'শতক্রতু' পদে আমরা 'অশেষসৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শতক্রতু' পদে সে পক্ষে 'সৎকর্ম্মস্বরূপ' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়।

---

* ইন্দ্র ও বৃত্রের সম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত আছে। নিরুক্তকার যাস্ক, অধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে উহার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ যে সকলেই স্বীকার করেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদের দ্বাত্রিংশ সূক্তের টীকায় রমানাথ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—'এই সূক্তে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ

ঋকের আর এইটী শব্দ,—“ঘনোবৃত্রাণামভবঃ।” ইহার সাধারণ অর্থ—‘বৃত্রপ্রমুখ শত্রুগণের বিনাশ করেন।’ এস্থলে ঋকের দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। সাধারণ অর্থ এই যে, বৃত্র নামক একজন অসুর ছিল; ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন। অন্য অর্থে ‘ইন্দ্র’ শব্দে ‘সূর্য্য’ বুঝায়। বৃত্র—বৃ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ—আবরণ। সে হিসাবে, বৃত্র’ অর্থে—সূর্য্যের আবরক যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে—উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে; তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু-সমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ, সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতি রোধ করে; তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সংসারে এই আলোকের আধার ইন্দ্রের বা সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

বর্ণিত হইয়াছে। বৃত্র একজন আসিরীয়া-দেশীয় দলপতি। পারস্য-গ্রন্থ আভেস্তাতে লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাবৃ-নগরের (Babylon) সমস্ত আর্য্যভূমি (Ariana) একেবারে জনশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া অদ্বিশূর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র, তথাপি নিজ কুচক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ কোনও তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আর্য্যজাতি এবং সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে; যেহেতু, ইন্দ্র আর্য্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সমিতিকদিগের দলপতি। এই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে ‘বেরেথ্রঘ্ন’ উপাধিতে ‘জেন্দ-আবেস্তায়’ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তান্তগত ‘বহ্রাম যহৎ’ সমস্তই বেরেথ্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে বৃত্রকে ‘অহিদহক’ (বেদের দাসঃ অহিঃ) বলা হইয়াছে। ... বৃত্রাসুর আর্য্যকুলের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আর্য্যগণ নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বৃত্রাসুরের উৎপাতে আর্য্যগণ যেন বিপদের তিমিরে আবৃত ছিলেন। ... পারস্যের রাজা সাইরস (Cyrus) যেমন টাইগ্রীস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া বাবিলন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধ হয়, সেই প্রকার করিয়া আর্য্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতেও ইহাই লিখিত আছে। তৎকালে ইতিহাসের জন্ম হয় নাই। সুতরাং তথ্য-নির্ণয় দুঃসাধ্য। কিন্তু ঋগ্বেদ ও আবেস্তার ঐক্য-দর্শনে বোধ হয়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে।’ পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অধিকাংশ পণ্ডিত এবম্বিধ মতের

হয়। এইভাবে ক্রমাগত সূর্য্য-রশ্মি বা উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতা, এমন কি—প্রাণী পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, এ সংগ্রামে অবশেষে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিষ্ঠান্বিত হয়,—ইন্দ্রই জয়লাভ করেন। বৃত্র নিহত অর্থাৎ মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের (সূর্য্যের) গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশ পায়। শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহার এইরূপ জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে এইরূপ রূপকের কল্পনা করেন, তাঁহারা এই প্রকার অর্থ ই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চ স্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট বৃত্র-বধের তাৎপর্য্য অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁহাদের মতে 'ইন্দ্র' শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের, সকল সত্যের আধারস্থল। সংক্ষেপতঃ, তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে,

---

পরিপোষক। এই বৃত্রাসুরের উপাখ্যান অন্যান্য দেশে কিরূপ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এতৎ-প্রপঙ্গে তাহারও কিঞ্চিৎ অভাষ প্রদান করিতেছি।

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণকীর্ত্তন আছে। ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন—বৃত্র বা অহি মেঘের নামান্তর মাত্র। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, বৃত্রাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধ হয়। পুরাণাদিতে বৃত্রাসুর-বধের যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।' * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—বাবিলন-নগরে সেমিটিক-জাতীয় এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুর-বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।' পারসিকগণের 'জেন্দ আভেস্তা' গ্রন্থে বৃত্র—'বেরেথ্র' এবং ইন্দ্র—'বেরেথ্রঘ্ন' (বৃত্রঘ্ন) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত ; জেন্দ আভেস্তার অন্তর্গত 'বর্হাম যহৎ' অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রঘ্নের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। বৃত্রের অহি নামের আভাষও 'জেন্দ আভেস্তায়' পাওয়া যায়। এই জন্য বেদের 'ইন্দ্র' এবং জেন্দ আভেস্তার 'বেরেথ্রঘ্ন'—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের 'জিয়স'

---

* ম্যাক্সমুলার বলেন—'বেদের এই বৃত্রার বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থে ট্রয়যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা—ট্রয়-যুদ্ধ হেলেন (Helen), বেদের পরিমাণ (Ponnis) ট্রয়ের পারিস (Paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।'

বৃত্র—বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন ; বৃত্র—মূর্ত্তিমান্ অন্ধকার ও কুকর্ম্ম। বৃত্র—সকল অসদ্‌বৃত্তির, অনর্থের জনক।

পরিদৃশ্যমান্ সংসারে আলোক ও অন্ধকারে যেরূপ চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য যেমন পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে পুলকিত করিয়া থাকেন ; সেইরূপ সৎ, পবিত্র, অধ্যাত্মিক আলোকের আকর ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুক্কায়িত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে ; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য কুপ্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্য-সামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের

দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্রধারণ করিতেন। দানব-দলনে ইন্দ্রে সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন ; গ্রীকদিগের 'জিয়স' সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস', পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে 'টিটানকুল' নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের আপোলো দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। আপোলো সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা ফোয়েবাসের কথা ছিল ; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হোলয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন ; এইরূপ নানাবিষয়ে ইন্দ্রের সহিত গ্রীকদেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হয়।

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে ইন্দ্র ও বৃত্রঘ্ন অভিন্ন। ইরাণীয়গণ ইন্দ্র নামে দ্বেষযুক্ত ; কিন্তু বৃত্রঘ্ন নামে শ্রদ্ধাবান। জেন্দ আভেস্তায় বৃত্রঘ্নের উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—"অহুরের সৃষ্ট বেরথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্নকে) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহুরমজদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সদয়চিত্ত অহুরো মজদ, হে জগতের সৃষ্টিকর্তা

এবং বৃত্রের সৈন্যগণ যখন এইরূপ-ভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা তখন কখনও কখনও সেই চতুর সর্পপ্রকৃতি ধূর্ত্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সদ্ভাব সমূহ হৃদয় হইতে অপসৃত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয় তখন আর ইন্দ্রের পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে;—পাপের ও দৈন্যের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসৎ-বিচারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্রের পাপ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র বা ঈশ্বর সেই পতিতের উদ্ধার-সাধন করেন। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাই হইল—ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ।

পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরো মজ্দ্ উত্তর করিলেন,—'হে স্পিতিমা জারাথস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।' ইহাতে বৃত্রঘ্নের সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ইহা হইতে বোধ হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ বৃত্রঘ্নকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটী দল হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃত্রঘ্নকে ইন্দ্র নাম দিলেন; সুতরাং অন্যদল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।' ইন্দ্র ও বৃত্র এবং তাঁহাদের যুদ্ধকে যাঁহারা রূপক বলিয়া মনে করেন; যাঁহারা বলেন.—'মেঘের নাম বৃত্র বা অহি; ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিতেছেন, উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন; ইরাণীয়গণের অবস্তা গ্রন্থে বৃত্র, অহি প্রভৃতির এইরূপ পরিচয় পাইয়া তাঁহারা এই রূপক-তত্ত্বই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।'

ঋগ্বেদে বৃত্রের নাম 'অহি' বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ—সর্প। সেই 'অহি' শব্দ হইতেই জেন্দ আভেস্তার 'অজি' এবং 'অহিদহক' হইতেই জেন্দ-আভেস্তার 'অদিহকের' উৎপত্তি। 'অঙ্গ্রৈমৈন্যু' বা অসদাত্মা জেন্দ আভেস্তায় সর্প-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বেদোক্ত বৃত্রের ছায়া প্রথমে জোরওয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মে এবং তাহা হইতে পর্য্যায়ক্রমে য়িহুদীগণের, খৃষ্টানগণের এবং মুসলমানগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পূর্ব্বোক্ত অনুসৃতির বিষয় স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,—আভেস্তা গ্রন্থে প্রধান অসদাত্মাকে সর্প বা অজিদহক বলা হইয়াছে বলিয়া জেনেসিসের তৃতীয় অধ্যায়োল্লিখিত সর্পরূপ সয়তানের প্রসঙ্গ তাহার

ঋকের একটী পাদ—"প্রাবো বাজেষু বাজিনং।" এ বাক্য বহু-ভাবদ্যোতক। ভাষ্যকারগণ ইহার ব্যাখ্যা করেন,—"বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং যুদ্ধবন্তং প্রাবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্ অসি।" অর্থাৎ—'বহু যুদ্ধে নিযুক্ত যোদ্ধৃগণকে আপনি প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন।' সে যুদ্ধ—কেমন যুদ্ধ ? অন্তরে অহরহঃ সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির যুদ্ধ চলিয়াছে। সদ্বৃত্তি-সমূহ অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দূরে অপসারিত করিয়া, মনোময়কে মনো-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে; আর অসদ্বৃত্তি-সমূহ তাহাতে বাধা জন্মাইতেছে। ইন্দ্রদেব সৎ ও অসতের সেই দ্বন্দ্বে, অসতের বিনাশ-সাধনে সতের প্রতিষ্ঠা করেন,—'প্রাবো বাজেষু বাজিনং' বাক্যে

অনুসরণ বলিয়া মনে হইতে পারে না। জেনিসিসে সর্পের যেরূপ ধূর্ত্ততার ও উত্তেজনা-পূর্ণ প্রকৃতির বিষয় অঙ্কিত হইয়াছে, বেদে বা জেন্দ আভেস্তায় অসদাত্মার সেরূপ ভীষণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।' * যাহা হউক, প্রকারান্তরে ম্যাক্সমূলার একে অন্যের অনুসরণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—জেনিসিসের পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহে (প্রথম ক্রনিকেল্স্ একবিংশ অধ্যায়ে) ইসমাইলকে হত্যা করিবার জন্য সয়তান ডেভিডকে উত্তেজিত করিতেছে; এবং দ্বিতীয় স্যামুয়েলের চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে এইরূপ ক্রোধোত্তেজনার বিষয় বর্ণিত আছে। সেখানে ইসমাইল এবং জুডার প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং নিউটেষ্টামেণ্টের যে সকল অংশে অসদাত্মার ক্ষমতার বিষয় বিবৃত আছে, তন্মধ্যে পারসিকগণের প্রভাবের বিষয় স্বীকার করিতে পারি।' † ঋগ্বেদের অনুবাদকগণ বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—মেঘেরই নাম—বৃত্র ও অহি। 'বৃ' ধাতু হইতে 'বৃত্র' আবরণার্থে এবং 'হন্' ধাতু হইতে 'অহি' হননার্থে; এক অর্থে 'সূর্য্যরশ্মি আবরণ', অপর

---

* Vide, Prof. Max Muller, *Chips from a German Workshop.*

† রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই দৃশ্য প্রদর্শনে ঋগ্বেদের টীকায় লিখিয়াছেন,—'Ahi reappears in the Greek Echies-Echidna the dragon which crushes its victim with its coil—Cox's *Introduction to Mythology and Folklore*, P. 85. note. But besides Kerberos, (ঋগ্বেদের যমের কুকুর সর্বরা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhon and Echidna (ঋগ্বেদের অহি); The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That Vedic Vritra should reappear in Greece in the shape of a dog need not surprise us. Thus we discover in Hercules the victim of Orthros, a real Vritrahan.—Max Muller's *Chips from a German Workshop*, vol. II, pp. 184, 185."

সেই ভাবই উপলব্ধ হইতেছে। উহার আর এক অর্থ—ইন্দ্রদেব অন্নসমূহ পালন করেন। যাঁহারা অন্নের অভিলাষী—অন্নগতপ্রাণ; তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেবের সেইরূপ মাহাত্ম্যই পরিব্যক্ত। 'বাজেষু বাজিনং' শব্দদ্বয়ে—'অশ্বের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট' অর্থও উপলব্ধি হয়। তিনি ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট কেন?—ভক্তের উদ্ধার-সাধন-জন্য। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া সে যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকে, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করিয়া তাহার বিপদ নিবারণ করেন। উহার এক অর্থ,—'যাঁহারা মুনিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, ইন্দ্রদেব তাঁহাদিগকে ব্যাপিয়া থাকেন।' এস্থলে বিভিন্ন স্তরের সাধকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহারা সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই

অর্থে 'সূর্যরশ্মি হনন' বা অপহরণ। বৃত্র ও অহি যেমন জেন্দ আভেস্তার রূপান্তরে পরিগৃহীত হইয়াছে, গ্রীসেও উহাতে সেই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃত্রাসুরের জন্ম-বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহার বীরত্ব-বিক্রম, তাঁহার সংসার-কাহিনী বড়ই অদ্ভুত। প্রজাপতি ত্বষ্টা, দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করেন। রচনার গর্ভে তাঁহার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপ আপনার প্রতিভা-প্রভাবে দেবগণের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পুরাণে প্রকাশ,—সেই দেবপুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটী মুণ্ড ছিল। তিনি একটী মুণ্ডে সোম পান করিতেন, একটী মুণ্ডে সুরা পান করিতেন, এবং অপর মুণ্ডে অন্নভোজন করিতেন। তিনি যজ্ঞকালে দেবগণকে প্রকাশ্যভাবে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন বটে; কিন্তু মাতৃস্নেহের অনুবর্ত্তী হইয়া মাতৃকুল অসুরদিগকেও তিনি গোপনে যজ্ঞাংশ হবির্ভাগ দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হন; বিশ্বরূপ দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিয়াছেন মনে করিয়া, ইন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা তাহাতে ইন্দ্রের উপর রোষান্বিত হইয়া ইন্দ্র-হত্যার কামনায় যজ্ঞাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে একটী ভীষণাকার অসুর উৎপন্ন হয়। তাহারই নাম—বৃত্রাসুর।' কোথাও কোথাও আবার দৃষ্ট হয়,—গয়াসুরের পুত্রের নাম বৃত্রাসুর। মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া, সে দেবগণের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইত্যাদি।' যাহা হউক, আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল, শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়,—'সেই অসুরের বর্ণ তপ্ততাম্রতুল্য, লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রাখর্য্য-সম্পন্ন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। সেই অসুর, পদভরে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া, ত্রিশিখ শৃঙ্গদ্বয়ে স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রাসিত করিয়া, ইন্দ্রবধে ধাবমান হয়।' তখন তাহার প্রভাবে ত্রিলোক আবৃত হইয়াছিল; তজ্জন্যই সে 'বৃত্র' নামে অভিহিত হয়। সেই অসুর, দেব-দানব

শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাসম্পন্ন,—মুনিজনের জ্ঞানিজনের মধ্যে তাঁহারাই উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হন। যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন। শ্রীভগবান তাঁহাদের মধ্যেই সুপরিব্যক্ত; তাঁহারাই তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন,—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

যাঁহারা মুনিজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-প্রজ্ঞা-সম্পন্ন, যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাঁহাদের লক্ষণ নিম্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

সকলকেই কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্র বহু চেষ্টা করিয়াও, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে হনন করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অসুর বধের জন্য প্রার্থনা করেন; বলেন,—"হে কৃষ্ণ! ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রাসুর ত্রিভুবন-গ্রাসে উদ্যত। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং তেজ সমস্তই সে গ্রাস করিয়াছে। আপনি তাহার সংহার-সাধন না করিলে, আর উপায়ান্তর নাই।" বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন,—"ঋষি-শ্রেষ্ঠ দধীচি (দধ্যঞ্চ) তপস্যা প্রভাবে দৃঢ়দেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অস্থি যাচ্ঞা কর। সেই অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, সেই অস্ত্রে বৃত্রের সংহার-সাধন হইবে।" * দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই পরামর্শ শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে, মহর্ষি দধীচির নিকট গমন করিয়া, দেবগণ তাঁহার দেহ ভিক্ষা চাহিলেন। মহর্ষি দধীচি, দেবগণের প্রার্থনা মাত্র, দেহ-দানে সম্মত হইলেন; কহিলেন,—"আমার দেহ দান করিলে যদি দেবগণের উপকার হয়, দেবগণ নিষ্কণ্টক হন, পৃথিবী অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পান, আমি দেহদানে ধন্য হইব।" এই বলিয়া, দেবগণের হস্তে দধীচি আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন দধীচির অস্থি লইয়া, বিশ্বকর্ম্মার † সাহায্যে, বজ্র প্রস্তুত হইল। আবার—বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের তুমুল সংগ্রাম চলিল। সেই যুদ্ধে নমুচি, শম্বর, অনর্ব্বা, দ্বিমূর্দ্ধা, হয়গ্রীব, শঙ্কশিরা, বিপ্রচিত্ত, অয়োমুখ, পুলোমা, বৃষপর্ব্বা, প্রহেতি

---

* দেবী ভাগবতে দৃষ্ট হয়,—ভগবতীর আরাধনায় দেবগণ আপনাদিগের আয়ুধে-বল-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর ব্রহ্মার বরে বৃত্রাসুর ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াছিলেন।

† প্রজাপতি ত্বষ্টার অপর নাম—বিশ্বকর্ম্মা। কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই, ইন্দ্রবধের জন্য বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করিয়াও, তাহার কলুষ-চরিত্রে বিশ্বকর্ম্মা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তাই শেষে তিনি বৃত্রের সংহার-সাধন জন্য বজ্র-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইত্যাদি উক্তিতে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহার সেই উক্তির মর্ম্ম এই যে,—

‘যে নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি হৃদয়ের যাবতীয় বাসনার মূলোচ্ছেদ করিয়া পরমার্থদর্শনামৃতসেবনে অপার আনন্দ উপভোগ করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহার প্রশান্ত হৃদয় সাংসারিক সুখদুঃখে বিচঞ্চল হয় না, সুখ-দায়ক বস্তু লাভ-জন্য যিনি লালায়িত নহেন, যিনি আসক্তি, ভীতি, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসমূহকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে

প্রভৃতি দৈত্যগণ এবং সুমালী, মালী প্রভৃতি অসুরগণ বৃত্রের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে তাহাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়। দীধীচি-অস্থি-বিনির্ম্মিত কুলিশ-প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। যুদ্ধের সময় অসুরেন্দ্র বৃত্র রথাদি সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নারায়ণ কবচ, যোগবল ও মায়াবলের প্রভাবে ইন্দ্র তাহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন এবং গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ তাহার মস্তক ছেদন করেন। ক্রমাগত তিন শত ষষ্টি দিন কাল বজ্রের দ্বারা হনন করিয়া, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের মস্তকছেদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। * বৃত্রবধে ইন্দ্র—বৃত্রহা প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন।

---

* দেবীভাগবতের মতে,—ইন্দ্র বঞ্চনা করিয়া বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বৃত্র, ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল—দিবাভাগে বা রাত্রি কালে তাহার মৃত্যু হইবে না এবং শুষ্ক বা আর্দ্র কোনও প্রকার শস্ত্রে তাহার মৃত্যু নাই। যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সন্ধির ছলে কৌশলে বৃত্রের মরণোপায় জানিয়াছিলেন। দিবা ও রাত্রির সন্ধি-মুহূর্ত্তে, সাগরজলের পর্ব্বতোপম জলফেণ লইয়া, সেই ফেণাবৃত বজ্রের দ্বারা তিনি বৃত্রকে হনন করেন। শতপথব্রাহ্মণে এতৎসম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—

“ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া নমুচিরহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপানোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেন ন আর্দ্রেন অথ মে ইদমহার্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবন্নস্তু নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্বিনৌ চ সরস্বতি চ অপাম্ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্ক ন আর্দ্রঃ ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরাসুরস্য ব্যুষ্টয়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্য শীর্ষংশ্ছিন্নে লোহিতমিশ্রঃ সোমোঽতিষ্ঠৎ।” (শতপথ ব্রাঃ ১২।৭।৩১)।

‘নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করে। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন,—‘আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে, দিবায় অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিম্বা মুষ্টিতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্র স্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি প্রভৃতি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন,—তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিও দ্বয় সরস্বতী জলের ফেণার দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন,—‘এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়।’ ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য্য এখনও উদয় হয় নাই, কাজেই এখন রাত্রিও নয়, দিনও নয়। তাঁহার মস্তক ছেদনকালে সোম রক্তমিশ্রিত ছিল, তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা আবার সকলে পান করিলেন।’

সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সকল বিষয়ে আসক্তি-পরিশূন্য, যিনি অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হইলে হর্ষোৎফুল্ল এবং প্রতিকূল ঘটনা-দর্শনে বিষাদ-ব্যাকুল হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেমন সামান্য ভয় প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃ আপনার করচরণাদি আকর্ষণ করে, সেইরূপ যে জ্ঞানী পুরুষ স্বকীয় ইন্দ্রিয়-সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা আকাঙ্ক্ষাহীন, যিনি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃত্তিকা পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিবিশিষ্ট, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। জলমধ্যে অবস্থিত হইলেও পদ্মপত্র যেরূপ জলদ্বারা লিপ্ত হয় না; সেইরূপ বিষয়-সংলিপ্ত থাকিলেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মের দ্বারা পরিলিপ্ত নহেন। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্ম্মই ব্রহ্মে সমর্পিত; তাঁহাদের কর্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিত। যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহারাই শ্রীভগবানের প্রিয়; শ্রীভগবান তাঁহাদিগকেই ব্যাপিয়া আছেন।'

এ ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই পরম পুরুষ ইন্দ্রদেব সংসার-ভয় নিবারণ করেন, তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার কৃপা লাভ করিলে, তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রুনাশক, রিপুনাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। তোমার ভক্তিরসামৃত তাঁহাকে উৎসর্গ কর। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবেন। জ্ঞানালোকে তখন তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।' (১ম—৪সূ—৮ঋ)।

———

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।
ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ত্বা। বাজেষু। বাজিনং। বাজয়ামঃ। শতক্রতোইতি শতঽক্রতো। ধনানাং। ইন্দ্র। সাতয়ে॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘শতক্রতো’ (বিচিত্রকর্ম্মকারিন্, সৎকর্ম্মসহযুত) ‘ইন্দ্র’ (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ‘তং বাজেষু’ (যুদ্ধেষু সদসদ্বৃত্ত্যোঃ সংগ্রামেষু) ‘বাজিনং’ (বলবন্তং, অন্নযুক্তং অস্মাকং সহায়স্বরূপমিতি ভাবঃ); ‘ধনানাং’ (অভীষ্টানাং, স্নেহানাং) ‘সাতয়ে’ (সম্ভজনায়, সম্যক্ প্রাপ্তয়ে) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘বাজয়ামঃ’ (হবিরর্পয়ামঃ, প্রার্থয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। হে ভগবন্! কৃপাপ্রার্থীনাং অস্মান্ সঙ্কটে সমরে সংরক্ষ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম ৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্রকর্ম্মকারী (সৎকর্ম্মসহযুত) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যুদ্ধকালে (সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে) অভীষ্ট-লাভের নিমিত্ত (আপনার স্নেহকরুণা-লাভের আশায়) আপনাকে আমরা হবিঃ অর্পণ করিতেছি। (আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি)। (১ম—৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মযুক্ত যদ্বা বহুপ্রজ্ঞানযুক্তেন্দ্র ধনানাং সাতয়ে সম্ভজনার্থং বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং বলবন্তং ত্বা পূর্ব্বমন্ত্রোক্তগুণযুক্তং ত্বাং বাজয়ামঃ। অন্নবন্তং কুর্ম্মঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! অর্থাৎ বহুকর্ম্মযুক্ত কিম্বা বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত ইন্দ্রদেব। আমরা ধন-সমূহের সম্যক্ ভজনার্থ (অর্থাৎ অভীষ্ট-প্রাপ্তির কামনায়) সংগ্রামে বলবান এবং পূর্ব্বোমন্ত্রোক্ত গুণযুক্ত (অর্থাৎ যুদ্ধে বৃত্রপ্রমুখ শত্রুসমূহের হননকর্ত্তা এবং যুদ্ধমান স্বভক্ত যোদ্ধবৃন্দের রক্ষক) আপনাকে অন্নযুক্ত করিতেছি। (অর্থাৎ,—আপনাকে স্তুতিযুক্ত করিতেছি- আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনাকে অন্নযুক্ত করিলে, আমরা

রণ ইত্যাদিষু ষট্‌চত্বারিংশৎসু সংগ্রামনামসু পৌংস্যে মহাধনে বাজে অজ্মন্নিতি পঠিতং। অষ্টাবিংতিসংখ্যাকেষন্ননামস্বন্ধো বাজঃ পাজ ইতি পঠিতং। উরুতূবীত্যাদিষু দ্বাদশসু বহুনামসু শতং সহস্রমিতি পঠিতং। অপোহপ্ন ইত্যাদিষু ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু শক্রক্রতুরিতি পঠিতং। কেতঃ কেতুরিত্যাদিম্বেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু ক্রতুরসুরিতি পঠিতং॥

ত্বা। অনুদাত্তং সর্ব্বমিত্যনুবৃত্তৌ ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি ত্বাদেশঃ। বাজেষু বজব্রজগতৌ। বাজয়তি গময়তি শরীরনির্ব্বাহমনেনেতি বাজো বলমন্নং বা। ণ্যন্তাৎকরণে ঘঞ্। তত্র ঞিৎস্বরস্যাপবাদে কর্ষাত্বতঃ। পা০ ৬ ৪।১৫৯। ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তপস্যাপ্যপবাদত্বেন বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১।২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বাজয়ামঃ। বাজোঽস্যাস্তীতি বাজবান্। তং কুর্ম্ম ইত্যর্থে তৎকরোতি। পা০ ৩।১।২১। তদাচষ্টে। পা০ ৩।১।২৫। ইতি ণিচ্। ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতিপদিকস্য। ৬।৪।১৫৫।২। ইতি তস্মিন্ পরতইষ্ঠবত্ত্বাবাদ্বিন্মতোর্লুক্। পা০ ৫।৩।৬৫। ইতি মতুপোলুক্। টেঃ। পা০ ৬।৪।১১৫। ইত্যকারলোপঃ। ণিচাশ্চত্বাদন্তোদাত্তত্বং।

সম্যক্‌রূপে ধন-সমূহের ভোগাধিকারী হইতে পারিব।) "রণ" ইত্যাদি ষট্‌চত্বারিংশৎ (ছয়চল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রাম নামের মধ্যে "পৌংস্য মহাধনে বাজেঽজ্মন্" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক অন্ন নামের মধ্যে "অন্ধো বাজঃ পাজঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "উরুতূবি" ইত্যাদি দ্বাদশ (বার) সংখ্যক বহুনামের মধ্যে "শতং সহস্রং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "অপোহপ্নঃ" ইত্যাদি ষড়্‌বিংশতি (ছাব্বিশ) সংখ্যক কর্ম্মনামের মধ্যে "শতক্রতুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "কেতঃ কেতুঃ" ইত্যাদি একাদশ (এগার) প্রকার প্রজ্ঞা-নামের মধ্যে "ক্রতুঃ অসুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে॥

"ত্বা" এই পদটি "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" এই সূত্রানুসারে, (যুষ্মদ্ শব্দের সহিত দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে) "ত্বা" আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং "অনুদাত্তং সর্ব্বং" এই অনুবৃত্তিতে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইহার দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়"—এই অর্থে গত্যর্থ বজ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর বহুবচনে) "বাজেষু" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বাজ শব্দে বল কিম্বা অন্নকে বুঝাইতেছে। সেই বাজ শব্দে ঞিৎস্বরের অপবাদ হইয়া (অর্থাৎ লোপ হইয়া) "কর্ষাত্বতঃ" (৬।১।১৫৯) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তাহারও অপবাদ (নিষেধ) হেতু "বৃষাদীনাঞ্চ" (পা০ ৬।১।২০৩) সূত্র দ্বারা উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বাজ ইহার আছে"—এই অর্থে (মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া) 'বাজবান' শব্দ নিষ্পন্ন। "সেই বাজবান অর্থাৎ অন্নযুক্ত করিতেছি"—এই অর্থে, "তৎকরোতি" (পা০ ৩।১।২১) "তদাচষ্টে" (পা০ ৩।১।২৫) এই সূত্র দ্বারা ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। নিচ্ প্রত্যয় হওয়ায় পর, "ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতিপদিকস্য" (পা০ ৬।৪ ৫৫।১) এই সূত্রের দ্বারা সেই "বাজবৎ' শব্দের ইষ্ঠবদ্ভাব হেতু "বিন্মতোর্লুক্" (পা০ ৫।৩।৬৫) সূত্র অনুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে; এবং "টেঃ" (পা০ ৭।৪।১৫৫) এই সূত্রের দ্বারা 'বাজ' শব্দের অ-কারের লোপ করিয়া বাজি ণিজন্তের উত্তর লট্ বিভক্তির উত্তমপুরুষের বহুবচনে "বাজয়ামঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

শপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বং লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাখ্যাতস্যাপ্যনুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাত্তিঙ্ঙতিঙ ইতি ন নিঘাতঃ। শতক্রতো আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। ধনানাং। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। সাতয়ে। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতি সাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চেতি ক্তিন্নুদাত্তঃ॥ (১ম—৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "বাজেষু বাজিনং" অর্থাৎ 'যুদ্ধে প্রভূত বীর্য্যশালী' বলা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় বীর্য্যবন্ত আর কে আছে? তিনি সকল শক্তির মূলাধার। শক্তিরূপী—তিনি; তিনি শক্তির-সঞ্চার না করিলে, তিনি সহায় না হইলে, শক্তি কোথায় মিলিবে?—শত্রুনাশের সামর্থ্য কিরূপে মিলিবে?

কিবা লৌকিক জগতে কিবা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বকালে বিষম সংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে কেহ জয়লাভ করিতেছে, কেহ বিধ্বস্ত হইয়া পতনের অতলতলে নিমজ্জিত হইতেছে। কালরূপী রিপুগণ সদাই প্রবল হইয়া আছে; কামক্রোধাদি সদাই অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তাই জ্ঞানালোক-প্রাপ্তির কামনায় সৎস্বরূপের করুণা আকর্ষণের প্রয়াস,—এই ঋকে দেখিতে পাই। তিনি "বাজেষু বাজিনং"—তিনি অদ্বিতীয় যোদ্ধ-পুরুষ—তিনি অশেষ বলবন্ত। তিনি যদি হৃদয়ে

এস্থলে ণিচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু, অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (আগম) শপের পিত্ত্ব-হেতু, অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। আখ্যাতের (তিঙের) লসার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু (দ্বিতীয় পাদের আদিভূত বলিয়া) "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত স্বর (অনুদাত্ত স্বর) হয় নাই। "শতক্রতো" এই পদটী, সম্বোধনান্ত বলিয়া, আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "ধনানাং" এই পদটীতে "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রের দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সাতয়ে" এই পদটীতে, উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তি-প্রযুক্ত, 'ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ"—এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম - ৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

বলসঞ্চার করেন, তাহা হইলে ভাবনা কি? রিপু-দস্যু আপনিই পরাভূত হইবে;—জ্ঞান-সূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয়ের অন্ধকার আপনিই বিদূরীত হইবে।

সত্যজ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পরিলে, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে—রিপু-দস্যুর নির্ম্মূল-সাধনে সমুৎসুক থাকিলে,—সত্যের অনুসন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান—সৎস্বরূপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারা লোক-সমূহ ধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ—তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী হইতে পারেন। শাস্ত্রোপদেশ হইতে বুঝা যায়,—একমাত্র সত্যের আশ্রয়েই সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়; একমাত্র সত্যের সাহায্যেই সে বলে বলীয়ান হওয়া সম্ভবপর। তদ্ভিন্ন—সত্য-বল, ধর্ম্মবল ভিন্ন—অভীষ্ট-লাভের সম্ভাবনা নাই।

সত্য-বল—শ্রেষ্ঠ-বল। সত্যের অনুসরণেই যদি সাধনার ধন লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সত্যের স্বরূপ কি বুঝিতে হইবে। যাহা সত্য, যেমন কয়িয়াই দেখ, তাহা কখনই অসত্য বা অসৎ হইতে পারে না। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যেই সৎকে পাইতে পারি; আবার জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে,—আলোক সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর। আলোক-লাভ না হইলে—জ্ঞানলাভ না হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে,—কখনই সৎ-স্বরূপকে পাওয়া যায় না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—অজ্ঞান জন ভ্রমবশে সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। অজ্ঞানান্ধ যে মূঢ় ব্যক্তি, সে এই সংসারকে সুদূর-প্রবাহিত বলিয়া মনে করে; তজ্জন্যই তাহাকে মধ্যে মধ্যে অলীক দুঃসহ দুঃখ ও মিথ্যা-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে হয়। যেমন পরিস্কৃত ভূমি হইতে

দুর্ব্বাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখস্পর্শ বৃক্ষ হইতে তীক্ষ্ণধার দুঃখস্পর্শ কণ্টক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে শত-দিক হইতে শত শত বাসনার উদয় হইয়া থাকে। যে অজ্ঞ,—যাহার চৈতন্য নাই, তাহার অন্তঃকরণও চৈতন্যশূন্য জড়,—পরিদৃশ্যমান্ মৃত্তিকার ন্যায় অসার। মাটিতে সমস্তই জন্মে। অচৈতন্য পৃথিবীর বক্ষে জীবন-বিনাশক বিষলতাও জন্মিয়া থাকে;—সেও ফুলফলে নব নব পল্লবে কত শোভা ধারণ করে। মূর্খে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হয়। মূর্খের হৃদয় মৃত্তিকার ন্যায় অসার। তাই তাহাতে কোমলপল্লবা বিষলতারূপিণী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পায়। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চল নয়নই চঞ্চল ভ্রমরী। সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাদের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব। মূর্খে উহা দেখে, আর মোহিত হইয়া যায়। জলময় সমুদ্র, ভীষণ তরঙ্গে নিয়তই অশান্ত। তাহার দুঃখমূর্ত্তি বাড়বানল রূপে তাহাকে কতই দুঃখ দিয়া থাকে। সংসারে যে অজ্ঞ, তাহারও সেই দুর্গতি। যে জগৎ জ্ঞানীর চক্ষে অতি কোমল—অতি সুন্দর এবং যাহা গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প জলময়, অতি ক্ষুদ্র এবং অনায়াসে পার হইবার যোগ্য; সেই জগৎই অজ্ঞের পক্ষে অগাধ জলময় এবং একেবারে অপার।" জ্ঞান-লাভে অজ্ঞতা-দূর ভিন্ন সে জলধি উদ্ধারের উপায় নাই।

"সত্যাৎ পরো নাস্তি ধর্ম্মঃ",—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই। সত্যপর হওয়া ভিন্ন অজ্ঞতা দূর হওয়া সম্ভব নয়। সত্যপর হইতে পারিলে, সত্য-ধর্ম্ম-পালনে অভ্যস্ত হইলে, আলোক-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সত্যই আলোক;—সেই আলোক-সাহায্যেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি শুদ্ধ-চৈতন্য, তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) তাই বলিয়াছেন,—

> 'ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি
> ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
> পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো-
> ঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং।"

ঋকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, করুণার আধার সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা

হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে বিচিত্রকীর্ত্তি ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষ-বলসম্পন্ন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠবল—সত্যবল প্রদান করুন;—যেন আমরা ইহলৌকিক সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে পারি। আপনি আলোকময় সত্যস্বরূপ; আপনি সত্যের আলোক প্রদান করুন। আপনি করুণাময়; আপনি কৃপাকণা বিতরণ করুন। যেন আলোক-সাহায্যে আলোক দেখিতে পাই,—যেন সত্যের সাহায্যেই সৎস্বরূপকে জানিতে সমর্থ হই,—যেন আপনার সাহায্যে আপনাকে চিনিতে পারি,—যেন সতের মধ্যে সৎস্বরূপকে দেখিয়া সতের অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকি,—যেন সৎ-সাহায্যে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' ঋকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৪সূ—৯ঋ)॥

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

যো রায়োঽবনির্মহান্ৎসুপারঃ সুন্বতঃ সখা।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। রায়ঃ। অবনিঃ। মহান্। সুঽপারঃ। সুন্বতঃ। সখা।

তস্মৈ। ইন্দ্রায়। গায়ত ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। 'যঃ' (ইন্দ্রঃ) 'রায়ঃ' (ধনস্য) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অবনিঃ' (রক্ষকঃ, আকরঃ) 'সুপারঃ' (শোভনকর্ম্মণাং পালকঃ, উত্তমকর্ম্মণাং পূরয়িতা) 'সুন্বতঃ' (শোভনকর্ম্মকারিণঃ জনস্য, স্থিতচিত্তস্য) 'সখা' (মিত্রং, প্রিয়ঃ) 'তস্মৈ' 'ইন্দ্রায়' (দেবায়) 'গায়তঃ' (স্তুত) যূয়মিতি শেষঃ। হে জীব। ত্বং সর্ব্বান্তঃকরণেন ভগবন্তং পূজয়। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! যিনি ধনের রক্ষক (অথবা ধনের শ্রেষ্ঠ আকর), যিনি সুপার (অর্থাৎ, শোভন কর্ম্মের পালক অথবা উত্তমকর্ম্মের পূরক), যিনি 'সুন্বতের' অর্থাৎ শোভনকর্ম্মকারীর (স্থিত-প্রজ্ঞের) সখা, তোমরা সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে স্তব কর॥ (১ম—৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রো রায়ো ধনস্যাবনী রক্ষকঃ স্বামী বা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত। হে ঋত্বিজস্তৎপ্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। মহান্। গুণৈরধিকঃ। সুপারঃ। সুষ্ঠু কর্ম্মণঃ পূরয়িতা। সুন্বতো যজমানস্য সখা সখিবৎপ্রিয়ঃ।

রায়ঃ। উড়িদং পদাত্বপ্পুম্রৈহ্যভ্য ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবনিঃ। অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্ত্যবগমপ্রবেশশ্রবণস্বাম্যর্থযাচনক্রিয়েচ্ছাদীপ্ত্যবাপ্ত্যালিঙ্গনহিংসাদানভাববৃদ্ধিষু চেত্যস্মাদ-ত্তিস্থধ্বমম্যশ্যাবতৃভ্যোঽনিঃ। উঃ ২.৯৮। ইত্যানপ্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। সুপারঃ। পৄ পালন-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

য ইন্দ্রদেব, ধনের রক্ষক অথবা স্বামী, হে ঋত্বিক্গণ! আপনারা সেই ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত স্তুতি করুন। ইন্দ্রদেব কিরূপ? "মহান্"—অধিক গুণযুক্ত অর্থাৎ গুণসমূহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "সুপারঃ" অর্থাৎ সুষ্ঠু (উত্তম) কর্ম্মের পূরয়িতা (পূরণকর্ত্তা)। সোমাভিষবযুক্ত যজমানের সখার ন্যায় প্রিয়।

"রায়ঃ"এই পদটীর "উড়িদং পদাত্বপ্পুম্রৈহ্যভ্যঃ" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রক্ষণ-গতি-প্রীতি-তৃপ্তি-অবগম-প্রবেশ-শ্রবণ-স্বাম্যর্থ যাচনক্রিয়া-ইচ্ছা-দীপ্তি-আলিঙ্গন-হিংসা-দান-ভাব-বৃদ্ধি,"—এই অর্থ-সম্পন্ন 'অব্' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্থধ্বধন্তশ্যাবিতৃভ্যোঽনিঃ" (উ০ ২.৯৮) সূত্র অনুসারে 'অনি' প্রত্যয় করিয়া "অবনিঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার 'অনি' প্রত্যয়ের আদি-স্বর উদাত্ত। সু পূর্ব্বক পালন কিম্বা পূরণার্থ পৄ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয়

পূরণয়োরিত্যস্মান্নিজন্তাৎ কর্ত্তরীত্যনুবৃত্তৌ পচাদ্যচ্। পা০ ৩।১।৬৮। চিতঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। ইত্যন্তোদাত্তঃ। সুব্রতঃ। শতুরনুমো নদ্যজাদী। পা০ ৬।১।১৭৩। ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। সখা। সমানেখ্যশ্চোদাত্তঃ। উ০ ৪।১৩৮। ইতীণ্ প্রত্যয়ান্তঃ। তৎসন্নিয়োগেন যলোপঃ। সশব্দস্য চোদাত্তঃ। ডিত্বাট্টিলোপঃ। তস্মৈ। অদিরিত্যনুবৃত্তৌ ত্যজিতনিযজিভ্যোডিৎ। উ০ ১।১৩০। ইতি তনোতেরদিপ্রত্যয়ঃ। ডিত্বাট্টিলোপে প্রত্যয়স্বরেণ তচ্ছব্দ উদাত্তঃ। ত্যদাদ্যত্বং একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিরিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বপ্রাপ্তৌ প্রথমৈকবচনেঽবর্ণান্তত্বান্নগোশ্বন্সাববর্ণ। পা০ ৬।১।১৮২। ইতি নিষেধঃ। ইন্দ্রায়। ইন্দ্রশব্দো রন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সংপ্রদানং। পা০ ১।৪।৩২। ইত্যত্র ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং। পা০ ১।৪।৩২।১। ইতি বচনাদ্গানক্রিয়য়া প্রাপ্যত্বাৎ সংপ্রদানত্বেন চতুর্থী॥ (১ম—৪সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমেঽষ্টমোবর্গঃ॥ ৮॥

করিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের (পা০ ৩।১।৬৮) অনুবৃত্তিতে "পচাদ্যচ্" (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সূত্রের দ্বারা অচ্ প্রত্যয় করিয়া "সুপারঃ" পদটা সিদ্ধ হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" (পা০ ৬।১।১৭৩) এই সূত্রের দ্বারা "সুব্রতঃ" এই পদটার বিভক্তি-স্বর উদাত্ত। "সখা" এই পদটী (সমান শব্দ পূর্ব্বক খ্যা ধাতুর উত্তর) "সমানে খ্যশ্চোদাত্তঃ" (উ০ ৪।১৩৮) এই সূত্রের দ্বারা ইণ্ প্রত্যয় ও সন্নিয়োগ বশতঃ য-কারের লোপ হইয়া নিষ্পন্ন সমান শব্দের স্থানে 'স' আদেশ করিয়া 'স' শব্দের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঙিত্ত্ববশতঃ টি-এর লোপ হইয়াছে। "তস্মৈ" এই পদটার মূলীভূত তদ্ শব্দ,—তন্ ধাতুর উত্তর 'অদিঃ' এই অনুবৃত্তিতে "ত্যজিতনিযজিভ্যোডিৎ" (উ০ ১।১৩০) এই সূত্রের দ্বারা অদি প্রত্যয় করিয়া এবং ডিত্ব-বশতঃ টি-এর লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব প্রত্যয়-স্বর নিমিত্ত উক্ত তদ্ শব্দে উদাত্তস্বর হইয়াছে; এবং ত্যদাদ্যত্ব হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রের দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। পরন্তু, "সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ" সূত্র অনুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমার একবচনে অবর্ণান্ত হয় বলিয়া "ন গোশ্বন্সাববর্ণ" (পা০ ৬।১।১৮) এই সূত্রের দ্বারা সেই উদাত্ত-স্বরের নিষেধ হইয়াছে; অর্থাৎ, সেই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হয় নাই। "ইন্দ্রায়" এই পদটার ইন্দ্র শব্দ, রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। রন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "কর্ম্মণাযমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (পা০ ১।৪।৩২) অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যিনি অভিপ্রেত হয়েন, তাঁহাকে সম্প্রদান কহে। "অত্র ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং" (পা০ ১।৪।৩২।১) অর্থাৎ এস্থলে ক্রিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—এইরূপ বচন আছে বলিয়া, গানরূপ ক্রিয়ার দ্বারা, সেই ইন্দ্রদেবের প্রাপ্তি হয় বলিয়া, উক্ত ইন্দ্র শব্দের উত্তর সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥

⁂

দশম (৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্ সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের পূজায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মানুষকে বলিতেছে,—'তোমরা তাঁহার শরণাপন্ন হও।'

ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দে, গুণ-বিশেষণে, ইন্দ্রদেবের স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঋকে ইন্দ্রদেবকে বলা হইয়াছে,—আপনি "রায়োঽবনির্ম্মহান" ; আপনি ধনের শ্রেষ্ঠ রক্ষক বা আকর। ইন্দ্রদেব যে ধনের শ্রেষ্ঠ আকর, সে ধন—কি ধন? অধিকারিভেদে এতদ্দ্বারা বিবিধ অর্থ সূচিত হয়। যাঁহারা ধনলোলুপ সাধারণ মানুষ—পুত্রকলত্রাদি-পরিপোষণ-ভার-প্রপীড়িত, তাঁহারা যদি তাঁহাকে ধনরত্নাদির আকর বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সহজে তাঁহার প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হইবেন। এক হিসাবে সেই ধনলোলুপ জনসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের বিষয় এতদ্দ্বারা সূচিত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে।

ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। অর্থের অনুগামী না হয়, এমন লোক সংসারে অতি বিরল। ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার তোষামোদ করিয়া ফেরা, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। ধন পাউক আর না পাউক, সে ধনীর পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইবে। মানুষের এই সাধারণ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মানুসারী করিবার জন্যই ঋকে শ্রীভগবানকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তিনি করুণার সাগর। তিনি ধনের শ্রেষ্ঠ আকর। তুমি ধন চাও; তিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী ;—তাঁহার অনুসরণ কর ; ধনলাভ করিবে। ঋকে তাঁহাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে,—পার্থিব ধনের প্রত্যাশায় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, মানুষ ক্রমশঃ তাঁহাতে শ্রেষ্ঠধন—মোক্ষধন দেখিতে পাইবে। তখন তাঁহাকে তেজোময় চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। হৃদয়ে যখন তাহার এইরূপ জ্ঞান-সঞ্চার হইবে, তখন তাহার আর তুচ্ছ পার্থিব ধন-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে

না। তখন সে আর তুচ্ছ-ধনের জন্য লালায়িত হইবে না। তখন তাহার মনোমধুকর সেই অম্লান-কুসুমের মধুপানের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

কিন্তু যিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন; তিনি ইন্দ্রদেবকে সেই শ্রেষ্ঠ ধন—সেই মোক্ষধনের আকর বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে মোক্ষধনের অধিকারী বলিয়া জানিয়া, তাঁহারা তাঁহার প্রতি ন্যস্তচিত্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম যে কি বস্তু, ইন্দ্রদেবের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহারা তাহাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি যে বাক্যের অতীত, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন। শ্রুতিতে আছে,—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

অর্থাৎ,—'যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মনকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।'

সাধকের মনে যখন এই ভাবের উন্মেষ হয়, সাধক যখন ব্রহ্মের এই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহার আত্মানন্দ লাভ হয়। তখনই তিনি তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়েন। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন,—

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ,—"তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন এবং অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন। তিনি নিত্য। ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত আত্মার সংযোগ-পূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশমান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ-শোক হইতে বিমুক্ত হন। পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি সদাকাল প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতাকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করিয়া প্রফুল্ল হয়েন।

শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) এতৎসম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন ;—

> "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ।"

অর্থাৎ,—'চিত্ত সমাহিত না হইলে, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে, কেবল জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।'

সেই জন্যই তাঁহাকে "সুপারঃ" অর্থাৎ শোভনকর্ম্মের পালক বা সুকর্ম্মের পোষক বা পূরক বলা হইয়াছে। শোভনকর্ম্ম কি—সুকর্ম্মই বা কি? যে কর্ম্মে মানুষের শোভা বৃদ্ধি হয়, তাহাই শোভনকর্ম্ম। মানুষের শোভা আর কি? যশঃ-খ্যাতি—মানুষের শোভা; সদ্‌গুণরাশি—মানুষের শোভা; সৎকর্ম্মরাজি—মানুষের শোভা। দৈহিক সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে যে প্রক্রিয়াদি, তাহাও শোভন-কর্ম্ম নহে। দৈহিক সৌন্দর্য্য—মরণের সঙ্গে-সঙ্গেই লোপ-প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহা নিত্য শাশ্বত সৌন্দর্য্য—তাহার আর ক্ষয়-ধ্বংস নাই। সে শোভা—সে সৌন্দর্য্য—সৎকর্ম্ম, যশঃ-খ্যাতি, দয়াদাক্ষিণ্যাদি। পুরাণেতিহাসে যে পুণ্যশ্লোক শোভনকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের পরিচয় দেখি, কত শত বর্ষ অতীত হইল, তাঁহাদের নশ্বর দেহ-সৌন্দর্য্য মৃত্তিকায় বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের শোভন-কর্ম্মের সৌন্দর্য্য আজিও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সৎকর্ম্ম-সদ্‌গুণরাশিই শ্রেষ্ঠ-শোভা। ইন্দ্রদেব সেই সৎকর্ম্মের পালক এবং সৎকর্ম্মকারিগণের রক্ষক। তাই তিনি—'সুপারঃ'।

মানবজীবন—কর্ম্মময়। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবে না। 'সু' 'কু', 'সৎ' 'অসৎ' ভেদে সে কর্ম্ম আবার দ্বিবিধ। সেই দ্বিবিধ কর্ম্মের একটী-না-একটীতে মানুষকে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবেই হইবে। কিন্তু সেই কর্ম্মের মধ্যে সু-কর্ম্ম সৎকর্ম্ম শ্রেয়ঃ-সাধক এবং কু-কর্ম্ম অসৎকর্ম্ম অশ্রেয়-বিধায়ক। সুকর্ম্মের সুফল এবং কুকর্ম্মের কুফল সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হয়। কিন্তু তথাপি অজ্ঞতা-নিবন্ধন সুকর্ম্মের প্রতি সহজে মানুষের অনুরাগ আকৃষ্ট হয় না। মানুষের সে অজ্ঞতা কিসে দূর হয়? কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই—সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেই—সে অজ্ঞতা দূর হইতে পারে। কর্ম্মের স্বরূপ, শাস্ত্র অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম

হরিতোষং যৎ।” যে কর্ম্মে ভগবানের তুষ্টি-সম্পাদন হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্মপদবাচ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সেই ভগবানকে পায়, যে ভগবানের কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। যাহার সকল কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্।”

অর্থাৎ,—‘হে কৌন্তেয়! যে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে কোনও দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ করিবে।’

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—ভগবানের কর্ম্ম আবার কিরূপ? তাহারও মীমাংসা শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি সৎস্বরূপ, সৎকর্ম্মই তাঁহার কর্ম্ম, সৎকর্ম্মেই তাঁহার প্রীতি। যে কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি, সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর। যদি তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সমাদর করিতে শিখ। যদি তাঁহাকে ন্যায়-স্বরূপ ন্যায়পর বলিয়া মনে কর। সঙ্গে সঙ্গে ন্যায় পরায়ণ হইতে অভ্যস্ত হও। যদি তাঁহাকে করুণার আধার বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে করুণা-বিতরণে দীক্ষা লও। তাঁহার যত গুণ, তোমাতেও যেন সেই সকল গুণের বিকাশ হয়। তাহা হইলেই তাঁহার পরিতোষ ঘটিবে, তাহা হইলেই তোমার শোভনকর্ম্ম করা হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে এই ভাবই সুন্দর পরিস্ফুট। শ্রীভগবান বুঝাইয়াছেন,—‘কর্ম্ম কর। কিন্তু কাম্য কর্ম্ম করিও না; নিষিদ্ধ কর্ম্মও করিও না। তবে কি কর্ম্ম করিবে? শোভনকর্ম্ম—সৎকর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম করিবে—ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া; কর্ম্ম করিবে—আসক্তি-পরিশূন্য হইয়া; অর্থাৎ, কাম্য বা নিজের হিতসাধন জন্য কোনও কর্ম্ম করিও না। এমন কর্ম্ম করিও, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়। অহিত-সাধক কর্ম্ম—কিবা নিজের, কিবা অপরের,—কাহারও উদ্দেশে করিতে নাই।’

সুতরাং—চাই সমচিত্ততা, চাই—সহৃদয়তা, চাই—অবিদ্বেষভাব। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। নভোমণ্ডলে দিনদেব উদিত হইয়া যেরূপ সর্ব্বত্র সমভাবে আলোক

বিতরণ করেন ; সংসারের সকল প্রাণী সমভাবেই যেমন তাঁহার আলোক-রশ্মি প্রাপ্ত হয় ; শ্রীভগবানও তেমনি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান থাকিয়া জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। সূর্য্যের যেমন দ্বেষ্য ও প্রিয় নাই ; তিনি যেমন তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে সকলকেই সমভাবে কিরণদানে চরিতার্থ করেন ; শ্রীভগবানও তেমনি অনুরাগ ও দ্বেষ বিরহিত ভাবে সকলকেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন। যেমন কল্প-বৃক্ষ, বৈষম্যবোধ বিরহিত হইয়া, পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে, প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন ; তদ্রূপ শ্রীভগবানও বৈষম্য-বিরহিত হইয়া, সকল প্রাণীতে সমদর্শন করেন। যাহারা যে প্রকারে ভগবানের ভজনা করে, তিনি সেই প্রকারেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি কামনা-পরিশূন্য, বিকাররহিত, অমৃত, স্বয়ম্ভূ ; তিনি নিজের আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত ; তিনি কিছুতেই ন্যূন নহেন। তিনি "অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূং রসে ন তৃপ্তো ন কুতশ্চনো নঃ !"

শ্রুতি (ঈশোপনিষৎ) তাই বলিয়াছেন ;—

"ঈশা বাস্যামিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

অর্থাৎ,—'এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদায়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া তাহা ভোগ কর। ধনে লোভ করিও না। তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন ; তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন।'

ব্রহ্মের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত জানিয়া, যিনি তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হন, তিনিই তাঁহার সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইতে পারেন। ভগবানের প্রিয়কর্ম্মই—সৎকর্ম্ম ; সেই কর্ম্মই শোভন-কর্ম্ম। তাহাই শ্রেয়ঃসাধক—তাহাই কল্যাণ-বিধায়ক,—তাহাই মোক্ষপথপ্রদর্শক।

ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে সেই সৎকর্ম্মের—শোভনকর্ম্ম-সমূহের পালক বা পূরক বলা হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ; সৎকর্ম্মেই তাঁহার পরিতোষ ;—সৎকর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ। সকল সৎকর্ম্ম, সকল সদিচ্ছা,

তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তাই তিনি—"সুপারঃ"। "সুপারঃ" বলিয়াই তিনি "সুন্বতঃ সখা" অর্থাৎ সুন্বতগণের স্থিতচিত্তদিগের সখাস্বরূপ।

কোনও ব্যাখ্যাকার "সুন্বতঃ সখা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'সোম-সংস্কারে বিনিযুক্ত যজমানগণ।' সে পক্ষে, আমরা বলি, লক্ষ্য করুন—সোম সুন্বত হয় কখন? সোম 'সুন্বত' সুসংস্কৃত হয় তখনই—যখন তাহা শ্রীভগবানের চরণসরোজে ন্যস্ত হয়;—যখন তাহা পার্থিব ক্লেদ-কলঙ্ক-বিমুক্ত হয়;—যখন তাহা একৈকশরণ্যভাবে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত থাকে। এ পক্ষেও সাধকের চিত্ত ভগবানের প্রতি সংন্যস্ত হওয়ার ভাবই বুঝাইতেছে। অবিমিশ্র অকলঙ্ক ভাব প্রাপ্ত না হইলে, সোম কিরূপে সুন্বত হইবে? তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন সে নির্ম্মলতা কিরূপে আসিবে? যাঁহারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তিনি তাঁহাদিগকে পালন করেন বলিয়াই তাঁহার নাম—"সুন্বতঃ সখা"।

'সুন্বত' শব্দের আর এক অর্থ—সংন্যস্ত। যাঁহারা তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়াছেন, তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুন্বত। 'সুন্বতঃ' শব্দে তাই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বুঝায়। যে নিগৃহীত-মনা সন্ন্যাসী, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বশীভূত করিয়া সেই ব্রহ্মকে পরমার্থজ্ঞানে তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ আছেন, তাঁহার চিত্তই ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার চিত্তই অবিকারে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন হইয়াছে। এইরূপে ইহলৌকিক সকল কর্ম্মের অবসানে, যখন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হয়, সাধক তখনই 'সুন্বত'-পদবাচ্য হন। সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে নিন্দা-স্তুতি বিষ্ঠা-চন্দন তুল্য বলিয়া উপলব্ধ হয়। তখনই তিনি নির্ব্বিকার,—তখনই তিনি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন ভক্ত ও ভগবান এক হইয়া যান;—দয়াল ঠাকুর তখন ভক্তের সুখে সুখ, ভক্তের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন; এবং ভক্তের বিপদে বিপদ জ্ঞান করিয়া সে বিপদ দূরীকরণে প্রযত্নপর হন। এই জন্যই তাঁহার 'সুন্বতঃ সখা' গুণ-বিশেষণের সার্থকতা।

ভাষ্যের মত এই যে, ঋক্‌টি ঋত্বিক্ যজমানের সম্বোধনমূলক। কিন্তু আমরা মনে করি, ঋক্‌টি আত্মোদ্বোধনসূচক। ঋকে বলা হইতেছে,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত

হও। তিনি শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী। তোমার অভীষ্টফল তিনি প্রদান করিবেন। পৃথিবী যেমন অনন্ত রত্নের আকর, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মও তেমনি অশেষ রত্নের আধার। যদি পার্থিব ধনের কামনা কর, তাঁহার উপাসনায় তোমরা সে ধন প্রাপ্ত হইবে। আবার যদি তোমরা মোক্ষধন-লাভের অভিলাষী হও, তাঁহার প্রসাদে তাহাও লাভ করিতে পারিবে। তিনি "সুপারঃ"—শোভন-কর্ম্মের পালক। তিনি সৎ—সৎস্বরূপ। তোমরা সৎকর্ম্মশীল হও; তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে। সৎ তিনি; সৎকর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ; সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তাঁহার প্রতি একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন হও; মোক্ষলাভে তাঁহার সামীপ্য প্রাপ্তি ঘটিবে। তোমার ভাবনা কি? তিনি 'সুন্বতঃ সখা'। তাঁহার প্রতি যদি তুমি সংন্যস্তচিত্ত হইতে পার, তোমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে; তোমার শোভন-কর্ম্মের প্রভাবে—সৎকর্ম্মের ফলে, তুমি তাঁহার সামীপ্য-সাযুজ্য-লাভে পরামুক্তি লাভ করিতে পারিবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এইরূপ ভাবই হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৪সূ—১০ঋ)।

—•—

পঞ্চম-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

অস্বিতি দ্বিতীয়ং সূক্তং দশর্চ্চং সুরূপকৃৎনুং দশেন্যনুবৃত্তাবাতুযুঞ্জন্তীত্যেবমনুক্রান্তত্বাৎ। ঋষিচ্ছন্দোদেবতাবিনিয়োগাঃ পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তু অতিরাত্রে তৃতীয়পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণশস্ত্রে স্তোত্রিয়োঽয়ং তৃচঃ। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ডে অস্বেতানিষীদত। আঃ ৬।৮। ইত্যুক্তত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমহ।

পঞ্চম-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"সুরূপকৃৎনুং দশ" এই অনুবৃত্তিতে, "আ তু যুঞ্জন্তি" এইরূপ অনুক্রম হইয়াছে বলিয়া, "আ তু" এইটী দ্বিতীয় সূক্ত। ইহাতেও দশটী ঋক্ আছে। সেই ঋক্-সকলের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। কিন্তু এই তৃচ্‌টীর (প্রথম ঋক্‌ত্রয়ের) অতিরাত্রযজ্ঞে তৃতীয় পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণ নামক শস্ত্র-কর্ম্মে স্তোত্রিয়রূপে (স্তুতিমন্ত্ররূপে) বিশেষ বিনয়োগ হইয়াছে। কেন-না, "অতিরাত্রে পর্য্যায়াণাং" এই খণ্ডে, "আত্বেতা-নিষীদত (আ০ ৬।৮)" এইরূপ কথিত হইয়াছে। সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ ("আ তু" ইত্যাদি ঋক্) কথিত হইতেছে॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। নবমো বর্গঃ।

পঞ্চমং সূক্তং।

এই সূক্ত—দ্বিতীয় ঐন্দ্র-সূক্ত নামে অভিহিত। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায় এই সূক্তও ইন্দ্রদেবতার আরাধনায় বিনিযুক্ত। ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তে) ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মরুৎ-দেবতার স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

বক্ষ্যমাণ সূক্তে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষণের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তিনি বহুরিপুনাশক, তিনি পুরুষার্থসাধনক্ষম, তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তিনি প্রভূতবলশালী, তিনি নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। এইরূপ, কত গুণ-বিশেষণেই তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। নির্গুণে গুণের আরোপ—অসীমে সসীমের কল্পনা—মনে স্বতঃই সংশয় আনয়ন করে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহারও সার্থকতা সপ্রমাণ হয়।

অতি সঙ্কীর্ণ মনোমন্দিরে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন। কিন্তু অনন্ত তিনি,—অনাদি তিনি। অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারিব—কি প্রকারে? তিনি নিরাকার—তিনি নির্ব্বিকার—তিনি অবাঙ্মনসগোচর। তিনি বাক্যের অতীত—তিনি দৃষ্টির অতীত। তিনি মন্ত্রের অগোচর—শূন্যস্বরূপ বিরাট্ পুরুষ।

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ নিত্যং।
বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ)

ক্ষুদ্র আমি—ক্ষুদ্র মন আমার; সেই বিরাটকে—সেই অসীমকে ধারণা করি;—সে সামর্থ্য আমার কোথায়? তাই আমার মনোময়কে আমি আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লই। এইরূপ, যাহার যেমন মন, সে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই সীমাবদ্ধ করিয়া লয়;—

তাহার নিকট তিনি সেইরূপভাবেই প্রতিভাত হন। ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র তিনি, উচ্চমনে উচ্চ তিনি; আবার মহতের মহান্‌মনে মহান্ তিনি। যোগসিদ্ধ মহাতপঃ-পরায়ণ মহর্ষি হয় তো তাঁহাকে অনাদি অনন্তরূপে ধারণা করিতে পারেন। কিন্তু স্বল্পধী গৃহাশ্রমী আমি, আমার ক্ষুদ্র মনে অনন্তের স্থান হইতে পারে কি? আমার ভগবান তাই—সান্ত সসীম। 'তিনি সৌন্দর্য্যের পুষ্পকান্তি, তিনি চারুচন্দ্রের স্নিগ্ধমূর্ত্তি, তিনি তীক্ষ্ণতপনের তীব্রজ্যোতিঃ; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি আমার ধারণার অন্তর্ভুত। তিনি মাধুর্য্যের জ্যোৎস্নাময়ী লহরী, তিনি দয়ার অমৃতনিধি, তিনি সরলতার স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী, তিনি সত্যের স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেব, তিনি প্রেমের কনকপুত্তলি; কিন্তু তিনি আমার ধারণার অন্তর্ভূত। নানালঙ্কারভূষিত, নানায়ুধপরিবৃত, দিব্যমাল্যপরিহিত, দিব্যগন্ধানুলেপিত—তিনি আমার নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত।'

সেই জন্যই তাঁহার নানা নাম-রূপের কল্পনা;—সেই জন্যই অসীমকে সসীমে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, মূল—সেই এক। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও শেষ গিয়া দাঁড়ায়—মূল সেই এক। যতই আকার ভেদ, প্রকার-ভেদ কর না কেন; সকলের মূলে দাঁড়ায় গিয়া—সেই এক। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। মূল সেই এক—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সূক্তে যে ইন্দ্রদেবতার স্তব করা হইয়াছে, ইন্দ্রদেবতার নাম দিয়া, সেই একেরই উপাসনা করা হইয়াছে;—ইন্দ্ররূপে সেই একেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং। ঋষিবিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভিপ্রগায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। তু। আ। ইত। নি। সীদত। ইন্দ্রং। অভি। প্র। গায়ত।
সখায়ঃ। স্তোমঽবাহসঃ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্তোমবাহসঃ' (স্তোত্রবাহকাঃ, স্তুতিকারকাঃ) 'সখায়ঃ' (সখিস্বরূপাঃ, ভগবতা সহ সখ্যভাবেন মিলিতাঃ, হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) 'আ তু আ ইত' (ক্ষিপ্রমাগচ্ছত, ত্বরয়া ভগবন্ন্যস্তচিত্তাঃ ভবত) 'নিষীদত' (একাগ্রচিত্তেন উপবিশত, ভগবৎসামীপ্যগামিনো ভবত) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভিপ্রগায়ত' (সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুত) যূয়মিতি শেষঃ। এষা ঋক্ আত্মসম্বোধনমূলিকা ইত্যেবং বয়ং মন্যামহে। চিত্তবৃত্তি সর্ব্বথা ভগবৎ-পরায়ণা ভবতু। ইত্যেবং অভিপ্রায়ঃ। (১ম—৫সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তোমবাহক (স্তুতিকারক), সখিস্বরূপ (ভগবানের সহিত সখ্যভাবে মিলিত হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ) তোমরা সত্বর আগমন কর (ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হও); একাগ্রচিত্তে উপবেশন কর (ভগবৎ-সামীপ্যগামী হও) এবং ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার স্তুতি-গানে সর্ব্বতোভাবে বিনিষ্ট-চিত্ত হও। (ঋক্‌টী আত্মোদ্বোধনমূলক। চিত্তবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপরায়ণ মন্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়)॥ (১ম—৫সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তু শব্দঃ ক্ষিপ্রার্থো নিপাতঃ। দ্বাভ্যামাঙ্‌ভ্যামন্বেতুমিতশব্দোঽভ্যসনীয়ঃ। হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ ক্ষিপ্রমস্মিন্ কর্ম্মণীত্যেত। আগচ্ছতাগচ্ছত। আদরার্থোঽভ্যাসঃ আগত্য চ নিষী-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থ 'তু' শব্দটী ক্ষিপ্রার্থ এবং নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। দুইটী আঙ্‌এর সহিত অন্বয় করিবার নিমিত্ত 'ইত' শব্দ,—দুই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হে সখ্যগণ। অর্থাৎ ঋত্বিকগণ। তোমরা এই কর্ম্মেতে শীঘ্রই আগমন কর—আগমন কর। এস্থলে, আদরের নিমিত্ত—আগমন কর—আগমন কর। এইরূপ দ্বিত্ব হইয়াছে। আগমন

দতোপবিশত। উপবিশ্য চেন্দ্রমভিপ্রগায়ত। সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুত। কীদৃশাঃ সখায়ঃ। স্তোমবাহসঃ। ত্রিবৃৎপঞ্চদশৈকবিংশাদিস্তোমানস্মিন্ কর্ম্মণি বহন্তি। প্রাপয়ন্তি।

আ তু আ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তং। ইতা। ইণ্ গতৌ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ। পা০ ৬।৩।১৩৫। ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং; নি। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সীদত। পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণদৃশীত্যাদিনা। পা০ ৭।৩।৭৮। সদেঃ সীদাদেশঃ। সদিরপ্রতেঃ। পা০ ৮।৩।৬৬। ইতি সংহিতায়াং ষত্বং। অভি। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জমিতি বচনাৎ প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। স্তোমবাহসঃ। অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভায়াবাপদিযক্ষিণীভ্যো মন্। উঃ ১।১৩৮। ইতি স্তৌতের্মন্প্রত্যয়ান্তঃ স্তোমশব্দো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। স্তোমং বহন্তীতি স্তোমবাহসঃ। বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উঃ ৪।২২০। ইত্যসুন্প্রত্যয়ঃ। তত্র নিদিত্যনুবৃত্তেরত উপধায়া ইত্যুপধায়াবৃদ্ধিঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে গতিকারয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। উঃ ৪।২২৬। ইত্যৌণাদিকসূত্রাৎ সমাস আদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—৫সূ—১ঋ)॥

* * *

করিয়া উপবেশন কর। উপবেশন করিয়া, ইন্দ্রদেবকে সকল প্রকারে উত্তমরূপে স্তব কর। সখি-স্বরূপ ঋত্বিকগণ কিরূপ? "স্তোমবাহসঃ" অর্থাৎ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদি স্তোম (স্তব) সমূহের এই কর্ম্মে প্রাপক।

"আ-তু-আ" এই পদের নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত। "ইতা" এই পদটী, গত্যর্থ ইণ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" (পা০ ৬।৩।১৩৫) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘত্ব (ত-এর অকারের দীর্ঘ—আকার) হইয়াছে। "নি" এই পদটী, নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। "সীদত" এই পদটীতে, "পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণদৃশি" (পা০ ৭।৩।৭৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সদির স্থানে সীদ আদেশ হইয়াছে; এবং 'সদিরপতেঃ' (পা০ ৮।৩।৬৬) এই সূত্রদ্বারা সংহিতাতে ষত্ব হইয়াছে। "অভি" এই পদটী উপসর্গ। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং" এইরূপ বচনানুসারে ইহার প্রাতিপদিক অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্তোমবাহসঃ" এই পদটীতে স্তোম শব্দ, "অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভায়াবাপদিযক্ষিণীভ্যো মন্" (উ০ ১।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা স্তু ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মন্-প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাঁহারা স্তোমকে (স্তুতিকে) বহন করেন, তাঁহাদিগকে "স্তোমবাহসঃ" কহে; "বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি" (উ০ ৪।২২০) এই সূত্র দ্বারা (বহ্ ধাতুর উত্তর) অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এস্থলে নিতের অনুবৃত্তি বশতঃ "অত উপধায়াঃ" এই সূত্র দ্বারা উপধার (অন্ত্য বর্ণের সমীপবর্ত্তী বর্ণের) বৃদ্ধি হইয়াছে। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব প্রাপ্তি হইলেও (অর্থাৎ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের আদিস্বরের উদাত্তত্ব প্রাপ্তি থাকিলেও) "গতিকারকয়োরপিপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" (উ০ ৪।২২৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে সমাস হইয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৪১) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে প্রতীত হয়,—এ ঋক্ যেন ঋত্বিক ও যজমানগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝা যায়,—যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজমান ঋত্বিকগণকে আহ্বান করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে স্তবকারী ঋত্বিক্‌গণ! যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত। এক্ষণে আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করুন এবং ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে স্তব পাঠ করুন।' ভাষ্যকারের টীকার অনুসরণে স্থূলতঃ ঋকের এইরূপ অর্থ ই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; আর এইরূপ অর্থ ই অধুনা সাধারণ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই।

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত "স্তোমবাহসঃ" এবং "সখায়ঃ" শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণে ঋকের অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়। ঋকের "স্তোমবাহসঃ" শব্দের অর্থ-নিষ্পন্ন হইয়াছে,—যাঁহারা স্তোম সকল বহন করেন।' তাঁহার স্তুতি, তাঁহার গুণগান, তিনিই করিতে পারেন,—যিনি সম্যক্‌প্রকারে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

"যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণং মহৎ॥"

যে সূত্রে প্রজা-সকল গ্রথিত আছে, সেই বিস্তৃত সূত্রকে, সূত্রের সূত্রকে যিনি জানেন, তিনি সেই মহৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অবগত আছেন! যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

অনেক উত্তম বাক্য প্রয়োগে, অথবা মেধা বা বহু শ্রবণে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। সেই সাধকের নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ

করেন। তবেই বুঝা যায়, চাই—আকুল আকাঙ্ক্ষা; চাই—তাঁহার অনুধ্যান; চাই—তাঁহার অনুস্মরণ। প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, তাঁহার অনুধ্যানে, তাঁহার অনুস্মরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে না পারিলে, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে কি? যাঁহারা সে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই যতচিতাত্মা পুরুষই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ। আর সেই জন্যই তাঁহারা সেই চিৎস্বরূপের গুণগানে সক্ষম। স্বরূপ না বুঝিলে, স্বরূপ-বর্ণনে কে বল সমর্থ হয়? ঋকে সেই সুব্রত ঋত্বিক্ যজমানগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা “স্তোমবাহসঃ” বলিয়াই তাঁহারা “সখায়ঃ”—সখাস্বরূপ। ভক্ত ভিন্ন—সাধক ভিন্ন, তাঁহার সখিত্ব কে লাভ করিতে পারে? ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা।

শ্রীভগবান তাই নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—

‘নাহং তিষ্ঠামি বৈকণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

তিনি বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না; তিনি যোগীদিগের হৃদয়েও থাকিতে পারেন না। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অবস্থান। ভক্তের হৃদয়েই তিনি পূর্ণ-প্রতিভাত। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সাধক, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার যথার্থ স্তুতিগানে সমর্থ হইয়াছেন।

ঋকে সেইরূপ যজমানকেই আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—‘হে ভক্ত সাধক যজমানগণ! হৃদয়ে মানসযজ্ঞক্ষেত্রে যাগোপকরণ সমস্তই প্রস্তুত। আপনারা স্তোমবাহস, আপনারা সখা। তিনি আপনাদের হৃদয়ে বিরাজিত। আপনারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তাঁহার সহিত আপনাদেরই সখিত্ব সংস্থাপিত। আপনারা আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হউন এবং যোগবলে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হউন। (অর্থাৎ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দানে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হউন)। (১ম—৫সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয় ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং।
ইন্দ্রং সোমে সচাসুতে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

পুরূহতমং। পুরূণাং। ঈশানং। বার্য্যাণাং।
ইন্দ্রং। সোমে। সচা। সুতে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনোবৃত্তিনিবহাঃ! যুষ্মাকং ‘সোমে’ (ভক্তিসুধায়াং) ‘সুতে’ (অভিষুতে, সংস্কৃতে সতি) যূয়ং ‘স চা’ (সমবায়ে) ‘পুরূতমং’ (পুরূন্ বহূন্ শত্রূন্ তময়তি নাশয়তীতি পুরূতমমনেকরিপুঘাতকং, সকলশত্রুনাশকং) ‘পুরূণাং’ (বহূনাং) ‘বার্য্যাণাং’ (বরণীয়ানাং ধনানাং) ‘ঈশানং’ (স্বামিনং, প্রভুং, নেতারং) ‘ইন্দ্রং’ (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং) ‘প্রগায়ত’ (স্তবং কুর্ব্বত, আরাধয়ত)। সর্ব্বা মনোবৃত্তয়ঃ ভগবদভিমুখিন্যঃ ভবন্তু। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৫সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের সোমসুধা অভিষুত হইলে (তোমাদিগের মধ্যে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হইলে), তোমরা একাত্মা হইয়া, পুরূতম (সকল শত্রুবিনাশকারী) এবং শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিপতি (পরম ঐশ্বর্য্যশালী) ইন্দ্রদেবের (ভগবানের) স্তুতি-গানে (আরাধনায়) প্রবৃত্ত হও। (১ম—৫সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সখায়োঽভিপ্রগায়তেতি পদদ্বয়মত্রানুবর্ত্ততে। হে সখায় ঋত্বিজঃ সচা যুয়ং সর্ব্বৈঃ সহ। যদ্বা সচা পরস্পরসমবায়েন সুতে অভিষুতে সোমে প্রবৃত্তে সতীন্দ্রমভিপ্রগায়ত। কীদৃশমিন্দ্রং। পুরূতমং। পুরূন্ বহূংশ্ছত্রূংস্তময়তি গ্লাপয়তীতি পুরূতমঃ। পুরূণাং বহূনাং বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং॥

পুরূতমং তমু গ্লানাবিতিধাতোরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ পচাদ্যচি। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তেঽপি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। পুরূণাং। পৄ পালনপূরণয়োরিত্যস্মাৎ কুরিত্যনুবৃত্তৌ পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ। উঃ ১২৩। ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্গুণনিষেধ উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য। পা০ ৭।১।১০৩। ইত্যুকারঃ। উরণ্ রপরঃ। পা০ ১।১।৫১। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ পুরূশব্দঃ। অতোমতুপি হ্রস্বাদন্তোদাত্তাৎ পুরুশব্দাৎ পরস্য নামোনামন্যতরস্যাং। পা০ ৬।১।১৭৭। ইত্যন্তোদাত্তত্বং ঈশানং। ঈশ ঐশ্বর্য্য ইতি ধাতোরনুদাত্তেত্ত্বাৎ পরস্য শানচো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। বার্য্যাণাং বৃঙ্ সংভক্তারিত্যস্মাদৃহলোর্ণ্যৎ পা০ ৩,১।১২৪। কাব্ বিধৌ বি বৃঞ এব গ্রহণং ন বৃঙঃ। পা০

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋকে "সখায়ঃ" "অভিপ্রগায়ত" এই পদদ্বয়ের অনুবৃত্তি হইতেছে। হে সখিগণ! অর্থাৎ ঋত্বিক্‌সমূহ! তোমরা, সকলের সহিত, কিম্বা পরস্পরের সমবায়ে অর্থাৎ সকলে মিলিত হইয়া এই সোম অভিষুত হইতে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ আরব্ধ হইলে, ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বতোভাবে উত্তমরূপে স্তব কর। ইন্দ্রদেব কিরূপ? "পুরূতমং" অর্থাৎ যিনি বহুতর শত্রুকে দমন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে "পুরূতম" কহে। কিম্বা যিনি বহুতর বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) ধনের স্বামী, তাঁহাকে পুরূতম কহে।

"পুরূতমং" এই পদটিতে গ্লানার্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ তমু (তম্) ধাতুর উত্তর পচাদিত্বহেতু "পচাদ্যচ্" সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "তমঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং সেই অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বর-প্রাপ্তি হইলেও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদে আদ্যুদাত্ত স্বরই হইয়াছে। "পুরূণাং" এই পদটী, পালন এবং পূরণার্থ পৄ ধাতুর উত্তর, কু-প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি বশতঃ "পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃষিভ্যঃ" (উঃ ১।২৩) এই সূত্রদ্বারা কু প্রত্যয় হইয়া (ষষ্ঠীর বহুবচনে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। কু প্রত্যয়ের কিত্ত্ব বশতঃ ঋকারের গুণ নিষেধ হইয়া, "উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য" (পা০ ৭।১ ১০২) এই সূত্র দ্বারা উকার আদেশ হইয়াছে। এবং "উরণ্ রপরঃ" (পা০ ১।১,৫১) এই সূত্রের দ্বারা 'র' পর (রকারাগম) হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর বশতঃ এই পুরুশব্দটী অন্তোদাত্ত, হ্রস্ব পুরু শব্দের পর 'নাং' এরও "নামো নামন্যতরস্যাং" (পা০ ৬।১।১৭৭) এই সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "ঈশানং" এই পদটী, ঐশ্বর্য্যার্থ ঈশ্ ধাতুর অনুদাত্ত ঈকারের পর শানচ্ প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "বার্য্যাণাং এই পদটি সংভক্ত্যার্থ (সম্যক্ ভজনা অর্থক) বৃঙ্ ধাতুর উত্তর "ঋহলোর্ণ্যৎ" (পা০ ৩,১।১২৪) এই

৩।১।১০৯।১। তিৎস্বরিতং। পা০ ৬।১।১৮৫। ইতি প্রত্যয়স্বরিতং বাধিত্বা ইড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ। ৬।১।২১৪। ইতিণ্যদন্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যতোঽনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩ ইত্যত্র তু ণ্যতোগ্রহণং ন ভবতি তস্য দ্ব্যনুবন্ধকত্বাৎ! একানুবন্ধকগ্রহণে ন দ্ব্যনুবন্ধকস্যেতি-নিয়মাৎ। সচা। ষচসমবায়ে ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। সৎপদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিবিতি ক্বিপ্। তৃতীয়ৈকবচনং ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি ন্যায়েন সাবেকাচ ইতি সূত্রং ন প্রবর্ত্ততে। সচেত্যস্য নিপাতত্বপক্ষে স্পষ্টমাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৫সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে, পূর্ব্বে মন্ত্রের অনুসরণ দেখিতে পাই। সে অর্থে, এখানে যেন ঋত্বিকগণকে ‘সখা’ সম্বোধনে বলা হইতেছে—‘এই সোমরস (মাদকদ্রব্য) প্রস্তুত হইলে, হে ঋত্বিকগণ, তোমরা ইন্দ্রদেবের স্তুতিগানে তাঁহাকে আহ্বান কর।’

কিন্তু আমাদের অর্থ অন্য প্রকার হইল। আমরা মনে করি, এখানে মনোবৃত্তি-সমূহকে ভগবদভিমুখী করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

সূত্র দ্বারা ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া (ষষ্ঠীর বহুবচনে) সিদ্ধ হইয়াছে। ক্যপ্ বিধিতে বৃঞ্ ধাতুরই গ্রহণ হয়; পরন্তু বৃঙ্ ধাতুর গ্রহণ হয় না। (এই হেতু বৃঙ্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় না হইয়া ণ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। (পা০ ৩।১০৯.১)। “তিৎস্বরিতং” (পা০ ৬।১।১৮৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়স্বর বাধিয়া, “ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ” (পা০ ৬।১।২১৪) এই সূত্র দ্বারা ণ্যদন্ত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “যতোঽনাবঃ” (পা০ ৬।১।২১৩) এই স্থলে দ্ব্যনুবন্ধকত্ব বশতঃ ণ্যৎ প্রত্যয়ের গ্রহণ হয় না; যেহেতু ণ্যৎ প্রত্যয়ের ণ ও ৎ এই দুইটী অনুবন্ধ (ইৎ) হয়,—এইরূপ নিয়ম আছে। একানুবন্ধ-গ্রহণে দ্ব্যনুবন্ধকের গ্রহণ হয় না। “সচা” এই পদটি, সমবায়ার্থ ষচ্ ধাতুর আদিভূত ষ-কারের স্থানে স-কার হইয়া সম্পদাদিত্ব-হেতু “ভাবে ক্বিপ্” এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুস্বরবশতঃ উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “সকল বিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়”—এইরূপ ন্যায়বশতঃ এস্থলে “সাবেকাচঃ” এই সূত্র প্রবর্ত্তিত (তৃতীয়া বিভক্তির স্বর উদাত্ত) হইল না। “স চা” এই পদটির নিপাতন-সিদ্ধত্ব পক্ষেও (এই পদটিকে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও) আদ্যুদাত্ত স্বরই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। (১ম—৫সূ—২ঋ)।

* * *

সংসার—স্বার্থ-বিমুগ্ধ। বিনা উদ্দেশ্যে—বিনা প্রয়োজনে, কোনও কার্য্যেই সে প্রবৃত্ত হয় না। এতই স্বার্থান্ধ সে—যে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বেও সে তাহার মনের মত প্রয়োজন আরোপ করিয়া বসে। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন, —"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় প্রতি প্রিয়ো ভবতি।" তাই সচরাচর দেখিতে পাই,—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সকলেই প্রবৃত্ত-কর্ম্মের দাস; নিবৃত্ত-কর্ম্মে কাহারও প্রবৃত্তি নাই।

কিন্তু প্রবৃত্ত-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই নিবৃত্ত-কর্ম্মে উপনীত হইতে হইবে। স্বার্থ-সাধনের মধ্য দিয়াই পরমার্থ-সাধনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। বেদের প্রতি সূক্তের প্রতি ঋকে প্রায় সেই প্রয়াসেরই পরিচয় পাই।

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি—শাস্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির এই ত্রিবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই তিনের মধ্যে আবার কর্ম্ম প্রধান। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে না; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। সকলেরই মূল—কর্ম্ম। সেই জন্য সকল শাস্ত্রেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত; সেই জন্য, সংসারকে কর্ম্মানুসারী করিবার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের অশেষ প্রয়াস—অশেষ প্রযত্ন দেখিতে পাই।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র পন্থা। ফলমাত্রই যখন কর্ম্মের অনুসারী, আর ফললাভ-কামনাই যখন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তখন কর্ম্মের অনুগমন ভিন্ন সংসারীর প্রকৃষ্ট পন্থা আর কি আছে? নির্ব্বাণই বল, মুক্তিই বল, ভগবৎ-সামীপ্যই বল,—কর্ম্ম হইতেই সকল পথ প্রশস্ত হয়। তাই সংসারী জীবকে কর্ম্মঠ করিয়া, তাহাকে তাঁহার সামীপ্য-লাভের উপযুক্ত করিবার জন্যই, ভগবানের যত কিছু প্রয়াস। অনন্ত-কর্ম্মী তিনি; তাই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ-অরুণ-রূপে বিকাশ পাইয়া তিনি সংসারী জীবকে কর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

কর্ম্ম আবার উৎকর্ষের অনুসারী! প্রকৃতির কর্ম্ম—স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধন। সেই উৎকর্ষ সাধন জন্যই প্রকৃতি কর্ম্ম-নিরত রহিয়াছে। পূর্ণতা-সাধনই প্রকৃতির কর্ম্মের অন্তর্ভুক্তি। সেই সূত্র ধরিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলেই তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া যায়। সেই

কর্ম্ম-সূত্র যাহাতে সরল সুগম হয়, শাস্ত্রে তাহার অশেষ প্রয়াস আছে। সেই জন্যই, সেই কর্ম্ম-সূত্র সরল সুগম করিবার অভিপ্রায়েই, ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তির—বিভিন্ন নামের কল্পনা হইয়া থাকে। তাই তিনি প্রেমময়—তাই তিনি প্রেমস্বরূপ। তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগী হইয়া মানুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—ধর্ম্ম।

ঋকে, সেই কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে—"সোমে সুতে"; অর্থাৎ সোমসুধা (ভক্তি-সুধা) অভিষূত হইলে। সোমসুধা—ভক্তি-সুধা অভিষূত হয়—কিরূপে? যখন সেই ভক্তি—ঐকান্তিকী ভক্তি বা অনন্যাভক্তি রূপে ভগবানে ন্যস্ত হয়। তাহাও বহু প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। নাম-শ্রবণ, নাম-কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য,—এই অষ্টবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে অনন্যাভক্তি লাভ হয়। এ সকলই কর্ম্ম—ভগবদনুসারী কর্ম্ম। এতৎ-সমূহের নিয়মিত অনুষ্ঠানে অনন্যাভক্তি আপনিই অধিগত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"হে হরি, তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভের অসম্ভাবনা দেখি না। কেন-না, যাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অল্পমাত্র প্রয়াস ব্যতিরেকেও স্বস্থানে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সাধুজনকথিত কর্ণগত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহ-বাক্য-মন দ্বারা উহার আদর করতঃ কেবল জীবনধারণ করেন, হে অজিত! তাঁহারা ত্রিলোকের মধ্যে তোমাকে জয় করিতে পারেন; তাঁহাদিগের পক্ষে তুমি দুর্ল্লভ নহ।" এই বলিয়া ব্রহ্মা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইলেন,—

"শ্রেয়ঃ স্মৃতি ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

যাহারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলপ্রমাণ তুষ-সকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোনও ফল হয় না; সেইরূপ যাঁহারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের মাত্র ক্লেশ-স্বীকারই সার হয়। উপসংহারে ব্রহ্মা বলিলেন,—

জীবিত না থাকিলে যেমন দায়ে (পৈতৃক ধনে) অধিকার থাকে না; সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন অধিকারোপায় নাই।

কিন্তু সেই অনন্যভক্তি-লাভের—কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিবিধ অন্তরায় আছে। সেই সকল অন্তরায়ের বিষয় স্মরণ করিয়া পাছে কেহ সে অনুষ্ঠানে বিরত হয়, এই আশঙ্কায় ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি 'পুরূতমং'; অর্থাৎ—তিনি বহু-শত্রুনাশক। তুমি তাঁহার কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহাতে যদি কোনও বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সে বাধা তিনিই দূর করিবেন। তিনি বহু শত্রুর নাশক; তোমার শত্রু-সমূহের তিনি সংসার-সাধন করিবেন! তিনি পুরূতম; তোমার ভাবনা কিসের? তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইবেন। উপলক্ষ তুমি; তুমি তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে তৎপর হও। কর্ম্মময় সংসারে তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিও না। কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রীতির জন্য; কর্ম্ম কর—তাঁহার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইবার জন্য। তাঁহার কর্ম্ম সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে, মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারিবে। তোমার রিপুদস্যু-সমূহ হয় তো তোমার সে কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তিনি পুরূতম। তাঁহার প্রভাবে, সে সকল শত্রু দূরে পলাইবে। তুমি তাঁহার কর্ম্মে রত হও। সোম-সুধা—ভক্তি-সুধা অভিষুত কর।

কেবল কর্ম্ম কর বলিলেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা করে;—তাহারা ফলের কামনা রাখে। সেইজন্য ঋকে তাঁহাকে "পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং" বলা হইয়াছে। "পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং" পদের অর্থ—তিনি প্রভূত ধনের অধিপতি, তিনি পরম-ঐশ্বর্য্যশালী। তুমি বিনা প্রয়োজনে—বিনা উদ্দেশ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না? তিনি প্রভূত ধনের ঈশ্বর; তাঁহার কর্ম্ম কর; তিনি তোমাকে প্রভূত ধন প্রদান করিবেন। তোমার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্য দূরে যাইবে; তুমি শ্রেষ্ঠধনে ধনী হইতে পারিবে। তুমি যদি পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা কর; তিনি তাহা তোমাকে প্রদান করিবেন। আবার যদি তুমি মোক্ষধনের অভিলাষী হও; তাহাও তিনি প্রদান করিবেন। চাই কেবল অনন্যমনে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাবন করা।

তিনি যে "ঈশানং", তাহাও কর্ম্মের দ্বারাই উপলব্ধি হয়। তিনি যে

মহান্ ঈশ্বর—আর সকলই যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কর্ম্মের দ্বারা সে জ্ঞানও অধিগত হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

> "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
> তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

সুতরাং বুঝা যাইতেছে,—কর্ম্মেই ব্রহ্ম বিরাজমান্ রহিয়াছেন। কর্ম্মই ব্রহ্ম। কর্ম্মের দ্বারাই তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম—যাহাতে 'সোম' সুসংস্কৃত হয়—যাহাতে তাঁহার সহিত সুন্নত হইতে পারা যায়। ঋকে সেই ভাবেরই আভাষ পাই;—ঋকে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়েই উপদেশ আছে। (১ম—৫সূ—২ঋ)॥

—— * ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স ঘা॑ নো॒ যো॒গ আ ভু॑ব॒ৎ স রা॒য়ে স পু॑রন্ধ্যাং।
গম॒দ্বাজে॑ভি॒রা স ন॑ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ॒। নঃ॒। যো॑গে। আ। ভু॒ব॒ৎ। সঃ। রা॒য়ে। সঃ। পু॑রংঽধ্যাং।
গ॑মৎ। বা॑জেভিঃ। আ। সঃ। নঃ॒ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স বা' (বহুগুণাপেতঃ স এব দেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যোগে' (পূর্ব্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য বিষয়ে) 'আ ভুবৎ' (সর্ব্বথা যুক্তো ভবতু, পুরুষার্থং সাধয়ত্বিত্যর্থঃ); 'স' (দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রায়ে' (ধনায়) 'আ ভুবৎ' (সর্ব্বথা যুক্তো ভবতু, ধনং দদাতু); 'স'

(দেবঃ) 'পুরন্ধ্যাং' (বহুবিধায়াং বুদ্ধৌ) 'আ ভুবৎ' (সর্ব্বথা যুক্তো ভবতু, বুদ্ধিং দদাতু); 'স' (দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজেভিঃ' (অন্নৈঃ সহ, শক্তিভিঃ সহ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু, অন্নং শক্তিঞ্চ দদাত্বিত্যর্থঃ)। স দেবঃ সর্ব্বপ্রকারেণ অস্মান্ প্রাপ্নোতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৫সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বহুগুণযুত সেই দেবতা আমাদিগের পুরুষার্থ-সাধন করুন; (অথবা, আমাদিগের যোগে সংযুক্ত হউন); তিনি ধন প্রদান করুন (অথবা, আমাদিগের ধনের সহিত সংযুক্ত হউন); তিনি আমাদিগকে বহুবিধ বুদ্ধি প্রদান করুন (অথবা, আমাদিগের বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হউন); তিনি আমাদিগের অন্নাদির সহিত অথবা শক্তির সহিত আগমন করুন; (অর্থান্তরে—আমাদিগকে অন্ন এবং শক্তি-সামর্থ্য দান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করুন)। (১ম—৫সূ—৩ঋ)॥

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঘশব্দোঽবধারণার্থো নিপাতঃ। সর্ব্বৈস্তচ্ছব্দৈঃ সম্বধ্যতে। স ঘ স এবেন্দ্রঃ পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টো নোঽস্মাকং যোগে পূর্ব্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য সম্বন্ধে আভুবৎ। আভবতু। পুরুষার্থং সাধয়ত্বিত্যর্থঃ। স এব রায়ে ধনার্থমাভুবৎ। আভবতু। স এব পুরন্ধ্যাং যোষিত্যাভুবৎ। যদ্বা। বহুবিধায়াং বুদ্ধাবাভুবৎ। পুরন্ধির্বহুধীঃ। নি০ ৬।১৩। ইতি যাস্কঃ। স এব বাজেভির্দেয়ৈরন্নৈঃ সহ নোঽস্মান্ আগমৎ। আগচ্ছতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থ "ঘ" শব্দটী, অবধারণ (নিশ্চয়) অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; এবং ইহার, মন্ত্রস্থিত সমস্ত "তদ্" শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ ঋকে যে যে স্থলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সমস্ত তদ্ শব্দের সহিতই 'ঘ' এই পদটির অন্বয় হইবে) সেই পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত বহুগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদিগের, পূর্ব্বের অপ্রাপ্ত পুরুষার্থকে সাধন করুন (অর্থাৎ আমরা যে পুরুষার্থকে পূর্ব্বে লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সেই পুরুষার্থকে প্রাপ্ত করুন); এবং সেই ইন্দ্রদেব, আমাদের ধনের নিমিত্ত হউন। সেই ইন্দ্রদেব, আমাদিগের স্ত্রীদের নিমিত্ত হউন। অথবা বহুবিধ বুদ্ধির নিমিত্ত হউন। মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন,—পুরন্ধি শব্দের অর্থ—বহু-ধী (নিঃ ৬।১৩)। সেই ইন্দ্রদেব, তাঁহারই) দেয় অন্নের সহিত আমাদিগের নিকটে আগমন করুন।

ঘা চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তা। সংহিতায়াং। ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণ্যাং ॥ পা০ ৬৷৩৷১৩৩। ইতি দীর্ঘঃ। যোগে। ঘঞো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ভুবৎ ভূয়াৎ। ভবতেরাশীর্লিঙি পরতো লিঙ্যাশিষ্যঙিত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য ঙিত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। কিদাশিষীতি যাসুট্ ন ভবত্যনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাৎ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। উড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্য ইতি রায় ইত্যেতস্য বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পুরন্ধ্যাং। পুরন্ধিঃ পুরুধীঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ। পা০ ৬৷৩৷১০৯। উকারস্যামাদেশঃ ঈকারস্য হ্রস্বশ্চ। আদ্যুদাত্তপ্রকরণে দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং। পা০ ৬৷২৷৯১৷১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অথবা পুরং শরীরং ধীয়তেঽস্যামিতি কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা০ ৩৩৯৩। ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। অলুক্ছান্দসঃ। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেতি পুরশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ। পা০ ৬৷২৷৪২। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গমৎ। গমের্লেটস্তিপ্ ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতীকারলোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। লেটোডাটা-

---

“ঘা” এই পদটির, “চাদয়োঽনুদাত্তাঃ” এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে; এব সংহিতাতে “ঋচিতনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং” (পা০ ৬৬ ১৩৩) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। “যোগে” এই পদটি, যুজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর একবচনে) সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব বশতঃ (‘ঞ’ থাকে না বলিয়া) এই পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “ভুবৎ” (ভুয়াৎ) এই পদটিতে ভূ ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ্ পরে আছে বলিয়া “লিঙ্যাশিষ্যঙ্” এই সূত্র দ্বারা অঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অঙ্ প্রত্যয়ের ঙিত্ব হেতু গুণের অভাব হইয়া উবঙাদেশে হইয়াছে। কিদাশীর্লিঙ্ পরে আছে বলিয়া যাসুট্ আগম হয় নাই; কারণ, আগমশাসন—অনিত্য। “তিঙ্ঙতিঙঃ”—সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “রায়ে” (এই পদটি ধনবাচক রৈ শব্দের উত্তর চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটির “উড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ”—এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। পুরুধী শব্দ হইতে পৃষোদরাদিত্ব হেতু পাণিনির (৬৷৩৷১০৯) এই সূত্র দ্বারা উকারের স্থানে অমাদেশ এবং ঈকারের হ্রস্ব হওয়ায় ‘পুরন্ধি’ এবং তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তির একবচনে ‘পুরন্ধ্যাং’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদ্যুদাত্ত (স্বরের) প্রকরণে—“দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং” (পা০ ৬৷২৷৯১৷১) এই নিয়ম সূত্র দ্বারা উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা “শরীর ধারণ করা হয় ইহাতে” এই অর্থে অধিকরণবাচ্যে “কর্ম্মণ্যধিকরণে চ” (পা০ ৩৷৩৷৯৩) এই সূত্র দ্বারা ‘পুর’ পূর্ব্বক ধা ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় হইয়া এবং ছান্দস-প্রযুক্ত অলুক সমাস হইয়া ‘পুরন্ধি’, পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য” এই সূত্র দ্বারা ঐ পুর শব্দটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “দাসীভারাদিত্বাৎ”—পাণিনির (৬৷২৷৪২) এই সূত্র দ্বারা দাসীভারাদিত্ব হেতু পূর্ব্ব-পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “গমৎ” এই পদটি, গম্ ধাতুর উত্তর লেট তিপ্ প্রত্যয় করিয়া “ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষু” এই সূত্র দ্বারা তিপ্-এর ই-কারের লোপ এব “বহুলং ছন্দসি” এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়া “লেটোঽডাটো” এই সূত্র দ্বা

বিত্যড়াগমঃ। আগমা অনুদাত্তা ইতি তস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। বাজেভিঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। (১ম—৫সূ—৩ঋ,॥

* * *

তৃতীয় (৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে কতকগুলি গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে,—তিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, প্রভূত ধনের অধিপতি এবং রিপুবিনাশক। এ ঋকে সেই সকল গুণ-বিশিষ্ট ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইহাই সাধারণ মত। তদনুসারে ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের পুরুষার্থ সাধন করুন, আমাদিগকে ধন দান করুন, আমাদিগকে নানা-বিষয়িনী বুদ্ধি দান করুন; এবং আমাদিগকে অন্নাদি দানে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।'

আমরাও প্রায় ঐ পথেই অর্থ করিয়াছি। তবে ঋকে যে বলা হইয়াছে,—'যোগে আভুবৎ'; আমরা মনে করি, ইহার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। 'আপনি আমাদিগের পুরুষার্থ বিধান করুন'—ঐ অংশে স্থূলভাবে ঐ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু উহার নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! আমাদিগের ধ্যানযোগে, জ্ঞানযোগে, ভক্তি-যোগে এবং কর্ম্মযোগে আমাদিগের হৃদয়ে আপনি পূর্ণ প্রতিভাত হউন।' যোগ যে পুরুষার্থ-সাধনের প্রধান সহায়, এ ঋকে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। পুরুষার্থসাধন বা মোক্ষলাভ পক্ষে জ্ঞান প্রয়োজন। বিদ্যা—জ্ঞানলাভের প্রধান সহায়। বিদ্যা দ্বারা সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয়; বুদ্ধি সতের প্রতি প্রধাবিত হয়। সুবুদ্ধি—সদ্‌বুদ্ধি না জন্মিলে, সতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না! সৎকে না জানিলে—সৎস্বরূপকে না চিনিলে, পুরুষার্থ লাভ—মোক্ষলাভ সম্ভবপর নহে।

অট্ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আগমা অনুদাত্তাঃ" এই সূত্র দ্বারা সেই আগম অটের অনুদাত্তত্ব হইলে পর, ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বাজেভিঃ" এই পদটির বৃষাদিত্ব-হেতু আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

ঋকে দেবতার নিকট তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন,—সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা-লাভে সহায় হউন। আপনার প্রসাদে বিদ্যা অধিগত হইলে—আপনার স্বরূপ জানিতে পারিব। আপনার স্বরূপ জানিয়া—আপনার প্রতি চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, পুরুষার্থ-লাভে সমর্থ হইব। তাই ডাকি,—'এস দেব! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও। বিদ্যাদান করিয়া আমাদের জ্ঞান লাভের সহায় হও। জ্ঞান সূর্য্যের বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক। তুমি অন্নদাতা, তুমি বিদ্যাদাতা, তুমি বুদ্ধিদাতা, তুমি পুরুষার্থ-বিধাতা। জ্ঞান-যোগে—ধ্যানযোগে—ভক্তিযোগে যেন তোমাকে সেই রূপে চিনিতে পারি। তোমাকে চিনিয়া, যেন আমরা তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, শ্রেষ্ঠধনে—মোক্ষধনে ধনী হই।'

ঋকের অন্তর্গত 'পুরন্ধ্যাং' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। উহার এক অর্থ—'পুরস্ত্রীগণের' মঙ্গল বিধান কর; অপর অর্থ,—বিবিধ-বিষয়িণী বুদ্ধি প্রদান করুন। পুরস্ত্রী—অর্থাৎ অন্তঃপুরবাসিনী। যাহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, তাহারই পুরস্ত্রী। সে হিসাবে হৃদয়-নিহিত দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণরাশি। দেবতার অনুগ্রহে হৃদয়ে বিবিধ সদ্‌গুণরাশি উপচিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হউক,—'পুরন্ধ্যাং' পদে এক হিসাবে সেই অর্থই সূচিত হয়। অন্য অর্থে—বিবিধ-সদ্‌বুদ্ধি-লাভের প্রার্থনা ঐ ঋকে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যিনি সৎ, তিনি সদ্‌বুদ্ধিবিধায়ক,—"পুরন্ধ্যাং" শব্দে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। (১ম—৫সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যস্য॑ স॒ংস্থে ন বৃ॒ণ্ব॒তে॒ হরী॑ স॒মৎসু॒ শত্র॑বঃ।
তস্মা॒ ইন্দ্রা॑য় গায়ত ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্য। সংঽস্থে। ন। বৃণ্বতে। হরী ইতি। সমৎঽসু।
শত্রব। তস্মৈ। ইন্দ্রায়। গায়ত ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনোবৃত্তিনিবহাঃ! 'সমৎসু' (যুদ্ধেষু, সদসদ্বৃত্ত্যাঃ সংগ্রামেষু) 'শত্রবঃ' (অরয়ঃ, কামক্রোধাদয়ঃ রিপবঃ) 'যস্য' (ইন্দ্রস্য, দেবস্য) 'সংস্থে' (সম্যক্ তিষ্ঠতীতি সংস্থে। রথস্তস্মিন্ যুক্তৌ, আগমনপথি ইতি ভাবঃ) 'হরী' (অশ্বৌ ধারণকর্ত্তারৌ, জ্ঞানরশ্ময় ইতি ভাবঃ) 'ন বৃণ্বতে' (ন সম্ভজন্তে, দৃষ্টা চ পলায়ন্তে। 'তস্মা' (তস্মৈ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়,) ভগবতে) 'গায়ত' (প্রীণয়িতুং স্তুত, আরাধয়ত, যূয়মিতি শেষঃ)। দেবস্য আগমনপথি সত্ত্বভাবোদয়ে শত্রবঃ ন তিষ্ঠন্তি। হে মনঃ! দেবারাধনায় প্রবৃত্তো ভব। তেন তব শত্রুভয়ঃ দূরী ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মনোবৃত্তিসমূহ! যুদ্ধকালে (সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম-সময়ে) যে দেবতার আগমন-পথে শত্রুগণ তিষ্ঠিতে পারে না, তোমরা সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। (ভাব এই যে,—অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে, দেবতার আগমন-পথ কোনও শত্রুই তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব হে মন! তুমি দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হও! তদ্দ্বারাই তোমার শত্রুভ দূর হইবে)। (১ম—৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সমৎসু যুদ্ধেষু যস্যেন্দ্রস্য সংস্থে রথে যুক্তৌ হরী দ্বাবশ্বৌ শত্রবো ন বৃণ্বতে। ন সম্ভজন্তে। রথমশ্বৌ চ দৃষ্ট্বা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মা ইন্দ্রায় তৎসন্তোষার্থং হে ঋত্বিজো গায়ত। স্তুতিং কুরুত। রণ ইত্যাদিষু ষট্‌চত্বারিংশৎসু সংগ্রামনামসু সমৎসু সমরণ ইতি পঠিতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যুদ্ধ-সমূহে, যে ইন্দ্রদেবের রথযুক্ত অশ্বদ্বয়কে, শত্রুগণ সম্যক্‌রূপে ভজনা করে না; অর্থাৎ, যে ইন্দ্রদেবের রথ ও অশ্বদ্বয়কে দেখিয়া শত্রুগণ পলায়নপর হয়; সেই ইন্দ্রদেবের সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত হে ঋত্বিক্‌গণ! (তদুদ্দেশ্যে) আপনারা গান করুন, অর্থাৎ—সেই ইন্দ্রদেবের স্তুতি করুন। "রণ" ইত্যাদি ষট্‌চত্বারিংশৎ (ছচল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রামনামের মধ্যে "সমৎসু সমরণঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

সংস্থে সম্যক্ তিষ্ঠতীতি সংস্থো রথঃ। আতশ্চোপসর্গে। পা০ ৩।১।১৩৬। ইতি ক-প্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃণ্বতে। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। সতি শিষ্ট-স্বরবলীয়স্তমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ। পা০ ৬।১।১৫৮.৯। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি প্রতিষেধাৎ। ওঞ্চমীনির্দ্দেশেঽপ্যত্র। পা০ ১।১।৬৭। ব্যবহিতেঽণি কার্য্যমিষ্যতে। হরতো রথমিতি হরী অশ্বৌ। ইন্নিত্যনুবৃত্তৌ হৃপিষিরুহিবৃতিবিদিচ্ছিদি-কীর্ত্তিভ্যশ্চ। উ০ ৪।১২০। ইতীন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সমৎসু। সংপূর্ব্বাদদেঃ ক্বিপ্। শত্রবঃ। শতিঃ সৌত্রোধাতুর্হিংসার্থঃ। রুশতিভ্যাং ক্রুন্। উ০ ৪।১০৬। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তস্মৈ। সাবেকাচ ইতি বিভক্ত্যুদাত্তস্য নগোশ্বন্সাববর্ণেতি প্রতিষেধাৎ প্রাতিপদিকস্বর এব। (১ম—৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

"সম্যক্ তিষ্ঠতি" (অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে থাকে, এই অর্থে সংস্থ শব্দে রথকে বুঝাইতেছে। এই অর্থে সম্ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর 'আতশ্চোপসর্গে" (পা০ ৩১১৩৬) এই সূত্রের দ্বারা ক-প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে "সংস্থে" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর-পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বৃণ্বতে" এই পদটির অকার, প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়াছে। 'সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্রবিকরণেভ্যঃ' (পা০ ৬।১।১৫৮।৯) এই নিয়মে অবশিষ্ট স্বর বলীয়ান হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইবে না; কারণ—"যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্রানুসারে উক্ত অনুদাত্তস্বরের নিষেধ আছে। "পঞ্চমী-নির্দ্দেশে" (পা০ ১।১।৬৭) ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমী বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেও এস্থলে ব্যবধানেও (ণ-এর) পরবর্ত্তী কার্য্য ইষ্ট হইয়াছে। "হরতো রথং" অর্থাৎ "রথকে হরণ করে (এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়) যাহারা"—এই অর্থে, হরিশব্দে অশ্বদ্বয়কে বুঝাইতেছে। ইন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিবশতঃ "দৃপিগিরুহিবৃতিবৃদি-চ্ছিদিকীর্ত্তিভ্যশ্চ" (উ০ ৪।১২০) এই সূত্রের দ্বারা হরণার্থ হৃঞ্ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনে "হরী" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ ইন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু (ন-কার থাকে না বলিয়া) ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সমৎসু" এই পদটী, সং পূর্ব্বক ভক্ষণার্থ অদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া, সপ্তমীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; "শত্রবঃ" এই পদটী সৌত্র, হিংসার্থ শতি ধাতুর উত্তর "রুশতিভ্যাং ক্রুন্" এই সূত্রানুসারে ক্রুন (রু) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ ক্রুন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-বশতঃ (ন-কার থাকে না বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "তস্মৈ" এই পদটীর "সাবেকা চ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হইলেও "ন গোশ্বন্সাববর্ণ" এই সূত্রের দ্বারা নিষেধ-বশতঃ প্রাতিপদিকস্বরই হইয়াছে। (১ম—৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ, সায়ণ-ভাষ্যেই উপলব্ধ হইবে। ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'যে ইন্দ্রদেবের রথাশ্ব দর্শন করিয়া শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, হে ঋত্বিকগণ, তোমরা সেই ইন্দ্রদেবের গুণগান কর।'

কিন্তু ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের অর্থ নিষ্কাশনে ঋকে অন্যভাব উপলব্ধ হয়। ভাষ্যকার 'হরী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অশ্ব। কিন্তু 'হরি' শব্দে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনে করা যায়।

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

তিনি বিশ্বের রক্ষক, ভক্তের পালক। তিনি রুদ্ররূপে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন; তিনিই আবার হরি-রূপে ভক্তগণকে পালন করিতেছেন। ঐ দেবতা যখন মনোময় 'সংস্থে' (রথে) আরোহণ করিয়া হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্য-রশ্মি সন্দর্শন করিবামাত্র রিপুদস্যুগণ ভয়ে পলায়ন করে। ঋকে এই ভাব পরিব্যক্ত আছে, মনে করা যাইতে পারে।

'হরি' শব্দে 'রশ্মি' অর্থও উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ হৃদয়ে বিকাশ পাইলে, হৃদয়ের শত্রুরূপী অন্ধকার বিদূরিত হয়। পূর্ণব্রহ্মের বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তিনি বিদ্যাদাতা, জ্ঞানদাতা, আলোকদাতা। "সংস্থে হরী"—শব্দের আর এক তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়। অশ্ব যেমন রথকে হরণ করে অর্থাৎ টানিয়া লয়, জ্ঞানরশ্মি তেমনই মনকে ভগবানের দিকে লইয়া যায়।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'যাঁহার আলোক-রশ্মিতে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়, তোমরা সেই দেবতার অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের মন পবিত্র হইবে; জ্ঞানের বিমল-জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হইবে; তোমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং সেই সর্ব্বমূলাধার, সকল আলোকের আকর, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের শরণ লও,—তাঁহার আরাধনায় নিমগ্ন থাক; সকল শ্রেয়ঃ অধিগত হইবে।

মর্ম্ম এই যে,—"দেবভাব-সকল দূরিত-নাশকারী। হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ হইলে, পাপ-কলুষ আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। হে মন! হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চয়ের জন্য তুমি দেবতার—দেবভাবের অনুসরণকারী হও।" (১ম—৫সূ—৪ঋ)!

পঞ্চমী ঋক।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে।
সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সুতঽপাব্নে। সুতাঃ। ইমে। শুচয়ঃ। যন্তি। বীতয়ে।
সোমাসঃ। দধিঽআশিরঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'শুচয়ঃ' (পবিত্রীকৃতাঃ, পবিত্রভাবসংযুতাঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (স্নেহগুণোপেতাঃ) 'সুতাঃ' (অভিষুতাঃ বিশুদ্ধাঃ) 'সোমাসঃ' (সোমাঃ, ভক্তিসুধাঃ, সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতপাব্নে' (শ্রেষ্ঠরক্ষাকর্ত্তুর্দ্দেবস্য ইত্যর্থঃ) 'বীতয়ে' (পানার্থং সন্তর্পনার্থং, প্রীত্যর্থং) 'যন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি, ইত্যেবং সমর্পন্তে, স্বতো গচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। অবিমিশ্রা বিশুদ্ধা ভক্তি ভগবন্তং প্রাপ্নোতি। সত্ত্বভাবঃ স্বতো ভগবৎসামীপ্যং লভতে। অতঃ সদ্ভাবসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৫সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরিদৃশ্যমান পবিত্রভাবসহযুত স্নেহগুণোপেত বিশুদ্ধ ভক্তিসুধা (সত্ত্বভাব,) শ্রেষ্ঠরক্ষক দেবতার (ভগবানের) প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার নিকট স্বতঃই গমন করে। (ভাব এই যে,—অবিমিশ্র বিশুদ্ধা ভক্তি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করে। অতএব সদ্ভাব-সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হও। মন্ত্রে এই আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইতেছে)॥ (১ম—৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইমে সোমাসোঽস্মিন্ কর্ম্মণি সম্পাদিতাঃ সোমাঃ সুতপাব্নেঽভিষুতস্য সোমস্য পানকর্ত্রে। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তস্য পাতুর্বীতয়ে ভক্ষণার্থং যন্তি। তমেব প্রাপ্নুবন্তি। কীদৃশাঃ সোমাঃ। সুতাঃ। অভিষুতাঃ। শুচয়ঃ। দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাচ্ছুদ্ধাঃ। দধ্যাশিরঃ। অবনীয়মানং দধ্যাশীর্দ্দোষঘাতকং যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ।

সুতপাব্নে। সুতং পিবতীতি সুতপাবা। বনিপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। সমাসে দ্বিতীয়াপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শুচয়ঃ। শুচদীপ্তৌ। ইগিন্নিত্যনু-বৃত্তাবিগুপধাৎ কিৎ। ৪।১২১। ইতীনঃ। কিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বীতয়ে। বীগতিপ্রজননকান্ত্যসনখাদনেষিত্যস্মাদন্মন্ত্রেবৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ। পা০ ৩।৩।৯৬। ইতি ক্তিন্নুদাত্তঃ। সোমাসঃ। ষুঞ্ অভিষবে। অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষীত্যাদিনা। উ০ ১।১৩৮। মন। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইত্যসুগাগমঃ দধ্যাশিরঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মেতে সম্পাদিত সোম-সকল, অভিষুত (অভিষবাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত) সোমরসের পানকর্ত্তার ভক্ষণ নিমিত্ত গমন করিতেছে; অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে। "পানকর্ত্রে" এস্থলে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী হইয়াছে। কিরূপ সোমসকল? "সুতাঃ" অর্থাৎ অভিষুত—অভিষবাদি সংস্কাররূপ প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা পরিশোধিত। "শুচয়ঃ অর্থাৎ দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত বলিয়া শুদ্ধ। অবনীয়মান (সোমে মিশ্রিত) দধি, দোষ-ঘাতক হইয়াছে যে সোমসমূহের, এই অর্থে "দধ্যাশিরঃ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে।

"সুতপাব্নে" এই পদটী "সুতকে পান করে যে, এই অর্থে, সুত উপপদ পূর্ব্বক পানার্থ পা-ধাতুর উত্তর বনিপ (বন্) প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে, বনিপ প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু এই পদটীর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে; এবং সমাসে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে (পরপদে) প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "শুচয়ঃ" এই পদটী দীপ্ত্যর্থ শুচ্ ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি-বশতঃ "ইগুপধাৎ কিৎ" (উ০ ৪।১২১) এই সূত্রের দ্বারা ইন প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ইন্ প্রত্যয়ের কিত্ব-বশতঃ লঘু উপধা (অন্তের সমীপবর্ত্তী) স্বরের গুণাভাব হইয়াছে এবং নিত্ব-বশতঃ এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বীতয়ে" এই পদটী—গতি, প্রজনন, কান্তি, অসন ও খাদনার্থ "বী" ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদ-ভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩.২।৯৬) এই সূত্রের দ্বারা ঐ ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমাসঃ" এই পদটী, অভিষবার্থ ষুঞ্ ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষি" (উ০ ১।১৩৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মন্ প্রত্যয় এবং "আজ্জসেরসুক্" (পা০ ৭।১।৫০) এই সূত্রের দ্বারা অসুক আগম হইয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দধ্যাশিরঃ" এই পদটীতে "পোষণ করে যে" এই

দধাতি পুষ্ণাতীতি দধি। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা০ ৩.২।১৩১। ইতি কিন্। লিডবদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবঃ। কিত্ত্বাদাকারলোপঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শৄ হিংসায়াং। শৃণাতি হিনস্তি সোমে অবনীয়মানং সৎ সোমস্য স্বাভাবিকং রসমৃজীষত্ব প্রযুক্তং নীরসং দোষং বেত্যাশীঃ। ক্বিপ্যৃত ইদ্ধাতোঃ। পা০ ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং চ। দধ্যেবাশীর্যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৫সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে নবমো বর্গঃ ॥ ৯ ॥

* * *

পঞ্চম (৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এ ঋকের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়,—এ ঋক্ যেন কোনও মদ্যপ সংসারীর উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। সোম যেন নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মদ্য-বিশেষ; তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি এবং অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। বেদ-ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সে সময়ে মাদকাদির তীব্রতা-হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায় তাহাও সূচিত হয়। এ হিসাবে, ইন্দ্রদেবকে কোনও মদ্যপ কুকর্ম্মী সাধারণ মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইয়াছে। *

অর্থে, ধারণ ও পোষণার্থ ডুধাঞ্ (ধা) ধাতুর উত্তর "আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ" (পা০ ৩।২।১৩১) এই সূত্রের দ্বারা কিন্ প্রত্যয় এবং ঐ কিন্ প্রত্যয়ের লিড্বৎ-ভাব হেতু দ্বিত্ব হইয়াছে; এবং কিত্ত্ব-হেতু আকারের লোপ হইয়া "দধি" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আশীঃ" এই পদটি, হিংসার্থ শৄ ধাতু হইতে, ঋজীষত্ব প্রযুক্ত (পিষ্ট পচনত্ব প্রযুক্ত) "অবনীয়মান (সোমে মিশ্রিত) হইয়া সোমের স্বাভাবিক রসকে, অথবা নীরসরূপ দোষকে হিংসা করে যে" এই অর্থে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ঋত ইদ্ধাতোঃ" (পা০ ৬।১।১০০) এই সূত্রের দ্বারা ঈত্ব ও রপরত্ব হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "দধিই হইয়াছে আশীঃ (দোষঘাতক) যে সোম-সমূহের"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া, ঐ "দধ্যাশিরঃ" পদটীর পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে নবম বর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

* এই ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ভাব বুঝিতে পারিবেন। যথা,—"এই শুদ্ধ এবং উগ্রতা-দোষ-নাশের নিমিত্ত দধির সহিত মিশ্রিত সুস্বাদু সোমরস সোমপানকারী ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতেছে—অর্থাৎ উদ্দেশে নিবেদিত হইতেছে।",

কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের পূর্ব্বোক্তরূপ কু-ব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, ঋকের কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণে তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঋকে আছে—'দধ্যাশিরঃ'। এই পদের 'দধি' এবং 'আশির' শব্দদ্বয়ে এক অভিনব অর্থ সূচিত হইতে পারে। সেই ভাব একটু ব্যক্ত করিতেছি। 'আশির' শব্দে 'আশীষ', এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম'। সোম বা ভক্তিসুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে, তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে, দেবতার 'আশিরঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর না করিয়া দেন, তিনি যদি বন্ধন-মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টি-পাত না করেন; তাহা হইলে, 'সোম' 'দধি-মিশ্রিত' হইতে পারে না; অর্থাৎ—ভক্তি অনন্যা না হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎ-স্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ পদের অর্থ—'ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তি-হেতু স্নেহার্দ্র যে ভক্তিসুধা!' ঋকে বলা হইয়াছে,—'ভগবানের স্নেহাদি-আশীর্ব্বাদ-সহযোগে নির্ম্মল পবিত্র অতএব অনন্যা, ভক্তি-সুধা তাঁহারই উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর। অর্থাৎ,—ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, প্রাণ-মন তাঁহার প্রতি সমর্পণ কর।'

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সুতপাব্নে" বলা হইয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে কেহ কেহ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'যিনি প্রকৃষ্টরূপে সোমরস পান করেন, সেই সোমরস-পানকারী ইন্দ্রদেব।' এ অর্থে সাধারণ-দৃষ্টিতে ইন্দ্রদেবকে মদ্যপানকারী ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই বুঝা যায় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে, এতদ্দ্বারা অন্য অর্থ উপলব্ধি হয়। 'পা' ধাতু হইতে 'পাব্নে' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পা' ধাতুর অর্থ—পান, পালন বা রক্ষণ। সে হিসাব বুঝা যায়,—'সুতপাব্নে' শব্দে সেই ইন্দ্রদেবতাকে বুঝাইতেছে, যে ইন্দ্রদেবতা অভিষুত সোমকে পালন বা রক্ষা করেন, অথবা পান করেন। অভিষুত সোম—সুসংস্কৃত ভক্তি অর্থাৎ অনন্যাভক্তি কিংবা সুধা বা অমৃত। সেই ভক্তি যিনি পালন বা রক্ষা করেন;—অর্থাৎ

যিনি হৃদয়ে সেই ভক্তির সঞ্চার করিয়া দেন, তিনিই সুতপাব্নে; আবার যিনি সেই সুধা বা অমৃত পান করেন, অর্থাৎ ভক্তের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করেন,—তিনিই 'সুতপাব্নে'।

ঋকে আছে,—"বীতয়ে যন্তি।" সাধারণতঃ ইহার অর্থ নিষ্পন্ন হয়,—'পানায় সম্ভজনায় প্রাপ্নুবন্তি।' অর্থাৎ,—(তাঁহার) পানের নিমিত্ত অথবা প্রীতির জন্য গমন করে।' এস্থলে দ্বিবিধ অর্থ সূচিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, স্থূল-দৃষ্টিতে, বারিবর্ষণের ভাব মনে আসে। দ্বিতীয়তঃ, একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, এতদ্দ্বারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। ধরিত্রীর স্নিগ্ধতা-সম্পাদন জন্য বাষ্পরাশি আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হয়। ইন্দ্র মেঘাধিপতি। তাঁহার প্রভাবে, মেঘরাশি বারিরূপে নিপতিত হইয়া সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে। পানের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবের নিকট সোমের গমনের, ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, বুঝা যায়,—অবিমিশ্র ভক্তি-সুধা মুমুর্ষুর মোক্ষেচ্ছা বহন করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য গমন করিয়া থাকে। স্থূল-দেহ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না; তাই এস্থলে সূক্ষ্ম-দেহের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট। এ ঋক্, যেন নিরাশায় আশার সঞ্চার করিতেছে। বলিতেছে,—তোমার হৃদয়ে সোমসুধা সঞ্চিত আছে, তাহারই সাহায্যে তুমি পরাগতি-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে। সে সোমসুধা তুমি পবিত্র কর—ধারণক্ষম করিয়া তুল। পবিত্র হইলে, তাহার ন্যায় শক্তিশালী আর কে হইতে পারে? তোমার সেই ভক্তিসুধা কেন তাঁহার চরণে সমর্পিত হয় না? তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তাহাকে সংস্কৃত নির্ম্মল করিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ কর। কেন হতাশ হও? ভক্তের ভগবান তিনি; ভক্তাধীন তিনি; তাঁহার শরণ লও। মুক্তির অভিলাষী—তুমি; মুক্তি আপনিই অধিগত হইবে।

প্রার্থনা যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। তখনই দধিরূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; চিত্ত নির্ম্মল হউক; সোমসুধা সুসংস্কৃত কর—ভক্তির বিমল আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, দধিরূপে তাঁহার স্নিগ্ধ করুণাধারা আপনিই বর্ষিত হইবে। সোম যদি সুসংস্কৃত না হয়,—

ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে কি সে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে?—সে সোমে কি স্নিগ্ধতাই আসে? কখনই না। একাগ্রতা না থাকিলে,—অঙ্গে অঙ্গ মিশাইবার আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে,—আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের কামনা না থাকিলে, সোম কি নির্ম্মল হয়? কখনই না। সংসারের আবিলতা দূর কর, অন্তর নির্ম্মল কর, তাঁহার শরণ লও; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও! তবেই তো তুমি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে!—তবেই তো তিনি স্নিগ্ধ দধিরূপে আসিয়া তোমার সোম সুসংস্কৃত করিবেন! তবেই তো তোমার পুরুষার্থ সাধন হইবে! তবেই তো তুমি মোক্ষধন প্রাপ্ত হইবে! তবেই তো তুমি আত্মায় আত্ম-সম্মিলন করিতে পারিবে! আমরা মনে করি, এ ঋক্ এই নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—৫সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠায় সুক্রতো ॥ ৬ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। সুতস্য। পীতয়ে। সদ্যঃ। বৃদ্ধঃ। অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জৈষ্ঠ্যায়। সুক্রতো ইতি সুহক্রতো ॥ ৬॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (শোভনকর্ম্মন্, শোভনপ্রজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'সুতস্য' (সোমস্য, ভক্তিরসস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং, রক্ষণার্থং) 'সদ্যঃ' (চিরকালং) 'জ্যৈষ্ঠ্যায়' (জ্যেষ্ঠত্বেন, গুণপ্রাধান্যেন) 'বৃদ্ধঃ' (জ্যেষ্ঠঃ, শ্রেষ্ঠঃ, বৃদ্ধিপ্রাপ্তঃ) 'অজায়থাঃ' (অভবঃ, গুণৈঃ কর্ম্মভিশ্চ সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠৈঃ ভবসীত্যর্থঃ)। হৃদি ভক্তিরসসঞ্চারেণ সত্ত্বভাবপুষ্টিকারণেন ভগবতো মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনকর্ম্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সোমপানের জন্য (ভক্তিসুধা বা সত্ত্বভাব সংরক্ষণের নিমিত্ত), চিরকালই গুণপ্রাধান্যে আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য হয়েন। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে ভক্তি-রসের সঞ্চারে এবং সত্ত্বভাব পরিপুষ্টির দ্বারাই ভগবানের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত)। (১ম—৫সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুক্রতো শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ত্বং সুতস্যাভিষুতস্য সোমস্য পীতয়ে পানার্থং জ্যৈষ্ঠ্যায় দেবেষু জ্যেষ্ঠত্বার্থং চ সদ্যস্তস্মিন্নেব ক্ষণে বৃদ্ধোঽজায়থাঃ অভিবৃদ্ধ্যোৎসাহেন যুক্তোঽভূঃ॥

পীতয়ে। পা পান ইত্যস্মাৎ স্থাগাপাপচোভাবে। পা০ ৩।৩।৯৫। ইতি ক্তিন্। ঘুমাস্থেত্যাদিনা পা০ ৬।৪।৬৬। ঈত্বং। তস্যঃ নিত্ত্বেঽপি ব্যত্যয়েন প্রত্যয়োদাত্তত্বং উত্তর-সূত্রগতমুদাত্তপদমত্রাপি বা যোজনীয়ং। সদ্যঃ। সদ্যঃ-পরুৎপরারীতি সূত্রেণ। পা০ ৫।৩।২২

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সুক্রতো—অর্থাৎ শোভনকর্ম্মযুক্ত কিম্বা শোভনবুদ্ধিযুক্ত হে ইন্দ্রদেব। আপনি অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত, দেবসমূহের জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত সদ্যঃই অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; অর্থাৎ অভিবৃদ্ধি (সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হেতু উৎসাহযুক্ত হইয়াছিলেন।

"পীতয়ে" এই পদটী পানার্থ পা ধাতুর উত্তর 'স্থাগাপাপচো ভাবে" (পা০ ৩।৩।৯৬) এই সূত্রের দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া এবং "ঘুমাস্থা (পা০ ৬।৪।৬৬) এই সূত্রের দ্বারা আকারের স্থানে ঈত্ব করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই ক্তিন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হইলেও ইহার প্রত্যয়স্বরের পরিবর্ত্তে উদাত্তস্বর হইয়াছে। কিম্বা উত্তর সূত্রগত উদাত্ত পদকেও যুক্ত করিতে পারা যায় (কারণ, তাহাতেও উদাত্তস্বরের প্রাপ্তি হইতে পারে)। "সদ্যঃ" এই পদটি, "সদ্যঃ পরুৎপরারী" (৫।৩।২২) এই সূত্রের দ্বারা 'সমান

সমানেঽহনীত্যর্থে সমানস্য সভাবো দ্যশ্চ প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ বৃদ্ধ। বৃধুবৃদ্ধৌ। উদিতোবা। পা০ ৭।২।৫৬। ইতি ক্ত্বা প্রত্যয় ইটো বিকল্পিতত্বাদযস্য বিভাষা। পা০ ৭।২।১৫। ইতি নিষ্ঠায়ামিট্প্রতিষেধঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। জৈষ্ঠ্যায়। জ্যেষ্ঠস্য ভাবে জৈষ্ঠ্যং। গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা০ ৫।১।১২৪। ইতি ষ্যঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এ ঋকের বিভিন্ন অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—'হে শোভনজ্ঞানবান্ ইন্দ্র! আপনি অভিষুত সোমপানের নিমিত্ত এবং দেবগণের মধ্যে প্রধান হইবার নিমিত্ত সেইকালে উৎসাহিত হয়েন।" আর এক জন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"তুমি দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ হইয়াও নিজগুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ। এক্ষণে সোমপান-বিষয়ে তুমি অগ্রভাগ পাইবার অধিকারী।" মন্তব্যে তিনি বলিয়াছেন,—"ইন্দ্র বিষ্ণুর বড় ও অন্যান্য দেবগণের কনিষ্ঠ।" আর একজন ব্যাখ্যাকার, ভাষ্যকারের অনুসরণে আর একরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। সে মতে, ইন্দ্রদেব দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি সোমরস-পানের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং সোমরস পান করিয়া স্বীয় গুণকর্ম্ম অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋকের এরূপ অর্থ-নিষ্কাষণে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া তো

দিবসদ্বয়' এই অর্থে সমান শব্দের স্থানে 'স'ভাব এবং 'দ্যঃ' প্রত্যয় করিয়া নিপতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "বৃদ্ধ" এই পদটী বৃদ্ধার্থ বৃধু—বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উদিতোবা" এই সূত্র দ্বারা উদিৎ ধাতুর (যে ধাতুর উৎ যায়) পরে ক্ত্বা প্রত্যয় থাকিলে ইট্ আগমের নিষেধ হয়। অতএব এস্থলে ইট্ আগম হয় নাই। প্রত্যয়-স্বর-হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "জ্যেষ্ঠ্যায়" এই পদটী "জ্যেষ্ঠের ভাব জৈষ্ঠ্য" এই অর্থে, "গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" (পা০ ৫।১।১২৪) এই সূত্রের দ্বারা জ্যেষ্ঠ শব্দের উত্তর ষ্যঞ (য) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এবং ঐ ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫সূ—৬ঋ)।

* * *

দূরের কথা; এতদ্দ্বারা সাধারণভাবেও কোনও অর্থ উপলব্ধ হয় না। ঐরূপ ব্যাখ্যা যে উপেক্ষণীয়, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। ঐরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণেই যে বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহাও উপলব্ধ হয়।

ঋকে ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে যে কয়েকটী গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণেই ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ঋকে ইন্দ্রদেবকে "সুক্রতো" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 'সুক্রতু' শব্দে 'শোভনকর্ম্মকারী' অর্থ উপলব্ধ হয়. শোভনকর্ম্ম কি—এস্থলে তাহা বুঝিবার আবশ্যক হয়। যে কর্ম্ম সৎ, যে কর্ম্ম সৎসহযুত,—তাহাই শোভন-কর্ম্ম। তিনি সৎ—তিনি সত্য। তাই তাঁহার কর্ম্ম—সৎ; তাই তাঁহার কর্ম্ম—শোভন কর্ম্ম।

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যকোপনিষদে) উক্ত হইয়াছে,—

"ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি
ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥"

অর্থাৎ।—এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ। সমুদায় প্রাণীও সেই সত্য-স্বরূপের নিকট মধুরূপে প্রকাশমান। অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় যে সত্যস্বরূপ সত্যে বিরাজমান এবং যিনি শুদ্ধ চৈতন্য; সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই এই পরমাত্মা, তিনিই অমৃত তিনিই ব্রহ্ম।'

তিনি সৎস্বরূপ অথচ শোভনকর্ম্মী। ঋকে ব্রহ্মরূপী সেই ইন্দ্রদেবকে সেই ভাবেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহাকে শোভনকর্ম্মকারী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—তোমরা শোভন-কর্ম্মের, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলেই সৎকর্ম্মের পোষণকারী ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিতে পারিবে।

গার্গির প্রশ্নের উত্তরে, ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণন-ব্যপদেশে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। যথা,—

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং
মন্তবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদ-
তোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্
নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥"

অর্থাৎ।—হে গার্গী, এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে না। কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করিতে পারে না; কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন। কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু তিনি সকলই জানেন। ইঁহা ব্যতীত দ্রষ্টা নাই, ইঁহা ব্যতীত শ্রোতা নাই, ইঁহা ব্যতীত বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি,—বিশ্ব সংসার এই অবিনাশী পরমেশ্বরে ওতঃপ্রোতঃভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।'

ঋকে প্রকাশ—তিনি শোভনকর্ম্মী, তিনি বিশ্বকর্ম্মী। বিশ্বকর্ম্মী বা শোভনকর্ম্মী বলিয়াই তাঁহাতে এই সকল ভাব আরোপ করা যায়।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের বিশ্ব-ব্যাপ্তির অথচ নির্লিপ্ততার ভাব কি সুন্দর পরিস্ফুট! বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ ॥ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১ ॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৪ ॥ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৫ ॥ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্

ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়েত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ । যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ । ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক অরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥”

অর্থাৎ,—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত থাকিয়া পৃথিবী হইতে পৃথক্, যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যে আত্মা পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মাই অন্তর্য্যামী—বিনাশরহিত। ৩॥ যিনি অপে বিরাজিত অথচ অপ্ হইতে পৃথক; অপ্ যাঁহার শরীর হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি অপ-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী বিনাশরহিত—অমৃত। ৪॥ যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, অগ্নি যাঁহার শরীর, অথচ অগ্নি যাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি অগ্নির অন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৫॥ যিনি অন্তরীক্ষে আছেন, কিন্তু অন্তরীক্ষ হইতে পৃথক; অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, অথচ অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি অন্তরীক্ষের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৬॥ যিনি বায়ুতে অবস্থিত, অথচ বায়ু হইতে স্বতন্ত্র; বায়ু যাঁহার শরীর অথচ বায়ু যাঁহাকে জানিতে পারে না; যিনি বায়ুর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, সেই আত্মাই অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৭॥ চিনি স্বর্গলোকে অবস্থিত, কিন্তু স্বর্গ হইতে অন্তর; স্বর্গ যাঁহার শরীর অথচ স্বর্গ যাঁহাকে জানে না; যিনি স্বর্গের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৮। যিনি সূর্য্যে অবস্থিত, অথচ সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র; সূর্য্য যাঁহার শরীর হইয়াও সূর্য্য যাঁহাকে জানিতে পারেন না; যিনি সূর্য্যের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ৯। যিনি দিক্-সমূহে অবস্থিত থাকিয়াও দিক্-সমূহ হইতে পৃথক; দিক-সমূহ যাঁহার শরীর অথচ দিক-সমূহ যাঁহাকে অবগত নহে; যিনি দিক-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন,—সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ১০॥ যিনি আকাশ, চন্দ্র, তারকা, তমঃ, তেজঃ প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়াও তৎসমুদায় হইতে পৃথক; আকাশ ও চন্দ্র-তারকাদি যাঁহার বিষয় অবগত নহে; অথচ যিনি তাহাদিগের অন্তরে থাকিয়া

তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ১১—১৪॥ যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত; অথচ ভূতসমূহ হইতে স্বতন্ত্র; ভূত-সমূহ যাঁহার শরীর, অথচ যিনি তৎ-সমুদায় হইতে পৃথক; যিনি ভূত-সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। যিনি প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়াও তৎসমুদায় হইতে পৃথক; প্রাণ-বাক্-চক্ষু-শ্রোত্রাদি যাঁহার শরীরভূত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না; যিনি তাহাদের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; সেই আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত। ২১—২২॥ তাঁহার ন্যায় শ্রোতা, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞাতা, তাঁহার ন্যায় মহৎ, আর কে থাকিতে পারে?

যাঁহারা ব্রহ্মের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কি তাঁহাকে মদ্যাদি-দানে তাঁহার পরিতৃপ্তি-সাধনের প্রয়াস পান? অথবা তাঁহাকে মদ্যপান করাইয়া নিজেরাই পরিতৃপ্ত হন? যিনি বিশ্বসংসারের তৃপ্তি-বিধান করেন, মদ্যাদি-দানে তাঁহার তৃপ্তি-সাধনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পূজার উপচার মদ্য নহে; তাঁহাদের সে পূজার উপচার—সুসংস্কৃত সোম—অনাবিল ভক্তিসুধা—ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত—তাহাতেই তিনি ভক্তাধীন। তিনি ভক্তের ভগবান; ভক্তি-ডোরেই তিনি ভক্তের নিকট চিরকাল বাঁধা রহিয়াছেন। এখানে ভক্তিসুধা-দানে ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিবার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি অনাদি অনন্ত, তাই তিনি জ্যেষ্ঠ—সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি নির্গুণ গুণাতীত, তিনি সর্ব্বগুণাধার, তিনি শ্রেষ্ঠ গুণের আকর; তাই তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি অজর অমর—ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি প্রজ্ঞান-স্বরূপ—তিনি অশেষ প্রজ্ঞানসম্পন্ন; তিনি সকল জ্ঞানের আধার; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, তিনি বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি পুরাণ, তিনি প্রাচীন—তিনি চির-নবীন—তিনি চিরনূতন; তাই তিনি বৃদ্ধ। তিনি গোত্রপতি, তিনি জ্যেষ্ঠ; তাই তিনি বৃদ্ধ।

> "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ।"

তিনি আদিদেব। তাঁহা হইতেই ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম্ সকলেরই উদ্ভব হইয়াছে। দেব-দানব-তির্য্যগাদি চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থ

তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। সৃষ্টির আদিকালে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি শূন্য—ব্যোমের অতীত। প্রাণের প্রাণ—মহাপ্রাণ—নিরঞ্জন—পরমব্যোম তিনি। তাঁহা হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি। তিনি সকল ভূতের আদিভূত; তিনি পুরাণ—তিনি অনাদি; তাঁহার আদি অন্ত মধ্য অব্যক্ত; এই জন্য তিনি বৃদ্ধ—এই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'সেই বৃদ্ধ, জ্যেষ্ঠ, অজ, অক্ষর ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর। তিনি শোভনপ্রজ্ঞ—শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞানসম্পন্ন। তিনি তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবেন। তিনি গুণাতীত গুণাগ্রগণ্য; তিনি তোমাকে শ্রেষ্ঠ গুণভূষণে ভূষিত করিবেন। তুমি তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর; একৈকশরণ্যভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হও। তাহা হইলেই তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে;—তাহা হইলেই তুমি পরাগতিলাভে সমর্থ হইবে।' শ্রীভগবান তো নিজেই বলিয়াছেন,—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভং পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জ্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অতএব, একমাত্র তাঁহারই শরণ লও; তোমায় আর গতাগতির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।' (১ম—৫সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
শন্তে সন্তু প্রচেতসে॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ত্বা। বিশন্তু। আশবঃ। সোমাসঃ। ইন্দ্র। গির্ব্বণঃ।
শং। তে। সন্তু। প্রঽচেতসে॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ (স্তবনীয়, স্তুত্য) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আশবঃ' (আশু-সংস্কৃতাঃ, সত্তোবিশুদ্ধীকৃতাঃ) 'সোমাসঃ' (সোমাঃ, ভক্তিরসাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ বিশন্তু' (সম্যক্ গচ্ছন্তু, সম্যক প্রাপ্নুবন্তু, তৃপ্তিং জনয়ন্তু); 'প্রচেতসে' (প্রকৃষ্টজ্ঞানবতে, চৈতন্যস্বরূপায়) 'তে' (তুভ্যং) 'শং' (সুখরূপাস্তৃপ্তিপ্রদা ইতি যাবৎ, মঙ্গলপ্রদাঃ) সন্তু (ভবন্তু)। হে দেব! মদীয়া নবসঞ্জাতা ভক্তি ত্বাং লভতু; মম সদ্যঃসঞ্জাতঃ সত্ত্বভাবঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু। অত্র ইত্যেবং প্রার্থনা। বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। (১ম—৫সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তবনীয় ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আশুসংস্কৃত (সদ্যোবিশুদ্ধীকৃত) ভক্তিরস (সত্ত্বভাব) তোমাকে প্রাপ্ত হউক; প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ তোমাকে তৃপ্তি দান করুক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমার নবসঞ্জাত ভক্তি আপনাকে লাভ করুক—আমার সদ্যঃসঞ্জাত সত্ত্বভাব আপনাকে প্রাপ্ত হউক)॥ (১ম—৫সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং ত্বাং সোমাসঃ সোমা আবিশন্তু। আভিমুখ্যেন প্রবিশন্তু। কীদৃশাঃ সোমাঃ। আশবঃ। সবনত্রয়ে প্রকৃতির্বিকৃত্যোর্বা ব্যাপ্তিমন্তঃ। কীদৃশেন্দ্র? গির্বণঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ সংভজনীয়ো দেববিশেষঃ। গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি। নিঃ ৬।১৪। ইতি যাস্কঃ। তথাবিধ হে ইন্দ্র তে তব প্রচেতসে প্রকৃষ্টজ্ঞানায় শং সুখরূপাঃ সোমাঃ সন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! তোমাতে সোমসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হউক। সেই সোমসমূহ কিরূপ? "আশবঃ" অর্থাৎ—(প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন) সবনত্রয়ে কিম্বা প্রকৃতি ও বিকৃতি যজ্ঞে ব্যাপ্তিমান্। ইন্দ্রদেব কিরূপ? "গির্ব্বণঃ অর্থাৎ স্তুতিসমূহের দ্বারা সম্যক্-প্রকারে ভজনীয় দেবতাবিশেষ। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক বলেন—গির্ব্বণ শব্দে দেবতাকে বুঝায়; কারণ, বাক্যের দ্বারা ইঁহাকে স্তুতি করা যায় (নি॰ ৬।১৪)। এবম্ভূত হে ইন্দ্রদেব! আপনার প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের নিমিত্ত সোমসমূহ সুখস্বরূপ হউক।

গির্বণঃ। গৃণন্তীতি গিরঃ স্তুতয়ঃ। গৄ শব্দে ক্বিপি ঋত ইদ্ধাতোঃ। পা০ ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং চ। গীর্ভির্বন্যতে সেব্যত ইতি গির্বণাঃ বনষণসংভক্তৌ। সংভক্তিঃ সেবা। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উঃ ৪।১৯০। ইত্যসুন্ প্রত্যয়ঃ। প্রচেতসে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৫সূ—৭ঋ)।

* * *

সপ্তম (৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এ ঋক্ যেন কোনও মনুষের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণও সেই ভাবেই ঋকের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—'মাদক সোমরস তোমার নিকট গমন করুক।' কেহ বলিয়াছেন,—'মাদক সোমরস তোমার উদরে প্রবেশ করুক।' * এইরূপ, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই ঋকের বিভিন্নরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—এ ঋকে নিষ্কাম-কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সোম আপনার সুখ-সাধন করুক; তদ্দ্বারা আপনি কল্যাণযুক্ত হউন—মন্ত্রের এই যে প্রার্থনা, এরূপ কামনাবিহীন নিরাকাঙ্ক্ষ-ভাব, সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি? এখানে আত্মসুখ-সাধনেচ্ছা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—এখানে আত্মতৃপ্তির উৎকট আকাঙ্ক্ষা দূরে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সে

"গির্ব্বণঃ" এই পদটীতে "শব্দিত হইতেছে"—এই অর্থে "গিরঃ" শব্দের অর্থ স্তুতিসমূহ শব্দার্থ গৄ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিয়া "ঋত ইদ্ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।১০০) এই সূত্রের দ্বারা ঋকারের স্থানে ইত্ব ও রপরত্ব হইয়াছে। সেই "গির অর্থাৎ স্তুতিসমূহের দ্বারা সেবিত হয়েন যিনি", এই অর্থে "গির্ব্বণঃ" শব্দে দেবতা অতিহিত হইতেছেন। গির্ উপপদ পূর্ব্বক সংভক্ত্যর্থ বন্ ধাতুর উত্তর সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্ (উ০ ৪।১৯০) এই সূত্রের দ্বারা অসুন্ প্রত্যয় হইয়া সম্বোধনের একবচনে "গির্ব্বণঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংভক্তির অর্থ সেবা। "প্রচেতসে" এই পদটীতে বহুব্রীহি সমাস প্রযুক্ত পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ৭॥

---

* এই ঋকের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি;—"হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ব্যাপনশীল (অর্থাৎ শীঘ্র মাদক) সোমরস-সমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক, প্রকৃষ্ট-জ্ঞানলাভে তোমার মঙ্গলকারী হউক।" মূলে 'আশবঃ' পদ আছে; তাহা হইতেই মাদক-দ্রব্যের প্রসঙ্গ আসিয়া থাকে।

সোম তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া তাঁহারই তৃপ্তি-কামনায় সাধক পরিতৃপ্ত হইতেছেন। ইহার অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? যাহাতে তাঁহার আনন্দ, তাহাতে আমারও আনন্দ; যাহাতে তাঁহার সুখ, তাহাতে আমারও সুখ;—এখানে, সাধকের মনে, সেই ভাবের উন্মেষ হইয়াছে।

ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন,—"সখা, কর্ম্ম কর; কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা কদাপি করিও না—'মা ফলেষু কদাচন'। নিষ্কাম কর্ম্মই—সার কর্ম্ম! যে কর্ম্মই কর না কেন, সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর।" তিনি বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥

এ ঋকে সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের বিষয়েই উপদেশ আছে। সুসংস্কৃত-সোম—অবিমিশ্র ভক্তি-সুধা কিরূপে তাঁহাতে সমর্পণ করা যাইতে পারে? কিরূপে সে সুধা তাঁহাকে পাইতে পারে? সে ভক্তিসুধা তখনই তাঁহাকে সমর্পণ করা হয়, সে সুধা তখনই তাঁহাকে পাইতে পারে; যখন আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত-চিত্তে সেই ভক্তিসুধা তাঁহার চরণে সমর্পিত হয়—যখন নিষ্কাম-কর্ম্মী সাধক তাঁহাকেই একমাত্র কারণ জানিয়া, তাঁহার চরণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন। তখন তাঁহার আমিত্বের বিলোপ হয়—অহংভাব তিরোহিত হয়। তখন, তাঁহার মনোমধুকর সেই মনোময়ের চরণসরোজে মধুপানে মত্ত হইয়া থাকে।

ঋকে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'দেব! আমি ধন চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না। আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে। আমার দেহমনপ্রাণ তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। কৃপা-প্রকাশে গ্রহণ কর; চরিতার্থ কর। তুমি বিজ্ঞানময় চৈতন্য-স্বরূপ। আমি মোহপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছি। আমার চৈতন্য-সম্পাদন কর। যেন তোমার স্বরূপ বুঝিয়া তোমাতেই প্রমত্ত হই। যেন তাহাই আমার গতি-মুক্তির কারণ হয়।' (১ম—৫সূ—৭ঋ) ॥

* * *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্থা শতক্রতো।
ত্বাং বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ॥ ৮॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ত্বাম্। স্তোমাঃ। অবীবৃধন্। ত্বাম্। উক্থা। শতক্রতো ইতি শতঽক্রতো।
ত্বাম্। বর্দ্ধন্তু। নঃ। গিরঃ॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (হে বিচিত্রকর্ম্মকারিন্, অশেষসৎকর্ম্মণা প্রতিষ্ঠিত হে দেব।) 'স্তোমাঃ' (সামরূপাণি স্তোত্রাণি, অস্মাভিরনুষ্ঠিতাঃ পূজার্চ্চনাঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বাং অবীবৃধন্' (বর্দ্ধিতবন্তি, অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি); 'উক্থা' (শস্ত্ররূপাণি বেদমন্ত্রাণি) ত্বাং অবীবৃধন্ ইতি শেষঃ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'ত্বাং' 'বর্দ্ধন্তু' (বর্দ্ধয়ন্তু, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু)। বেদমন্ত্রোচ্চারণেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং হৃদি ভগবৎ-প্রতিষ্ঠায়াং সমর্থাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—৫সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্রকর্ম্মকারী (অশেষ সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) হে দেব! সামরূপ স্তোত্রমন্ত্র (আমাদিগের অনুষ্ঠিত পূজার্চ্চনা) এবং শস্ত্ররূপ বেদমন্ত্রসমূহ আপনাকে পরিবর্দ্ধিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করে। আমাদিগের স্তুতি আপনাকে সম্বর্দ্ধিত (আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করুক। (ভাব এই যে,—বেদমন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা এবং সৎকর্ম্ম-প্রভাবে, আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই)॥ (১ম—৫সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বেন্দ্রঃ ত্বাং স্তোমাঃ সামগানাং স্তোত্রাণ্যবীবৃধন্। বর্দ্ধিতবন্তি। তথা বহ্বৃচানামুক্থা শস্ত্রাণি ত্বামবীবৃধন্। যস্মাৎ পূর্ব্বমেবমাসীৎ তস্মাদিদানীমপি নোঽস্মাকং গিরঃ স্তুতয়স্ত্বাং বর্দ্ধন্তু বর্দ্ধয়ন্তু অতিবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তু॥

স্তোমাঃ। মনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অবীবৃধন্। বৃধুবৃদ্ধৌ। ণ্যন্তাৎ। পা০ ৩।১।২৬। লুঙিচঙি। পা০ ৩।১।৪৮। উৠৎ। পা০ ৭।৪।৭। ইতি বৃধেরুপধায়া ঋকারস্য ঋকার-বিধানাদন্তরঙ্গোঽপি গুণো বাধ্যতে। দ্বির্ভাব। পা০ ৬।১।১১। হলাদিশেষঃ। পা০ ৭।৪।৯৩। সন্বদ্ভাবে ত্বদীর্ঘত্বাডাগমাঃ। উক্থা। উক্থানি। পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উ০ ২।৭। ইতি থক্প্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্ত্বাৎ সম্প্রসারণম্। শেশ্ছন্দসি বহুলম্। পা০ ৬।১।৭০। ইতি শিলোপো নলোপশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। অসামর্থ্যাদামন্ত্রিতপরস্যাপি ন পরাঙ্গবদ্ভাব ইতি নাদ্যুদাত্তত্বম্। বর্দ্ধন্তু। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্বৃধের্ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্॥ ৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো। অর্থাৎ বহুকর্ম্মান্বিত কিংবা বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত ইন্দ্রদেব। আপনাকে সামগদিগের স্তোত্রসমূহ বর্দ্ধিত করিয়াছিল, এবং বহ্বৃচদিগের শস্ত্রসমূহও আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যেহেতু পূর্ব্বসময়ে এইরূপ ছিল, (অর্থাৎ ঐ স্তোত্র ও শস্ত্রসমূহ, আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল), সেই হেতু অধুনাও আমাদিগের স্তুতিসমূহ, আপনাকে অতিশয় বর্দ্ধিত করুক।

স্তোমাঃ। এই পদটী স্তু ধাতুর উত্তর মন্প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অবীবৃধন্। বৃদ্ধ্যর্থ বৃধু (বৃধ্) ধাতুর (পা০ ৩।১।২৬) নিচ্ করিয়া, "লুঙিচঙি" (পা০ ৩।১।৪৮) লুঙের অন্ প্রত্যয় করিয়া, "উৠৎ" (পা০ ৭।৪।৭) এই সূত্রের দ্বারা নিজন্ত 'বৃধি' ধাতুর উপধা (অন্তবর্ণের সমীপবর্ত্তী) ঋকারের স্থানে ঋকার বিধান প্রযুক্ত অন্তরঙ্গ (অবশ্যম্ভাবী) হইলেও গুণ বাধিত হইয়াছে। অনন্তর (পা০ ৬।১।১১) দ্বির্ভাব হইয়া (পা০ ৭।৪।৬০) এই সূত্রের দ্বারা হলাদি শেষ হইয়াছে। দ্বিত্বের (পা০ ৭।৪।৯৩) সন্বদ্ভাব হইয়া (পা০ ৭।৪।৭৯) ইত্ব এবং (পা০ ৪।৪।৯৪) দীর্ঘত্ব হইয়া (পা০ ৬।৪।৭১) অট্ আগম হইয়া "অবীবৃধন্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্থা (উক্থানি)—এই পদটীতে "পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্" (উ০ ২।৭) এই সূত্রানুসারে বচ্ ধাতুর উত্তর থক্ প্রত্যয় করিয়া, সেই থক্-প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-বশতঃ সম্প্রসারণ অর্থাৎ বচ্ ধাতুর স্থানে উচ্ আদেশ করিয়া "উক্থ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (এই উক্থ শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচন করিয়া তাহার স্থানে শি আদেশ ও ন আগমাদি করিয়া "উক্থানি" এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।) "শেশ্ছন্দসি বহুলম্" (পা০ ৬।১।৭০) এই সূত্রের দ্বারা শি ও ন-কারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। আমন্ত্রিত পর (অর্থাৎ পরপদ সম্বোধনান্ত) বলিয়া অন্বয়ের অসামর্থ্য-বশতঃ পরাঙ্গবদ্ভাব হয় না। অতএব ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইল না। বর্দ্ধন্তু—এই পদটীতে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ বৃধি ধাতুর ব্যত্যয়ে (বিনিময়ে) পরস্মৈপদ হইয়াছে।)॥ (১ম—১অ—৫সূ-৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ মানুষকে বেদ-মন্ত্রের অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মন্ত্রপ্রভাবে মানুষ যে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, এখানে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

‘শতক্রতু’ পদে ইন্দ্রকে বুঝায়। শত সংখ্যক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রত্ব-প্রাপ্তি (শতক্রতুত্ব) ঘটে। শব্দার্থের ইহাই সাধারণ তাৎপর্য্য। ‘শতক্রতু’ পদের বিশিষ্ট ভাব এই যে, সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। ভগবান্‌কে সৎকর্ম্মসমূহের সমবায়-স্বরূপ মনে করা যায়। সে পক্ষে এ সম্বোধন সর্ব্বদেবময় ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এখানে শতক্রতু অথবা ইন্দ্র অভিধায়ে ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে মনে করিতে পারি। সে পক্ষে ঋকের প্রথমাংশ, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই খ্যাপন করিতেছে; দ্বিতীয়াংশে তাঁহাকে প্রাপ্তি-পক্ষে আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঋকের অন্তর্গত ‘স্তোমা’ ও ‘উক্‌থা’ পদদ্বয় যথাক্রমে ‘প্রাচীন সাম-মন্ত্রে এবং ব্রহ্মার উক্‌থমন্ত্রে’ অর্থ গৃহীত হয়। তাহাতে মন্ত্রের একটা অর্থ দাঁড়ায়,—‘প্রাচীনগণ সাম-মন্ত্রে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা উকথ-মন্ত্রে তাঁহার স্তুতিগান করিয়াছিলেন।’ একপক্ষে ঋকে সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে মনে করা যায়। সামবেদ—আদিবেদ এবং ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু তিনি অনাদি, তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত। ব্রহ্মার উৎপত্তি-বিবরণ আছে; কিন্তু তিনি চিরদিনই বিদ্যমান আছেন। এখানে বলা হইতেছে,—প্রাচীনগণ তাঁহার গুণগান করিয়াছেন,—স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই যে, আজি যে কেবল আমরাই তাঁহার গুণগান করি, তাহা নহে; আজি যে কেবল আমরাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার জন্য ব্যগ্র হই, তাহাও নহে। এ ব্যগ্রতা—এ আকুল আকাঙ্ক্ষা, আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ—পূর্ব্ব পূর্ব্বতন স্তাবকগণ, সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। অনাদি অনন্তকাল

কোটী সাধক তাঁহার অনাদি অনন্ত মহিমার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন; আবার অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণ লইবেন। সুতরাং তাঁহার পূজা, তাঁহার উপাসনা যে কেবল আমিই করিতেছি, তাহা নহে। তাঁহার পূজা, তাঁহার উপাসনা, অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনগণ প্রাচীন সাম-মন্ত্রে এবং ব্রহ্মা উকৃথ-মন্ত্রে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন,—এতদুক্তিতে সেই ভাবই প্রকাশ পায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

অর্থাৎ,—সেই পরমাত্মা জন্মমরণরহিত। দেহের ন্যায় তিনি উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হন না, অথবা বিনষ্ট হইয়াই পুনরুৎপন্ন হন না। তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া তিনি অজ, নির্ব্বিকার অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া তিনি নিত্য, ক্ষয় নাই বলিয়া তিনি শাশ্বত, রূপান্তর নাই বলিয়া তিনি পুরাণ।

শ্রুতিতেও (কঠোপনিষদে) দেখিতে পাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে,—"স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়।" তাঁহার বিকার নাই, তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই; তিনি অনন্ত শাশ্বত। অনন্ত মহিমময় তিনি; তাই অনন্তকাল হইতে অনন্ত কোটী কণ্ঠে তাঁহার স্তুতিগান চলিয়া আসিতেছে।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের স্তুতি আপনাকে সংবর্দ্ধিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করুক।' প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! কত অনন্ত কোটী কাল হইতে অনন্ত কোটী সাধক আপনার গুণগান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা আপনার কণামাত্র গুণব্যাখ্যানেও সমর্থ হন নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা উকৃথ-মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও আপনার মহিমা-বর্ণনে সমর্থ হন নাই। ক্ষুদ্র আমরা; ক্ষুদ্র শক্তি আমাদের। আমাদের কি সাধ্য যে, আপনার মহিমা কীর্ত্তন করি? আপনাকে

ডাকিতে পারি, সে সামর্থ্য আমাদের নাই। অকিঞ্চন আমরা; আপনার পূজার উপযোগী সামগ্রী কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্বল কিছুই নাই।' আছে কেবল—এই বেদমন্ত্র। আছে কেবল—হৃদয়ের একটুকু ভক্তি-সুধা। চরণ ধরিলাম—শরণ লইলাম। হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার কর;—হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। আলোক-সাহায্যে আলোক দর্শন করিয়া যেন কৃতার্থ হই।' (১ম—১অ—৫সূ—৮ঋ)॥

—— ০ ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চমং স্থক্তম্। নবমী ঋক্।)

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণম্।
যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অক্ষিতঽউতিঃ। সনেৎ। ইমম্। বাজম্। ইন্দ্রঃ। সহস্রিণম্।
যস্মিন্। বিশ্বানি। পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন' (বাজে, কর্ম্মণি) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'পৌংস্যা' (পৌরুষোচিতানি বলানি, সৎসামর্থ্যানি—বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ), 'অক্ষিতোতিঃ' (অক্ষিতা অহিংসিতা হিংসারহিতা উতিঃ ক্ষরণং যস্যাসৌ অক্ষিতোতিরখণ্ডাশ্রয়দাতা, কদাচিদপি রক্ষণং ন বিমুঞ্চতীত্যর্থঃ, ক্ষয়রহিতঃ রক্ষণশীলঃ, সদৈব রক্ষাকর্ত্তা ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ইমং' (প্রবর্ত্তমানং) 'সহস্রিণং' (বহুসংখ্যাযুক্তং—বিবিধপ্রকারেণানুষ্ঠিতং) 'বাজং' (সোমরূপং অন্নং, তৎকর্ম্ম-নিঃসৃতং সত্ত্বভাবং) 'সনেৎ' (সেবেৎ, সম্ভজেৎ, স্বীকুর্য্যাৎ)। অস্মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—৫সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্মে পৌরুষোচিত সামর্থ্য (সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য) বিদ্যমান্ থাকে, অবিচ্ছিন্নভাবে সদাকাল রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বিবিধপ্রকারে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্মানুস্থত সত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। (ভাবার্থ—আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)॥ (১ম—৫সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ইন্দ্র ইমং বাজং সোমরূপমন্নং সনেৎ। সংভজেৎ। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। অক্ষিতোতিঃ। অহিংসিতরক্ষণঃ। কদাচিদপি রক্ষাৎ ন মুঞ্চতীর্থঃ। কীদৃশং বাজম্। সহস্রিণম্। প্রকৃতৌ বিকৃতিষু চ প্রবর্ত্তমানত্বেন সহস্রসংখ্যাযুক্তম্। যস্মিন্ বাজে বিশ্বানি সর্ব্বাণি পৌংস্যা পৌংস্যানি পুংস্ত্বানি বলানি বর্ত্তন্তে তাদৃশং বাজমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

অক্ষিতোতিঃ। ননু ক্ষিক্ষয়ে ইত্যয়ং ধাতুরকর্ম্মকঃ। তস্য চ কর্ম্মাভাবাদধিকরণে ভাবে কর্ত্তরি বা ক্তপ্রত্যয়েন ভবিতব্যম্। তদিহ যদি কর্ত্তর্য্যধিকরণে বা স্যাত্তদা তয়োরর্থয়োর্ণ্যৎ প্রত্যয়স্যাবিধানাৎ ক্ষিয় ইত্যনুবৃত্তৌ। পা০ ৬।৪।৫৯। নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা০ ৬।৪।৬০। ইতি দীর্ঘেণ ভবিতব্যম্। তথা চ ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ। পা০ ৮,২,৪৬। ইতি নিষ্ঠানত্বে অক্ষীণেতি স্যাৎ নত্বক্ষিতেতি। অথ নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। পা০ ৩।৩।১১৪। ইতি ভাবপরঃ ক্ষিতশব্দো গৃহ্যতে। তদা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব এই "বাজ" অর্থাৎ সোমস্বরূপ অন্ন সম্যক্‌ভাবে ভজনা করেন, অর্থাৎ—যথাযথভাবে সেবা ও বিতরণ করেন; ইন্দ্র কিরূপ? "অহিংসিতরক্ষণ"—অর্থাৎ যিনি সাধারণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং কথনও সেই রক্ষারূপ কার্য্য পরিত্যাগ করেন না। সেই "বাজ" কিরূপ? তাহা প্রকৃতি এবং বিকৃতি যাগে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া সহস্রসংখ্যক। যাহাতে অর্থাৎ যে সোমস্বরূপ অন্নে, সকল পুরুষত্ববল বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই সোমস্বরূপ অন্নকে ইন্দ্রদেব সম্যক্‌রূপে ভজনা করেন, এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

"অক্ষিতোতিঃ" এই স্থলে সন্দেহ এই যে—ক্ষয়ার্থ ক্ষি ধাতু অকর্ম্মক ইহার কর্ম্মত্বের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্ম না থাকায়, অধিকরণ, ভাব অথবা কর্ত্তৃবাচ্যে "ক্ত" প্রত্যয় হওয়া উচিত। অতএব এই স্থলে যদি কর্ত্তৃ বা অধিকরণ বাচ্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই বাচ্যেই ণ্যৎ প্রত্যয়ের বিধান না থাকায়, "ক্ষিয়ঃ" (পা০ ৬।৪।৫৯) এই অনুবৃত্তিতে "নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে" (পা০ ৬।৪।৬০) এই সূত্রানুসারে ক্ষি ধাতুর ইকারের দীর্ঘ হইয়া যায় এবং এইরূপ দীর্ঘ হইলে "ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ" (পা০ ৮।২।৪৬) সূত্রানুসারে "ক্ত" প্রত্যয়ের স্থানে ন হইয়া "অক্ষীণা" এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়; পরন্তু "অক্ষিতা" এই পদ নিষ্পন্ন হয় না। যদি "নপুংসকে ভাবে ক্ত" (পা০ ৩।৩।১১৪)

তস্য ণাদর্থত্বেনাণ্যদর্থ ইতিনিষেধাদ্দীর্ঘনত্বয়োরভাবাৎ ক্ষিতিমিতি সিদ্ধ্যতি। তদা তু নঞ্ তৎপুরুষঃ প্রক্রতেন নাম্বেতীতি ন বিদ্যতে ক্ষিতমত্রেতি বহুব্রীহিণৈব ভবিতব্যম্। তথা চ নঞ্সুভ্যাম্। পা০ ৬।২।১৭২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং স্যাৎ। পুনরূতিশব্দেন বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব স্বরস্তিষ্ঠেদিত্যভিমতমাদ্যুদাত্তত্বং ন সিদ্ধ্যেদিতি। সত্যম্। অতএবাত্র ক্ষিধাতুরন্তর্ভাবিতণ্যর্থো গৃহ্যতে। তেন সকর্ম্মকত্বাৎ কর্ম্মণ্যেষা নিষ্ঠা। ততশ্চাণ্যদর্থ ইতি নিষেধাদ্দীর্ঘো নিষ্ঠা নত্বং চ ন ভবিষ্যতি। তথা চ নঞ্তৎপুরুষে নক্ষিতাক্ষিতাক্ষয়িতেত্যর্থঃ। তত্র চাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন নঞ উদাত্তত্বম্। পুনরূতিপদেন বহুব্রীহৌ স এব স্বরঃ স্থাস্যতীতি ন কোঽপি দোষঃ। রিক্ষিচিরিজিরিদাশদৃজিঘাংসায়াং ইতি ক্ষিণোতের্হিংসার্থস্য বা কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তথা চাহিংসিতোতিরিত্যর্থ উক্তক্রমেণ স্বরঃ সিদ্ধ্যতীতি ন দোষঃ। সনেৎ বনষণসংভক্তৌ। ভৌবাদিকঃ। বাজং বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইন্দ্রঃ।

এই সূত্রের দ্বারা ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত ক্ষিত শব্দ গৃহীত হয়, তাহা হইলে এই স্থলে "ণ্যদর্থত্বেনাণ্যদর্থে" এই নিষেধ বশতঃ ক্ষি ধাতুর ই-কারের দীর্ঘ ও "ক্ত" প্রত্যয়ের স্থানে 'ন' না হইয়া "ক্ষিতং" এই পদটী সিদ্ধ হয়। এইরূপে "ক্ষিতম্" পদটী নিষ্পন্ন হইলে "অক্ষিতা" এই সমস্ত-পদ-সাধনে নঞ্-তৎপুরুষ সমাসের উপযোগিত না থাকায় "ক্ষিতম্" অর্থাৎ "ক্ষয় ইহাতে নাই" এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা উহা সাধিত হইবে। এইরূপে উক্ত পদটী সিদ্ধ করিলে "নঞ্সুভ্যাম্" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। পুনরায় উতি শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলেও পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হওয়ায় ঐরূপ (পূর্ব্ববৎ) উত্তরপদের অন্তস্বরটীই উদাত্ত থাকিয়া যায় ; পরন্তু (এস্থলের) অভিমত আদি স্বরটীও উদাত্ত হয় না। ইহা সত্য। এই কারণেই এইস্থলে ক্ষি ধাতুর অন্তর্ভাবিত নিচের অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে ক্ষি ধাতু সকর্ম্মক হওয়ায়, কর্ম্মবাচ্যে "নিষ্ঠা" অর্থাৎ "ক্ত" প্রত্যয় হইয়াছে ; এবং সেই জন্যই "অণ্যদর্থে" এই সূত্রে ক্ষি ধাতুর দীর্ঘত্বের নিষেধ থাকায় উক্ত ই-কারের দীর্ঘ ও "ক্ত" প্রত্যয়স্থানে ন-কার হইতে পারিল না। সেইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাসেও "ন ক্ষিতা" "অক্ষিতা" অর্থাৎ অক্ষয়িতা এইরূপ হইবে। এই স্থলে পূর্ব্বপদ অব্যয়ের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত নঞের উদাত্তত্ব অর্থাৎ অক্ষিতা এই পদের অকার উদাত্ত হইয়াছে। পুনরায় উতি পদের সহিত উক্ত অক্ষিতা পদের বহুব্রীহি সমাস হইলেও পূর্ব্বোক্ত আদ্যুদাত্ত স্বরই স্থির রহিল। অতএব আর কোনও দোষ (আশঙ্কা) রহিল না। অথবা "রিক্ষি চিরিজিরিদাশদৃজিঘাংসায়াং' এইরূপ গণপাঠাধীন হিংসার্থক স্বাদিগণীয় ক্ষিনোতি ক্ষি ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে নিষ্ঠা অর্থাৎ "ক্ত" প্রত্যয়ের দ্বারা 'ক্ষত' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে অক্ষিতোতির অর্থ অহিংসিতোতি অর্থাৎ অহিংসিতরক্ষণ হয়। উক্ত প্রকারে (অভিমত) স্বরও সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এস্থলেও কোনও দোষাশঙ্কা নাই। 'বনষণসংভক্তৌ' অর্থাৎ সংভক্তি—সম্যক্ ভজনার্থক ভ্বাদিগণীয় ষণ ধাতুর উত্তর বিধিলিঙের ষাৎ প্রত্যয় করিয়া "সনেৎ" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। বৃষাদিত্ব-প্রযুক্ত "বাজম্" এই

ব্রনোনিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সহস্রিণম্। সহস্রমস্যাস্তি। অত ইনিঠনৌ। পা০ ৫।২।১১৫। প্রত্যয়স্বরঃ। বিশ্বানি। বিশেঃ কন্। উ০ ১।১৫০। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পুংসঃকর্ম্মাণি পৌংস্যানি ব্রাহ্মণাদেরাকৃতিগণত্বাদ্গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা০ ৫।১।১২৪। ইতি ষ্যঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রথমাবহুবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ডাদেশঃ। ননু স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ। পা০ ৪।১।৮৭। ইত্যনেন ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্। পা০ ৫।২।১। ইত্যেতৎপর্য্যন্তেষপত্যাদ্যর্থেষু নঞ্স্নঞোর্বিধানাদ্ যথা পুংসোঽপত্যং পৌংস্নঃ পুংস আগতঃ পৌংস্ন ইত্যাদি তদ্বৎ পুংসোভাবঃ কর্ম্মবেত্যস্মিন্নর্থে ষ্যঞং বাধিত্বা পৌংস্নানীত্যেব ভবিতব্যম্। কথমুচ্যতে পৌংস্যানীতি। উচ্যতে। আচত্বাৎ। পা০ ৫।১।১২০। ইতি সূত্রে ত্বাদিত্যবধিনির্দ্দেশাৎ ব্রহ্মণস্ত্বঃ। পা০ ৫।১।১৩৬। ইত্যেতৎপর্য্যন্তৈরিমনিজাদিভিঃ প্রত্যয়ৈঃ সহ ত্বতলোঃ সমাবেশঃ। এবং তত্রৈব চশব্দান্নঞ্স্নঞোরপি ষ্যঞাদিভিঃ সমাবেশ এব। ন বাধ্যবাধকভাবঃ ॥ ৯ ॥

পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইন্দ্রঃ" এই পদটীতে রন্ প্রত্যয়ের নিত্বপ্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সহস্রিণম্" এই পদটী—"ইহার সহস্র আছে" এই অর্থে "অত ইনিঠনৌ" (পা০ ৫।১।১১৫) এই সূত্রের দ্বারা ইন্প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "বিশ্বানি" এই পদটিতে বিশি ধাতুর উত্তর "বিশেঃ কন্" (উঃ ১।১০৫) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কন্-প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে এবং নিত্ব-হেতু ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'পুরুষের কর্ম্মসমূহ' এই অর্থে ব্রাহ্মণাদির আকৃতিগণত্ব-হেতু অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি শব্দ আকৃতিগণ বলিয়া "গুণবচন-ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" (পা০ ৫ ১।১২৪) এই সূত্রানুসারে পুমস্ শব্দের উত্তর ষ্যঞ্-প্রত্যয় করিয়া এবং "সুপাং সুলুক্" সূত্রানুসারে প্রথমার বহুবচনের স্থানে ডা আদেশ করিয়া পৌংস্যা" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব প্রযুক্ত ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (কিন্তু) এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—"স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌভবনাৎ" (পা০ ৪।১।৮।৭) এই সূত্র হইতে "ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্" (পা০ ৫।২।১) এই সূত্র পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্রে অপত্যাদি অর্থে নঞ্ এবং স্নঞ্ প্রত্যয়ের বিধান হেতু, যেরূপ পুরুষের অপত্য এবং পুরুষ হইতে আগত এই অর্থে "পৌংস্নঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেইরূপ (এই স্থলে) পুরুষের ভাব (অর্থাৎ ধর্ম্ম) অথবা পুরুষের কর্ম্ম এইরূপ অর্থেও ষ্যঞ্-প্রত্যয়কে বাধিয়া "পৌংস্নানি" এইরূপ প্রয়োগ হউক? তাহার উত্তরে কথিত হইতেছে—"আচত্বাৎ" (৫।১।১২০) এই সূত্রে ত্বাৎ অর্থাৎ 'ত্ব হইতে' এই অবধিটি নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় "ব্রহ্মণস্ত্বঃ" (পা০ ৫।১।১৩৬) এই সূত্র পর্য্যন্ত ইমনিজাদি প্রত্যয়ের সহিত "ত্ব" এবং "তল্" প্রত্যয়ের সমাবেশ হইয়াছে; এবং সেই স্থলেই (সূত্রেই) চ শব্দের সন্নিবেশ থাকায় "নঞ্" এবং "স্নঞ্" প্রত্যয়ের ও "ষ্যঞ্" প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত সমাবেশ নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং কোনও বাধ্যবাধক ভাব নাই। (১ম—১অ—৫সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'অখণ্ড আশ্রয়দাতা (ক্ষয়-রহিত ক্ষরণশীল) হে ইন্দ্রদেব! সর্ব্ববিধ যজ্ঞকর্ম্মে আমরা আপনার উদ্দেশে অন্ন সমর্পণ করিতেছি (আপনার নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাইতেছি); আপনি তাহা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা,—আমরা যেন পৌরুষ-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই, (অর্থাৎ, পুরুষার্থ-সাধনক্ষম প্রভূত শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই)।'

এ পক্ষে, এ ঋক্ এক কামনা-মূলক। তবে এ কামনা—স্বতন্ত্র কামনা। এ কামনা—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের কামনা নহে; এ কামনা—পুত্রকলত্রাদি-লাভের কামনা নহে; এ কামনা—ভোগ-লালসা-মূলক নহে; এ কামনা—বিত্ত-সম্পত্তির কামনা নহে; এ কামনা—ঐহিক-সুখভোগ-লালসামূলক নহে। এ কামনায় সাংসারিক আবিলতা নাই; এ কামনা—ভোগ-লালসায় কলুষিত নহে; এ কামনায়—কলুষ-কলঙ্ক নাই। এ কামনার সহিত ভোগলিপ্সার, বিত্ত-সম্পত্তির বা ধনপুত্রাদির কোনই সংশ্রব নাই।

সে কামনা—কিরূপ কামনা? সে কমনা—আত্মায় আত্মসম্মিলনের কামনা; সে কামনা—পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার বাসনা; সে কামনা—পরাগতি মুক্তিলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা; সে কামনা—সেই অম্লান কুসুমের মধুপান জন্য মনোমধুকরের প্রবল তৃষ্ণা।

মানুষের কামনার অন্ত নাই; তাহার আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি দেখি না। সে যতই ধনাধিকারী হউক না কেন, তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় কি? একটীর নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন কামনা, নূতন আকাঙ্ক্ষা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে! সে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সম্পাদনে মানুষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এইরূপে মানুষের ঐহিক কামনা—ঐহিক বাসনা তাহার সকল দুঃখের হেতুভূত হইয়া উঠে।

কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য সেই এক—অভিন্ন। মানুষ যাহা কিছু করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—সেই দুঃখনিবৃত্তি, সেই সুখসাধন। কিন্তু কোথাও

তাহার দুঃখের নিবৃত্তি আছে কি? তাহার কামনা-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে, দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। নদী-প্রবাহ যেমন একটীর পর একটী, তার পর একটী—অনবরত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে চলিয়াছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একটীর পর একটী করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে; পুরাতনের পর নুতন, নূতনের পর আবার নূতন—তাহার যেমন বিরাম দেখি না; সেইরূপ দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া, কামনার পর কামনা আসিয়া, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। এক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে না হইতেই নূতন দুঃখের নূতন নিষ্পেষণে সে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। সংসারে যেমন দুঃখের অন্ত নাই; সংসারীর তেমনি দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টারও পরিসীমা দেখি না। কামনা-বাসনাই সকল দুঃখের মূলীভূত, আশা-আকাঙ্ক্ষাই সকল দুঃখের আকর।

অনুভাবনাই দুঃখ। সেই দুঃখ-নিবৃত্তির বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইলে, কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—"যথার্থ বলিতেছি, 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান যতক্ষণ তোমার থাকিবে, ততক্ষণ তুমি দুঃখ-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে না। যখন তোমার 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখ-মুক্ত হইতে পারিবে।" সুতরাং অহঙ্কারই যে সকল দুঃখের হেতুভূত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাভাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা লাভ করা কিরূপে হইতে পারে? তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরপি কহিলেন,—"যথার্থই, 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; আছে কেবল—একমাত্র পরাৎপর শিব পরমাত্মা। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রতিভাসিক দৃশ্য বস্তু। কিন্তু এই দৃশ্যের কোনও স্বরূপ নাই, ইহা অলীক। জগৎ-নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ের ন্যায়, শিবময় আত্মা হইতে পৃথক কোনও বস্তু নহে। ইহাকে পৃথকরূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে একমাত্র সত্য সেই পরব্রহ্মই থাকেন। বিশ্বের

অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিল্ব হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ চিৎস্বরূপ আত্মা আপনাতে যে চিত্ত নামক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূলোকের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপাদি-বিভাগ যেমন ভূলোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও পরমাত্মা হইতে অণুমাত্র পৃথক নহে। যেমন জল ও জলের অন্তর্গত দ্রবত্ব, পরস্পর অভিন্ন পদার্থ; সেইরূপ চিন্ময় ও চিত্ত একই পদার্থ; জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুই-ই আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম; সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য ভ্রমপ্রতীয়মান্ যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা তাহা উদিত নহে। অতএব মনুষ্যের নিজের কোনও কর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা স্থির।”

সুতরাং যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, যতদিন অহং-জ্ঞানের তিরোভাব না হইবে, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি নাই। কূপমধ্যে সঞ্জাত হরিৎ তৃণের লালসায় ধাবমান হইয়া হরিণ যেমন কূপমধ্যে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তৃষ্ণার অনুসরণে অনুসরণকারী মূঢ় ব্যক্তিও সেইরূপ অন্ধতম নিরয়কূপে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। তৃষ্ণা বা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা কামনা—অহঙ্কারেরই নামান্তর। সেই অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; তখনই শ্রেয়োলাভে—সুখসাধনে সমর্থ হইতে পারা যায়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—“অনহঙ্কারিণী কর্ত্তরী দ্বারা অহং-জ্ঞানরূপিণী তৃষ্ণাকে ছেদন করিতে পারিলে, নিখিল-সংসারভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সুখে অবস্থান করিতে পারা যায়।” কিন্তু এখানেও সংশয় উপস্থিত হয়। দেহ অহঙ্কারের আবাসভূত। অহঙ্কারের ক্ষয় হইলে দেহধারণ অসম্ভব হয়। যেমন জানুর ন্যায়, সহিষ্ণু মূলভাগই বৃক্ষকে ধারণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ অহঙ্কারের অবলম্বনেই দেহ আছে। সুতরাং অহঙ্কারের ক্ষয় হইলেই অবশ্য দেহ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্রের ঐ সংশয় নিরসন জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন,—“হে রাজীবলোচন! তত্ত্বজ্ঞেরা বাসনা-ত্যাগকে সর্ব্বত্রই ‘জ্ঞেয়’ ও ‘ধ্যেয়’ এই দুই প্রকারে নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে ‘আমি ইহাদের, ইহারা জীবন ও আমার,

আমি ইহাদের সহিত পৃথক কেহই নহি; ইহারাও আমার ভিন্ন কিছু নহে, এইরূপ নিশ্চয় তোমার মনে সতত রহিয়াছে; কিন্তু যখনই তুমি মনের সহিত বিচার করিয়া বুঝিবে যে, 'আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নহে; তখনই, এই চরম-জ্ঞান তোমার শীতল বুদ্ধিতে বিকাশ পাইলেই, তোমার ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় দ্বিতীয় বাসনা ত্যাগ হইয়াছে বুঝিবে এবং সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া জীব নিজ প্রারব্ধের ক্ষয়ে যখনই মমতাশূন্য হৃদয়ে দেহত্যাগ করে, তখনই তাহার জ্ঞেয়-সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনা ক্ষয় সিদ্ধ হইল জানিবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারময়ী ও পূর্ব্বোক্তা ধ্যেয় বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। হে রঘুনাথ! যিনি ছলনাময়ী বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করেন, তিনি জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত। জনকাদি সুজন মহাজন মহাত্মারা অনায়াস-ব্যবহারে ধ্যেয়-বাসনা পরিত্যাগ করতঃ শান্তি পাইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব! এই দ্বিবিধ বাসনা-ত্যাগই তুল্যরূপে মুক্তির কারণ হইয়া অবস্থিত আছে এবং দ্বিবিধ বাসনাত্যাগীরাই জ্ঞানশালী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন।"

বাসনার ক্ষয় করিতে হইবে—আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। কিন্তু কিরূপে সে বাসনা-ক্ষয় হইতে পারে? কর্ম্মের দ্বারা সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যিনি বাসনা বা তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া শ্রেয়ঃকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হন, তাঁহারই বাসনার ক্ষয় হইয়াছে;—তিনিই সুখলাভে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শ্রেয়ঃকর্ম্ম কিরূপ? শাস্ত্রে কর্ম্মের বিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম, প্রবৃত্তকর্ম্ম নিবৃত্তকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মের কতই পর্য্যায়ই দৃষ্ট হয়! সেই সকলের মধ্যে সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃ কর্ম্ম, যাহাতে জগতের হিতসাধন হয়,—যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করে। ভগবানের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম;—সেই কর্ম্মই শ্রেয়ঃসাধক;—সেই কর্ম্মেই অহংজ্ঞানের নাশ;—সেই কর্ম্মেই দুঃখ-নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই সুখসাধন, সেই কর্ম্মেই কামনার নিবৃত্তি;—সেই কর্ম্মেই বাসনার অবসান।

ঋকে সেই ভাবই পরিস্ফুট। ঋকে প্রার্থনার ভাবে যেন বলা হইতেছে,—'হে অক্ষয় ক্ষরণশীল ইন্দ্রদেব! আমরা সর্ব্ববিধ যাগে

আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি; আপনি আমাদের পুরুষার্থ-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।' ইহার মর্ম্ম কি? 'সর্ব্ববিধ যাগে আপনার উদ্দেশ্যে অন্ন সমর্পণ করিতেছি'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে আমাদের মনে যে কামনা-বাসনার উদয় হয়, যে অহংজ্ঞান জন্মে, সে সকলই, এমন কি কাম্য-বস্তু পর্য্যন্ত, আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি তাহা গ্রহণ করুন, অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়-কন্দর হইতে কামনা-বাসনা-রূপ শত্রুনিচয় বিদুরিত হউক,—আপনি তাহাদের সংহার-সাধন করুন। আমাদিগকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হই। কামনা-বাসনাত্যাগে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বিষয় এবং অহংজ্ঞানের অবসানে পরাগতি-লাভের প্রসঙ্গ এই ঋকে সুপরিব্যক্ত। ভগবানের কর্ম্ম করিতে করিতে, কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিতে করিতে, যখন অহংজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই পুরুষার্থ-সাধনের শক্তি আসে। তাঁহার অনুগ্রহে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব দৈববলের সঞ্চার হয়; কামনা বাসনার মোহঘোর কাটিয়া যায়; রিপুশত্রুগণ পলায়ন করে। হৃদয় অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন মনোময়কে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য আসে। তখনই ঐকান্তিকতা জন্মে, তখনই তাঁহার প্রতি আনুরক্তি আসে। তখনই তাঁহাকে একৈকশরণ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

ঋকে ইন্দ্রদেবকে "অক্ষিতোতিঃ" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অক্ষিতঃ' এবং 'ঊতিঃ' শব্দদ্বয়ের সহযোগে ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অক্ষিতঃ' শব্দে 'ক্ষয়রহিত' এবং 'ঊতিঃ' শব্দে 'রক্ষণশীল' বা 'ক্ষরণশীল' অর্থ সূচিত হয়। এ বিশেষণে সেই পূর্ণব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি অক্ষয় ক্ষয়রহিত, তিনি ক্ষরণশীল অর্থাৎ তাঁহার করুণা-ধারা অজস্রধারে ক্ষরিত হয়; তিনি রক্ষণশীল অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় রক্ষাকর্ত্তা দ্বিতীয় নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) তাই বলিতেছেন,—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলমিমাং প্রাপ্তমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"
"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥"

"ষ একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

অর্থাৎ,—'এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু এবং সকলের সকল অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। জ্ঞান ও জ্যোতিঃ স্বরূপ এই অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মল পদপ্রাপ্তি বিধান করেন। তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু ও শাস্তা, সকলের আশ্রয় এবং সকলের সুহৃৎ। তিনি এক বর্ণহীন; তিনি প্রজাদিগের সমস্ত প্রয়োজনের বিষয় অবগত হইয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য-বস্তু বিধান করিতেছেন; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্য তাঁহাকে ব্যাপিয়া আছে। তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি শুভ-বুদ্ধি প্রদান করেন।'

ঋকে বলা হইয়াছে—তিনি অখণ্ড রক্ষাকারী; অর্থাৎ,—তাঁহার রক্ষণকার্য্যের বিরাম নাই। ক্ষণমাত্র যাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে, কণামাত্র যাঁহার করুণাধারা না পাইলে, সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়; তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি সর্ব্বদা সৃষ্টি ধারণ ও রক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার করুণা-ধারা সর্ব্বদা বর্ষিত হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে। বারিরূপে তাঁহার করুণা-ধারা ক্ষরিত হইতেছে; মাতৃস্তন্যরূপে তাঁহার করুণাধারা ক্ষরিত হইতেছে; সূর্য্যের রশ্মিরূপে, স্নিগ্ধ চন্দ্রমারূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, বরুণরূপে—তাঁহার করুণা-ধারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে। তাঁহার করুণার কি অন্ত আছে? তাই তাঁহার বিশেষণ—ক্ষরণশীল। তিনি অক্ষর বিকারহীন; তাই তিনি ক্ষয়রহিত। তিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ।

সেই অক্ষর ব্রহ্মের ভজনা কর; তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। তোমার কলুষরাশি বিদূরিত হইবে,—তোমার অহংজ্ঞান দূরে যাইবে। তোমার কামনা বাসনা লোপ পাইবে। তাঁহার চরণে 'অন্ন' সমর্পণ কর—তাঁহার চরণে ভক্তি উপহার দেও। তিনি তোমার সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ-সাধনের সামর্থ্য প্রদান করিবেন। সামর্থ্য লাভ করিতে পারিলে—তোমার সকল কর্ম্মের অবসান হইবে;—তাঁহার চরণে আত্মলীন হইতে পারিবে;—আত্মায় আত্ম-সম্মিলনে পরানন্দলাভে সমর্থ হইবে।' ঋকে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখি। (১ম—১অ—৫সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলম্ । পঞ্চমং সূক্তম্ । দশমী ঋক্ ।)

মা নো মর্তা অভিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ ।

ঈশানো যবয়া বধম্ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

মা । নঃ । মর্তাঃ । অভি । দ্রুহন্ । তনূনাম্ । ইন্দ্র । গির্বণঃ ।

ঈশানঃ । যবয় । বধম্ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুত্য, স্তবনীয়) 'ইন্দ্র' (ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'মর্ত্তা' (মর্ত্তাঃ, বিরোধিনো মনুষ্যাঃ, ভূতাদয়ঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তনূনাং' (দেহানাং) 'মা অভিদ্রুহন' (অভিতো দ্রোহং মা কুর্য্যুঃ, মা হিংস্যুরিতি শেষঃ); 'ঈশানঃ' (শত্রুদমনসমর্থঃ, প্রভুস্ত্বং) 'বধং' (বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং নাশং) 'যবয়া' (যবয়, পৃথক্ কুরু, নিবারয়, অস্মান্ রক্ষেতি ভাবঃ)। হে দেব! ত্বং অস্মান্ সর্ব্বথা রক্ষ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—৫সূ—১০ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে স্তবনীয় ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদের বিরোধিগণ (ভূতগণ) আমাদের দেহের প্রতি যেন হিংসা না করে (কেহ যেন আমাদের শত্রুতাচরণে সমর্থ না হয়)। আপনি প্রভু—শত্রুদমনে সমর্থ; আপনি (আমাদিগের) বৈরিকৃত হিংসা নিবারণ করুন—আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ (১ম—১অ—৫সূ—১০ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্

হে গির্ব্বণ ইন্দ্র মর্তাঃ বিরোধিনো মনুষ্যাঃ নোঽস্মদীয়ানাং তনূনাং শরীরাণাং মাভিদ্রুহন্। অভিতো দ্রোহং মা কুর্য্যুঃ। ঈশানঃ সমর্থস্তং বধং বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং যবয়। অস্মত্তঃ পৃথক্‌কুরু। মনুষ্যা ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু মর্তা ব্রাতা ইতি পঠিতম্ ॥

মর্তাঃ অসি হসিমৃগ্রিণ্বামিদমিলূপূধূবিভ্যস্তন্নিতিতন নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। অভি। এবমাদীনামন্তঃ। ফিঃ ৪।১৩। দ্রুহন। দ্রুহজিঘাংসায়াম্। লিঙর্থলেট্। পা০ ৩।৪।৭। ইতি প্রার্থনায়াং লেট্। তস্য ঝি। পা০ ৩।৪।৭৮। ঝোঽন্তঃ। পা০ ৭।১।৩। ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষু। পা০ ৩.৪।৯৭। ইতীকারলোপঃ। শপোলুক ; সার্ব্বধাতুকমপিৎ। পা০ ১।২।৪। ইতি ঙিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। পা০ ১।১।৪। তনূনাম্। অসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। ইন্দ্র গির্ব্বণঃ গতম্। ঈশানঃ। ধাতোরনুদাত্তেত্বাচ্ছপোলুকি লসার্ব্বধাতুকত্বানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে গির্ব্বণঃ—অর্থাৎ স্তুতিস্বরূপ বাক্যসমূহের দ্বারা সেবিত ইন্দ্রদেব। বিরোধী মনুষ্যগণ, আমাদিগের শরীর সমূহের (প্রতি) সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যেন কোনরূপ দ্রোহ (হিংসা) করিতে না পারে। আপনি সমর্থ ; (অতএব) শত্রুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান হত্যাব্যাপার আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক করুন। (অর্থাৎ বৈরিগণ, যাহাতে আমাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত না হয়, আপনি তাহার বিধান করুন)। "মনুষ্যাঃ" ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) সংখ্যক মনুষ্যনামের মধ্যে "মর্ত্তা ব্রতাঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"মর্ত্তাঃ" এই পদটী, মরণার্থ মৃ ধাতুর উত্তর "হসিমৃগ্রিণ্বাঽমিদমিলূপূধূর্ব্বিভ্যস্তন্" এই সূত্রের দ্বারা 'তন' প্রত্যয় করিয়া 'অস্' প্রত্যয়ে (প্রথমার বহুবচনে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তন'-প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অভি" এই পদটীর "এবাদীনামন্তঃ" (ফিঃ ৪।১৩) এই সূত্রানুসারে অন্তঃস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দ্রুহন্" এই পদটীতে, জিঘাংসার্থ দ্রুহ্ ধাতুর উত্তর "লিঙর্থে লেট্" (পা০ ৩।৪।৭) এই সূত্রানুসারে প্রার্থনাতে লিঙ্—অর্থে লেট হইয়া (পা০ ৩।৪।৭৮)। এই সূত্রানুসারে উক্ত লেট বিভক্তির স্থানে 'ঝি' আদেশ হইয়াছে। "ঝোঽন্তঃ" (পা০ ৭।১।১৩) এই সূত্রানুসারে ঝি এর (একাদশ ঝ এর) স্থানে 'অন্ত' আদেশ হইয়াছে। "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" (পা০ ৩।৪।১৭) এই সূত্রের দ্বারা ঝি এর ইকারের এবং আগম শপের লোপ হইয়াছে। সার্ব্বধাতুকমপিৎ" (পা০ ১।২।৪) এই সূত্রানুসারে উক্ত ঝি প্রত্যয়ের ঙিত্ব-হেতু লঘু উপধাস্বরের (দ্রুহের উকারের) গুণ হইল না। "তনূনাং" এই স্থলে (অন্বয়ের) অসামর্থ্যপ্রযুক্ত (সামর্থ্য না থাকায়) পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। "ইন্দ্র" ও 'গির্ব্বণঃ" এই দুইটী পদের স্বরাদি প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। '‘ঈশানঃ" এই স্থলে ঈশ-ধাতুর ঈৎ অনুদাত্ত হওয়ায় শপের লোপ হইলে, সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তত্ব-প্রযুক্ত ধাতুস্বরটিই অবশিষ্ট রহিল।

এব শিষ্যতে। যবয়া। যৌতের্ণিচি সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধির্ন ক্রিয়তে। অথবা যৌতীতি যবঃ। পচাদ্যচ্। পা০ ৩।১।১৩৪। যবং করোতীত্যর্থে তৎকরোতি তদাচষ্টে। পা০ ৩।১।২১।১৫। ইতি ণিচ্। ইষ্টবদ্ভাবাট্টিলোপঃ। পা০ ৬।৪।১৫৫।১। তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্ বৃদ্ধ্যভাবঃ। পা০ ১।১।৫৭। বধম্। হনশ্চ বধঃ। পা০ ৩।৩।৭৬। ইতি ভাবে অপ্। তৎসন্নিয়োগশিষ্টত্বানিবদ্ভাবেনান্তোদাত্তো বধাদেশঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাপ উদাত্তত্বম্॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দশমো বর্গঃ॥ ১০॥

* * *

দশম (৫০) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারা এ ঋকের বিভিন্ন অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকারী এ ঋকের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়,—আর্য্যেরা যখন ভারতে আসিয়া উপনীত হন, সে সময়ে ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতে থাকে। সেই অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারা যেন ইন্দ্রদেবতার নিকট করুণ আবেদন করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে ইন্দ্রদেব! ভারতের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় মনুষ্যগণ আমাদিগের দেহের যেন কোনরূপ পীড়া না জন্মায়। আপনি প্রতিকার-সমর্থ; আপনি তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে

"যবয়া" এই পদটি, যু ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ" অর্থাৎ সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য হয়, এই অনুশাসনবশতঃ উক্ত স্থলে বৃদ্ধি করা হয় নাই। অথবা যু ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে "পচাদ্যচ্" (পা০ ৩।১।১৩৪) এই সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "যবঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত 'যব' শব্দের উত্তর "তৎকরোতি তদাচষ্টে" (পা০ ৩১।২১।২৫) এই অর্থে ণিচ্ করিয়া "ইষ্টবদ্ভাবাট্টিলোপঃ" (পা০ ৪।৬।১৫৫।১) এই সূত্রে টি-এর লোপ হইয়াছে। এবং উক্ত টিলোপের স্থানিবদ্ভাব হেতু পাণিনির (১।১।৫৭) এই সূত্রে বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। "বধং" এই পদটী "হনশ্চ বধঃ" (পা০ ৩:৩.৭৬) এই সূত্রানুসারে হন্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং তাহার স্থানিবদ্ভাব-হেতু অন্তোদাত্তস্বর-বিশিষ্ট বধ আদেশ হইয়াছে। (এস্থলে) উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বর-হেতু অপ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১০॥

* * *

আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ব্যাখ্যাকারীর এইরূপ ব্যাখ্যার অনুসরণে বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন করা তো দূরের কথা; বেদকে কৃষকের গান, স্বার্থপর আর্য্যগণের জড়োপাসনা, ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। যাঁহারা বেদকে সেইরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতেই এরূপ ব্যাখ্যার কল্পনা হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার এই ঋকের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সাধারণ-দৃষ্টিতে তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত ভাব অধ্যাহার করা যায়। এক পক্ষে মরণশীল মনুষ্যগণের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যেন ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ইন্দ্রদেব যেন কোনও ক্ষমতাশালী মনুষ্য, তিনি যেন স্তুতিপ্রিয়, তাঁহার যেন অস্ত্রবল সৈন্যবল প্রভৃত পরিমাণে রহিয়াছে, তিনি যেন সেই সকল শত্রুকে অনায়াসে দমন করিতে পারেন,—ভাষ্যে এই ভাবও প্রকাশ পাইতে পারে। 'মৃ' ধাতুর সাধারণ অর্থ ধরিলে, 'মর্ত্তা' শব্দে 'মনুষ্য' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রধানতঃ সেই হিসাবেই সকলে এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার অপেক্ষা ব্যাখ্যাকারিগণের ব্যাখ্যায় কল্পনা-বাহুল্য বিশেষ-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঋকে আর এক ভাবও উপলব্ধ হইতে পারে। এ মরুভূমে মানুষই মানুষের শত্রু। পাছে কেহ সেইরূপ শত্রুতাচরণ করে, এই জন্য মহামনা স্তাবকগণ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগের সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহার প্রভাবে, সকলকেই আমরা মিত্র করিয়া লইতে পারি। কেহই যেন আমাদের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত না হয়। হিংসাদ্বেষাদি যেন কাহারও মনে উদয় না হয়; আমরাও যেন কাহারও হিংসা না করি। আমরা যেন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হই।'

কিন্তু 'মৃ' ধাতুর আর্ষ-অর্থ ধরিয়া লইয়া 'মর্ত্তা' শব্দে মরুৎপ্রমুখ ভূতগণ অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, এ ঋকে যে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা হইয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। মানুষের দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। দৈব বা ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বজ্রপতনাদির দ্বারা মানুষের যে দুঃখ সংঘটিত হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ; ভূতগণের

প্রকোপে অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতগঠিত দেহের যে পীড়া, তাহাই মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ; আর বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাদি এবং কাম-ক্রোধাদিজনিত যে ব্যাধি, তাহাই আধ্যাত্মিক পীড়া। আধিভৌতিক দুঃখনাশে আধ্যাত্মিক দুঃখ দূরীকরণের ভাব এই ঋকে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দুঃখ কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে? সকল শাস্ত্রেই সেই একই উপদেশ দৃষ্ট হয়। সকল শাস্ত্রই বলিয়াছেন,—তত্ত্বজ্ঞান-লাভে পুরুষার্থ-প্রভাবে সে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর। সাঙ্খ্য বলিয়াছেন,—'পুরুষার্থ-প্রভাবে ত্রিবিধ দুঃখ নাশ হইতে পারে; জ্ঞান-লাভই সেই পুরুষার্থ।' বৈশেষিকের মতেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে।' জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও জ্ঞানলাভেই যে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, তদ্বিষয়ে মতান্তর নাই। পূর্ণব্রহ্মের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে কি আর দুঃখে অভিভূত হইতে হয়!

এ ঋকে ইন্দ্রদেব সেই পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিকল্পিত। তিনিই—জ্ঞান, তিনিই পরমপুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ-প্রভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখের অবসান হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যযুক্ত আর কে আছেন?

ঋকে তাই যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'আমরা পঞ্চভূতাদি-জনিত দুঃখে অভিভূত হইতেছি; তাহারা প্রতিনিয়ত সংক্ষুব্ধ হইয়া নিত্য-নূতন দুঃখের তাড়নে আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে; আপনি শান্ত না করিলে, বৈষম্যে সাম্য কিরূপে সংঘটিত হইবে, দেব! জ্ঞান-বর্ত্তিকা সাহায্যে আপনি পথ প্রদর্শন না করিলে কিরূপে চলিব, প্রভু! প্রভু—আপনি; সামর্থ্যবান—আপনি; শত্রুদমনক্ষম—আপনি। আপনি যদি কৃপা করিয়া শত্রুগণকে দমন না করেন, কে তাহাদিগকে দমন করিবে? আপনি যদি পৌরুষ-সামর্থ্য প্রদান না করেন, দুঃখ-নিবৃত্তি কিরূপ হইবে? তাই ডাকি দেব!—আপনি আগমন করুন; হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন। শত্রুগণের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতেছি; তাহাদের প্রবল পীড়নে হৃদয়-রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে; সাম্যে বৈষম্য ঘটাইতেছে। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করুন; প্রবল দস্যুর হিংসা নিবারিত হউক। আমাদিগের আশ্রয়

বিধান করুন। নিরাশ্রয়—আশ্রয়-বিহীন আমরা। আপনি আশ্রয় না দিলে—অপনি শত্রুভয় নিবারণ না করিলে, কে আর রক্ষা করিবে প্রভু! আপনি সর্ব্বরক্ষণশীল, আপনি সর্ব্বধারণক্ষম, আপনি সর্ব্বসংহারক। শত্রুদমন করুন, হিংসা নিবারণ করুন, আমাদিগকে আশ্রয় দেন। আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করিয়া তরিয়া যাই।' এই ভাবই এ ঋকে পরিস্ফুট আছে বলিয়া মনে করা যায়। (১ম—১অ—৫সূ—১০ঋ)॥

ষষ্ঠ-সূক্তানুক্রমণিকা।

সুরূপেত্যাদিষু ষট্সূক্তেষু তৃতীয়স্য যুঞ্জন্তীতি সূক্তস্য মন্ত্রসংখ্যাঋষিচ্ছন্দোদৈবতানিবিনিয়োগশ্চেত্যেতে পূর্ব্ববদবগন্তব্যাঃ। দশর্চে এতস্মিন্ সূক্তে আদ্যাস্তিস্রোঽন্তিমা চেত্যেতাশ্চতস্র ঐন্দ্র্যঃ। আদহেত্যেত্যং চতুর্থীমারভ্য ষড়্ ঋচো মারুত্যঃ। তাসু মধ্যে বীলুচিদিন্দ্রেণেত্যেতে দ্বে ঋচৌ মারুত্যৌ সত্যাবৈন্দ্র্যাবপি ভবতঃ। তদেতৎসর্ব্বমনুক্রমণিকায়ামুক্তম্।—সুরূপকৃত্নুং দশৈন্দ্রমাতু যুঞ্জন্ত্যাদহেত্যেতাঃ ষণ্মারুত্যো বীলুচিদিন্দ্রেণেত্যৈন্দ্র্যৌ চেতি। এতস্মিন্ সূক্তে যুঞ্জন্তীত্যসৌ তৃচস্তৃতীয়ে রাত্রিপর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনোঽনুরূপঃ। তথা চাতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতিখণ্ডে যোগে যোগে তবস্তরং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষম্। আ০ ৬.৪। ইতি সূত্রিতম্॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

⁂

"সুরূপ" প্রভৃতি ছয়টি সূক্তের মধ্যে "যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি তৃতীয় সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ এই সমুদায়ই পূর্ব্বের মত জানিতে হইবে। দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট এই সূক্তের আদিভূত ঋকত্রয় এবং শেষোক্ত একটী ঋক,—এই ঋক্‌চতুষ্টয়ের দেবতা ইন্দ্র। "আদহ" ইত্যাদি চতুর্থী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টী ঋক্ মারুতী। অর্থাৎ, ইহাদিগের দেবতা মরুদ্গণ। সেই সকল ঋকের মধ্যে 'বীলুচিৎ' ও 'ইন্দ্রেণ' এই ঋকদ্বয়ের দেবতা মরুদ্গণ হইলেও ইন্দ্রও ইহাদের দেবতা হয়েন। সেই হেতুই এতৎসমুদায় অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে। যথা—সুরূপকৃত্নুং ইত্যাদি দশটী ঋকের দেবতা ইন্দ্র; 'আতু', 'যুঞ্জন্তি', 'আদহ' ইত্যাদি ছয়টি ঋকের দেবতা মরুদ্গণ এবং 'বীলুচিৎ' ও 'ইন্দ্রেণ' এই ঋক্‌দ্বয়ের দেবতা ইন্দ্র ইত্যাদি। এই সূক্তে 'যুঞ্জন্তি' এই তৃচ্ ('যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়) তৃতীয়রাত্রিপর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (তন্নামক ঋত্বিকের) অনুরূপ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'অতিরাত্রে পর্য্যায়ানাম্' এই খণ্ডে "যোগে যোগে ভবস্তরং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষম্" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

⁂

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। একাদশো বর্গঃ।

* * *

ষষ্ঠং সূক্তম্।

এই সূক্তটী তৃতীয়ৈন্দ্র-সূক্ত নামে অভিহিত হয়। ইহাতে দশটী ঋক আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায় এ সূক্তেরও দেবতা—ইন্দ্র। তবে, ইহার একটু বিশেষত্ব এই যে, ইন্দ্র-দেবতার সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্তের কয়েকটি ঋকে মরুৎ-দেবতার স্তুতি আছে। তদনুসারে বুঝিতে পারি,—এই সূক্তের প্রথম তিনটী ঋক এবং দশম ঋক সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্র-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত; চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং নবম ঋক-চতুষ্টয় একমাত্র মরুৎ দেবতার উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত; পঞ্চম ও সপ্তম ঋকদ্বয় ইন্দ্র ও মরুৎ দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র-দেবতার স্তুতিমূলক সূক্ত-সমূহের মধ্যে বক্ষ্যমাণ সূক্তের ইহাই বিশেষত্ব।

"ম্রিয়তে প্রাণী যদ্ভাভাবাদিতি" এই অর্থে মৃ ধাতু হইতে 'মরুৎ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মরুৎ শব্দের অর্থ—বায়ু। হিন্দু-শাস্ত্রমতে মরুতের সংখ্যা—উনপঞ্চাশটি। পুরাণাদিতে মরুতের উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই;—'কশ্যপের ঔরশে দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়। মতান্তরে আবার দেখি,—ইন্দ্রদেব গর্ভস্থ বায়ুকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করেন। বায়ু তাহাতে রোদন করিতে থাকেন। ইন্দ্রদেব তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন,—"মা রুদদ্ধম্" অর্থাৎ ক্রন্দন করিও না। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ সম্বোধন জন্য বায়ুর নাম 'মরুৎ' হয়। তিনি ভ্রাতৃবৎসল; তাঁহার প্রভাবে সকলে সৌভ্রাত্র্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে,—কেহ কেহ মরুৎ-দেবতা সম্বন্ধে এরূপও বলিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইন্দ্রদেবতার সঙ্গে সঙ্গে, মরুৎ-দেবতার উপাসনা প্রসঙ্গে, এক অভিনব ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। বায়বীয়-সূক্ত-প্রসঙ্গে পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উক্ত হইয়াছে, এতৎসম্পর্কেও তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বৈজ্ঞানিক

দার্শনিক সকল সম্প্রদায়ই সেই ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শাস্ত্রমতে বায়ু ও মরুৎ অভিন্ন। বায়ু—বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; এই পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে, জলে বৃক্ষপত্রের ন্যায়, ভাসমান রহিয়াছে। বায়ু জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন প্রাণীর প্রাণধারণ অসম্ভব হয়। আবার, যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে পৃথিবী সংগঠিত, বায়ু বা মরুৎ তাহার অন্যতম। ইন্দ্র মেঘাধিপতি; মরুৎ—মেঘের সহচর। মেঘের উদয় হইলেই সঙ্গে সঙ্গে মরুৎ * বা বায়ু তাহার সহায়তার জন্য আসিয়া উদয় হয়। তাই ইন্দ্র ও মরুৎ একই সূত্রে সংগ্রথিত।

বায়বীয় সূক্তের প্রসঙ্গে বায়ুকে যেমন যোগ-ক্রিয়ার মূলীভূত বল হইয়াছে; এতৎ-সূক্তপ্রসঙ্গেও মরুৎকে তেমনি যোগের সহায়ক বলা যাইতে পারে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগ বলিয়া অভিহিত হয়। বায়ুনিরোধে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধে—বায়ু-সংযমনে দৈহিক ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে;—দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। তৃতীয়েন্দ্র-সূক্তে সেই যোগ-ক্রিয়ার প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যোগ-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—পূর্ণব্রহ্মের সামীপ্য-সাযুজ্যাদি লাভ,—আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ-সাধন। তিনি প্রাণবায়ুরূপে জীবের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজিত। ভক্তির শৃঙ্খলে প্রীতির বন্ধনে তাঁহাকে মনোমন্দিরে আবদ্ধ করিবার ভাব, এই সূক্তে উপলব্ধ হয়।

তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি অরূপ; তিনি বহুরূপ; তাঁহার রূপের অন্ত নাই। তিনি নামহীন; আবার অনন্ত তাঁহার নাম। তিনি নির্গুণ গুণাতীত; কিন্তু তাঁহার গুণ-বিশেষণের অন্ত নাই। তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিমান্। সম্ভব অসম্ভব – সকলই তাঁহাতে সম্ভব। তিনি বিরাট; তিনি ক্ষুদ্র, তিনি অণু। সান্ত-মনে বিরাটের ধারণা করা বিষম বটে; কিন্তু তাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি অণু; অণু অণু পরিমাণে অগ্রসর হও; অণু অণু পরিমাণে তাঁহার ধারণা করিতে শিখ। পথ আপনিই সরল সুগম হইয়া আসিবে। মনে কর, এই বিশ্বযজ্ঞাগারে তুমি তাঁহার একজন সেবক মাত্র; মনে কর,—এই বিশ্ব-

---

* মুসলমানগণের কোরাণে মরুতের উপাখ্যান আছে। সেখানে মরুৎ দেবদুত বলিয়া পরিগণিত। মরুতের প্রসঙ্গে কোরাণে লিখিত আছে,—আদমের পুত্রগণের অত্যাচারে ধরিত্রী বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। স্বর্গীয় দুতগণ সে অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া অত্যাচার-দমন জন্য পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। আদমের পুত্রগণের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি মরুৎ ও হারুৎ নামক দুই দুত প্রেরণ করেন। তাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতার সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। তাঁহাদের নৈপুণ্য-দর্শনে জোত্রা (শুক্রগ্রহ) নারীদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করেন। মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইয়া পড়েন। রমণী-দেহধারী জোত্রা স্বর্গে গমন করিলে, মরুৎ ও হারুৎ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্বর্গরক্ষক রিদ্‌বান তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেন না। এইরূপে তাঁহাদের রমণীসম্ভোগজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়। বিচারের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা বাবিলন-নগরে অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন।

ব্রহ্মাণ্ড সেই অদ্বিতীয় বিরাট-পুরুষেরই অংশমাত্র। যখন তোমার ঐ জ্ঞানের উদয় হইবে, যখন তুমি অণু-পরমাণুক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইবে; তখনই দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে,—‘সিন্ধু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও তরঙ্গ যেমন সিন্ধুরই অংশমাত্র—এক অভিন্ন; জীবাত্মাও তেমনই দৃশ্যতঃ পৃথক হইলেও সেই একই পরমাত্মার ব্যষ্টিবিকাশমাত্র। সর্ব্বতঃপ্রসারী একই সিন্ধুজল যেমন বিশাল মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ লইয়া নামরূপ-গ্রহণে তরঙ্গ অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে; তেমনই একই পরমাত্মার অংশ-বিশেষ লইয়া নাম-রূপ-গ্রহণে পৃথিব্যাদি কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গমাদির উদ্ভব হইয়াছে। সমুদ্রজলে মিশাইয়া গেলে নামরূপ হারাইয়া তরঙ্গ যেমন এক হইয়া যায়; স্থাবর-জঙ্গমাদিও সেইরূপ প্রলয়কালে নামরূপ হারাইয়া পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়।

— ০ —

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বিতীয়ানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তম্। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য ঐন্দ্রসূক্তস্য প্রাতঃ-
সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষষ্ঠং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যুঞ্জন্তি। ব্রধ্নম্। অরুষম্। চরন্তম্। পরি। তস্থুষঃ।
রোচন্তে। রোচনাঃ। দিবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ব্রধ্নং' (মহান্তমাদিত্যরূপেণ স্বপ্রকাশং) 'অরুষং' (অহিংসকং, যদ্বা—হিংসারহিতং, হিংসকরহিতকঞ্চ দীপ্তিমন্তং অগ্নিরূপং) অপিচ চরন্তং (সর্ব্বতঃ প্রসরন্তং, যদ্বা—সর্ব্বত্রচরণশীলং বায়ুরূপং) ত্বং 'পরিতস্থুষঃ' (স্বর্গমর্ত্ত্যাদিলোকত্রয়বাসিনঃ) 'যুঞ্জন্তি' (সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি, অর্চ্চয়ন্তীতি যাবৎ) ; 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'রোচনাঃ' (প্রকাশস্বভাবাদ্দীপ্তিমন্নক্ষত্রাদয়ঃ) 'রোচন্তে' (প্রকাশন্তে, ভবত এব মহিমানং প্রকাশন্তে ইত্যর্থঃ)। বায়্বগ্নিসূর্য্যাদিরূপেণ ভগবান্ সর্ব্বত্র সম্পূজিতো ভবতি। দ্যুলোকস্থিতাঃ নক্ষত্রাদয়ঃ প্রকাশস্বভাবেন তস্য মহিমানং প্রকাশয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—৬সূ—১ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মহান্ সূর্য্যরূপে স্বপ্রকাশ, দীপ্তিমান্ অগ্নিরূপে বিদ্যমান, সর্ব্বত্র চরণশীল বিশ্বব্যাপী বায়ুরূপ আপনাকে স্বর্গমর্ত্ত্যাদি সর্ব্বলোক অর্চ্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান্ হইয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। ভাব এই যে,—অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপে ভগবান সর্ব্বত্র সম্পূজিত হয়েন। দ্যুলোকস্থিত নক্ষত্রসমূহ স্বপ্রকাশ হইয়া তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করে। (১ম—১অ—৬সূ—১ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ইন্দ্রো হি পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ। পরমৈশ্বর্য্যং চাগ্নিবায়্বাদিত্যনক্ষত্ররূপেণাবস্থানাদুপপদ্যতে। ব্রধ্নমাদিত্যরূপেণাবস্থিতম্। অরুষম্। হিংসকরহিতাগ্নিরূপেণাবস্থিতম্। চরন্তম্। বায়ুরূপেণ সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রং পরিতস্থুষঃ পরিতোঽবস্থিতাঃ লোকত্রয়বর্ত্তিনঃ প্রাণিনো যুঞ্জন্তি। স্বকীয়ে কর্ম্মণি দেবতাত্বেন সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি। তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্ত্তিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচন্তে। প্রকাশন্তে। অস্য মন্ত্রস্যোক্তার্থপরত্বং ব্রাহ্মণান্তরে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব, প্রকৃতই পরম-ঐশ্বর্য্যশালী। অগ্নি বায়ু, নক্ষত্ররূপে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহার পরমৈশ্বর্য্য উপপন্ন হইয়াছে। "ব্রধ্নং" অর্থাৎ যিনি আদিত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। "অরুষং" অর্থাৎ যিনি হিংসাশূন্য অগ্নিরূপে বিরাজমান; এবং "চরন্তং" অর্থে—যিনি বায়ুরূপে সর্ব্বত্র প্রবহনশীল; তাদৃশ ইন্দ্রদেবকে "পরিতস্থুষঃ" অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকত্রয়াবস্থিত প্রাণিগণ (অভিপ্রেতসিদ্ধির জন্য) স্বকীয় অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে, দেবতারূপে সম্বন্ধ (সংযোজিত) করেন। সেই ইন্দ্রদেবেরই মূর্ত্তিবিশেষ (অংশ-স্বরূপ) নক্ষত্রনিকর দ্যুলোকে (আকাশমণ্ডলে) প্রকাশিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের যে উক্তরূপ অর্থ, তাহা

ব্যাখ্যাতম্। যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমিত্যাহ। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।৯।৪) অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নঃ। আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি। অরুষমিত্যাহ। অগ্নির্বা অরুষঃ। অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি। চরন্তমিত্যাহ। বায়ুর্বৈ চরন্। বায়ুমেবাস্মৈ যুনক্তি। পরিতস্থুষঃ ইত্যাহ। ইমে বৈ লোকাঃ পরিতস্থুষঃ। ইমানেব লোকানস্মৈ যুনক্তি রোচন্তে রোচনা দিবীত্যাহ। নক্ষত্রাণি বৈ রোচনা দিবি। নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়ন্তীতি। পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু মহন্নামসু মহো ব্রধ্ন ইতি পঠিতম্। আদিত্যস্যাপি মহত্ত্বাদেব ব্রধ্নত্বম্॥

যুঞ্জন্তি। অন্তেঃ প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তত্বম্। ব্রধ্নম্। প্রাতিপদিকান্তোদাত্তঃ। অরুষম্। রুষরিসহিংসার্থাঃ রোষন্তীতি রুষাহিংসকাঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা০ ৩।১।১৩৫। ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। ন সন্তি রুষা যস্যাসাবরুষঃ। নঞ্ সুভ্যাম্। পা০ ৬।২।১৬২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। অমিপূর্ব্বঃ। পা০ ৬।১।১০৭। ইতি পূর্ব্বরূপে একাদেশউদাত্তেনোদাত্তঃ। পা০ ৮।২।৫। ইত্যুদাত্তত্বম্। চরন্তম্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। তস্থুষঃ। তিষ্ঠতের্লিটঃ ক্বসুরাদেশঃ। পা০ ৩।২।১০৭। বস্বেকাজাদ্ঘসাম্। পা০ ৭।২।৩৭। ইডীটমন্তরঙ্গমপি বাধিত্বা সংপ্রসারণম্।

ব্রাহ্মণান্তরে অর্থাৎ বেদের শাখাবিশেষে বলা হইয়াছে। যথা—এই আদিত্যই ব্রধ্ন; এই আদিত্যকেই ইঁহার জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রোদ্দেশে নিযুক্ত করা হয়। অরুষ অর্থে অগ্নিদেব, অগ্নিদেবকে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। চরন্তং অর্থে বিচরণশীল বায়ু, ইঁহাকেও উক্ত ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। পরিতস্থুষ অর্থে এই পরিদৃশ্যমান লোক-সমূহকে বুঝাইতেছে। এই লোক-সমূহকে এই ইন্দ্রদেবের নিমিত্তই অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে নিরত করা হইতেছে। 'রোচনা' বলিতে নক্ষত্র বুঝায়, এই নক্ষত্র-সকলও ইহার জন্যই প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চবিংশতি (পঁচিশ) সংখ্যক মহৎ নামের মধ্যে "মহো ব্রধ্নঃ" এই দুইটী শব্দ পঠিত হইয়াছে। এই মহত্ত্ব আছে বলিয়া আদিত্যদেবকেও ব্রধ্ন কহে।

"যুঞ্জন্তি" এই স্থলে "অন্তির" প্রত্যয়-স্বর বলিয়া আদি-স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "ব্রধ্নম্" এই পদটিতে প্রাতিপাদিক অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। "অরুষম্" এই স্থলে হিংসার্থক রুষ ধাতুর উত্তর 'রোষ যাহারা করে তাহারা' 'রুষাঃ" অর্থাৎ হিংসক এই অর্থে "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" (পা০ ৩.১।১৩৫) সূত্রানুসারে ক প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর হেতু ইহার উদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'যাহার হিংসাভাব নাই, তিনিই অরুষ'—এই বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্রানুসারে ইহার উত্তর-পদের অন্তস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে; এবং "অমি পূর্ব্বঃ" (পা০ ৬।১।১০৭) এই সূত্রানুসারে "অম্" বিভক্তির পূর্ব্বরূপ হওয়ায় "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" (পা০ ৮।২।৫) এই নিয়মে উক্ত অম্-বিভক্তির স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "চরন্তং" এই পদটিতে "শপ্" আগমের পিত্ত্ব নিবন্ধন (প ইৎ যায় বলিয়া) উক্ত শপ্ আগমের স্বরটী অনুদাত্ত হইয়াছে। "শতৃ" প্রত্যয়ের স্বরটী সার্ব্বধাতুক বলিয়া ধাতু-স্বরটিই অবশিষ্ট হইয়াছে। "তস্থুষঃ" এই পদটীতে, পাণিনির (৩।২।১০৭) সূত্রানুসারে স্থা ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে ক্বসু (বস্) আদেশ করিয়া, এবং "বস্বেকাজাদ্ঘসাং" (পা০ ৭।২।১০৭) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত, অন্তরঙ্গ (অবশ্যম্ভাবী) ইটের আগম নিষিদ্ধ হইয়া

সংপ্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইতি শসি পরতো ভত্বাৎ। পা০ ১।৪।১৮। বসোঃ সংপ্রসারণম্। পা০ ৬।৪।১৩১। পরপূর্ব্বত্বম্। শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮।৩।৬০। ইতি ষত্বম্। বসোঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বম্। রোচন্তে। তিঙো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বম্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ধাতুস্বর এব। রোচনা। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা০ ২।২।১৪১। ইতি যুচ্। যুচোরনাকৌ। পা০ ৭।১।১। ইত্যনাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বম্। দিবি। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। (১ম—১অ—৬সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৫১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের ব্যাখ্যায়ও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন অভিনব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সূর্য্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নিশ্চল জড় পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ঘোটকারোহণে ভ্রমণ করেন, তাৎকালিক জনসাধারণের সেইরূপ ধারণা ছিল,—ব্যাখ্যায় সে ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। জনৈক ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা হইতে প্রতিপন্ন হয়, আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রপুঞ্জ সকলকেই দেবতার আসনে বসাইয়া স্তাবকগণ তাঁহাদের পূজা-উপাসনা করিতেন। পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, বৈদিক মন্ত্র-সমূহকে 'কৃষকের গান—অসভ্য বর্ব্বর জাতির জড়োপাসনা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহাদের এরূপ

সম্প্রসারণ অর্থাৎ বস্থর (বসুর) ব-কারের স্থানে উ-কার হইয়াছে। এই স্থলে 'সম্প্রসারণাশ্রয় বলবান' এই নিয়ম নিবন্ধন "শসি পরতো ভত্বাৎ" (পা০ ৩।৪।১৮) সূত্রানুসারে ভ-সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "বসোঃ সম্প্রসারণম্" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে বসুর ব-কারের সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। "শাসিবসিঘসীনাঞ্চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। "বসু"র বকার-জাত স্বরটী প্রত্যয়স্বর বলিয়া উদাত্ত হইয়াছে। "রোচন্তে এই পদটিতে ধাতুমাত্র সাধারণ তিঙ্ (অন্তে) বিভক্তির স্বরটি অনুদাত্ত হইয়াছে এবং শপ্ আগমের স্বরটিও পিত্ব-নিবন্ধন অনুদাত্ত হইয়াছে ও ধাতু-স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "রোচনা" এই পদটী "অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ" (পা০ ২।২।১৪১) এই সূত্রানুসারে বচ্ ধাতুর উত্তর যুচ্ (যু) প্রত্যয়, ও 'যুচোরনাকৌ" (পা০ ৭।১।১) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত যুচের স্থানে অন্ আদেশ হইয়াছে। "চিতঃ" এই সূত্রানুসারে উক্ত পদটির অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে "দিবি" এই পদটীর বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ১॥

* * *

ব্যাখ্যার অবতারণা, তাহা বলাই বাহুল্য। * এ সকল ব্যাখ্যায় ঋকের যে কোনই তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না, স্থূল-দৃষ্টিতেই তাহা প্রতীয়মান হয়।

যত কিছু গোলযোগ 'অরুষ' শব্দ লইয়া। তাঁহারা 'অরুষ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ঘোটক। কিন্তু হিংসার্থ 'রুষ' ধাতু হইতে 'অরুষ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহার হিংসা নাই অথবা যাঁহার হিংসক নাই, তিনিই 'অরুষ'। ধাত্বর্থ ধরিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, 'অরুষ' শব্দে ঘোটক অর্থ নিষ্পন্ন হইতেই পারে না। অপিচ, ধাত্বর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থ-নিষ্পন্ন করিলে, সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। 'সূর্য্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন'—এ বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু 'অরুষ' শব্দে হিংসক-রহিত বা হিংসারহিত অগ্নিদেবরূপে সেই

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ঋকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রের সহিত) হিংসকরহিত (অগ্নি) ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে।" টীকায় তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"এই ঋকের অর্থ অতিশয় অপরিষ্কার। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে এবং সে অর্থের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে, সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও নক্ষত্রগণ কেবল ইন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ। কিন্তু মূলে ইন্দ্রের বা সূর্য্যের বা অগ্নির বা বায়ুর নাম নাই, কেবল বিশেষণগুলি আছে। সায়ণ অনুমান করিয়া দেবগণের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। যথা, মূলে 'অরুষ' শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন—'হিংসকরহিত।' হিংসকরহিত কে? সায়ণ অনুমান করেন, অগ্নিকে বুঝাইতেছে। এরূপ অর্থ করায় Max Muller সম্মত নহেন, সুতরাং তিনি এ সূক্তের একেবারে ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা—'Those who stand around him, while he moves on, harness the bright red steed; the lights of heaven shine forth.' তিনি বলেন,—'অরুষের' আদি অর্থ লোহিতবর্ণ, এবং 'অরুষ' বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। Max Muller আরও বলেন,—এই সূর্য্যের লোহিতবর্ণ অশ্ব 'অরুষ' গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'Fros' নাম ধারণ করিয়া (Cupid in Latin) প্রেমের দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। Chips from a German Workshop, Vol. II. (1867) P. 28 to 140. সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম—হরিৎ। সেইজন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। Max Muller বিবেচনা করেন, এই 'হরিৎ'গণ গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন। Science of Language (1882), Vol. II. 405 to 412.

ব্রহ্মের অন্যতম অভিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিলে, ঋকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই অর্থই সমীচীন,—সেই অর্থই শাস্ত্রসম্মত।

একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এ ঋকে এক উচ্চ-আদর্শের কল্পনা হইতে পারে। বুঝা যায়, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্র—সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝা যায়, তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান্ রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যক্ত হইয়া আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতে সেই ভাব পূর্ণ পরিব্যক্ত দেখি। ভীত চমকিত অর্জ্জুন তাঁহার স্তবে বলিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥"

অর্থাৎ,—তোমার দেহে দেবগণ, প্রাণিসমূহ, দিব্য, ঋষিগণ, সর্পগণ এবং কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তোমার বহু বাহু, বহু উদর, বহু বদন, বহু নেত্র—অনন্তরূপে তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। কিন্তু তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখিতেছি না। তুমি কিরীটী, গদাচক্রধারী, প্রচণ্ডপ্রভাব-বিশিষ্ট, অপ্রমেয়রূপ; তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম; তুমি বেদিতব্য; তুমি বিশ্বের প্রধান আশ্রয়স্থান; তুমি শাশ্বত, সনাতন ধর্ম্মের পালক, চিরন্তন পুরুষ। তুমি আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্ত-বাহু। সূর্য্যচন্দ্র তোমার নেত্রদ্বয়, দীপ্ত হুতাশন তোমার বদন; আপন তেজে

বিশ্বাসন্তাপক তুমি। সমুদায় স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দিক্ সমূহ তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার বিশ্বরূপ-দর্শনে ত্রিলোক সন্ত্রস্ত। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য ও দেবগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, যক্ষ, অসুর গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ সকলেই তোমার দেহে বিরাজমান। ইত্যাদি।

শ্রুতিতেও (কঠোপনিষদে) আছে,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ—যেমন ভুবনপ্রবিষ্ট অগ্নিদেব এক হইয়াও প্রতিরূপ (যে রূপকে আশ্রয় করেন, সেইরূপ) প্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) পৃথক হইয়াও প্রতিরূপে বিরাজিত হন। ভুবনপ্রবিষ্ট বায়ুদেব যেমন এক হইয়াও বহুরূপ আশ্রয় করতঃ বহু রূপে প্রতিভাত হন; সেইরূপ এই এক পরমাত্মা বিভিন্ন আধারে অনুঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য্যদেব সকল লোকের চক্ষুঃ হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হয়েন না; সেইরূপ এই এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) লোক-দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বশী (ব্রহ্ম) এক হইয়াও এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হয়েন; সেই আত্মা ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বত-সুখলাভের অধিকারী। অন্য কেহ সে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অনিত্য-সমূহের মধ্যে যিনি চেতনা, যিনি এক হইয়াও বহুর কামনা ধারণ কিম্বা পোষণ করিতেছেন; সেই আত্মস্থ ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভের অধিকারী। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সে শান্তি-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।'

এ ঋকে, একের সেই বহু রূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে এই ঋক্ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ইন্দ্রদেব বলিতে পরমেশ্বরকেই দ্যোতনা করিতেছে। সূর্য্যরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি কি

ইন্দ্রদেব নামে পরিচিত সেই পরব্রহ্ম নহেন ? ফলতঃ, এই ঋকে সেই পরব্রহ্মের রূপ-গুণেরই ব্যাখ্যান হইয়াছে। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধি হয়; ভক্ত সাধক সেই ভাবেই এ ঋকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (১ম—১অ—৬সূ—১ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষষ্ঠং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যুঞ্জন্তি। অস্য। কাম্যা। হরী ইতি। বিঽপক্ষসা।
রথে। শোণা। ধৃষ্ণূ ইতি। নৃঽবাহসা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (দেবস্য, ভগবতঃ) 'রথে' (আগমনোপযোগিনি যানে, আত্মনাং মনোরথে ইতি ভাবঃ) 'বিপক্ষসৌ' (বিভিন্নে পক্ষসী যয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ, সদসৎকর্ম্মণোঃ) 'কাম্যা' (কাময়িতব্যৌ, সুন্দরৌ) 'ধৃষ্ণূ' (ধর্ষণশীলৌ, প্রগল্ভৌ) 'শোণা' (বিচিত্রবর্ণৌ, ক্ষিপ্রগামিনৌ) 'নৃবাহসা' (নরবহনকারিণৌ) 'হরী' (অশ্বৌ, জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'যুঞ্জন্তি, (যোজয়ন্তি, সংযুক্তং কুর্ব্বন্তি) সাধবঃ ইতি শেষঃ। জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেন সাধুজনঃ আত্মনো মনসি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—৬সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(সাধুগণ) সেই ভগবানের আগমনোপযোগী রথে (আপনাদিগের মনোরথে) দুই পার্শ্বে (সদসৎ দ্বিবিধ কর্ম্মে) কামনার উপযোগী, দমনশীল, ক্ষিপ্রগামী (বিচিত্রবর্ণ), জনবাহক, জ্ঞান-ভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়কে (জ্ঞানভক্তির জ্যোতিঃ) যোজনা করেন। (জ্ঞানভক্তি-প্রভাবেই সাধুগণ ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই ভাবার্থ॥ (১ম—৬সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অস্য ব্রধ্নাদিপ্রতিপাদ্যাদিত্যাদমূর্ত্তিভিস্তত্রতত্রাবস্থিতস্যেন্দ্রস্য রথে হরী এতন্নামানৌ যাবশ্বৌ সারথয়ো যুঞ্জন্তি। ইন্দ্রসম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্হরিনামত্বম্ হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেরিতি পঠিতত্বাৎ। কীদৃশৌ হরী। কাম্যা। কাময়িতব্যৌ। বিপক্ষসা। বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বৌ যয়োরশ্বয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ। রথস্য দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োর্যোজিতাবিত্যর্থঃ। শোণা রক্তবর্ণৌ। ধৃষ্ণূ। প্রগল্‌ভৌ। নৃবাহসা। নৃণাং পুরুষাণামিন্দ্রতৎসারথিপ্রমুখানাং বোঢ়ারৌ॥

অস্য ব্রধ্নমিত্যুক্তস্য পরামর্শাদিদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা০ ২।৪।৩২। ইত্যশ্। শিত্বাৎ। পা০ ১।১।৫৫। সর্ব্বদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিরনুদাত্তে বেতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই প্রকারে ব্রধ্ন প্রভৃতি শব্দ প্রতিপাদ্য, আদিত্যাদি মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা সেই সেই স্থানে অবস্থিত ইন্দ্রদেবের রথে হরি নামক অশ্বদ্বয়কে সারথিগণ নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইন্দ্রদেবের অশ্বদ্বয়ের নাম হরি; কেন-না, ইন্দ্রদেবের অশ্ব—হরি এবং অগ্নিদেবের অশ্ব—রোহিত, এই প্রকার পঠিত হইয়াছে। ? সেই অশ্বদ্বয় কিরূপ? (তাহাই ক্রমশঃ বলিতেছেন) "কাম্যা" অর্থাৎ কামনার বিষয়ীভূত, "বিপক্ষসা" অর্থাৎ যাহাদিগের (শোভার্থ) রথের পার্শ্বদ্বয় বিচিত্রপ্রকার, ফলতঃ যাহারা রথের দুই পার্শ্বে (সুচারুভাবে) যোজিত হইয়াছে এবং "শোণা" অর্থাৎ রক্তবর্ণ, "ধৃষ্ণূ" অর্থাৎ অতি সুচতুর কর্ম্মদক্ষ, এবং "নৃবাহসা" অর্থাৎ ইন্দ্রদেব এবং তাঁহার সারথি-প্রমুখ-পুরুষগণের বহনকর্ত্তা।

"অস্য" এই পদটি "ব্রধ্নম্" ইত্যাদি পদের পরামর্শক হওয়ায় (অর্থাৎ পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত ইন্দ্রদেবকে বুঝাইতেছে বলিয়া) "ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা০ ২।৪।৩২)। এই সূত্রানুসারে (ইদম শব্দের স্থানে) অশ্ (অ) আদেশ হইয়াছে এবং শিত্ব প্রযুক্ত (আদিষ্ট অশ্-এর শ-কার গিয়াছে বলিয়া) পাণিনির (১।১।৫৫) সূত্রানুসারে সর্ব্বাদেশে (সমস্ত ইদম শব্দের স্থানে অশ্ আদেশ) ও অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে বিভক্তিস্বর

সর্ব্বানুদাত্তত্বম্। কাম্যা। কমুকান্তৌ। কমের্ণিঙ্। পা০ ৩।১৩০। কাময়তেরচোযৎ। পা০ ৩।১।৯৭। তিৎস্বরিতাপবাদত্বেন যতোঽনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। হরন্তো। রথমিতি হরী। হৃপিষীত্যাদিনা ইন্। উ০ ৪।১২০। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিপক্ষসা। পচিবচিভ্যাং সুট্ চ। উ০ ৪।২১৯। ইতি পচেরসুন্ সুডাগমঃ। বিভিন্নে পক্ষসী পার্শ্বে যয়োস্তৌ। বিশব্দো নিপাতত্বাদ্যুদাত্তঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। দ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। রথে। রমন্তেঽস্মিন্নিতি রথঃ। রমুক্রীড়ায়াম্। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্। উ০ ২।২। ইতি ক্থন্। কিত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৩৭। মকারলোপঃ। নিৎস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। শোণা। শোণৃ বর্ণগত্যোঃ। গমনকরণত্বাৎ করণে ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। ধৃষ্ণু। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা০

অনুদাত্ত বলিয়াই সকল (দুইটি) স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। কান্তি অর্থক কমু (কম্) ধাতুর উত্তর "কমের্ণিঙ্" (পা০ ৩.১৩০) এই সূত্রানুসারে ণিঙ্ এবং "অচোযৎ" (পা০ ৩।১।৯৭) এই সূত্র দ্বারা বিহিত যৎ-প্রত্যয়-লব্ধ কাম্য-শব্দের উত্তর প্রথমার দ্বিবচন স্থানে "সুপাং সুলুক্" এই সূত্রের দ্বারা "ডা" (আ) আদেশ করিয়া "কাম্যা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিৎস্বরিতের অপবাদক "যতোঽনাবঃ" (পা০ ৬।১।২১৩) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যে রথকে হরণ করে" (অর্থাৎ দেশান্তরে লইয়া যায়) এই অর্থে হরণার্থক হৃঞ্ (হৃ) ধাতুর "হৃপিষি" (উ০ ৩,১২০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনে "হরী" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্ব-প্রযুক্ত ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিপক্ষসা" এই পদটি, "পচিবচিভ্যাং সুট্ চ" (উ০ ৪।২১৯) এই সূত্রানুসারে বি-পূর্ব্বক "পচি" (পচ্) ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় ও সুট্ আগম হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—যাহাদের (যে দুই এর) "পক্ষসী" অর্থাৎ পার্শ্বদ্বয় বিভিন্ন সেই অশ্বদ্বয়। বি শব্দটী নিপাত (অব্যয়) হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত 'বিপক্ষস' শব্দের উত্তর দ্বিতয়া বিভক্তির দ্বিবচন স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। "ইহাতে ক্রীড়া করা যায়", এই হেতু ইহাকে রথ বলে—এইরূপ অর্থে ক্রীড়ার্থক "রমু" (রম্) ধাতুর উত্তর "হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন" (উ০ ২।২) সূত্রানুসারে ক্থন প্রত্যয় করিয়া কিত্ত্ব-হেতু "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬.৪।৩৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ধাতুর ম-কারের লোপ হইয়া সপ্তমীর একবচনে "রথে" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। নিৎস্বর-হেতু ইহার আদিস্বর হইয়াছে। বর্ণ ও গতি অর্থক শোণৃ (শোণ্) ধাতুর উত্তর গমনকরণত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ গমনরূপ ক্রিয়ার কারণ হেতু ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ঞিত্ত্ব-নিবন্ধন ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং "সুপাং সুলুক্" এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্থানে "ডা" আদেশ হইয়া "শোণা" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "ধৃষ্ণু" এই পদটিতে প্রাগল্ভ্যার্থ ঞিধৃষা (ধৃষ) ধাতুর উত্তর "ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ" (পা০ ৩,২।১৪০)

৩।২।১৪০। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। নৃবাহসা। নৃন্ বহন্ত বহের্বহিংহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উ০ ৪।২২০। ইত্যসুন্। ণিদিত্যনুবৃর্দ্ধিঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে ॥ (১ম—৬সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৫২) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন করা হয়,—'ইন্দ্রের রথে উভয় পার্শ্বে সারথিগণ (লোকগণ) অশ্বযোজনা করেন; সে অশ্ব কমনীয় কান্তি, বিচিত্র-বর্ণ-(রক্তবর্ণ) বিশিষ্ট, প্রগল্ভ বা শত্রু-ধর্ষণশীল এবং নরগণের (ইন্দ্রের ও তাঁহার সারথি-প্রমুখ পুরুষগণের) বাহক।' ভাষ্যকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই এই অর্থের অনুসরণ করেন।

কিন্তু ঋকের মধ্যে ঐ সাধারণ অর্থের অতীত যে এক নিগূঢ় অর্থ আছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনের দৃষ্টি নিপতিত হয়। দেহধারী সাকার-দেবতা-রূপে যখন ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করা হয়, তখন তাঁহার অশ্বাদির বিষয় ঐরূপভাবে পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু রূপ দেখিতে দেখিতে, গুণের বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে, যখন তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তখন ঐ ঋকের আর এক অনুপম আধ্যাত্মিক অর্থ হৃদয়ে বিকাশ পায়।

ঋকের অন্তর্গত "হরী" শব্দ এবং তাহার বিশেষণ কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে ভাব-রাজ্যের এক নূতন স্তরে উপনীত হইতে হয়। 'হরী' শব্দের 'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ' অর্থ সঙ্গত হয়। 'সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে সূর্য্যদেব বিচরণ করেন'—এরূপ স্থলে 'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব প্রকাশ-

---

এই সূত্রানুসারে ক্নু, নু) প্রত্যয় হইয়াছে। কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "নৃবাহসা" এই পদটীতে, "মনুষ্যগণকে বহন করে যাঁহারা", এই অর্থে "বহ্" ধাতুর উত্তর "বহিংহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি" (উ০ ৪।২২০) এই সূত্রানুসারে অসুন্ (অস্) প্রত্যয় হইয়াছে এবং "ণিৎ" এই অনুবৃত্তি থাকায় বৃদ্ধি হইয়াছে। নিত্ত্ব প্রযুক্ত ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কৃৎ-নিষ্পন্ন উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর-হেতু উক্ত উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। (১ম—৬সূ—২ঋ)॥

* * *

মান হন'—অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ' অর্থ বুঝাইতে দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন? তাহারও কারণ আছে। আমরা মনে করি, এখানে 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান'—এই দুইয়ের জ্যোতিঃ বুঝাইতেছে। 'রথে'—কিনা 'মনোরথে'। অর্থাৎ তোমার আমার মনোরথে যখন জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ সংযুক্ত হইবে, তখনই ইন্দ্রদেব আসিবেন বা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। রথে অশ্ব-সংযোগ বা মনোরথে জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিবে কে বা কাহারা? সারথিগণ। সারথিগণ বলিতে এখানে আমাদের 'সৎকর্ম্মনিবহ'—অর্থ সূচিত হইতেছে। সৎকর্ম্মের অন্ত নাই; এই জন্যই বহুবচনান্ত 'যুঞ্জন্তি' ক্রিয়াপদ রহিয়াছে। তবেই বুঝা যায়, আমরা আমাদের সৎকর্ম্মনিবহের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির দিব্যজ্যোতিঃ বিস্ফুরিত করিতে পারিলেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের (ইন্দ্রের) অধিষ্ঠান হয়। সারথিগণ কর্ত্তৃক রথের উভয় পার্শ্বে-অশ্বযোজনার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এখন এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধাবন করুন। তাহাতেও ঐ অর্থই বিশদীকৃত হইয়া আসিবে। দেখুন—সেই যে 'হরী' (অশ্বদ্বয়), তাহারা কেমন? তাহারা 'কাম্যা' অর্থাৎ কামনার বস্তু। জ্ঞান ও ভক্তি কাহার না কামনার সামগ্রী? জ্ঞানের অন্বেষণে, ভক্তির অনুসরণে, সারা সংসার বিভ্রান্ত হইয়া ঘূরিতেছে না কি? সুতরাং উহার বিশেষণ হইয়াছে—'কাম্যা'। আর বিশেষণ—'বিপক্ষসা'। ঐ শব্দের অর্থ—বিভিন্ন পক্ষে বা পার্শ্বে সংযুক্ত। বড় সমীচীন সুসঙ্গত বিশেষণ—'বিপক্ষসা'। জ্ঞান ও ভক্তি যে বিভিন্ন পার্শ্ব বা বিভিন্ন পক্ষ—এ সাক্ষ্য, জ্ঞানবাদীদিগের এবং ভক্তি-মার্গীদিগের বিতণ্ডার মধ্যে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত হয়। অপিচ, দুইয়ের সমন্বয়-সংযোগে রথ চলে—মুক্তি অধিগত হয়। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম-নিবহদ্বারা জ্ঞান-ভক্তি দুইকে মনোরথে সংযুক্ত কর, তোমার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে,—এ ঋক্ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

অতঃপর অপর তিনটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। সেই 'হরী' (অশ্বদ্বয়) আবার কেমন? তাহারা 'শোণা' অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় নিত্য-পরিদৃষ্ট নহে কি? কত রূপে,

কত ভাবে, কত দিক্ দিয়া, জ্ঞানের ও ভক্তির স্ফূর্ত্তিলাভ হয় ;—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? জ্ঞান-ভক্তির যে নানা অঙ্গ, নানা প্রকার ভেদ আছে, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। 'ধৃষ্ণু,' শব্দের অর্থ—শত্রুধর্ষণশীল। কাম-ক্রোধাদি রিপুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু। হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির উদয়ে তাহারা বিমর্দ্দিত হয়। সেই অর্থেই 'ধৃষ্ণু'—শব্দের—সার্থকতা। শেষ বিশেষণ—'নৃবাহসা' অর্থাৎ নরগণের বহনকারী। জ্ঞান-ভক্তিই যে মানুষকে ভগবৎ-সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়, এখানে সেই ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে।

ফলতঃ ঋকে বলা হইয়াছে,—'তোমার সৎকর্ম্মনিবহ-রূপ সারথিগণ-দ্বারা তোমার মনোরথের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ হরিদ্বয় (অশ্বদ্বয়) সংযোজিত কর। তদ্দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে, তুমি ভগবৎপাদপদ্মে সংবাহিত (উপনীত) হইবে।' ইহাই এ ঋকের আধ্যাত্মিক অর্থ। (১ম—৬সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

কেতুং। কৃণ্বন্। অকেতবে। পেশঃ। মর্য্যাঃ। অপেশসে।
সং। উষৎ২ভিঃ। অজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মর্য্যাঃ' (হে মরণধর্ম্মাণঃ মনুষ্যাঃ, হে অস্তগমনরূপমরণধর্ম্মশীল সূর্য্যাত্মক-ইন্দ্রদেব—অত্র ব্যত্যয়েনৈকবচনং, হে জ্যো তির্ম্ময়) 'অকেতবে' (রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নানাং জনানাং) 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্) 'অপেশসে' (রাত্রাবন্ধাকারাবৃতত্বেনানভিব্যক্তিত্বাদ্রূপরহিতায় পদার্থায়, অরূপায় ইত্যর্থঃ) 'পেশঃ কৃণ্বন্' (রূপং প্রকাশয়ন, প্রান্তরন্ধকারনিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্) 'উষদ্ভিঃ' (উষঃকালৈঃ) 'সম্ অজায়থাঃ' (সমুদিতবান্)। (১ম—৬সূ—৩ঋ)॥

অথবা,

হে ভগবন্! বয়ং 'মর্য্যাঃ' (মনুষ্যাঃ, অজ্ঞানতানিবন্ধনং জন্মজরামরণাধীনা ইতি যাবৎ); 'অকেতবে' (অস্মাকং অস্যাং অজ্ঞানাবস্থায়াং) 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্, দত্ত্বা ইতি যাবৎ) 'অপেশসে (মায়য়া বিজৃম্ভিতং পরিদৃশ্যমানং) ইদং রূপং, বিকৃতমিদং দেহং) 'পেশঃ' (রূপং, তৎস্বারূপ্যং সত্ত্বভাবযুতং ইতি যাবৎ) কৃণ্বন্ 'উষদ্ভিঃ' (জ্ঞানোন্মেষণেন) 'সম্ অজায়থাঃ' (অস্মন্মধ্যে সম্যগধিষ্ঠিতো ভব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধনং বয়ং জন্মজরামরণমধ্যগতাঃ, মায়য়া বিকৃতভাবাপন্নাশ্চ; সজ্‌জ্ঞানদানেন অস্মান্ ত্রায়স্ব।' (১ম—৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি প্রজ্ঞানরহিত অন্ধতমসাচ্ছন্ন-জনকে জ্ঞান দান করিয়া,—অরূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া, প্রতি ঊষায় প্রকাশমান হয়েন। (১ম—৬সূ—৩ঋ)।

অথবা,

হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা জন্মজরামরণের অধীন হইয়া আছি; আমাদিগের এই অজ্ঞানাবস্থায় প্রজ্ঞান দান করিয়া, মায়া-বিজৃম্ভিত আমাদিগের এই বিকৃত রূপকে সত্ত্বভাবযুত করিয়া, আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে সম্যগ্‌-রূপে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা জন্মজরামরণ-মধ্যগত এবং মায়ার দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া আছি; সজ্‌জ্ঞান বিতরণ করিয়া আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।') (১ম—৬সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মর্য্যা মনুষ্যা ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যতেত্যধ্যাহারঃ। কিমাশ্চর্য্যমিতি তদুচ্যতে। আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্র উষদ্ভির্দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিণমুষঃকালৈর্বা সংভূয়াজায়থাঃ। উদপদ্যত। অথবা সূর্য্যস্যৈবাস্তময়ে মরণমুপচর্য্য ব্যত্যয়েন বহুবচনং কৃত্বা সম্বোধনং ক্রিয়তে। হে মর্য্য প্রতিদিনং ত্বমজায়থা ইতি যোজ্যং। কিং কুর্ব্বন্। অপেশসে রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে কেতুং কৃণ্বন্। প্রাতঃ প্রজ্ঞানং কুর্ব্বন্। অপেশসে রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেনানভিব্যক্তিত্বাদ্রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকারনিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্॥

পেশ ইতি রূপনাম পিংশতেরিতি যাস্কঃ। অকেতবেঽপেশস ইতি চতুর্থ্যৌ ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যৌ। কেতুং। প্রাতিপদিকস্বরঃ। কৃণ্বন্। কৃবিহিংসাকরণয়োশ্চ। লটঃ শত্রাদেশঃ। ইদিতোনুম্ ধাতোঃ। পা০ ৭।১।৫৮। ইতি নুমাগমঃ। কর্ত্তরি শপি প্রাপ্তে ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ। পা০ ৩।১.৮০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। অতোলোপঃ। পা০ ৬।৪।৪৮। ইত্যকারলোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ পূর্ব্বস্য লঘুপধগুণো ন ভবতি। পা০ ৭৩.৮৬। অকারস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। অকেতবে। বহুব্রীহৌ নঞ সুভ্যাং। পা০

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "মর্য্যাঃ" অর্থাৎ মনুষ্যগণ। 'তোমরা এই আশ্চর্য্য দর্শন কর' এইরূপ অধ্যাহার (অতিরিক্ত সমাবেশ) করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা কথিত হইতেছে। আদিত্যরূপী এই ইন্দ্রদেব, দাহজনক রশ্মিসমূহের সহিত অথবা উষাকালের সহিত একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কিম্বা অস্তময়ে সূর্য্যদেবেরই মরণ উপচার (স্বীকার) করিয়া একবচনের বিনিময়ে বহুবচন (মর্য্যাঃ) করতঃ সম্বোধন করা হইতেছে। হে মর্য্য—অর্থাৎ মরণশীল সূর্য্যদেব। আপনি প্রতিদিন জন্মিয়া থাকেন—এই প্রকার যোজনা করিতে হইবে। কি করিতে জন্মিয়া থাকেন?—রাত্রিকালে নিদ্রাভিভূত বলিয়া জ্ঞানরহিত প্রাণিসমূহকে প্রাতঃকালে প্রজ্ঞাযুক্ত করিতে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারে আবৃত বলিয়া স্বকীয় রূপরহিত পদার্থকে অন্ধকার নিবারণ দ্বারা প্রাতঃকালে রূপযুক্ত করিতে।

যাস্ক বলেন,—"পেশঃ" এই পদটি রূপবাচক। পিশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অকেতবে" ও "অপেশসে" এই দুই পদে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "কেতুং" এই পদে প্রাতিপদিকস্বর। হিংসা এবং করণার্থক "কৃবি" (কৃব্) ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ আদেশ করিয়া "ইদিতোনুম্ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ (ন) আগম এবং কর্তৃবাচ্যে শপের প্রাপ্তিস্থলে "ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ" (পা০ ৩।১.৮০।) এই সূত্রানুসারে "উ" প্রত্যয় হইয়াছে; এবং তাহার (উকারের) সন্নিয়োগ হেতু বকারের স্থানে অকার ও "অতোলোপঃ" (পা০ ৬.৪.৪৮।) এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ করিয়া "কৃণ্বন্" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইস্থলে পাণিনির (৭।৩।৮৬।) সূত্রানুসারে উক্ত অকারের স্থানিবদ্ভাব হওয়ায় পূর্ব্বের উপান্ত্য লঘুস্বরের গুণ হয় নাই। প্রত্যয়স্বরনিবন্ধন ইহার অকারটি উদাত্ত হইয়াছে। "অকেতবে" এই পদে "বহুব্রীহৌ

৬.২।১৭২। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। পেশঃ। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্য। ফি° ২।৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। মর্য্যাঃ। ছন্দসি নিষ্টর্ক্যেত্যাদৌ পা° ৩।১।১২৩। ম্রিয়তের্নিপাতঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অসামর্থ্যাৎ পূর্ব্বস্য ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। অপেশসে। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সং। নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। উষদ্ভিঃ। উষপ্লুষদাহে। জ্বলদ্ভিঃ রশ্মিভিঃ। লটঃ শত্রাদেশে শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। সর্ব্বেধাতুকমপিৎ। পা° ১।২।৪। ইতি তস্য ঙিত্বাল্লঘূপধগুণো ন ভবতি। শস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। উপরি শতুরদুপদেশান্নসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। অজায়থাঃ। অজায়তেত্যর্থে পুরুষব্যত্যয়ে। নিঘাতঃ॥ (১ম—৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

— * —

এই ঋকের আমরা দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম প্রকারের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত; কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের অর্থই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। *

নঞ্‌সুভ্যাং” (পা° ৬.২।১৭২) সূত্রানুসারে উত্তর পদের (পরপদের) অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। “পেশঃ” এই পদটিতে “নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য” (ফিঃ ২।৩) এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘মর্য্যাঃ” এই পদটি “ছন্দসি নিষ্টর্ক্য” (পা° ৩।১।১২৩।) ইত্যাদি সূত্রানুসারে মৃঙ্‌ ধাতুর উত্তর ‘যৎ’ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। অসামর্থ্যপ্রযুক্ত (অন্বয়ের অভাব প্রযুক্ত) পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না। “অপেশসে” এই পদে “নঞ্‌সুভ্যাং” এই সূত্রানুসরে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “সং” এই পদটী নিপাত অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “উষদ্ভিঃ’ এই পদটি দাহবাচক উষ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ আদেশ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শপের প্রাপ্তিস্থলে ব্যত্যয়ে অর্থাৎ বিকল্পে শ আগম করিয়া “সার্ব্বধাতুকমপিৎ” (পা° ১।২।৪) সূত্রানুসারে তাহার ঙিত্ব প্রযুক্ত উপান্ত লঘু স্বরের গুণ হয় নাই। প্রত্যয়স্বর নিবন্ধন শ-আগমটা উদাত্ত। শতৃ প্রত্যয়ের অৎ উপদেশ হেতু (অর্থাৎ “শতৃ”র অৎ থাকে বলিয়া) ধাতুমাত্র সাধারণ অনুদাত্তস্বর হইয়াছে; এবং “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” এই সূত্রানুসারে অবশিষ্ট স্বর উদাত্ত হইয়াছে। “অজায়থাঃ” এই পদটী “অজায়ত” এই অর্থে প্রথম পুরুষের ব্যত্যয়ে মধ্যম পুরুষের নিয়োগ হইয়াছে; এবং ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—৩ঋ)॥

---

* প্রথম সংস্করণে প্রথম প্রকার অর্থই প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সংস্করণে দ্বিতীয় প্রকার অর্থও প্রকাশিত হইল। কামদুঘা বেদ, কত অর্থ কত ভাবেই দ্যোতনা করে।

এই ঋক্ যেন মনুষ্যগণকে (গর্য্যাঃ) সম্বোধন প্ররিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তদনুসারে ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'হে মনুষ্যগণ। এই আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্রদেব, রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া, নিদ্রায় সংজ্ঞা দান করিয়া, অন্ধকারাবৃত অদৃশ্য সুতরাং রূপরহিত পদার্থে রূপ দান করিয়া, প্রতি উষাকালে রশ্মিমান্ হইয়া উদিত হন।' এ অর্থে, রাত্রির অন্ধকার দূর করায়, তাঁহার জগৎপ্রকাশ ভাব ব্যক্ত হইতেছে; আর স্তবকর্ত্তা যেন তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—ইন্দ্রদেবকে একজন যোদ্ধৃপুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সেস্থলে 'উষদ্ভিঃ' পদে 'আগ্নেয়াস্ত্রধারিভিঃ', 'কেতুং' পদে 'পতাকা' এবং 'পেশঃ' পদে 'সৌন্দর্য্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া বলা হইতেছে,—তিনি আগ্নেয়াস্ত্রাদির দ্বারা বিজয়-পতাকা উড্ডীন পূর্ব্বক 'অকেতবে' অর্থাৎ অপ্রধানকে প্রধান এবং 'অপেশসে' অর্থাৎ কুৎসিৎকে সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন; এবং তাহাতে তাঁহার অপ্রতিহত-প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। এ ক্ষেত্রে 'মর্য্যাঃ' পদ, সম্বোধন না বলিয়া উহাকে 'মর্য্যম্' (মানুষকে) অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদ রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এ ঋকের অর্থ অতি উচ্চ। এখানে শ্রুতির (কঠোপনিষদের) সেই অমূল্য বাণী স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। মনে পড়ে,—

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

এই বিশ্ব, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ, সকলকে জ্যোতিষ্মান্ রাখিয়াছে।

অজ্ঞান-অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য লোপ পাইয়াছে। সাধক তাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন। অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে একবার জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হউক। আঁধারে তুমি রূপ লুকাইয়া অরূপ হইয়া আছ; তোমারই আলোকে তোমার স্বরূপ একবার আমায় দেখাইয়া দেও। উষার সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জীবনের বিকাশে জগৎ

যেমন প্রকাশ পায়, আমারও হৃদয়ে সেইরূপ ঊষার আলোক-রূপে উদয় হইয়া তুমি সকল অন্ধকার দূর কর। জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক, আমার ন্যায় অরূপকে কুৎসিৎকে পাপীকে পরিত্রাণ (সুরূপ সুন্দর) কর।' ইহাই এ ঋকের ফলিতার্থ। (১ম—৬সূ—৩ঋ)।

*

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সুক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আৎ। অহ। স্বধাং। অনু। পুনঃ। গর্ভঽত্বং। আঽঈরিরে।
দধানাঃ। নাম যজ্ঞিয়ং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদহ' (অনন্তরং, অজ্ঞানান্ধকারনাশাৎ পরং, দিব্যজ্ঞানলাভানন্তরং) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞার্হং, প্রকৃতযাজ্ঞিকং) 'নাম' (সংজ্ঞাং) 'দধানাঃ' (ধারয়ন্তঃ, প্রকৃত-যাজ্ঞিকজনা ইতি ভাবঃ) 'স্বধাং' (মন্ত্রং, মন্ত্ররূপব্রহ্ম) 'অনু' (অনুলক্ষ্য, ধ্যায়ন্) 'পুনর্গর্ভত্বং (নবজীবনত্বং, মুক্তপুরুষ-স্বরূপং) 'এরিরে' (সম্যক্ প্রাপ্তাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—'যো ভগবান্ স যাজ্ঞিকঃ; স হি ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যাত্বা পরাং গতিং প্রাপ্নোতি।' (১ম—৬সূ—৪ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানান্ধকার-নাশের পর প্রকৃত যাজ্ঞিকনামধেয় জন, মন্ত্র রূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান-পূর্ব্বক, মুক্তপুরুষলক্ষণ নবজীবন লাভ করেন। (ভাব এই যে,—যিনি জ্ঞানবান্ তিনিই যাজ্ঞিক; তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া পরাগতি লাভ করেন।)। (১ম—৬সূ—৪ঋ)।

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রাস্তি বিশেষবিনিয়োগঃ। চতুর্ব্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্র আদহ স্বধামন্বিতি দ্বে ঋচৌ। ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস ইত্যেকা। অয়ং তৃচঃ ষড়হস্তোত্রিয়সংজ্ঞকঃ। তথা চ সূত্রিতং চতুর্ব্বিংশে হোতাজনিষ্টেতিখণ্ডে। ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস আদহ স্বধামন্বিত্যেকা দ্বে চ। আ০ ৭।২। ইতি। যদ্যপ্যেতদৈন্দ্রং সূক্তং তথাপ্যাদহেত্যাদিষু ষট্সু মরুতো বর্ণ্যন্তে। প্রায়শৈন্দ্রে মরুত ইত্যনুক্রমণিকায়ামুক্তত্বাৎ। আ০ পরি০ ১।২। আদিত্যয়মানন্তর্য্যার্থে নিপাতঃ। অহেত্যবধারণার্থঃ। আদহ বর্ষর্তোরনন্তরমেব। স্বধামনু। ইতঃপরং জনিষ্যমাণমন্নমুদকং বানুলক্ষ্য মরুতো দেবা গর্ভত্বমেরিরে। মেঘমধ্যে জলস্য গর্ভাকারং প্রেরিতবন্তঃ। জলস্য কর্ত্তারং পর্জন্যং প্রেরিতবন্তঃ। প্রতিসম্বৎসরমেবং কুর্ব্বন্তীতি দর্শয়িতুং পুনঃশব্দঃ প্রযুক্তঃ। কীদৃশা মরুতঃ। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং নাম দধানাঃ। ধারয়ন্তঃ। সপ্তসু গণেষু মরুতামীদৃঙ্‌ চান্যাদৃঙ্‌ চেত্যাদীনি যজ্ঞযোগ্যানি নামান্যত্রাম্নাতানি।

অন্ধ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু অন্ননামসূর্ক্ রসঃ স্বধেতি পঠিতং। অর্ণঃ ইত্যাদিষ্বেকশতসংখ্যাকেষূদকনামসু তেজঃস্বধাক্ষরমিতি পঠিতং। আৎ অহ। নিপাতাবাদ্যুদাত্তৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে এই প্রকার বিশেষ বিনিয়োগ আছে—চব্বিশদিনে প্রাতঃসবনে, ব্রাহ্মণচ্ছংসির (তন্নামক ঋত্বিকের) শস্ত্রমন্ত্ররূপে "আদহ স্বধামনু" প্রভৃতি দুইটী ঋক্ এবং ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে" এই একটী ঋক্ পঠিত হইয়া থাকে। এক ঋকত্রয়াত্মক তৃচটী ষড়হস্তোত্রিয়নামক। অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, চতুর্ব্বিংশ "হোতাজনিষ্টা" ইত্যাদি ঋকে "ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস আদহস্বধামনু" এই ঋক্ এবং অপর দুইটি ঋক্ সূত্রিত হইয়াছে। (আ০ ৭।২) যদিও উহা ঐন্দ্র-সূক্ত নামে অভিহিত, তথাপি "আদহ" ইত্যাদি ছয়টি ঋকে বায়ুগণ বর্ণিত হইতেছেন। যেহেতু অনুক্রমণিকাতে 'ঐন্দ্র-সূক্তে মরুদ্গণ প্রায়শঃই অভিহিত হয়েন', এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (আ০ পরি০ ১।২) "আৎ" এই পদটি আনন্তর্য্য অর্থে এবং "অহ" এই পদটী অবধারণ অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "আদহ" অর্থাৎ বর্ষা ঋতুর পরই। অর্থাৎ ইহার পর জন্মিবে যে অন্ন অথবা উদক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বায়ুদেবগণ মেঘের মধ্যে জলের গর্ভাকার প্রেরণ করিয়া থাকেন। জলের কর্ত্তা যে পর্জ্জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রদেব কিম্বা মেঘ, তাহাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। "প্রতি বৎসর এইরূপ করিয়া থাকেন," ইহা দেখাইবার নিমিত্ত পুনঃ শব্দটী মন্ত্র মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। মরুদ্গণ কিরূপ? "যজ্ঞিয়ং" অর্থাৎ যাঁহারা যজ্ঞার্হ নামকে ধারণ করিয়াছেন।

সপ্তসংখ্যক গণদেবতার মধ্যে মরুৎ-সমূহের "ঈদৃঙ্‌ চ" "অন্যাদৃঙ্‌ চ" ইত্যাদি যজ্ঞযোগ্য নাম-সমূহ অন্য স্থলে পঠিত হইয়াছে। "অন্ধঃ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক অন্ন নামের মধ্যে "উর্ক্ রসঃ স্বধা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "অর্ণঃ" ইত্যাদি একশত-সংখ্যক উদক নামের মধ্যে "তেজঃ স্বধাক্ষরং"

স্বধা। স্বং লোকং দধাতি পুষ্ণাতীতি স্বধা। অতোঽনুপসর্গেঃ কঃ। পা০ ৩।২।৩। কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অনুপুনঃশব্দৌ নিপাতাবাদ্যুদাত্তৌ। গর্ভস্য ভাবো গর্ভত্বং। প্রত্যয়স্বর এরিরে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদীরগতাবিত্যস্মাৎ অনুদাত্তেতঃ পরস্য লিটোঝস্য। পা০ ৩।৪।৮১। ইতি ইরেচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। সহসুপা। পা০ ২।১।৪। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ। পা০ ৩।১,৩৬। ইত্যাম্ ন ভবতি মন্ত্রত্বাৎ। অহশব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ। তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ পূজায়াং। পা০ ৮।১।৩৯। ইতি নিষেধাৎ। দধানাঃ। শানচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽভ্যস্তানামাদিঃ। পা০ ৬।১।১৮৯। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যজ্ঞমর্হতীতি যজ্ঞিয়ং। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা০ ৫।১।৭১। ইতি ঘপ্রত্যয়ঃ। আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাং। পা০ ৭।১।২। ইতীয়াদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ॥ (১ম—৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "আৎ" এবং "অহ" এই পদদ্বয় নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া, ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্বধা" এই পদটি "স্বকীয় লোককে ধারণ ও পোষণ করে" এই অর্থে "আতোঽনুপসর্গে কঃ" (পা০ ৩।২।৩) এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার কৃৎ প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে (পরপদে) প্রকৃতিস্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "অনু" ও "পুনঃ" এই শব্দদ্বয় নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গর্ভের ভাব "গর্ভত্ব"। এই গর্ভত্ব শব্দে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ও গত্যর্থ ঈর ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির আত্মনে পদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে "এরিরে" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অনুদাত্ত ইতের পর লিটের ঋ-এর স্থানে পাণিনির (পা০ ৩।৩।৮১) সূত্রের দ্বারা ইরেচ্ আদেশ হইয়াছে। আদিষ্ট 'ইরেচ্' এর চিত্ব হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সহ সুপা" (পা০ ২।১।৪) এই সূত্রের দ্বারা এস্থলে 'সুপা'র যোগবিভাগ বশতঃ আঙের সহিত তিঙের সমাস হইলেও "সমাসস্য" (পা০ ৬।১।২২৩) এই সূত্রানুসারে অন্তঃস্বর উদাত্তই হইয়াছে। মন্ত্রত্ব-প্রযুক্ত ইজাদেশ্চ "গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ" (পা০ ৩।১।৩৬) এই সূত্রের দ্বারা লিট পরে আম হইল না। অহ শব্দের যোগবশতঃ ইহাতে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরের অভাব হইয়াছে। কারণ "তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ পূজায়াং" (পা০ ৮।১।৩৯) এই সূত্র দ্বারা ঐ নিঘাতস্বরের নিষেধ বিহিত আছে। "দধানাঃ" এই পদটিতে শানচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু অন্তোদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি হইলেও "অভ্যস্তানামাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৮৯) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যজ্ঞযোগ্য হয়েন" এই অর্থে "যজ্ঞিয়ং" এই পদটি, যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ" (পা০ ৫।১।৭১) এই সূত্রের দ্বারা ঘ প্রত্যয় হইয়া "আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাং" (পা০ ৭।১।২) এই সূত্রের দ্বারা ইয়াদেশ করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার ইকার উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকারগণের গবেষণার প্রভাবে এই ঋকের অর্থ এতই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার পক্ষে দারুণ অন্তরায় ঘটিতেছে। মহামতি সায়ণাচার্য্যের অর্থের অনুসরণ করিলে একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয়; আবার পাশ্চাত্য মতানুযায়ী অন্যান্য পণ্ডিতের মতে সে অর্থ অন্য আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে সকল অর্থের একটু আভাষ প্রদান না করিলে, আমাদের অর্থের উপযোগিতা উপলব্ধ হইবে না। সুতরাং সংক্ষেপে প্রথমে সেই সকল ব্যাখ্যার একটু পরিচয় দিতেছি।

সায়ণের মতে—'আদহ' পদে, বর্ষা ঋতুর পর যে জল বা অন্ন উৎপন্ন হইবে, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'স্বধা'—অর্থ সেই অন্ন বা জল। প্রতি বর্ষার পরে মরুৎ দেবগণ কর্ত্তৃক অন্ন বা জল পুনঃপুনঃ মেঘ মধ্যে গর্ভাকারে প্রেরিত হয়,—এ মতে ঋকে সেই ভাব ব্যক্ত আছে। সায়ণ-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ উপরেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মর্ম্ম অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। তারপর প্রচলিত দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বুঝিয়া দেখুন, তাহাতেই বা কি ভাব প্রকাশমান।

এক অনুবাদ।—"তাহার পর (মরুৎগণ) যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মেঘের মধ্যে গর্ভাকার রচনা করিলেন।"

আর এক অনুবাদ,—"অব্যবহিত পরেই ঈদৃঙ্‌ অন্যাদৃঙ্‌ প্রভৃতি যজ্ঞীয়নামধারী মরুৎসংজ্ঞক-দেবগণ, হবিরন্ন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন উৎপন্ন হয়েন।"

অন্যান্য কেহ আবার কহিয়াছেন—"আদহ স্বধামনু" এই মন্ত্রে যজ্ঞ সমাপন করিয়া যাজ্ঞিকেরা অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি যজ্ঞীয় নাম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পুনর্জাত বলিয়া ঘোষণা করেন। মন্ত্রে সেই ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে।

আমরা কোনও অর্থেই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। যিনি বারিবিন্দুর আশায় চাতকের ন্যায় মেঘপানে চাহিয়া আছেন, তিনি তো নিশ্চয়ই দেখিবেন—মেঘ-বাহনের কি অপার করুণার প্রভাবে তাঁহার

ভবিষ্যতের ভরসা মেঘ-গর্ভে অন্ন-জলের সঞ্চার হইতেছে। দেখিয়া, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইবেন,—ভগবচ্চরণে প্রণতি জানাইবেন। ঋকে এ লক্ষ্য যে নাই, কে বলিতে পারে? আবার যিনি আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার ভাব যে অন্যরূপ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা-জন, যজ্ঞাবশেষে আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য আছে কি? অধিকারী অনুসারে প্রতি ঋকেই যে বিভিন্ন রূপ অর্থের আগম হইবে, তাহা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি! সুতরাং কোনরূপ অর্থেরই অসঙ্গতি প্রদর্শন আমাদের লক্ষ্য নহে। আমরা কেবল, ঐ ঋকেও পরব্রহ্ম-লক্ষীভূত আত্মোৎকর্ষ-বিষয়ক কি ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই বিবৃত করিবার-প্রয়াস পাইতেছি।

ঋকের প্রথম শব্দ—'আদহ'। ঐ শব্দের অর্থ 'অনন্তর'। ঐ অর্থে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে—কিসের বা কাহার অনন্তর? আমরা বলি—পূর্ব্ব ঋকের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে। থাকাই সঙ্গত। হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে, হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটিলে, যে অবস্থা হয়, 'তাহার পর'—এই ভাব আসিতে পারে। 'দধানা নাম যজ্ঞিয়ং,—এই পাদে কোন্ অবস্থার সাধককে বুঝাইতেছে, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। প্রকৃত যাজ্ঞিক (যাজ্ঞিয়ং) নাম পাইবার অধিকারী কোন্ জন? যিনি সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন, যিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, 'যাজ্ঞিক' নাম তাঁহারই যোগ্য; তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক (যজ্ঞিয়ং) নামের অধিকারী। 'স্বধাং' শব্দের প্রকৃত অর্থ—যিনি স্বকীয় লোককে ধারণ বা পোষণ করেন, (স্বং লোকং দধাতি পুষ্ণাতীতি বা স্বধা); অর্থাৎ,—যিনি সেই জগৎপতি জগদীশ্বর, যিনি আপন সৃষ্টি আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন। এ স্থলে উক্ত 'স্বধা' শব্দে এক মাত্র পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ব্যতীত আর কি বলিব? সেই স্বধাকে (পরব্রহ্মকে) অনুক্ষণ ধ্যান করিতে যিনি সমর্থ, তাঁহাতেই যিনি নিমজ্জমান আছেন, তিনি যে নবজীবন লাভ করিবেন, তিনি যে মুক্তপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ঋকে সেই অবস্থার বিষয়ই বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—৬সূ—৪ঋ)।

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ।

বীলু। চিৎ। আরুজত্নুঽভিঃ। গুহা। চিৎ। ইন্দ্র। বহ্নিঽভিঃ।
অবিন্দঃ। উস্রিয়াঃ। অনু ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘ইন্দ্র’ (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) ‘বীলু চিৎ’ (পাঠান্তরে ‘বীড়ু চিৎ’—দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানং) ‘গুহা চিৎ’ (গুহায়ামপি) ‘বীলু চিৎ গুহা চিৎ’ (রিপুদস্যুপরিরক্ষিতং নিভৃতহৃদয়কন্দরং ইতি ভাবঃ) ‘বহ্নিভিঃ’ বজ্রাগ্নিভিঃ, তব জ্যোতির্ভিঃ, জ্ঞানাগ্নিভিঃ) ‘আরুজত্নুভিঃ (সম্যক্ ভঞ্জদ্ভিঃ ভেদকৃদ্ভিরিতি ভাবঃ) ‘উস্রিয়াঃ’ (গাঃ, সত্যধর্ম্মরূপাঃ, দিব্যজ্যোতির্নিবহাঃ) ‘অনু’ (পশ্চাৎ) ‘অবিন্দঃ’ (লব্ধবান্ বিকীর্ণবান্, যদ্বা মাং প্রাপয়) ত্বমিতিশেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মহিমাজ্ঞাপকো জ্ঞানলাভপ্রার্থনামূলকশ্চ। প্রথমার্থঃ—ভগবান্ অজ্ঞাননাশকারী। দ্বিতীয়ার্থঃ—‘হে ভগবন্। মম অজ্ঞানতাং বিদূরয়। (১ম—৬সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! গিরিগুহাবৎ দৃঢ়, রিপুদস্যু-পরিবৃত হৃদয়-কন্দর জ্ঞান-রূপ বজ্রাগ্নি দ্বারা উদ্ভিন্ন করিয়া, আপনি তাহার মধ্যে সত্যধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন (অথবা—করুন)। (মন্ত্র, এক পক্ষে, ভগবন্মহিমাপ্রকাশক; অন্য পক্ষে, জ্ঞানালাভের প্রার্থনামূলক। প্রথমার্থ—ভগবান্ অজ্ঞান নাশকারী; অন্য অর্থ—'হে ভগবন্! আপনি আমার অজ্ঞানতা দূর করুন)। (১ম—৬সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভির্দেবলোকাদ্গাবোঽপহৃতা অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চেন্দ্রো মরুদ্ভিঃ সহাজয়দিতি। এতচ্চানুক্রমণিকায়াং সূচিতং। আ০ ৮.৬।১। পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভিঃ পণয়ো মিত্রয়ন্তঃ প্রোচুরিতি। মন্ত্রান্তরে চ দৃষ্টান্ততয়া সূচিতং। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাব ইতি। তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্যোচ্যতে। হে ইন্দ্র বীলুচিৎ দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানমারুজত্নুভির্ভঞ্জদ্ভির্বহ্নিভির্ব্বোঢ়ৃভিরন্যত্র নেতুং সমর্থৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহাচিৎ। গুহায়ামপি স্থাপিতা উস্রিয়া গা অন্ববিন্দঃ। অন্বিষ্য লব্ধবানসি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপাখ্যান আছে;—দেবলোক হইতে পণিনামক অসুরগণ গো-সকলকে অপহরণ করিয়া অন্ধকারে প্রক্ষেপ করিয়াছিল। ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত সেই গো-সকলকে জয় করিয়াছিলেন। ইহা অনুক্রমণিকাতে সূচিত হইয়াছে। (আ০ ৮। ৬।১) "পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচু"রিতি। অর্থাৎ ইন্দ্রদেব, পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ গো-সকলকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণিগণ, দেবতাদিগের সহিত মৈত্রী ইচ্ছা করিয়া সেই দেবশুনী সরমাকে বলিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তরূপে (এই ঋগ্বেদের) অন্য মন্ত্রেতেও সূচিত হইয়াছে যে, "নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ" ইতি অর্থাৎ দেবগণের গাভীসমূহ যেন পণি কর্ত্তৃক নিরুদ্ধা হইয়াছিল, সেইরূপ জলসমূহও নিরুদ্ধ হইয়াছে। সেই উপাখ্যানকে অভিপ্রায় করিয়া কথিত হইতেছে—হে ইন্দ্রদেব! আপনি অতিশয় দৃঢ় এবং দুর্গম স্থানের ভেদক 'বহ্নি' অর্থাৎ পদার্থমাত্রকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিতে সমর্থ বায়ুগণের সহিত গুহানিহিত (অন্যের অলক্ষ্য) গাভীগণকেও অন্বেষণ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন।

ওজঃ পাজ ইত্যাদিধষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামস্থু দক্ষো বীলুচৌত্নমিতি পঠিতং। নবসংখ্যাকেষু গোনামস্বঘ্ন্যোস্রোস্রিয়া ইতি পঠিতং। বীলু। প্রাতিপদিকস্বরঃ। চিৎ। চাদিরনুদাত্তঃ। আরুজত্নু্ভিঃ। রুজভঙ্গ ইত্যোণাদিকঃ কত্নু্চ্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। সমাসে। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গুহা। সপ্তম্যাডাদেশঃ। গ্রামাদীনাং চ। ফি॰ ২।১৫। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বহ্নিভিঃ। বহিশিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উ॰ ৪।৫২। ইতি বহেনিপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অবিন্দঃ। শেমুচাদীনাং। পা॰ ৭।১।৫০। ইতি নুমাগমঃ। লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ পা॰ ৬।৪।৭১। বসন্তীত্যুস্রিয়াঃ। বসেঃ কর্ত্তরি রিয়ক্‌প্রত্যয়ঃ। যত্বাভাবশ্চ বাহুলকাদূহনীয়ঃ উক্তং হি। যন্ন পদার্থবিশেষসমূত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যমিতি। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ (১ম—৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে একাদশোবর্গঃ॥ ১১॥

* * *

"ওজঃ পাজঃ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক বল-নামের মধ্যে "দক্ষোবীলু চৌত্নং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। নবসংখ্যক গো-নামের মধ্যে "অঘ্ন্যোস্রোস্রিয়া" (অঘ্ন্যা+উস্র+উস্রিয়া) এই প্রকার পঠিত হইয়াছে। "বীলু" এই পদটীতে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। "চিৎ" এই পদটীতে "চাদিরনুদাত্তঃ এই নিয়মে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "আরুজত্নু্ভিঃ" এই পদটী আঙ্ পূর্ব্বক ভঙ্গার্থ রুজ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক কত্নু্চ্ (ত্নু্) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং ঐ কত্নু্চ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু উকারের গুণাভাব এবং চিত্ত্ব প্রযুক্ত অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ প্রত্যয়ান্ত পরপদের প্রকৃতিস্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "গুহা" এই পদটী, সপ্তমী বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং "গ্রামাদীনাঞ্চ" (ফি॰ ২।১৫) এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহ্নিভিঃ" এই পদটী, "বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ" (উ॰ ৪।৫২) এই সূত্র দ্বারা বহি (বহ্) ধাতুর উত্তর নি প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এবং উক্ত নি প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু (ন ইৎ যায় বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অবিন্দঃ" এই পদটীতে, "শে মুচাদীনাং" (পা॰ ৭।১।৫০) এই সূত্র দ্বারা নুমাগম (ন আগম) হইয়াছে এবং "লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ" (পা॰ ৬।৪।৭১) এই সূত্র দ্বারা পদের আদিস্থিত অট্ (অ) উদাত্ত হইয়াছে। "বাস করে" এই অর্থে "উস্রিয়াঃ" এই পদটীতে, বসি বস্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে রিয়ক্ (রিয়) প্রত্যয় হইয়াছে। বহুবচন-প্রযুক্ত এস্থলে ষত্বের অভাব হইয়াছে, ইহা উহ্য করিতে হইবে। কথিত আছে—পদের অর্থ-বিশেষে যাহার প্রাপ্তি হয় না, প্রত্যয় কিম্বা প্রকৃতি হইতে তাহা উহ্য করা উচিত। 'উস্রিয়া' এই পদেরই-কারটি, প্রত্যয়স্বর বশতঃ উদাত্তস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১১॥

* * *

পঞ্চম (৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে আধ্যাত্মিক প্রকৃত ভাব পরিগ্রহণ বড়ই সঙ্কট-সমস্যা-পূর্ণ। সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়,—'যেন কতগুলি গাভীকে অসুরগণ অতি দুর্গম গিরি গুহা মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্রদেব বহ্নিদ্বারা বজ্রদ্বারা বা মরুৎগণের সহায়তায় সে গুহা ভেদ করিয়া গাভীগুলিকে উদ্ধার করেন।' মরুৎ-গণ-রূপ সাঙ্গোপাঙ্গের সাহায্যে গো-চোরের হস্ত হইতে গাভীর উদ্ধার রূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন, আর তজ্জন্য তাঁহার স্তব স্তুতি,—ইহাই হইল ঋকের ব্যাখ্যা-বিবৃতি। প্রমাণ-ক্ষেত্রে পুরাণের উপাখ্যান আনিয়া কতই রঙ্গ-রঞ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অপিচ, কোন্ অসুর কখন গরু চুরি করিয়াছিল; এবং কি উপায়ে, মরুতাদি সাঙ্গোপাঙ্গ সহ কীদৃশ আয়াস স্বীকারে, ইন্দ্রদেব সেই গরুগুলির সন্ধান পান ও উদ্ধার সাধন করেন; তৎ সম্বন্ধে কতই গবেষণা চলিয়াছে। *

---

* এই ঋকের গো-হরণ রূপ ব্যাখ্যা উপলক্ষে অধুনাতন পণ্ডিতগণ এইরূপ টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন,—

"পণি নামক অসুরগণ দেবলোক হইতে বৃহস্পতির বহুসংখ্যক গাভী হরণ করিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারাবৃত দুর্গম গুহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান উদ্দেশ্য করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ ঋকে লিখিত আছে যে বল নাম অসুর-দলপতির আজ্ঞাবহ পণিনামক অসুরগণ দেবগুরু বৃহস্পতির গাভীসকল অপহরণ-পূর্ব্বক কোন গুপ্ত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলে পর ইন্দ্র, সরমানাম্নী কুক্কুরীকে সেই গো-সকলের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন। সরমা, একটি নদী পার হইয়া বল দলপতির রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক গো সকলের অন্বেষণ করিয়া, পণিদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এই সরমা অতি উৎকৃষ্ট চরের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক-গ্রন্থকার সফোক্লিশ আজাক্স নামক বীর কর্তৃক হত পশুদলের ইথাকা-দ্বীপাধিপতি যে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই অনুসরণকে "স্পার্টা দেশীয় কুক্কুরীর" সহিত তুলনা করিয়াছেন। আসিরিয় দল

অথচ, ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বাপর ঋক্‌গুলির অর্থ-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, ঋকের সহিত যে ঐ উপাখ্যানের অণুমাত্র সম্বন্ধ আছে, তাহা আদৌ উপলব্ধ হয় না। ঋকের সাদাসিধা অর্থ এই যে,—ইন্দ্রদেবের (শ্রীভগবানের) শরণাপন্ন হইলে পাপকলুষিত হৃদয়েও পুণ্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে পারে। পাপীর হৃদয়—রিপুদস্যু-পরিবৃত, সুতরাং দুর্গম-গিরিগুহাসদৃশ। নিবিড়-অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত দুর্গম গুহাভ্যন্তরে সূর্য্যের কিরণ পৌঁছিতে পারে না। অগ্নি দ্বারা

পতির রাজধানী ব্যাবিলন নগর ইউ ক্রটিস নদীর তীরস্থিত। ব্যাবিলনের নৃপতিদিগকে "বেলস" বলিত। তাহাদিগের আদি পুরুষের "পিনিউস" নামে এক সন্তান ছিল। ইহার বংশজাতদিগের "পিনিডেস্" বলা হইত। আসিরিয় শঙ্কুসন্নিভ খোদিত লিপিসকলে ভূয়োভূয়ঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসীরিয়েরা পশু প্রভৃতি হরণ করিত। ঋগ্বেদের পণি ও বল বোধ হয় আসীরিয় লোকবিশেষ।"—রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদের টীপ্পনী।

"পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেব কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়াছিল। সায়ণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Muller বিবেচনা করেন, এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটি উপমা মাত্র। তিনি বলেন—"সরমা উষার একটী নাম। দেবগণের গাভীগণ, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সমুদায় অথবা সেই রশ্মিরঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন; তিনি বিদ্যুৎগতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তিনি (সরমা) সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেব গাভী উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। Max Muller আরও বিবেচনা করেন, ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প লইয়া চিরস্মরণীয় কবি হোমার গ্রীক-ভাষায় মহাকাব্য লিখিয়াছেন, সে গল্প এই পণিঃ ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র। সরমা—Helena, বিলু (পণিসের দুর্গ) Ilium, পণিস্—Paris, বৃসয়—Brises, ইত্যাদি। "The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East, by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the West"—Science of Language (1882) Vol. II, pp. 513 to 515."—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদের টীপ্পনী।

(অগ্নিভিঃ) অরণ্য ভস্মসাৎ করিতে পারিলে, বজ্রের দ্বারা গুহা উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলে, তবে সেখানে সে কিরণ বিচ্ছুরিত হইতে পারে। সে কার্য্য সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি মানুষের অতীত, পরাৎপর পরম পুরুষ, একমাত্র তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানে সেই ভাবমাত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

রিপুপরতন্ত্র অজ্ঞানীর হৃদয়ে সত্যের আলোক কে প্রবেশ করাইবে? পাপের প্রস্তরবৎ দৃঢ় দুর্ভেদ্য-প্রাচীর—দুর্দ্দমনীয় দুর্ম্মদ রিপুগণ ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাকে ঘেরিয়া আছে। কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে? একমাত্র ভগবানের করুণা ভিন্ন সে অবরোধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ঋকে তাই বলা হইতেছে,—হে সকল বলের শ্রেষ্ঠ বলী, হে সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, এস—তুমি একবার এস, দেখ—তুমি একবার চাহিয়া দেখ! আমার হৃদয় বিষম অজ্ঞান অন্ধকারে ঘেরিয়া আছে! কাম-ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপুদস্যুগণের তাড়নে আমি কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া আছি। এস—ভেঙ্গে দেও তাদের জারিজুরি! এস—দিব্য-জ্যোতিঃ-বিস্তারে দূর কর হৃদয়ের এই সূচীভেদ্য অন্ধকার!’

এক পক্ষে ঐরূপ প্রার্থনার ভাব, অন্য পক্ষে ভগবানের অপার মহিমার বিষয় এই ঋকে পরিবর্ণিত। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৬সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ।
মহামনূষত শ্রুতং ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

দেবঽয়ন্তঃ। যথা। মতিং। অচ্ছা। বিদৎঽবসুং। গিরঃ॥

মহাং। অনূষত। শ্রুতং॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবয়ন্তঃ' (দেবান্ ইচ্ছন্তঃ) 'অচ্ছা' (ধুতপাপাঃ, নির্ম্মলান্তঃকরণাঃ জনাঃ) 'যথামতিং' (যথাজ্ঞানং, জ্ঞানপূর্ব্বকং) যাঃ 'গিরঃ' (স্তোত্রাণি) উচ্চারয়ন্তি ইতি শেষঃ; তৈঃ স্তোত্রৈঃ 'শ্রুতং' (বিখ্যাতং) 'মহাং' (মহান্তং, শ্রেষ্ঠং) 'বিদদ্বসুং' (ধনবন্তং, মোক্ষপ্রদং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অনূষত' (স্তুতবন্তঃ)। নির্ম্মলান্তঃকরণানাং জনানাং যথাজ্ঞানোচ্চারিতং যং স্তোত্রং, তদপি বিখ্যাতং মহান্তং মোক্ষধনপ্রদং, ভগবন্তমুদ্দিশ্য প্রযুক্তং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের (দেবভাবের) প্রাপ্তিকাম নির্ম্মলান্তঃকরণ জনগণ জ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তদ্দ্বারা সেই বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ ভগবানকেই আরাধনা করা হয়। (ভাব এই যে, দেবগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানপূর্ব্বক উচ্চারিত নির্ম্মলান্তঃকরণ জনের যে স্তুতিমন্ত্র, তাহা সেই প্রখ্যাত মহান্ মোক্ষফলপ্রদ ভগবানকেই (পরমব্রহ্মকেই) প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ (১ম—৬সূ——৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবয়ন্তো মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবানিচ্ছন্তো গিরঃ স্তোতার ঋত্বিজো মহাং প্রৌঢ়ং মরুদ্গণমচ্ছ প্রাপ্তু্মনূষত। স্তুতবন্তঃ। কীদৃশং মরুদ্গণং। বিদদ্বসুং। বেদয়দ্ভিঃ স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুন্নামক দেবগণকে ইচ্ছা করিতেছেন যে, ঋত্বিক্‌রূপ স্তোতৃগণ, তাঁহারা প্রৌঢ় (শ্রেষ্ঠ) মরুদ্গণকে পাইবার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। সেই মরুদ্গণ কিরূপ? বিদদ্বসুং। অর্থাৎ স্বীয় মহিমাকে কীর্ত্তন করিতেছে যে ধনসমূহ, সেই ধনসমূহযুক্ত। শ্রুতং অর্থাৎ

র্ব্বস্তুভিঋনৈর্যুক্তং। শ্রুতং। বিখ্যাতং। মরুদ্গণস্য দৃষ্টান্তঃ। যথা মতিং। মন্তারমিন্দ্রং যথা স্তুবন্তি তথেত্যর্থঃ॥

দেবয়ন্তঃ। দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। পা০ ৩৷১৷৮। ক্যচি চ। পা০ ৭৷৪৷৩৩। ইতীত্বমকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ। পা০ ৭৷৪৷২৫। ইতি দীর্ঘত্বং চ ন ভবতি। নচ্ছন্দস্যপুত্রস্য। পা০ ৭৷৪৷৩৫। ইত্যনেন ক্যচি যৎপ্রাপ্তমীত্বং দীর্ঘত্বং বা তস্য সর্ব্বস্য প্রতিষেধাৎ। যদ্যপীত্বমেব প্রকৃতং তথাপি ব্যবহিতস্যাপি দীর্ঘত্বস্য স প্রতিষেধ ইতি বিজ্ঞায়তে। অশ্বায়ন্ত ইত্যাদাবিশ্বাঘস্যাৎ। পা০ ৭৷৪.৩৭। ইত্যত্ববিধানাদিতিহ্যুক্তং। ক্যজন্তাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। ক্যচশ্চিত্বাচ্চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। শপঃ পিত্বেন শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্ব একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। যথা। প্রকারবচনে থাল। পা০ ৫৷৩৷২৩। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তত্বং। মতিং। মন্ত্রে বৃষেষপচমনেত্যাদিনা। পা০ ৩৩.৯৬। ক্তিননুদাত্তঃ। মতিশব্দো জ্ঞানপরোঽপ্যুপচারাৎ জ্ঞাতরীন্দ্রে বর্ত্ততে। অথবা পদান্তরে বিশেষ্যানুপাদানাদিন্দ্রস্যৈষা সংজ্ঞা। ততশ্চ ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬৷৩৷১৭৪। ইতি মন্যতেঃ কর্ত্তরি ক্তিচ্। ভস্যোপদেশেঽনু-

বিখ্যাত। মরুদ্গণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে; যথা, (ঋত্বিক্গণ) যেমন মন্তা অর্থাৎ ইন্দ্রদেবকে স্তব করিয়াছিলেন, সেইরূপ মরুদ্গণকেও স্তব করিয়াছিলেন।

"দেবয়ন্তঃ" এই পদটী "দেবতাদিগকে ইচ্ছা করিতেছে" এই অর্থে "সুপ আত্মনঃক্যচ্" (পা০ ৩৷১৷৮) এই সূত্রানুসারে ক্যচ্ (য) হইয়া "ক্যচ্চি" (পা০ ৭৷৪৷৩৩) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত ঈত্ব এবং "অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ" (পা০ ৭৷৪৷২৫) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত দীর্ঘত্ব হইল না; কারণ ক্যচ্ প্রত্যয় পরেতে প্রাপ্ত যে ঈত্ব এবং দীর্ঘত্ব, "নচ্ছন্দস্য" পুত্রস্য" (পা০ ৭৷৪৷৩৫) এই সূত্রের দ্বারা সেই সকলের প্রতিষেধ (নিষেধ) আছে। যদিও ঈত্বই প্রকৃত পক্ষে প্রতিষিদ্ধ তথাপি ব্যবহিত দীর্ঘত্বেরও সেই প্রতিষেধ ইহাই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। "অশ্বায়ন্তে" ইত্যাদি স্থলে "অশ্বাঘস্যাৎ" (পা০ ৭৷৪৷৩৭) এই সূত্রানুসারে আত্ম-বিধান হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। অনন্তর "দেবায়" এই ক্যজন্ত ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হইয়াছে। ক্যচ্ প্রত্যয়ের চিত্বহেতু (চ ইৎ—থাকে না বলিয়া) "চিতঃ" এই সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শপ্-প্রত্যয়ের পিত্বহেতু এবং শতৃ-প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুকস্বরহেতু অনুদাত্তস্বর হইলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত" এই সূত্রের দ্বারা উদাত্ত স্বরই হইয়াছে। "যথা" এই পদটী "প্রকারবচনে থাল্" (পা০ ৫৷৩৷২৩) এই সূত্রানুসারে যদ্ শব্দের উত্তর থাল্ (থা) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেই থাল্ প্রত্যয়ের লিত্ব (ল ইৎ) বশতঃ "লিতি" এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মতিং" পদটি "মন্ত্রেবৃষেষপচমন" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মন্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় ও উদাত্তস্বর হইয়াছে। মতি শব্দের অর্থ, 'জ্ঞান' হইলেও উপচার বশতঃ জ্ঞানকর্ত্তা ইন্দ্রদেবেই বর্ত্তিত (প্রযুক্ত) হইতেছে। কিম্বা অন্য পদেতে বিশেষ্যপদের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া ইহা (মতি শব্দটী) ইন্দ্রদেবেরই সংজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর "ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩.৩৷১৭৩) এই সূত্রানুসারে মন্যতি (মন্) ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

দাত্তত্বাদিট্প্রতিষেধঃ। পা০ ৭।২।১০। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। অচ্ছ। অধ্যাহৃতগচ্ছত্যর্থযোগাদচ্ছগত্যর্থবদেষু। পা০ ১:৪ ৬৯। ইতি গতিসংজ্ঞয়া সহ নিপাতসংজ্ঞায়া অপি সমাবেশাৎ। পা০ ১'৪।৬০। নিপাতাদাহ্যুদাত্তঃ। ফিঃ ৪।১২। ইত্যাহ্যুদাত্তত্বং। বিদদ্বসুং। বিদ্জ্ঞান ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছতৃপ্রত্যয়ে বিদন্ত্যৌদার্য্যাতিশয়বত্তয়া জ্ঞাপয়ন্তি বসূনি ধনানি যঃ স বিদদ্বসুঃ। বিদেঃ শতৃপ্রত্যয়ে অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ। পাঃ ২।৪।৭২। ইতি শপো লুকি প্রত্যয়স্বরেণ শতূরুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। গৃণন্তি স্তুবন্তীতি গিরঃ। গৃণাতেঃ ক্বিপ্যৃত ইদ্ধাতোঃ। পা০ ৭।১।১০০। ইতীত্বং রপরত্বং ধাতুস্বরেণোদাত্তত্বং। মহাং। মহান্তং। নকারতকারয়োর্লোপশ্ছান্দসঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তত্বং। অনূষত। ণুস্তুতৌ ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লুঙি ঝস্যাদাদেশঃ। পা০ ৭:৩ ৫। সিচি কুটাদিত্বেন। পা০ ১।২।১। ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ। ইড়ভাব উকারদীর্ঘত্বং চ ছান্দসং। নিঘাতঃ শ্রুতং। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

উক্ত ক্তিচ্ প্রত্যয়ের উপদেশে পাণিনির (৭।২।১০) এই সূত্রানুসারে অনুদাত্তস্বর হওয়ায় ইট্ আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। চিত্বপ্রযুক্ত ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অচ্ছ" এই পদটী, অধ্যাহৃত গম ধাতুর অর্থের সহিত যোগ আছে বলিয়া, "অচ্ছগত্যর্থবদেষু" (পা০ ১,৪ ৬৯) এই সূত্র দ্বারা গতি সংজ্ঞার সহিত নিপাত সংজ্ঞারও সমাবেশ হওয়ায় (পা০ ১ ৪,৬০) "নিপাতাদাহ্যুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪।১২) এই সূত্রানুসারে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিদদ্বসুং" এই পদটী, জ্ঞানার্থ এবং অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ (যাহার অন্তরে ণিঙের অর্থ আছে) বিদ্ ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় হইলে, "বিদন্তি" অর্থাৎ "অতিশয় ঔদার্য্যের সহিত ধনসমূহ যাঁহাকে জ্ঞাপিত করিয়া থাকে" তিনি বিদদ্বসু—এই প্রকার অর্থে বিদ্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হইলে, অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" (পা০ ২।৪ ৭২) এই সূত্র দ্বারা শপ্ প্রত্যয়ের লোপ করিয়া, প্রত্যয়স্বরবশতঃ শতৃ-প্রত্যয়ের উদাত্তস্বর হইয়াছে। অনন্তর বহুব্রীহি সমাস নিবন্ধন পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রযুক্ত সেই প্রকৃতিস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "যাঁহারা স্তব করেন" এই অর্থে "গিরঃ" এই পদটী, গৃ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া "ঋত ইদ্ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।১০০) এই সূত্রানুসারে ঋকারের স্থানে ইত্ব (ইকার) এবং রপরত্ব (পরে র আগম) হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুস্বরবশতঃ ইহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। "মহাং" অর্থাৎ মহান্তং। এস্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত নকার ও তকারের লোপ হইয়াছে এবং প্রাতিপাদিক-স্বর প্রযুক্ত উদাত্তস্বর হইয়াছে। "অনূষত" এই পদটী, স্তুত্যর্থ নু ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদের ব্যত্যয়ে (বিনিময়ে) আত্মনেপদ হইয়াছে। এস্থলে পাণিনির (৭ ১ ৫) সূত্রানুসারে লুঙের ঝএর স্থানে অৎ আদেশ, স আগম হইয়া এবং পাণিনির (১'২,১) সূত্রানুসারে কূটাদিত্ব হইয়া ঙিত্ব হেতু গুণ হইল না। ছান্দস প্রযুক্ত ইট্ আগমের অভাব এবং উকারের দীর্ঘ হইয়াছে। এই পদটীতে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "শ্রুতং" এই পদটিতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। (১ম—৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

ষষ্ঠ (৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ লইয়া বহু প্রকার বিতণ্ডা চলিয়াছে দেখিতে পাই। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণে যাঁহারা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—ঋকের 'গির্' শব্দে স্তোতা বা ঋত্বিক্ বুঝাইতেছে। তদনুসারে, মরুৎ-দেবগণকে পাইবার জন্য ঋত্বিক্‌গণ স্তব করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়; এবং 'মহাং' 'বিদদ্বসুং' 'শ্রুতং' বিশেষণ-ত্রিতয় মরুৎ-দেবগণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। এইরূপ অর্থ নিষ্পাদনে তুইটী উহ্য পদের কল্পনা করা হইয়া থাকে। 'মতিং' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতা' বা 'জ্ঞানী' সিদ্ধ করিয়া, 'ইন্দ্রং' এবং 'স্তবন্তি' এই তুইটি উহ্য পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক বলা হয়,—'জ্ঞানিগণ যেমন ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করেন, ঋত্বিক্‌গণ সেইরূপ (পূর্ব্বোক্ত বহুগুণান্বিত) মরুৎ-দেবগণকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।' এ সম্বন্ধে তুই জন প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

> দেবভক্ত স্তোতা সকল স্বমহিমা-সূচক, ধনদাতা, মহান্, বিখ্যাত মরুদ্‌গণকে স্তব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রদেবের স্তব করেন।" *
>
> "স্তোতাগণ দেবতা কামনা করিয়া ধনযুক্ত, মহৎ ও বিখ্যাত (মরুৎগণকে) লক্ষ্য করিয়া সুমন্ত্রীর (ইন্দ্রের) স্তুতি করে।" †

প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই দেখি, ইন্দ্রের স্তুতির ন্যায় মরুদ্গণের স্তব করা হইয়াছিল, এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

এই ঋকে এবং ইহার পরবর্ত্তী তুইটী ঋকে যদিও 'মরুৎ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, তথাপি এই সূক্তের চতুর্থ হইতে নবম পর্য্যন্ত ঋক্-ষট্‌ক মরুদ্দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। বলা বাহুল্য, আমরা তাহা অমান্য করি না। অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য অমান্য করারও কোনও কারণ আবশ্যক করে না। কেন-না, বেদেরই উক্তি—ইন্দ্র মরুৎ যম বায়ু বস্তুপক্ষে সকলই সেই পরাৎপর পরব্রহ্মেরই

---

* রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ।

† রমেশচন্দ্রের অনুবাদ।

নাম মাত্র। তাঁহারা এক এক বিভূতি—এক এক নামে পরিচিত আছেন, ইহাই স্থূল কথা। সে ক্ষেত্রে, ঋক্‌টি ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মরুদ্গণের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেহেতু, মূলে সেই একেরই লক্ষ্য আছে বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, ইন্দ্রত্ব (মেঘাধিপতিত্ব) রূপ তাঁহার বিভূতির বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, তাঁহার সঙ্গে বায়ু-দেবতার (তদঙ্গীভূত মরুৎ-দেবতার) বিদ্যমানতা স্বতঃই মান্য করিতে হয়। বারি-বর্ষণ (ধরণীর শৈত্য-সম্পাদন) অথবা জ্যোতিঃ-বিকিরণ (উত্তাপ-বিতরণ) এতদুভয়ের মধ্যেই যেমন মেঘাধিপতি ইন্দ্রদেবের (সূর্য্যদেবের) কার্য্য আছে, তেমনই বায়ুদেবতার (মরুৎ দেবতার) সম্বন্ধও বড় অল্প নহে। সুতরাং জনসাধারণের প্রার্থয়িতব্য প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ক্রিয়া-নিবহের বিষয় ঋকে উল্লিখিত হইয়াছে মনে করিলে, ইন্দ্র-মরুতের অভিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এক স্তরের অধিকারী এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন।

কিন্তু ঋকের আধ্যাত্মিক ভাব—পূর্ব্বাপর অর্থ সঙ্গতি করিয়া যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা—সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমাদের মনে হয়, দেবারাধনা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন,—

"যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

সেই ভগবদুক্তি এই ঋকেরই প্রতিধ্বনি-বিশেষ। ভগবদুক্তিতে প্রকাশ—শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তি-সহকারে যাঁহারা অন্যদেবতার পূজা করেন, অবিধি-পূর্ব্বক হইলেও, তাঁহারা আমারই পূজা করিয়া থাকেন।' কেন-না,—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"

'আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (অধিকারী)।' এখানে এ ঋকে সেই ভাবই ব্যক্ত নহে কি? পরন্তু এ ঋক এক উদার বিশ্বজনীন ভাবে পরিপূর্ণ। এ ঋকে বলা হইতেছে,—'যথাবিধি অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ অনুসারে তুমি দেবতাগণের যে কোনও দেবতারই পূজা কর, তোমার সে পূজা সেই মহান্ বিখ্যাত মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গধনপ্রদ পরমেশ্বরের নিকটই পৌঁছিবে।' আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ-সমূহকে যাঁহারা একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে করেন, শাস্ত্রোক্তির মধ্যে যাঁহারা

ব্রাহ্মণগণের স্বার্থসিদ্ধি-রূপ লক্ষ্য মাত্র দেখিতে পান, একমাত্র এই ঋকের মর্ম্মানুধাবনে, তাঁহারা বুঝিয়া দেখুন,—কি বিভ্রম-ঘোরে কি বিষম মোহ-পঙ্কে তাঁহারা নিমজ্জিত রহিয়াছেন!

এ ঋকের ন্যায় সাম্যভাবপূর্ণ, হতাশ-জীবনে আশ্বাসপ্রদ, বাণী আর কি থাকিতে পারে? এ ঋকের বিশদার্থ এই যে,—'পাপী তাপী যে যেখানে আছ, কেহই ভয় পাইও না, কেহই হতাশে অবসন্ন হইও না; সেই বিশ্বপতি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, অসংখ্য অগণ্য দেবতা-রূপে, বিচরণ করিতেছেন; তোমার যেমন মতি, যেমন প্রবৃত্তি, যতটুকু-শক্তি, তুমি তাহারই মধ্য দিয়া, শরণাপন্ন হও; তিনি কোল পাতিয়া আছেন, আপনিই তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন।'

দেখিতে হইবে না,—তুমি বায়ু-দেবতার পূজা করিতেছ, কি ইন্দ্র দেবতার পূজা করিতেছ! তোমার বিচার করারও প্রয়োজন নাই যে, কোন্ দেবতার অর্চ্চনায় তুমি কি ফল লাভ করিবে! শাস্ত্রের উপদেশ,—যথাবিধি একটা পথ অবলম্বন কর, সেই পথ দিয়াই অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিবে—স্তরে স্তরে অগ্রসর হইবে!

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কেহ হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'যে সে ভাবে যাহার তাহার উপাসনা করিলেই কি তবে সিদ্ধ কাম হইতে পারা যাইবে।' না—তাহা নহে। 'যথামতিং' পদে 'যথাজ্ঞানং বিধিপূর্ব্বকং' এই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। গীতার উক্তিতে এই ভাবটী যেন অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। সেখানে বলা হইয়াছে—কেবল শ্রদ্ধাসহকারে ও ভক্তিভাবে অন্য দেবতার পূজা করিলেও সে পূজা ভগবানে অর্পিত হইবে বটে, কিন্তু 'অবিধিপূর্ব্বকং'। 'অবিধিপূর্ব্বকং' পদের অর্থ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন—'অজ্ঞানপূর্ব্বকং'। অজ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে; তাই ঐরূপ পূজা, অন্যরূপ অনিষ্টের কারণ না হইলেও, জন্ম-হেতুভূত হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঋকের উপদেশ—'যথামতিং' (জ্ঞানপূর্ব্বকং)।

ঋকের প্রধান শব্দ—'দেবয়ন্তঃ'। উহার অর্থ—'দেবগণকে ইচ্ছা করেন এমন'। অর্থাৎ দেবগণের প্রতি আকাঙ্ক্ষাবান্ হইতে হইবে।

এখানে ভক্তির ভাব আসিতেছে। তার পর দ্বিতীয় পদ—'যথামতিং'। এখানে জ্ঞানের সংযোগ বুঝা যাইতেছে। তৃতীয় শব্দ—'অচ্ছ'। এ শব্দে একই উদ্দেশ্য-খ্যাপনে দ্বিবিধ ভাব ব্যক্ত হয়; 'প্রাপ্তি' এবং 'বিগত-পাপ'। পর পর তিনটী শব্দে ভক্তি ও জ্ঞানের সংযোগে বিগত-পাপের ভাব মনে আসে। বিগত-পাপ-জনের বাক্য বা স্তোত্র সেই মহান্ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইবে। ঋকে এ অর্থও কল্পিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ, এ ঋকের সরল সমীচীন অর্থ,—'দেবতার পূজায় দেবভাবের অনুসরণ কর, দেবত্ব লাভ করিতে পারিবে;—পরাগতি বা মোক্ষ অধিগত হইবে। দেবতার অন্ত নাই; ইন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কালী দুর্গা সরস্বতী—ভগবানের এক এক বিভূতি এক এক নামে প্রখ্যাত আছে; বিধি-পূর্ব্বক জ্ঞান-পূর্ব্বক এক এক দেবতার পূজায় নিরত হও—ঐকান্তিকতার সহিত তাহাতেই আত্মনিয়োগ কর; সেই সেই গুণ, সেই সেই শক্তি, অধিগত হইবে; আর তাহারই প্রভাবে ক্রমে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরাগতি লাভ করিতে পারিবে।' ইহাই এ ঋকের তাৎপর্য্য। ফলতঃ, যে নামেই তাঁহাকে অভিহিত কর, যে ভাবেই তাঁহাকে ভাব; ভক্তি ও একাগ্রতা থাকিলে সেই নামে ও সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। ঋক এ ভাবও প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৬সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রেণ। সং। হি। দৃক্ষসে। সংঽজগ্মানঃ। অবিভ্যুষা।

মন্দূ ইতি। সমানঽবর্চসা॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ। যূয়ং 'হি' (নিশ্চিতং) 'ইন্দ্রেণ' (ইন্দ্রদেবেন, ভগবতা, পরব্রহ্মণা) 'সম্' (তুল্যাঃ, অভিন্নাঃ) 'দৃক্ষসে' (দৃশ্যেথাঃ, দর্শনীয়ঃ ভবথ), এবং 'সংজগ্মানঃ' (সম্মিলিতাঃ—অভিন্নভাবত্বাৎ) 'সমানবর্চ্চসা' (তুল্যদীপ্তিশালিনা) 'মন্দূ' (নিত্যহর্ষযুক্তাঃ, সদানন্দযুতাঃ ইত্যর্থঃ) 'অবিভ্যুষা' (ভীতিরহিতাঃ, অমিতপরাক্রমশালিনঃ) প্রতীয়ন্ত ইতি শেষঃ। এষা ঋক্ ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বেষাং দেবানামভিন্নত্বং সূচয়তি; অতঃ সর্ব্বেঽপি সমানৈশ্বর্য্যশালিনঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ আপনারা নিশ্চয়ই (ভগবানের—পরম-ব্রহ্মের) সহিত অভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়েন; এবং (সেই) অভিন্নভাব হেতু আপনারা পরস্পর তুল্যদীপ্তিমান্, আনন্দময় ও অমিতপরাক্রমশালী। এই ঋকে ব্রহ্মের সহিত সকল দেবগণের অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে; সকল দেবতাই সমান ঐশ্বর্য্যশালী প্রতীত হয়েন;—ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ)॥ (১ম—৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুদ্গণ ত্বমিন্দ্রেণ সঞ্জগ্মানঃ সংগচ্ছমানঃ সংদৃক্ষসে হি। সম্যগ্ দৃশ্যেথাঃ খলু। অবশ্যমস্মাভির্দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশেনেন্দ্রেণ। অবিভ্যুষা। ভীতিরহিতেন। কীদৃশাবিন্দ্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ। আপনারা যখন ইন্দ্রদেবের সহিত সম্যক্ প্রকারে গমন করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চিতই আমরা আপনাকে সম্যক্ দেখিতে পাইয়া থাকি। অর্থাৎ—আপনি অবশ্যই আমাদের দর্শনীয় হইয়া থাকেন। কিরূপ ইন্দ্রদেবের সহিত? "অবিভ্যুষা"

মরুদ্‌গণৌ। মন্দূ। নিত্যপ্রমুদিতৌ। সমানবর্চ্চসা। তুল্যদীপ্তী। পূরা কদাচিদ্‌বৃত্রবধদশায়ামিন্দ্রস্য সখায়ঃ সর্ব্বে দেবা বৃত্রশ্বাসেনাপসারিতাঃ। তদানীমিন্দ্রস্য বৃত্রসম্বন্ধিসকলসেনাজয়ার্থং মরুদ্ভিঃ সঙ্গমোঽভূৎ। সোঽয়মর্থো বৃত্রস্য ত্বাশ্বসথাদিভিঃ মন্ত্রে সংগৃহীতঃ। ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হনিষ্যন্নিতি ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতশ্চ। ইন্দ্রশব্দঃ পরমৈশ্বর্য্যবন্তং মরুদ্‌গণং বাভিধত্তে। তদানীমিন্দ্রস্য সম্বোধনং বহিরেবাধ্যাহর্ত্তব্যং। তথাচেয়মৃগ্‌ যাস্কেন ব্যাখ্যাতা। ইন্দ্রেণ হি সংদৃশ্যসে সংগচ্ছমানোঽবিভ্যুষা গণেন মন্দূ মদিষ্ণূ যুবাং স্থোঽপিবা মন্দুনা তেনেতি স্যাৎ সমানবর্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতং॥ (নি০ ৪।.২) ইতি॥

সংদৃক্ষসে। সংপশ্যেথাঃ। দৃশেশ্চেতি বক্তব্যং। পা০ ১।৩।২৯২। ইত্যাত্মনেপদং। দৃশেলিঙর্থে লেট্‌। পা০ ৩।৪।৭। ইতি প্রার্থনায়াং লেট্‌। থাসঃ। সে। পা০ ৩।৪।৮০। লেটোডাটৌ। পা০ ৩,৪।৯৪। ইত্যডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটি। পা০ ৩।১।৩৪। ইতি সিপ্‌। সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি গুণাভাবঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। পা০ ৮।২।৩৬। ষঢোঃ কঃ সি। পা০ ৮।২।৪৩। ইতি কত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োঃ। পা০ ৮।৩।৫৯। ইতি সিপঃ ষত্বং। বহুল-

---

অর্থাৎ ভীতিশূন্য। ইন্দ্রদেব ও মরুদ্‌গণ কিরূপ? "মন্দূ" অর্থাৎ নিত্যহর্ষযুক্ত; "সমানবর্চ্চসা" অর্থাৎ পরস্পর-সমদীপ্তিযুক্ত। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে বৃত্রাসুরের বধ-কালীন, ইন্দ্রদেবের সখা দেবতাসকল, বৃত্রাসুরের নিঃশ্বাসে অপসারিত হইয়াছিলেন; সেই সময় বৃত্রাসুরের সেনাসমূহকে জয় করিবার নিমিত্ত মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রদেবের সঙ্গম (সম্মিলন) হইয়াছিল। সেই অর্থটি "বৃত্রস্য ত্বাশ্বথাৎ" এই মন্ত্রে সম্যগ্‌রূপে গৃহীত হইয়াছে। এবং 'ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হনিষ্যন্' অর্থাৎ 'ইন্দ্রই বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন' এইরূপ ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অথবা ইন্দ্রশব্দে মরুদ্‌গণ পরম (উৎকৃষ্ট) ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া অভিহিত হইতেছেন। এ পক্ষে ইন্দ্র-শব্দের সংবোধন, ঋকের পুর্ব্বেতেই অধ্যাহৃত করিতে হইবে। মহাত্মা যাস্ক, এই ঋক্‌টির এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—'ইন্দ্রেণ হি সংদৃশ্যসে সংগচ্ছমানোঽবিভ্যুষা গণেন মন্দূ মদিষ্ণূ যুবাং স্থোঽপি বা মন্দুনা তেনেতি স্যাৎ সমানবর্চ্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতং (নি০ ৪।১২)। অর্থাৎ—হে ইন্দ্র! আপনি (ঈশ্বরের) সহিত এবং ভীতিরহিত মরুদ্‌গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া দৃষ্ট হয়েন। অর্থাৎ মরুদ্‌গণ এবং আপনি আপনারা উভয়ে হর্ষযুক্ত হয়েন কিম্বা হর্ষযুক্ত মরুদ্‌গণের সহিত আপনারা তুল্যদীপ্তিশালী হয়েন।

"সংপশ্যেথাঃ" এই অর্থে "সংদৃক্ষসে" এই পদটী, (সংপূর্ব্বক দৃশ ধাতুর উত্তর) "দৃশেশ্চেতিবক্তব্যং" (পা০ ১।৩।২৯২) এই বক্তব্য সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। দৃশধাতুর উত্তর "লিঙর্থে লেট্‌" (পা০ ৩।৪।৭) এই সূত্রানুসারে প্রার্থনাতে লিঙের অর্থে লেট্‌ বিভক্তির থাস্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "থাসঃ সে" (পা০ ৩,৪ ৮০) এই সূত্রানুসারে থাস্‌-বিভক্তির স্থানে সে হইয়া "লেটোঽডাটৌ" (পা০ ৩।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে অট্‌ আগম হইয়াছে। অনন্তর "সিব্বহুলং লেটি" (পা০ ৩।১।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা সিপ্‌ (স) আগম হইয়া "সংজ্ঞা পূর্ব্বক বিধি অনিত্য" এই নিয়মে গুণের অভাব হইয়াছে। (পা০ ৮।২।৩৬) এই সূত্রানুসারে ব্রশচাদিত্ব হেতু দৃশ্‌ ধাতুর শকারের স্থানে ষকার হইয়া "ষঢোঃ কঃ সিঃ" (পা০ ৮।২।৪৩) এই সূত্রের দ্বারা ষ এর স্থানে ক হইয়াছে। "আদেশপ্রত্যয়য়োঃ" (পা০ ৭।৩।৫৯) এই

গ্রহণাৎ সিপঃ পরস্তাচ্ছবপি ভবতি। সিপা ব্যবধানাৎ পশ্যাদেশো ন ভবতি। পা০ ৭।৩।৭৮। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। উত্তরস্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। হিশব্দযোগাত্তিঙ্ ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। হি চ। পা০ ৮।১।৩৪। ইতি প্রতিষেধাৎ। সংজগ্মানঃ। গমেঃ সংপূর্ব্বাচ্ছন্দসি লুঙ্ লঙলিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি বর্ত্তমানে লিট্। সমোগম্যৃচ্ছিভ্যাং পা০ ১.৩ ২৯। ইত্যাত্মনেপদবিধানাল্লিটঃ কানজাদেশঃ। পা০ ৩।২।১০২। দ্বির্ভাবঃ। পা০ ৬।১.৮। হলাদিশেষঃ। পা০ ৭।৪,৬০। অভ্যাসস্য চুত্বং। পা০ ৭।৪।৬২। গমহনেত্যুপধালোপঃ। পা০ ৬।৪।৯৮। কানচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবিভ্যুষা ঞিভীভয়ে। পূর্ব্ববল্লিট্। শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদং। পা০ ১,৩,৭৮। ইতি পরস্মৈপদং। ক্বসুশ্চ। পা০ ৩,২।১০৭। ইতি লিটঃ ক্বসুরাদেশঃ। তস্য কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। দ্বির্ভাবঃ। অভ্যাসস্য হ্রস্বজশ্ত্বে। পা০ ৭।৪।৫৯। ৮।৪।৫৪। ক্র্যাদিনিয়মাৎ। পা০ ৭.২।১৩। প্রাপ্ত ইট্। বস্বেকাজাদ্ঘসাং। পা০ ৭।২।৬৭। ইতি নিয়মান্নিবর্ত্ততে। নঞ্ সমাসে তৃতীয়ৈকবচনে ভস্যাদ্বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১।

সূত্রানুসারে সিপ্ এর ষত্ব হইয়াছে। বহুলগ্রহণপ্রযুক্ত সিপ্ প্রত্যয়ের পরে শপ্ হয় বলিয়া মধ্যে সিপ্ প্রত্যয় ব্যবধান হেতু (পা০ ৭।৩।৭৮) এই সূত্রানুসারে দৃশ্ ধাতুর স্থানে পশ্য আদেশ হইল না। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং পরবর্ত্তী বিভক্তির সার্ব্বধাতুকত্ব নিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। ইহাতে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হি চ" (পা০ ৮।৩।৩৪) এই সূত্রের দ্বারা নিষেধ আছে বলিয়া (ঋকে) হি শব্দের যোগ বশতঃ "তিঙ্ ঙতিঙঃ" এই সূত্রদ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইল না। "সংজগ্মানঃ" এই পদটী, সং পূর্ব্বক গম্ ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ" (পা০ ৩।৪।৬) এই সূত্রদ্বারা বর্ত্তমানে লিট্ বিভক্তি এবং 'সমোগমৃচ্ছিভ্যাং' (পা০ ১।৩।২৯) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদের বিধান আছে বলিয়া লিটের স্থানে (পা০ ৩।২।১০৬) এই সূত্রানুসারে কানচ্ আদেশ হইয়াছে। (পা০ ৬।১।৮) এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়া "হলাদিশেষঃ" (গা০ ৭।৪।৬০) এই সূত্রানুসারে হলাদিশেষ (অর্থাৎ দ্বিত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ম-এর লোপ) হইয়াছে এবং 'অভ্যাসস্যচুত্বং' (পা০ ৭।৪।৬২) এই সূত্রানুসারে অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিত্ববর্ণের চুত্ব (গকারের স্থানে জকার) হইয়া "গমহন" (পা০ ৬।৪।৯৮) ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধাবর্ণের (পরবর্ত্তী গ এর অকারের) লোপ হইয়াছে। কানচ্ প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। গতি সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। "অবিভ্যুষা" এই পদটী, ভয়ার্থ ঞিভী (ভী) ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ 'লিট্' "শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদং" (পা০ ১।৩।৭৮) এই সূত্রের দ্বারা পরস্মৈপদ হইয়া "ক্বসুশ্চ" (পা০ ৩।৩।১০৭) এই সূত্রানুসারে লিটের স্থানে ক্বসু আদেশ হইয়াছে। সেই ক্বসু প্রত্যয়ের কিত্ব হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। তাহার পর (পা০ ৭।৪।৫৯) এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়া, (পা০ ৮।৪।৫৪) এই সূত্রানুসারে অভ অর্থাৎ দ্বিত্বের হ্রস্ব হইয়াছে; এবং (পা০ ৭।২।১৩) এই সূত্রানুসারে ক্র্যাদিনিয়ম হেতু প্রাপ্ত ইট্, 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং" (পা০ ৭।২।৬৭) এই নিয়ম সূত্রানুসারে নিবর্ত্তিত হইয়াছে। নঞ্ সমাস হইয়াছে বলিয়া তৃতীয়ার একবচনে (টা

ইতি বাকারস্যোকারঃ। সংপ্রসারণাচ্চ। পা০ ৬.১।১০৮। ইতি পূর্ব্বরূপত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চ। পা০ ৮.৩।৬০। ইতি ষত্বং ইয়ঙাদেশং বাধিত্বৈরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য। পা০ ৬।৪।৮২। ইতি যণাদেশঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্বেণ সহ সংহিতায়ামোকারস্যৈঙঃপদান্তাদতি। পা০ ৬।১।১০৯। ইতি পরপূর্ব্বত্বে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃপাদমব্যপরে। পা০ ৬।১।১১৫। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। মন্দৃ। মদিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ইদিতোনুম্ ধাতোঃ। পা০ ৭।১।৫৮। ইতি নুমাগমঃ। কুরিত্যনুবৃত্তৌ স্বরুশংকুপীয়ুনীলংগুলিগু। উ০ ১।৩৬। ইত্যত্রাবিভক্তিকনির্দ্দেশাদ্ধন্তেৰ্হিগুরিতিবদ্ধাত্বন্তরাদপি। কুরিত্যুক্তং প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দ্বিবচনমৌ। প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। পা০ ৬।১।১০২। তৃতীয়ৈকবচনে চেৎ। সুপাংসুলুগিত্যাদিনা পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। সমানবর্চসা সমানং বর্চো যয়োরিতি বা যস্যেতি বা বহুব্রীহিঃ। দ্বিবচনে সুপাংসুলুগিত্যাদিনাকারাদেশঃ। সমানপদস্য প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ তদেবাবশিষ্যতে॥ (১ম—৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

বিভক্তিতে) ভ সংজ্ঞা হেতু "বসোঃ সংপ্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে বকারের স্থানে উকার হইয়া "সংপ্রসারণাচ্চ" (পা০ ৬।১।১০৮) এই সূত্রদ্বারা (অকারের) পূর্ব্বরূপত্ব অর্থাৎ অস্এর অকারে এবং উক্ত উকারে মিলিত হইয়াছে। "শাসিবসিঘসীনাং চ" (পা০ ৮।৩।৬০) এই সূত্রানুসারে সকারের ষত্ব হইয়াছে। এস্থলে ইকারের স্থানে ইয়ঙ্ আদেশকে বাধা দিয়া "এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য" (পা০ ৬।৪.৮২) এই সূত্রানুসারে যণ-আদেশ হইয়াছে। পূর্ব্বপদ অব্যয় বলিয়া প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ওকারের পর 'অবিভ্যুষা'র অকারের "এঙঃ পদান্তাদতি" (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্রদ্বারা পরপূর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইলেও "প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে (পা০ ৬.১।১০৯) এই সূত্রদ্বারা প্রকৃতিভাবই হইল (অর্থাৎ যেমন তেমনই রহিল)। "মন্দৃ" এই পদটী স্তুতি মোদ, (হর্ষ) মদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতি-অর্থক মদি (মদ্) ধাতুর, "ইদিতো নুম্ ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে নুম্ (ন) আগম হইয়া কু প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিবশতঃ "স্বরুশঙ্কুপীয়ুনীলঙ্গুলিগু" (উ০ ১।৩৬) এস্থলে বিভক্তি-রহিতের নির্দ্দেশ হেতু (অর্থাৎ উক্ত ঔণাদিক সূত্রে কোনও বিভক্তির নির্দ্দেশ না থাকায়) হন্ ধাতুজাত 'হিগু' পদের ন্যায় ধাত্বন্তরের অর্থাৎ অন্য ধাতুর উত্তরও কু প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে বলিয়া কু প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর (মন্দু শব্দের উত্তর) দ্বিবচন 'ঔ' বিভক্তি করিয়া "প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ" (পা০ ৬।১।১০২) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ হইয়াছে। যদি তৃতীয়ার একবচনে (টা বিভক্তিতে) নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘত্ব হইবে। "সমানবর্চ্চসা" এই পদটী, "সমান হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যে দেবতাদ্বয়ের বা যে দেবতার" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া দ্বিবচনস্থলে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা আকারাদেশ হইয়াছে। সমান-পদটীর, প্রাতিপদিক-অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হেতু তাহাই অবিশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের সমলোচনায়, দেবগণের অভিন্নভাব উপলব্ধ হয়। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋকের অর্থ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—'হে মরুদ্‌গণ! আপনারা ভয়রহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছেন, আপনাদিগের তেজঃ সমান এবং আপনারা নিত্য হর্ষযুক্ত। আপনাদের মিলনে যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইয়াছে।' কেহ আবার বলিয়াছেন,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি পরম ঐশ্বর্য্যবান্ মরুদ্‌গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হন।' নিরুক্তকার যাস্ক শেষোক্ত প্রকারেই এই ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলতঃ, কেহ বা, মরুদ্‌গণকে নানা গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, তাঁহাদের সহিত ইন্দ্রের মিলনে উভয়েই পরম রমণীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন—অর্থ করিয়াছেন; কেহ বা ইন্দ্রের (ব্রহ্মের) সহিত মিলনে মরুদ্‌গণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন—ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিন্তু ঋকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—আধ্যাত্মিক ভাব—সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। ঋকে সকল দেবতাকেই সমান বলা হইয়াছে। ঋকে 'সমানবর্চ্চসা' এই যে একটী বিশেষণ আছে, উহাতেই ঐ ভাব পরিস্ফুট হয়। ঐ বিশেষণটীর অর্থ—'সমান হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাঁহাদের'। এস্থলে পরস্পরের তেজের অভিন্নতা স্বতঃই উপলব্ধ হইতেছে। ঋকে আরও যে কয়েকটী বিশেষণ রহিয়াছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের সহিত দেবগণের অভিন্নভাব সূচনা করে।

ঋক্‌টির একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা যেমন মরুদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে, তেমনই উহা আবার ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে; অপিচ, ঋক্‌টি সাধারণভাবে সর্ব্বদেবগণের সম্বোধন-সূচক বলিয়াও মনে করিতে পারি। এবম্প্রকার সম্বোধন যে দেবগণের পরস্পরের অভিন্নত্ব-জ্ঞাপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই ঋকে সম্বোধনে

হে দেব! এই একবচনের পদ প্রয়োগ করিয়াছি বটে; কিন্তু উহার ভাব—'হে সকল দেবতা।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সংদৃক্ষসে' পদের মধ্যে এক গভীর ভাব লক্ষ্য করিতে পারি। 'সংদৃক্ষসে' পদে প্রতীত হয়—'যখন তোমরা সম্যক-রূপে পরিদৃষ্ট হও', অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।' তাহা হইলেই বুঝা যায়, ঋক্ যেন বলিতেছেন,—'সেই অবস্থায়, যখন তোমাদের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান সঞ্জাত হয়—তখন নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সমান-দীপ্তিশালী অপ্রতিহত-প্রভাব-সম্পন্ন নিত্য-প্রমুদিত অভিন্ন বলিয়াই জানিতে পারি।' পূর্ব্ব ঋকের মর্ম্মার্থ অনুধাবনে বুঝিয়াছি,—'বিধিপূর্ব্বক যে কোনও দেবতারই পূজা কর না কেন, সে পূজা সেই পরমেশ্বরেই পৌঁছিবে'; এ ঋকে বুঝা গেল, (কেন-না) 'একটু অগ্রসর হইলেই, একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই, তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইবে।'

এই জন্যই শ্রুতি (স্তুতি) আছে,—

"ত্বং ব্রহ্মা ত্বং চ বৈ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নির্ব্বরুণো বায়ুস্তমিন্দ্রস্ত্বং নিশাকরঃ॥
ত্বমন্নস্ত্বং যমস্ত্বং পৃথিবী ত্বং বিশ্বং খমথাচ্যুতঃ।
স্বার্থে স্বাভাবিকেঽর্থে চ বহুধা সংস্থিতিস্ত্বয়ি॥
বিশ্বেশ্বর নমস্তুভ্যং বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ম্মকৃৎ।
বিশ্বভুগ্বিশ্বমায়ুস্ত্বং বিশ্বক্রীড়ারতিঃ প্রভুঃ॥
নমঃ শান্তাত্মনে তুভ্যং নমো গুহ্যতমায় চ।
অচিন্ত্যায়াপ্রমেয়ায় অনাদিনিধনায় চেতি॥"

এই জন্যই উক্ত হয়, তপস্যার দ্বারাও কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হইবে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে; তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই পরাগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রুতির উক্তি; যথা,—

"তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্ত্যা নিবর্ত্ততে॥"

চাই—তপস্যার; চাই—সত্য জ্ঞান। তবে তো অভিন্নত্ব অভেদ-ভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে! 'অগ্রসর হও—অগ্রসর হও!' ঋক্ পর্য্যায়ক্রমে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যাইতেছেন। (১ম—৬সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অনবদ্যৈঃ। অভিদ্যুঽভিঃ। মখঃ। সহস্বৎ। অর্চতি।
গণৈঃ। ইন্দ্রস্য। কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মখঃ' (যথাবিধ্যনুষ্ঠীয়মানো যজ্ঞঃ, একাগ্রচিত্তেন ভগবদারাধনং) 'অনবদ্যৈঃ' (অবাধঃ, বাধাবিঘ্নরহিতৈঃ) 'অভিদ্যুভিঃ' (স্বর্গাভিমুখং অভিগতৈঃ) অপিচ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'কাম্যৈঃ' (কাময়িতব্যৈঃ, প্রিয়ৈঃ) 'গণৈঃ' (সদ্বৃত্তিসমূহৈঃ) সহেত্যর্থঃ 'সহস্বৎ' (বলবৎ) 'অর্চ্চতি' (দীপ্যতে, শোভতে)। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ সাধনশক্তিপ্রভাবেন অপিচ ঐকান্তিকতয়া অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদাং পরাং গতিং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৮ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যথাবিধি অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বা ঐকান্তিক উপাসনা, অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করিয়া, অপিচ ইন্দ্রদেবের (ভগবানের) প্রিয় সদ্বৃত্তি-সমূহের প্রভাবে তেজের সহিত দীপ্তি পায়। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—ভগবৎ-পরায়ণজনগণ সাধনশক্তির-প্রভাবে অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ পরাগতি প্রাপ্ত এবং ঐকান্তিকতার হয়েন।) (১ম—৬সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মখঃ প্রবর্ত্তমানোঽয়ং যজ্ঞোঽনবদ্যৈর্দোষরহিতৈরভিদ্যুভির্দ্যুলোকমভিগতৈঃ কাম্যৈঃ ফলপ্রদত্বেন কাময়িতব্যৈর্গণৈর্মরুৎসমূহৈঃ সহিতমিন্দ্রম্বেন্দ্রং সহস্বদ্‌বলোপেতং যথা ভবতি তথার্চতি। পূজয়তি। অয়ং যজ্ঞো মরুত ইন্দ্রং চাতিশয়েন প্রীণয়তীত্যর্থঃ। যজ্ঞ ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু যজ্ঞনামসু মখো বিষ্ণুরিতি পঠিতং। চতুশ্চত্বারিংশৎস্বর্চতিকর্ম্মস্বর্চতি গায়তীতি পঠিতং॥

ন বিদ্যতে অবদ্যং যেষাং তে অনবদ্যাঃ। নঞ্‌ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তং। অভিগতা দ্যৌর্যৈস্তেঽভিদ্যবঃ। তৈরভিদ্যুভিঃ। অভিশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। মখঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। সহো বলমস্মিন্নর্চনে-শর্ম্মণ্যস্তীতি সহস্বৎ। তসৌ মত্বর্থে। পা০ ১।৪।১৯। ইতি ভসংজ্ঞয়া পদসংজ্ঞয়া বাধিতত্বাৎ সকারস্য রুত্বাভাবঃ। মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ। পা০ ৮।২।৯। ইতি বা ঝয়ঃ। পা০ ৮।২।১০। ইতি বা মতুপো মস্য বত্বং। সহস্‌শব্দো নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্বাৎ স এব শিষ্যতে। কাম্যৈঃ। কমের্ণিঙ। অত উপধায়া। পা০ ৭।২।১১৬।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

প্রবর্ত্তমান (অনুষ্ঠিত) এই যে যজ্ঞ, ইহা; যে মরুদ্‌গণ—দোষশূন্য, স্বর্লোকাভিগত, যজ্ঞীয় ইষ্টফল প্রদান করেন বলিয়া কামনার বশীভূত, সেই মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রদেব যাহাতে বলশালী হয়েন, সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই যজ্ঞ, মরুদ্‌গণকে এবং ইন্দ্রদেবতাকে অত্যন্ত প্রীত করিয়া থাকে। "যজ্ঞঃ" ইত্যাদি পঞ্চদশ প্রকার যজ্ঞনামের মধ্যে "মখো বিষ্ণুঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। চতুশ্চত্বারিংশৎ (চুয়াল্লিশ্‌) প্রকার 'অর্চ্চতি' কর্ম্মের মধ্যে "অর্চ্চতি গায়তি" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"যাঁহাদের" অবদ্য (দোষ) বিদ্যমান নাই, তাঁহাদিগকে "অনবদ্য" কহে। "নঞ্‌-সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যাঁহাদের কর্তৃক দ্যৌ (স্বর্গ) অভিগত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে "অভিদ্যুঃ" কহে।" সেই অভিদ্যু সমূহের সহিত। অভি শব্দটীর প্রাতিপদিকস্বরহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত অভি শব্দের সহিত দ্যৌ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই প্রকৃতিস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "মখঃ" এই পদটীতে প্রাতিপাদিক স্বর (অন্তোদাত্তস্বর) হইয়াছে। "সহঃ—অর্থাৎ বল এই অর্চ্চনে আছে"—এই অর্থে,—"সহস্বৎ" এই পদটী, সহস্‌ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তসৌ মত্বর্থে" (পা০ ১।৪।১৯) এই সূত্র দ্বারা ঐ মতুপ্‌-প্রত্যয়ের ভ সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া পদসংজ্ঞার বাধ হেতু, সহস্‌ এই পদের সকারের স্থানে রুত্ব (বিসর্গত্ব) হইল না। "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্ব্বোঽযবাদিভ্যঃ" (পা০ ৮।২।১০) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্‌ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার হইয়াছে; অথবা, "ঝয়ঃ" (পা০ ৮।২।১০) এই সূত্র দ্বারা মতুপ্‌ প্রত্যয়ের মকারের স্থানে বকার হইয়াছে। সহস্‌ শব্দটীর "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং মতুপ্‌ প্রত্যয়ের পিত্ব হেতু সেই উদাত্ত স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "কাম্যৈ" এই পদটী, কমি (কম্‌) ধাতুর উত্তর ণিঙ্‌ করিয়া "অত উপধায়াঃ" (পা০ ৭।২।১১৬) এই সূত্র দ্বারা

ইতি বৃদ্ধিঃ। জনীজৃষ ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ ধা॰ পা॰ ১৯।৬৩।৬৭। ইত্যমন্তত্বেন প্রাপ্তস্য মিত্বস্য ন কাম্যনি চমামিতি প্রতিষেধাৎ। ধা॰ পা॰ ১৯।৬৯। মিতাং হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।৯২ ইত্যুপধাহ্রস্বত্বং ন ভবতি। ণ্যন্তাদচো যৎ। পা॰ ৩।১।৯৭। ণিলোপঃ। পা॰ ৬:৪।৫১ তিৎস্বরিতমিতি প্রাপ্তে যতোঽনাবঃ। পা॰ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (৫৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়—'যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলবৎ করে।' তদনুসারে কেহ বা 'অনবদ্যৈঃ' 'অভিদ্যুভিঃ' 'কাম্যৈঃ' প্রভৃতি বিশেষণ কয়েকটিকে ইন্দ্র মরুতাদি দেবগণের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন; কেহ বা, ঐ কয়েকটি বিশেষণকে যজ্ঞের বিশেষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'সহস্বৎ' শব্দের 'বলবৎ' অর্থ বিহিত হইলেও, কেহ বা ঐ শব্দে 'প্রীতি পরিতৃপ্তি' ইত্যাদি অর্থ মানিয়া লইয়াছেন। কেহ আবার ঋকের অর্থ-প্রসঙ্গে কহিয়াছেন,—'দোষরহিত স্বর্গাভিগত কাময়িতব্য মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্র বলসম্পন্ন হইয়াছেন বলিয়া যজ্ঞ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতেছে।'

আমরা কিন্তু যজ্ঞ-সম্বন্ধে বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে 'অনবদ্যৈঃ' 'অভিদ্যুভিঃ' বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তদনুসারে অর্থ হয়,—'বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যে উপাসনা, ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যে সাধনা, তাহা অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করে;

উপধার (অকারের) বৃদ্ধি হইয়াছে। "জনীজৃষ্‌ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ।" (ধা॰ পা॰ ১৯।৬৩.৬৬) এই নিয়মানুসারে, (কম্ ধাতু) অমন্ত বলিয়া প্রাপ্ত যে মিত্ব, তাহার "ন কম্যমিচমাং" (ধা॰ পা॰ ১।৯।৯৬) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ প্রযুক্ত, "মিতাং হ্রস্বঃ" (পা॰ ৬ ৪ ৯২) এই সূত্রানুসারে উপধাস্বরের হ্রস্বত্ব হয় নাই। "ণ্যন্তাদচো যৎ" (পা॰ ৩ ১:৯৭) এই সূত্র দ্বারা ('কামি' ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর) যৎ (য) প্রত্যয় করিয়া "ণিলোপঃ" (পা॰ ৬.৪.৫১) এই সূত্রানুসারে 'ণি' এর লোপ হইয়াছে। যৎ প্রত্যয়ের তকার ইৎ যায় বলিয়া তিৎস্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইলে, "যতোঽনাবঃ" (পা॰ ৬।১।২১৩) এই সূত্রের দ্বারা ঐ পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—৮ঋ)॥

* * *

আর, তাহার দ্বারা ইন্দ্রের (ভগবানের) প্রিয় যে সদ্বৃত্তিসমূহ, তাহারা আপন তেজে, স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে, দীপ্তি পায়।' ভগবৎপরায়ণ জন সাধনশক্তি-প্রভাবে অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ পরাগতি লাভ করিবে,—ইহাই এ ঋকের মর্ম্মার্থ।

এ ঋক্ সকল স্তরের অধিকারীকেই মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেছেন, এ ঋক্ তাঁহাদিগকেও অভয় প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'এই যজ্ঞই তোমাকে অবাধে স্বর্গাভিমুখে লইয়া যাইবে; পরন্তু এই যজ্ঞসকলে তোমার সদ্বৃত্তিসমূহ বলবৎ হইবে, এবং তদ্দ্বারা তুমি পরাগতি লাভ করিবে।' আবার যাঁহারা সাধনার অন্য স্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাদের বহির্যজ্ঞ শেষ হইয়া অন্তর্যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, সৎ-কর্ম্মের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাঁহাদের সদ্বৃত্তিনিচয় একান্তে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, এ ঋক্ তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—'ভয় কি? ভাবনা কিসের? মনোময় যজ্ঞের দ্বারা তোমরা তো তাঁহার সমীপস্থ হইতে চলিয়াছ!'

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যজ্ঞ ত্রিবিধ। আবার, কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদেও যজ্ঞ ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন, সে পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। যে যজ্ঞে কাম্যবস্তু কিছুই নাই, যে যজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। সে যজ্ঞে আমার আমিত্ব লোপ পাইয়াছে, সে যজ্ঞে সকলই পরম-পুরুষে ন্যস্ত হইয়াছে। কায়মনোবাক্যে—ত্রিবিধ সাধনার দ্বারা এ যজ্ঞ সম্পন্ন করার আবশ্যক হয়। দেহ তাঁহার, অন্তর তাঁহার, বাক্য তাঁহার—আমার বলিবার কিছুই নাই—এই অবস্থাই সাত্ত্বিক যজ্ঞের উপযোগী। রাজসিক যজ্ঞে আত্মসুখ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা থাকিলেও, তদ্দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। তামসিক যজ্ঞ যে সর্ব্বথা নিন্দনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে যে বলা হইয়াছে,—বিধিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের যে উপাসনা, তাহা অবাধে স্বর্গাভিমুখে গমন করে, আর তাহার দ্বারা ভগবানের প্রিয় যে সদ্বৃত্তি-সমূহ, তাহা স্বতঃই দীপ্তি পায়;

তাহার তাৎপর্য্য উপদেশ এই যে,—'সাত্ত্বিকভাবে ভগবৎ উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যাও, তাঁহার প্রীতিলাভ করিবে।'

এ ঋকের আর একটী নিগূঢ় অর্থ আছে। ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রভৃতির দ্বারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য যজ্ঞ; তদ্দ্বারা স্বর্গাদি লাভ ও সদ্বৃত্তি-সমূহ বলবৎ হয়। তাহার পর, সেই যজ্ঞের ফলে, অন্তর্যজ্ঞ আরব্ধ হইয়া কাম-ক্রোধাদি রিপুসমূহ তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হইলে, পরাগতি-প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ, রাজসিক যজ্ঞের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সাত্ত্বিক যজ্ঞের উদ্‌যাপন করিতে হইবে,—ঋকের ইহাই উদ্দেশ্য ও উপদেশ! (১ম—৬সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি ।
সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অতঃ। পরিহজ্মন্। আ। গহি। দিবঃ। বা। রোচনাৎ। অধি।
সং। অস্মিন্। ঋঞ্জতে। গিরঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরিজ্মন্'। (হে সর্ব্বব্যাপিন্) 'অতঃ' (অস্মাৎ অন্তরিক্ষাৎ) 'দিবো বা' (দ্যুলোকাদ্বা) 'রোচনাৎ অধি' (দীপ্যমানাদাদিত্যমণ্ডলাদ্বা) 'অস্মিন্' (যজ্ঞে, অস্মাকং কর্ম্মণি) 'আগহি' (আগচ্ছ—যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্ব্বস্মাদিতি ভাবঃ) ত্বামিতি শেষঃ ; অস্মাকং 'গিরঃ' (স্তুতীঃ)

০ ‘সম্’ (সম্যক্) ‘ঋঞ্জতে’ (প্রসাধয়তি, সম্পাদয়তি) ; অতঃ ইহাগচ্ছেতি ভাবঃ। হে দেবা ; অস্মাকং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রসন্নাঃ সন্তঃ অস্মাকং কর্ম্মণি সমাগচ্ছত ইতি ভাবঃ। (১ম—৬সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি অন্তরিক্ষ-লোকেই অবস্থান করুন, আর দ্যুলোকেই অবস্থান করুন, অথবা দীপ্যমান্ আদিত্যমণ্ডলেই অবস্থান করুন, যেখানেই থাকুন,—এই যজ্ঞে (আমাদিগের কর্ম্ম মধ্যে) আগমন করুন। আমাদিগের স্তুতি (কর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে আপনারই গুণ-মহিমা-কীর্ত্তনে (তদুচিত কর্ম্ম সম্পাদনে) নিযুক্ত রহিয়াছে। (অতএব, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের কর্ম্ম মধ্যে আপনি আগমন করুন,—ইহাই প্রার্থনা)॥ (১ম—৬সূ ৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পরিজ্মন্ পরিতো ব্যাপিন্ মরুদ্গণ। অতোঽস্মান্মরুদ্গণস্থানাদন্তরিক্ষাদাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। দিবো বা। দ্যুলোকাদ্বা সমাগচ্ছ। রোচনাদধি। দীপ্যমানাদিত্যমণ্ডলাদ্বা সমাগচ্ছ। অস্মদীয়কর্ম্মকালে যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্ব্বস্মাদাগচ্ছেত্যর্থঃ। কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে। অস্মিন্ কর্ম্মণি বর্ত্তমান ঋত্বিগ্গিরঃ স্তুতীঃ সমৃঞ্জতে। সম্যক্ প্রসাধয়তি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মেতি যাস্কঃ। এতাঃ স্তুতীঃ শ্রোতুমাগচ্ছেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যৃত্বিজা মন্ত্রস্য প্রযুজ্যমানত্বাদৃঞ্জতিধাতোরুত্তমপুরুষেণ ভবিতব্যং। তথাপি পরোক্ষকৃতত্বেন নির্দ্দেশাৎ প্রথমপুরুষ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পরিজ্মন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিমরুদ্গণ! আপনারা ঐ অন্তরিক্ষ হইতে এই (আরব্ধ) কর্ম্মে আগমন করুন। অথবা দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে সম্যক্রূপে আগমন করুন। কিম্বা দীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডল হইতে সম্যক্ প্রকারে আগমন করুন। অর্থাৎ—আমাদিগের (এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ) কর্ম্মকালে, আপনারা যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল স্থান হইতেই আগমন করুন। কি জন্য আপনাদিগের আগমন (প্রার্থনীয়), তাহা কথিত হইতেছে। বর্ত্তমান এই যে কর্ম্ম, ইহাতে ঋত্বিক্গণের স্তুতিসমূহকে সম্যক্প্রকারে প্রসাধন (শ্রবণ) করিবার নিমিত্ত। যাস্ক বলেন—‘ঋঞ্জতি’ অর্থাৎ প্রসাধন (সম্পাদন) কর্ম্ম। অর্থাৎ, এই স্তুতিসমূহকে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আগমন করুন। যদিও ঋত্বিক কর্ত্তৃক মন্ত্র প্রযুজ্যমান হইতেছে (অর্থাৎ ঋত্বিক, মন্ত্রের প্রয়োক্তা) বলিয়া “ঋঞ্জতি” ধাতুর উত্তম পুরুষ হওয়া উচিত ; তথাপি, ‘পরোক্ষকৃত’ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষভাবে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে বলিয়া প্রথমপুরুষের প্রয়োগ হইয়াছে। পরোক্ষকৃতমন্ত্রের

প্রয়োগঃ। পরোক্ষকৃতলক্ষণং চ যাস্ক আহ। তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা০ আধ্যাত্মিকাশ্চ। তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্ব্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্যেতি ॥

অতঃ। পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা০ ৫।৩।৭। এতদোঽশ্। পা০ ৫।৩।৫। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। লীতিতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। পরিজ্মন্। অজগতিক্ষেপণয়োঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩।২।৭৫। ইতি মনিন্। অকারলোপশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ গহি। গমের্বহুলং ছন্দসি। পা০ ২।৪।৭৩। ইতি শপো লুক্। হের্ঙিত্ত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৩৭। মলোপঃ। অতো হেঃ। পা০ ৬।৪।১০৫। ইতি হিলোপো ন ভবতি তস্মিন্ কর্ত্তব্যেঽসিদ্ধবদত্রাভাৎ। পা০ ৬।৪।২২। ইতি মলোপস্যাসিদ্ধত্বেনানকারান্তত্বাৎ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বা। চাদয়োঽনুদাত্তাঃ। ফি০ ৪।১৫। ইত্যনুদাত্তঃ। রোচনাৎ। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা০ ৩।২।১৪৯। ইতি যুচ্। যুবোরনাকৌ। পা০ ৭।১।১। ইত্যনাদেশঃ। চিদিত্যন্তোদাত্তঃ। অধি। অধিপরী অনর্থকৌ পা০ ১।৪।৯৩। ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বেন

লক্ষণ, যাস্ক এইরূপ বলিয়াছেন—সেই (বেদোক্ত) ঋক্‌সকল ত্রিবিধ;—পরোক্ষকৃতা, প্রত্যক্ষকৃতা ও আধ্যাত্মিকী। তন্মধ্যে পরোক্ষকৃতা ঋক্‌সমূহ; নাম ও বিভক্তি সমস্ত এবং আখ্যাতের প্রথম পুরুষ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"অতঃ" এই পদটীতে "পঞ্চম্যাস্তসিল্" (পা০ ৫।৩।৭) এই সূত্রদ্বারা এতদ্ শব্দের উত্তর পঞ্চমীর স্থানে তসিল (তস্) হইয়াছে এবং "এতদোঽশ" (পা০ ৫।৩।৬) এই সূত্র দ্বারা এতদ্ শব্দের স্থানে 'অশ্' আদেশ, উক্ত অশের শিত্ত্ব-প্রযুক্ত (শকার থাকে না বলিয়া) সমগ্র এতদ্ শব্দের স্থানেই 'শ্' আদেশ হইয়াছে। ('তসিল' প্রত্যয়ের লিত্ত্ব হেতু) "লিতি" এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পরিজ্মন" এই পদটীতে 'পরি' উপসর্গের উত্তর, গতি ও ক্ষেপণার্থক অজ ধাতুর উত্তর, "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা০ ৩।২।৭৫) এই সূত্রানুসারে মনিন্ (মন্) প্রত্যয় হইয়া ছান্দস-হেতু অজ্ ধাতুর অকারের লোপ হইয়াছে। সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই পদটীর আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "গহি" এই পদটীতে গম্ ধাতুর উত্তর লোটের হি প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ২।৪।৭৩) এই সূত্রের দ্বারা শপ্ এর লোপ হইয়াছে। হি প্রত্যয়ের ঙিত্ত্বহেতু "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬।৪।৩৭) এই সূত্রের দ্বারা গম ধাতুর মকারের লোপ হইয়াছে। "অতো হেঃ" (পা০ ৬।৪।১৫) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত হি প্রত্যয়ের লোপ হইল না; কারণ হি প্রত্যয়ের লোপ করা কর্ত্তব্য হইলে "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" (পা০ ৬।৪।২২) এই সূত্রের দ্বারা ম লোপের অসিদ্ধবত্ত্ব হেতু ইহা অকারান্তই হইতে পারে না। "দিবঃ" এই পদটীর "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বা" এই পদটী, "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" (ফিঃ ৪।১৫) এই সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত হইয়াছে। "রোচনাৎ" এই পদটীতে দীপ্ত্যর্থক রুচ্ ধাতুর উত্তর "অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ" (৩।২।১৪৯) এই সূত্রানুসারে যুচ্ প্রত্যয় হইয়া "যুবোরনাকৌ" (পা০ ৭।১।১) এই সূত্র দ্বারা সেই যুচ্ প্রত্যয়ের স্থানে অন আদেশ হইয়াছে। যুচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অধি" এই পদটীর "অধিপরী অনর্থকৌ" (পা০ ১।৪।৯৬) এই সূত্রানুসারে (এস্থলে) অনর্থক

সহ নিপাতসংজ্ঞায়াঃ সমাবেশান্নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। অস্মিন্। পরিজ্ঞানিত্যাদিষ্টস্যৈবান্বাদেশাদিদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা০ ২৷৪৷৩২। ইত্যশ্ অনুদাত্তঃ। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। বিভক্তিরনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ। পা০ ৩৷১৷৪। ইত্যনুদাত্তেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং ঋঞ্জতে। ঋজি ভৃজী বর্জ্জনে। সমিত্যুপসর্গযোগাৎ প্রসাধনে বর্ত্ততে। নিঘাতঃ গিরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ (১ম—৬সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক সরল সুন্দর সদ্ভাবপূর্ণ। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের নিকট মানুষ সচারচর যে প্রার্থনা করিয়া থাকে, এ ঋকে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা মুখে বলি তিনি সর্ব্বব্যাপী; অথচ, আমাদের চিত্ত নিত্য-সংশয়ান্বিত—তিনি এখানে আছেন, কি সেখানে আছেন, দ্যুলোকে আছেন—কি আদিত্য-মণ্ডলে আছেন! ইহাই মানুষের প্রকৃতি। ঋকে মানুষের মনের এই প্রতিচ্ছবি স্বভাব-সুন্দর-ভাবে প্রকটিত রহিয়াছে।

ডাকিতেছি—'হে সর্ব্বব্যাপিন্!' অথচ, প্রার্থনার সময় কহিতেছি—"তুমি দ্যুলোকে, কি অন্তরিক্ষ-লোকে, অথবা দীপ্তিমান্ সূর্য্যলোকে, যেখানেই থাক, এই যজ্ঞে আগমন কর।' তবেই বুঝা যায়,—দৃঢ়বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই, সংশয়-সাগরে পড়িয়া চিত্ত-তরী এখনও হাবুডুবু খাইতেছে। অজ্ঞান-অমার প্রগাঢ় অন্ধকারে খণ্ডমেঘ মধ্যে এক একবার

অধি শব্দের, কর্ম্মপ্রবচনীয়তার সহিত নিপাত সংজ্ঞার সমাবেশ হয় বলিয়া, "নিপাতা আদ্যুদাত্তা" এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মিন্" এই পদটী "পরিজ্মন" এই পদ দ্বারা' আদিষ্টের অন্বাদেশ হওয়ায় ইদম্ শব্দের স্থানে, অন্বাদেশে 'অশ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা০ ২৷৪৷৩২) এই সূত্রানুসারে উক্ত অশ্ (অ) টি অনুদাত্ত হইয়াছে। অশের শিত্ত্ব-হেতু সমস্ত ইদম্ শব্দের স্থানে 'অ' হইয়া ঙি স্থানে স্মিন্ হইয়াছে। "অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ" (পা০ ৩৷১৷৪) এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তিটি অনুদাত্ত; এইরূপে সকল স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। "ঋঞ্জতে" এই পদটী 'ঋজি ভৃজী বর্জ্জনে" অর্থাৎ ঋজ ধাতুর অর্থ বর্জ্জন; কিন্তু "সং" এই উপসর্গের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ ঋজ ধাতুর অর্থ—প্রসাধন হইয়াছে; এবং উক্ত "ঋঞ্জতে" এই পদটির নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "গিরঃ" এই পদটির প্রাতিপদিক স্বর হইয়াছে॥ ৯॥

* * *

জ্ঞানের বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে বটে ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মেঘান্তরালে বিলীন হইতেছে।

‘আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছি ; আপনি এ যজ্ঞে আগমন করুন।’ এ উক্তি সাধারণ মানুষের সাধারণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ মনে করে যে,—‘আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি বা স্তব করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন!’ হায় ভ্রান্ত! তাঁহার আবার মহিমা কীর্ত্তন করিবে কি? যিনি সকল মহিমার আশ্রয়ভূত, যাঁহা হইতে সকল গুণ সকল বিশেষণ উৎসরিত, তাঁহাকে আবার কি বলিয়া মহিমান্বিত করিবে? যিনি সকলের বড়—যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ—তাঁহাকে বড় বলিলে বা শ্রেষ্ঠ বলিলে তাঁহার মহিমা বাড়ান হয় না। সম্রাটকে সম্রাট বলিলে, তাহাতে তাঁহার মহিমা বাড়ে না, অথবা তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। বিশেষতঃ ভগবানের সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য লাভ প্রভৃতি মানুষের যাহা লক্ষ্য, কেবল গুণ-বিশেষণের উচ্চারণে অথবা কেবল মহিমা-কীর্ত্তনে সে লক্ষ্য কখনও সিদ্ধ হয় না। কীর্ত্তনে, স্মরণে, অনুধ্যানে—তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইবার প্রযত্ন আসে। সেই প্রযত্নের সাধনে, সিদ্ধি করতলগত হয়। ইহাই সাধন-ফল-প্রাপ্তির ক্রম-পর্য্যায়!

এ ঋকে সাধারণ-দৃষ্টিতে সাধারণ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইলেও, ইহার নিগূঢ় লক্ষ্য—স্তুতির সম্যক্ প্রসাধন (গিরঃ সম্ ঋঞ্জতে)। প্রসাধন শব্দের অর্থ—সম্পাদন। স্তুতির সম্যক্ সম্পাদন—ইহার তাৎপর্য্য কি? তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা তৎকর্ম্মে কর্ম্মান্বিত হওয়া। বলিতেছি—তুমি সৎ ; আকাঙ্ক্ষা—সাযুজ্য-লাভ। কেবল মুখে ‘সৎ সৎ’ বাক্য উচ্চারণ করিলেই কি সাযুজ্য লাভ হইতে পারে? কখনই না। ‘সৎ সৎ’ বলিতে বলিতে, সদ্বৃত্তির সাধনায় সৎ হইতে হইবে। তবে তো সাযুজ্য-লাভ সম্ভব হইবে। তুমি ন্যায়পর, আমি তোমার স্বরূপ্য পাইতে চাই ; তৎসঙ্কল্প-সাধনে আমাকেও ন্যায়পর হইতে হইবে। ইহাই স্বারূপ্য-লাভের লক্ষ্য। তাহাতে যে যে গুণের আরোপ করি, সেই সেই গুণের অধিকারী হওয়াই স্বারূপ্য-লাভ। ‘স্তুতি সম্যক প্রকারে সম্পাদন করি’ প্রভৃতি বাক্যের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের ভাব আসিতেছে। কেবল

মুখে স্তুতিগান করিয়া নিরস্ত হইলে হইবে না ; কার্য্যে তাহার সাফল্য দেখাইতে হইবে। যাঁহারা সে সাফল্য দেখাইতে পারেন, তাঁহাদেরই বলিবার অধিকার আছে—'হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপনি যেখানেই থাকুন, আমার এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

স্তব স্তুতির লক্ষ্য—যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার সন্তোষ-সাধন। কিন্তু কেবল বাক্যে কি সন্তোষ সাধন সম্ভবপর? মুখে যদি 'প্রভু' 'প্রভু' বলি, আর কার্য্যে যদি অন্যায়াচার করি, প্রভু কি তাহাতে পরিতুষ্ট হন? একটী গল্প আছে। এক উদ্যান-স্বামী, আপনার উদ্যানের কর্ম্মের জন্য দুই জন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুই জনের উপর উদ্যানের দুই দিকের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু উদ্যানের কার্য্যে গিয়া, একজন ভৃত্য শুধুই উদ্যান-স্বামীর গুণ-কীর্ত্তনে রত থাকিত; উদ্যানের কার্য্য বড় একটা দেখিত না; অন্য দিকে, অপর ভৃত্য, প্রভুর আদেশ-পালনে, উদ্যানের বৃক্ষলতাগুলিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই জীবন নিয়োগ করিয়াছিল। ফলে, উদ্যানের একটী দিক্ আগাছায় পরিপূর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল, এবং অপর দিক্ ফল ফুলে শোভা বিস্তার করিয়াছিল। এ অবস্থায়, উদ্যান স্বামী উদ্যান দেখিতে আসিয়া, কোন্ ভৃত্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন? সহজেই বুঝা যায়, যে ভৃত্য তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে, তিনি তাহাকেই পুরস্কৃত করিবেন। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাবই বুঝিতে হইবে। সংসার-রূপ উদ্যানে তিনি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহার উদ্যানের পারিপাট্য-রক্ষার জন্য। উদ্দেশ্যে—আগাছাগুলিকে তুলিয়া ফেলিবে; উদ্যান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে; উদ্যানের আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দিবে; এবং ভাল ভাল ফুলফলের গাছগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ; তাহাতেই তিনি তোমায় পুরস্কৃত করিবেন।

এ ঋকে দুই শ্রেণীর সাধকের দুই ভাব ব্যক্ত দেখি। এই ঋকটিতে সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিস্ফুট, অসাধারণ মানুষের অসাধারণ শক্তি-প্রভাব সেইরূপ পরিদৃশ্যমান্। যাঁহারা সাধারণ পন্থাবলম্বী, তাঁহাদের আহ্বান,—'আমরা আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি

আপনি আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; আপনার অধিষ্ঠানে আমাদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।' কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মমার্গে অগ্রসর, জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা বলিতেছেন,—'আমরা আমাদের কর্ম্ম-প্রভাবে আপনাকে এই যজ্ঞে আনয়ন করিবার প্রার্থী।' আহ্বান উভয়েই করিতেছেন। এক জনের আহ্বান—নৈরাশ্যব্যঞ্জক, অন্যের আহ্বান—আশা-আশ্বাস-পূর্ণ। প্রথম শ্রেণীর সাধক অনুগ্রহ-প্রার্থী—দয়ার ভিখারী। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। সাধনা-প্রভাবে ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনাই তাঁহার কামনা।

যজ্ঞ—অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র আরম্ভ হইতে পারে। মনে করিতে পারি, যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেই ভাবেই ডাকিতেছেন,—'হে সর্ব্বব্যাপিন্। আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।' হৃদয়ে ও যজ্ঞক্ষেত্রে উভয়ত্রই অভাব অনুভূত হইতে পারে। তিনি সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি অনুপস্থিত। তিনি থাকিতে পারেন—অন্তরিক্ষ-লোকে; তিনি থাকিতে পারেন—দ্যুলোকে; তিনি থাকিতে পারেন—আদিত্য-মণ্ডলে; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) যে শূন্য পড়িয়া আছে! সর্ব্বত্র তিনি; কিন্তু আমার এ যজ্ঞক্ষেত্র (হৃদয়) শূন্য কেন? এবম্বিধ অনুভাবনার পরই কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, অবসাদ দূর করিয়া দেয়। এখানে সাধক স্তুতির অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ডাকিবারও সামর্থ্য আসিয়াছে—'যেখানে থাকুন, এই যজ্ঞে আগমন করুন।'

কীর্ত্তনে স্মরণে অনুধ্যানে যে কোনও সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। কীর্ত্তন স্মরণ অনুধ্যানাদির দ্বারা তৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্যম আসে। কীর্ত্তনে স্মরণ হয়—প্রভু আমায় কি জন্য নিয়োগ করিয়াছেন! তাহাতে অনুধ্যান আসে—কেমন করিয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিব! তখন কর্ম্ম আরম্ভ হয়। পরে স্তরে স্তরে কর্ম্মানুসারে আশা-আশ্বাসের সঞ্চারে সমীপস্থ হইবার সামর্থ্য আসে। ঋকের ইহাই আধ্যাত্মিক ভাব বলিয়া মনে করি।) (১ম—৬সূ—৯ঋ)।

* * *

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্ঠং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি।
ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইতঃ। বা। সাতিং। ঈমহে। দিবঃ। বা। পার্থিবাৎ। অধি।
ইন্দ্রং। মহঃ। বা। রজসঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইতঃ' (অস্মাৎ) 'পার্থিবাৎ' (পৃথিবীলোকাৎ) 'বা দিবঃ' (অথবা দ্যুলোকাৎ) 'বা মহঃ' (অথবা মহর্ল্লোকাৎ) 'বা রজসঃ' (অথবা অন্তরিক্ষলোকাৎ) 'ইন্দ্রং' (তমেব পরমৈশ্বর্য্যশালিনং দেবং প্রতি) বয়ং 'অধি' (আধিক্যেন) 'সাতিং' (দানং, যথাভিলষিতং ধনং—কামনাবসানরূপং) 'ঈমহে' (যাচামহে (। হে দেব। ত্বং যত্রৈব অধিতিষ্ঠসি, তস্মাৎ অস্মাকমভীষ্টং সাধয়েতিভাবঃ। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! পৃথিবীতে, দ্যুলোকে, মহর্ল্লোকে বা অন্তরিক্ষলোকে—যেখানেই আপনি অবস্থিতি করুন, আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, আমরা আপনার নিকট অশেষ ধন যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে আমাদের অভিলষিত ধন প্রদান করুন। ভাব এই যে, হে দেব! আপনি যেখানেই অবস্থিতি করুন, সেখান হইতেই আমাদিগের অভীষ্টসাধন করুন। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রং দেবং প্রতি সাতিং ধনদানমধীমহে। আধিক্যেন যাচামহে। কস্মাল্লোকাদিতি তদুচ্যতে ইতোঽস্মাদভিদৃশ্যমানাৎ পার্থিবাৎ পৃথিবীলোকাদ্বা। দিবো বা। দ্যুলোকাদ্বা। মহো মহতঃ প্রৌঢ়াদ্রজসো বা। পক্ষ্যাদীনাং রঞ্জকাদন্তরিকলোকাদ্বা অয়মিন্দ্রো যতঃ কুতশ্চিদানীয়াস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছত্বিত্যর্থঃ। সপ্তদশসু যাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে যামীতি পঠিতং॥

ইতঃ। ইদম্ শব্দাৎ পঞ্চম্যাস্তসিল্ ইদম ইশ্ পা০ ৫.৩।৩। ইতিশ্। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। অত্রোড়িদমিত্যস্যাবকাশঃ। আত্যাং। এতিঃ। পা০ ৬ ১।১৭১। লিতিত্যস্যাবকাশঃ পা০-৬।১।১৯৩। পচনং পাচকঃ। উভাবপি নিত্যৌ। তত্র পরত্বাদ্ বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যমিতি লিতীভীকারস্যোদাত্তত্বং। পশ্চাতসেঃ প্রাগদিশো বিভক্তিঃ পা০ ৫।৩।১। ইতি বিভক্তিসংজ্ঞকত্বাদুড়িদ মিত্যাদিনাঽসর্ব্বনামস্থানবিভক্তেরুচ্যমানমুদাত্তত্বং ভবতি। সকৃদ্গতৌ বিপ্রতিষেধে যদ্বাধিতং তদ্বাধিতমেবেত্যুড়িদমিত্যস্য পুনরপ্রবৃত্তিরেবেতি চেৎ। ন। লক্ষ্যানুরোধেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা ইন্দ্রদেবের নিকট ধনদান, অধিক পরিমাণে যাচ্ঞা করিতেছি। কোন্ লোক হইতে যাচ্ঞা করিতেছি? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীলোক হইতে অথবা দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে কিম্বা মহান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, পক্ষী আদি প্রাণিসমূহের রঞ্জনকারী অন্তরিক্ষ লোক হইতে। অর্থাৎ, এই ইন্দ্রদেব, যে কোনও স্থান হইতে ধন আনয়ন করিয়া আমাদিগকে প্রদান করুন। সপ্তদশ প্রকার যাচ্ঞা কর্ম্মের মধ্যে 'ঈমহে-যামি" এই প্রকার পঠিত হইয়াছে।

'ইতঃ' এই পদটি ইদম্ শব্দে উত্তর পঞ্চমীর একবচন করিয়া "পঞ্চম্যাস্তসিল" এই সূত্রানুসারে তাহার স্থানে তসিল (তস্) আদেশ হইয়াছে এবং "ইদম্ ইশ্ (পা০ ৫।৩।৩) এই সূত্রানুসারে ইদম শব্দের স্থানে ইশ্ হইয়াছে। সেই 'ইশ্'এর শিত্বহেতু সর্ব্ব আদেশ হইয়াছে। এস্থলে "উড়িদং" (পা০ ৬।১।১৭১) এই সূত্রানুসারে 'আভ্যাং এভিঃ' পদের ন্যায় বিভক্তি-স্বরের উদাত্তত্ব অবকাশ (প্রাপ্তি) হইতে পারে এবং "লিতি" (পা০ ৬।১।১৯৩) এই সূত্র দ্বারা "পচনং পচকঃ" পদের ন্যায় পূর্ব্বস্বরের উদাত্তত্ব অবকাশ (প্রাপ্তি) হইতে পারে। উক্ত উভয় বিধিই নিত্য হইলেও 'পরবিধিই বলবান হয়' এই নিয়মানুসারে "লিতি" এই পরবর্ত্তী সূত্রানুসারে ইকার উদাত্ত হওয়া উচিত। পশ্চাৎ 'তসি' প্রত্যয়ের "প্রাগ্দিশো-বিভক্তিঃ" (পা০ ৫।২।১) এই সূত্রানুসারে বিভক্তি সংজ্ঞা হেতু উড়িদং', এই সূত্র দ্বারা সর্ব্বনামস্থান ভিন্ন বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইতে পারে; কিন্তু সমানবলশালী, পরস্পর-বিরোধী উভয় বিধির মধ্যে যে বিধি একবার বাধিত হয়, তাহা বাধিতই থাকে। অতএব "উড়িদং" এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত উদাত্তস্বরের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তিই হয় না। এই প্রকার সন্দেহের সমসমার্থ কথিত হইতেছে—"ন"; তাহা হইতে পারে না। কারণ, "লক্ষের অনুরোধে

পুনঃপ্রসঙ্গবিজ্ঞানং চেতি স্বীকারাৎ। নন্বেবং যতস্তত ইত্যাদাবপি পরেণ নিৎস্বরেণ ব্যাধিতমপি সাবেকা চ ইতি। তসিল উদাত্তত্বং স্যাদিতি চেৎ। ন। যত্তচ্ছব্দয়োঃ সাববর্ণান্তত্বে নগোশ্বন্সাববর্ণ। পা০ ৬।১।১৮২। ইতি নিষেধাৎ। ন চ পুনঃপ্রসঙ্গবিজ্ঞানং চেত্যেতৎ সার্ব্বত্রিকং লক্ষ্যানুরোধেন ক্বচিদেব তদাশ্রয়ণাদিতি। সাতিং। ষণদানে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। পা০ ৬।১।৬৪। ভাবে ক্তিন্। জনসনখনাংসন্ঝলোঃ। পা০ ৬।৪।৪২। ইতি নকারস্যাত্বং। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ। পা০ ৭।২।৯। ইতি নিষেধাদিণ্ ন ভবতি। নিৎস্বরে প্রাপ্ত উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবু তযুতিজ্জৃতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চেতি নিপাতনাদন্তোদাত্তত্বং। ঈমহে। ঈঙ্ গতৌ। শ্নোঽপি বহুলং ছন্দসীতি লুক্। অস্য ধাতোর্ঙিত্বাত্তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ। পা০ ৫।১।১৮৬। ইতি লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর এব শিষ্যতে নচ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। চবাযোগে প্রথমো। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিষেধাৎ উত্তরবাক্যয়োরপি হি বাশব্দযোগাদন্যথা বাক্যাপরিপূর্ত্তেস্তিঙ্ বিভক্তেরবশ্যমধ্যাহারাত্তদপেক্ষয়েবা

তৎপ্রসঙ্গেরও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান হয়” এইরূপ ন্যায় স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া “উড়িদং” এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্বই হইয়াছে। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ‘যতস্ততঃ’ ইত্যাদি স্থলেও, পরবর্ত্তী নিৎস্বরের বাধিত হইলেও “সাবেকাচঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘তসিল্’ এর উদাত্তস্বর হইতে পারে। তদুত্তরে কথিত হইতেছে—‘না’ তাহারও হইতে পারে না; কেন-না, যদ্ শব্দ ও তদ্ শব্দ সাববর্ণান্ত বলিয়া নাগোশ্বনসাববর্ণ (পা০ ৬।১।১৮২) এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বরের নিষেধ আছে। অতএব এস্থলে ‘লক্ষ্যানুরোধে তৎপ্রসঙ্গের বিশেষ জ্ঞানরূপ ন্যায়ের প্রযোজন নাই। যদিও প্রসঙ্গবিজ্ঞান সার্ব্বত্রিক, তথাপি লক্ষ্যের অনুরোধে মাত্র কোনও কোনও স্থলে তাহার আশ্রয় গৃহীত হয়। “সাতিং” এই পদটী দানার্থ ষণু (ষণ্) ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়, “ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ” (পা০ ৬।১।৬৪) এই সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে স-কার আদেশ এবং “জনসনখনাং সন্ঝলোঃ” (পা০ ৬।৪।৪২) এই সূত্র দ্বারা ন-কারের স্থানে আকার আদেশ করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। “তিতুত্রতথসিসুসরকসেষুচ” (পা০ ৭।২।৯) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ বশতঃ ইট্ (ই) আগম হয় নাই। ইহার নিৎস্বর (আদ্যুদাত্তস্বর) প্রাপ্তি হইলেও উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তিতে ‘উতযুতিজৃ নিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ” এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “ঈমহে” এই পদটী, গত্যর্থ্য ঈঙ্ (ঈ) ধাতু উত্তর লট-বিভক্তির উত্তমপুরুষের বহুবচনে “বহুলং ছন্দসি” এই সূত্রানুসারে আগম শ্নু-এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ধাতুর ঙিত্ব-হেতু (ঙ-যার বলিয়া), তাস্যনুদাত্তেন্ ঙিদদুপদেশাৎ (পা০ ৬।১।১৮৬) এই সূত্রানুসারে ধাতুমাত্রসাধারণ লকারের অনুদাত্তস্বর হইলে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “তিঙ্ তিঙঃ” এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর হয় নাই, কারণ “চবাযোগে প্রথমা” (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ আছে। উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যদ্বয়েও ‘বা’ শব্দের যোগ আছে বলিয়া অনুদাত্তস্বর হইল না। অন্যথা (বা শব্দের যোগ না থাকিলে) বাক্য পূর্ণ হয় না; অতএব তিঙ্ বিভক্তির মধ্যাহার করা

প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তিরিতি। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পার্থিবাৎ। প্রথ-প্রখ্যানে। প্রথত ইতি পৃথিবী। প্রথেঃ ষিবন্ সংপ্রসারণং চ। উ০ ১।১৪৯। ইতি ষিবন্ প্রত্যয়ঃ। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ, পা০ ৪.১ ৪১। ইতি ঙীষ্। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। শেষনিঘাতে নানুদাত্তাদিঃ পৃথিবীশব্দঃ। পৃথিব্যা বিকার ইত্যর্থ ওরঞ্ ইত্যনুবৃত্তাবনুদাত্তাদেশ্চ। পা০ ৪৩১৪০। ইত্যঞ্। যস্যেতি চ। পা০ ৬।৪ ১৪৮। ইতীকারলোপঃ। তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ। পা০ ৭২।১১৭। ইত্যাদিবৃদ্ধৌ রূপরত্বং ঞ্নিত্যাদিনিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তঃ। অধি নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইন্দ্রং। রন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। মহঃ। মহত ইত্যস্যাকারতকারয়োর্লোপশ্ছান্দসঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রজসঃ। নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৬সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বাদশো বর্গঃ॥ ১।১।১২॥

* * *

অবশ্যই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহার অপেক্ষাতেই প্রথমা তিঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'দিবঃ' এই পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পার্থিবাৎ" এই পদটাতে, প্রখ্যানার্থ প্রথ্ ধাতু হইতে 'প্রখ্যাত হয়েন' এই অর্থে "প্রথেঃ ষিবন্ সংপ্রসারণং চ" (উ০ ১।১৪৯) এই সূত্রানুসারে ষিবন্ (ইব) প্রত্যয় হইয়াছে। "ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৪'১'৪১) এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় হইয়া পৃথিবী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর বশতঃ 'পৃথিবী' শব্দ অন্তোদাত্ত। শেষস্বর নিঘাত-হেতু আদ্যুদাত্ত। 'পৃথিবীর বিকার' এই অর্থে 'ওরঞ্' এই অনুবৃত্তিতে "অনুদাত্তাদেশ্চ" (পা০ ৪৩।১৪০) এই সূত্র দ্বারা অঞ্ (অ) প্রত্যয় হইয়াছে। "যস্যেতিব" (পা০ ৬ ৪।১৪৮) এই সূত্র দ্বারা ঈ-কারের লোপ এবং "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ" (পা০ ৭২।১,৭) এই সূত্র-দ্বারা আদিভূত ঋ-কারের বৃদ্ধি 'আ' ও 'আ এর পর 'র' হইয়াছে। "ঞ্নিত্যাদিনিত্যং" এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অধি" এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। রন প্রত্যয়ান্ত ইন্দ্র শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত। "মহঃ" এই পদটী, ছান্দস্-প্রযুক্ত 'মহৎ' শব্দের 'অ'কার এবং 'ত'কারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "সাবেকাচঃ" এই সূত্রদ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে "রজসঃ" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৬সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

* * *

দশম (৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ পূর্ব্ব ঋকেরই অনুস্মৃতি মাত্র। পূর্ব্ব ঋকে তাহার আগমন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ ঋকে, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করা হইতেছে। তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, সুতরাং তাঁহার নিকট অশেষ ধনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

সংসারে আবহমানকাল 'দেহি দেহি' রব চলিয়াছে। এ ঋক্ সেই আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। 'আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, আমাদিগকে অশেষ ধন প্রদান করুন';—এই ভাবে যাচ্ঞা করিতে করিতে যাচকের চিত্ত যদি দাতার প্রতি ন্যস্ত হয়—এই উদ্দেশ্যে এবম্বিধ ঋকের পুনঃপুনঃ সমাবেশ দেখিতে পাই। ধন চাহিতে চাহিতে, রূপ চাহিতে চাহিতে, গুণ চাহিতে চাহিতে, মানুষ ধনান্বিত রূপান্বিত ও গুণান্বিত হয়,—দয়াল ভগবানের ইহাই লক্ষ্য। কেন-না, এবম্বিধ যাচ্ঞার ফলে, যাঁহার নিকট ধন চাহিতেছে, যাঁহার নিকট রূপ চাহিতেছে, যাঁহার নিকট গুণ চাহিতেছে, মানুষ তাঁহাকে চিনিতে পারে। তাঁহাকে চিনিতে পারিলে, তিনি কি ধনে ধনী, তিনি কি রূপে রূপবান্, তিনি কি গুণে গুণান্বিত, তাহা বুঝিয়া, সেইরূপ প্রার্থনাতেই প্রবৃত্ত হয়; এবং শেষে সেই ধন, সেই রূপ, সেই গুণ অধিকার করিতে পারে।

ঋকের অন্তর্গত 'সাতিং' শব্দের অর্থ যে 'ধন' বা 'দান', তাহা কিরূপ ধন বা কিরূপ দান, তাহা একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, ঋকের লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 'সাতিং' শব্দ সো-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সো ধাতুর অর্থ—নাশ বা অবসান। সুতরাং 'সাতিং' শব্দে সেই ধনকে বা সেই দানকে বুঝায়—সে ধনকে বা যে দানকে প্রাপ্ত হইলে অন্য ধনের বা অন্য দানের আকাঙ্ক্ষার নাশ বা অবসান হয়। সে হিসাবে, এই ঋকের অর্থ হইতে পারে,—'হে পরম-ধনের অধিকারী! ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে যেন সেই ধন পাই,—যাহাতে আমার সকল ধনের আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়।'

'অধি সাতিং ঈমহে'—বাক্যাংশের অর্থ—'অত্যধিক মাত্রায় অভিলাষানুরূপ ধনের কামনা করিতেছি।' অতিরিক্ত অত্যধিক ধনপ্রাপ্তির পর কামনার নাশ হইবে। সেই কামনা নাশের প্রসঙ্গেই এখানে ঐ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। কামনাই মানুষের পরম শত্রু। ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগ্য আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না। যশে তার তৃপ্তি নাই। মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিদ্যাবন্ত যশস্বন্ত ও লক্ষ্মীবন্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তৃপ্তি; কামনারূপ পরম শত্রুর নাশই—পরমার্থ লাভ। তাই বুঝি, 'রূপং দেহি' 'জয়ং দেহি' 'যশো দেহি' প্রার্থনায় তৃপ্তি হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-বন্দর হইতে শেষ-বাণী বিনিঃসৃত হইল—'দ্বিষো জহি'। অর্থাৎ,—যেন আমি শত্রুনাশ করিতে সমর্থ হই। বলিয়াছি তো—কামনাই মানুষের পরম শত্রু। অতএব, এখানে কামনারূপ শত্রু নাশই চরম প্রার্থনা। যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, সাধক তাঁহার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করেন। ঋকের মর্ম্মার্থ—'সাধারণ মানুষ, পরমৈশ্বর্য্যশালীর সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব-ধনের কামনা করে বটে; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন জন, কামনা-বিসর্জ্জন-রূপ অপার্থিব ধনেরই যাচ্ঞা করে।' ঋকে দুই সম্প্রদায়ের পক্ষে দুই অর্থ বিহিত আছে বলিয়াই বুঝিতে পারি।

যিনি যদ্রূপ অর্থের অধিকারী, (অভিলাষী) ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থই প্রার্থনা করেন। অধিকারী হিসাবে ঋকের বিভিন্ন অর্থ উপলব্ধ হয়। যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন। আবার যিনি পরমার্থ লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১ম—৬সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ত্রয়োদশঃ চতুর্দ্দশশ্চ বর্গঃ।

সপ্তমং সূক্তং।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধেই অধিক সূক্ত, অধিক স্তোত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার বিশেষণের অন্ত নাই; তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তিনি যখন তেজঃরূপে পরিকল্পিত, তখন মরুদ্গণ (বায়ুনিবহ) তাঁহার সহকারী। তিনি যখন মেঘাধিপতি, তখন বাষ্পনিবহ তাঁহার অনুসরণকারী। তিনি যখন বৃত্রহা (শত্রুহন্তা), বজ্র তখন তাঁহার প্রধান অস্ত্র।

সংসারে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বৈষম্য প্রতি পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন; আকৃতির ও প্রকৃতির কি বিষম বৈষম্যই তাহাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। সেই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়,—কি যেন এক অসম্পূর্ণতা সৃষ্টির চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; আর সেই জন্যই যেন, সংসারের প্রতি সামগ্রী পূর্ণতার প্রতি প্রধাবমান রহিয়াছে।

পূর্ণতাই—সাম্যের শেষ সীমা। ক্ষুদ্র বৃহত্ত্বলাভের জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে; বৃহৎ যথাক্রমে বৃহত্তর ও বৃহত্তম পর্য্যায়ে স্থান পাইবার জন্য বিষম সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। যাহার যে অঙ্গ অপরিপুষ্ট, যাহার যে বৃত্তি অপরিস্ফুট, সে তাহার পূরণের বা স্ফূর্ত্তির জন্য সদা সচেষ্ট রহিয়াছে। তৎপক্ষে যখন যে উপাদান প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য উদ্বেগের অবধি নাই।

সেই উদ্বেগ নিবারণের উদ্দেশ্যেই মানুষ আবশ্যকানুরূপ ভগবদ্বিভূতির আশ্রয়প্রার্থী হয়, আর তদনুসারে তাহারা আপন আপন দেবতার আরাধনা করে। যাহার ধন নাই, সে ধনের ভিখারী হয়; যে রূপহীন, সে রূপের প্রার্থনা করে; যে স্বর্গকামী, সে স্বর্গের কামনায় প্রার্থনা জানায়। এই হিসাবে, বুঝা যায়, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির অনুধ্যানে, আপন আপন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া লওয়া হয়।

এইরূপে বিভিন্নরূপগুণোপেত বিভিন্ন দেবতার পূজা করিতে করিতে, সে সকল পূজাই যে একেরই অনুস্মৃতি, শেষে তাহা বোধগম্য হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ ঐন্দ্রসূক্তের অবতারণা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তোত্রে তাঁহার বিভিন্ন শক্তির খ্যাপন,—সেই একই বহু অথবা সেই বহুত্বেই একত্ব—এই ভাবের বিকাশ করিয়া দেয়। এক এক শক্তির বা এক এক গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার অর্চ্চনা করিতে করিতে তাই সকল শক্তির সকল গুণের সকলের আধারভূত বিশ্বপতির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কি ঐন্দ্র-সূক্তের, কি বায়বীয়-সূক্তের, কি আগ্নেয়-সূক্তের অথবা যে কোনও সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন; আর, নিবিষ্টচিত্তে তত্তৎ-সূক্তের লক্ষ্য অনুধাবন করুন; তাহাতে প্রতীত হইবে—যেন কি এক অনুপম অলৌকিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সূত্রে স্তোত্রগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট রহিয়াছে।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সংসার-চক্রে বিষম অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানুষকে বিচরণ করিতে হইতেছে। সেই এক অবস্থার অনন্ত বপ্লব-বিভীষিকায় মানুষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই মধ্যে যখন যে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তখন সেই বিপদ্ত্রাণের জন্য তদনুরূপ শক্তির শরণ লইতে মানুষ বাধ্য হইতেছে। সকল সময়ে স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না সত্য; কিন্তু অংশের অর্চ্চনায় যে বিরাটেরই অর্চ্চনা করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, বিমান-বিহার—বিভিন্ন পথে বিভিন্ন শক্তিতে কার্য্য করে বটে; কিন্তু মূলে যে সকলেই একই শক্তির প্রভাব, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। প্রতি সূক্তে সেই তথ্যই প্রকটিত দেখি।

মার্ত্তণ্ডের খরকরতাপে পৃথিবী দগ্ধীভূত, শস্যক্ষেত্রসমূহ ধূল্যবলুণ্ঠিত; শরণাপন্ন হইলাম—মেঘাধিপতির; ডাকিলাম—হে 'মঘবন্! বারিদানে পৃথ্বীমাতাকে রক্ষা করুন।' পরক্ষণেই যখন আবার ধরণী ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, অন্ধকারে পৃথিবী ঘেরিয়া ফেলিল; তখন ডাকিলাম,—"হে দীপ্তিমান! তুমি একবার উদয় হও; এ মেঘ অপসারণ করিয়া দাও।' একই ইন্দ্রদেবের আরাধনায় যখন এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাবের স্তোত্র দেখিতে পাই, তখনও কি বুঝিতে পারি না—'কে তিনি, কি নামে, কি ভাবে, কখন কি রূপে, সম্বোধিত হইতেছেন!' বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দুর্দ্দৈবের মধ্যে পড়িয়া মানুষ যে বিভিন্ন শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করে; পরন্তু মূলে যে সকল শক্তিই অভিন্ন; এ সকল দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিভাত হয়।

সকল শক্তিই যে মূল শক্তির অংশ, সপ্তম সূক্তের (এই চতুর্থৈন্দ্র সূক্তের) দশটী ঋকে সেই আভাষ একটু স্পষ্টরূপে পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

——০——

চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রমিত্যাদিকং দশর্চং যৎ সূক্তং তৎ সুরূপকৃৎনুমিত্যাদিষু চতুর্থং। ঋষিচ্ছন্দোদেবতা-বিনিয়োগশ্চ পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তূচ্যতে। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে ইন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি সূক্তং। তথাচ পঞ্চমারণ্যকে সূত্রিতং। শিরো গায়ত্রমিন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি। তথা চতুর্ব্বিংশেঽনি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্র ইন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি ষড়হস্তোত্রিয়স্তৃচঃ। চতুর্ব্বিংশে হোতা জনিষ্টেত্যুপক্রম্যায়াহি সুষমাহিত ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ। আ০ ৭।২। সূত্রিতত্বাৎ। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রেঽয়মেবতৃচোঽনুরূপঃ। সূত্রিতং চ। ইন্দ্রায়মদ্বনে সুতমিন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ। আ০ ৬।৭। ইতি। প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

সায়ণাচার্য্যকৃত চতুর্থৈন্দ্রসূক্তানুক্রমণিকার

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রং ইত্যাদি দশটী ঋক্-বিশিষ্ট যে সূক্ত, তাহা "সুরূপকৃৎনুং" ইত্যাদি সূক্তের মধ্যে চতুর্থ সূক্ত। এই 'ইন্দ্রং' ইত্যাদি সূক্তের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। বিশেষ বিনিয়োগ কথিত হইতেছে—মহাব্রতে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্গাথিনঃ" এই সূক্তের বিনিয়োগ করিতে হয়। পঞ্চম আরণ্যকেও ইহা সূত্রিত হইয়াছে—"শিরোগায়ত্রমিন্দ্রমিদ্গাথিন ইতি।" সেইরূপ চতুর্ব্বিংশদিবসে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিকের পাঠ্য শস্ত্রে "ইন্দ্রমিদ্গাথিনঃ" ইত্যাদি ঋকত্রয়াত্মক ষড়হস্তোত্রিয়াখ্য-তৃচের বিনিয়োগ হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও "চতুর্ব্বিংশে হোতা জনিষ্টা" এইরূপ উপক্রম করিয়া "আয়াহি সুষমাহিতঃ" "ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ৭।২)। অতিরাত্রযাগে প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক-শস্ত্রে, এই তৃচটী অনুরূপ পাঠ্যরূপে বিনিযুক্ত হয়। "ইন্দ্রায়মদ্বনেসুতমিন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহৎ"—এইরূপে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে (আ০ ৬।৪)। অতঃপর সেই সূক্তের এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্থ দ্বিতীয়ানুবাকে সপ্তমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। ইৎ। গাথিনঃ। বৃহৎ। ইন্দ্রং। অর্কেভিঃ। অর্কিণঃ॥

ইন্দ্রং। বাণী। অনূষত॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাথিনঃ' (উদ্গাতারঃ, সামগাঃ) 'বৃহৎ' (বৃহতা, মহতা) 'উকৃথেন' (সামমন্ত্রেণ) 'ইন্দ্রং ইৎ' (ইন্দ্রমেব) 'অনূষত' (অনাবিষুঃ, স্তুতবন্তঃ) 'অর্কিণঃ' (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিণো হোতারঃ) 'অর্কেভিঃ' (ঋঙ্মন্ত্রৈঃ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) অনূষত ইতি শেষঃ। 'বাণীঃ' (বাণ্যঃ, যজুর্ম্মন্ত্রৈরধ্বর্য্যব ইতি ভাবঃ) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) অনূষত ইতি শেষঃ। সর্ব্বে অর্চ্চনাকারিণো-ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং অর্চ্চয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ মহৎ সামগানে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ম্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। (ভাব এই যে—অর্চ্চনাকারী সকলেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন)। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

গাথিনো গীয়মানসামযুক্তা উদ্গাতারঃ। ইন্দ্রমিদিন্দ্রমেব বৃহৎ। ত্বামিদ্ধিহবামহে। ঋ বে০ ৪।৭।২৮। ইত্যস্যামৃচি উৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্নানূষত। স্তুতবন্তঃ। অর্কিণোঽর্চ্চনহেতুমন্ত্রোপেতা হোতারোঽর্কেভির্ঋগ্‌রূপৈর্ম্মন্ত্রৈরিন্দ্রমেবানূষত যেত্ববশিষ্টা অধ্বর্য্যবস্তে বাণীর্বাগ্‌ভির্যজূরূপাভিরিন্দ্রমেবানূষত। অর্কশব্দস্য মন্ত্রপরত্বং যাস্কেনোক্তং। অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্তি। নি০ ৫।৫ ইতি। শ্লোক ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্‌নামসু বাণীবাণীতি পঠিতং।

গাথিনঃ। উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্। উ০ ২।৪। ইতি গায়তেস্থন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গাথা এষাং সন্তীতি গাথিনঃ। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা০ ৫।২।১১৬। ইতীনিঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্ত। সচ সতি শিষ্টঃ। বৃহৎ। বৃহতা। তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাংসুলুগিতি লুক্। পৃষদ্‌বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবৎ। উ০ ২।৮১। ইত্যন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। অর্কেভিঃ। অর্চ্চ পূজায়াং॥

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

গীয়মান সামমন্ত্রযুক্ত উদ্গাতৃগণ, (সামবেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) ইন্দ্রদেবকেই, "ত্বামিদ্ধিহবামহে" (ঋঃ বেঃ ৪।৭।২৭) এই ঋকে উৎপন্ন 'বৃহৎ' নামক সামমন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। অর্চ্চনের হেতুভূত মন্ত্রযুক্ত হোতৃগণ (ঋগ্বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণগণ) ঋক্‌স্বরূপ মন্ত্রসমূহ দ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন; এবং অবশিষ্ট যে অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ) তাঁহারা যজুঃস্বরূপ বাক্‌সমূহের দ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তব করিয়াছিলেন। মহাত্মা যাস্ক, অর্ক শব্দের মন্ত্রপরত্ব (অর্ক শব্দের অর্থ—মন্ত্র) স্বকীয় নিরুক্ত গ্রন্থে অভিহিত করিয়াছেন। "অর্ক বলিতে মন্ত্রকে বুঝায়, যেহেতু ইহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকে।" (নি০ ৫।৫)। "শ্লোকঃ" ইত্যাদি সাতান্ন প্রকার ঋক্ নামের মধ্যে "বাণী" "বাণী" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"গাথিনঃ" এই পদটি, "উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্" (উ০ ২।৪) এই সূত্রের দ্বারা গৈ ধাতুর উত্তর থন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'থন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই "গাথা-সমূহ ইহাদের আছে"—এই অর্থে "ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৫।২।১১৬) এই সূত্র দ্বারা ইনি প্রত্যয় করিয়া 'গাথিনঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার ইকারটী প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়া সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বৃহৎ" অর্থাৎ 'বৃহতা—এই পদটী, বৃহৎ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এবং "পৃষদ্‌বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবৎ" (উ০ ২।৮১) এই সূত্রের দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "অর্কেভিস্"

অর্চ্চন্তে এভিরিতার্কা মন্ত্রাঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ। পা০ ৩.৩।১১৮। ইতি ঘঃ। চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা০ ৭।৩.৫২। ইতি কুত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।১০। ইতি ভিস ঐসাদেশো ন ভবতি। অর্কা স্তুতি সাধনভূতা মন্ত্রা এষাং সন্তীত্যর্কিণঃ। বাণীঃ। বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১।২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। দীর্ঘাজ্জসি চ পা০ ৬.১।১০৫। ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্য বা ছন্দসি। পা০ ৬।১।১০৬। ইতি বিকল্পিতত্বাদ্দীর্ঘত্বং। তৃতীয়ার্থে প্রথমা। অনূষত। ণু স্তুতৌ। ণোনঃ। পা০ ৬.১।৬৫। ইতি নত্বং। লুঙি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। ঝস্যাদাদেশঃ। সিচ ইড়ভাব উকারস্য দীর্ঘত্বং চ ছান্দসং। ধাতোঃ কুটাদিত্বাৎ। পা০ ১.৩.১। সিচো ঙিত্বেন। পা০ ১।১।৫। গুণাভাবঃ। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৬১) ঋকের বিশদার্থ।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র নামে কোন্ দেবতার উপাসনা করা হইয়াছে, এই এক ঋকে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়। বুঝিতে পারি—ইন্দ্র-নামে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—সেই অদ্বিতীয় ভগবানেরই আরাধনা হইয়াছে।

ঋকে বলা হইয়াছে,—'সামগায়ী উদ্গাতৃগণ সামমন্ত্রে যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান। ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্র-সমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি! আবার অধ্বর্য্যুগণের যে যজুর্ম্মন্ত্র—সে

এই পদটী, পূজার্থ অর্চ্চ্ ধাতুর উত্তর "অর্চ্চিত হয় ইহার দ্বারা" এই অর্থে "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" (পা০ ৩.৩.১১৮) এই সূত্রদ্বারা ঘ প্রত্যয় হইয়াছে এবং "চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ" (পা০ ৭।৩।৫২) এই সূত্র দ্বারা অর্চ্চ ধাতুর চকারের স্থানে কু (ক) হইয়া "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৭।১।১০) এই সূত্রানুসারে ভিসের স্থানে ঐসাদেশ হইল না। "অর্কাঃ" অর্থাৎ "স্তুতির সাধনভূত মন্ত্রসমূহ ইঁহাদিগের আছে" এই অর্থে "অর্কিণঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বৃষাদীনাঞ্চ" (পা০ ৬।১।২০৩) এই সূত্রানুসারে "বাণীঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং বাণী শব্দের উত্তর জস্ বিভক্তি করিয়া "দীর্ঘাজ্জসিচ" (৬।১।১০৫) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘ নিষেধের, "বা ছন্দসি" (পা০ ৬।১।১০৬) সূত্রানুসারে বিকল্পবিধান আছে বলিয়া দীর্ঘ হইয়াছে; এস্থলে তৃতীয়ার্থে প্রথমা হইয়াছে। "অনূষত" এই পদটীতে স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর "ণোনঃ" (পা০ ৬.১।৬৫) সূত্রানুসারে ণএর স্থানে ন হইয়া এবং ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) লুঙের আত্মনেপদ হইয়া "ঝস্যাদাদেশঃ" (পা০ ৭.১।৫) সূত্রানুসারে সিচ্ হইয়া ছান্দস প্রযুক্ত ইটের অভাব ও উকারের দীর্ঘ হইয়াছে। (পা০ ১।২।১) ধাতুর কূটাদিত্ব, এবং (পা০ ১।২।৫ সিচের ঙিত্ব-হেতু ণুএর উকারের গুণ হয় নাই॥ (১ম—৭সূ—১ঋ)।

* * *

সকল তো তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়! এক কথায়, ত্রয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।'*

এমন যে ইন্দ্রদেব—তাঁহার যে উপাসনা, সে কি সেই জগৎপতির উপাসনা নহে? এই ঋক্ স্পষ্ট করিয়া সেই বাণী বিঘোষিত করিলেন।

নাম দেখিয়া চঞ্চল হও কেন? তিনি সে অনন্ত! তাঁহার যে অনন্ত নাম! ইন্দ্র তাঁহার সেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র।

যেমন তাঁহার নামের অন্ত নাই, তেমনই তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই। অনন্তকর্ম্মা বলিয়াই অনন্ত রূপ-গুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি। যাঁহারা ইন্দ্র নামে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের 'উদ্ভব' বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন); যাঁহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ-কারণ-রূপে ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধ-শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থির-চিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য-সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ। জ্ঞান-দৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তি দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্তি (পঞ্চদশী), যথা,—

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকৈঃ!"

---

* পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঋগ্বেদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ পরবর্ত্তী কালের রচনা। সুতরাং এই ঋকের 'গাথিনঃ', 'অর্কিণঃ' ও 'বাণীঃ' শব্দ দ্বারা 'সাম', 'ঋক' ও 'যজুর' উল্লেখ প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের মতে, সাধারণ ভাবে ঐ তিন শব্দে 'গাথী' 'অর্কী' ও 'বাণী' এই তিন শ্রেণীর উপাসক বা মন্ত্রোচ্চারণকারী অর্থ মাত্র উহা দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ মত সমীচীন নহে। একই বেদ যখন বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়, তখন একের মধ্যে অন্যের উল্লেখ না থাকিবার কোনই হেতু নাই।

পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এতাদৃশ বিরুদ্ধ মত-ভাবের আন্দোলন হয়, তখন যিনি অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে—তাঁহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে—যে বহু মতবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন ; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। ইহাই অধিকার-বাদ। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ যে কঠোর কঠিনভাবে অধিকারী অনধিকারীর স্তর পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল—জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ-দান উদ্দেশ্য মাত্র।

এই দেখুন না কেন,—আমাদের ষড়্‌দর্শন ! সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশ—অনাবিল সুখসাধন ; অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাহার সহিত মিলিত হউক—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয় ; কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম রূপ সমস্ত লোপ পায় ; সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিল, চিত্তনদী সেইরূপ নামরূপ-বিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়।

শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই কহিয়াছেন,—

> "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
> তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নাম রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরৎপর পরমেশ্বরেই লীন হউক।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যে ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকেন ; তিনি এক—তিনি অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। তাঁহাতে ভেদভাব ভ্রান্তিমাত্র। ঋকের ইহাই লক্ষ্য—ঋকের ইহাই শিক্ষা। (১ম—৭সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্ ।)

ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আ বচোযুজা ।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

ইন্দ্রঃ । ইৎ । হর্য্যোঃ । সচা । সংঽমিশ্লঃ । আ ।
বচঃঽযুজা । ইন্দ্রঃ । বজ্রী । হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ, বচসা ভগবদ্বাক্যানুরূপেণ কর্ম্মণা যুজয়োঃ যুক্তয়োঃ শাস্ত্রানুসারিণোঃ কর্ম্মসহযুতয়োঃ) 'হর্য্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপয়োঃ দিব্যকিরণয়োঃ) 'সচা' (সহ) 'ইন্দ্র ইৎ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবো নিশ্চিতমেব) 'আ সম্মিশ্লঃ' (সম্যক্ মিলিতো ভবতীতি শেষঃ); ইন্দ্রঃ (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বজ্রী' (বজ্রযুক্তঃ, বজ্রধারী—কঠোরভাবাপন্নঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্যময়ঃ, স্বর্ণাভরণভূষিতঃ, দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণভূষণভূষিতঃ, করুণাসম্পন্ন ইতি ভাবঃ)। সৎকর্ম্মণা সহ ভগবতঃ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ। ভগবান্ দুর্জ্জনানাং শাসকঃ সজ্জনানাং পালকঃ ইতি ভাবঃ। (১ম—৭সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

ভগবদ্বাক্যানুরূপ (শাস্ত্রানুসারী) কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত (প্রাপ্ত) জ্ঞান-ভক্তিরূপ-দিব্যকিরণ সহ ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিশ্চয় সম্মিলিত হয়েন; তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর; তিনি সুবর্ণের ন্যায় কমনীয় (স্নেহশীল)। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের সহিত ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তিনি দুর্জ্জনের দমনকারী এবং সজ্জনের প্রতিপালক)। (১ম—৭সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্র ইদিন্দ্র এব হর্য্যো'র্হরিনামকয়ো'রশ্বয়োঃ সচা সহ যুগপদাসংমিশ্লঃ সর্ব্বতঃ সম্যঙ্-মিশ্রয়িতা। কীদৃশোর্হর্য্যোঃ। বচোযুজা। ইন্দ্রস্য বচনমাত্রেণ রথে যুজ্যমানয়োঃ সুশিক্ষিতয়োরিত্যর্থঃ। অয়মিন্দ্রো বজ্রী বজ্রযুক্তঃ। হিরণ্যয়ঃ। হিরণ্ময়ঃ সর্ব্বাভরণভূষিত ইত্যর্থঃ॥

হর্য্যোঃ। হরত ইতি হরী। ইন্। নিত্বাদাহ্যুদাত্তঃ। সচা সহেত্যুক্তং। সম্মিশ্লঃ। মিশ্রণং মিশ্রঃ। মিশ্রয়তের্ঘঞ। পাঃ ৩.৩।১৮। সম্যক্ মিশ্রো যস্যাসৌ সংমিশ্রঃ। লত্বং ছান্দসং। সম্যক্ মিশ্রয়িতেত্যর্থঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বচোযুজা। বচসা যুজ্যেতে ইতি বচোযুজৌ। তয়োঃ। ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাকারাদেশঃ। যুজ্ শব্দো ধাতুস্বরেণান্তোদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। বজ্রী। বজ্রমস্যাস্তি। অত ইনিঠনৌ। প্রত্যয়স্বরঃ। হিরণ্যয়ঃ। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানি ছন্দসি। পা০ ৬।৪ ১১৫। ইতি হিরণ্যময়শব্দস্য মকারলোপো নিপাত্যতে। অকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। পূর্ব্বেণানুদাত্তেন সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ॥ (১ম—৭সূ—২ঋ)॥

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবই, হরিনামক অশ্বদ্বয়ের সহিত অর্থাৎ এককালীন সর্ব্বতোভাবে সম্যক্‌রূপে মিশ্রণকর্ত্তা। সেই হরিনামক অশ্বদ্বয় কিরূপ?—"বচোযুজা"—যে হরিনামক অশ্বদ্বয় ইন্দ্রদেবের বচনমাত্রেই রথে যুক্ত হয় অর্থাৎ সুশিক্ষিত। এই ইন্দ্রদেব "বজ্রী" 'অর্থাৎ বজ্রযুক্ত। "হিরণ্যয়"—সুবর্ণময় অর্থাৎ সর্ব্বাভরণে ভূষিত।

"হরণ করে" অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়, এই অর্থে হৃঞ্ (হৃ) ধাতুর অর্থ ইন্ (ই) প্রত্যয় করিয়া হরি, এবং ঐ হরিশব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচন করিয়া "হর্য্যোঃ" এই পদ সম্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। সহ অর্থে "সচা" পদটি অভিহিত হইয়াছে। "সংমিশ্লঃ" পদটীতে মিশ্র শব্দের অর্থ—মিশ্রণ। ণিজন্ত 'মিশ্র' ধাতুর উত্তর (পা০ ৩.৩।১৮) সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া ছান্দসপ্রযুক্ত মিশ্রপদের র-এর স্থানে ল হইয়াছে। সম্যক্‌রূপে মিশ্র হইয়াছে যাহা, সেই সংমিশ্রঃ। অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে মিশ্রণকর্ত্তা। সংশব্দের সহিত মিশ্র শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বচোযুজা" এই পদটী "বাক্যের দ্বারা যুক্ত হয় যাহারা"—এই অর্থে বচোযুজশব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বিবচনে (ওস) করিয়া "সুপাংসুলুক" সূত্রানুসারে সেই ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যুজ্ শব্দটী ধাতুস্বর-প্রযুক্ত অন্তোদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বরহেতু সেই প্রকৃতিস্বরই (উদাত্ত স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "বজ্র ইহার আছে" এই অর্থে "বজ্রী" পদটী, "অত ইনিঠনৌ" সূত্রানুসারে বজ্রশব্দের উত্তর ইন্ (ই) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। "ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বীহিরণ্যয়ানি ছন্দসি" (পা০ ৬।৪ ১৭৫) এই সূত্রানুসারে 'হিরণ্ময়ঃ' শব্দের মকারের লোপ করিয়া "হিরণ্যয়ঃ" পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু ইহার প্রথম অকার উদাত্ত। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তস্বরের সহিত পরবর্ত্তী অকারও উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৭সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয় (৩২) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই ঋকের অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে বড়ই সমস্যা দেখিতে পাই। সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে অর্থ হয়,—'ইন্দ্রেরই বাক্য মাত্রে হরি নামক অশ্বদ্বয় তাঁহার রথে সংযুক্ত হয়। ইন্দ্র বজ্রযুক্ত এবং স্বর্ণাদিনির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত।' পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'বচোযুজা' শব্দ 'বচোযুজয়োঃ' (ষষ্ঠীর দ্বিবচন) হইবে এবং উহা 'হর্য্যোঃ' শব্দের বিশেষণ হেতু উহার অর্থ হইবে—'বচন মাত্রে (ইন্দ্রের) রথে যুক্ত।' বলা বাহুল্য, ঋকে রথবাচক কোনও শব্দ নাই; কিন্তু ঐরূপ অর্থের জন্য একটী 'রথে' শব্দ এখানে টানিয়া আনিতে হইবে। 'আ সম্মিশ্লঃ' শব্দে 'সম্যক্ মিশ্রয়িতা; এবং তদনুসারে 'রথের সহিত অশ্বের মিশ্রণকারী' অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। 'আসম্মিশ্লঃ' শব্দে 'মিশ্রিত হওনের' ভাব-হেতু কেহ আবার ঐ অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'ইন্দ্রদেব, বাক্য মাত্র রথে অশ্ব সংযুক্ত করিয়া সকলের সহিত মিলিত হন।' ঋকের শেষাংশের 'হিরণ্যয়ঃ' (হিরণ্ময়ঃ) শব্দকে কেহ আবার বজ্রের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিয়া ঐ শব্দে 'লৌহ-নির্ম্মিত' অর্থ স্থির করিয়াছেন।

'তাঁহার বচন মাত্রে বা ইঙ্গিত মাত্রে অশ্বদ্বয় সংযুক্ত হয়'—এরূপ উক্তির কি মূল্য আছে, অথবা ঐরূপ উক্তিতে সেই দেবরাজ ইন্দ্রের যে কি গৌরব বৃদ্ধি হয়, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অশ্বের সহিত 'আ সম্মিশ্লঃ' অর্থাৎ 'সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হওনই' বা কি? অশ্বস্বামী তিনি, অশ্বকে যথেচ্ছ চালনা করিতে পারেন; তাহাতে আর তাঁহার পৌরুষই বা কি আছে? সে পৌরুষ-ঘোষণাই যদি ঋকের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদকে নমস্কার করিয়া বেদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য মনে করি। তিনি 'বজ্রধারী' বলিয়া ভয় পাইতে পারি; তিনি সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত—সুতরাং ধনবান্ বলিয়া

তাঁহার চরণলেহনে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি ; কিন্তু তাঁহার বচন মাত্রে তাঁহার রথে অশ্ব সংযুক্ত হয় জানিয়া, কি দিব্য ভাব মনে আসিতে পারে—বুঝিতে পারি না! অসাধারণ পুরুষ হইতে নিঃসৃত বেদ যে এত সাধারণ কথায় পূর্ণ আছে, তাহা মনে করিতেও কষ্ট হয়।

তবে কি? ঋকে তবে কি নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত আছে? 'হরি' শব্দের অর্থ যে 'করণ' 'জ্যোতিঃ', এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দে যে 'জ্ঞান ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ' বুঝায়, তাহাও পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি! এখানে একটী নূতন শব্দ—'বচোযুজা' (বচোযুজয়োঃ)। এ শব্দের অর্থ আমরা মনে করি—'ভগবানের বাক্য বা উপদেশানুরূপ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যুক্ত বা প্রাপ্ত।' এইবার এই অর্থের কি সার্থকতা, তাহা উপলব্ধি করুন। অনেক সময় মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—সত্যজ্ঞান নহে—ভ্রম জ্ঞান। ভক্তিও এইরূপ অনেক সময় অযথা পাত্রে ন্যস্ত হইতে পারে। সুতরাং সকল ভক্তিই ভক্তি-নামে বাচ্য নহে। এ ঋকে তাই বলা হইয়াছে,—'ভগবানের উপদেশানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত (প্রাপ্ত) যে জ্ঞান ভক্তি, তাহারই সহিত শ্রীভগবান সম্যক্-রূপে মিলিত হন।' পক্ষান্তরে বলা হইতেছে,—'তদ্রূপ জ্ঞান-ভক্তির দ্বারাই মানুষ ভগবানে লীন হইতে পারে।' ঋকের এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

তিনি বজ্রধর ও সুবর্ণালঙ্কার-বিভূষিত। তাঁহার এই দুই বিশেষণের বিশেষ সার্থকতা দেখি—দুই শ্রেণীর লোকের পক্ষে। যে-জন কুকর্ম্ম-পরায়ণ, যে জন ভগবানের উপদেশানুরূপ ভগবৎ-প্রীতি-সাধনোদ্দেশে কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহে ; অর্থাৎ, যে পাপী ; তাহার নিকট তিনি বজ্রধর, ভীষণ মূর্ত্তি ; কিন্তু যে জন সৎকর্ম্মপরায়ণ, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—এই ধ্রুবজ্ঞানে যে জন ভগবানের কর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, তাহার নিকট তিনি সুবর্ণালঙ্কার পরিহিত—স্নেহকারুণ্যাদি গুণবিভূষণ-বিভূষিত। দুর্জ্জনের দৃষ্টিতে তাঁহার মূর্ত্তি বিষম বিভীষিকাপ্রদ ; আর, সজ্জন সাধুর নিকট তিনি সদা আনন্দময়।

ঋকের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ। তাঁহার অশ্বযোজিত রথ প্রভৃতি অর্থ—অধিকারী বিশেষের ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি দানের

উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেও, ঋকের নিগূঢ় ভাব তাহা নহে। (১ম—৭সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয় ঋক্।)

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।

বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। দীর্ঘায়। চক্ষসে। আ। সূর্য্যং। রোহয়ৎ। দিবি।

বি। গোভিঃ। অদ্রিং। ঐরয়ৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'দীর্ঘায়' (নিরন্তরায়) 'চক্ষসে' (লোকানাং দর্শনায় সৎজ্ঞান-প্রদানায়) 'দিবি' (দ্যুলোকে, 'স্বর্লোকবাসিনাং সাধূনাং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যং'' (আদিত্যদেবং জ্ঞানময়ং দেবং) 'আরোহয়ৎ' (স্থাপিতবান্) ; জ্ঞানদেবঃ সঃ সূর্য্যঃ 'গোভিঃ' (স্বকীয়রশ্মিভিঃ, জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'অদ্রিং' (পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগৎ) 'বৈ্যরয়ৎ' (বিশেষেণ প্রেরিতবান্, প্রকাশিতং বা জ্ঞানান্বিতং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ) মন্ত্রো বহুভাবদ্যোতকঃ। অস্মাকং ব্যাখ্যায়াং দ্বৌ ভাবৌ প্রকাশেতে। একার্থঃ—ভগবান্ সূর্য্যস্য প্রতিষ্ঠাতা ; অন্যার্থঃ—ভগবান জ্ঞানপ্রদাতা। (১ম—৭সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোক-সকলকে নিরন্তর দর্শনশক্তি-দানের (সদ্‌জ্ঞান-প্রদানের) নিমিত্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেব দ্যুলোকে সূর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন ; অথবা, সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জ্ঞানদেব

সেই সূর্য্য স্বকীয় রশ্মিপ্রভাবে (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা) পর্ব্বত-প্রমুখ সর্ব্বজগতকে বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত (জ্ঞানান্বিত) করিতেছেন। (ব্যাখ্যায় এখানে দুই ভাব প্রকাশমান। ভগবান যে দৃশ্যমান সূর্য্যের বা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, তাহাই এখানে প্রখ্যাত) (১ম—৭সূ—৩ঋ)। *

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রো দীর্ঘায় প্রৌঢ়ায় নিরন্তরায় চক্ষসে দর্শনায় দিবি দ্যুলোকে সূর্য্যমারোহয়ৎ॥ পুরা বৃত্রাসুরেণ জগতি যদাপাতিতং তমস্তন্নিবারণেন প্রাণিনাং দৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থমাদিত্যং দ্যুলোকে স্থাপিতবানিত্যর্থঃ। স চ সূর্য্যো গোভিঃ স্বকীয়রশ্মিভিরদ্রিং পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগদ্ব্যৈরয়ৎ। বিশেষেণ দর্শনার্থং প্রেরিতবান্। প্রকাশিতবানিত্যর্থঃ। অথবা। ইন্দ্র এব গোভির্জলৈর্নিমিত্তভূতৈরদ্রিং মেঘং ব্যৈরয়ৎ। বিশেষেণ প্রেরিতবান্। পঞ্চদশসংখ্যাকেষু রশ্মিনামসু খেদয়ঃ কিরণা গাব ইতি পঠিতং। ত্রিংশৎসংখ্যাকেষু মেঘনামস্বদ্রির্গ্রাবেতি পঠিতং॥

দীর্ঘায়। প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তঃ। চক্ষসে। চক্ষেঃ সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্নিত্যসুন্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, চিরকালে নিরন্তর দর্শনের নিমিত্ত স্বর্গলোকে সূর্য্যদেবকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, পূর্ব্বকালে জগতে বৃত্রাসুর কর্তৃক যে তমঃ আপতিত হইয়াছিল, সেই তমঃ (অন্ধকার) নিবারণের জন্য এবং প্রাণি-সমূহের দৃষ্টিসিদ্ধির নিমিত্ত (ইন্দ্রদেব) সূর্য্যদেবকে আকাশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যদেব স্বীয় রশ্মিসমূহের দ্বারা পর্ব্বত-প্রমুখ সমস্ত জগৎকে বিশেষরূপে দর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিম্বা ইন্দ্রদেবই, জলের নিমিত্ত মেঘকে বিশেষরূপে প্রেরণ করেন॥

পঞ্চদশ প্রকার রশ্মি নামের মধ্যে "খেদয়ঃ" "কিরণাঃ" "গাবঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। ত্রিংশৎসংখ্যা মেঘ নামের মধ্যে "অদ্রিঃ" "গ্রাবা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। প্রাতিপাদিক স্বর হেতু "দীর্ঘায়" পদটী অন্তোদাত্ত হইয়াছে। "চক্ষসে" এই পদটী চক্ষিঙ্ (চক্ষ্) ধাতুর

---

* এ ঋকে 'গোভিঃ' শব্দ দেখিয়া কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এখানেও (৬ষ্ঠ সূক্তের ৫ম ঋকের অর্থের ন্যায়) গোরু চুরির উপাখ্যান উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যকে ইন্দ্রের ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন; এবং ইন্দ্রের নির্দ্দেশে সূর্য্য, পর্ব্বতে উঠিয়া, দূর হইতে চোরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন। সরমা প্রভৃতি গুপ্তচরও সন্ধানে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব ঋকে (৬সূ, ৫ঋ) সায়ণাচার্য্য গোরুচুরি অর্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 'গোভিঃ' শব্দের 'স্বকীয়রশ্মিভিঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ঋক্ সমূহের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে প্রকৃত অর্থ জাগরূক হয়। অথবা, লিপিকর-প্রমাদে বা পরবর্ত্তী কালে প্রথমোক্ত অর্থ যোজিত হইয়া থাকিবে।

বহুলগ্রহণাৎ খ্যাঞাদেশাভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সূর্যাং। সুবতি প্রেরয়তীতি সূর্যাঃ। ষুপ্রেরণে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। রাজসূয়সূর্যেত্যাদিনা। পা০ ৩.১।১১৪। ক্যপ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য রুডাগমশ্চ নিপাত্যতে। ক্যপঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব অবশিষ্যতে। রোহয়ৎ। রুহের্ণ্যন্তাল্লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি। পা০ ৬ ৪।৭৫। ইত্যডাভাবো নিঘাতশ্চ। দিবি। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অদ্রিং। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উ০ ৪ ৬৬। ইতি ক্রিন্ প্রত্যয়ঃ। অদন্তি পশবস্তৃণাদিকমত্রেত্যদ্রিঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঐরয়ৎ। ইর গতৌ ণ্যন্তাল্লঙ্ নিঘাত॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

ইন্দ্রদেব কীদৃশ শক্তিসম্পন্ন, এই ঋকে উপলব্ধি করুন। যে সূর্য্যদেব সংসারের চক্ষুঃস্বরূপ, যে সূর্য্যদেবের প্রভাবে জগৎ প্রকাশিত; সেই সূর্য্যদেবকে প্রাণিগণের দৃষ্টিশক্তি বিকাশের জন্য, ইন্দ্রদেবই দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছেন। ঋকে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। বহুলগ্রহণ প্রযুক্ত চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ (খ্যা) আদেশ হইল না; নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "প্রেরণ করেন" এই অর্থে "সূর্য্য" এই পদটীতে প্রেরণার্থ 'ষূ' ধাতুর 'ষ' কারের স্থানে "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে 'স' হইয়া "রাজসূয়সূর্য্য" (পা০ ৩ ১.১১৪) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্যপ্ (য) প্রত্যয় হইয়াছে। এবং তাহার রুট্ (র) আগম নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্যপ্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ববশতঃ গুণ হইল না ও পিত্ত্ববশতঃ ইহার অনুদাত্তস্বর হইয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "রোহয়ৎ" এই পদটী, ণ্যন্ত রুহ্ ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তির পরস্মৈপদের একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপি" (পা০ ৬ ৪.৭৫) সূত্রানুসারে ইহার অট্ (অ) আগমের অভাব ও নিঘাত স্বর হইয়াছে। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা "দিবি" পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অদ্রিং" পদটী অদ্ ধাতুর উত্তর 'অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্" (উ০ ৪ ৬৬) এই সূত্রানুসারে ক্রিন্ (রি) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; যে স্থলে পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করে, তাহাকে অদ্রি কহে। (ক্রিন্ প্রত্যয়ের) নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঐরয়ৎ" পদটী গত্যর্থ ঈর্ ধাতুর উত্তর নিচ করিয়া লঙ্ বিভক্তির পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। (১ম—৭সূ—৩ঋ)।

* * *

কি বিষম প্রহেলিকা! কি দারুণ সমস্যার বিষয়! সূর্য্যার্ঘ্য-দানের মন্ত্রে সূর্য্যদেব পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সেখানে দেখি,—

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥"

'হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব। তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিষ্ণুর তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তোমাকে প্রণাম করি।'

এখানে আবার দেখিতেছি,—তিনি তো জগতের কর্ত্তা দূরের কথা, তিনি ইন্দ্রদেবের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন।

কেবল কি এই পর্য্যন্ত! ঋগ্বেদই পুনরায় (দ্বিতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ২২ বর্গ দ্রষ্টব্য) ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, সূর্য্য, যম প্রভৃতিকে, 'একই অভিন্ন তিনি—বিভিন্ন নামে পরিচিত আছেন' বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে আবার এ কি সমস্যা!

শ্রুতিতেও (নারায়ণোপনিষদে) এইরূপ দেখি—'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে···ব্রহ্মা নারায়ণঃ।' এই বা কি অর্থ-দ্যোতক?

এই সব লইয়াই মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। এবম্বিধ সমস্যাবর্ত্তে পড়িয়াই মানুষ 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হয়! শাক্ত বলেন—শক্তি হইতে, বৈষ্ণব বলেন—বিষ্ণু হইতে, শৈব বলেন—শিব হইতে, সৌর বলেন—সূর্য্য হইতে, গাণপত্য বলেন—গণপতি হইতে, সৃষ্টি (তিনি ভিন্ন অন্য দেবগণ) সমুদ্ভূত। ইহারই বা কারণ কি? সকলেই কি বিভ্রম-গ্রস্ত? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। বেদবাক্য শ্রুতিবাক্য কদাচ বৃথা-প্রযুক্ত নহে। মহাজনগণও মিথ্যাবাক্য বলেন নাই। সুতরাং এবম্বিধ উক্তির নিশ্চয়ই কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে মনে করিতে হইবে। আর, সেই তাৎপর্য্যানুধাবনপক্ষে প্রযত্নপর হওয়া—এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

প্রথমে একটা স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা এ সন্দেহের নিরসন-পক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে। মনে করুন,—কয়েক জন যাত্রী বিষুবরেখার বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তরমেরু দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিল। কেহ ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করে; কেহ আফ্রিকা মহাদেশ হইতে যাত্রা করে; কেহ মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে যাত্রা করে; কেহ বা আমেরিকা-মহাদেশ

হইতে যাত্রা করে। তাহারা সকলেই যদি সমান গতিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সকলেই একই সময়ে একই কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে; আর, তখন তাহাদের প্রত্যেকেই স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারে যে, তাহাদের প্রত্যেকের অবলম্বিত পন্থাই প্রকৃত পন্থা। এ ক্ষেত্রে. বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পথের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেও, কাহারও পথের কথা মিথ্যা নহে পরন্তু সকলের কথাই সত্য।

এখানেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যিনি ইন্দ্রদেবকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুসরণে অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি তাঁহাতেই সর্ব্বকারণ-কারণ দেখিতে পাইয়াছেন। যিনি নারায়ণকে ধরিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাকে ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি তাঁহারই মধ্যে সকল প্রভাব দৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—কালী দুর্গা সরস্বতী—সকল জ্যোতিঃর মধ্যেই যখন জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম রহিয়াছেন; তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই কেন-না তাঁহার দর্শন ঘটিবে? দূরে আলোকস্তম্ভ আছে; জ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। যেদিক্ হইতেই জ্যোতিঃ-রেখা ধারণ করিয়া অনুসরণ কর না কেন, কেন্দ্রস্থানেই উপস্থিত হইবে। যে জ্যোতিঃ, সেই আলোক; ভিন্নতা আদৌ নাই। প্রদীপের আলোও আলো, বাতীর আলোও আলো। পার্থক্য কোথায় বল? প্রদীপের আলোকেও অগ্নি প্রজ্বালিত করা যায়; আবার বাতীর আলোকেও অগ্নি প্রজ্বালিত করা যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, যিনি যে দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি যে দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার মধ্যেই সকল শক্তির বিকাশ দেখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেই সর্ব্বমূলাধার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদ বা বৈপরীত্য ভাব—এ ক্ষেত্রে আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে ইন্দ্রদেব সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন বলিলেও দোষ থাকে না, আবার সূর্য্যদেব ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন বলিলেও দোষের হয় না। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, এবং ব্রহ্মা হইতে নারায়ণ উৎপন্ন হন,—এবংবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যেরও এ প্রকারে সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ নানা শ্রুতি আছে। বলা হইয়াছে—"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্।" বলা হইয়াছে—"অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষু হ্যবস্থিতম্" বলা হইয়াছে—"নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম।" বলা হইয়াছে—"বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" এ সকল ক্ষেত্রেও তার্কিকগণ নানা বিতর্ক তুলিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ—দার্শনিকগণ সে সকল তর্কের সুমীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ এই দুই লক্ষণে দুইভাবে দুইরূপ শ্রুতিরই উপযোগিতা আছে—প্রতিপন্ন হয়। 'স্বরূপ-লক্ষণ'ও বিশেষণ, 'তটস্থ লক্ষণ'ও বিশেষণ, প্রভেদ এই যে, 'স্বরূপ লক্ষণে' প্রতিবাক্য মাত্রে বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বস্তুপক্ষে বিশেষ কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা হয় না। মূল শব্দে বা বাক্যে যাহা জানা গিয়াছিল, 'স্বরূপ-লক্ষণ' বিশেষণে সেইটুকুমাত্রই জানা যায়। স্বরূপ-লক্ষণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত; যথা,—সৎ, চিৎ আনন্দ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি সৎ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি চিৎ। ব্রহ্ম কেমন? না—তিনি আনন্দ। এই তিন বিশেষণেই সমান জ্ঞান হইল; অর্থাৎ, সাধারণ ভাবে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। ইহাই হইল—স্বরূপ-লক্ষণ-বিশেষণ। এইরূপ 'ঘট' বলিলেও যাহা বুঝি, 'কলস' বলিলেও তাই বুঝি। যে জন 'ঘট' বা 'কলস' দেখে নাই, তাহার পক্ষে দুই বিশেষণই সমান। উহারা পরস্পরই পরস্পরের স্বরূপ-লক্ষণ বিশেষণ। কিন্তু তটস্থ লক্ষণ বিশেষণে বস্তুকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। মনে করুন, বুঝাইতে হইবে—'শূন্য' কাহাকে কহে! যদি বলি—'অবকাশ', 'অভাব'; তাহাতে বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। সেই জন্যই দর্শনকারগণ 'শূন্য' বুঝাইতে তটস্থ লক্ষণে বলিয়াছেন,—'গৃহপ্রাচীরের ভিতর দিকের ও বাহিরের দিকের যে অবকাশ (ফাঁক), তাহাকে শূন্য বলা যায়। এইরূপ, 'কলসের' বা 'ঘটের' তটস্থ-লক্ষণে বলা যাইতে পারে, মৃত্তিকা বা ধাতু নির্ম্মিত (পেট ফাঁপা, মুখ সরু)—যাহাতে জলাদি রক্ষা করা যাইতে পারে। ফলতঃ, যে বিশেষণ দ্বারা বস্তুকে সাধারণ বুদ্ধিতে একটু ভাল ভাবে বুঝা যায়, তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। এই হিসাবেই, 'তিনি কর্ত্তা', 'তিনি বিশ্বের আশ্রয়দাতা' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। 'তিনি সৎ', 'তিনি

চিৎ' প্রভৃতি স্বরূপ লক্ষণে সাধারণ লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না, তাই তাঁহাকে 'কর্ত্তা' 'দাতা' প্রভৃতি-রূপ তটস্থ-লক্ষণে ব্যক্ত করা হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যিনি 'সৎ', যিনি 'চিৎ', তিনি আবার কেমন করিয়া 'কর্ত্তা' 'দাতা' প্রভৃতি-রূপ কর্ম্ম-সম্বন্ধ-যুক্ত হইবেন ? তাহার উত্তর—বেদান্তের সেই বিতর্ক-মূলক সূত্র—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।" * অর্থাৎ, সেই একে—সেই ব্রহ্মে সকলই সম্ভবপর হয়। কর্ত্তাও তিনি, কর্ম্মও তিনি, ভোক্তাও তিনি, ভোজ্যও তিনি। তাঁহাতে কিছুই অসম্ভব নাই। পরন্তু ভক্তের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—

'অসম্ভব সব, তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব।'

অপিচ, এখানে 'মহিম্নস্তোত্রের' সেই অমূল্য-বাণীই মনে পড়ে; মনে পড়ে—সকল পথই অভিন্ন-লক্ষ্য-মূলক ; মনে পড়ে,—

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥'

অর্থাৎ,—'কি ত্রয়ী (বেদ), কি সাংখ্য, কি যোগ, কি পশুপতিমত (পাশুপতশাস্ত্র), কি বৈষ্ণব (বৈষ্ণব-শাস্ত্র) সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনই প্রভেদ নাই ; মানুষের রুচি বিভিন্ন বলিয়াই সরল কুটিল বিভিন্ন পথ কল্পিত হয়। বিভিন্ন পথে গতিশীল নদ নদী যেমন একই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ হে ভগবন্! যে যে-পথেই গমন করুক না কেন, তুমিই মানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান।'

---

* বেদান্ত-দর্শনের এই সূত্রটির ভাষ্য লইয়া শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের সহিত জৈন দার্শনিকগণের বিষম বিতণ্ডা আছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে—'আস্তর' সঙ্গে 'নাস্তি' থাকিতে পারে না ; জৈন দার্শনিকগণের মতে—'অস্তি' মানিলেই 'নাস্তি' মানিতে হইবে। 'পৃথিবীর ইতিহাস' ষষ্ঠ খণ্ডে 'বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিতণ্ডার নিরসন' প্রসঙ্গে আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি—সেই একে পরব্রহ্মে সকলই সম্ভব।' পরন্তু সূত্রের যে অর্থ লইয়া বিতণ্ডা' সেই অর্থই অন্যরূপ দাঁড়াইতেছে। 'পৃথিবীর ইতিহাস', ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯৫—২৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাই সার সিদ্ধান্ত। এই বুঝিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। ঋক্ ইহাই উপদেশ দিতেছেন।

ঋকের মর্ম্মানুসরণে মনোমধ্যে আর এক মহনীয় ভাবের উন্মেষ হইতে পারে। 'ইন্দ্রই সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন', 'সূর্য্য দ্বারাই সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষীভূত হন', 'আলোক সাহায্যেই আলোককে দেখা যায়'—এবম্বিধ উক্তিসমূহ সম-পর্য্যায়ভুক্ত। এখানে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'অগ্নি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলাম'—এতদুক্তি যেমন যুক্তি-যুক্ত; যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিল এবং যে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল—সেই দুই অগ্নিতে যেমন প্রভেদ নাই, তেমনই 'নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং নারায়ণই ব্রহ্মা' এতদুক্তিতেও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। এতাদৃশ দৃষ্টিতে একের দ্বারা অন্যের—ইন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের প্রতিষ্ঠার বিষয়—কেন-না অঙ্গীকার করা যাইবে? তার পর, অর্থান্তরে, একে জড়ত্ব ও অপরে কর্ম্মত্ব আরোপ করিলেও, কর্ম্ম ও কর্ম্মীর সম্বন্ধ রূপ পরস্পরের সম্বন্ধ কদাচ ছিন্ন হইতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সূর্য্যকে জড় জ্যোতিঃপিণ্ড এবং ইন্দ্রকে তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা মনে করিলেই বা হানি কি আছে? পক্ষান্তরে আবার যখন ইন্দ্রকে জড়মেঘখণ্ড এবং সূর্য্যকে তাঁহার পরিচালক বলিয়া মনে করিবে, তাহাতেও কোনও বিরোধ আসিতে পারে না। ফলতঃ, যে ভাবেই দেখিতে চাও, দেখিতে আরম্ভ কর; দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, দৃষ্টিশক্তি অভ্রান্ত হইয়া আসিবে। শিশু আগুন ধরিতে যায়। তাহার দৃষ্টিশক্তি তখন অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। বড় হইলে, সে আর আগুন দেখিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না। তাহার ভূয়োদর্শনের ফল তাহার প্রকৃতির ঐরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করে। কিন্তু সে যদি আগুন আর কখনও না দেখিত, তাহার ভ্রান্তি থাকিয়াই যাইত; বড় হইয়া পরেও হয় তো সে আগুন ধরিতে গিয়া বিপদে পড়িত। সেই জন্যই শাস্ত্রের উপদেশ,—'দেখ, দেখিতে আরম্ভ কর; বুঝ, বুঝিতে আরম্ভ কর; স্তরে স্তরে অগ্রসর হও।'

বৃথা বিতর্কে ফল নাই। স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা কর। সর্ব্বজগৎ-আলোককারী জ্যোতিরশ্মির ন্যায় তিনি হৃদয়ে প্রকাশমান হইবেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৭সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।

উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। বাজেষু। নঃ। অব। সহস্রঽপ্রধনেষু। চ।

উগ্রঃ। উগ্রাভিঃ ঊতিঽভিঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'উগ্রঃ' (শত্রূণাং ভয়ঙ্করঃ, অপ্রধৃষ্যঃ) 'উগ্রাভিঃ' (অপ্রতিহতাভিঃ, অপ্রধৃষ্যাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (তব রক্ষাশক্তিভিঃ) 'বাজেষু' (সংগ্রামেষু) 'সহস্রপ্রধনেষু' (সহস্রাণি প্রধনানি নিধনানি লোকক্ষয়া যেষু তেষু, মহাসংগ্রামেম্বিতি ভাবঃ), 'নঃ' (অস্মান্) 'অব' (রক্ষ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'ইহ সংসারে বিষমরিপুসমরে বয়ং নির্য্যাতনগ্রস্তাঃ ; অমিতপ্রভাবশালিন্ হে দেব! অস্মান্ রক্ষ।' (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অজেয় (শত্রুদিগের ভয়প্রদ) ; সমরে ও মহাসমরে, আপনার অপ্রতিহত রক্ষা-শক্তির দ্বারা, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, ইহসংসারে বিষমরিপুসমরে আমরা নির্য্যাতনগ্রস্ত ; অমিত-প্রভাবশালী হে দেব, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন) ॥ (১ম—৭সূ—৪ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র উগ্রঃ। শত্রুভিরপ্রধৃষ্যস্ত্বমুগ্রাভিরপ্রধৃষ্যাভিরূতিভিরস্মদ্বিষয়রক্ষাভির্বাজেষু যুদ্ধেষু নোঽস্মানব। রক্ষ। তথাসহস্রপ্রধনেষু চ। সহস্রসংখ্যাকগজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষ্বপি রক্ষ।

বাজেষু। বৃষাদীনাং চ। পা০ ৬।১ ২০৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। নোঽব। নসঃ সকারস্য রুত্বোত্বগুণেষু প্রকৃত্যান্তঃপাদমিতি প্রকৃতিভাবো ন ভবতি। অবাপর ইতি নিষেধাৎ। পা০ ৬,১,১১৫। অবরক্ষণে। তিঙ্ ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যদ্যপি সহস্রপ্রধনেষ্ববেত্যধ্যাহৃতাং ক্রিয়ামপেক্ষ্য প্রথমায়াঃ শ্রূয়মাণায়া অবেতিক্রিয়ায়াশ্চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিঘাতনিষেধঃ প্রাপ্তঃ। তথাপি বাজেষ্বিতাত্র চকারস্য লুপ্তত্বাচ্চাদিলোপে বিভাষা। পা০ ৮।১,৬৩। ইতি নিষেধস্য বিকল্পিতত্বাদত্র নিঘাতঃ প্রবর্ত্ততে। সহস্রশব্দঃ কর্দ্দমাদীনাং চ। ফি০ ৮।১।৬৩। ইতি মাধ্যোদাত্তঃ। সহস্রপ্রধনেষু বাজেষু। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উগ্রঃ। উচ্ সমবায়ে। চস্য গঃ। ঋজ্রেন্দ্রেতি রন্। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তঃ। উতিভিঃ। উতিযূতীত্যাদিনাক্তিন্নদাত্তঃ। (১ম—৭সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। শত্রুসমূহ কর্ত্তৃক অপ্রধৃষ্য (অজেয়) আপনি,—অস্মদ্ বিষয়ক অপ্রধৃষ্য (সুদৃঢ়) রক্ষা দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং সহস্রসংখ্যক হস্তি-ঘোটকাদিলাভযুক্ত মহাযুদ্ধ সমূহেও রক্ষা করুন।

"বাজেষু" পদটি বৃষাদানাঞ্চ (পা০ ৬,১।২০৩) সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। "নোঽব" এস্থলে নসের সকারের রুত্ব (বিসর্গ) উত্ব (বিসর্গের স্থানে উকার) এবং গুণ হইয়া "প্রকৃত্যান্তঃপাদং" সূত্রানুসারে প্রকৃতিভাব হইল না; যেহেতু "অবাপরে" এই নিয়মানুসারে নিষেধ আছে। রক্ষণার্থ অব্ ধাতুর উত্তর লোট লকারের পরস্মৈপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে "অব" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। যদিও "সহস্রপ্রধনেষু" পদে "অব" এই অধ্যাহৃত ক্রিয়াপদকে অপেক্ষা করিয়া ("অব" এই ক্রিয়াপদের) শ্রূয়মাণ প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮,১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ প্রাপ্ত হয়; তবুও "বাজেষু" এই পদে চকারের লুপ্তত্ব হেতু "চাদিলোপে বিভাষা" (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রদ্বারা (উক্ত) নিষেধের বিকল্পিতত্ব বশতঃ এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরই প্রবর্ত্তিত হইল। "কর্দ্দমাদীনাঞ্চ" (ফি০ ৩।১০) এই ফিট্ সূত্রানুসারে সহস্রশব্দটি মধ্যোদাত্ত হইয়াছে। "বাজেষু" পদের বিশেষণীভূত "সহস্রপ্রধনেষু" পদটি, বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। সমবায়ার্থ উচ্ ধাতুর চএর স্থানে গ করিয়া এবং "ঋজ্রেন্দ্র" সূত্রানুসারে রন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির একবচনে "উগ্রঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরিবর্ত্তে (নিত্বহেতু আদ্যুদাত্ত স্বরের প্রাপ্তিতে) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উতিভিঃ" পদটিতে "উতিযূতি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

* * *

চতুর্থ (৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও স্বাভাবিক। সায়ণাচার্য্যের অনুসরণে এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'আপনি যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং অশ্বগজাদি লাভযুক্ত মহাযুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এ হিসাবে সাধারণ যুদ্ধ একটা এবং মহাযুদ্ধ একটা—দুইটা যুদ্ধে অমোঘ প্রতাপে রক্ষার ভাব আসে। তদনুসারে 'বাজেষু' পদে 'যুদ্ধেষু' এবং 'সহস্রপ্রধনেষু' পদে 'মহাযুদ্ধেষু' অর্থ উপলব্ধ হয়। অপিচ, সাধারণ, 'সহস্রপ্রধনেষু' পদে 'সহস্রসংখ্যকগজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষু' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার 'সহস্রপ্রধনেষু' পদ 'বাজেষু' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমোক্তকে শেষোক্তের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করাই হউক, আর ঐ দুই শব্দে 'যুদ্ধ' ও 'মহাযুদ্ধ' কল্পনা করিয়া লওয়াই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না—ভাবার্থের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে না, পরন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে, বিশদ অর্থই প্রকটীভূত হয়।

'যুদ্ধ' শব্দে কি অর্থ—কি ভাব উপলব্ধ হয়, প্রথমে তাহা বুঝা উচিত। সংসারে যুদ্ধ বা সংগ্রাম নানারূপে নানাদিকে চলিয়াছে। রাজায় রাজায় লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হয়। ব্যাধি-বিপত্তির সহিত চির-সংগ্রাম বাধিয়াই আছে। আবার অন্তরস্থিত রিপুর সহিত যুদ্ধই বড় কম যুদ্ধ নয়। ফলতঃ যাহা ক্ষয়কর, যাহা অনিষ্ট-সাধক, তাহাই যুদ্ধ।

যুদ্ধ—অন্তরে ও বাহিরে দুইদিকে বাধিয়াছে। বহির্যুদ্ধের তুলনায় অন্তর্যুদ্ধই যে ভীষণ, ঋকের তাহাই লক্ষ্য—বলিতে পারি। বহির্যুদ্ধে পৃথিবীর অল্প প্রাণীই নিহত হয়; কিন্তু অন্তর্যুদ্ধে অতি বড় রথিগণও ধারাশায়ী হন। বহির্জ্জগতে মানুষে মানুষে বা মানুষে-পশুতে যুদ্ধ হয়; মারা পড়ে—মানুষ; মারা পড়ে—পশু; কিন্তু তুলনায় অনেক কম। অন্তর্জ্জগতের যুদ্ধ—পাপের সঙ্গে—প্রলোভনের সঙ্গে—কামনাদির সঙ্গে। সে যুদ্ধের অন্ত নাই। আর, সে যুদ্ধে বিনষ্ট হয় না—এমন প্রাণীই অল্প।

'বাজেষু' ও 'সহস্রপ্রধনেষু চ' পদে—এই জন্যই (ঋকে ভেদসূচক 'চ'-হেতু) যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধ—দুই যুদ্ধের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। ঋকে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে অজেয়! হে শত্রুত্রাসকারী ইন্দ্রদেব! আপনি আপনার দুর্দ্ধর্ষ রক্ষণশক্তি-প্রভাবে আমাদিগকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করুন; আর, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী অন্তঃশত্রুদিগের কবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।' এ প্রার্থনা—মানুষ নিয়তই করিতেছে। এ প্রার্থনা—মানুষের সাধারণ প্রার্থনা।

ঋকে আরও এক ভাব কল্পনা করা হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সে অনুভাবনার অবশ্যই মূল্য আছে। কথিত হয়, পুরাকালে অসুরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিত। দেবরাজ ইন্দ্র প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। যাজ্ঞিক জন-সাধারণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। তিনি যজ্ঞ রক্ষা করেন। তাহা হইতেই এই ঋকের প্রবর্ত্তনা।

সে অর্থ—সে ভাব গ্রহণ করিতে গেলেও, আমরা বলি,—পুরাকালেই বা কেন, চিরকালই অসুরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিতেছে, চিরকালই যাজ্ঞিকগণ দেবরাজের শরণাপন্ন হইতেছেন। ঋক্ সেই নিত্য-সত্য প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। (১ম—৭সূ—৪ঋ)।

—*—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। বয়ং। মহাঽধনে। ইন্দ্রং। অর্ভে। হবামহে।
যুজং। বৃত্রেষু। বজ্রিণং ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহাধনে' (প্রভুতধননিমিত্তং, মহারণে বা) 'অর্ভে' (অর্ভকে, স্বল্পেঽপি স্বল্পধননিমিত্তং, সামান্যসংগ্রামে বা) 'বৃত্রেষু' (অজ্ঞানরূপেষু রিপুষু, পরমধনলাভবিরোধিষু শত্রুষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায়েত্যর্থঃ) 'যুজং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সহকারিণং, যোগ্যং) বজ্রিণং' (বজ্রধারিণং, শত্রুদমনে বজ্রোপেতমিতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'বয়ং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ, শত্রুপীড়িতা জনা) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, যাচামহে) ॥ পূর্ব্বস্যাং ঋচি ভগবতঃ প্রভাবঃ পরিবর্ণিতঃ ; অত্র প্রার্থনাকারিণঃ শত্রুনাশায় তদনুগ্রহং প্রার্থয়ন্তে। (১ম—৭সূ—৫ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বহুধন-লাভে (মহাসংগ্রামে), অল্পধন লাভে (সামান্য সংগ্রামে), অজ্ঞানতারূপ রিপুর (অথবা) আমাদিগের প্রতিবাদী শত্রুর দমন-জন্য, সৎকর্ম্মের সহায় (অথবা যোগ্য) বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা (অথবা) শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত আমরা আহ্বান করি। (পূর্ব্বের ঋকে ভগবানের প্রভাব পরিবর্ণিত হইয়াছে ; এখানে তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে) ॥ (১ম—৭সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়মনুষ্ঠাতারো মহাধনে প্রভুতধননিমিত্তমিন্দ্রং হবামহে। আহ্বয়ামঃ। অর্ভে অর্ভকে স্বল্পেঽপি ধনে নিমিত্তভূতে সতীন্দ্রং হবামহে। কীদৃশমিন্দ্রং। যুজং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা (যজ্ঞের) অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর ধনাকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি। স্বল্প পরিমিত ধনের প্রয়োজন হইলেও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া থাকি। কীদৃশ ইন্দ্রদেবকে ? সহকারি অথবা সমাহিত ইন্দ্রদেবকে (অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠেয়-যজ্ঞ সম্পাদনের হেতুভূত যজ্ঞাঙ্গক দেবতাকে অথবা অস্মদীয় আরব্ধ যজ্ঞের সম্পাদন

সহকারিণং সমাহিতং বা। বৃত্রেষু শত্রুষু 'ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায় বজ্রিণং বজ্রোপেতং।

মহাধনশব্দো যদ্যপি সংগ্রামনামসু পঠিতস্তথাপি মহাধনবচনমত্র সংগ্রাম ইতি বহুব্রীহিত্বে সত্যন্তোদাত্তত্বাসিদ্ধের্নাত্র তদগৃহীতং। মহাধনে মহচ্চ ধনং চেতি সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। অর্ভে। অর্ত্তিগৃভ্যাং ভন। উ০ ৩।১৫০। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হবামহে। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ঞিত্বাৎ কর্ত্রভিপ্রায়ে। পা০ ১।৩।৭২। আত্মনেপদং। লটঃ স্থানে মহিঙ্‌। টিত আত্মনেপদানাং। পা০ ৩।৪।৭৯ ইতি টেরেত্বং কর্ত্তরি শপ্‌। পা০ ৩।১।৬৮। হ্বঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।১।৩২। ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসি। পা০ ৬।১।৩৪। ইতি সংপ্রসারণং। বকারস্যোকারঃ। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। অতো দীর্ঘো যঞি। পা০ ৭।৩।১০১। ইতি দীর্ঘত্বং, তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। যুজং। যুজ্‌ সমাধাবিত্যস্য ক্বিপ্‌। যুজেরসমাসে। পা০ ৭।১।৭১। ইতি নুম্‌ ন ভবতি। স হি যুজেরিতি নির্দ্দেশাদিকাররহিতস্য ন ভবতি।

ও অভীপ্সিত ফল দান বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞকে) এবং "বজ্রিণং" (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের অভীপ্সিত) ধনলাভের বিরোধী (যজ্ঞে বিঘ্নস্বরূপ) শত্রুগণের নিবারণের (তাড়নার) নিমিত্ত বজ্রযুক্তকে (বজ্রধারীকে)।

মহাধন শব্দটি যদিও সংগ্রাম পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে সংগ্রাম অর্থে মহাধন শব্দের পাঠ করিলে বহুব্রীহি সমাসে অন্তস্বরের উদাত্তত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব এস্থলে তাহা (ঐরূপ অর্থ) গৃহীত হইল না। "মহাধনে" এই পদটির মহৎধন এইরূপ (কর্ম্মধারয়) সমাস করিয়া "সমাসস্য" এই সূত্রানুসারে অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "অর্ভে" এই পদটী ঋ ধাতুর উত্তর 'অর্ত্তিগৃভ্যাংভন্‌" (উ০ ৩।১৫০) এই সূত্রানুসারে "ভন্‌" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় নিত্বপ্রযুক্ত ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইল। "হবামহে" এই পদটি স্পর্দ্ধা ও শব্দ অর্থক "হ্বেঞ্" (হ্বে) ধাতুর উত্তর ঞিত্ব হেতু কর্ত্তৃবাচ্যের অভিপ্রায়ে (পা০ ১।৩।৭২।) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদে লটের "মহিঙ্‌" (মহি) এবং "টিত আত্মনেপদানাং" (পা০ ৩,৪.৭।) সূত্রদ্বারা "টী" এর এত্ব (অর্থাৎ মহিঙ্‌ এর ইকার স্থানে একার) ও "কর্ত্তরিশপ্‌" (পা০ ৩।১।৬৮।) এই সূত্রে "শপ্‌" আগম এবং "হ্বঃ সম্প্রসারণং" (পা০ ৬।১।২২।) এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" (পা০ ৬।১।৩৪।) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ (অর্থাৎ "হ্বেঞ্‌" ধাতুর স্থানে হু আদেশ) করিয়া, পর পূর্ব্বত্ব গুণ ও অবাদেশ, এবং "অতোদীর্ঘো যঞি" (পা০ ৭।৩।১০১।) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদে "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত স্বর হইয়াছে। "যুজং" এই পদটি সমাধি-অর্থক যুজ্‌ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "যুজেরসমাসে" (পা০ ৭।১।৭১।) এই অনুশাসন বশতঃ এস্থলে নুম্‌ আগমের সম্ভব নাই। কেন-না, সেই নুম্‌ বিধানটি, "যুজেঃ" এইরূপ ইকার নির্দ্দেশ থাকায় (অর্থাৎ ইকারান্ত "যুজি" ধাতুর উত্তর বিধান থাকায়) ইকার-বিরহিত "যুজ্‌" ধাতুর উত্তর হইতে পারে না।

অনিত্যমাগমশাসনমিতি বা যুজির্যোগ ইত্যস্যাপি নুম্ ন ভবতি। বৃত্রেষু। বৃতু বর্ত্তনে। প্রতিকূলতয়া বর্ত্তন্ত ইতি বৃত্রাণি শত্রুকুলানি। স্ফায়িতঞ্চি। উ০ ২।১৩। ইত্যাদিনা রক্ প্রত্যয়ঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বজ্রিণং। অত ইনিঠনাবিতীন্ প্রত্যয়স্বরঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ত্রয়োদশো বর্গঃ॥ (১অ—১অ—১৩ব)॥

* * *

পঞ্চম (৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সাধারণতঃ দুই ভাবে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রবাদ এই যে, অল্পধনের জন্যই হউক আর অধিক ধনের জন্যই হউক, যাজ্ঞিকগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতেন, বৃত্রাদি অসুরগণ তাঁহাদের যজ্ঞে—সুতরাং ধনলাভে-বিঘ্ন উৎপাদন করিত; এ ঋকে সেই যজ্ঞনাশ জনিত ধনলাভে বিঘ্ন দূর করার জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে। উদ্দেশ্য—শত্রু দমন। সুতরাং 'মহাধন' ও 'অর্ভ' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'অধিক ধন' ও 'অল্প ধন' হউক অথবা 'মহাসংগ্রাম' ও 'সামান্য সংগ্রাম' হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সামান্য সংগ্রাম ও মহাসংগ্রাম বিষয়ে (পূর্ব্ব ঋকে) আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে 'অল্প ধন' ও 'অধিক ধন' শব্দদ্বয় কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত

অথবা (যাবতীয়) "আগমের নিয়ম অনিত্য" এই নিয়মানুসারে যোগার্থক "যুজির" এই ধাতুর উত্তরও নুম্ আগম হইল না। "বৃত্রেষু" এই পদটী, "যাহারা প্রতিকূলভাবে (বিরোধিভাবে) অবস্থান করিতেছে" এই বাক্যে—"বৃত্রাণি" বৃত্রগণ অর্থাৎ শত্রুগণ এই অর্থে—অবস্থানার্থক বৃতু (বৃৎ) ধাতুর উত্তর "স্ফায়িতাঞ্চ" (উ০ ২।১৩) ইত্যাদি সূত্রানুসারে "রক্" (র) প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইস্থলে কিত্ত্ব নিবন্ধন (অর্থাৎ রক্ প্রত্যয়ের 'ক' ইৎ, যায় বলিয়া) গুণের অভাব হইয়াছে। ইহা প্রত্যয়স্বর। "বজ্রিণং" এই পদটি, বজ্র শব্দের উত্তর "অত ইনি ঠনৌ" এই সূত্রানুসারে ইন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ইনের প্রত্যয় স্বর (উদাত্তস্বর) হইল। (১ম—৭—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত। (১অ—১অ—১৩ব।)

* * *

হইয়াছে, অনুধাবন করিয়া দেখিতে পারি। মহাধন বলিতে—মোক্ষ বা মুক্তি অর্থই সঙ্গত হয়। কল্পান্তস্থায়ী হইলেও, পার্থিব সুখভোগ (স্বর্গাদিলাভ পর্য্যন্ত) নিশ্চয়ই অল্পধন ; পরন্তু জন্ম-জরা-মরণ-রূপ গতাগতিই শেষভূত মোক্ষধনই পরমধন। আমরা তাই মনে করি, ঐ দুই ধনের বিষয়ই ঋকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখন, বৃত্র বা শত্রু বা রিপু কাহারা? পুনঃপুনই সে কথা বলিয়াই আসিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ তাপে প্রাণ সন্তপ্ত। সুতরাং ত্রিবিধ শত্রুর উপদ্রবে জীবমাত্রেই উপদ্রুত ; তাহারাই জীবের পরম শত্রু। অন্তরে বাহিরে চারিদিকে তাহারা বিষ-জ্বালা বিস্তার করিয়া আছে। অল্পধন লাভ-পক্ষেও তাহারা অন্তরায়, আবার অধিকধন-প্রাপ্তি পক্ষেও তাহারা প্রতিবাদী। অজ্ঞানতা এবং তৎসঞ্জাত বা তৎসহজাত শত্রুগণ বৃত্রনামে অভিহিত হয়।

যজ্ঞকারীর (সৎকর্ম্মচারীর) সহায় ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বজ্র-কঠোর-হস্তে তাহাদিগকে দমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ;—ইহাই প্রার্থনা, —ইহাই এই ঋকের প্রার্থনার তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৭সূ—৫ঋ)।

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সনো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি

অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। নঃ। বৃষন। অমুং। চরুং। সত্রাঽদাবন্। অপ। বৃধি।
অস্মভ্যং। অপ্রতিঽস্কুতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সত্রাদাবন্' (সত্রে সৎকর্ম্মণি আ সম্যক্ দাবন্ অভীষ্ট-ফলানাং প্রদাপয়িতঃ, সততদানশীল) 'বৃষন্' (বর্ষণকারিন্, প্রার্থনাপরিপূরক হে দেব।) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (অপ্রতিস্খলিতঃ, নেতিপ্রতিশব্দরহিতঃ, যদ্যদস্মাভির্য্যাচ্যতে সর্ব্বং দাস্যসীত্যর্থঃ) 'সঃ' (সর্ব্বাভীষ্টসাধকঃ দেবঃ ত্বমিতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অমুং' (পরিদৃশ্যমানং) 'চরুং' (অজ্ঞানতারূপং শত্রুসহচরং, মেঘং বা) 'অপাবৃধি' (দূরীকুরু, উৎপাটয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'সৎকর্ম্মণি ফলদাতঃ অভীষ্টবর্ষণকারিন্ সকলপ্রার্থনাপরিপূরক হে দেব। অস্মাকং অজ্ঞানতা-সহচরং শত্রুং বিনাশয়।' (১ম—৭সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টফলপ্রদ, প্রার্থনাপরিপূরক (অথবা বৃষ্টিপ্রদ) হে দেব! আপনি আমাদের কোনও প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না; সর্ব্বাভীষ্ট সাধক সেই দেবতা আপনি, পরিদৃশ্যমান ঐ শত্রু সহচরকে দূর করুন (অর্থান্তরে—ঐ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলদান করুন)। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মের ফলদাতা, অভীষ্টবর্ষণকারী, সকল প্রার্থনার পরিপূরক হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা সহচর শত্রুকে বিনাশ করুন)।' (১ম—৭সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সত্রাদাবন্। অস্মদভীষ্টানাং সর্ব্বেষাং ফলানাং সহপ্রদাতঃ। অতো ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্ত্যর্থং হে বৃষন্ বৃষ্টিপ্রদেন্দ্র নোঽস্মদর্থমমুঃ দৃশ্যমানং চরুং মেঘমপাবৃধি। উৎপাটয়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে "সত্রাদাবন্" অর্থাৎ (যাচ্ঞামাত্রেই) আমাদিগের সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত ফল সম্প্রদায়ক। অতএব ধান্যাদি শস্যসম্পত্তির নিষ্পাদনার্থ হে "বৃষন্" অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রদেব আপনি আমাদের জন্য এই পরিদৃশ্যমান "চরুং" অর্থাৎ মেঘসকলকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করুন। আপনি

তথৈবাস্মভ্যমস্মদর্থং অপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দরহিতঃ। যদ্‌যদস্মাভির্যাচ্যতে তত্র সর্ব্বত্র নেতি প্রতিশব্দ নোচ্চারয়তি। অতোঽস্মদ্বিষয়ে কদাচিদপ্যপ্রতিস্খলিতঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ অপ্রতিষ্কুতোঽপ্রতিষ্কৃতোঽপ্রতিস্খলিতোবেতি।

বৃষন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অমুং। প্রতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। চরুং। চরতীতি চরুঃ। ভৃমৃণীতৄচরিৎসরিতনিধনিমিমস্‌জিভ্য উঃ। উ৹ ১।৭ ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। সত্রাদাবন্। সত্রাশব্দঃ সহার্থে। অভিমতফলজাতং সকলং সহ দদাতীতি সত্রাদাবা। অতোমনিন্‌ক্বনিব্‌বনিপশ্চ। পা৹ ৩।২।৭৪। ইতি বনিপ্‌। আমন্ত্রিতস্যচেত্যাছ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। অপা। নিপাতস্যচেতি দীর্ঘঃ। নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। বৃধি। বৃঞ্‌ বরণে। লোটঃ সিপ্‌। তস্য সেহ্যপিচ্চ। পা৹ ৩।৪।৮৭ ইতি হিঃ। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। পা৹ ৩।১।৭৩ তস্য বহুলং ছন্দসীতি লুক্, শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি। পা৹ ৬।৪।১০২। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। তস্য ঙিত্বাৎ পূর্ব্বস্য গুণাভাবঃ। নিঘাতঃ। অস্মভ্যং অস্মচ্ছব্দাত্ত্য-

আমাদিগের নিমিত্ত "অপ্রতিষ্কুতঃ—প্রতিশব্দরহিত" অর্থাৎ আমরা যাহা যাহা (আপনার নিকটে) প্রার্থনা করিয়া থাকি, সেই সেই বিষয়ে "হইবে না—বা পাইবে না" এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রয়োগ করেন নাই ; অতএব আমাদিগের (প্রার্থিত) বিষয়ে কখনও অসম্মত নহেন বা না হউন। এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত করিয়া যাস্ক মুনি বলিয়াছেন,—"অপ্রতিষ্কুতঃ" অর্থাৎ অপ্রতিষ্কৃত অথবা অপ্রতিস্খলিত।

"বৃষন্" এই পদটীতে আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "অমুং" এই পদটির প্রাতিপদিক স্বর হেতুক উহা আন্তোদাত্ত। "অমুং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর হেতুক অন্তোদাত্ত স্বর হইয়াছে। "চরুং" এই পদটি "বিচরণ করে" এই অর্থে চর ধাতুর উত্তর "ভৃমৃণীতৄচরিৎসরিতনিধনিমিমস্‌জিভ্য উঃ" (উ৹ ১।৭) এই স্থত্রানুসারে উ প্রত্যয় দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পাদিত হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বরত্ব প্রযুক্ত ইহা অন্তোদাত্ত। সত্রাশব্দ সহার্থে পঠিত হইয়াছে। (যিনি) "অভিমত-ফল সকল সহ (অর্থাৎ প্রার্থনামাত্রেই) দান করেন" এই অর্থে, সত্রা শব্দের উত্তর "অতো মনিন্‌ক্বনিব্বনিপশ্চ" (পা৹ ৩।২।৭৪) এই স্থত্রানুসারে "বনিপ্‌" (বন্) প্রত্যয় করিয়া "সত্রাদাবা" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে "আমন্ত্রিতস্যচ" এই স্থত্রানুসারে স্বরের উদাত্তত্ব স্থির হইল। পাদাদিত্ব নিবন্ধন নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইল না। "অপা" এই পদটির নিপাতস্যচ" এই স্থত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। ইহার নিপাতস্বরবশতঃ আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। বরণার্থ বৃঞ্‌ (বৃ) ধাতুর লোটের সিপ্‌ (সি) আদেশ এবং "সেহ্যপিচ্চ" (পা৹ ৩।৪।৮৭) এই স্থত্রানুসারে "সি" এর স্থানে হি "স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ" (পা৹ ৩।১।৭৩) স্থত্রে শ্নু (নু), "বহুলং ছন্দসি" এই স্থত্র দ্বারা শ্নু এর লোপ, এবং "শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" (পা৹ ৬।৪।১০২) এই স্থত্রদ্বারা উক্ত 'হি' এর স্থানে ধি-আদেশ করিয়া এবং তাহার ঙিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বের গুণের অভাব হওয়ায় "বৃধি" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাত স্বর। "অস্মভ্যং" এই পদটি অস্মদ্ পদের উত্তর (চতুর্থীর বহুবচনের)

সোভ্যং। পা০ ৭।১।৩০। ইতি ভ্যমাদেশঃ। শেষেলোপঃ। পা০ ৭।২।৯০। ইতি দকারলোপঃ। বহুবচনে ঝল্যেৎ। পা০ ৭।৩।১০৩। ইত্যেত্বং ন ভবতি অঙ্গবৃত্তেপুনর্বৃত্তাববিধিনিষ্ঠিতস্যেত্যুক্তং মঃ ভাঃ ৭।১।৩০। প্রাতিপদিকস্বরেণ স্মেত্যকার উদাত্তঃ। ভ্যসোঽভ্যমিতি অভ্যমাদেশপক্ষে লোপ ইতি মপর্য্যন্তশেষস্যাস্মদশব্দস্য লোপঃ। তদোদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাভ্যমাদেরকারস্যোদাত্তত্বং। পা০ ৬।১।১৬১। অপ্রতিষ্কুতঃ। কেনচিদপ্রতিশব্দিতঃ। কুঙ্‌ শব্দে। নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্ত প্রত্যয়ঃ। প্রতেঃ প্রাক্‌প্রয়োগঃ। পারস্করাদেরাকৃতিগণত্বাৎ সুড়াগমঃ। পা০ ৬।১।১৫৭। সুষামাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ষত্বং। পা০ ৮।৩।৯৮ নঞ্‌ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৬।

* * *

ষষ্ঠ (৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে, মেঘ-পক্ষে অসুর-পক্ষে এবং আমাদের অজ্ঞানতা-প্রসূত অসদ্বৃত্তি-সমূহ সম্বন্ধে, ত্রিবিধ ভাব ব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন ভাবে এই ঋকের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মরুক্ষেত্রের অধিবাসী—যাঁহারা বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল—তাঁহাদের পক্ষের অর্থ,—'হে যজ্ঞফলদাতা বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের

"ভ্যস্" এর স্থানে "ভ্যসোভ্যং" (পা০ ৭।১৩০) এই সূত্র দ্বারা ভ্যং আদেশ এবং "শেষে লোপঃ" (পা০ ৭।২।৯০) এই সূত্রে (অস্মদ্ এর) দকারের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে "অঙ্গবৃত্তেপুনর্বৃত্তাববিধির্নিষ্ঠিতস্য" (মঃ ভাঃ ৭।১।৩০) এই নিয়ম বশতঃ "বহুবচনে ঝল্যেৎ" (পা০ ৭।৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত এত্ব (অর্থাৎ 'স্ম'এর অকার স্থানে একার) হইতে পারিল না। প্রাতিপদিক স্বর বলিয়া 'স্ম'এর অকারটি উদাত্ত হইল। "ভ্যসোঽভ্যং" এই নিয়মে "ভ্যস্"এর স্থানে 'অভ্যং' আদেশ পক্ষে "শেষেলোপঃ" এই সূত্রানুসারে অস্মদ্ শব্দের ম-কার হইতে শেষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ "মদ্" এই পর্য্যন্ত) লোপ হইলে পাণিনির (পা০ ৬।১।১৬১) নিয়মানুসারে উদাত্ত নিবৃত্তি স্বর-হেতুক অভ্যম্-এর আদি অকারের উদাত্তত্ব হইবে। "অপ্রতিষ্কুতঃ" এই পদটিতে, (যিনি) 'কাহারও দ্বারা প্রতিশব্দিত নহেন' এই অর্থে শব্দার্থক কুঙ্‌ ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" এই সূত্রে কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়া, 'প্রতি' 'উপসর্গের' পূর্ব্বে প্রয়োগ হইয়াছে। পাণিনির (পা০ ৬।১।১৫৭) সূত্র পারস্করাদির আকৃতিগণত্ব প্রযুক্ত ("প্রতি"র পরে) সুট্ (স্) আগম ও (পা০ ৮।৩।৯৮) অপর সূত্রে সুষমাদির আকৃতিগণত্ব প্রযুক্ত ষত্ব হইয়া নঞ্‌ সমাসে অব্যয়-পূর্ব্বপদের স্বরটী প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। (১ম—৭সূ—৬ঋ)॥

* * *

কোনও প্রার্থনায় কখনও 'না' বলেন নাই; এক্ষণে, আমাদিগকে জল-দানের জন্য, দূরে দৃশ্যমান ঐ মেঘখণ্ডকে বিদীর্ণ করুন; সুবর্ষণের ফলে ধরণী শস্যশালিনী হউক, আমরা প্রচুর ধনলাভ করি।' সাধারণ মানুষ এরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকে।

অপর অর্থ—বৃত্রাসুরাদি কর্তৃক যজ্ঞনাশ-সূচক ও স্বর্গমর্ত্ত্য অধিকার মূলক আখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতে—বৃত্রের গুপ্তচরগণ প্রতি-নিয়ত অকাশ-পথে বিচরণ করিতেছে; কোন্ সময় কখন অসুরগণ আসিয়া আক্রমণ করিবে—তাহারই বিভীষিকায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়াছে। সেই অবস্থায় তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে,—'হে দেব! আমরা অসুরগণের অত্যাচারের ভয়ে বড়ই ভীত হইয়াছি। আপনি তাহাদের গুপ্তচরদিগকে সত্বর দূরীভূত করুন।'

অন্য অর্থ—আধ্যাত্মিক ভাবমূলক। কিবা মেঘ বিদারণ, কিবা গুপ্ত-চর-বিতাড়ন—সেখানে উভয় অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আমরা সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

হৃদয়, মরুক্ষেত্রবৎ উষর অনুর্ব্বর পড়িয়া আছে,—কুকর্ম্মের খরকর-তাপে, পাপের অনলবর্ষী শিখায়, অহরহঃ জ্বলিয়া পুড়িয়া জর্জ্জরিত হইতেছে। দূরে ক্বচিৎ-দৃশ্যমান সৎকর্ম্মনিবহের খণ্ডমেঘ-সমূহ সজ্জিত হয় বটে; কিন্তু বর্ষণ ঘটে না; অপকর্ম্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সে মেঘ উড়িয়া যায়। সেই অবস্থায়, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে করুণাবর্ষী ইন্দ্রদেব! মেঘ বিদারণ করুন। একবার বারিবর্ষণ হউক। প্রাণ জ্বলিয়া গেল। এ মরুভূমি একটু শান্তি লাভ করুক। তোমার করুণা ভিন্ন পাপ-তাপ দূর হইবার নহে। তুমি করুণার আধার। করুণায় রক্ষা কর।' অদূরের অত্যাচার হইতে রক্ষা বিষয়েও এই ভাবই আসিতে পারে।

হৃদয়ের মধ্যে অহরহঃ দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়াছে। সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংগ্রামই—সেখানে দেবাসুরের সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে সংগ্রামে অসুর-পক্ষের গুপ্তচর—কামনা (প্রলোভন)। কামনাই পাপবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে। গুপ্তচর যেমন প্রতিপক্ষের সন্ধি-স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান দিয়া আপন পক্ষকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি করে, কামনাও সেইরূপ সদ্বৃত্তিকে হীনবল বুঝিয়া অসদ্বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া

থাকে। আর, তাহারই ফলে মানুষকে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঋকে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে পরম কারুণিক! আমার হৃদয়ে শত্রুর গুপ্তচর-রূপ কামনা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার কুপরামর্শে শত্রু আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইতেছে। আপনি কৃপা-পুরঃসর তাহাকে দূরীভূত করুন। কামনা (প্রলোভন) দূর হইলে, আমার শত্রু-ভয় দূর হইবে,—আমি শান্তিলাভ করিব।' অন্য অর্থ,—'অজ্ঞানতাসহচর রিপুগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে সংহার করুন।' ঋকের এবম্বিধ একই ভাবমূলক বিবিধ সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। (১ম—৭সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তুঞ্জেঽতুঞ্জে। যে। উৎঽতরে। স্তোমাঃ। ইন্দ্রস্য। বজ্রিণঃ।
ন। বিন্ধে। অস্য। সুঽস্তুতিং॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুঞ্জে তুঞ্জে' (স্তরে স্তরে, পুঞ্জে পুঞ্জে, অভীষ্ট ফলদাতরি দেবানাং বিষয়ে) 'উত্তরে' (উৎকৃষ্টাঃ) 'যে স্তোমাঃ' (স্তুতিমন্ত্রাঃ, সর্ব্বস্মিন্ ফলদাতরি দেবে তত্তৎসম্বন্ধীনি উত্তরোত্তরমুৎকৃষ্টানি যানি স্তোত্রাণি সন্তি ইতি ভাবঃ) তৈঃ স্তোমৈঃ 'বজ্রিণঃ' (বজ্রধারিণঃ, শত্রুদমনত্বাদ

বহূপকারিণঃ) 'অস্য ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'সুষ্টুতিং' (যোগ্যাং, শোভনাং স্তুতিং) 'বিন্ধে' (ন লভে)। ভগবতঃ মহিমানং স্তোত্রৈঃ ন প্রকাশয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৭সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তরে স্তরে অভীষ্টফলদাতা বিভিন্ন দেবতা-বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যত স্তুতি আছে, সেই সকল স্তোত্র বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্যক্ মহিমা কীর্ত্তন (সুস্তুতি) করা হয় না! স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রকাশ করা যায় না;—ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৭সূ—৭ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি দেবান্তরে যে স্তোমাঃ স্তোত্রবিশেষা উত্তর উৎকৃষ্টাঃ সন্তি, তৈঃ স্তোমৈঃ সর্ব্বৈরপি, বজ্রিনো বজ্রযুক্তস্যেন্দ্রস্য সুষ্টুতিংযোগ্যাং শোভনস্তুতিং ন বিন্ধে। ন বিন্দামি। ইন্দ্রস্যাত্যন্তগুণবাহুল্যেন দেবান্তরেস্বুত্তমত্বেন প্রসিদ্ধান্যপি স্তোত্রাণি ন পর্য্যাপ্তানীত্যর্থঃ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। তুঞ্জস্তুঞ্জতের্দানকর্ম্মণঃ। দানে দানে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণো নাস্য তৈর্বিন্দামি সমাপ্তিং স্তুতেঃ। নি০ ৬।১৮। ইতি ॥

তুঞ্জে তুঞ্জে। তুঞ্জতির্দানকর্ম্মেত্যুক্তং। ততঃ কর্ত্তরি পচাদ্যচ্। পা০ ৩।১।১৩৪। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং নিত্যবীপ্সয়োঃ। পা০ ৮।১।৪। ইতি দ্বির্ভাবঃ। তস্যপরমাম্রেড়িতং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই সেই বিশিষ্টফলদায়ক অন্যান্য দেবতা-সমূহে যে সমুদয় "স্তোমাঃ" অর্থাৎ স্তোত্রবিশেষ (অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের স্তোত্র বা স্তুতি) উৎকৃষ্ট (বলিয়া) উল্লিখিত আছে, সেই সমুদয় স্তোত্র দ্বারা বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের যথোপযুক্ত উত্তম স্তব লাভ করিতে পারি না। অর্থাৎ, অন্যান্য দেবতার অপেক্ষা ইন্দ্রদেবের গুণাধিক্যবশতঃ ঐ সকল স্তোত্র, দেবতান্তরে প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই ঋকের যাস্ক মুনি এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, দানক্রিয়াবাচক তুজি ধাতু হইতে তুঞ্জ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। (অতএব) প্রত্যেক দানে (অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান কালে) যে সকল "উত্তর" (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) স্তোত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকলের দ্বারা এই বজ্রধারী ইন্দ্রদেবের স্বরূপ ব্যাখ্যার সমাপ্তিলাভ করিতে পারি না। (নি০ ৬।১৮) ইতি।

"তুঞ্জে তুঞ্জে" এই পদটি দানার্থক তুঞ্জতি (অর্থাৎ তুজি ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'তুজি' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে "পচাদ্যচ্" (পা০ ৩.১।১৩৪) এই সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় করিয়া "তুঞ্জ" এই পদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার উত্তর সপ্তমীর একবচনে "তুঞ্জে" এই পদ সিদ্ধ করিয়া "নিত্যবীপ্সয়োঃ"

পা০ ৮।১।২। ইতি দ্বিতীয়স্যাম্রেড়িতসংজ্ঞা। অনুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং। দাতরি দাতরীত্যর্থঃ। নিরুক্তে তু দানে দানে ইত্যর্থতো ব্যাখ্যানং। উত্তরে। তৄপ্লবনতরণয়োঃ। ভাবে ঋদোরপ্। পা০ ৩।৩।৫৭। উচ্ছব্দ উৎকৃষ্টবচনঃ উৎকৃষ্টস্তরো যস্যেতি- বহুব্রীহিঃ। উচ্ছব্দ নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স্তোমাঃ অর্ত্তিস্তুসু। উ০ ১।১।৩৮ ইত্যাদিনা স্তোমশব্দো মনন্তো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিন্ধে বিদ্‌লৃলাভে। লট্। স্বরিতেত্ত্বাদাত্মনেপদং। উত্তমৈকবচনমিট্। পা০ ৩।৪।৭৮। তুদাদিভ্যঃ শঃ। পা০ ৩।১।৭৭। শেমুচাদীনামিতিনুম্। দকারস্য ব্যত্যয়েন ধকারঃ।

অস্য। প্রকৃতস্যেন্দ্রস্য পরামর্শাদান্বাদেশ ইদমোঽশ্ (পা০ ২।৪।৩২। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশোঽনুদাত্তঃ। সুষ্টুতিং। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। পা০ ৬।১।৬৪। ইতি সত্বং স্ত্রিয়াং ক্তিন্।

(পা০ ৮।১।৪) সূত্রানুসারে ঐ "তুঞ্জে" পদের দ্বিরুক্তি হওয়ায় "তুঞ্জে তুঞ্জে" এই পদটি নিষ্পাদিত হইয়াছে। এ স্থলে "চিতঃ" এই অনুশাসনবশতঃ প্রথম নিষ্পন্ন "তুঞ্জে" এই পদের অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে এবং দ্বিরুক্তের "তুঞ্জে" পদের "পরমাম্রেড়িতং" (পা০ ৮।১।২) এই নিয়মানুসারে আম্রেড়িত সংজ্ঞা ও "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) এই সূত্রদ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। সুতরাং "তুঞ্জে তুঞ্জে" অর্থে প্রত্যেক দানবর্ত্তাকে বুঝায়। কিন্তু নিরুক্তকার "প্রত্যেক দানে" এইরূপ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "উত্তরে" এই পদটি প্লবন ও তরণ অর্থ বিশিষ্ট "তৄ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে "ঋদোরপ্" (পা০ ৩।৩।৫৭) এই সূত্রানুসারে অপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'তর' শব্দটি সিদ্ধ হয়। উৎকৃষ্টবাচক উৎ শব্দের সহিত, 'যাঁহার তর (অবস্থা) উৎকৃষ্ট'—এই বাক্যে বহুব্রীহিসমাস হইয়াছে; এবং "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" এই সূত্রদ্বারা উৎশব্দের আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের স্বর প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "স্তোমাঃ"—"অর্ত্তিস্তুসু" ইত্যাদি (উ০ ১।১৩৮) সূত্রানুসারে "স্তু" ধাতুর উত্তর মন (ম) প্রত্যয় করিয়া স্তোম শব্দ হইয়াছে এবং ঐ স্তোম-শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচন করিয়া 'স্তোমাঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থলে মন প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতুক (অর্থাৎ ন থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "বিন্ধে"—এখানে লাভ-অর্থক "বিদ্‌ল" (বিদ্) ধাতুর উত্তর, স্বরিতেত্ত্ব-প্রযুক্ত (অর্থাৎ ইহার ঋফলা থাকে না বলিয়া) পাণিনির (পা০ ৩।৪।৭৮) সূত্রদ্বারা আত্মনেপদের বিধান হইয়াছে। লটের আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের একবচনে ইট্ (ই) করিয়া এবং "তুদাদিভ্যঃ শঃ" (পা০ ৩।১।৭৭) এই সূত্রানুসারে শ (অ) আগম ও "শেমুচাদীনাং" (পা০ ৭।১।৫৯) সূত্রানুসারে নু (ন) আগম করিয়া এবং বিকল্পে (বিদ্ ধাতুর) দকারের স্থানে ধকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

"অস্য" এই পদটি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; এই হেতু ইদম্ শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচনে "ইদমোঽশ্" (পা০ ২।৪।৩২) সূত্রদ্বারা অন্বাদেশ অর্থাৎ ইদম্ শব্দের স্থানে অশ্ (অ) আদেশ হয়। উহার ষষ্ঠীর একবচন স্থানে 'স্য' করিয়া 'অস্য' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে শিত্ত্ব নিবন্ধন সকল আদেশ (স্বরই) অনুদাত্ত হইয়াছে। "সুষ্টুতিং" এই পদটি স্তুতি-অর্থক "ষ্টুঞ্" (স্তু) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধাতুর উত্তরে "স্ত্রিয়াং ক্তিন্" (পা০ ৩।৩।৯৫) সূত্রদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া এবং "ধাত্বাদেঃষঃসঃ" (পা০ ৬।১।৬৪) সূত্রানুসারে

পা০ ৩।৩,৯৪। ইতি ভাবে ক্তিন্ স্বিত্যুদাত্তেনোপসর্গেণ প্রাদিসমাসঃ। উপসর্গাৎ সুনোতি। পা০ ৮ ৩।৬৫। ইত্যাদিনা ষত্বং। অত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন সোঃ প্রাপ্তমুদাত্তত্বং বাধিত্বা গতিকারকোপপদাৎকৃৎ। পা০ ৬ ২।১৩৯। ইত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন ধাতোরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে তদপবাদত্বে তাদৌচনিতিকৃত্যতৌ। পা০ ৬।২।৫০। ইত্যনন্তরস্য গতিসংজ্ঞকস্য সোরেবোদাত্তত্বেন ভবিতব্যং। তৎ তুমন্‌ক্তিন্‌ব্যাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদিক্রীতঃ। পা০ ৬ ২।১৫১ ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তেন বাধ্যতে। তথাচ সুহবাং সুষ্টুতী হুবে ঋ০ বে০ ২,৭।১৫। বৃষ্ণে চাদস্ব সুষ্টুতিং ঋ০ বে০ ৬।৪।২৫ যাস্তেরাকেসুমতয়ঃ ঋ০ বে০ ৭,২।১৫ ইত্যাদাবন্তোদাত্তত্বমিত্যাহুঃ। যথাতু মন্‌ক্তিন্নিত্যাদৌ বৃত্তাবুক্তং তথৈব তন্নঘটত ইতি লক্ষ্যতে। তত্র হি কারকাদ্দত্তশ্রুতয়োরেবাশিষি। পা০ ৬।২।১৪৮। ইত্যতঃ কারকাদিত্যনুবর্ত্তেঃ। পাণিনিকৃতিরিত্যাদাবেব মনক্তিন্নিত্যাদিসূত্রমিত্যুক্তম্। কারকাদিত্যেব প্রকৃতি প্রহ্বতিরিতি প্রত্যুদাহৃতং স্যাদেত। স্তূয়তেঽনয়েতি স্তুতিরিতি ক্তিনা করণভূতর্গভিধীয়তে। সুশব্দেন চ করণমেব বিশিষ্যতে ন ধাত্বর্থঃ। তথাচ সুষ্টুতিরিতার্থ সুশব্দঃ কারকপরএব ভবিষ্যতি। প্রকৃতিঃ প্রহ্বতিরিত্যাদৌ

‘ষ্টুঞ্’ ধাতুর আদিস্থিত ‘ষ’ স্থানে “স” করিয়া, ‘স্তুতি’ পদ নিষ্পন্ন হয়। উদাত্তস্বর বিশিষ্ট “সু” এই উপসর্গের সহিত উক্ত ‘স্তুতি’ পদের প্রাদি সমাস ও “উপসর্গাৎ সুনোতি” ইত্যাদি (পা০ ৮।৩।৬৫) সূত্রানুসারে ষত্ব (অর্থাৎ উক্ত স্তুতির “স” স্থানে “ষ”) করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে ‘সুষ্টুতিং’ নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই স্থলে “অব্যয় পূর্ব্বপদ হইলে (অর্থাৎ পদের পূর্ব্বাংশে যদি অব্যয় থাকে তবে) তাহাব স্বর প্রকৃতিস্বর (অর্থাৎ উদাত্ত হয়)”—এই বিধানানুসারে “সু” এই উপসর্গের স্বরটির অবশ্যম্ভাবী উদাত্তের বিধান নিবারিত হয়, এই হেতু “গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ” (পা০ ৬।২।১৩৯) এই সূত্রানুসারে ধাতুস্বরটি উদাত্ত হইতে পারিত; এবং “তাদৌ চ নিতিকৃত্যতৌ” (পা০ ৬।২।৫০) এই সূত্রানুসারেও অনন্তবর্ত্তী “সু” উপসর্গের গতিসংজ্ঞ হওয়ায়, ইহার স্বরটিও উদাত্ত হইতে পারিত; কিন্তু, “মন্‌ক্তিন্ব্যাখ্যানশয়নাসন-স্থানযাজককাদিক্রীতাঃ” (পা০ ৬।২।১৫১) এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বরের উদাত্তবিধান দ্বারা উহাও বাধিত হইল। যেমন,—‘সুহবাং সুষ্টুতীহুবে’ (ঋ০ বে০ ২।৭,১৪), ‘বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং’ (ঋ০ বে০ ৬,৪।২৫), যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ’ (ঋ০ বে০ ২,৭।১৫) ইত্যাদি স্থলে অন্তস্বরগুলি উদাত্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। “সুতরাং মন্‌ক্তিন্” ইত্যাদি বৃত্তিতে যেরূপ বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই অনুসারেই তাহা (অর্থাৎ উক্ত আদিপদের উদাত্তস্বরের বিধি) সঙ্গত হইল না—ইহাই এস্থলের লক্ষ্য। কারণ, সেস্থলে “কারকাদ্দত্তশ্রুতয়োরেবাশিষি” (পা০ ৬।২।১৪৮) এই সূত্র হইতে “কারকাৎ” এই অনুবৃত্তি (অর্থাৎ কারকের অধিকার) হয় বলিয়া “পাণিনিকৃতিঃ” ইত্যাদি স্থলে ও ‘মন্‌ক্তিন’ ইত্যাদি-সূত্র (অর্থাৎ মন্ প্রত্যয়ান্ত ও ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ—অন্তোদাত্ত) উক্ত হইয়াছে। “কারকাৎ” এই অনুবৃত্তি-অধিকার হেতু “প্রকৃতিঃ প্রহ্বতিঃ” স্থলে অন্তোদাত্ত স্বর হয় নাই (কারণ এস্থলে ‘প্র’ এই পূর্ব্বপদ কারক হয় নাই) এইরূপ প্রত্যুদাহৃত হইয়াছে। এইরূপই হউক। “ইহার দ্বারা স্তব করা যায়” এই অর্থে করণ-বাচ্যে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় সাধিত ‘স্তুতি’ শব্দের দ্বারা করণভূতা ঋক্ অভিহিত হইতেছে, এবং ‘সু’ শব্দের দ্বারা করণই বিশিষ্ট হইতেছে, ধাতুর অর্থ বিশিষ্ট হইতেছে না। তাহা হইলে সুষ্টুতিঃ এস্থলে ‘সু

তু প্রশব্দো ধাত্বর্থবিশেষণমেবেতি তৎপ্রত্যুদাহরণোপপত্তিরিতি। ন। এবং সতি সুশব্দস্য ক্রিয়াযোগাভাবাদুপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে। পা০ ১।৪।৫৯ ইত্যুক্তা উপসর্গসংজ্ঞা ন স্যাৎ। তথাচোপসর্গাৎ সুনোতিসুবতীত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৬৫। ষত্বং ন স্যাৎ। নস্য ক্তিনা করণমভিধীয়তে। ক্রিয়াসাধনঃচ করণং। তথাচ করণবিশষণস্যাপি সুশব্দস্য করণান্তর্গতক্রিয়াযোগাদুপসর্গতা ভবিষ্যতীতি। ন। তথা সতি যৎক্রিয়াযুক্তাস্তং প্রত্যুপসর্গসংজ্ঞকা ইতি করোত্যর্থমেব প্রতি সোঽপসর্গতা নতু স্তুধাত্বর্থং প্রতীত্যস্য ষত্বং ন স্যাদেব। ননু স্তুধাত্বর্থদ্বারৈব তৎকরণস্য সুশব্দো বিশেষণং ভবিষ্যতি। যা হি শোভনা স্তুতিস্তৎকরণমপি শোভনমেবেতি। এবং চ স্তুধাত্বর্থসম্বন্ধাত্তং প্রত্যুপসর্গত্বেন ষত্বমপি ভবিষ্যতি। তদ্দ্বারা করণবিশেষণত্বাৎ কারকবচনোঽপি সুশব্দো ভবিষ্যতীতি বৃত্তাবিরোধেনৈব মন্ক্তিন্নাদিসূত্রস্য সুষ্টুতিশব্দো বিষয়ো ভবিষ্যতি। প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিত্যত্র ভাবে ক্তিন্নিতি প্রত্যুদাহৃতং ইতি। ন। তত্র প্রশব্দস্য করণপরত্বং। করণে ক্তিনুদাহরণেঽপি ধাত্বর্থমাত্রবিশেষণত্বৈব বিবক্ষিতা ন তদ্দ্বারা প্রত্যয়াথবিশেষণতাপীতি তৎপ্রত্যুদাহরণোপপত্তিরিতি। সুষ্টুতিরিত্যত্র পুনঃ ক্তিন্নভিধেয়করণপর্য্যন্তং সুশব্দস্য ব্যাপার ইত্যুদাহরণত্বৈব ন প্রত্যুদাহরণ্যতেতি। ন।

শব্দটী কারক-পরই হইবে। কিন্তু "প্রকৃতিঃ" প্রহৃতিঃ" স্থলে 'প্র'শব্দটী ধাত্বর্থের বিশেষণই হইয়াছে; তাহা (এবম্প্রকার) প্রত্যুদাহরণের উপপত্তি (লাভ) হইতে পারে না। তাহা হইলে 'সু' শব্দের ক্রিয়া-যোগের অভাব বশতঃ "উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে" (পা০ ১।৪।৫৯) এই সূত্রোক্ত উপসর্গ-সংজ্ঞা হইতে পারে না; এবং 'উপসর্গাৎ সুনোতি সুবতি" (পা০ ৮.৩.৬৫) এই সূত্রদ্বারা ('স্তু' ধাতুর) ষত্বও হইতে পারে না। যদি একথা বলা যায় যে, এস্থলে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় দ্বারা 'করণে' অভিহিত হইতেছে, ক্রিয়ার সাধনকেই করণ কারক কহে (অর্থাৎ যাহা দ্বারা করা যায় তাহাকে করণ কহে) তাহা হইলে করণের বিশেষণ 'সু' শব্দের করণের অন্তর্গত-ক্রিয়ার যোগবশতঃ, উপসর্গতা হইবে—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে যে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়, তাহার (সেই ক্রিয়া) প্রতি উপসর্গ সংজ্ঞা হইতে পারে; 'করোতির' (করা-ক্রিয়ার) অর্থের প্রতিই 'সু' শব্দের উপসর্গ-সংজ্ঞা, পরন্তু 'স্তু' ধাতুর অর্থের প্রতি উপসর্গ-সংজ্ঞা নয়; এই হেতু ষত্বও হইবে না। যদি বলা যায়—'স্তু' ধাতুর অর্থ দ্বারাই তাহার করণ-কারকের 'সু' শব্দটী বিশেষণ হইবে অর্থাৎ যে স্তুতি শোভন তাহার করণও—শোভন, এইরূপ হইবে; তাহাতে, 'স্তু' ধাতুর অর্থ সম্বন্ধ বশতঃ তাহার প্রতি ('সু' শব্দের) উপসর্গত্ব হয় বলিয়া ষত্বও হইবে, এবং তাহার স্তু, ধাতুর অর্থের) দ্বারা করণের বিশেষণত্ব হেতু 'সু' শব্দটী কারক-বচনও হইবে। অতএব বৃত্তির অবিরোধেই 'সুষ্টুতি' শব্দটী, মন্ক্তিন প্রভৃতি সূত্রের বিষয়ীভূত হইবে। প্রকৃতিঃ প্রহৃতিঃ' স্থলে ভাববাচ্যে বিহিত ক্তিন্ (তি) প্রত্যুদাহৃত হইয়াছে, সে স্থলে 'প্র' শব্দের করণ-পরত্ব হয় নাই। করণবাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয়ের উদাহরণ-স্থলেও ধাতুর অর্থমাত্রের বিশেষণই বিবক্ষিত হয়; তদ্দ্বারা প্রত্যয়ার্থের বিশেষণ বিবক্ষিত হয় না; এইরূপে তাহার প্রত্যুদাহরণের উপপত্তি হইতে পারে। 'সুষ্টুতিঃ' এস্থলে পুনরায় ক্তিন্ প্রত্যয় দ্বারা অভিধেয় করণ পর্য্যন্ত 'সু' শব্দের ব্যাপার, এই হেতু উদাহরণতাই হইবে, প্রত্যুদাহরণতা

কিমত্র সুশব্দঃ শ্রুত্যৈব প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থোভয়বিশেষণপরঃ। উত শ্রুত্যৈকং বিশিনষ্টি। অর্থাদিতরদিতি। যদাপ্যুভয়পরত্বং তদাপি যৌগপদ্যেন উত ক্রমেণেতি। আদ্যে প্রতি বিশেষ্যং বিশেষণপদাবৃত্তিরিতিপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে বিরম্যব্যাপারাপাতঃ। ন চ শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্যব্যাপারঃ কথঞ্চিদ্দৃষ্ট ইষ্টোবা। অতোন শ্রুত্যোভয়পরত্বং অথৈকত্র শ্রুত্যা তাৎপর্য্যং। অপরত্র ত্বর্থাদিতি। তত্র ধাত্বর্থসম্বন্ধস্যার্থিকত্বে ষত্বাসিদ্ধিঃ। প্রত্যয়ার্থসম্বন্ধস্যার্থিকত্বে মন্ক্তিন্নিত্যাদিস্বরাসিদ্ধিঃ। আর্থিকেনাপি কারকসম্বন্ধেনোদাহরণত্বাভিধানে প্রকৃতিঃ প্রহৃতিরিত্যাদ্যুদাহরণং ন স্যাৎ। শ্রুত্যা ধাত্বর্থমাত্রসম্বন্ধস্যাপি প্রশব্দস্যার্থাত্তৎকরণসম্বন্ধঃ কেন বারয়িতুং শক্যত ইত্যেষা দিক্। অত ইহ প্রত্যয়ার্থমাত্রসম্বন্ধপরত্বাঙ্গীকারেণ স্বরঃ সিদ্ধাতু ষত্বংতু ছান্দসমস্তু। শোভনা স্তুতির্য্যস্যামিতি বহুব্রীহির্বা ভবতু। এবংচ নঞ সুভ্যাং। পা০ ৬।২।১৭২। ইত্যন্তোদাত্তত্বং ভবিষ্যতি। অথবা সুষ্ঠু স্তুবন্তীতি সুষ্টুতয় ইতিকরণভূতা ঋচঃ স্তুতিশব্দেনোচ্যন্তে। ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং পা০ ৩।৩।১৭৪। ইতি ক্তিচ্ প্রত্যয়ে

হইবে না। এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে—না তাহা হইতে পারে না। এস্থলে 'সু' শব্দ শ্রুতি মাত্রেই কি, প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থের বিশেষণ-পর হইতেছে? কিম্বা 'শ্রুতিমাত্রে একের অর্থকে বিশিষ্ট করিতেছে? অথবা একের অর্থ হইতে ইতরকে বিশিষ্ট করিতেছে? যখন উভয়-পরত্ব (অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থের বিশেষণ পর) হয়, তখন কি যুগপৎ (এককালেই) উভয়ার্থের বিশেষণ-পর হয়? অথবা, ক্রমে ক্রমে হয়? আদ্য অর্থাৎ যুগপৎ হয় বলিলে প্রত্যেক বিশেষ্য-পদের প্রতি বিশেষণ পদের, আবৃত্তিরূপ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং দ্বিতীয়েও অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে হয় বলিলেও 'বিরম্য-ব্যাপার'-রূপ দোষ ঘটে। শব্দ, বুদ্ধি এবং কর্ম্মের 'বিরম্য ব্যাপার'-রূপ দোষ কোথাও দেখা যায় না বা ইষ্টও হয় না। অপরন্তু শ্রুতিমাত্রে প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই উভয়ার্থপরত্ব হইতে পারে না। অতএব, একস্থানে শ্রুতিমাত্রে তাৎপর্য্য অন্যস্থানে অর্থানুসারে তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে ('সুষ্টুতিং' পদে) ধাত্বর্থের সহিত 'সু' শব্দের আর্থিক-সম্বন্ধ হইলে ষত্বের অসিদ্ধি হইতেছে এবং প্রত্যয়ার্থের সহিত আর্থিকত্ব সম্বন্ধ হইলে 'মনক্তিন্' ইত্যাদি প্রত্যয়ের স্বরের অসিদ্ধি হইতেছে। অর্থানুসারে কারক-সম্বন্ধ দ্বারাও উদাহরণত্ব অভিধান করিলে (বলিলে) 'প্রকৃতিঃ' 'প্রহৃতিঃ' ইত্যাদি উদাহরণও হইতে পারে না। শ্রুতিমাত্রে ধাত্বর্থ মাত্রের সহিত সম্বন্ধ—'প্র' শব্দের অর্থের দ্বারাই সেই করণ-কারক সম্বন্ধ, কে বারণ করিতে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ কেহই নিবারণ করিতে পারে না। এই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। অতএব, এস্থলে মাত্র প্রত্যয়ার্থের সহিত ('সু' শব্দের) সম্বন্ধ পরত্ব অঙ্গীকার করিলে (অভীষ্ট) স্বর সিদ্ধ হয় এবং ছান্দস প্রযুক্ত ষত্বও সিদ্ধ হয়। অথবা "শোভনা স্তুতি আছে যে ক্রিয়াতে" (পা০ ৬।২।১৭২) এই সূত্রদ্বারা 'সুষ্টুতিং' পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইবে। 'কিম্বা স্তব করে যাহারা' এই অর্থে 'স্তুতি' শব্দের দ্বারা করণভূত ঋক্ সমূহ উক্ত হইতেছে। এ পক্ষে "ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।৩।১৭৪) এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্ (তি) প্রত্যয় হইলে উক্ত ক্তিচ-প্রত্যয়ের চিত্ব হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইবে। এস্থলে আশঙ্কা

সতি চিত্ত্বাদস্তোদাত্তো ভবিষ্যতি। ন চ করণীভূতানামৃচাং কর্ত্তৃপ্রত্যয়েন ক্তিচা কথমভিধান-মিতি বাচ্যং। কাষ্ঠানি পচন্তীতিবত্তাসামপি স্বব্যাপারবিবক্ষয়া করণত্বোপপত্তেরিতি ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে প্রধানতঃ দুইটি ভাব মনে আসে। প্রথম,—যত সুন্দর স্তোত্রেই যে কোনও দেবতার স্তব করি না কেন, সকল স্তবস্তুতি তোমাতেই (ভগবানেই) পৌঁছে। দ্বিতীয়,—যত উৎকৃষ্ট স্তুতিই হউক না কেন, তাহাতে তোমার (ভগবানের) সম্যক্ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা যায় না। তুমি সর্ব্বদেবময়, দেবতার উদ্দেশ্যে যে কোনও স্তব-স্তুতি, সকলই তোমাতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তোমার মহিমা অপার অনন্ত; স্তবে কি তাহা ব্যক্ত হইতে পারে?

স্তবে যে—ভাষার নিগড় বন্ধনে যে অনন্তের অনন্ত মহিমা নিবদ্ধ করা যায় না, মহিম্ন-স্তোত্রের একটি স্তবে তাহা সুন্দর ব্যক্ত দেখি!

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।'

হে জগদীশ! যদি অসিতগিরি অর্থাৎ কৃষ্ণাঞ্জননিভ পর্ব্বত সমুদায় কজ্জল অর্থাৎ মসী হয়, সিন্ধু মহাসমুদ্র যদি মস্যাধার-পাত্র হয়, কল্পতরুশাখা যদি লেখনী হয়, বিস্তীর্ণা পৃথিবী যদি লেখাপত্র হয়, আর দেবী সরস্বতী যদি এই সকল উপকরণ লইয়া নিয়ত লিখিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তোমার মহিমার ইয়ত্তা হয় না।

ঋকে সেই ভাবই ব্যক্ত দেখি। ভক্ত সাধক কবি এই দৃষ্টিতেই ভগবন্মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

"কোটি কলপ ধরি, বিধি যদি বর্ণয়ে, তবহুঁ না পাওয়েতে পার ॥ ১ ॥
আকাশ পত্র'পরি সিন্ধু মসীপাত্র করি, কলপ কলপ জগ জনে জনে লিখ।

হইতে পারে যে—করণীভূত ঋক্‌সমূহের কর্ত্তৃবাচ্যে বিহিত-ক্তিচ্ প্রত্যয় দ্বারা কিরূপে অভিধান হইতে পারে? তদুত্তরে মীমাংসিত হইতেছে যে, 'নচ' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না। কারণ "কাষ্ঠানি পচন্তি"- এস্থলে যেমন অন্নপাকরূপ ক্রিয়ায় কাষ্ঠেরও প্রাধান্য আছে বলিয়া কাষ্ঠের করণ-কারকত্ব উপপত্তি (লাভ) হয়, তদ্রূপ সেই ঋক্‌সমূহেরও স্তুতি-ব্যাপারে (প্রাধান্য) বিবক্ষা দ্বারা করণকারকত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ৭ ॥

এক বরণে তুয়া, জগত ভরল হে, তাক ন পাওয়ে দিশ ॥ ২ ॥
বারিবিন্দু অত, ধরণী ধুলি যত, কো যদি গণইতে পারে।
সো তব তত্ত্বক অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধুপার—এ অপার ॥ ৩ ॥
অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ ;
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক ॥ ৪ ॥
জগতে যত, অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক ;
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম-অচলে তৃণ-রেখ ॥ ৫ ॥
অন্ত নাহি তব, অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ—তু অদেখ ;
তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক ॥ ৬ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার মুখেও এবম্বিধ উক্তি দেখিতে পাই। ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তনে ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

“গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥”

হে ভগবন্! তোমার গুণ-মহিমা কে গণনা করিতে পারে? কোনও নিপুণ ব্যক্তি যদি জন্মজন্মান্তরের চেষ্টায় পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ, শূন্যের শিশিরবিন্দুসমূহ এবং গগনমণ্ডলের নক্ষত্রমালার কিরণ-কণা গণনা করিতে সমর্থ হয়, তিনিও তোমার গুণমহিমার ইয়ত্তা করিতে পারিবেন না।

ঋকে ভগবন্মহিমার বিষয় এরূপ ভাবেই খ্যাপন করা হয় নাই কি? কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঋকের ‘উত্তরে’ পদে ‘উত্তরযুগে’ অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—‘পূর্ব্বে যে সকল স্তুতিমন্ত্র বিহিত হইয়াছে এবং পরে যে সকল স্তুতিমন্ত্র বিহিত হইবে, তোমার মহিমার তুলনায় সে সকলই অকিঞ্চিৎকর।’ পূর্ব্বোদ্ধৃত কবি-বাক্যের অন্তর্গত ‘হোয় হোয়ব জন দেখি’—তাঁহার সেই ভাবই বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি, ঋকে অচিন্ত্য অব্যক্ত মহিমার বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—স্তোত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। *

---

* তবে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঋকের ‘নবিন্ধে’ পদটির দ্বিবিধ অর্থ নিষ্কাষণে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে মতে,—‘নবিন্ধে’ পদে ‘জানা’ ও ‘না-জানা’ দুই অর্থ উদ্ধার করা

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বৃষা যুথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।

ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃষা। যুথাহইব। বংসগঃ। কৃষ্টীঃ। ইয়র্ত্তি। ওজসা।

ঈশানঃ। অপ্রতিহস্কুতঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (দুঃখং) 'বংসগঃ' (বংশগঃ—সহজাতঃ, জন্মগতঃ) 'যূথা' (যূথানি—সগণান্, বিষয়সংসর্গজান্) 'ইব' (খলু); 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (প্রত্যাখ্যানসূচকশব্দরহিতঃ' অভীষ্টপ্রদ ইত্যর্থঃ) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো ভগবান্) 'ওজসা' (বলেন অনুগ্রহীতুঃ, ত্বরয়া উদ্ধারয়িতুমিতি ভাবঃ) 'কৃষ্টীঃ' (সাধনমার্গিণো মনুষ্যান, স্বভক্তান্ জনান্) 'ইয়র্ত্তি' (প্রাপ্নোতি, তস্মাৎ দুঃখাৎ উদ্ধারয়তু)। ঋচো ভাবঃ—জন্মহি দুঃখহেতুভূতং; ভগবদনুকম্পয়া তদ্দুঃখং দূরীভবতি; কিন্তু আত্মোৎকর্ষসম্পন্নো জনঃ ত্বরয়া পরিত্রাণং লভতে। (১ম—৭সূ—৮ঋ)।

অথবা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (নেতি-প্রত্যাখ্যানসূচক-প্রতিশব্দরহিতঃ) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ স ভগবান্) 'বংসগঃ' (বননীয়গতির্বা বিচিত্রগতিবিশিষ্টঃ সন্)

হয়। তদনুসারে ঋকের অর্থ হয়,—'উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যে স্তোত্রসমূহ তোমার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে আমি বিরহিত নহি (ন বিন্ধে তৈর্ব্বিরহিতো নাস্মি তানি জানামি ইত্যর্থ) অর্থাৎ তাহা আমি জানি। অন্যপক্ষে—তাহা আমি জানি না (ছান্দস-ব্যত্যয়-প্রযুক্ত 'বিন্দে' স্থলে বিন্ধে হইয়াছে; এ পক্ষে ইহার অর্থ—আমি জানি না)। প্রথমোক্ত অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-সূচক কোনই ভাব উপলব্ধ হয় না। সুতরাং সে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম না। তবে ভগবৎ-সম্বন্ধে 'জানা' ও 'না-জানা' উভয় উক্তিই সম্ভবপর। কেন-না, তিনি যেমন 'জানা' ও 'না-জানা'—দুইয়েরই অতীত, তেমনই আবার দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

‘যূথা’ (সগণান, ষড়ৈশ্বর্য্যাদীন) ‘ইব’ (খলু) দদাতি জনান্ ইতি শেষঃ ; কিন্তু ‘কৃষ্টীঃ’ (কৃষ্টিঃ আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্নো জনঃ) ‘ওজসা’ (বলেন, আত্মোৎকর্ষপ্রভাবেণ) এব ‘ইয়র্ত্তি’ (পরিত্রাণং লভতে)। অত্র ভাবঃ—‘বিচিত্রগতিক্রমেণ ভগবান্’ মনুষ্যাণাং দুঃখং নাশয়তি ; কিন্তু সাধুজনঃ আত্মশক্ত্যা দুঃখাৎ মুক্তো ভবতি ॥ (১ম—৭সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দুঃখ নিশ্চয়ই বিষয়সংসর্গজ—সহজাত ; অভীষ্টফলপ্রদ পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান্ সাধন-পরায়ণ মনুষ্যগণকে সেই দুঃখ হইতে সত্বর পরিত্রাণ করেন। (ঋকের ভাব,—জন্মমাত্র দুঃখহেতুভূত ; ভগবদনুকম্পায় সেই দুঃখ দূর হয় ; আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জন ত্বরায় পরিত্রাণ লাভ করেন।

অথবা।

অভীষ্টবর্ষণশীল, প্রত্যাখ্যান-সূচক না-প্রতিশব্দ-রহিত, পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সেই ভগবান্, বননীয় গতিতে অর্থাৎ বিচিত্র গতিবিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যগণকে ষড়ৈশ্বর্য্যাদি দান করেন, কিন্তু আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জন, আত্মোৎকর্ষপ্রভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। (এ পক্ষে ভাব এই যে,—বিচিত্রগতি-ক্রমে ভগবান্ মনুষ্যগণের দুঃখ নাশ করেন ; কিন্তু সাধুগণ আত্মশক্তির দ্বারাই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন।)॥ (১ম—৭সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃষা কামানাং বর্ষিতেন্দ্র ওজসা স্বকীয়বলেনানুগ্রহীতুং কৃষ্টীর্মনুষ্যানিয়র্ত্তি। প্রাপ্নোতি। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। ঈশানঃ। সমর্থঃ। অপ্রতিষ্কুতঃ। প্রতিশব্দরহিতঃ। যাচ্যমানং ন পরিহরিতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য দৃষ্টান্তঃ। বংসগো বননীয়গতির্বৃষভো যূথেব গোযূথানি যথা প্রাপ্নোতি তদ্বৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

“বৃষা” অর্থাৎ বহুবিধ কামপ্রদ ইন্দ্রদেব স্বকীয়বলের দ্বারা (অর্থাৎ স্বাভাবিক শক্তি প্রয়োগে) মনুষ্যগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য (অর্থাৎ নানা প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য) প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ যজ্ঞকালে মনুষ্যমধ্যে সমাগত হয়েন)। ইন্দ্রদেব কীদৃশগুণ-বিশিষ্ট ?—(তিনি) “ঈশানঃ” অর্থাৎ (সর্ব্ববিষয়ে) সমর্থ এবং “অপ্রতিষ্কুতঃ”—প্রতিশব্দরহিত বা অপ্রতিশব্দিত অর্থাৎ যাচ্যমান বস্তুর অবিরোধী (অর্থাৎ যাচকের প্রার্থিতবস্তু প্রদানে অবিরত) ; ইন্দ্রদেবের (মনুষ্যমধ্যে সমাগমের) দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে “বংসগঃ” অর্থাৎ বননীয় গতি বৃষভ (সুন্দর গতিশালী বৃষ) যেমন গোযূথবৃন্দ প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ বিবিধ গোসমষ্টি মধ্যে অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করে,) ইনিও মনুষ্যমধ্যে সেইরূপভাবে আগমন করেন।

বৃষা। কনিন্বৃষিতক্ষিধন্বিরাজিহ্যপ্রভিদিবঃ উ০ ১।১৫৫। ইতি বর্ষতেঃ কনিনপ্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। যুথাইব। যুবন্তি মিশ্রীভবন্তীতি যুথানি। যুমিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উ০ ২।১২। ইতি থপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতিলুক্। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং। পা০ ২.২।১৮।১০। ইতি সমাসেঽপি সএব স্বরঃ। বংসগঃ। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। পা০ ৬.৩.১০৯। কর্ষন্তীতি কৃষ্টয়ঃ। ক্তিচ্‌ক্তৌচসংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্‌। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। ইয়র্ত্তি। ঋসৃগতৌ। তিপ্‌ শপঃ শ্লুঃ। শ্লাবিতি দ্বির্ভাবঃ। অভ্যাসস্যোরদত্বহলাদিশেষৌ। পা০ ৭।৪।৬৬।৬০। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ। পা০ ৭।৪.৭৭। ইত্যকারস্যাইকারঃ। অভ্যাসস্যাসবর্ণে। পা০ ৬.৪।৭৮। ইতীয়ঙাদেশঃ। অঙ্গস্য গুণো রপরত্বং। ওজসা। উব্জের্বলেবলোপশ্চ। উ০ ৪।১৯৩।

"বৃষা' এই পদটী "বৃষ" ধাতুর উত্তর, "কনিন্যুবৃষিতক্ষিধন্বিরাজিহ্যপ্রভিদিবঃ (উঃ ১।১৫৫) এই সূত্রানুসারে কনিন্ (অন্) প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এস্থলে কিত্ত্বনিবন্ধন (অর্থাৎ—কনিন্ প্রত্যয়ের ক্ থাকে না বলিয়া) গুণ হইল না এবং ঐরূপ নিত্ব হেতু (ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "যুথাইব"—'যুবন্তি' অর্থাৎ মিশ্রিত হইতেছে এই বাক্যে মিশ্রিত হওয়া বা করা এই অর্থে মিশ্রণ ও অমিশ্রণ অর্থবিশিষ্ট "যু" ধাতুর উত্তর "তিথপৃষ্ঠগূথযুথপ্রোগাঃ" (উঃ ২.১২) এই সূত্রানুসারে নিপাতনে 'ন' প্রত্যয় ও "যু" ধাতুর 'উ'কারের দীর্ঘ করিয়া 'যুথ' পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে। উক্ত যুথ পদের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে 'যুথানি, পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর বলিয়া 'যূথ' শব্দের অকারটি উদাত্ত হইয়াছে এবং "শেশ্ছন্দসিবহুলং" এই নিয়মানুসারে "শি" এর লোপ হইয়াছে। (এজন্য যুথানি না হইয়া "যুথা" হইয়াছে। এবং ইব শব্দের সহিত সমাস হইয়া—বিভক্তির অ-লোপ হইয়াছে। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ বক্তব্যম্" (পা০ ২।২।১৮।১০) এই সূত্রানুসারে সমাস হইলেও সেই প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বংসগঃ" এইস্থলে "পৃষোদরাদিত্বাৎ এই নিয়মে অভিমত স্বর সিদ্ধ হইয়াছে। "যে কর্ষণ করে তাহাকে কৃষ্টি বলে" এই অর্থে "কৃষ" ধাতুর উত্তর "ক্তিচ্ সংজ্ঞায়াং" এই সূত্রানুসারে "ক্তিচ্" (তি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত কৃষ্টি শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে "কৃষ্টীং" এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে চিত্ত্ব নিবন্ধন (অর্থাৎ ক্তিচ্ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। "ইয়র্ত্তি" পদটী গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। প্রথমে তিপ্ (তি) বিভক্তি, পরে শপ্ (অ)' তাহার উত্তর 'শ্লু'। "শ্লৌ" প্রভৃতি সূত্রানুসারে দ্বির্ভাব, অভ্যাসের 'ঋ' স্থানে 'অং' "হলাদিশেষঃ" (পা০ ৭।৪.৬৬।৬০) এবং "অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোঃ" (পা০ ৭।৪।৭৭) ইত্যাদি সূত্রানুসারে অ-কার স্থানে ই-কার এবং "অভ্যাসস্যাসবর্ণে" (পা০ ৬.৪.৭৮) সূত্রানুসারে 'ইয়ঙ্' আদেশ হয়। তৎপরে অঙ্গের গুণ ও র-পরত্ব করিয়া ঐ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। "ওজসা" এই পদটি, "উব্জ্" ধাতুর উত্তর "উব্জের্বলোপশ্চ" (উঃ ৪।১৯৩) এই

ইত্যসুন্‌। তৎসন্নিয়োগেন বকারলোপঃ। লঘূপধগুণঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঈশানঃ। ঈশ্‌ ঐশ্বর্য্যে। লটঃ শানচ্‌। আদিপ্রভৃতিভ্যঃশপ ইতি শপো লুক্‌। চিদিত্যন্তোদাত্তত্বং বাধিত্বানুদাত্তেত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বেন ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। অপ্রতিষ্কুতঃ। অপ্রতিশব্দিতঃ। কুশব্দে কর্ম্মণি ক্তঃ। পারস্করাদেরাকৃতিগণত্বাৎ সুডাগমঃ। সুষামাদিত্বাৎষত্বৎ। নঞ্‌সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৭সূ—৮ঋ)।

* * *

অষ্টম (৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই অমূল্য ঋক্‌টির কু-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় একে 'বৃষা', তায় 'যূথা', উপরন্ত 'বংসগঃ'! সুতরাং বেদ কি আর 'চাষার গান' না হইয়া যায়! বিশেষতঃ উপমান কর্ষণবাচক 'কৃষ্টীঃ' পদ! আর রক্ষা আছে কি? অতএব, 'ষাঁড়ের, গাভীর ও কৃষকের' সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থ করিতেই হইবে। গো জাতিকে দেবতা জ্ঞান যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তদিতর ব্যাখ্যাকারিগণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন কি? কাজেই সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হইয়া থাকে,—'বৃষ যেমন বংশবৃদ্ধির

সূত্রানুসারে "অসুন" (অস্‌) প্রত্যয় করিয়া এবং উক্ত 'অসুন্‌' প্রত্যয়ের সন্নিযোগবশতঃ উব্জ ধাতুর বকারের লোপ ও উপান্ত-লঘুস্বরের গুণ (অর্থাৎ উব্জধাতুর উকার স্থানে ওকার) করিয়া নিষ্পাদিত 'ওজস' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদটীতে, নিত্ব-নিবন্ধন (অর্থাৎ অসুন প্রত্যয়ের "ন্‌" থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইল। "ঈশানঃ" এই পদটি, ঐশ্বর্য্য-বাচক "ঈশ্‌" ধাতুর "লট্‌" বিভক্তির স্থানে "শানচ্‌" (আন) আদেশ করিয়া ও মধ্যে শপ্‌ (অ) আগম করিয়া "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" ইত্যাদি সূত্রানুসারে ঐ শপের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত ঈশান শব্দের প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে "চিৎ" এই নিয়মানুসারে ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইতে পারিত; কিন্তু সার্ব্বধাতুকস্বর সাধারণতঃ অনুদাত্ত হয় এই নিয়মানুসারে ঈশ্‌ ধাতুর ঈকারটি অনুদাত্ত হওয়ায় ধাতুস্বরটি ঐরূপেই উচ্চারিত হইবে। "অপ্রতিষ্কুতঃ" এই পদটি প্রতিশব্দরহিত অর্থে গৃহীত হওয়ায় (প্রতিপূর্ব্বক) শব্দবাচক কু ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে "ক্ত" (ত) প্রত্যয় করিয়া "পারস্কর" প্রভৃতি আকৃতিগণ হয় (অর্থাৎ পারস্করাদি পদ সুট্‌ নিপাতনে সিদ্ধ হয়)। এই হেতু ঐ স্থলেও প্রতি ও কুত ইহার মধ্যে সুট্‌ (স্‌) আগম করিয়া এবং ঐ "স"কারের "সুষামাদি" হেতু ষত্ব করিয়া নিষ্পাদিত "প্রতিষ্কুত" শব্দের সহিত নঞ্‌ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে অব্যয় পূর্ব্বপদ হওয়ায় ইহা প্রকৃতিস্বর অর্থাৎ উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৭সূ—২ঋ)॥

জন্য কামনাপরবশ হইয়া গাভীগণকে প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রদেব সেইরূপ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হন।' যাঁহারা অতি-সাবধানতার সহিত অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা 'বংসগঃ' শব্দের 'বননীয় গতি' (সুন্দরগতিবিশিষ্ট) অর্থ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক 'বননীয় গতি বৃষ (ষাঁড়) যেমন গাভীগণের নিকট গমন করে'—ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ, সর্ব্বত্রই বৃষের (ষাঁড়ের) সহিত ইন্দ্রের উপমা করা হইয়াছে।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে নিশ্চয় বোধগম্য হইবে যে, ঐ ঋকের 'বৃষা' পদের অর্থ ষাঁড় নহে; কেন-না, উহা যে 'বৃষ' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা সপ্রমাণ হয় না। 'বৃষ' শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গান্ত 'বৃষঃ' পদ সিদ্ধ হয়; 'বৃষা' পদ হয় না। বহুবচন হইলেও বিসর্গান্ত 'বৃষাঃ' পদ হইত। পরন্তু যখন 'বংসগঃ' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ, তখন উহা বহুবচনান্ত হইতেই পারে না। তবে 'বৃষা' কি? আমরা বলি, 'বৃষন্' শব্দের প্রথমার এক বচনে ঐ 'বৃষা' পদ নিষ্পন্ন হইরাছে। উহার অর্থ—দুঃখ। উহার অর্থ—অভীষ্টবর্ষণশীল। 'বংসগঃ' (বংশগঃ) পদের অর্থও 'বংশবৃদ্ধির জন্য' নহে, উহার অর্থ—'সহজাত', 'জন্মগত'। ভাবান্তরে 'বননীয় গতিবিশিষ্ট' অর্থও ঐ পদে গ্রহণ করিতে পারি। 'যূথ' শব্দের প্রকৃত রূপ—যূথানি'। উহার অর্থ—বিষয়-সংসর্গ হইতে উৎপন্ন। অথবা, উহার অর্থ—ষড়ৈশ্বর্য্যাদি (ভগবানের যাহা স্বরূপ), 'ইব' অব্যয় শব্দ—নিশ্চয়ার্থক। ফলে, "বৃষা যূথের বংসগঃ" বাক্যের অর্থ—'গো-বংশ-বৃদ্ধির জন্য গাভীর নিকট ষাঁড়ের গমন নহে।' উহার এক অর্থ—'বিষয়সংসর্গজাত কর্ম্মানুসৃত জন্মগত দুঃখপ্রবাহ।' অন্য অর্থে—'অভীষ্টবর্ষণশীল ভগবানের বিচিত্র গতিতে ষড়ৈশ্বর্য্যাদি দানের ভাব আসে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দুই ভাবের অর্থ ই প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক 'বিষয়সংসর্গজাত কর্ম্মানুসৃত জন্মগত দুঃখ-প্রবাহ বাক্যে' কি ভাব প্রাপ্ত হই? বলা হইতেছে—সে দুঃখপ্রবাহ রোধ করিবে কি প্রকারে? বিরুদ্ধ কর্ম্মফলরূপ জন্মগত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি আছে? ঋকে সেই উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ (ঈশানঃ) ভগবান্, কাহারও কোনও প্রার্থনা অপূর্ণ

রাখেন না; কেন না, তিনি যে 'অপ্রতিষ্কুতঃ'; অর্থাৎ, 'না'—এই প্রতিশব্দ কখনও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় না। অপিচ, ঋকে আছে—'কৃষ্টীঃ ইয়র্ত্তিঃ ওজসা।' অর্থ,—তিনি বলপূর্ব্বক (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) মানুষকে প্রাপ্ত হন বা উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষকে উদ্ধর করেন, এ বিষয়ে কি আর সংশয় আছে? এ বাণী নিত্য সত্য। অপকর্ম্ম প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া, ভগবানের পাদপদ্ম হইতে মানুষ নিয়ত দূরে সরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে; আর, সৎকর্ম্মের স্নিগ্ধ রশ্মি দেখাইয়া, শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেছেন। দুর্বৃত্ত পুত্র যেমন দুষ্কর্ম্মের উপযোগী স্থানে পিতার চক্ষুর অন্তরালে লুকাইতে চেষ্টা পায়, আর পিতা যেমন তাহাকে সুপথে আনার জন্য প্রযত্নপর হন;—ভগবানের করুণাও সেইরূপ। এক পক্ষে এ ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

দুঃখ যে বিষয়সংসর্গজ, দুঃখ যে জন্ম-সহজাত, অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর জন্মগতি-প্রবাহ রোধ করিতে পারাই যে মোক্ষ বা মুক্তি; সকল শাস্ত্র—সকল দার্শনিক তারস্বরে এই সত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ও ব্যসনাদি জনিত যে দুঃখ, তাহা দেহীদিগের আত্ম-অপরাধ-রূপ বৃক্ষের ফল বলিয়া জানিবে অর্থাৎ, এ জীবনে মানুষ যে কিছু অপরাধ বা পাপকর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগ করিবার জন্য পুনরায় তাহাকে নূতন জীবন ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং জন্ম গ্রহণ জীবনধারণ নিশ্চয়ই দুঃখভোগহেতুভূত। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

> "রোগশোকপরিতাপবন্ধনব্যসনানি চ।
> আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম॥"

গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই আরও একটু বিশদভাবে যথা-পর্য্যায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ইন্দ্রিয়ের বা রিপুগণের পরিতৃপ্তি সাধন জন্য, বিষয়ের সহিত যে

সঙ্গ—বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই মানুষের সর্ব্বনাশের—অশেষ ক্লেশের কারণ। বিষয়ে আসক্তি হইতে কিরূপে স্তরে স্তরে মানুষ দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হয়, ভগবদ্বাক্যে তাহারই আভাস পাই। সে বাক্য—এ ঋকের প্রথমাংশের বিবৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ঋকের শেষাংশের বিবৃতিও আবার ঐ গীতাতেই দেখুন,—

'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥'

অর্থাৎ, কোনও বিষয়ে অনুরাগও নাই, কোনও বিষয়ে বিদ্বেষও নাই—এমন রাগদ্বেষপরিশূন্য যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম, আত্মবশীভূত অর্থাৎ ভগবৎপদাঙ্কানুগত হইয়াছে এবং যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ মনকে বশীভূত করিয়া ভগবচ্চরণে ন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই পরম আনন্দের অধিকারী হন।

যিনি বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই আনন্দ-লাভ করেন বা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—যে জন সর্ব্বকামনা সংযম করিয়া ভগবৎপরায়ণ হইতে পারেন, মোক্ষ তাঁহারই অধিগত হয়। গীতার শ্লোকের এই যে তাৎপর্য্য, ঋকেরও তাহাই লক্ষ্য। 'প্রথমাংশ—বিষয়-সম্বন্ধ-বিষয়ক; শেষাংশ—ভগবৎপরায়ণতা-মূলক।

ঋকের অন্তর্গত 'কৃষ্টীঃ' পদের বিষয় আলোচনা করিলে, শেষোক্ত অবস্থার বিষয়ই উপলব্ধ হইবে। 'কৃষ্টীঃ' পদ 'কর্ষণ'-অর্থমূলক 'কৃষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার কর্ষণ হইয়াছে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইয়া যাঁহার চিত্তক্ষেত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, 'কৃষ্টীঃ' পদে সেইরূপ উন্নতচিত্ত ভগবৎপরায়ণ সাধু মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে। বুঝাইতেছে—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করেন বটে, কিন্তু 'কৃষ্টি'-দিগকেই—আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনকেই ত্বরায় (সবলে) উদ্ধার করেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই মুক্তিলাভ হয়।' ঋকের ইহাই সঙ্গত আধ্যাত্মিক ভাব।

ঋকের অন্য যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ভাবই রূপান্তরে পরিব্যক্ত দেখি। ভগবান্ বিচিত্র গতিতে মনুষ্যগণকে ঐশ্বর্য্যাদি দান করেন এবং সাধকগণ তাঁহাকে ত্বরায় প্রাপ্ত হন;—এতদ্দ্বারাও পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অক্ষুণ্ণ থাকে। বিচিত্র গতিতে

তাঁহার আগমনের ভাবই—কর্ম্মফলাবসানে তাঁহার অনুকম্পা-প্রাপ্তি। আত্মোৎকর্ষসাধন প্রভাবেই তাঁহাকে ত্বরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পক্ষেই ভাব অভিন্ন। এমন যে উচ্চ ভাব মূলক ঋক্, অথচ ইহাতে কি বিপরীত অর্থই ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। (১ম—৭সু—৮ঋ)।

*

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। নবমী ঋক্)।

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। একঃ। চর্ষণীনাং। বসূনাং। ইরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ। পঞ্চ। ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'চর্ষণীনাং' (মনুষ্যাণাং আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং জনানাং) 'বসূনাং' (ধনানাং পরমার্থানাং) 'এক' (অদ্বিতীয়ঃ) 'ইরজ্যতি' (ঈশ্বরঃ, স্বামীতি ভাবঃ) স হি "পঞ্চক্ষিতীনাং" (ক্ষিত্যাদি-পঞ্চতত্ত্বানাং) ঈশ্বর ইতি শেষঃ। স ভগবান্ সকলানাং মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষাং ধনানাং নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডানাং অধীশ্বরঃ। ইত্যেবং ভগবন্মহিমদ্যোতকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মনুষ্যগণের (আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের) এবং সমস্ত ধনরত্নের (পরমার্থধনের) অদ্বিতীয় অধিস্বামী, তিনিই পঞ্চক্ষিতির একমাত্র অধীশ্বর। সেই ভগবান্, সকল মনুষ্যগণের সর্ব্ববিধ ধনরত্নের এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। মন্ত্রটী ভগবন্মহিমা-প্রকাশক। (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রঃ স্বয়মেক এব চর্ষণীনাং মনুষ্যাণামিরজ্যতি। ঈষ্টে। তথা বস্থনাং ধনানামিরজ্যতি স ইন্দ্রঃ পঞ্চ নিষাদপঞ্চমানাং ক্ষিতীনাং নিবাসার্হাণাং বর্ণানাং অনুগ্রহীতেতি শেষঃ ॥

একঃ। ইন্‌গতৌ। ইন্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃকন্। উ০ ৩৪।৩। ইতিকন্। বাহুলকাৎ ক-লোপাভাবঃ। চিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। চর্ষণীনাং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। অন্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তৌ নামন্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বস্থনাং। নিদিত্যনুবৃত্তৌ শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ। উ০ ১।১০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ইরজ্যতি। কণ্ড্বাদিষ্বীরজ ঈর্ষ্যায়াং। অত্রৈশ্বর্য্যার্থঃ। কণ্ড্বাদিভ্যোযক্। পা০ ৩।১।২৭। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। পঞ্চ। পচি ব্যক্তিকরণে। পচেশ্চেতি কনিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ক্ষিতীনাং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। নামন্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং ॥ ৯ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব "চর্ষণীনাং" অর্থাৎ মানব সমূহের এবং "বস্থনাং" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ধনরাশির "একঃ" অর্থাৎ অদ্বিতীয়রূপ "ইরজ্যতি—ঈষ্টে" অর্থাৎ প্রভু বা অধিকারী (হইয়াছেন), তিনিই "পঞ্চ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চাণ্ডাল পর্য্যন্ত পঞ্চ প্রকার "ক্ষিতীনাং" অর্থাৎ নিবাসক্ষম মনুষ্যগণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চাণ্ডাল জাতির) অনুগ্রহকর্ত্তা।

"একঃ" এই পদটী গতি-অর্থক ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর "ইন্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চিভ্যঃকন্" (উ০ ৩.৪৩) এই সূত্রানুসারে "কন্" (ক) প্রত্যয় করিয়া এবং ইকারের গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বাহুল্যবশতঃ (অর্থাৎ ক-লোপবিধির অনিত্যতা হেতু) 'ক' এর লোপ হইল না এবং নিত্ত্ব হেতু (অর্থাৎ কন্ প্রত্যয়ের ন থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "চর্ষণীনাং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর থাকায় ইহার অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। এই স্থলে, "অন্তোদাত্তাৎ" এই অনুবৃত্তিতে "নামন্যতরস্যাং" এই নিয়ম থাকায় বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বস্থনাং" এই পদটি, "নিৎ" এই অনুবৃত্তিতে "শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ" (উ০ ১।১০) এই সূত্রানুসারে "বাস" (বস্) ধাতুর উত্তর উন্ (উ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত বসু শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্ব-হেতু (অর্থাৎ উন্ প্রত্যয়ের 'ন' থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইরজ্যতি" এই পদটি কণ্ড্বাদিগণ পঠিত ঈর্ষ্যার্থক। এই স্থলে ঐশ্বর্য্য অর্থক ইরজ্ ধাতুর প্রথম পুরুষের একবচনে "কণ্ড্বাদিভ্যো যক্" (পা০ ৩।১।২৭) এই সূত্রানুসারে যক্ (য) আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পঞ্চ" এই পদটি ব্যক্তীকরণ বা প্রকাশ করা এই অর্থে "পচি" (পচ্) ধাতুর উত্তর "পচেশ্চ" এই সূত্রানুসারে কনিন্ (অন্) প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "ক্ষিতীনাং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক স্বর-হেতু অন্তস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "নামন্যতরস্যাং" এই নিয়মানুসারে এই স্থলে বিভক্তি স্বরটি উদাত্ত হইল ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ইন্দ্রদেবকে নিখিল বিশ্বের (মনুষ্যাদির ও ঐশ্বর্য্যাদির) অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

তবে ঋকের অন্তর্গত "পঞ্চ ক্ষিতীনাং" পদের অর্থ লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল বাধিয়া আছে। সায়ণাচার্য্য ঐ পদের অর্থ পঞ্চ জাতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—ঐ পদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ (বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অন্য জাতিনিবহ এই পর্য্যায়ভুক্ত) এই পাঁচ জাতিকে বুঝাইতেছে। কিন্তু অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে পঞ্চনদ-প্রদেশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা নির্দ্দেশ করিযাছেন। * কেহ আবার 'বসূনাং পদটি 'চর্ষণীনাং' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট স্থির করিয়া ঐ দুই শব্দে কৃষকদিগের ধনাদি' অর্থ সিদ্ধি করিযাছেন। তদনুসারে, ইন্দ্রদেব দস্যুর উপদ্রব হইতে পঞ্চনদ প্রদেশের কৃষকদিগের ধনাদি রক্ষা করেন—এইরূপ অর্থ স্থির হয়।

যাহা হউক, 'পঞ্চ ক্ষিতীনাং' পদে 'পঞ্চজাতি' বা 'পঞ্চনদ-প্রদেশ' এ দুইয়ের কোনও অর্থই এক্ষেত্রে আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমরা মনে করি—'পঞ্চক্ষিতীনাং' পদের অর্থ—'ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানাং'।

---

* ওয়েবার, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ বলেন—'ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতিভেদ সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং সায়ণ-কথিত পঞ্চ জাতির প্রসঙ্গ উহাতে আসিতেই পারে না। উহাতে পঞ্জাব-প্রদেশে আর্য্যগণের বসতি-সময়ের কথাই বুঝাইতেছে।'

এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত,—

"If, then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, from part of the most ancient religious teaching of the Vedas ? We can answer with a decided no."

বলা বাহুল্য, বেদ হইতেই প্রতিপন্ন হয়, জাতি বর্ণ বরাবরই আছে। যথাস্থানে সে আলোচনা দেখিবেন। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাসে" (প্রথম খণ্ডে) এ বিষয়ের প্রমাণাদি দেখিতে পাইবেন।

যেমন 'পঞ্চগঙ্গা' বলিতে গঙ্গাদি পাঁচটি নদীকে বুঝায়; সেইরূপ, পঞ্চক্ষিতি বলিতে এখানে ক্ষিতি (আদি) অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতকেই বুঝাইতেছে। পূর্ব্বাপর ঋকের অর্থ-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, ঐ অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরমেশ্বরের উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম মহিমার বিষয় কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে সাধকের হৃদ্‌গম্য হইতে থাকে, সূক্তে ও ঋকে তাহারই আভাস আছে।

সূক্তে ভগবানের অনেক গুণ বিশেষণেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, তিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনি দুঃখপ্রবাহ বোধ করেন,—ইত্যাদি। এবম্বিধ ভাবে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনের পর, এই ঋকে প্রথমে বলা হইল—'তিনি মনুষ্যগণের প্রভু।' তার পর বলা হইল—'তিনি সমস্ত ধনের অধিস্বামী।' অর্থাৎ, কেবল মনুষ্যগণের প্রভু' বলিয়া যেন তৃপ্তি হইল না। সুতরাং পুনরায় বলা হইল,—তিনি সকল ধনের অধিস্বামী।' এখানে মহিমার অনেকটা ব্যাপকতা-ভাব আসিল! কিন্তু তাহাতেও যখন সকল কথা বলা হইল না বলিয়া অনুভূত হইল, তখন বলা হইল,—'তিনি পঞ্চক্ষিতির অধীশ্বর।' অর্থাৎ 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' এই যে পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি, সকলেরই তিনি অধিস্বামী।' সাধনার পথে স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইতে সাধকের চিত্তে যে ভাব উদ্ভাসিত হয়, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সাধক যেমন শ্রীভগবানের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করেন, এ ঋকের যেন তাহাই লক্ষ্য। উদ্দেশ্য—স্তরে স্তরে তাহার সর্ব্বেশ্বরত্ব-খ্যাপন। ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে করিতে—উঠিতে উঠিতে সাধক যেন আরোহণীর শেষ-সীমায় উপস্থিত হইলেন।

এতদনুসারে ঋকের অর্থ হয়ঃ—'যে ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণের, কেবল মনুষ্যগণেরই বা বলি কেন—পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর তিনি অসামান্য—তিনি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টিরই একমাত্র অধীশ্বর।' অতএব, বুঝিয়া দেখুন—কি ঋকের কি অর্থই অধুনা চলিয়া আসিতেছে! (১ম—৭সূ—৯ঋ)।

মন্ত্রানুক্রমণিকা।

আশ্বিনং শংসিষ্যন্নিন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীতিজুহুয়াৎ। সংস্থিতেম্বাশ্বিনায় স্তবত ইতি খণ্ডে বন্মহাং অসি সূর্য্যেতি দ্বাভ্যামিন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি। আ° ৬।৪। ইতি সূত্রিতং। চতুর্ব্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীত্যারম্ভণীয়া। চতুর্ব্বিংশ ইত্যুপক্রম্য ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি। আ° ৭।২। ইতি সূত্রিতং॥ তামেতাং দশমীমৃচমাহ॥

⁂

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।

অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। বঃ। বিশ্বতঃ। পরি। হবামহে। জনেভ্যঃ।

অস্মাকং। অস্তু। কেবলঃ॥ ১০॥

⁂

মন্ত্রানুক্রমণিকার মর্ম্মার্থ।

আশ্বিন-স্তোত্র পাঠের সময়, "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি"—এই ঋক্ (১০ম ঋক্) উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিবে। "সংস্থিতেম্বাশ্বিনায় স্তবত ইতি" এই খণ্ডে (আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে) "বন্মহাং অসি সূর্য্যে" ইত্যাদি দুইটী মন্ত্রের সঙ্গে "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি" এই ঋক্ সূত্রিত হয়। চতুর্ব্বিংশ দিনে প্রাতঃসবনে 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসী' আখ্যাধারী ঋত্বিকের 'ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি" ঋক্ আরম্ভণীয়া। "চতুর্ব্বিংশ" এইরূপ উপক্রমের পর "ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি (আ° ৭।২) এইরূপ সূত্রিত (উচ্চারিত) হইয়াছে। সেই দশমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বেভ্যঃ) 'জনেভ্যঃ' (লোকেভ্যঃ) 'পরি' (উপরি অবস্থিতমিতিভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ বয়মিতি শেষঃ); স হি 'অস্মাকং' (অস্মদীয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং, যুষ্মদীয়ঃ 'অস্মাকং বঃ'—অস্মদীয়ো যুষ্মদীয়ঃ সর্ব্বেষাং ইতি ভাবঃ) 'কেবলঃ' (কৈবল্যপ্রদঃ মোক্ষদঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। হে ভগবন্। ন চ কেবলং অস্মাকং পরন্তু ত্বং সর্ব্বেষাং কল্যাণদায়কো ভব। (১ম—৭সূ— ০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান (স্তব) করিতেছি; তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কৈবল্যমোক্ষ-প্রদানকর্তা। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'কেবল আমাদিগের বলিয়া নহে; হে ভগবন্! আপনি সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন)।' (১ম—৭সূ—১০ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। বিশ্বতঃ সর্ব্বেভ্যো জনেভ্যঃ পরি। উপর্য্যবস্থিতমিন্দ্রং বো যুষ্মদর্থং হবামহে। আহ্বয়ামঃ। অতঃ স ইন্দ্রোঽস্মাকং কেবলোঽসাধারণোঽস্তু। ইতরেভ্যোপ্যধিকমনুগ্রহমস্মাসু করোত্বিত্যর্থঃ।

ইন্দ্রং রন্‌প্রত্যয়ান্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বঃ অনুদাত্তং সর্ব্বমিত্যনুবৃত্তৌ বহুবচনস্য বস্‌নসৌ পা০ ৮।১।২১। ইতি বস্‌। বিশ্বতঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং। পরি নিপাত-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পুরোহিতগণ এবং যজমানগণ। আমরা আপনাদিগের নিমিত্ত "বিশ্বতস্পরি" অর্থাৎ সর্ব্বজন মানবের উপরি বর্ত্তমান (অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ ও নিয়ামক) ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। অতএব সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের অসাধারণ (সহায়) হউন। অর্থাৎ অন্যান্য জীবগণের অপেক্ষায় আমাদিগের বিষয়ে (প্রতি) অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ (বিতরণ) করুন।

"ইন্দ্রং" এই পদটীতে রন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ ন থাকে না বলিয়া) আদ্য-স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "বঃ" এই পদটি, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচন 'ভ্যস্' করিয়া "অনুদাত্ত সর্ব্বং" এই অনুবৃত্তিতে "বহুবচনস্য বস্ নসৌ" (পা০ ৮।১।২১) এই সূত্রানুসারে যুষ্মদ্ শব্দের সহিত বহুবচন স্থানে "বস্" করিয়া এবং ঐ "বস্" এর স্ স্থানে বিসর্গ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "বিশ্বতঃ" এই পদটিতে "লিতি" এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "পরিঃ" এই পদটি নিপাত (অর্থাৎ অব্যয়)

ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সংহিতায়াং পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে। পা০ ৮৩।৫১। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং হবামহে। হ্বেঞঃ পরি বহুলংছন্দসীত সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। জনেভ্যঃ। জন্যন্ত ইতি জনাঃ। জনয়তেঃ কর্ম্মণি ঘঞ্ জনিবধ্যোশ্চ। পা০ ৭.৩৩৫। ইত্যুপধায়া বৃদ্ধ্যভাবঃ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মাকং। অস্মচ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ। শেষে লোপ ইত্যন্তলোপপক্ষে সাম আকং। পা০ ৭।১৩৩। ইত্যাকারেণৈকাদেশ উদাত্তঃ। টিলোপপক্ষ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। কেবলঃ বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্দ্দশো বর্গঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

∴

বলিয়া ইহার আদি স্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত "বিশ্বতস্পরি" এই পদটি 'বিশ্বতঃ' এবং 'পরি' এই দুই পদের সন্ধিতে "সংহিতায়াং পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে (পা০ ৮।৩।৫) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। "হ্বেঞ" (হ্বে) ধাতুর উত্তর "ঞিত্বাৎ কর্ত্রভিপ্রায়ে" (পা০ ১৩৭) এই নিয়মানুসারে আত্মনেপদে লটের স্থানে "মহিঙ্" (মহি) এবং "টিত আত্মনেপদানাং" (পা০ ৩৪।৭৯) এই সূত্র দ্বারা "টি" এর এত্ব (অর্থাৎ উক্ত মহিঙ্ এর ইকার স্থানে একার) ও "কর্ত্তরিশপ্" (পা০ ৩।১৬৮) এই সূত্রে শপ (অ) আগম এবং "হ্বঃ সম্প্রসারণং"। (পা০ ৬১৩২) এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি"। (পা০ ৬।১৩৪) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ (অর্থাৎ হ্বেঞ ধাতুর স্থানে হু আদেশ) করিয়া (ক্রমশঃ) পরপূর্ব্বত্ব, গুণ, (অর্থাৎ হু ধাতুর উ-কার স্থানে ও-কার) অবাদেশ, (অর্থাৎ উক্ত গুণপ্রাপ্ত ও-কার স্থানে "অব" আদেশ এবং 'অতোদীর্ঘোযঞি' (পা০ ৭৩১০) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ অর্থাৎ উক্ত শপ্ (অ) আগমের স্থানে আ হওয়ায় "হবামহে" পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। "জনেভ্যঃ–'যাহারা জন্মায়' এই অর্থে "জনি" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া "জনিবধ্যোশ্চ"। (পা০ ৭৩৩২) সূত্রানুসারে উপধার (অর্থাৎ 'জনি' ধাতুর উপান্তস্বর অকারের) বৃদ্ধি ("আ") না হওয়ায় 'জন' শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে এবং উক্ত জন শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচনে 'জনেভ্যঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ঘঞ্ প্রত্যয়ের 'ঞিত্ববশতঃ (অর্থাৎ ঞ্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদি স্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মাকং" এই পদটী অস্মদ্ শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত অস্মদ্ শব্দটি অন্তোদাত্ত। "শেষলোপঃ" সূত্রানুসারে অন্তবর্ণের লোপপক্ষে "সাম আকং" (পা০ ৭১৩৩) এই সূত্র দ্বারা ('আকং'এর) আকারের সহিত একাদেশ উদাত্তস্বর হইয়াছে। এবং টিলোপপক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর হেতু আকার উদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদির আকৃতিগণ বলিয়া "কেবলঃ" পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি প্রথম মণ্ডলে দ্বিতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥ ২ ॥

∴

দশম (৭০) ঋকের বিশদার্থ ।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'হে যজমানগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সকল লোকের উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি; তিনি কেবল আমাদেরই (অর্থাৎ আমাদেরই প্রতি অনুগ্রহশীল) হন।'

ঋত্বিকগণ বা পুরোহিতগণ এই ঋকে যেন প্রকাশ করিতেছেন—'ভগবান্ একমাত্র তাঁহাদেরই নিজস্ব অর্থাৎ তাঁহাদেরই কথা শুনেন; তাই যজমানের জন্য তাঁহারা ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন।'

এ হিসাবে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা এই ঋকে যেন জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে। 'ঈশ্বর কেবল আমাদেরই (পুরোহিত-গণেরই)'—এই যদি ঋকের প্রকৃত অর্থ হয়, আর আমরা (পুরোহিতগণ) তোমাদের (যজমানদিগের) মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিতে আসিবেন—এই যদি ঋকের লক্ষ্যস্থল হয়; তাহা হইলে আমরা বলি, এ ঋক্ বেদের অঙ্গ হইতে এখনই বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য,—এরূপ অসদ্ভাবমূলক ঋক্ একেবারেই অপঠিতব্য।

'অস্মাকমস্তু কেবলঃ';—এ বাক্যের অর্থ কেহ কেহ আবার 'তিনি (ঈশ্বর) কেবল ভারতবাসীরই হন'—এমন ব্যাখ্যাও করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাখ্যাও পূর্ব্বরূপ বৈষম্যপূর্ণ একদেশদর্শিতা দোষ দুষ্ট—সুতরাং গ্রহণীয় নহে বলিয়াই মনে করি।

ঋকের অন্তর্গত 'বঃ' এবং 'কেবলঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-বিবৃতি হেতু যত অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। 'যুষ্মদ্' শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'বঃ' হইলে, 'তোমাদের জন্য' অর্থ না হইবেই বা কেন? হইতে পারে; তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' সুসঙ্গত হয়, সেখানে দুর অন্বয়ে 'নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী' কল্পনা করি কেন? বিশেষতঃ এখানে যখন 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ নাই; সুতরাং "নিমিত্তাদ্ধেতুপ্রয়োগে" সূত্রের উপ-

যোগিতা এখানে দেখা যায় না। অতএব, আমরা বলি, সাদাসিধা 'তোমাদের' অর্থই গ্রহণ করা হউক। সম্বন্ধ সূচক ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থই এখানে অধিকতর সঙ্গত। তারপর—'কেবলঃ'। এ কি পাদপূরক 'চ-বা-তু-হি'-বৎ 'কেবল' মাত্র অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত? কদাচ নহে। এখানে 'কেবলঃ' পদের অর্থ—'কৈবল্যপ্রদঃ' মোক্ষপ্রদঃ' 'মুক্তিপ্রদঃ'। 'কেবল আমাদের'—এই একটা স্বার্থপূর্ণ ভাব ব্যক্ত করিতে, সূক্তের শেষে—ঋকের শেষে—উপসংহারে, একটা বাজে শব্দ কখনও ব্যবহৃত হইতে পারে না;—উপসংহারে সারবাক্যে পরিণতি-মূলক ভাবই ব্যক্ত হওয়া সঙ্গত।

অতএব, এখানে ঋকের সঙ্গত অর্থ এই যে,—'সেই পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদিগের এবং তোমাদিগের সকলেরই মুক্তিদাতা। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় মুক্তিদাতা কেহই নাই। তাঁহার শরণ লও,—তিনি মুক্তিদান করিবেন।'

কেহ হয় তো কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন,—'আমাদিগের' ও 'তোমাদিগের' ('অস্মাকং' ও 'বঃ') দুই শব্দের প্রয়োগ কেন হইল? একমাত্র 'আমাদের' বলিলেই তো সকলকেই বুঝাইত,—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত! বৃথা কেন দুই শব্দ?

আমরা মনে করি, তাহারও নিগূঢ় কারণ আছে। 'আমাদের' শব্দে, মন্ত্রের উচ্চারণকারী বা যাজ্ঞিক কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী বা হিন্দুগণকে বুঝাইতে পারে। আর 'তোমাদের' শব্দে যজমানকে, অন্য মার্গাবলম্বীকে বা হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিকেও, লক্ষ্য থাকা অসম্ভব নহে। তিনি যে কেবল আমাদেরই অথবা আমরাই যে কেবল মুক্তির অধিকারী, এতাদৃশ উক্তি অজ্ঞ অবিচারী জনের মুখেই শোভা পায়। সত্য সনাতন বেদবাক্য তদ্রূপ স্বার্থপরতা দোষে কদাচ কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

তাই মনে হয়, সার্ব্বজনীন সাম্যভাব প্রকাশে, ঋকে বলা হইয়াছে,—'তিনি যেমন আমাদের, তিনি তেমনই তোমাদের—সকলেরই; যে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইবে, তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন।'

কোথায় বিশ্বজনীন ঔদার্য্য, আর কোথায় অতি অনুদার-সঙ্কীর্ণতা! অর্থ ব্যত্যয়ে এতই ভাব-ব্যত্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে। (১ম—৭সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। অষ্টমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চদশঃ ষোড়শশ্চ বর্গঃ।

* * *

অষ্টমং সূক্তং।

স্তোত্রের পর স্তোত্র, সূক্তের পর সূক্ত, ঋকের পর ঋক্—একই দেবতার উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত দেখিতেছি। বলিয়াছি তো,—সংসারে অবস্থা-বিপর্য্যয়ের অন্ত নাই, ইহ-সংসারে সংসারীর অভাবেরও পরিসীমা নাই, আবার নিত্য-নূতন রূপ পরিগ্রহণ-হেতু তাহার আকাঙ্ক্ষারও শেষ দেখিতে পাই না। যত ভাব, যত আকাঙ্ক্ষা, যত অভাব, যত অবস্থা, স্তোত্র-শাস্ত্র উপাসনা-প্রক্রিয়াও তদ্রূপ অসংখ্য—অনন্ত।

বলিয়া বলিয়া বলার শেষ হয় না। ডাকিয়া ডাকিয়া ডাকা আর ফুরায় না। চাহিয়া চাহিয়া চাওয়া আর শেষ হয় না। মানুষের প্রকৃতিই এই। সুতরাং তাহার প্রার্থনা-মূলক স্তোত্রও যে অসংখ্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সেই কারণেই ঐন্দ্র-সূক্তের বহুত্ব। সেই কারণেই আগ্নেয়-সূক্তের প্রাচুর্য্য। সেই কারণেই বরুণ, বায়ু, মরুৎ, যম প্রভৃতি অগণ্য অসংখ্য দেবতার স্তবস্তুতির সমাবেশ। সকল প্রকৃতির সকল পর্য্যায়ের সকল লোক সদ্গতি লাভ করুক—করুণাময়ের করুণার প্রস্রবণ এমনই বিশ্বজনীন ভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে।

বিদ্যার জন্য জ্ঞানীর নিকট, ধনের জন্য ধনীর দ্বারে, গুণের জন্য সৎসঙ্গের সহবাসে, দিন কাটাইতে হয়। সকল অভাব পূরণ করিবার আবশ্যক বুঝিলে, সকলের দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অবসন্ন হইয়া, শেষে একের আশ্রয় অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। সেই সন্ধান যে-জন লাভ করিতে পারে, চাহিতে—চাহিতে,—তাহার চাওয়ার অবসান হইয়া আসে।

যে চাওয়ায় কেবল চাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, যাহার নিকট প্রার্থনায় কেবল কামনাই প্রবল হইয়া উঠে, সে চাওয়া বা সে প্রার্থনার পাত্র, কদাচ শুভফলপ্রদ নহে। পরন্তু যে চাওয়ায় চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দূর হয়, সেই চাওয়াই চাওয়া চাই; অপিচ, যাঁহার নিকট প্রার্থনায় কামনায় নিবৃত্তি আসে, তদ্রূপ ফলদাতার দ্বারেই অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকার আবশ্যক হয়। ঐন্দ্র-সূক্ত স্তরে স্তরে প্রার্থনার সেই স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছে। উহার এক একটী ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর; আর, সঙ্গে সঙ্গে, দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হও; প্রার্থনার পূরণ হইবে,—'দেহি দেহি' রব লোপ পাইবে।

অষ্টম-সূক্তের দশটী ঋক্, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঋক্-সমূহের সহযোগে, প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া, সোপানের পর সোপান অতিক্রম করাইয়া, ধীরে ধীরে কেমন নিবৃত্তি-মার্গে লইয়া চলিয়াছে। আত্যন্তিক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ-অভিলাষী জনের, মুক্তিকামী মানবের, ঋকের মধ্যে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অষ্টম সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

তৃতীয়েঽনুবাকে চত্বারি সূক্তানি। তত্রৈন্দ্রসানসিমিত্যাদিকং প্রথমং দশর্চং সূক্তং। স্বরূপকৃত্নুমিত্যাদিষু ষটসু পঞ্চমং। ঋষ্যাদয়স্তু পূর্ব্ববৎ। বিশেষবিনিয়োগস্তু। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যে ঔষ্ণিহতৃচাশীতাবৈন্দ্রসানসিং রয়িমিত্যাদিকে দ্বে সূক্তে। পঞ্চমারণ্যকে ঔষ্ণিহতৃচাশীতিরিতি খণ্ডে শৌনকেন সূত্রিতং। স্বরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ত্রীণ্যৈন্দ্র সানসিং রয়িমিতি দ্বে ইতি। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রে এন্দ্র সানসিমিতি সূক্তং। সূত্রিতঞ্চ- ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহদেন্দ্রসানসিং। আ০ ৬৪। ইতি। দর্শযাগ ইন্দ্রযাজিনঃ সান্নায্যস্যানু ব্যাক্যা। এন্দ্র সানসিং রয়িমিতি। উক্তা দেবতা ইত্যস্মিন্ খণ্ড এন্দ্র সানিসিং রয়িং প্রসসাহিষে পুরুহূত-শত্রূন্। আ০ ১।৬। ইতি সূত্রিতং। তস্মিন্ সূক্তে তামেতাং প্রথমামৃচমাহ॥

সায়ণ-ভাষ্যে অষ্টমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় অনুবাকে চারিটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম "এন্দ্রসানসিং" ইত্যাদি দশটী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত "স্বরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি ছয়টী সূক্তের মধ্যে পঞ্চম সূক্ত। ইহার ('এন্দ্র সানসিং ইত্যাদি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্তের) ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। মহাব্রতে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ইহার বিশেষ বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ঔষ্ণিহতৃচাশিতিতে "এন্দ্র সানসিং রয়িং" ইত্যাদি দুইটী সূক্তের বিনিয়োগ হয়। শৌনক মুনি, পঞ্চমারণ্যকে 'ঔষ্ণিহতৃচাশীতি' এই খণ্ডে সূত্রিত করিয়াছেন—"স্বরূপকৃত্নুমূতয়ে" ইত্যাদি ঋক্ত্রয় এবং "এন্দ্র সানসিং রয়িং" ইত্যাদি ঋক্দ্বয় বিনিয়োগ করিবে। অতিরাত্রযাগে প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক শস্ত্রমন্ত্রে "এন্দ্র সানসিং" এই সূক্তের বিনিয়োগ হইবে। কারণ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে—"ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহদেন্দ্র সানসিং" (আ০ ৬।৪) ইতি অর্থাৎ "ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ" ইত্যাদি ঋক্বিশিষ্ট সূক্ত এবং "এন্দ্র সানসিং" ইত্যাদি ঋক্-বিশিষ্ট সূক্ত (অতিরাত্রযাগে) বিনিযুক্ত করিবে। দর্শযাগে ইন্দ্রযাজী 'সান্নায্য' নামক ঋত্বিকের অনুবাক্যারূপে 'এন্দ্র সানসিং রয়িং' ইত্যাদি বিনিয়োগ করিবে। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রে "উক্তা দেবতাঃ" এই খণ্ডে, "এন্দ্রসানসিং রয়িং" "প্রসসাহিষে" পুরুহূত-শত্রূন, এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। (আ০ ১।৬) সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়েঽনুবাকে অষ্টমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।

ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে

বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।

বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ইন্দ্র। সানসিং। রয়িং। সহজিত্বানং। সদাঽসহং।

বর্ষিষ্ঠং। ঊতয়ে। ভর ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষার্থং) 'সানসিং' (সংভজনীয়ং, সুখসেব্যং, আত্মানন্দপ্রদং ইতি ভাবঃ), 'সজিত্বানং' (সদাশত্রুজয়শীলং) 'সদাসহং' (সদাস্থিরতরং, অচঞ্চলং) 'বর্ষিষ্ঠম্' (প্রভূতং, নিত্যবর্দ্ধমানং) 'রয়িং' (ধনং—জ্ঞানস্বরূপং) 'আ ভর' (আহর, প্রদানং কুরু ত্বমিতিশেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব ! ত্বং হি জ্ঞানাধিপতিঃ রক্ষকশ্চ, ত্বয়া ন দত্তে কুত এতল্লভেমহি। (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমাদের রক্ষার জন্য আত্মানন্দপ্রদ সদাশত্রুজয়কারী নিত্যস্থিতিশীল নিত্যবর্দ্ধমান জ্ঞান ধন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। ভাব এই—হে দেব! আপনি জ্ঞানাধিপতি এবং আমাদের রক্ষক, আপনি না দিলে কোথায় এরূপ ধন পাইব? (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র। উতয়েঽস্মদ্রক্ষার্থং রয়িং ধনমাভর। আহর। কীদৃশং রয়িং। সানসিং সংভজনীয়ং। সজিত্বানং। সমানশত্রুজয়শীলং। ধনেন হি শূরান্ ভৃত্যান্ সম্পাদ্য শত্রবো জীয়ন্তে। সদাসহং। সর্ব্বদা শত্রূণামভিভবহেতং। বর্ষিষ্ঠং অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতমিত্যর্থঃ।

সানসিং। বনষনসংভক্তাবিত্যস্মাদসিপ্রত্যয়ো বৃদ্ধিরন্তোদাত্তত্বং চ সানসিবর্ণসীত্যাদিনা উ০ ৩।১০৯ নিপাত্যতে। রয়িং। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। সজিত্বানং। সমানানরীন্ জেতুং শীলমস্য। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩ ২।২৫। ইতি ক্বনিপ্। উপপদসমাসঃ। সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু। পা০ ৬।১।৮৪। ইতি সমানস্য সভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ ধাতুস্বরএব শিষ্যতে। বর্ষিষ্ঠং। বৃদ্ধশব্দাদতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আপনি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ধন আহরণ করুন। কিরূপ ধন? "সানসিং" অর্থাৎ—আমাদিগের সম্যক্ ভজনীয়। "সজিত্বানং" অর্থাৎ—সমানশত্রুজয়শীল। ধনের দ্বারাতেই শূরগণকে ভৃত্য সম্পাদন করিয়া শত্রুসমূহ জিত হইয়া থাকে। "সদাসহং" অর্থাৎ—সকলসময়েই ত্রুগণের পরাভবের হেতু। "বর্ষিষ্ঠং"—অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ ধন আহরণ করুন।

"সানসিং" পদটীর, সম্যক্ ভজনার্থক ষন ধাতুর উত্তর "সানসিবর্ণাস" (উ০ ৪।১০৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিপাতনে অসিপ্রত্যয়, বৃদ্ধি ও অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাতিপদিকস্বর বশতঃ "রয়িং" এই পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সজিত্বানং"—'সমান শত্রুসমূহকে জয় করিতে স্বভাব হইয়াছে ইহার' এই অর্থে 'সমান' উপপদপূর্ব্বক জি ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা০ ৩ ২।১৫) এই সূত্রদ্বারা ক্বনিপ্ (বন্) প্রত্যয় হইয়াছে। উপপদসমাসে "সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু" (পা০ ৬ ৩।৮৪) এই সূত্রানুসারে 'সমান' শব্দের স্থানে সকার-আদেশ করিয়া দ্বিতীয়াবিভক্তির একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বর্ষিষ্ঠং" এই পদটীতে, 'বৃদ্ধ' শব্দের উত্তর "অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ" (পা০ ৫।৩।৫৫) এই সূত্রদ্বারা

পা০ ৫।৩।৫৫। ইত্যষ্ঠন্ প্রিয়স্থির পা০ ৬৪১৫৭। ইত্যাদিনা বৃদ্ধশব্দস্য বর্ষাদেশঃ। ইষ্ঠনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উতয়ে। উদাত্ত ইত্যনুবৃত্তাবূতিযূতিজূতিসাতীত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তো নিপাতিতঃ। ভর। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি। পা০ ৮২।৩২।১। ইতি হকারস্য ভকারঃ। তে প্রাগ্ধাতোঃ। পা০ ১।৪।৮০। ইদি ধাতোঃ প্রাক্ প্রয়োক্তব্যাস্তঙা ব্যবহিতাশ্চ পা০ ১।৪,৮২। ইতি ছন্দসি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ ॥ ১ ॥

⁂

প্রথম (৭১) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই বলিয়া গিয়াছেন,—এ ঋকে শত্রুদের দমনের জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচুর অর্থ পাইলে, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, অসুরদিগকে দস্যুদিগকে দমন করিতে পারিব,—ইহাই এ ঋকের লক্ষ্য।' অসুর-রূপ শত্রুদমন এবং তজ্জন্য অর্থ প্রার্থনা—এই হইল যেন এ ঋকের প্রতিপাদ্য।

কিন্তু ঋকে কোন্ ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে, ধনের বিশেষণ কয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা বোধগম্য হয় না কি? সে ধন

ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) প্রত্যয় করিয়া "প্রিয়স্থির" (পা০ ৬.৪। ৫৭) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বৃদ্ধ-শব্দের স্থানে বর্ষ আদেশ হইয়াছে। ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ের নিত্ব হেতু উক্ত 'বর্ষিষ্ঠ' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উতয়ে" এই পদটি, উদাত্তস্বরের অনুবৃত্তিতে "উতিযূতিজূতিসাতি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উক্ত সূত্রানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "ভর" এই পদটি, হৃ ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" (পা০ ৮। ৩২।১) এই সূত্রদ্বারা হ-কারের স্থানে ভ কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, মন্ত্রের শেষস্থিত 'ভর' এই ক্রিয়াপদের সহিত আদিস্থ 'আ'এর যোগে কিরূপে অন্বয় হইতে পারে? তন্নিরাসার্থ উক্ত হইতেছে) "তে প্রাগ্ধাতোঃ" (পা০ ১৪,৮০) এই সূত্রানুসারে ধাতুর পূর্ব্বে প্রযুজ্য 'আঙ্' (আ) এর "ব্যবহিতাশ্চ" (পা০ ১।৪,৮২), এই সূত্রদ্বারা ছন্দোবিষয়ে ব্যবহিত (দূরে) প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

⁂

কেমন? না—'সানসিং'—সম্যক্ ভজনীয়। যাহা চিরসুখপ্রদ, যাহা পরম আনন্দদায়ক, তাহাই সম্যক্ ভজনীয় (সেবনীয়) নহে কি? 'সজিত্বানং'—'সমভাবে বা সদা জয়শীল'—সে ধনও সামান্য ধন কি? তারপর, 'সদাসহং'—'সদাস্থিরতর অচঞ্চল' যে ধন, তাহার কি আর তুলনা আছে? 'বর্ষিষ্ঠং' বিশেষণে অধিক পরিমাণে বর্দ্ধনশীল বা নিত্যবর্দ্ধমানের ভাব আসে। সুতরাং সে ধন যে কোন্ ধন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। সে ধন নিশ্চয়ই টাকাকড়ি ধন-দৌলত নহে; সে ধন—কেবলমাত্র তোমার-আমার পারিপার্শ্বিক এই সব শত্রুদের দমন জন্যও নহে।

'সজিত্বানং' পদ জয়ার্থক 'জি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ অসুরাদি শত্রুজয়ের বা দস্যুজয়ের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর বিশেষণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, সে শত্রু যে কেমন শত্রু, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তদনুসারে, দেহের শত্রু, অন্তরের শত্রু, কাম ক্রোধাদি রিপু-শত্রুকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। শত্রুগণ যাহাতে সম্যক্-ভাবে পরাজিত হয় অর্থাৎ রিপু শত্রুর কবল হইতে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পাই, তেমন ধন লাভের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

তবেই ঋকের অর্থ হয় এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! তুমি আমায় সেই ধন দেও, যে ধন—চিরসুখসেব্য আত্মানন্দপ্রদ! তুমি আমায় সেই ধন দেও—যে ধন আমার প্রবল রিপু-শত্রুর কবল হইতে আমায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করে। তুমি আমায় সেই ধন দেও—যে ধন অচঞ্চল অক্ষয়। তুমি আমায় সেই ধন দেও—অতিমাত্রায় যে ধনের বৃদ্ধিই আছে, কখনও ক্ষয় নাই।'

সে ধন যে কোন্ ধন, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক হয়? এ ঋকে সাধক শ্রীভগবানের নিকট সেই পরমধন—জ্ঞানধন—প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধ হয়। সামান্য ধন-দৌলত যে তিনি চাহেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্ব্বতা ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। যেন। মুষ্টিঽহত্যয়া। নি। বৃত্রা। রুণধামহৈ।
ত্বাঽঊতাসঃ। নিঽঅর্ব্বতা। ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন' (জ্ঞানস্বরূপেণ ধনেন) 'নি' (নিশ্চয়ং) 'বৃত্রা' (বৃত্রাণি—শত্রূন্ অসদ্বৃত্তীঃ, রিপূন্) 'মুষ্টিহত্যয়া' (মুষ্ট্যাঘাতেন, অনায়াসেন ইতি ভাবঃ) 'নিরুণধামহৈ' (বিনাশয়ামঃ); হে ইন্দ্র (হে ভগবন্) তেন 'ত্বোতাসঃ' (ত্বয়া উতাসঃ রক্ষিতাঃ) 'অর্ব্বতা' অর্ব্বতাং—ইন্দ্রত্বং, ত্বৎসাযুজ্যং, আত্মলীনত্বরূপং মোক্ষমিতিভাবঃ) প্রাপ্নুয়ামো বয়মিতি শেষঃ। (ভাবঃ—ত্বয়ি সহায়ে প্রাপ্তে নাস্মাকং প্রাপ্তৌ কিমপি অসম্ভবং)। (১ম—৮সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! তোমার প্রদত্ত জ্ঞান-রূপ সেই ধনের প্রভাবে নিশ্চয়ই অনায়াসে রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করিব; এবং তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমাতেই আত্মলীন করিতে সমর্থ হইব। (ভাব—তুমি সহায় হইলে আমাদের প্রাপ্তি বিষয়ে কিছুই অসম্ভব হইবে না।) (১ম—৮সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেন ধনেন সম্পাদিতানাং ভটানাং নি মুষ্টিহত্যয়া নিতরাং মুষ্টিপ্রহারেণ বৃত্রা শত্রূন্ নিরুণধামহৈ নিরুদ্ধান করবামঃ, তাদৃশং ধনমাহরেত্যর্থঃ। ত্বোতাসস্ত্বয়া রক্ষিতা বয়মর্ব্বতাস্মদীয়েনাশ্বেন নিরুণধামহা ইত্যনুষঙ্গঃ। পদাতিযুদ্ধেনাশ্বযুদ্ধেন চ শত্রূন বিনাশয়াম ইত্যর্থঃ॥

মুষ্টিহত্যয়া। হনস্ত চ। পা০ ৩১১০৮। ইতি সুবন্ত উপপদে ক্যপ। তৎসন্নিযোগেন নকারস্য তকারঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬।২।১৯৯। ইতি বহুলগ্রহণেন ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যন্তোদাত্তত্বাভিধানাৎ। পা০ ৬২১৯৫।১। অন্তোদাত্তত্বং। নি। আখ্যাতসম্বদ্ধস্যাপি নেরুপসর্গস্য ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। বৃত্রা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। নলোপঃ। রুণধামহৈ। আট্সংযোগেন পিত্বাৎ। পা. ৩৪৯২। শ্নসোরল্লোপঃ। পা০ ৬।৬।১১১। ইত্যকারলোপো ন ভবতি। পিত্বাদেব চাখ্যাতস্যানুদাত্তত্বেন বিকরণস্য শ্নস এবোদাত্তত্বং শিষ্যতে। নমু তিঙঙ্তিঙ ইতি নিঘাতেন ভবিতব্যং। ন। দ্বে হ্যত্র তিঙ বিভক্তৌ। নিবিড়য়া মুষ্ট্যা নিরুণধামহা ইত্যত্র মুখ্যা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। (আমরা) যে ধনের দ্বারা সম্পাদিত ভট (সৈন্য) সমূহের অতিশয় মুষ্টি প্রহারে শত্রুসমূহকে নিরুদ্ধ করিতে পারি, (আপনি আমাদের জন্য) তাদৃশ ধন আহরণ করুন। আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত আমরা, আমাদিগের অশ্বদ্বারা (শত্রুসমূহকে) নিরুদ্ধ করিব। অর্থাৎ—আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিলে, আমরা পদাতি যুদ্ধে এবং অশ্বযুদ্ধে শত্রুসমূহকে বিনাশ করিতে পারিব।

"মুষ্টিহত্যয়া" এই পদটী 'মুষ্টি' উপপদ পূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তর "হনস্তচ" (পা০ ৩১।১০) এই সূত্রদ্বারা ক্যপ্ (য) প্রত্যয় করিয়া, তাহার (সেই ক্যপ্ প্রত্যয়ের) সন্নিয়োগবশতঃ হন্ ধাতুর ন-কারের স্থানে ত-কার আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর (পরবর্ত্তী) পদে প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তিতে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬২। ৯৯) এই সূত্রে বহুলগ্রহণ হেতু 'ত্রিচক্রাদি' শব্দের ছন্দোবিষয়ে অন্তোদাত্তস্বরের বিধান থাকায় পা০ ৬২।১৯৯।১) ইহারও অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নি" এই পদটী উপসর্গ, ইহার আখ্যাত (রুণধামহৈ) পদের সহিত সম্বদ্ধ থাকিলেও "ব্যবহিতাশ্চ" এই সূত্রানুসারে ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে। "বৃত্রা" এই পদটী "শেশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রানুসারে "বৃত্রাণি" পদের শি (ই) এর লোপ এবং ন-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রুণধামহৈ" পদটীতে আট্ (আ) এর সংযোগ আছে বলিয়া পাণিনির (পা০ ৩।৪।৯২) এই সূত্রদ্বারা পিত্বনিবন্ধন "শ্নসোরল্লোপঃ" (পা০ ৬৫।১১১) এই সূত্রদ্বারা আগম 'ন'এর অকার লোপ হয় নাই। পিত্ব-নিবন্ধন আখ্যাতের স্বর অনুদাত্ত বলিয়া আগম 'শ্নস্' এরও স্বর-উদাত্ত অবশিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে যে "তিঙ্ঙতিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হউক? তন্নিরসনার্থ কথিত হইতেছে 'ন' অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না, যেহেতু এস্থলে দুইটী তিঙ্ বিভক্তি অন্বিত হইতেছে। নিবিড় মুষ্টিদ্বারা নিরুদ্ধ করিব' এই প্রথমা তিঙ্ বিভক্তি শ্রুত

শ্রুতৈকা। অর্ব্বতা নিরুণধামহা ইত্যত্রানুষক্তা দ্বিতীয়া। তয়োঃ সমুচ্চয়ার্থশ্চকারোলুপ্যতে তেন চাদিলোপে বিভাষা। পা০ ৮।১।৬৩। ইতি প্রথমেয়ং তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে। যথা নাত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতীত্যত্র হি সমুচ্চয়ার্থস্য চশব্দস্য লোপাত্তৃপ্যতীতি প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে দদাতীতি দ্বিতীয়া তু নিহন্যতএব। ননু তত্র দ্বে তিঙ্‌বিভক্তী শ্রূয়েতে। ইহ পুনরেকৈব শ্রুতা। সৈবোত্তরত্রানুষজ্যতে নান্যা শ্রূয়ত ইতি দ্বিতীয়াভাবাৎ কথমিয়ং প্রথমা। ন। অনুষঙ্গলব্ধদ্বিতীয়াপেক্ষমপি প্রাথম্যমুপজীব্য নিঘাতনিষেধদর্শনাৎ। পুরোডাশং চাধিশ্রয়ত্যাজ্যং চ। প্রোক্ষণীশ্চাসাদয়ত্যাজ্যং চেত্যত্র হ্যধিশ্রয়ত্যাসাদয়তীত্যাখ্যাতয়োঃ প্রথমবাক্যদ্বয়শ্রুতয়োরুত্তরবাক্যদ্বয়েঽনুষঙ্গমপেক্ষ্যৈব প্রাথম্যস্বীকারেণ চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিঘাতনিষেধো দৃষ্ট ইতি ত্বয়োতা রক্ষিতাস্ত্বোতাসঃ। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ২।৭।৯৮। ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশে দকারলোপশ্ছান্দসঃ। অবতের্নিষ্ঠায়ামিড়ভাবশ্চ জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা০ ৬৪২০। ইতূঠ্। এত্যেধ-

হইতেছে এবং 'অশ্বদ্বারা শত্রু সমূহকে নিরুদ্ধ করিব' এস্থলে দ্বিতীয়া তিঙ্‌ বিভক্তি অনুষক্ত হইতেছে। উক্ত তিঙ্‌বিভক্তিদ্বয়ে সমুচ্চয়ার্থ চ কারের লোপ হইয়াছে। সেই হেতু "চাদিলোপে বিভাষা" (পা০ ৮।১।৬৩) এই সূত্রানুসারে এই প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইতে পারে না; যেমন 'আত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতি' এস্থলে সমুচ্চয়ার্থ চ-শব্দের লোপ হেতু 'তৃপ্যতি' এই প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর হয় নাই পরন্তু 'দদাতি' এই দ্বিতীয়া তিঙ্‌বিভক্তির নিঘাতস্বর হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলে প্রথমা তিঙ বিভক্তির নিঘাতস্বর হয় নাই। পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে—সেই ('নাত্মনা তৃপ্যতি নাত্মনা দদাতি') স্থলে দুইটী তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইয়াছে, এস্থলে মাত্র—একটী তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইতেছে এবং সেই একটী তিঙ্‌বিভক্তিই উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যে অনুষঙ্গ হইতেছে, অন্য তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয়া তিঙ্‌বিভক্তির অভাব বশতঃ কি প্রকারে ইহা প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তি হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে 'ন'—এ প্রকার আশঙ্কাও করিতে পারা যায় না, যেহেতু অনুষঙ্গ দ্বারা লব্ধ দ্বিতীয়াকে অপেক্ষা করিতেছে যে প্রথম, তাহাকে উপজীব (লক্ষ্য) করিয়াও নিঘাতস্বরের নিষধ হইয়া থাকে। "পুরোডাশংচাধিশ্রয়ত্যাজ্যংচ" প্রোক্ষণীশ্চাসাদয়ত্যাজ্যংচ' এস্থলে প্রথম বাক্যদ্বয়ে শ্রুত হইয়াছে যে 'অধিশ্রয়তি' 'আসাদয়তি' এই আখ্যাতদ্বয়, ইহাদের উত্তর (পরবর্ত্তী) বাক্যদ্বয়ে অনুষঙ্গকে (অন্বয়কে) অপেক্ষা করিয়াই প্রাথম্য স্বীকার হেতু "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ দৃষ্ট হইয়াছে। "ত্বোতাসঃ" এই পদটী, 'আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত' এই অর্থে "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পা০ ২।৭।৯৮) এই সূত্রদ্বারা ম-পর্য্যন্ত 'যুষ্মদ্‌' শব্দের (যুষ্ম) স্থানে 'ত্ব' আদেশ করিয়া ছান্দস প্রযুক্ত দ-কারের লোপ হইয়াছে। (অন্তস্বর) অব্‌ ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া ইট্‌ (ই) আগমের অভাব হইয়াছে। "জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ" (পা০ ৬।৪।২০) এই সূত্রদ্বারা ঊঠ্‌ (ঊ) আদেশ হইয়া "এত্যেধত্যূঠ্‌সু" (পা০ ৬।১।৮৯) এই সূত্রানুসারে বিহিত

ত্যুঠ্সু। ইতি বৃদ্ধ্যভাবশ্ছান্দসঃ তৃতীয়াকর্ম্মণি। পা৹ ৬৷২৷৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। অর্ব্বতা অর্ব্বতি গচ্ছতীতার্ব্বা অর্ব গতৌ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্ প্রত্যয়ঃ। নেড্‌বশিকৃতি। পা৹ ৭৷২৷৮। ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। লোপো ব্যোর্ব্বলি। পা৹ ৬৷১৷৬৬। ইতি বকারলোপঃ। অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ ইতি তকারঃ। বনিপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বর এব॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৭২) ঋকের বিশদার্থ।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে এ ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়; যথা,—'অনেক ধন দৌলত পাইলে অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিব। পদাতিক সৈন্যগণ, মুষ্টিপ্রহারে বিপক্ষ শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিবে, এবং আমরাও ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বারোহণে বিপক্ষ-দমন করিব।' এ হিসাবে 'যেন'-পদ 'সাধারণ ধনদৌলত দ্বারা' অর্থ জ্ঞাপন করে; এবং 'অর্ব্বতা' ('অর্ব্বৎ') পদে 'অশ্বেন' অর্থাৎ 'অশ্বে আরোহণ দ্বারা' অর্থ সূচিত হয়। 'মুষ্টিহত্যয়া' দেখিয়া পদাতিক সৈন্য নিয়োগে মুষ্টিপ্রহারে দূরীকরণ অর্থ আসে। তার পর আর যাহা কিছু ভাব, সকলই কল্পনার সাহায্যে টানিয়া বুনিয়া গ্রহণ করা হয়।

বলিয়াছি তো—যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহার চক্ষে তদ্রূপ অর্থই প্রতিভাত হইবে। শাস্ত্রকারগণ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—ঋকের অর্থ স্বর্গে একরূপ, মনুষ্যের নিকট একরূপ, দেবতার নিকট একরূপ, দৈত্যের নিকট একরূপ; বিভিন্ন আধারে উহার বিভিন্ন ভাব অবভাসিত

বৃদ্ধিকার্য্যটী ছন্দোবশতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। "তৃতীয়াকর্ম্মণি" (পা৹ ৬৷২৷৪৮) এই সূত্রদ্বারা প্রকৃতিস্বর-নিমিত্ত পূর্ব্বপদের (ত্ব এই পদের) আকার উদাত্ত হইয়াছে। এবং "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রদ্বারা (অবশিষ্ট স্বর) উদাত্ত হইয়াছে। 'গমন করে যে'—এই অর্থে গত্যর্থ অর্ব্ব্ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্রদ্বারা বনিপ (বন্) প্রত্যয়, "নেড্‌বশিকৃতি" (পা৹ ৭৷২৷৮) এই সূত্রদ্বারা ইট্ (ই) আগমের নিষেধ, "লোপোব্যোর্ব্বলি" (পা৹ ৬৷১৷৬৬) এই সূত্রদ্বারা (ধাতুর) 'ব'এর লোপ, এবং "অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ" এই সূত্রানুসারে ত-কারাগম করিয়া তৃতীয়ার একবচনে 'অর্ব্বতা' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'বনিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই) হইয়াছে॥ ২॥

* * *

হয়।' আলোক-রশ্মি বর্ত্তুলাকার অবকাশ-পথে বর্ত্তুলাকার ধারণ করে; চতুষ্কোণ অবকাশ-পথে চতুষ্কোণাকার প্রাপ্ত হয়; ত্রিকোণ-পথে তাহার ত্রিভুজ-রূপ প্রত্যক্ষ করি। বেদ-ব্যাখ্যাতেও আমাদের সেই অবস্থা। তবে জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে সঙ্গতি-অসঙ্গতি যতটুকু বোধগম্য হয়, তাহাই প্রকাশ করিতেছি মাত্র।

পূর্ব্ব ঋকের 'রয়ি' পদের বিশেষণাদির বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি,—'রয়িং' পদে যে 'ধন' বুঝায়, তাহাতে 'জ্ঞানরূপ ধন' ভিন্ন অন্য কোনও ধন সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং আমরা "যেন" পদে 'জ্ঞান-রূপ ধন দ্বারা' অর্থই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'বৃত্র' শব্দে 'শত্রু রিপু অসদ্বৃত্তি' বুঝায়। 'মুষ্টিহত্যয়া' পদে মুষ্ট্যাঘাতে সংহার-সাধনের (অনায়াসে বিনাশের) ভাব আসে। জ্ঞান রূপ ধনের অধিকারী হইলে—জ্ঞানোদয় হইলে, অসদ্বৃত্তি বা অজ্ঞানতা বা রিপুদস্যুগণ যে (নি) 'নিশ্চয়ই' অনায়াসে' বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সংশয় আসিতে পারে না। সুতরাং এখানে ধন-দৌলত দ্বারা সংগৃহীত পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে 'মুষ্ট্যাঘাতে' শত্রুগণকে নিশ্চয় 'বিনাশ' করা অর্থই সঙ্গত? কি 'জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-নাশ অনায়াস-সাধ্য'রূপ অর্থই সঙ্গত?—সকলেই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

শেষ রহিল—'অর্ব্বতা' পদ। ঐ পদের 'অশ্বেন' অর্থ যাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা বলেন—ঐ পদ 'অর্ব্বৎ শব্দ হইতে সাধিত। কিন্তু আমরা বলি—'অর্ব্বন্'-শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় করিয়া ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ—'অর্ব্বন্'-এর ভাব অর্ব্বতা। 'অর্ব্বৎ' ও অর্ব্বন্' দুই শব্দই একার্থ-বাচক; দুই শব্দেই 'ইন্দ্র ও 'অশ্ব' দুই অর্থই হয়। 'অর্ব্বৎ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে, এই 'অর্ব্বতা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে না করিয়া, 'অর্ব্বন্' শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয়ে ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে স্থির করিলেই বা হানি কি? একটা আপত্তি উঠিতে পারে,—'দ্বিতীয়ার একবচনে আমরা যে অর্থ করিতেছি, উহার সে বিভক্তি কোথায়? অর্ব্বত-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'অর্ব্বতাং' হইত না কি?' তাহার উত্তর এই যে, বৈদিক মন্ত্রে 'সুপাংসুলুক্' সূত্রানুসারে 'ডা' আদেশেরও বিধি আছে। এখানে বিভক্তির স্থানে ডা (আ) আদেশে 'অর্ব্বতা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এরূপ

সিদ্ধান্তও করিতে পারি। আর তাহাতে যে সঙ্গত সমীচীন অর্থ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হইলে, ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলে, তাঁহার স্বারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি অধিগত হইবে—ইহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? শাস্ত্রেই (শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ) তো আছে,—

> 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
> হৃদ্বাগ্বপূর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।'

ভগবানের অনুকম্পায় ভগবচ্চরণানুগত জন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়—এ একরূপ নিত্যসত্য। এই নিত্যসত্য বাণীই এ ঋকে বিঘোষিত দেখি। এ ভিন্ন ঋকে অন্য অর্থের আগম অতি দূরান্বয়-সূচক ও কষ্টকল্পনা মূলক বলিয়াই মনে করি।

কেহ যদি বলেন,—বিভিন্ন জনের প্রার্থনা বিভিন্ন-রূপ হইতে পারে; শত্রু-দ্বারা আক্রান্ত নিঃস্ব নৃপতি, আপনার ধনভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার প্রার্থনায় ব্যাকুল হইতে পারেন; তাঁহার পক্ষে পদাতিক সৈন্যের ও অশ্বারোহী সৈন্যের আবশ্যক থাকিতে পারে; আমাদের তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যাঁহার যেমন অভাব, তদনুসারেই তিনি প্রার্থী হইবেন—তাহা আর বিচিত্র কি? ঋকেও সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনাই আছে,—মনে করিতে পারি।

যাহা হউক, ঋকের প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋকে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! তুমি সেই ধন আমাদিগকে দেও—সেই চির-অচঞ্চল সদাজয়প্রদ আনন্দস্বরূপ সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর (পূর্ব্ব ঋকের প্রার্থনানুরূপ)—যে ধনের প্রভাবে আমরা নিঃসন্দেহে অবাধে অনায়াসে আমাদের রিপু-গণকে দমন করিতে পারি; আর, যে ধনে ধনী হওয়ার দরুণ, তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া, তোমাতেই লীন হইতে সমর্থ হই।' মর্ম্মার্থ এই যে,—হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার দিব্যজ্যোতিঃ-প্রভাবে আমার হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকাশ প্রাপ্ত হউক; আর, সেই জ্ঞানোদয়ে আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-আঁধার দূরে পলায়ন করুক; ফলে, জ্যোতির্ম্ময়ের অঙ্কে এ জ্যোতিঃ-কণা মিশিয়া যাউক।' (১ম—৮সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । অষ্টমং সূক্তং । তৃতীয়া ঋক্ ।)

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি ।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

ইন্দ্র । ত্বাঽউতাসঃ । আ । বয়ং । বজ্রং । ঘনা । দদীমহি ।
জয়েম । সং । যুধি । স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'ত্বোতাসঃ' (ত্বয়া উতাসঃ রক্ষিতাঃ) 'বয়ং' 'ঘনা' (ঘনং, দৃঢ়ং) 'বজ্রং' (আয়ুধং, সংযমাদিরূপং বা) 'আদদীমহি' (স্বীকুর্ম্মঃ, গৃহ্লীম ইতি যাবৎ), 'যুধি' (যুদ্ধক্ষেত্রে বাহ্যে অন্তরে বা) 'স্পৃধঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ শত্রূন্ বাহ্যান্ আন্তরান্ বা) 'সংজয়েম' (পরাজেতুং সম্যক্ শক্নুমঃ). (অস্মাকং কোঽপি অজেয়ো ন ভবেদিতি ভাবঃ)। (১ম—৮সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্রদেব! তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে আমরা দৃঢ় বজ্র (সংযমাদিরূপ-শস্ত্র) ধারণ করিব এবং বাহ্য ও আন্তর যুদ্ধে বাহ্য ও আন্তর শত্রুদিগকে সম্যক্ পরাজিত করিতে সমর্থ হইব। (ভাব— আমাদের কেহই অজেয় হইবে না)। (১ম—৮সূ—৩ঋ) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বোতাস্ত্বয়া পালিতা বয়ং ঘনা ঘনং শত্রুপ্রহরণায়াত্যন্তং দৃঢ়ং বজ্রমায়ুধমাদদমহি। স্বীকুর্ম্মঃ। তেন চ বজ্রেণ যুধি যুদ্ধে স্পৃধঃ স্পর্দ্ধমানাঞ্ছত্রূন্ সংজয়েম। সম্যগ্ জয়েম॥

ত্বোতাস উক্তং। বজ্রং। বজ্র ব্রজ গতৌ। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা রন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ঘনা। ঘনঃ কাঠিন্যং। তদস্যাস্তীত্যর্শ আদিত্বদচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। দদমহি। ডুদাঞ্ দানে। প্রার্থনায়াং লিঙ্। ক্রিয়াফলস্য কর্ত্তৃগামিত্বাৎ স্বরিতঞিতঃ। পা০ ১। ৭২। ইত্যাত্মনেপদোত্তমপুরুষবহুবচনং দদীমহি। জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। শ্লাবিতি দ্বির্ভাবঃ। লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৯। ইতি সলোপঃ। শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০ ৬।৪।১১২। ইত্যাকারলোপঃ। জয়েম। জি জয়ে শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরাৎ। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। ছন্দসি পরেঽপি। পা০ ১।৪।৮১। ইতি সমঃ পরঃ প্রয়োগঃ। যুধি। যুধ সংপ্রহারে। সম্পাদাদিত্বাদ্ভাবে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমরা আপনা কর্ত্তৃক পালিত হইয়া শত্রুদিগের (প্রতি) প্রহরণের নিমিত্ত অত্যন্ত দৃঢ় বজ্র (আয়ুধ) স্বীকার করি অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং যুদ্ধস্থলে সেই বজ্র দ্বারা স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুসমূহকে সম্যকরূপে জয় করিয়া থাকি।

“ত্বোতাসঃ” এই পদটির সাধনপ্রণালী পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গত্যর্থ বজ্ ধাতুর উত্তর, “ঋজ্রেন্দ্রাগ্র” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া “বজ্রং” পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। “ঘনা” পদটি, “ইহার ঘন অর্থাৎ কাঠিন্য আছে” এই অর্থে, অর্শ আদিত্ব হেতু অচ্ (অ) প্রত্যয় করিয়া, নিষ্পন্ন হইয়াছে। অচ্ প্রত্যয়ের চিত্ত্ব হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং “সুপাং সুলুক্” এই সূত্রদ্বারা (বিভক্তির স্থানে) ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। “দদীমহি” পদটি, দানার্থ ডুদাঞ্ (দা) ধাতুর উত্তর প্রার্থনার্থে লিঙ্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রিয়াফলের কর্ত্তৃগামিত্বনিবন্ধন (অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্ত্তাতেই গমন করিয়া থাকে এই হেতু) “স্বরিতঞিতঃ” (পা০ ১। ।৭২) এই সূত্রানুসারে আত্মনে-পদের উত্তম পুরুষের বহুবচন হইয়াছে। জুহোত্যাদিত্ব-হেতু (হ্বাদিগণীয় বলিয়া) শপের স্থানে শ্লু হইয়া “শ্লৌ” এই সূত্রদ্বারা দ্বিত্ব হইয়াছে। এবং “লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য” (প০ ৭।২।০৯) এই সূত্র দ্বারা সলোপ হইয়া “শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ” (পা০ ৬।৪। ১২) এই সূত্রদ্বারা আ-কারের লোপ পাইয়াছে। “জয়েম” এই পদটিতে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। তিঙের লসার্ব্বধাতুক স্বর (ধাতুমাত্রসাধারণস্বর) বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “ছন্দসি পরেঽপি” (পা০ ১।৪।৮১) এই সূত্র অনুসারে “জয়েম” পদের পরে “সম্” এই উপসর্গের প্রয়োগ হইয়াছে। সংপ্রহারার্থ যুধ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া (সপ্তমীর

ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। স্পর্দ্ধস্ত ইতি স্পৃধঃ স্পর্দ্ধ সংঘর্ষে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। বহুলং ছন্দসীতি রেফস্য সংপ্রসারণমৃকারঃ। অকারলোপশ্চ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ স্বতঃপ্রকাশিত। বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রু সম্বন্ধেই এ ঋক্ প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থ করা যায়। যাঁহারা বাহিরের সংগ্রাম লইয়াই ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের পক্ষের অর্থ এই যে, ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিলে, বজ্রধারণপূর্ব্বক, তাঁহারা স্পর্দ্ধমান শত্রুদিগকে দমন করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা বহিঃসংগ্রাম অপেক্ষা অন্তঃসংগ্রামকেই ভীষণতর সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষের অর্থ এই যে,—আমাদের রিপুশত্রুগণ, যতই বলদর্পী হউক না কেন, আমরা যদি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, কিসের ভাবনা, তাহাদিগকে বজ্রহস্তে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব!' কি বহিঃশত্রু, কি অন্তঃশত্রু, সকল শত্রুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—যদি ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার কৃপায় আভ্যন্তরীণ দুর্দ্ধর্ষ রিপুনিচয় অনায়াসে দমিত হইতে পারে, তাঁহার কৃপায় যে বহিঃশত্রু দমিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? (১ম—৮সূ—৩ঋ)।

এক বচনে) যুধি পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং "সাবেকাচঃ" সূত্রানুসারে ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্পর্দ্ধা করিতেছে" এই অর্থে সংঘর্ষার্থ স্পৃধ্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্রদ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া (দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে) "স্পৃধঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ করিয়া রেফের স্থানে ঋকার এবং 'স্প' এর) অকার লোপ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ং। শূরেভিঃ। অস্তৃভিঃ। ইন্দ্র। ত্বয়া। যুজা।
বয়ং। সাসহ্যাম। পৃতন্যতঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'ত্বয়া যুজা' (সহায়ভূতেন ত্বয়া যুক্তাঃ) 'বয়ং' (ভগবৎপরায়ণা জনাঃ) 'অস্তৃভিঃ' (সংযমাদিরূপশস্ত্রপ্রক্ষেপ্তৃভিঃ) 'শূরেভিঃ' (শমদমাদিভি রূপৈঃ সৈন্যৈঃ) মিলিতাঃ সন্তঃ, 'পৃতন্যতঃ' (সংগ্রামায় অজ্ঞানতারূপ—সেনামিচ্ছতঃ, যুযুৎসূন্ কামাদীন্ শত্রূন্ ইতি ভাবঃ। 'সাসহ্যাম' পুনঃপুনঃ অতিশয়েন বা পরাভবেম। (অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বয়া সহিতা বয়ং সর্ব্বশত্রুনাশসমর্থা ভবামঃ।) (১ম—৮সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইলে, আমরা (ভগবৎ-পরায়ণ জনগণ), সংযমাদিরূপ অস্ত্রপ্রক্ষেপকারী শমদমাদিরূপ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, সংগ্রাম করিবার জন্য অগ্রসর অজ্ঞানতারূপ সেনাগণকে অর্থাৎ যুদ্ধকামী কামাদি শত্রুদিগকে (পুনঃপুনঃ) বিশেষরূপে পরাভূত করিতে পারি। (ভাব এই—হে দেব! তোমার সাহায্য পাইলে আমরা সকল শত্রুনাশে সমর্থ হই।) (১ম—৮সূ - ৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ শূরেভিঃ শৌর্য্যযুক্তৈরস্তৃভিরায়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভির্ভটৈঃ সংযুজ্যেমহীতি-শেষঃ। হে ইন্দ্র তাদৃশভটসহিতা বয়ং যুজা সহায়ভূতেন ত্বয়া পৃতন্যতঃ সেনামিচ্ছতঃ শত্রূন্ সাসহ্যাম। অতিশয়েনাভিভবেম॥

শূরেভিঃ। শুশ্রুগতৌ। ক্রন্নিত্যনুবৃত্তৌ শুসিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ। উ০ ২।২৬। ইতিক্রন্। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুলং ছন্দসীত্যৈসো নিষিদ্ধত্বাদ্বহুবচনে ঝল্যে-দিত্যেত্বং। সহযোগে তৃতীয়াবলাদ্ বয়মিত্যস্মৎপদসমভিব্যাহারাচ্চ বয়ং সংযুজ্যেমহীতি গম্যং। বিনাপি সহশব্দেন বৃদ্ধোযূনা। পা০ ১।২।৬৫। ইতি নিপাতনাদত্তিহ্যুক্তং। পা০ ২।৩।১৯। অস্তৃভিঃ। শস্ত্রাস্ত্রপ্রক্ষেপণশীলৈঃ। তদ্ধর্ম্মভিস্তৎসাধুকারিভির্বা। অসুক্ষেপণে। তৃন্নিতি। তাচ্ছীল্যাদিষু তৃন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। রধাদিভ্যশ্চ। পা০ ৭।২।৪৫। ইতি বিকল্পবিধানাদয়ং পক্ষ ইড়ভাবঃ। বস্তুতস্তু রধাদাবভাবাত্তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ। উ০ ২।৯০। ইত্যনেনানিট্তৃন্। ত্বয়া। যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উ০ ১।১৩৭। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। যুষ্মদঃপ্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। তৃতীয়ৈকবচনং টা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ, শৌর্য্যান্বিত ও আয়ুধসমূহের প্রক্ষেপক ভট (সৈন্য) গণের সহিত সংযুক্ত হইতেছি। হে ইন্দ্রদেব! আপনার সহায়তায়, উক্তরূপ ভটগণের সহিত আমরা সেনা-সংগ্রহেচ্ছু শত্রুসমূহকে অতিশয় পরাভূত করিতে পারি।

"শূরেভিঃ" এই পদটি, গত্যর্থ শু ধাতুর উত্তরে, ক্রন্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে "শুসিচিমীনাং দীর্ঘশ্চ" (উ০ ২।২৬) এই সূত্রানুসারে ক্রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ক্রন্ প্রত্যয়ের কিত্ত্ব হেতু গুণের অভাব ও নিত্ত্ব-হেতু আদি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে (তৃতীয়ার বহুবচন) ভিস্ বিভক্তির স্থানে ঐস্ আদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া "বহুবচনে ঝল্যেৎ" এই সূত্রানুসারে অকারের স্থানে একার হইয়া ছ। সহ শব্দের যোগে তৃতীয়া হয় বলিয়া "এবং" "বয়ং" এই অস্মদ্ শব্দের সমভিব্যাহার হইয়াছে বলিয়া "আমরা সংযুক্ত হইতেছি" এই ক্রিয়া পদ অবগত হওয়া যাইতেছে। ঋকে যদিও সহ শব্দের যোগ নাই তথাপি "বৃদ্ধোযূনা" (পা০ ১।২।৬৫) এই সূত্রানুসারে নিপাতনে তৃতীয়া বিভক্তি ইহাই উক্ত হইয়াছে (পা০ ২।৩।১৯)। "অস্তৃভিঃ" অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-প্রক্ষেপণশীল কিম্বা অস্ত্র-শস্ত্র-প্রক্ষেপণরূপ কর্ম্মে নিপুণ-ভটগণের সহিত। ক্ষেপণার্থ অসু (অস্) ধাতুর উত্তর "তৃন্" এই সূত্রানুসারে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে "অস্তৃভিঃ" পদটি সম্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। এস্থলে "রধাদিভ্যশ্চ" (পা০ ৭।২।৪৫) এই সূত্রানুসারে ইট আগমের বিকল্প বিধান আছে বলিয়া এই পক্ষে উক্ত ইট আগমের অভাব হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু রধাদিতে অভাব পক্ষে "তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ" (উ০ ৩।৯০) এই সূত্র অনুসারে এস্থলে অনিট্ তৃন প্রত্যয় হইয়াছে। "ত্বয়া" এস্থলে "যুষ্যসিভ্যাং মদিক্" (উ০ ১।১৩৭) এই সূত্রানুসারে 'যুষি' (যুষ্) ধাতুর উত্তর 'মদিক্' (মদ্) প্রত্যয় করিয়া যুষ্মদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর হেতু যুষ্মদ্ শব্দের

ত্বমাবেকবচনে। পা০ ৭।২।৯৭। ইতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। অতোগুণে। পা০ ৬।১।৯৭। ইতি পররূপত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। যুজা। ঋত্বিগ্দধৃক্স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাং চ। পা০ ৩।২।৫৯। ইতি ক্বিন্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সাসহ্যাম। ভৃশং পুনঃ পুনঃ সহেমহি। ষহমর্ষণে। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিব্যাহারে যঙ্। পা০ ৩।১।২২। যঙোঽচিচ। পা০ ২।৪।৭৪। ইতি লুক্। সন্যঙোঃ। পা০ ৬।১।৯। ইতি দ্বির্ভাবঃ। হলাদিশেষঃ পা০ ৭।৪।৬০। দীর্ঘোঽকিতঃ। পা০ ৭।৪।৮৩। ইতি দীর্ঘঃ। প্রার্থনায়াং লিঙ্। চর্করীতং পরস্মৈ দমদাদিবচ্চ দ্রষ্টব্যং। সিঃ কৌঃ নিঃ ষঃ। ইতি পরস্মৈপদোত্তমপুরুষবহুবচনং মস্। কর্ত্তরিশপ্। অদাদিবদ্ভাবাল্লুক্। নিত্যংঙিতঃ। পা০ ৩।৪।৯৯ ইত্যন্ত্যসকারলোপঃ। যাসুট্ পরস্মৈপদেষু দাত্তোঙিচ্চ। পা০ ৩।৪।১০৩। ইতিযাসুট্। লিঙঃসলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ সতিশিষ্টত্বাদ্-যাসুট এবোদাত্তত্বং শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। পৃতন্যতঃ। যোযুদ্ধুং পৃতনামাত্মন ইচ্ছতঃ। সুপ আত্মনঃক্যজিতিক্যচ্। সনাদ্যন্তা ধাতবঃ। পা০ ৩।১।৩২। ইতিধাতু-

অকারটি উদাত্ত। উক্ত যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর তৃতীয়া-বিভক্তির একবচনে "টা" (আ) করিয়া "ত্বমাবেকবচনে" (পা০ ৭।২।৯৭ এই সূত্রানুসারে ম-পর্য্যন্ত (যুষ্ম) স্থানে ত্ব' আদেশ হইয়াছে। "অতো গুণে" (পা০ ৬।১।৯৭)। এই সূত্রদ্বারা অকারের পররূপত্ব হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" সূত্রানুসারে উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "যুজা" এই পদটি, "ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌স্রগ্‌দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাঞ্চ" (পা০ ৩।২।৫৯) এই সূত্রানুসারে যুজ্ ধাতুর উত্তর ক্বিন্ প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" এই সূত্রানুসারে ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অতিশয় পুনঃ পুনঃ মর্ষণ (পরাভূত) করিব" এই অর্থে "সাসহ্যাম" এই পদটি, মর্ষণার্থ ষহ ধাতুর "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে 'স' হইয়া "ধাতোরেকাচো হলাদেঃ ক্রিয়াসমভিব্যাহারে যঙ্" (পা০ ৩।১।২২) সূত্রানুসারে যঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "যঙোঽচি চ" (পা০ ২।৪।৭৪) এই সূত্রানুসারে উক্ত যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ এবং "সন্যঙোঃ (পা০ ৬।১।৯) সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। (পা০ ৭।৪।৬০) সূত্রানুসারে "হলাদিশেষঃ" এবং "দীর্ঘোঽকিত" (৭।৪।৮৩) এই সূত্রদ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে প্রার্থনা অর্থে লিঙ বিভক্তি। যঙ্ প্রত্যয়ের লোপে পরস্মৈপদ হয় এবং তাহার কার্য্য অদাদিবৎ হয়, (সিঃ কৌঃ নিঃ ষঃ) এই নিয়মানুসারে, পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'মস্' হইয়াছে। অনন্তর কর্ত্তৃবাচ্যে শপ আগম এবং অদাদিভাব-হেতু সেই শপ আগমের লোপ হইয়াছে। "নিত্যংঙিত" (৩।৪।৯৯) এই সূত্র দ্বারা অন্ত স-কারের (মসের সকারের) লোপ হইয়াছে। "যাসুট্ পরস্মৈপদেষু দাত্তোঙিচ্চ" (পা০ ৩।৪।১০৩) এই সূত্রানুসারে 'যাসুট্' হইয়া "লিঙঃ" সলোপোঽনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র-দ্বারা ('যাসুট্' এর) সকারের লোপ হইয়াছে। সতি-শিষ্টত্ব হেতু যাসুট্-এর উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হয় নাই। "পৃতন্যতঃ"—পদটির অর্থ, "পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্বকীয় সেনাকে ইচ্ছা করিতেছে যাহারা, তাহাদিগকে"। "সুপ আত্মনঃ ক্যচ" এই সূত্রদ্বারা ('পৃতনা' শব্দের উত্তর) ক্যচ্ প্রত্যয় করিয়া "সনাদ্যন্তা ধাতবঃ (পা০ ৩।১।৩২)

সংজ্ঞায়াং সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ। পা০ ২।৪।৭১। ইতি লুক্। কচিচ্চত্যনুবৃত্তৌ কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চ্চিলোপঃ। পা০ ৭।৪।৩৯। ইত্যাকারলোপঃ। পৃতন্যধাতুশ্চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। উপরি লটঃ শত্রাদেশঃ। কর্ত্তরিশপ্। পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণোদাত্তেন সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইতি পৃতন্যচ্ছব্দোঽন্তোদাত্তঃ শসঃ সুপ্ স্বরেণানুদাত্তস্যান্তোদাত্তাদিত্যনুবৃত্তৌ শতুরনুমোনদ্যজাদী। পা০ ৬।১।১৭১। ইত্যুদাত্তত্বং॥ ৪॥

⁂

চতুর্থ (৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ সরল ও সুপরিস্ফুট। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইতে পারিলে, তাহার আবার শত্রু ভয় কিসের? তখন শত আয়ুধধারী শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীর আসিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে শত্রুকে পরাভূত করিবে—তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? এ ঋকে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। *

ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ভগবদ্-সম্বন্ধ-যুক্ত জন শত্রুভয়ে বিচলিত হইবে কেন? কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণ যতই উত্তেজিত পরাক্রান্ত হউক না

এই সূত্রানুসারে ধাতুসংজ্ঞা হইলে পর "সুপোধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ" (পা০ ২।৪।৭১) এই সূত্রদ্বারা সুপের লোপ হইয়াছে। "কচিচ্চ" এই অনুবৃত্তিতে "কব্যধ্বরপৃতনস্যর্চ্চিলোপঃ" (পা০ ৭৪৩৯) এই সূত্রদ্বারা আকারের লোপ হইয়াছে। চিত্বহেতু 'পৃতন্য' ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত। লট্ বিভক্তির স্থানে শতৃ ('অৎ') আদেশ ও কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ আগম হইয়াছে। পিত্বহেতু শপের স্বর অনুদাত্ত। শতৃ প্রত্যয়ের ধাতু-মাত্র-সাধারণ উদাত্ত-স্বরের সহিত "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" সূত্রানুসারে 'পৃতন্যৎ' শব্দটির অন্তস্বর উদাত্ত এবং 'শস্' বিভক্তির সুপ্ স্বর হেতু "সুপ্ স্বরেণানুদাত্তস্যান্তোদাত্তাৎ" এই অনুবৃত্তিতে "শতুরনুমোনদ্যজাদী" (পা০ ৬।১।১৭৩) এই সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে। ৪॥

---

* কেহ কেহ কহেন,—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অধিকার বিস্তার লইয়া আর্য্যগণের সহিত যখন দস্যুগণের সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র (স্বর্গ নামক অন্য দেশের অধিপতি) আর্য্যগণের সাহায্য করিয়া ছিলেন; ঋকে সেই কথাই ব্যক্ত আছে। বলা বাহুল্য আমরা এ মত অগ্রাহ্য করি। যে সংগ্রাম চিরদিন চলিয়াছে; মানুষে মানুষেই সংগ্রাম হউক, আর মানুষে পশুতেই যুদ্ধ বাধুক, অথবা দেবাসুরের সমরই লক্ষ্য থাকুক;—সে সংগ্রাম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; নিত্য-সত্য বেদ-বাক্যে তাহাই ব্যক্ত আছে। কাল-বিশেষের ঘটনা-বিশেষ উহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

কেন, দয়া সত্য সরলতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিনিচয়, বজ্র কঠোর অস্ত্র ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে যে! সুতরাং ভাবনা কি তাঁহাদের? এ ঋক্ সেই আশা-আশ্বাসের ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম—৭সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মহাঁইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মহান্। ইন্দ্রঃ। পরঃ। চ। নু। মহিহত্বং। অস্তু।
বজ্রিণে। দ্যৌঃ। ন। প্রথিনা। শবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (ইন্দ্রদেবঃ) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'পরঃ' (গুণাতীতঃ) 'নু' (নিশ্চয়ং ভবতীতি শেষঃ) 'বজ্রিণে' (বজ্রধারিণে, বিপুলশক্তিশালিনে তস্মৈ) 'মহিত্বং' (মহত্বং) 'অস্তু' (সদা সর্ব্বত্র ভবতু ইতি ভাবঃ) 'শবঃ' (অস্য ইন্দ্রস্য বলং, প্রভাবঃ) 'দ্যোর্ন' (দ্যুলোক ইব) 'প্রথিনা' (প্রথিম্না—বাহুল্যেন সর্ব্বত্রাস্তু ইতি শেষঃ)। (১ম—৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব মহান্ (শ্রেষ্ঠ) ও পর (গুণাতীত)। তাঁহার বিপুলশক্তির মহিমা সদাকাল সর্ব্বত্র বিস্তৃত। তাঁহার প্রভাব যেমন স্বর্গলোকে, তেমনই অন্যত্র অতিমাত্রায় বিদ্যমান। (১ম—৮সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রো মহান্ শরীরেণ প্রৌঢ়ঃ পরশ্চ গুণৈরুৎকৃষ্টোঽপি। নু কিঞ্চ বজ্রিণে বজ্রযুক্তায়েন্দ্রায় মহিত্বং পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যং সর্ব্বদাস্তু। স্বভাবসিদ্ধস্যাপি ভাক্ত্যা প্রার্থনমেতৎ। কিঞ্চ দ্যৌর্ন। দ্যুলোক ইব শবো বলমিন্দ্রস্য সেনারূপং প্রাথনা প্রথিম্না পৃথুত্বেন যুজ্যতামিতি শেষঃ। যথা দ্যুলোকঃ প্রভৃত এবমস্য সেনা প্রভূতা॥

নুশব্দো যদ্যপি ক্ষিপ্রনামসু নুমক্ষ্বিতি পঠিতস্তথাপ্যত্র তস্যান্বয়াভাবান্নিপাতত্বেনানেকার্থত্বসম্ভবাচ্চ সমুচ্চয়ার্থোঽত্র গৃহীতঃ। নশব্দো লোকে প্রতিষেধার্থ এব। স্বাধ্যায়ে তু প্রতিষেধার্থ উপমানার্থশ্চেতি দ্বিবিধঃ। যেন পদেনান্বীয়তে তস্মাৎ পূর্ব্বং প্রযুজ্যমানঃ প্রতিষেধার্থঃ। উপরিষ্টাৎ প্রযুজ্যমান উপমানার্থঃ। অথচ যাস্ক উদাহরতি। উভয়মন্বধ্যায়ন্ নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তদুপচারস্তস্য যৎ প্রতিশেধতি। দুর্ম্মদাসো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, "মহান্" অর্থাৎ আকৃতিতে বৃহৎ এবং গুণসমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট। অপিচ, বজ্রযুক্ত ইন্দ্রদেবের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ আধিক্য সর্ব্বদাই হউক। উক্ত গুণ, ইন্দ্রদেবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহা ভাক্তভাবে প্রার্থনা। পরন্তু ইন্দ্রদেবের সেনারূপ 'বল' দ্যুলোকের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে হউক। অর্থাৎ—দ্যুলোক যেমন প্রভূত (অনন্ত), সেইরূপ এই ইন্দ্রদেবের সেনা প্রভূত অর্থাৎ প্রচুর।

নু শব্দটি যদিও ক্ষিপ্রনামের মধ্যে 'নু মক্ষু' এইরূপ পঠিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে তাহার (উক্ত ক্ষিপ্রার্থ স্বীকার করিলে) অন্বয়াভাব (অর্থের অসঙ্গতি) হয় এবং নিপাতনসিদ্ধ পদের অনেকপ্রকারে অর্থ সম্ভব হয় বলিয়া 'সমুচ্চয়' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। লোককতঃ 'ন'শব্দটী নিষেধার্থই হইয়া থাকে (সাধারণতঃ 'ন'শব্দের অর্থ নিষেধ)। কিন্তু স্বাধ্যায়ে (বেদে) 'ন' শব্দের অর্থ "নিষেধ" ও 'উপমান' এই দ্বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সে পদের সহিত 'ন' শব্দের অন্বয় হয় সেই পদের পূর্ব্বে (উক্ত 'ন'শব্দ) প্রযুক্ত হইলে নিষেধার্থ এবং পরে প্রযুক্ত হইলে উপমার্থ বলিয়া জানিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক সেইরূপ উদাহৃত করিয়াছেন; যথা,—"উভয়মন্বধ্যায়ন্ নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপচারস্তস্য যৎপ্রতিষেধতি। দুর্ম্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয়

অন্বধ্যায়মিত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপচারস্তস্য যেনোপমিমীত।। নি০ ১।৪। ইতি। অত্রোপমাবাচিনো হ্যশব্দস্যাপি প্রযুক্তত্বাদুপমার্থঃ স্বীকৃতঃ। অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামস্বোজঃ পাজঃশব ইতি পঠিতং। মহানিতি নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে। পা০ ৮।৩।৯। ইতি রুত্বং। আতোটিনিত্যং পা০ ৮।৩।৩। ইতি পূর্ব্বস্যাকারস্যানুনাসিকঃ। ভোভগোঅঘোঅপূর্ব্বস্য যোঽশি। পা০ ৮।৩।১৭। ইতি বকারঃ। তস্য লোপঃ। পা০ ৮।৩।১৯। তস্যাসিদ্ধত্বাৎ। পা০ ৮।২।১। স্বরসন্ধির্ন ভবতি। মহেরিন্ উ০ ২।৫৭। ইত্যৌণাদিক ইন মহের্ভাবো মহিত্বং। ত্বমিতিপ্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। স এব শিষ্যতে। বজ্রিণে। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। দ্যৌঃ। দ্যো-শব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। গোতোণিৎ। পা০ ৭।১।৯০। ইতি বিভক্তের্ণত্বে অচোঞ্ণিতি। পা০ ৭।২।১ ৫। ইতি বৃদ্ধিরান্তরতম্যাদুদাত্তো ভবতি। প্রথিনা। প্রাথিম্না। পৃথোর্ভাব ইত্যর্থে পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা০ ৫।১।২২। ইতীমনিচ। র ঋতোহলাদের্লঘোঃ। পা০ ৬।৪।১৬১। ইতি ঋকারস্য রভাবঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু। ৬।৪।১৫৪। ইত্যনুবৃত্তৌ টেঃ। পা০ ৬।৪।১৪৪। ইতিটিলোপঃ প্রথিমন্-শব্দশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। তৃতীয়ৈকবচনে ভত্বাদল্লোপোঽনঃ।

উপরিষ্টাদুপচারস্তস্য যেনোপমিমীতে” (নি০ ১।৪)। এস্থলে উপমাবাচী ‘হ্য’ শব্দের পরে প্রয়োগ হেতু ‘ন’ শব্দের উপমা-অর্থই স্বীকৃত হইল। অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বল নামের মধ্যে “ওজঃ পাজঃ শবঃ” এইরূপ পঠিত হইয়াছে “দীর্ঘাদটি সমানপাদে” (পা০ ৮।৩।৯) এই সূত্রানুসারে ‘মহান্’ এই শব্দের নকারের স্থানে রুত্ব (বিসর্গ) হইয়াছে। “আতোঽটিনিত্যং” (পা০ ৮।৩।৩) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারের অনুনাসিক হইয়া “ভোভগো অঘো অপূর্ব্বস্য যোঽশি” (পা০ ৮।৩।১৭) এই সূত্রানুসারে (বিসর্গস্থানে) যকার এবং (পা০ ৮।৩।১৯) সূত্রানুসারে সেই যকার লোপ হইয়াছে। (পা০ ৮।২।১) এই সূত্রানুসারে সেই ‘য’-লোপের অসিদ্ধিহেতু (মহাঁ ও ইন্দ্র এই উভয় পদে) স্বরসন্ধি হয় নাই। “মহেরিন্” (উ০ ২।৫৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ইন্ প্রত্যয় করিয়া ‘মহী’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহীর ভাব মহিত্ব ; (ইহার অন্তস্থিত) ত্বং’ এই পদটীর প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্তস্বর হইয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। ‘বজ্রিণে’ এই পদস্থিত ইকারটি প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত। দ্যৌঃ। দ্যো শব্দটি প্রাতিপাদিক স্বরহেতু অন্তোদাত্ত “গোতো ণিৎ” (পা০ ৭।১ ৯০) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির ণিত্ব-হেতু “অচোঞ্ণিতি” (পা০ ৭২.১৫। এই সূত্রানুসারে বৃদ্ধি আন্তরতম্য বলিয়া উদাত্তই হইয়াছে। “প্রাথনা” এই পদটি, ‘পৃথুর ভাব’ এই অর্থে “পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ বা” (পা০ ৫।১।১২) এই সূত্র দ্বারা পৃথুশব্দের উত্তর ‘ইমনিচ (ইমন্) প্রত্যয় করিয়া “র ঋতো হলাদের্লঘোঃ (পা০ ৬।৪।১৬১) এই সূত্রানুসারে (পৃথুর) ঋকারের স্থানে রকার হইয়াছে। “তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু” (পাঃ ৬।৪ ১৫৪) এই অনুবৃত্তিতে “টেঃ” (পা০ ৬।৪।১৪৪) সূত্রদ্বারা টিএর লোপ হইয়া প্রথিমন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্ত্বহেতু প্রথিমন্ শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (প্রথমন্ শব্দের উত্তর) তৃতীয়াবিভক্তির একবচন (টা) করিয়া ভত্বহেতু “অল্লোপোঽনঃ” (পা০ ৬।৪.১৩৪)

পা০ ৬৪১'৪। ইত্যকারলোপঃ। ছান্দসো মকারলোপঃ। অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। শবঃ। নব বিষয়স্যানিসন্তস্যেম্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চদশো বর্গঃ ॥ ১৫ ॥

* * *

পঞ্চম (৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটাইবার উপযোগী কোনরূপ শব্দ নাই। সরলভাবে ভগবন্মহিমা ঘোষণা—এ ঋকের লক্ষ্য মাত্র। "জয় জগদীশ" "জয় সর্ব্বশক্তিমান্' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণে সাধারণতঃ ভগবানের যে মহিমা প্রচার করা হয়, এ ঋকে তাহাই ব্যক্ত দেখিতে পাই। তিনি মহান্, তিনি পর, তাঁহার বিপুল শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক,—এবংবিধ উক্তি ভক্তের কণ্ঠে স্বতঃই সচারাচর নির্গত হয়। এ সকল প্রাণের সামগ্রী;—ইহার মধ্যে অর্থান্তরের কোনই কারণ নাই।

অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়. এ ঋকেরও অর্থান্তর ঘটিয়া আছে। কেহ কেহ বলেন—'যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋকটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; ভগবানের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হউক—যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ সেই প্রার্থনা করিতেছেন। ঋকের 'শবঃ' পদে 'সৈন্যবল' এবং 'দ্যৌঃ' পদে 'আকাশ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া, কেহ কেহ আবার কহিয়াছেন,—ইন্দ্রের সৈন্যবল আকাশের ন্যায় বিস্তৃত এই কথা প্রচারিত হউক; তাহাতে শত্রু-দল ভয় পাইবে; ঋকের ইহাই উদ্দেশ্য।' যাহা হউক, এ ঋকের মধ্যে তদ্রূপ কামনামূলক কোনও বাক্য আছে, অথবা যজমানকে সম্বোধন করিয়া যে ঋক্ বিহিত হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। এ ঋক্—সাধারণভাবে পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমা-খ্যাপক ও তাঁহার স্তুতিগান-সূচক। (১ম—৮সূ—৫ঋ)।

এই সূত্র দ্বারা অকার লোপ হইয়া ছান্দসপ্রযুক্ত মকারের লোপ হইয়াছে। অনুদাত্তস্য যত্রোদাত্তলোপঃ এই সূত্রদ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত। "নর্ব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" সূত্রানুসারে "শবঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশবর্গ সমাপ্ত।

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।
বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সংঽওহে। বা। যে। আশত। নরঃ। তোকস্য। সনিতৌ।
বিপ্রাসঃ। বা। ধিয়াঽযবঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সমোহে' (মোহবশতঃ, সংগ্রামে বা) 'যে নরঃ' (যে পুরুষাঃ) 'তোকস্য' (পুত্রপৌত্রাদিকস্য ধনস্য) 'সনিতৌ বা' (লাভে বা) 'বা' (অথবা) যে 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ পুরুষাঃ) 'ধিয়াযবঃ' (প্রজ্ঞাকামাঃ সন্তীতি শেষঃ), তে 'আশত' (ব্যাপ্তবন্তঃ' প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ) সর্ব্বে লভন্তু ইত্যধ্যাহারঃ। অজ্ঞানাদ্ বা জ্ঞানাদ্ যে যথা কাময়ন্তে' তে তথৈব ফলং লভন্তু ইতি ভাবঃ। (২ম—৮সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সকল পুরুষ মোহবশে পুত্রপৌত্রাদি বিত্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, অথবা যে সকল মেধাবী জ্ঞানি-জন প্রজ্ঞা-লাভেরই কামনা করেন; তাঁহারা স্ব স্ব অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন। (অজ্ঞানতা-বশতঃ অথবা প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া যে যেরূপ কামনা করেন, তাঁহারা সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)॥ (১ম—৮সূ-৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে নরঃ পুরুষাঃ সমোহে সংগ্রামে তোকস্যাপত্যস্য সনিতৌ বা লাভে বাশত। ব্যাপ্তবন্তঃ। ইন্দ্রং স্তুত্বেতি শেষঃ। বা। অথবা। বিপ্রাসো মেধাবিনো ধিয়াযবঃ প্রজ্ঞাকামাঃ সন্ত আশত তে সর্ব্বে লভন্ত ইত্যধ্যাহারঃ।

রণ ইত্যাদিষু ষট্চত্বারিংশৎসংগ্রামনামসু সমোহে সমিথ ইতি পঠিতং। পঞ্চদশস্বপত্যনামসু তুক্ তোকমিতি পঠিতং। সমোহে। প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বং। বা। চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তঃ। আশত। অশূব্যাপ্তৌ। ছান্দসশ্চ্লের্লোপঃ। আডাগম উদাত্তঃ। পা০ ৬৷৪৷৭২। সতি শিষ্টত্বেন সএব শিষ্যতে। নরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। সনিতৌ। স্ত্রিয়াং ক্তিন্। তিতুত্রেষ্বগ্রহাদীনামিতি বচনাৎ। পা০ ৭৷২৷৯১। নিগৃহীতির্নিপঠিতিরিতিবদিডাগমঃ। বিপ্রাসঃ। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা বিপ্রশব্দঃ রন্-প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ধিয়াযবঃ। ধীধারণে। ধীয়তে ধার্য্যতে অববুধ্যতে শ্রুতমর্থজাতমনয়েতি ধিয়া প্রজ্ঞা। তামাত্মন ইচ্ছন্তীতি ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসি। পা০ ৩৷২৷১৭০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। অতোলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ ৬॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে পুরুষগণ, অপত্য (সন্ততি) লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে স্তব করিয়া যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন; অথবা যে মেধাবিগণ, প্রজ্ঞাকাম (জ্ঞানেচ্ছু) হইয়া (যুদ্ধে) ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই (স্বকীয় অভীপ্সিত বস্তু) লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে।

"রণ" ইত্যাদি ষট্চত্বারিংশৎ (ছয়চল্লিশ) সংখ্যক সংগ্রাম-নামের মধ্যে "সমোহে" "সমিথঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। পঞ্চদশসংখ্যক অপত্যনামের মধ্যে "তুক্" "তোকং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "সমোহে" এই পদটির প্রাতিপদিক-স্বর হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চাদয়োঽনুদাত্তাঃ" এই সূত্রানুসারে "বা" এই পদটির অনুদাত্তস্বর হইয়াছে।" "আশত" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ অশূ (অশ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ছান্দস হেতু 'চ্লি-এর লোপ' আট্ (আ) আগম (পা০ ৬৷৪৷৭২) এবং তাহার উদাত্তস্বর হইয়াছে। সতি শিষ্টত্ব হেতু সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নরঃ" এই পদটিতে, প্রাতিপদিক-স্বর হইয়াছে। "সনিতৌ" এই পদটি, (ষন্ ধাতুর উত্তর) "স্ত্রিয়াং ক্তিন্" সূত্রদ্বারা 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ত্রিতুত্রেষ্বগ্রহাদিনাং" (পা০ ৭৷২৷৯১) এই বচনানুসারে "নিগৃহীতিঃ" "নিপঠিতিঃ" পদের ন্যায় ইট্ (ই) আগম হইয়াছে। "বিপ্রাসঃ" এই পদটিতে "ঋজ্রেন্দ্র" ইত্যাদি-সূত্রদ্বারা রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে 'বিপ্র' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ধিয়াযবঃ" এই পদটিতে ধারণার্থক ধী ধাতুর উত্তর "ধারিত অববোধিত হয়, শ্রুত অর্থজাত ইহার দ্বারা" এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থে 'ধিয়া' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধিয়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞাকে নিজের ইচ্ছা করিতেছে' অই অর্থে ক্যচ্ (য) প্রত্যয় করিয়া, "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা০ ৩৷২৷১৭০) এই সূত্রানুসারে উ-প্রত্যয় হইয়াছে। এবং "অতোলোপঃ" এই সূত্রানুসারে উক্ত ক্যচ্ প্রত্যয়ের অ-কারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর হেতু ঐ শব্দে উদাত্ত-স্বর হইয়াছে॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্‌টি অপেক্ষাকৃত জটিল-ভাবাপন্ন। ঋকের অর্থও তাই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। 'সমোহে' শব্দে সায়ণাচার্য্য (নিঘণ্টু-মতে) 'সংগ্রামে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে, ঐ শব্দে 'সাধারণ যুদ্ধ' অর্থ স্বীকার করিয়া, ঋকের অর্থ করা হয়,—'লোক যুদ্ধজয়ের জন্য ইন্দ্রদেবের নিকট পুত্রপৌত্র ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন।' কেহ আবার 'বিপ্রাসঃ' 'ধিয়াযবঃ' পদদ্বয়কে 'নরঃ' পদের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থ হয়—যাঁহারা মেধাবী বা বুদ্ধিমান্ জন, তাঁহারা পুত্রাদি-লাভে বা সংগ্রামে সমানভাবে তুষ্ট হয়।' কেহ কেহ আবার অর্থ করিয়াছেন,—'যাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, অথবা যাঁহারা পুত্রাদির কামনা করেন, অথবা যাঁহারা জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সিদ্ধকাম হন।' সায়ণের মতে—"পুত্র লাভের জন্য যুদ্ধ এবং জ্ঞান-লাভের জন্য যুদ্ধ" এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয়।

স্থূলতঃ সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যাই প্রথমে মানিয়া লইলাম। কিন্তু পুত্রলাভের জন্য যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকাই (ব্যাপ্তবন্তঃ—সায়ণের অর্থ) বা কি? আর জ্ঞান-লভের জন্যই বা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কি? উভয় উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষেই ইন্দ্রদেবের স্তবে ব্যাপ্ত বা রত থাকা অর্থ অসঙ্গত নহে; কিন্তু যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকার তাৎপর্য্য কি? অবশ্য অতি দূর অন্বয়ে একটা অর্থ টানিয়া আনা যাইতে পারে। হতাশের সহিত মানুষের অবিরাম চির-সংগ্রাম চলিয়াছে। আর, সে সংগ্রামে জয়লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছে। যুগপৎ সংগ্রামে ও প্রার্থনায় ব্যাপ্ত আছে—এই একটা ভাব এখানে আসিতে পারে। পুত্রকামী পুত্রলাভে কামনা করিতেছে; তাহার কর্ম্মফল তাহাতে অন্তরায় জন্মাইতেছে; সে তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। এই এক দিকের দৃশ্য! আর এক দিকের দৃশ্য—

সুবুদ্ধি জন জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন, অজ্ঞান আসিয়া প্রতিবাদী হইতেছে ; তখন, অজ্ঞানতাকে দূর করিবার জন্য, জ্ঞানার্থী, শ্রীভগবানের শরণ লইতেছে। উভয়ত্রই যুদ্ধ প্রতীত হইতেছে। এইরূপে দুই দিকের দুই চিত্র, ঋকে অঙ্কিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যদিও কেহ এরূপভাবে বিশদ-ব্যাখ্যা করেন নাই, তথাপি বহু কষ্ট-কল্পনায় এইরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিতে পারা যায়।

তবে উহার অপেক্ষা সহজসাধ্য সরল অর্থ যদি প্রাপ্ত হই, তৎপ্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে কি ? 'সমোহে' পদের প্রতিবাক্যে 'সংগ্রামে' পদ গ্রহণ করিয়াও সে অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। মুগ্ধতা-বাচক 'মোহ' শব্দযোগে 'সমোহে' পদ উৎপন্ন। সুতরাং যাহাতে মোহ জন্মাইতে পারে—এতাদৃশ সংগ্রামই ঐ শব্দে বুঝাইতেছে। সৎ ও অসৎ বৃত্তির সংগ্রামে যাদৃশ মোহ উপস্থিত করে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্বন্দ্বে যে প্রগাঢ় মোহ সঞ্জাত হয়, আর সে মোহ যেমন নিত্য ও সদা-প্রত্যক্ষীভূত ; তাহার তুলনায়, বহিঃশত্রুর সহিত অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ ও তজ্জনিত মোহ, কিছুই নয় বলিলেও বলা যায় ; অপিচ, সকল মানুষের পক্ষে সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও সেরূপ মোহে আক্রান্ত হওয়াও সম্ভবপর নহে। এ ক্ষেত্রে 'সমোহে' (জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বন্দ্বে, সদসদ্বৃত্ত্যোর্যুদ্ধে) পদে জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের—সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির—দ্বন্দ্ব অর্থই সঙ্গত হয়। তাহাতে সে যুদ্ধে পরাজিত মোহগ্রস্ত জন, আর সে যুদ্ধে জয়যুক্ত বিজ্ঞ জন—এই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। কোন্ কালে কয় জন যোদ্ধা যুদ্ধ করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন বা হইয়া থাকেন বলিয়া যে ঐ শব্দের সার্থক প্রয়োগ স্বীকার করিতে হইবে,—তাহা মনে করিতে পারি না। যে সংগ্রাম নিত্য চলিয়াছে, যে সংগ্রামে সকলেই সমানভাবে সর্ব্বদা মুহ্যমান হইয়া আছেন, এখানে সেই সংগ্রামকেই বুঝাইতেছে ভিন্ন অন্যরূপ সংগ্রামের কল্পনা আদৌ চিত্তে স্থান পায় না। কেবল কয়েক জন যোদ্ধৃপুরুষই পুত্রাদির ও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করেন, আর কেহই যে সেরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না—তাহাও মনে করিতে পারি না। সুতরাং এখানে বিশ্বজনীন নিত্য-সংগ্রামের বিষয়ই ব্যক্ত হইয়াছে মনে করি।

'সমোহে' পদের 'মোহবশতঃ' অর্থ অঙ্গীকার করিলে আর এক অতি সঙ্গত ভাব ব্যক্ত হয়। এখানে আমরা 'সমোহ' শব্দ 'নর' শব্দের সহিত অন্বিত বলিতে পারি। তাহাতে সহজে সরল অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে,—যে সকল অজ্ঞানান্ধ-জন মোহবশে পুত্র-বিত্ত কামনা করে, তাহারা তাহাই পায়; আর যে সকল জ্ঞানী জন, প্রজ্ঞা কামনা করেন, তাঁহারা তাহাই প্রাপ্ত হন।' ঋকে যখন "ধিয়াযবঃ" পদ রহিয়াছে এবং "বা" শব্দের সহায়তায় উহার অন্বয় হইতেছে, তখন "সমোহে" এই পদের অর্থ "মোহবশতঃ" ইহা স্বতঃই উপলব্ধ নহে কি? অপিচ, 'ধিয়াযবঃ' এই পদটি 'বিপ্রাসঃ' পদেরই সঙ্গত বিশেষণ। 'বিপ্রাসঃ' পদের অর্থ যাস্ক কৃত নিঘণ্টু-গ্রন্থে 'মেধাবী' লিখিত হইয়াছে; এবং 'ধিয়াযবঃ' পদের অর্থ 'প্রজ্ঞকামী ব্যক্তিগণ'। সুতরাং ঐ দুই পদের পরস্পর সম্বন্ধ স্বতঃই বোধগম্য হয়।

ঋকে 'নরঃ' পদে সাধারণভাবে মোহাভিভূত মানবগণকে বুঝাইতেছে, আর 'বিপ্রাসঃ, পদে রিপুদমনে জয়যুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। যাহারা মোহে আক্রান্ত, যাহাদের কামাদি রিপু প্রবল, তাহারা 'ধনং দেহি পুত্রং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা করিতেছে; আর, যাঁহারা একটু উন্নত-স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, রিপুদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান-লাভের প্রার্থনাই ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন। যাঁহার যেমন কামনা, তিনি সেই কামনার অনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুত্রবিত্তাদিলাভ-প্রয়াসী জন, পুত্রবিত্তাদি পাইয়া ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে; জ্ঞানার্থী জন, জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে অবগাহমান হইয়া চিদানন্দে মগ্ন রহিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত মানবের সাধারণতঃ এই দুই অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সকাম ও নিষ্কাম যে দুই প্রকারের কর্ম্ম বা প্রার্থনা আছে, দুই শ্রেণীর কর্ম্মী বা প্রার্থী যে সেই দুইরূপ প্রার্থনানুযায়ী ফল-লাভ করিতেছেন; ঋকে তাহাই ব্যক্ত দেখি।

ঋক্ বলিতেছেন,—'জীব! তুমি সংসারে ভীষণ সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া আছ; কিন্তু হতাশ হইও না। ভগবানের শরণাপন্ন হও; আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফললাভে সমর্থ হইবে; পুত্রবিত্ত চাও, তাহাই পাইবে; জ্ঞান-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাই তোমার অধিগত হইবে।' (১ম—৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ।

যঃ। কুক্ষিঃ। সোমঽপাতমঃ। সমুদ্রঽইব। পিন্বতে।

উর্ব্বীঃ। আপঃ। ন। কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'কুক্ষিঃ' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য উদরপ্রদেশঃ, আকাশরূপ ইতি যাবৎ) 'সোমপাতমঃ' (সোমপানশীলঃ, বাষ্পগ্রহণশীলঃ, শুদ্ধসত্ত্বপানরতঃ) স কুক্ষিঃ 'সমুদ্র ইব' (অর্ণব ইব, বিশাল ইতি ভাবঃ) 'পিন্বতে' (বর্দ্ধতে, বিস্তৃতো ভবতীতি শেষঃ) ; 'কাকুদঃ' (মুখসম্বন্ধিন্যঃ) 'উর্ব্বীঃ (মহত্যঃ, বিস্তীর্ণাঃ) 'আপঃ' (জলানি, করুণাক্ষরণানি) 'ন' (ইব) কদাচিদপি ন শুষ্যন্তীতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—মেঘো যথা সদা বাষ্পগ্রহণশীলঃ, তস্য আধারো যথা অনন্তবিস্তৃতঃ, ভগবান্ তথা শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীলঃ, তদীয়ঃ উদরঃ তথা সর্ব্বেষাং লোকানাং পূজাগ্রহণসমর্থঃ ; রসনায়া আদ্রতা যথা সদা বিদ্যমানা, ভগবতঃ করুণা-প্রবাহঃ তথা সদা প্রবহণশীলঃ। (১ম—৮সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের যে প্রসিদ্ধ (আকাশরূপ) উদর সদা সোমপানশীল (বাষ্পগ্রহণশীল, অথবা শুদ্ধসত্ত্বপানরত), তাহা সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত (বৃহৎ) ; রসনার (মুখসম্বন্ধযুক্ত) জলের ন্যায় তাহা বিস্তীর্ণ অপ্-পূর্ণ (অর্থাৎ করুণাক্ষরণসম্পন্ন), তাহা কদাচ বিশুষ্ক হয় না। (ভাব এই যে,—'মেঘ যেমন সদা বাষ্পগ্রহণশীল, তাহার আধার যেমন অনন্ত-বিস্তৃত, ভগবান্ সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল, তাঁহার উদর সেইরূপ সকল লোকের পূজা-গ্রহণ-সমর্থ ; রসনার আর্দ্রতা যেমন সদা বিদ্যমান, ভগবানের করুণা-প্রবাহ সেইরূপ নিরন্তর প্রবহণশীল)।' (১ম—৮সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ কুক্ষিরস্যেন্দ্রস্যোদরপ্রদেশঃ সোমপাতমোঽতিশয়েন সোমস্য পাতা। স কুক্ষিঃ সমুদ্র ইব পিম্বতে। বর্দ্ধতে। সেচনার্থো ধাতুরৌচিত্যেন বৃদ্ধিং লক্ষয়তি। কাকুদো মুখসংবন্ধিন্য উর্বীর্বহ্ব্যঃ আপো ন। জলানীব। জিহ্বাসংবদ্ধমস্যোদকং যথা কদাচিদপি ন শুষ্যতি তথেন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুষ্যতীর্থঃ।

যদ্যপি শ্লোক ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্‌নামসু কাকুজ্জিহ্বেতি পঠিতং তথাপ্যুদকসম্বন্ধসিদ্ধ্যর্থমত্র কাকুচ্ছব্দেন মুখমুপলক্ষ্যতে। সম্বন্ধিবাচিনস্তদ্ধিতস্যাত্র ছান্দসলোপো দ্রষ্টব্যঃ। সোমপাতমঃ। সোমং পিবতীতি সোমপাঃ। আকারো ধাতুস্বরেণোদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। তমপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। সমুদ্রশব্দঃ প্রাতিপদিকত্বাদন্তোদাত্তঃ। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি প্রকৃতিস্বরঃ। পিম্বতে। পিবিসেচনে ইদিতোনুম্‌ধাতোরিতি নুমাগমঃ। শপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। উর্বীঃ। উরুশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। বোতো গুণবচনাৎ। পা০ ৪।১।৪৪। ইতি ঙীষ্‌। যণাদেশঃ। উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ। পা০ ৬।১।১৭৪। ইতীকার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেবের যে উদরপ্রদেশ অতিশয় সোমপায়ী, সেই উদরপ্রদেশ সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেচনার্থ পিবি ধাতুর অর্থ উচিতভাবে বৃদ্ধিকেই লক্ষ্য করিতেছে। মুখ-সম্বন্ধী বহু জলের ন্যায় অর্থাৎ মুখমধ্যগত জিহ্বাসংলগ্ন জল যেমন কখনও শুষ্ক হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রদেবের সোমপূরিত উদরপ্রদেশ কখনও শুষ্ক হয় না।

যদিও "শ্লোকঃ" ইত্যাদি সপ্তপঞ্চাশৎ (সাতান্ন) সংখ্যক বাঙ-নামের মধ্যে "কাকুৎ" "জিহ্বা" এইরূপ পঠিত হইয়াছে; তবুও এস্থলে উদকের সম্বন্ধ-সিদ্ধির নিমিত্ত 'কাকুৎ' শব্দের দ্বারা মুখই উপলক্ষিত হইতেছে। সম্বন্ধবাচী তদ্ধিতপ্রত্যয়ের ছান্দস-প্রযুক্ত লোপ হইয়াছে। "সোমপাতমঃ" এই পদটীতে "যিনি সোমকে পান করেন, তাঁহাকে 'সোমপাঃ'—কহে; এই স্থলে ধাতুস্বর-বশতঃ আকারটী উদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে (পরপদে) প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। (সোমপাঃ' শব্দের উত্তর তমপ্‌ প্রত্যয় করিয়া 'সোমপাতমঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে)। তমপ্‌ প্রত্যয়ের পিত্ত্বনিবন্ধন অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। প্রাতিপদিক স্বর হেতু 'সমুদ্র' শব্দটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ইব শব্দের সহিত নিত্যসমাস হইয়াছে বলিয়া বিভক্তির অলোপ হইয়াছে। "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ" এই নিয়মে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। "পিন্বতে" এই পদটি, সেচনার্থ পিবি (পিব্‌) ধাতুর উত্তর লটের আত্মনে-পদের প্রথম-পুরুষের একবচনে "ইদিতোনুম্‌ ধাতোঃ" এই সূত্রদ্বারা নুমাগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শপ্‌-এর পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর, তিঙএর সার্ব্বধাতুক স্বরহেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "উর্ব্বাঃ" এই পদটীতে উরু-শব্দ অন্তোদাত্ত। "বোতোগুণবচনাৎ" (পা০ ৪।১।৪৪) এই সূত্রানুসারে ঙীষ (ঈ) প্রত্যয়ে যণাদেশ হইয়াছে। "উদাত্তযণো হলপূর্ব্বাৎ" (পা০ ৬।১।১৭৪) এই সূত্রানুসারে ঈকার

উদাত্তঃ। জসা সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ। ইত্যেকাদেশ উদাত্তঃ। আপঃ। প্রাতিপদিক-স্বরঃ। কাকুদঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ ॥ (১ম—৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

মহাভারতে যেমন ব্যাসকূট আছে, এই ঋকৃটির অর্থ নিষ্কাশনেও সেইরূপ ব্যাসকূট উদ্ধার-সমস্যায় পড়িতে হয়।

'ইন্দ্রদেব এতই সোমপান করেন যে, তাঁহার উদর সমুদ্রবৎ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার মুখের জল আর শুকায় না।' সাধারণতঃ ঋকের এই রকম একটা অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ইতর লোকের ভাষায়, 'পাঁড়'-মাতালকে লক্ষ্য করিয়া, লোকে যেমন বলে—"বেটা যেন মদের জালা! মদে আর মুখে এক হয়ে আছে।" এও কতকটা যেন সেই ধরণের উক্তি। 'ইন্দ্রদেব ঘোর সোমরসপানশীল অর্থাৎ মদ্যপ; অবিশ্রান্ত সোমরসপানে তাঁহার উদর যেন সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া আছে; তাঁহার মুখের জল শুকায় না, অর্থাৎ অনবরতই তিনি সোমরস-মাদক-দ্রব্য পান করিতেছেন, মাদক-দ্রব্যের নাম মাত্রে তাঁহার জিহ্বা যেন সরস হয়।' এই ঋকের অনুশীলনে এইরূপ কদর্থ স্বতঃই সাধারণে গ্রহণ করেন। 'কুক্ষিঃ' আছে, 'সোমপাতমঃ' আছে, 'কাকুদঃ' আছে; আর রক্ষা আছে কি?

অথচ, ঋকৃটি কি গভীর ভাবদ্যোতক, একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুধাবন করিয়া না দেখিলে, তাহা বুঝা যায় না। আশ্বিন সূক্তের চতুর্থ ঋকের (তৃতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক্) আলোচনায়, "সুসংস্কৃত পবিত্র সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে"—এই ভাব-মূলক বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সেই অর্থ সঙ্গত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে মনে করি।

উদাত্ত হইয়াছে। "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে জস্ বিভক্তির সহিত একাদেশ হইয়া উদাত্তস্বর হইয়াছে। (১ম—৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

ইন্দ্রদেবের উদর (কুক্ষিপ্রদেশ) সমুদ্রবৎ বৃদ্ধি পায়। ইহার তাৎপর্য্য কি ? ইন্দ্রদেব—মেঘাধিপতি। তিনি যখন মেঘাধিপতি, বৃষ্টির দেবতা, তখন তাঁহার উদর ঐ 'অনন্ত আকাশ' বলিয়া মনে করিতে পারি। তার পর, 'কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ' বলিতেই বা কি বুঝি ? প্রতীত হয় না কি—উহাতে মেঘপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত অন্তরিক্ষকেই বুঝাইতেছে। "সমুদ্র ইব পিন্বতে"—এ ক্ষেত্রে অতি সুসঙ্গত উপমা বলিয়াই মনে হয়। মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদ-নদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র যেমন তাহাতে স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ; সেইরূপ, যতই মেঘ সঞ্চিত হউক, যতই মেঘের আয়তন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাঁহার সেই অনন্ত বিশাল উদরের কিছুই আসে যায় না। এখানে 'পিন্বতে' পদে 'বর্দ্ধতে' অর্থ উৎপ্রেক্ষায় আসিয়াছে। অলঙ্কারে, তাহার দ্বারা বিশালত্ব-ভাব সূচনা করিতেছে। উহার মর্ম্ম এই যে, সমুদ্র যেমন ও বিস্তৃত, তাঁহার উদরও সেইরূপ বিশাল ও বিস্তৃত।

এইবার আর একবার 'সোম কি' বুঝিয়া দেখা যাউক। সংসারের ক্লেদরাশি বিশুদ্ধ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া আকাশে মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সাধারণভাবে 'সোম' শব্দে সেই বিশুদ্ধ বাষ্পকে বুঝাইতেছে। অপিচ, এতদ্দ্বারা যজ্ঞধূমের বিষয়ও মনে আসিতে পারে। আহুতি-প্রদত্ত সামগ্রীর বীজাণু যজ্ঞধূম-সহ আকাশে সংবাহিত হয় ; বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইলে, সেই বীজাণু আশাতীত সুফল প্রদান করে। যজ্ঞকর্ম্মের বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে ইহাও একপ্রকার লক্ষ্য-মূলক বলিতে পারি। সে হিসাবে, এখানে অর্থ হইতে পারে, দেবোদ্দেশ্যে আহুতি দান যতই অধিক হউক, তাহা গ্রহণ করিবার উপযোগী উদর (শক্তি) দেবতার আছে। সুতরাং 'উদরে স্থান হইবে না' বলিয়া দেবোদ্দেশ্যে দানে বিরত হইও না। যাহা হউক, সে 'জড়বাদের' দিক দিয়া এখন নাই দেখিলাম। বিজ্ঞান-বাদের দিক দিয়াও বুঝা যায়, বাষ্পের দ্বারা মেঘসঞ্চারের বিষয়ই এখানে রূপকে বিবৃত হইয়াছে।

'আপো ন কাকুদঃ"—এই বাক্যের অর্থ, সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝি, তাঁহার উদর রসনার জলের ন্যায় সদা সিক্ত।' কিন্তু ইহার ভাবার্থ কি ? প্রকৃতি-পক্ষে, মেঘাধিপতির উদর-সম্পর্কে, ভাব গ্রহণ অবশ্যই সহজ-বোধ্য।

আকাশে বা মেঘে জলকণা সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে; সে জল-কণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না; এখানে উপমায় সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, আকাশ-রূপ উদরে মেঘ সঞ্চার-রূপ সোমরস, সমুদ্রবৎ বিস্তৃতভাবে সঞ্চিত হয়; তাহা কখনও একেবারে বিশুষ্ক হয় না, পরন্তু রসনার সরসতার ন্যায় তাহা নিত্যই সরস থাকে। সাধারণভাবে ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে।

এখন, এ ঋকে আধ্যাত্মিক পক্ষে কিরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। ঋক্‌টি দুই অংশে বিভক্ত; এক অংশে উদরের বিশালত্ব, অন্য অংশে সদা আদ্র´-ভাব! এক অংশে সোমপানে—ভক্তের পূজা-গ্রহণে—কখনও তাঁহার অরুচি নাই; অন্য অংশে তিনি সদাই স্নেহ-বিগলিত আর্দ্র´ হইয়া আছেন। অজ্ঞ জন-সাধারণ মনে করিতে পারে, —'এক ভগবান্, তিনি কত জনের পূজা গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ, ধনবান্ জন, কত জাঁক জমক করিয়া, কত চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় উপাদেয় সামগ্রী দিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন; সে পূজা পরিত্যাগ করিয়া, সে অমৃতোপম ভোগে উপেক্ষা প্রদর্শনে, আমাদের এ সামান্য পূজার প্রতি তিনি কি দৃষ্টিপাত করিবেন?' এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তর বলিয়া, এ ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি। তাঁহার অনন্ত-বিস্তৃত বিশাল উদর;—অনন্ত কোটী সাধকের পূজা গ্রহণ জন্য সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে। যাহার যাহা সামর্থ্য হয়, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর; তিনি আদর করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। বড়লোকের বড়-ঘটার পূজাও তিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, গরীবের অতি-সামান্য পূজোপচারও তিনি সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতর-বিশেষ ভাব তাঁহাতে আদৌ সম্ভবপর নহে। রাজচক্রবর্ত্তী বলির প্রদত্ত ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যও তাঁহার নিকট যেরূপ আদৃত, বিদুরের প্রদত্ত তুচ্ছ তণ্ডুলকণাও তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রীতিপ্রদ।

তাঁহার করুণার মন্দাকিনী যে কদাচ বিশুষ্ক হয় না; তিনি যে সদাই করুণা-বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন; জলের ন্যায় তিনি সদাই আদ্র´,—এবম্বিধ উক্তিতেই তাহারই স্বরূপ উপলব্ধ হয়। (ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

ভাষ্যানুক্রমণিকা (সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অভিপ্লবষড়হগতেষ্কৃথেষু তৃতীয়সবনে ব্রহ্মণাচ্ছংসিন এবাহ্যস্যসূনৃতেত্যনুরূপস্তৃচঃ। এহ্যূষুব্রবাণিতে। আ০ ৭।৮। ইতি খণ্ডে। অথবা ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন ইত্যুপক্রম্য এবাহ্যসি বীরয়ুরেবাহ্যস্য সূনৃতা। আ০ ৮।৩। ইতি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তেঽষ্টমীমৃচমাহ।

* * *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্‌শী গোমতী মহী।
পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। হি। অস্য। সূনৃতা। বিঽরপ্‌শী। গোঽমতী। মহী।
পক্কা। শাখা। ন। দাশুষে ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ইন্দ্রস্য, ভগবতো মুখনিঃসৃতস্য, ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্তস্য) 'বিরপ্‌শী' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টা) 'গোমতী' (জ্ঞানপ্রদা) 'মহী' (মহতী, অর্চ্চনীয়া) 'সূনৃতা' (প্রিয়সত্যরূপা বাক্), 'দাশুষে' (দত্তবতে মন্ত্রোচ্চারণপরায়ণায় যাজ্ঞিকায়, অর্চ্চনাকারিণে) 'পক্কা' (বহুপক্কফল-

---

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লব ষড়হগত উক্‌থ্য মন্ত্রসমূহে, তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনামক ঋত্বিকের "এবাহ্যস্য সূনৃতা" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়াত্মক তৃচ্‌টি অনুরূপ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে "এহ্যূষুব্রবাণিতে" (আ০ ৭:৮) এই খণ্ডে অথবা "ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ" এই উপক্রম করিয়া "এবাহ্যসি বীরয়ুরেবাহ্যস্য সূনৃতা" (আ০ ৮।৩) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই তৃচে প্রথমা, এবং এই সূক্তে অষ্টমী ("এবাহ্যস্য সূনৃতা") ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

সমন্বিতা) 'শাখা' (বৃক্ষশাখা) 'ন' (ইব) 'এবাহি' (এবং খলু)। ভাবার্থঃ—পক্কফলসমন্বিতা বৃক্ষশাখা যথা বৃক্ষস্বামিনে আনন্দং দদাতি ভগবন্মুখবিনিঃসৃতো মন্ত্র-স্তথা অর্চ্চনাকারিণে পরমাং প্রীতিং সঞ্জনয়তি।' (১ম—৮সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের মুখনিঃসৃত, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট, জ্ঞানদ, মহান্, সত্যস্বরূপ যে বাক্য (মন্ত্র), অর্চ্চনাকারীর পক্ষে তাহা বহুপক্কফলসমন্বিত বৃক্ষশাখার ন্যায় আনন্দপ্রদ। (ভাব এই যে, পক্কফলসমন্বিত বৃক্ষশাখা যেমন বৃক্ষস্বামীকে আনন্দ দান করে, ভগবন্মুখবিনির্গত মন্ত্র সেইরূপ অর্চ্চনাকারীতে পরমা প্রীতি সঞ্জাত করে)॥ (১ম—৮সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপা বাক্ দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় তদর্থমেবাহি। এবং খলু। অনন্তরপদবক্ষ্যমাণগুণোপেতা ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী। বিরপ্শী বিবিধরপণোপেতবাক্যযুক্তা বহুবিধোপচারবাদিনীত্যর্থঃ। গোমতী বহ্বীভির্গোভিরুপেতা গোপ্রদেত্যর্থঃ। অতএব মহী মহতী পূজ্যা। যথোক্তবাচো দৃষ্টান্তঃ। পক্বা শাখা ন। যথা বহুভিঃ পক্কৈঃ ফলৈরুপেতা পনসবৃক্ষাদিশাখা প্রীতিহেতুস্তদ্বৎ।

যদ্যপি মহন্নামসু ব্রাধং বিরপ্শীতি পঠিতং তথাপ্যত্র মহীত্যনেন পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাদবয়বার্থো গৃহীতঃ। এবা। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। সংহিতায়াং নিপাতস্য চেতি দীর্ঘঃ। হি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেবের প্রিয় অর্থাৎ মনোহারী সত্যবাক্য, হবির্দ্দানকারী যজমানের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরবর্ত্তী পদের দ্বারা বক্ষ্যমাণ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। সেই বাক্ (বাক্য) কীদৃশী? "বিরপ্শী" নানারূপবচনান্বিত-বাক্যযুক্তা। অর্থাৎ—বহুবিধ উপচারকে (সেবা কিম্বা উপদেশকে) বলিয়া থাকে। "গোমতী"—বহু গোধনযুক্তা অর্থাৎ—বিস্তর গোধন প্রদান করিয়া থাকে। অতএব "মহী" অর্থাৎ মহতী পূজনীয়া। উক্ত গুণবিশিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত যথা—বহু পক্কফলযুক্ত পনস (কাঁটাল) বৃক্ষাদির শাখা যেমন প্রীতির কারণ হইয়া থাকে সেইরূপ ইন্দ্রদেবের বাক্যও মনোহারী ও সত্য বলিয়া প্রীতির হেতু হইয়া থাকে।

যদিও মহৎনামের মধ্যে "ব্রাধং" "বিরপ্শী" এইরূপ পঠিত হইয়াছে তথাপি এস্থলে 'মহী' এই পদ থাকায় 'বিরপ্শী' শব্দের 'মহী' অর্থ করিলে, পুনরুক্তিপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া উক্ত 'বিরপ্শী' শব্দের অবয়বার্থই গৃহীত হইয়াছে। "এবমাদীনামন্তঃ" এই সূত্রদ্বারা "এবা" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং "নিপাতস্যচ" সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে॥

নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। অস্য। প্রকৃতস্যেন্দ্রস্য পরামর্শাদিদমোঽন্বাদেশ ইত্যাদিনা অশাদেশোঽনুদাত্ত ইতি সর্ব্বানুদাত্তঃ। সূনৃতা। ঊনপরিহাণে। সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতি সূন্। সা চাসাবৃতা সত্যাচেতি সূনৃতা প্রিয়সত্যবাক্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যৃকার উদাত্তঃ। বিরপ্শী। বিবিধং বিচিত্রং রপণং বিরপ্। রূপলপব্যক্তায়াং বাচি। সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্। তদেষামস্তীতি বিরপ্শানি বাক্যানি। তানি যস্যাং বাচি সন্তি সা বাগ্ বিরপ্শিনী। অত ইনিঠনাবিতীনিঃ। যস্যেতি চেত্যকারলোপঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা০ ৪।১।৫। ইতি ঙীপ্। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। নকারলোপশ্ছান্দসঃ। সবর্ণদীর্ঘ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ ইত্যুদাত্তঃ। গাবোঽস্যাং সন্তীতি গোমতী। মতুম্ ঙীপৌ পিত্ত্বাদনুদাত্তৌ। প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে। মহী। মহতী। উগিতশ্চ। পা০ ৪।১।৬। ইতি ঙীপ্। তস্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাপ্তে শতুরনুমো নদ্যজাদী ইত্যত্র বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং। পা০ ৬।১।১৭৩।১। ইত্যুদাত্তত্বং। অচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। পক্বা। ডুপচষ্ পাকে। নিষ্ঠেতি ক্তপ্রত্যয়ঃ।

"হি" শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্য" এই পদটী, প্রকৃত-ইন্দ্রদেবের পরামর্শক হওয়ায় "ইদমোঽন্বাদেশে" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ইদম্‌শব্দের স্থানে অশ্ আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অনুদাত্তঃ" এই নিয়মে ইহার সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "সূনৃতা" এই পদের "সূন্" এই পদটী, সু-পূর্ব্বক পরিহাণার্থ ঊন্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সেই সূন্ এবং এই ঋতা অর্থাৎ সত্যা' এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া "সূনৃতা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—প্রিয় ও সত্যবাক্য। "পরাদিশ্চন্দসি বহুলং" এই সূত্রদ্বারা ইহার ('সূনৃতা' পদের) ঋ-কার উদাত্ত হইয়াছে। "বিরপ্শী" এই পদটীতে 'বিচিত্র ব্যক্ত-বাক্য' এই অর্থে বি-পূর্ব্বক ব্যক্তবাচ্-অর্থক রপ্ ধাতুর উত্তর সম্পদাদিত্ব-হেতু ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'বিরপ্'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সেই বিরপ্ ইহাদের আছে' এই অর্থে 'বিরপ্শানি' পদে বাক্যসমূহকে বুঝাইতেছে। 'সেই বাক্যসমূহ যে বাক্যে আছে' সেই বাক্ বিরপ্শিনী। "অত ইনিঠনৌ" এই সূত্রদ্বারা ইনি (ইন্) প্রত্যয়, "যস্যেতিচ" এই সূত্রদ্বারা অকারের লোপ ও "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা০ ৪।১।৫) এই সূত্রদ্বারা ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরপ্রযুক্ত ই-কারটী উদাত্ত এবং ছান্দসপ্রযুক্ত ন-কারের লোপ হইয়া সবর্ণদীর্ঘ (দুই ইকারে দীর্ঘ ঈকার) হইয়াছে। এস্থলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'গোসকল ইহাতে (এইবাক্যে) আছে'—অর্থে মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া "গোমতী"—পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মতুপ্ ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব (প-কার থাকে না) হেতু ইহাদের অনুদাত্তস্বর হইয়া প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "মহী" অর্থাৎ 'মহতী' এই পদটীতে "উগিতশ্চ" (পা০ ৪।১।৬) এই সূত্রদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বরের প্রাপ্তিবশতঃ "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই অনুবৃত্তিতে "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" (পা০ ৬।১।১৭৩।১) এই নিয়মে উদাত্তস্বর হইয়াছে এবং ছান্দসপ্রযুক্ত 'মহৎ' এর 'অৎ' শব্দের লোপ হইয়াছে। "পক্বা" এই পদটী

পচোবঃ। পা০ ৮।২।৫২। ইতি বত্বং। চোঃ কুঃ। পা০ ৮,২।৩০। ইতি কুত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। টাপা সহসবর্ণদীর্ঘ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। শাখা। শাখ শ্লাখৃ ব্যাপ্তৌ। পচাদ্যচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তে প্রাপ্তে বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদ্বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দাশুষে। দাশৃ দানে। দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ। পা০ ৬।১।১২ ইতি নিপাতনাৎক্বসা৹ বিড়ভাবো দ্বির্ব্বচনাভাবশ্চ। চতুর্থৈকবচনে যাচিভং। পা০ ১।৪.১৮ ইতি ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সংপ্রসারণং। পা০ ৬।৪।১৩১। ইতি সংপ্রসারণং। বকারস্যোকারঃ। পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। প্রত্যয়স্বরেণোকার উদাত্তঃ॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ ভগবদ্বাক্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ভগবন্মুখবিনিঃসৃত যে বাক্য বা মন্ত্র, তাহার শক্তি অপরিসীম! সে বাক্য 'সূনৃত' অর্থাৎ প্রিয় অথচ সত্য। যাহা সত্য, তাহা সতেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; সুতরাং সত্য যে তাঁহার প্রিয় অর্থাৎ সত্য যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? সেই জন্যই শাস্ত্রে 'মন্ত্র ব্রহ্ম' বাণী বিঘোষিত দেখি। মন্ত্রও যে বস্তু, ব্রহ্মও সেই বস্তু; কেন-না, মন্ত্রদ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,

---

পাকার্থ ডুপচষ্ (পচ্) ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূক্তদ্বারা ক্ত প্রত্যয়, "পচোবঃ" (পা০ ৮।২।৫২) এই সূত্র দ্বারা ক্ত-এর ত স্থানে ব এবং "চোঃ কুঃ" (পা০ ৮।২।৩০) এই সূত্রানুসারে 'চ'এর স্থানে 'ক' হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর-বশতঃ অন্তস্বরই উদাত্ত হইয়াছে। টাপ্ (আ) প্রত্যয়ের সহিত, সবর্ণদীর্ঘ হইয়া "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ"—সূত্রানুসারে উদাত্তস্বর হইয়াছে। "শাখা" এই পদটি, ব্যাপ্ত্যর্থ শাখ (শাখ্) ধাতু উত্তর পচাদিত্ব-হেতু অচ্-প্রত্যয় করিয়া (স্ত্রীলিঙ্গে) নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে (অচ্-প্রত্যয়ের) চিত্ত-হেতু অন্তোদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু বৃষাদির আকৃতি-গণ বলিয়া বৃষাদিত্ব-বশতঃ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাশুষে" এই পদটি, "দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ্বাংশ্চ"। (পা০ ৬।১।১২) এই সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ক্বসু (বস্) প্রত্যয় পরেতে ইট্ (ই) আগমের ও দ্বির্ব্বচনের (দ্বিত্বের) অভাব হইয়াছে। উক্ত শব্দের উত্তর চতুর্থীর একবচনে "যচিভং" (পা০ ১।৪.১৮) এই সূত্র দ্বারা ভ-সংজ্ঞা হইলে "বসোঃ সম্প্রসারণং" (পা০ ৬।৪।১৩১) এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণে ব-কারের স্থানে উকার হইয়া পরপূর্ব্বত্ব এবং "শাসিবসিঘসীনাঞ্চ" এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর-বশতঃ উকারটী উদাত্ত হইয়াছে॥ ৮॥

* * *

আবার ব্রহ্ম হইতেই মন্ত্র নিঃসৃত হয়। আমার নাম কি—আমি যদি তোমায় বলিয়া দিই, আর তুমি যদি আমার সেই নামে আমায় আহ্বান কর, আমার নিশ্চয়ই তোমার আহ্বানে কর্ণপাত করিতে হইবে। আমাকে আহ্বান-পক্ষে আমার নাম-রূপ সঙ্কেত যেমন কার্য্যকরী হয়, ভগবানের সান্নিধ্যলাভ পক্ষে তাঁহার মন্ত্র-রূপ সঙ্কেত সেইরূপ সুফল প্রদান করে।

"অস্য সূনৃতা" পদদ্বয়ে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত সত্যস্বরূপ বাক্যই বুঝাইতেছে। তারপর, সে 'বাক্' (বাক্যে) কেমন, বিভিন্ন বিশেষণে তাহা ব্যক্ত হইতেছে। উহা 'বিরপ্শী'—বিবিধ উপচারবতী বা বৈচিত্র্যবিশিষ্টা; 'মহী' অর্থাৎ মহতী শ্রেষ্ঠা সুস্পষ্টবাদিনী বা অর্চ্চনীয়া; এবং 'গোমতী' অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনী। এক একটি বিশেষণই সে বাণীর সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিয়া মানুষ যখন সেই বৃক্ষের শাখায় সুপক্ক ফলসমূহ দোদুল্যমান দেখিতে পায়, তখন তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এ উপমায় কি সরল সুন্দর ভাবেই নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে! সেই পবিত্র বিচিত্র জ্ঞানপ্রদ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যাজ্ঞিক যখন সে মন্ত্র সার্থক-প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার প্রাণে কি অনুপম আনন্দেরই সঞ্চার হয়। অন্যপক্ষে "পক্কা শাখা ন" এই উপমায় আর এক মহৎ ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যে বা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক যখন তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ভগবানও পরম আনন্দিত হন। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষে সুপক্ক ফল দোদুল্যমান দেখিলে, বৃক্ষ রোপণ করিয়া রোপণকারীর যে আনন্দ, আনন্দময়েও তখন সেই আনন্দের উৎস উচ্ছরিত হয়—মনে করিতে পারি। তাহাতে, আনন্দ-বিভোর সাধক, সর্ব্বানন্দময়ের সংশ্রব-লাভে সমর্থ হইয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হন।

ঋক্ তাই বলিতেছেন,—'ভগবৎ-বাক্য-রূপ সত্যমন্ত্র গ্রহণ কর। তদনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও; হৃদয়-বৃক্ষে জ্ঞানরূপ পক্কফল স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখিবে,—চিদানন্দে মগ্ন হইবে।'

এই ঋকে! এই অর্থ। অথচ, এ ঋকেও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে,—'ইন্দ্রদেবের বচন মিষ্ট, আর তিনি গরুদান করেন।' গো-শব্দের

সম্বন্ধ থাকিলেই গোরুর কথা স্মরণ হয়। ঋকের 'গোমতী' দেখিয়াই ব্যাখ্যাকারগণের মনে হয় এই ভাব জাগিয়া উঠে। যাউক; সরল অন্তরে ঋকে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাই বিবৃত করা গেল। ঔচিত্যানৌচিত্য সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (১ম—৮সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এবা। হি। তে। বিঽভূতয়ঃ। উতয়ঃ। ইন্দ্র। মাঽবতে।
সদ্যঃ। চিৎ। সন্তি। দাশুষে॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'বিভূতয়ঃ' (ঐশ্বর্য্যাণি) 'মাবতে' (মাদৃশায়) 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, অর্চ্চনাকারিণে, যাজ্ঞিকায়) 'এব' (নিশ্চয়ঃ) 'সদ্যশ্চিৎ' (নিত্যং) 'উতয়ঃ' (রক্ষাস্বরূপাঃ রক্ষাকারণানি) 'সন্তি' (ভবন্তি)। ভগবদ্বিভূতয়ঃ সদা অর্চ্চনাকারিণাং রক্ষাস্বরূপাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিভূতি-ঐশ্বর্য্য আমার ন্যায় অর্চ্চনাকারীকেও নিত্য সংরক্ষণ করিয়া থাকে। (ভগবদ্বিভূতিসমূহ চিরকালই অর্চ্চনাকারীর রক্ষাস্বরূপ হয়—ইহাই ভাবার্থ)॥ (১ম—৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে তব বিভূতয় ঐশ্বর্য্যবিশেষা এবা হি। এবং বিধাঃ খলু। কিংবিধা ইতি তদুচ্যতে। মাবতে মৎসদৃশায় দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায়োতয়স্ত্বদীয়রক্ষারূপাঃ সদ্যশ্চিৎ সন্তি। যদা কর্ম্মানুষ্ঠিতং তদৈব ভবন্তি।

মাবতে মৎসদৃশায়। বতুপ্ প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং। পা০ ৫।২।৩৯।১। ইত্যস্মচ্ছব্দাদ্বতুপ্। মপর্য্যন্তস্য প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ। পা০ ৭।২।৯৮। ইতি মাদেশঃ। অদ্‌শব্দেন সহাতোগুণে। পা০ ৬।১।৯৭। ইতি পররূপত্বং। দৃগ্ দৃশবতুষ্বিত্যনুবৃত্তাবাসর্ব্বনাম্নঃ। পা০ ৬।৩।৯১। ইতি দকারস্যাকারঃ। সবর্ণদীর্ঘত্বং। বতুপঃপিত্ত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বরএব শিষ্যতে। সদ্যঃ। সমানে হ্যবীত্যর্থে সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষমঃ। পা০ ৪।৩।২২। ইত্যাদিনা নিপাতিতং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। চিৎ। চাদয়োঽনুদাত্তা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনার বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বিশেষ এইরূপই। কিরূপ ঐশ্বর্য্য? তাহা কথিত হইতেছে—আমার ন্যায় হবির্দ্দানকারী যজমানের নিমিত্ত (আপনার ঐশ্বর্য্য-সমূহ) ত্বদীয়রক্ষাস্বরূপ সদ্যঃই হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখনই আমি যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তৎক্ষণাৎ (আপনার বিভূতিসমূহ রক্ষাস্বরূপ) হইয়া থাকে।

“মাবতে”—বতুপ্ প্রত্যয়ের প্রকরণে “যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং” (পা০ ৫।২।৩৯।১) এই সূত্র দ্বারা অস্মদ্ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। “প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ” (পা০ ৭।২।৯৮) এই সূত্র-দ্বারা ম-পর্য্যন্ত অস্মদ্ শব্দের স্থানে ‘ম’ আদেশ হইয়াছে। অদ্-শব্দের সহিত “অতোগুণে” (পা০ ৬।১।৯৭) এই সূত্রানুসারে পররূপত্ব হইয়া ‘দৃগ্ দৃশবতুষু’ এই অনুবৃত্তি অধিকারে “আ সর্ব্বনাম্নঃ” (পা০ ৬।৩।৯১) এই সূত্রানুসারে দ-কারের স্থানে আকার আদেশ, সবর্ণদীর্ঘ করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে উক্ত ‘মাবতে’ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ‘বতুপ্’ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু প্রাতিপদিক স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “সদ্যঃ” এই পদটী সমান দিবসে’ এই অর্থে “সদ্যঃ” “পুরুৎপরার্য্যৈষমঃ” (পা০ ৪।৩।২২) ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘চিৎ’ এই পদটীর “চাদয়োঽনুদাত্তাঃ” সূত্রানুসারে অনুদাত্তস্বর হইয়াছে।

ইত্যনুদাত্তঃ। সন্তি। অস্‌ভুবি। লটঃ স্থানে ঝি। ঝোঽন্তঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোলুক্। তিঙ্‌ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং। পা০ ১।১'৬২। ইতি শবকারমাশ্রিত্য লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং ন ভবতি। বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তি। পা০ ১।১।৫৬। ইতি নিষেধাৎ। দাশুষে। গতমন্ত্রে গতং॥ (১ম—৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

সাধনার পথে পদার্পণ করিয়া, মানুষ যখন আত্মকৃত অপকর্ম্মের বিষয় অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়; সে তখন একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারে—কি অপার করুণায় শ্রীভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন! কাহারও মনের অগোচর পাপ নাই কিন্তু বুঝিয়াও মানুষ বুঝিতে চাহে না;—জানিয়াও কেহ সে পাপের বিষয় স্বীকার করে না। অপিচ তোমায় পাপের ভারে ভারাক্রান্ত দেখিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তিনি যে তোমার ভার লাঘব করিবার জন্য প্রযত্নপর রহিয়াছেন; সহসা তাহাও মানুষ স্বীকার করিতে চাহে না। আত্মকৃত পাপের ভোগে—যন্ত্রণার সময়—তাঁহকেই সে যন্ত্রণার হেতুভূত দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করে বটে; কিন্তু সে যন্ত্রণা জ্বালার মধ্যে যদি ক্বচিৎ সুখের হিল্লোল প্রবাহিত দেখে, সে সুখ আত্মকৃত বলিয়াই ঘোষণা করে। ইহাই মানুষের প্রকৃতি।

এখানে সাধক এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,—ভগবানের কি অপার করুণা! বুঝিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। আনন্দ গদগদ-কণ্ঠে কহিতেছেন.—'হে করুণাময়! তোমার অপার

"সন্তি" এই পদটী, ভুবি (হওয়া) অর্থ-বিশিষ্ট অস্ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির (পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচন) স্থানে ঝি,—"ঝোঽন্তঃ" সূত্রানুসারে উক্ত ঝিএর স্থানে 'অন্ত' আদেশ, এবং "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে 'শপ্' এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিঙ্‌ প্রত্যয় হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণং" (পা০ ১ ১।৬২) এই নিয়মানুসারে এস্থলে 'শপ্'এর অকারকে আশ্রয় করিয়া সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তস্বর হয় নাই, কারণ—'বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তি' (পা০ ১।১।৫৬) অর্থাৎ—বর্ণাশ্রয়বিধিতে প্রত্যয়লক্ষণ নাই; এইরূপ নিষেধ আছে। "দাশুষে" পদটীর স্বরাদি-সাধন প্রণালী গত মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১ম—৮সূ ৯ঋ)॥

* * *

করুণা! তুমি যে আমার ন্যায় কদাচারী পাপীকেও সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছ—তোমার এ করুণার তুলনা নাই।

এ ঋক্, পাপী তাপী অভাজনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে ;—ভগবৎ-পাদপদ্মে ন্যস্তচিত্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে ; বলিতেছে,—'মোহান্ধ মানব! অগ্রসর হও; করুণার পরিচয় আপনিই পাইবে।' (১ম-৮সূ-৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টমং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থঞ্চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এবা। হি। অস্য। কাম্যা। স্তোমঃ। উক্থং। চ। শংস্যা।
ইন্দ্রায়। সোমঽপীতয়ে॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নস্য ভগবতো মাহাত্ম্যসূচক ইতি ভাবঃ) 'স্তোমঃ' (সামসাধ্যং স্তোত্রং) ,উক্থং চ' (ঋক্সাধ্যং শস্ত্রং চ, সামগানং ঋঙ্মন্ত্রং চ) 'সোমপীতয়ে' (সোমসুধা-পায়িনে, ভক্তাধীনায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'কাম্যা' (কামনাযোগ্যে) 'এবাহি' এবং (খলু) 'শংস্যা' (ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রশংসনীয়ে ভবত ইতি শেষঃ) ঋক্সামমন্ত্রেণ সহ ভগবতোঽভিন্নসম্বন্ধোঽস্তি ইতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক সামমন্ত্র এবং ঋঙ্মন্ত্র, সোমসুধাপায়ী ভক্তাধীন। ইন্দ্রদেবের কাম্য অর্থাৎ অভিলষিত। (ভাব এই যে ঋক্-সাম-মন্ত্রের সহিত ভগবানের অভিন্নসম্বন্ধ আছে।)॥ (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য স্তোমঃ সামসাধ্যং স্তোত্রং উক্‌থং চর্ক্‌সাধ্যং শস্ত্রমপ্যেবাহ্যেতে উভে এবংবিধে খলু। কিংবিধে ইতি তদুচ্যতে। কাম্যা। কাময়িতব্যে। শংস্যা। ঋগ্‌ভিঃ শংসনীয়ে কিমর্থং শংথনমিতি তদুচ্যতে। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে। ইন্দ্রস্য সোমপানার্থং।

এবাহ্যস্য। ব্যবহিতমন্ত্রে গতং। কাম্যা। কমের্ণিঙন্তাদচো যৎ। পা০ ৩।১।৯৭ ণেরনিটি। পা০ ৬।৪।৫১। ইতি ণিলোপঃ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতে প্রাপ্তে যতোহনাবঃ। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপো ডাদেশঃ। স্তোমঃ। অর্ত্তিস্তুসু। উ০ ১।১৩৮। ইত্যাদিনা মন্‌প্রত্যয়ঃ। উক্‌থং। বচ্‌ পরিভাষণে। পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উ০ ২।৭। ইতি থক্ কিত্বাৎ সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বগুণাভাবৌ। শংস্যা। শংসু স্তুতৌ। ণ্যন্তাদচোযৎ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং সুপো ডাদেশঃ। সোমপীতয়ে। সোমস্য পীতিঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। অথবা সোমস্য পীতির্যস্যেন্দ্রস্যেতি সোমপীতিরিন্দ্রঃ। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষোড়শো বর্গঃ। ১৬।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেবের সামসাধ্য স্তোত্র ও উক্‌থমন্ত্র এবং ঋক্‌সাধ্য শস্ত্রমন্ত্র, এই উভয়ই এইরূপ হইয়া থাকে। কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা কথিত হইতেছে। সকলেরই কামনার বিষয়ীভূত ঋত্বিক্ সমূহদ্বারা শংসনীয় অর্থাৎ স্তুত। কি জন্য ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক স্তুত, তাহা কথিত হইতেছে। ইন্দ্রদেবের সোমপানের নিমিত্ত ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক প্রশংসনীয়।

"এবাহ্যস্য" এবা-হি-অস্য—এই পদত্রয়ের স্বরাদি ও সাধনপ্রণালী ব্যবহিত পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যাতে কথিত হইয়াছে। "কাম্যা"—কামনার্থ ণ্যন্ত কমি (কম্) ধাতুর উত্তর "অচোযৎ" (পা০ ৩।১।৯৭) এই সূত্রানুসারে যৎ (য) প্রত্যয় হইয়া "ণেরনিটি" (পা০ ৬।৪।৫১) সূত্রানুসারে ণি এর লোপ হইয়াছে। "তিৎস্বরিতং" সূত্রানুসারে স্বরিত-স্বরের প্রাপ্তিতে "যতোহনাবঃ" (পা০ ৬।১।২১৩) সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সুপের স্থানে ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। "স্তোমঃ" এইপদটী, "অর্ত্তিস্তুসু" (উ০ ১।১৩৮) সূত্রানুসারে মন্ (ম) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "উক্‌থং"—পরিভাষণার্থ বচি (বচ্‌) ধাতুর উত্তর "পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্" (উ০ ২।৭) এই সূত্রানুসারে থক্ (থ) প্রত্যয়, কিত্ত্ব হেতু সম্প্রসারণ, পর-পূর্ব্বত্ব ও গুণের অভাব হইয়াছে। "শংস্যা" এই পদটী, স্তুতি-অর্থ বিশিষ্ট ণ্যন্ত শংসু ধাতুর উত্তর "অচো যৎ" সূত্রানুসারে যৎ (য) প্রত্যয় করিয়া (পূর্ব্ববৎ) সুপের স্থানে ডা আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "যতোহনাবঃ" সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমপীতয়ে"—'সোমের পীতি' এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বরের প্রাপ্তিতে বিনিময়ে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা "সোমের পীত (পান) যাঁর" এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে ইন্দ্রদেবকে বুঝাইবে; এপক্ষে "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে॥ ১০॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথমাধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

দশম (৮০)ঋকের বিশদার্থ।

স্তবে যে শ্রীভগবানের তুষ্টি সাধিত হয়, সামগানে এবং ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণে তিনি যে প্রীতি লাভ করেন, এ ঋক্ স্পষ্টভাবে তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। ঋক্ বলিতেছেন,—'সামগানে এবং ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণে ভগবানের যে মহিমা কীর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার অভিলষিত।'

এ ঋকের লক্ষ্য—ধর্ম্ম-কর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তির উন্মেষণ। মানুষ যখন জানিতে পারিবে—ভগবান ইন্দ্রদেব সকলের সকল আকাঙ্ক্ষা পুরণ করিতে পারেন; তার পর যখন বুঝিতে পারিবে—ইন্দ্রদেব সামগানে ও ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন অভিলাষ করেন; তখন মানুষ স্বতঃই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। মানুষের কামনার অন্ত নাই। কামনার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিনিয়ত সে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে। সে কামনা যদি তাহার পূর্ণ হয়, কেন সে যজ্ঞকর্ম্মে পূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইবে না? এমন সুবিধা বুঝিলে, প্রবৃত্তি যে আপনিই আসিবে।

এইবার বুঝিয়া দেখুন,—ভগবানে কেন সে কামনার আরোপ করা হইয়াছে! সে কেবল—জীবের মঙ্গলের জন্য। স্তুতি-নিন্দার অতীত তিনি; স্তুতি-নিন্দায় তাঁহার কি আসে যায়? তবে যে কামনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—তোমার চিত্ত তাঁহার প্রতি যেন প্রধাবিত হয়। তাহাতেই তোমার শ্রেয়ঃ। তাহাই তোমার ইষ্টসাধক। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, মন্ত্রশক্তি তোমাতে সঞ্চিত হইবে। সেই শক্তিই স্বরূপ শক্তি। সেই শক্তির প্রভাবেই তুমি স্বারূপ্য-লাভের অধিকারী হইবে।

'সোমপীতয়ে' পদে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করা ভ্রম মাত্র। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তিসুধাপানে বিভোর হইয়া আছেন। 'সোমপীতয়ে' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে মাত্র। ভক্তের ভক্তিতে তিনি যেমন দ্রবীভূত হন, তেমন আর কিছুতেই নহে। অতএব, ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্র গান কর। ভগবানের করুণা তোমার প্রতি সহস্রধারে বর্ষিত হইবে। ঐরূপে মন্ত্র-ব্রহ্মের অনুস্মরণে ঋক্ তোমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে (১ম—৮সূ—১০ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। নবমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তদশঃ অষ্টদশশ্চ বর্গঃ।

নবমং-সূক্তং ।

একই বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। সকল বিষয়েই এ দোষ সম্ভবপর; কিন্তু ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তনে পুনরুক্তি দোষ-মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গের পুনরুক্তি সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধক বলিয়াই পরিগণিত হয়।

ধনৈশ্বর্য্যের, প্রার্থনা—শত্রুদমনের প্রার্থনা—কখনও ফুরায় কি? শত্রু নিত্যবর্দ্ধমান, অভাব নিত্য নূতন প্রকারের। শত্রুদমনের জন্য, আর অভাব পূরণের জন্য, শক্তি-সামর্থ্য ও ধনৈশ্বর্য্য প্রতি পদবিক্ষেপে প্রয়োজন। সুতরাং প্রার্থনাও অফুরন্ত। তাই আবারও ইন্দ্রসূক্ত;—আবারও দশটী ঋকে ইন্দ্রদেবের করুণা প্রার্থনা। ভক্ত ডাকিতেছেন,—"তুমি এস।—আমার শত্রু দমন কর। তুমি এস। আমায় প্রয়োজনাধিক ধন-জন-রূপ-ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।"

"অবিরত বিন্দুপাতে শিলা হয় ভেদ।"

ডাকিতে—ডাকিতে—ডাকিতে, কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে না কি? শুনিতে—শুনিতে—শুনিতে, একবার ফিরিয়া চাহিবেন না কি? শাস্ত্র বলিতেছেন—'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। শ্রবণে, কীর্ত্তনে, স্মরণে, মননে, অনুধ্যানে,—হৃদয়ে একটা প্রতিচ্ছবি পড়িবেই পড়িবে।' আমাদের সেই চেষ্টা যাহাতে হয়, করুণাময়ের করুণার ধারার বিষয় আমরা যেন বিস্মৃত না হই, এই জন্যই সূক্তগুলি পুনঃপুনঃ আমাদিগকে লদ্ধৃত করিতেছে।

ফল্গুর বালুকারাশির অভ্যন্তরে লোক-লোচনের অন্তরালে যেমন অন্তঃসলিলবাহিনী ধারা প্রবহমানা, অল্প আয়াস স্বীকারে সামান্য উৎখাতের ফলে সেই শুষ্ক বালুকার মধ্য হইতে যেমন স্বচ্ছ সলিল নির্গত হয়; শ্রীভগবানের করুণাও সেইরূপ আমাদের জন্য স্বতঃসঞ্চিত আছে;—অল্প চেষ্টা করিলেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি।

নবমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

ইন্দ্রেহীত্যাদিকং দশর্চং সূক্তং সুরূপকৃত্নুমিত্যাদিষু ষষ্ঠং। ঋষ্যাদয়স্তস্য পূর্ব্ববৎ। বিশেষস্ত্বতিরাত্রে দ্বিতীয়পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্র ইন্দ্রেহীত্যনুরূপস্তৃচঃ। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ড ইদং বসো সুতমন্ধ ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ। আ০ ৬।৪। ইতি সূত্রিতং। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথম মণ্ডলস্য তৃতীয়েঽনুবাকে নবমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে অতিরাত্রে যাগে চ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১ ॥

* * *

নবমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইন্দ্রেহি" ইত্যাদি দশটী ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্ত, "সুরূপকৃত্নুং" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ-সূক্ত। এই সূক্তের ঋষি’ ছন্দঃ, দেবতা এবং বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহার বিশেষ বিনিয়োগ হইতেছে—অতিরাত্রে যাগে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অচ্ছাবাকের (তন্নামক ঋত্বিকের) শস্ত্রকর্ম্মে এই তৃচটি ('ইন্দ্রেহি' ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়) অনুরূপ পাঠ্যরূপে বিনিযুক্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অতিরাত্রে পর্য্যায়াণাঃ" এই খণ্ডে "ইদ বসোসুতমন্ধ" "ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ (আ০ ৬,৪) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে।

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্র। আ। ইহি। মৎসি। অন্ধসঃ। বিশ্বেভিঃ। সোমপর্ব্বহভিঃ।
মহান্। অভিষ্টিঃ। ওজসা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ইন্দ্র (হে ভগবন ইন্দ্রদেব।) 'এহি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) ; (সর্ব্বৈঃ ভক্তজনৈঃ, অস্মাভিরনুষ্ঠিতৈঃ ইতি ভাবঃ) 'সোমপর্ব্বভিঃ' (তবারাধনারূপযজ্ঞোৎসবৈঃ) 'অন্ধসঃ' (ভক্তিসুধারূপৈঃ অন্নৈঃ) 'মহান্' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ) ত্বম্ 'মৎসি' (মাদ্য—হৃষ্টো ভব), অপিচ, 'ওজসা' (স্বপ্রভাবেণ) 'অভিষ্টিঃ' (শত্রূণাং অভিভবিতা ভব, শত্রূন্ নিপাতয় ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পূজায়াং পরিতুষ্টো ভব ; অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুঞ্চ নিপাতয়।' (১ম—৯সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন ; বিশ্ববাসী এই ভক্তজনের (আমাদিগের) আপনার আরাধনা-রূপ যজ্ঞোৎসবে ভক্তিরূপ অন্নের দ্বারা মহান্ আপনি, পরিতুষ্ট হউন ; আর, স্বপ্রভাবে শত্রুদিগকে নিপাত করুন। (প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন্! আমাদিগের পূজায় পরিতুষ্ট হউন ; আর, আমাদিগের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু, সকল শত্রু নাশ করুন।) ॥ (১ম—৮সূ—১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র এহি। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। আগত্য চ বিশ্বেভিঃ সর্ব্বৈঃ সোমপর্ব্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ অন্ধসোঽন্ধোভিরন্নৈর্ম্মৎসি। মাদ্য হৃষ্টোভব। তত উর্দ্ধমোজসা বলেন মহান্ ভূত্বাভিষ্টিঃ শত্রূণামভিভবিতা ভবেতিশেষঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই (যজ্ঞ) কর্ম্মে আগমন করুন। আগমন করিয়া সোমরসরূপ-অন্নসমূহ দ্বারা হর্ষান্বিত হউন। তাহার পর বলের দ্বারা মহৎ (শ্রেষ্ঠ) হইয়া শত্রুসমূহের অভিভব (পরাভব) কর্ত্তা হউন।

অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামস্বোজঃ পাজ ইতি পঠিতং। আ। ইহি। আদ্‌গুণঃ। পা০ ৬।১।৮৭। ইন্দ্রএহি। যোহ্যুভয়োঃ স্থানে লভতেঽসাবন্যতরব্যপদেশমিত্যাঙ্‌মাঙোরেকাদেশস্যাঙ্‌ব্যপদেশাদোমাঙোশ্চ। পা০ ৬।১।৯৫। ইতি পররূপত্বং। মৎসি। মাদ্য। মদী হর্ষগ্লপনয়োঃ। লোটঃ সিপ্‌। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি সেৰ্হিরাদেশঃ। পা০ ৩।৪।৮৭। ন ভবতি। দিবাদিভ্যঃ শ্যন্নিতি শ্যন্‌। বহুলংছন্দসীতি শ্যনো লুক্‌। নলুমতাঙ্গস্য। পা০ ১।১৬৩। ইতি প্রত্যয়লক্ষণপ্রতিষেধাচ্ছমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি। পা০ ৭।৩।৭৪। ইত্যুপধাদীর্ঘো ন ভবতি। সিপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বর এব। অন্ধসঃ। অদের্নুম্‌ধশ্চ। উ০ ৪।২০৭। ইত্যসুন্‌। ব্যত্যয়েন তৃতীয়াবহুবচনং কর্ত্তব্যং নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিশ্বেভিঃ। অশূপ্রুষি। উ০ ১।১৫০। ইত্যাদিনা ক্বন। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঐসাদেশো বহুলংছন্দসীতি ন ভবতি। সোমপর্ব্বভিঃ। লতারূপং সোমং পৃণন্তি পূরয়ন্তীতি সোমপর্ব্বাণঃ সোমরসাঃ।

অষ্টাবিংশতি (আটাইশ) সংখ্যক বলনামের মধ্যে "ওজঃ পাজঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। 'আ এবং 'ইহি' এই উভয় পদের সন্ধিতে "আদ্‌গুণঃ (পা০ ৬১৮৭) সূত্রানুসারে গুণ হইয়া "এহি"—পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'ইন্দ্র' 'এহি' এই উভয় পদে সন্ধি হইয়া "ইন্দ্রেহি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—উক্ত 'ইন্দ্র' ও 'এহি'-পদের সন্ধিতে "ওমাঙোশ্চ" সূত্রে আঙের নির্দ্দেশ থাকায় 'এ'কারের পররূপ হইতে পারে না অর্থাৎ 'ইন্দ্রেহি' এইরূপ না হইয়া 'ইন্দ্রৈহি' এইরূপ হইতে পারে? উক্ত আশঙ্কায় বলিতেছেন) 'যাহা উভয়স্থানে ব্যবহৃত তাহা অন্যতরের ব্যপদেশ লাভ করে' এই নিয়ম হেতু 'আঙ্‌' ও 'মাঙ্‌' এর একাদেশে আঙের ব্যপদেশ (ব্যবহার) হয় বলিয়া "ওমাঙোশ্চ" (পা০ ৬।১।৯৮) সূত্রানুসারেই পররূপত্ব হইয়াছে। "মৎসি" অর্থাৎ "মাদ্য" এই পদটী ; হর্ষ ও গ্লানি অর্থবিশিষ্ট মদী (মদ্‌) ধাতুর উত্তর লোট্‌বিভক্তির সিপ্‌ (সি) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (ব্যাকরণ শাস্ত্রের) 'সমস্তবিধিই ছন্দোবিষয়ে বিকল্পিত হয়' এই নিয়মে (উক্ত 'মৎসি' পদের) 'সি' এর স্থানে 'হি' আদেশ হয় নাই ; "দিবাদিভ্যঃ শ্যন্‌" এই সূত্রানুসারে শ্যন্‌ (য) আগম এবং "বহুলংছন্দসি" সূত্রদ্বারা সেই 'শ্যন্‌' এর লোপ হইয়াছে। "নলুমতাঙ্গস্য (পা০ ১'১।৬৩) এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়লক্ষণের নিষেধ বশতঃ "শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি" (পা০ ৭।৩।৭৪) এই সূত্রদ্বারা উপধার (অন্তবর্ণের সমীপবর্ত্তীর) দীর্ঘ হয় নাই। 'সিপ্‌' প্রত্যয়ের পিত্ত্বনিবন্ধন ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই হইয়াছে। "অন্ধসঃ" এই পদটী, ভক্ষণার্থক অদি (অদ্‌) ধাতুর উত্তর "অদের্নুম্‌ধশ্চ" (উ০ ৪।২০৭) এই সূত্রানুসারে অসুন্‌ (অস্‌) প্রত্যয় করিয়া নুম্‌ (ন) আগম ও দ-কারের স্থানে ধ-কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে পরিবর্ত্তে তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচন করা কর্ত্তব্য। অসুন্‌ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু 'অন্ধসঃ' পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্বেভিঃ" পদটি, বিশ্‌ ধাতুর উত্তর "অশূপ্রুষি" (উ০ ১।১৫০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ক্বন্‌ (ব) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে (তৃতীয়ার বহুবচন 'ভিস্‌' এর স্থানে) 'ঐস্‌' আদেশ হয় নাই। "সোমপর্ব্বভিঃ"—'লতারূপ সোমকে পূরণ করে যাহারা' এই অর্থে 'সোমপর্ব্বন্‌' শব্দে

পৃ পালনপূরণয়োঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। গুণো রপরত্বং। বনিপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ পুনঃ স এব ভবতি। অভিষ্টিরভিগন্তা। ইষগতৌ। মন্ত্রে বৃষেষ। পা০ ৩'৩।৯৬। ইত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তঃ। স হি ভাবপরোঽপি ভবিতারং লক্ষয়তি। কিত্তাল্লঘুপধগুণাভাবঃ। তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ। পা০ ৭।২।৯। ইতীডাগমো ন ভবতি। অভিশব্দস্তেকার এমন্নাদিষু পররূপং বক্তব্যং। পা০ ৬ ১ ৯৪। ইতি পররূপত্বং। প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ওজসা। উবজের্বলেবপলোপশ্চেত্যসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৮-১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টির আলোচনায় অন্তরে ত্রিবিধ ভাবের উদয়। প্রথম, মনে হয়,—এ ঋকে প্রার্থনাকারী কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন নাই; বিশ্ববাসী সকলের কিসে মঙ্গল হয়, এই ঋক সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

'এহি' এই ক্রিয়াপদে, তুমি এই যজ্ঞক্ষেত্রে এস, অথবা 'এই ভারতবর্ষে এস' ইত্যাদি-রূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেন মনে আসে? 'এহি' পদের অর্থ—'এস।' প্রথম দৃষ্টিতে 'এস' বলিতে 'এই যজ্ঞস্থলে এস'—এই

সোমরসকে বুঝাইতেছে। সোম উপপদ পূর্ব্বক পালন ও পূরণ অর্থবিশিষ্ট পৃ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" সূত্রানুসারে বনিপ্ (বন) প্রত্যয় করিয়া উক্ত 'সোমপর্ব্বভিঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বনিপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু ধাতুস্বরই (উদাত্তস্বরই) হইয়াছে। উপপদ-সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরহেতু পুনরায় সেই (উদাত্ত) স্বরই হইয়াছে। "অভিষ্টিঃ" (অর্থাৎ অভিগন্তা) এই পদটী, 'অভি' পূর্ব্বক গত্যর্থ ইষ্ ধাতুর উত্তর "মন্ত্রে বৃষেষঃ" (পা০ ৩৩।৯৬) সূত্রানুসারে ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই ক্তিন্ প্রত্যয় ভাবপর হইলেও (ধাতুর অর্থ মাত্রকে বুঝাইলেও) ভবিতাকে (ভাবী কর্ত্তাকে) লক্ষ্য করিতেছে। ক্তিন্ প্রত্যয়ের কিত্ব হেতু লঘু উপধা-স্বরের গুণ হয় নাই এবং তিতুত্রতথসিসুসরকসেষু চ" (পা০ ৭।২।৯) সূত্রানুসারে ইট্ (ই) আগম হয় নাই। 'অভি' শব্দের ই-কার "এমন্নাদিষু পররূপং বক্তব্যং" (পা০ ৬।১।৯৪) এই সূত্রানুসারে পররূপ হইয়াছে। প্রাদি-সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ওজসা' এই পদটি, বলার্থ উবজ্ ধাতুর "উব্জের্বলেবলোপশ্চ" সূত্রানুসারে অসুন্ (অস্) প্রত্যয় (ব-কারের লোপ, উকারের গুণে ও-কার) করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—৯সূ—১ঋ) ॥

* * *

ভাবই মনে হয় বটে। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ ক্রিয়াপদে "তুমি এই—এই পৃথিবীতে এস—বিপদ দূর করিবার জন্য এস" এইরূপ অর্থ ই প্রতীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, 'অন্ধসঃ' পদ অন্ন-বিষয়ক। এখন বুঝুন—ঐ অন্ন (অন্ধসঃ) প্রস্তুত হইয়াছে কাহাদের দ্বারা! উত্তর—'বিশ্বেভিঃ'—বিশ্ববাসী জনগণের দ্বারা। 'আমাদের যজ্ঞে এস' এই ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, "বিশ্বেভিঃ" অন্ধসঃ" পদদ্বয় কেন থাকিবে? তৎপক্ষে 'অস্মৎ'-শব্দের বা তদ্ভাব-দ্যোতক অন্য কোনরূপ শব্দের ব্যবহার থাকা উচিত ছিল। বিশ্ববাসী জনগণের অন্ন বা পূজা গ্রহণ করিয়া প্রীত হও; আর শত্রুনাশ কর—আমাদের অর্থাৎ এই কয়েক জন যজ্ঞকারীর; এরূপ উক্তি অতি অর্ব্বাচীনের মুখেই শোভা পায়। জ্ঞানস্বরূপ বেদে এতদ্রূপ অসঙ্গত নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব। আমরা মনে করি, এখানেও প্রার্থনার বিশ্বজনীন ব্যাপকতার ভাব আসিতেছে। অর্থাৎ কেবল আমাদের শত্রু নহে, 'বিশ্ববাসীর শত্রু নাশ কর'—প্রার্থনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তার পর—"সোমপর্ব্বভিঃ।" সায়ণাদি অর্থ করিয়াছেন—"সোমরস-রূপৈঃ" "অন্ধনঃ অন্নৈঃ," অর্থাৎ,—সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা। কিন্তু 'সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা বিশ্ববাসী জনগণ পূজা করে'—এ এক বিষম প্রহেলিকা। দুই জন, দশ জন, শত জন, সহস্র জন—যাঁহারা সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সন্ধান জানিতেন বা সেই রস দিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন; তাঁহাদের পক্ষের কথা হইলে, বরং ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু বিশ্ববাসী জনগণের প্রসঙ্গ যে ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে 'সোমপর্ব্ব' বলিতে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের পর্ব্ব কি করিয়া মনে করিতে পারি? পরন্তু এরূপ সমস্যার স্থলে 'সোম'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণের অবসর প্রাপ্ত হইতে পারি না কি? বিশ্ববাসী সকলের দ্বারা উপহৃত অন্ন—তোমার গ্রহণের উপযোগী অন্ন—সে অন্ন কি প্রকার? আমরা বলি—সে অন্ন 'ভক্তি'। ভক্তি ভিন্ন সে অন্ন অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভক্তিই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একমাত্র প্রকৃষ্ট অন্ন। এখানে সেই অন্নের কথাই বলা হইয়াছে। বিশ্ববাসী সকলেই সে অন্ন তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারে।

'সোম'-শব্দের সহিত 'পর্ব্ব' শব্দের সমাবেশ-বিষয় অনুধাবন করিলেও সে অর্থের স্বরূপ-তত্ত্ব অবধারণে সহায়তা লাভ করা যায়। পুরণবাচক 'পৄ' ধাতু হইতে 'পর্ব্বন্' শব্দের উৎপত্তি। উহার ভাবার্থ—সংহতি। তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিতেছি। আর, তাহা না হইলে, ঋকের অর্থ হয় এই যে—'বিশ্ববাসী সকলের ভক্তি একত্রিত (সংহতিপ্রাপ্ত, মিলিত) হইয়া তোমার যজ্ঞ-পর্ব্বে অন্নরূপে নিবেদিত হইতেছে; তুমি এস; হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কর; আর তাহাদের—বিশ্ববাসী সকলের—শত্রু বিমর্দ্দন কর।'

এক জন এক স্থলে তোমার পূজায় ব্রতী নয়। এক দেশে এক শ্রেণীর যাজ্ঞিক তোমার পূজার আয়োজন করিয়া নিশ্চিন্ত নয়। বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ভক্ত তোমায় আহ্বান করিতেছে; দিকে দিকে তোমার পূজার আয়োজন চলিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে তাঁহাদের সে পূজার উপচারে পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু সমষ্টিভাবে তাঁহাদের সে পূজার উপকরণ অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। আর, তাই বলা হইয়াছে—"সোমপর্ব্বভিঃ"। পর্ব্বই তো বটে! সংহতি তো সর্ব্বত্রই! যিনি যে দিকে যে ভাবেই পূজার আয়োজন করুন, ভক্তিরূপ সোমসুধা সর্ব্বত্রই যে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? অতএব, এখানে ভগবানের প্রতি জগদ্বাসীর ভক্তির বিষয়ই উক্ত হইয়াছে—প্রতীত হয়। বিশ্ববাসীর ভক্তি—এই সংহতির ভাব আছে বলিয়াই 'পর্ব্ব' শব্দের সার্থক প্রয়োগ বুঝিতে পরি। সোমরূপ ভক্তিসুধা সর্ব্বত্র সঞ্চিত হইয়া ভগবানের পূজা-উৎসবের আয়োজনে ব্রতী আছে। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া মানবের শত্রুনাশ করুন—শ্রেয়ঃ সাধন করুন।

ঋকের আর একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ঐ ভাবই দৃঢ়ীকৃত হয়। ঋকে আছে—'মহান্'; অর্থাৎ, তুমি অশেষ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—তোমাকে প্রদানের উপযুক্ত এমন কি সামগ্রী আছে, যদ্দ্বারা তোমার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে? আছে—আমাদের সম্বল—একমাত্র ভক্তিসুধা। তুমি তাহা গ্রহণ কর; এবং তাহাতেই হৃষ্ট হও।' ঋকে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। (১ম—৯সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঈং। এনং। সৃজত। সুতে। মন্দিং। ইন্দ্রায়। মন্দিনে।
চক্রিং। বিশ্বানি। চক্রয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এমেনং' (আ ঈং এনং এবভূতং ভক্ত্যোপহৃতং) 'চক্রিং' (সাধুকরণশীলং, সৎকর্ম্মসহকৃতং ; 'মন্দিং' (হর্ষহেতুং, ভগবৎপ্রীতিপ্রদং) 'সুতে' (সুতং—সুসংস্কৃতং ভক্তিসুধারূপং সোমং) 'মন্দিনে' (নিত্যহর্ষযুতায়, জনানন্দস্বরূপায়) 'বিশ্বানি চক্রয়ে' (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কৃতবতে, সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনশীলায়, সর্ব্বাভীষ্টসাধকায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সৃজতা' (আসৃজত—অর্পয়ত যূয়মিতি শেষঃ) ; তাদৃশভক্তিসুধারূপঃ সোমস্তস্মিন্ উৎসর্গীকৃতে সতি সুফলপ্রদো ভবতীতি ভাবঃ। মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। সম্বোধ্যঃ অন্তরস্থবৃত্তিনিবহঃ। তে সর্ব্বে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ সন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। (১ম—৯সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তপ্রদত্ত, সৎকর্ম্মসহজাত, ভগবৎপ্রীতিপ্রদ সুসংস্কৃত (বিশুদ্ধ) যে ভক্তি, তাহা সেই সর্ব্বজনানন্দপ্রদ সর্ব্বাভীষ্টসাধক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ (অর্পণ) কর। তাহাতে সুফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাই ভাব। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের সম্বোধ্য—অন্তরস্থ বৃত্তি-সমূহ। মনোবৃত্তিসমূহ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউক—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা)। (১ম—৯সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঈমিত্যনর্থকঃ পাদপূরণায় প্রযুক্তঃ। হে অধ্বর্যবঃ সুতেঽভিষুতে চমসস্থে সোম এনং সোমমিন্দ্রায়েন্দ্রার্থমাসৃজত। পুনরভ্যুন্নয়ত। শুক্রামন্থিচমসগণে। পুনরভ্যুন্নয়নমাপস্তম্বেনোক্তং। হোত্রকানাং চমসাধ্বর্যবঃ সকৃৎসকৃদ্ধুত্বা শুক্রস্যাভ্যুন্নীয়োপাবর্ত্তধ্বমিতীতি। কীদৃশমেনং। মন্দি। হর্ষহেতুং। সাধুকরণশীলং কীদৃশায়েন্দ্রায়। মন্দিনে। হর্ষযুক্তায়। বিশ্বানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চক্রয়ে কৃতবতে। সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পাদনশীলায়েত্যর্থঃ।

ঈমিত্যস্য পাদপূরণার্থং যাস্ক আহ। যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি পাদপূরণার্থে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি। নি০ ১।৯। ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অন্যৈরেব পদৈর্বিবক্ষিতেঽর্থে সমাপ্তে সতি যে শব্দা ইমিত্যাদয়ঃ প্রযুক্তাস্তে শব্দা অমিতাক্ষরেষু ছন্দোরাহিত্যেন পরিমিতাক্ষররহিতেষু ব্রাহ্মণাদিবাক্যেষু বাক্যপূরণার্থা দ্রষ্টব্যাঃ। মিতাক্ষরেষু ছন্দোযুক্তেষু গ্রন্থেষু পাদপূরণার্থাঃ। তে চ কমীমিত্যাদয় ইতি। ইমিত্যস্য শব্দস্যানর্থক্যায়ৈতামৃচমুদাজহার। এমেনং সৃজতা সুতে। অসৃজতৈনং সুত ইতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(ঋকের মধ্যে) ঈং এই পদটির কোনও অর্থ নাই। কেবলমাত্র পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। হে অধ্বর্য্যুগণ! আপনারা অভিষব সংস্কার দ্বারা (তত্তৎ প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা) পরিশোধিত চমসস্থিত (সোমরসাদি পান করিবার পাত্রবিশেষে অবস্থিত) সোমরসে এই সম্মুখস্থ সোমরস ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত পুনরায় অভ্যুন্নীত করুন। মহর্ষি আপস্তম্ব তাঁহার শুক্রামন্থিচমস নামকগণের মধ্যে পুনরভ্যুন্নয়ন ব্যাপারটি বিশদ করিয়াছেন। যথা "হোত্রকানাং চমসাধ্বর্যবঃ সকৃৎসকৃদ্ধুত্বা শুক্রস্যাভ্যুন্নীয়োপাবর্ত্তধ্বমিতি", অর্থাৎ—চমসাধ্বর্য্যুগণ, সেই সেই পাত্র হইতে হবনীয় দেবোদ্দেশে, এক এক বার আহুতি প্রদান করিয়া শুক্রনামক চমস-সমূহ অভ্যুন্নয়ন করতঃ উপাবৃত (প্রত্যাবৃত্ত) হইবেন। কীদৃশ গুণবিশিষ্ট সোমরস অভ্যুন্নীত করিতে হইবে?—"মন্দিং" অর্থাৎ আনন্দের হেতুভূত এবং চক্রিং" অর্থাৎ মঙ্গলকারী। কীদৃশ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত?—আনন্দিত এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মের সম্পাদনকারী।

ঈং পদটি যে পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা মহর্ষি যাস্ক কহিয়াছেন;—"যে প্রবৃত্তেঽর্থেঽমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপুরণা আগচ্ছন্তি পাদপূরণার্থে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি"। (নি০ ১।৯) ইহার অর্থ এই যে:—ঈং-ব্যতীত অন্য সমুদায় পদের দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের (যাহা বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছি, সেই সমুদয় মনোভাব প্রকাশের) পরিসমাপ্তি হইয়াও উচ্চারিত 'ঈং' প্রভৃতি শব্দ যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই শব্দগুলি অমিতাক্ষর অর্থাৎ ছন্দোবন্ধবিরহিত বলিয়া অক্ষর পরিমাণের (বর্ণ-সংখ্যার) নিয়ম বিহীন ব্রাহ্মণ (বেদাংশ) বাক্য-সমূহে বাক্য পূরণের হেতুভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং মিতাক্ষর অর্থাৎ—ছন্দোনিবদ্ধ গ্রন্থসমূহে পাদপূরণের নিমিত্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। যেমন কম্ প্রভৃতি। যাস্ক ইং এই শব্দটির নিষ্প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যানের নিমিত্তই এই ঋক্টী উদাহরণ-স্বরূপে সন্নিবেশ করিয়াছেন। "এমেনং সৃজতা সুতে। আসৃজতৈনং সুত ইতি।"

এনং ইদমো দ্বিতীয়ায়াং দ্বিতীয়াটৌঃস্বেনঃ। পা০ ২।৪।৩৪। ইত্যেনাদেশোঽনুদাত্ত ইত্যনুবৃত্তেঃ সর্ব্বানুদাত্তঃ। সৃজতা। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা০ ৬।৩।১৩৭। ইতি দীর্ঘঃ। মন্দিং। প্রমোদহেতুং। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতিনুম্। মন্দমান প্রযুঙক্ত ইত্যর্থে হেতুমতি চ। পা০ ৩।১।২৬। ইতি ণিচ্। ণ্যন্তস্যাজন্তত্বাদচত্বং। উ০ ৪।১৪০। ইতীকারপ্রত্যয়ঃ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। মন্দিনে। মন্দেঃ পূর্ব্ববৎ। চতুর্থ্যেকবচনেঽনপুংসকস্যাপি। পা০ ৭।১।৭৩। ব্যত্যয়েন নুমাগমঃ। চক্রিং। ডুকৃঞ্ করণে। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা০ ৩।২।১৭১। ইতি তচ্ছীলতদ্ধর্ম্মতৎসাধুকারিষু কর্ত্তৃষু কিন্প্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। যণাদেশঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ব্বচনেঽচি। পা০ ১।১।৫৯। ইতি যণাদেশস্য স্থানিবদ্ভাবাৎ কৃশব্দো দ্বিরুচ্যতে। অভ্যাসস্যোরত্বরপরত্বশ্চুত্বহলাদিশেষাঃ। কিনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিশ্বানি বিশেঃ ক্বন্ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্য চক্রয় ইতি কৃদন্তেন যোগেঽপি কর্ত্তৃকর্ম্মণ্যোঃ কৃতি।

'এনং' এই পদটি, ইদম্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তিতে "দ্বিতীয়াটৌঃস্বেনঃ" (পা০ ২।৪।৩৪) সূত্রানুসারে উক্ত ইদম্ শব্দের স্থানে এন আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অনুদাত্তঃ" এইরূপ অনুবৃত্তি থাকায় 'এনং' পদটির সকল স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে বেদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, "সৃজতা" এই পদটির "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'মন্দিং' অর্থাৎ আনন্দের হেতু। এই পদটি, স্তুতি, মোদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতিঅর্থবিশিষ্ট 'মদি' (মদ্) ধাতুর উত্তর "মন্দমানকে প্রয়োগ (প্রেরণ) করে যে, এই অর্থে "হেতুমতিচ" (পা০ ৩।১।২৬) সূত্রানুসারে ণিচ্ এবং ণ্যন্তধাতু অজন্ত হয় বলিয়া "অচ ই" (উ০ ৪।১৪০) এই সূত্রানুসারে এই নিজন্তের উত্তর ই প্রত্যয়; "ণেরনিটি" এই সূত্রানুসারে উক্ত ণিচের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত মন্দি-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হওয়ায় ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইল। 'মন্দিনে' এই পদটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিষ্পাদিত মন্দি শব্দের চতুর্থীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে (পা০ ৭।১।৭৩) সূত্রানুসারে নপুংসক লিঙ্গ না হইলেও ব্যত্যয়ে (বিকল্পে) নুম্ আগম হইয়াছে। 'চক্রিং' এই পদটিতে করণার্থক 'ডুকৃঞ্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "আদৃগমহনজনঃকিকিনৌ লিট্ চ।" (পা০ ৩।২।১৩৭) এই সূত্রানুসারে তৎস্বভাব, তদ্ধর্ম্ম এবং তদ্বিষয়েই সাধুকারী কর্ত্তৃবিষয়ে 'কিন্' (ই) প্রত্যয় হইয়াছে এবং ঐ 'কিন্' প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু (ক থাকে না বলিয়া) গুণ হইল না। পরে যণ্ আদেশ এবং লিড্বদ্ভাব হওয়ায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে। এস্থলে "দ্বির্ব্বচনেঽচি" (পা০ ১।১।৫৯) এই নিয়মানুসারে যণ্ আদেশের স্থানিবদ্ভাব হওয়ায় কৃ শব্দটি দ্বিরুক্তি (দুই বার কথিত) হইল; এবং ঐ অভ্যাসের (দ্বিরুক্তের) উরত্ব, রপরত্ব, চুত্ব এবং হলাদিশেষ হইয়াছে। কিন প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু (ন থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্বানি" এই পদটি বিশ্ ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'চক্রে' এই কৃদন্ত পদের সহিত যোগ

পা॰ ২।৩।৬৫। ইতি ষষ্ঠী ন ভবতি। কিকিনৌ লিট্ চেতি কিকিনোর্লিড্বদ্ভাবেন নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাং। পা॰ ২।৩।৬৯। ইতি নিষেধাৎ॥ (১ম—৯সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৮২) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে ভগবান্‌কে আহ্বান করা হইয়াছে। বিশ্ববাসীর হিত-সাধন জন্য তিনি আসিয়া তাহাদের পূজা গ্রহণ করুন,—সাধক এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

এ ঋক্ সেই প্রার্থনার সাফল্য নির্দ্দেশ করিতেছে। তুমি কি পূজার আয়োজন করিবে? কেমন পূজার আয়োজন করিলে তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইবে? এই ঋকে সেই প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে।

এখানে বলা হইতেছে, ভক্তিরূপ সোমসুধা তাঁহার পূজার জন্য সঞ্চয় করিতেছ; দেখো, যেন সে ভক্তি সুসংস্কৃত—বিশুদ্ধ হয়। আর দেখো, সে ভক্তি যেন সৎকর্ম্ম-সহ সংশ্লিষ্ট থাকে। তাহা হইলেই সে ভক্তি ভগবানের আনন্দদায়িনী হইবে।

তোমর বিশুদ্ধা ভক্তি যেন সৎকর্ম্মশীলা হয়,—সৎকর্ম্মের সঙ্গে যেন তাহার সংশ্রব থাকে;—এ বড় উদার উচ্চ উপদেশ নহে কি? এই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ সার শিক্ষা নহে কি? আমরা মনে করি, সে ভক্তি ভক্তিই নহে—যে ভক্তি সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নয়।

মূঢ় জন, অসৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভক্তিকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাতে তাহাদের ঘোর বিভ্রম (মহাপাতক) সঞ্জাত হওয়াও অসম্ভব নহে। সে কেমন? মনে করুন;—দস্যুদল দস্যুবৃত্তি করিতে চলিয়াছে;—নরহন্তা নরহত্যার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছে; আর, তাহাদের সেই কার্য্যের সিদ্ধি কামনা করিয়া, তাহারা কালীপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ভক্তিসহকারে মায়ের চরণে জবা-বিল্বদল অর্পণ

থাকিলেও "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি"। (পা॰ ২।৩।৬৫) সূত্রানুসারে এই বিশ্বানি পদটির উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হইতে পারিল না। যেহেতু "কিকিনৌ লিট্ চ" এই সূত্রদ্বারা 'কি' এবং 'কিন্' প্রত্যয়ের লিড্বদ্ভাব হেতু (লিট্ বিভক্তির মত কার্য্য হওয়ায়) "নলোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থ তৃনাং" (পা॰ ২।৩।৬৯) এই সূত্রানুসারে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধ হইয়াছে॥ (১ম—৯সূ—২ঋ)।

করিতেছে। তাহাদের সে পূজা, তাহাদের সে ভক্তি, কদাচ সৎসংশ্রব-যুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্যপক্ষে, দেশব্যাপী মহামারী উপস্থিত হইলে অথবা কোনরূপ দৈবনিগ্রহে নরনারী বিপন্ন হইলে, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য, যে দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা হয়, জগজ্জননীর বা জগৎপিতার প্রতি যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে সৎকর্ম্ম-সম্বন্ধ-যুত ভক্তি বলিতে পারি। অপিচ, ঐ ভক্তি অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক হয়—যদি তাহার সহিত সৎকর্ম্মের আধিক্য থাকে। তাই, মহামারীর বা দুর্ভিক্ষের সময়, দেবার্চ্চনার সঙ্গে, ঔষধ-পথ্যের ও অন্নাদি বিতরণের ব্যবস্থা প্রায়শঃ দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, এখানে সেই ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে,—যে ভক্তি ঐরূপ সৎকর্ম্মাদির সহিত সংশ্রব-বিশিষ্ট হয়, সেই ভক্তি তাঁহাতে অর্পণ কর। তিনি সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন; তিনি আনন্দময়, তোমায় আনন্দ বিলাইবেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

এখন, যজ্ঞকর্ম্মে বা উপাসনা-ক্ষেত্রে যে অর্থ যে ভাবে যিনি প্রয়োগ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই উহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞকর্ম্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি যখন যেমন প্রচলিত ছিল, সেই সময় উহার সেইরূপ অর্থই হইয়া আসিয়াছে। সায়ণভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারগণ ঋকের তাই অর্থ করিয়া থাকেন,—'কাষ্ঠের চমসে (যজ্ঞ-পাত্রে) যে সোমরস ছিল, তাহা ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করার জন্য ঋকে অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে।' সে সোমরস কেমন? না—'মন্দিং' অর্থাৎ মত্ততা জনক এবং 'চক্রিং' অর্থাৎ মস্তিষ্ককে চক্রবৎ ঘূর্ণনকারী। এই তো প্রচলিত অর্থসমূহের মর্ম্ম! ইহাই কি মানিতে হইবে?

যজ্ঞে যে ভাবেই ঐ মন্ত্র ব্যবহার থাকুক, অধুনা আকাশ-কুসুমবৎ সোমরস যে ভাবেই সঞ্চিত হউক, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কদর্থকারিগণের গবেষণা, 'চক্রিং' পদে 'মদ্যপানে চক্রবৎ ঘূর্ণন' প্রভৃতি অর্থ টানিয়া আনিয়া ঋক্‌টিকে যে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বড়ই মনস্তাপ পাই। (১ম—৯সূ—২ঋ)।

*

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে।
সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

মৎস্ব। সুঽশিপ্র। মন্দিঽভিঃ। স্তোমেভিঃ। বিশ্বঽচর্ষণে।
সচা। এষু। সবনেষু। আ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুশিপ্র' (হে সুশোভন, তেজোময়) 'বিশ্বচর্ষণে' (সর্ব্বেষাং ভক্তানাং আশ্রয়ভূত হে দেব) 'মন্দিভিঃ' (আনন্দোৎপাদকৈঃ উপাস্যোপাসকোভয়ানাং ইতি যাবৎ) 'স্তোমেভিঃ' (স্তোমৈঃ, স্তোত্রৈঃ, ঋঙ্মন্ত্রৈঃ ইতি ভাবঃ) 'মৎস্ব' (হৃষ্টো ভব); 'এষু' (ভক্তানুষ্ঠিতেষু) 'সবনেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মনিবহেষু) 'আ সচা' (সর্ব্বতোভাবেন আগচ্ছ, সংলিপ্তো ভব ত্বমিতিশেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্' যেন স্তোমেন ভবৎসান্নিধ্যলাভজনিতে আনন্দে বয়ং আপ্লুতা ভবামঃ, তৎস্তোমেন ত্বং প্রহৃষ্টো ভূত্বা অস্মাভিঃ সহ সম্মিলিতো ভব ; আনন্দ-সাগরেন আনন্দবিন্দু মিলিতো ভবেৎ ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সুশোভন তেজঃস্বরূপ! বিশ্ববাসী ভক্তগণের আশ্রয়ভূত হে দেব! (উপাস্য ও উপাসক উভয়ের) আনন্দবর্দ্ধক স্তুতিমন্ত্রে তুমি হৃষ্ট হও ; ভক্তানুষ্ঠিত এই যজ্ঞে (কর্ম্মমধ্যে) তুমি আবির্ভূত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন!' যে স্তোত্রের দ্বারা আপনার সান্নিধ্যলাভ জনিত আনন্দে আমরা আপ্লুত হই, সেই স্তোত্রে প্রহৃষ্ট হইয়া আপনি আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন ; (আনন্দ-সাগরে আনন্দ-বিন্দু মিলিত হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা)॥ (১ম—৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সুশিপ্র হে শোভনহনো শোভমনাসিক বা। শিপ্রে হনুনাসিকে বা নি০ ৬'২৭। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। তাদৃশ হে ইন্দ্র মন্দিভির্হর্ষহেতুভিঃ স্তোমেভিঃ স্তোত্রৈর্মৎস্ব হৃষ্টো ভব। হে বিশ্বচর্ষণে সর্ব্বমনুষ্যযুক্তৈঃ সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্যোত্যর্থঃ। তাদৃশেন্দ্র ত্বমেষু যাগগতেষু ত্রিষু সবনেষু সচা দেবৈরন্যৈঃ সহাগচ্ছেতিশেষঃ।

মদিস্তুতীত্যস্য লোটানিত্যমাগমশাসনমিতি কৃত্বেদিতোনুম্ধাতোরিতি নুম্ ন ভবতি। অনুদাত্তেত্বাত্ত স্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাদিতি লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব। সংহিতায়াং দ্ব্যচোতস্তিঙঃ। পা০ ৬।৩।১৩৫। ইতি দীর্ঘত্বং। সুশিপ্রেত্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ। মন্দিভিঃ। গতমন্ত্রে ব্যাখ্যাতং। স্তোমেভিঃ। মন্প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং বহুলং

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সুশিপ্র। অর্থাৎ শোভাবিমণ্ডিত-সুলক্ষণাক্রান্ত-হনুযুগ (গণ্ডের অপর ভাগদ্বয়) বিশিষ্ট? অথবা সুশ্রী এবং উন্নত নাসিকা পরিশোভিত ইন্দ্রদেব। মহর্ষি যাস্ক "শিপ্রে হনুনাসিকে বা" (নি০ ৬'২৭) এইরূপ উক্ত করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে 'শিপ্র' শব্দে হনু ও নাসিকাকে বুঝাইতেছে। সেই উত্তম হনু কিম্বা নাসিকাযুক্ত হে ইন্দ্রদেব। আপনি এই সমুদয় প্রীতিজনক স্তোত্র-দ্বারা হৃষ্ট অর্থাৎ প্রসন্ন হউন। হে বিশ্বচর্ষণে। সর্ব্বমানব-যুক্ত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের যজমানবৃন্দ কর্তৃক পরিপূজিত তাদৃশ ইন্দ্রদেব। আপনি এই সকল যজ্ঞের অঙ্গীভূত ত্রিবিধ সবনে (যজ্ঞক্রিয়াবিশেষে) অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাগত হউন।

"মৎস্বা" ই পদটি, আহ্লাদনার্থ "মদি" (মদ্) ধাতুর উত্তর লোটের 'স্ব' বিভক্তি করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "মদিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু" এইরূপ গণপাঠাধীন মদ ধাতুর লোট বিভক্তি পরে থাকায় 'ইদিতোনুমধাতোঃ' এই সূত্রবিধানে নুম্ হইতে পারিত, কিন্তু "অনিত্যমাগমশাসনং" অর্থাৎ আগম শাসন অনিত্য (সর্ব্বত্র সমান নহে) বলিয়া হইল না। এবং ইকার অনুদাত্ত বলিয়া "তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ" এই নিয়মানুসারে ল-সার্ব্বধাতুক (ধাতুমাত্র সাধারণ) অনুদাত্তস্বর হয়; সুতরাং এই পদটির ধাতুস্বরই (অনুদাত্ত) গৃহীত হইল। (লৌকিক প্রয়োগে 'মৎস্ব' এইরূপ প্রয়োগ হয় কিন্তু) বৈদিক প্রয়োগে "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" (পা০ ৬।৩।১৩৫) সূত্রানুসারে দীর্ঘ ('স্ব' বিভক্তির অ-কার স্থানে আকার) হইয়াছে। (সুতরাং "মৎস্বা" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে)। 'সুশিপ্র' এস্থলে আমন্ত্রিত (সম্বুদ্ধ) নিঘাতস্বর হইয়াছে। "মন্দিভিঃ" (এই পদটি মন্দি শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ব মন্ত্রে (ঋকে) প্রদর্শিত হইয়াছে। "স্তোমেভিঃ" (এই পদটি, স্তু ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত স্তোম শব্দের তৃতীয়ার বহুবচন-"ভিস্" বিভক্তিতে সিদ্ধ হইয়াছে)। এই পদটিতে 'মন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু (ন থাকে না বলিয়া) ইহার (মন্ প্রত্যয়ের) আদিস্বর উদাত্ত

ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশো ন ভবতি। বিশ্বচর্ষণে। নিঘাতঃ। সচা। উক্তং এষু। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। (১ম—৯২—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকের অর্থ সরল ও সহজ-বোধ্য। কিন্তু ‘সুশিপ্র’ ও ‘বিশ্বচর্ষণে’ এই দুই পদে অর্থকে একটু জটিল করিয়া রাখিয়াছে।

‘সুশিপ্র’ শব্দের অর্থ অধুনা-প্রচলিত কোনও গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাস্ক, ‘শিপ্র’ শব্দে ‘হনু’ বা ‘নাসিকা’ অর্থ করিয়া যাঁহার ‘উত্তম নাসিকা’ বা ‘উত্তম হনু’ তাঁহারই সম্বোধনে ‘সুশিপ্র’ হইয়াছে,- এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ হিসাবে ‘সুশ্রীসম্পন্ন সুন্দর বদন’ অর্থই উপলব্ধ হয়। আমরাও সেই অর্থেরই অনুসরণ করিলাম। তবে রশ্মি বা দ্যুতি ভাবাত্মক যে ‘শি’ ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন হয়, সেই ধাত্বর্থের অনুসরণ করিলে, তেজঃস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ (সুতরাং দেবপক্ষে সুশোভন বদন-বিশিষ্ট) অর্থ কদাচ অসঙ্গত হয় না। অতএব, ‘সুশিপ্র’ শব্দে ‘হে উত্তম-হনুযুক্ত বা হে উত্তমনাসিকাবিশিষ্ট’ না বলিয়া, ‘হে সুশোভন তেজঃ-স্বরূপ’ বিশেষণেই আমরা তাঁহার সম্বোধন করিলাম।

দ্বিতীয় পদ—‘বিশ্বচর্ষণে’। সায়ণের অর্থ—‘সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত’। অপর এক জন ব্যাখ্যাকার ‘চর্ষণি’ শব্দ দেখিয়া ‘কৃষকদের’ অর্থ সিদ্ধান্ত করিয়া এবং ঐ পদে ঋকে বিভক্তিব্যত্যয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া উহার স্থলে ষষ্ঠ্যন্ত ‘চর্ষণীনাং’ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমরা সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। তবে সায়ণ সাধারণ-ভাবে অর্থ করিয়া গিয়াছেন মাত্র; শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পক্ষে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, নিগূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনেই ঐ শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ‘কর্ষণ’-মূলক ‘কৃষ’ ধাতু হইতে ‘চর্ষণি’ শব্দ উৎপন্ন,

---

হইয়াছে। এবং “বহুলং ছন্দসি” এই সূত্রদ্বারা ভিস্ বিভক্তির স্থানে ‘ঐস’ আদেশ হইতে পারিল না। “বিশ্বচর্ষণে’ এইপদে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “সচা” এই পদটি, পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘এষু’ এই পদে ‘উড়িদং” ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তি স্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৯মূ—৩ঋ)॥

তাহারই সম্বন্ধে 'চর্ষণে' পদ সিদ্ধ। উহাতে বুঝা যায়, ঐ শব্দে সাধারণ মনুষ্যমাত্রকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 'বিশ্বচর্ষণে' পদ বিশ্বের মধে যাঁহারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বা তাঁহাদেরই আধারভূত যিনি, তাঁহাদের সম্বোধনে প্রযুক্ত। ভগবান্ যে ভক্তের আশ্রয়স্থল! ভক্ত যেখানে, তিনিও যে সেখানেই! আমরা মনে করি, বিশেষণ—সেই সত্যই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের আর একটী আলোচ্য পদ—"মন্দিভিঃ"। ইহার প্রচলিত অর্থ 'আনন্দজনক'। "মন্দিভিঃ স্তোমেভিঃ" অর্থাৎ আনন্দজনক স্তোত্রের দ্বারা। কিন্তু ইহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হইব? এখানে আনন্দে আনন্দ সম্মিলনেরই ভাব আসে। বিশ্ববাসী ভক্তগণ সকলই তাঁহার প্রিয়। ভক্তজনের স্তবস্তুতি যুগপৎ ভক্তের ও ভক্তাধীন ভগবানের আনন্দ বর্দ্ধন করে। ভক্তের স্তবে ভগবান্ হৃষ্ট হন, এবং ভক্তানুষ্ঠিত যজ্ঞে ও সৎকর্ম্ম-নিবহে আসিয়া মিলিত হন। বিশ্বের মধ্যে যে কোনও ভক্ত আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বিশ্বের যে প্রান্তে যে ভাবেই অবস্থিত হউন, ভগবান্ তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছেন। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।
অজোষা বৃষভং পতিং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অসৃগ্রং। ইন্দ্র। তে। গিরঃ। প্রতি। ত্বাং। উৎ। অহাসত।
অজোষাঃ। বৃষভং। পতিং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'তে' (তব) 'গিরঃ' (বেদমন্ত্রস্বরূপা বাচঃ) 'অসৃগ্রং' (অসৃক্ষম্—প্রকাশিতবানস্মি, উচ্চারিতবানস্মি), 'বৃষভং' (বর্ষণশীলং, অভীষ্টপূরকং) 'পতিং' (পালকং) 'ত্বাং প্রতি' (তব সকাশং) 'উদহাসত' (উদগমন্, ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) ; ত্বং চ 'অজোষাঃ' (সেবিতবানসি, সাদরেণ তৎ অগ্রহীরিতি ভাবঃ)। ভগবন্মহিমাদ্যোতকোঽয়ং স্তোত্রমন্ত্রঃ। মন্ত্রা ভগবৎপ্রাপকা ইতি ভাবঃ। (১ম—৯সূ ৪ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বেদমন্ত্রস্বরূপ আপনার যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি (প্রকাশ করি), অভীষ্টপূরক প্রতিপালক আপনার সমীপেই তাহা গমন করিয়া থাকে, এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। (এই স্তোত্রটী ভগবানের মহিমা-প্রকাশক। মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই ভাবার্থ।) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র গিরস্ত্বদীয়াঃ স্তুতীরসৃগ্রং। সৃষ্টবানস্মি। তাশ্চ গিরঃ স্বর্গেঽবস্থিতং ত্বাং প্রত্যুদহাসত। উদ্গত্য প্রাপ্নুবন্। তাদৃশীর্গিরস্ত্বমজোষাঃ। সেবিতবানসি। কীদৃশং ত্বাং। বৃষভং। কামানাং বর্ষিতারং। পতিং। সোমস্য পাতারং যজমানানাং পালয়িতারং বা। পাতা পালয়িতা বা। নি০ ৪।২৬। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আমি আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ উদ্দেশ্যে যে সমুদয় স্তোত্র করিয়াছি অর্থাৎ প্রয়োগ বা পাঠ করিয়াছি, সেই সমুদয় বাক্যসমষ্টি, স্বর্গলোকস্থিত আপনাকে ঊর্দ্ধগতিতে প্রাপ্ত হইয়াছে; (অর্থাৎ স্বর্গলোকে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি উচ্চগতি লাভ করিয়াছে)। আপনি তথাবিধ স্তোত্র-বাক্যাবলী সেবন (গ্রহণ) করিয়াছেন। কীদৃশগুণবিশিষ্ট আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে? 'বৃষভং' অর্থাৎ সমগ্র অভিলাষের (অভিলষিত বস্তুর) বর্ষণ (প্রদান) কারী এবং 'পতিং' অর্থাৎ সোমরসের পান কিম্বা রক্ষাকর্ত্তা অথবা যজমানগণের রক্ষাকর্ত্তা। (এস্থলে পতি শব্দের অর্থ পালনকর্ত্তা কিম্বা রক্ষাকর্ত্তা এই উভয়েরই গ্রহণ হইবে। যেহেতু মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত (নিঘণ্টু) গ্রন্থে পতি শব্দের ব্যাখ্যাবসরে 'পাতা পালয়িতা বা' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (নিঃ ৪,২৬)

অসৃগ্রং। অসৃজং। সৃজবিসর্গে। লঙো মিপ্। তুদাদিভ্যঃ শঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।৮। ইত্যত্র বিকরণস্য রুডাগমঃ। জকারস্য গকারঃ। লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্ত ইত্যডাগম উদাত্তঃ। সতি শিষ্টত্বাৎ স এব শিষ্যতে। গিরঃ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। অহাসত হাঙ্গতৌ লুঙ্। ঝস্যাদাদেশঃ। চ্লেঃ সিচ্। অডাগমো নিঘাতশ্চ। অজোষাঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। লঙ্থাস্। তুদাদিভ্যঃ শঃ তস্য ছন্দস্যুভয়থা। পা০ ৩।৪।১১৭। ইত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্ত্বাভাবাল্লঘূপধগুণঃ। থাসস্থকারলোপশ্ছান্দসঃ। সবর্ণদীর্ঘঃ। অডাগমঃ। সতি শিষ্টত্বাত্তদাত্তঃ শিষ্যতে। বৃষভং। পৃষুবৃষুমৃষু সেচনে। অভজিত্যনুবৃত্তৌ ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ। উ০ ৩।১২। ইত্যভচ্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। পতিং। পা রক্ষণে। পাতের্ডতিঃ। উ০ ৪।৫৮। ডিত্ত্ব টিলোপঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৯সূ—৪ঋ)॥

‘অসৃগ্রং’ অর্থাৎ অসৃজং। এই পদটী ত্যাগার্থ সৃজ্ ধাতুর উত্তর লঙের মিপ্ বিভক্তি করিয়া “তুদাদিভ্যঃ শঃ” এই সূত্রানুসারে শ (অ) আগম. “বহুলং ছন্দসি” (পা০ ৭।১।৮) সূত্রানুসারে বিকরণের (উক্ত শ আগমের) স্থানে রুট্ (র) আগম করিয়া এবং (সৃজ ধাতুর) জ-কার স্থানে গ-কার করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে “লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ” এই সূত্র-দ্বারা পদের আদিতে উদাত্ত অট্ (অ) আগম হইয়া সতি শিষ্টত্ব হেতু সেই উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “গিরঃ” এই পদটিতে প্রাতিপাদিকস্বর হইয়াছে। “অহাসত” এই পদটি, গত্যর্থ হাঙ্ ধাতুর উত্তর লুঙএর ‘ঝ’ বিভক্তি করিয়া তাহার স্থানে অৎ আদেশে চ্লি স্থানে সচ্ করিয়া এবং পদের আদিতে অট আগম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত স্বর হইয়াছে। “অজোষাঃ” এই পদটি প্রীতি এবং সেবনার্থ “জুষি” (জুষ) ধাতুর উত্তর লঙের ‘থাস্’ বিভক্তি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। “তুদাদিভ্যঃশঃ” সূত্রানুসারে এস্থলে শ (অ) আগম করিয়া তাহার “ছন্দস্যুভয়থা” (পা০ ৩ ৪ ১১৭) এই সূত্রানুসারে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হওয়ায় ঙিত্ত্ব হয় নাই ; অতএব অন্তের সমীপবর্ত্তী লঘু-স্বরের (অর্থাৎ ‘জুষি’ ধাতুর উকারের) গুণ করিয়া, ছান্দসপ্রযুক্ত (অর্থাৎ বেদের প্রয়োগ বলিয়া) ‘থাস্’ বিভক্তির থ-কারের লোপ হইয়াছে। এবং সমান বর্ণ (শ আগমের অকার এবং থাস্ বিভক্তির আকারে) দীর্ঘ (আকার) হইয়া পদের পূর্ব্বে অট্ আগম হইয়াছে। সতিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন উক্ত অট্ আগমের উদাত্ত স্বর অবশিষ্ট হইয়াছে। “বৃষভং” এই পদটি সেচনার্থ ‘বৃষু’ (বৃষ্) ধাতুর উত্তর অভচ্ প্রত্যয়ের অনুবৃত্তিতে “ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ” (উ০ ৩।১২) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ‘অভচ্’ (‘অভ’) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে কিত্ত্বনিবন্ধন (অর্থাৎ ‘অভচ্’ প্রত্যয়টি কিৎ-সংজ্ঞক হয় বলিয়া) গুণ হইল না এবং চিত্ত্ব (অর্থাৎ ‘অভচ’ প্রত্যয়ের চ্ থাকে না বলিয়া) ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “পতিং” এই পদটি পা ধাতুর উত্তর “পাতের্ডত” (উ০ ৪।৫৮) সূত্রানুসারে ডতি (অতি) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ডিত্ত্ব নিবন্ধন (ডতি প্রত্যয়ের ড থাকে না বলিয়া) টীর লোপ হইয়াছে এবং প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এ ঋক্ ভগবদুদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত-মন্ত্রাদির সাফল্যের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে।

বলা হইতেছে—'সৎস্বরূপ আপনার যে বাক্য, আমরা প্রকাশ করি, উচ্চারণ করি বা আপনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করি, তাহা আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকে এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করেন।'

আপনি সৎস্বরূপ! আপনার বাক্যও সৎস্বরূপ। সতের সহিত সতের মিলন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সৎস্বরূপ যে আপনার বাক্য (মন্ত্র), সে আপনিই আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হয়। বাষ্প যেমন ঊর্দ্ধগামী হয়; বাষ্প যেমন ঊর্দ্ধে আকাশে বাষ্প-সমুদ্রে গিয়া স্বতঃই মিলিত হয়; ঋকের 'উদহাসত' (উদগমন্) পদে, সতের সহিত সতের মিলন-সম্বন্ধে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। এ পক্ষে সহজ-বোধ্য সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে।

তবে ঋকে মতদ্বৈধের হেতুভূত একটী পদ আছে—'অসৃগম্'। 'সৃজ' ধাতুর 'লঙ' বিভক্তির উত্তমপুরুষের একবচনে 'অসৃজম্ পদ হয়। বেদে আর্ষ-প্রয়োগে তাহাই 'অসৃগ্রম্' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাই পূর্ব্ব-সূরিণের অভিপ্রায়। আমরাও সে মত মান্য করি। তবে সূত্রে যে অর্থ করা হয়,—হোতা বলিয়াছেন, 'আমি এই মন্ত্র সৃষ্টি (রচনা) করিয়াছি;" এ অর্থ আমরা অনুমোদন করি না। বেদ মন্ত্র যে ঋষি-বিশেষের রচনা—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, বেদমন্ত্র যে পুরুষকৃত পৌরুষেয়—এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য, কেহ কেহ 'অসৃগম্' পদ উপলক্ষ্য করিয়া, ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। 'সৃজ্' ধাতুর অর্থ 'নির্ম্মাণ করা, ত্যাগ করা' এখানে সে 'নির্ম্মাণ' বা 'ত্যাগ' কি ভাব প্রকাশ করিতেছে? 'তে গিরঃ অসৃগ্রং'—তোমার বাক্য, তব মুখনিঃসৃত বাক্য, আমি যাহা নির্ম্মাণ বা ত্যাগ করিয়াছি; ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে? ইহাতে বুঝায় না কি,—'তোমার যে

বাক্য আমি প্রকাশ করি, উচ্চারণ করি বা তোমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করি ?' 'নির্ম্মাণ' বা 'ত্যাগ'—ধাতুর দুই অর্থেরই এ ক্ষেত্রে সার্থকতা উপলব্ধ হয়। এরূপ স্থলে, হোতৃবিশেষের সহিত সম্বন্ধ-হেতু ঋকের অনিত্যত্ব কল্পনায়ও অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটে। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—ত্রিকালেই ঋত্বিকগণ বা হোতৃগণ ঐ একই মন্ত্র একই ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন। তাহাতে বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক আসিতে পারে না। অতএব, আমরা অবাধে ঐ অংশের অর্থ করিতে পারি,—'তোমার বাক্য বা তোমার স্তুতি যাহা তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা তাহা উচ্চারণ করিলে, সে বাণী তোমার সামীপ্য লাভ করে এবং তুমি সাদরে তাহা গ্রহণ কর, অর্থাৎ প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার অনুরূপ ফল প্রদান কর।' ইহাই এই ঋকের প্রতিপাদ্য। শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, এইরূপ অর্থ স্বীকার ব্যতীত অন্য অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। যেহেতু, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তাস্তি বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখং।" অপিচ, কখনও কোনও ঋষি আপনাকে বেদ-রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ঋষি বিশেষকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা যাইতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের রচয়িতা বলা যায় না। (১ম—৯সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডল। দশমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

সংচোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং।
অসদিত্তে বিভু প্রভু ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। চোদয়। চিত্রং। অর্ব্বাক্। রাধঃ। ইন্দ্র। বরেণ্যং।
অসৎ। ইৎ। তে। বিঽভু। প্রঽভু ॥ ৫ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'তে' (তব) 'বিভু' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং) 'প্রভু' (ততোঽধিকং, ভোগ পর্য্যাপ্তাধিকং, অক্ষয়ং) 'রাধঃ' (ধনং), 'অসৎ' (অস্তি) 'ইৎ' (এব); 'চিত্রং' (বিচিত্রং মণিমুক্তাদিকং,) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, অনিত্যপার্থিবধনাদীনাং অতীতং, নিত্যং ধনমিত্যর্থঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখং) 'সংচোদয়' (সম্যক্ প্রেরয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বমেব নিত্যাঽনিত্যোভয়বিধধনাধিপঃ, অতস্তাদৃগ্ ধনমস্মভ্যং প্রযচ্ছ'। (১ম—৯সূ—৫ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মানবের ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ধন এবং তদতিরিক্ত (মোক্ষ) ধন আপনার (নিকট) আছে; আপনি মণি-মুক্তাদি ভোগার্হ ধন এবং সে ধনের অতীত শ্রেষ্ঠ (মোক্ষ) ধন আমাদিগকে সম্যক্-প্রকারে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! নিত্যানিত্য উভয়বিধ ধনেরই আপনি অধিপতি; আমাদিগকে সকল ধনই প্রদান করুন)॥ (১ম—৯সূ—৫ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং

হে ইন্দ্র বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং চিত্রং মণিমুক্তাদিরূপেণ বহুবিধমর্বাগস্মদভিমুখং যথা ভবতি তথা সংচোদয়। সম্যক্ প্রেরয়। ভোগায় যাবৎ তাবদ্বিভুশব্দেনোচ্যতে। ততোঽপ্যধিকং প্রভুশব্দেন। তাদৃশং ধনং তে তবৈবাসদিৎ। অস্ত্যেব। তস্মাদস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আপনি অত্যুৎকৃষ্ট মণিমুক্তা প্রভৃতি বহুপ্রকার ধন, যাহাতে আমাদিগের অভিমুখ অর্থাৎ আয়ত্তাধীন হয়—সেইরূপই সম্যক্‌ভাবে প্রেরণ করুন। ভোগের নিমিত্ত যে পরিমাণ আবশ্যক, বিভু শব্দ বলিতে সেই পরিমাণকেই বুঝায়, এবং প্রভু শব্দ দ্বারা তাহারও অধিককে বুঝাইতেছে। সেইরূপ অর্থাৎ ভোগাতিরিক্ত অপরিমিত ধন আপনারই আছে। অতএব আমাদিগকে (আমাদিগের অভিলষিত বিচিত্র মণিমুক্তাদি ধন) বিতরণ করুন।

মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিধননামসু রায়ো রাধ ইতি পঠিতং। চোদয়। চুদপ্রেরণে। ণ্যন্তাল্লোট্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। রাধঃ। রাধ্নুবন্ত্যনেনেতি রাধো ধনং। সর্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বরেণ্যং। বৃঞ্ এণ্যঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অসৎ। অস্ভুবি। লেট্ তিপ্। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। আদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ। ইতি শপোলুক্। আগমা অনুদাত্তা ইতি অটোঽনুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর এব। বিভু। বিভবতীতি বিভু। ভুব ইত্যনুবৃত্তৌ বিপ্রসংভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং। পা০ ৩।২।১৮০। ইতি ডুপ্রত্যয়ঃ। ডিত্ত্বাট্টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণোকার উদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। এবং প্রভু। (১ম—৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তদশো বর্গঃ ॥ ১।১।১৭॥

⁂

'মঘং' ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি প্রকার ধনবাচক শব্দের মধ্যে 'রায়ঃ' 'রাধঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "চোদয়" এই পদটি, প্রেরণার্থক 'চুদ' ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিয়া লোটের মধ্যম পুরুষের একবচন 'হি' বিভক্তিতে সাধিত হইয়াছে। এস্থলে "তিঙঙ্তিঙঃ" এই সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "রাধঃ" এই পদটী 'সাধন বা নিষ্পাদন করা যায় ইহার দ্বারা' এই বাক্যে সংসিদ্ধ-অর্থ-বিশিষ্ট রাধ্ ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" এই সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ব-হেতু (অর্থাৎ অসুন্ প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বরেণ্যং" এই পদটি 'বৃঞ্ ধাতুর উত্তর 'এণ্য' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদিগণের মধ্যে পঠিত হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অসৎ' এই পদটি, বিদ্যমানার্থক 'অস্' ধাতুর উত্তর লেটের 'তিপ্' (তি) বিভক্তি, "ইতশ্চ লোপঃ" এই সূত্রানুসারে তিপের ই-কারের লোপ, "লেটোডাটৌ" এই সূত্রানুসারে অট্ (অ) আগম এবং "অদি-প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "আগমা অনুদাত্তাঃ" এই সূত্রানুসারে অট আগমটি অনুদাত্তস্বর হওয়ায় ইহা ধাতুস্বরই হইয়াছে "বিভু" এই পদটি, যিনি বিভব বিস্তার করেন (অথবা যিনি বিশিষ্টভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনিই বিভু এই অর্থে বি-পূর্ব্বক ভু-ধাতুর উত্তর 'ভূব' এই অনুবৃত্তিতে "বিপ্রসংভ্যোড্বসংজ্ঞায়াং" (পা০ ৩।২।১৮০) সূত্রানুসারে ডু (উ) প্রত্যয় করিয়া এবং ডিত্ব নিবন্ধন (অর্থাৎ ডু প্রত্যয়ের ড্ থাকে না বলিয়া) টি এর লোপ হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (ডু প্রত্যয়ের স্বর) বিদ্যমান থাকায় ঐ ডু প্রত্যয়ের উকারটি উদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ায় তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। (১ম—৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথক অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।১।১৭ ॥

⁂

পঞ্চম (৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময়, মানবের হৃদয়ে সাধারণতঃ দ্বিবিধ সুখ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হয়। প্রথমতঃ, তাহারা ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত ধনৈশ্বর্য্য চায়। দ্বিতীয়তঃ, সেই পর্য্যাপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যের অতীত—অন্য ধন (মোক্ষ-ধন) তাহারা পাইবার কামনা করে।

ভোগের আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সুতরাং ধনাদির প্রকারভেদেরও অবধি দেখি না। চাই—অর্থ, চাই—মণি-মণিক্য-হীরা-জহরত, চাই—ঘর-বাড়ী গাড়ী-ঘুড়ী, চাই—আস্‌বাব-পোষাক-অট্টালিকা, চাই—মনোরমা বনিতা, আজ্ঞাবাহী দাসদাসী, চাই—আরও কত কি? বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও বিচিত্রতা। এই ঋকে তাই ধনের বিশেষণ দেখি—'চিত্রং' (বিচিত্রং মণিমুক্তাদিকং)। কেবল কি বৈচিত্র্যে—বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে? তাহা তো নহে! মানুষ চায় পর্য্যাপ্ত! ঋক তাই ধনের আর এক বিশেষণ দিলেন—'বিভু', অর্থাৎ ভোগের পর্য্যাপ্ত। তুমি কত চাও? কত ভোগ করিবে? পর্য্যাপ্ত পাইবে! কিন্তু কি প্রহেলিকা! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ক্ষুধিত হইয়াছ? উদর পূরিয়া আহার কর। মিষ্টান্ন চাও? এত পাইবে—যে, উদরে স্থান হইবে না। কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সাধন আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার দর্শনেন্দ্রিয়-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্য্যের অনন্ত-পারাবার এই বিশ্ব, তোমার নয়ন-দুটীকে এখনই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার শ্রোত্র? সেই বা কতটুকু সুস্বর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তবু তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না? ভোগ্য সামগ্রী পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। যতই কামনার পূরণ হয়, ততই

নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

"নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥"

কামনার—তৃষ্ণার কখনই সীমা নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না; নিত্য-নূতন কামনা আসিয়া মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

তবেই চাই—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন। ঋক্ তাই বলিলেন,—পর্য্যাপ্তের উপরের ধনও তাঁহার আছে।' সে ধনের নাম—'প্রভু'। বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না! তখন, সেই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে, তখন আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন করিবে না,—তখন সকল কামনার অবসান হইবে, সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ প্রার্থী হও—তাঁহার দ্বারে। সকল ধনই তাঁহার নিকট আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অসার মণিমুক্তাদিরূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন—শ্রেষ্ঠ-ধন—মোক্ষ-ধন অবধি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জ্জনের প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তবে সে ধন যতই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে; আর, সেই আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষে এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ-প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগে প্রয়াস পায়,—বিভব-ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক! আর এক দিক্—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে

করিয়া—কর্ম্মফললাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া! ঋকে শেষোক্ত-রূপ কর্ম্মাচরণের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

দুই দিকে দুই পথ! এক পথ ডাকিতেছে,—'চলিয়া এস! কাহারও অপেক্ষা করিও না! আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্য-বস্তু প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—'না—না, তেমন কাজ করিও না, অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না, পথে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আছে; এক জনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।' এ ঋক্ সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিয়াছে। বলিয়াছে—'তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্ম-পৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূরণ করিবেন।'

একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যন্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার, সে পর্য্যাপ্তের অতীত ধনও তাঁহার নিকটই প্রাপ্ত হইবে।'

মনে হয়,—এ ঋকে এখানে যেন একটা স্তর বা ক্রম দেখা যায়, এখানে যেন একটা পর্য্যায়ের ভাব আছে। বিচিত্র চাহিতে চাহিতে, পর্য্যাপ্ত চাহিতে চাহিতে, স্তরে স্তরে চাওয়ার শেষ-সীমায় উপনীত হইবে। সুতরাং যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনাই তিনি পূরণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন। (১ম—৯সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

অস্মান্ সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।

তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মান্। সু। তত্র। চোদয়। ইন্দ্র। রায়ে। রভস্বতঃ।

তুবিঽদ্যুম্ন। যশস্বতঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুবিদ্যুম্ন' (বহুধন) 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'রভস্বতঃ' (উদ্যোগবতঃ) 'যশস্বতঃ' (কীর্ত্তিমতঃ) 'অস্মান্' (যজ্ঞানুষ্ঠাননিরতান্, ভগবদারাধনাপরায়ণান্ জনান্) 'রায়ে' (ধনলাভায়, অভীষ্টধনলাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'তত্র' (তস্মিন কর্ম্মণি) 'সু' (সম্যক্) 'চোদয়' (প্রেরয়, উৎসাহিতান্ কুরু)। হে ভগবন্! তবাস্তি বহু ধনং; তল্লাভায় অস্মান্ উদ্যোগশীলান্ কীর্ত্তিযুক্তাংশ্চ কুরু ইতি ভাবার্থঃ। (১ম—৯সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বহুধনাধিপতি ইন্দ্রদেব! সেই ধনলাভের জন্য আপনি] আমাদিগকে উদ্যোগপরায়ণ কীর্ত্তিমান্ ও কর্ম্মে (ধনলাভোচিত) উৎসাহ প্রদান করুন। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার বহু ধন আছে, সেই সকল ধনলাভে আমাদিগকে উদ্যোগী কীর্ত্তিমান্ ও উৎসাহী করুন।) ॥ (১ম—৯সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধনেন্দ্র। রায়ে ধনসিদ্ধ্যর্থমস্মাননুষ্ঠাতৄন্ তত্র কর্ম্মণি সুচোদয়। সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশানস্মান্। রভস্বতঃ। উদ্যোগবতঃ। যশস্বতঃ। কীর্ত্তিমতঃ।

তত্র। তচ্ছব্দাৎ সপ্তম্যাস্ত্রল্। লতীতিপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ইন্দ্র। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। রায়ে। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রভস্বতঃ। রভ রাভস্যে। রাভস্যং কার্য্যোপক্রমঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে। পা০ ১।৪।১৭। ইতি নপদত্বং তসৌ মত্বর্থে। পা০ ১।৪।১৯। ইতি ভসংজ্ঞয়া বাধিতত্বাৎ। আকড়ারাদেকা সংজ্ঞা। পা০ ১।৪।১। ইতি নিয়মাৎ। তুবিদ্যুম্ন। তুবি বহু দ্যুম্নং ধনং যস্য। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। যশস্বতঃ। যশোঽস্যাস্তীতি মতুপ্। অস্মায়ামেধাস্রজোবিনিঃ। পা০ ৫।২।১২১। ইতি বিনিনা ন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে তুবিদ্যুম্ন! অর্থাৎ প্রচুর ধনশালিন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ধনসিদ্ধির নিমিত্ত মাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণকে সেই কর্ম্মে (অর্থাৎ আমাদিগের অভিপ্রেত ধনরাশির প্রাপ্তিজনক কর্ম্মানুষ্ঠানে) সুন্দরভাবে প্রেরণ (অর্থাৎ পরিচালনা) করুন। আমরা কিরূপ? উদ্যোগী ও কীর্ত্তিশালী।

“তত্র” এই পদটি, ‘তদ্’ শব্দের উত্তর সপ্তমীর স্থানে ত্রল্ (ত্র) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “লিতি” এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব উদাত্ত হইয়াছে। “ইন্দ্র” এই সম্বুদ্ধ পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পদের আদিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিঘাতস্বর (অনুদাত্ত) হইতে পারিল না। “রায়ে” এই পদটিতে “উড়িদং” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “রভস্বতঃ” এই পদটি “রভ্” ধাতুর উত্তর “সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্” এই সূত্রানুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া পরে মতুপ্ প্রত্যয়দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। ‘রভ’ ধাতুর অর্থ রাভস্য অর্থাৎ কার্য্যে উপক্রম বা উদ্যোগ করা। এস্থলে ‘অসুন্’ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু (ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং মতুপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু (প্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং মতুপ্ প্রত্যয়াস্ত ‘রভস্’ শব্দটীর স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে (প০ ১।৪।১৭) সূত্রানুসারে পদত্ব হইবে পারিল না, যেহেতু “তসৌ মত্বর্থে” (পা০ ১।৪।১৯) এই সূত্রানুসারে ভ-সংজ্ঞাদ্বারা বাধিত হইয়াছে। “আকড়ারাদেকা সংজ্ঞা” (পা০ ১।৪।১) এই সূত্রনিয়মাধীন (‘এক সংজ্ঞা হইবে এই নিয়মাধীন) পদ-সংজ্ঞা না হইয়া ভ-সংজ্ঞাই হইয়াছে। “তুবিদ্যুম্ন” এই পদটি ‘তুবি’ অর্থাৎ বহু পরিমাণ দ্যুম্ন অর্থে ধন যাহার (আছে)’ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সম্বুদ্ধ পদটির আদিস্বর পাণিনির ষষ্ঠাধ্যায়ে বিহিত আমন্ত্রিত উদাত্ত হইয়াছে। “যশস্বতঃ” এই পদটি ‘যশঃ ইহার আছে’ এই অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এস্থলে “অস্মায়ামেধাস্রজোবিনিঃ” (প০ ৫।২।১২৭) সূত্র বিহিত ‘বিনি’ (বিন্) প্রত্যয়ের দ্বারা

বাধ্যতে। মতুপঃ সর্ব্বত্রসমুচ্চয়াৎ। যশস্‌শব্দো নব্‌বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। মতুপঃ পিত্বাৎ স এব শিষ্যতে ॥ (১ম—৯সূ—৬ঋ) ॥

* * *

ষষ্ঠ (৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

সাধন-মার্গে অগ্রসর হইবার পক্ষে, এই ঋকে এক অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষ যে-কোনরূপ ধনেরই কামনা করুক না কেন, তাহার কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সে ধন সে প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহার সে কর্ম্ম যেন ভগবৎ-প্রেরণা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। ঋকে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমায় কর্ম্মে উৎসাহ-দান করুন; আমি যেন উদ্‌যোগ-পরায়ণ হই, আমি যেন কীর্ত্তিমান্ হইতে পারি।'

আমরা মনে করি,—আমরা ইচ্ছা করিলেই আমরা কীর্ত্তিমান্ হইতে পারি, আমরা ইচ্ছা করিলেই আমরা উদ্যোগ-পরায়ণ হইতে পারি। সেটা আমাদের বিষম ভ্রান্তি। কীর্ত্তিমান্ হওয়া তো দূরের কথা, আমরা উদ্যোগপরায়ণও হইতে পারি না। আধিব্যাধি শোক-তাপ—কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের উৎসাহ-উদ্যোগের অন্তরায় হয়! মনে করিলেই কি কাজ করিতে পারা যায়? মনে করিলেই কি কার্য্যসম্পাদনে উদ্‌যোগী হইতে পারি? কখনই না! পরন্তু একজন অল্প আয়াসে যে কাজ সম্পন্ন করে, অন্য জন সহস্র আয়াসেও তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না। এ দেখিয়াও কি আমারা বুঝিতে পারি না যে, আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র, অলক্ষ্যে এক অচিন্তনীয় শক্তি আমাদিগকে লইয়া কর্ম্ম করাইতেছে।

'মতুপ্‌' প্রত্যয়ের বাধ হইতে পারিল না। কারণ, মতুপ্‌ প্রত্যয়ের সর্ব্বত্রই সমুচ্চয় (অনুবৃত্তি প্রসক্তি বা মিলন) আছে।। "যশস্বতঃ" এই স্থলে 'যশস্‌' শব্দটি "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে অনুদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'মতুপ্‌' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু (প থাকে না বলিয়া) তাহাই (প্রত্যয়স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—৯সূ—৬ঋ)॥

* * *

ঋক্ তাই বলিতেছেন,—'আমরা উদ্যোগশীল হইব, হে ভগবন্, আপনি তৎপক্ষেও সহায় হউন। আপনি সহায় না হইলে, উদ্যোগশীলই হইতে পারিব না; কীর্ত্তিমান্ হওয়া তো দূরের কথা।' ইহাই ধ্রুব সত্য। সকল কর্ম্মেই ভগবানের দয়া একান্ত প্রয়োজন। ঋক্ সেই দয়ার প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত করিতেছে। (১ম—৯সূ—৬ঋ)।

—— * ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

সংগোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ।

বিশ্বায়ুর্ধে হ্যক্ষিতং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। গোঽমৎ। ইন্দ্র। বাজঽবৎ। অস্মেইতি। পৃথু। শ্রবঃ। বৃহৎ।

বিশ্বঽআয়ুঃ। ধেহি। অক্ষিতং ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) ত্বং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (প্রভূতগোযুক্তং, জ্ঞানরশ্মিযুতং) 'বাজবৎ' (বহ্বশ্বোপেতং, অন্নযুতং, সর্ব্বব্যাপিনং) 'পৃথু' (পরিমাণেনাধিকং) 'বৃহৎ' (গুণৈরধিকং) 'অক্ষিতং' (ক্ষয়রহিতং, নিত্যং) 'বিশ্বায়ুঃ' (কৃৎস্নায়ুঃকারণং, প্রাণিনাং আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরং, বিশ্বপ্রাণস্বরূপং) 'শ্রবঃ' (ধনং) 'সং' (সম্যক্) 'ধেহি' (দেহি, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনাকারিভিঃ প্রবৃত্ত্যনুসারিণ্যা নিত্যানিত্যোভয়বিধধনকামনয়া এষা ঋক্ উচ্চার্য্যতে। যাদৃশী কামনা যস্য, মন্ত্রস্তস্মৈ তাদৃশং ফলং দদাতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৯সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বহু অশ্বগবাদি-যুক্ত অথবা জ্ঞানরূপ ও ব্যাপ্তিরূপ ধন আমাদিগকে সম্যক প্রদান করুন; সে ধন যেন পরিমাণে অধিক হয়, তাহাতে যেন গুণাধিক্য থাকে, আর যেন তাহা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ও ক্ষয়-রহিত (নিত্য) হয়। (প্রার্থনাকারীর প্রবৃত্তি-অনুসারে নিত্যানিত্য উভয়বিধ কামনায় এই ঋক্ উচ্চারিত হইয়াছে। যাঁহার যদৃশী কামনা এই মন্ত্র তাঁহাকে তদ্রূপ ফল প্রদান করিবে—ইহাই ভাব)। (১ম—৯সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র প্রবোধনমস্মে সন্ধেহি। অস্মভ্যং সম্যক্ প্রযচ্ছ। কীদৃশং শ্রবঃ। গোমৎ। বহ্বীভির্গোভিরুপেতং। বাজবৎ। প্রভূতেনান্নেনোপেতং। পৃথু। পরিমাণেনাধিকং। বৃহৎ। গুণৈরধিকং। বিশ্বায়ুঃ। কৃৎস্নায়ুঃ কারণং। অক্ষিতং। বিনাশরহিতং

গোমৎ। বাজবৎ। উভয়ত্র মতুপোঽনুদাত্তত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বরএব বাজশব্দো বৃষাদিরাদ্যুদাত্তঃ। অস্মে। অস্মচ্ছব্দাচ্চতুর্থীবহুবচনস্য সুপাংসুলুগিত্যাদিনা শে আদেশঃ। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। প্রাতিপদিকস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। শেষেলোপষ্টিলোপ ইতি পক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অন্ত্যলোপপক্ষেঽতোগুণ ইতি পররূপ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তত্বং। পৃথু। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সংপ্রসারণং সলোপশ্চ। উ০ ১।২৮।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে ইন্দ্রদেব। আপনি আমাদিগকে সম্যক্ভাবে ধন বিতরণ করুন। সেই ধন কি প্রকার?—বহুসংখ্যক গাভী-যুক্ত, প্রভূত অন্নযুক্ত, অধিকপরিমিত, অধিক গুণযুক্ত, সর্ব্ব এবং সমগ্র বিশ্বের জীবিকার হেতুভূত, বিনাশরহিত বা অক্ষয়। ??

"গোমৎ" এবং 'বাজবৎ' (এই দুইটী পদই 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত, সুতরাং) এতদুভয় স্থলেই 'মতুপ্' প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত হয় বলিয়া প্রাতিপদিক স্বর হইল। 'বাজ' শব্দটি বৃষাদি বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মে' এই পদটি, 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর চতুর্থীর বহুবচন স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রানুসারে শে (এ) আদেশ করিয়া সাধিত হইয়াছে; এস্থলে শিত্বহেতু (অর্থাৎ শে আদেশের শ্ থাকে না বলিয়া) সর্ব্বাদেশ হইয়াছে। "প্রাতিপদিকস্য" এই নিয়ম অনুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইল। এস্থলে "শেষেলোপঃ" এই নিয়মে টিলোপ পক্ষে (অর্থাৎ অস্মদ্ শব্দের অন্তস্বরাবধি (অদ্) লোপ পক্ষে) বিভক্তি স্বরই উদাত্ত হয়; অন্তলোপপক্ষে (অর্থাৎ অস্মদ্ শব্দের অন্ত (দ্) লোপ পক্ষে) "অতোগুণে" এই সূত্রানুযায়ী পররূপ হইলে (অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত 'অস্ম'র অকারের সহিত পরবর্ত্তি 'এ' আদেশের একারের সন্ধি (গুণ) করিলে) "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে (আদিতে) উদাত্তস্বর হইবে। "পৃথু" এই পদটি প্রখ্যান-অর্থক 'প্রথ' ধাতুর উত্তর "প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ" (উ০ ১।২৮) এই ঔণাদিক সূত্রদ্বারা কু (উ) প্রত্যয়

ইতি কুপ্রত্যয়ঃ। রেফস্য সংপ্রসারণমৃকারঃ পরপূর্ব্বত্বং। কোঃ কিত্ত্বান্ন লঘূপধগুণঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবোধনং। অসুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বৃহৎ। প্রাতিপদিকস্বরঃ। বিশ্বায়ুঃ। বিশ্বমায়ুর্যস্মিন্ ধনে। বিশ্বশব্দঃ ক্বন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। তস্য বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। অক্ষিতং ক্ষি ক্ষয় ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তেন ণ্যদর্থত্বান্নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা০ ৬।৪।৬০। ইতি ন দীর্ঘত্বং অতএব ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ। পা০ ৮।২।৪৬। ইতি ন নিষ্ঠা নত্বং। নঞ্‌সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঃ॥ (১ম—৯সূ—৭ঋ)॥

⁂

সপ্তম (৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের 'গোমৎ' এবং 'বাজবৎ' শব্দদ্বয় উপলক্ষ করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ, সাধারণতঃ 'গোরু ও ঘোড়া-রূপ ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে' সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয় না। কেন-না ধনের

করিয়া এবং রেফের (প্রথ ধাতুর র-ফলার) সম্প্রসারণ 'ঋ'কার এবং ইহার পরপূর্ব্বত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'কু' প্রত্যয়ের কিত্ত্ব-নিবন্ধন (ক থাকে না বলিয়া) অন্তরে সমীপবর্ত্তী হ্রস্বস্বরের ('পৃ'র ঋ-কারের) গুণ হইল না। 'শ্রুত (বিখ্যাত) হয় যাহা' এই বাক্যে শ্রুধাতুর উত্তর অসুন্ (অস) প্রত্যয় করিয়া 'শ্রবঃ' পদটী সাধিত হইয়াছে। 'শ্রবঃ'-অর্থে ধন। এই পদটীতে নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ অসুন্ প্রত্যয়ের ন যাওয়ায়) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে 'বৃহৎ' এস্থলে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। বিশ্ব সম্বন্ধি আয়ুঃ যে ধনে (বিদ্যমান)' এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে বিশ্বায়ুঃ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ব শব্দটি ক্বন্ (বন্) প্রত্যয়ান্ত। 'বিশ্বায়ুঃ' এই সমস্ত-পদটীর বহুব্রীহি সমাস জন্য পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি থাকিলেও "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্রানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। "অক্ষিতং" এই পদটি, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ (যাহার মধ্যে "নিচ্‌" প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ পায় তাহা) 'ক্ষি' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত ক্ষিতপদের সহিত নঞ্‌-সমাস দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতু—(ক্ষি-ধাতুটি) অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ হওয়ায়—নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে" (পা০ ৬।৪।৬০) সূত্রবিহিত দীর্ঘ (ক্ষি ধাতুর ই-কার স্থানে ঈ) হইতে পারিল না এবং এই জন্যই—(দীর্ঘ হইল না বলিয়াই) "ক্ষিয়োদীর্ঘাৎ" (পা০ ৮।২।৪৬) এই সূত্র বিহিত নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়ের স্থানে 'ন' কারও হইল না। এস্থলে নঞ্‌-সমাস হওয়ায় অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১ম—৯সূ—৭ঋ)॥

⁂

'অক্ষিতং' 'বিশ্বায়ুঃ' প্রভৃতি যে বিশেষণ রহিয়াছে, তাহাতে ঘোড়া-গরুর অপেক্ষা উচ্চ কোনও ধনের প্রার্থনা আছে বুঝা যায়। বিশেষতঃ 'গোমৎ' ও 'বাজবৎ' শব্দে যখন 'জ্ঞানরূপ' ও 'ব্যাপ্তিরূপ' ধন অর্থ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন কেনই বা অশ্বগবাদির প্রার্থনার বিষয় মনে আসিবে ? পূর্ব্বাপর বিশেষণের সঙ্গতি রক্ষা করিতে গেলে, জ্ঞানরূপ ও ব্যাপ্তিরূপ ধনই অর্থ হয়। জ্ঞান 'অক্ষয়' (অক্ষিতং); ব্যাপ্তিই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ (বিশ্বায়ুঃ)। অন্যান্য বিশেষণও এতদুভয়পক্ষেই যথাপ্রযুক্ত বুঝিতে পারি ! যদিচ 'গোমৎ' 'বাজবৎ' শব্দদ্বয়হেতু অশ্বগবাদিযুক্ত অর্থ সঙ্গত বলিয়া কেহ মনে করেন ; কিন্তু তাহাতে অধিকারিবিশেষের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। পরন্তু ঋকে তাহারও অতিরিক্ত ধনের প্রার্থনাই প্রকাশ পায়।

প্রার্থনার কি সীমা আছে ? সংসারে যিনি যে অবস্থায় নিপতিত আছেন তিনি তদুপযোগী প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন। অশ্ব-গবাদিও মানুষের প্রয়োজন, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর অন্নাদিও প্রয়োজন, আবার জ্ঞানলাভও প্রয়োজন। পরিমাণে অধিক, গুণে অধিক ক্ষয়রহিত এমন ধনই তো মানুষ প্রার্থনা করে। ঋক্‌টী সকল মানুষের সকল অবস্থার প্রার্থনা-মূলক। নিত্যানিত্য সর্ব্ববিধ ধনের কামনাই ঋকে পরিস্ফুট। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে, তাঁহার নিকট বিচিত্র ধন আছে, পর্য্যাপ্ত-রূপেই আছে, আবার পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন আছে। এ ঋকে, প্রকারান্তরে বিভিন্ন স্তরের লোক বিভিন্নরূপ প্রার্থনায় নিমগ্ন আছেন,—ইহাই সূচিত হইতেছে। (১ম—৯সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং।

ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মেইতি। ধেহি। শ্রবঃ। বৃহৎ দ্যুম্নং। সহস্রহসাতমং।
ইন্দ্র। তাঃ। রথিনীঃ। ইষঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্।) 'অস্মে' (অস্মভ্যং) 'বৃহৎ' (মহতীং) 'শ্রবঃ' (কীর্ত্তিং) 'সহস্রসাতমং' (বহুদানসামর্থ্যযুক্তং) 'দ্যুম্নং' (ধনং) 'রথিনীঃ' (বহুরথপূর্ণাঃ, বহুরথৈ রানীতা, অশেষ ইতি ভাবঃ) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ) 'ইষঃ' (অন্নানি, অভীষ্টধনানি) 'ধেহি' (দেহি, প্রযচ্ছ)। অস্যামৃচি প্রার্থনাকারিণো বহুদানসামর্থ্যসম্পন্নং অন্নং ধনং মহতীং কীর্ত্তিং অভীষ্টফলঞ্চাপি প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৯সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগকে মহীত কীর্ত্তি, বহুদানসামর্থ্যযুত ধন এবং প্রভূত অন্ন অথবা অভীষ্টফল দান করুন। (এই ঋকে বহুদানসামর্থ্যসম্পন্ন অন্ন ও ধন, মহতী কীর্ত্তি, এবং অভীষ্টফলের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১ম—৯সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র বৃহচ্ছ্রবো মহতীং কীর্ত্তিমস্মে ধেহি। অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। তথা সহস্রসাতমমতিশয়েন সহস্রসংখ্যাদানোপেতং দ্যুম্নং ধনমস্মে ধেহি। তথা তা ব্রীহিযবাদিরূপেণ প্রসিদ্ধা রথিনীর্বহুরথোপেতা ইষোঽন্নান্যস্মে ধেহি।

অস্মে। সুপাংসুলুগিত্যাদিনা শে আদেশঃ। ধেহি। ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ। পা০ ৬।৪।১১৯। ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ। অসুনোনিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সহস্র

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে অত্যুচ্চ খ্যাতি প্রদান করুন; এবং অতিরিক্তভাবে সহস্রসংখ্যাদানোপযোগী ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। এবং সেই সমুদয় ধান্য, যব, প্রভৃতি রূপে প্রসিদ্ধ, বহুরথযুক্ত অন্নসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন।

'অস্মে' এই পদটী, (পূর্ব্বের ন্যায়) 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'শে' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'ধেহি' এই পদটি, ('ধা ধাতুর লোটের মধ্যম পুরুষের একবচন হি বিভক্তি করিয়া) "ঘ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ" (পা০ ৬।৪।১১৯) সূত্রানুসারে অভ্যাসের লোপ এবং 'ধা' ধাতুর আকার স্থানে একার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যাহা শ্রুত হওয়া যায়" এই

সনুতে দদাতীতিসহস্রসাঃ। ষণুদ.নে। জনসনখনক্রমগমোবিট্‌ পা০ ৩।২।৬৭। বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা০ ৬।৪।৪১। ইত্যাকারাদেশঃ। ধাতুস্বরেণান্তোদাত্তঃ। পুনঃ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। রথা আসাং সন্তীতি রথিন্যঃ ইতি প্রত্যয়স্যাদ্যুদাত্তত্বং ঋন্নেভ্যোঙীপ্‌ পা০ ৪।১।৫। স চ পিত্ত্বাদনুদাত্তঃ। ইষো যৌগিকত্বে ধাতুস্বরঃ। রূঢ়ত্বে প্রাতিপদিকস্বরঃ॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে প্রার্থনার একটু বিশেষত্ব আছে। এখানে সাধকের প্রাণ অপরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি যেন বহুজনকে দান করিতে পারেন, এখানে সেইরূপ ধন চাহিতেছেন।

তিনি বহুরথপূর্ণ ধান্য-যবাদি অন্নসংস্থান প্রার্থনা করিতেছেন; কেন না দরিদ্র জনে বিতরণ করিতে পারিবেন। তিনি মহতী কীর্ত্তির প্রার্থনা করিতেছেন; কেন-না, অতিথি-সেবা, পুষ্করিণী-দান, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে, দরিদ্র-জনের উপকার বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। এ অতি উদার উচ্চভাব। বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য যাঁহারা ধনযশঃ কামনা করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এক স্তর উর্দ্ধে উঠিয়াছেন।

হে ভগবন্‌! আমায় তেমন ধন দেও, আমি যেন তেমন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারি, যাহাতে জগতের সর্ব্বজনের উপকার হয়। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের

অর্থে ‘শ্রু’ ধাতুর উত্তর (পূর্ব্ববৎ) ‘অসুন্‌’ প্রত্যয়ে ‘শ্রবঃ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এবং এই ‘অসুন্‌’ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘সহস্রসাতমং’ এই পদটি ‘সহস্র (সংখ্যক) দান করে’ এই অর্থে (সহস্রশব্দ পূর্ব্বক) দানার্থক ‘সন্‌’ ধাতুর উত্তর “জনসনখনক্রমগমোবিট্‌” (পা০ ৩।২।৬৭) সূত্রানুসারে ‘বিট্‌’ প্রত্যয় এবং “বিড্‌বনোরনুনাসিকস্যাৎ” এই সূত্রনিয়মে (অনুনাসিক স্থানে) ‘আ’ আদেশ করিয়া ‘সহস্রসা এই পদ নিষ্পন্ন হয়; (ইহার উত্তর তমপ করিয়া “সহস্রসাতমং”—পদটি সাধিত হইয়াছে।) এস্থলে ধাতুস্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পুনরায় কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেইটীই (উদাত্তস্বরটীই) শিষ্ট হইয়াছে। ‘রথসমূহ ইহাদিগের আছে’ এই অর্থে রথ শব্দের উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় করিয়া “ঋন্নেভ্যোঙীপ্‌” (পা০ ৪।১।৪) সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে (ঈ) প্রত্যয়ে নিষ্পাদিত রথিনী শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে “রথিনীঃ” পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ইন্‌ প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এবং ঙীপ্‌ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ইহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। ‘ইষঃ’ এই পদটির যৌগিক (প্রকৃতিপ্রত্যয়-লব্ধ) অর্থে ধাতুস্বর গৃহীত হইবে এবং রূঢ় (প্রসিদ্ধ) অর্থে প্রাতিপদিকস্বর গৃহীত হইবে ॥৮॥

* * *

অধিকারী হইয়া, আমি যেন সে ঐশ্বর্য্য বহুজনে বিতরণ করিতে সমর্থ হই ; মহতী কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া, আমি যেন দেশ-হিতে ব্রতী থাকি। যাঁহারা মানুষ, যাঁহারা মনুষ্যত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। তদ্রূপ মানুষই এ ঋকের লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। এই মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা—'তাঃ ইষঃ ধেহি।" ভাব এই যে, আমার অভীষ্টপূরণ-রূপ প্রসিদ্ধ ধন আমায় প্রদান করুন। এখানে সকল অবস্থার সাধকের সকল কামনাই পরিব্যক্ত। (১ম—৯সূ—৮ঋ)।

* * *

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। নবমী ঋক্)।

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ঃ

হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বসোঃ। ইন্দ্রং। বসুঽপতিং। গীঃঽভিঃ। গৃণন্তঃ। ঋগ্মিয়ং।

হোম। গন্তারং। ঊতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসুপতিং' (নিখিলধনস্বামিনং) 'ঋগ্মিয়ং' (ঋচাং মাতারং, স্তবার্হং) 'গন্তারং' (উপাসকানাং রক্ষণায় সর্ব্বত্রগমনশীলং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'বসোঃ' (ধনস্য, ঐহিকপারত্রিক-সুখসাধনযোগ্যস্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনস্য ইতি ভাবঃ) 'ঊতয়ে' (অস্মদর্থং রক্ষণায়, অস্মাকং প্রদানার্থং ইতি ভাবঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ ঋঙ্মন্ত্রৈঃ) 'গৃণন্তঃ' (স্তুবন্তঃ বয়মপি) 'হোম' (আহ্বয়ামঃ)। ঐহিক-পারত্রিক-সর্ব্ববিধিসুখাভিলাষায় ভগবন্তং আরাধয়—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৯সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল ধনের অধিস্বামী, মন্ত্রস্বরূপ (স্তবনীয়), ভক্তের রক্ষার জন্য সর্ব্বত্রগমনশীল, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, আমাদের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখসাধনযোগ্য ধন রক্ষার জন্য, স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণে ঋঙ্মন্ত্রে আহ্বান করি। (ঐহিক-পারত্রিক সকল প্রকার সুখের কামনাতেই ভগবানের আরাধনা কর—মন্ত্রের ইহাই উদ্বোধনা)। (১ম—৯সূ—৯ঋ)।

⁂

সায়ণভাষ্যং।

বসোর্বসুনোঽস্মদীয়স্য ধনস্যোতয়ে রক্ষার্থমিন্দ্রং হোম। বয়মাহ্বয়ামঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্গৃণন্তঃ। কীদৃশমিন্দ্রং। বসুপতিং। ধনপালকং। ঋগ্মিয়ং। ঋচাং মাতারং। গন্তারং যাগদেশে গমনশীলং।

বসোঃ। বসনিবাসে। শৄস্বৃস্নিহি। উ০ ১।১০। ইত্যাদি উপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তের্নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বসুপতিং। সমাসান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে পত্যাবৈশ্বর্য্যে। পা০ ৬।২।১৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গৃণন্তঃ। গৄ শব্দে। লটঃ শতৃ। ক্র্যাদিভ্যঃশ্না। শতুঃ সর্ব্বধাতুকমপিদিতি ঙিত্বাৎ শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা আমাদিগের ধনের রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি। কি করিতে করিতে আহ্বান করিতেছি?—"গীর্ভিঃ", অর্থাৎ স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করিতে করিতে। কীদৃশ (কিরূপ গুণবিশিষ্ট) ইন্দ্রদেবকে (আহ্বান করিতেছি)?—"বসুপতিঃ" অর্থাৎ যাবতীয় ধনের পালক, ঋক্ (বেদমন্ত্র) সমূহের মাপক, অর্থাৎ প্রমাণকারী, এবং যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীল ইন্দ্রদেবকে।

"বসোঃ" এই পদটি, নিবাসার্থক "বসি" "বস্" ধাতুর উত্তর "শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদি বন্ধনমিভ্যশ্চ" (উ০ ১।১০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত বসু শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, নিৎ এই অনুবৃত্তিহেতু (অর্থাৎ উক্ত শৄস্বৃ ইত্যাদি সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী "ধান্যেনিৎ" এই সূত্র হইতে নিৎ সংজ্ঞার উপক্রম বা সম্বন্ধ নিবন্ধন) উ-প্রত্যয়টি (নিৎ না হইলেও) নিৎসজ্ঞক হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বসুপতিং" এই সমস্ত পদটির অন্তপদে উদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু "পত্যাবৈশ্বর্য্য" (পা০ ৬।২।১৮) সূত্রানুসারে পূর্ব্ব পদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে (অর্থাৎ পূর্ব্বপদের যাহা স্বাভাবিক স্বর তাহাই রহিল)। "গীর্ভিঃ" এই পদটিতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্রানুসারে বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গৃণন্তঃ" এই পদটি শব্দ-অর্থক গৄ-ধাতুর উত্তর লটের স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া এবং "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" (পা০ ৩।১।৮১) সূত্রানুসারে শ্না (না) আগম এই সার্ব্বধাতুকমপিৎ" এই সূত্র দ্বারা শতৃ প্রত্যয়ের ঙিৎ-সজ্ঞা হওয়ায়

৬৪ ১১২। ইত্যাকারলোপঃ। শতুরকারস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। ঋগ্মিয়ং। ঋচো মীমতী ইত্যাগ্মাঃ। তমৃগ্মিয়ং। মাঙ্ মানেশব্দে চ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ঘুমাস্থেত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।৬৬। ঈত্বং। চকারস্য চোঃ কুঃ। ঝলাংজশোঽন্তে। পা০ ৮।২।৩৯। ইতি জশ্ত্বং। গকারঃ। দ্বিতীয়ৈকবচনেঽচিশ্নু ধাত্বিত্যাদিনা। ৬।৪।৭৭। ইয়ঙাদেশঃ। এরনেকাচঃ। পা০ ৬।৪।৯২। ইতি যণাদেশঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি ন ভবতি। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণেকার-উদাত্তঃ। হোম। আহ্বয়ামঃ। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। লট্। তস্যাস্মদো বহুত্বেঽপি ব্যত্যয়েন মিপ্। ইকারস্য ব্যত্যয়েনাকারঃ। শপো বহুলং ছন্দসীতি লুক্। বহুলং ছন্দসীতি হ্বঃ সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণঃ। ধাতোরিত্যোকার উদাত্তঃ। মিপঃ পিৎস্বরেণানুদাত্তত্বং. গন্তারং।

“শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ” (পা০ ৬।৪।১১২) সূত্রানুসারে (‘শ্না’ আগমের) আকারের লোপ করিয়া নিষ্পাদিত গৃণৎ শব্দের প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে শতৃ-প্রত্যয়ের অকারটি প্রত্যয়স্বর বলিয়া উদাত্ত, হইয়াছে। “ঋগ্মিয়ং”—ঋকসমূহকে যিনি গণনা করেন, তিনি “ঋগ্মীঃ”; তাহাকে এই অর্থে ঋচ্ শব্দের উত্তর মান (সংখ্যা) এবং শব্দার্থ মাঙ্ (মা) ধাতুর উত্তর “ক্বিপ্ চ” এই সূত্রানুসারে ‘ক্বিপ’ প্রত্যয় করায় ‘ঘুমাস্থা’ (পা০ ৬।৪ ৬৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা (মা ধাতুর আকারের স্থানে) ঈ-কার, “চোঃ কুঃ” (পা০ ৮।২।৩০) সূত্রানুসারে ‘ঋচ্’ শব্দের চ-কার স্থানে ক-কার এবং “ঝলাং জশোঽন্তে” (পা০ ৮।২।৩৯) এই সূত্র দ্বারা (উক্ত ক-কারের) জশ্ত্ব (অর্থাৎ বর্গতৃতীয়ত্ব—বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণত্ব) করিয়া নিষ্পাদিত। ‘ঋগ্মী’ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন করিয়া—“অচি শ্নু ধাতু ভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ” এই সূত্রানুসারে (ঋগ্মী শব্দের ঈ-কার স্থানে) ইয়ঙ্ (ইয়) আদেশ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে, উক্ত ঋগ্মী শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচন ‘অম্’ বিভক্তির ‘অ’ পরে থাকায় ঋগ্মীশব্দের ঈ-কার স্থানে “এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য” (পা০ ৬।৪ ৯২) এই সূত্রানুসারে য হইতে পারিত; কিন্তু “সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে” অর্থাৎ ‘বেদ-প্রয়োগে সকল প্রকার ব্যাকরণ বিধি পক্ষান্তরে বিকল্প হয়’—এই পরিভাষা অনুসারে হইতে পারিল না, এবং এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর বিহিত বলিয়া ঈকারটি উদাত্ত হইয়াছে। “হোম”—এই পদের অর্থ—“আহ্বয়ামঃ” অর্থাৎ (আমরা) আহ্বান করিতেছি। এই পদটি স্পর্দ্ধা এবং শব্দ অর্থবিশিষ্ট হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর উত্তর অস্মদের বহুত্ব থাকিতেও (অর্থাৎ এই ক্রিয়ার কর্ত্তা ‘আমরা’ এইরূপ বহু হইলেও) বিকল্পে (লট্ উত্তমপুরুষের একবচন) মিপ্ (মি) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। মি পর ইকার স্থানে ব্যত্যয়ে আকার করিয়া “বহুলং ছন্দসি” এই সূত্রানুসারে উক্ত শপের লোপ হইয়াছে। ও হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর স্থানে সম্প্রসারণে হু এবং পর-পূর্ব্বত্ব ও গুণ (হু’র উকার স্থানে ওকার) হইয়াছে। এস্থলে “ধাতোঃ” (পা০ ৬।১। ৬২) এই নিয়ম-সূত্র দ্বারা ওকার উদাত্ত হইয়াছে এবং মিপ্ বিভক্তির স্বর পিৎ হওয়ায় অনুদাত্ত হইয়াছে। “গন্তারং” এই পদটা, গমনার্থ ‘গমৢ’ (গম্) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্য অর্থে (অর্থাৎ তাহার

গম্লৃ গতৌ। তাচ্ছীল্যে তৃন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঊতয়ে। ঊতিযূতিজূতীত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তো নিপাতিতঃ॥ (১ম—৯সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্র উচ্চারণের লক্ষ্য এবং শুভফল—এখানে পরিব্যক্ত। 'ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ-সাধনের উপযোগী ধন হে ভগবন্! তুমি আমাদিগের জন্য রক্ষা কর এবং আমাদিগকে প্রদান কর,'—এবংবিধ স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ প্রায় সর্ব্বকালে প্রায় সকল লোকেই করিয়া থাকে। এ মন্ত্র সেই উপাসনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—"ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখের জন্য তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও।"

এ মন্ত্র এই সরল ও সুস্পষ্ট ভাবদ্যোতক। অথচ, কেহ কেহ এই ঋকের অন্তর্গত দুইটি শব্দের স্থানান্তর ঘটাইয়া সামান্যরূপ অর্থ-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইয়াছেন। 'বসুপতিং' পদের পূর্ব্বে 'বসোঃ' শব্দটি আনিয়া তাঁহারা অর্থ করেন—'বসোর্বসুপতিং', সম্পত্তীনাং স্বামিনং। কিন্তু এক 'বসুপতিং' পদেই সে অর্থ প্রতীত হয়। সুতরাং 'বসোঃ' পদের নিষ্ফল প্রয়োগ ঘটে। আর তাহাতে প্রার্থনার বিষয়ও পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং আমাদের ধন রক্ষার জন্য অর্থে 'বসোঃ ঊতয়ে' পদ-দ্বয়ের অন্বয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তার পর, 'গন্তারং' শব্দে 'যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীল' অর্থও আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উপাসক-গণের রক্ষার জন্য ভগবান সর্ব্বত্র গমনশীল এরূপ অর্থেই তাঁহার বিশ্ব-জনীন করুণার ভাব প্রকাশ পায়। পরন্তু, 'যজ্ঞক্ষেত্রে গমনশীল' বলিয়া

সেই স্বভাব এইরূপ অর্থে) 'তৃন' (তৃ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ 'তৃন্' প্রত্যয়ের ন্ থাকে না বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঊতয়ে" এই পদটি (রক্ষণার্থ অব্ ধাতুর উত্তরে) 'ঊতিযূতিজূতি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; এবং উক্ত সূত্র দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৯সূ—৯ঋ)॥

* * *

ব্যাখ্যাকারগণ যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, আমরা তাহার সঙ্গতি দেখি না। যদি 'গন্তারং' শব্দে যজ্ঞক্ষেত্র গমনশীলং' অর্থই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সে যজ্ঞক্ষেত্রের ব্যাপকতা ভাব উপলব্ধ হয়। শাস্ত্রমতে—যজ্ঞ বিবিধ প্রকার। গীতায় শ্রীভগবান "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি" বাক্যে জপ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।* তার পর, নাম-যজ্ঞ আছে; আত্মযজ্ঞ আছে; যজ্ঞ আরও কত প্রকার আছে। সুতরাং কেবল অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞেই যে তিনি গমন করেন, আর কোনও যজ্ঞে গমন করেন না, তাহা বলিতে পারি না। যেখানেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ আরম্ভ হয়, সেইখানেই তিনি উপস্থিত হন। ভক্তমাত্রেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তিনি সর্ব্বত্রই গমন করেন। 'গন্তারং' পদে তাহাই বুঝায়। (১ম—৯সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ।
ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০ ॥

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০ম অধ্যায়, ২১শ—৪০শ প্রভৃতি শ্লোকে পৃথিবীর কোন্ জিনিষের মধ্যে তিনি যে কোনটি, তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেখানেই দেখ, ভগবান বলিতেছেন,—"আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২ ॥ বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ * * * *। ২৩—২৪। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥" ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

সুতেঽসুতে। নিঽওকসে। বৃহৎ। বৃহতে। আ। ইৎ।
অরিঃ। ইন্দ্রায়। শূষং। অর্চ্চতি ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এদরিঃ' (রিপুদমনশীলঃ সাধকঃ) 'ন্যোকসে' (আশ্রয়স্থানভূতে ভক্তানামিত্যর্থঃ) 'বৃহতে' (মহতে, শ্রেষ্ঠায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সুতে সুতে' (বিশুদ্ধায়াং ভক্তিমিশ্রিতায়াং স্তুত্যাং) 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'শূষং' (ভগবতো বলং ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্যং) 'অর্চ্চতি' (প্রশংসতি, আরাধয়তি লভতে ইতি ভাবঃ)। ভক্তানাং স্তুতিমন্ত্রৈঃ ভগবত ঐশ্বর্য্যমাহাত্ম্যং প্রকাশতে, ভক্তশ্চ তন্মাহাত্ম্যং লভত ইতি ভাবঃ। (১ম-৯সূ-১০)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুজয়ী ভক্ত সাধক, (ভক্তগণের) সেই আশ্রয়-স্থানভূত, মহৎ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি যে বিশুদ্ধ ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য আরাধনা করা হয়। (ভাব এই যে, ভক্তগণের স্তুতিমন্ত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং ভক্ত সেই মাহাত্ম্য লাভ করেন)। (১ম—৯সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

আকার ইচ্ছব্দশ্চ পাদপূরণৌ। যদ্বা ব্যাপ্তিবচন আকারঃ। আঙীষদর্থেঽভিব্যাপ্তাবিত্যভিধানাৎ। ইচ্ছব্দোঽপিশব্দার্থঃ। ইয়র্ত্তি গচ্ছত্যনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতীত্যরির্যজমানঃ। এদরিঃ সর্ব্বোঽপি যজমানঃ ইন্দ্রায় সুতে ইন্দ্রার্থমভিষুতে তত্তৎসোমে শূষং বলমর্চ্চতি। স্তৌতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থিত 'আ'-কার ও 'ইৎ'-শব্দ পাদপূরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা 'আ'-কারের অর্থ ব্যাপ্ত, যেহেতু ঈষৎ-অর্থে ও ব্যাপ্তি অর্থে 'আ'-কার অভিহিত হইয়া থাকে; এবং ইৎ শব্দের অর্থ—'অপি'। 'অনুষ্ঠেয়-কর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়' এই অর্থে গতি-অর্থবাচক ঋ-ধাতু হইতে "অরিঃ" এই পদ উৎপন্ন। এই অরি শব্দে যজমানকে বুঝাইতেছে; অতএব "এদরি" (আ+ইৎ+অরিঃ) অর্থাৎ সকল যজমানই, ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত

ইন্দ্রস্য পরাক্রমং প্রশংসন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং শূষং। বৃহৎ। প্রৌঢ়ং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। ন্যোকসে। নিয়তস্থানায়। বৃহতে। প্রৌঢ়ায়।

সুতেসুতে। ষুঞ্ অভিষবে। ক্তপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। নিত্যবীপ্সয়োরিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতমিতি দ্বিতীয়স্যাম্রেড়িতত্বেন অনুদাত্তং চ। পা০ ৮।১।৩। ইত্যনুদাত্তত্বং। ন্যোকসে। নিয়তমোকো যস্য তস্মৈ। নিশব্দো নিপাতা আদ্যুদাত্তা ইত্যুদাত্তঃ তস্য যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য। পা০ ৮।২।৪। ইত্যোকারঃ স্বরিতঃ। বৃহতে বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং। পা০ ৬।১।১৭৩। ইত্যজাদিবিভক্তেরুদাত্তত্বং। অরিঃ। ঋগতৌ। অচইঃ। উ০ ৪।১৪০। ইতীকারপ্রত্যয়। গুণো রপরত্বং। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। ইন্দ্রায়। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্ প্রত্যয় ইকার উদাত্তঃ। শূষং। অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু শূষং সহ ইতি পঠিতং। প্রাতিপদিকস্বর। অর্চতি নিঘাতস্বরঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমেঽষ্টাদশো বর্গঃ ॥ ১।১।১৮ ॥

* * *

অভিষুত (তত্তৎ প্রক্রিয়াদ্বারা সংস্কৃত) সোমে বলকে স্তব করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের পরাক্রমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। শূষ (বল) কিরূপ? 'বৃহৎ' অর্থাৎ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কিরূপ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত? নিয়ত-স্থিতিশীল, এবং বৃহৎ (প্রৌঢ়)।

"সুতে সুতে"—অভিষবার্থ (ষু) ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'সুতে' এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু (অন্ত) উদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। সেই দ্বিত্ব পদের 'পরমাম্রেড়িতং' সূত্রানুসারে আম্রেড়িত সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া "অনুদাত্তঞ্চ" (পা০ ৮।১।৩) সূত্র দ্বারা অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "ন্যোকসে" এই পদটী, 'নিয়ত হইয়াছে ওকঃ (স্থিতি) যাঁর, তাঁহার নিমিত্ত' এই অর্থে চতুর্থী-বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (উক্ত পদের) 'নি' শব্দটী "নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ" এই সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। তাহার ('নি' শব্দের) ইকারের স্থানে যন্ (য) আদেশ হইলে "উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" (পা০ ৮।২।৪) এই সূত্রানুসারে ('ওকসে' পদের) ও-কার স্বরিত হইয়াছে। "বৃহতে" পদটির "বৃহন্মহতো রুপসংখ্যানং" (পা০ ৬।১।১৭৩) সূত্রানুসারে অজাদি বিভক্তি (চতুর্থীর একবচন) উদাত্ত হইয়াছে। "অরিঃ" এই পদটী, গত্যর্থ ঋ ধাতুর উত্তর "অচ ইঃ" (উ০ ৪।১৪০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ই-প্রত্যয়, ঋ-এর গুণে অ, রপরত্ব করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু এস্থলে ইকারটী উদাত্ত। "ইন্দ্রায়" এই পদটী, "ঋজ্রেন্দ্র" ইত্যাদি সূত্রানুসারে রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থী বিভক্তির একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ইকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "শূষং" এই পদটিতে প্রাতিপদিক-স্বর হইয়াছে। যাস্ক-নিরুক্তে, অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক বলনামের মধ্যে "শূষং সহঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে, অতএব 'শূষ' শব্দের অর্থ বল। "অর্চ্চতি" এই পদটির নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে ॥ (১ম—৯সূ—১০ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।১।১৮ ॥

* * *

দশম (১০) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই ঋক্‌টির বিভিন্ন প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারীর অর্থ—'প্রত্যেক সবনে (যজ্ঞে) যজমানগণ নিত্য নিবাস ও প্রৌঢ় ইন্দ্রের মহাপরাক্রমের প্রশংসা করেন।' আর এক সম্প্রদায়ের অর্থ—'ভক্তগণ তাঁহার স্তুতি-গান করেন; কেন-না, যেখানে সোমরসের যজ্ঞ হয়, সেখানে ইন্দ্রদেব আসিয়া থাকেন।' এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা।

সায়ণের ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। 'এদরি' শব্দে তিনি 'সর্ব্বোহপি যজমানঃ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে 'সোমরস দ্বারা যজমানগণ ইন্দ্রদেবের বলের প্রশংসা করেন'—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায় মাত্র। তিনি 'অরিঃ,' শব্দে 'যজমানঃ,' 'আ+ইৎ' পাদপূরণে বা অভিব্যাপ্তি অর্থে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'সুতে সুতে' শব্দদ্বয়ে অভিষব-যুত সেই সোমরসের ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃহতে' ও 'ন্যোকসে' শব্দদ্বয়ে, তিনি যথাক্রমে 'প্রৌঢ়' ও 'নিয়তস্থানায়' বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সকলের সকল প্রকার অর্থের আলোচনায়, আমরা যে ভাব সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সম্যক্ সমীচীন হয় কি না—বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথম—'এদরি।' এই 'এদরিঃ' (আ+ইৎ+অরিঃ) শব্দে "সর্ব্বোহপি অনুষ্ঠেয়-কর্ম্মপ্রাপ্তঃ—অর্থ, কোনও কোনও পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ অর্থ হইতেই আমাদের প্রতিপাদ্য অর্থ সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হন—কোন্ জন? যাঁহার রাগাদ্বেষাভিমানাদি দূর হইয়াছে, যাঁহার আত্মপরভাব তিরোহিত হইয়াছে. যিনি ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত সংন্যস্ত করিতে একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তাঁহারই করতলগত নহে কি? অতএব,

উহার ভাবার্থ 'রিপুদমনশীল' স্বতঃই প্রতীত হইয়াছে। অপিচ, শব্দার্থের সমালোচনায়ও ঐ ভাবই আসিতেছে। 'আ' নিশ্চয়রূপে—সর্ব্বতোভাবে, 'ইৎ' প্রাপ্ত হওয়া, 'অরিঃ' শত্রু - এরূপ অর্থ ধরিয়া, 'এদরিঃ' শব্দে 'যিনি নিশ্চয়রূপে সর্ব্বতোভাবে শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ বশে আনিতে পারিয়াছেন', তাঁহাকেই বুঝাইতে পারে। এজন্যও 'এদরিঃ' শব্দে 'রিপুদমনশীলঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আর একজন ভাষ্যকার 'এদরিঃ' শব্দে 'দেবেষু ভক্তি-করণ-তৎপরো যজমানঃ'—অর্থ সিদ্ধ করিয়াছেন। তদনুসারেও 'সাধকের' ভাব আসে। যিনি ভক্তিকরণ-তৎপর, তাঁহাকেই সাধন-সম্পন্ন সাধক বলা যায়। সুতরাং 'এদরিঃ' শব্দে আমরা 'রিপুদমনশীল-সাধকঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিলাম।

'সুতে সুতে' শব্দদ্বয় কখনই সোমরসরূপ মাদক দ্রব্য বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় নাই। তদ্রূপ অর্থসঙ্গতি পক্ষে আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। ঐ দুই শব্দে, আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়াছি, 'বিশুদ্ধা ভক্তি' ভিন্ন অন্যরূপ অর্থ আসিতেই পারে না। শব্দার্থ, ধাত্বর্থ ও বর্ণার্থ কোনরূপ অর্থেই 'সুত' শব্দে সোমরস মাদক-দ্রব্য সঙ্গত হয় না। মাদক দ্রব্যকে যাঁহারা অমৃত বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে অর্থ লইয়া তৃপ্ত থাকেন, থাকুন; আমরা কিন্তু ঐ শব্দের উক্ত অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। 'সু' উত্তম সুখপ্রদ আনন্দপ্রদ, 'ত' অমৃত; 'সুত' শব্দের ইহাই বর্ণগত ব্যুৎপত্তি। সে অমৃত, সেই পরমানন্দপ্রদ ভক্তিরসামৃত ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

'ন্যোকসে' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন—'নিয়তস্থানীয়'। কিন্তু উহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট ভাব পরিগ্রহ হয় না। তবে ঐ অর্থ হইতেই তাঁহার একটা স্থানের ভাব মনে আসে। মনে আসে—নিয়ত তাঁহার স্থিতি বা স্থান কোথায়? ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আশ্রয়-স্থান; অথবা, ভগবানই ভক্তের আশ্রয়-স্থানভূত। এখানে এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এইরূপে ঋকে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহাতে সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-দানে ভগবান ইন্দ্রদেবের বলের বা পরাক্রমের প্রশংসা করা হয়

নাই; পরন্তু ভক্তের ভক্তিমূলক স্তোত্র দ্বারাই যে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, এই ঋকে সেইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান আর কোথায় প্রকাশমান? ভক্তের ভক্তির মধ্যেই তিনি নিত্য-বিরাজমান নহেন কি? আরাধনায়, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনে, ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠানে, ভক্তও ভগবন্মহিমার অধিকারী হয়। এ ঋক সেই এক নিত্য সত্য তত্ত্বই জ্ঞাপন করিতেছে। (১ম—৯সূ—১০ঋ)।

দশমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

গায়ন্তীতি সূক্তস্য মন্ত্রসংখ্যাচ্ছন্দোবিশেষশ্চৈবমনুক্রম্যতে। গায়ন্তি দ্বাদশানুষ্টুভং ত্বিতি। তু হি হ বা ইত্যাদি পরিভাষায়াং তুশব্দস্য সূত্রদ্বয়ে পরিভাষিতত্বাদস্য সূক্তস্য বক্ষ্যমাণস্য চানুষ্টুপ্‌ত্বং দ্রষ্টব্যং। ঋষিদেবতে পূর্ব্ববৎ। অভিপ্লবষড়হস্যোক্থ্যে তৃতীয়সবনেঽচ্ছাবাকস্য গায়ন্তীতি স্তোত্রিয়স্তৃচঃ “এহ্যূষিতি খণ্ডে গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণ আ ত্বা গিরো রথীরিব। আ০ ৭।৮। ইত্যাদি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

দশমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

“গায়ন্তি” ইত্যাদি ঋঙ্‌মন্ত্রাত্মক সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা ও ছন্দোবিশেষের অনুক্রম হইতেছে। (এই) ‘গায়ন্তি’ সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা দ্বাদশ এবং ছন্দঃ অনুষ্টুভ্‌। ‘তু-হি-হ-বা’ ইত্যাদি পরিভাষাতে ‘তু’ শব্দের, সূক্তদ্বয়ে (২টী সূক্তে) পরিভাষা আছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ এই সূক্তের অনুষ্টুভ্‌ ছন্দঃ হইবে, ইহা জানা উচিত। (এই সূক্তের) ঋষি ও দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় (মধুচ্ছন্দা ঋষি, ইন্দ্র দেবতা)। অভিপ্লবষড়হ যাগের উক্‌থ্য কর্ম্মে তৃতীয়সবনে অচ্ছাবাক-শস্ত্রকের স্তোত্রিয়রূপে “গায়ন্তি” ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট তৃচ (ঋকত্রয়) বিনিযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ‘এহ্যষু’ খণ্ডে ‘গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণ” “আত্বা গিরো রথীরিব” (আ০ ৭।৮) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই (“গায়ন্তি” ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট) তৃচের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। দশমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। উনবিংশো বিংশশ্চ বর্গৌ।

দশমং সূক্তং।

এই সূক্তটী—ঋগ্বেদের দশম সূক্ত এবং ঐন্দ্রসূক্তের সপ্তম সূক্ত। এ পর্য্যন্ত সকল সূক্তেরই ছন্দঃ—গায়ত্রী ছিল। এইবার এই সূক্তের ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্।

সূক্ত ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে বিরচিত। সুতরাং তাঁহারই গুণমহিমা ইহাতে পরিকীর্ত্তিত। সেই শত্রুসংহারের প্রার্থনা, সেই ধনৈশ্বর্য্যের কামনা, সেই তাঁহার শুভাগমন-আকাঙ্ক্ষা, সেই তাঁহাতে বিলীন হওয়ার আশা! প্রার্থনা—সেই একই; ভাষান্তরে ভাবান্তরে ক্রমেই যেন তাহা পরিস্ফুট।

তবে এই সূক্তটির অন্তর্গত ঋক্‌গুলি স্বভাবতঃ কিছু জটিল-ভাবাপন্ন। তাহার উপর ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার প্রভাবে উহা অধিকতর জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋষিগণ যে লক্ষ্য রাখিয়া যে ভাবে ঋকের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ভাষ্যকারগণ যে উদ্দেশ্যে যেরূপ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া অনেক সময় অধুনাতন ব্যাখ্যাকারগণ বিকৃত ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে সমাজের ও ধর্ম্মের বহু অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। ঋক্‌গুলির অভ্যন্তরে একটু প্রবিষ্ট হইলে, তাহা উপলব্ধ হইবে।

এই সূক্তে বারটি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সায়ণের কৃত মন্ত্র-ভাষ্যানুক্রমণিকায়ও তাহাই প্রতীত হয়। প্রথমাংশের তিনটি মন্ত্র ভগবন্মহিমা-জ্ঞাপক। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তিনটী মন্ত্রকেই জটিল করিয়া তুলিয়াছে; তাহাতে তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। পরন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কলুষিত চিন্তাই মনে আসে। চতুর্থ মন্ত্রে এক ভাব, পঞ্চম হহতে অষ্টম মন্ত্রে আর এক ভাব লক্ষ্য হইবে। নবম হইতে দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনার একটা প্রকৃষ্ট স্বভাবসঙ্গত ধারা বিদ্যমান দেখি। মন্ত্রার্থের আলোচনায় বিরুদ্ধ ও সঙ্গত সকল ভাবই লক্ষ্য করা যাইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনা করিয়া ভাবসঙ্গতি গ্রহণ করুন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাকে দশমং সূক্তং। ঋষির্ব্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ। এতস্য ইন্দ্রসূক্তস্য
তৃতীয়সবনে ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

গায়ন্তি। ত্বা। গায়ত্রিণঃ। অর্চন্তি। অর্কং। অর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণঃ। ত্বা। শতক্রতো ইতি। শতঽক্রতো।
উৎ। বংশংঽইব। যেমিরে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট! প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'গায়ত্রিণঃ' (উদ্গাতারঃ, সামগায়িনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং, তব মহিমানং) 'গায়ন্তি' (উচ্চৈঃ গানং কুর্ব্বন্তি), 'অর্কিণঃ' (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিহোতারঃ) 'অর্কং' (ঋঙ্মন্ত্রং, তৎসম্বন্ধিস্তোত্রং) 'অর্চন্তি' (উচ্চার্য্যন্তে, মন্ত্রোচ্চারণৈস্ত্বামারাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ), 'ব্রহ্মাণঃ' (স্তোত্রপাঠকাঃ ঋত্বিজঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বংশমিব' (উচ্চবংশদণ্ডবৎ, উচ্চকুলসমানং বা) 'উদ্ যেমিরে' (উন্নতং কুর্ব্বন্তি)। সামগানৈঃ ঋঙ্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈঃ স্তোত্রৈশ্চ ভগবতো মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতবন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—১৩সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! সামগায়িগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারী হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে আপনারই অর্চ্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিক্‌গণ উচ্চবংশের ন্যায় আপনাকেই উন্নত করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। (ভাব এই যে, সামগানে, ঋঙ্মন্ত্রে এবং সর্ব্ববিধ স্তোত্রে সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়)॥ (১ম—১০সূ—১ঋ)।

° ॰ °

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞবেন্দ্র। ত্বা ত্বাং গায়ত্রিণঃ উদ্‌গাতারো গায়ন্তি। স্তুবন্তি। অর্কিণোঽর্চনহেতুমন্ত্রযুক্তা হোতারোঽর্কমর্চনীয়মিন্দ্রমর্চন্তি। শস্ত্রগতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রশংসতি। ব্রহ্মাণো ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাস্ত্বা ত্বামুদ্‌যেমিরে। উন্নতিং প্রাপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংশমিব। যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতং কুর্ব্বন্তি। যথা বা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। নি° ৫ ৫। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেঽর্কমর্কিণো ব্রাহ্মণাস্ত্বা শতক্রত উদ্‌যেমিরে বংশমিব। বংশো বনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেতি। অর্কশব্দঞ্চ বহুধা ব্যাচষ্টে। নি° ৫।৪।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো অর্থাৎ বহুকর্ম্মযুক্ত অথবা বহুপ্রজ্ঞাযুক্ত হে ইন্দ্রদেব! আপনাকে (সামবেদীয়) উদ্‌গাতৃগণ স্তব করিয়া থাকেন। (ঋগ্বেদীয়) অর্চ্চনের হেতুভূত মন্ত্রযুক্ত হোতৃগণ, পূজনীয় আপনাকে শস্ত্র-মন্ত্র দ্বারা প্রশংসিত করিয়া থাকেন। (অথর্ব্ব-বেদীয়) ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য ব্রাহ্মণগণ, আপনাকে উন্নতি-প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে;—যেমন, বাঁশের আগাতে নৃত্যকারী শিল্পিগণ, বৃহৎ বাঁশকে উন্নত করিয়া থাকে, অথবা যেমন সৎপথাবলম্বী সাধুপুরুষগণ স্বকীয় কুলকে উন্নত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ। এই ঋক্‌টী মহাত্মা যাস্ক কর্ত্তৃক এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—(নি° ৫।৫) হে শতক্রতো ইন্দ্রদেব! আপনাকে, গায়ত্রিগণ (সামগায়ী ঋত্বিকগণ) গান করিয়া থাকেন, অর্ক (মন্ত্র) যুক্ত (ঋত্বিক) গণ মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে শতক্রতো! সকল ব্রাহ্মণগণ (এইরূপে) আপনাকে বংশের ন্যায় উন্নত করিয়া থাকেন। যিনি বনে শয়ন করেন, তাঁহাকে 'বংশ' কহে। অথবা বনন অর্থাৎ সম্যক্ ভক্তিহেতু সেবিত হয়েন যিনি, তাঁহাকে বংশ কহে। তিনি (যাস্ক) অর্ক শব্দেরও বহুপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি° ৫।৪)। 'অর্ক' শব্দে 'দেবতা'কে বুঝায়, যেহেতু ইঁহাকে অর্চ্চনা করা যায়। 'অর্ক' শব্দে 'মন্ত্র'কে বুঝায়, যেহেতু ইহার দ্বারা অর্চ্চনা করা যায়। 'অর্ক' শব্দের অর্থ 'অন্ন', যেহেতু

অর্কো দেবোভবতি যদেনমর্চন্ত্যর্কো মন্ত্র ভবতি। যদনেনার্চন্ত্যর্কমন্নং ভবত্যর্চতি ভূতান্যর্কো বৃক্ষোভবতি সংবৃতঃ কটুকিম্নেতি।

গায়ন্তি শপ্ তিঙৌ পিত্বাল্লসার্ব্বধাতুকত্বাচ্চানুদাত্তৌ। ধাতুরুদাত্তঃ। গায়ত্রং সাম যেষামুদ্গাতৄণামস্তি তে। অত ইনিঠনৌ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। অর্চন্তি। অর্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ। শপ্ তিঙাবনুদাত্তৌ। ধাতুস্বরএব। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। অর্কং। অর্চন্ত্যেভিরিত্যর্কা মন্ত্রাঃ। তৈরর্চনীয়তয়া তদাত্মক ইন্দ্রোঽপি লক্ষণয়ার্কঃ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা০ ৩।৩।১১৮। ইতি করণে ঘঃ। চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ। পা০ ৭।৩।৫২। ইতি চকারস্য কুত্বং। ককারঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। অর্কা মন্ত্রাএষাং সন্তীত্যর্কিণো হোতারঃ। একাক্ষরাৎ কৃতোজাতেঃ সপ্তম্যাং চ ন তৌ স্মৃতৌ। পা০ ৫।২।১১৫।২। ইতি কৃদন্তাদিনিঠনৌ যদ্যপি প্রতিষিদ্ধৌ তথাপ্যত্র ব্যত্যয়াদিনিঃ। প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। ব্রহ্মাণঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। শতক্রতো। নিঘাতঃ।

ভূতসমূহকে অর্চ্চনা করে অর্থাৎ রক্ষা করে। 'অর্ক' শব্দে বৃক্ষ (আকন্দ) অভিহিত হইয়া থাকে; যেহেতু কটু রসের দ্বারা সম্যক্ ব্যাপ্ত।

"গায়ন্তি"—এস্থলে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু এবং তিঙ্ বিভক্তির সার্ব্বধাতুক লকার-হেতু উভয়েরই অনুদাত্তস্বর হইয়াছে ও ধাতুস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গায়ত্র অর্থাৎ সাম, যে উদ্গাতৃসমূহের আছে, তাহারা" এই অর্থে "গায়ত্রিণঃ"—পদটী গায়ত্র শব্দের উত্তর "অত ইনিঠনৌ" সূত্রানুসারে (ইনি) প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর বলিয়া ই-কার উদাত্ত হইয়াছে। ভ্বাদিগণীয়, পূজার্থ অর্চ্চ-ধাতুতে উৎপন্ন "অর্চ্চন্তি"—পদটীতে, শপ্ প্রত্যয়ের অ-কার ও তিঙ্ বিভক্তিস্বর (পূর্ব্ববৎ) অনুদাত্ত হইয়াছে। (এখানেও) ধাতুস্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু (পদের আদিতে আছে বলিয়া) নিঘাতস্বর হয় নাই। "অর্কং"—এই পদটীতে, 'অর্চ্চনা করা যায়, ইহা দ্বারা' এইরূপ ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থে অর্ক শব্দে মন্ত্রসমূহকে বুঝাইতেছে। সেই মন্ত্রসমূহ-দ্বারা অর্চ্চনীয় বলিয়া লক্ষণা-দ্বারা অর্কশব্দে মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রকেও বুঝাইতেছে। "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" (পা০ ৩।৩।১১৮) এই সূত্রদ্বারা পূজার্থ অর্চ্চ ধাতুর করণবাচ্যে 'ঘ' (অ) প্রত্যয়ে "চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ" (পা০ ৭।৩।৫২) এই সূত্রানুসারে চ-কারের স্থানে 'কু' (ক) করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে "অর্কং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ক-কারটী প্রত্যয়-স্বর-হেতু উদাত্ত হইয়াছে। 'অর্কং অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ ইহাদের আছে' এই অর্থে "অর্কিণঃ" শব্দে হোতৃগণকে বুঝাইতেছে। "একাক্ষরাৎ কৃতোজাতেঃ সপ্তম্যাং চ ন তৌ স্মৃতৌ" (পা০ ৫।২।১১৫।২) এই নিয়মে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর যদিও 'ইনি' প্রত্যয় ও 'ঠন্' প্রত্যয় নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি এস্থলে ব্যত্যয়ে (পরিবর্ত্তে) ইনি (ইন্) প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার ইকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মাণঃ" এই পদটীর প্রাতিপদিক-স্বর-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শতক্রতো" পদের ও-কারের স্থানে 'অব্' আদেশ হইলে পর "লোপঃ শাকল্যস্য" (পা০ ৮।৩।১৯) সূত্রানুসারে ব-কারের লোপ হইয়া 'শতক্রত'

সংহিতায়ামবাদেশ লোপঃশাকল্যস্থ। পা০ ৮।৩।১৯। ইতি বকারলোপঃ। বংশশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। ইবেন সমাসে বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি স এব শিষ্যতে। যেমিরে। যমউপরমে। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—১০সূ—১ঋ)॥

* ° *

প্রথম (৯১) ঋকের বিশদার্থ।

কিবা সামগানে, কিবা ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে, কিবা অন্য কোনরূপ স্তোত্রে, যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা হউক না কেন, সে সকল অর্চ্চনাই সর্ব্বস্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়।[*]

হইয়াছে। এস্থলে নিঘাতস্বর হইয়াছে। 'বংশ' শব্দটী প্রাতিপদিকস্বর হেতু অন্তোদাত্ত। 'ইব" পদের সহিত সমাস হেতু বিভক্তির অলোপ হইয়াছে। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। উপরমার্থ যম্ ধাতু হইতে "যেমিরে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—১ঋ)॥

---

[*] আমরা বলি, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত অনুবাদ অন্যরূপ দেখিতে পাই; যথা—"হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে; নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।" ইহাতে দেবতার কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, বুঝিয়া দেখুন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের অর্থ লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিতণ্ডা দৃষ্ট হয়। সায়ণ 'ব্রহ্মাণঃ' শব্দে 'ব্রহ্ম প্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সে অর্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ ছিল না।' রমেশ দত্ত বলেন,—"ঋগ্বেদের ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি;" 'ব্রহ্মা' একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত-বিশেষ; 'ব্রহ্মাণঃ' অর্থে স্তুতিবাদক বা পুরোহিতগণ।...ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাণঃ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা,—

'Brahmani.'—Rosen. 'Pretres.'—Langlois.

'The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman by caste.'—Wilson.

'Betenden.'—Roth. 'Brahmanas.'—K. M. Banerjea.

"ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা,—রমানাথ সরস্বতী।"

ঋত্বিক্, হোতা, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নামে যাজ্ঞিকগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সে পরিচয় স্থানান্তরে প্রদান করা যাইবে। তবে এখানে সাধারণভাবে স্তোত্রপাঠক ব্রাহ্মণগণকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কেহ ইন্দ্রদেবতার পূজা করেন, কেহ বায়ুদেবতার পূজা করেন, কেহ অগ্নিদেবতার পূজা করেন; কেহ বা শিবের, কেহ বা ব্রহ্মার, কেহ বা বিষ্ণুর অর্চ্চনায় ব্রতী আছেন; আবার, কেহ বা দুর্গার, কেহ বা কালীর, কেহ বা জগদ্ধাত্রীর, কেহ বা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের অনেকের হৃদয়ে হয় তো ভেদ-ভাবও বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, ভগবান সর্ব্বদেবময়। যিনি যে দেবতারই পূজা-অর্চ্চনা করুন, সকল পূজা-অর্চ্চনাই তাঁহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ, এ ঋকে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, যে পথ দিয়াই হউক, অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইবে।

অধুনা নূতন নূতন যুক্তির অবতারণায় নূতন নূতন পথপ্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল যুক্তি যে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, তাহা কখনই মনে করিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্তের অবতারণার বিষয়টী বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত অনেকে, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, আমাদের প্রতিমা-পূজা প্রভৃতিকে নিষ্ফল হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। কেন-না, ঐ প্রতিমা-পূজার মধ্য দিয়াই প্রতিমার যিনি লক্ষ্যস্থল, তাঁহার নিকট পৌঁছান যায়। সমুদ্র যে কি, কখনও দেখি নাই; অথবা সমুদ্র যে কি, তাহা জানি না; কিন্তু যদি আমি জানি, এই নদীতেই সমুদ্রের রূপকণা আছে; আর এই নদীস্রোতের অনুগমন করিলেই সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে, তদনুরূপ কর্ম্মের ফলে, সমুদ্র-দর্শন বা সমুদ্রে মিলন আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া আসে না কি? এই জন্যই বলিতে হয়,—যাঁহার যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুন;—অগ্রসর হইতে হইতেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। এই জন্যই বলি, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতার অমূল্য বাণী জনে জনে স্মরণ করুন। একেবারে পর্ব্বত-লঙ্ঘন-আশা দুরাশা মাত্রে। অগ্রসর হউন—ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন।

এ ঋক্ বুঝাইয়া দিতেছেন,—'সংশয়ান্বিত হইও না; যেরূপে যে

প্রণালীতে হউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অর্চ্চনাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। ফলতঃ, যে মার্গানুসারীই হও, তুমি ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা কর।' (১ম—১০সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥২॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। সানোঃ। সানুং। আ। অরুহৎ। ভূরি। অস্পষ্ট। কর্ত্বং।
তৎ। ইন্দ্রঃ। অর্থং। চেততি। যূথেন। বৃষ্ণিঃ। এজতি ॥ ২ ॥

. . .

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদবস্থায়াং সাধক ইতি শেষঃ) 'সানোঃ সানুং' (উচ্চাবচং, স্তরাৎ স্তরং) 'আরুহৎ' (আরূঢ়বান্, আরোহণং করোতি, ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতীতি ভাবঃ) তদেব 'ভূরি' (প্রভূতং) 'কর্ত্বং' (কর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং) 'অস্পষ্ট' (স্পৃষ্টবান্, কর্ত্তুমারভতে); 'তৎ' (তদা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অর্থং' (ভক্তপ্রয়োজনং, সাধকস্য অভিপ্রেতং) 'চেততি' (জানাতি), অপিচ 'বৃষ্ণিঃ' (অভিলাষপূরকঃ স ভগবান্) 'যূথেন' (স্বদলেন, যথাপ্রয়োজনেন ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'এজতি' (আগচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি, অভীষ্টসিদ্ধিং করোতীতি ভাবঃ)। যদৈব সাধকং ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতি, তদা সৎকর্ম্মনিবহা অনুগচ্ছন্তি; ভগবানপি তৎপ্রয়োজনং জ্ঞাত্বা তস্যাভীষ্টং পূরয়তীতি ভাবঃ। (১ম—১০সূ—২ঋ)।

. . .

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যেমন ক্রমশঃ সাধন-মার্গে অগ্রসর হন (শনৈঃ শনৈঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন) ; তাঁহার (ইষ্টাপূর্ত্ত) কর্ম্মনিবহও সেইরূপ প্রভূতভাবে আরব্ধ হয় (ভগবানকে স্পর্শ করে—প্রাপ্ত হয়)। ভগবান্ তখন, সাধকের অভিপ্রায় ভক্তের (প্রয়োজন) বুঝিতে পারেন ; এবং বুঝিতে পারিয়া, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ তিনি, প্রয়োজনানুরূপঐশ্বর্য্যাদি-সহ সাধকের সমীপে উপস্থিত হন। (যেমন যেমন ক্রমশঃ সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হন, সৎকর্ম্মনিবহ তাঁহার অনুগমন করে ; ভগবানও তখন তাঁহার প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করেন) ॥ (১ম—১০সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্‌যদা সানোঃ সানুমারুহৎ। যজমানঃ সোমবল্লীসমিদাদ্যাহরণায়ৈকস্মাৎ পর্ব্বতভাগাদপরং পর্ব্বতভাগমারূঢ়বান্। তথা ভূরি প্রভূতং কর্ত্ত্ব কর্ম্ম সোমযাগরূপমস্পষ্ট। স্পৃষ্টবানুপক্রান্তবানিত্যর্থঃ। তত্তদানীমিন্দ্রোঽর্থং যজমানস্য প্রয়োজনং চেততি জানাতি। জ্ঞাত্বা চ বৃষ্টিঃ কামানাং বর্ষিতা সন্ যূথেন মরুদ্‌গণেন সহৈজতি। কম্পতে। স্বস্থানাৎ যজ্ঞভূমিমাগন্তুমুদ্‌যুক্ত ইত্যর্থঃ।

সানোঃ। ষণু দানে। সনোতি দদাতি নিবসতামবকাশমিতি সানুঃ। দৃসনিজনিচরিচটিরহিভ্যোঞুণ্। উ০ ১৩। ণিত্বাদুপধায়া বৃদ্ধিঃ। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বঞ্চ। অরুহৎ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে সময়ে যজমান সোমবল্লী এবং সমিদাদি আহরণ (সংগ্রহ) করিবার নিমিত্ত এক পর্ব্বতভাগ হইতে অপর পর্ব্বতভাগে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেই প্রকার সোমযাগরূপ বিপুলকর্ম্ম স্পর্শ করেন অর্থাৎ উপক্রম (অনুষ্ঠান) করেন, সেই সময়ে ইন্দ্রদেব যজমানের প্রয়োজন জানিতে পারেন এবং জানিতে পারিয়া (যজমানের) কামনা-সমূহের বর্ষণকারী মরুদ্‌গণের সহিত কম্পমান হয়েন অর্থাৎ স্বকীয় স্থান হইতে যজ্ঞভূমিতে আগমন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হয়েন।

"সানোঃ"—দানার্থ ষণু (ষণ্) ধাতুর উত্তর "নিবাস করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে অবকাশ দান করে যে" এই অর্থে "দৃসনিজনিচরিচটিরহিভ্যো ঞুণ্" (উ০ ১।৩) এই সূত্রদ্বারা ঞুণ্ প্রত্যয়ের, ণিত্বহেতু (ণ-কার থাকে না বলিয়া) উপধা (অন্তের সমীপবর্ত্তী) স্বরের বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ঞিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অরুহৎ"—'রুহ' ধাতুর উত্তর লঙের 'তিপ্' 'শপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধি অনিত্য' এই নিয়মবশতঃ লঘু উপধাস্বরের

রুহেলঙি তিপি শপি সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি লঘূপধগুণো ন ভবতি। লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ। সতি শিষ্টত্বাৎ সএবশিষ্যতে। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিষেধান্নিঘাতো ন ভবতি। ভূরি। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উ০ ৪।৬৬। কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অস্পষ্ট। স্পশবাধনস্পর্শনয়োঃ। স্বরিতঞিত ইত্যাত্মনেপদং। লঙঃ প্রথমপুরুষৈকবচনং ত। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। ব্রশ্চাদিষত্বষ্টুত্বে। পা০ ৮২৩৬।৮.৪।৪১। লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্ত ইত্যড়াগম উদাত্তঃ। স এব শিষ্যতে। অনুষঙ্গেণ যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ। কর্ত্বং। ডুকৃঞ্করণে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা০ ৩।২।৭৫। ইতিবিচ্। গুণোরপরত্বং। বিচঃ সর্ব্বাপহারী লোপঃ। করো ভাবঃ কর্ত্বং। অর্থং। অর্ত্তে রুষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্। উ০ ২।৪। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। যূথেন। তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ উ০ ২।১২। ইতি থক্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। বৃষ্ণিঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ সৃবৃষিভ্যাং কিৎ। উ০ ৪।৫০। ইতি নিপ্রত্যয়ান্তঃ।

গুণ হয় নাই। "লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ" সূত্রানুসারে অট্ আগম এবং ঐ অট্ আগমের অ-কার উদাত্ত হইয়াছে। সতি-শিষ্টত্ব-হেতু সেই (উদাত্ত) স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" সূত্রানুসারে নিষেধবশতঃ নিঘাত-স্বর হয় নাই। "ভূরি" এই পদটী, (ভূ ধাতুর উত্তর) "আদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্" (উ০ ৪।৬৬) সূত্রানুসারে ক্রিন্ (রি) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ('ক্রিন্' প্রত্যয়ের) কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব, এবং নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্পষ্ট" এই পদটী, বাধন ও স্পর্শন অর্থবিশিষ্ট 'স্পশ' ধাতুর উত্তর "স্বরিতঞিতঃ" ইত্যাদি সূত্রানুসারে আত্মনেপদ, লঙ্বিভক্তির প্রথমপুরুষের একবচন 'ত' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শপের লোপ, ব্রশ্চাদিত্বহেতু (পা০ ৮।২.৩৬) শ-কার স্থানে ষ-কার, এবং পাণিনির (৮ ৪।৪১) সূত্রানুসারে 'ষ্টুত্ব' অর্থাৎ ষ-এর পর যে ত-কার তাহার স্থানে ট-কার হইয়াছে। "লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বড়ুদাত্তঃ" সূত্র দ্বারা অট্ (অ) আগম ও উক্ত আগম উদাত্ত হইয়া সেই উদাত্তস্বরই অবশিষ্ট আছে। অনুষঙ্গ অর্থাৎ অন্বয়ে 'যৎ' শব্দের যোগহেতু নিঘাত-স্বরের অভাব হইয়াছে। "কর্ত্বং" এই পদটী, করণার্থ ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" (পা০ ৩।২।৭৫) এই সূত্রানুসারে বিচ্ প্রত্যয় করিয়া এস্থলে ঋএর গুণে 'অ' এবং রপরত্ব অর্থাৎ পরে র-আগম হইয়া "বিচঃ সর্ব্বপহারী লোপঃ" নিয়মানুসারে সমস্ত 'বিচ্' প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। অনন্তর "কর্-এর ভাব" এই অর্থে 'ত্ব' প্রত্যয় হইয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অর্থাং' এই পদটি গত্যর্থ ঋ ধাতুর উত্তর "উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্" (উ০ ২'৪) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে থন্ (থ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। থন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যূথেন" এই পদটি "তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ" (উ০ ২।১২) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে (মিশ্রণার্থ যূ ধাতুর উত্তর) থক্ (থ) প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "বৃষ্ণিঃ" পদটী, 'নি প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "সৃবৃষিভ্যাং কিৎ" (উ০ ৪ ৫০) সূত্রদ্বারা নি- প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিপ্রত্যয়ের কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব

কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। এজতি। এজৃকম্পনে। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—১০সূ—২ঋ)॥

⁂

দ্বিতীয় (৯২) ঋকের বিশদার্থ।

বিহঙ্গম বৃক্ষশাখায় বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। সে স্বর শ্রবণে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বৈষ্ণব শুনিতেছেন—পাখী গাহিতেছে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।' শৈব শুনিতেছেন—পাখী 'শিব শিব' বলিতেছে। শাক্ত পাখীর স্বরে 'কালী তারা দুর্গা' নাম শুনিতেছেন। মৌলবীর কর্ণে 'আল্লা আল্লা' ধ্বনি, নানকপন্থীর কর্ণে 'গুরু' নাম—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ পাখীর গানে বিভিন্ন স্বর শুনিতেছেন। আবার ধর্ম্মের ধার যাঁহারা ধারেন না, অথবা যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহাদের কর্ণে ঐ স্বরই আর এক ভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

শব্দ ব্রহ্ম-ময় বেদ-বাক্যের ভাবগ্রহণ-সম্বন্ধেও সংসারে সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথ দিয়া সেই ভাবেই বেদরূপ মহাসমুদ্রের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যা নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অতএব, গভীর ভাবপূর্ণ এই যে একটী ঋক্, ইহার অর্থ লইয়া কত প্রহেলিকারই উদ্ভব হইয়াছে!

সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণে, অধিকন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া, অধুনা ঋক্‌টির যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমরা প্রথমে

হইয়াছে। প্রত্যয় স্বর-বশতঃ ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "এজতি" এই পদটী, কম্পন-অর্থবিশিষ্ট এজৃ (এজ্) ধাতুর উত্তর লট্-এর পরস্মৈপদের প্রথমপুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—২ঋ)॥

⁂

তাহারই আভাষ দিতেছি। তার পর, কি সূত্রে কোন্ অর্থ আসিয়াছে, একটু পরিচয় দিয়া, আমরা যে অর্থ সঙ্গত মনে করি, নির্দ্দেশ করিব।

সাধারণতঃ এই ঋকের অর্থ করা হয়,—‘যে সময়ে যজমানেরা সোম-রস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সোমলতা ও সমিধ্ প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের শিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ (পরিভ্রমণ) করেন, তখন তাঁহারা যে সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া, অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্রদেব, মরুদাদি সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ, তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন।’ ফলতঃ, ইন্দ্রদেব সোমরস মাদক-দ্রব্যের এতই ভক্ত যে, সোমলতা-প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্যোগ দেখিয়াই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ হন।

ঋকৃটির এই যে অর্থ অধুনা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ—ঋকের দুই তিনটি শব্দের উপর ব্যাখ্যাকারিগণের সংস্কারানুরূপ দৃষ্টির প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথম—‘সানোঃ সানুং’; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ ‘সানোঃ সানুং’ দেখিয়া, তাঁহারা স্থির করিলেন, —‘এই দুই শব্দে সোমলতা অন্বেষণার্থ পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ (আরোহণ) অর্থই আসিতেছে।’ তার পর, ‘কত্ব´ং,’ শব্দে যখন ‘কর্ম্ম’ বুঝায়, তখন উহা সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম নিশ্চয়ই। এই হইতেই স্থির হইল,—‘যজমানগণ যখন সোমলতা সংগ্রহ করিবার জন্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করেন’, ইত্যাদি। আপনার সংস্কারকে বা কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ঋকৃটির সহিত কতগুলি অবান্তর বিষয়ের সমাবেশ করা হইল, বুঝিয়া দেখুন! তবে যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি-উন্মেষের জন্য যখন কোনরূপ যজ্ঞ-কর্ম্মের সঙ্গে ইহার সংশ্রব রক্ষা করা হইয়াছিল, তখন যে একেবারেই তাহার সার্থকতা ছিল না, তাহা মনে করি না। কেন-না, যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, যাজ্ঞিক আপনিই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অনধিকারিজন বেদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্রূপের ছলে উহার মধ্যে যে সকল ভাবের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিতান্তই চিত্তে ব্যথা প্রদান করে।

যখন ঊর্দ্ধে উচ্চস্তরে আরোহণের ভাবমূলক ‘আরুহৎ’ ক্রিয়াপদ রহিয়াছে, তখন ‘সানোঃ সানুং’ পদদ্বয়ে শিখরের উপর শিখরে চূড়ার

উপর চূড়ায় পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে আরোহণের—ভগবৎ সন্নিধানে অগ্রসর হওয়ার (উদ্গমনের) ভাবই উপলব্ধ হয়। যদি পর্ব্বতে পর্ব্বতে সোমলতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে 'আরুহৎ' ক্রিয়াপদ না থাকিয়া নিম্নোচ্চ শৃঙ্গে গতাগতিমূলক কোনরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সঙ্গত হইত। অপিচ, সোমলতা-সংগ্রহের জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট-স্থান-যজ্ঞক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনরায় নিম্নদেশে অবতরণও আবশ্যক হইয়া পড়িত। কিন্তু এখানে সে ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। সুতরাং সাধকের ঊর্দ্ধে আরোহণ—ভগবৎসন্নিধানে উদ্গমন—এইরূপ অর্থই সমীচীন ও সুসঙ্গত। বিশেষতঃ, যখন সোমলতার বা সোমযাগের উল্লেখ পর্য্যন্ত এখানে নাই, তখন কেন সে অর্থ টানিয়া আনিতে যাই? 'কর্ত্বং' (কর্ম্ম) বলিতেই বা সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম কোথায় পাই? যে কর্ম্ম সংসংশ্রবযুক্ত, যে কর্ম্ম জনহিতসাধক, আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি, সেই কর্ম্মই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মই ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করে, সেই কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। সুতরাং সোমযাগ অর্থ টানিয়া না আনিয়া সাধারণভাবে জনহিতসাধক ইষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মাদিই 'কর্ত্বং' শব্দে বুঝাইতেছে, ইহাই আমরা মনে করি। যথানুষ্ঠিত ইষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। সেই জন্যই ঋকে 'অস্পষ্ট' ক্রিয়াপদ দেখিতে পাই। 'যূথেন' শব্দেই বা মরুদ্গণকে বুঝাইতেছে; আর কেন মনে করিব? এক বলিতে পারি, সর্ব্বদেবকে বুঝাইতেছে। আর বলিতে পারি, ভগবান-নামের সার্থকতা-সূচক তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যকে বুঝাইতেছে। 'ভগ' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'বৎ' প্রত্যয়ে 'ভগবৎ' পদ সিদ্ধ। কিন্তু 'ভগ' শব্দের তাৎপর্য্যে আমরা কি বুঝি?

'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥'

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী (সৌভাগ্য) জ্ঞান, বৈরাগ্য—তাঁহাতে এই ষড়্বিধ বিভূতির বিদ্যমানতা-হেতু তাঁহার নাম ভগবান; তাঁহার 'যূথ' বা শ্রেণী বলিতে ঐ সকলকেই বুঝায় না কি? "আমি" বলিতে, আমরা কি বুঝি? বুঝি না কি—আমার এই অস্থিমাংসমেদমজ্জাসমষ্টিভূত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত লইয়াই 'আমি'! সেইরূপ ঐ ষড়ৈশ্বর্য্য সমষ্টিই ভগবত্ত্ব।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের বিভিন্নরূপ প্রার্থনা থাকে। তদনুসারে, 'বৃষ্ণিঃ' অভীষ্টপূরক তিনি, সকলের সকল প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় লইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে সকল প্রার্থনার সকল সামগ্রীই বর্ত্তমান। ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ।

তিনি মহান্, আমি ক্ষুদ্র; তিনি অনন্ত জলধি, আমি বারিবিন্দু। আমি কি কখনও তাঁহার সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে পারি? তাঁহার অনুসরণ পণ্ডশ্রম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার আশা—দুরাশা মাত্র। এই মনে করিয়া, অনেক সময় মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এ ঋক্ মানুষের সেই হৃতাশে আশার সঞ্চার করিতেছে; বলিতেছে,—'কেন হতাশ হও? একটু একটু অগ্রসর হইতে আরম্ভ কর দেখি। তাঁহার করুণার ধারা সম্মুখেই স্বতঃ-প্রবাহিত দেখিতে পাইবে। সাধন-মার্গে ক্রমশঃ যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, ততই তোমার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়িবে, ততই তিনি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, ততই তোমার সিদ্ধিলাভের উপযোগী ঐশ্বর্য্যাদি লইয়া তিনি তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সাধকের অভীষ্ট পূরণ জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত রহিয়াছেন। শঙ্কা করিও না, সন্দেহ করিও না, মনে সংশয় আনিও না। সাধনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে।' (১ম—১০সূ—২ঋ)।

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণঃ।

যুক্ষ্ব। হি। কেশিনা। হরীইতি। বৃষণা। কক্ষ্যঽপ্রা।
অথ। নঃ। ইন্দ্র। সোমঽপাঃ। গিরাং। উপঽশ্রুতিং। চর॥ ৩॥

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (সোমপায়িন্, ভক্তাধীন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মাকং চতুর্ব্বর্গসাধনার্থং) 'কেশিনা' (কেশিনৌ, ঐশীশক্তিসম্পন্নৌ) 'বৃষণৌ, অভীষ্টবর্ষণশীলৌ) 'কক্ষ্যপ্রা' (কক্ষ্যপ্রৌ, সমকক্ষ্যসাধকৌ) 'হরী' (পাপতমোহারকৌ, জ্ঞানভক্তিরূপৌ দিব্যকিরণৌ) 'যুক্ষ্ব হি' (সর্ব্বথা সংযোজয়, অস্মাকং হৃদি স্থাপয়); 'অথা' (অনন্তরং) 'গিরাং' (স্তুতীনাং) 'শ্রুতিং' (শব্দমুদ্দিশ্য) 'উপ' (সমীপে) 'চর' (ভ্রাম্য বিচরণং কুরু) অনয়া ঋচা উদ্গমনশীলসাধকাঃ জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ প্রার্থয়ন্তে; যতস্তে এব অভীষ্টফলদাত্রৌ। ১ম—১০সূ—৩ঋ।

∴

বঙ্গানুবাদ।

হে ভক্তাধীন ভগবন্! আপনি আমাদের চতুর্ব্বর্গফলসাধনের নিমিত্ত, ঐশীশক্তিসম্পন্ন, অভীষ্টবর্ষণশীল, তুল্যতাসাধক, পাপ-তমোনাশী জ্ঞান-ভক্তিরূপ দিব্যজ্যোতিঃ (হরিদ্বয়) আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমীপে (শব্দব্রহ্মরূপে) বিচরণ করুন (সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুন)। (এই ঋকে ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানের ও ভক্তির প্রার্থনা করিতেছেন কেন-না, ঐ উভয়ই অভীষ্টফল প্রদান করে।) (১ম—১০সূ—৩ঋ)।

∴

সায়ণভাষ্যং।

হে সোমপাঃ সোমপানযুক্তেন্দ্র হরী ত্বদীয়াবশ্বৌ যুক্ষ্ব হি। সর্ব্বথা সংযোজয়। অথানন্তরং নোঽস্মদীয়ানাং গিরাং স্তুতীনামুপশ্রুতিং সমীপে শ্রবণবৃদ্ধিশ্চ চর। তৎপ্রদেশং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সোমপানযুক্ত ইন্দ্রদেব! (আপনি) আপনার (রথে) অশ্বযুগলকে সর্ব্বথা সম্যক্-রূপে যোজনা করুন। অনন্তর আমাদিগের স্তুতিসমূহের সমীপে শ্রবণোদ্দেশে তৎপ্রদেশে

গচ্ছ। কীদৃশৌ হরী। কেশিনা। স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমানকেশযুক্তৌ। বৃষণা সেচনসমর্থৌ যুবানৌ। কক্ষ্যপ্রা। অশ্বস্যোদরবন্ধনরজ্জুঃ কক্ষ্যঃ। তস্য পূরকৌ পুষ্টাঙ্গাবিত্যর্থঃ ॥

যুক্ষ্ব। শ্নসো লোপশ্ছন্দসঃ। সতি শিষ্টত্বেন প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। দ্ব্যচোতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং। কেশিনা। প্রশস্তাঃ কেশা অনয়োঃ সন্তীতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা দ্বিবচনস্যাকারাদেশঃ। বৃষণা। পৃষুবৃষুমৃষুসেচনে। কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ। উ০ ১।১৫৫। ইতি কনিন্। ঞ্নিত্যাদিনিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তঃ। বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে। পা০ ৬।৪।৯। ইত্যুপধায়াঃ পক্ষে দীর্ঘাভাবঃ। পূর্ব্ববদাকারঃ। কক্ষ্যপ্রা। কক্ষয়োর্ভবং কক্ষ্যং সূত্রং। তৎ প্রাতঃ পূরয়তঃ পুষ্টত্বাদিতি কক্ষ্যপ্রৌ। প্রাপূরণে। আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা০ ৩।২।৩। ইতি কপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। আকারঃ পূর্ব্ববৎ। অথ। নিপাতস্যেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। নঃ। অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যনুবৃত্তৌ বহুবচনস্য বস্নসাবিতি নসাদেশোঽনুদাত্তঃ। ইন্দ্রঃ

গমন করুন। আপনার অশ্বদ্বয় কিরূপ? "কেশিনৌ" অর্থাৎ স্কন্ধদেশে লম্বমান কেশযুক্ত। "বৃষণা" অর্থাৎ যুবাবয়স্ক, অশ্বের উদরবন্ধন রজ্জুর নাম কক্ষ্য—তাহার পূরক অর্থাৎ পরিপুষ্টাবয়ববিশিষ্ট।

"যুক্ষ্বা" এই পদটীতে ছান্দসহেতু 'শ্নম্' এর লোপ হইয়াছে। এস্থলে সতিশিষ্টত্ব হেতু প্রত্যয়স্বর (উদাত্তস্বর) অবশিষ্ট হইয়াছে এবং "দ্ব্যচোতস্তিঙঃ" সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ (যুক্ষ্ব স্থলে যুক্ষ্বা) হইয়াছে। "কেশিনা" এই পদটী, 'প্রশস্ত কেশ এই অশ্বদ্বয়ের আছে' এই অর্থে মত্বর্থীয় ইনি (ইন্) প্রত্যয় হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "সুপাংসুলুক্" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচন স্থানে ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। "বৃষণা"—এই পদটী সেচনার্থ বৃষু (বৃষ) ধাতুর উত্তর "কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ" (উ০ ১।১৫৫) এই সূত্র-দ্বারা 'কনিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" সূত্রানুসারে ইহার উদাত্ত হইয়াছে। "বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে" (পা০ ৬.৪।৯) এই সূত্রানুসারে উপধাস্বরের বিকল্পে দীর্ঘ বিধান থাকায় এ পক্ষে দীর্ঘ হয় নাই। দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচন স্থানে পূর্ব্ববৎ আকার আদেশ হইয়াছে। "কক্ষ্যপ্রা" এই পদটী, 'যাহা কক্ষদ্বয় হইতে হয়, তাহাকে কক্ষ্য অর্থাৎ সূত্র কহে'। সেই কক্ষ্যকে পুষ্টত্বহেতু পূরণ করে যে অশ্বদ্বয়, এই অর্থে 'কক্ষ্য' উপপদ পূর্ব্বক পূরণার্থ 'প্রা' ধাতুর উত্তর "আতোঽনুপসর্গেকঃ" (পা০ ৩।২।৩) এই সূত্র দ্বারা ক প্রত্যয় হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত-পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ার দ্বিবচন স্থানে পূর্ব্ববৎ আকারাদেশ হইয়াছে। 'অথ' এই পদটীর "নিপাতস্য" এই সূত্রানুসারে সংহিতাতে (অন্তস্বর) দীর্ঘ হইয়াছে। "নঃ" এই পদটী, "অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "বহুবচনস্য বস্নসৌ" সূত্রানুসারে (অস্মদ্ শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন স্থানে) 'নস্' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটীতে অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "ইন্দ্র" এবং সোমপাঃ এই সম্বোধন পদদ্বয়ের "আমন্ত্রিতস্যচ" এই

সোমপাঃ। উভাবামন্ত্রিতস্থচেতি সর্ব্বানুদাত্তৌ। গিরাং। সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিরিতি বিভক্তিরুদাত্তা। উপশব্দো নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। শ্রুতিশব্দেন প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তাদৌচনিতিকৃত্যতৌ। পা০ ৬।২।৫৫। ইতি তুবর্জ্জিততাদিপরত্বাদ্গতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ। চর। নিঘাতঃ॥ (১ম—১০সূ—৩ঋ)॥

⁂

তৃতীয় (৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

আবার সেই সমস্যা! আবার সেই 'হরী'! আবার সেই অশ্বদ্বয়ের কল্পনা! আবার সেই ইন্দ্রের রথে অশ্বদ্বয় যোজনা!

তৃতীয়ৈন্দ্র-সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে) এই 'হরী' সমস্যার সমাধান-পক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এখানে আমাদের সেই মন্তব্যই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। পরন্তু সেখানে যেমন কয়েকটী বিশেষণ দেখিয়া 'হরী' যে কিরূপ অশ্বদ্বয়, তাহা প্রতীত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ বিশেষণ দ্বারাই তাহাদের স্বরূপ ব্যক্ত হইতেছে।

অথচ, এ ঋকৃটিতে সেই ইন্দ্রের রথে অশ্বযোজনের কল্পনা প্রায় প্রতি ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাতেই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। যে কয়েকটি বিশেষণের সাহায্যে জ্ঞান-ভক্তির দিব্যকিরণ-রূপ হরিদ্বয় অর্থ-সঙ্গত হয়, সেই কয়েকটী বিশেষণেই কিরূপ দূর-কল্পনার সাহায্যে ইন্দ্রের রথে অশ্বযোজন রূপ ভাবের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। তদ্দ্বারা আমাদের অর্থের সঙ্গতি-অসঙ্গতি উপলব্ধ হইবে।

একটি বিশেষণ—'কেশিনা'। যাঁহারা 'হরী' শব্দে অশ্বদ্বয় বুঝেন, তাঁহারা ঐ শব্দে 'কেশরবিশিষ্ট' ভাব পরিগ্রহ করেন; এবং 'বৃষণা'

সূত্রানুসারে সমস্ত স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে। "গিরাং" এই পদটীর বিভক্তিস্বর "সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্ব্বিভক্তিঃ" এই সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। "উপ" শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া আদ্যুদাত্ত। উক্ত উপ শব্দের 'শ্রুতি' শব্দের সহিত প্রাদিসমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হইলে "তাদৌ চ নিতিকৃত্যতৌ" এই সূত্রানুসারে তু বর্জ্জিত তাদি প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া গতি-সংজ্ঞা হেতু প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "চর" এই পদটীর নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ ১ম—১০সু—৩ঋ)॥

⁂

শব্দে 'যৌবনসম্পন্ন' ও 'কক্ষ্যপ্রা' শব্দে উদরবন্ধনরজ্জুর প্রসার-হেতু 'পুষ্টাঙ্গ' অর্থ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ঐ সকল শব্দ সম্পূর্ণ অন্যভাবপ্রকাশক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কেশী শব্দে অনন্তসলিলশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুকে বুঝায়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের কামনা আছে, সেখানে ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানের বিভূতির ভাবই অন্তরে প্রতিভাত হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা,—তিনি আমার প্রার্থনা শ্রবণের জন্য আসুন। সে ক্ষেত্রে তাঁহার অশ্বের কেশর আছে কি না, সে নবযৌবন-সম্পন্ন কি না, এ সব দেখিবার আবশ্যক করে না। যিনি বাহনের রূপ দেখিয়াই বিহ্বল হন, তদারূঢ় দেবতাকে তিনি দেখিতে পান না। 'বৃষণা' শব্দে 'বর্ষণশীল' অর্থই সমীচীন। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ উহাতে 'যুবা' অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন। কত দূর কষ্টকল্পনার সাহায্যে ঐরূপ সকল অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এক 'কক্ষ্যপ্রা' শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে। 'কক্ষ্য' শব্দের অর্থ 'তুল্যতা'; সেই তুল্যতাকে পুরণ করে অর্থাৎ প্রদান করে যাহারা, তাহারই 'কক্ষ্যপ্রা'। এস্থলে, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দার্থ করিতে গেলে, অতি সহজেই 'সমকক্ষ্যসাধক' ভাব আসিতে পারে। কিন্তু ঐ শব্দে অশ্বের পুষ্টাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ব্যাখ্যাকারগণ "কক্ষ্যা" শব্দে উদর-বন্ধন-রজ্জু এবং তাহার পূরক অত এব 'পুষ্টাঙ্গ' অর্থে 'কক্ষ্যপ্রা' শব্দ ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক 'কক্ষ্যা' শব্দে উদর-বন্ধন-রজ্জু কোথা হইতে আসিল? কক্ষে অর্থাৎ বাহু-মূলে (বগলে) থাকে যাহা, তাহাই কক্ষ্যা। অশ্বের বাহুমূলে রজ্জু থাকে, এই হেতু ঋকের 'কক্ষ্য' শব্দ হইতে উদর-বন্ধন-রজ্জুর পূরক (ভাবে—পুষ্টাঙ্গ) অর্থ সিদ্ধ করা হইয়াছে। কি হইতে কি ভাবে কি সামগ্রী দাঁড়াইয়াছে, একটু প্রণিধান করিলে, মনীষিমাত্রেই স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন। এইরূপে, সকল দিক 'সামালোচনা করিলে, সিদ্ধান্ত হয়, এ ঋকে ভক্তাধীন ভগবানের নিকট জ্ঞানভক্তি লাভেরই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—সাধকের হৃদয়ে, জ্ঞানভক্তির উদয় হইলে, ভগবান্ আর দূরে থাকিতে পারেন না; তিনি তখন সাধকের স্তুতিমন্ত্র মধ্যেই বিরাজমান হন।' (১ম ১০সূ—৩ঋ)।

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

বিশেষবিনিযোগস্তু যত্র শ্রৌতো ন সূচিতঃ। স্মার্ত্তং তত্র বিজানীয়াদৃগ্বিধানাদিসূত্রতঃ। এহি স্তোমানিত্যেষা সূত্রেঽবিশেষাকারেণ বিনিযুক্তা। সাধারণবিনিয়োগস্তু ব্রহ্মযজ্ঞাদৌ সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ঃ। তামেতাং সূক্তগতাং চতুর্থীমৃচমাহ।

∴

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

এহি॒ স্তো॑মাঁ অ॒ভি স্ব॑রা॒ভি গৃ॑ণী॒হ্যারু॑ব।
ব্র॑হ্ম চ নো বসো॒ সচেন্দ্র॑ য॒জ্ঞং চ॑ বর্দ্ধয় ॥ ৪ ॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ই॒হি॒। স্তো॑মান্। অ॒ভি। স্ব॒র॒। অ॒ভি। গৃ॒ণী॒হি॒। আ। রু॒ব॒।
ব্র॑হ্ম। চ॒। ন॒ঃ। ব॒সো॒ই॑তি। সচা॑। ইন্দ্র। য॒জ্ঞং॑ চ। ব॒র্দ্ধ॒য়॒ ॥ ৪ ॥

∴

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

যে স্থলে শ্রৌতসূত্রে ইহার বিনিয়োগ সূচিত হয় নাই, সে স্থলে ঋগ্বিধানাদি সূত্র হইতে স্মার্ত্ত-কর্ম্মে বিনিয়োগ জানিতে হইবে। ‘এহি স্তোমান্’ এই ঋকটী উক্ত শ্রৌতসূত্রে বিশেষাকারে বিনিযুক্ত হয় নাই। (ইহার) সাধারণ-বিনিযোগ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি সকলস্থানে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সেই সূক্তগত চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (ভক্তানাং আশ্রয়স্থান) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'এহি' (আগচ্ছ—হৃদি কর্ম্মণি বা) ; 'স্তোমান্' (সামগপ্রযুক্তান্ স্তোত্রাণি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'স্বর' (শব্দং কুরু, আনন্দিতো ভবেতি শেষঃ) ; 'অভি' (ঋত্বিজোচ্চারিতং ঋঙ্মন্ত্রং অভিলক্ষ্য) 'গৃণীহি' (হর্ষ-সূচকং শব্দং কুরু) ; 'আ' (সমন্তাৎ) 'রুব' (শব্দং কুরু, আনন্দং প্রকাশয়—অধ্বর্য্যূচ্চারিতং যজুর্ম্মন্ত্রং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'ব্রহ্ম চ' (মন্ত্রং চ) 'যজ্ঞং চ' (যাগাদিরূপং কর্ম্ম চ) 'সচা' (যুগপৎ) 'বর্দ্ধয়' (বৃদ্ধিং প্রাপয়, সিদ্ধিযুক্তং কুরু) । প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্ ! ঋক্‌সামযজুর্ম্মন্ত্রৈঃ হর্ষান্বিতঃ সন্ অস্মাকং মন্ত্রং যাগাদিকর্ম্ম চ যুগপৎ সুসিদ্ধং কুরু। (১ম—১০ম—৪ঋ) ।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

ভক্তজনাশ্রয় হে ভগবন্ ! আপনি (আমাদিগের কর্ম্মে বা হৃদয়ে) আগমন করুন ; সামগায়িগণের সামগান শ্রবণে আনন্দ প্রাকাশ করুন (আনন্দিত হউন) ; ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারী ঋত্বিক্‌গণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্রে হর্ষ প্রকাশ করুন (হৃষ্ট হউন) ; যজুর্ম্মন্ত্রোচ্চারণকারী অধ্যর্য্যূগণের উচ্চারিত যজুর্ম্মন্ত্রে সন্তোষ প্রকাশ করুন (সন্তুষ্ট হউন) ; আমাদের সকলের মন্ত্র ও যজ্ঞ যুগপৎ সিদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব ;—হে ভগবন্ ! ঋক্-সাম-যজুর্ম্মন্ত্রে হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন)। (১ম—১০ম—৪ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে বসো নিবাসকারণীভূতেন্দ্র। এহি অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। আগত্য চ স্তোমানুদ্‌গাতৃ-প্রযুক্তানি স্তোত্রাণ্যভিস্বর। অভিলক্ষ্য প্রশংসারূপং শব্দং কুরু। তথাঽধ্বর্য্যবমভিলক্ষ্য গৃণীহি। শব্দং কুরু। তথা হোতৃপ্রযুক্তানি শস্ত্রাণ্যালক্ষ্য রুব। শব্দং কুরু। পরিতোষেণ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে নিবাসের কারণীভূত ইন্দ্রদেব ! আপনি এই কর্ম্মে আগমন করুন। আগমন করিয়া (সামবেদীয়) উদ্‌গাতৃনামক ঋত্বিকসমূহ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত স্তোত্র সমূহকে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসারূপ শব্দ করুন। সেইরূপ (যজুর্ব্বেদীয়) অধ্বর্য্যূনামক ঋত্বিক প্রযুক্ত (যজ্ঞ) লক্ষ্য করিয়া প্রশংসারূপ শব্দ করুন। তদ্রূপ (ঋগ্বেদীয়) হোতৃ প্রযুক্ত স্তোত্রসমূহকে লক্ষ্য করিয়া প্রশংসাস্বরূপ শব্দ করুন। অর্থাৎ পরিতোষ-সহকারে সকল ঋত্বিক্‌কেই

সর্ব্বানৃত্বিজঃ প্রশংসেত্যর্থঃ। তত উর্দ্ধং নোঽস্মাকং ব্রহ্ম চান্নং চ যজ্ঞং চানুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম চ সচা সহ বর্দ্ধয়। সাঙ্গত্বসম্পাদনেন যজ্ঞং বর্দ্ধয়িত্বা তৎফলমন্নং চ প্রবৃদ্ধং কুরু। অন্ধ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশত্যন্ননামসু ব্রহ্ম বর্চ ইতি পঠিতং।

ইহি। ইণ্ গতৌ। সেহিঃ। হেরপিত্বেন ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিঘাতঃ। আঙা সহ গুণ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। স্তোমান্। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উত্তরপদেন সংহিতায়াং নকারস্য দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি রুত্বং। আতোঽটিনিত্যমিত্যাকারস্যানুনাসিকঃ। ভোভগোঅঘোঅপূর্ব্বস্য যোঽশীতি যত্বং। তস্য লোপঃ শাকল্যস্যেতি লোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বাৎ স্বরসন্ধির্নভবতি। অভি। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। স্বর। স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ। নিঘাতঃ। অভি গতং। গৃণীহি। গৄ শব্দে। সেহ্যপিচ্চেতি হিঃ। ক্র্যাদিভ্যঃশ্না। ঈহল্যঘোঃ। পা০ ৬।৪।১১৩। ইতীত্বং। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। পা০ ৭।৩।৮০। ইত্যুকারস্য।

প্রশংসা করুন। তাহার পর আমাদিগের ব্রহ্ম অর্থাৎ অন্ন এবং অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকর্ম্ম যুগপৎ বর্দ্ধিত করুন। সাঙ্গত্বসম্পাদনের দ্বারা যজ্ঞকে বর্দ্ধিত করিয়া তাহার (যজ্ঞের) ফল এবং অন্ন প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি করুন। "অন্ধ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক অন্ন-নামের মধ্যে "ব্রহ্ম" "বর্চ্চ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"ইহি" এই পদটী, গত্যর্থ ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর লোট বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচন 'সি' এর স্থানে হি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হি' প্রত্যয়ের পিত্বের অভাব বশতঃ ঙিত্ব-হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। এস্থলে নিঘাতস্বর হইয়াছে। (অনন্তর) 'আঙ্' এর সহিত গুণ হইয়া ('আঙ্' এর আ-কারে 'ইহি'র ই-কারে এ-কার হইয়া) এই সূত্রানুসারে (উক্ত এ-কার) উদাত্ত হইয়াছে। "স্তোমান্" এই পদটী, 'স্তু' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্তুসু" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'মন্' (ম) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী পদের সহিত সংহিতাতে ন-কারের স্থানে "দীর্ঘ দটি সমানপাদে" এই সূত্রানুসারে রুত্ব হইয়াছে। "অতোঽটিনিত্যং" এই সূত্রদ্বারা আকারের অনুনাসিক হইয়া "ভোভগো অঘো অপূর্ব্বস্য যোঽশি" এই সূত্রানুসারে (উক্ত রু এর স্থানে) য-কার এবং "লোপঃ শাকল্যস্য" সূত্রানুসারে সেই য-এর লোপ হইয়াছে। য-লোপের অসিদ্ধত্ব হেতু স্বরসন্ধি হয় নাই। "এবাদিনামন্তঃ" সূত্রানুসারে "অভি" পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্বর" এই পদটী শব্দ ও উপতাপার্থ স্বৃ ধাতুর উত্তর লোটবিভক্তির পরস্মৈপদ মধ্যমপুরুষের একবচন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "অভি" এই পদটির সাধন ও স্বর প্রণালী পূর্ব্ববর্ত্তী 'অভি' পদের ন্যায়। "গৃণীহি" এই পদটী, শব্দার্থ গৄ ধাতুর উত্তর লোটের 'সি' প্রত্যয়ের স্থানে "সেহ্যপিচ্চ" সূত্রানুসারে 'হি' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" এই সূত্রদ্বারা 'শ্না'-(না) আগম হইয়া "ঈহল্যঘোঃ" (পা০ ৬ ৪।১১৩) এই সূত্রানুসারে 'শ্না' এর 'আ'কার স্থানে 'ঈ'কার এবং "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" (পা০ ৭.৩।৮০) এই সূত্রদ্বারা

ঋকারঃ। ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং। পা০ ৮।৪।১১। ণত্বং। তিঙ্ঙতিঙ ইতিনিঘাতঃ। রুব। রুশব্দে। সের্হ্যপিচ্চ। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। তস্য ঙিত্বেন গুণাভাবাদুবঙাদেশঃ। অতোহেরিতি হের্লুক। তিঙ্ঙতিঙইতি নিঘাতঃ। ব্রহ্ম। তৃহিব্রীহিবৃদ্ধৌ। মনিন্নিত্যনুবৃত্তৌ বৃংহেরম্ নলোপশ্চ। উ০ ৪।১৪৭। ইতি মনিন্। তৎসন্নিযোগেন নলোপঃ। অমাগমশ্চ। মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ। পা০ ১।১।৪৭। ইত্যকারাৎপরঃ। যণাদেশঃ। মনিনো-নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বসো। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। যজ্ঞং। যজযাচ। পা০ ৩।৩।৯০। ইত্যাদিনা নঙ্। প্রত্যয়স্বরঃ। বর্দ্ধয়। নিঘাতঃ। অত্র চকারদ্বয়শ্রবণাদিয়মেব তিঙ্‌বিভক্তিঃ পূর্ব্ববাক্যেষ্বনুষজ্যতে। অতোঽনুষক্তৈব প্রথমা নশ্রূয়তেতি শ্রুতায়াশ্চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিঘাতনিষেধো ন ভবতি॥ (১ম—১০—৪ঋ)॥

∴

দীর্ঘ 'ৠ'কারের স্থানে হ্রস্ব 'ঋ' কার হইয়া "ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং" (পা০ ৮।৪।১১) এই সূত্রানুসারে ণত্ব হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "রুব" এই পদটী, শব্দার্থ 'রু' ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ লোটের 'সি'র স্থানে "সের্হ্যাপিচ্চ" সূত্রানুসারে 'হি' আদেশ, ও শপ্-এর প্রাপ্তিতে ব্যত্যয়ে শ (অ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই 'শ' প্রত্যয়ের ঙিত্বপ্রযুক্ত রু ধাতুর উ-কারের গুণের অভাব হইয়া উবঙ্ (উব্) আদেশ এবং "অতোহেঃ" সূত্রানুসারে 'হি' এর লোপ করিয়া "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "ব্রহ্মা" এই পদটী, বৃদ্ধ্যর্থ 'বৃনহি' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "বৃংহেরম্ নলোপশ্চ" (উ০ ৪।১৪৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে মনিন্ (মন্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে সেই মনিন্ প্রত্যয়ের সন্নিযোগ-বশতঃ 'ন'-কারের লোপ হইয়া 'অম্' আগম হইয়াছে। "মিদচোঽন্ত্যাৎ পরঃ" (পা০ ১।১।৪৭) এই সূত্রানুসারে (উক্ত 'অম্' আগম) 'ঋ' কারের পরই হইয়াছে। 'ঋ'কারের স্থানে 'যন্' (র) আদেশ হইয়া 'মনিন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বসো" এই পদটীর আমন্ত্রিত (সম্বুদ্ধ) নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "যজ্ঞং" এই পদটী, পূজার্থ 'যজ্' ধাতুর উত্তর "যজ্ঞযাচ" (পা০ ৩।৩।৯০) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নঙ্ (ন) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "বর্দ্ধয়" এই পদটিতে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। এস্থলে দুইটী চ-কারের শ্রবণ হেতু এই তিঙ্‌বিভক্তিই পূর্ব্ববাক্য-সমূহে অনুষক্ত অন্বিত হইতেছে। অতএব অনুষক্তা অর্থাৎ অন্বিতা প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তি শ্রুত হইতেছে না, এই নিমিত্ত শ্রুত তিঙ্ বিভক্তির "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১।৫৯) এই সূত্রদ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরের নিষেধ হইল না॥ (১ম—১০সূ—৪ঋ)॥

∴

চতুর্থ (৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

প্রথম দৃষ্টিতে ঋকৃটিতে যে চিত্র হৃদয়-পটে প্রতিভাত হয় ; অভ্যন্তরে তাহার অতীত আর এক অভিনব উচ্চতর আদর্শ দেদীপ্যনান্ দেখি। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও যাজ্ঞিক বলিতেছেন,—'হে আশ্রয়ভূত ইন্দ্রদেব! আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রোচ্চারণকারিগণের প্রশংসা করুন, আর আমাদের অন্ন মন্ত্র বা যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন। প্রধানতঃ সকল ব্যাখ্যাকারীই এই ভাবের ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। তবে 'বসো' পদের ভাব-সম্বন্ধে ক্বচিৎ কাহারও মন্তব্যে অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ; পার্থক্য এই মাত্র। 'বসো' শব্দে কেহ কহিয়াছেন—'নিবাসকারণ মধুর বা।' কেহ কহিয়াছেন—'জগতামাশ্রয়স্বরূপ'। সায়ণ করিয়াছেন,—'নিবাসকারণীভূত।' কেহ কহিয়াছেন—'ভারতবাসিনাং ভারতবর্ষে নিবাসকারণভুত'। ইত্যাদি। যিনি যে অর্থই করুন, মূল লক্ষ্য যে অভিন্ন, তাহাতে সংশয় নাই। সে লক্ষ্য—'জগতের আশ্রয় স্থান, বা 'ভক্তের আশ্রয়-স্থান' হওয়াই সঙ্গত।

ঋকের প্রথম পংক্তিতে 'স্বর' 'গৃণীহি' ও 'রুব' এই তিনটী একার্থবাচক ক্রিয়াপদ আছে। ঐ ক্রিয়াপদ তিনটীর অর্থ, সায়ণাদি সকলেই, 'প্রশংসারূপং শব্দং করু' অর্থাৎ 'স্তোত্র—শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রশংসাবাচক ধ্বনি উচ্চারণ করুন' এইরূপ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সাধরণতঃ কোনও বড়-লোকের অভিনন্দনাদি অর্চ্চনার সময় লোকে যেরূপ প্রশংসাবাদ (স্তুতি উচ্চারণ) করে, আর সেই বড়-লোক সে স্তুতি শুনিয়া যেমন আনন্দ-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর-বাচক বাক্য প্রকাশ (ধ্বনি) করেন ; সাধারণ দৃষ্টিতে এখানে যেন সেই ভাবই প্রকাশ পায়। এই অবসরে অপব্যাখ্যাকারিগণ নানারূপ কলুষ-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিবার সুবিধা পান।

কিন্তু ভগবান আসিয়া স্তোত্র শুনিয়া স্তোত্রের প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করেন—সে যে কি ব্যাপার, তাহা ভাবিবারও সামর্থ্য সাধারণ

মানুষের নাই। তেমন ভাবের আব্দার করিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিবার সাহসই বা কাহার আছে? 'তুমি এস; স্তুতিমন্ত্র শুনিয়া প্রশংসা কর;' এ কথা, কে কাহাকে কহিতে পারে? এই বিষয় ভাবিতে গেলেই মনে হয়, কোন্ অবস্থার সাধক এখানে কি প্রার্থনা করিতেছেন? এখানে স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধক তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। তখন সত্য সত্যই তাঁহার নিকট ভগবানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তখন, দিব্য নেত্রে তিনি দেখিতে পাইতেছেন,—তাঁহার আরাধ্য-ধন যোগিধ্যেয় জগজ্জীবন তাহার সম্মুখে প্রকাশমান হইয়াছেন। তাঁহার শ্রোত্র তখন শুনিতেছে,—তাঁহার স্তোত্রে প্রীত হইয়া ভগবান্ আনন্দ-প্রকাশে প্রত্যুত্তর দিতেছেন। এ দেখা—সকলে দেখিতে পায় না। এ শোনা—সকলে শুনিতে পায় না। এ দেখা-শোনার ভাব—সকল অবস্থায় সকলের চিত্তে সঞ্জাত হয় না। তাঁহার দর্শন, তাঁহার বাক্য শ্রবণ, তাঁহার স্পর্শন, তাঁহার অনুধ্যান—সাধনার এক অপূর্ব্ব অভিনব স্তর। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে, তাঁহার বাক্য শুনিতে শুনিতে, তাঁহার স্পর্শন-লাভ করিতে করিতে তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান। সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি এইরূপেই পর্য্যায়-ক্রমে সাধকের অধিগত হয়। ঋক্ সেই আভাষ প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,—'এমন অবস্থাও মানুষের আসিতে পারিবে, যখন মানুষ, ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারিবে,—'তুমি এস, স্তোত্র শোন, আর আনন্দ প্রকাশ কর।' আনন্দময়ের আনন্দই তো ভক্তের আনন্দ! ভক্ত সাধক আর কি চাহেন? তাঁহার কর্ম্মই তো ভগবানের পরিতোষ-সাধন।

এই ঋকের অন্তর্গতঃ 'স্বর' 'গৃণীহি' 'রুব' ক্রিয়াপদ-ত্রিতয়ে যে সাম ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্রের উচ্চারণকারীদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। তাহার কারণ, এই সূক্তের প্রথম ঋকে ত্রিবিধ মন্ত্রোচ্চারণকারীর প্রসঙ্গ আছে। তবে সেখানে 'ব্রহ্মাণঃ' পদে অন্য স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণকারীর বিয়য়ও উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে আমরা মনে করি, এই ঋকেও ঐ তিন সম্প্রদায়ের সাধক ভিন্ন অন্যের বিষয়ও বলা হইয়াছে। যেখানে যে সাধক যে মন্ত্রেই ভগবানের ধ্যানে তন্ময় হইয়া আছেন, সেখানে সেই

মন্ত্রোচ্চারণের ফলেই তিনিই ভগবানের বাক্য শুনিতে পাইতেছেন। এ ঋকে এরূপ আভাষ আসে। ঋক্‌টিকে সার্ব্বজনীন সত্য-পূর্ণ বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। (১ম—১০সূ—৪ঋ)

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লবষড়হগতোক্থ্যেষ্বচ্ছাবাকস্য তৃতীয়সবন উক্থমিন্দ্রায় শংস্যমিত্যনুরূপস্তৃচঃ। এহ্যূষিতি খণ্ড ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নুক্থমিন্দ্রায় শংস্যং। আ০ ৭।৮। ইতি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমা সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ।

° ° °

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবমং সূক্তং। দশমী ঋক্)।

উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্ষিধে।
শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎ সখ্যেষু চ॥ ৫ ॥

° ° °

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লব-ষড়হ যজ্ঞের অন্তর্গত উক্থ্যকর্ম্মসমূহে অচ্ছাবাকনামক ঋত্বিকের তৃতীয় সবনে "উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং" এই তৃচটী (ইত্যাদি ঋকত্রয়) অনুরূপ তৃচরূপে পাঠ্য হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'এহ্যূষু' এই খণ্ডে "ইন্দ্র বিশ্বা অবীবৃধন্" "উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং" (আ০ ৭৮) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই তৃচে প্রথমা এবং এই সূক্তে পঞ্চমী ("উক্থমিন্দ্রায় শংস্যং" ইত্যাদি) ঋক্ কথিত হইতেছে।

° ° °

পদ-বিশ্লেষণং।

উক্থং। ইন্দ্রায়। শংস্যং। বর্দ্ধনং। পুরুনিঃহসিধে।

শক্রঃ। যথা। সুতেষু। নঃ। রারণৎ। সখ্যেষু। চ ॥ ৫ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন হেতুনা) 'শক্রঃ' (পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতেষু' (ভক্তিসহযুতেষু, পুত্রেষু বা) 'সখ্যেষু' (সখিত্বেষু, বান্ধবেষু বা) 'রারণৎ' (অতিশয়েন প্রীতোভবেৎ, অতিপ্রীতিং কুর্য্যাৎ—স্বতঃকরুণাপরায়ণত্বাৎ ইতি ভাবঃ), তথা 'পুরুনিষ্ষিধে' (বহুরিপুনাশকারিণে) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ইন্দ্রদেবায়) 'বর্দ্ধনং' (তৃপ্তিবৃদ্ধিসাধনং) 'উক্থং' (সাম, স্তোত্রং) 'শংস্যং' (শংসনীয়ং, গেয়ং)। পুত্রমিত্রাদিষু ভগবতঃ কৃপালাভাৎ, কিংবা ভক্তিসহযুতেষু সখ্যেষু ভগবতো বিদ্যমানত্বাৎ, রিপুনাশকস্য পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ইন্দ্রস্য তৃপ্তিপ্রদং স্তোত্রং গেয়মিতি ভাবার্থঃ। (১ম—১০সূ—৫ঋ)

⁂

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সেই পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেব আমাদের ভক্তিসহযুত সখিত্বে অতিশয় প্রীত হয়েন (অথবা, স্বতঃকরুণাপরায়ণতাহেতু আমাদের পুত্র-বান্ধবাদি বিষয়ে প্রীতিমান্ হয়েন); সেই হেতু, বহুশত্রুবিনাশকারী পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্যে, স্তোত্রাদি মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়। (ভাব এই যে, পুত্রমিত্রাদির প্রতি ভগবানের কৃপার জন্য অথবা আমাদিগের ভক্তিসহযুত সখ্যতার সহিত তাঁহার বিদ্যমানত্ব-হেতু শত্রুনাশক ভগবান্ ইন্দ্রদেবের তৃপ্তিপ্রদ স্তোত্র গান করা কর্ত্তব্য)॥ (১ম—১০সূ—৫ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রায়েন্দ্রার্থং বর্দ্ধনং বৃদ্ধিসাধনমুক্থং শস্ত্রং শংস্যমস্মাভিঃ শংসনীয়ং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। পুরুনিষ্ষিধে। বহূনাং শত্রূণাং নিষেধকারিণে। শক্রঃ। শক্ত ইন্দ্রো নোঽস্মদীয়েষু সুতেষু

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত বৃদ্ধির সাধনভূত অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের গুণাদিকে বৃদ্ধি করে যে শস্ত্রমন্ত্র, আমরা সেই শস্ত্রমন্ত্রকে স্তুতি করিয়া থাকি। কিরূপ ইন্দ্রদেবের? বহুশত্রুর নিষেধ-(দমন) কারী। ক্ষমতাপন্ন ইন্দ্রদেব যেরূপ আমাদিগের পুত্র-সমূহকে এবং সখিত্বসমূহকে

পুত্রেষু সখোষু চ সখিত্বেষ্বপি যথা যেন প্রকারেণ রারণৎ। অতিশয়েন শব্দং কুর্য্যাৎ। তথা শংস্তমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। অস্মদীয়েন শস্ত্রেণ পরিতুষ্ট ইন্দ্রোঽস্মাকং পুত্রানস্মৎসখ্যানি চ বহুধা প্রশংসত্বিত্যর্থঃ।

উক্থং। বচেস্থক্‌প্রত্যয়ঃ। উ০ ২।৭। প্রত্যয়স্বরঃ। শংস্যং। শংসু স্তুতৌ। ণ্যন্তাদচো যৎ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। তিৎস্বরিতে প্রাপ্তে যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বর্দ্ধনং। করণাধিকরণয়োশ্চেতি করণে ল্যুট্‌। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বপদস্যোদাত্তত্বং। পুরুনিষ্‌ষিধে। বহূনাং শত্রূণাং নিষেধকায়। ষিধ গত্যাং। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। অত্র নিরিত্যুপসর্গস্য নিশব্দ-সমানার্থস্য প্রাক্‌প্রয়োগঃ। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। ক্বিপঃ সর্ব্বাপহারী লোপঃ। কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা০ ২।২।১৮। ইতি সমাসঃ। নিসঃ সকারেণেণো ব্যবধানং ছান্দসত্বাদনাদৃত্যোপসর্গাৎ সুনোতীত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৬৫। ধাতুসকারস্য ষত্বং। নিসঃ সকারস্য ষ্টুনাষ্টুঃ। পা০ ৮।৪।৪১। ইতি ষত্বং। পুরুশব্দেন কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যন্তেন সমাসঃ। ষিধো ধাতুস্বরেণোদাত্তত্বং। নিষ্‌ষিধ ইতি প্রাদিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। কৃদ্‌গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি

শব্দ (প্রশংসা) করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ ইন্দ্রদেবের শস্ত্র-মন্ত্রকে প্রশংসা করিয়া থাকি। অর্থাৎ, ইন্দ্রদেব আমাদিগের শস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের পুত্রগণকে ও সখ্যসমূহকে বহুপ্রকারে প্রশংসা করুন।

“উক্থং” এই পদটী, বচ্‌ ধাতুর উত্তর উণাদির (২।৭) সূত্রানুসারে থক্ (থ) প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয় (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “শংস্যং” এই পদটী স্তুত্যর্থ, ণ্যন্ত, ‘শংসু’ ধাতুর উত্তর “অচোযৎ” এই সূত্র দ্বারা যৎ (য) প্রত্যয় করিয়া “ণেরনিটি” সূত্রানুসারে ‘ণি’-এর লোপে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ‘য’-প্রত্যয়ের ত-কার ইৎ বলিয়া তিত্ব-প্রযুক্ত স্বরিতস্বরের প্রাপ্তিতে “যতোঽনাবঃ” এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “বর্দ্ধনং” এই পদটী, বৃদ্ধ্যর্থ ‘বৃধু’ (বৃধ্‌) ধাতুর উত্তর “করণাধিকরণয়োশ্চ” এই সূত্র দ্বারা করণবাচ্যে (‘বর্দ্ধিত হয় ইহা দ্বারা’, এই অর্থে) ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ‘ল্যুট্-এর ‘ল’-কার ইৎ বলিয়া ‘লিতি’ এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বপদের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। ‘বহুশত্রুর নিষেধক’ এই অর্থে “পুরুনিষ্‌ষিধে” এই পদটী, ‘বহু’-অর্থবিশিষ্ট ‘পুরু’ উপপদে, নিষেধার্থক ‘নি’ উপসর্গের তুল্যার্থ ‘নির্’ উপসর্গ-পূর্ব্বক, গত্যর্থ ‘ষিধ্’ ধাতুর উত্তর “ক্বিপ্ চ” সূত্রানুসারে ‘ক্বিপ্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ” সূত্রদ্বারা আদিস্থ ষ-কারের স্থানে স-কার হইয়া ক্বিপ্‌ প্রত্যয়ের সর্ব্বাপহারী (সমস্ত ক্বিপ্ প্রত্যয়ের) লোপ হইয়াছে। “কুগতিপ্রাদয়ঃ” (পা০ ২।২।১৮) এই সূত্র দ্বারা প্রাদিসমাসে ‘নিস্’-এর স-কারের দ্বারা ‘ইণ্’ এর বাবধানকে ছান্দসপ্রযুক্ত অনাদর করিয়া “উপসর্গাৎ সুনোতি” (পা০ ৮।৩.৩৫) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ধাতুর স কারের ষত্ব হইয়াছে। “ষ্টুনাষ্টুঃ” (পা০ ৮।৪।৪১) এই সূত্র দ্বারা ‘নিস্’এর স-কারের ষত্ব হইয়াছে। কর্ম্মকারকে ষষ্ঠ্যন্ত পুরু শব্দের সহিত (‘নিষ্‌ষিধ্‌-পদের) সমাস হইয়াছে। ধাতুস্বর প্রযুক্ত ‘ষিধ্’এর উদাত্তস্বর হইয়াছে। ‘নিষ্‌ষিধে’ এই পদে প্রাদিসমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “কৃৎ”-গ্রহণে গতি (প্রাদি)

গ্রহণাৎ পুনঃ কারকসমাসেঽপি স এব স্বরঃ। শক্নোতীতি শক্রঃ। স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকীত্যাদিনা ঃ উ০ ১২ ১৩। রক্ প্রত্যয়ঃ। যথা। প্রকারবচনে থাল্। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বোঽকার উদাত্তঃ। সুতেষু। ক্তঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। নঃ। নসোনকারস্য নশ্চধাতুস্থোরুষুভ্যঃ। পা০ ৮।৩।২৭। ইতি সংহিতায়াং ণত্বং। রারণৎ। রণ শব্দার্থঃ। ধাতোরেকাচঃ। পা০ ৩।১।২২। ইতি যঙ্। যঙোঽচিচেতি লুক্। প্রত্যয়লক্ষণেন। পা০ ৬।১।৯। দ্বির্ভাবো হলাদিশেষঃ। দীর্ঘোঽকিতঃ। পা০ ৭।৪।৮০। ইতি দীর্ঘঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন সনাদ্যন্তা ধাতব ইতি ধাতুসংজ্ঞায়াং লিঙর্থেলেড়িতি হেতুহেতুমদ্ভাবলক্ষণে। পা০ ৩।৩।১৫৬। লিঙর্থে লেট্। অত্র ইন্দ্রকর্ত্তৃকং রারণমুক্থশংসনস্য কর্ত্তব্যত্বে হেতুঃ। লেটস্তিপ্। ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতীকারলোপঃ। লেটোঽডাটাবিত্যড়াগমঃ। কর্ত্তরি শপ্। তস্য চর্করীতং পরস্মৈপদমদাদিবচ্চ দ্রষ্টব্যমিত্যদাদিবদ্ভাবাদদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি প্রাপ্তোলুগ্বহুলংছন্দসীতি নিষিধ্যতে। শপোঽনুদাত্তত্বাদ্ধাতোরন্তোদাত্ত এব শিষ্যতে শপোলসার্ব্বধাতুকস্য ব্যবধানাত্তত্র পরতো বিধীয়মানমভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি। নচ তিঙ্ঙতিঙ ইতি

ও কারক পূর্ব্বের গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া কারকের সহিত পুনরায় সমাস হইলেও সেই (ধাতু) স্বরই অবশিষ্ট হইতেছে। 'শক্ত হয়েন' এই অর্থে সামর্থ্য অর্থবিশিষ্ট শক্ ধাতুর উত্তর "স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকি" (উ০ ২।১৩) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা রক্ (র) প্রত্যয় করিয়া "শক্রঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে (ইহাতে প্রত্যয়স্বর উদাত্ত)। "প্রকারবচনে থাল্" এই সূত্র দ্বারা যদ্ উত্তর থাল্ (থা) প্রত্যয় করিয়া "যথা" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'লিৎ' স্বর হেতু প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হইয়াছে। "সুতেষু" এই পদটী অভিষবার্থ 'ষুঙ্' ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নঃ" এই পদটীর "নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ" (পা০ ৮।৪।২৭) এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ণত্ব হইয়াছে। "রারণৎ" শব্দার্থ রণ ধাতুর উত্তর "ধাতোরেকাচঃ (পা০ ৩।১।২২) এই সূত্রানুসারে যঙ্ (য) প্রত্যয় হইয়া "যঙোঽচিচ" সূত্রানুসারে যঙ্ এর লোপ হইয়াছে। পাণিনির (৬।১।৯) সূত্রানুসারে প্রত্যয়লক্ষণ হেতু দ্বিত্ব ও হলাদিশেষ হইয়া, "দীর্ঘোঽকিতঃ" (পা০ ৭।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। প্রত্যয়লক্ষণ-হেতু "সনাদ্যন্তা ধাতবঃ" সূত্র দ্বারা ধাতুসংজ্ঞা হইয়া "লিঙর্থে লেট্" এই সূত্রানুসারে হেতু ও হেতুমদ্ভাবের লক্ষণে (পা০ ৩।৩।১৫৬) লিঙ্ এর অর্থে লেট্ বিভক্তি হইয়াছে। এস্থলে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক যে 'রারণ' (অতিশয় শব্দ করণ), তাহাই উক্থমন্ত্র প্রশংসার হেতু। লেটের তিপ্ (তি) বিভক্তি হইয়া "ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষু" এই সূত্র দ্বারা ই-কারের লোপ হইয়াছে। "লেটোঽডাটৌ" এই সূত্র দ্বারা অট্ (অ) আগম, ও কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "চর্করীতং পরস্মৈপদমদাদিবচ্চ দ্রষ্টব্যং" এই নিয়মানুসারে উক্ত শপ্ প্রত্যয় অদাদিবদ্ভাব-হেতু "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত লোপ "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'শপ্' প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্ব-হেতু ধাতুর অন্তোদাত্তস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। সার্ব্বধাতুক ল-কার শপ্' প্রত্যয়ের ব্যবধান হেতু সেস্থলে পরেতে বিহিত "অভ্যস্তানামাদিঃ" এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইল না।

নিঘাতঃ। অত্র যথাশব্দযোগেন যাবদ্‌যথাভ্যাং। পা০ ৮।১।৩৬। ইতি নিষেধাৎ। চবাযোগে প্রথমেতি বাত্র নিঘাতো ন ভবিষ্যতি। অত্র হ্যুত্তরবাক্যে সখ্যেষুচেতি চান্বাকৃষ্টবিভক্ত্যপেক্ষয়েয়ং প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তিঃ। সখ্যেষু। সখ্যুঃ কর্ম্মাণি সখ্যানি তেষু কর্ম্মাণিচেত্যনুবৃত্তৌ সখ্যুর্যঃ। পা০ ৫।১।১২৬। ইতি সখিশব্দাদ্‌যপ্রত্যয়ঃ। অত্র ভসংজ্ঞায়াং যস্যেতি চ। পা০ ৬।৪।১৪৮। ইতীকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। (১ম—১০সূ—৫ঋ)॥

পঞ্চম (৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের যে সকল অর্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সায়ণের অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা আদৌ আমরা অনুমোদন করি না। পরন্তু সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষাও সুসঙ্গত এক অর্থ যে উহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বতঃই নয়ন-পথে নিপতিত হয়।

সাধারণতঃ এ ঋকের অর্থ প্রচারিত দেখিতে পাই,—'এমন ভাবে উচ্চৈঃস্বরে সামগান হউক, যেন ইন্দ্রদেব আসিয়া সোমপান করেন এবং আমাদের পুত্র-মিত্রাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া মহানাদ আরম্ভ করিয়া দেন।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যাঁহারা করেন, ঋকের 'সুতেষু' শব্দে তাঁহারা সোমরস মাদক-দ্রব্য অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং ভাবে বুঝাইয়াছেন যে, মদ্যাদি-পানে হর্ষান্বিত হইয়া ইন্দ্র যেন মদ্যপের ন্যায় আনন্দ-ধ্বনি

এবং 'তিঙ্‌ঙতিঙঃ' সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বরও হইল না। এস্থলে 'যথা' শব্দের যোগবলতঃ "যাবদ্‌যথাভ্যাং" (পা০ ৮।১।৩৬) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ আছে বলিয়া কিম্বা 'চবাযোগে প্রথমা' এই সূত্র-দ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ আছে অর্থাৎ 'চ' 'বা' ইত্যাদির যোগ হইলে প্রথমা তিঙ্‌ বিভক্তির স্বর নিঘাত (অনুদাত্ত) হয় না বলিয়া "তিঙঙ্‌তিঙঃ" সূত্র দ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত স্বর) স্বর হইল না। এস্থলে 'সখ্যেষুচ' এই পরবর্ত্তী বাক্যে চকারের দ্বারা অনুকৃষ্ট (অন্বিত) বিভক্তিকে অপেক্ষা করিয়া এই প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তি আছে। "সখ্যেষুচ" এই পদটী, 'সখির কর্ম্মসমূহ' এই অর্থে সখি শব্দের উত্তর "কর্ম্মণিচ" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "সখ্যুর্যঃ' (পা০ ৫।১।১২৬) এই সূত্র দ্বারা 'য' প্রত্যয় হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ভ' সংজ্ঞা হইয়া "যস্যেতিচ (পা০ ৬।৪।২৪৮) এই সূত্র দ্বারা 'সখি'-শব্দের ই-কারের লোপ এবং প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—১০সূ—৫ঋ)।

করিতে থাকেন। সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা তাহাদের 'প্রধানকে' মদ্যপানে আনন্দিত করিয়া এবং আত্মীয়-স্বজন-সহ আপনারাও মদ্যপান করিয়া নৃত্যকোলাহলে আনন্দ প্রকাশ করে। ব্যাখ্যাকারিগণের ব্যাখ্যায় ঋকে সেইরূপ ভাবই মনে আসে।

সায়ণ কিন্তু সেদিক দিয়া যান নাই। এ ক্ষেত্রে তিনি সোমরসের কল্পনাও মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। 'সুতেষু' শব্দে এখানে তিনি 'পুত্রেষু' এবং 'সখ্যেষু' শব্দে 'সখিত্বে'ষু অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্মে প্রীত হইয়া ইন্দ্রদেব যেন আমাদের পুত্র-মিত্রাদির প্রশংসাবাদ করেন অর্থাৎ তাহাদের প্রতি প্রীত হয়েন। এ বেশ ব্যাখ্যা—সমীচীন ও সঙ্গত ভাব। মানুষ দেবদ্বারে যখন কোনও কামনা লইয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে সে আপনার মঙ্গল-কামনা করে, তার পর পুত্রাদির মঙ্গল-কামনা করে, পরিশেষে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল-কামনা করে। ইহাই স্বাভাবিক। বলিতে পারি, এ ঋকে সেই প্রার্থনাই আছে।

আর প্রার্থনা আছে—আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের। ঋকের অন্তর্নিহিত ঐ যে 'সুতেষু' আর ঐ যে 'সখ্যেষু'—এই দুই শব্দে এক অত্যুচ্চ অবস্থার চিত্র মানসপটে অঙ্কিত হয় না কি? আমরা 'সুত' শব্দে 'বিশুদ্ধা ভক্তি' অর্থ অনেক স্থলে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'সুতেষু সখ্যেষু' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্য, আমাদের মতে, 'বিশুদ্ধভক্তিসহযুতেষু সখ্যভাবেষু' হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। সখিভাবই সখ্য। ভক্তিমিশ্রিত সখ্য—সে এক উচ্চস্তরের সাধনা। ভক্তির যে নববিধা লক্ষণ ভক্তিশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, সখ্য তাহার উচ্চস্তরগত। সখ্যের পরই আত্ম-নিবেদন। আত্ম-নিবেদনে সাধ্য-সাধকে অভিন্ন মিলন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য প্রভৃতি-ক্রমে সাধক সখ্যে উপনীত হন। সখ্য হইতেই আত্মনিবেদন-রূপ সম্মিলন সংঘটিত হয়। কায়মনোবাক্যে ভগবানে প্রীতিসম্পন্ন হওয়ার পর—'আমি যে কোনও কর্ম্ম করি, সকলই ভগবানের কর্ম্ম' এই ভাবে কর্ম্মতৎপর হওয়ার পর—সকল কর্ম্মেই অনুরাগ বা বিরাগ-রূপ বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হওয়ার পর—সখ্যভাব সঞ্জাত হয়।

সখ্যভাবে ভগবানে প্রীতি উদিত হইলে, মুক্তিলাভে শক্তি আসে। সে অবস্থা—জ্ঞানের অবস্থা। আত্মা যত দিন অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাকে জন্ম-জরা-মরণ-রূপ গতাগতির মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। সখ্যভাবে জন্মগতি-রোধে সামর্থ্য সঞ্জাত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, কর্ম্মের ঘোরে সংসারের ফেরে আর বাঁধা পড়িতে হয় না। সে অবস্থায় যে ফল লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি দেখি,

> 'এবং মনঃ কর্ম্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যায়াত্মন্যুপধীয়মানে।
> প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥'

অবিদ্যার বশে আত্মতত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ না হইয়া মানুষ যদি ভগবানে প্রীতিসম্পন্ন না হয়, তাহার কর্ম্মবিপাক তাহাকে দৃঢ়-বন্ধনে ঘেরিয়া থাকে। কিন্তু ভগবানে প্রীতি (সখ্য) সঞ্জাত হইলে, সে অনায়াসে জন্মগতি-রোধে দেহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। তখনই আত্ম-নিবেদন-রূপ মুক্তি সাধকের অধিগত হয়। সে অবস্থায়,—

> 'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
> তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥'

মানুষ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে; একান্ত মনে সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে। সেই অবস্থায়ই অমৃতত্ব-লাভ হয়।

সেই অবস্থাই, ভগবান বলিয়াছেন,—"ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ," তাঁহাতে লীন হওয়ার অবস্থা। সখ্য হইতেই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। সখ্য—ভক্তির একটী প্রকৃষ্ট স্তর। সুতরাং ভগবৎ-প্রসঙ্গে সখ্য-শব্দের প্রয়োগ-হেতু এখানে সেই ভক্তিগত স্তরের ভাবই উপলব্ধ হইতেছে।

অতএব, পুত্রমিত্রাদির মঙ্গলের জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তোত্রোচ্চারণের ভাবও ঋক্‌টিতে যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেইরূপ, তাহার মধ্যে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের চরম লক্ষ্যও বিদ্যমান্ দেখি। এতদনুসারে ঋক্‌টির অর্থ হয় এই যে,—'আমরা যেন এমনভাবে ভগবানের স্তব করিতে পারি, শরণাপন্ন হইতে পারি, যাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আমাদের পুত্র-মিত্রাদির কল্যাণ-সাধন করেন, এবং আমরা যেন তাঁহার সহিত সখ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি।' (১ম—১০সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

তমিৎ স॑খি॒ত্ব ঈ॑মহে॒ তং রা॒য়ে তং সু॒বীর্য্যে॑।
স শ॒ক্র উ॒ত ন॑ঃ শক॒দিন্দ্রো॒ বসু॒ দয়॑মানঃ ॥ ৬॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ইৎ। স॒খি॒ঽত্বে। ঈ॒ম॒হে॒। তং। রা॒য়ে। তং। সু॒ঽবীর্য্যে॒॑।
সঃ। শ॒ক্রঃ। উ॒ত। ন॒ঃ। শ॒ক॒ৎ। ই॑ন্দ্রঃ। ব॑সু। দ॑য়মানঃ ॥ ৬ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তং' (ভগবন্তং, ইন্দ্রদেবং) 'সখিত্বে' (সখ্যনিমিত্তং) 'তং' (ভগবন্তং, ইন্দ্রদেবং) 'রায়ে' (ধনায়, ধননিমিত্তং) 'তং' (ভগবন্তং, ইন্দ্রদেবং) 'সুবীর্য্যে' (শোভন শৌর্য্যবীর্য্যায়, শৌর্য্যবীর্য্যনিমিত্তং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামহে বয়মিতি শেষঃ); 'উত' (যতঃ) 'সঃ শক্রঃ' (প্রভূতশক্তিশালী স দেবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (দেবরাজঃ) 'ইৎ' (এব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বসু' (ধনং) 'দয়মানঃ' (দদৎ, দাতুমিত্যর্থঃ) 'শকৎ' (শক্নুয়াৎ) অনয়া ঋচা শৌর্য্যবীর্য্যধনাদিপ্রার্থনাসহযুতং ভগবৎসখ্যং কাময়তে ইতি ভাবঃ। (১ম—১০সূ—৬ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে সখ্যের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত ও শৌর্য্যবীর্য্যের নিমিত্ত আমরা প্রার্থনা করিতেছি। কেন না, প্রভূতশক্তিশালী দেবরাজই আমাদিগরে ধনদানে সর্ব্বতোভাবে শক্তিমান্ আছেন। (এই ঋকে শৌর্য্যবীর্য্যধনাদির প্রার্থনা সহ ভগবানের সখিত্বের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১ম—১০সূ—৬ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

সখিত্বে নিমিত্তভূতে সতি তমিত্তমেবেন্দ্রমীমহে। প্রাপ্নুমঃ। তথা রায়ে ধনার্থমীমহে। তথা সুবীর্য্যে শোভনসামর্থ্যনিমিত্তং তমীমহে। উত। অপি চ শক্রঃ। শক্তিমান্ ইন্দ্রো নোঽস্মভ্যং বসু ধনং দয়মানঃ। প্রযচ্ছন্ শকৎ। অস্মদীয়রক্ষণে শক্তোঽভূৎ। সপ্তদশযাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে যামীতি পঠিতং। তদনুসারেণেন্দ্রং যাচামহ ইতি ব্যাখ্যেয়ং।

সখ্যুর্ভাবঃ সখিত্বং। তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা০ ৫।১।১১৯। ইতি ত্বং। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তং। ঈমহে ঈঙ্ গতৌ। ঙিত্বাদাত্মনেপদং। দিবাদিভ্যঃ শ্যন। বহুলং ছন্দসীতি শ্যনো লুক্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। রায়ে। ঊড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সুবীর্য্যে। শোভনং বীর্য্যং যস্যাসৌ সুবীর্য্যঃ। ভবিতৃবাচিনানেন ভাবো লক্ষ্যতে। সুবীর্য্যত্ব ইত্যর্থঃ। বহুব্রীহাবিত্যনুবৃত্তৌ বীরবীর্য্যৌ চ। পা০ ৬ ২ ১২০। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শক্নোতীতি শক্রঃ। স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকীত্যাদিনা রক্। প্রত্যয়স্বরঃ। শকৎ। শক্ঌ শক্তৌ। ধাতুসম্বন্ধাধি-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সখিত্ব নিমিত্তভূত হইলে (আমরা) সেই ইন্দ্রদেবকেই প্রাপ্ত হই। তদ্রূপ ধনের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রদেবকেই প্রাপ্ত হই। সেইরূপ উৎকৃষ্ট সামর্থ্যের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রদেবকেই প্রাপ্ত হই। এবং শক্তিমান্ সেই ইন্দ্রদেব, আমাদিগকে ধনদান করিতে করিতে আমাদিগের রক্ষাবিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। সপ্তদশ সংখ্যক যাচ্ঞা-কর্ম্মের মধ্যে "ঈমহে" "যামি' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। অত এব "ইন্দ্রদেবের নিকট যাচ্ঞা করি" এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত।

'সখির ভাব' এই অর্থে "সখিত্বং" এই পদটী, "তস্য ভাবস্ত্বতলৌ" (পা০ ৫।১।১৯) এই সূত্রদ্বারা 'সখি' শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্তস্বর হইয়াছে। "ঈমহে" এই পদটিতে, গত্যর্থ ঈঙ (ঈ) ধাতুর ঙিত্ব হেতু আত্মনে পদ (লটের উত্তমপুরুষের বহুবচন 'মহে' বিভক্তি) হইয়াছে। "দিবাদিভ্যঃ শ্যন" সূত্রানুসারে শ্যন্ (য) প্রত্যয় হইয়া "বহুলং ছন্দসি" সূত্রদ্বারা সেই 'শ্যন্' প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "রায়ে" এই পদটীর "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শোভন হইয়াছে বীর্য্য যাঁহার, তিনি সুবীর্য্য" এই অর্থে "সুবীর্য্যে" এই পদটী, সুবীর্য্য শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ভবিতৃ—(ভবিষ্যৎ) বাচী এই সুবীর্য্য শব্দের দ্বারা ভাব অর্থাৎ সুবীর্য্যত্ব (সুবীর্য্যের ধর্ম্ম) লক্ষিত হইতেছে। "বহুব্রীহৌ" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "বীরবীর্য্যৌচ" (পা০ ৬।২।১২০) এই সূত্রদ্বারা পরবর্ত্তী বীর্য্যপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যিনি সমর্থ হয়েন' এই অর্থে 'শক্র' এই পদটী "স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা রক্ (র) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "শকৎ" এই পদটীতে, শক্তি অর্থ বিশিষ্ট শক (শক্) ধাতুর উত্তর

ক্বারে ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ। পা০ ৩।৪।৬। ইতি লুঙ্। যতঃ শক্নোতাতস্তমীমহ ইতি ধাতুসম্বন্ধঃ। লুঙস্তিপ্। পুষাদিদ্যুতাদিল্যদিতঃ পরস্মৈপদেষু। আ০ ৩।১।৫৫। ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীত্যডাগমাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বসু। নিদিত্যনুবৃত্তৌ বসেরুপ্রত্যয়ঃ। উ০ ১।১০। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দয়মানঃ। দয়দানগতিরক্ষণ হিংসাদানেষু। অনুদাত্তেত্ত্বাদাত্মনেপদং। লটঃ শানজাদেশঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শানচশ্চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং বাধিত্বাদুপদেশাচ্ছপ উত্তরত্বেন পরত্বাল্লসার্ব্বধাতুকত্বানুদাত্তত্বং ধাতুস্বর এব শিষ্যতে ॥ (১ম—১০সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে একোনবিংশো বর্গঃ ॥১।১।১৯॥

ষষ্ঠ (৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সরল ও সাধারণ প্রার্থনা-মূলক। তবে ঋকের মধ্যে যে 'সখিত্বে' পদটী আছে, উহার বিষয় সর্ব্বতোভাবে আলোচনার যোগ্য। পূর্ব্ব ঋকের 'সুতেষু' 'সখ্যেযু' পদ-দ্বয়ে যে নিগূঢ় ভাব লক্ষ্যকরি, এখানে 'সখিত্ব' পদেও সে ভাব অবিদ্যমান নহে; পরন্তু সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়াই প্রতীত হয়। সেখানকার ভাব—আমাদের ভক্তিসহযুত সখিত্বে তিনি হর্ষান্বিত হউন। কিন্তু এখানকার ভাব—সে সখিত্ব তিনি আমায় দান করুন। সেখানে

ধাতুর সম্বন্ধের অধিকারে 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা০ ৩।৪।৬) এই সূত্রদ্বারা লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। 'যে হেতু সমর্থ হয়েন, এই হেতু তাঁহাকে প্রার্থনা করি' এইরূপ ধাতুসম্বন্ধ হইয়াছে। লুঙ্ লকারের তিপ্ বিভক্তি, ''পুষাদিদ্যুতাদ্ল্যদিতঃপরস্মৈপদেষু" (আ০ ৩।১।৫৫) এই সূত্রদ্বারা 'চ্লি' এর স্থানে অঙ্ আদেশ, "বহুলংছন্দসি" সূত্রানুসারে অট্ (অ) আগমের অভাব, এবং 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রদ্বারা নিঘাত (অনুদাত্তস্বর) হইয়াছে। "বসু" এই পদটী, 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকারে বসি (বস্) ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দয়মানঃ" এই পদটীতে; দান, গতি, রক্ষণ, হিংসা ও আদান অর্থ বিশিষ্ট 'দয়্' ধাতুর অনুদাত্ত ইত্ত্ব-হেতু আত্মনেপদ লটের স্থানে শানচ্ আদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'শপ্' এর পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। এবং 'শানচ্' প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু "চিতঃ" সূত্রানুসারে অন্তোদাত্তস্বরকে বাধিয়া অতের উপদেশ বশতঃ 'শপ্' প্রত্যয়ের পরে হইয়াছে। অতএব সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্ত স্বর হওয়ায় ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একোনবিংশ বর্গ সমাপ্ত।১।১১।৯॥

* * *

যেন একটু আত্মপ্রাধান্যের সুতরাং অল্প অহমিকার ভাব ছিল; এখানে—সম্পূর্ণতঃ তাঁহাতে নির্ভরপরায়ণতা—আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব বিলোপপ্রাপ্ত। 'আমি যে তাঁহাকে সখিত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিব, আমার এমন কি কর্ম্ম, এমন কি সামর্থ্য আছে? কৈ—কিছুই তো দেখি না!' এই ভাব যেই মনে উদয় হইল, সাধক অমনই আত্ম-ত্রুটি অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং সে সখিত্বের জন্যও তাঁহাকে ভগবানের দ্বারে প্রার্থী হইতে হইল। সাধক মনে মনে কহিলেন,—'হে ভগবন্! মূঢ় আমি, তাই তোমার সখিত্বের দাবী করি। কিন্তু সে কি দাবী করিবার জিনিস? তোমার সখ্য, তুমি দান না করিলে, কোথায় পাইব?' এ ঋক্ সেই প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত। পূর্ব্ব ঋকে অবিমিশ্রাভক্তিসহযুত সখ্যবশে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—বলা হইয়াছে। এ ঋকে সেই সখ্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'আমায় ধনৈশ্বর্য্য বলবীর্য্য দেও, আর দেও—তোমার সখিত্ব।' অর্থাৎ, পার্থিব অপার্থিব উভয়বিধ কামনাই আছে। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার কাম্য যেন ভগবৎ-সখ্যে সংশ্রবযুক্ত থাকে, ইহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

ঋকের 'সখিত্বে' শব্দ-সম্বন্ধে আর এক ভাব চিত্তে প্রতিভাত হইতে পারে। 'আমায় সখিত্ব দেও, আমার হৃদয়ে বন্ধুত্বের বিকাশ কর, আমার প্রাণে প্রীতির ভাব সঞ্জাত হউক,'—এবংবিধ সাধারণভাবে ঐ শব্দের অর্থসঙ্গতি সিদ্ধ করা যাইতে পারে। সেও এক উচ্চ-কল্পনা, সন্দেহ নাই। হৃদয়ে যেন শত্রুভাব (হিংসা-দ্বেষাদি) স্থান না পায়, হৃদয় যেন মিত্রভাবে (দয়াদাক্ষিণ্য-সততাদি গুণগ্রামে) পরিপূর্ণ থাকে,—উচ্চ-স্তরের সাধক এরূপ প্রার্থনা ভগবানের নিকট করিতে পারেন। কেন-না, তদ্রূপ প্রার্থনা হইতেও—বিশ্বজনীন মিত্রভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে হইতেও—প্রাণী মাত্রকেই আপনার ভাবিতে ভাবিতেও—সর্ব্বভূতময় তাঁহারই সহিত সখ্য সংস্থাপিত হইয়া যায়। ভগবানের নিকট সখিত্ব-প্রার্থনা যে বড়ই উদার উচ্চভাবমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। এ ঋকে সেই উচ্চভাবই প্রকাশ পাইতেছে। 'মানুষ, তুমি ধন-জন-যৌবন শৌর্য-বীর্য্য ঐশ্বর্য্য সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে সখিত্বের প্রার্থনা কর',—ঋকের ইহাই উপদেশ। (১ম—১০সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽবিবৃতং। সুনিঃঽঅজং। ইন্দ্র। ত্বাঽদাতং। ইৎ। যশঃ।
গবাং। অপ। ব্রজং। বৃধি। কৃণুষ্ব। রাধঃ। অদ্রিঽবঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পর্ব্বতবৎ কঠোর, বজ্রধারিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সুবিবৃতং' (সুষ্ঠু প্রসৃতং, অনায়াসলভ্যং) 'সুনিরজং' (সুখেন নিতরাং প্রাপ্তুং শক্যং, সর্ব্বতঃ সুখপ্রাপ্যং) যৎ 'যশঃ' (কর্ম্মফলভূতং) অন্নং, কীর্ত্তিং বা) 'ত্বাদাতং ইৎ' (ত্বয়া শোধিতং চ সম্পন্নমেবেতি শেষঃ); হে ভগবন্; ত্বং 'গবাং' (সনাতনধর্ম্মাণাং জ্ঞানানাং) 'ব্রজং' (বাসস্থানং তদ্দ্বারং) 'অপবৃধি' অপবৃতমুদ্‌ঘাটিতদ্বারং কুরু), 'রাধঃ' (অভীষ্টধনং) 'কৃণুষ্ব' (সম্পাদয়, দেহীতি ভাবঃ) কর্ম্মফলরূপং যদ্ধনমপি আনায়াসলভ্যং মন্যতে তৎ সর্ব্বং ভগবদনুকম্পানিঃসৃতং, অপরঞ্চ সদ্ধর্ম্মস্য দ্বারং-ভগবৎকৃপয়া উন্মুক্তং ভবতীতি ভাবার্থঃ। (১ম—১০সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অদ্রিবৎ-দৃঢ় বজ্রধর হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অনায়াসলভ্য সুখপ্রাপ্য কর্ম্মফলভূত যে যশঃ (অন্ন বা ধন), তাহাও আপনারই নিকট হইতে শোধিত হইয়া আসে (অর্থাৎ আপনিই তাহা দান করেন); হে ভগবন্! আপনি সনাতন ধর্ম্মের (জ্ঞানের) আবাস-দ্বার উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক আমাদিগকে আমাদের অভীষ্ট ধন দান করুন। (ভাব এই যে, কর্ম্ম-

ফলরূপ যে ধন আমরা অনায়াসলভ্য বলিয়া মনে করি, সে সকলও ভগবানের অনুকম্পা সাপেক্ষ; সদ্ধর্ম্মের বা জ্ঞানের দ্বার ভগবানের কৃপাতেই উন্মুক্ত হয়)॥ (১ম—১০সূ—৭ঋ)।

সায়ণভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যশোঽন্নং কর্ম্মফলভূতং সুবিবৃতং সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রসৃতং সুনিরজং সুখেন নিঃশেষং প্রাপ্তুং শক্যং ত্বাদতমিত্তয়া শোধিতং চ সম্পন্নমিতি শেষঃ। ইতঃ পরং ক্ষীরাদিরসলাভার্থং গবাং ব্রজং নিবাসস্থানমপবৃধি। অপবৃতমুদ্‌ঘাটিতদ্বারং কুরু। হে অদ্রিবঃ পর্ব্বতোপলক্ষিত-বজ্রযুক্তেন্দ্র রাধো ধনং কৃণুষ্ব। সম্পাদয়।

সুবিবৃতং। বৃঞ্‌ বরণে। কর্ম্মণি ক্তপ্রত্যয়ঃ। বিশব্দেন প্রাদিসমাসঃ। বিবৃতমিত্যত্র কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা কর্ম্মবাচিনি ক্তান্তে পরতো গতিরনন্তরঃ। পা০ ৬।২।৪৯। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬।২।১৯। ইত্যকার উদাত্তঃ। পুনঃ সুশব্দেন সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এবর্কার উদাত্তঃ। নন্বু বৃতমিত্যেব কৃদন্তং ন তু বিবৃতমিতি প্রত্যগ্রহণে যস্মাৎ স বিহিতস্তদাদেস্তদন্তস্য গ্রহণমিতি বচনাৎ। সুবিবৃতমিত্যত্র চ সমাসে বৃতমিত্যেতাবন্মাত্রং নোত্তরপদং কিন্তু বিবৃতমিতি। তৎকথং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! উত্তমরূপে সর্ব্বত্র প্রসৃত (পরিব্যাপ্ত), সম্পূর্ণরূপে সুখে (অনায়াসে) পাইবার উপযুক্ত কর্ম্মফলস্বরূপ অন্ন, আপনা কর্ত্তৃক শোধিত অর্থাৎ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পর ক্ষীরাদি-রসলাভের নিমিত্ত গো সমূহের নিবাসস্থানকে উদ্‌ঘাটিতদ্বার করুন। হে পর্ব্বতের ন্যায় কঠোর-বজ্রযুক্ত ইন্দ্রদেব! আপনি (আমাদিগের নিমিত্ত অভীপ্সিত) ধন সম্পাদন করুন।

"সুবিবৃতং" এই পদটী, 'সু' এবং 'বি' উপসর্গ পূর্ব্বক বরণার্থ 'বৃঞ্‌' (বৃ) ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি বাচ্যে 'ক্ত' (ত) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বি' শব্দের সহিত ('বৃতং' এই পদের) প্রাদি সমাস হইয়াছে। 'বিবৃতং' এই স্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি স্বরকে বাধিয়া কর্ম্মবাচি 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত পদ পরে আছে বলিয়া "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬।২।৪৯।) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বরের প্রাপ্তি হইলে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬।২।১৯৯) এই সূত্রদ্বারা ঋ-কার উদাত্ত হইয়াছে। পুনরায় 'সু' শব্দের সহিত সমাসে হইলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই ঋকারই উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ এই যে—'বৃতং' এই পদটী কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত, কিন্তু 'বিবৃতং' এই পদটী নয়; যেহেতু প্রত্যয়-গ্রহণস্থলে যাহার উত্তর (প্রত্যয়) বিহিত হয়, তদাদির এবং তদন্তেরই গ্রহণ হইয়া থাকে এইরূপ বচন আছে। অতএব "সুবিবৃতং" এস্থলে সমাসে, মাত্র 'বৃতং' এই পদটীই উত্তর পদ হইতেছে না; পরন্তু 'বিবৃতং' এই পদটীও পরপদ

ক্তহুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বমিতি চেৎ। উচ্যতে। প্রত্যয়গ্রহণপরিভাষাপবাদেন ক্বদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণমিত্যনেন বিবৃত্তমিত্যস্যাপি কৃদন্তব্যপদেশোপপত্তেঃ। নন্থ বিবৃতমিত্যস্থ যথা কৃদন্তব্যপদেশঃ। এবং ক্তান্তব্যপদেশোহপ্যস্তি তয়ৈব পরিভাষয়া। তথা কর্ম্মণি ক্তান্ত উত্তরপদে পরতো গতিরনন্তর ইতি সুশব্দস্য প্রকৃতিস্বরঃ প্রাপ্নোতি। ন চাত্রাপি পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যেবং নাস্তি বিস্তারঃ। তথা হি। সতি সুবিবৃতমিত্যত্র বিবৃতমিত্যেবোত্তরপদমিতি তদাদিরিকার এবোদাত্তঃ স্যাৎ। বিবৃতমিতি সমাসে যদ্যপ্যকারঃ পদাদির্ভবতি তথাপি সুবিবৃতমিতি সমাসস্য সতি শিষ্টত্বেন বলীয়স্ত্বাত্তত্রত্য এবোত্তরপদাদাবিকার এবোদাত্তস্বরেণ ভবিতব্যমিতি। উচ্যতে। গতিরনন্তর ইত্যত্রানুবৃত্তেঃ ক্তগ্রহণে কৃদ্গ্রহণপরিভাষা নাশ্রীয়তে। তদাশ্রয়ণে ব্যবহিতগতাবপি প্রকৃতিস্বরে সত্যনন্তরগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। অনেনৈব চাভিপ্রায়েণানন্তরগ্রহণস্য প্রয়োজনমভ্যুদ্ধৃতমিত্যত্র ব্যবহিতস্যাভিশব্দস্য মা ভূদিতি প্রত্যুদাহৃতং। তস্মাৎসুবিবৃতমিত্যকার এবোদাত্ত ইতি স্থিতং। সুনিরজং। অনায়াসেন নিরবশেষং প্রাপ্যং। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। সুনিসোরুপসর্গয়োঃ প্রাকৃপ্রয়োগঃ।

হইতেছে। তাহা হইলে কিরূপে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি-স্বর হইতে পারে? এবম্প্রকার সন্দেহ-নিরসনার্থ কথিত হইতেছেঃ—প্রত্যয়গ্রহণরূপ পরিভাষার অপবাদের (নিষেধের) দ্বারা কৃদ্গ্রহণ হইলে, গতি (প্রাদি) ও কারক-পূর্ব্বের ও গ্রহণ হয়; এই হেতু "বিবৃতং" এই পদেরও কৃদন্তব্যপদেশ (গ্রহণ) উপপন্ন হইতেছে। ইহার উপর আবার সন্দেহ হইতেছে যে,—যেরূপ "বিবৃতং" এই পদে যে পরিভাষাদ্বারা কৃদন্ত ব্যপদেশ হইতেছে, সেই পরিভাষাদ্বারা উক্ত পদের ক্তান্তব্যপদেশ হইতে পারে, এবং কর্ম্মবাচ্যে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ পরে আছে বলিয়া "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্রদ্বারা 'সু' শব্দের প্রকৃতি-স্বর প্রাপ্তি হইতে পারে। অপিচ এস্থলে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রেরও প্রাপ্তি নাই। তাহা হইলে (অর্থাৎ "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রের প্রাপ্তি হইলে) 'সুবিবৃতং' এস্থলে 'বিবৃতং' এইটী উত্তর-পদ হয়, অতএব 'বিবৃতং' এই পদের আদিস্থ ইকার উদাত্ত হয়। 'বিবৃতং' এই পদে সমাস হইলে, যদিও ঋকার পদাদি হয়, তবুও 'সুবিবৃতং' এই স্থলে সমাসের সতি-শিষ্টত্ব হেতু বলবান্ বলিয়া সেই স্থলে উত্তর পদের আদিস্থ ইকারই উদাত্তস্বর হওয়া উচিত। এই সন্দেহের নিরাসার্থ উক্ত হইতেছেঃ—"গতিরনন্তরঃ" এই সূত্রে ক্ত-প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকার বশতঃ ক্ত-প্রত্যয়ের গ্রহণে কৃদ্গ্রহণরূপ পরিভাষা আশ্রিত হইতেছেনা। উক্ত পরিভাষার আশ্রয় স্বীকার করিলে, ব্যবহিত গতিকারকেও প্রকৃতিস্বর হয়। অতএব 'অনন্তর' পদের গ্রহণ অনর্থক হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই 'অনন্তর' পদ-গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং 'অভ্যুদ্ধৃতং' এস্থলে ব্যবহিত 'অভি' শব্দের প্রকৃতিস্বর হয় নাই বলিয়া প্রত্যুদাহৃত হইয়াছে। সেই হেতু 'সুবিবৃতং' এস্থলে ঋকারই উদাত্তস্বর হইয়াছে ইহাই মীমাংসিত হইল। "সুনিরজং" এই পদটীর অর্থ 'অনায়াসে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা'। এই পদটীতে, গতি ও ক্ষেপণার্থ অজ্ ধাতুর পূর্ব্বে 'সু' ও 'নিস্' এই উপসর্গদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। 'সু' ও 'নিস্' উপসর্গপূর্ব্বক অজ্

ঈষদ্দুঃসুষুকৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্। পা০ ৩।৩।১২৬। ন চাত্র সুশব্দস্য নিসা ব্যবধানং শঙ্কনীয়ং। সুশব্দস্য হ্যুপপদমাত্রং খলো নিমিত্তং নানন্তর্য্যং। অত এব সুপরিহরং দুষ্পরিহরমিত্যাদয়ঃ প্রয়োগা ইতি। পূর্ব্ববদ্গতিসমাসে লিতীতি প্রত্যয়াৎপূর্ব্বমুদাত্তমিতি ধাত্বকার উদাত্তঃ। নিসা সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। পুনঃ সুশব্দেন সমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণমিতি পরিভাষয়া কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। ত্বাদাতং। ত্বয়া শোধনেন বিশদীকৃতং। দৈপ্ শোধনে। আদেচ উপদেশেঽশিতি পা০ ৬।১।৪৫। ইত্যাত্বং। সত্যপি হি পকারে নানুবন্ধকৃতমনেজন্তত্বমিত্যেজন্ত এবায়ং। নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্তঃ। দাধাঘ্বদাপ্। পা০ ১।১।২০। ইত্যত্রাদাবিতি প্রতিষেধেন ঘুসংজ্ঞায়া অভাবাদ্দোদদ্ঘোঃ। পা০ ৭।৪।৪৬। ইতি দদাদেশো ন ভবতি। ননু দাপ্ লবনে ইতি প্রতিপদোক্তস্যৈব দাপস্তত্রাদাবিতি নিষেধঃ। ন পুনর্লাক্ষণিকস্য দৈপঃ। লক্ষণপ্রতিপদোক্তয়োঃ প্রতিপদোক্তস্যৈব গ্রহণং ন তু লাক্ষণিকস্যেতি নিয়মাদিতি চেৎ। ন। গামাদাগ্রহণেষ্বিশেষ ইতি প্রতিপ্রসবাৎ। যুষ্মচ্ছব্দাত্তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাং

ধাতুর উত্তর "ঈষদ্দুঃসুষুকৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল" (পা০ ৩।৩।১২৬) এই সূত্রানুসারে খল্ (অ) প্রত্যয় করিয়া নপুংসকলিঙ্গে প্রথমার একবচনে উক্ত 'সুনিরজং' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে নিসের দ্বারা সু-শব্দের ব্যবধান আশঙ্কিত হইতে পারে না, কারণ 'সু' এই উপপদটী 'খল্ প্রত্যয়ের নিমিত্ত-মাত্র, অনন্তরার্থে নহে। এই জন্যই "সুপরিহরং" "দুষ্পরিহরং" ইত্যাদি প্রয়োগ সাধু হইয়াছে। এই স্থলে পূর্ব্বপদের ন্যায় গতিকারকের সহিত সমাস হইলে "লিতি" এই সূত্রাদ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হয় বলিয়া ধাতুর অকারটী উদাত্তস্বর হইয়াছে। নিসের সহিত সমাস হইলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতি স্বরহেতু সেই প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। 'কৃদ্গ্রহণে গতিকারক পূর্ব্বেরও গ্রহণ হয়' এই পরিভাষাদ্বারা পুনরায় 'সু' শব্দের সহিত 'নিরজং' পদের সমাস হইলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেই প্রকৃতিস্বরই (উদাত্তস্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "ত্বাদাতং" এই পদটীর অর্থ—'আপনা কর্ত্তৃক শোধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত' শোধনার্থ 'দৈপ্' ধাতুর ঐকারের স্থানে "আদেচ উপদেশেঽশিতি" (পা০ ৬।১।৪৫) এই সূত্রদ্বারা আকার হইয়াছে। 'দৈপ্' ধাতুর অন্তে পকার থাকায় ইহার অন্তে এচ্ না থাকিলেও 'প'কার অনুবন্ধ (থাকে না) হেতু এই ধাতু এজন্তই হইয়াছে। 'নিষ্ঠা' এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে 'ক্ত' (ত) প্রত্যয় হইয়াছে। "দাধাঘ্বদাপ্" (পা০ ১।১।২০) এই সূত্রে 'অদাপ্' এই প্রতিষেধ-বশতঃ 'দাপ্' ধাতুর ঘু সংজ্ঞার অভাব হেতু "দোদদ্ঘোঃ" (পা০ ৭।৪।৪৬) এই সূত্রানুসারে 'দদ্' আদেশ হইল না। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারেঃ—"দাপ্ লবনে" এই প্রতিপদোক্ত 'দাপ্' ধাতুরই সেস্থলে 'অদাপ্' এই প্রতিষেধ দ্বারা নিষেধ হইয়াছে, কিন্তু লাক্ষণিক 'দৈপ' ধাতুর নহে। যেহেতু নিয়ম আছে—'লাক্ষণিক ও প্রতিপদোক্তের মধ্যে প্রতিপদোক্তেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, লাক্ষণিকের গ্রহণ হয় না। তদুত্তরে কথিত হইতেছেঃ—'ন'—অর্থাৎ তাহা হইতে পারে না। কারণ—

সুলুগিতি ডাদেশঃ। ত্বমাবেকবচন ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। অতো গুণ ইতি পররূপত্বং। ভসংজ্ঞায়াং টেরিত্যদ্‌শব্দস্য লোপঃ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাকার উদাত্তঃ। কর্তৃকরণে কৃতা বহুলং। পা০ ২।১।৩২। ইতি তৃতীয়ায়াঃ সমাসঃ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলং। পা০ ৬।৩।১৪। ইতি তৃতীয়ায়া অপ্যলুক্‌। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তৃতীয়া কর্ম্মণি। পা০ ৬।২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যশঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ। অশেযুর্ট্‌ চ। উ০ ৪।১৯২। ইত্যসুন্‌। তৎসন্নিয়োগেন ধাতোর্যুডাগমঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গবাং। প্রাতিপাদিকস্বরঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্রাপ্তং। ন গোশ্বন্‌সাববর্ণেতি নিষিধ্যতে। বৃধি। বৃঞ্‌ বরণে। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি। পা০ ৬।৪।১০২। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শ্নোরপি লুক্‌ নিঘাতঃ। কৃণুষ্ব। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিতো নুম্‌। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লোটস্থাস্‌। পা০ ৩।৪।৭৮। থাসঃ সে। পা০ ৩।৪।৮০। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩।৪।৯১। কর্ত্তরি শপি প্রাপ্তে। পা০ ৩।১।৬৮।

“গামাদাগ্রহণেষ্ববিশেষঃ” এই পারিভাষিক-সূত্রদ্বারা প্রতিপ্রসব হইয়াছে। যুষ্মদ্‌ শব্দের উত্তর তৃতীয়াবিভক্তির একবচনের স্থানে “সুপাংসুলুক্‌” এই সূত্রদ্বারা ডা (আ) আদেশ হইয়াছে। “ত্বমাবেকবচনে” এই সূত্রদ্বারা ম-পর্যান্ত যুষ্ম-স্থানে ‘ত্ব’ আদেশ হইয়াছে। “অতোগুণে” এই সূত্রদ্বারা পররূপ হইয়া “ভসংজ্ঞায়াংটেঃ” এই সূত্রদ্বারা অদ্‌ ভাগের লোপ হইয়াছে। উদাত্তনিবৃত্তিস্বর-হেতু ইহার আকার উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর “কর্তৃকরণে কৃতা বহুলং” (পা০ ২।১।৩২) এই সূত্রদ্বারা ‘ত্বা’ এই তৃতীয়ান্ত-পদের সহিত ‘দাতং’ পদের সমাস হইয়া “তৎপুরুষে কৃতিবহুলং” এই সূত্রদ্বারা তৃতীয়া বিভক্তির অ লোপ হইয়াছে। এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর (পরবর্ত্তী) পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে “তৃতীয়া কর্ম্মণি” (পা০ ৬।২।৪৮) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “যশঃ” এই পদটী ব্যাপ্ত্যর্থ অশূ (অশ্‌) ধাতুর উত্তর “অশেযুর্ট্‌চ” (উ০ ৪।১৯২) এই সূত্রদ্বারা অসুন্‌ (অস্‌) প্রত্যয় এবং সেই অসুন্‌ প্রত্যয়ের সন্নিয়োগ হেতু যুট্‌ (য) আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুন্‌ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু এস্থলে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “গবাং” এই পদটীতে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। “সাবেকাচঃ” এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বরের উদাত্তত্ব-প্রাপ্তি হইলে “নগোশ্বনসাববর্ণ” এই সূত্রদ্বারা নিষিদ্ধ হইল। “বৃধি” এই পদটী, বরণার্থ বৃঞ্‌ ধাতুর উত্তর “শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি” (পা০ ৬।৪।১০২) এই সূত্রদ্বারা (লোটের) ‘হি’ বিভক্তির স্থানে ‘ধি’ আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। “বহুলংছন্দসি” সূত্রানুসারে ‘শ্নু’ এরও লোপ হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “কৃণুষ্ব” এই পদটীতে, হিংসা ও করণার্থবিশিষ্ট কৃবি (কৃ) ধাতুর উত্তর “ইদিতোনুম্‌” সূত্রদ্বারা নুম্‌ (ন.) আগম, ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ, (পা০ ৩।৪।৭৮) এই সূত্রদ্বারা ‘থাস্‌’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। “থাসস্‌সে” (পা০ ৩।৪।৮০) এই সূত্রদ্বারা থাস্‌ বিভক্তির স্থানে ‘সে’ আদেশ এবং “সবাভ্যাং বামৌ” (পা০ ৩।৪।৯১) এই সূত্রদ্বারা ‘সে’এর একারের স্থানে ‘ব’ আদেশ হইয়াছে। (পা০ ৩।১।৬৮) কর্তৃবাচ্যে শপের

ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ। পা০ ৩।১।৮০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। তস্যাতো লোপঃ। পা০ ৬।৪।৪৮। ইতি লোপঃ অচঃ পরস্মিন্পূর্ব্ববিধৌ। পা০ ১।১।৫৭। ইত্যকারলোপস্য স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণো ন ভবতি। অত্র সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি সতি শিষ্টমপি বিকরণস্বরং বাধিত্বা তিঙ এব প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। রাধঃ। অসুন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অদ্রিবঃ। অদ্রির্ব্বজ্রং। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। ছন্দসীবঃ। পা০ ৮।২।১৫। ইতি বত্বং। সম্বুদ্ধাবুগিদচাং। পা০ ৮।১।৭০। ইতি নুম্। হল্ঙ্যাদি-সংযোগান্তলোপৌ। পা০ ৬।১।৬৮। মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌ ছন্দসি। পা০ ৮।৩।১। ইতি রুত্বং। বিসর্জনীয়ঃ। আমন্ত্রিতস্য চ নিঘাতঃ॥ ৭॥

⁂

সপ্তম (৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

অবিশ্বাসী হৃদয়, সহসা ভগবানের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা মনে করে,—'তাহারা কর্ম্মী পুরুষ, কর্ম্ম করিয়াই ফল-লাভ করিবে; তাহারা ভগবানের ধার ধারিবে কেন?'

এইরূপ সংশয়ান্বিত-চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ঋকের অবতারণা, মনে করিতে পারি। তোমার সকল কর্ম্ম সকল

প্রাপ্তিতে "ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ" (পা০ ৩।১।৮০) এই সূত্রদ্বারা 'উ' প্রত্যয় এবং তৎসন্নিয়োগবশতঃ 'ব' কারের স্থানে 'অ'কার হইয়া "অতোলোপঃ" (পা০ ৬।৪।৪৮) এই সূত্রানুসারে সেই অকারের লোপ হইয়াছে। "অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ" (পা০ ১।১।৫৭) এই সূত্রদ্বারা অকারলোপের স্থানিবদ্ভাব-হেতু লঘু-উপধাস্বরের গুণ হয় নাই। এস্থলে "সতিশিষ্টস্বরো বলীয়স্ত্বমন্যত্রবিকরণেভ্যঃ" এই বার্ত্তিক নিয়মানুসারে সতি শিষ্ট বিকরণ-স্বরকে বাধিয়া তিঙ্প্রত্যয়ের আদিস্বরই উদাত্ত হইয়াছে। "রাধঃ" এই পদটী, সংসিদ্ধি-অর্থবিশিষ্ট রাধ্ ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অদ্রি অর্থাৎ বজ্র ইঁহার আছে' এই অর্থে 'অদ্রি' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া "অদ্রিবঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ছন্দসীবঃ" (পা০ ৮।২।১৫) এই সূত্রদ্বারা 'মতুপ্' এর ম-কারের বত্ব করিয়া সম্বোধনে "উগিদচাং" (পা০ ৮।১।৭০) এই সূত্রদ্বারা নুম, "হল্ঙ্যাদি" (পা০ ৬।১।৬৮) সূত্রদ্বারা সংযোগান্তলোপ এবং "মতুবসো রুসম্বুদ্ধৌছন্দসি" (পা০ ৮।৩।১) এই সূত্রদ্বারা রুত্ব বিসর্গ হইয়াছে। এস্থলে "আমন্ত্রিতস্যচ" সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ ৭॥

⁂

সময় সুফলপ্রসূ হয় না কেন? আবার, কাহাকেও অল্পপরিশ্রমে অধিক ফলভাগী এবং কাহাকেও বা জীবনপাত আয়াস-স্বীকারে নিষ্ফল দেখিতে পাই কেন? এই ঋক্, সেই সংশয়ের সমাধান করিতেছে। কর্ম্মফল যত সুখলভ্য বলিয়া মনে করি, তাহা তাদৃশ সুলভ নহে। পরন্তু সকল কর্ম্মই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি বিচার করিয়া তাহার ফল প্রদান করেন। 'ত্বাদাতং' শব্দের ভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহার মুষ্টির মধ্যে ফলাফল সকলই আবদ্ধ আছে। তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়া, যে কর্ম্মের যে ফল, তিনি তাহা বিতরণ করেন। তাঁহার 'অদ্রিবঃ' বিশেষণের সার্থকতা এইখানেই দেখি। ঋকের 'যশঃ' পদটি এই হিসাবেই যথাবিন্যস্ত রহিয়াছে বুঝি। বলা হইতেছে—তিনি অদ্রিবৎ কঠোর; বলা হইতেছে—তাঁহার হাত দিয়াই তোমার যশোরূপ ধন শোধিত হইয়া আসিতেছে। এটি বড়ই বিবেচনার বিষয়। মনে হয়, এখানে যেন একটী নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে।

অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থের সাহায্যে অনেক সময় মানুষ যশঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। মনে করে—চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা বা পরস্বাপহরণের দ্বারা যে অর্থ সে সঞ্চয় করিয়াছে, সেই অর্থের দ্বারাই সে আপনার পাপ ঢাকিয়া রাখিবে,—সকল কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবে। এবম্বিধ কীর্ত্তির, এবম্বিধ যশের, এবম্বিধ ধনলাভের, আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত যাহারা,—তাহাদের পক্ষে ভগবান পাষাণবৎ কঠোর (অদ্রিবঃ) হইয়া আছেন। প্রকাশ্যে সৎকর্ম্মের ভাণ দেখাইবে, আর গোপনে অপকর্ম্ম করিয়া যাইবে;—ভগবানের নিকট তাহা কখনও অপ্রকাশ থাকে না। তিনি অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন; তিনি সকলের সকল অবস্থা সমভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ম্মের ফল দৃষ্টতঃ ও অদৃষ্টতঃ বিভিন্ন-রূপ হইয়া দাঁড়ায়।

ঋকের আর এক অংশ—'গবাং ব্রজং অপবৃধি।' এখানে সায়ণাদি অর্থ করিয়াছেন,—'তিনি গোগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন এবং গবাদি দান করেন।' আমরা কিন্তু 'গো'-শব্দে এখানে গোজাতি-রূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। 'গবাং ব্রজং' পদ-দ্বয়ের অর্থ, আমাদের মতে, 'সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়-স্থান বা জ্ঞানের আশ্রয়-স্থান।' 'গো'-শব্দে জ্যোতিঃ বা কিরণ; তাহা মেঘে বা অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাই 'ব্রজং' বা

গৃহের উপমা; অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোক-রশ্মি বিকিরণ 'অপবৃধি' বা দ্বার-উদ্ঘাটন-ক্রিয়া। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান-রশ্মি স্বতঃসঞ্চিত থাকে; কিন্তু অজ্ঞান-আঁধার আসিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রাখে; ভগবানের করুণা-লাভে সমর্থ হইলে, তিনি সেই অজ্ঞান-আঁধার ভেদ করিয়া জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন; তাহাতে জ্যোতিঃসমুদ্রে জ্যোতিঃকণা মিশিয়া যায়। এখানে রূপকে এই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই এ ভাব বোধগম্য হয়। ঋকে যে ধনের প্রার্থনা আছে, গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক যে ধন তিনি প্রদান করিবেন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইলে, ভাবটী পরিস্ফুট হইতে পারে। সে ধনের নাম—'রাধঃ'। আরাধনা-ভাব-মূলক সিদ্ধ্যর্থক 'রাধ্'-ধাতু ঐ ধনের ব্যুৎপত্তি-স্থল। ইহাতে বুঝা যায়, সাধনায় যে ধন প্রাপ্ত হই, এ ধন সেই ধন—গবাদি পশুধন নহে। অজ্ঞান-আঁধার উদ্ভিন্ন করিয়া অন্তরে যখন জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করে, তখন যোগিধ্যেয় সেই পরম ধনই মানুষ প্রাপ্ত হয়। ঋকে সেই ধনের প্রার্থনাই প্রকটিত দেখি। তবে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে, যাহার যেমন প্রয়োজন তদনুসারে, গবাদি ধন অর্থ যাঁহারা সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা অনায়াসে করিতে পারেন; তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ঋকের মুখ্য লক্ষ্য—জ্ঞান ধন, ইহা সুনিশ্চিত। (১ম—১০সূ—৭ঋ)।

* * *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

ন হি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ।

জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। ত্বা। রোদসী ইতি। উভে ইতি। ঋঘায়মাণং। ইন্বতঃ।

জেষঃ। স্বঃ২বতী। অপঃ। সং। গাঃ। অস্মভ্যং। ধূনুহি ॥ ৮ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ঋঘায়মাণং' (শত্রুবধং কুর্ব্বাণং) 'ত্বা' (ত্বাং, তব মহিমানং) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'উভে' (দ্বে) 'নহি ইন্বতঃ' (ধর্ত্তুং ন সমর্থে), ত্বং 'স্বর্বতীঃ' (স্বর্লোকযুক্তাঃ স্বর্গস্থিতাঃ) 'অপঃ' (জলানি, সুধা ইতি ভাবঃ) 'জেষঃ' (জয়েঃ, প্রেরয়েত্যর্থঃ), 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'গাঃ' (জ্ঞানস্বরূপা দিব্যজ্যোতির্নিবহাঃ, অমৃতোপমানি তত্ত্বজ্ঞানানীতি ভাবঃ) 'সং ধূনুহি' (সম্যক্ প্রেরয়, প্রদানং কুরু)। অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুসর্ব্ববিধশত্রুবধহেতৌ ভগবতো মহিমা সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্তঃ; স হি অমৃতস্য অধিকারী; সুধোপমং তৎ দিব্যজ্ঞানং তৎসকাশে প্রাপ্তব্যমিতি সূচ্যতে। (১ম—১০সূ—৮ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্! শত্রুসংহারজনিত আপনার যে মহিমা, স্বর্গলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে উভয় লোকে তাহা ধারণ করিবার স্থান নাই; স্বর্গের সুধা আপনারই অধিকৃত; অমৃত-স্বরূপ দিব্য-জ্ঞান আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে, অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রু সর্ব্ববিধ শত্রুবধহেতু ভগবানের মহিমা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত; তিনিই অমৃতের অধিকারী; অমৃতোপম দিব্যজ্ঞান তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়)॥ (১ম—১০সূ—৮ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ঋঘায়মাণং শত্রুবধং কুর্ব্বাণং ত্বাং রোদসী উভে দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ত্বদীয়ং মহিমানং ব্যাপ্তুং নহীন্বতঃ। ন সমর্থে ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং স্বর্ব্বতীঃস্বর্লোকযুক্তা অপো-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! শত্রুবধকারী আপনাকে দ্যুলোক এবং পৃথিবী লোক এই উভয় লোকে ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ স্বর্গবাসী ও মর্ত্ত্যবাসী কেহই আপনার মহিমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না। তথাবিধ আপনি, স্বর্লোকস্থিত বৃষ্টিরূপ জল-সমূহকে জয় অর্থাৎ প্রেরণ করিয়া

বৃষ্টিরূপা জেষঃ। জয়েঃ। প্রেরয়েত্যর্থঃ। অপাং স্বর্গসম্বন্ধশ্চান্যত্র দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তীতি শ্রুতং। কিঞ্চ বৃষ্টিপ্রদানাদন্নসম্পত্তেরূর্দ্ধমস্মভ্যং ক্ষীরাদিরসপ্রদা গাঃ সংধূনুহি। সম্যক্ প্রেরয়।

নহি। নঞো হিশব্দেন সহ সুপা। পা০ ২।১।৪। ইতি সমাসঃ। সমাসত্বাদন্তোদাত্তত্বং। ত্বা। অনুদাত্তং সর্ব্বমিত্যনুবৃত্তৌ ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি ত্বাদেশঃ। রোদসী। রুদেরসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উগিতশ্চ। পা০ ৪।১।৬। ইতি ঙীপ্। উভে। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তঃ। শ্যা সহৈকাদেশ উদাত্তঃ। ঋঘায়মাণং। নৄন্ হন্তীত্যৃঘা। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহণার্থত্বান্নকারলোপোহকারস্য চ ঘকারঃ। অনৃঘা ঋঘা ভবতীত্যভূততদ্ভাবে লোহিতাদিডাজ্ভ্যঃ ক্যষ্। পা০ ৩।১।১৩। ইতি ক্যষ প্রত্যয়ো ভবতি। স হ্যাকৃতিগণঃ। লোপশ্চ হলঃ। পা০ ৩।১।১২। ইত্যনুবৃত্তের্নকারলোপশ্চ বা ক্যষঃ। পা০ ১৩৯০। ইত্যাত্মনেপদং। লটঃ শানচ্। শপোঽদুপদেশাৎ-

---

থাকেন। জল-সমূহের স্বর্গ সম্বন্ধ অন্যত্র শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; যথা—"দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তি" অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বৃষ্টিকে ক্ষরিত করেন। অপিচ, বৃষ্টিপ্রদান দ্বারা অন্নসম্পত্তি দানের পর আমাদিগকে ক্ষীরাদি রসপ্রদা গাভী সমূহ সম্যক্ প্রকারে প্রেরণ করুন।

"নহি" এই পদটী 'হি' শব্দের সহিত নঞের "সহসুপা" (পা০ ২।১।৪) এই সূত্রদ্বারা সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমাস হেতু এস্থলে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ত্বা" এই পদটী "অনুদাত্তং সর্ব্বং" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" এই সূত্রদ্বারা (যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচনে) 'ত্বা' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে (এই পদটীর অনুদাত্তস্বর)। "রোদসী" এই পদটী রোদনার্থ রুদ্ ধাতুর উত্তর অসুন্ (অস্) প্রত্যয় করিয়া "উগিতশ্চ" (পা০ ৪।১।৬) সূত্র দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অসুন্ প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রাতিপদিক স্বর হেতু "উভে" এই পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৎপরে 'শী' এর সহিত একাদেশে উদাত্ত হইয়াছে। "ঋঘায়মাণং"—'মনুষ্যগণকে হনন করে' এই অর্থে 'নৃ' পূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা 'বিচ্' প্রত্যয় করিয়া উক্ত সূত্রে 'দৃশি' ধাতুর গ্রহণ থাকায় বিধ্যন্তরেরও গ্রহণ হয় বলিয়া (নৃ উপপদের) ন-কারের লোপ, এবং 'হন্' ধাতুর হ-কারের স্থানে ঘ-কার করিয়া "ঋঘা" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নয় যে ঋঘা সে ঋঘা হইতেছে' এইরূপ অভূততদ্ভাবে "লোহিতাদিডাজ্ভ্যঃ ক্যষ্" (পা০ ৩।১।১৩) এই সূত্র দ্বারা 'ক্যষ্' (য) প্রত্যয় হইয়াছে। সেই প্রত্যয় আকৃতিগণ হইয়া থাকে। "লোপশ্চ হলঃ" (পা০ ৩।১।১২) এই সূত্র হইতে হল্ (ব্যঞ্জন) লোপের অনুবৃত্তি অধিকার-বশতঃ নকারের লোপ হইয়াছে। "বা ক্যষঃ" (পা০ ১।৩।৯০) এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদে লটের স্থানে 'শানচ্' হইয়াছে। 'শপ্' প্রত্যয়ের অৎ (অ) থাকে বলিয়া তাহার পরেই 'শানচ্ হইয়াছে। উক্ত 'শানচ্' প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক) ধাতুমাত্র সাধারণ) ল-কার হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। শপ্

পরাচ্ছানদো লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ক্যষঃ প্রত্যয়স্বরঃ একাদেশস্তোদাত্তত্বং। ইন্বতঃ। ইবি ব্যাপ্তৌ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। লডাদেশস্য তসশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। হে চেতি নিষেধাত্তিঙ্ঙ্তিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। জেষঃ। জয়েঃ। প্রার্থনায়াং লিঙর্থে লেট্। তস্য মধ্যমপুরুষৈকবচনং সিপ্। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতীকারলোপঃ। কর্ত্তরি শপি প্রাপ্তে তদপবাদঃ সিব্বহুলং লেটীত সিপ্। অডাগমস্যানুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। স্বরাসামস্তীতি স্বর্ব্বত্যাঃ। হুঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ। ফি০ ৪।৬। ইতি স্বর্শব্দঃ স্বরিতঃ। মতুম্ঙীপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। সংহিতায়াং স্বরিতাৎসংহিতায়ামনুদাত্তানাং। পা০ ১।২।৩৯। ইত্যেকশ্রুতিঃ। স্বরিত এব শিষ্যতে। অপঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ধুনুহি। ধুঞ কম্পনে। লোটঃ সেহ্যপিচ্চ। স্বাদিভ্যশ্নুঃ। উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ। পা০ ৬.৪।.০৬। ইতি প্রাপ্তস্য লুকশ্ছান্দসত্বাদ্ভাবঃ॥ ৮॥

* * *

প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। 'ক্যষ্' এর প্রত্যয়স্বর, একাদেশের উদাত্তস্বর হইয়াছে। "ইন্বতঃ"—এই পদটীতে ব্যাপ্ত্যর্থ 'ইবি' ধাতুর উত্তর "ইদিতোনুম্ধাতোঃ" এই সূত্রদ্বারা নুম্ (ন) আগম হইয়াছে। 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত-স্বর হইয়াছে। লটের স্থলে আদিষ্ট 'তস্'-এর সার্ব্বধাতুক লকার-স্বর হেতুক ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে "হিচ" সূত্রানুসারে নিষেধ হেতু "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রাদ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "জেষঃ"--অর্থাৎ "জয়েঃ" এই পদটী জয়ার্থ 'জি' ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লিঙের অর্থে লেট্ তাহার স্থানে মধ্যমপুরুষের একবচন 'সিপ্' প্রত্যয় করিয়া "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" সূত্রানুসারে (সিপের) ইকারের লোপ হইয়াছে। এস্থলে কর্তৃবাচ্যে 'শপ্' প্রাপ্তি হইলে তাহার অপবাদক "সিব্বহুলং লেটি" সূত্রানুসারে 'সিপ্' হইয়াছে। (আগম) 'অট্'-এর অনুদাত্তত্ব-হেতু ধাতু-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। 'স্বর (স্বর্গ) ইহাদের আছে' এই অর্থে (স্বর্ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ে) "স্বর্ব্বত্যঃ" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। হুঙ্স্বরৌ স্বরিতৌ" এই সূত্রানুসারে স্বর্ শব্দটী স্বরিত হইয়াছে। 'মতুপ্' ও 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্ত স্বর হয়, কিন্তু সংহিতাতে স্বরিতাৎসংহিতায়মনুদাত্তানং' (পা০ ১।২।৩৯) সূত্রানুসারে স্বরিতস্বরের পর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে বলিয়া একশ্রুত হইয়াছে। সুতরাং স্বরিতস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা "অপঃ" এই পদটির বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ধূনু'হ" এই পদটী, কম্পানার্থ ধুঞ (ধু) ধাতুর উত্তর লোটের সি, "সেহ্যপিচ্চ" সূত্রদ্বারা সি-এর স্থানে হি, এবং স্বাদিভ্যঃশ্নুঃ সূত্রানুসারে শ্নু (নু) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত "উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ' (পা০ ৬।৪।১০৬) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত উ-কারের লোপ হয় নাই॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

সংসারের চারিদিক শত্রুতে ঘেরিয়া আছে। মানুষের শত্রু পদে পদে। আধিব্যাধিশোকতাপের মধ্য দিয়া শত্রু আসিয়া বিপন্ন করিতেছে। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক দুঃখ-রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া শত্রু আসিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। সকল শত্রুর অপেক্ষা প্রবল শত্রু—আমাদের সঙ্গের সাথী নিত্য-সহচর কামক্রোধাদি রিপুবর্গ।

ঋকে বলা হইয়াছে—'শত্রুসংহারের জন্য ভগবানের যে মহিমা, তাহার অন্ত নাই; স্বর্গলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে উভয় লোকেও সে মহিমা রাখিবার স্থান-সঙ্কুলান হয় না।' সত্যই তাই। রক্তবীজের বংশের ন্যায় শত্রু—মরিয়াও মরিতে চাহে না। তুমি কোন্ দিকের কোন্ শত্রু দমন করিবে? সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষে ঊর্দ্ধদেশে অধোভাগে অগণ্য অসংখ্য শত্রু লেলিহান-জিহ্বায় তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এরূপ অগণিত অধৃষ্য মহাপরাক্রান্ত শত্রু যিনি সংহার করিতে পারেন, তাঁহার যশের অন্ত আছে কি? ঋক্ তাই বলিয়াছেন—'নহি ইন্বতঃ।'

ঋকের দ্বিতীয় অংশ—স্বর্বতীঃ অপঃ জেষঃ'। এখানে 'জল জয় কর বা জল দান কর' সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু 'স্বর্বতীঃ' শব্দের সার্থকতা বুঝিতে গেলে, বুঝা যায়—এতদন্তর্গত 'অপঃ' সাধারণ জল নহে; উহা স্বর্গের অপ্ বা অমৃত। যাঁহারা মরুভূমির অধিবাসী, এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ, তাঁহাদের নিকট সাধারণ জলই অমৃতের কাজ করিতে পারে; তাঁহারা 'স্বর্বতীঃ অপঃ' শব্দে সাধারণ জল অর্থই বুঝিয়া লউন; জল মাত্র প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের পিপাসা দূর হইবে, সুতরাং তৃষ্ণারূপ কষ্টদায়ক শত্রু দমিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এক-রকম পিপাসা, একবিধ তৃষ্ণা, এক-প্রকার শত্রু তো—মানুষকে আক্রমণ করিয়া নাই! নানান্ রকম শত্রু নানান্ ভাবে নানান্ দিক হইতে ঘেরিয়া আছে। তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

শত্রু-সংহার জন্য যে ভগবানের যশঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে ধরে না, জলদানে পিপাসা-নিবারণ-রূপ ঐ সামান্য একটা শত্রুদমন দ্বারাই কি তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। ফলতঃ, যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের সকল তৃষ্ণা বা দুঃখ দূর হয়, অপ্-শব্দ তাহারই দ্যোতনা করিতেছে। সুতরাং সে অপ্ যে কি, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। সে অপ্—অমৃত; সে অপ্—অমৃত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; কেন-না, সকল প্রকার শত্রুদমনের জ্বালা-নিবারণের সামগ্রী অমৃত ভিন্ন, অমৃতত্বলাভ ভিন্ন, অন্য কিছুই নাই।

এইবার বুঝিয়া দেখুন—ঋকের তৃতীয় অংশ—প্রার্থনার বিষয় কি? ঋকের বাক্য—'গাঃ সং ধূনুহি।' ইহাতে সাধারণতঃ 'আমাদিগকে গরু দান কর' ভাবই উপলব্ধ হয়। আর এই জন্যই বেদ—'চাষার গান'! কৃষিজীবী যজমানের অভীষ্টপূরণ-কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া পুরোহিত যখন স্তোত্র উচ্চারণ করিবেন, ঋকে তখন কৃষির সহায়তামূলক জল-দানের বা গরু-দানের প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু অন্য সাধারণ ভক্তের প্রার্থনার সময় এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাব সূচিত হয় না কি? বিশেষতঃ, ঋকের প্রথমাংশের ও মধ্যমাংশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, এই 'গাঃ' পদে একমাত্র 'গরু' অর্থ আসিতেই পারে না। গরু-দান প্রাপ্ত হইলে, কয় দিকের কয়টা শত্রু দমিত হইবে? অগণ্য অনন্ত শত্রু—দুঃখ-পারাবার আমায় ঘেরিয়া আছে; দুইটা গরু পাইলে, আমার কতটুকু দুঃখ দূর হইবে, বা কয়টা শত্রু বিমর্দ্দিত হইতে পারিবে? শত্রু-দমন জন্য যে ভগবানের যশঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে ধরে না, তাঁহার নিকট আমি কি চাহিব?—কি ধন দিয়া তিনি আমার সে শত্রু নাশ করিবেন? সকল শত্রুর নাশে—সকল দুঃখ অবসানের নিমিত্ত—আমার কি চাই? চাই না কি—অমৃত? আবশ্যক নহে কি—অমৃতত্ব? অমৃতত্ব-প্রাপ্তিই চরম পরম লক্ষ্য। তিনি অমৃতের অধিকারী—অমৃত-স্বরূপ। তিনি জ্ঞানময়—তিনি জ্ঞানার্ণব। মানুষ যতক্ষণ না সে অমৃতের অধিকারী হয়, আমরা যত দিন পর্য্যন্ত না সে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, কখনই আমাদের শত্রু নাশ সম্ভবপর নহে। অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ঘটিলেই সর্ব্বপ্রকার কামনা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, কামনা-বিমুক্তির দ্বারা সকল শত্রুই

ছিন্ন হয়। তখন জীবন্মুক্ত অবস্থা। অমৃত অবস্থায় শত শত্রুও কিছুই করিতে পারে না। এই অমৃতত্ব বিষয়ে উপনিষৎ কহিয়াছেন,—

> 'অমৃতত্বং সমাপ্নোতি যদা কামান্ স মুচ্যতে।
> সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তশ্ছিত্ত্বা তং তু ন বধ্যতে।'

জীব! যদি শত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, অমৃতত্ব-লাভের প্রার্থনা জানাও। শত্রুদমনে অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন ভগবান সেই প্রকৃষ্ট অস্ত্রই তোমায় প্রদান করিবেন। সে অস্ত্র পাইলে, তখন তুমি সেই অবস্থায় উপনীত হইবে, যে অবস্থায়—

> 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
> অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।'

তখন আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা সকলই 'দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায়' ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ঋকের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যই এই ঋক্ আলোচনায় সর্ব্বথা অনুধাবনীয়। (১ম—১০সূ—৮ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লবষড়হস্যোকৃথ্যেষু তৃতীয়সবনেঽচ্ছাবাকস্য ষট্‌স্তোত্রিয়ানুরূপযুগলেষূ দ্বিতীয়স্মিন্ যুগল-আশ্রুৎকর্ণেতি তৃচোঽনুরূপঃ। এহ্যাযিতি খণ্ডে শ্রুধী হবং তিরশ্চা আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং। আ০ ৭.৮। ইতি সূত্রিতং। তস্মিংস্তৃচে প্রথমাঃ সূক্তে নবমীমৃচমাহ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লবষড়হ নামক যজ্ঞের উক্‌থ্যকর্ম্মসমূহে তৃতীয়সবনে অচ্ছাবাক নামক ঋত্বিকের ছয়টী অনুরূপ যুগলের মধ্যে দ্বিতীয় যুগলে 'আশ্রুৎকর্ণ' ইত্যাদি তৃচ অনুরূপ পাঠারূপে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "এহ্যায" এই খণ্ডে "শ্রুধী হবং তিরশ্চা" "আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধীহবং" এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে (পা০ ৭।৮)। সেই তৃচে প্রথমা এবং এই সূক্তে নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আশ্রুৎঽকর্ণ। শ্রুধি। হবং। নূ। চিৎ। দধিষ্ব। মে। গিরঃ।
ইন্দ্র। স্তোমং। ইমং। মম। কৃষ্ব। যুজঃ। চিৎ। অন্তরং ॥ ৯

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশ্রুৎকর্ণ' (স্ফুটাস্ফুটসর্ব্বশ্রবণশক্তিসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'হবং' (অস্মাকং আহ্বানং) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'শ্রুধি' (শৃণু), 'মে' (মম) 'গিরঃ চিৎ' (স্তুতীরপি) 'দধিষ্ব' (চিত্তে ধারয়, শৃণু ইতি ভাবঃ); 'মম ইমং' (উচ্চারিতং) 'স্তোমং' (স্তোত্ররূপং বাক্যসমূহং) 'যুজঃ চিৎ' (স্বকীয়সখ্যুরপি, বন্ধুবৎ প্রিয়তরভাবেঽপি) 'অন্তরং' (হৃদ্গতং, আসন্নং) 'কৃষ্ব' (কুরু)। যদা ভগবান্ ইন্দ্রদেব সর্ব্বেষাং সকলপ্রার্থনাং শৃণোতি, তর্হি অস্মদীয়োচ্চারিতং স্তুতিবাক্যং অবশ্যমেব শ্রোষ্যতীতি ভাবঃ। (১ম—১০সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্ফুটাস্ফুট সর্ব্ববিষয়ে শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হে ইন্দ্রদেব! আপনি আমার প্রার্থনা সত্বর শ্রবণ করুন; আমার প্রার্থনা-বাক্য চিত্তে ধারণ করুন; আর আমার এই স্তুতিমন্ত্র যাহাতে আপনার অন্তরে মিত্রের ন্যায় স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহাই করুন। (ভাব এই যে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন সকলের সকল প্রকার প্রার্থনাই শ্রবণ করেন, তখন আমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিবাক্যও অবশ্যই শ্রবণ করিবেন।) ॥ (১ম—১০সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে আশ্রুৎকর্ণ সর্ব্বতঃ শ্রোতারৌ কর্ণৌ যস্য তাদৃগিন্দ্র হবমস্মদীয়মাহ্বানং নু ক্ষিপ্রং শ্রুধী। শৃণু। মে মম হোতুর্গিরশ্চিৎস্তুতীরপি দধিষ্ব। চিত্তে ধারয়। কিঞ্চ। মম মদীয়মিমং স্তোমং স্তোত্ররূপং বাক্‌সমূহং যুজশ্চিৎ স্বকীয়সখ্যুরপ্যন্তরং কৃষ্ব। আসন্নং কুরু। যথা বচনং তস্য প্রিয়ং মন্যসে তদ্বদস্মদীয়স্তুতিষ্বপি প্রীতিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ।

আশ্রুৎকর্ণ। আ সমন্তাচ্ছৃণুত ইত্যাশ্রুৎ। ক্বিপ্‌। হ্রস্বস্য তুক্‌। তাদৃশৌ কর্ণৌ যস্য। আমন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুধী। শ্রু শ্রবণে। লোটোহিঃ। শ্রুবঃ শৃ চ। পা০ ৩।১।৭৪। ইতি বিহিতশ্নোর্ব্বহুলং ছন্দসীতি লুক্‌। তৎসন্নিয়োগবিশিষ্টত্বাচ্ছৃভাবোঽপি নিবর্ত্ততে। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি। পা০ ৬।৪ .০২। ইতি হের্ধিঃ। সতি শিষ্টত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ। পা০ ৮।১।৭২। ইত্যবিদ্যমানবত্ত্বেন পদাদপরত্বাত্তিঙঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ। হবং। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। বহুলং ছন্দসীত্যনৈমিত্তিকে সম্প্রসারণে কৃতে পশ্চাদুকারান্তত্বেন ঋদোরপ্‌। পা০ ৩।৩।৫৭। ইত্যপ্‌ প্রত্যয়ঃ। অপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। নু সংহিতায়ামৃচি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে আশ্রুৎকর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বত্রশ্রবণশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগের আহ্বান শীঘ্রই শ্রবণ করুন। হোতৃরূপ আমার স্তুতিসমূহও চিত্তে ধারণ করুন। অপিচ, মদীয় এই স্তোত্র-রূপ বাক্যসমূহকেও আপনার বন্ধুর হৃদয়েও আসন্ন করুন। অর্থাৎ, আপনি যেমন আপনার বন্ধুর বাক্যকে প্রিয় বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ আমাদিগের স্তুতি-সমূহেও প্রীতিলাভ করুন।

"আশ্রুৎকর্ণ"—"চতুর্দ্দিকে শ্রবণ করে যে কর্ণদ্বয় তাহারা আশ্রুৎ" এইরূপ অর্থে আ উপসর্গপূর্ব্বক শ্রবণার্থ—'শ্রু' ধাতুর উত্তর ক্বিপ, "হ্রস্বস্য" সূত্র দ্বারা তুক্‌ (ৎ) আগম করিয়া "আশ্রুৎ" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তাদৃশ কর্ণদ্বয় হইয়াছে যাঁহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে উক্ত 'আশ্রুৎকর্ণ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আমন্ত্রিতস্য চ" সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শ্রুধী" এই পদটী, শ্রবণার্থ 'শ্রু ধাতুর লোট্‌ বিভক্তির 'হি' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "শ্রুবঃ শৃ চ (পা০ ৩।১।৪৪) এই সূত্র দ্বারা বিহিত 'শ্নু' প্রত্যয়ের "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে লোপ করিয়া সন্নিয়োগ-শিষ্টত্ব-হেতু 'শ্রু' এর স্থানে 'শৃ' আদেশও নিবর্ত্তিত হইয়াছে।' "শ্রুশৃণুপৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" (পা০ ৬।৪।১০২) এই সূত্র দ্বারা 'হি' এর স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। সতি-শিষ্টত্ব-হেতু প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৭২) এই সূত্র দ্বারা অবিদ্যমানবত্ত্বহেতু, পদের পর হয় নাই বলিয়া, "তিঙঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "অন্যেষামপিদৃশ্যতে" এই সূত্রানুসারে সংহিতাতে (অন্তস্বর) দীর্ঘ হইয়াছে। "হবং" এই পদটী স্পর্দ্ধা ও শব্দ অর্থ বিশিষ্ট হ্বেঞ্‌ (হ্বে) ধাতুর, "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা অনৈমিত্তিক সম্প্রসারণ ('হ্বে' স্থানে 'হু' করা হইলে), তৎপরে উকারান্ত হেতু 'ঋদোরপ্‌" (পা০ ৩।৩।৫৭) এই সূত্র দ্বারা অপ্‌ (অ) প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে।

তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা০ ৬।৩।১৩৩। ইতি দীর্ঘঃ। চিৎ। চাদিরনুদাত্তঃ দধিষ্ব। দধাতের্লোট্। থাসস্সে। সবাভ্যাং বামৌ। পা০ ৩।৪।৯১। শপঃ শ্লুঃ। অভ্যাসস্ত হ্রস্বত্বাদি। ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকস্যাপি স্বীকারাদিডাগমঃ। আকারলোপঃ। নিঘাতঃ। মে। মম। তবমমৌঙসি। পা০ ৭।৩।৯৬। ইত্যনেন মপর্য্যন্তস্য মমাদেশঃ। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে যুষ্মদস্মদোর্ঙসি। পা০ ৬।২।২১১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃষ্ব। ডুকৃঞ্ করণে। লোট্। থাসস্সে। সবাভ্যাং বামৌ। শপো বহুলং ছন্দসীত লুক। সতিশিষ্টত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। যুজঃ। সাবেকাচ ইতিবিভক্তেরুদাত্তত্বং। অস্তরং। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১০সূ—৯ঋ)॥

⁂

নবম (৯১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে ইন্দ্রদেবের একটী বিশেষণ দেখি—'আশ্রুৎকর্ণ।' ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় ভাবে বুঝা যায়,—তাঁহার কর্ণ কেবল শোভার জন্য নহে অর্থাৎ তিনি বধির নহেন, তিনি শ্রুতিশক্তিবিশিষ্ট। নবম সূক্তে

'অপ্ এর পিত্ব-হেতু ধাতুস্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে। "ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" (পা০ ৬।৩ ১০৩) এই সূত্র দ্বারা "নু" এই পদটীর সংহিতাতে দীর্ঘস্বর হইয়াছে। চাদিহেতু চিৎ এই পদটীর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "দধিষ্ব" এই পদটী, দধাতি 'ধা' ধাতুর উত্তর লোটের থাস, "থাসস্সে" সূত্র দ্বারা থাসের স্থানে 'সে' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং "সবাভ্যাং বামৌ" (পা০ ৩।৪।৯১) সূত্র দ্বারা 'ব' আদেশ হইয়া, আগম শপ এর স্থানে শ্লু, অভ্যাসের (দ্বিত্বের) হ্রস্ব হইয়াছে। যদি "ছন্দস্যুভয়থা" সূত্রের দ্বারা আর্দ্ধধাতুকের স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ইট্ আগম ও আ-কারের লোপ হয়। এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। 'মে' "মম" এই পদ "তবমমৌ ঙসি" (পা০ ৬।২।৯৬) এই সূত্র দ্বারা মকার পর্য্যন্ত অস্মদ্ শব্দের স্থানে 'মম' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাতিপদিকস্বরহেতু অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে "যুষ্মদস্মদোঙসি" (পা০ ৬।১।২১১) এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "কৃষ্ব" এই পদটীর, করণার্থ ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতুর উত্তর লোটের থাস্, 'থাসস্সে' সূত্রানুসারে 'থাস' এর স্থানে 'সে' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সবাভ্যাং বামৌ" সূত্র দ্বারা 'ব' আদেশ, এবং "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা আগম 'শপ্' এর লোপ হইয়াছে। সতিশিষ্টত্বহেতু এস্থলে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। পাদাদিত্বহেতু নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "যুজঃ" এই পদটীর বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদিত্বহেতু "অন্তরং" পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—৯ঋ)॥

⁂

ইন্দ্রদেবের এইরূপ একটী বিশেষণ ছিল—‘সুশিপ্র’; টীকাকারগণ তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন—‘শোভনহনু’ বা ‘শোভন-নাসিক।” এখানকার “আশ্রুৎকর্ণ শব্দের অর্থও প্রায় সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। তবে শ্রুতি-বাচক শব্দের সংশ্রব আছে বলিয়া, ঐ কর্ণে তিনি শুনিতে পান, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ‘আশ্রুৎকর্ণ’ শব্দের অর্থ, আমাদের মনে হয়, আরও উচ্চভাবসূচক। তিনি স্ফুট অস্ফুট সকল স্বরই শুনিতে পান। তিনি অন্তরের ও বাহিরের সকল স্বরই বুঝিতে পারেন। গোপনের কুপরামর্শ বা প্রকাশ্যের সদ্ভাবমূলক বাক্য, তাঁহার নিকট কিছুই অগোচর থাকে না। ‘আশ্রুৎকর্ণ’ বিশেষণ সেই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

শ্রুতিতে দেখি, ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে বলা হয়,—“যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম...।” শ্রোত্র যাঁহাকে শ্রবণে পায় না, পরন্তু শ্রোত্রের যাঁহা হইতে শ্রোত্রত্ব, তাঁহাকেই এখানে শ্রুতিসম্পন্ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ মনে করিতে হইবে।

তার পর লক্ষ্য করুন—প্রার্থনা। প্রার্থনায় তিনটী স্তর দৃষ্ট হয়। ব্যাকুল হৃদয়ে সাধক প্রথমে কহিলেন,—‘হে দেব! শুনুন—আমার প্রার্থনা শীঘ্র শুনুন।’ পরক্ষণেই কহিলেন,—‘আমার এ প্রার্থনা একবার হৃদয়ে স্থান দেন।’ শেষ জানাইলেন,—‘যদি স্থান পায়, আমার প্রার্থনা যেন মিত্রভাবে আপনার হৃদয়ে স্থান পায়, আমার প্রার্থনা যেন আপনার প্রিয়তর সামগ্রী মধ্যে গণ্য হয়।’

দুঃখপারাবারে নিমজ্জমান্ থাকিয়া, যন্ত্রণায় অস্থির বিচঞ্চল হইয়া, মানুষ প্রথমে ভগবানকে এক ভাবে ডাকে। প্রার্থনা শুনিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, তিনি যেন দুঃখ দূর করেন,—প্রথমেই এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু শুনিয়াও যখন সে প্রার্থনা ভগবান শুনিতে পান না, কর্ম্মফল-রূপ যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী ফলভোগের প্রতি তিনি যখন উদাসীন-ভাব প্রকাশ করেন, মানুষ তখন ভগবানকে আর এক ভাবে ডাকে; ডাকিয়া বলে,—‘দয়াময়, আর যে সহিতে পারি না! আমার প্রার্থনা আপনার হৃদয়ে একবার স্থান দেন।’ কিন্তু সে আহ্বানও যখন সুফলপ্রসূ হয়

না, তখন প্রার্থনা করে,—'হে ভগবান্, এই করুন, আমার বাক্য বা প্রার্থনা যেন আপনার প্রীতিপ্রদ হয়।'

তিনি 'আশ্রুৎকর্ণ', সমস্তই শুনিতে পাইতেছেন ;—এ বিশ্বাস যখন আছে, তখন বুঝা যাইতেছে,—প্রার্থনা শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু পূরণ করিতেছেন না। এইরূপ ভাব মনে উদয় হওয়ার পর, শুনিয়াও কেন শুনিতেছেন না—তাহার কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে, মানুষ বুঝিতে পারে, তাহার প্রার্থনা—তাঁহার শুনিবার উপযোগী প্রার্থনা হয় নাই। তখনই বুঝিবার চেষ্টা হয়—কি হইলে বা কি প্রার্থনা করিলে তাঁহার শ্রবণযোগ্য প্রার্থনা হয়। তাহাতেই জ্ঞান আসে,—'তাঁহার প্রীতিজনক প্রার্থনা যাহা, তাহাই সঙ্গত ও তাঁহার শ্রবণীয়।'

এই সূক্তের পরবর্ত্তী ঋক্‌সমূহে এই ঋকের ভাবার্থের স্ফূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। প্রার্থনা করিতে করিতে, চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে, সাধক শেষে প্রার্থনা করিতেছেন—'হে ভগবন্! আপনি আমায় ঋষিতুল্য সৎকর্ম্মশীল করুন।' তার পর, আরও উচ্চে উঠিয়া, তিনি কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! তোমার প্রীতিসাধনেই যেন আমার প্রীতি সঞ্জাত হয়; তোমার প্রীতিতেই যেন আমি প্রীতি লাভ করি।' বুঝা যায়, এই ঋক্ সেই ভাব প্রবাহের আদি-প্রস্রবণ। (১ম—১০সূ—৯ঋ)।

—o—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং।
বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিদ্মা। হি। ত্বা। বৃষনৄঽতমং। বাজেষু। হবনঽশ্রুতং।

বৃষনৄঽতমস্য। হূমহে। ঊতিং। সহস্রঽসাতমাং ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বৃষন্তং' (কামানামতিশয়েন বর্ষিতারং, শ্রেষ্ঠকামনাপূরকং) 'বাজেষু' (অন্তর্ব্বহিঃসংগ্রামেষু) 'হবনশ্রুতং' (অস্মদীয়স্যাহ্বানস্য শ্রোতারং, অরিদমনকার্য্যে সহায়ং ইতি ভাবঃ) 'বিদ্মা হি' (জানীম এব); অতঃ 'বৃষন্তমস্য' (ইষ্টসাধকস্য) তব 'সহস্রসাতমাং' (অশেষসুখসাধিকাং) 'ঊতিং' (রক্ষাং উদ্দিশ্য) 'হূমহে' (আহ্বায়ামঃ বরমিতি শেষঃ)। ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং শ্রেষ্ঠকামনাপূরকং অরিদমনসহায়ং জ্ঞাত্বা অশেষসুখসাধিকাং রক্ষাং প্রার্থয়াম ইতি ভাবঃ। (১ম—১০সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি যে শ্রেষ্ঠকামনাপূরক এবং শত্রুদমন-কার্য্যে চির-সহায়, তাহা অবগত আছি; অতএব, ইষ্টসাধক আপনাকে আমাদের অশেষসুখপ্রদায়ক রক্ষা-কার্য্যের জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে শ্রেষ্ঠকামনাপূরক ও শত্রুদমনে সহায় জানিয়া, তাঁহার নিকট অশেষ সুখসাধক রক্ষার প্রার্থনা করিতেছি)। (১ম—১০সূ—১০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং বিদ্মা। জানীমঃ। হিঃ পূরণঃ। কীদৃশং ত্বাং। বৃষন্তমং। কামানামতিশয়েন বর্ষয়িতারং। বাজেষু সংগ্রামেষু হবনশ্রুতং। অস্মদীয়স্যাহ্বানস্য শ্রোতারং। বৃষন্তমস্য অতিশয়েন কামাদীনাং বর্ষিতুস্তবোতিং রক্ষামস্মদ্বিষয়ামুদ্দিশ্য হূমহে। ত্বামাহ্বয়ামঃ। কীদৃশীমূতিং। সহস্রসাতমাং। অতিশয়েন ধনসহস্রাণাং দাত্রীং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আমরা আপনাকে জানি। মন্ত্রস্থ 'হি' শব্দটী পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। আপনি কীদৃশ? কামনাসমূহের অতিশয়রূপে বর্ষণকারী, যুদ্ধসমূহে আমাদের আহ্বান-শ্রোতা। অতিশয়রূপে কামাদিসমূহের বর্ষণকারী আপনার, আমাদিগের সম্বন্ধি রক্ষাকে উদ্দেশ করিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি। আপনার রক্ষা কীদৃশী? অতিশয়রূপে সহস্র ধনের দানকর্ত্রী।

বিদ্ম । বিদো লটো বা । পা০ ৩।৪।৮৩। ইতি মসো মাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ । বৃষন্তমং। পৃষুবৃষুমৃষু সেচনে। কনিন্যুবৃষিতক্ষি-রাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ। উ০ ১।১।৫৫। ইতি কনিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তমপঃ পিত্ত্বাৎ সএব শিষ্যতে। অয়স্ময়াদীনিচ্ছন্দসি। পা০ ১।৪।২০। ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবান্নলোপাভাবঃ। পা০ ৮।২।৭। পদস্থাচ্চ. টিলোপঃ। পা০ ৬।৪।১৪৩। বাজেষু। বাজশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যু-দাত্তঃ। হবনশ্রুতং। হ্ব ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি লুটি সংপ্রসারণং। হবনং শৃণোতীতি হবনশ্রুৎ। ক্বিপ্‌ তুগাগমঃ। বৃষন্তমস্য। উক্তং। হুমহে। বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। শপ ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ঊতিং। ঊতিযূতিজূতীত্যাদিনান্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। সহস্রসাতমাং। সহস্রং সনোতীতি সহস্রসাঃ। ষণুদানে। জনসনখনক্রম-

---

"বিদ্ম" এই পদটী, জ্ঞানার্থ বিদ্ ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের উত্তমপুরুষের বহুবচনে 'মস্' এর স্থানে "বিদোলটো বা" (পা০ ৩।৪।৮৩) সূত্রানুসারে 'ম' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। "বৃষন্তমং" এই পদটী সেচনার্থ 'বৃষ' ধাতুর উত্তর "কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ" (উ০ ১।১৫৫) এই সূত্র দ্বারা 'কনিন্' (অন্) প্রত্যয়ে সাধিত 'বৃষন্' শব্দের উত্তর 'তমপ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কনিন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তমপ' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "অয়স্ময়াদীনি ছন্দসি" (পা০ ৬।৪।২০) এই সূত্র দ্বারা ভসংজ্ঞাবশতঃ পদত্বের অভাব হইয়াছে বলিয়া 'ন্'-কারের লোপ হয় নাই (পা০ ৮।২।৭)। পদস্থ হইলে টি-এর (ন্-কারের) লোপ হইয়া থাকে (পা০ ৬.৪.১৪৩)। "বাজেষু" এস্থলে 'বাজ' শব্দটীর বৃষাদিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হবনশ্রুতং"—আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ' ধাতুর উত্তর "হ্বঃ" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ অর্থাৎ "হ্বে" এর স্থনে, 'হু' অদেশ করিয়া 'হবনং" এই পদটী সাধিত হইয়াছে। 'হবন্-(আহ্বান) কে শ্রবণ করেন যিনি'—এই প্রকার অর্থে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে তুক্ (ৎ) আগম করিয়া 'হবনশ্রুৎ' এবং ঐ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে উক্ত "হবনশ্রুতং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বৃষন্তমস্য" এই পদটীর সাধন-প্রণালীতে উক্ত হইয়াছে। "হুমহে" এই পদটী আহ্বানার্থ 'হ্বেঞ' ধাতুর উত্তর লটের আত্মনেপদের উত্তম পুরুষের একবচনে 'মহে' প্রত্যয়ে "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ (হ্বে স্থানে 'হু') করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শপঃ' এই অনুবৃত্তি অধিকারে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে আগম শপের লোপ হইয়াছে। "ঊতিং" এই পদটি "ঊতিযূতিজূতি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত এবং নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'সহস্র দান করে যে' এইরূপ অর্থে সহস্র উপপদ-পূর্ব্বক দানার্থ 'ষণু' ধাতুর উত্তর "জনসনখনক্রমগমো বিট্" (পা০ ৩.২।৬৭) এই সূত্র দ্বারা বিট্ প্রত্যয়ে "বিড্‌বনোরনু-নাসিকস্যাৎ" (পা০ ৬।৪ ১৪১। এই সূত্রানুসারে আকার আদেশ করিয়া সিদ্ধ—'সহস্রসা'

গমোবিট্। পা০ ৩.২.৬৭। বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা০ ৬.৪।৪১। ইত্যাকারাদেশঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তমপঃ পিত্ত্বাত্তদেব শিষ্যতে॥ (১ম—১০সূ—১০ঋ)॥

দশম (১০০) ঋকের বিশদার্থ।

—— § ০ § ——

ভগবান শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণ করেন। শত্রুর সহিত সংগ্রামের সময় তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি সে আহ্বান শুনিতে পান। দুই ভাবের এই যে দুইটী তাঁহার বিশেষণ এই ঋকে প্রযুক্ত দেখিতে পাই, তাহাতে চিন্তার দুই নূতন ক্ষেত্র প্রাপ্ত হই।

কামনার অন্ত নাই। কিন্তু তিনি কামদাতৃশ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ-কামনার পূরণকর্ত্তা। যে কামনা অন্য কাহারও পূরণ করিবার সামর্থ্য নাই অথবা যে কামনা শ্রেষ্ঠ কামনা, সে কামনা তাঁহারই দ্বারা পরিপূরিত হয়। এখানে, কামনার শ্রেষ্ঠ কোন্ কামনা, আর অন্যে পূরণ করিতে পারে না—কোন্ কামনা, তাহা বুঝিবার পক্ষে চেষ্টা পাইলেই স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ কামনা—মোক্ষ বা মুক্তি। সে কামনা পূরণ করিতে পারেন—একমাত্র ভগবান। এখানে বিশেষণে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

সংগ্রাম অন্তরে ও বাহিরে দুই দিকে দুই ভাবে চলিয়াছে। শত্রু—নানা-প্রকারের। যে কোনও শত্রুর সহিত যে ভাবেই যুদ্ধ আরম্ভ হউক, ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তিনি শত্রু-বিমর্দ্দনে সহায় হন। এ ক্ষেত্রে আমরা মনুষ্য-শত্রুর সহিত মনুষ্যের সংগ্রাম অপেক্ষা অন্তঃ-শত্রুর সহিত আমাদের যে নিত্য-সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহারই বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে তাঁহার সহায়তা প্রত্যক্ষ

শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে "সহস্রসাতমং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে যে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে, 'তমপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—১০ঋ)॥

পরিদৃষ্ট হয়। মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষেই তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারে। এরূপ স্থলে তিনি কোন্ পক্ষে সহায়তা করিবেন? বলিতে পার,—'ন্যায়-পক্ষ অন্যায়-পক্ষ দুই পক্ষ আছে, তিনি সেই বুঝিয়া ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিবেন।' কিন্তু তাহাতে আহ্বানের সার্থকতা কোথায় রহিল? পরন্তু দুই পক্ষই ন্যায়বান ধর্ম্মপরায়ণ হইতেও তো পারেন! সে ক্ষেত্রেই বা কি সিদ্ধান্ত করিবেন—বুঝিব? এরূপ ভাবে বিচারে দয়াময় ভগবানের কার্য্যেও পক্ষপাতিত্ব-দোষ আরোপ করা যাইতে পারে। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করি, এ যুদ্ধ—সে যুদ্ধ নহে; যে নিত্যসংগ্রাম অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছে, ঋকে সেই সংগ্রামেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। সে সংগ্রামে ভগবানের সাহায্যপ্রার্থী এক-পক্ষ মাত্র হইতে পারে; আর সে সংগ্রামে সহায়তার প্রার্থনা করিলে, ভগবানের করুণার ধারা স্বতঃই প্রার্থীর সাহায্যার্থ প্রবাহিত হয়।

বুঝিয়া দেখুন—সে সংগ্রাম কোন্ সংগ্রাম? তোমার হৃদয়ের মধ্যে সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, উহা তাহাকেই বুঝাইতেছে না কি? ঋকে সেই দ্বন্দ্বেরই আভাষ আছে। তুমি সন্মার্গগামী হইতে চাহিবে; অসদ্বৃত্তি তোমায় বাধা দিতে আসিবে; ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। ঋকের উপদেশ,—'সে সময় তুমি ভগবানের শরণ লইবে; সে দ্বন্দ্বে তুমি ভগবানকে আহ্বান করিলে, তিনি সুনিশ্চয় তোমার সহায় হইবেন।' (১ম—১০সূ—১০ঋ)।

—— ০ ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।

নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। তু। নঃ। ইন্দ্র। কৌশিক। মন্দসানঃ। সুতং। পিব।
নব্যং। আয়ুঃ। প্র। সু। তির। কৃধি। সহস্রসাং। ঋষিং॥ ১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কৌশিক' (সৎকর্ম্মণি উৎসাহদানশীল, অভীষ্টদ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তু' (ক্ষিপ্রং) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'আ' (আগচ্ছ) ; ত্বং 'মন্দসানঃ' (হৃষ্টঃ সন্) 'সুতং' ভক্তিসুধাং) 'পিব' (সাদরেণ গৃহাণেতি শেষঃ) ; 'নব্যঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরং, প্রশংসনীয়ং) 'আয়ুঃ' (জীবিতং) 'প্রসুতির' (প্রকর্ষেণ সুষ্ঠু বর্দ্ধয়) ; ততো মাং 'সহস্রসাং' (সর্ব্বপ্রকারেণ সহস্রসংখ্যকদানকর্ম্মোপেতং, পরমত্যাগশীলং) 'ঋষিং' (অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং) 'কৃধি' (কুরু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! হৃদি আগচ্ছ, ভক্তিসুধাং পিব, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানমূলকমায়ুর্ব্বর্দ্ধয়, মাং সর্ব্বত্যাগশীলং বিজিতেন্দ্রিয়ং ঋষিঞ্চ কুরু।'। (১ম—১০সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অভীষ্টদ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুন; হৃষ্টান্তঃকরণে বিশুদ্ধা ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ প্রদান করুন; এবং আমাকে ত্যাগশীল বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করুন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, ভক্তি-সুধা পান করুন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপর আয়ুঃ বর্দ্ধিত করিয়া দেন, আর আমাকে ত্যাগশীল জিতেন্দ্রিয় ঋষি করুন।') ॥ (১ম-১০সূ-১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তু ক্ষিপ্রং নোঽস্মান্প্রত্যাগচ্ছেতি শেষঃ। হে কৌশিক কুশিকস্য পুত্রেন্দ্র মন্দসানো হৃষ্টো ভূত্বা সুতমভিষুতং সোমং পিব। যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি সত্বর আমাদিগের নিকট আগমন করুন। হে কুশিকের পুত্র ইন্দ্রদেব! আপনি হর্ষান্বিত হইয়া অভিষুত (অভিষবসংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত) সোম পান করুন। যদিও বিশ্বামিত্র কুশিকের পুত্র; তথাপি তাঁহার রূপেতেই ইন্দ্রদেব আবির্ভূত হইয়া:

তদ্রূপেণেন্দ্রস্যৈবোৎপন্নত্বাৎ কুশিকপুত্রত্বমবিরুদ্ধং। অয়ং বৃত্তান্তোঽনুক্রমণিকায়ামুক্তঃ। কুশিকস্তৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্য্যং চচার। তস্যেন্দ্র এব গাথী পুত্রো যজ্ঞ ইতি। হে ইন্দ্র নব্যং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ স্তুত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানপরমায়ুর্জীবিতং প্র সূ তির। প্রকর্ষেণ সুষ্ঠু বর্দ্ধয়। ততো মাং সহস্রসাং সহস্রসংখ্যাকলাভোপেতমৃষিমতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং কৃধি। কুরু।

তূ। সংহিতায়ামৃচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণামিতি দীর্ঘঃ। নঃ। সংহিতায়ামুদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ। ইন্দ্র। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। কৌশিক। নিঘাতঃ। মন্দসানঃ। হৃষ্যন্। মদ স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। অসানজিত্যনুবৃত্তাবৃঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ। উ০ ২।৮৪। ইত্যসানচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। স্তুতং। প্রত্যয়স্বর। নব্যং। ণুস্তুতৌ। অচো যৎ। গুণঃ। বান্তো যিপ্রত্যয়ে। পা০ ৬।১।৭৯। ইত্যবাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আয়ুঃ। উসি নিদিত্যনুবৃত্তাবেতের্ণিচ্চ। উ০ ২।১১৪। ইত্যুসিপ্রত্যয়ঃ। ণিত্বাদ্বৃদ্ধ্যায়াদেশৌ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সু। নিপাতস্যেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। তির। তরতের্ব্ব্যত্যয়েন শঃ। ঋতইদ্ধাতোঃ। পা০ ৭।১।১০০। ইতীত্বং। অতোহেরিতি

ছিলেন বলিয়া ইন্দ্রদেবের কুশিকপুত্রত্ব অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ, তাঁহাকে কুশিক-পুত্র বলাতে বিরোধ নাই। অনুক্রমণিকাতে এই বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে—ঐষীরথি অর্থাৎ ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ-রথিগণের শ্রেষ্ঠ কুশিক, ইন্দ্রদেবের ন্যায় পুত্র ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রদেব—গাথি (বিশ্বামিত্র) রূপে তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ইন্দ্রদেব! সর্ব্বদেব কর্তৃক স্তবনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানোপযোগী জীবনকে, প্রকৃষ্টরূপে সুন্দরভাবে বর্দ্ধিত করুন।

'তূ' এই পদটির সংহিতাতে "ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। "ন" এই পদটির "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" এই সূত্রদ্বারা স্বরিতস্বর হইয়াছে। "ইন্দ্র" এই পদটির আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "কৌশিক" এই পদটিরও (আমন্ত্রিত) নিঘাতস্বর। "মন্দসানঃ" অর্থাৎ 'হৃষ্যন্'। এই পদটি স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি ও গতি অর্থ বিশিষ্ট মদী (মদ্) ধাতুর উত্তর 'অসানচ্' প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ" (উ০ ২।৮৪) এই সূত্রদ্বারা 'অসানচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্তুতং" পদটিতে প্রত্যয় স্বর হইয়াছে। "নব্যং" এই পদটি স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর উত্তর "অচোযৎ" সূত্রানুসারে যৎপ্রত্যয়ে ধাতুর উ-কারের গুণ হইয়া "বান্তো যিপ্রত্যয়ে" (পা০ ৬।১।৭৯) এই সূত্রদ্বারা (ওকারের স্থানে) অব আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "যতোনাবঃ" সূত্রানুসারে এস্থলে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আয়ুঃ" এই পদটি, 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিতে "এতের্ণিচ্চ" (উ০ ২।১১৪) এই সূত্রদ্বারা 'ই' ধাতুর উত্তর উসি (উস্) প্রত্যয়, ণিত্বহেতু বৃদ্ধি হইয়া আয় আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সু" এই পদটির "নিপাতস্য চ" সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "তির" এই পদটি, "তৄ" ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যম-পুরুষের এক বচনে ব্যত্যয়ে শ আগমে "ঋত ইদ্ধাতোঃ" (পা০ ৭।১।১০০) এই সূত্র দ্বারা ঋকারের স্থানে

হের্লুক্। কৃধি। ডুকৃঞ্ করণে। বহুলংছন্দসীতি শপো লুক্। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হেধিরাদেশঃ। সংস্রাং উক্তং। ঋষিং। ঋষী গতৌ। ইন্নিত্যনুবৃত্তাবিগুপধাৎকিচ্চ। কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০সূ—১১ঋ)॥

∴

একাদশ (১০১) ঋকের বিশদার্থ।

প্রার্থনার ভাবকুসুম সাধকের হৃদয়ে কেমন স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুট হয়, এখানে তাহাই লক্ষ্য করুন।

ধন জন-ঐশ্বর্য্য পুত্র-বিত্ত-শৌর্য্য-বীর্য্য সকলরূপ প্রার্থনার পর, সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! হে অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্রদেব! আমায় সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় আয়ুঃ দান করুন,—আর আমাকে বিজিতেন্দ্রিয় ঋষি করিয়া তুলুন।'

আমি আয়ুঃ চাহি—ভোগের জন্য নহে; আমি আয়ুঃ চাহি—বাঁচিবার সুখের জন্য নহে; আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন নব্য অভিনব সৎকর্ম্মশীল প্রশংসনীয় হয়; আমি আয়ুঃ চাহি এমন,—সে আয়ুঃ যেন আমায় ঋষিত্বে লইয়া যায়। যদি আমায় আয়ুঃ দেও, যদি আমায় বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজন বোধ কর, আমার জীবন যেন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকে, আমি যেন সর্ব্বপ্রকারে ঋষি হইতে পারি, আমি যেন বিজিতেন্দ্রিয় হই, আমি যেন অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি। এই তো মানুষের মত প্রার্থনা—এই তো সাধকের মত সাধনা। কেমন ভাবে, কিরূপ প্রার্থনার মধ্য দিয়া, সাধনার এই স্তরে সাধক উপনীত হন,—এই ঐন্দ্রসূক্তের বিভিন্ন ঋকে পর্য্যায়ক্রমে পাঠক তাহা লক্ষ্য করিয়া আসুন।

ইকার "অতোহেঃ" সূত্রদ্বারা হি প্রত্যয়ের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কৃধি" এই পদটি করণার্থ কৃ ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ লোটের পরস্মৈপদের মধ্যম পুরুষের একবচনে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রদ্বারা আগম 'শপ্'এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" সূত্রদ্বারা উক্ত হি প্রত্যয়ের স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'সহস্রসাং' এই পদটি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'ঋষিং" এই পদটী গত্যর্থ ঋষী (ঋষ্) ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি অধিকারে "ইগুপধাৎকিচ্চ" সূত্রানুসারে ই-প্রত্যয়ে কিত্বহেতু গুণের অভাব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—১১ঋ)॥

এমন যে উচ্চ ভাবপূর্ণ মন্ত্র, এ মন্ত্রেরও বিপরীত অর্থ হইয়া থাকে। বলা হয়,—এ মন্ত্রে ইন্দ্রকে অভিষুত সোমরস (মদ্য) পানে হৃষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ পার্থিব কামনামূলক প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ঋকের অন্তর্গত 'নব্য' শব্দ দেখিয়া, তাঁহারা অর্থ করেন, আপনার ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য প্রার্থী নবযৌবন চাহিতেছেন। তাঁহার ঋষি হইতে চাওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, ঋষি (ব্রাহ্মণ) হইতে পারিলে বিনা পরিশ্রমে অনেক প্রকার ধন লাভ করিতে পারিবেন।

হায় বেদ! এই জন্যই বুঝি তোমায় অনধিকারীর হস্তে প্রদানের নিষেধ ছিল! নচেৎ, জ্ঞান-বারিধি তোমাতে অবগাহন করিতে নিষেধ আদেশ থাকিবে কেন! (১ম—১০—১১ঋ)।

মন্ত্রানুক্রমণিকা।

প্রবর্গ্যে পরিত্বেত্যভিষ্টুয়াৎ। স্পৃষ্টোদকমিতিখণ্ডে। পরিত্বা গির্ব্বণো গিরোঽধিদ্বয়োরুদধা উক্থ্যং বচঃ। আ০ ৪।৬। ইতিসূত্রিতং। তথা হবির্দ্ধানপ্রবর্ত্তনে সেয়ং পরিধানীয়া। হবির্দ্ধানে প্রবর্ত্তয়ন্তীতিখণ্ডে। পরিত্বা গির্ব্বণ ইতি পরিদধ্যাৎ। আ০ ৪।৯ ইতি সূত্রিতং। তথা ব্রাহ্মণং চ পরি ত্বা গির্ব্বণোগির ইত্যুত্তময়া পরিদধাতীতি। তামেতাং দ্বাদশীমৃচমাহ॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক)।

পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ॥ ১২॥

মন্ত্রানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের) প্রবর্গ্যনামক কর্ম্মে "পরি ত্বা" এই ঋক্ দ্বারা স্তব করিবে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের "স্পৃষ্টোদকং" এই খণ্ডে "পরি ত্বা গির্ব্বণো গিরোঽধিদ্বয়োরুদধা উক্থ্যং বচঃ" (আ০ ৪।৬) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেইরূপ "হবির্দ্ধানপ্রবর্ত্তনে"—সেই এই ঋকটী পরিধানীয়া হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "হবির্দ্ধানে প্রবর্ত্তয়ন্তি" এই খণ্ডে "পরিত্বা গির্ব্বণঃ" এইরূপ পরিধান কর্ম্ম করিবে (আ০ ৪।৯) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেও ঐরূপ কথিত হইয়াছে—"পরি ত্বা গির্ব্বণো গিরঃ" এই উত্তমা ঋক্‌টির দ্বারা পরিধান কর্ম্ম করিবে। সেই এই দ্বাদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

পরি। ত্বা গির্ব্বণঃ। গিরঃ। ইমাঃ। ভবন্তু। বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধঽআয়ুং। অনু বৃদ্ধয়ঃ জুষ্টাঃ ভবন্তু। জুষ্টয়ঃ। ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন!) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানাঃ) 'ইমাঃ গিরঃ' (অস্মদীয়া এতা স্তুতয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিভবন্তু' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু) ; 'বৃদ্ধায়ুং' (দীর্ঘায়ুষং, নিত্যং ত্বাং সন্তোষ্য ইতি ভাবঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ) 'বৃদ্ধয়ঃ' (সুখং বর্দ্ধয়ন্তু) ; 'জুষ্টাঃ' (ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ) 'জুষ্টয়ঃ' (অস্মাকং প্রীতিহেতবো) 'ভবন্তু'। অস্মদীয়া গিরঃ ত্বৎকর্ম্মনিরতাঃ সত্যঃ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তু ; ত্বাং সন্তোষ্য অস্মাকং সন্তোষং বর্দ্ধয়ন্তু ; ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ অস্মাকং প্রীতিহেতবো ভবন্তিতি ভাবঃ। (১ম—১০সূ—১২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতিমন্ত্র-সেবনীয় হে ভগবন্! সর্ব্বপ্রকারে সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান্ আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক ; (তদ্দ্বারা) নিত্যস্বরূপ আপনার সন্তোষ-সাধনেই আমাদের সন্তোষ হউক ; (তদ্দ্বারা) আপনার সেবাই আমাদের প্রীতির হেতুভূত হউক। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্। আমাদিগের বাক্যসমূহ আপনাকেই প্রাপ্ত হউক ; আপনার সন্তোষসাধনেই আমাদিগের সন্তোষ হউক ; আপনার সেবায় নিযুক্ত হওয়াই আমার প্রীতি হউক।') ॥ (১ম—১০সূ—১২ঋ।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে গির্ব্বণঃ অস্মদীয়স্তুতিভাগিন্দ্র বিশ্বতঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানা ইমা গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতয়স্ত্বা ত্বাং পরিভবন্তু। সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু। কীদৃশ্যো গিরঃ। বৃদ্ধায়ুমনু প্রবৃদ্ধেনায়ুষোপেতং ত্বামনুসৃত্য বৃদ্ধয়ো বর্দ্ধমানাঃ। কিঞ্চৈতা গিরো জুষ্টাস্ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যো জুষ্টয়োঽস্মাকং প্রীতিহেতবো ভবন্তু ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদের স্তুতিভাক্ হে ইন্দ্রদেব! সমস্ত কর্ম্মেতে প্রযুজ্যমান আমাদিগের স্তুতিসমূহ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউক! আমাদের স্তুতিসমূহ কিরূপ? দীর্ঘ আয়ুষ্যযুক্ত, তোমার অনুসরণ করে বলিয়া অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অপিচ, এই স্তুতিসমূহ আপনা কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া আমাদিগের প্রীতির কারণ হউক।

গির্ব্বণঃ। গীর্ভির্ব্বন্যত ইতি গির্ব্বণঃ। বনষণসংভক্তৌ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। গির উপধায়া দীর্ঘাভাবশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। বিশ্বতঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। বৃদ্ধায়ুং। বৃধুবৃদ্ধৌ। ক্তপ্রত্যয়ঃ। উদিতোবেতীটঃ ক্তপ্রত্যয়ে বিকল্পিতত্বাদ্‌যস্য বিভাষেতিনিষ্ঠায়ামিড়ভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ইণ্‌গতৌ। ছন্দসীণঃ। উ০ ১।২। ইত্যুণ্। ণিত্বাদ্‌বৃদ্ধিঃ। আয়াদেশশ্চ। বৃদ্ধমায়ুর্যস্য। বহুব্রীহিপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃদ্ধয়ঃ। বৃধেঃ ক্তিনি তিতুত্রতথসিসুসরকসেষুচ। ৭।২।৯। ইতীড়ভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। জুষ্টাঃ। শ্বীদিতোনিষ্ঠায়াং। পা০ ৭.২।১৪। ইতীড়ভাবঃ। জুষ্টার্পিতে ইত্যস্যবৃত্তৌ নিত্যংমন্ত্রে। পা০ ৬।১।২১০। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। জুষ্টয়ঃ। জুষীপ্রীতিসেবনয়োঃ। ক্তিন্ তিতুত্রেতীড়ভাবঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১০সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে বিংশোবর্গঃ॥ ১।১ ২০॥

'স্তুতিসমূহ দ্বারা সেবিত হয়েন যিনি' এই অর্থে "গির্ব্বণঃ" এই পদটী 'গির্' উপপদপূর্ব্বক সম্যক ভজনার্থ 'বন্' ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" এই সূত্রদ্বারা অসুন্ (অস) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত 'গির্' এই পদটীর উপধাস্বরের দীর্ঘের অভাব হইয়াছে। এস্থলে আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "বিশ্বতঃ" এই পদটীর "লিতি" সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বৃদ্ধায়ুং"—বৃদ্ধ্যর্থ বৃধু (বৃধ্) ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয়ে "উদিতোবা" সূত্রানুসারে 'ইট্' এর বিকল্পত্ব-হেতু "যস্য বিভাষা" সূত্রানুসারে নিষ্ঠাতে (ক্ত প্রত্যয়ে) 'ইট্'এর অভাব হইয়া 'বৃদ্ধ' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত)। এবং অত্যর্থ ইণ্ (ই) ধাতুর উত্তর "ছন্দসীণঃ" (উ০ ১২) এই সূত্র-দ্বারা উণ্ প্রত্যয়, ইণ্ প্রত্যয়ের ণিত্বহেতু বৃদ্ধি ও 'আয়্' আদেশ করিয়া 'আয়ু' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত 'বৃদ্ধ' শব্দের সহিত আয়ু শব্দের, 'বৃদ্ধ হইয়াছে আয়ু যাঁর' এই অর্থে বহুব্রীহি-সমাস করিয়া ("বৃদ্ধায়ুং" পদটীর) পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বৃদ্ধয়ঃ" এই পদটী বৃধ্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "তিতুত্রতথসিসুসরকসেষুচ" (পা০ ৭।২।৯) এই সূত্রদ্বারা ইটের অভাব হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু এস্থলে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "জুষ্টাঃ" এই পদটী প্রীতি ও সেবনার্থ জুষী জুষ্ ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "শ্বীদিতো নিষ্ঠায়াং" (পা০ ৭।২।১৪) এই সূত্রদ্বারা 'ইট্' (ই) এর অভাব হইয়াছে। এবং "জুষ্টার্পিতে" এই অনুবৃত্তিতে "নিত্যং মন্ত্রে" (পা০ ৬.১।২১০) এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "জুষ্টয়ঃ" এই পদটী উক্ত প্রীত ও সেবনার্থ জুষী (জুষ্) ধাতুর উত্তর ক্তিন্ (তি) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তিতুত্র" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ইট্'-এর অভাব হইয়াছে। 'ক্তিন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১০সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।২০॥

দ্বাদশ (১০২) ঋকের বিশদার্থ।

এইবার চরম প্রার্থনা—প্রার্থনার পরম পরিণতি। সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান্ আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়;—এতদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ কি? মর্ম্মার্থ কি এই নয় যে, আমি যেন এমন অপকর্ম্ম কিছু না করি, যাহার জন্য আমার স্তুতি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়; পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার নিকট পৌঁছিয়া যায়।

তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশে বিহিত সংকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক;—এ ভাবের কি তুলনা আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি, গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ-ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে। শাস্ত্র-সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—এ সংসারের কয় জন?

এ ভাবের এক প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুবপ্রহ্লাদাদি হরিপরায়ণগণ—আধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব? কে আর কহিবে এখন,—

‘তোমারি সুখেতে আমারি সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয়-রাশি
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।’

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে—এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! এ ঋক্ সেই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। (১ম-১০সূ ১২ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। একাদশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। একবিংশো বর্গঃ।

একাদশং সূক্তং।

ঋগ্বেদের এই একাদশ সূক্ত—আটটি ঋকে সংগ্রথিত। ছন্দঃ অনুষ্টুভ্। ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে বিহিত, সুতরাং ঐন্দ্রসূক্তের অন্তর্ভুক্ত; এবং অষ্টম ঐন্দ্রসূক্ত নামে অভিহিত।

ইন্দ্রদেবতার মহিমার বিষয়, তাঁহার অনুগ্রহের বিষয়, তাঁহার বলবীর্য্যের ও খ্যাতির বিষয়, এই সূক্তে পরিকীর্ত্তিত আছে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে তাঁহার বিভূতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে তাঁহার শক্তির বিকাশ পায়। বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন ভাবে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

ঋক্-সমূহের একটী আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য এই যে, উহাদিগের অর্থ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের হৃদয়-দর্পণে বিভিন্ন-রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সাধনার যে পথে যিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, ঋক্-সমূহের মধ্যে তিনি তদনুরূপ সাহায্যই প্রাপ্ত হইবেন। সংসারীর জন্য সংসার-চিত্র, কবির জন্য কাব্যসুধা, ভাবুক-ভক্তের জন্য ভক্তিরসামৃত, জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানের প্রস্ফুট আলোক,—একাধারে এক একটী ঋকের অভ্যন্তরে কেমন সুবিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। বৈদিক সূক্তের—ঋক্-সমাবেশের এই এক অপূর্ব্ব অলৌকিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

একাদশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

ইন্দ্রং বিশ্বা ইত্যষ্টর্চ্চস্য সূক্তস্য মধুচ্ছন্দসঃ পুত্রো জেতৃনামক ঋষিঃ। তথাচানুক্রান্তং। ইন্দ্রমষ্টৌজেতা মাধুচ্ছন্দস ইতি। ছন্দস্ত্বনুষ্টুভমিতি পূর্ব্বসূক্তোক্তং। ইন্দ্রোদেবতানুবর্ত্ততে। বিনিয়োগস্তু। মহাব্রতে নিষ্কেবল্যে কৃৎস্নসূক্তং শংসনীয়ং। উরূ ইতি খণ্ডে শৌনকেন সূত্রিতং। ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিত্যানুষ্টুভং। তস্য প্রথমায়াঃ পূর্ব্বমর্দ্ধর্চ্চং শস্তোত্তরেণার্দ্ধর্চ্চেনোত্তরস্যাঃ পূর্ব্বমর্দ্ধর্চ্চং ব্যতিষঞ্জতি পাদৈঃ পাদানুষ্টুপ্‌কারং প্রাগুত্তমায়া ইতি। ব্রাহ্মণং চ প্রথমারণ্যকে পঠ্যতে। প্রবোমহ ইতি খণ্ডে ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিতি পদানুষঙ্গা ইতি। তথা পৃষ্ঠ্যস্য পঞ্চমেঽহনি নিষ্কেবল্যোঃশস্ত্রে ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিত্যনুরূপস্তৃচঃ। স্তোমে বর্দ্ধমান ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। উপ নো হরিভিঃ। সুতমিন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্। আ০ ৭।১২। ইতি।

অস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

প্রথম মণ্ডলস্য তৃতীয়ানুবাকে একাদশং সূক্তং। ঋষির্ম্মধুচ্ছন্দসঃ পুত্রো জেতা।
ইন্দ্রো দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। এতস্য ঐন্দ্রসূক্তস্য তৃতীয়সবনে
মহাব্রতে নিষ্কেবল্যে বিনিয়োগঃ।

* * *

একাদশ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

“ইন্দ্রং বিশ্বা” ইত্যাদি আটটি ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্তের ঋষি—মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা। সেইরূপ অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে—“ইন্দ্রমষ্টৌজেতা মাধুচ্ছন্দসঃ” ইতি। ইহার ছন্দঃ—অনুষ্টুভ্, ইহা পূর্ব্ব সূক্তে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি-বশতঃ দেবতা—ইন্দ্র। মহাব্রতে নিষ্কেবল্য-শস্ত্রে সমগ্র সূক্তটীর স্তুতিরূপে বিনিয়োগ করিতে হয়। শৌনক ঋষি, “উরূ” এই খণ্ডে সূত্রিত করিয়াছেন,—“ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিত্যানুষ্টুভমিতি”। ইহার প্রথম ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা শস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া পরার্দ্ধ ঋকের সহিত পরবর্ত্তী ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ ব্যতিষক্ত (পরস্পর সম্মিলিত) হয়। “পাদৈঃ পাদানুষ্টুপকারং প্রাগুত্তময়োঃ”—এইরূপ ব্রাহ্মণ-বাক্যও প্রথমারণ্যকে পঠিত হইয়াছে। “প্রবোমহঃ” এই খণ্ডে “ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিতি পদানুষঙ্গা ইতি” এইরূপ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সেইরূপ পৃষ্ঠ্যনামক শস্ত্রকর্ম্মের পঞ্চমদিবসে নিষ্কেবল্য নামক শস্ত্রকর্ম্মে “ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্” ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় অনুরূপ তৃচ হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে “স্তোমে বর্দ্ধমানে” এই খণ্ডে “উপ নো হরিভিঃ সুতমিন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ (আ০ ৭।১২)—এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে।

এই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ৎসমুদ্রব্যচসং গিরিঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। বিশ্বাঃ। অবীবৃধন্। সমুদ্রঽব্যচসং। গিরঃ।
রথিঽতমং। রথিনাং। বাজানাং। সৎঽপতিং। পতিং॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমুদ্রব্যচসং' (সমুদ্রবদ্ব্যাপকং, সর্ব্বব্যাপিনং) 'রথীনাং' (যোদ্ধৄণাং) 'রথীতমং' (রথিশ্রেষ্ঠং, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠং) 'বাজানাং' (অন্নানাং, ধনানাং) 'পতিং' (স্বামিনং) 'সৎপতিং' (সজ্জনানাং রক্ষকং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তং দেবং ভগবন্তং প্রতি প্রযুক্তা ইতি যাবৎ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ, বিশ্ববাসিভির্জনৈরুচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'অবীবৃধন্' (লোকান্ বর্দ্ধয়ন্তি, শ্রেয়াংসি সাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। ভগবান্, ইন্দ্রদেবঃ সর্ব্বব্যাপী যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠো ধনাধিপতিঃ সজ্জনরক্ষকঃ ; তৎসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বাশ্চ গিরঃ অস্মান্ বর্দ্ধয়ন্তি ; তস্মাৎ স্তোত্রোচ্চারণকারিণঃ শুভমস্ত্বিতি ভাবঃ। (১ম—১১সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই সমুদ্রবদ্ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, ধনাধিপতি, সজ্জনরক্ষক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি প্রযুক্ত বিশ্ববাসী জনগণের উচ্চারিত সকল স্তোত্রমন্ত্র, লোকসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা মনুষ্যের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। (ভাব এই যে,—'সেই সর্ব্বব্যাপী সজ্জনপালক ধনাধিপতি ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত স্তোত্রমন্ত্রে মনুষ্য শুভফল প্রাপ্ত হয়।')॥ (১ম—১১সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বাঃ সর্ব্বা গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ। ইন্দ্রমবীবৃধন্। বর্ধিতবত্যঃ। কীদৃশমিন্দ্রং। সমুদ্রব্যচসং। সমুদ্রবদ্ব্যাপ্তবন্তং। রথীনাং রথযুক্তানাং যোদ্ধৄণাং মধ্যে রথীতমং। অতিশয়েন রথযুক্তং। বাজানামন্নানাং পতিং স্বামিনং। সৎপতিং সতাং সন্মার্গবর্ত্তিনাং পালকং॥

বিশ্বাঃ। বিশেঃ ক্বন্। নিৎস্বরঃ। অবীবৃধন্। বৃধের্ণিচি চঙ্যুর্ঋদিত্যনুবৃত্তৌ নিত্যং ছন্দসি পা০ ৭।৪।৮। ইত্যৃকারস্য ঋকারবিধানাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। নিঘাতস্বরঃ। সমুদ্রব্যচসং। ব্যচেরসুন্। গাঙ্কুটাদিভ্যোঽঞ্ণিন্ঙিৎ। পা০ ১।২।১। ইতি প্রাপ্তস্য ঙিত্বস্য ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসি। পা০ ১।২।১১। ইত্যসিনিষেধাদ্গ্রহিজ্যেত্যাদিনা ঙিতিবিধীয়মানং সংপ্রসারণং। পা০ ৬।১।১৬। ন ভবতি। সমুদ্রবাচ ইব ব্যচো যস্য বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রথীতমং রথীনাং। রথশব্দাদুৎপন্নস্যেনশ্ছান্দসং দীর্ঘত্বং। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বঞ্চ। বাজানাং। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সৎপতিং পত্যাবৈশ্বর্য্যে। পা০ ৬।২।১৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রদেবকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইন্দ্রদেব কিরূপ? সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্ত, রথযুক্ত যোদ্ধৃসমূহের মধ্যে অতিশয় (অধিক পরিমাণে) রথযুক্ত, অন্নসমূহের স্বামী। সন্মার্গগামী ব্যক্তিদিগের পালক।

“বিশ্বাঃ” এই পদটী, বিশ্ ধাতুর উত্তর ক্বন্ (ব) প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে নিৎস্বর (আদ্যুদাত্তস্বর) হইয়াছে। “অবীবৃধন্” এই পদটীতে বৃদ্ধ্যর্থ বৃধ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ ও চঙ্ প্রত্যয় করিয়া “উর্ঋৎ” এই অনুবৃত্তিতে “নিত্যং ছন্দসি” (পা০ ৭।৪।৮) সূত্র দ্বারা ঋকারের স্থানে ঋকার বিধান প্রযুক্ত লঘু উপধাস্বরের গুণের অভাব হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “সমুদ্রব্যচসং” এই পদটী ‘সমুদ্র’ উপপদ পূর্ব্বক ব্যাপ্ত্যর্থক ব্যচ্ ধাতুর উত্তর ‘অসুন্’ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “গাঙ্কুটাদিভ্যোঽঞ্ণিন্ঙিৎ” (পা০ ১।২।১) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত ঙিত্বের “ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসি” (পা০ ১।২।১১) এই সূত্র দ্বারা ‘অস্’ প্রত্যয় পরে কুটাদিত্বের নিষেধ থাকায় “গ্রহিজ্যা” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ‘ঙিৎ’ প্রত্যয় পরে বিহিত যে সম্প্রসারণ, তাহা হইল না। “সমুদ্রের ব্যাপ্তির ন্যায় ব্যাপ্তি যাঁহার এই প্রকার বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “রথীতমং” “রথীনাং” এই পদদ্বয়ে রথ শব্দ হইতে উৎপন্ন ‘ইন্’ (ই) এর ছান্দসপ্রযুক্ত দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হেতু উদাত্তস্বর হইয়াছে। বৃষাদিত্বহেতু “বাজানাং” পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “সৎপতিং” এই পদে “পত্যাবৈশ্বর্য্য” (পা০ ৬.২.১৮) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—.ঋ)॥

⁂

প্রথম (১০৩) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকে বলা হইয়াছে,—তিনি সমুদ্রবৎ ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, তিনি রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় যোদ্ধপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, তিনি সকল ধনের অধিপতি, তিনি সজ্জনগণের পালক। অথচ, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—বিশ্ববাসী জনগণের স্তুতিবাক্য তাঁহাকে পরিবর্দ্ধন করে। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই; অথচ, তোমার আমার উচ্চারিত স্তোত্র তাঁহাকে পরিবর্দ্ধন করে। এ বড় বিচিত্র কথা নহে কি?

এ ঋকের "অবীবৃধন্" পদটিই সর্ব্বাপেক্ষা অনুভাবনার বিষয়ীভূত। ঐ পদের অর্থে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন সাধারণ লোকে বুঝিবে,—'সত্যই তো! বিশ্ববাসী জনগণ স্তুতিমন্ত্র-সহযোগে গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকে!' কিন্তু ভাবুক ভক্ত বুঝিয়া থাকেন,—'না—না, সে তো কেবল তাঁহাকে বাড়ান নয়! তাঁহার পরিবর্দ্ধনে এ যে আপনার পরিবর্দ্ধন ঘটে!' সে কিরূপ? বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বব্যাপী; বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার আবার পরিবর্দ্ধন কি? এখানে দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রথম—তাঁহার পরিবর্দ্ধনে জগতের পরিবর্দ্ধন। দ্বিতীয়—তাঁহার উপাসনায় আত্মোৎকর্ষ-সাধন। বলা হয়,—'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ?' তিনি কি বিশ্ব ছাড়া? তিনি কি জগৎ হইতে বিভিন্ন? কখনই নয়। সুতরাং তাঁহার তৃপ্তি, তাঁহার খ্যাতি, তাঁহার পরিবৃদ্ধি, তাঁহার সর্ব্ববিধ অবস্থাই—বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীর অবস্থা মনে করিতে হইবে। ঋক্ তাই যেন ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—'তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর, তাঁহার গুণস্মৃতির অনুধ্যানে রত হও, তাহাতে তোমারই শ্রেয়ঃসাধন হইবে।'

মানুষ মনে করে,—ভগবানের স্তবে যেন তাঁহাকে কৃতার্থ করা হয়। কিন্তু সে তাহাদের ভ্রম মাত্র। কেন-না, ভগবানের স্তবার্চ্চনাদির দ্বারা মানুষেরই আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। তিনি "সমুদ্রব্যচসং"; তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই; সমুদ্রের গর্ভে যেমন কৃমিকীট

হইতে মণি-মুক্তাদি সকলেরই স্থান আছে, তাঁহার অনন্ত ক্রোড়েও সেইরূপ অধমাধম সকলেই আশ্রয় পাইতে পারে। তিনি রথিশ্রেষ্ঠ—'রথীনাং রথীতমং' বলার তাৎপর্য্য এই যে, যত-বড় শত্রুই সংসারে তোমায় ঘেরিয়া থাকুক না কেন, তাঁহার অনুকম্পা পাইলে, তোমার সকল শত্রুই বিমর্দ্দিত হইবে। সকল অন্নের ও সর্ব্বপ্রকার ধনের তিনি অধিপতি। সুতরাং তাঁহার আশ্রয় পাইলে, সে ভাবনা কিছুই থাকিবে না। উপসংহারে বলা হইয়াছে—তিনি 'সৎপতিং'। ভগবানের এই বিশেষণটির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মানুষের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তিনি 'সৎপতিং' অর্থাৎ সৎপথাবলম্বিগণের প্রতিপালক। ঋকের সার উপদেশ এই একটী বাক্যের মধ্যেই নিহিত দেখি। ঋকের উপদেশ এই যে,—'সৎপথ অবলম্বন কর, তোমার সকল দুর্দ্দৈব দূরীভূত হইবে, তুমি সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইবে।' (১ম—১১সূ—১ঋ)॥

—— ∘ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্র নোনুমো জেতারমপরাজিতং॥ ২॥

∘ ∘ ∘

পদ-বিশ্লেষণং।

সখ্যে। তে। ইন্দ্র। বাজিনঃ। মা। ভেম। শবসঃ। পতে।
ত্বাং। অভি। প্র। নোনুমঃ। জেতারং। অপরাঽজিতং॥ ২॥

∘ ∘ ∘

CC0. In Public Domain. Srj Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'শবসস্পতে' (বলস্য পালক, পরাক্রমশালিন্, যদ্বা—শবস্বরূপাণাং অস্মাকং রক্ষক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বাজিনঃ' (বলবতঃ, অন্নবতঃ) 'তে' (তব) 'সখ্যে' (অনুগ্রহপ্রদত্তে সখিত্বে) 'মা ভেম' (শত্রুভ্যো ভয়ং ন প্রাপ্নুমঃ, ভীতা মা ভূম) ; 'জেতারং' (জয়শীলং) 'অপরাজিতং' (পরাজয়রহিতং, অজেয়ং) 'ত্বাং' (ইন্দ্রদেবং) 'অভিপ্রণোনুমঃ' (সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুমঃ বয়মিতি শেষঃ) । ভগবতা ইন্দ্রদেবেন তদনুগ্রহপ্রদত্তে সখিত্বে সকল-শত্রুভীতির্দূরীকৃতা ভবতি অন্নসংস্থানং চ সম্পদ্যতে ; অতঃ সর্ব্বত্রজয়শীলং অপরাজিতং ত্বাং ইন্দ্রদেবং প্রকৃষ্টরূপেণ বারম্বারং স্তুমঃ । (১ম—১১সূ—১ঋ) ।

⁂

বঙ্গানুবাদ ।

পরাক্রমশালী অথবা—এই শবস্বরূপ আমাদিগের রক্ষক, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! শক্তিমান্ (অন্নদাতা) আপনার অনুগ্রহে আপনার সহিত সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে, শত্রু-ভয়ে আর ভীত হইতে হয় না ; সর্ব্বত্র-জয়শীল অজেয় আপনাকে আমরা বারংবার প্রণতিসহকারে স্তব করিতেছি। (ভাব এই যে,—'ভগবান ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ-প্রদত্ত সখ্যতায় সকল শত্রুভয় বিদূরিত এবং অন্ন-সংস্থান সাধিত হয় ; অতএব আমরা সেই সর্ব্বত্র জয়শীল অপরাজিত ইন্দ্রদেবকে প্রকৃষ্ট-রূপে স্তব করি।') (১ম—১১সূ—২ঋ(।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে শবসস্পতে বলস্য পালকেন্দ্র তে তব সখ্যেঽনুগ্রহপ্রযুক্তে সখিত্বে বর্ত্তমানা বয়ং বাজিনোঽন্নবন্তো ভূত্বা মাভেম । শত্রুভ্যোভীতিং প্রাপ্তা মা ভূম । অতস্ত্বামভয়হেতুমভি-প্রণোনুমঃ । সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুমঃ । কীদৃশং ত্বাং । জেতারং । যুদ্ধেষু জয়শীলং । অপরাজিতং । ক্বাপি পরাজয়রহিতং ॥

সখ্যে । সখ্যুঃ কর্ম্ম সখ্যং । সখ্যুর্যঃ । পা০ ৫।১।১২৬ । প্রত্যয়স্বরঃ । বাজিনঃ । বাজোঽন্ন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

বলের পালক হে ইন্দ্রদেব ! আপনার অনুগ্রহলব্ধ সখ্যভাবে বর্ত্তমান আমরা, অন্নবান হইয়া শত্রুসমূহ হইতে ভীতি প্রাপ্ত হই না । অতএব অভয়ের হেতুভূত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিয়া থাকি। আপনি কীদৃশ ? যুদ্ধে জয়শীল, অপরাজিত অর্থাৎ কোথাও পরাজিত হয়েন না ।

"সখ্যে" এই পদটী সখার কর্ম্ম—এই অর্থে, 'সখি' শব্দের উত্তর 'য' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয় (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। 'বাজ' অর্থাৎ অন্ন ইহাদের আছে—এই অর্থে, বাজ শব্দের উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমা

মেষামস্তীতি বাজিনঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ভেম। ঞিভী ভয়ে। লুঙুত্তমবহুবচনং মস্। নিত্যং ঙিতঃ। ৩।৪।৯৯। ইতি সলোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি চ্লেলুর্ক্। ছন্দস্যুভয়থেতি ঙিত আর্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্বাভাবাদ্‌গুণঃ। ন মাঙ্‌যোগে। পা০ ৬।৪।৭৪। ইত্যডাগমপ্রতিষেধঃ। শবসস্পতে। শবসঃ ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু। পা০ ৮।৩।৫৩। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সংহিতায়াং সত্বং। সুবামন্ত্রিতপরাঙ্গবদ্ভাবেন। পা০ ২।১।২। পদদ্বয়নিঘাতঃ। নোনুমঃ। ণু স্তুতৌ। ণো নঃ। পা০ ৬।১।৬৫। ইতি নত্বং। যঙোলুক্। প্রত্যয়লক্ষণেন সন্‌যঙোরিতি দ্বির্ভাবঃ। গুণোযঙ্‌লুকোঃ। পা০ ৭।৪।৮২। ইত্যভ্যাসস্য গুণঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন ধাতুসংজ্ঞায়াং লটো মস্। অদাদিবদ্ভাবাচ্ছপো লুক্। উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য। পা০ ৮।৪।১৪। ইতি সংহিতায়াং ণত্বং। জেতারং। জি জয়ে। তাচ্ছীল্যাদিষু তৃন্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং। পা০ ৬।১।১৯৭। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অপরাজিতং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন নঞ উদাত্তত্বং॥ (১ম—১১সূ—২ঋ)।

⁂

বিভক্তির বহুবচনে "বাজিনঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "ভেম" এই পদটী ভয়ার্থ ঞিভী (ভী) ধাতুর উত্তর লুঙের উত্তম পুরুষের বহুবচন 'মস্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "নিত্যংঙিতঃ" (পা০ ৩।৪।৯৯) সূত্র দ্বারা স-কারের লোপ হইয়া "বহুলং ছন্দসি', সূত্রানুসারে 'চ্লি' এর লোপ হইয়াছে। ঙিতের আর্দ্ধধাতুকত্বহেতু ঙিত্বের অভাব প্রযুক্ত গুণ এবং "ন মাঙ্‌যোগে" (পা০ ৬।৪।৭৪) এই সূত্র দ্বারা 'ইট্' আগমের প্রতিষেধ (নিষেধ) হইয়াছে। "শবসস্পতে" এই পদটী বলার্থ শবস্ শব্দের ষষ্ঠির একবচনে নিষ্পন্ন শবসঃ পদের সহিত 'পতি' শব্দের ষষ্ঠিতৎপুরুষ সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে (ছান্দসপ্রযুক্ত ষষ্ঠিবিভক্তি লোপ না হইয়া) "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু" (পা০ ৮।৩।৫৩) এই সূত্র দ্বারা বিসর্গের স্থানে স-কার হইয়াছে। পাণিনির (২।১।২) সূত্রানুসারে সুবামন্ত্রিত পরাঙ্গবদ্ভাব হেতু উভয় পদেরই নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "নোনুমঃ" এই পদটী স্তত্যর্থ ণু ধাতুর উত্তর যঙ্ (য) প্রত্যয় করিয়া লটের পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ণোনঃ (পা০ ৬।১।৬৫) এই সূত্র দ্বারা ণ-কারের স্থানে ন-কার করিয়া 'যঙ্' এর লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়লক্ষণহেতু "সন্‌যঙোঃ" এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হইয়া "গুণোযঙলুকেঃ" (পা০ ৭।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা অভ্যাসের (দ্বিরুক্তির) গুণ হইয়াছে। প্রত্যয়লক্ষণহেতু ধাতুসংজ্ঞা হইলে লট বিভক্তির মস্ প্রত্যয় হইয়া অদাদিবদ্‌ভাব বশতঃ 'শপ্' এর লোপ হইয়াছে। 'উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য' (পা০ ৮।৪।১৪) সূত্র দ্বারা সংহিতাতে ণত্ব হইয়াছে। "জেতারং" এই পদটী জয়ার্থ জি ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদি (সেই স্বভাব) অর্থে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ঞিত্যাদির্নিত্যং' (পা০ ৬।১।১৯৭) সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অপরাজিতং" এই পদটীতে অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু নঞের উদাত্ত-স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—২ঋ)।

⁂

দ্বিতীয় (১০৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'শবসস্পতে' পদে একটী নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারি। ঐ পদে এই শবতুল্য সৎকর্ম্মহীন আমাদিগেরও পালক তিনি, এই এক নূতন ভাব প্রাপ্ত হই। এই অধম অকর্ম্মণ্য আমাদিগকেও তিনি কৃপা করেন, আমরাও তাঁহার সখ্যতা লাভ করিতে পারি,—ঐ পদে, এই ঋক্ সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে। তাঁহার পূজায়, তাঁহাকে প্রণতি করিয়া, আমরা তাঁহার সখিত্ব পাইতে পারি। এইরূপে তাঁহার সহিত সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, তাঁহার অনুগ্রহে সে সখ্য সংস্থাপিত হইলে, সকল শত্রুভয় দূর হয়। ভগবানের অনুগ্রহ-প্রদত্ত সখ্যের বিষয় পূর্ব্ব ঋকে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি যদি অনুকম্পা-প্রদর্শনে ক্রোড়ে স্থানদান করেন, তাহা হইলে আর ভাবনা কি ? অতএব, মানুষ, তুমি স্বতঃপরতঃ প্রযত্নপর হও,—কিসে তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পার। বারংবার প্রণত হও, বারংবার স্তবে প্রবৃত্ত হও, বারংবার অনুধ্যান কর,—তিনি তোমায় অবশ্যই কোল দিবেন। (১ম—১১সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

পূর্ব্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘং ॥৩॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

পূর্ব্বীঃ। ইন্দ্রস্য। রাতয়ঃ। ন। বি। দস্যন্তি। উতয়ঃ।
যদি। বাজস্য। গো২মতঃ। স্তোতৃ২ভ্যঃ। মংহতে। মঘং ॥৩॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রস্য' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (ধনদানানি) 'পূর্ব্বীঃ' (অনাদিকালসিদ্ধাঃ প্রভূতা বা, চিরপ্রসিদ্ধানি ইতি ভাবঃ) ; 'যদি' (স ভগবান্ যদি) 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ) 'গোমতঃ' (জ্ঞানযুক্তস্য) 'বাজস্য' (শক্তিরূপস্য, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতস্য, প্রকৃষ্টং ইতি যাবৎ) 'মঘং' (ধনং) 'মংহতে' (অতিশয়েন দদাতি), তদা (তর্হি) 'ঊতয়ঃ' (প্রার্থিনাং রক্ষাঃ) 'ন বিদস্যন্তি' (ন উপক্ষীয়ন্তে, তস্য কৃপয়া প্রার্থিনঃ চিররক্ষাং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) ; যদ্বা—ভগবান্ ইন্দ্রদেবোঽনাদ্যনন্তধনাধিকারী ; তস্য ধনং কদাচিদপি ক্ষয়ং ন যাতি ; স যদি অতিশয়েন ধনং বিতরতি, তথাপি প্রার্থনাকারিণাং রক্ষণায় তস্য বিপুলধনমস্তীতি ভাবঃ। (১ম—১১সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ধনদান—চিরপ্রসিদ্ধ। সেই ভগবান্ যদি প্রার্থনাকারীদিগকে জ্ঞানযুক্ত ও সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যযুক্ত প্রকৃষ্ট ধন অধিক-পরিমাণে দান করেন, তাহা হইলে প্রার্থিগণের রক্ষা কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় তাহারা চিররক্ষা প্রাপ্ত হয়। (১ম—১১সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রস্য সম্বন্ধিন্যো রাতয়ো ধনদানানি পূর্ব্বীরনাদিকালসিদ্ধাঃ প্রভূতা বা। অস্যেন্দ্রস্য সর্ব্বদা যষ্টৃভ্যো ধনদানমেব স্বভাব ইত্যর্থঃ। এবং সতীদানীন্তনোঽপি যজমানঃ স্তোতৃভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো গোমতো গোসহিতস্য বাজস্যান্নস্য পর্য্যাপ্তং মঘং ধনং যদি মংহতে। দক্ষিণারূপেণ দদাতি তদানীমূতয়ো বহুধনদানপূর্ব্বকাণীন্দ্রস্যাস্মদ্বিষয়াণি রক্ষণানি ন বিদস্যন্তি। বিশেষেণ নোপক্ষীয়ন্তে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধি ধনদান-সমূহ (ইন্দ্রদেব যে ধনদান করেন, ইহা) অনাদি (অনন্ত) কাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে ; কিংবা তিনি প্রচুর ধন দান করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ,—যজমানদিগকে সর্ব্বদা ধনদান করাই এই ইন্দ্রদেবের স্বভাব। এইরূপ হইলে, ইদানীন্তন যজমান ও স্তোতা, ঋত্বিক্‌সমূহকে যদি ধেনুসহিত অন্নরূপ প্রচুর ধন দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করেন, তাহা হইলেও সেই সময় (অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণকে ধনদানের সময়) বহুধনদানপূর্ব্বক ইন্দ্রদেব আমাদিগকে যে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার (অর্থাৎ, ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক ধনদানের) যে বিশেষ কিছু ক্ষয় হয়, তাহা নহে।

মঘং রেক্ণ ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধননামসু মঘশব্দঃ পঠিতঃ। দাতি দাসতীত্যাদিষু দশসু দানকর্ম্মসু মংহত ইতি পঠিতং। পূর্ব্বীঃ। পুরুশব্দস্য বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্। আছস্যোকারস্য দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। জসি দীর্ঘাজ্জসি চেতি নিষেধং বাধিত্বা বা ছন্দসি। পা০ ৬।১।১০৬। ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ঙীষঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। রাতয়ঃ। মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ। পা০ ৩।৩।৯৬। ইতি ক্তিন উদাত্তত্বং। দস্যন্তি। দসু উপক্ষয়ে। দিবাদিভ্যঃ শ্যন্। নিঘাতঃ। উতিযূতীত্যাদিনাক্তিন্নুদাত্তঃ। যদি। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সংহিতায়াং নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। স্তোতৃভ্যঃ। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। মংহতে। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিষেধাৎ॥ (১ম—১১সূ—৩ঋ)॥

* * *

'মঘং' 'রেক্ণঃ' ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ধননামের মধ্যে 'মঘ' শব্দটী পঠিত হইয়াছে। "দাতি" "দাসতি" ইত্যাদি দশসংখ্যক দানকর্ম্মের মধ্যে "মংহতে" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। পুরু শব্দের উত্তর "বোতো গুণবচনাৎ" এই সূত্র দ্বারা ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয়, ছান্দস-হেতু আদিস্থ উ-কারের দীর্ঘ করিয়া প্রথমার বহুবচন জস্-প্রত্যয়ে "দীর্ঘাজ্জসি চ" সূত্র দ্বারা (পূর্ব্ব সবর্ণের) নিষেধকে বাধিয়া "বা ছন্দাসি" (পা০ ৬।১।১০৬) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব সবর্ণের দীর্ঘ হইয়া "পূর্ব্বীঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হেতু ঙীষ্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রাতয়ঃ" এই পদটীতে "মন্ত্রেবৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩।৩।৯৬) এই সূত্র দ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দস্যন্তি" এই পদটী উপক্ষয়ার্থ দসু (দস্) ধাতুর উত্তর "দিবাদিভ্যঃ শ্যন্" সূত্র দ্বারা শ্যন্ (য) প্রত্যয় করিয়া লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচন হইয়াছে। এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "উতয়ঃ" এই পদটী, "উতিযূতি" ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উক্ত সূত্র দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যদি" এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; এবং "সংহিতায়াং নিপাতস্য চ" এই সূত্র-দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "স্তোতৃভ্যঃ" এই পদটী, স্তুত্যর্থ ষ্টুঞ্ (ষ্টু) ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রদ্বারা 'ষ'-কারের স্থানে 'স'-কার করিয়া চতুর্থীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃচ্' প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মংহতে" এই পদটীতে 'শপ্' এর পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত স্বর। 'তিঙ্'-এর সার্ব্বধাতুক ল-কারের স্বর বলিয়া "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রদ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইতে পারিত; কিন্তু "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" সূত্র-দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। অতএব উক্ত নিঘাতস্বর হইতে পারে নাই॥ (১ম ১১সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (১০৫) ঋকের বিশদার্থ।

বড় আশ্চর্য্য রকমে এই ঋক্‌টির অর্থব্যত্যয় ঘটিয়াছে। মূলে কোনও যজমান শব্দ নাই। অথচ, একটী যজমান শব্দ টানিয়া আনিয়া ঋকের অর্থ করা হয়,—'ইন্দ্রদেবের ধনদান অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অতএব, যজমানগণ যদি ঋত্বিক্‌দিগকে বহুধেনুযুক্ত অন্নাদি ধন দান করেন, তাহা হইলে যজমানদিগের রক্ষা-বিষয়ে ইন্দ্রদেবের ঐশ্বর্য্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তিনি যজমানদিগকে রক্ষা করেন।' ফলতঃ, ঐ মতে, যজমানগণ যেন পুরোহিতদিগকে গাভী ও অর্থ দান করিতে উদ্বুদ্ধ হন,—ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

কিন্তু এ অর্থ কিরূপে আসিতে পারে, আমরা তাহা বুঝিয়া পাইলাম না। ঋকের সাদাসিধা অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রদেবের অনাদি অনন্ত ধনভাণ্ডার; অনাদি কাল হইতে দান করিয়াও তাহার নিঃশেষ নাই। তিনি যত অধিক ধনই বিতরণ করুন, কোনও প্রার্থীই তাঁহার নিকট হতাশ হইবার কারণ নাই; তিনি সকলেরই রক্ষার উপায়-বিধান করিতে সমর্থ আছেন; তাঁহার ধনের ক্ষয় নাই।'

তার পর, ঋকের অন্তর্গত 'বাজস্য' ও 'গোমতঃ' পদদ্বয়-সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা আবশ্যক বোধ করি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যাতেও ঐ দুই পদে 'অশ্ব ও গাভী যুক্ত ধন' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছিল; অর্থাৎ, গরুর ও ঘোড়ার প্রার্থনা ছিল,—ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে একটু ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিলাম। এখানে 'গাভীযুক্ত ও অন্নযুক্ত ধন' অর্থ প্রচারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু 'গোমতঃ' শব্দে গোজাতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। বারবার এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মতে, 'গোমতঃ' পদে জ্ঞান-রূপ ধনের এবং 'বাজস্য' শব্দে সংকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ ধনের প্রার্থনাই সঙ্গত হইতেছে। ঋক্‌টি ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তাঁহার অনন্ত অসীম ধনভাণ্ডার। তোমরা

তাঁহার দ্বারে অক্ষয় ধনের প্রার্থী হও। চাও—জ্ঞান; চাও— সাধন-সামর্থ্য। তদ্দ্বারাই পরমধন প্রাপ্ত হইবে। (১ম—১১সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিপ্লবষড়হস্যোকৃথ্যেষু তৃতীয়সবনেঽচ্ছাবাকস্য পুরাং ভিন্দুর্ব্বা কবিরিতি স্তোত্রিয়স্তৃচঃ। তথাচ সূত্রিতং। এহ্যূষিত্যুপক্রম্য পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবির্বুষা হ্যসি রাধসে। আ০ ৭।৮। ইতি তস্মিংস্তৃচে প্রথমাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পুরাং। ভিন্দুঃ। যুবা। কবিঃ। অমিতঽওজাঃ। অজায়ত।
ইন্দ্রঃ। বিশ্বস্য। কর্ম্মণঃ। ধর্ত্তা। বজ্রী। পুরুঽস্তুতঃ॥ ৪॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভিপ্লবষড়হ নামক শস্ত্রমন্ত্রের উক্‌থ্যকর্ম্মসমূহে তৃতীয় সবনে অচ্ছাবাক নামক ঋত্বিকের "পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিঃ" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় স্তোত্রিয় তৃচ হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে তদ্রূপ সূত্রিত হইয়াছে—"এহ্যূষিত্যুপক্রম্য পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবির্বৃষা হ্যসি রাধসে" (আ০ ৭।৮) ইতি। সেই তৃচে প্রথমা, এই সূক্তে চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (স ইন্দ্রদেবঃ) 'পুরাং' (শত্রূণাং দুর্গানাং, রিপুশত্রুপরিবৃতং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নং হৃদ্দেশং ইতি ভাবঃ) 'ভিন্দুঃ' (ভেত্তা) 'যুবা' (চিরনবীনঃ, কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্দ্ধক্য-রহিতঃ) 'কবিঃ (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'অমিতৌজাঃ' (প্রভূতবলঃ, অত্যধিকবলশালী) 'বিশ্বস্য' (জগতঃ, সর্ব্বস্য) 'কর্ম্মণঃ' (ইষ্টপূর্ত্তযজ্ঞাদিকসর্ব্ববিধসদনুষ্ঠানস্য) 'ধর্ত্তা' (পোষকঃ) 'বজ্রী' (প্রার্থনাকারিণাং রক্ষার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ) 'পুরুষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ) 'অজায়ত' (সৎকর্ম্মণা সহ প্রকাশিতবান্)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রদেবঃ বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেতঃ; স হি কর্ম্মার্থং স্তুতঃ সন্ কর্ম্মণা প্রকাশিতো ভবতি; তস্যার্চ্চনয়া নরস্তদ্গুণযুক্তো ভবতীতি শেষঃ। (১ম—১১সূ—৪ঋ)॥

∴

বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রদেব রিপু-শত্রুগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদকারী, চিরনবীন, মেধাবী, প্রভূতবলশালী, বিশ্বের সকল সৎকর্ম্মের পরিপোষক, অনুগত জনের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা বজ্রধারী, সর্ব্বজন কর্ত্তৃক স্তুত এবং সৎকর্ম্মের সহিত প্রকাশমান্। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব বহুকর্ম্মশালী বহুগুণোপেত; কর্ম্মার্থ স্তুত হইয়া কর্ম্মের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অর্চ্চনার দ্বারাই মানুষ তাঁহার ন্যায় গুণযুত হয়।)॥ (১ম—১১সূ—৪ঋ)॥

∴

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্র উচ্যমানগুণযুক্তোঽজায়ত। সম্পন্নঃ। কীদৃগ্‌গুণক ইতি তদুচ্যতে। পুরামসুর-পুরাণাং ভিন্দুর্ভেত্তা। যুবা। কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্দ্ধক্যরহিতঃ। কবির্মেধাবী। অমিতৌজাঃ। প্রভূতবলঃ। বিশ্বস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদের্ধর্ত্তা পোষকঃ। বজ্রী। যজমানরক্ষণার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ। পুরুষ্টুতঃ। বহুবিধে তত্তৎকর্ম্মণি স্তুতঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, বক্ষ্যমাণ গুণযুক্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ইন্দ্রদেব কিরূপ গুণযুক্ত হইয়াছিলেন,—তাহা কথিত হইতেছে। অসুরদিগের পুরসমূহের ভেদ-কর্ত্তা, যুবা অর্থাৎ কখনও বলীপলিতাদি বার্দ্ধক্যদোষে আক্রান্ত হয়েন না, মেধাবান্, প্রভূত-বলশালী, জ্যোতিষ্টোমাদি সমস্ত কর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, যজমানগণের রক্ষণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই বজ্রধারী, বহুবিধ সেই সেই কর্ম্মে প্রশংসিত।

ভিন্দুঃ । ভিদির্ বিদারণে । কুরিত্যনুবৃত্তৌ পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ । উ০ ১।২৩ । ইতি কুপ্রত্যয়ঃ । তস্য ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞায়াং রুধাদিভ্যঃ শ্নম্ । মিত্বাদন্ত্যাদচঃপরো ভবতি । শ্নসোরল্লোপঃ । অনুস্বারপরসবর্ণৌ । পা০ ৮।৪।৫৮ । অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধাবিতিপ্রাপ্তস্য স্থানিবদ্ভাবস্য ন পদান্তেত্যাদিনা ॥ পা০ ১।১।৫৮ । নিষেধঃ । যুবা । যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ । কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিব ইতি কনিন্ । নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ । কবিঃ । কু শব্দে । অচ ইরিতী প্রত্যয়স্বরঃ । অমিতৌজাঃ । অমিতশব্দস্যাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে । বিশ্বস্য । অশিপ্রুষীত্যাদিনা । উ০ ১।১৫০ । ক্বন্ । নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ । কর্ম্মণঃ । অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্ । নিৎস্বরঃ । ধর্ত্তা । তৃচ্ । চিত্বাদন্তোদাত্তঃ । বজ্রী । মত্বর্থীয় ইনিঃ । প্রত্যয়স্বরঃ । পুরুষ্টুতঃ । স্তুতস্তোমযোশ্ছন্দসি । পা০ ৮।৩।১০৫ । ইতি ষত্বং । বহুষু প্রদেশেষু স্তুতঃ । থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাং ।

"ভিন্দুঃ" এই পদটী বিদারণার্থ ভিদির্ (ভিদ্) ধাতুর উত্তর 'কুঃ' এই অনুবৃত্তি অধিকারে "পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ" (উ০ ১।২৩) এই সূত্র দ্বারা 'কু' প্রত্যয় হইয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে সেই কু-প্রত্যয়ের "ছন্দস্যুভয়থা" এই সূত্র দ্বারা সার্ব্বধাতুক সংজ্ঞা হইলে "রুধাদিভ্যঃ শ্নম্" সূত্রানুসারে 'শ্নম্' (ন) প্রত্যয়, 'শ্নম্' এর মিত্বহেতু ধাতুর অন্ত্য অচের পরই 'শ্নম' (ন) হইয়াছে। "শ্নসোরল্লোপঃ" সূত্রানুসারে অতের লোপ, অনুস্বার এবং পরসবর্ণ অর্থাৎ পরবর্ণ 'দ'-এর তুলত্ব-হেতু অনুস্বারের স্থানে নকারই হইয়াছে (পা০ ৮।৪।৫৮)। "অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ" এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত স্থানিবদ্ভাবের "ন পদান্ত" ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা নিষেধ হইয়াছে। "যুবা" এই পদটী, মিশ্রণ ও অমিশ্রণার্থ 'যু' ধাতুর উত্তর "কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ" এই সূত্র-দ্বারা 'কনিন্' প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "কবিঃ" এই পদটি, শব্দার্থ 'কু' ধাতুর উত্তর 'অচ ইঃ' সূত্রানুসারে ই-প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "অমিতৌজাঃ" এস্থলে 'অমিত' শব্দের অব্যয় পূর্ব্বপদহেতু প্রকৃতিস্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। অনন্তর ('ওজস্' শব্দের সহিত) বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হেতু তাহাই (উদাত্ত স্বরই) অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিশ্বস্য" এই পদটী প্রবেশার্থক 'বিশ্' ধাতুর উত্তর "অশূপ্রুষি" (উ০ ১।১৫০) এই সূত্র-দ্বারা ক্বন্ (ব) প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "কর্ম্মণঃ" এই পদটী, কৃ ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যন্তে" এই সূত্রদ্বারা 'মনিন্' (মন্) প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে নিৎস্বর (আদ্যুদাত্ত) হইয়াছে। "ধর্ত্তা" এই পদটী, 'ধৃ' ধাতুর উত্তর তৃচ্ (তৃ) প্রতায় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্ব-হেতু এস্থলে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "বজ্রী" এই পদটী, 'বজ্র' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় (বজ্র ইহার আছে) ইনি (ইন্) প্রতায় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "পুরুষ্টুতঃ" এস্থলে "স্তুতস্তোমযোশ্ছন্দসি" (পা০ ৮।৩।১০৫) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। ইহার অর্থ 'বহু প্রদেশে স্তুত'। "থাথঘঞ্ক্তাজবিত্র-

পা০ ৬।২।১৪৪। ইত্যন্তোদাত্তত্বং। তৃতীয়াসমাসে হি থাথাদিস্বরাপবাদঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণি।
পা০ ৬।২।৪৮। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ স্যাৎ॥ (১ম—১১সূ—৪ঋ) ॥

⁂

চতুর্থ (১০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'পুরাং ভিন্দুঃ' শব্দ দুইটী উপলক্ষে নানারূপ অর্থ কল্পনা করা হয়। কাহারও কাহারও মত এই যে, ভারতবর্ষে আগমন-কালে আর্য্যগণের নেতৃস্থানীয় ইন্দ্রদেব অসুরদিগের দুর্গাদি উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন,—ঋকে সেইরূপ ভাব প্রকাশমান্ আছে। অপিচ, দেবাসুরের সংগ্রামে অসুর-পক্ষের দুর্গ-ধ্বংসের বিষয়ও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ দুই মতের কোনও মতেই আস্থা স্থাপন করি না। ঋকের সহিত পুরাবৃত্তের বা পুরাণকথিত উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা পরবর্ত্তী কালের কল্পনা মাত্র। নচেৎ, ঋকের মধ্যে তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ সংশ্রবের প্রমাণ আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নিত্য সত্য বেদবাক্যের সাধারণ-ভাবে সর্ব্বকালোপযোগী যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমরা তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

রিপুশত্রুপরিবৃত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়,—ইহার অপেক্ষা শত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গ আর কি হইতে পারে? ভগবানের অনুকম্পায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট হইলে, সে দুর্গ ভঙ্গ হয়। 'পুরাং ভিন্দুঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তিনি 'বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা'; এতদ্বাক্যে 'সকল সৎকর্ম্মের তিনি সহায়' এই ভাব উপলব্ধ হয়। সাধু-সজ্জনের রক্ষার জন্য, তাঁহাদের শত্রুভয় দূর করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বদা বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; এই জন্যই তাঁহাকে 'বজ্রী' বলা হইয়াছে।

কাণাঃ" (পা০ ৬।২।১৪৪) এই সূত্র-দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৃতীয়া সমাস হইলে থাথাদিস্বরের (উক্ত সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত অন্তোদাত্ত-স্বরের) অপবাদ (নিষেধ) হইয়া "তৃতীয়া কর্ম্মণি" (পা০ ৬।২।৪৮) এই সূত্র-দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে॥ ৪ ॥

⁂

লোকরক্ষাকর সজ্জন-পালন-রূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার স্তুতিবন্দনা প্রবর্ত্তিত হয়; আর, তাদৃশ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তিনি প্রকাশিত আছেন। কর্ম্মই প্রকাশক; কর্ম্মই অস্তিত্ব-জ্ঞাপক; কর্ম্ম দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞাত হন। মানুষ! তুমি সৎকর্ম্ম কর; তিনি তোমার পৃষ্ঠপোষক হইবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি তোমার শত্রুনাশ করিবেন। মানুষ! তুমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ কর; তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে প্রযত্নপর হও; তোমার শ্রেয়োলাভ অবশ্যই হইবে।

ভগবানের গুণ-বিশেষণ সম্বন্ধে ও তাঁহার সেবাপরায়ণতার জন্য যে সকল উপদেশ আছে, সকলেরই মূল লক্ষ্য—তদনুসরণে আত্মোৎকর্ষ-সাধন। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের অন্য আর কিছুই লক্ষ্য নহে। ঋকের পর ঋকে, স্তরের পর স্তরে, সেই উদ্দেশ্যই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। (১ম—১১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।

ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥ ৫ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণ।

ত্বং। বলস্য। গোঽমতঃ। অপ। অবঃ। অদ্রিঽবঃ। বিলং।

ত্বাং। দেবাঃ। অবিভ্যুষঃ। তুজ্যমানাসঃ। আবিষুঃ॥ ৫ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (শত্রূণাং প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবান্), 'ত্বং' যদা 'বলস্য' (অস্মাকং, রিপুশত্রোঃ) 'বিলং' (গুহাং, স্থানং, পাপকর্ম্মণাং) 'অপ' (অপাবৃত্য, ভিত্ত্বা) 'গোমতঃ' (জ্ঞানকিরণান্বিতস্য) 'অব' (রক্ষণং, রক্ষণোপায়ং) অস্মাকং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়ীতি, তদা 'তুজ্যমানাসঃ' (রিপুশত্রূণাং হিংস্যমানাঃ, পাপবিমর্দ্দকাঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বনিবহা) 'অবিভ্যুষঃ' (শত্রুভয়েনানভিভূতা সন্তঃ) 'ত্বাং আবিষুঃ' (ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি)। ভগবতঃ কৃপয়া অজ্ঞানান্ধকারো বিনশ্যতি, দিব্যজ্ঞাননিবহা হৃদ্দেশমধিকুর্ব্বন্তি, শত্রুভীতয়ো দূরং গচ্ছন্তি ভগবন্তং প্রাপ্তবন্তো মনুজাঃ পরাগতিং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—১১সূ—৫ঋ)॥

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের প্রতি অদ্রিবৎ কঠোর হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদিগের রিপুশত্রুগণের গুহাকে অর্থাৎ পাপকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানকে ভেদ করিয়া জ্ঞানকিরণান্বিত রক্ষণোপায়কে আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রিপুশত্রুগণের নাশক (পাপ-বিমর্দ্দক) দেবভাব-নিবহ শত্রুভয়ে অভিভূত না হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই অজ্ঞানান্ধকার নাশ পায়, দিব্যজ্ঞানসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করে, শত্রুভয় দূরে যায়; তখন ভগবানকে পাইয়া মানুষ পরাগতি প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—১১সূ—৫ঋ)॥

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

বলনামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসম্বন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্বিলে গোপিতবান্। তদানীমিন্দ্রস্তদ্বিলং স্বসৈন্যেন সমাবৃত্য তস্মাদ্বিল্যাদ্গা নিঃসারয়ামাস। তদিদমুপাখ্যান-মিন্দ্রোবলস্য বিলমাপোর্ণোদিত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং। তদেতদ্হৃদি নিধায়ায়ং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(পুরাকালে) 'বল' নামক কোনও এক অসুর, দেবগণের গাভিসমূহ অপহরণ করিয়া কোনও একটি গর্ত্ত (সুড়ঙ্গ) মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। সেই সময় (দেবরাজ) ইন্দ্রদেব স্বকীয় সৈন্যসমূহের সহিত সেই গর্ত্ত (সুড়ঙ্গ) দ্বার সমাবৃত করিয়া গর্ত্ত (সুড়ঙ্গ) হইতে গাভিসমূহ নিঃসারণ (বাহির) করিয়াছিলেন। পর্ব্বভূত এই উপাখ্যানটি "ইন্দ্রোবলস্য বিলমাপোর্ণোৎ" অর্থাৎ 'ইন্দ্রদেব বলাসুরের বিল-দ্বার অপাবৃত (অবরুদ্ধ) করিয়াছিলেন,—ইত্যাদিরূপ ব্রাহ্মণে (বেদাংশ-সমূহে) এবং অন্যান্য মন্ত্রে (ঋকে) প্রসিদ্ধ (বিখ্যাত) আছে। ভূতপূর্ব্ব এই উপাখ্যানটি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া এই মন্ত্র (ঋক্‌টী) প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। হে অদ্রিবঃ। বজ্রযুক্তেন্দ্র। ত্বং গোমতো বলস্য গোভির্যুক্তস্য বলনামকস্যাসুরস্য সম্বন্ধি বিলমপাবঃ। স্বসৈন্যমুখেনাপাবৃতবানসি। তদানীং তুজ্যমানাসো বলেন হিংস্যমানা দেবা অবিভ্যুষস্ত্বদীয়রক্ষয়া বলাদভীতাঃ সন্তস্তামাবিষুঃ। প্রাপ্তবন্তঃ॥

অপ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অবঃ। বৃঞ্ বরণে। লঙ্ সিপ্। ইতশ্চলোপঃ। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। তস্য বহুলং ছন্দসীতিলুক্। গুণোরপরত্বং। হল্ঙ্যাদিলোপঃ। বিসর্জ্জনীয়ঃ। অডাগমঃ। অদ্রিবঃ। অদ্রিরস্যাস্তীতি মতুপ্। ছন্দসীর ইতি বত্বং। সম্বোধন উগিদচামিতি নুম্। হল্ঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ। মতুবসোরুসংবুদ্ধৌ ছন্দসি। পা০ ৮।৩।১। ইতি রুত্বং। বিলং। নববিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অবিভ্যুষঃ। ঞিভী ভয়ে। লিট্। দ্বির্ভাবঃ। অভ্যাসস্য হ্রস্বজ্‌জত্বে। ক্বসুশ্চেতি লিটঃ ক্বস্বাদেশঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্ত ইট্ বস্বেকাজাদ-

---

হে "অদ্রিবঃ" অর্থাৎ (পর্ব্বতবৎ) বজ্রযুক্ত বা বজ্রধারিন্ ইন্দ্রদেব! (সেই অপহৃত) গাভীগণের সহিত (বিল মধ্যে) অবস্থিত 'বল' নামক অসুরের বিল (গর্ত্ত বা সুড়ঙ্গের দ্বার) আপনি স্বকীয় সৈন্যগণ দ্বারা অপাবৃত অর্থাৎ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময় (গাভীগণের উদ্ধারের নিমিত্ত বলাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে) বলাসুর কর্ত্তৃক হিংস্যমান (আক্রান্ত) হইয়া আপনার রক্ষাকৌশলে দেবগণ বলাসুর হইতে নির্ভয় হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'অপ'। এই পদটি নিপাত (অব্যয়) হওয়ায় ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অবঃ'। এই পদটিতে বরণার্থ বৃঞ্ (বৃ) ধাতুর উত্তর লঙের সিপ্ (সি) বিভক্তি করিয়া "ইতশ্চলোপঃ পরস্মৈপদেষু" (৩।৪।৯৭) এই সূত্রানুসারে (সিপ্ বিভক্তির) ইকারের লোপ হইয়াছে; পরে "স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ" (পা০ ৩।১।৭৩) সূত্রানুসারে শ্নু (নু) আগম হওয়ায় "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রানুসারে শ্নু আগমের লোপ হইয়াছে। অনন্তর বৃ ধাতুর গুণ (ঋ স্থানে অর) এবং রপরত্ব (অরের 'র সিপের স-য়ে যুক্ত) হওয়ায়, উক্ত সিপের স-কারের লোপ হইল। পরে 'র' স্থানে বিসর্গ এবং পূর্ব্বে অট্ (অ) আগম করিয়া উক্ত 'অবঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "অদ্রিবঃ" এই পদটি,—'অদ্রি (বজ্র) ইহার আছে, এই অর্থে অদ্রি শব্দের উত্তর মতুপ্ (মৎ) প্রত্যয় করিয়া, "ছন্দসীরঃ" (পা০ ৮।২।১৫) সূত্রানুসারে উক্ত 'মতুপ্' প্রত্যয়ের ম-কার স্থানে ব-কার আদেশে সম্বোধনে "উগিদচাং সর্ব্বনাম স্থানেঽধাতোঃ" (পা০ ৭।১।৭০) সূত্রানুসারে নুম্ (ন) আগম হইয়াছে; এবং "হল্ঙ্যাদি" সূত্র দ্বারা হল ও সংযোগান্ত বর্ণের লোপে "মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌ ছন্দসি" (পা০ ৮।৩।১) সূত্রানুসারে (উক্ত নুম্ আগমের ন-কার স্থানে) 'রুত্ব' বিসর্গ করিয়া 'অদ্রিবঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "বিলং" এই পদটিতে "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অবিভ্যুষঃ" এই পদটিতে ভয়বোধক 'ঞিভী' (ভী) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তি করিয়া দ্বির্ভাব এবং দ্বিত্বের হ্রস্ব (ঈ স্থানে ই) হইয়াছে; অনন্তর জশ্ত্ব (বর্গতৃতীয়ত্ব ভ স্থানে ব কার), "ক্বসুশ্চ" সূত্র দ্বারা উক্ত লিট্ স্থানে "ক্বসু" (বস্) আদেশ হইয়া, ক্রাদি নিয়মানুসারে প্রাপ্ত ইট "বস্বেকাজাদ্ঘসাং" সূত্রনিয়মে নিবর্ত্তিত (নিবারিত) হইয়াছে। অতঃপর জস্ বিভক্তি করিয়া

ঘসামিতি নিয়মান্নিবর্ত্ততে। জসি সর্বনামস্থানেঽপি বাত্যয়েন ভত্বাদ্বসোঃ সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। অচি শ্নুধাত্বিত্যাদিনা প্রাপ্তমিয়ঙাদেশং বাধিত্বা এরনেকাচ ইতি যণাদেশঃ নঞ্ সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তুজ্যমানাসঃ। তুজেহিংসার্থাৎ পরস্য কর্ম্মণি লটঃ স্থানে শানচ্। সার্ব্বধাতুকে যক্। পা০ ৩।১।৬৭। ইতি যক্। তস্মাদদুপদেশাদুত্তরস্য লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বং। যকার এব প্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। ৩।৪।১০৯। ইতি যুস্। সিচ্ ইডাগমঃ। আডজাদীনাং। পা০ ৬।৪।৭২। ইত্যাডাগমঃ। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং॥ (১ম—১১সূ—৫ঋ)॥

০ ০ ০

পঞ্চম (১০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§:০:§—

এই ঋকের অন্তর্গত "বলস্য বিলং" শব্দদ্বয় লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। বল নামক অসুর দেবতাদিগের গাভী চুরি করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; ইন্দ্রদেব সেই গাভীর উদ্ধার-সাধন করেন।

সর্ব্বনাম স্থানেও বিকল্পে ভত্ব হওয়ায় 'বসু'র সম্প্রসারণ (বসুর ব-কার স্থানে উ-কার) ও পরপূর্ব্বত্ব (অর্থাৎ উক্ত উকারটির ভী ধাতুর ঈ-কার যোগে সন্ধি) হওয়ায় "শাসিবসিঘসীনাঞ্চ" (পা০ ৮।৩।৬০) সূত্রানুসারে ষত্ব (স-কার স্থানে ষ-কার) হইয়াছে। পরে (ন বিভূষঃ অবিভূষঃ এইরূপ) নঞ্ সমাস করিয়া উক্ত 'অবিভূষঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "অচি শ্নু ধাতু ভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ" সূত্রানুসারে (উক্ত ভী ধাতুর ঈ-কার স্থানে ইয়ঙ্ (ইয়) আদেশ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা বাধিত হইয়া (না হইয়া) "এরনেকাচঃ" সূত্রানুসারে যণ্ (য) আদেশ (অর্থাৎ ভী ধাতুর ঈ-কার স্থানে য-ফলা) হইয়াছে। অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর (অর্থাৎ সমাস হইবার পূর্ব্বে যে স্বর স্বাভাবিক ছিল, সেই স্বর) রহিয়াছে। "তুজ্যমানাসঃ" এই পদটি, হিংসার্থক "তুজি" (তুজ্) ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্য লটের স্থানে শানচ্ (আন) প্রত্যয় করিয়া এবং "সার্ব্বধাতুকে যক্" (পা০ ৩।১।৬৭) এই সূত্রানুসারে যক্ (য) আগম করিয়া সাধিত হইয়াছে। এস্থলে অৎ উপদেশের উত্তর লসার্ব্বধাতুক (ধাতুমাত্র সাধারণ ল-কারের) অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। য-কারটীই প্রত্যয় স্বর বলিয়া, ইহাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "আবিষুঃ এই পদটি, রক্ষণ, গতি প্রভৃতি অর্থের মধ্যে গতি অর্থে অব ধাতুর উত্তর লুঙ্-এর 'ঝি' বিভক্তি করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "সিজভ্যস্তবিদিভ্যশ্চ" (পা০ ৩।৪।১০৯) সূত্রানুসারে উক্ত 'ঝি' স্থানে 'জুস্' (উস্) আদেশ হইল। কিন্তু উক্ত সিচের পূর্ব্বে ইট্ (ই) আগমের পর "আড়জাদীনাং" (পা০ ৬।৪।৭২) সূত্রানুসারে (পদের পূর্ব্বে) আট (আ) আগম করিয়া এবং "আদেশ প্রত্যয়য়োঃ" (পা০ ৮।৩।৫৯) সূত্রানুসারে (সিচ আদেশের) ষত্ব ('স' স্থানে 'ষ') করিয়া 'আবিষুঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—৫ঋ)॥

০ ০ ০

পৌরাণিক এই এক উপাখ্যান, এই ঋকের ভিত্তি বলিয়া কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন। * প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে কেহ আবার প্রতিপন্ন করেন যে, আসিরীয়-দেশের বল-গণের বিষয় এখানে লক্ষ্য আছে। 'অসর' বা 'অসুর আসিরীয়দিগেরই নামান্তর। † অন্যমত এই যে, মেঘ ও বৃষ্টির বিষয় এখানে রূপকে পরিবর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন অর্থাৎ বৃষ্টি দান করেন।' ‡ কিন্তু এ সকল অর্থ যে পরবর্ত্তী কালে কল্পিত এবং দূর-অন্বয়-মূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

পুরাণ অমান্য করি না। পুরাণের অভ্যন্তরে যে অনন্ত জ্ঞানরত্ন সজ্জিত আছে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে পুরাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি—তাহা হৃদ্‌গম্য হইলে, এ সকল সংশয় আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। পুরাণে উপাখ্যানাদিরও ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে গভীর জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জনহিত-পরায়ণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি মানবের জ্ঞানোন্মেষ-কল্পে পুরাণের প্রবর্ত্তনা করেন। পুরাণ-প্রবর্ত্তনার কাল-নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু বেদ অনাদি নিত্য। সুতরাং অনিত্যকালঘটিত উপাখ্যানাদির সংশ্রব কেন বেদ-ব্যাখ্যায় কল্পিত হয়, আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাই না। বিশেষতঃ যে পৌরাণিক কাহিনীর সম্বন্ধ-সংশ্রব না ঘটাইলেও যখন অর্থোপলব্ধি হয়, তখন কেন একটা অবান্তর ভাব আকর্ষণ করিয়া আনি? কেহ হয় তো বলিতে পারেন,—'চক্রনেমির আবর্ত্তের ন্যায় কালচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাহাতে ঘটনার পৌর্ব্বাপৌর্য্য ধারা চিরবিদ্যমান রহিয়া যাইতেছে। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার প্রর দ্বাপর—এইরূপ ক্রম-পদ্ধতি-অনুসারে সত্যাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্যবস্তু মধ্যে গণ্য হয়। সেইরূপ, বলাদির গাভী

---

* সায়ণাদি এই মতের (গাভীচুর-রূপ পৌরাণিক উপাখ্যানের) সমর্থ করেন।

† রেঃ কৃষ্ণ বন্দ্যো তাঁহার বেদানুক্রমণিকায় এবং 'এরিয়ান্ উইট্‌নেস' পুস্তকে আসিরীয় সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—'The Vala of the Rig Veda was the Belus or Bel of Inscriptions.'—Aryan Witness.

‡ ম্যাক্সমূলার-প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মত সমর্থন করেন।

অপহরণাদি ব্যাপারও কালচক্রের আবর্ত্তনে পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে কোনও দোষ বর্ত্তিতে পারে না।

বিতর্কের মীমাংসা নাই। এ মত অস্বীকার করি না। তবে ঋক্‌টি পড়িবা মাত্র স্বতঃপরতঃ যে অর্থ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহা লক্ষ্য করাই আমরা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

কেন বল অসুরকে টানিয়া আনিব? কেন গরু-চুরির উপাখ্যান কল্পনা করিব? যখন দেখিতেছি, আমার হৃদয় অসুরে আক্রমণ করিয়া আছে; যখন দেখিতেছি, অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার-রূপ প্রাচীর-বেষ্টনে তাহারা দৃঢ় দুর্গ রচনা করিয়া বসিয়াছে; আর, যখন দেখিতেছি, তাহাদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ আমার জ্ঞানকে সর্ব্বদা প্রতিহত করিতেছে; তখন, আমি অন্যত্র আবার কোন্ গো-চোরের অন্বেষণে ফিরিব? অন্তরের মধ্যে চোর; হৃদয়ের অভ্যন্তরে চোরের রাজত্ব। তাহাদের দমনের উপায়-চিন্তা আগে না করিয়া, আমি কি বাহিরের চোর খুঁজিয়া বেড়াইব? ঘরের মটকায় আগুন লাগিয়াছে; নীচের দুই একটা খুঁটিতে জল ঢালিলে, কি ফল ফলিবে? ঋক্ বলিতেছেন,—'হৃদয় পরিষ্কার কর; অন্তরের ময়লা দূর কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই তো তোমার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে! তবেই তো ভগবান্ তোমার রিপুশত্রুকে দমন করিয়া তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবেন! তবেই তো শত্রুর অধিকৃত দুর্ভেদ্য দুর্গ-দ্বার বিমুক্ত হইবে। তবেই তো তোমার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রবেশ করিবে!'

ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এই পথই আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি।

ঋক্ বুঝাইতেছেন,—'যতক্ষণ হৃদয়ের প্রতিদৃষ্টি না পড়িবে, ততক্ষণ শ্রেয়ঃ নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই, শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলেই ভগবানের অনুকম্পায় শত্রুভয় অপসৃত হইবে। হৃদয় ভগবদ্ভাবে ভাবুক হইতে পারিলেই ভগবানের সহিত হৃদয়ের সম্মিলন ঘটিবে।' (১ম—১.সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্‌।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণোবিদুষ্টে তস্য কারবঃ॥ ৬॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

তব। অহং। শূর। রাতিঽভিঃ। প্রতি। আয়ং। সিন্ধুং। আঽবদন্।
উপ। অতিষ্ঠন্ত। গির্বণঃ। বিদুঃ। তে। তস্য। কারবঃ॥ ৬॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (হে শৌর্য্যশালিন্ ভগবান্) 'তব' (তে) 'রাতিভিঃ' (ত্বদীয়ৈর্ধনদাননিমিত্তভূতৈঃ, তব ধনদানমাহাত্ম্যং অনুভূয় ইতি ভাবঃ) 'অহং' (হোতা, প্রার্থনাকারী) 'সিন্ধুং' (সিন্ধুবৎ অশেষং তব মহিমানং) 'আবদন' (সম্যক্ প্রশংসয়ন্, কীর্ত্তয়ন্ ইতি ভাবঃ) 'প্রত্যায়ং' (ত্বাং পুনরাগতোঽস্মি, তচ্চরণে প্রত্যাবৃত্তো ভবামি), 'গির্ব্বণঃ' (শব্দব্রহ্মস্বরূপ, স্তুতিমন্ত্রসেব্য) 'কারবঃ' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণা জনাঃ) 'উপতিষ্ঠন্তঃ' (অভীষ্ট-সিদ্ধার্থং চিরমেব ত্বামুপস্থিতবন্তঃ) যতঃ 'তস্য' (তাদৃশস্য দানশীলস্য) 'তে' (তব ধনদানং) 'বিদুঃ' (জানন্তি)। বিচিত্রোঽয়ং মনুষ্যচরিত্রঃ। বিপদি বা ধনলাভার্থং নরো ভগবৎশরণাপন্নং যাতি; অন্যথা চ অন্যপথাবলম্ব ভবতি। এষা ঋক্ মনুজস্য তৎভ্রান্তিং প্রদর্শয়তি। য কদাচিৎ ভগবন্মহিমানং অনুভবং করোতি, স হি ত্বাং সম্যক্ প্রশংসয়ন্ তচ্চরণে শরণাগতো ভবতীতি ভাবঃ (১ম—১১সূ—৬ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে শৌর্য্যশালিন ভগবন্! আপনার ধনদান-মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া, আমি প্রার্থনাকারী, আপনার অশেষ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে, আবার

আপনার চরণে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে স্তুতিমন্ত্রসেব্য! সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণ, অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, চিরদিনই আপনার দ্বারে উপস্থিত হন; কেন-না, আপনার সেই দানশীলতার বিষয় তাঁহারা অবগত আছেন। (ভাব এই যে,—যে জন ভগবানের মহিমা একটু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই ভগবানের শরণাগত হইয়া থাকে)॥ (১ম—১১সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শূর। সংগ্রামে শৌর্য্যযুক্তেন্দ্র। তব রাতিভিঃ কর্ম্মসু ত্বদীয়ৈর্ধনৈস্তু ত্বদীয়ৈর্ধনদানৈর্নিমিত্তভূতৈরহং হোতা প্রত্যায়ং ত্বাং পুনরাগতোঽস্মি। পুরা বহুষু কর্ম্মসু ত্বত্তো ধনস্য লব্ধত্বাদস্মিন্ কর্ম্মণি প্রত্যাগমনমিত্যুচ্যতে। কিং কুর্ব্বন। সিন্ধুং স্যন্দমানং সোমমাবদন্। সর্ব্বতঃ কথয়ন্। অস্মিন্ সোমযাগে ত্বদীয়াং ধনদানকীর্ত্তিং প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। হে গির্ব্বণঃ। গীর্ভির্ব্বননীয়েন্দ্র। কারবঃ কর্ত্তার ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ উপতিষ্ঠন্ত। পুরা ধনলাভার্থং ত্বামুপস্থিতবন্তঃ। উপস্থায় চ তস্য তাদৃশসৌদার্য্যোপেতস্য তে তব ধনদানং বিদুঃ। জানন্তি। গির্ব্বণস্ শব্দং যাস্ক ইত্থং নিব্রূতে গির্ব্বণাদেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি। নি০ ৬।১৪। ইতি। রেভোজরিতেত্যাদিষু ত্রয়োদশসু স্তোতৃনামসু কারুশব্দঃ পঠিতঃ॥

তব। যুষ্মদস্মদোঙসীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। রাতিভিঃ। মন্ত্রেবৃষেত্যাদিনা ক্তিন্ উদাত্তঃ। আয়ং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সংগ্রামে শৌর্য্যযুক্ত হে ইন্দ্রদেব! যজ্ঞকর্ম্মে আপনার ধনদান-নিমিত্ত হোতা আমি পুনরায় আসিয়াছি। পূর্ব্বকালে বহু যজ্ঞকর্ম্মে আপনার নিকট হইতে ধনলাভ হইয়াছে বলিয়া এই যজ্ঞকর্ম্মে আপনার নিকট আসিয়াছি,—ইহা উক্ত হইয়াছে। কি করিতে করিতে আসিয়াছি? স্যন্দমান্ সোমকে (তাহার গুণাদিকে) সর্ব্বতোভাবে বলিতে বলিতে। অর্থাৎ,—এই সোমযাগে আপনার ধনদান-কীর্ত্তি প্রকটিত করিতে করিতে (আপনার নিকট আসিয়াছে)। হে স্তুতি দ্বারা সম্যক্ ভজনীয় ইন্দ্রদেব! ঋত্বিক্ যজমান-রূপ যজ্ঞকর্ত্তৃগণ, পূর্ব্বকালে ধনলাভের নিমিত্ত আপনার উপাসনা করিয়াছিলেন; এবং উপাসনা করিয়া তাদৃশ ঔদার্য্যসম্পন্ন আপনার ধনদাতৃত্বশক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মা যাস্ক, গির্ব্বণস্ শব্দটীর এইরূপ নির্ব্বচনার্থ স্থির করিয়াছেন—'গির্ব্বণা' বলিতে দেবতাকে বুঝায়। কারণ, স্তুতি দ্বারা ইনি সম্যক্ ভজনীয় হয়েন। "রেভোজরিতা" ইত্যাদি ত্রয়োদশ সংখ্যক স্তোতৃনামের মধ্যে 'কারু শব্দটী পঠিত হইয়াছে।

"তব" এই পদটীর "যুষ্মদস্মদোঙসি" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদত্ত হইয়াছে। "রাতিভিঃ" এই পদটীর "মন্ত্রবৃষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আয়ঃ" এই

ইণো লঙ্। তস্থস্থমিপাংতাম্ভস্তামঃ। পা০ ৩।৪।১০১। ইত্যমাদেশঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতিশপো লুক্। আড়াগমঃ। বৃদ্ধ্যায়াদেশৌ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। সিন্ধু। স্যন্দূ প্রস্রবণে। নিদিত্যনুবৃত্তৌ স্যন্দেঃ সংপ্রসারণং ধশ্চ। উ০ ১।১১। ইত্যুপ্রত্যয়োধকারশ্চান্তাদেশঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। আবদন্। বদ ব্যক্তায়াং বাচি। লটঃ শতৃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। আঙা সহ কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা০ ২।২।১৮। ইতি সমাসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অতিষ্ঠন্ত। উপান্মন্ত্রকরণে। পা০ ১।৩।২৫। ইত্যাত্মনেপদং। গির্ব্বণঃ। বন ষণ সংভক্তৌ। অসুন্। আমন্ত্রিতস্যচেতি নিঘাতঃ। বিদুঃ। বিদ জ্ঞানে লট্। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। বদো লটো বা। পা০ ৩।৪।৮৩। ইতি ঝেরুস্। পাদাদিত্বান্ননিঘাতঃ। সংহিতায়াং যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদং। পা০ ৮।৩।১০৩। ইতি ষত্বং। ষ্টুনা ষ্টুরিত্যুত্তরস্য তকারস্য ষ্টুত্বং। তস্য। সাবেকাচ ইতি-

---

পদটী. ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তির প্রথম পুরুষের একবচনে "তস্থস্থমিপাংতাম্ভস্তামঃ" (পা০ ৩।৪।১০১) এই সূত্র-দ্বারা 'তম্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র-দ্বারা শপ্-এর লোপ, 'আট্' আগম, বৃদ্ধি ও আয়াদেশ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "সিন্ধুং" এই পদটী, প্রস্রবণার্থবিশিষ্ট স্যন্দূ (স্যন্দ্) ধাতুর উত্তর 'নিৎ' এই অনুবৃত্ত অধিকারে "স্যন্দেঃ সম্প্রসারণং ধশ্চ" (উ০ ১।১১) এই সূত্র দ্বারা উ প্রত্যয় করিয়া সংপ্রসারণ (স্যন্দ্ স্থানে সিন্দ্) ও অন্তবর্ণের স্থানে 'ধ' কার আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আবদন্" এই পদটী, ব্যক্তবাচ্ অর্থযুক্ত আঙ্ পূর্ব্বক বদ্ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ (অৎ) আদেশে প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শপ্' এর পিত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর। শতৃ-প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুকলকারস্বর হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। আঙ্ এর সহিত "কুগতি প্রাদয়ঃ" (পা০ ২।২।১৮) সূত্র দ্বারা প্রাদি সমাস হইয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অতিষ্ঠন্ত"—এস্থলে "উপান্মন্ত্রকরণে" (পা০ ১।৩।২৫) এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইয়াছে। "গির্ব্বণঃ" এই পদটী, 'গির্' উপপদ পূর্ব্বক সম্যক্ ভজনার্থ বন ধাতুর উত্তর অসুন্ (অস্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "আমন্ত্রিতস্য চ" সূত্র দ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "বিদুঃ" এই পদটি, জ্ঞানার্থ 'বিদ্' ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচন 'ঝি' প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্রদ্বারা 'শপ্' এর লোপ, এবং "বিদো লটো বা" (পা০ ৩।৪।৮৩) এই সূত্রদ্বারা 'ঝি'-এর স্থানে 'উস্' হইয়াছে। ইহার পদাদিত্ব-হেতু নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। 'বিদুস্+তে' এস্থলে সংহিতাতে "যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদং" (পা০ ৮৩।১০৩) এই সূত্র দ্বারা 'বিদুস্' এর 'স' এর ষত্ব হইয়া এবং "ষ্টুনাষ্টুঃ" সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী 'তে' এর স্থানে 'ট' করিয়া "বিদুষ্টে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তস্য" এই পদটির "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তি-স্বরের উদাত্তত্ব প্রাপ্তি হয়; কিন্তু

বিভক্তেরুদাত্তত্বং প্রাপ্তং। ন গোশ্বন্ সাববর্ণেতি নিষিধ্যতে। কারবঃ। কৃবাপাজি। উ০ ১।১। ইত্যাদিনা উণ্। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—১১সূ—৬ঋ)।

⁂

ষষ্ঠ (১০৮) ঋকের বিশদার্থ।

বিচিত্র মনুষ্য-চরিত্র। বিপদের সময় মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আকুল-কণ্ঠে ডাকিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করে। কিন্তু পরক্ষণেই সব বিস্মৃত হইয়া যায়। বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিলেই আবার মানুষ আত্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তখন আর ভগবানের নাম মাত্র তাহার স্মরণে আসে না। তখন আর তাঁহার করুণার কথা আদৌ হৃদয়ে স্থান পায় না।

কিন্তু 'এক মাঘে শীত পালায় না।' বিপদ-পারাবার সংসারের মধ্যে নিমজ্জমান্ থাকিয়া, তুমি কত ক্ষণ নিরাপদ রহিবে? তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া প্রতিঘাত করিতেছে; বিপদের উপর বিপদ আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তুমি কতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিবে? আবার—আবার—তোমায় 'পরিত্রাহি' ডাক ডাকিতেই হইবে। আবার—আবার—তোমায় ভগবানের চরণপ্রান্তে শরণাপন্ন হইতেই হইবে।

মূঢ় নর! তুমি সময় থাকিতে সাবধান হও না কেন? সময় ফুরাইয়া গেলে, তখন আর কি উপায় হইবে? প্রথমে বুঝিবার চেষ্টা কর; নহিলে, পরিশেষে অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতে হইবে যে! তখন আর উপায় থাকিবে না;—তখন আর দিন পাইবে না।

এ ঋক্ তোমায় সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেখাইতেছে—ঐ দেখ, অনুতাপানলে দগ্ধ-হৃদয় কেমন ভাবে আবার তাঁহার চরণ-প্রান্তে ফিরিয়া আসিতেছে!

"ন গোশ্বন্ সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "কারবঃ" এই পদটী 'কৃ' ধাতুর উত্তর "কৃবাপাজি" (উ০ ১।১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উণ্ (উ) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয় স্বর (উদাত্তস্বর) হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—৬ঋ)।

⁂

আমরা কি ফিরিতে পারিব না? আমরা প্রত্যেকে কি 'আবার তোমার চরণে ফিরিয়া আসিয়াছি' বলিতে পারিব না? এস,—আমাদের সকলেরই কেন সেই চেষ্টা হউক না, আমরা প্রত্যেকেই কেন বলিতে অভ্যস্ত হই না,—'হে শৌর্য্যসম্পন্ন! তোমার মহাত্ম্য অনুভব করিয়া তোমার অশেষ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে, আমি আবার তোমার চরণে ফিরিয়া আসিয়াছি।' *

সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণ, তাঁহারা জানেন—তাঁহার কি অপার মহিমা। তাঁহারা অবগত আছেন—তিনি কিরূপ অভীষ্টফলদাতা। তাই তাঁহারা চিরদিনই সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হন। মূঢ় আমরা, জানি না—বুঝি না; তাই সদাই সংশয়ান্বিত হই।

শেষে ফিরিতেই হইবে। যখন আর কোনও উপায় নাই—বুঝিবে, তখন ফিরিতেই হইবে। কিন্তু তখন আর সময় থাকিবে না। ফিরিয়াও কোনও ফল ফলিবে না।

ঋক্ তাই বলিতেছেন—'ফিরে এস—ফিরে এস! এখনও তাঁহার চরণে আশ্রয় লও। এখনও সময় আছে। এখনও হতাশ হইবার কারণ নাই।'

বুঝিতে চাও—তাঁহার মাহাত্ম্য? ফিরে এস—সৎকর্ম্মশীল হও। তাঁহার নিকট প্রত্যাবৃত্ত—সৎকর্ম্মপরায়ণ জন, তাঁহাকেই একমাত্র অভীষ্ট-ফলদাতা বলিয়া জানিতে পারেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই—প্রত্যাবর্ত্তন। সৎকর্ম্মকারীর নিকটই তিনি প্রকাশমান্ হন। (১ম—১১সূ—৬ঋ)।

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'সিন্ধুং' পদটীর অর্থ লইয়া নানা মতান্তর দেখা যায়। সায়ণ 'সিন্ধু' শব্দে 'স্যন্দমানং সোমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার 'সিন্ধুদেশ-ঘটিতং অন্তরিক্ষবিষয়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'সিন্ধু' শব্দে সোমরসের বা সোমযাগের কথা কেন মনে আসে আমরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাই না। সোমরস;—সোমলতা, মাদক দ্রব্যের ভাবটা বেদের অঙ্গ হইতে একেবার মুছিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। অসুরদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য যে কদর্থ প্রবর্ত্তিত হয়, এ সকল তাহারই ভ্রান্ত অনুস্মৃতি মাত্র। আমরা যথাজ্ঞান যে অর্থ বুঝিলাম, তাহাই নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিলাম। সুধিগণ তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥ ৭ ॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

মায়াভিঃ। ইন্দ্র। মায়িনং। ত্বং। শুষ্ণং। অব। অতিরঃ ॥
বিদুঃ। তে। তস্য। মেধিরাঃ। তেষাং। শ্রবাংসি। উৎ। তির ॥ ৭ ॥

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'ত্বং' 'মায়িনং' (নানাবিধকপটোপেতং, ছলনাকারিণং) 'শুষ্ণং' (লোকানাং সত্ত্বভাবানাং শোষণকারিণং শত্রুং) 'মায়াভিঃ' (সুকৌশলৈঃ, তদ্বধোপায়-গোচরপ্রজ্ঞাভিঃ) 'অবাতিরঃ' (হিংসিতবানসি); 'মেধিরাঃ' (মেধাবিনঃ, প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ) 'তস্য' (তাদৃশস্য শক্তিশালিনঃ) 'তে' (তব মহিমানং) 'বিদুঃ' (জানন্তি); 'তেষাং' (তব মাহাত্ম্যং জানতাং তাদৃশানাং সৎকর্ম্মশালিনাং জনানাং) 'শ্রবাংসি' (অন্নানি, শ্রেয়াংসি) 'উত্তির' (বর্দ্ধয়সি ত্বমিতি শেষঃ)। ছলনাকারী যঃ রিপুশত্রুঃ প্রতিনিয়তং মনুষ্যাণাং রক্তশোষণং করোতি, ভগবত ইন্দ্রদেবস্য সুকৌশলৈঃ প্রজ্ঞাভিশ্চ স হি বিনাশং প্রাপ্নোতি; যে জনা মেধাবিনো ভগবতঃ তাদৃশাং শক্তিং জানন্তি, ত এব শ্রেয়াংসি লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—১১সূ—৭ঋ)।

∴

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মানুষের সত্ত্বভাব-শোষক কপটাচারী শত্রুকে আপনি সুকৌশলে প্রজ্ঞাশক্তির দ্বারা সংহার করেন। মেধাবী জন আপনার সে শক্তি সে মহিমা অবগত আছেন; আর, তাঁহাদেরই আপনি মঙ্গল-বিধান করেন। (ভাব এই যে,—ছলনকারী যে রিপুশত্রু প্রতিনিয়ত মনুষ্যগণের রক্তশোষণ করিতেছে, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সুকৌশলে

প্রজ্ঞার দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা মেধাবী, ভগবানের তাদৃশী শক্তি অবগত আছেন, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভ করেন। (১ম—১১সু—৭ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং মায়িনং নানাবিধকপটোপেতং শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতুমেতন্নামকমসুরং মায়াভিস্তৎপ্রতিকূলৈঃ কপটবিশেষৈঃ। যদ্বা তদ্বধোপায়গোচরপ্রজ্ঞাভিঃ। অবাতিরঃ। হিংসিতবানসি। এতচ্চ যাস্কেনোক্তং। ইন্দ্রঃ শুষ্ণং জঘান। নি০ ৩।১১। ইতি। শুষ্ণং-পিপ্রুমিত্যাদিমন্ত্রে চায়মর্থো বিস্পষ্টঃ। মেধিরা মেধাবন্তোঽনুষ্ঠাতারস্তস্য তাদৃশস্য তে তব মহিমানং বিদুঃ। জানন্তি। তেষাং জানতামনুষ্ঠাতৄণাং শ্রবাংস্যন্নান্যুত্তির। বর্দ্ধয়।

কেতঃ কেতুরিত্যাদিষু একাদশসু প্রজ্ঞানামসু মায়াবয়ুনমিতিপঠিতং। শ্রবঃশব্দং যাস্কোনির্ব্বক্তি। শ্রব ইত্যন্ননাম শ্রূয়ত ইতি সতঃ। নি০ ১০।৩। ইতি। মায়াভিঃ। মাঙ্ মানে মাচ্ছাসসিহ্বভ্যো যঃ। উ০ ৪।১।১১। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়ঃস্বরঃ। মায়িনং। মায়াঽস্যাস্তীতি মায়ী। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়ঃস্বর। শুষ্ণং। শুষ শোষণে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থান্নিদিত্যনুবৃত্তৌ তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চ। উ০ ৩।১২। ইতি নপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অতিরঃ। তরতের্লঙ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! নানাবিধ কাপট্যযুক্ত—মায়াবী, ভূতসকলের শোষক 'শুষ্ণ' নামক অসুরকে আপনি, তৎপ্রতিকূল মায়া অর্থাৎ কপটবিশেষের দ্বারা অথবা তাহার বধোপায়জ্ঞ বুদ্ধি-দ্বারা হিংসা করিয়াছিলেন। ইহা যাস্ক কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"ইন্দ্রদেব, শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন" (নি০ ৩।১১) "শুষ্ণং পিপ্রুং" ইত্যাদি মন্ত্রে এই অর্থই বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 'মেধাবান্ যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণ তদ্রূপ শক্তিশালী আপনার মহিমাকে জানেন। সেই আপনাকে জানে যে যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ, আপনি তাহাদের অন্নসমূহকে বর্দ্ধিত করুন।

"কেতঃ কেতুঃ" ইত্যাদি একাদশ প্রকার প্রজ্ঞানামের মধ্যে "মায়াবয়ুনং" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যাস্ক, "শ্রবস্" শব্দের এইরূপ নির্ব্বচন বলিয়াছেন—'শ্রবস' বলিতে অন্নকে বুঝায়, কারণ; শ্রুত হওয়া যায় যাহা দ্বারা (নি০ ১০।৩। "মায়াভি" এই পদটী, মানার্থক মাঙ (মা) ধাতুর উত্তর "মাছাসসিহ্বভ্যো যঃ" (উ০ ৪।১১১) এই সূত্র-দ্বারা য-প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-(উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "মায়িনং" এই পদটি, 'মায়া ইহার আছে' এই অর্থে ব্রীহ্যাদিত্ব হেতু 'ইনি' (ইন) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয় (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "শুষ্ণং" এই পদটী, শোষণার্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ 'শুষ' ধাতুর উত্তর 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকারে "তৃষিশুষিবসিভ্যঃ কিচ্চ" (উ০ ৩।১২), এই সূত্র দ্বারা 'ন' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু এস্থলে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অতিরঃ" এই পদটী 'তৃ' ধাতুর উত্তর লঙ্ বিভক্তির পরস্মৈপদের মধ্যম

ব্যত্যয়েন শঃ। তস্য ঙিত্ত্বেন গুণাভাবাদৃত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। রপরত্বং। বিদুষ্টে তস্য। গতমন্ত্রে গতং। মেধিরাঃ। মিধৃমেধৃমেধাহিংসনয়োঃ। ঔণাদিক ইরন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। শ্রবাংসি। নব্বিষয়ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১১সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (১০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'শুষ্ণং' শব্দ উপলক্ষ্যে একটী উপাখ্যানের অবতারণা আছে। শুষ্ণ নামক এক অসুর মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে শোষণ করিত। ইন্দ্রদেব কৌশলপূর্ব্বক সেই অসুরকে সংহার করেন। ঋকে সেই উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনা লক্ষ্য হয়। সায়ণাদির ভাষ্য এই মতের পোষক। আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও মত এই যে,—"শুষ্ণ শব্দে 'অনাবৃষ্টি-রূপ অকল্যাণ'কে বুঝাইয়া থাকে। শুষ্ণের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটী উপমা। ইন্দ্র, শুষ্ণকে হনন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়া বৃষ্টিদান করিলেন। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চি, অর্ব্বুদ প্রভৃতি দনুপুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের—এই আদিম অর্থ।" *

আমরা কিন্তু ঐ দুই অর্থের কোনও অর্থই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি না। ঋকের ভাবকে বিশদ ও প্রস্ফুট করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে শুষ্ণ অসুরের উপাখ্যান সৃষ্টির আবশ্যক হইতে পারে; অথবা, নৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য মেঘ ও বৃষ্টির সম্বন্ধ-

---

পুরুষের একবচনের ব্যত্যয়ে 'শ' প্রত্যয় করিয়া এবং উক্ত 'শ'-এর ঙিত্ত্বহেতু গুণের অভাবে "ঋত ইদ্ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ইত্ব' এবং পরে 'র' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বিদুষ্টে তস্য" এই পদগুলির স্বরাদি ও সাধন প্রণালী পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। "মেধিরাঃ" এই পদটী, মেধা ও হিংসার্থবিশিষ্ট 'মিধৃ' (মিধ্) ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ইরণ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শ্রবাংসি" এই পদটীর নব্বিষয়ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—৭ঋ)॥

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদের টীকা, Roth's *Illustration of the Nirukta* এবং Muir's *Sanskrit Texts*, Vol. V. প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

সূচনার প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু বহির্জগতে ঋকের উপাদানভূত অর্থ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, অন্তর্জগতে প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকল সংশয় দূরীভূত হয় না কি? কস্তূরিকা নাভীমূলে আছে বুঝিতে না পারিয়াই মৃগ বনান্তরে ঘুরিয়া মরে। এও কতকটা সেই অবস্থা। শোষণকারী 'শুষ্ণ' অসুর আর কে? তোমার দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই সে যে তোমায় নিয়ত শোষণ করিতেছে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার হৃদয়ের সত্ত্বভাবের স্নেহধারা তাহার শোষণ-শক্তির দ্বারা শুকাইয়া যাইতেছে—তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? ভগবানের করুণা সঞ্জাত, তোমার প্রজ্ঞার দ্বারা তাহার সংহার-সাধনে সমর্থ হইবে;—ইহারই বা মর্ম্মার্থ কি? মর্ম্মার্থ এই নহে কি,—নিত্য সে রক্ত শোষণ করিবার জন্য লেলিহান্ হইয়া আছে, প্রজ্ঞা-প্রভাবে নিত্য তাহাকে দমন কর। নচেৎ, কবে কোন্ কালে শুষ্ণ অসুরকে ভগবান্ বধ করিয়াছিলেন,—তাহাতে এখন তোমার-আমার কি আসে-যায়?

এখন-তখন—চিরকাল যে মন্ত্র পাঠ করিব, যে মন্ত্রের ফল নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব, অতীতের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের কি সার্থকতা আছে? আমরা বলি, শুষ্ণ—হৃদয়ের অজ্ঞানতা—অসদ্বৃত্তিনিচয়; উহা কাম ক্রোধাদি রিপুশত্রুগণকেই বুঝাইতেছে। শোণিত-শোষণকারী শত্রু তাহাদের ন্যায় কি আর দ্বিতীয় আছে? 'মায়িনং' কপটাচারী বিশেষণ তাহাদের সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। ঐ বিশেষণই তাহাদিগকে চিনাইয়া দিতেছে। তার পর, সেই যে প্রবল শত্রু, তাহার বধের উপায় কি?—তাহাও বুঝিয়া দেখুন। তাহাদের বধের অস্ত্র—প্রজ্ঞা, জ্ঞান। মেধাবিগণ তাহা অবগত আছেন। অবগত আছেন বলিয়াই তাঁহারা সৎকর্ম্মশীল। সৎকর্ম্মশীল বলিয়াই তাঁহারা শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন।

শুষ্ণ-শত্রু বিনাশের জন্য ভগবান্ যে আয়ুধ প্রজ্ঞাভিঃ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনুভব করুন। তাহা বুঝিলেই ঐ অসুর যে প্রকৃত অসুর নহে; উহা যে অজ্ঞানতা, তাহা বোধগম্য হয়। সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। (১ম—১১সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। ঈশানং। ওজসা। অভি। স্তোমাঃ। অনূষত।
সহস্রং। যস্য। রাতয়ঃ। উত। বা। সন্তি। ভূয়সীঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (ধনদানকর্ম্মাণি) 'সহস্রং' (সহস্রসংখ্যোপেতানি) 'উত বা' (অথবা) 'ভূয়সীঃ' (সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকানি) 'সন্তি' (বিহিতানি ভবন্তি) তং 'ঈশানং' (জগতো নিয়ামকং) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং) 'স্তোমাঃ' (স্তোতারঃ) 'ওজসা' (বলেন, সাধনশক্তিপ্রভাবেন) 'অভ্যনূষত' (সর্ব্বতঃ—স্তুতবন্ত, স্তুতিমন্ত্রৈঃ তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। ইন্দ্রদেবঃ অশেষদানশীলঃ; স্তোতারঃ সাধনশক্তিপ্রভাবেন তদ্দানং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—১১সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের, ধনদান-কর্ম্মসমূহ সহস্র সহস্র প্রকারে অথবা অশেষ প্রকারে বিহিত হয়, জগতের নিয়ন্তা সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ আপনাদের সাধনশক্তি প্রভাবে প্রাপ্ত হন। (ভাব এই যে,—'ইন্দ্রদেব অশেষ দানশীল; স্তোতৃগণ সাধনশক্তিপ্রভাবে সেই দান লাভ করেন।)॥ (১ম—১১সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্তোমাঃ স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ ওজসা বলেনেশানাং জগতো নিয়ামকমিন্দ্রং অভ্যনূষত। সর্ব্বত্র স্তুতবন্তঃ। যস্যেন্দ্রস্য রাতয়ো ধনদানানি সহস্রং সহস্রসংখ্যোপেতানি সন্তি। উত বা। অথবা ভূয়সীঃ সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকাঃ সন্তি। তমিন্দ্রমিতি পূর্ব্বত্র অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রং। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঈশানং। লটঃ শানচ্। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোঽলুক্। ধাতোরনুদাত্তেত্বাৎ তস্যানুদাত্তেত্যাদিনা শানচোঽনুদাত্তত্বং। ওজসা। নব্বিষয়ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। স্তোমাঃ। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অনূষত। ণুস্তুতৌ। ণোনঃ। লুঙ্ ব্যত্যয়েন ঝস্যাদাদেশঃ। পা০ ৭।১।৫। চ্লেঃ সিচ্। অস্য ধাতোঃ কুটাদিত্বেন সিচো ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ। ইড়ভাবশ্ছান্দসঃ দীর্ঘত্বং চ। অডাগমঃ। সহস্রং। কর্দ্দমাদীনাং চ। ফি০ ৩।১০। ইতি দ্বিতীয়াক্ষরমুদাত্তং। রাতয়ঃ। মন্ত্রেবৃষেত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তঃ। উত। প্রাতিপদিকস্বরঃ। বা চাদিরনুদাত্তঃ সন্তি। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তোতৃনামক ঋত্বিকগণ, স্বকীয় বলের দ্বারা নিখিল জগতের নিয়ামক ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বতোভাবে স্তব করিয়াছিলেন। যে ইন্দ্রদেবের ধনদানসমূহ সহস্রসংখ্যাযুক্ত হইয়া থাকে কিংবা সহস্রসংখ্যারও অধিক হইয়া থাকে, সেই ইন্দ্রদেবকে স্তব করিয়াছিলেন,—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

“ইন্দ্রং” এই পদটি ‘ইদি’ ধাতুর উত্তর “ঋজেন্দ্র” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ‘রন্’ (র) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘রন্’ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “ঈশানং” এই পদটী ‘ঈশ্’ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শানচ্ প্রত্যয়ে “অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ” সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ধাতুর অনুদাত্ত ঈকারের পর “তস্যানুদাত্ত” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ‘শানচ্’ এর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। “ওজসা” এই পদটীর নব্বিষয়ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “স্তোমাঃ” এই পদটী ‘স্তু’ ধাতুর উত্তর “অর্ত্তিস্তুসু” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা “মন্” (ম) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “অনূষত” এই পদটী স্তুত্যর্থ ণু ধাতুর “ণোনঃ” সূত্র দ্বারা ণকারের স্থানে ন-কার করিয়া লুঙের পরস্মৈপদের প্রথমপুরুষের বহুবচন ‘ঝি’ এর স্থানে ব্যত্যয়ে ‘অৎ’ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে (পা০ ১।৭।৫)। ‘চ্লি’ এর স্থানে ‘সিচ্’ এবং এই ধাতুর কুটাদিত্ববশতঃ সিচের ঙিত্বহেতু গুণের অভাব, ছান্দস প্রযুক্ত ইটের অভাব, ‘ণু’এর উ-কারের দীর্ঘ ও পদের আদিতে অট্ (অ) আগম হইয়াছে। “সহস্রং” এই পদটীর “কর্দ্দমাদীনাঞ্চ” (ফি০ ৩।১০) এই সূত্রেদ্বারা দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হইয়াছে। “রাতয়ঃ” এই পদটীর “মন্ত্রেবৃষ” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ‘ক্তিন্’ (তি) প্রত্যয় উদাত্ত হইয়াছে। “উত” এই পদটীর প্রাতিপদিক (অন্তোদাত্ত) স্বর হইয়াছে। চাদি বলিয়া “বা” এই পদটীর অনুদাত্তস্বর হইয়াছে।

তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিষেধাৎ। স হি ব্যবহিতেঽপি ভবতীত্যুক্তং। ভূয়সীঃ। সহস্রাদতিশয়েন বহ্ব্যো ভূয়স্যঃ। অত্র বিভক্তব্যস্য সহস্রস্য সন্নিধিবলাদুপপদত্বপ্রতীতের্দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতরবীয়সুনৌ। ৫।৩।৫৭। ইতি বহুশব্দাদীয়সুন্। বহোর্লোপোভূচবহোঃ। ৬।৪।১৫৮। ইতীকারলোপঃ প্রকৃতের্ভূরাদেশশ্চ। ঈয়সুনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্॥ (১ম—১১সূ—৮ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে একবিংশো বর্গঃ ॥ ২১।২১ ॥

ইতি তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

* * *

অষ্টম (১১০) ঋকের বিশদার্থ।

প্রার্থনার বিষয় অসংখ্য। প্রার্থীর সংখ্যাও অগণ্য। কত রকমের প্রার্থনা লইয়া কত ভাবে কত জন যে ভগবানের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

দানের পরিমাণ—দানের প্রকার-ভেদ, তাই সহস্র—সহস্রের অধিক। তুমি কি চাও? কত চাও? তিনি ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন। যাহা চাহিবার, চাহিয়া লও যাহা আকাঙ্ক্ষা

"যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ আছে বলিয়া "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা এস্থলে নিঘাত স্বর হয় নাই। সেই নিষেধ ব্যবধানেও হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "ভূয়সীঃ" এই পদটী বহু শব্দের উত্তর 'সহস্র হইতেও অতিশয় অধিক' এই প্রকার অর্থে, এস্থলে বিভাগযোগ্য সহস্র শব্দের নিকটবর্ত্তী বশতঃ উপপদত্বের প্রতীতি হইতেছে বলিয়া "দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতরবীয়সুনৌ" (পা০ ৫।৩।৫৭) এই সূত্রের দ্বারা ঈয়সুন্ (ঈয়স্) প্রত্যয়ে "বহোর্লোপোভূচবহোঃ" (পা০ ৬।৪।১৫৮) এই সূত্রের দ্বারা ঈকারের লোপ ও 'বহু' শব্দের স্থানে 'ভূ' আদেশ করিয়া "উগিতশ্চ" সূত্র-দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঈয়সুন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—১১সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ ॥ ১।১।২১ ॥

ইতি তৃতীয় অনুবাক সমাপ্ত ॥

* * *

কর, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বাস হইল না? চিত্ত সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইল? ফিরিয়া এস—কর্ম্মফল ভোগ কর। করুণা-দানের জন্য করুণাময় মুক্তহস্ত হইলেও, সে করুণা-লাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে কি? একটা গল্প আছে;—আর্ত্তের ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, তাহার গতি-পথে জগন্মাতা সুবর্ণ-গোলক রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় অন্ধ সাজিয়া, দরিদ্র অবহেলায় সে সুবর্ণ-গোলক উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসী জন, সেই স্বেচ্ছান্ধ-জনের দশাই প্রাপ্ত হয়।

এ ঋক্ সেই সত্য ঘোষণা করিতেছে। তুমি অন্ধ সাজিয়া চক্ষু বুঁঝিয়া চলিয়া যাইতেছ। সুতরাং তোমার অদৃষ্টে যে ফল-লাভ আছে, সে গতি কে রোধ করিবে? বৃথা ব্যাকুলতায় কোনই ফল নাই। ভগবান্ তোমায় দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, তোমার প্রাক্তন—তোমার দুর্ব্বুদ্ধি তোমায় বাধা দিবে। তোমার অতীত কর্ম্ম, তোমার পারিপার্শ্বিক শত্রুগণ, তোমার বর্ত্তমান শ্রেয়ঃসাধনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে।

'উপায়!' হতাশ হইয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতেছ—'উপায়!' উপায় অবশ্যই আছে। কর্ম্মের দ্বারা প্রাক্তন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সৎকর্ম্মের দ্বারা অপকর্ম্মের গতিকে প্রতিহত করিতে হইবে। যিনি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। সেই ঈশান (জগতের নিয়ামক) ভগবান্—তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার কার্য্যে প্রাণ বিনিয়োগ কর; তাঁহার কর্ম্মের দ্বারাই উপায় অধিগত হইবে, তাঁহার কর্ম্মের দ্বারাই তিনি উপায়-বিধান করিয়া দিবেন। ঐ দেখ, এই ঋক্ই তোমার সংশয়-প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, সংশয় ভঞ্জন করিয়া কহিতেছেন,—'স্তোমাঃ' অর্থাৎ সাধকগণ 'ওজসা' অর্থাৎ সাধন-শক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন।

তাঁহাকে সর্ব্বত্র স্তুতি করিতে সমর্থ হওয়া বা তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া,—ইহার অধিক ধন আর কি আছে?—কি থাকিতে পারে? সন্ধান কর—চেষ্টান্বিত হও—তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনয়ন কর। ইষ্টসিদ্ধি অবশ্যই হইবে। (১ম—১১সূ—৮ঋ)।

দ্বাদশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

চতুর্থানুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্রাগ্নিং দূতমিত্যাদিকস্য দ্বাদশর্চ্চস্য প্রথমস্য সূক্তস্য কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঋর্ষিঃ। অপবাদানুবর্ত্তমানং প্রাগ্ হিরণ্যস্তূপাদিত্যুক্তং গায়ত্রমেবচ্ছন্দঃ।–অগ্নিদেবতাকত্বং স্পষ্টং। অতএবাণুক্রম্যতে। অগ্নিং দ্বাদশ মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ আগ্নেয়ং ত্বগ্নিনেতি পাদো দ্ব্যগ্নিদৈবতো নির্ম্মথ্য আহবনীয়শ্চেতি। বিনিয়োগস্তু প্রাতরনুবাকে আগ্নেয়ে ক্রতৌ গায়ত্রে ছন্দস্যগ্নিং সূক্তং অথৈতস্যা রাত্রের্বিবাসকাল ইতি খণ্ডেঽগ্নিমীলেঽগ্নিং দূতং। (আ০ ৪।১৩)। ইতি সূত্রিতং। তথাপৃষ্ঠ্যষড়হস্য দ্বিতীয়েঽহনীদমেব সূক্তমাজ্যশস্ত্রং। পৃষ্ঠ্যস্যাভিপ্লবেনোক্তে অহনী ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নিং দূতমিতি দ্বিতীয়ে (আ০ ৭।১০) ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সামিধেনীষ্বগ্নিং দূতমিত্যেকা নমঃ প্রবক্তৃ ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ঈড়েন্যোনমস্যস্তিরোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহে (আ০ ১।২) ইতি। অস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

দ্বাদশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চতুর্থ অনুবাকে ছয়টী সূক্ত আছে। তাহাতে "অগ্নিং দূতং" ইত্যাদি দ্বাদশটী ঋক্-বিশিষ্ট প্রথম সূক্তের ঋষি—কণ্ব-ঋষির পুত্র মেধাতিথি। অপবাদের অভাবে অর্থাৎ কোনরূপ নিষেধ না থাকায়, অনুবর্ত্তমান 'হিরণ্যস্তূপ' ঋষির পূর্ব্বে গায়ত্রীচ্ছন্দই উক্ত হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তের ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা অগ্নি,—ইহা বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। অতএব অনুক্রমণিকা হইয়াছে যে, "অগ্নিং দূতং" ইত্যাদি বারটী ঋক্-বিশিষ্ট সূক্তের কণ্বপুত্র মেধাতিথি ঋষি, অগ্নি—দেবতা। "অগ্নিনা" এই পদ—দ্বি অগ্নিদেবতা-বিশিষ্ট 'নির্ম্মন্থ্য' এবং আহবনীয় অগ্নি ষ্টোম-যজ্ঞের প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত "অগ্নিং দূতং" এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথৈতস্যা রাত্রের্ব্বিবাসকালে" এই খণ্ডে "অগ্নিমীলে অগ্নিং দূতং" (আ০ ৪।১৩) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেইরূপ পৃষ্ঠষড়ংযাগের দ্বিতীয় দিবসে এই সূক্তই আজ্যশস্ত্র হইয়া থাকে। "পৃষ্ঠস্যাভিপ্লবেনোক্তে অহনি" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে—"অগ্নিং দূতমিতি দ্বিতীয়ে" (আ০ ৭।১০) ইতি। দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের সামিধেনীসমূহে "অগ্নিং দূতং" এই একটী ঋক্ পঠিত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "নমঃ প্রবক্তৃ" এই খণ্ডে "ঈড়েন্যোনমস্যস্তিরোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহে" (আ০ ১।২) এইরূপ সূত্রিত হবয়াছে। (অগ্নিং দূতং) এই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বাদশং সূক্তং।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। দ্বাবিংশস্ত্রয়োবিংশশ্চ বর্গঃ।

* * *

দ্বাদশং সূক্তং।

এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দ্বাদশ সূক্ত। আগ্নেয়-সূক্তের এইটী দ্বিতীয় সূক্ত। যদিও অন্যান্য সূক্তের মধ্যে অগ্নি-দেবতার স্তব আছে, কিন্তু এ সূক্তটি সর্ব্বতোভাবে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত বলিয়াই ইহার নাম—আগ্নেয় সূক্ত। এই সূক্তের ছন্দঃ—গায়ত্রী।

প্রথম আগ্নেয়-সূক্তের অগ্নিদেবতার উপাসনা-সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এ সূক্তে তাঁহার সেই সকল গুণ-বিশেষণেই উক্ত আছে। তদতিরিক্ত তাঁহার আর যে দুই একটী বিশেষণ এই সূক্তে প্রযুক্ত দেখি, তাহার আলোচনা ঋঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে।

বিভিন্ন স্তরের সাধক আপনাদিগের জ্ঞান-সংস্কার-রুচি-প্রকৃতি অনুসারে আপন-আপন দেবতাকে নানা রূপ-গুণে বিভূষিত করেন। আগ্নেয়-সূক্তের এই ঋক্‌গুলিতে বিভিন্ন স্তরের সাধকের সেই বিভিন্ন অবস্থার ভাব-কুসুম সজ্জীকৃত রহিয়াছে। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন, ঋক্-সমষ্টি তাঁহার সেই অবস্থারই সহায়-স্বরূপ বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক্ দিয়া ভগবানের সন্ধান পাইবেন—ঋক্-গুলি সেই লক্ষ্য সাধন করিতেছে। জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে সেই অগ্নি যাঁহার রূপ-বিভূতি, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি পড়িবে,—ইহাই এই সকল মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে দ্বাদশং সূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো
মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা।
আগ্নেয়যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ ॥
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিম্। দূতম্। বৃণীমহে। হোতারম্। বিশ্বঽবেদসম্ ॥
অস্য। যজ্ঞস্য। সুঽক্রতুম্ ॥ ১ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অস্মাকং অনুষ্ঠীয়মানস্য) 'যজ্ঞস্য' (যাগাদি সৎকর্ম্মণঃ) 'সুক্রতুং' (সুসম্পাদকং) 'হোতারং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বানকর্ত্তারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বধনোপেতং, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, সত্ত্বপ্রাপকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানদেবং) 'বৃণীমহে' (সংভজামঃ, বরামহে) বয়মিতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং জ্ঞানদেবং বয়ং সম্যক্ পূজয়ামঃ—বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১২সূ—১ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্ম্মের সুসম্পাদক, সকল দেবগণের অথবা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, সকলধনোপেত অথবা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, বার্ত্তাবহ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রাপক দূতস্বরূপ অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবকে) এই

যজ্ঞে আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনা করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্ম্মসাধক সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা সর্ব্বথা পূজা করিতেছি—আমরা জ্ঞানানুসারিণী হইতেছি —ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—১২সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নের্দূতত্বমেতন্মন্ত্রব্যাখ্যানে তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদুশনাঃ কাব্যোঽসুরাণামিতি। তাদৃশং দেবদূতমগ্নিমস্মিন কর্ম্মণি বৃণীমহে। সংভজামঃ। কীদৃশং। হোতারং দেবানামাহ্বাতারং। বিশ্ববেদসং সর্ব্বধনোপেতং। অস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য নিষ্পাদকত্বেন সুক্রতুং শোভনকর্ম্মাণং শোভনপ্রজ্ঞং বা।

মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধননামসু বেদসশব্দঃ পঠিতঃ। হোতারং। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। তাচ্ছীল্যাদিষু তৃন। বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণপরপূর্ব্বত্বে গুণঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বিশ্ববেদসং। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং (পা০ ৬।২১০৬ ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অস্য উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সুক্রতুং। ক্রত্বাদয়শ্চ (পা০ ৬।২।১১৮) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১২সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেব যে দেবগণের দূত, তাহা এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সম্যক্‌রূপে পঠিত হইয়াছে। অগ্নিদেব দেবগণের দূত ছিলেন এবং উশনাঃ, কাব্য (শুক্রচার্য্য) অসুরগণের দৌত্যকার্য্য করিতেন। তাদৃশ দেবদূত অগ্নিকে আমরা এই কর্ম্মে সম্যক্‌রূপে ভজনা করিতেছি। অগ্নিদেব কিরূপ? 'দেবানামাহ্বাতারং অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা, 'বিশ্বদেবসং' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ধনযুক্ত অথবা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ এবং 'সুক্রতুং' অর্থাৎ এই প্রবর্ত্তমান (অনুষ্ঠিত) যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন বলিয়া শোভনকর্ম্মকর্ত্তা অথবা উত্তমপ্রজ্ঞাযুক্ত।

"মঘ" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ধন-নামের মধ্যে মধ্যে "বেদস" শব্দটী পঠিত হইয়াছে। "হোতারং" এই পদটি 'স্পর্দ্ধা' ও 'শব্দ অর্থ বিশিষ্ট 'হ্বেঞ্' (হ্বে) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদি অর্থে তৃন (তৃ) প্রত্যয়ে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইলে গুণ করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্ববেদসং" এই পদটী বহুব্রীহি সমাস করিয়া "বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৬২।১০) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রের-দ্বারা "অস্য" "এই পদটীর বিভক্তির উদাত্ত-স্বর হইয়াছে। "ক্রত্বাদয়শ্চ" (পা০ ৬।২.১১৮) এই সূত্রের-দ্বারা "সুক্রতুং" এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১২সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (১১১)ঋকের বিশদার্থ।

—— : ০ : ——

এই ঋকের অর্থ দুই ভাবে নিষ্পন্ন হয়। এক ভাবে "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" এইরূপ পদান্বয়ে অগ্নিদেবকে দূতরূপে বরণ করিতেছি' অর্থ পরিগ্রহ করা হইয়া থাকে। তদনুসারে, অগ্নিদেবকে যেন দূত-রূপে অন্যান্য দেবগণের নিকট প্রেরণ করা হইতেছে—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। অন্য যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা আমরা বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ করিয়াছি। সে অর্থ—তাঁহাকে ভজনা করিতেছি।

দুই রূপ অর্থের কোনও অর্থই অসঙ্গত নহে। যাঁহারা দ্বৈতভাবের ভাবুক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অগ্নি মধ্যে আহুতি-দানে অপ্রত্যক্ষ দেবাদির নিকট অগ্নিদেব সে আহুতি পৌঁছাইয়া দিবেন, মনে করিতে পারেন। পরন্তু যাঁহারা অগ্নির মধ্যেই সর্ব্বদেবের সমাবেশ দেখিতে পান, তাঁহারা সকল বিশেষণই তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন। সুতরাং দৃষ্টির তারতম্যানুসারে অর্থের ভাবান্তর অসঙ্গত নহে। দুই শ্রেণীর উপাসকের পক্ষে দুইরূপ অর্থই বিহিত হইতে পারে। তাৎপর্য্য-পক্ষে অগ্নি বলিতে জ্ঞানদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। জ্ঞান-রূপে যে ভগবদ্বিভূতি সংসারে প্রকাশ পাইতেছে, 'অগ্নিং' পদ তাহারই বাচক বলিয়া মনে করা যায়।

এই ঋকের অন্তর্গত 'বিশ্ববেদসং' এবং 'দূতং' এই শব্দ দুইটী বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'বিশ্ববেদসং' শব্দে তিনি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার ধনের অধিকারী বা তিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ, তোমার যাহা-কিছু প্রার্থনীয় আছে, সকলই তিনি দান করিতে প্রস্তুত আছেন—এই ভাব বুঝিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান মানুষের সহসা আসিতে পারে না। মানুষের ধ্যান ধারণা একেবারে তাঁহার স্বরূপ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঋক্ বলিতেছেন—'তিনি দূত-স্বরূপে তোমার প্রার্থনা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন; তুমি তাঁহাকে দৌত্যকর্ম্মে বরণ কর; তাঁহার দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হইবে।'

দূত-রূপেও তিনি, আবার সর্ব্বধনের অধিস্বামি-রূপেও তিনি;—তুমি যে ভাবে তাঁহাকে দেখিতে চাও, সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে আরম্ভ কর। দেখিতে—দেখিতে, অবশ্যই সুফল প্রাপ্ত হইবে। (১ম—১২সূ—১ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিং।

হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিংঽঅগ্নিং। হবীংঽভিঃ। সদা। হবন্ত। বিশ্‌পতিং।

হব্যংঽবাহং। পুরুঽপ্রিয়ং ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্‌পতিং' (সর্ব্বেষাং লোকানাং পালকং, জগতাং অধিপতিং ধারকং বা, যদ্বা—বিশ্বপালকমিতি ভাবঃ) 'হব্যবাহং' (হবির্ব্বহনকর্ত্তারং, শুদ্ধসত্ত্ববাহকং—অর্চ্চনাকারিণাং হৃদি, ভগবৎসমীপে বেতি ভাবঃ) 'পুরুপ্রিয়ং' (বহূনাং প্রীত্যাস্পদং, লোকানাং প্রিয়সাধকং) 'অগ্নিমগ্নিং' (প্রকারভেদেন বহুরূপধারিণং জ্ঞানদেবং) 'হবীমভিঃ' (আহ্বানকরণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবৈঃ) 'সদা' (নিরন্তরমেব) 'হবন্ত' (হবন্তি, আহ্বয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ) সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার ইতি শেষঃ। সর্ব্বলোকপালকঃ সর্ব্বজনশ্রেয়ঃসাধকঃ জ্ঞানদেবঃ লোকানাং সৎকর্ম্মণা সহ প্রকাশিতো ভবতি॥ (১ম—১২সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপালক, শুদ্ধসত্ত্বপ্রদায়ক, লোকসমূহের প্রিয়সাধক, বহুরূপে প্রকাশমান্ জ্ঞানদেবতাকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই নিরন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকপালক, সকলের শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের সৎকর্ম্মের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েন।)॥ (১ম—১২সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্যপ্যগ্নিঃ স্বরূপেণৈক এব তথাপি প্রয়োগভেদাদাহবনীয়াদিস্থানভেদাৎ পাবকাদিবিশেষণভেদাদ্বা বহুবিধত্বমভিপ্রেত্যাগ্নিমগ্নিমিতি বীপ্সা। তং হবীমভির্যাহ্বানকরণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সদা হবন্ত। নিরন্তরমনুষ্ঠাতার আহ্বয়ন্তি। কীদৃশং? বিশ্‌পতিং। বিশাং প্রজানাং হোত্রাদীনাং পালকং। হব্যবাহং। যজমানসমর্পিতস্য হবিষো দেবান্ প্রতি বোঢ়ারং। অতএব পুরুপ্রিয়ং বহূনাং প্রীত্যাস্পদং।

অগ্নিমগ্নিং। নিত্যবীপ্সয়োরিতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ। তস্য পরমাম্রেড়িতমিত্যুত্তরস্যাম্রেড়িতসংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেত্যনুদাত্তত্বং। হবীমভিঃ। হ্বেঞ্‌ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। আহ্বানকরণভূতেষু মন্ত্রেষু স্বাব্যাপারস্বাতন্ত্র্যাৎ কর্তৃত্ববিবক্ষয়া অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি কর্ত্তরি মনিন্। তস্য ছান্দস ঈড়াগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি ধাতোঃ সংপ্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং গুণাবাদেশৌ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সদা। সর্ব্বৈকান্যেত্যাদিনা (পা০ ৫.৩।১৫) সর্ব্বশব্দাদ্দাপ্রত্যয়। সর্ব্বস্যসোঽন্যতরস্যাংদি (পা০ ৫।৩।৬) ইতি সভাবঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। হবন্ত। হ্বেঞো লট্। ঝস্যান্তাদেশঃ। টেরেত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। শপি বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যদিও অগ্নিদেব স্বরূপতঃ এক, তথাপি প্রয়োগভেদ, আহবনীয়াদি কালভেদ অথবা পাবকাদি বিশেষণভেদ বশতঃ বহুপ্রকার অভিপ্রায়ে 'অগ্নিগ্নিং' এইরূপ বীপ্সার্থে অগ্নির দ্বিত্ব হইয়াছে। 'অগ্নিমগ্নিং' সেই অগ্নিদেবকে 'হবিমভিঃ' আহ্বানের কারণভূত মন্ত্রসমূহ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণ 'সদা' নিরন্তর 'হবন্ত' আহ্বান করিয়া থাকেন। অগ্নিদেব কিরূপ? 'বিশ্‌পতিং' হোতৃ আদি প্রজাবৃন্দের পালক, 'হব্যবাহং' যজমান কর্তৃক সমর্পিত হবিঃ দেবগণের সমীপে বহন করেন বলিয়া 'পুরুপ্রিয়ং' বহুলোকের প্রীতিভাজন।

"অগ্নিমগ্নিং" এস্থলে "নিত্যবীপ্সয়োঃ" সূত্র দ্বারা বীপ্সার্থে দ্বিত্ব হইয়াছে। 'তস্য পরমাম্রেড়িতং' সূত্র দ্বারা পরপদের আম্রেড়িতসংজ্ঞা হইলে "অনুদাত্তংচ" এই সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "হবীমভিঃ"—স্পর্দ্ধা ও শব্দার্থবিশিষ্ট হ্বেঞ্‌ (হ্বে) ধাতুর উত্তর আহ্বানের কারণভূত মন্ত্রসমূহে স্বকীয় ব্যাপারের স্বাধীনতাবশতঃ কর্তৃত্ববিবক্ষা আছে বলিয়া "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে 'মনিন্' (মন প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত ঈট্ (ঈ) আগম হইয়া "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ধাতুর সম্প্রসারণ (হ্বে স্থানে 'হু'), পরপূর্ব্বত্ব, গুণ এবং 'অব্' আদেশ হইয়াছে। 'মনিন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সদা" এই পদটী, 'সর্ব্ব' শব্দের উত্তর "সর্ব্বৈকান্য" (পা০ ৫।৩,১৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দা প্রত্যয় হইয়া "সর্ব্বস্যসোঽন্যতরস্যাংদি" (পা০ ৫।৩৬) এই সূত্র দ্বারা 'সর্ব্ব' শব্দের স্থানে স ভাব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যত্যয়ে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হবন্ত" এই পদটী 'হ্বেঞ্‌' (হ্বে) ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'ঝি' এর স্থানে 'অন্ত' আদেশ, ছান্দস-প্রযুক্ত 'টি'-এর স্থানে ইত্বের অভাব এবং শপ্‌ প্রত্যয় পরে "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

নিঘাতং। বিশ্‌পতিং। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরপ্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলনিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। হব্যবাহং। বহ প্রাপণে। বহশ্চ। (পা০ ৩.২।৬৮) ইতিণ্বি প্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পুরুপ্রিয়ং। পুরূণাং প্রিয়ং। সমাসান্তোদাত্তত্বং ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১২) ঋকের বিশদার্থ।

যেখানে যে যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান হউক, হব্যবাহী অগ্নিদেবের অর্চ্চনা সর্ব্বত্রই বিহিত দেখি। তিনি নানা রূপে প্রকাশমান। যে দিক হইতে যে ভাবে যে দেবতার উদ্দেশ্যেই মন্ত্র উচ্চারিত হউক না কেন, অগ্নিদেবতার অর্চ্চনায় সকল মন্ত্রই প্রযুক্ত হইবে।

যজ্ঞের দিক দিয়া, অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া, অগ্নিদেবতারই পূজা করা হয়। আবার অগ্নি-রূপে যিনি প্রকাশমান্, সেই সর্ব্বস্বরূপের প্রভাব যখন মনোমধ্যে স্থান পায়, তখনও বুঝিতে পারা যায়, যে নামে যাঁহারই অর্চ্চনা করি না কেন, সে অর্চ্চনা তাঁহাতেই গিয়া পৌঁছিয়া থাকে। সুতরাং সদাকাল যেখানে যে পূজা-অর্চ্চনা চলিয়াছে,—মানুষ যেরূপে যে ভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশমান্ থাকিলেও, সে সকলই সেই এক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে।

ঋকে তাঁহাকে 'হব্যবাহং' বলা হইয়াছে। একভাবে দেখিবার অধিকার সকলের নাই। ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দেবতার উপাসনা বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজে তাই প্রচলিত দেখি। এখানে ইঙ্গিতে তাঁহাদের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বলা হইতেছে—'অগ্নিদেব হব্যবাহ।' তোমার যাহা

এস্থলে "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "বিশ্‌পতিং" এই পদটী "পত্যাবৈশ্বর্য্যে" এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর প্রাপ্ত হইলে, "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হব্যবাহং"—এই পদটী, 'হব্য' উপপদে প্রাপণার্থমূলক 'বহ্' ধাতুর উত্তর "বহশ্চ" (পা০ ৩.২.৬৮) এই সূত্র দ্বারা 'ণ্বি' প্রত্যয় হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "পুরুপ্রিয়ং" এই পদটীতে "পুরু অর্থাৎ বহু লোকের প্রিয়" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—১২৫—২ঋ) ॥

* * *

কিছু দিবার আছে, তাঁহার গর্ভে প্রদান কর; তোমার প্রদত্ত সামগ্রী তিনি তোমার অভীষ্ট-দেবতা সমীপে পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি দূতের কার্য্য করেন, তিনি তোমার প্রদত্ত হবিঃ—তোমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব, তোমার ইষ্টদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভক্তের প্রদত্ত হবিঃ—তাহার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অগ্নিদেব—জ্ঞানদেবতা, হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, আবার তিনি হৃদয়ের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এতদুভয় অর্থেই 'হব্যবাহং' বিশেষণ পদের সার্থকতা। আবার তিনি সকলের পালক—সকলের প্রেমাস্পদ। শুধু কি তাই? তিনি বিশ্বপতি জগৎ-পাতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই তিনি ধারণ করিয়া পালন করিতেছেন। যিনি যে মন্ত্রেই আহুতি প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহাকেই অর্চ্চনা করা হয়।

এত করিয়া বলিয়াও কি বলা হইল না—তিনি কি? এমন করিয়া এমন ভাবে পরিচয় দিয়াও কি মানুষের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতে পারা যাইবে না? হায় মানুষ! হায় ভ্রান্তি! হায় কর্ম্মবন্ধন! কত দিনে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে! কত দিনে এ ভ্রান্তি দূর হইবে! কত দিনে ভগবদ্বাক্যে আস্থা জন্মিবে—বিশ্বাস আসিবে! (১ম—১৩সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।
অসি হোতা ন ঈড্যঃ॥ ৩॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। দেবান্। ইহ। আ। বহ। জজ্ঞানঃ। বৃক্তঽবর্হিষে।
অসি। হোতা। নঃ। ঈড্যঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'জজ্ঞানঃ' (কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা উৎপন্নঃ ভবসি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বৃক্তবর্হিষে' (বৃক্তেন ছিন্নেন বর্হিষা কুশেন যুক্তায় হৃদয়ায়, রিপুভিঃ নির্য্যাতিতানাং বিচ্ছিন্নীকৃতানাং বা অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, হৃদি বেতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিযুক্তান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ বা) 'আবহ' (আনয়); ত্বং হি 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ) 'হোতা' (যতঃ অস্মৎপক্ষে দেবানাং আহ্বানকর্ত্তা' হৃদি দেবভাবানাং নয়নকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি)। অস্মাকং ইষ্টসিদ্ধিনিমিত্তং জ্ঞানদেবং আহ্বাতব্যং ইতি ভাবঃ। (১ম—১২সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! কর্ম্মের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা আপনি উৎপন্ন হন; হে দেব রিপুগণকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত বিচ্ছিন্নীকৃত আমাদিগের এই কর্ম্মে (অথবা হৃদয়ে) আপনি দেবভাবসমুহকে আনয়ন করুন। আপনিই আমাদিগের পূজ্য; যেহেতু আপনি হৃদয়ে দেবভাবের আনয়নকর্ত্তা হয়েন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য।)॥ (১ম—১২সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে জজ্ঞানোঽরণ্যোরুৎপন্নস্তং বৃক্তবর্হিষ আস্তরণার্থং ছিন্নেন বর্হিষা যুক্তায়। তং যজমানমনুগ্রহীতুমিহ কর্ম্মণি হবির্ভুজো দেবানাবহ। নোঽস্মদর্থং হোতা দেবানামাহ্বাতা ত্বমীড্যঃ স্তুত্যোঽসি।

দেবানিত্যত্র সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিত্যনুনাসিক-ভাবঃ। জজ্ঞানঃ। জনীপ্রাদুর্ভাবে। লিটঃ কানচ্। গমহনেত্যুপধালোপঃ। দ্বির্ব্বচনেঽচি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নিদেব! 'জজ্ঞানঃ' অরণিদ্বয়ে (কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষে) উৎপন্ন আপনি, 'বৃক্তবর্হিষে' আস্তরণ জন্য ছিন্নকুশযুক্ত যজমানের নিমিত্ত অর্থাৎ সেই যজমানকে অনুগ্রহ করিবার জন্য 'ইহ' এই কর্ম্মে 'দেবান্' হবির্ভুক্ দেবগণকে 'আবহ' আবাহন করুন। 'নং' আমাদিগের নিমিত্ত 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা আপনি আমাদিগের 'ঈড্যঃ' স্তুত্য 'অসি' হইয়াছেন।

"দেবান্" এই পদটীতে, সংহিতাতে "দীর্ঘাদটী সমানপাদে" এই সূত্র-দ্বারা রুত্ব (বিসর্গ) হইয়া "আতোঽটি নিত্যং" এই সূত্রানুসারে অনুনাসিকভাব হইয়াছে। "জজ্ঞানঃ" এই পদটীতে প্রাদুর্ভাবার্থ জনী (জন্) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির স্থানে 'কানচ্' (আন) প্রত্যয় করিয়া "গমহন" ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধাস্বরের লোপে "দ্বির্ব্বচনেঽচি" (পা০ ১।১।৫৯) এই

(পা০ ১।১।৫৯) ইতি তস্য স্থানিবদ্ভাবাদ্দ্বির্ব্বচনং। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। বৃক্তবর্হিষে। ওব্রশ্চূ ছেদনে। নিষ্ঠেতি ক্তপ্রত্যয়ঃ। যস্যবিভঃষেতীট্প্রতিষেধঃ। বৃক্তং বর্হির্যজমানায় যেন বা ঋত্বিজা। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। অসি। অস্তেঃ সিপ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। তাসস্ত্যোর্লোপঃ (পা০ ৭।৪ ৫০) ইতি সকারস্য লোপঃ। পাদাদিত্বান্ননিঘাতঃ। হোতা। হ্বয়তেস্তাচ্ছীল্যাদিষু তৃন্। বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঈড্যঃ। ঈড়স্তুতৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ (পা০ ৩।১।১২৪) তিৎস্বরিতে প্রাপ্ত ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ (পা০ ৬।১।২১৪) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১২সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (১১৩) ঋকের বিশদার্থ।

বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর জন্য বেদ-বাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হয়। অসংখ্য অগণ্য সম্প্রদায়ের উপযোগী প্রীতিপদ ব্যাখ্যা, নির্দ্দিষ্ট এক গণ্ডীর মধ্যে সম্ভবপর নহে। অতএব, আমরা সাধারণবোধ্য সমীচীন এক লক্ষ্য লইয়া বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়াছি। সে লক্ষ্যের ঔচিত্যানৌচিত্য সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই ঋকের প্রথম এক 'জজ্ঞানঃ' পদ লইয়া বিতণ্ডার অবধি নাই।

সূত্র দ্বারা তাহার স্থানিবদ্ভাব হেতু দ্বিত্ব হইয়াছে। 'কানচ' প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইতেছে। "বৃক্তবর্হিষে" এই পদটিতে ছেদনার্থ 'ওব্রশ্চ' (ব্রশ্চ্) ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' এই সূত্র দ্বারা 'ক্ত' (ত) প্রত্যয় করিয়া "যস্য বিভাষা" এই সূত্র দ্বারা ইট্ (ই) আগমের প্রতিষেধে (নিষেধে) "বৃক্ত" এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'বৃক্ত' শব্দের সহিত 'বর্হিঃ' শব্দের, বৃক্ত হইয়াছে বর্হিঃ (কুশ) যে যজমানের নিমিত্ত কিম্বা যে ঋত্বিক্ কর্তৃক—সেই ঋত্বিকের নিমিত্ত, এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে "বৃক্তবর্হিষে" পদের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অসি" এই পদটী, অস্তি (অস্) ধাতুর উত্তর সিপ (সি) প্রত্যয়ে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে 'শপ' এর লোপ এবং "তাসস্ত্যোর্লোপঃ" (পা০ ৭।৪।৫০) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর স-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাদাদিত্ব-নিবন্ধন এস্থলে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "হোতা" এই পদটী, 'হ্বয়তি' (হ্বে) ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যাদ অর্থে 'তৃন্' প্রত্যয়ে "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈড্যঃ" এই পদটী স্তুত্যর্থ ঈড় ধাতুর উত্তর "ঋহলোর্ণ্যৎ" (পা০ ৩।১।১২৪) এই সূত্র দ্বারা 'ণ্যৎ' (য) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের তিত্ত্বহেতু স্বরিত স্বরের প্রাপ্তি হয়; কিন্তু তাহা হইলেও "ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ" (পা০ ৬।১।২১৪) এই সূক্ত দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১২সূ—৩ঋ)॥

* * *

অরণীতে অরণীতে অর্থাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এখানে সেই অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহাই ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'জজ্ঞানঃ' শব্দের প্রকৃতার্থ 'উৎপন্ন'। যে অগ্নি জাজ্জ্বল্যমান্ রূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাকেই অরণ্যাদি (কাষ্ঠাদি) সম্ভূত বলিতে পারি। আর, যে অগ্নি অন্তরের অন্ধকার দূর করে, তাহা জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। সে অগ্নি সৎকর্ম্মাদি-সাধনে সঞ্জাত হয়। সে পবিত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ের সদ্ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি যে ভাবে দেখিবেন, তাঁহার নিকট অগ্নিদেবের উৎপত্তি-স্থান তদনুরূপ প্রতীত হইবে। অতএব, নাম লইয়া বা নামের উৎপত্তি লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়নে কি ফল আছে? বস্তুতত্ত্ব বোধগম্য হওয়াই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। পরন্তু জ্ঞানমূলক 'জজ্ঞানঃ' শব্দ যখন পাইতেছি, তখন 'অগ্নি জ্যোতিঃ জ্ঞান' এই ভাব মনে না আসিবে কেন? অরণীতে অরণীতে সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেও তো জ্ঞানেরই কাজ! অতএব, আমরা এখানে জ্ঞান-রূপ অগ্নি অর্থই সিদ্ধ করিলাম।

কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি সাধ্য যে, তোমার ইষ্টসাধক দেবগণকে আনিতে পারে অথবা তোমার হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হয়? সে এক জ্ঞানাগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—যদ্দ্বারা ইষ্টদেব অধিগত হন। তবে ঐ অরণী-উদ্ভূত অগ্নির পূজা করিতে করিতে, অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধ হইতে হইতে, ঐ অগ্নি কাহার জ্যোতিঃ-বিভূতি তাহা বুঝিতে বুঝিতে, স্বরূপ-জ্ঞান সঞ্চার হইতে পারে। তাই, কর্ম্মে প্রবৃত্তি আনয়নের জন্য, প্রথম অবস্থার সাধকের নিমিত্ত শেষোক্ত অর্থেরও সার্থকতা স্বীকার করা হয়। নচেৎ, মূল লক্ষ্য যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহা বলাই বাহুল্য। অগ্নির মধ্যে যিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-স্বরূপের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষের হোতাই বল, তাঁহার পক্ষের আহ্বানকারীই বল, আর তাঁহার পক্ষের দৌত্যে নিযুক্ত বলিয়াই মনে কর, অগ্নির দ্বারা তাঁহার কোনও কার্য্য অসম্ভব নহে। সে ভাব উদয় হইলে, সকল বিশেষণই তাঁহাতে সম্ভবপর হয়। ঋকের মর্ম্ম এইরূপ-ভাবেই অনুধাবন করা বিধেয়। (১ম—১২সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

তাঁ উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং।
দেবৈরাসৎসি বর্হিষি ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তান্। উশতঃ। বি। বোধয়। যৎ। অগ্নে। যাসি। দূত্যং।
দেবৈঃ। আ। সৎসি। বর্হিষি॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'দূত্যং' (দৌত্যকর্ম্ম, হৃদি দেবভাবপ্রাপকং) 'যাসি' (স্বীকরোষি, ভবসীতি ভাবঃ) অতঃ 'উশতঃ' (হবিকাময়মানান্ সত্ত্বপ্রবর্দ্ধকান্ বা দেবান্ দেবভাবান্ বা) 'বিবোধয়' (জাগরয়, অস্মিন্ কর্ম্মণি প্রাপয়েতি ভাবঃ); অপিচ 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণকুশাসনে, অস্মিন্ কর্ম্মণি রিপুভির্ব্বিচ্ছিন্নীকৃতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) তৈঃ 'দেবৈঃ' (তৈর্দ্দেবগণৈঃ দেবভাবৈঃ বা সহ) 'আসৎসি' (আসীদ, আগত্যোপবিশ)। হে দেব! ত্বং দৌত্যকর্ম্মগ্রহণান্তরং সর্ব্বান্ দেবান্ উদ্বোধ্য তৈঃ সহ কর্ম্মণি হৃদি বা আগত্য চ অস্মাকং ইষ্টং সাধয়েতি ভাবঃ ॥ (১ম—১২সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনি দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করেন অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের প্রদানকারী হয়েন, অতএব সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আমাদিগের কর্ম্মে বা হৃদয়ে জাগাইয়া দিউন; আর, রিপুগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত এই হৃদয়ে দেবগণের বা দেবভাবসমূহের সহিত আসিয়া অবস্থিতি করুন। (ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আপনি দৌত্যকর্ম্মগ্রহণানন্তর সকল দেবভাবকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সহিত আমাদিগের এই কর্ম্ম মধ্যে আগমন পূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধি করুন।)॥ (১ম—১২সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে যদ্যস্মাৎ কারণাদ্দূত্যং যাসি। দেবানাং দূতকর্ম্ম প্রাপ্তোঽসি। তস্মাৎ কারণাদুশতো হবিঃকাময়মানান্ তান্ দেবান্ হবিঃস্বীকারার্থং বিবোধয়। বিবোধ্য চ বর্হিষ্যস্মিন্ কর্ম্মণি তৈর্দেবৈঃ সহ আসৎসি আসীদ আগত্যোপবিশ।

তান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং রুত্বং। আতোঽটিনিত্যমিত্যনুনাসিকভাবঃ। উশতঃ। বশকান্তৌ। লটঃ শতৃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সংপ্রসারণং। শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যাসি। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। দূতস্য ভাগং কর্ম্ম বা দূত্যং। দূতস্য ভাগকর্ম্মণী। পা৽ ৪।৪।১২০। ইতি যৎ। তস্য তিৎস্বরিতাপবাদত্বেন যতোঽনাব ইতি প্রাপ্তমাদ্যুদাত্তত্বং সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি নিবর্ত্ততে। অতস্তিৎস্বরিতমিত্যেব ভবতি। শেষনিঘাতঃ। সৎসি। সীদসি। ষদ৯বিশরণগত্যবসাদনেষু। লটঃ সিপি শপো বহুলং ছন্দসীতি লুক্। নলুমতাঙ্গস্যেতি প্রত্যয়-

---

সায়ণ-তাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব। 'যৎ' যেহেতু 'দূতং যাসি' আপনি দেবগণের দৌত্য-কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই কারণবশতঃ, 'উশতঃ' হবিঃ কামনা করেন যে দেবগণ, 'তান্' সেই দেবগণকে হবিঃস্বীকারের (গ্রহণের) নিমিত্ত 'বিবোধয়' প্রবোধিত করুন; এবং প্রবোধিত করিয়া এই যজ্ঞকর্ম্মে 'তৈঃ' সেই দেবগণের সহিত 'আসৎসি' আগমন পূর্ব্বক 'বর্হিষ্যস্মিন্' এই আস্তৃত কুশে উপবেশন করুন। (অর্থাৎ,—হে অগ্নিদেব। আপনি আমাদিগের দূতরূপে হবিঃকাময়মান দেবগণকে আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃগ্রহণের জন্য উদ্বোধিত করুন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আস্তীর্ণ কুশে উপবেশন করুন।)

"তান্" এই পদটীতে "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" এই সূত্র দ্বারা সংহিতাতে রুত্ব (বিসর্গ) এবং "আতোঽটিনিত্যং" এই সূত্রানুসারে অনুনাসিকভাব হইয়াছে। "উশতঃ" এই পদটী, কান্তর্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ (অৎ) আদেশ "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপ্ এর লোপ এবং "গ্রাহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই পাণিনীয় সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যাসি" এই পদটীর "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্র দ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'দূতের ভাগ অথবা কর্ম্ম' এই প্রকার অর্থে "দূত্যং" এই পদটী, 'দূত' শব্দের উত্তর "দূতস্য ভাগকর্ম্মণী" (পা৽ ৪।৪.১২০) এই সূত্র দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যৎ-প্রত্যয়ের তিত্ত্ব-হেতু তিৎস্বরিতস্বরের নিষেধ, "যতোঽনাবঃ" এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত স্বরের প্রাপ্তি-হয়; কিন্তু "সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে" এই নিয়মানুসারে তাহা হইতে পারে না। অতএব তিৎস্বরিত স্বরই হইয়াছে। অবশিষ্ট নিঘাত স্বর। "সৎসি" অর্থাৎ "সীদসী" এই পদটি, বিশরণ, গতি ও অবসাদনার্থবিশিষ্ট ষদ৯ (ষদ্) ধাতুর উত্তর লটের 'সিপ্' প্রত্যয়ে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শপ্ এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'নলুমতাঙ্গস্য' এই সূত্রানুসারে প্রত্যয়-লক্ষণের নিষেধ বশতঃ—"পাত্রা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা

লক্ষণপ্রতিষেধাৎ পাঘ্রেত্যাদিনা সীদাদেশো ন ভবতি। বর্হিষি। বৃহবৃহিবৃদ্ধৌ। বৃংহের্নলোপশ্চ। উ০ ২ ১০৫। ইতীসিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ (১ম—১২সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (১১৪) ঋকের বিশদার্থ।

সাধকের হৃদয়ে শিশুর সরলতা প্রস্ফুট হইয়াছে। প্রথম ঋকে তিনি অগ্নিদেবকে দূতরূপে বরণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অগ্নিদেব তাঁহার দৌত্যকর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি সাহস করিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! যখন ভার লইয়াছেন, তখন দেবগণকে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনি এই যজ্ঞস্থলে কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন।'

এ ভাব, এ বিশ্বাস, যাহার-তাহার হৃদয়ে সঞ্জাত হইতে পারে কি? অতি-বড় ভক্ত না হইলে, অতি-বড় সাধক না হইলে, এ ভাবে ভগবানকে ডাকিতে পারে না,—এমন ভাবে ভগবানকে সম্মুখে আসিয়া বসিতে বলিতে পারে না। পুরাণে উপাখ্যানে এরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু ইহ-সংসারে বড়ই বিরল। পুরাণে দেখি, বিষ-মিশ্রিত অন্ন সম্মুখে লইয়া ছল-ছল-নেত্রে প্রহ্লাদ ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন; আর সে ডাক শুনিয়া, শ্রীভগবান আসিয়া, সেই বিষান্নকে অমৃতে পরিণত করিয়াছিলেন। উপাখ্যানে শুনি, অন্ধ বিল্বমঙ্গলকে অন্ন দিবার জন্য গোপবালক-বেশে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে আছে, মীরার আকুল আহ্বানে তাঁহার নিভৃত-কক্ষে বালগোপাল আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। এ সকল অলৌকিক কাহিনী, সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত যাজ্ঞিক যিনি, তিনি দেখিতে পান, তাঁহার আহ্বানে ভগবান্ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন।

'সীদ' আদেশ হইল না। "বর্হিষি" এই পদটি, বৃদ্ধ্যর্থ 'বৃহ' ধাতুর উত্তর "বৃংহের্নলোপশ্চ" (উ০ ২।১০৫) এই সূত্র দ্বারা "প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর হেতু উদাত্ত-স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১১সূ—৪ঋ)॥

* * *

এ ঋক্ কি দৃঢ় প্রত্যয়মূলক! 'তুমি এস, দেবগণকে বুঝাইয়া লইয়া এস, সম্মুখে ঐ কুশাসনে উপবেশন কর।' এত বড় জোরের কথা, যে-সে কহিতে পারে কি? যাজ্ঞিক এখানে দেবতাকে এতই আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার আহ্বানে তাঁহাকে আসিতেই হইবে। যজ্ঞ-কর্ম্মের—সাধনার এতই প্রভাব! যিনি সাধক, যিনি যাজ্ঞিক, তিনি এমন ভাবেই ভগবানকে ডাকিতে পারেন। তুমি সাধক হও, তুমি যাজ্ঞিক হও, তোমারও এমন ভাবেই ডাকিবার সামর্থ্য আসিবে,—ইহাই ঋকের উপদেশ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'উশতঃ' আর 'বিবোধয়' এই দুইটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে, চিন্তার গতি দুই অভিনব পথে প্রধাবিত হইতে পারে। 'উশতঃ' শব্দে 'হবিরাদি-কামনা-পরায়ণ দেবতা'-রূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। কিন্তু উহার প্রকৃত ভাব—'যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিলাষী'। মানুষ! তোমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হও;—ভগবানের বা তাঁহার বিভূতি-রূপ দেবগণের ইহাই অভিপ্রায়। 'উশতঃ' শব্দ সেই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে। তাঁহারা যে হবিঃ বা ঘৃতের জন্য লালায়িত, তাহা নহে। যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি-মধ্যে যেমন রাশি রাশি হবিঃ আহুতি প্রদত্ত হয়, সাক্ষাৎভাবে তাহা যেমন কোনও ফলোপধায়ক হয় না, পরন্তু তদ্দ্বারা মেঘ-সঞ্চারে বৃষ্টিপাতে ধরণী যেমন শান্তিশীতলতা লাভ করে, অথবা তদ্দ্বারা যেমন নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের ভিত্তি-ভূমি আপনা-আপনিই গ্রথিত হইয়া যায়; সেই ভাবে, আত্মসুখলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবদুদ্দেশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, বিশ্বহিতব্রতে ব্রতী রহ;—আপন মঙ্গল আপনিই অধিগত হইবে। তোমায় যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্তিদানে—তোমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব বা দেবভাব উন্মেষের—দেবগণের ইহাই এক মাত্র লক্ষ্য।

ভক্ষ্য ভোজ্য সুপেয় সুস্বাদু সকল সামগ্রী অগ্নিতে আহুতি-দানে সমর্থ হইয়া, নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের সামর্থ্য দেখাইয়া, এখানে সাধক যেন বলিতেছেন,—'হে অগ্নিদেব! দেবগণ যাহা চাহেন, দেখুন, সে শক্তি আমরা একটু একটু লাভ করিয়াছি। অতএব, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া এই যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করুন,—আমরা তৎসামীপ্য তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া যেন সৎকর্ম্মসাধনে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি।' এখানে, এ মন্ত্রে,

আদর্শের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। অগ্নিদেব সে আদর্শ সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করুন, ইহাই প্রার্থনা জানান হইতেছে। তিনি দেবগণকে বুঝাইয়া আনুন;—এবম্বিধ উক্তির মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমি যদিও এখনও সম্পূর্ণরূপ সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারি নাই, কিন্তু সৎকর্ম্মের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছি; সুতরাং এ সময়ে তাঁহারা আসিলে বড়ই শুভ-সংযোগ উপস্থিত হইবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ষণ-বপন আরম্ভ হইয়াছে; এ সময়ে জল-সেচন পাইলে, অঙ্কুরোদ্গমপক্ষে বড়ই সহায়তা হইবে। তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—আপনি দেবগণকে লইয়া আসুন।'

দেবগণ বলিতে ভগবদ্বিভূতি বা তদ্গুণাবলি যদি মনে করি; অগ্নিদেব-রূপ জ্ঞান সহায় হইলে, তৎসমুদায় অধিগত হইবে; তখন দেবগণ আসিয়া সম্মুখে বসিবেন;—ঋকের ইহাই আধ্যাত্মিক ভাব বলা যাইতে পারে। (১ম—১২সূ—৪ঋ)॥

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি স্ম রিষতো দহ।
অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘৃতঽআহবন। দাদিঽবঃ। প্রতি। স্ম। রিষতঃ। দহ
অগ্নে। ত্বং। রক্ষস্বিনঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতাহবন' (ঘৃতেবাহূয়মান, ভক্তিরসামৃতেন আহূয়মান) 'দীদিবঃ' (দীপ্যমান, প্রকাশমান্) 'অগ্নে' (জ্ঞানদেব) 'ত্বং রক্ষস্বিনঃ' (রাক্ষসযুক্তান্, রাক্ষসবলেন বলিনঃ, পাপকারিণ ইত্যর্থঃ) 'প্রতি' (অস্মাকং প্রতিকূলান্) 'রিষতঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্—কামক্রোধাদিনিতি ভাবঃ) 'দহস্ম' (নিতরাং ভস্মীকুরু)। শত্রুবধার্থং প্রার্থনাং করোতীতি ভাবঃ। (১ম—১২সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হবির্দ্বারা (ভক্তি-সহযোগে) আহূয়মান দীপ্তিশালিন্ অথবা প্রকাশমান্ হে জ্ঞানদেব! রাক্ষস-বলে বলী অথবা পাপকারী আমাদের প্রতিকূল হিংস্র শত্রুগণকে (রাক্ষসগণকে) আপনি নিঃশেষে ভস্মীভূত করুন। (১ম—১২সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঘৃতাহবন ঘৃতেনাহূয়মান দীদিবো দীপ্যমানাগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনো রক্ষোযুক্তান্ রিতো হিংসকান্ প্রত্যস্মাকং প্রতিকূলান্ দহস্ম। সর্ব্বদা ভস্মীকুরু।

ঘৃতেনাহূয়তেঽস্মিন্নিতি করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণে ল্যুট্। অত্র জুহোতেরবিবক্ষিত-কর্ম্মত্বেনাকর্ম্মকত্বাদ্ ঘৃতস্য করণত্বমেব ন তু কর্ম্মত্বং। অতো নৈষা তৃতীয়া চ হোশ্ছন্দসি। পা০ ২।৩।৩। ইতি কর্ম্মণি তৃতীয়া। কিন্তু কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া। পা০ ২।৩।১৮। ইতি করণবাচিন্যেব। অতঃ কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলং। পা০ ২।১।৩২। ইতি সমাসঃ। অত্র পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরাপবাদে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাতিপদিকাবস্থায়ামেব কৃতে সতি পশ্চাদ্বিভক্ত্যাবুৎ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঘৃতাহবন' হে ঘৃত দ্বারা আহূয়মান 'দীদিবঃ' দীপ্তিশালিন্ 'অগ্নে' অগ্নিদেব। 'রক্ষস্বিনঃ' রাক্ষসী-শক্তিবিশিষ্ট, 'রিষতঃ' হিংসক ও 'প্রতি' আমাদিগের প্রতিকূল শত্রুসমূহকে আপনি 'দহস্ম' সর্ব্বতোভাবে ভস্ম করুন।

"ঘৃতাহবন" এই পদটি 'ঘৃতের দ্বারা আহুতি দত্ত হয় ইহাতে' এইরূপ অর্থে করণাধিকরণয়োশ্চ" এই সূত্র দ্বারা ঘৃত উপপদে আঙ-পূর্ব্বক হু ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "জুহোতি" (হু) ধাতুর কর্ম্ম বিবক্ষিত হয় নাই বলিয়া অকর্ম্মকত্বহেতু 'ঘৃত' পদের করণত্বই হইয়াছে, কর্ম্মত্ব হয় নাই। অতএব "তৃতীয়া চ হোশ্ছন্দসি" (পা০ ২।৩.৩) এই সূত্রানুসারে ইহা কর্ম্মকারকে তৃতীয়া বিভক্তি নহে, পরন্তু "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পা০ ২।৩.১৮) এই সূত্র দ্বারা করণকারকেই তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। এইজন্য "কর্ত্তৃকরণে কৃতাবহুলং" (পা০ ২।১।৩২) এই সূত্র দ্বারা সমাস হইয়াছে। সে স্থলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরের নিষেধে প্রাতিপদিক অবস্থাতেই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত

পন্নাম্নামামন্ত্রিতস্য চেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দীদিবঃ। দীব্যতের্লিটঃ ক্বসুঃ। তস্য বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিড়ভাবঃ। দ্বির্ব্বচনং। হলাদি শেষঃ। উত্তরবকারস্য লোপোব্যোর্ব্বলীতি লোপঃ। ক্বসুঃ। কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য। পা০ ৬।৪.৭। ইতি দীর্ঘত্বামভ্যাসস্যাসংবুদ্ধা, বুগিদচামিতি নুম্। সংযোগান্তস্য লোপ ইতি নকারলোপে নকারস্য মতুবাসোরুসংবুদ্ধৌ ছন্দসীতি রুত্বং। বিসর্গঃ। পদাৎপরত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতঃ। নন্বু পূর্ব্বামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানত্বাৎ পাদাদিত্বেন ন নিঘাতোপপত্তিঃ। ন চ নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনমিত্যবিদ্যমানত্বপ্রতিষেধঃ। উভয়োরগ্নিপদবিশেষণত্বেন বিশেষবচনত্বাৎ। অতএব পরস্পরসমন্বয়েনাসামর্থ্যাৎ সমর্থ্য পদবিধিরিতি চ নিয়মাৎ পূর্ব্বস্য ন পরাঙ্গবদ্ভাবো যেনৈকপত্বেন নিঘাতঃ স্যাৎ। অতএব হীড়েরন্তেদিতে সরস্বতীত্যাদৌ পৃথক্ পৃথগাদ্যুদাত্তত্বমিতি উচ্যতে। অত্র দীদিব ইতি নাগ্নিপদস্য বিশেষণং। কিন্তু ঘৃতাহবনপদস্যৈব দ্যোতনার্থং ঘৃতাহবন ইতি বিষেষ্যত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। বিশিষ্টস্য তু পশ্চাদগ্নিবিশেষণতা। অত্র দীদিবঃ পদং প্রতি ঘৃতাহবনপদস্য বিশেষ্যত্বান্নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইত্যবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধান্নিঘাতোপপত্তিঃ। অতএব পরস্পরবিশেষণবিশেষ্য-

---

পরপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর বিহিত করা হইলে, পরে বিভক্তি উৎপন্ন হইলে "আমন্ত্রিতস্য চ" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দীদিবঃ" এই পদটী, 'দীব্যতি' (দিব্) ধাতুর উত্তর লিটের স্থানে ক্বসু (বস্) আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বস্বেকাজাদ্ঘসাং" এই নিয়মানুসারে ইট্ আগমের অভাবে দ্বিত্ব ও হলাদিশেষ হইয়া "লোপোব্যোর্ব্বলি" এই সূত্র দ্বারা পরবর্ত্তী ব-কারের লোপ হইয়াছে। 'ক্বসু' প্রত্যয়ের কিত্বহেতু গুণের অভাব, 'তুতাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যসস্য" (পা০ ৬.১।৭) এই সূত্র দ্বারা সম্বোধনের পূর্ব্বে অভ্যাসের (দ্বিত্বের) দীর্ঘ, "উগিদচাং" সূত্রানুসারে নুম্ আগম, "সংযোগান্তস্য লোপঃ" এই সূত্র দ্বারা সকারের লোপে "মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌ ছন্দসি" সূত্রানুসারে রুত্ব ও বিসর্গ হইয়াছে। পদের পরত্ব হেতু আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে—পূর্ব্বস্থিত সম্বুদ্ধপদের অবিদ্যমানত্ব-হেতু "দীদিবঃ" এই পদটি, পাদের আদি বলিয়া নিঘাতস্বরের প্রাপ্তি হইতে পারে না; এস্থলে, "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং" এই সূত্র দ্বারা (পূর্ব্ব পদের) অবিদ্যমানবদ্ভাব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু এই উভয় পদেরই অগ্নিপদের বিশেষণত্বপ্রযুক্ত বিশেষবচনত্ব হইয়াছে। অতএব পরস্পর অন্বয়ের অসামর্থ্যবিধায় এবং "সমর্থঃ পদবিধিঃ" এইরূপ নিয়ম থাকায়, পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয় না, যদ্দ্বারা একপদ হইয়া নিঘাত স্বর হইবে। অতএব "হীড়েরন্তেদিতে সরস্বতি" ইত্যাদি পদের পৃথক্ পৃথক্ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এতৎসন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত কথিত হইতেছে—এস্থলে "দীদিবং" এই পদটি অগ্নিপদের বিশেষণ নয়; কিন্তু "ঘৃতাহবন" এই পদটি বিশেষ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত "ঘৃতাহবন" পদের দ্যোতনার নিমিত্ত পশ্চাৎ অগ্নিপদের উক্ত বিশিষ্ট "দীদিবঃ" পদ, বিশেষণরূপে অভিহিত হইয়াছে। এস্থলে "দীদিবঃ" এই পদের প্রতি "ঘৃতাহবন" পদটি বিশেষ্যরূপে কথিত হইয়াছে বলিয়া "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং এই সূত্র দ্বারা অবিদ্যমানবদ্ভাবের নিষেধ-বশতঃ নিঘাত

ভাবেন সামর্থ্যাৎ সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্‌ভাবে শেষনিঘাতেনাপি স্বরোপপত্তিরিতি। ঈড়েরন্ত ইত্যাদৌ তু নৈবং পরস্পরান্বয় ইতি বৈষম্যং। রিষতঃ। রুষরিষহিংসার্থ্য ইতি। ভৌবাদিকস্য লটঃ শত্রাদেশে শপি ছান্দসো গুণাভাবঃ। তৌদাদিকস্য বা রুশরিশহিংসায়ামিত্যস্য ছান্দসং ষত্বং। বিকরণস্য শস্য ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ রক্ষস্‌শব্দাদস্মায়ামেধাস্রজোবিনিঃ। পা০ ৫।২।১২১। ইতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তস্য প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১২সূ—৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চম (১১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের এক সংশয়মূলক শব্দ—'ঘৃতাহবন'। সহসা মনে হয়, ঘৃতাহুতি দ্বারা যে অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে, এখানে সেই অগ্নিকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থাদিতেও এই ভাবই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারিগণ এই দৃষ্টিতে জড় অগ্নির উপাসক বলিয়া যাজ্ঞিকগণকে তাই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে তাঁহাদের বিভ্রম মাত্র।

সেরূপ যজ্ঞও হয় না, সেরূপ যাজ্ঞিকও নাই; নচেৎ, ঘৃতাহুতি দ্বারা আহূয়মান অগ্নির যে কি শক্তি, তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইত;—সে অগ্নি যে সাধারণ জড় অগ্নি নহে, তাহাও উপলব্ধি হইত। যেখানে যত সর্প ছিল, জনমেজয়ের সর্পসত্রে আহুতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু 'তে হি ন দিবসাগতাঃ।' এখন আর সে

স্বরের প্রাপ্তি ঘটিতেছে। অতএব পরস্পরের বিশেষ্যবিশেষণভাব-সামর্থহেতু "সুবামন্ত্রিতে" এই সূত্র দ্বারা পরাঙ্গবদভাব হইলে, শেষস্বর নিঘাতস্বর বলিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। এবং "ঈড়েরন্তে" ইত্যাদি স্থলে এইরূপ পরস্পর অন্বয় নাই—ইহাই বৈষম্য। "রিষতঃ" এই পদটি, হিংসার্থ ভ্বাদিগণীয় 'রিষ্‌' ধাতুর উত্তর লটের স্থান 'শতৃ' (অৎ) আদেশে 'শপ্‌' প্রত্যয়ে ছান্দস-প্রযুক্ত গুণের অভাবে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা তুদাদিগণীয় হিংসার্থ 'রিশ্‌' ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয়ে ছান্দস-প্রযুক্ত 'শ' এর স্থানে 'ষ' করিয়া তুদাদি-প্রাপ্ত শ-বিকরণের ঙিত্বহেতু গুণের অভাবে নিষ্পন্ন হইবে। "রক্ষস্বিনঃ" এই পদটী 'রাক্ষস্‌' শব্দের উত্তর "অস্মায়ামেধাস্রজোবিনিঃ" (পা০ ৫।২।১২১) এই সূত্রের দ্বারা মত্বর্থীয় 'বিন্‌' প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিন্‌' এর প্রত্যয়স্বর বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১২সূ—৫ঋ)॥

* * *

যজ্ঞক্রিয়া কে দেখাইবে।? রাক্ষস, হিংসক, শত্রু—যাহার উদ্দেশে, যাহার সংহার-কমনায়, যখনই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে তখনই সে যজ্ঞের ফলভাগী হইতে হইত। এখন আর কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। যথানুষ্ঠিত বৈদিক ক্রিয়া আবার যদি কখনও প্রবর্ত্তিত হয়, তখন আবার মানুষ সে ফল প্রত্যক্ষ করিবে—আশা করিতে পারি।

যাউক। এখন সে অতীত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান-কালোচিত কি অর্থ এই ঋক্ হইতে পরিগ্রহ করিতে পারি, তাহারই অনুধাবনা করিয়া দেখা যাউক। সে পক্ষে সরল সুস্পষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—রাক্ষস-বলে বলী হিংস্র শত্রুগণ কি প্রকারে ভস্মীভূত হইতে পারে! এখানেও আমরা মনে করি, জ্ঞানাগ্নির কথা বলা হইতেছে। রাক্ষস বলে বলী হিংস্র শত্রু অহরহঃ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে;—সর্ব্বদা আমাদের অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া, আমাদের হৃদয়ের সারসামগ্রী কবলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কাষ্ঠাহরণে ঘৃতাহুতি-প্রদানে যতই প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত কর না কেন, সে অগ্নি সে শত্রুর কিছুই করিতে পারিবে না। সে শত্রু-বধের একমাত্র উপায়—জ্ঞানাগ্নি-প্রজ্বালন। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ হবিরিন্ধনাদি দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত হয়, সেই অগ্নিই দুর্দ্ধর্ষ অজ্ঞেয় ঐরূপ শত্রুকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ। ঋক্ সেই উপদেশই বক্ষে ধারণ করিরা আছেন, মনে করিতে পারি। 'ঘৃতাহবন' শব্দে অমৃত-দানে (ভক্তিরসামৃত-প্রদানে) আহ্বানের ভাবও আসিতে পারে। * অপিচ, অগ্নি—শক্তি, তেজঃ বা অমৃতত্ব-দানে আমাদিগকে জীবিত রাখেন। আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি-প্রদানার্থ যে অগ্নির সঞ্চার হয়, যদ্দ্বারা আমরা দিব্য-জ্ঞান লাভ করি, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হই, 'ঘৃতাহবন' শব্দে সে ভাবও প্রকাশ পায়। শক্তি, দীপ্তি, জ্ঞান, অমৃতত্ব—এ পক্ষে অভিন্ন। তিনি অমৃতত্বকে আহ্বান করিয়া আনেন, আমাদের মধ্যে শক্তি তেজ সঞ্চার করেন, এজন্যও তিনি 'ঘৃতাহবন' বলিতে পারি। মনে হয়, সে কারণেও অগ্নিকে 'ঘৃতাহবন দীদিবঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। (১ম—১২সূ—৫ঋ)।

---

* ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে 'ঘৃত' শব্দে সায়ণ 'অমৃত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও সে অর্থ অসঙ্গত নহে। বুঝিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন।

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিমন্থনে অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যত ইত্যেষানুবচনীয়া। প্রাতর্বৈশ্বদেব্যাং প্রেষিত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা। আ০ ২।৫৬। ইতি। এষৈবাগ্নিমন্ত ইত্যস্যানুবাক্যা। অথাগ্নেয্য ইতি খণ্ডেঽগ্রাবগ্নিপ্রণয়ন ইত্যুপক্রম্য সূত্রিতং। যদ্বো বয়ং প্রমিনামব্রতাত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে। আ০ ৩।১৩। ইতি। তামেতাং ষষ্ঠিমৃচমাহ।

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। ষষ্টি ঋক্।)

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।
হব্যবাড়্ জুহ্বাস্যঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিনা। অগ্নিঃ। সং। ইধ্যতে। কবিঃ। গৃহঽপতি। যুবা।
হব্যঽবাট্। জুহুঽআস্যঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (মেধাবী, কর্ম্মকুশলঃ) 'গৃহপতিঃ' (লোকানাং রক্ষকঃ পালকো বা) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনূতনঃ) 'হব্যবাট্' (হবির্ব্বহনকারী, সত্ত্বপ্রাপকঃ ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহকঃ

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের) অগ্নিমন্থনে "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে" ইত্যাদি ঋক্ অনুবাক্যারূপে পঠিত হইয়া থাকে। "প্রাতর্বৈশ্বদেব্যাং প্রেষিতঃ" নামক আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের একটী খণ্ডে "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা" (আ০ ২।৫৬) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের অন্তর্গত "অথাযোগ্যা" এই খণ্ডে "অগ্রাবগ্নিপ্রণয়ন" এইরূপ উপক্রম করিয়া "যদ্বো বয়ং প্রমিনামব্রতাত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে" প্রভৃতি সূত্র পঠিত হইয়াছে। সেই খণ্ডের ষষ্ঠী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ইতি ভাবঃ) ‘জুহ্বাস্যঃ’ (প্রদীপ্তবদনঃ, মুখেন প্রকাশরূপেন বা সত্যস্য জ্যোতিঃসম্পন্নঃ) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘অগ্নিনা’ (জ্ঞানেন) ‘সমিধ্যতে’ (সম্যগ্‌ দীপ্যতে, পরিবৃদ্ধির্জ্জায়তে)। অয়ং ভাবঃ—আলোক-সাহায্যেন যথা আলোকো বিভাতি জ্ঞান-সাহায্যেন তদ্বৎ জ্ঞানং বর্দ্ধতে। (১ম—১২সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী, কর্ম্মকুশল, লোকসমূহের পালক বা রক্ষক, নিত্যতরুণ চির-নূতন, সত্ত্বপ্রাপক—ভগবৎসমীপে কর্ম্মবাহক, প্রকাশরূপে সত্য-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব), জ্ঞানের দ্বারাই সম্যক্‌ দীপ্যমান্‌ বা পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—আলোক-সাহায্যে যেমন আলোক প্রকাশ পায়, জ্ঞানই সেইরূপ জ্ঞানের প্রকাশক হয়েন)॥ (১ম—১২সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিরাহবনীয়াখ্যস্তস্মিন্ প্রক্ষিপ্যমাণেনাগ্নিনা নির্ম্মথ্যেন প্রণীতেন বা সহ সমিধ্যতে। সম্যগ্‌ দীপ্যতে। কীদৃশোঽগ্নিঃ। কবির্মেধাবী। গৃহপতির্যজমানগৃহস্য পালকঃ। যুবা। নিত্যতরুণঃ। হব্যবাট্‌। হবিষো বোঢ়া। জুহ্বাস্যঃ। জুহূরূপেণ মুখেন যুক্ত।

গৃহপতিঃ পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যুবা। যু মিশ্রণে। কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিব ইতি কনিন্‌। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হব্যং বহতীতি হব্যবাট্‌। বহশ্চেতি ণ্বিপ্রত্যয়ঃ। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। গতিকারকোপপদাৎ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

‘অগ্নিঃ’ আহবনীয়নামক অগ্নিদেব, ‘অগ্নিনা’ ইহাতে প্রক্ষিপ্যমান নির্ম্মথিত (পরস্পর কাষ্ঠসংঘর্ষে উৎপন্ন) অগ্নির সহিত অথবা প্রণীত (গাহপত্যকুণ্ড হইতে আনীত) অগ্নির সহিত ‘সমিধ্যতে’ সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হয়েন। অগ্নিদেব কীদৃশ ? ‘কবিঃ’ মেধাবান্‌, ‘গৃহপতি’ যজমানের গৃহপালক, ‘যুবা’ নিত্যতরুণবয়স্ক, ‘হব্যবাট্‌’ হবির্ব্বহনকারী এবং ‘জুহ্বাস্য’ জুহূস্বরূপ মুখবিশিষ্ট।

“গৃহপতিঃ” এই পদটীর, “পত্যাবৈশ্বর্য্যে” এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “যুবা” এই পদটী, মিশ্রণার্থ ‘যু’ ধাতুর উত্তর “কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘কনিন্‌’ (অন্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “হব্যকে বহন করেন” এই অর্থে “হব্যবাট্‌” এই পদটী ‘হব্য’ উপপদে “বহশ্চ” এই সূত্র দ্বারা ‘ণ্বি’-প্রত্যয় এবং ণিত্বহেতু উপধাস্বরের বৃদ্ধি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। গতিকারক উপপদহেতু ‘কৃৎ’ প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “জুহ্বাস্যঃ” এই পদটীতে ‘হোম করা যায় ইহা দ্বারা’ এই অর্থে দানার্থ

জুহ্বাস্যঃ। হুয়তেঃনম্বেতি জুহূঃ। হুবঃ শ্লুবশ্চ উ০ ২।৬১।২। ইতি ক্বিপ্। তৎসন্নিযোগ। দীর্ঘশ্চ। শ্লুবদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবঃ। শ্চুত্বজশ্ত্বে। প্রাতিপদিকস্বরেণান্তোদাত্তং। জুহূর্যাস্যং যস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। শেষনিঘাতঃ। যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য। পা০ ৮।২।৪। ইত্যাকারঃ স্বরিতঃ॥ (১ম—১২সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বাবিংশো বর্গঃ॥ ২২॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৬) ঋকের বিশদার্থ।

উৎপন্ন-স্থান বিভিন্ন হইতে পারে; উৎপত্তির হেতুভূত নামেরও বিভিন্নতা ঘটিতে পারে; কিন্তু বস্তু সেই একই থাকে।

জল সেই একই,—বৃষ্টিরূপেই প্রাপ্ত হই, নদী তড়াগাদিতেই প্রাপ্ত হই, নির্ঝর হইতেই আনয়ন করি, আর কূপ হইতেই উত্তোলন করি;—জল সেই একই। কূপের জলও জল, বৃষ্টির জলও জল, ঝরণার জলও জল, নদী-তড়াগাদির জলও জল। জল সেই একই।

বিভিন্ন পাত্রে উৎপন্ন, বিভিন্ন আধারে অবস্থিত, বিভিন্ন আকারে প্রতীয়মান, বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞায় অভিহিত, অগ্নি-সম্বন্ধেও সেই একই উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র অগ্নি অভিন্ন,—এ ঋক্ তাহারই আভাস দিলেন।

অগ্নিদেবের আর আর যে বিশেষণ, তৎসমুদায়ের অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। যজ্ঞহবিঃ প্রদানের পাত্র হইতে 'জুহ্বাস্যঃ' নামের উৎপত্তি-বিষয়ে সায়ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু বলিয়াছি তো, বস্তুপক্ষে সর্ব্বত্র যখন সেই একই লক্ষ্য রহিয়াছে, তখন

'হু' ধাতুর উত্তর "হুবঃ শ্লুবচ্চ" (উ০ ২।৬১) এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়, তাহার সন্নিযোগ-হেতু দীর্ঘ এবং শ্লুবদ্ভাবহেতু দ্বিত্ব হইয়া শ্চুত্ব ও জস্ত্ব করিয়া "জুহূঃ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাতিপদিকস্বর-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর 'জুহূ হইয়াছে আস্য যাঁহার'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে উক্ত "জুহ্বাস্যঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেই উদাত্ত স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। অবশিষ্ট নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। 'যণ' আদেশ হইলে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" (পা০ ৮।২।৪) এই সূত্র দ্বারা উক্ত পদের আ-কার স্বরিত স্বর হইয়াছে॥ ৬॥

ইতি প্রথম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

* * *

আর সে বিতর্কে অবিশ্বাসীর হৃদয়ে সংশয়ের ভাব দৃঢ় করায় কি সার্থকতা আছে? ফলতঃ, যদি অগ্নিদেবের কৃপা লাভ করিতে চাও, তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর। হও—মেধাবী, হও—কর্ম্মকুশল, হও—গৃহস্থের প্রতিপালক, হও—নিত্যতরুণ অর্থাৎ সৎকর্ম্মে নিত্য নবভাবে উৎসাহ-সম্পন্ন। আর হও—হব্যবাট্ ও জুহ্বাস্য, অর্থাৎ দানে মুক্তহস্ত হও এবং মুখে সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক। তাহা হইলেই বুঝিবে,—জ্ঞানাগ্নির অভিন্নতা সর্ব্বত্র, পার্থক্য কোথাও নাই। ঋকে তাহারই আভাস আছে। (১ম—১২সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।

দেবমমীবচাতনং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

কবিং। অগ্নিং। উপ। স্তুহি। সত্যঽধর্ম্মাণং। অধ্বরে।

দেবং। অমীবঽচাতনং ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎকর্ম্মে) ত্বং তং 'কবিং' (কর্ম্মকুশলং মেধাবিনং) 'সত্যধর্ম্মাণং' (সত্যাশ্রয়ভূতং, সত্যস্বরূপং) 'অমীবচাতনং' (শত্রূণাং নাশকং, অসত্যবারকং) 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং) 'উপস্তুহি' (সামীপ্যং প্রাপয়, আরাধয়)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনাকারী জ্ঞানসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধো ভবতি। (১ম—১২সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার মন! হিংসারহিত যজ্ঞে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে তুমি সেই কর্ম্মকুশল মেধাবী, সত্যাশ্রয়ভূত সত্যস্বরূপ, শত্রুগণের নাশক অসত্যনিবারক, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানদেবতাকে সমীপে প্রাপ্ত হও—আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে প্রার্থনাকারী জ্ঞান-সঞ্চয়ের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।)॥ (১ম—১২সূ—৭ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে স্তোতৃসংঘ। অধ্বরে ক্রতাবগ্নিমুপস্তুহি। উপেত্য স্তুতিং কুরু। কীদৃশং? কবিং। মেধাবিনং। সত্যধর্ম্মাণং। সত্যবচনরূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং। দেবং। দ্যোতমানং। অমীবচাতনং। অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং রোগাণাং বা ঘাতকং।

সত্যং ধর্ম্মো যস্যেতি সত্যধর্ম্মা। ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ (পা০ ৫।৪।১২৪) ইত্যনিচ্ সমাসান্তঃ। অন্তঃপদেন তস্য সমাসস্যাভিধানাদ্বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে শেষনিঘাতেনানুদাত্তত্বং অমীবপশব্দোঽমরোগ ইত্যস্মাৎ শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবাঃ। উ০ ১।১৫৩। ইতি বন্প্রত্যয়ে ঈড়াগমে চ নিপাতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। চতেচদেযাচনে চেত্যস্মাদ্ধিংসার্থাণ্ণিজন্তান্নন্দাদিত্বাৎ ল্যুঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। যোরনাদেশঃ ণেরনিটীতি ণের্লোপঃ। লিতীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে স্তোতৃগণ! 'অধ্বরে' হিংসারহিত যজ্ঞে, 'অগ্নিং' অগ্নিদেবের 'উপ' সমীপবর্ত্তী হইয়া 'স্তুহি' স্তুতি করুন। অগ্নিদেব কিরূপ? 'মেধাবিনং' মেধাবান, 'সত্যধর্ম্মাণং' সত্যকথনরূপ ধর্ম্মযুক্ত, 'দেবং' দ্যুতিবিশিষ্ট, 'অমীবচাতনং' হিংসক শত্রুগণের কিম্বা রোগসমূহের নাশক।

"সত্যধর্ম্মাণং" এই পদটী 'সত্য হইয়াছে ধর্ম্ম যাঁহার'—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিয়া "ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ" (পা০ ৫।৪।১২৪) এই সূত্র দ্বারা (ধর্ম্ম শব্দে) সমাসান্ত 'অনিচ্' (অন্) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'অন্তঃ' পদের সহিত তাহার সমাস অভিহিত হইয়াছে বলিয়া, বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইলে, অবশিষ্টস্বর অনুদাত্ত-হেতু ইহার অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "অমীবচাতনং" এই পদটিতে রোগার্থ 'অম্' ধাতুর উত্তর "শেবযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবাঃ" (উ০ ৫।১৫২) এই সূত্র দ্বারা 'বন্' প্রত্যয়ে 'ঈট' আগম করিয়া "অমীব" এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'অমীব' উপপদ পূর্ব্বক যাচনার্থ চতে (চৎ) ধাতুর উত্তর হিংসার্থে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া নন্দাদিত্বহেতু (পাণিনির ৩।১।১৩৪ সূত্রানুসারে) ল্যু প্রত্যয়ে উক্ত "অমীবচাতনং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ল্যু' এর যু-এর স্থানে অনাদেশ "ণেরনিটি" সূত্রানুসারে 'সি'এর লোপ হইয়া "লিতি" সূত্র দ্বারা ধাতুর অ-কার উদাত্ত হইয়াছে। "নপদান্তদ্বির্ব্বচন" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ আছে

ধাতোরকারস্যোদাত্তত্বং। নচ স্বরে কর্ত্তব্যে ণিলোপস্য স্থানিবদ্ভাবঃ। নপদান্তদ্বির্ব্বচনেত্যাদিনা প্রতিষেধাৎ। অমীবানাং চাতন ইতি সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (১১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'স্তুহি' ক্রিয়াপদ অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। 'তোমরা স্তব কর' এই অর্থ উপলক্ষ করিয়া কেহ কহিতেছেন,—'এ ঋকে যজমানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ঋত্বিক উপদেশ দিতেছেন'; কেহ বা কহিতেছেন,—'ঋত্বিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া যজমান আদেশ করিতেছেন'। ক্রিয়া হেতু কর্ত্তার সন্ধানে বড়ই বিতণ্ডা বাধিয়াছে।

আমরা কিন্তু ক্রিয়ার কর্ত্তাকে অন্য ভাবে সন্ধান করিতে চাই। ঋক্‌গুলি প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনায় মধ্যে অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া 'তুমি এই কর' বা 'তিনি এইরূপ করুন' এরূপ উপদেশ সঙ্গত বোধ হয় না। তবে কি? আমরা মনে করি, সাধক আপনাকে আপনিই আহ্বান করিতেছেন। স্বগতঃ বলিতেছেন,—'মন রে আমার! কেবল দূরে দূরে পলাইবার প্রযত্ন কেন? একটু নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। বলিহীন হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। সত্য-কথন-রূপ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। হিংস্রশত্রুগণকে অন্তর হইতে অন্তরে রাখ। যদি ভগবানের করুণা চাও, যদি তাঁহার সাযুজ্য-লাভের অভিলাষী হও, এখনও সাবধান—এখনও নিকটে এস।' এ ঋকের ইহাই মর্ম্ম; এ ঋকে এই ভাবেই ভগবানের আরাধনা আছে। ভগবানকে আহ্বান করিবার সময় যখন বিচঞ্চল মনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন এই ভাবের প্রার্থনাই সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক। (১ম—১২সূ—৭ঋ)।

বলিয়া স্বরকার্য্য কর্ত্তব্য হইলে ণিলোপের স্থানিবদ্ভাব হয় নাই। 'অমীব' সমূহের 'চাতন' (নাশক) এই প্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু সেই প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে ॥ (১ম—১২সূ—৭ঋ)॥

* * *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি।
তস্য স্ম প্রাবিতা ভব॥ ৮॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। ত্বাং। অগ্নে। হবিঃঽপতিঃ। দূতং। দেব। সপর্যতি।
তস্য। স্ম। প্রঽঅবিতা। ভব॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যঃ হবিষ্পতিঃ (যো হবির্দ্দানকারী, ভগবদুদ্দেশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, ভগবতি মিলনসাধকং) 'ত্বাং' (জ্ঞানদেবং) 'সপর্য্যতি' (পরিচরতি, সেবতে) ত্বং 'তস্য' (কর্ম্মকারিণঃ) 'প্রাবিতা' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষকঃ) 'ভব-স্ম' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানস্য আরাধনয়া অনুসরণেন বা নরঃ সৎকর্ম্মপরঃ সন্ শ্রেয়াংসি লভতে। (১ম—১২সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে জ্ঞানদেব! ভগবদুদ্দেশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী (হবির্দ্দানকারী) যে জন ভগবানে মিলনসাধক সেই আপনাকে (জ্ঞানদেবতাকে) সেবা করেন, আপনি সেই সুকর্ম্মকারীর প্রকৃষ্ট রক্ষক হয়েন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের আরাধনায় এবং অনুসরণে সৎকর্ম্মপর হইয়া মানুষ শ্রেয়ঃ-সকল লাভ করে।)॥ (১ম—১২সূ—৮ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে দেব যো হবিষ্পতির্যজমানো দেবদূতং ত্বাং সপর্যতি। পরিচরতি। তস্য যজমানস্য প্রাবিতা ভবস্ব অবশ্যং রক্ষকো ভব।

হূয়ত ইতি হবিঃ। অর্চিশুচীত্যাদিনা। উ॰ ২।১০৪। ইসিঃ প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। হবিষঃ পতির্হবিষ্পতিঃ। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য। পা॰ ৮।৩।৪৫। ইতি ষত্বং। পত্যাবৈশ্বর্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স পরশব্দাৎ কণ্ড্বাদিভ্যোযগিতি যক্। ধাতুপ্রকরণাৎ গুণপ্রতিষেধার্থত্বাদ্যকঃ কিত্বাচ্চ সপরশব্দস্য ধাতুত্বাত্ততো বিহিতস্য যক আর্দ্ধধাতুকত্বে সত্যতোলোপঃ। ইত্যলোপঃ। সনাদ্যন্তাধাতব ইতি ধাতুসংজ্ঞায়াং তিপ্। কর্ত্তরি শপ্। অস্মিন্ পূর্ব্বস্যাতোগুণ ইতি পরপূর্ব্বত্বং। যকঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। শপা সহ একাদেশস্যৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তত্বং। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি প্রতিষেধাৎ ॥ ৮॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

‘অগ্নে’ ‘দেব’ হে অগ্নিদেব! ‘যঃ হবিষ্পতিং’ যে হবিঃস্বামী যজমান ‘ত্বাং’ আপনাকে ‘দূতং’ দেবদূত জানিয়া ‘সপর্য্যতি’ পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, ‘তস্য’ সেই যজমানের অবশ্যই ‘প্রবিতা’ রক্ষক ‘ভবস্ব’ হইয়া থাকেন।

“হবিষ্পতিঃ” এই পদটীতে ‘হবিঃ’ এই পদটি, দানার্থ হু ধাতুর উত্তর ‘হুত হয় যাহা’ এই অর্থে “অর্চ্চিশুচি” (উ॰ ২।১০৪) এই সূত্র দ্বারা ‘ইস্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বরবশতঃ ইকারটি উদাত্ত হইয়াছে। ‘হবিষ্’এর প্রতি,—এই প্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া “হবিষ্পতিঃ” পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য” (পা॰ ৮।৩।৪৫) এই সূত্র দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। “পত্যাবৈশ্বর্য্যে” এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “সপর্য্যতি” এই পদটী ‘সপর্’ শব্দের উত্তর “কণ্ড্বাদিভ্যোযক্” এই সূত্র দ্বারা ‘যক্’ (য) প্রত্যয় করিযা ধাতু-প্রকরণ-হেতু গুণনিষেধাদির অর্থবশতঃ এবং ‘যক্’ প্রত্যয়ের কিত্বহেতু ‘সপর্’ শব্দের ধাতুত্ব-সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া তাহার উত্তর বিহিত ‘যক্’ প্রত্যয়ে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা হইলে “অতো লোপঃ” এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের অকারের লোপে, “সনাদ্যন্তা ধাতবঃ” এই সূত্র দ্বারা ধাতুসংজ্ঞা হইলে ‘তিপ্ প্রত্যয়ে কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শপ্ প্রত্যয় পরে পূর্ব্ববর্ণের “অতোগুণে” এই সূত্র দ্বারা পরপূর্ব্বত্ব হইয়াছে। ‘যক্’ এর প্রত্যয়স্বর-হেতু উদাত্তস্বর হইয়াছে। ‘শপ্’ প্রত্যয়ের সহিত একাদেশ হইলে “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” এই সূত্র দ্বারা ইহার উদাত্ত স্বর হইয়াছে। “যদ্বৃত্তান্নিত্যং” সূত্র দ্বারা নিষেধ আছে বলিয়া “তিঙ্ঙতিঙঃ” এই সূত্র দ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (১১৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'হবিষ্পতিঃ' 'দূতং' 'সপর্য্যতি' ও 'প্রাবিতা' শব্দ-চতুষ্টয় লক্ষ্য করিবার আছে।

'হবিষ্পতিঃ' শব্দে সাধারণভাবে যাজ্ঞিককে বুঝায়। হবির্দ্দানে যিনি পতিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই 'হবিষ্পতিঃ'। যজ্ঞাহুতি হবির্দ্দান নিষ্কাম-কর্ম্ম-মূলক। ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে করিতে সর্ব্বস্ব দানের সামর্থ্য আসে। তখন আর 'রূপং দেহি জয়ং দেহি'—এ কামনা থাকে না; তখন ভগবানকে সর্ব্বস্ব দান ভিন্ন ভক্ত সাধকের পরিতৃপ্তি আসে না। তখন হৃদয়ে ত্যাগের মহান্ প্রেরণা আসিয়া সাধককে নিষ্কাম-কর্ম্মের দিকে লইয়া যায়। সেই নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাধান্যের বিষয় 'হবিষ্পতিঃ' শব্দে বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

এইবার 'দূতং' পদটির প্রতি লক্ষ্য করুন। অগ্নিকে পুনঃপুনঃ দূত-রূপে ঘোষণা করা হইতেছে। ইহার একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এই যে দৃশ্যমান্ অগ্নি—সত্যই ইনি তো ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নহেন! ইনি ভগবানের অংশ বা বিভূতি মাত্র। ইঁহার মধ্য দিয়া, ইঁহাকে উপলক্ষ করিয়া, ইনি যাঁহার অঙ্গীভূত, ইঁহাতে যাঁহার একতম বিকাশ, তাঁহাতে পৌঁছিতে হইবে। এ হিসাবে এ অগ্নি যেন মধ্যস্থ-স্থানীয়। তাই দূত বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। সংসারে সকল কাজেই প্রথমে একটা মধ্যস্থের বা অবলম্বনের আবশ্যক হয়। শিশু দাঁড়াইতে শিখিবে; পিতামাতা, নয় অন্ততঃ একটা জড় প্রাচীর, তাহার অবলম্বন হইবে। তুমি জ্ঞান-রাজ্যে-প্রবেশ করিবে,—বিদ্যা-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে? শিক্ষকের বা গুরুর অর্থাৎ একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন। জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের জন্য হিন্দুশাস্ত্রে তাই গুরুকরণ-প্রথার প্রবর্ত্তনা। এখানে পরিদৃশ্যমান্ অগ্নিকে সেই মধ্যস্থের আসন প্রদান করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে দেব! তোমার সেবায়, তোমার মধ্য দিয়া, তুমি যাঁহার

প্রকাশ—তাঁহাতে যেন পৌঁছিতে পারি।' ভাব এই যে, জ্ঞানই ভগবানের স্বরূপ প্রজ্ঞাপক। জ্ঞানই মানুষকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান-সাহায্যেই মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ঋকের 'সপর্য্যতি' ও 'প্রাবিতা' পদদ্বয়ে, 'তোমার সেবাপরায়ণ আমি, আমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর,'—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। মানুষ একটা উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্ম করে। এখানে সেবার উদ্দেশ্য—রক্ষা-প্রাপ্তি। ইহাই স্বাভাবিক। এই সকাম প্রার্থনাই নিষ্কাম অবস্থায় লইয়া যায়। (১ম—১অ—১২সূ—৮ঋ)।

—— • ——

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

গার্হপত্যাহবনীয়য়োঃ পরস্পরসংসর্গে বিহিতস্য হবিষো যাজ্যা যো অগ্নিং দেববীতয় ইত্যেষা। অথাগ্নেয্য ইষ্টয় ইতি খণ্ডে সূত্রিতম্—যো অগ্নিং দেববীতয়ে কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে। আ০ ৩।১৩। ইতি। তামেতাং যাজ্যাং সূক্তগতাং নবমীমৃচমাহ॥

⁂

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশং সূক্তম্। নবমী ঋক্)।

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি।
তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥ ৯ ॥

⁂

পদ-পাঠঃ।

যঃ। অগ্নিম্। দেবঽবীতয়ে। হবিষ্মান্। আঽবিবাসতি।
তস্মৈ। পাবক। মৃড়য় ॥ ৯ ॥

মন্ত্র-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

গার্হপত্য এবং আহবনীয়—এতদুভয় অগ্নির পরস্পর সংযোগে বিহিত হবির যাজ্যারূপে "যো অগ্নিং দেববীতয়ে" ইত্যাদি ঋক্‌টী বিনিয়োগ করিবার বিধি আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের "অথাগ্নেয্য ইষ্টয়ে" প্রভৃতি খণ্ডে "যো অগ্নিং দেববীতয়ে কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে" ইত্যাদি-রূপ সূত্রিত হইয়াছে। উক্ত খণ্ডের যাজ্যাসূক্তান্তর্গত নবমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ হবিষ্মান্' (যো হবির্দ্দানকারী যাজ্ঞিকঃ, যঃ সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) দেববীতয়ে' (দেবানাং পানার্থং প্রীত্যর্থং বা, দেবোদ্দেশে নিয়োজিতং, দেবভাবপরিবৃদ্ধিকরং ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'আবিবাসতি' (সম্যক্ পরিচরতি, অনুসরতি), 'পাবক' (পবিত্রকারক, জগৎপাবন) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'তস্মৈ' (যাজ্ঞিকায়, সুকর্ম্মকারিণে) 'মৃড়য়' (সুখয়, আনন্দং দদসি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানানুসারিণো জনাঃ সদানন্দং লভন্তে—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১ম—১অ—১২সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারী যে জন দেবভাবের পরিবৃদ্ধিকর জ্ঞানদেবতাকে অনুসরণ করেন, জগৎপাবন হে জ্ঞানদেব, আপনি সেই সুকর্ম্মকারীকে সুখী করেন—আনন্দ দেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জনগণ সদানন্দ লাভ করিয়া থাকেন)॥ (১ম—১অ—১২সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্

হবিষ্মান্ হবির্যুক্তো যো যজমানো দেববীতয়ে দেবানাং হবির্ভক্ষণহেতুযাগার্থমগ্নিমাবিবাসতি। অগ্নেঃ সমীপে বিশেষেণাগত্য পরিচর্য্যাং করোতি। হে পাবকাগ্নে তস্মৈ মৃড়য়। তং যজমানং সুখয়।

দেববীতয়ে। বীগতিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষ্বিত্যস্মাদসনার্থাৎ ক্তিন্। দেবানাং বীতির্যস্মিন্ যাগে স দেববীতিঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেতি পর্য্যুদাসাদ্ধবিঃ-শব্দোঽন্তোদাত্তঃ। মতুপঃ সর্ব্বানুদাত্তত্বাৎ স এব শিষ্যতে। আবিবাসতি। বা গতিগন্ধনয়োঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ হবিষ্মান্' হবির্যুক্ত যে যজমান, 'দেববীতয়ে' দেবগণের হবির্ভোজন হেতু যাগার্থ 'অগ্নিং' অগ্নিদেবকে তৎসমীপে বিশেষরূপে আনয়ন করিয়া 'আবিবাসতি' পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, 'পাবক' পবিত্রকারক 'অগ্নে' হে অগ্নিদেব। আপনি 'তস্মৈ' সেই যজমানকে 'মৃড়য়' সুখী করেন।

'দেববীতয়ে এই পদটি 'দেব' উপপদ পূর্ব্বক গতি, প্রজনন, কান্তি, অসন, এবং খাদন অর্থের মধ্যে অসনার্থ 'বী' ধাতুর উত্তর ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ে 'দেবগণের বীতি (ভোজন) আছে যে যজ্ঞে' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে বহুব্রীহি সমাস বশতঃ পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "হবিষ্মান্" এই পদটীতে "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রের দ্বারা পর্য্যুদাস হেতু 'হবিষ্' শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয়ের সর্ব্বানুদাত্তত্ব হেতু সেই (উদাত্ত) স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। "আবিবাসতি" এই পদটী, আঙ্ পূর্ব্বক গতি ও গন্ধার্থবিশিষ্ট অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ

অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদাগময়িতুমিচ্ছতীত্যর্থে সন্। আহ্বানেচ্ছা পরিচর্য্যায়াং পর্য্যাবস্যতীতি বিবাসতিশব্দঃ পরিচর্য্যার্থে নিঘণ্টৌ পঠিতঃ। দ্বির্ভাবঃ অভ্যাসস্য হ্রস্বঃ। সন্যতঃ। পা০ ৭।৪,৭৯। ইতীত্বম্। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি প্রতেষেধাৎ তিঙি চোদাত্তবতি। পা০ ৮।১।৭১। ইত্যাঙো নিঘাতঃ। সহসুপা। পা০ ২।১।৪। ইত্যত্র সহেতি যোগবিভাগাদাঙস্তিঙা সহ সমাসে সমাসান্তো-দাত্তত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাস্তোদাত্তত্বম্। তস্মৈ। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি সম্প্রদানে চতুর্থী॥ (১ম—১অ—১২সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (১১৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে অগ্নিদেবের একটী নূতন বিশেষণ দেখিলাম। তিনি 'পাবক' অর্থাৎ পবিত্রকারক। লৌকিক ও অলৌকিক দ্বিবিধ ভাবেই এ বিশেষণের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কাঞ্চন, অগ্নিসংযোগে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে; সংসারের ক্লেদরাশি, অগ্নি-মধ্যে পড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অগ্নি যে পাবক, প্রত্যক্ষতঃ এ দৃশ্য দেখিতে পাই। জ্বলন্ত অগ্নিপক্ষে উপমার মধ্যে এই যে ভাব প্রকটিত, পক্ষান্তরে আবার, অগ্নি যে পাবক, তাঁহার সে অলৌকিকত্ব, আপনার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। হৃদয়ে যেই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, অমনই সকল ক্লেদরাশি

'বা' ধাতুর উত্তর "আগমন করাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছে" এই বাক্যে সন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। আহ্বানের ইচ্ছা পরিচর্য্যায় পর্য্যবসিত হয়; অতএব নিরুক্তনিঘণ্টু শাস্ত্রে, বিবাসতি শব্দ পরিচর্য্যাতে পঠিত হইয়াছে। অভ্যাসের (দিত্বের) হ্রস্ব এবং "সন্যতঃ" (পা০ ৭,৪।৭৯) এই সূত্রের দ্বারা ইত্ব হইয়াছে। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্" এই সূত্রের দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্রানুসারে নিষেধ থাকায় "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রের দ্বারা নিঘাতস্বর হইতে পারে নাই। "তিঙিচোদাত্তবতি" (পা০ ৮।১।৭১) এই সূত্রের দ্বারা আঙের নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "সহসুপা" (পা০ ২।১।৪) এই সূত্রের দ্বারা 'সহ' এই যোগবিভাগহেতু তিঙের সহিত আঙের সমাসে, অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" এই সূত্রের দ্বারা উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ক্রিয়াগ্রহণ কর্ত্তব্য" এই নিয়মাধীন অর্থাৎ 'মৃড়য়' এই ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়া 'তস্মৈ' এই পদের অন্বয় হইয়াছে বলিয়া "তস্মৈ" পদটীতে সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে॥ ৯॥

* * *

ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, অমনই কষিত-কাঞ্চনের দ্যুতি প্রকাশ পাইবে। এই জন্যই অগ্নিকে 'পাবক' বলা হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির বিকাশে অজ্ঞান-আঁধার দুরীভূত হয়। জ্ঞানাগ্নির জ্বলনে পাপতাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানাগ্নির উদয়ে নিষ্কলঙ্ক মানুষ শশীর ন্যায় প্রকাশ পায়। তাই অগ্নির নাম—পাবক। যিনি হবিষ্মান্, ভগবৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ, অগ্নির পাবকত্ব তাঁহাতেই বিকাশমান্। পবিত্রকারক অগ্নি তাঁহাকেই পবিত্র নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক করেন অর্থাৎ তাঁহাকেই সুখশান্তি দান করিয়া থাকেন। জ্ঞানই এখানে অগ্নি-নামের দ্যোতক। জ্ঞানের অনুসরণে জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলেই সকল দুঃখ দুরীভূত হয়, আলোক সাহায্যে আলোক লাভ হইলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—১অ—১২সূ—৯ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

পবমানেষ্টাবগ্নেঃ পাবকস্যানুবাক্যা স নঃ পাবকদীদিব ইতি পৌর্ণমাসেনেষ্টিপশুসোমা উপদিষ্টা ইতি খণ্ডে সূত্রিতম্। স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে পাবক রোচিষা। আ০ ২।১। ইতি। তামেতামনুবাক্যাং সূক্তগতাং দশমীমৃচমাহ।

* * *

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহাবহ।
উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥ ১০ ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'পবমান' অভিধেয় ইষ্টিকর্ম্মে পাবকাখ্য অগ্নিদেবের অনুবাক্যারূপে "স নঃ পাবক দীদিবঃ" ইত্যাদি ঋকের বিনিয়োগ আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "পৌর্ণমাসেনেষ্টি পশুসোমাঃ উপদিষ্টাঃ" এই খণ্ডে "স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে পাবক রোচিষা"—এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই পাবকাখ্য অগ্নিদেবের অনুবাক্যার সূক্তান্তর্গত দশমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

পদ-পাঠঃ।

সঃ। নঃ। পাবক। দীদিঽবঃ। অগ্নে। দেবান্। ইহ। আ। বহ।
উপ। যজ্ঞম্। হবিঃ। চ। নঃ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (পবিত্রকারিন, পাপনাশক) 'দীদিবঃ' (দীপ্যমান, স্বপ্রকাশ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তরূপগুণযুক্তস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইহ' (যজ্ঞভূমৌ, হৃদ্দেশে, কর্ম্মণি বা) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'আবহ' (আনয়); ততঃ 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'হবিঃ চ' (আহুতিপ্রদত্তং দ্রব্যসম্ভারং চ) 'আবহ' (দেবান প্রাপয়)। অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সকলানি হবীংষি চ সত্ত্বসমন্বিতানি দেবত্বমন্তিতানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—২সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারী (পাপনাশক) দীপ্যমান্ (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণযুক্ত সেই আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞক্ষেত্রে (হৃদ্দেশে বা কর্ম্মে) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সকল দেবতাকে আনয়ন করুন; এবং আমাদিগের যাগাদি সৎকর্ম্মকে এবং আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যজাতকে দেবগণকে প্রাপ্ত করুন; অর্থাৎ, আমাদিগের সকল কর্ম্ম সকল উপহার সত্ত্বসমন্বিত দেবত্বমণ্ডিত হউক। (১ম—১অ—১২সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে দীদিবো দীপ্যমান পাবক শোধকাগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থমিহ দেবযজনদেশে দেবানাবহ। ততো নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং তত্রত্য হবিশ্চোপ দেবসমীপে প্রাপয়েতি শেষঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দীদিবঃ' হে দীপ্তিশীল 'পাবক' শোধক 'অগ্নে' অগ্নিদেব! 'সঃ' সেই আপনি, 'নঃ' আমাদিগের নিমিত্ত 'ইহ' এই দেবার্চ্চন-স্থানে 'দেবান্' দেবতাসমূহকে 'আবহ' আবাহন করুন। অনন্তর 'নঃ' আমাদিগের 'যজ্ঞং' যজ্ঞ, এবং 'হবিঃ চ' সেই যজ্ঞসম্বন্ধীয় হবিঃ 'আবহ' দেবগণের নিকট প্রাপ্ত করান্। (অর্থাৎ দেবগণ যাহাতে আমাদিগের এই যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়েন, আপনি তাহার উপায় করুন।

দীদিবঃ। দিবুক্রীড়াদৌ। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি বর্ত্তমানে লিট্। ক্বসুঃ দ্বির্ভাবো হলাদিশেষঃ। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্যেত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বম্। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদ্বসোরিট্প্রতিষেধঃ। উত্তরবকারস্য লোপোব্যোর্ব্বলীতি লোপঃ। ক্বসুঃ। কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। সংবুদ্ধাবুগিদচামিতি নুম্। হলঙ্যাদিলোপঃ। সংযোগান্তলোপঃ নকারস্য তু মতুবসোরিতি রুত্বম্। বিসর্গম্। অগ্নে। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। দেবান্ ইহেত্যত্র দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি রুত্বং বিসর্গঃ অগ্নে পাদাদিত্বান্ন নিঘাত দেবান্ ইহত্যত্র দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি রুত্বম্। আতোঽটি নিত্যমিত্যাকারস্যানুনাসিকঃ। ভোভগো অঘো অপূর্ব্বস্য যোঽশীতি বোর্যকারঃ। লোপঃ শাকল্যস্যেতি যকারলোপঃ। তস্যাসিদ্ধত্বাদ্গুণো ন ভবতি। ইহ। ইদমোহ ইতি সপ্তম্যন্তাদ্ধপ্রত্যয়ঃ। ইদমইশ্। তদ্ধিতান্তত্বাৎ প্রাতিপদিকত্বে সুপো ধাতু প্রাতিপদিকত্বে। পা০ ২।৪।৭১। ইতি সপ্তম্যালুক্। তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ। পা০ ১।১।৬৮। সংজ্ঞায়াং অব্যয়দাপ্ সুপঃ। পা০ ২।৪.৮২। ইত্যুত্তরস্যাঃ সপ্তম্যালুক্। অকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ॥ (১ম—১অ—১২সূ—১০ঋ)॥

* * *

"দীদিবঃ" এই পদটী ক্রীড়াদি অর্থবিশিষ্ট দিবু (দিব) ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" এই সূত্রানুসারে বর্ত্তমানে লিট্ ও তাহার স্থানে 'ক্বসু' (বস্) আদেশ করিয়া দিত্ব হইয়াছে। তৎপর হলাদিশেষ এবং "তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য" এই সূত্রের দ্বারা দ্বিত্ব-বর্ণের ই-কারের দীর্ঘত্ব। "বস্বেকাজাদ্ঘসাং" এই নিয়মে এস্থলে বসুর ইট্ আগম নিষেধ হইয়া "লোপোব্যোর্ব্বলি" এই সূত্রের দ্বারা পরবর্ত্তী বকারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'ক্বসু' প্রত্যয়ের কিত্বহেতু অর্থাৎ ক্ ইৎ যায় বলিয়া গুণের অভাব হইয়াছে "উগিদচাং" সূত্রের দ্বারা সম্বুদ্ধিবিষয়ে নুম্ (ন) আগম এবং "হল্ঙি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্বুদ্ধির লোপ। সংযোগান্ত বর্ণের (বন্স্ এর স্ এর) লোপ হওয়ায় "মতুবসোসম্বুদ্ধে ছন্দসি" এই সূত্রের দ্বারা ন-কারের স্থানে রুত্ব ও বিসর্গ হইয়াছে। "অগ্নে" এই পদ পাদের আদিতে আছে বলিয়া ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "দেবান্ ইহ" এস্থলে "দীর্ঘাদটী সমানপাদে" এই সূত্রের দ্বারা (ন-কারের রুত্ব) বিসর্গ হইয়াছে। "আতোঽটিনিত্যং" এই সূত্রের দ্বারা আকারের অনুনাসিকত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। "ভোভগো অঘো অপূর্ব্বস্য যোঽশি" এই সূত্র দ্বারা 'রু' এর স্থানে 'য' কার হইলে লোপ। "শাকলস্য" এই সূত্রের দ্বারা (উক্ত) য-কারের লোপ হয়। কিন্তু সেই য-কারের লোপের অসিদ্ধবত্বহেতু অর্থাৎ লোপ হয় না বলিয়া গুণ (আকারে ইকারে একার) হয় নাই। "ইহ" এই পদটী, ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা "ইদমোহঃ" সূত্রানুসারে 'হ' প্রত্যয় করিয়া "ইদম ইশ্" সূত্র দ্বারা 'ইদম্' শব্দের স্থানে ইশ্ (ই) আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদ্ধিতান্ত বলিয়া প্রাতিপদিকত্ব হইলে "সুপো ধাতু প্রাতিপদিকয়োঃ" (পা০ ২.৪।৭১) সূত্রের দ্বারা সপ্তমীর লোপ হইয়াছে। "তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ" (পা০ ১ ১।৬৮) এধ সূত্রের দ্বারা অব্যয়-সংজ্ঞা হইলে "অব্যয়াদাপ সুপঃ" (পা০ ১।৪।৮২) এই সূত্রের দ্বারা পরবর্ত্তী সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে। এস্থলে অ-কার প্রত্যয়স্বর বলিয়া উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১২সূ—১০ঋ)॥

* * *

দশম (১২০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে দ্বিবিধ সদ্ভাব প্রকাশমান্। লৌকিক যজ্ঞ পক্ষে, যজ্ঞে সর্ব্বদেবগণকে আনয়নের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই দেবগণের নিকট হবিরাদি পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ প্রকাশ পাইতেছে। আধ্যাত্মিক যজ্ঞ পক্ষে, হৃদয়ে দীপ্তিদানাদিগুণোপেত দেবভাবের যেন বিকাশ হয়, ঋকে সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। হবিরাদি আহুতিপ্রদত্ত দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা-নিবন্ধন হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমুহ ভগবৎ-কার্য্যে যেন বিনিযুক্ত হয়, তাঁহার সান্নিধ্যে যেন পৌঁছিতে পারে,—এই ভাব, এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। আমাদিগের যজ্ঞকে দেবগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, যজ্ঞের হবিরাদি উপহার তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হউক,—এবংবিধ ভক্তির লক্ষ্য কি? লক্ষ্য—এমন যজ্ঞ যেন করিতে পারি, এমন বিশুদ্ধ উপহার যেন দিতে পারি, যে যজ্ঞ—যে উপহার দেবগণের নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্ম, সৎপ্রসঙ্গ, সদনুষ্ঠান জীবনের ব্রত হউক, যজ্ঞ-রূপে তাহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হউক—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা। জ্ঞানের সাহায্যেই তাহা সুসাধ্য ও সম্ভবপর। তাই অগ্নি-সম্বোধনে এখানে জ্ঞানদেবতার সম্বোধনই দ্যোতিত হয়। (১ম—১অ—১২সূ—১০ঋ)॥

* * *

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশং সূক্তম্। একাদশী ঋক্।)

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা।

রয়িং বীরবতীমিষম্॥ ১১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সঃ। নঃ। স্তবানঃ। আ। ভর। গায়ত্রেণ। নবীয়সা।

রয়িম্। বীরঽবতীম্। ইষম্॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব। 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তগুণোপেতস্ত্বং) 'নবীয়সা' (চিরনূতনেন) 'গায়ত্রেণ' (গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্তেন স্তবেন, বেদমন্ত্রেণ) 'স্তবানঃ' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (পরমার্থরূপং পারলৌকিকং ধনং) 'বীরবতীং ইষং' (বীর্য্যশালিপুত্রপৌত্রাদিযুতং অন্নং, ইহলৌকিকং ঐশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ) 'আভর' (প্রাপয়, দেহীতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনাকারী ইহলৌকিকং পারলৌকিকং চ উভয়বিধং ধনং যাচন্তে—ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১২সূ—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পূর্ব্বোক্তগুণোপেত সেই আপনি চিরনূতন বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত (আরাধিত) হইয়া, আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ পারলৌকিক ধন এবং বীর্য্যশালিপুত্রপৌত্রাদিযুত ইহলৌকিক ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনাকারী ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ ধন যাচ্ঞা করিতেছেন—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—১অ—১২সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে নবীয়সা নবতরেণ পূর্ব্বৈরপ্যসম্পাদিতেন গায়ত্রেণ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেনানেন সূক্তেন স্তবানঃ স্তূয়মানঃ স ত্বং নোঽস্মদর্থং রয়িং ধনং বীরবতীং শূরপুত্রপ্রভৃত্যপত্যযুক্তামিষমন্নং চাভর। সম্পাদয়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! 'নবীয়সা' অতি নূতন অর্থাৎ পূর্ব্বতন ঋত্বিক্-সমূহ কর্ত্তৃক অসম্পাদিত 'গায়ত্রেণ' গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্তের দ্বারা 'স্তবানঃ' স্তূয়মান 'সঃ' সেই আপনি, 'নঃ' আমাদিগের নিমিত্ত 'রয়িঃ' ধনযুক্ত এবং 'বীরবতীং ইষং' বলবান পুত্রাদি অপত্যবিশিষ্ট অন্ন 'আভর' সম্পাদন করুন।

স্তবানঃ। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। স্বরিতঞিত ইত্যাত্মনেপদম্। লটঃ শানচ্। কর্ত্তরি শপ্। বহুলং ছন্দসীতি লুগভাবঃ। গুণাবাদেশৌ। আনেমুক্। পা০ ৬।২।৮। ইতি মুগ্ ন ভবতি। অনিত্যমাগমশাসনমিত্যাগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বম্। শানচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তস্যাতুপদেশাচ্ছপঃ পরত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বম্। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। ভর। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বম্। গায়ত্রেণ। গায়ত্র্যাঃ সম্বন্ধি গায়ত্রম্। তস্যেদমিত্যণ্। প্রত্যয়স্বরঃ। নবীয়সা। নবশব্দাদাতিশায়নিক ঈয়সুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বীরবতীং মতুপ্ ঙীপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বম্। অকারঃ প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তঃ॥ (১ম—১২সূ—১১ঋ)॥

* * *

একাদশ (১২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'নবীয়সা' শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ বেদের পৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদন-পক্ষে প্রযত্নপর হন। তাঁহারা বলেন,—'এই দেখ, 'নবীয়সা' শব্দ রহিয়াছে, উহার অর্থ 'নূতন-রচিত' মন্ত্র।' কিন্তু

"স্তবান" এই পদটীতে, স্তুত্যর্থ ষ্টুঞ্ (ষ্টু) ধাতুর উত্তর "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে স-কার করিয়া "স্বরিতঞিতঃ" এই সূত্রের দ্বারা আত্মনেপদে লট্‌বিভক্তির স্থানে শানচ্ (আন) হইয়াছে। কর্ত্তৃবাচ্যে (শপ্) প্রত্যয়ে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রের দ্বারা উক্ত 'শপ্' প্রত্যয়ের লোপাভাব হইয়া গুণ এবং 'অব্' আদেশ হইয়াছে। "অনিত্যমাগমশাসনং" এই নিয়মানুসারে আগম ও অনুশাসনের অনিত্যত্ব হেতু "আনেমুক্" (পা০ ৭।২।৮২) এই সূত্র দ্বারা মুক্ (ম) আগম হয় নাই। 'শপ্' এর পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং শানচ্ প্রত্যয়ের চিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর প্রাপ্তিতে (শপ্) প্রত্যয়ের অতুপদেশপ্রযুক্ত পরবর্ত্তী বলিয়া সার্ব্বধাতুক ল-কারের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। (ভর) এই পদটী হৃ ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যমপুরুষের একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" এই সূত্রের দ্বারা হ-কারের স্থানে 'ভ'-কার হইয়াছে। "গায়ত্রেণ" এই পদটি, গায়ত্রীর সম্বন্ধি' এই অর্থে "তস্যেদং" এই সূত্রের দ্বারা 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "নবীয়সা" এই পদটি, 'নব' শব্দের উত্তর অতিশয় অর্থে 'ঈয়সুন্', 'ঈয়স্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বীরবতীং" এই পদটীতে 'মতুপ' ও 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং অ-কারটি প্রাতিপদিকস্বর বলিয়া উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১২সূ—১১ঋ)॥

* * *

বাস্তব-পক্ষে রচনার কথা উহাতে কিছুই নাই। 'নবীয়সা' শব্দে 'চিরনূতন' ভাবই ব্যক্ত হইয়া থাকে। নিত্য-সত্য বেদমন্ত্র যে চিরনূতন, তাহাতে কি আর সংশয় আছে? যে কালে যিনি যে ভাবে বেদ-মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখনই উহার অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তখনই মন্ত্রনিহিত এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। অতীত অনাগত বর্ত্তমান—ত্রিকালেই উহার নূতনত্ব। তাই বলা হইয়াছে —'নবীয়সা' অর্থাৎ 'চিরনূতনেন স্তোত্রেণ।'

তার পর, 'রয়িং' ও 'ইষং' পদদ্বয়কে কদাচ একার্থক বলিয়া মনে করা যায় না। 'রয়িং' পদের অর্থ যে জ্ঞান-রূপ ধন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই (অষ্টম সূক্তের প্রথম ঋকে) প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'ইষং' পদে 'অন্নাদি সম্পত্তি' অর্থ উপলব্ধ হয়। সুতরাং এখানে এ ঋকে পার্থিব ও অপার্থিব উভয়বিধ ধনেরই প্রার্থনা করা হইয়াছে বুঝা যায়। সংসারীর আবশ্যক ইহলৌকিক ধনপুত্রাদির যেমন প্রার্থনা আছে, পারলৌকিক মঙ্গলাস্পদ জ্ঞান-রূপ ধনেরও সেইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে অগ্নিদেব! চিরনূতন স্তোত্রে যে তোমার স্তব করিতেছি, তাহার ফলে আমার ঐহিক ঐশ্বর্য্য (পুত্র-বিত্ত-সম্পত্তি) এবং পারত্রিক ধন (মোক্ষ) প্রদান কর।' ইহাই ঋকের মর্ম্মার্থ। (১ম—১অ—১২সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। দ্বাদশং সূক্তম্। দ্বাদশী ঋক্।)

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিঃ।
ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ॥ ১২॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অগ্নে। শুক্রেণ। শোচিষা। বিশ্বাভিঃ। দেবহূতিহভিঃ।

ইমম্। স্তোমম্। জুষস্ব। নঃ॥ ১২॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'শুক্রেণ' (শুভ্রেণ, নির্ম্মলেন) 'শোচিষা' (তেজসা, বিভূত্যা—অস্মান্ উদ্বোধ্য ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ) 'দেবহুতিভিঃ' (সর্ব্বৈর্দ্দেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ সন্তুষ্টঃ সন, দেবভাবপরিবৃদ্ধিকারকৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ মিলিত্বা ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (এতৎ) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, পূজাং) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বদীয় বিশুদ্ধয়া বিভূত্যা অস্মান্ আরাধনাপরায়ণান্ কৃত্বা ইমং স্তোমং গৃহাণ। (১ম—১অ—১২সূ—১২ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার সুবিমল জ্যোতির অর্থাৎ বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দেবভাব-পরিবৃদ্ধি-সাধক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া, এই স্তোত্র বা স্তব পূজা গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার বিশুদ্ধা বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে আপনার আরাধনাপরায়ণ করিয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন।) (১ম—১অ—১২সূ—১২ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা ত্বদীয়শ্বেতবর্ণদীপ্ত্যা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিস্ত্বৎকৃতসর্ব্বদেবতাহ্বান-সাধনস্তোত্রৈশ্চ যুক্তস্ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং স্তোমং স্তোত্রবিশেষং জুষস্ব সেবস্ব।

বিশ্বশব্দো বিশেঃ কনন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দেবহূতিভিঃ। দেবশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নিদেব! 'শুক্রেণ' ভবদীয় শ্বেতবর্ণ 'শোচিষা' দীপ্তির দ্বারা এবং 'বিশ্বাভিঃ দেবহূতিভিঃ' ত্বৎকৃত সকল দেবতার আহ্বান-সাধক স্তোত্র-সমূহের দ্বারা যুক্ত হইয়া আপনি 'নঃ' আমাদিগের 'ইমং' এই 'স্তোমং' স্তোত্র-বিশেষ 'জুষস্ব' সেবা করুন।

"বিশ্ব" শব্দটি বিশ্‌ ধাতুর উত্তর 'কন্'প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'কন্'-প্রত্যয়ের নিৎহেতু উদাত্ত হইয়াছে। "দেবহূতিভিঃ"। এস্থলে "দেব" শব্দটি দিব্‌ ধাতু

চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। দেবানাং হূতয় আহ্বানান্যাসু স্তুতিষ্বিতি দেবহূতয়ঃ স্তুতয়ঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। স্তূয়তেঽনেনেতি স্তোমঃ। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥১২॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ ॥ ১।১।১২ ॥

* * *

দ্বাদশ (১১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মধ্যে দুইটী বড় উচ্চভাব প্রস্ফুট দেখি। প্রথম, তাঁহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ বা বিভূতি ; দ্বিতীয়, সর্ব্বদেবাহ্বানসাধন স্তোত্র।

আমার স্তুতি বা আমার পূজা যে তিনি গ্রহণ করিবেন, সে স্পর্দ্ধা করিবার ক্ষমতা, আমার কি আছে ? যদি তিনি সে পূজা গ্রহণ করেন, সে তাঁহার বিভূতি বা অনুগ্রহের লক্ষণ মাত্র। তাঁহার সুবিমল আলোকে—জ্যোতির্ম্মধ্যে প্রতিভাত প্রতিবিম্বিত হয়—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-নিবহ। সৎকর্ম্মের সুফল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা তখন আপনিই প্রকট হইয়া পড়ে। সৎস্বরূপ ভগবান—সৎকর্ম্মে পরিতুষ্ট হন। সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবুদ্ধ হইয়া, সজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে—ভগবানের করুণাধারা স্বতঃ-বিগলিত হয়। সদ্ভাবে, সদ্ভাবের নিয়ন্তা সৎস্বরূপ সেই ভগবান তাহাতে আপনিই অনুগ্রহপরায়ণ হন। তার পর, সর্ব্বদেব-আহ্বানকারী যে স্তোত্র, সে তো তাঁহারই—ভগবানেরই নিশ্বাস-নিঃসৃত ! তাঁহারই প্রকাশরূপ ভিন্ন সে তো আর অন্য কিছুই নহে ! সুতরাং তাঁহারই স্তোত্র-মন্ত্রে তিনি তুষ্ট না হইবেন কেন ? একে তিনি স্বতঃ অনুগ্রহপরায়ণ ; তাহার উপর, তাঁহারই স্তোত্রে, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে, তাহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিলে তাঁহার তুষ্টি-সাধনে সমর্থ না হইব কেন ?

পচাদি বলিয়া, 'অচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। 'অচ্' প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু অর্থাৎ 'চ' লোপ হয় বলিয়া ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দেবগণের আহ্বান-সকল এই স্তুতি-সমূহে আছে,' এই প্রকার অর্থে 'দেবহূত' শব্দে স্তুতি-সমূহকে বুঝাইতেছে। এস্থলে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। স্তব করা যায় ইহার দ্বারা,—এইরূপ অর্থে 'স্তু' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্তু" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'মন্' প্রত্যয় করিয়া "স্তোমঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'মন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু (অর্থাৎ ন-কারের লোপ হয় বলিয়া) ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১২সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত।

ভগবান্ করুণাময়; তিনি করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া আছেন; তুমি সামান্য আয়াস স্বীকার করিলেই নির্ঝরের স্বতঃনিঃসৃত সে অমৃত-ধারা পান করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহারই স্তোত্র তাঁহারই পথ দেখাইয়া দিবে। ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—১অ—১২সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

সুসমিদ্ধ ইত্যাদিকং দ্বাদশর্চ্চং দ্বিতীয়মাপ্রীসূক্তম্। তস্য কাণ্বোমেধাতিথির্ঋষিঃ। গায়ত্রং ছন্দঃ। প্রত্যৃচং প্রতীয়মানাঃ সুসমিদ্ধতনূনপাদাদিকা দ্বাদশদেবতাঃ। তথাচানুক্রমণিকায়ামৃক্-সংখ্যামৃষিং ছন্দশ্চানুবৃত্তিবলাৎ সিদ্ধবৎ কৃত্য দেবতা উদাহৃতাঃ। সুসমিদ্ধ ইতীধ্মঃ সমিদ্ধো বাগ্নিস্তনূনপান্নরাশংস ইড়ো বর্হির্দ্দেবীর্দ্বার উষাসানক্তা দৈব্যৌ হোতারৌ প্রচেতসৌ তিস্রো দেব্যঃ সরস্বতীড়াভারত্যস্ত্বষ্টাবনস্পতিস্স্বাহাকৃতয় ইতি প্রত্যৃচং দেবতা। এতদাপ্রীসূক্তমিতি। বিনিয়োগস্তু পশৌ সুসমিদ্ধো ন আবহেতি কাণ্বমাপ্রীসূক্তম্। একাদশপ্রযাজা ইতি খণ্ডে সূত্রিতম্। সমিদ্ধো অগ্নেতি সর্ব্বেষাং যথার্ষি বা। আ০ ৩।২। ইতি। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

* * *

সায়ণচার্য্যকৃত ত্রয়োদশ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"সুসমিদ্ধঃ" ইত্যাদি বারটী ঋক্ বিশিষ্ট সূক্ত দ্বিতীয় 'আপ্রীসূক্ত নামে অভিহিত। ইহার ঋষি—কাণ্ব-মেধাতিথি, ছন্দঃ—গায়ত্রী। এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের দেবতা—সুসমিদ্ধ, তনূনপাৎ প্রভৃতি দ্বাদশ। সেইরূপ অনুক্রমণিকাতেও ঋক্‌সংখ্যা, ঋষি এবং ছন্দঃ অনুবৃত্তি বলে সিদ্ধবৎ করিয়া দেবতা উদাহৃত হইয়াছে। যথা—'সুসমিদ্ধ' অর্থাৎ মন্ত্রপূত হইয়া সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি অথবা সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি (১)। 'তনূনপাৎ' নামক অগ্নি (২)। নরাশংস নামক অগ্নি (৩)। 'ইড়' নামক অগ্নি (৪)। 'বর্হি' নামক অগ্নি (৫)। 'দেবী-মূর্ত্তিধারী অগ্নি (৬)। 'দ্বার' নামক অগ্নি (৭)। 'উষাসানক্তা' নামক অগ্নি (৮)। দৈব্য, হোতা ও প্রচেতা নামক অগ্নি (৯)। সরস্বতী, ইড়া ও ভারতী নামক অগ্নি (১০)। ত্বষ্টৃ নামক অগ্নি (১১)। বনস্পতি সাহাকৃতি নামক অগ্নি (১২)। ইহাই দ্বাদশ দেবতা। ইহাকেই আপ্রী সূক্ত কহে। ইহার বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে যে, পশুযাগে "সুসমিদ্ধো ন আবহ" এই কাণ্ব আপ্রীসূক্তটী বিনিযুক্ত করিতে হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "একাদশ প্রযাজাঃ" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে, যথা—"সমিদ্ধো অগ্নেতি সর্ব্বেষাং যথার্ষি বা" (আ০ ৩।২) ইতি। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্থোঽনুবাকঃ। ত্রয়োদশং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্ব্বিংশঃ পঞ্চবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

⁂

ত্রয়োদশং সূক্তম্।

ঋগ্বেদের এই ত্রয়োদশ সূক্তকে 'তৃতীয় আগ্নেয় সূক্ত' নামে অভিহিত করা যায়। অপিচ, এই সূক্তটী "আপ্রীসূক্ত" নামেও প্রখ্যাত। 'আ' সর্ব্বতোভাবে 'প্রী' দেবগণের প্রীতি-সম্পাদন করে বলিয়া এই সূক্তের নাম—'আপ্রীসূক্ত'। পশুযজ্ঞে এই সূক্তের বিনিয়োগ-বিধি বিহিত হয়; এবং বিভিন্ন গোত্রের যাজ্ঞিকের জন্য বিভিন্ন 'আপ্রীসূক্ত' প্রবর্ত্তিত ছিল জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদের দশটী মণ্ডলের মধ্যে (চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম ভিন্ন) সাতটি মণ্ডলের দশটী আপ্রীসূক্ত আছে। প্রথম মণ্ডলের ১৩শ, ১৪২ম ও ১৮৮ম সূক্তত্রয় আপ্রীসূক্ত; দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩য় সূক্ত, তৃতীয় মণ্ডলের ৪র্থ সূক্ত, পঞ্চম মণ্ডলের ৫ম সূক্ত, সপ্তম মণ্ডলের ২য় সূক্ত, নবম মণ্ডলের ৫ম সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৭০ম ও ১১০ম সূক্তদ্বয় আপ্রীসূক্ত। যথাস্থানে তৎসমুদায়ের বিবরণ কথিত হইবে।

এই ত্রয়োদশ সূক্তের (তৃতীয় আগ্নেয়-সূক্তের) বিশেষত্ব এই যে,—এই সূক্তের দ্বাদশটি ঋকে অগ্নিদেব দ্বাদশ নামে পরিচিত হইয়াছেন; তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন দ্যুতি প্রকাশ করিয়াছে। এই সূক্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, বিভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান্ হইলেও, নাম-রূপের যিনি অধিষ্ঠানভূত, তিনি অভিন্নভাবেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। সর্ব্বরূপে সকলের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিবার জন্য প্রযত্নপর হও,—এই উপদেশ যেন প্রতি ঋকেই দেদীপ্যমান্ দেখি।

⁂

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে ত্রয়োদশং সূক্তম্। ঋষি কণ্বপুত্রো
মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দেবতা। তস্য
আপ্রীসূক্তস্য পশুযাগে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

সু॑সমিদ্ধো ন॒ আ॑বহ দে॒বাঁ অ॑গ্নে হ॒বিষ্ম॑তে।
হোত॑ঃ পাব॒ক যক্ষি॑ চ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সু॑ঽসমিদ্ধঃ। ন॒ঃ। আ। ব॒হ॒। দে॒বান্। অ॒গ্নে॒। হ॒বিষ্ম॑তে।
হোত॒রিতি॑। পা॒ব॒ক॒। যক্ষি॑। চ॒ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতঃ' (কর্ম্মসিদ্ধিকারক, দেবভাবানাং আহ্বারক) 'পাবক' (পবিত্রকারক, পাপনাশক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সুসমিদ্ধঃ' (সম্যগ্দীপ্তঃ, স্বপ্রকাশস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'আবহ' (প্রাপয়) ; 'চ' (এবং) 'হবিষ্মতে' (যাজ্ঞিকায়, কর্ম্মকারিণে মদর্থং) 'যক্ষি' (কর্ম্মসম্পাদনং কুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানসহযুতানি ভবন্তু; যেন বয়ং দেবত্বমণ্ডিতা ভবামস্তৎ বিধেহি। (১ম—১অ—১৩সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মসিদ্ধিকারক (দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী) পাপনাশক হে জ্ঞানদেব! স্বপ্রকাশ আপনি, আমাদিগকে দীপ্তিদানাদিগুণযুত সকল দেবভাব প্রদান করুন; এবং কর্ম্মকারী আমার জন্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়া দিউন। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মসমূহ জ্ঞানসহযুক্ত হউক; আর যেন আমরা দেবত্বমণ্ডিত হই, তাহাই বিহিত করুন।) (১ম—১৩সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে সুসমিদ্ধোনামকস্ত্বং নোঽস্মদীয়ায় হবিষ্মতে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং দেবানাবহ। হে পাবক শোধক হোতর্হোমনিষ্পাদকাগ্নে যক্ষি চ। যজ চ।

সুসমিদ্ধঃ। সমঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন গতিসংজ্ঞকত্বাৎ প্রাদিসমাসঃ। শোভনবাচিনঃ সুশব্দস্য তু বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্। পা০ ২।১।৫৭। ইতি সমিদ্ধপদেন কর্ম্মধারয়সমাসঃ। সুশব্দঃ প্রাতিপদিকস্বরেণোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়ে নিষ্ঠা। পা০ ৬।২।৪৬। ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। ক্রিয়াবিশেষণত্বে হি সুশব্দস্য গতিত্বাৎ প্রাদিসমাসে গতিরনন্তর ইতি সমো যদুদাত্তত্বং তদেব কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স্থাস্যতীতি সুশব্দোঽনুদাত্তঃ স্যাৎ। দেবান্ অগ্নে। পূর্ব্ববদ্রুত্বানুনাসিকে। হবিষ্মতে। হবিরস্যাস্তীতি মতুপ্। তসৌ মত্বর্থে। পা০ ১।৪।১৯। ইতি ভত্বেন পদত্বস্য বাধিতত্বান্ন রুত্বম্। হোতঃ পাবকশব্দয়োরামন্ত্রিতয়োঃ পৃথক্পৃথগেব ক্রিয়ান্বয়ে পরস্পরমসামর্থ্যাৎ পরাঙ্গবদ্ভাবান্ন তন্নিবন্ধনমৈকস্বর্য্যম্। ন চ দ্বিতীয়স্যামন্ত্রিতস্যাষ্টমিকনিঘাতেনৈকস্বর্য্যম্ আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানবত্বেন পদাৎ পরত্বাভাবাৎ পাদাদিত্বাচ্চ পরস্পর-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নিদেব। 'সুসমিদ্ধস্ত্বং' সুসমিদ্ধ আপনি, 'নঃ' অস্মদীয় 'হবিষ্মতে' হবির্যুক্ত যজমানের নিমিত্ত (অর্থাৎ সেই যজমানকে অনুগ্রহ করিবার জন্য) 'দেবান্' দেবগণকে (এই যজ্ঞকর্ম্মে) 'আবহ' আহ্বান করুন। হে 'পাবক' শোধনকারিন্ 'হোতঃ' হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেব আপনি 'যক্ষি চ' যজন করুন।

"সুসমিদ্ধঃ"—এস্থলে 'সম্' উপসর্গটী, 'ইদ্ধঃ' ক্রিয়ার বিশেষণহেতু গতিসংজ্ঞক হইয়াছে। সেই জন্য প্রাদিসমাস হইয়াছে এবং শোভন-বাচক সু-শব্দটির "বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্" (পা০ ২।১।৫৭) এই সূত্রের দ্বারা 'সমিদ্ধঃ' পদের সহিত কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। 'সু' শব্দটীর প্রাতিপদিক স্বর বলিয়া অন্তঃস্বর উদাত্ত। "কর্ম্মধারয়েনিষ্ঠা" (পা০ ৬.২।৪৬) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। যদ্যপি 'সু' শব্দ 'সমিদ্ধ' এই বিশেষ্যপদের বিশেষণ না হইয়া ক্রিয়ার বিশেষণ হইত, তাহা হইলে গতিকারকপ্রযুক্ত প্রাদিসমাস হয় বলিয়া "গতিরনন্তরঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'সম্' এর যে উদাত্ত হয়, তাহাই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরবর্ত্তী পদে প্রকৃতিস্বরবশতঃ থাকিবে। অতএব 'সু' শব্দ অনুদাত্তই হইবে। "দেবাং অগ্নে" এস্থলে পূর্ব্ববৎ রুত্ব এবং অনুনাসিক হইয়াছে। "হবিষ্মতে" এই পদটী, "হবিঃ ইহার আছে" এই অর্থে 'মতুপ্' (মৎ) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তসৌ মত্বর্থে" (পা০ ১।৪।১৯) এই সূত্রের দ্বারা ভ-সংজ্ঞা-বশতঃ পদ-সংজ্ঞা বাধিত হইয়াছে বলিয়া রুত্ব (বিসর্গ) হয় নাই। "হোতঃ পাবক" এই আমন্ত্রিত (সম্বোধনান্ত) পদদ্বয়ের পৃথক-পৃথক ভাবে ক্রিয়াপদের সহিত পরস্পর অন্বয়ের অসামর্থ্যপ্রযুক্ত পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়াছে বলিয়া তন্নিবন্ধন একস্বরত্ব হইল না এবং দ্বিতীয় সম্বোধনান্ত পদের আষ্টমিক নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হেতুও একস্বরত্ব হইতে পারিল না। কারণ, "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু পদের পরবর্ত্তী হয় নাই

সমানাধিকরণেঽপি হোতরিত্যস্য বিশেষণত্বে সমানমেবাবিদ্যমানবত্ত্বম্। অতএবাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ সামর্থ্যেঽপি ন পরাঙ্গবদ্ভাব ইতি নৈকস্বর্য্যসিদ্ধিঃ অতো হোতরিতি বিশেষ্যম্। অতঃ পুনাতীতি পাবক ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধিস্বীকারেণ বিশেষণত্বাদ্ধোতরিতি বিশেষ্যম্। তচ্চ সামান্যবচনমিতি নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে ইত্যবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধাৎ পদাৎ পরত্বাদপাদিত্বাচ্চ দ্বিতীয়ামন্ত্রিতস্যাষ্টমিকনিঘাতেন চ পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি শেষনিঘাতেন বা সর্ব্বানুদাত্তত্বসিদ্ধিঃ। যক্ষি। যজের্লেটিঃ সিপি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ব্রশ্চাদিনা ষত্বম্। ষঢ়োঃ কঃ সীতি কত্বম্। সেহিরাদেশশ্ছান্দসত্বান্ন ভবতি। সিপঃ। পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। ন চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পূর্ব্বস্য পাবকেত্যামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানত্বেন পদাদপরত্বাৎ। অতএব তস্যাব্যবধায়কত্বেন হোতরিত্যপেক্ষ্য ইতি নিঘাতঃ স্যাদিতি চেৎ। ন। যক্ষিপদাপেক্ষয়া হোতরিত্যস্যাপি পূর্ব্বত্বেনাবিদ্যমানবত্ত্বাৎ। ননু নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে ইতি তস্য নিষিদ্ধমবিদ্যমানবত্ত্বম্। ন চ পাবকেত্যামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন সমানাধিকরণপরত্বাভাবঃ। যক্ষিপদস্যৈব হি কার্য্যং প্রতি পাবকপদং পূর্ব্বত্বাদবিদ্যমানবৎ স্যাৎ। হোতঃ পদকার্য্যমবিদ্যমানত্ব-

---

বলিয়া পাদাদিত্ব-নিবন্ধন, পরস্পরের সমানাধিকরণ্য হইলেও 'হোতঃ' এই পদের বিশেষণ হইলে, অবিদ্যমানবদ্ভাব সমানই হইয়া থাকে; অতএব অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু পরস্পর অন্বয়-সামর্থ্য থাকিলেও পরাঙ্গবদ্ভাব হইল না বলিয়া একস্বরত্ব সিদ্ধ হইল না। এই জন্য "হোতঃ" এই পদটী বিশেষ্য হইয়াছে। এই কারণ বশতঃ, 'যিনি পবিত্র করেন' এই প্রকার অর্থে "পাবক" এই পদটি, (পূ-ধাতুর) অবয়বের প্রসিদ্ধি স্বীকার দ্বারা, বিশেষণ বলিয়া "হোতঃ" এই পদটি বিশেষ্যই হইয়াছে। সেই বিশেষ্য-পদই পুনরায় সামান্যবচন বলিয়া "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ" এই সূত্রের দ্বারা অবিদ্যমানবদ্ভাবের নিষেধ হেতু পদের পর এবং 'অপাদাদিত্ব' প্রযুক্ত দ্বিতীয় সম্বোধন পদের আষ্টমিক নিঘাত (অনুদাত্ত) হেতু পরাঙ্গবদ্ভাব হইলেও শেষস্বর নিঘাত-প্রযুক্ত সকল স্বরেরই অনুদাত্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে। "যক্ষি" এই পদটি, "যজ্" ধাতুর উত্তর লোটের 'সিপ' প্রত্যয়ে, "বহুলং ছন্দসি" সূত্রের দ্বারা 'শপ্' এর লোপ করিয়া 'ব্রশ্চাদি' হেতু ('সিপ্' এর-'স') ষত্ব এবং "ষঢ়োঃ কঃ সি" এই সূত্রের দ্বারা ('যজ' ধাতুর 'জ' এর) ক-ত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত "সি" এর স্থানে 'হি' আদেশ হয় নাই। "সিপ্" প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাত স্বর হইতে পারে নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী 'পাবক' এই আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু পদের পর হয় নাই। অতএব সেই পূর্ব্ববর্ত্তী 'পাবক' পদ, 'হোতঃ' এই পদ অপেক্ষা ব্যবধায়ক হয় নাই বলিয়া তাহার নিঘাতস্বর হউক? না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, "যক্ষি" পদ অপেক্ষা 'হোতঃ' এই পদের পূর্ব্বত্বহেতু অবিদ্যমানবদ্ভাব হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে, "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে" এই সূত্রের দ্বারা 'হোতঃ' পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে; অতএব অনুদাত্ত হউক। পাবক এই আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাবহেতু সমানাধিকরণপরত্বের অভাব হইয়াছে,—ইহাও বলা যায় না; কারণ, "যক্ষি" পদেরই স্বর কার্য্যের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া 'পাবক' পদ অবিদ্যমানবৎ হইবে

প্রতিষেধং প্রতি তু পরত্বাদ্বিদ্যমানবদ্দেবেতি ভবত্যেবেতি। ভবত্যেব হোতরিত্যস্যাবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধঃ। অতস্তস্য বিদ্যমানবত্ত্বাত্তদপেক্ষয়া যক্ষীত্যস্য নিঘাতঃ প্রাপ্নোত্যেব। সত্যম্। অত্র যক্ষীত্যস্য চশব্দপরত্বাচ্চাদিষু চেতি নিঘাতপ্রতিষেধো ভবিষ্যতীত্যদোষঃ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২৩) ঋকের বিশদার্থ।

'আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই, এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন';—পুনঃপুনঃ প্রায় সকল সূক্তেই এইরূপ প্রার্থনা দেখিতে পাই। দেখিয়া মনে হয়,—যেন এই প্রার্থনাই সার প্রার্থনা। যত আকাঙ্ক্ষা বা যত কামনাই হৃদয়ে জাগরূক থাকুক না কেন, সকল আকাঙ্ক্ষার সকল কামনার পরিতৃপ্তি—দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়ায়। যজ্ঞে দেবগণের আগমন অথবা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া,—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নয়,—দেবভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা দেবগুণে গুণান্বিত হওয়া? 'আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই'—এইরূপ প্রার্থনায়, 'আমরা যেন দেবত্ব বা দেবভাব লাভ করি'—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

অগ্নিদেব! তুমি সুসমিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্যমান জ্ঞানস্বরূপ; আর আমরা অজ্ঞান। তুমি আমাদিগকে সেই দৃষ্টি দেও,—যেন আমরা দেবত্বের লক্ষণসমূহ দেখিতে পাই ও ধারণা করিতে পারি। তুমি পাপনাশক পাবক। আমি ঘোর পাপ-তমে আচ্ছন্ন। তুমি আমার পাপ নাশ কর,—তোমার দিব্য জ্যোতিতে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। তুমি সুসমিদ্ধ, তুমি দৃশ্যমান্; অন্য দেবগণ অদৃশ্য আছেন। তোমার গুণমহিমা

অপিচ "হোতঃ" এই পদকার্য্য অবিদ্যমানবত্ত্ব প্রতিষেধের প্রতি পরবর্ত্তী বলিয়া বিদ্যমানবৎই হইতেছে। অতএব "হোতঃ" এই পদের অবিদ্যমানবত্ত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং সেই হোতঃ পদের বিদ্যমানবত্ত্বহেতু তদপেক্ষাতে 'যক্ষি' পদের নিঘাত-স্বর প্রাপ্তিই হইতেছে। উক্ত সন্দেহ নিরাসার্থ কথিত হইতেছে,—ইহা সত্য; কিন্তু 'যক্ষি' পদের পরে 'চ' শব্দ আছে বলিয়া "চাদিষু চ" সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বরের নিষেধ হইবে। অতএব এস্থলে দোষ নাই। (১ম—১অ—১৩সূ—১ঋ) ॥

* * *

আমরা কতকটা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কতকটা অনুসরণ করিতে পারিব বলিয়াও বুঝিতেছি; কিন্তু অন্যান্য দেবগণের গুণ-বিশেষণ বা বিভূতি কিরূপে জানিব?—কেমনে অনুসরণ করিব। তাই প্রার্থনা করি, তোমার মধ্য দিয়া, তাঁহাদিগকে তুমি প্রদর্শন করাও;—সকল গুণে যেন গুণী হই, সকল কর্ম্মে যেন কর্ম্মী হই, সকল দেবভাবে যেন মণ্ডিত হই। ফলে, একে বহুত্ব এবং বহুতে একত্ব যেন প্রত্যক্ষীভূত হয়। (১ম—১অ—১৩সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে॥ ২॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মধু২মন্তম্। তনূ২নপাৎ। যজ্ঞম্। দেবেষু। নঃ। কবে।
অদ্য। কৃণুহি। বীতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (মেধাবিন্, তত্ত্বজ্ঞ) 'তনূনপাৎ' (জন্মকারণনাশকঃ, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষকঃ) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিবসে, নিত্যমিতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মধুমন্তং' (রসবন্তং, সুখপ্রদং—ইহলৌকিকং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (কর্ম্ম, কর্ম্মফলং বা) 'বীতয়ে' (নাশায়, ভগবন্তং সমর্পণায়) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'কৃণুহি' (অন্তর্ভুক্তং লীনং বা কুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বযুক্তং ভবতু, ভগবন্তং চ প্রাপ্নোতু; তেন অস্মাকং জন্মকারণং বিনশ্যতু মোক্ষং চ অধিগতোঽস্তু। (১ম—১অ—১৩সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে তত্ত্বজ্ঞ! জন্মকারণনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক আপনি, অদ্য (নিত্যকাল) আমাদিগের ইহলৌকিক সুখপ্রদ কর্ম্মকে বা কর্ম্মফলকে নাশ করিবার জন্য অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন অর্থাৎ দেবভাবসমূহে লীন করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হউক এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; আর, তদ্দ্বারা আমাদিগের জন্মকারণ নাশ পাউক এবং মোক্ষ আমাদিগের অধিগত হউক।)॥ (১ম—১অ—১৩সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে কবে মেধাবিন্ অগ্নে তনূনপাদেতন্নামক ত্বমদ্যাস্মিন্দিনে নোঽস্মদীয়ং মধুমন্তং রসবন্তং যজ্ঞং হবির্বীতয়ে ভক্ষণার্থং দেবেষু কৃণুহি কুরু প্রাপয়েত্যর্থঃ।

মধুমন্তম্। ফলিপাটিনমিমনিজনাং গুক্পটিনাকিধতশ্চ। উ০ ১।১৮। ইতি মন্যতে রুপ্রত্যয়ো ধকারশ্চান্তাদেশঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেঃ প্রত্যয়স্য নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তো মধুশব্দঃ। তনূনপাৎ আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অদ্য। সদ্যঃপরুৎপন্নারিত্যাদিনাস্মিন্ কালে ইত্যর্থে দ্যপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিরিত্যব্যয়ত্বাদব্যয়াদপ্সুপ ইত্যুপরি সপ্তম্যালুক্। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বম্। কৃণুহি। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিতো নুমধাতোরিতি নুম্। লোটঃ সের্হিরাদেশঃ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেতি শপোঽপবাদো বিকরণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

‘কবে’ হে মেধাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! ‘তনূনপাৎ’ তন্নামক আপনি, ‘অদ্য’ অদ্য ‘নঃ’ আমাদিগের এই ‘মধুমন্তং’ রসযুক্ত ‘যজ্ঞং’ হবিঃ ‘বীতয়ে’ ভক্ষণার্থ ‘দেবেষু’ দেবগণের নিকট ‘কৃণুহি’ প্রাপ্ত করান (অর্থাৎ দেবগণের নিকট লইয়া যান)।

“মধুমন্তম্” এই পদটীতে ‘মধু’ শব্দটী ‘মন্’ ধাতুর উত্তর “ফলিপাটিনমিমনিজনাং গুক্পটিনাকিধতশ্চ” (উ০ ১।১৮) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ‘উ’ প্রত্যয় এবং অন্ত্যবর্ণের ‘ধ’-কার আদেশ হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘নিৎ’ এই অনুবৃত্তি অধিকারে উক্ত ‘উ’ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ‘মধু’ শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “তনূনপাৎ” এই পদটীতে আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “সদ্যঃ পরুৎ” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ‘এই কালে’ এই অর্থে ‘দ্য’ প্রত্যয়ান্ত ‘অদ্য’ পদটি নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ” এই নিয়মে অব্যয়-প্রযুক্ত “অব্যয়াদাপ্সুপঃ” এই সূত্রের দ্বারা পরবর্ত্তী সপ্তমীর লোপ হইয়াছে এবং “অন্যেষামপি দৃশ্যতে” সূত্রের দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। “কৃণুহি” এই পদটী, হিংসা এবং করণার্থ বিশিষ্ট কৃবি (কৃব্) ধাতুর উত্তর “ইদিতো নুমধাতোঃ” সূত্রানুসারে নুম্ (ন্) আগমে, লোটের ‘সি’ এর স্থানে ‘হি’ আদেশ করিয়া “ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ” এই বিশেষ সূত্রের দ্বারা শপের অপবাদক বিকরণসংজ্ঞক ‘উ’

উপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন চ বকারস্যাকারঃ। তস্যাতো লোপ. ইতি লোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাল্লঘুপধগুণো ন ভবতি। উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ। পা০ ৬।৪।১০৬। ইতি হের্লু'গ নভবত্যুতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দো বা বচনম্। পা০ ৬।৪।১০৬।১। ইতি বচনাৎ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বীতয়ে। মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভুবীরা উদাত্ত ইতি ক্তিন্নুদাত্তঃ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪) ঋকের বিশদার্থ।

তৃপ্তি আসিতেছে না। যজ্ঞ বা কর্ম্ম এখনও দেবতার নিকট পৌঁছে নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'আমার যজ্ঞ (কর্ম্ম) হে দেব, আজ যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।'

বুঝিয়াছি,—আমার কর্ম্ম এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। বুঝিয়াছি,—এতদিন যে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, সকলই বৃথা হইয়াছে। কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিতে পারিয়াছি কৈ? সুতরাং দেবগণ-সমীপে কোন্ কর্ম্ম পৌঁছিবে আমার? আজ তাই সাধক যেন নূতন কর্ম্মে—মধুমন্ত ভক্তিপূত কর্ম্মে—প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ তাই যেন তিনি একটু সাহস করিয়া বলিতেছেন,—'দেবগণের প্রীত্যর্থ বিহিত আমার ভক্তিপ্লুত কর্ম্ম তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।'

সৎকর্ম্ম আমার—ভক্তিযুত কর্ম্ম আমার—সে কি আপনি পৌঁছিতে পারিবে না? পারে বটে; কিন্তু আমার জ্ঞান তো বিশুদ্ধ নহে! আমি যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করিব, আমি যাহাকে তাঁহাদের প্রীতিসাধক কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিব, তাহা যে ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত

প্রত্যয় ও তাহার সন্নিয়োগে ব-কারের স্থানে অ-কার আদেশে "অতো লোপঃ" সূত্রের দ্বারা তাহার লোপ করিয়া এবং তাহার স্থানিবদ্ভাব-হেতু গুণ না হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ" (পা০ ৬।৪।১০৬) সূত্রের দ্বারা 'হি' প্রত্যয়ের লোপ প্রাপ্ত হইলে "উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দো বা বচনম্" (পা০ ৬।৪।১০৬) এই বচনানুসারে নিষেধ হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "বীতয়ে" এই পদটীর "মন্ত্রেবৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" এই সূত্রের দ্বারা ক্তিন্ (তি) প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৩সূ—২ঋ)॥

* * *

হইবে না—কেমন করিয়া বলিতে পারি? তাই অগ্নিদেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা—অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া কর্ম্ম সৎকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হউক, এবম্বিধ কামনা প্রকাশ পাইতেছে।

ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। আমাদের গুরুস্থানীয় জ্ঞানিগণ—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন—আমাদিগের কৃত কর্ম্মে ভ্রম-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অনেক সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। সে ক্ষেত্রে আমাদিগের কর্ম্মাকর্ম্মের পরীক্ষক তাঁহারাই। এখানে অগ্নিদেবকে সেই পরীক্ষকের আসন প্রদান করা হইয়াছে। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মসাৎ করিতে—তিনি অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই পুনঃপুনঃ অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হইয়াছে। যজ্ঞের বা কর্ম্মের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, আমার কর্ম্মকে তিনি দেবসমীপে পৌঁছাইয়া দেন অর্থাৎ আমার কর্ম্মকে দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলুন—ইহাই প্রার্থনা।

'তনূনপাৎ' শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, তাঁহার নিকট কর্ম্ম 'নব-কলেবর প্রাপ্ত হয়' বলিয়াই তিনি 'তনূনপাৎ'। 'তনূ+উন+প+অৎ'—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ ঊন (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ) তনু (দেহের) প (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি অৎ (ভক্ষণ) করেন, তাঁহাকেই 'তনূনপাৎ' কহে। এই অর্থেই 'তনূনপাৎ' শব্দে ঘৃতভোজী অগ্নিকে বুঝায়। পরন্তু, কর্ম্মকে বিশুদ্ধভাব দান করিয়া, তাহার স্থূলভাব ক্লেদরাশি তিনি ভস্মসাৎ করেন, এখানে এই অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। দেহের পূর্ণতা—কিনা 'স্থূলভাব', তাহার 'নাশ'—কিনা 'তনূনপাৎ'। তাহার ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্ম্মের নাশ। 'তনূনপাৎ' শব্দে আমরা তাই 'ঘৃতভুক্' না বলিয়া 'জন্মকারণনিবারক' পক্ষান্তরে 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক' অর্থ পরিগ্রহণ করি। এ ঋকে 'তনূনপাৎ' শব্দের সার্থকতা ঐ অর্থেই সিদ্ধ হয়। ঋকের মূল লক্ষ্য—নিগূঢ় প্রার্থনা—জ্ঞান-বিকাশে মোক্ষ-লাভ। (১ম—১অ—১৩সূ—২ঋ)।

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥ ৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

নরাশংসম্। ইহ। প্রিয়ম্। অস্মিন্। যজ্ঞে। উপ। হ্বয়ে।
মধুঽজিহ্বম্। হবিঃঽকৃতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অত্র) 'অস্মিন্' (কর্ম্মণি, অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিপ্রদং) 'মধুজিহ্বং' (মধুরভাষিণং, সুখদায়কং) 'হবিষ্কৃতং' (সত্ত্বপ্রাপকং) 'নরাশংসং' (নরৈঃ স্তূয়মানং, সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ং তং জ্ঞানদেবং) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি) অহমিতি শেষঃ। ময়ি জ্ঞানসমাবেশো ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—১৩সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে (অর্থাৎ আমাদিগের সকল কর্ম্মে) প্রীতিপ্রদ সুখদায়ক সত্ত্বপ্রাপক সকলের আরাধনীয় (নরাশংস *) সেই জ্ঞানদেবতাকে আমি আহ্বান করি। (আমাতে জ্ঞানসমাবেশ হউক—এই মন্ত্র এইরূপ আকাঙ্ক্ষামূলক।)॥ (১ম—১অ—১৩সূ—২ঋ)॥

---

* ঋকের 'নরাশংসং' শব্দের উৎপত্তি-বিষয়ে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তবে 'নরৈঃ' 'শংসতে' স্তূয়তে যঃ সঃ 'নরাশংসঃ' অর্থাৎ নরগণ কর্ত্তৃক তিনি স্তুত (প্রশংসিত) হন, এই জন্যই তিনি 'নরাশংস'—এইরূপ অর্থ ই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়। অগ্নির এই নরাশংস নাম প্রাচীন পারসিকগণের ধর্ম্মপুস্তক 'জেন্দ আবেস্তায়' 'নৈর্য্যোসজ্য' রূপ পরিগ্রহ করিয়া

সায়ণ-ভাষ্যম্

ইহ দেবযজনদেশেঽস্মিন্ প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞে নরাশংসমেতন্নামকমগ্নিমুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। কীদৃশম্? প্রিয়ম্। দেবানাং প্রীতিহেতুম্। মধুজিহ্বম্। মধুরভাষিজিহ্বোপেতম্। মাধুর্য্যরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা। হবিষ্কৃতম্। হবিষো নিষ্পাদকম্।

নরাশংসম্। নরশব্দো নৄ নয় ইত্যস্মাদবন্তঃ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। শংসন্ত্যস্মিন্নিতি শংসঃ। হলশ্চেত্যধিকরণে ঘঞ্। নরাণাং শংস ইতি সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ। পা০ ৬।২।১৪০। ইতি পূর্ব্বোত্তরপদে প্রকৃতিস্বরো ভবতঃ। অতএব বনস্পত্যাদিষু পাঠান্নরশব্দস্য দীর্ঘত্বম্। ইহ। ইদমো হ ইতি হপ্রত্যয়ঃ ইদম ইশিতীশাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। প্রিয়ম্। প্রীণাতীতি প্রিয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইহ' এই দেবযজনস্থানে—এই প্রকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান যজ্ঞে 'নরাশংসং' এতন্নামক অগ্নিদেবকে 'উপহ্বয়ে' আহ্বান করিতেছি। অগ্নিদেব কীদৃশ? 'প্রিয়ং' দেবগণের প্রীতির হেতু, 'মধুজিহ্বং' মধুরভাষিজিহ্বাযুক্ত অথবা মধুররসের আস্বাদকারিজিহ্বাবিশিষ্ট, 'হবিষ্কৃতং' হবিঃ-সম্পাদক।

"নরাশংসং" এই পদটী নয়ার্থ 'নৄ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই 'অপ্' প্রত্যয়ের পিত্বহেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'শংসন্' অর্থাৎ 'স্তব করা যায় ইহাতে' এই অর্থে স্তুত্যর্থ 'শংস্' (শংস) ধাতুর উত্তর "হলশ্চ" এই সূত্রের দ্বারা অধিকরণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া "শংসঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নরসমূহের শংস" এই প্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া "শংসঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নরসমূহের শংস" এই প্রকার ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে, "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ" (পা০ ৬।২।১৪০) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী উভয় পদেই প্রকৃতিস্বর হয়; অতএব বনস্পত্যাদি শব্দের মধ্যে নর শব্দের পাঠ বশতঃ 'নরঃ' শব্দের দীর্ঘ হইয়াছে। "ইহ" এই পদটী, ইদম্ শব্দের উত্তর "ইদমোহঃ" সূত্রানুসারে 'হ' প্রত্যয়, এবং "ইদম ইশ্" সূত্রানুসারে ইদম্ শব্দের স্থানে 'ইশ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে।

আছে। এ সম্বন্ধে রমেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"নরাশংস অর্থ মানবপ্রশংসিত। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক 'আবেস্তায়' অগ্নিকে 'অতর' কহে; অগ্নির 'নরাশংস' নামও নৈর্য্যোসজ্ঘরূপে লক্ষিত হয়। একটি স্তুতি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

'আমরা অহুরোমজ্দের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্য্যোসজ্ঘকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।' জেন্দ আবেস্তা, দ্বিতীয় সিরোজা।

ইরাণীয়গণের অগ্নিপূজা—বৈদিক পূজার অনুসরণ মাত্র। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা আছে। পৃথিবীর সকল মনুষ্যই যে কোন-না-কোনরূপে অগ্নিদেবতার পূজায় ব্রতী ছিলেন বা আছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনেকের পূজা-পদ্ধতি ভ্রান্ত-পথানুবর্ত্তী হইতে পারে। কিন্তু সার্ব্বজনীন যে কর্ম্মানুষ্ঠান বা বিশ্বাস, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে, বুঝিতে হইবে।

ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি কঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগ্নিন্। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। হ্বয়ে। নিঘাতঃ। মধুজিহ্বম্। মধুশব্দস্য আদ্যুদাত্তত্বমুক্তম্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। হবিষ্কৃতম্। হবিঃ করোতীতি হবিষ্কৃৎ। ক্বিপি হ্রস্বস্য তুক্। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্যেতি ষত্বম্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ (১ম—১অ—১৩সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (১২৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে অগ্নিদেবের যে কয়টি বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাকে জড়াগ্নি বলিয়া আদৌ মনে আসিতে পারে না। তাঁহার ঐ সকল বিশেষণের দ্বারা, তিনি দেবগণের প্রীতিসম্পাদক—ইত্যাদি ভাবও আসিতে পারে; আবার তিনি যে আমাদের সর্ব্ববিধ শুভসাধক, এবংবিধ অর্থও পরিগ্রহ করিতে পারি। তাঁহাকে আহ্বান করিলে, যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে, অপিচ তাঁহার মধ্য দিয়াই সর্ব্বদেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এখানে এ মন্ত্রে সে ভাবও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং এ অগ্নি যে কোন্ অগ্নি, তাহাই অনুভব করিয়া দেখুন। 'নরাশংস' শব্দের অর্থ—'সকল মানব কর্ত্তৃক প্রশংসিত' অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। সে অর্থে, এ ঋকে জ্ঞান-রূপ অগ্নিরই অর্চ্চনা হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা সকল যজ্ঞই সুসম্পন্ন হয়, জ্ঞানের দ্বারা সকল অনুষ্ঠানই সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে পারে। জ্ঞান সকলেরই প্রীতিপ্রদ। সুতরাং অঘটনঘটনপটীয়সী এই জ্ঞানরূপী মহাশক্তি লাভে কে না উদ্বুদ্ধ হয়! আবার জ্ঞানের কার্য্যকারিতা কোথায় নাই? কিবা জড়জগতে

"প্রিয়ম্" এই পদটী 'যিনি প্রীত করেন' এই অর্থে প্রী ধাতুর উত্তর "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলেও প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অগ্নিন্" এই পদটীর "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হ্বয়ে" এই পদটীর নিঘাতস্বর হইয়াছে। "মধুজিহ্ব" এই পদটীতে 'মধু' এই পদটীর আদিস্বর উদাত্ত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর বশতঃ তাহাই (উদাত্ত) অবশিষ্ট হইয়াছে। "হবিষ্কৃতম্" এই পদটি 'হবিঃ করেন যিনি' এই অর্থে, 'হবিষ্' উপপদ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হ্রস্বস্বরের পর 'তুক্' (৫) আগমে "নিত্যং সমাসেঽনুত্তর পদস্থস্য" এই সূত্রের দ্বারা ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৩সূ—৩ঋ)॥

* * *

কিবা অন্তর্জগতে—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই জ্ঞানের মাহাত্ম্য—জ্ঞানের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পার্থিব ঐশ্বর্য্য-লাভেও জ্ঞান প্রয়োজন; আবার পরমধন মোক্ষলাভেও জ্ঞান প্রধান অবলম্বন। অগ্নিকে এখানে যে মধুরভাষী বলা হইয়াছে, তাহারও সার্থকতা জ্ঞানের (সত্যের) মধ্যেই দেখিতে পাই। অজ্ঞানের বা মিথ্যার অভিভাষণ আপাতঃমধুর বোধ হইলেও পরিণাম-বিরস ও ক্লেশপ্রদ। কিন্তু জ্ঞানের (সত্যের) মধুর-ভাষকতা চিরপ্রত্যক্ষীভূত। এখানে জ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হওয়ার কামনাই প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনাকারী জ্ঞানসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। (১ম—১অ—১৩সূ—৩ঋ)।

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ।
অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অগ্নে। সুখহতমে। রথে। দেবান্। ঈড়িত। আ। বহ।
অসি। হোতা। মনুঃহহিতঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'ঈড়িতঃ' (আরাধিতঃ, স্তুতঃ সন্) সুখতমে' (অতিশয়েন সুখহেতুকে, সুখকারকে, ভক্তিবিনম্রভাবযুতে) 'রথে' (অস্মাকং কর্ম্মণি, মনোরথে বা) 'দেবান্' (দেবভাবান্, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'আবহ' (আনয়); যতস্ত্বমেব 'মনুর্হিতঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-

সাধকঃ) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, অস্মাসু দেবভাবানাং জনয়িতা) 'অসি' (ভবসি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব। ত্বমেব দেবত্ববিধায়কঃ ; অস্মান্ দেবত্বং প্রযচ্ছ। (১ম—১৩সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি আরাধিত বা স্তুত হইয়া অতিশয় সুখহেতুকর আমাদিগের কর্ম্মমধ্যে বা হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে) আনয়ন করুন; যেহেতু, আপনিই মনুষ্যগণের হিতসাধক এবং আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের আহ্বানকারী (জনয়িতা) হয়েন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনিই একমাত্র দেবত্ব-বিধায়ক; আমাদিগকে দেবত্ব প্রদান করুন)॥ (১ম—১অ—১৩সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ইট্শব্দাভিধেয় হে অগ্নে। ঈড়িতোঽস্মাভিঃ স্তুতঃ সন্ সুখতমেঽতিশয়েন সুখহেতৌ কস্মিংশ্চিদ্রথে দেবান্ স্থাপয়িত্বা কর্ম্মভূমাবহ। ইট্শব্দাভিধেয়ত্বমত্র সূচয়িতুং ঈড়িত ইতি বিশেষণম্। মনুর্হিতঃ। মন্থনা মন্ত্রেণ মনুষ্যেণ বা যজমানাদিরূপেণ হিতোঽত্র স্থাপিতস্ত্বং হোতা দেবানামাহ্বাতাসি।

সুখতমে। সুখমস্মিন্নস্তীতি মতুপ্। তস্য গুণবচনেভ্যো মতুপোলুগ্বক্তব্যঃ। পা০ ৫।২।৯৪।১। ইতি লুক্। অতিশয়েন সুখঃ সুখতমঃ। তমপোঽনুদাত্তত্বাৎ প্রাতিপদিকস্বরঃ। রথে। রমুক্রীড়ায়াং রমন্তেঽস্মিন্নিতি রথঃ। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন। উ০ ২।২। ইতি কৃথন্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইট্' শব্দের দ্বারা অভিহিত 'অগ্নে' হে অগ্নিদেব! আপনি 'ঈড়িত' আমাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া 'সুখতমে রথে' অতিশয় সুখের হেতুভূত কোনও রথে 'দেবাঁ' দেবগণকে স্থাপন করিয়া যজ্ঞভূমিতে 'আবহ' আনয়ন করুন। এস্থলে 'ইট্' শব্দ যে অগ্নির নাম, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "ঈড়িতঃ" এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। হে অগ্নিদেব! আপনি 'মনুর্হিত' মন্ত্রের দ্বারা অথবা যজমানাদিরূপী মনুষ্যের দ্বারা এই যজ্ঞকর্ম্মে স্থাপিত হইয়া 'হোতা' দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা 'অসি' হইয়াছেন।

"সুখতমে" এই পদটী, 'সুখ ইহাতে আছে' এই প্রকার অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়, এবং সেই মতুপ্ প্রত্যয়ের "গুণবচনেভ্যো মতুপো লুগ্বক্তব্যম্" (পা০ ৫।২।৯৪।১) এই সূত্রের দ্বারা লোপ। (তার পর) 'অতিশয় সুখ' এই অর্থে তমপ্ (তম) প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তমপ্ প্রত্যয়ের অনুদাত্তস্বর বলিয়া এস্থলে প্রাতিপদিকস্বর হইয়াছে। "রথে" এই পদটি ক্রীড়ার্থ 'রমু' (রম্) ধাতুর উত্তর ক্রীড়া করা যায় ইহাতে—এই অর্থে "হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন" (উ০ ২।২) এই সূত্র দ্বারা কৃথন (থ) প্রত্যয়ে

একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ। পা০ ৩।২ ১। ইতীট্প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা। পা০ ৬:৩:৩৯। মকারলোপঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। ঈড়িতঃ ঈড় স্তুতৌ। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। ইড়াগমঃ। তস্য আগমা অনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। দেবানিতি নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদে ইতি রুত্বম্। অতোঽটি নিত্যমিত্যাকারস্যানুনাসিকভাবঃ। ভোভগো ইত্যাদিনা রোর্যত্বম্। তস্য লোপঃ। শাকল্যস্যেতি লোপঃ তস্যাসি[illegible]দ্গুণো ন ভবতি। আ। নিপাতত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অসি। অস্ ভুবি। লটঃ সিপ্। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। তাসস্ত্যোর্লোপ ইতি সকারস্য লোপঃ। হোতা তাচ্ছিল্যে তৃন্। সৌখ্যতৃশন ইত্যাদিনা। পা০ ৭।১।৯৮। অনঙ্। ঙিত্ত্বাদন্তাদেশঃ। অপ্তৃন্নিত্যাদিনা। পা০ ৬।৪।১১। উপধাদীর্ঘঃ। হল্ঙ্যাদি লোপ ন লোপৌ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মনুর্হিতঃ মন্যত ইতি মনুঃ। মন জ্ঞানে শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ। উ০ ১।১০। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। তত্র নিদিত্যনুবৃত্তের্নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হিতঃ। দধাতের্নিষ্ঠেতি কর্ম্মণি ক্তঃ। দধাতের্হিরিতি হিরাদেশঃ। মনুনা

"একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ" (পা০ ৩।২।৯০) এই সূত্রের দ্বারা ইটের নিষেধ এবং "অনুদাত্তোপদেশ" (পা০ ৬.৪।৩৯) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈড়িতঃ" এই পদটি স্তুত্যর্থ 'ঈড়্' ধাতুর 'নিষ্ঠা' সূত্রের দ্বারা 'ক্ত' (ত) প্রত্যয়ে এবং ইট্ (ই) আগম করিয়া প্রথমার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'আগমা অনুদাত্তা' এই সূত্রের দ্বারা আগম 'ইট্' অনুদাত্ত এবং ক্ত-প্রত্যয়ের স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। 'দেবান' এই পদের ন-কারের স্থানে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' সূত্রানুসারে সংহিতাতে রুত্ব, 'আতোঽটি নিত্যং' সূত্রানুসারে আকারের অনুনাসিকভাব, 'ভোভগো' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'রু' এর স্থানে য-কার, সেই য-কারের 'লোপঃ শাকল্যস্য' সূত্রানুসারে লোপ, এবং তাহার অসিদ্ধবদ্ভাবহেতু গুণ হয় নাই। 'অন' এই পদটী নিপাত বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অসি' এই পদটী 'ভূবি' (হওয়া) অর্থবিশিষ্ট 'অস্' ধাতুর উত্তর লটের 'সিপ্' (সি) প্রত্যয়ে, "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ এবং 'তাসস্ত্যোর্লোপ' সূত্রানুসারে 'অস' ধাতুর স-কারের লোপ হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হোতা' এই পদটী হ্বেঞ্ ধাতুর উত্তর তাচ্ছিল্য অর্থে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে 'সু' বিভক্তিতে ঋতৃশনঃ' (পা০ ৭।১।৯৮) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'অনঙ্' এর ঙিত্ত্বহেতু অন্তে 'অনঙ আদেশ এবং 'অপ্তৃন্' (পা০ ৬।৩।১১) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উপধাস্বরের দীর্ঘ, হল্ঙ্যাদি লোপ ও ন-লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মনুর্হিতঃ' এই পদটিতে 'মনুঃ' এই পদটি জ্ঞানার্থ 'মন্' ধাতুর উত্তর 'জানা যায় যাহার দ্বারা' এই অর্থে 'শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবাসিহনিক্লিদিবন্ধিমদিভ্যশ্চ' (উ০ ১।১০) এই সূত্রের দ্বারা উপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেস্থলে 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ উ-প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু 'মনুঃ' এই পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত পদে 'হিতঃ' এই পদটি 'ধা' ধাতুর উত্তর 'নিষ্ঠা' সূত্রের দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া 'দধাতেহিঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ধা' ধাতুর স্থানে 'হি' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হিত' শব্দের

হিত ইতি সমাসে তৃতীয়ায়াঃ স্থানে সুপাংসুলুগিতাদিনা সু ইত্যাদেশঃ। তস্য রুত্বম্। লুগভাবশ্ছান্দসঃ। তৃতীয়াকর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ (১ম—১অ—১৩সূ—৪ঋ)॥

⁂

চতুর্থ (১২৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে অগ্নির এক নাম ঈড় (ঈল) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঈড়িত অর্থাৎ স্তুত হইবার উপযুক্ত। এই জন্যই তাঁহার 'ঈড়' নামের সার্থকতা।

তিনি সর্ব্বদা স্তুত হন কেন? কারণ, তিনি 'মনুর্হিতঃ' অর্থাৎ মনুষ্যের হিতসাধনই তাঁহার কার্য্য; আর, তিনি 'হোতা' অর্থাৎ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য দেবগণকে নিয়ত আহ্বান করিয়া থাকেন। আর তিনি কি করেন? তিনি সুখতম রথে আরোহণ করাইয়া দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন। অর্থাৎ, সকল দেবতা সর্ব্বদিক হইতে আসিয়া মনুষ্যের মঙ্গল করুন—ইহাই তাঁহার লক্ষ্য।

সাধারণভাবে ঋকের এই অর্থই উপলব্ধ হয় বটে। কিন্তু একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে, এ ঋকে এক অনুপম আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করা যায়। 'সুখকারক রথে দেবগণকে স্থাপন করাইয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মকে প্রাপ্ত করান'—বুঝিয়া দেখুন দেখি, ইহার মর্ম্মার্থ কি? 'রথ' বলিতে এখানে 'মনোরথ' অথবা কর্ম্মকে বুঝায়। 'সুখতম' বিশেষণকে 'ভক্তিবিনম্র-ভাবযুত' অথবা 'সুখপ্রদ' অর্থ উপলব্ধ হয়। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান্ বাঁধা আছেন। বিশুদ্ধা ভক্তি উপহার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ কিছুতেই নাই। সে পক্ষেই 'সুখতম' পদের সার্থকতা দেখি। মন যখন ভক্তিতে গদগদ হয়, তখনই ভগবান্ আসিয়া হৃদয়ে (মনোরথে) অধিষ্ঠিত হন। মনোরথ তখনই তাঁহার সুখতম হয়। সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত রহিয়াছে। সুখতম সেই মনোরথে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, তখন

উক্ত 'মনু' শব্দের সহিত তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তৃতীয়ার সু (স) আদেশ, তাহার স্থানে রুত্ব হইয়াছে। এস্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত তৃতীয়ার লোপ হয় নাই। "তৃতীয়া কর্ম্মণি" সূত্রের দ্বারা ইহার পূর্ব্বপদের প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ ৪॥

⁂

কি আর কর্ম্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে অবশিষ্ট থাকে ? যে কর্ম্ম তাঁহাকে (ভগবানকে বা তাঁহার বিভূতিস্বরূপ দেবগণকে) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মই মনুষ্যের মঙ্গলকর, সেই কর্ম্মই দেবগণের আহ্বানকারী, সেই কর্ম্মই ভগবানকে নিকটে ডাকিয়া আনিতে পারে। অগ্নিদেব যে সুখতম রথে দেবগণকে আরোহণ করাইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করেন এবং মনুষ্যের হিতসাধন-পূর্ব্বক দেবগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন; তাহার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব এই যে,—হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় (জ্ঞান-রূপ অগ্নির সঞ্চার) হইলে, ভগবানের প্রতি ভক্তি আপনিই সঞ্জাত হয়, এবং ভক্তিবিমিশ্র কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়; তাহাতে মনুষ্যের মঙ্গল এবং দেবতার আহ্বান সার্থক হয়। আপনারই জ্ঞান, আপনারই ভক্তি, আপনারই কর্ম্ম—আপনারই শ্রেয়ঃসাধক। ইহা বুঝিয়া, জ্ঞানার্জ্জনে, ভক্তির স্ফূরণে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, মানুষ, তুমি প্রবৃত্ত হও।'—তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ঋকের ইহাই উপদেশ। প্রার্থনারও ইহাই মর্ম্ম। (১ম—১অ—১৩সূ—৪ঋ) ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ত্রয়োদশং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্)।

স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ।
যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

স্তৃণীত। বর্হিঃ। আনুষক্। ঘৃতঽপৃষ্ঠম্। মনীষিণঃ।
যত্র। অমৃতস্য। চক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘যত্র’ (যস্মিন্ কর্ম্মণি) ‘অমৃতস্য’ (মরণরহিতস্য, মোক্ষস্য) ‘চক্ষণং’ (দর্শনং, প্রকাশঃ) ভবন্তীতি শেষঃ, ‘মনীষিণঃ’ (বুদ্ধিমন্তঃ, প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ সাধবঃ) তদেব কুর্ব্বন্তি ইতি শেষঃ ; হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! যূয়ং ‘আনুষক্’ (তদনুরূপং, যথাক্রমং) ‘ঘৃতপৃষ্ঠং’ (ভক্তিরসসিক্তং, দীপ্তিমন্তং যদ্বা—দীপ্তিমন্তং তং দেবং) ‘বর্হিঃ’ (সৎকর্ম্ম, যদ্বা—হৃদি) ‘স্তৃণীত’ (অনুষ্ঠানং কুরুত, বিস্তারয়ত) ; যথাক্রমেণ ভক্তিসহকারেণ যদা সদ্বৃত্তিনিচয়ং তং জ্ঞানস্বরূপং অগ্নিদেবং বা হৃদ্দেশে স্থাপয়িতুং সমর্থঃ, তদা মোক্ষস্য দর্শনং ভবতীতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১৩সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে কর্ম্মে মোক্ষের দর্শন হয়, মনীষিগণ সেই কর্ম্মই করেন ; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা তদনুরূপ দীপ্তিমান সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ; অথবা, সেই দীপ্তিমান্ দেবতাকে যথাক্রমে হৃদয়ে ধারণা কর। (ভাব এই যে,—যথাক্রমে ভক্তিরসে স্নিগ্ধ করিয়া, সদ্বৃত্তি-নিচয়কে বা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে যিনি হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাদৃশ মনীষিগণই অমৃতত্বের অধিকারী হন।)॥ (১ম—১অ—১৩সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে মনীষিণো বুদ্ধিমন্ত ঋত্বিজঃ। বর্হির্দর্ভং স্তৃণীত। বেদেরুপর্য্যাচ্ছাদয়ত। অত্রাপি বর্হিনামকোঽগ্নি সূচ্যতে। কীদৃশং বর্হিরাস্তরণীয়ম্। আনুষক্। অনুক্রমেণ সূক্তম্। পরস্পর-সংবদ্ধম্। ঘৃতপৃষ্ঠম্। ঘৃতপূর্ণানাং স্রচাং বর্হিষ্যাসাদিতত্বাদ্ ঘৃতং পৃষ্ঠ উপরিভাগে যস্য বর্হিষস্তদ্ ঘৃতপৃষ্ঠম্। যত্র যস্মিন্ বর্হিষ্যমৃতস্যামৃতসমানস্য ঘৃতস্য চক্ষণং দর্শনং ভবতি। যদ্বা। মরণরহিতস্য দেবস্য বর্হিনামকস্যাগ্নের্দর্শনং ভবতি। তদ্বর্হিঃ স্তৃণীতেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ম্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ‘মনীষিণঃ’ বুদ্ধিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ। আপনারা বেদীর উপর ‘বর্হি স্তৃনীত’ কুশ আচ্ছাদন করুন। এস্থলেও ‘বর্হিঃ’ নামক অগ্নি সূচিত হইতেছে। সেই কুশ কিরূপ ? ‘আনুষক্’ আস্তরণযোগ্য, ক্রমানুসারে পরস্পর-সংবদ্ধ, ‘ঘৃতপৃষ্ঠ’ অর্থাৎ ঘৃতপূর্ণ ; স্রক্‌সমূহ আসন্ন (উপরে স্থাপিত) হয় বলিয়া ‘ঘৃত হইয়াছে উপরিভাগে যে কুশের” তাহা ; ‘যত্র’ যে কুশে ‘অমৃতস্য’ অমৃততুল্য ঘৃত ‘চক্ষণং’ দৃষ্ট হয় অথবা মরণরহিত বর্হিনামক অগ্নিদেবের দর্শন হয়, সেই বর্হিঃ বেদীর উপর আস্তৃত করুন, এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

* * *

স্তৃণীত । স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে । লোণ্ মধ্যমপুরুষস্য বহুবচনং । লোটো লঙ্বৎ । পা০ ৩।৪।৮৫ । তস্থস্থমিপাং । পা০ ৩।৪।১০১ । ইতি থস্য তাদেশঃ । ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না । ঈহল্যঘোঃ । পা০ ৬।৪।১১৩ । ইতীত্বং । ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং । পা০ ৮।৪। ।১। ইতি ণত্বং । প্বাদীনাং হ্রস্বঃ । পা০ ৭।৩।৮০ । ইতি ধাতোর্হ্রস্বত্বং । সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ । অতস্তিঙ এব প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং । বর্হিঃ । বৃংহের্নলোপশ্চ । উ০ ২।১০৫ । ইতীস্প্রত্যয়নলোপৌ । প্রত্যয়স্বরঃ । আনুষক্ । আ সমন্তাদনুষজতীত্যানুষক্ । ষংজ সংগে । ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ । ক্বিপ্চেতি ক্বিপ্ । অনিদিতাং । পা০ ৬।৪।২৪ । ইতি লোপঃ । আঙন্বোরুপসর্গয়োঃ প্রাক্প্রয়োগঃ । গতিসমাসঃ । উপসর্গাৎ সুনোতীত্যাদিনা ষত্বং । ঘৃতপৃষ্ঠং । ঘৃক্ষরণদীপ্ত্যোঃ । নিষ্ঠেতি ক্তঃ । প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ । ঘৃতযুক্তং পৃষ্ঠমস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । মনীষিণঃ । আমন্ত্রিতনিঘাতঃ । অমৃতস্য । ন বিদ্যতে মৃতং মরণমস্মিন্নিত্যমৃতং । বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং বাধিত্বা নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে নঞোজরমরমিত্রমৃতাঃ । পা০ ৬।২।১১৬ । ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং । চক্ষণং । চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি । বাগভিব্যক্তিবাচীধাতুরিহাভিব্যক্তিমাত্রং লক্ষয়তি । ল্যুট্ চ ।

"স্তৃণীত" এই পদটী, আচ্ছাদনার্থ 'স্তৃ' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন করিয়া (পা০ ৩।৪।৮৫) লোট বিভক্তি লঙ্বৎ হওয়ায়, "তস্থস্থমিপাং" (পা০ ৩।৪।.০১) এই সূত্র দ্বারা থ-কারের স্থানে 'ত' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" সূত্রানুসারে 'শ্না' (না) আগম এবং "ঈহল্যঘোঃ" (পা০ ৬।৪।১১৩) সূত্র দ্বারা আকারের স্থানে ঈ-কার হইয়া "ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং" (পা০ ৮।৪।১১) এই সূত্র দ্বারা ণত্ব হইয়াছে। "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" (পা০ ৭।৩।৮০) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর ঋ-কারের হ্রস্ব হইয়াছে। 'বিকরণ ভিন্ন অন্য স্থানে সম্ভব হইলে অবশিষ্ট স্বর বলবান্ হয়' এই নিয়মে এই স্থলে বিকরণ হওয়ায়, অসম্ভবহেতু প্রত্যয়স্বর প্রযুক্ত তিঙেরই উদাত্ত হইয়াছে। "বর্হিঃ" এই পদটী 'বৃংহ্' ধাতুর উত্তর "বৃংহের্ণলোপশ্চ" (উ০ ২।১০৫) সূত্র দ্বারা ইস্-প্রত্যয় ও ন-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয় (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। 'চতুর্দ্দিকে ক্রমান্বয়ে পরস্পর সম্বন্ধ হয় এই অর্থে "আনুষক্" এই পদটী, আঙ্ অনু পূর্ব্বক সঙ্গার্থক ষণজ্ ধাতুর উত্তর "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে ষ-কারের স-কার হইয়া 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অনিদিতাং" (পা০ ৬।৪।২৪) সূত্রানুসারে ন-কারের লোপ হইয়াছে ; আঙ্ ও অনু উপসর্গের পূর্ব্বেই প্রয়োগ হয় বলিয়া গতি (প্রাদি) সমাসে "উপসর্গাৎ সুনোতি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ষত্ব হইয়াছে। "ঘৃতপৃষ্ঠং" এই পদটী, ক্ষরণ ও দীপ্তি অর্থবিশিষ্ট ঘৃ ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" সূত্র দ্বারা ক্ত (ত) প্রত্যয়ে সাধিত 'ঘৃত' পদের সহিত 'পৃষ্ঠ' পদের 'ঘৃতযুক্ত পৃষ্ঠ ইহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "মনীষিণঃ"। 'আমন্ত্রিত-নিঘাতঃ' নিঘাত সূত্রে হইয়াছে। "অমৃতস্য" পদটীতে, 'নাই মরণ' ইহাতে এই প্রকার বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "নঞ্সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরপদে অন্তোদাত্ত স্বর প্রাপ্ত হইলে "নঞোজরমরমিত্রমৃতাঃ" (পা০ ৬।২।১৬) এই সূত্রানুসারে পরবর্ত্তী পদে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চক্ষণং" এই পদটী ব্যক্তবাচ,

পা০ ৩৩।১১৫। ইতি ভাবে ল্যুট্। যোরনাদেশঃ। তস্যার্দ্ধধাতুকত্বাচ্চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। পা০ ২।৪।৫৪। ইতি খ্যাঞাদেশে প্রাপ্তেঽসনয়োশ্চ। পা০ ২।৪।৫৪।৩। ইতি প্রতিষেধঃ॥ ৫॥

• • •

পঞ্চম (১২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্ সাধারণ যজ্ঞ-কর্ম্মের এবং আধ্যাত্মিক যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্বিবিধ ফলের বিষয় প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে দুই যজ্ঞেই এক ফল ব্যক্ত হইয়াছে। উভয়ত্রই 'অমৃতস্য চক্ষণং'—অমৃতত্বের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিতেছে।

বস্তুপক্ষে দুই যজ্ঞই যে এক, বহিরন্তর উভয় যজ্ঞই যে অভিন্ন, ফল-লক্ষণায় এখানে তাহাই প্রতীত হইয়াছে। বহিরন্তরের কার্য্যে আমরা যে পার্থক্যের আরোপ করি, অনেক সময় তাহা আমাদের বিভ্রম মাত্র। অগ্রে মনন, পরে কর্ম্মানুষ্ঠান—ইহাই কর্ম্মের ক্রম-পর্য্যায়। আমার হৃদয়ে যদি প্রীতির উদয় না হয়, আমার অন্তর যদি ভক্তিরসে আর্দ্র না হইয়া থাকে, বাহিরের কার্য্যে তাহা কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না। যদি লোকতঃ ক্বচিৎ কোনও বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাই, পরিশেষে স্বতঃই তাহার গূঢ় রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রকৃত যাজ্ঞিক, যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের চিত্ত ও কর্ম্ম অভিন্ন হইয়া আছে। তাঁহাদের যাহা অনুভাবনা, তাহাই তাঁহাদের কর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। এ ঋকে যে যজ্ঞের বিষয় বলা হইয়াছে, সে যজ্ঞ বিহিত-অনুষ্ঠান-মূলক, সে যজ্ঞ মনের সহিত ও কর্ম্মের সহিত একীভূতাত্মক। সুতরাং সে যজ্ঞে, কুশাস্তরণেই হউক আর ভক্তিপূত হৃদয়েই হউক, ভগবানের অধিষ্ঠান যে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

অর্থবিশিষ্ট চক্ষিঙ্ (চক্ষ্) ধাতুর উত্তর "ল্যুট্ চ" (পা০ ৩।৩।১১৫) সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে ল্যুট্ (যু) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে বাক্যের অভিব্যক্তিবাচক 'চক্ষিঙ্' ধাতু মাত্র অভিব্যক্তি (প্রকাশ) অর্থ লক্ষ্য করিতেছে। যু এর স্থানে অনাদেশ হইয়াছে। ল্যুট্ প্রত্যয় আর্দ্ধধাতুক বলিয়া "চক্ষিঙঃ খ্যাঞ" (পা০ ২।৪।৫৪) সূত্রানুসারে খ্যাঞ আদেশ প্রাপ্ত হইলে "অসনযোশ্চ" (পা০ ২.৪.৫৪।৩) সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ (১ম—১৩সূ ৫ঋ)॥

• • •

এ যজ্ঞে, হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া ভগবান্ আসন গ্রহন করিয়া আছেন; তাহারই প্রতিচ্ছবি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতেছে। সুতরাং এ যজ্ঞে, কুশের উপর আসিয়াও ভগবান্ বসিতে পারেন; আর সাধক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন।

যজ্ঞ এই রকমই তো হওয়া চাই। অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র সমভাবে যজ্ঞ আরম্ভ না হইলে সাফল্য-সিদ্ধির আশা কোথায়? যে সে এ যজ্ঞানুষ্ঠানে যে সমর্থ নহে, বিবেকী মনীষিগণ যে কেবল এ যজ্ঞসম্পাদনে কৃতকৃতার্থ হন, অপিচ ক্রমপর্য্যায়ে শনৈঃ শনৈঃ চেষ্টার ফলে যে এ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, ঋকের 'মনীষিণঃ' 'আনুষক্' পদদ্বয় তাহা প্রকাশ করিতেছে। প্রজ্ঞাসম্পন্ন হওয়া চাই, আর যথাক্রমে যথাপদ্ধতিঅনুসারে স্তরে স্তরে যজ্ঞে (কর্ম্মানুষ্ঠানে) রত হওয়া চাই; তবে তো সাফল্যের আশা করিতে পারিবে? তার পর, 'ঘৃতপৃষ্ঠং বর্হিঃ' বিস্তৃত করিতে হইবে এবং তাহার উপর আসিয়া সেই 'অমৃত-স্বরূপ তিনি প্রকাশমান্' হইবেন,—ইহারই বা মর্ম্মার্থ কি? 'ঘৃতপৃষ্ঠং' 'বর্হিঃ' পদদ্বয় ত্রিবিধ ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'বর্হিঃ' পদে যাঁহারা 'কুশ' অর্থ বুঝিবেন, 'ঘৃতপৃষ্ঠং' পদ তাঁহাদিগকে 'ঘৃতসংসক্ত বা ঘৃতের দ্বারা অভিষিক্ত' অর্থ প্রদান করিবে। কিন্তু যাঁহারা বুঝিবেন,—এ 'বর্হিঃ' তো সাধারণ দর্ভ বা কুশ নহে; এ 'বর্হিঃ' পদে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-নিচয়কে বুঝাইতেছে; তাঁহারা 'ঘৃতপৃষ্ঠং' পদে 'ভক্তিরসসিক্তং' অর্থাৎ 'ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত' অর্থ পরিগ্রহণ করিবেন। তদনুসারে অর্থ হইবে,—ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সদ্বৃত্তিসমুহ যখন হৃদ্দেশে বিস্তৃতি-লাভ করিবে, তখনই সাধক অমৃতের বা মোক্ষের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অপর অর্থ,—'ঘৃতপৃষ্ঠং'—কি-না চাকচিক্যসম্পন্ন দীপ্তিমন্ত, 'বর্হিঃ'—কি-না জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব। এতদনুসারে, হৃদয়ে জ্ঞান বিস্তার হইলে, জ্ঞানদৃষ্টিতে অমৃতের দর্শন অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

অমৃত-দর্শনের বা মোক্ষলাভের ঐ যে ত্রিবিধ অবস্থার বা স্তরের বিষয় লক্ষ্য করা হইল, পর্য্যায়ক্রমে ঐ তিন স্তরে উপনীত হওয়া যায় বলিয়াই 'আনুষক্' পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঘৃতপৃষ্ঠ কুশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ে সদ্বৃত্তির উদয় হইবে,—যজ্ঞকার্য্যের এক শুভফল মানুষ

প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। তদ্দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান-বিকাশই—অমৃতদর্শন বা মোক্ষ। ফলতঃ, তোমার অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র যুগপৎ যখন যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, মানুষ, তখনই তুমি পরাগতি লাভ করিবে। এ ঋকের ইহাই আধ্যাত্মিক ভাব। (১ম—১৩সূ—৫ঋ)।

--- ০ ---

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ।

অদ্যা নূনং চ যষ্টবে ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। শ্রয়ন্তাং। ঋতঽবৃধঃ। দ্বারঃ। দেবীঃ। অসশ্চতঃ।

অদ্য। নূনং। চ। যষ্টবে ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধঃ' (ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য সৎকর্ম্মণঃ বা বর্দ্ধয়িত্র্যঃ, সত্যপ্রকাশিকাঃ, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মপরিবর্দ্ধনশীলাঃ) 'অসশ্চতঃ' (অসশ্চন্ত্যঃ, প্রবেষ্টৃজনসংশ্রবশূন্যাঃ, অপ্রতিমাঃ, ঐকাগ্র্যসাধিকাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবীঃ' (দ্যোতমানাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণযুতাঃ, জ্ঞানপ্রদাঃ) 'দ্বারঃ' (যজ্ঞশালায়াং সৎকর্ম্মণি বা প্রবেশিকাঃ, দ্বারসংজ্ঞকাঃ অগ্নিবিশেষমূর্ত্তিঃ, জ্ঞানাবরোধিকাঃ বাধাঃ ইতি ভাবঃ) 'অদ্য চ' (অদ্যৈব, অস্মিন্ অহনি বা অন্যস্মিন্ দিনে চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং, নিশ্চয়রূপেণ, সর্ব্বথা ইতি ভাবঃ) 'যষ্টবে' (যষ্টুং, যজ্ঞকর্ম্মার্থং, সৎকর্ম্মসাধনায়, জ্ঞানপ্রবেশনিমিত্তং) 'বিশ্রয়ন্তাং' (কপাটোদ্ঘাটনেন বিশ্রিয়ন্তাং, বিশেষেণ সেবন্তাং, উদ্ঘাটিতা ভবন্তু)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণি অন্তরায়ঃ দূরীভবতু; অজ্ঞানতারূপাঃ বাধাঃ অপসৃত্য সত্যস্য জ্যোতিঃ হৃদি উদ্ভাসয়তু। (১ম - ১৩সূ ৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের বা সত্যের পরিবর্দ্ধনশীল, অন্যজনসংশ্রবশূন্য অর্থাৎ ঐকাগ্র্যসাধক, দীপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদ, যজ্ঞশালার দ্বারদেশ অর্থাৎ সৎকর্ম্মে প্রবেশদ্বার, অদ্যই (অথবা, অদ্য বা অন্য দিন) যজ্ঞকর্ম্মের জন্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত নিশ্চয়রূপে উদ্ঘাটিত হউক ; পক্ষান্তরে,—অদ্যই (অথবা, আজি হউক বা কালি হউক—একদিন) জ্ঞানাবরোধিকা বাধা সর্ব্বথা দূরীভূত হউক। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের অন্তরায় দূর হউক ; অপ্রতিম সত্যের জ্যোতিঃতে অজ্ঞানতা-রূপ বাধা অপসারণ করিয়া, সত্যের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করুক।) ॥ (১ম—১৩সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্বারো যজ্ঞস্য শালাদ্বারাণি বিশ্রয়ন্তাং কপাটোদ্ঘাটনেন বিব্রিয়ন্তাং। কীদৃশ্যঃ। ঋতাবৃধঃ। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িত্র্যঃ। দেবীঃ। দ্যোতমানাঃ। অসশ্চতঃ। অসশ্চন্ত্য। উদ্ঘাটনেন প্রবেষ্টৃপুরুষসঙ্গরহিতাঃ। যদ্বা। অসশ্চতঃ। প্রবেষ্টৃপুরুষরহিতান যজ্ঞগৃহান্ তৎপুরুষপ্রবেশায় দ্বারাভিমানিন্য এতৎসংজ্ঞকা অগ্নিবিশেষমূর্ত্তয়ো বিশ্রয়ন্তাং। বিশেষেণ সেবন্তাং। দ্বারসেবয়া তত্র পুরুষপ্রবেশেন কিং প্রয়োজনমিতি তদুচ্যতে। অদ্যাস্মিন্ দিনে নূনমবশ্যং যষ্টবে যষ্টুং। চকারাদ্দিনান্তরেষ্বপীতি দ্রষ্টব্যং।

ঋতাবৃধঃ। ঋতং বর্দ্ধয়ন্তীত্যর্থে বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। উপপদসমাসঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বৃধির্ধাতুস্বরেণোদাত্তঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। দেবীঃ। বাছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘত্বং। দেবশব্দাৎ পচাদ্যজন্তাৎ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(হে মনীষী ঋত্বিক্‌গণ! আপনারা) যজ্ঞশালার দ্বার-সমূহের কপাট উদ্ঘাটিত করিয়া বিবৃত করুন। কীদৃশ দ্বার-সমূহ? সত্য অথবা যজ্ঞের বর্দ্ধক, দ্যুতিবিশিষ্ট, প্রবেশকামী পুরুষের সঙ্গরহিত। কিংবা প্রবেষ্টৃপুরুষরহিত যজ্ঞগৃহের প্রতি সেই পুরুষদিগের প্রবেশের নিমিত্ত দ্বারাভিমানিনী দ্বার নামক অগ্নিদেবের যে বিশেষ মূর্ত্তি, তৎসমূহকে বিশেষরূপে সেবা করুন। দ্বার-সেবার নিমিত্ত সেই যজ্ঞগৃহে পুরুষদিগের প্রবেশে, কি প্রয়োজন? তন্নিমিত্ত কথিত হইতেছে। আজ অবশ্য যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু মন্ত্রে চ-কার থাকায় দিনান্তরেও যজ্ঞ করিবার জন্য অর্থ গৃহীতব্য।

“ঋতাবৃধঃ” এই পদটী, “ঋতকে (সত্য কিম্বা যজ্ঞকে) বর্দ্ধিত করেন যাঁহারা”—এই অর্থে ঋত উপপদ পূর্ব্বক বর্দ্ধন অর্থবিশিষ্ট অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ‘বৃধ্’ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্রানুসারে ক্বিপ্" প্রত্যয় করিয়া উপপদসমাসে প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। ধাতুস্বরবশতঃ বৃধ্ ধাতু অন্তোদাত্ত। সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদের প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হেতু, তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে।

পুংযোগাদাখ্যায়াং। পা০ ৪।১।৪৮। ইতি ঙীষ্। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। বিভক্ত্যা সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। অসশ্চতঃ। গ্লুংচুষসৃজগতৌ। জকারস্য ব্যত্যয়েন চকারঃ। লটঃ শত্রাদেশঃ। দ্বারাভাবে ন বিদ্যন্তে সশ্চন্তো গচ্ছন্তো যেষু প্রাগ্‌বংশাদিষু তানসশ্চতঃ। অদ্যা। সদ্যঃ পরুদিত্যাদিনা দ্যপ্রত্যয়ান্তোনিপাতিতঃ। তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিরিত্যব্যয়সংজ্ঞকত্বাৎ পরস্যা বিভক্তের্লুক্। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। নূনং। এবমাদিনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তং। যষ্টবে। যজেস্তুমর্থে সেসেনিত্যাদিনা। পা০ ৩।৪ ৯। তবেন্ প্রত্যয়ঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১৩সূ—৬ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ ॥ ২৪ ॥

• • •

ষষ্ঠ (১২৮) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টী বড়ই জটিল। সুতরাং এই ঋকের অর্থ নিষ্কাশনে নানা মুনির নানা মত প্রকাশ পাইয়াছে।

‘দ্বার’ শব্দে অগ্নিদেবকে বুঝাইতেছে, পূর্ব্বতন ব্যাখাকারগণ প্রধানতঃ এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ‘বিশ্রয়ন্তাং’ পদ দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে? প্রথম—দ্বারোদ্ঘাটন, দ্বিতীয়—সেবাপরায়ণ।

পচাদি বলিয়া অচ্ প্রত্যয়ান্ত ‘দেব’ শব্দের উত্তর “পুংযোগাদাখ্যায়াং” (পা০ ৪।১৪৮) এই সূত্র-দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদিত ‘দেবী’ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার বহুবচনে “বাচ্ছন্দসি” সূত্রানুসারে পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘত্ব হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়-স্বর-হেতু উদাত্ত স্বর হইয়া বিভক্তির সহিত “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। “অসশ্চতঃ” এই পদটী, নঞ্ উপপদ পূর্ব্বক গত্যর্থ ‘ষসৃজ্’ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ (অৎ) আদেশ করিয়া ব্যত্যয়ে জ-কারের স্থানে চ-কার করিয়া, ‘দ্বারের অভাবে বিদ্যমান্ নাই গন্তা পুরুষ যেখানে’ এই অর্থে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। “অদ্যা” এই পদটী, “সদ্যঃ পরুৎ” ইত্যাদি সূত্রে দ্বারা ‘দ্য’ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। “তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ” এই সূত্র দ্বারা অব্যয় সংজ্ঞক হইয়াছে বলিয়া পরবর্ত্তী বিভক্তির লোপ হইয়াছে এবং “অন্যেষামপিদৃশ্যতে” সূত্র দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর বলিয়া অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “নূনং” এই পদটির “এবমাদীনামন্তঃ” এই সূত্র দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “যষ্টবে” এই পদটী দেবপূজার্থ ‘যজ্’ ধাতুর উত্তর ‘তুম্’ প্রত্যয়ের অর্থে “সেসেন” (পা০ ৩।৪।৯) এই সূত্র দ্বারা ‘তবেন্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ব্রশ্চাদিহেতু (জকারের) ষত্ব এবং ‘তবেন্’ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—১৩সূ—৬ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ৬।১।২৪ ॥

• • •

তদনুসারে ঋকের অর্থ হয়,—'যজ্ঞক্ষেত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর বা দ্বারসংজ্ঞক অগ্নি-মূর্ত্তির সেবা কর।' এ ক্ষেত্রে 'বিশ্রয়ন্তাং' ক্রিয়াপদের একটা কর্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা হয়,—এখানে যজমান যেন ঋত্বিক্-দিগকে অথবা ঋত্বিক্ যেন যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া ঋক্‌টি উচ্চারণ করিতেছেন; আর তৎসম্বন্ধযুক্ত 'যুষ্মাভিঃ' পদ এখানে উহ্য আছে; অর্থাৎ, এখানে বলা হইতেছে,—'হে ঋত্বিগ্-গণ বা হে যজমানগণ! তোমরা যজ্ঞক্ষেত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, অথবা অগ্নিমূর্ত্তির সেবা কর।' আর এক সম্প্রদায়ের অর্থ এই যে,—'দ্বার উদ্‌ঘাটিত হউক'; কাহার দ্বারা বা কিরূপ ভাবে, সে প্রসঙ্গ তাঁহারা উত্থাপন করেন নাই। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় ঋক্‌টী প্রার্থনামূলক হয় না, আদেশের বা উপদেশের পর্য্যায়ে পড়ে; কিন্তু শেষোক্ত মতে, ঋকে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায়। *

যাহা হউক, এখন আমরা এই ঋকের কি ভাব সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতেছি। প্রথমতঃ, আমরা বিশ্বাস করি, এই ঋক্‌টী প্রার্থনামূলক। ইহার মধ্যে একজন অন্যজনকে আহ্বান করিয়া যে কিছু বলিতেছেন বা উপদেশ দিতেছেন, তাহা আমরা সমীচীন সিদ্ধান্ত মনে করি না। যাহা প্রার্থনা, তাহা প্রার্থনাই অব্যাহত থাকুক। সে ভাব পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজন দেখি না।

ঋক্‌টী বহুভাবপূর্ণ। এ ঋকের অভ্যন্তরে সাম্যের যেন এক উজ্জ্বল ছবি রহিয়াছে। সকলে যজ্ঞকর্ম্মে অধিকারী নহে; কিন্তু সকলেই যেন

---

* ঋক্‌টীর যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—(১) "যজ্ঞশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হউক; সে দ্বার যজ্ঞের বর্দ্ধনসাধক; দ্যুতিমান্, এবং এতদিন জনশূন্য ছিল; অদ্য অবশ্যই যজ্ঞ সাধন করিতে হইবে।" (২) "যজ্ঞশালার অগ্নি প্রজ্বলিত হউক, সেই অগ্নি যজ্ঞবর্দ্ধক ও দীপ্তিশালী, উহা দীর্ঘকাল সঙ্গরহিত অবস্থায় ছিল, এখন যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে।" (৩) "হে সুবুদ্ধি ঋত্বিগ্‌গণ! তোমরা আজ ও দিনান্তরে নিশ্চিত যজ্ঞ করিবার জন্য যজ্ঞকর্ম্মবৃদ্ধিকর প্রবেশকামী পুরুষ-সঙ্গ-রহিত দীপ্তিশীল এই যজ্ঞগৃহের দ্বারসকল' (কপাট) খুলিয়া বিবৃত কর। অথবা দীপ্তিমতী দ্বারাধিষ্ঠাত্রী অগ্নিমূর্ত্তিসমূহকে বিশেষরূপে সেবা কর।" (৪) "সত্যধর্ম্মের প্রবৃত্তিজনক প্রবিষ্টপুরুষের সংস্পর্শরহিত দীপ্তিমান্ যজ্ঞশালার দ্বারসকল অদ্য দেবযজনের জন্য উদ্‌ঘাটিত হউক।'' আর অধিক ব্যাখ্যা উদ্ধার করা বাহুল্য মাত্র।

অধিকারী হয়,—ঋকের প্রার্থনায় এই এক নিগূঢ় অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রার্থনা—'অদ্যই (অথবা আজি হউক বা কালি হউক একদিন) যজ্ঞ-কর্ম্মের জন্য যজ্ঞক্ষেত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হউক।' এখানে কি, 'আমার তোমার বা সকলের পক্ষে' এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে না? আমরা মনে করি, জাতি-নির্ব্বিশেষে বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন, সকলের জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হউক,—এই উক্তিতে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে।

এতদর্থে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিপোষকগণের (আমাদের) পক্ষ হইতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ কি প্রকারে যজ্ঞকর্ম্মে অধিকারী হইবেন? তৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ উত্তর প্রদান করা যাইতে পারে। সৎকর্ম্ম মাত্রকেই যজ্ঞ বলিতে পারি। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে,—সত্যকথনে, দরিদ্রে দানে, ইষ্টপূর্ত্তকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনে,—কাহারও বাধা থাকিতে পারে, না। সে যজ্ঞের ইঙ্গিত যে এ ঋকে নাই, কে বলিতে পারেন? সুতরাং সে যজ্ঞের দ্বার যে সকলের পক্ষেই উদ্ঘাটিত হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ, দেবোদ্দেশে হবির্দ্দানে ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই বা অন্য বর্ণ জন্মজন্মান্তর চিরকাল অনধিকারী থাকিবেন কেন? ঋকে যে আছে—'অদ্য চ', তাহাতে সুদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রহিয়াছে; বলা হইয়াছে,—'দূর ভবিষ্যকালেও একদিন যেন তাহারা সে অধিকার প্রাপ্ত হয়।' দৃষ্টান্ত যখন আছে—বিশ্বামিত্রাদি সে অধিকার পাইয়াছিলেন; তখন, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে, তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান-গুণে বিভূষিত হইয়া, তাঁহাদের ন্যায় তপোবলসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়া, অন্য জনও যেন সে অধিকার প্রাপ্ত হন। ঋকের প্রার্থনার ইহাও এক মর্ম্ম হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ভগবদ্ভক্ত অনুগত জন, সে অধিকার না পাইবেই না কেন? প্রার্থনার ফলস্বরূপ তাঁহাদের পক্ষে দ্বার যে অনেক দিন হইতেই মুক্ত আছে, আগমোক্ত ক্রিয়াকলাপে তান্ত্রিকোপাসনায় তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তান্ত্রিক অবধূত যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিবার আবশ্যক বোধ করি না। তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণানন্তর, স্ব স্ব ইষ্টদেবতার আরাধনায়, স্ত্রী-শূদ্র সকলেই অধিকারী আছেন। সুতরাং একদিকের না একদিকের দ্বার সকলের

পক্ষেই মুক্ত আছে। সেই দ্বার দিয়াই প্রবেশ কর না কেন?—কেন্দ্রস্থানে আপনিই পৌঁছিতে পারিবে।

অন্য পক্ষে, জ্ঞানমূলক যজ্ঞ অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। জ্ঞানলাভে সকলেই সমর্থ হউন,—প্রার্থনায় এই এক উদার সাম্য-মন্ত্রের সাধনা দেখিতেছি না কি? কেবল আমার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রকাশ পাউক, কেবল আমি-মাত্র যজ্ঞ কর্ম্মে অধিকারী রহি,—কৈ, এ প্রার্থনার মধ্যে সে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কোথায়? যাঁহারা বলেন—'ব্রাহ্মণগণ ঘোর স্বার্থপর ছিলেন, বেদাদি-শাস্ত্রে তাঁহারা কেবল আপনাদেরই স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন'; তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারাই লক্ষ্য করুন, কি মন্ত্রে ঋষি তাঁহাদের কল্যাণ-প্রার্থনা করিতেছেন। 'অদ্য চ'—আজিই অথবা আজি হউক বা কালি হউক একদিন, হে ভগবন্, প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়। প্রার্থনা এই,—'যজ্ঞ-গৃহের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হউক;—তোমার প্রদত্ত জ্ঞানালোকে সকলের হৃদয় উদ্ভাসিত করুক।' অন্তরে অনুভব করুন দেখি, এ কি বিশ্বজনীন উদার প্রার্থনা নয়! অজ্ঞান জনসাধারণের হৃদয়ে জ্ঞানালোক হঠাৎ প্রবেশ করিবে না; তাই বলা হইয়াছে,—'আজ যদি নাই হয়, একদিন যেন দেখি, সে আলোক সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে।' ঋকের 'অদ্য চ' পদদ্বয়ের ইহাই সার্থকতা।

তার পর, একে একে এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধাবন করুন। 'দ্বারঃ' নামধেয় যে অগ্নি, সে অগ্নি কি প্রকার? 'ঋতাবৃধঃ' অর্থাৎ সত্যের প্রকাশক, যজ্ঞের বা সৎকর্ম্মের পরিবর্দ্ধনশীল। সে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিলে, সে দ্বার যে কি—তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে; সুতরাং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম সংসারে বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, ঋক্‌টি সাম্যভাবে পূর্ণ, এই 'ঋতাবৃধঃ' পদও সে আভাস প্রদান করিতেছে। যজ্ঞকর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ অনেকে (সকলে) তাহাতে প্রবৃত্ত হউন,—এতদ্ভাবদ্যোতক শব্দ সাম্যভাবের পোষণকারী, সন্দেহ নাই। অপিচ, ঐ শব্দে যদি 'সত্যপ্রকাশকারী অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে দ্বার আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সত্যের আলোক প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখুন,—যেখানেই সত্যের আলোক প্রকাশ পাইয়াছে,

সেখানেই বিশ্বজনীন উপকার সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানে অধুনা যে অসাধ্য-সাধন সংঘটিত হইতেছে, সত্যের প্রকাশই তাহার প্রকৃষ্ট কারণ। সত্য কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। তাহার জ্যোতিঃ আপনিই দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়। ঋক্ তাই যেন বলিতেছেন,—'দ্বারে পৌঁছিবার চেষ্টা কর; সত্যের জ্যোতিঃ আপনিই অধিগত হইবে। কেন-না, দ্বার—সত্যপ্রকাশিকা।'

দ্বারের অন্য বিশেষণ—'অসশ্চতঃ'। সাধারণ অর্থ—'প্রবেষ্টৃজন-সংশ্রবশূন্যাঃ'; ভাবার্থ—'ঐকাগ্র্যসাধিকাঃ।' সে দ্বারে একা প্রবেশ করিতে হইবে; সেখানে প্রবেশ-পক্ষে অন্যের সহায়তা আদৌ পাইবে না। অর্থাৎ, একাগ্রচিত্ত হইয়া, অন্য কোনও দিকে চিত্ত বিচালিত না করিয়া, সেই দ্বারোদ্দেশে তোমায় অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই তুমি সেই দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবে; অর্থাৎ, অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, জ্ঞানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। ফলে, জ্ঞানস্বরূপ মোক্ষ পর্য্যন্ত তোমার অধিগত হইয়া আসিবে। সে দ্বার যে প্রবেষ্টৃপুরুষ-সংশ্রবশূন্য, তাহার মর্ম্মার্থ,—আত্মোৎকর্ষসাধনের পক্ষে আত্মজ্ঞানই একমাত্র সহায়, একাগ্রচিত্তে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দ্বারকে যে 'দেবী' বলা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা এই পক্ষেই উপলব্ধ হয়। কেন-না, তিনিই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার সরস্বতী প্রভৃতি সংজ্ঞা এই জ্ঞান-প্রকাশিকারূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বারোদ্ঘাটনে, অজ্ঞানতা-নাশে, হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইবে, দেবীর অধিষ্ঠান ঘটিবে। ইহাই এ স্থলের মর্ম্মার্থ।

'যষ্টবে বিশ্রয়ন্তাং'—যজ্ঞকর্ম্মের নিমিত্ত দ্বার উদ্ঘাটিত হউক,—ইহার আধ্যাত্মিক ভাব এই যে,—'জ্ঞানপ্রবেশের নিমিত্ত জ্ঞানাবরোধিকা বাধা দূরীভূত হউক; সে বাধা দূর হইলে, স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলে, যজ্ঞকর্ম্মেও প্রবৃত্তি আসিতে পারে, ভগবানের সেবায়ও আসক্তি সঞ্জাত হয়।' ফলতঃ, যাহাতে সকল বাধা অপসারণ করিয়া, ঐকান্তিকতা-সহকারে ভগবানের সেবায় মতি জন্মে, তৎপক্ষে প্রযত্নপর হও;—এ ঋকের ইহাই যেন এক প্রধান শিক্ষা। (১ম—১৩সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।

ইদং নো বর্হিরাসদে॥ ৭॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নক্তোষসা। সুঽপেশসা। অস্মিন্। যজ্ঞে। উপ। হ্বয়ে।

ইদং। নঃ। বর্হিঃ। আঽসদে॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নঃ' (অস্মাকং) 'অস্মিন্' (আরব্ধে) 'যজ্ঞে' (যাগাদিসৎকর্ম্মণি, তদুপলক্ষে ইতি ভাবঃ) 'ইদং' (বেদ্যামাস্তীর্ণং, অন্তরস্থিতং) 'বর্হিঃ' (দর্ভং, হৃদ্বৃত্তিনিচয়ং) 'আসদে' (আসর্ত্তুং, প্রাপ্তুং, আসনগ্রহণার্থং) 'সুপেশসা' (শোভনরূপযুক্তে, দ্যুতিসম্পন্নে) 'নক্তোষাসা' (নক্তং রাত্রিং উষসং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তং—বেদে ছান্দসে নক্তোষাসা, নক্তোষানামিকে বহির্মূর্ত্তিদ্বয়ে, অপ্রকাশপ্রকাশরূপে দেব্যৌ, ব্যক্তাব্যক্তাং জ্ঞানমূর্ত্তিং ইতি ভাবঃ) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি) অহমিতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। সর্ব্বক্ষণং ব্যক্তাব্যক্তরূপময়ং জ্ঞানদেবং পূজয়ামি—ইতি সঙ্কল্পঃ। (১ম—১৩সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের এই আরব্ধমান্ যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে, যজ্ঞক্ষেত্রে বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত অথবা আমাদিগের অন্তরস্থিত, কুশাসনে অথবা হৃদ্বৃত্তিসমূহ-মধ্যে, আসন গ্রহণ করিবার জন্য, শোভনরূপসম্পন্না (দ্যুতিঃ-বিশিষ্টা) 'নক্তোষা'-নাম্নী (রাত্রি ও উষা-স্বরূপিণী অর্থাৎ অপ্রকাশ ও প্রকাশরূপিণী) দেবী বহির্মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত জ্ঞানমূর্ত্তিকে আমি আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। রাত্রিদিন সর্ব্বক্ষণ ব্যক্তাব্যক্তরূপ জ্ঞানদেব পূজা করি—এই সঙ্কল্প।)॥ (১ম—১৩সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

নক্তশব্দ উষঃশব্দশ্চ লোকে কালবিশেষবাচিনৌ। ইহ তু তৎকালাভিমানিবহ্নিমূর্ত্তিদ্বয়ে প্রযুজ্যেতে। নক্তোষাসা নক্তোষোনামিকে বহ্নিমূর্ত্তী অস্মিন্ প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। কিমর্থং। নোঽস্মদীয়মিদং বেদ্যামাস্তীর্ণং বর্হির্দ্দর্ভমাসদে। আসর্ত্তুং। প্রাপ্তুং। কীদৃশ্যৌ। সুপেশসা। শোভনরূপযুক্তে।

নক্তং চ উষাশ্চ নক্তোষাসা। দ্বিতীয়াদ্বিবচনস্য সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ। মলোপ উপধাদীর্ঘশ্ছান্দসৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।২।১৪১। ইতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। সুপেশসা। শোভনং পেশো রূপং যয়োস্তে। পূর্ব্ববদাকারঃ। পেশঃশব্দো নব্বিষয়ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বস্যাপবাদত্বেনাদ্যুদাত্তং। দ্ব্যচ্‌ছন্দসি। পা০ ৬।৬২।১১৯। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ঊড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তিরুদাত্তা। আসদে। ষদ্‌৯ বিশরণগত্যবসাদনেষু। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। আঙ্‌পূর্ব্বাদস্মাৎ সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্‌। প্রাদিসমাসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—১৩সূ—৭ঋ)॥

∵

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নক্ত' শব্দ ও 'উষস্' শব্দ লৌকিকতঃ কালবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। এস্থলে কিন্তু তত্তৎকালাভিমানী অগ্নিদেবের মূর্ত্তিদ্বয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'নক্তোষাসা' অর্থাৎ 'নক্ত' ও 'উষস্' নামক অগ্নিদেবের মূর্ত্তিদ্বয়কে এই আরব্ধ যজ্ঞকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি! কি নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি? আমাদিগের এই বেদীতে আস্তীর্ণ কুশসমুদয় পাইবার জন্য। সেই বহ্নিমূর্ত্তি কীদৃশী? উৎকৃষ্টরূপবিশিষ্টা।

"নক্তোষাসা" এই পদটী, 'নক্তং এবং উষাঃ' এইরূপ অর্থে দ্বিতীয়ার দ্বিচনের স্থানে "সুপাংসুলুক্" এই সূত্র দ্বারা আকারাদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ছান্দসপ্রযুক্ত ম-কারের লোপ ও উপধাস্বরের দীর্ঘত্ব হইয়াছে এবং "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬।২।১৪১) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে এবং পরপদে এককালীন প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "সুপেশসা" এই পদটী, "শোভন হইয়াছে পেশঃ (রূপ) যাঁহাদের" এই প্রকার অর্থে পূর্ব্ববৎ আকার আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নব্বিষয়ত্ব-হেতু 'পেশস্' শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদের অন্তোদাত্ত স্বরের বাধা করিয়া "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ছন্দসি" (পা০ ৬.৬২।১১৯) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঊড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অস্মিন্" এই পদটী. বিশরণ, গতি ও অবসাদন অর্থবিশিষ্ট আঙ্‌পূর্ব্বক ষদ৯ (ষদ্) ধাতুর উত্তর "সম্পদাদিভ্যঃ" সূত্র দ্বারা ভাববাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া প্রাদিসমাসে চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৩সূ—৭ঋ)॥

∵

সপ্তম (১২৯) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—এ ঋকে 'নক্তোষা' নাম্নী বহ্নিমূর্ত্তি-দ্বয়কে আহ্বান করা হইতেছে। বলা হইয়াছে—আপনারা আসিয়া বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত কুশাসনে অধিষ্ঠিত হউন।

অন্তরে বাহিরে উভয়ত্র যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, কেমন ভাবে ভগবান্ আসিয়া সে যজ্ঞ গ্রহণ করেন, কেমন ভাবে অমৃতের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ইতঃপূর্ব্ব (পঞ্চম ঋকের বিশদার্থ উপলক্ষে) তাহা বিবৃত করিয়াছি। এখানে বেদ্যুপরি-বিস্তৃত কুশাসনে দেবীদ্বয়ের অধিষ্ঠান-বিষয়েও প্রথমতঃ সেই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কুশাসনে দেবীর অধিষ্ঠান হইবে কখন? আমরা মনে করি, তখন—অন্তরেও বাহিরে যখন সে কুশাসন বিস্তৃত করিতে পারিব। 'ঘৃতপৃষ্ঠং' প্রভৃতি-রূপে সে আসন যে কিরূপভাবে বিস্তৃত হইবে, তাহারও মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। এখানেও সেই আসন সেই ভাবে বিস্তৃত করিয়া অগ্নিমূর্ত্তিরূপা নক্তোষা দেবীদ্বয়ের অধিষ্ঠান-কামনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানেও আমরা মনে করি, অন্তরে বাহিরে দুই দিকেই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। আর, আরব্ধ সেই যজ্ঞকর্ম্মে দেবীদ্বয় অন্তরে বাহিরে আসন গ্রহণ করুন—প্রার্থনা জানান হইতেছে। এ পক্ষে এ ঋক্ পূর্ব্ব ঋকের প্রার্থনারই দৃঢ়তা-সম্পাদন করিতেছে।

পক্ষান্তরে এ ঋকে এক অভিনব ভাবপ্রবাহ প্রবহমান্ দেখিতেছি। এ ঋকে অগ্নিদেবতার 'নক্তোষা' নাম্নী দুই দেবীমূর্ত্তির বা বিভূতির পরিচয় পাইতেছি। অগ্নিদেবতা এখানে শোভনরূপসম্পন্না দুইটী দেবী-রূপে প্রকাশমান্। পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বিবিধ মূর্ত্তিতেই যে ভগবদ্বিভূতি এ সংসারে প্রকটিত আছে, এখানে সেই এক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু একই তিনি, কালভেদে যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন নামে সম্পূজিত হন, তাহাও প্রতীত হয়। পুরুষও তিনি, প্রকৃতিও তিনি; দেবও তিনি, দেবীও তিনি; একও তিনি, অনেকও তিনি; সূক্ষ্মও তিনি, স্থূলও তিনি;

আলোকও তিনি, অন্ধকারও তিনি; প্রকাশও তিনি, অপ্রকাশও তিনি ;—অব্যক্ত এই যে তত্ত্ব, এখানে যেন একটু ব্যক্ত দেখিলাম।

'নক্ত' আর 'উষা' এই যে তাঁহার দুই মূর্ত্তি, এতদ্দ্বারা ভগবানের অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুই অবস্থার বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে অপ্রকাশ হইয়াও স্বপ্রকাশ, তিনি যে নিরাকার হইয়াও সাকার,—তাঁহার 'নক্তোষা' নাম-সংজ্ঞায় তাহা বুঝা যাইতেছে। অগ্নির ব্যক্তভাব প্রজ্বলিত অনলে বা সূর্য্যমণ্ডলের জ্যোতির্ম্মধ্যে পরিদৃশ্যমান্; কিন্তু তাঁহার অব্যক্ত অপ্রকাশ ভাব—রাত্রির অন্ধকারে—জড়ে অজড়ে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্র। অপ্রকাশ ভাবকেই 'নক্ত' বলা হইয়াছে, আর অপ্রকাশে প্রকাশ ভাবই 'উষা' নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে জড় বলিয়া মনে করি, সেখানেও চৈতন্যের অধিষ্ঠান আছে—অব্যক্ত ভাবে চৈতন্য জড়ে ক্রিয়া করিতেছেন। বর্হির উপরে নক্তোষা দেবীমূর্ত্তিদ্বয়ের অধিষ্ঠান—জড়ে-চৈতন্যে অভেদ-জ্ঞান। দেবীদ্বয়কে আসন-গ্রহণ জন্য আহ্বান—অর্থাৎ যেন সেই জ্ঞান লাভ হয়, তাহারই প্রার্থনা।

রাত্রিকালে এবং উষাকালে যজ্ঞকুণ্ডের যে অনল-শিখা বিস্তৃত হয়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে অগ্নিমূর্ত্তির 'নক্ত' ও 'উষা' ঐ দুই সংজ্ঞা বিহিত হইয়াছে,—এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। স্থূল দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় বটে ; কিন্তু রাত্রি ও উষার সম্বন্ধ-সূচনায় অন্ধকারের সহিত আলোকের সম্বন্ধ-বিষয়, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানের উদয়, অনুভূত হয়। অন্ধকারের মধ্যেই অজ্ঞানতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সে অন্ধকার-নাশের প্রথম সূত্র—জ্ঞানোন্মেষ-রূপ উষার উদয়। তাহাতে মনে হয়, ঋক্ যেন বলিতেছেন,—'অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইও না, অজ্ঞানতার জন্য হতাশ হইও না। কেন-না, রাত্রির অন্ধকারের পরই উষার আলোক প্রকাশ পায় ; রাত্রির ও উষার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।' বুঝিয়া দেখ,—তুমি কিরূপ অজ্ঞানতা-ঘোরে আচ্ছন্ন ! চেষ্টা কর,—কিসে তোমার সে অজ্ঞানতা নাশ হয় ! দেবপূজার বিঘ্ন দূরীকরণের জন্য যেমন অপদেবতার তুষ্টিসাধন আবশ্যক হয়, আঁধারের পার্শ্বে স্থাপিত না হইলে আলোকের দীপ্তি যেমন বিকাশ পায় না, আপন অজ্ঞানতার বিষয়

অনুধাবন করিতে না পারিলে যেমন জ্ঞান অধিগম্য হয় না ; এখানে রাত্রি ও উষার সম্বন্ধ-সূচনায় সে ভাবও মনে আসিতে পারে।

বেদে উষার বিষয় বহু স্থানে উল্লেখ আছে। উষার উপমা অজ্ঞানান্ধকার অপসারণে জ্ঞানের প্রথম জ্যোতিঃ বিকীরণের ভাবই প্রধানতঃ সর্ব্বত্র উপলব্ধ হয়। সেই ভাবের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে উষার উপমা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তদুপলক্ষে নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। * ঋক্ তাহাই নির্দ্দেশ করিলেন। রাত্রি ও উষা—অন্ধকারের ও আলোকের সন্ধি-স্থল—অজ্ঞানের ও জ্ঞানের মিলন ক্ষেত্র—অব্যক্তের ও ব্যক্তভাবের প্রথম পরিচয়। (১ম—১৩সূ—৭ঋ)।

---

* প্রাচীন জাতিগণের মধ্যে ঋগ্বেদের উষা কি ভাবে কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছেন, তৎসম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটী টীকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"উষা আর্য্যদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্য দেবী ছিলেন, সুতরাং আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীকদিগের Eos এবং লাটীনদিগের Aurora উষস্ নামের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু কেবল যে 'উষা' নামের প্রতিরূপ গ্রীকদিগের মধ্যে পাওয়া যায়, এমন নহে। উষার অনেকগুলি নামই গ্রীক-ধর্ম্মে পাওয়া যায়। "The heroine of the stories must be Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama and Saranyu, and all these names re-appear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys".—Rajendralala Mitra's "Indo-Aryans", Vol. II. Article—'Primitive Aryans.'

অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রীক ও হিন্দু ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উষাকে এই সমস্ত নাম দিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল যে নামে সাদৃশ্য আছে, তাহা নহে, উষা সম্বন্ধে এক প্রকারই কয়েকটী গল্প হিন্দু ও গ্রীকদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। ... ... ১১৫ সূক্তের ২ ঋকে সূর্য্য উষার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইতেছেন, এরূপ কথা আছে ; গ্রীকদিগের মধ্যেও প্রসিদ্ধ গল্প আছে যে, Apollo (সূর্য্য) Daphne অর্থাৎ 'দহনা' দেবীর পশ্চাৎধাবন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধরিবামাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। এ গল্পের অর্থও সরল, সূর্য্য উদয় হইলেই উষা শেষ হয়।

ঋগ্বেদে উষাকে একস্থানে 'অহনা' নাম দেওয়া হইয়াছে ; গ্রীকদিগের সুবুদ্ধির দেবী Athena (যাহাকে লাটিনরা Minerva কহে) এই 'অহনার' রূপান্তর মাত্র। অতএব,

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়োদশং সূক্তং । অষ্টমী ঋক্) ।

তা সুজিহ্বা উপ হ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী ।

যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং ॥ ৮ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং ।

তা । সুঽজিহ্বা । উপ । হ্বয়ে । হোতারা । দৈব্যা । কবী ইতি ।

যজ্ঞং । নঃ । যক্ষতাং । ইমং ॥ ৮ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'তা' (তৌ, প্রসিদ্ধৌ) 'সুজিহ্বা' (শোভনজিহ্বাপেতৌ, মধুররচনৌ, শোভনজ্বালৌ) 'হোতারা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতারৌ, অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদৌ) 'কবী' (মেধাবিনৌ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞৌ) 'দৈব্যা' (দৈব্যৌ, ব্যক্তাব্যক্তরূপৌ দেবৌ) 'উপহ্বয়ে (আহ্বয়ামি —অহমিতি শেষঃ) ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং' (আরব্ধং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিকর্ম্ম) 'যক্ষতাং' (যজতাং, সম্পাদয়তাং, গৃহ্ণাতাং ইতি ভাবঃ) তৌ দেবৌ ইতি শেষঃ । অয়ং ভাবঃ— ব্যক্তাব্যক্তায়াঃ প্রকাশাপ্রকাশরূপায়াঃ জ্ঞানদেবতায়াঃ বা অর্চ্চনায়াং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ; ব্যক্তাব্যক্তেন দ্বিবিধরূপেণ বিকাশং প্রাপ্তঃ সন্ সা দেবতা অস্মাকং কর্ম্ম সুসম্পন্নং করোতু—ইতি প্রার্থনা ॥ (১ম—১৩সূ—৮ঋ) ॥

⁂

Athenians অর্থ উষার - সন্তানগণ। Cox বিবেচনা করেন,—Argos এবং Arcadia নাম, উষার অর্জ্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন।- Mythology of Aryan Nations, Vol. I., Book I, Chapter X.

উষা আর্য্যদিগের বড় আদরের দেবী ছিলেন। ঋগ্বেদে উষা সম্বন্ধে ঋকগুলি যেরূপ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও স্নেহ ও কবিত্বপূর্ণ, অন্য দেবগণের সম্বন্ধে সেরূপ দেখা যায় না।"

বঙ্গানুবাদ।

শোভনজিহ্বাযুক্ত অর্থাৎ মধুরভাষী, দেবভাবের আহ্বানকারী অর্থাৎ অভীষ্টপ্রদ, মেধাবী সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্ত ও অব্যক্ত-রূপ দেবতাদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি; অস্মদীয় আরব্ধমান্ এই যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহারা সম্পাদন করিয়া দিউন—গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—ব্যক্তাব্যক্ত প্রকাশাপ্রকাশ-রূপ জ্ঞানদেবতার অর্চ্চনায় আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি; ব্যক্তাব্যক্ত দ্বিবিধরূপে বিকাশ পাইয়া তিনি আমার কর্ম্ম সুসম্পন্ন করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—১৩সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

তচ্ছব্দোঽত্র সর্ব্বনামত্বাৎ প্রসিদ্ধার্থবাচী। তা তৌ যাজ্ঞিকানাং প্রসিদ্ধৌ দ্বাবগ্নী উপহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। নোঽস্মদীয়মিমং যজ্ঞং যক্ষতাং। তাবুভৌ যজতামনুতিষ্ঠতাং। কীদৃশৌ। সুজিহ্বা। শোভনজিহ্বোপেতৌ। প্রিয়বচনৌ শোভনজ্বালৌ বেত্যর্থঃ। হোতারা। হোমনিষ্পাদকৌ। দৈব্যা। দৈব্যৌ। দেবসম্বন্ধিনৌ। অতএবেমাবগ্নী দৈব্যহোতৃনামকৌ। কবী মেধাবিনৌ।

তা তৌ। দ্বিতীয়াদ্বিবচনস্য সুপাংসুলুগিত্যাকারঃ। একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। সুজিহ্বৌ। শোভনা জিহ্বা যয়োস্তৌ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্ববদেকাদেশস্বরঃ। সংহিতায়ামাদেশঃ। তস্য লোপঃ শাকল্যস্যেতি লোপঃ। হোতারা। জুহোতেস্তৃন্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এস্থলে 'তদ্' শব্দ সর্ব্বনাম বলিয়া, প্রসিদ্ধার্থবাচী হইয়াছে; অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণের নিকট প্রসিদ্ধ 'সেই' অগ্নিমূর্ত্তিদ্বয়কে আমি আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা উভয়ে, আমাদিগের এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। কীদৃশ অগ্নিদ্বয়? শোভন-জিহ্বাবিশিষ্ট, কিম্বা মধুরভাষী, অথবা শোভন-শিখাবিশিষ্ট; হোম-নিষ্পাদক; দেবসম্বন্ধি বলিয়া উক্ত অগ্নিদ্বয়, দৈব্য এবং হোতৃ নামে প্রসিদ্ধ; এবং মেধাবী।

"তা" এই পদটী তদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের স্থানে "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আকার আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত স্বর হইয়াছে। "সুজিহ্বৌ" এই পদটী, 'শোভন হইয়াছে জিহ্বা যাঁহাদের'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "নঞ্‌সুভ্যাং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে পরবর্ত্তী পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় একাদশ (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। সংহিতাতে (সুজিহ্বৌ উপহ্বয়ে এই পদদ্বয়ের সন্ধিতে) 'আব্' আদেশ হইয়া "লোপঃ শাকল্যস্য" সূত্রানুসারে তাহার 'ব' এর লোপ হইয়াছে। "হোতারা" এই পদটী জুহোতি (হু) ধাতুর উত্তর তৃন্ (তৃ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনে "ঋতোঙি"

দ্বিবচনে ঋতোঙি। পা০ ৭।৩।১১০। ইতিগুণঃ। অপ্‌তৃন্নিত্যুপধাদীর্ঘঃ। পূর্ব্ববদাকারঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দৈব্যা। দেবানামিমৌ। দেবাদ্‌যঞ্‌ঞৌ। পা০ ৪।১.৮৫।৩। ইতি যঞ্‌। যস্যেতি চেত্যকারলোপঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তঃ। পূর্ব্ববদাকারঃ। যক্ষতাং। যজতাং। লোট শপি পরতঃ সিব্বহুলং লেটীতি বহুলগ্রহণাৎ সিপ। কুত্বচর্ত্ত্বষত্বানি ॥ (১ম-১৩সূ-৮ঋ) ॥

∴

অষ্টম (১৩০) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে 'নক্তোষা' পদ আছে। এ ঋকের 'তা' পদ সেই সম্বন্ধ সূচনা করে। 'নক্তোষা' পদ দ্বিবচনান্ত। দুইটী শব্দের (নক্ত+উষা) সংযোগে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন বলিয়া এবং ঐ পদ স্ত্রীলিঙ্গান্ত বলিয়া, দুইটী দেবীর পরিকল্পনা হইয়া থাকে। তদনুসারে রাত্রিকালীন ও উষাকালীন অগ্নিমূর্ত্তিদ্বয়ের সম্পর্কে ঋকটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

পূর্ব্ব ঋকে 'নক্তোষা' অগ্নিমূর্ত্তিদ্বয়ের 'সুপেশসা' অর্থাৎ শোভনরূপ-সম্পন্না একটী বিশেষণ দেখিয়াছিলাম। এ ঋকে তাঁহাদিগকে সুজিহ্ব (মধুরভাষী বা শোভনজ্বালাসম্পন্ন), যাগাদি কর্ম্মসম্পাদক, মেধাবী এবং দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবতা বলিয়া জানিতে পারিলাম। পূর্ব্ব ঋকে প্রার্থনা ছিল,—'তাঁহারা আসিয়া কুশাসনে আসন গ্রহণ করুন।' এ ঋকে প্রার্থনা করা হইল,—'তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেন।' পূর্ব্বে যেন মনে হইয়াছিল,—'তাঁহারা আসিলেই সকল সিদ্ধি অধিগত হইবে। এবার যেন সাধক বুঝিলেন,—'শুধু আসিলে তো হইবে না, আসিয়া কৃপা

(পা০ ৭।৩।১১০) এই সূত্র দ্বারা গুণ হইয়া "অপ্‌তৃন্‌" ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধাস্বরের দীর্ঘ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় আকারাদেশ ও নিত্ত্ববশতঃ আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দেব্যা" এই পদটী, 'দেবসমূহের ইঁহারা' এই অর্থে "দেবাদ্‌যঞ্‌ঞৌ" (পা০ ৪।১৮৫) এই সূত্র দ্বারা 'দৈব' শব্দের উত্তর যঞ্‌ প্রত্যয়ে 'যস্যেতি চ' সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইত্যাদি সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যক্ষতাং" অর্থাৎ যজতাং এই পদটী, 'যজ্‌' ধাতুর উত্তর লেটের তাং প্রত্যয়ে 'শপ্‌' পরেতে "সিব্‌ বহুলং লেটি" এই সূত্রে বহুলগ্রহণ-প্রযুক্ত সিপ্‌ আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে কুত্ব ('জ' এর স্থানে 'গ') চর্ত্ব ('গ' এর স্থানে 'ক', ও ষত্ব হইয়াছে ॥ (১ম-১৩সূ-৮ঋ) ॥

∴

করিয়া যদি আমার আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেন, তবেই সাফল্য-লাভ সম্ভব হইবে।'

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে এবম্প্রকার ভাবই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি, ইহার মধ্যে রূপকে এক নিগূঢ় তত্ত্বকথা পরিবর্ণিত হইয়াছে। অগ্নির যেমন রাত্রি ও উষা (দিবস) ভেদে দুই মূর্ত্তি; প্রকাশ ও অপ্রকাশ (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) ভেদে জ্ঞানও সেইরূপ দ্বিবিধ মূর্ত্তিবিশিষ্ট। মন্ত্রের অভ্যন্তরে সেই তত্ত্বই প্রকাশমান্ মনে করি।

দেবতাদ্বয় যে শোভনরূপসম্পন্ন এবং সুজিহ্ব, এ পক্ষে বিভিন্ন জনের দৃষ্টি বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে পারে। রাত্রিতে বা উষাকালে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা দৃশ্যতঃ শোভনরূপসম্পন্ন। অন্ধকার-মধ্যে আলোক-রশ্মি কাহার না নয়নতৃপ্তিকর হয়? সুজিহ্ব শব্দে সাধারণতঃ 'লকলক অগ্নিশিখারূপ জিহ্বা' অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে জিহ্বা তাই শোভনমূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়াই কথিত হয়। এ পক্ষে দৃশ্যবস্তুর স্বরূপই বিশেষণদ্বয়ে ব্যক্ত আছে। অন্য পক্ষে, দেবতাদ্বয়ের শোভনমূর্ত্তিত্ব ও সুজিহ্বত্ব সাধকের হৃদ্‌গত হয়—কেমন করিয়া, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারি। রাত্রি ও উষা—এই দুই কালের অগ্নিমূর্ত্তির আরাধনায় (অথবা, ঐ দুই সময়ে জ্ঞানানুসন্ধানে) যেরূপ একাগ্রতা আসিতে পারে, তেমন একাগ্রতা ক্বচিৎ আসে। সেই ঐকাগ্র্য বা তন্ময়তার ফলে, সাধকের হৃদয়ে দেবতার বা জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়। তাহাতে স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, সুন্দর অতি-সুন্দর রূপে তাঁহারা যে অন্তরে প্রতিভাত হন, তাহাই বুঝা যায়। তখন তাঁহাদিগের জ্যোতিঃ-বিভা প্রাণমন হরণ করে। তখন সাধকের সহিত দেবতার—সন্তানের সহিত জননীর—অন্তরে অন্তরে কথোপকথন আরম্ভ হয়। তখন, দেবতা যে সুজিহ্ব মধুরভাষী, সাধক তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই এক দৃষ্টিতেও 'সুজিহ্বা' পদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

এইরূপে, এক এক অবস্থায়, এক এক মাহেন্দ্রক্ষণে, এক এক বিশেষণের এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইতে দেখি। তাঁহাদিগের দীপ্তিদানাদি গুণের পরিচয়ও পাওয়া যায় তখন—মেধাবিত্বও সুপ্রকাশ হয় তখন। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—'নক্তোষা' অব্যক্তব্যক্ত-

ভাবাত্মিকা, এইরূপেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহা অব্যক্ত ছিল, দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই স্তরে উপনীত হইলেই সাধক তাহার ব্যক্তত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। জ্ঞান যে দুই ভাবে ইহ জগতে বিদ্যমান্, এই ঋকে ও পূর্ব্ব ঋকে সেই তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত-রূপে যে জ্ঞানদেবতা সংসার ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান ও হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান—ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। এ ঋকের ইহাই শিক্ষা। (১ম—১৩সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশসূক্তং। নবমী ঋক্)।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥ ৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইড়া। সরস্বতী। মহী। তিস্রঃ। দেবীঃ। ময়ঃ৽ভুবঃ।
বর্হিঃ। সীদন্তু। অস্রিধঃ॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ময়োভুবঃ' (সুখোৎপাদকাঃ, মঙ্গলাস্পদাঃ) 'অস্রিধঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ, অহিংস্রাঃ) 'দেবীঃ' (দীপ্যমানাঃ দানাদিগুণযুক্তাঃ) 'ইড়া-সরস্বতী-মহী তিস্রঃ' (ইড়াদিশব্দাভিধেয়াঃ ত্রিবিধাঃ বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ, স্তবনীয়া জ্ঞানদা মহত্ত্বগুণযুক্তা জ্ঞানাগ্নিমূর্ত্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হিঃ' (বেদ্যামাস্তীর্ণং দর্ভং, হৃদ্বৃত্তিনিচয়ং) 'সীদন্তু' (প্রাপ্নুবন্তু)। অত্র ত্রিবিধাঃ বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ ভবন্তি প্রকাশমানাঃ; যাজ্ঞিকঃ যজ্ঞক্ষেত্রে তাসাং অধিষ্ঠানং প্রার্থয়তে; সাধকঃ অন্তরে জ্ঞানমূর্ত্তেরধিষ্ঠানং কাময়তে ইতি ভাবঃ। (১ম—১৩সূ—৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সুখোৎপাদিকা (মঙ্গলাস্পদা) ক্ষয়রহিতা (অহিংস্রা), দেবী (দ্যোতমানা) ইড়া-স্বরস্বতী-মহী নাম্নী অর্থাৎ স্তবনীয়া জ্ঞানদা মহত্ত্বাদিগুণযুক্তা ত্রিবিধা জ্ঞানাগ্নিমূর্ত্তি, বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত কুশকে অর্থাৎ হৃদ্দেশে হৃদ্বৃত্তিনিচয়কে প্রাপ্ত হউন ; অর্থাৎ, এই যজ্ঞে অথবা সাধকের হৃদয়ে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান হউক। (এখানে ত্রিবিধা বহ্নিমূর্ত্তি প্রকাশমানা ; যাজ্ঞিক যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিতেছেন ; সাধক জ্ঞানমূর্ত্তির অধিষ্ঠান কামনা করিতেছেন।) ॥ (১ম—১৩সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র মহীশব্দো মহত্ত্বগুণযুক্তাং ভারতীমাচষ্টেঽন্যেষ্বাপ্রীসূক্তেষু সদৃশেষ্বিড়াসরস্বতীভারতীত্যাম্নাতত্বাৎ। ইড়াদিশব্দাভিধেয়া বহ্নিমূর্ত্তয়স্তিস্রো দেবীর্দ্দীপ্যমানা বর্হির্বেদ্যামাস্তীর্ণং সীদন্তু। প্রাপ্নুবন্তু। কীদৃশ্যঃ। ময়োভুবঃ। সুখোৎপাদকাঃ। অস্রিধঃ। শোষেণ ক্ষয়েণ বা রহিতাঃ।

ইড়া। ঈড় স্তুতৌ। ছান্দসং হ্রস্বত্বং। ক্বিপ্। ধাতুস্বরঃ। টাপংচাপি হলন্তানাং যথা বাচা দিশানিশেতি টাপ্। সরস্বতী। সরোঽসুন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। অদুপধাদ্বত্বং। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বেন পদত্বস্য বাধিতত্বাদ্রুত্বাদ্যভাবঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। মতুপ্ঙীপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। মহী। মহতীশব্দে তকারলোপ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মন্ত্রের "মহী" শব্দটী মহত্ত্বগুণযুক্তা ভারতীকে বুঝাইতেছে। অন্য আপ্রীসূক্তসমূহে 'ইড়াসরস্বতীভারতী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে বলিয়া ঈড়াদি শব্দের দ্বারা বহ্নির মূর্ত্তিত্রয় অভিহিত হইয়াছে। সেই ত্রিবিধ দেদীপ্যমান মূর্ত্তি, বেদীতে আস্তীর্ণ কুশসমূহ প্রাপ্ত হউন। সেই মূর্ত্তিত্রয় কিরূপ ? সুখজনক ; শোষণ বা ক্ষয় রহিত।

"ইড়া" এই পদটি স্তুত্যর্থ 'ঈড়' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে ছান্দসপ্রযুক্ত হ্রস্ব করিয়া "টপংচাপি হলন্তানাং যথাবাচাদিশানিশা" এই-বাক্যানুসারে টাপ্ (আ) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ধাতুর (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "সরস্বতী" পদটিতে অসুন্ (অস) প্রত্যয়ান্ত 'সরস্' পদটির নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সেই সরস্ ইহার আছে, এই অর্থে উক্ত সরস্ শব্দের উত্তর মতুপ (মৎ) প্রত্যয় করিয়া অৎ উপধা-হেতু মতুপের ম-কারের স্থানে ব-কার, "তসৌ মত্বর্থে" এই সূত্র দ্বারা ভ-সংজ্ঞা হইয়া পদত্বের বাধ হইয়াছে বলিয়া রুত্বাদির অভাব হইয়াছে। "উগিতশ্চ" সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) হইয়াছে। এস্থলে মতুপ্ প্রত্যয়ের ও ঙীপ্ প্রত্যয়ের পিত্বহেতু উহাদের অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "মহী" এই পদটি ছান্দস-প্রযুক্ত 'মহতী' শব্দের ত-কারের লোপ ও "যস্যেতিচ"

শ্ছান্দসঃ। যস্যেতিচেত্যকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরণে ঙীপ উদাত্তত্বং। তিস্রঃ ত্রিশব্দাজ্জসি ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ। পা০ ৭।২।৯৯। ইতি তিস্রাদেশঃ। অচি র ঋতঃ। পা০ ৭।২।১০০। ইতি রেফাদেশঃ। তিসৃভ্যোজসঃ। পা০ ৬।১।১৬৬। ইতি জস উদত্তত্বং। দেবীঃ। দেবানাং পত্ন্যো দেব্যঃ। পুংযোগাদাখ্যায়ামিতি ঙীষ্। যস্যেতি চেত্যকারলোপঃ। প্রত্যেয়স্বরেণ ঙীষ উদাত্তত্বং। জসি দীর্ঘাজ্জসি চেতি নিষিদ্ধং দীর্ঘত্বং বাছন্দসীতি পক্ষেহভ্যনুজ্ঞায়তে। ময়োভুবঃ। মীঞ্ হিংসায়াং। হিনস্তি দুঃখমিতি সুখং ময়ঃ। তদ্ভাবয়ন্তীতি ময়োভুবঃ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্ভুবঃ ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বর্হিঃ। বৃংহের্নলোপশ্চেতীসি প্রত্যয়। প্রত্যয়স্বরঃ। সীদন্তু। ষদ৯ বিশরণাদৌ। পাঘ্রেত্যাদিনা সীদাদেশঃ। অস্রিধঃ। স্রিধোর্হিংসার্থস্য শোষণার্থস্য বা সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপি নঞা বহুব্রীহিঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরং বাধিত্বা নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ৯॥

* * *

সূত্রানুসারে অ-কারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর-হেতু ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "তিস্রঃ" এই পদটী ত্রি-শব্দের উত্তর জস্ প্রত্যয় করিয়া "ত্রিচতুরোস্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ" (পা০ ৭।২।৯০) এই সূত্র দ্বারা 'তিসৃ' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অচি রঋতঃ" (পা০ ৭।২।১০০) এই সূত্র দ্বারা ঋ-কারের স্থলে র আদেশ ও "তিসৃভ্যোজসঃ" (পা০ ৬।১।১৬৬) এই সূত্র দ্বারা জস্ বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দেবীঃ" এই পদটী, 'দেবগণের পত্নীগণ' এই অর্থে দেব-শব্দের উত্তর "পুংযোগাদাখ্যায়াং" এই সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ (ঈ) প্রত্যয়ে "যস্যেতিচ" সূত্র দ্বারা অ-কারের লোপ করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-বশতঃ 'ঙীষ্' এর স্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে জস্ প্রত্যয় পরে "দীর্ঘাজ্জসি চ" সূত্র দ্বারা দীর্ঘের নিষেধ, "বা ছন্দসি" সূত্রানুসারে বিকল্প বিধান প্রযুক্ত এ পক্ষে দীর্ঘ হইয়াছে। "ময়োভুবঃ-—'দুঃখকে হিংসা করে' এই অর্থে, হিংসার্থ মীঙ্ (মী) ধাতু হইতে উৎপন্ন সুখবাচক 'ময়স্' উপপদে 'সুখ উৎপাদন করেন যাঁহারা' এই অর্থে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ ভূ-ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে উক্ত "ময়োভুবঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি (উদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "বর্হিঃ" এই পদটী বৃনহ ধাতুর উত্তর "বৃংহের্নলোপশ্চ" সূত্রানুসারে ইসি (ইস্) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। "সীদন্তু" এই পদটি বিশরণাদি অর্থমূলক "ষদ্৯" (ষদ্) ধাতুর লোটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের বহুবচন করিয়া ষদ্ ধাতুর স্থানে সীদাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "অস্রিধঃ" এই পদটি, হিংসার্থ কিম্বা শোষণার্থ-মূলক স্রিধি (স্রিধ্) ধাতুর উত্তর সম্পদাদি বলিয়া ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'স্রিৎ' পদের সহিত 'নাই স্রিৎ যাঁহাদের' এই বাক্যে নঞের বহুব্রীহি সমাসে প্রথমার বহুবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরকে বাধিয়া "নঞ্ সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম-১৩সূ-৯ঋ)॥

* * *

নবম (১৩১) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বের দুইটী ঋকের "নক্তোষা" পদ উপলক্ষে অগ্নির দুই মূর্ত্তির পরিচয় প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আর, তাহা হইতে জ্ঞানদেবতার ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই রূপের—প্রকাশ ও অপ্রকাশ দুই মূর্ত্তির—আভাস পাঠকগণকে প্রদান করিয়াছি।

এই ঋকে সেই দেবতার আর তিনটী গুণ-বিশেষণের—ত্রিবিধ বহ্নিমূর্ত্তির—পরিচয় পাইলাম। সে মূর্ত্তিত্রয়—ইড়া (ইলা), সরস্বতী ও মহী।

'ইড়া' বলিতে বুঝি, তিনি স্তবনীয়া স্তবার্হা। যিনি ভারতী জ্ঞানদাত্রী, তিনিই 'সরস্বতী'। 'মহী'—মহত্ত্বাদিগুণযুক্তা। দেবতা-বিশেষকে স্তব করিতে প্রবৃত্তি হয় কখন? যখন দেখি,—তিনি অজ্ঞানের জ্ঞান, মহত্ত্বের মহীয়ান্। তিনের মধ্যে তাই যেন এক অভিন্ন সম্বন্ধ। ইড়া-সরস্বতী-মহী—তাই তিন হইয়াও যেন এক।

বলা হইয়াছে, ইঁহারা বহ্নিমূর্ত্তি। অগ্নিদেব যে স্থান-ভেদে ত্রিবিধ নামে প্রখ্যাত আছেন, তদনুসারে তাঁহার যে ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয়, শাস্ত্রে তাহার ভূয়সী দৃষ্টান্ত আছে। একই অগ্নি, পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিন স্থান-ভেদে অগ্নি ইন্দ্র ও আদিত্য এই তিন নাম-রূপে, অভিন্নভাবে সম্পূজিত হন। অপিচ, ইড়া-সরস্বতী-মহী শব্দত্রয়ে বাগ্-রূপ ঐ অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন তিন নামে সম্পূজিত হইয়া থাকেন।*

অন্য পক্ষে, ইড়া-সরস্বতী-মহী জ্ঞানরূপ অগ্নির ত্রিবিধ মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। ভগবানের আরাধনায় চিত্ত সংন্যস্ত হয় কখন? তাঁহার দেবীমূর্ত্তি যে স্তবনীয়া পূজার্হা, তাহা অনুভূত হয় কখন? জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সেবায় আনুরক্তি সঞ্জাত হয়, তাহাই বা কখন? হৃদয়ে মহত্ত্বের উদয় হইতে পারে কি প্রকারে? এই

---

* এ সম্বন্ধে মহর্ষি শৌনকের উক্তি; যথা,—"ত্রিস্রস্তু দেব্যো যাঃ প্রোক্তাস্ত্রিস্থানৈবেহ সাতু বাক্। ত্রিবিধেনোচ্যতে নাম্না জ্যোতিঃষু ত্রিষু বর্ত্তিনী॥ অগ্নিমেবাম্বগেড়াতু মধ্যে চৈন্দ্রী সরস্বতী। অসং স্থিতাধিলোকং তু ভারতা ভারতীহসৌ॥ সৈষাতু ত্রিবিধা বৈ বাগ্ দিবি চ ব্যোম্নি চেহ চ। ব্যস্তা চৈব সমস্তা চ ভাষতেহগ্নীনিমানপীতি।"

কয়েকটী বিষয় অনুধাবন করিলেই দেবীর ত্রিবিধা মূর্ত্তির স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারে। হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ-প্রবৃত্তির ফলে দেবীত্রিতয়ের স্বরূপতত্ত্ব বোধগম্য হয়। তখনই বুঝা যায়, ইড়াই বা কি, সরস্বতীই বা কি, আর মহীই বা কি? একটু একটু করিয়া যতই জ্ঞান-সঞ্চার হইবে, সে অগ্নিমূর্ত্তি তিনটী যে কি, তাহা ধারণায় আসিবে। জ্ঞানের অনুসরণই জ্ঞানের পূজা; তাহাই ইড়ার আরাধনা। সরস্বতীর উপাসনার অর্থ—জ্ঞানলাভে প্রযত্ন। মহীর পূজা—হৃদয়ে মহত্ত্বের বিকাশ। সেও জ্ঞানেরই কার্য্য। ফলতঃ, সর্ব্বরূপে জ্ঞানবান্ হও, স্তরে স্তরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর,—ঐ তিন দেবী-মূর্ত্তি-পরিকল্পনার ইহাই লক্ষ্য।

এইবার ইড়া-সরস্বতী-মহী দেবীত্রিতয়ের তিনটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হইয়াছে, তাঁহারা 'ময়োভুবঃ' অর্থাৎ সুখবর্দ্ধক। সাধারণ অগ্নি যে মনুষ্যের সুখবর্দ্ধনকারী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আগ্নেয়-সূক্তের প্রথমেই সে আলোচনা করা গিয়াছে। সুতরাং সে পক্ষেও এ বিশেষণের অর্থসঙ্গতি আছে। কিন্তু দেবীত্রিতয়কে জ্ঞানমূর্ত্তি মধ্যে গণ্য করিলে, ঐ বিশেষণের সার্থকতা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়। ব্যবহারের ত্রুটিতে অগ্নির দ্বারা সময়ে সময়ে সুখের হানিও হইতে পারে। পক্ষান্তরে জ্ঞান কখনই সুখহানিকর নহে। পরন্তু জ্ঞানের সুখ বা আনন্দ—অনন্ত অবিনশ্বর। দেবীত্রিতয় যে 'অস্রিধঃ' অর্থাৎ ক্ষয়রহিত বা অহিংস্র, এ অর্থও দুই পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারে। অগ্নি যে ক্ষয়রহিত, তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, 'দৃশ্যতঃ' অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে উহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। জ্ঞান-পক্ষে বলিতে গেলে বলা যায়, জ্ঞানের ক্ষয় কখনই নাই; জ্ঞান—চিরজ্যোতিষ্মান্। 'অহিংস্র' অর্থ অগ্নি-পক্ষে অনেকটা দূর-অন্বয়ে সিদ্ধ করিতে হয় বটে; কিন্তু জ্ঞান-পক্ষে জ্ঞানীর অন্তরে অহিংস্র-ভাব চির-বিদ্যমান্। 'দেবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা জ্ঞান-পক্ষেই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। ঐ দেবীত্রিতয় চৈতন্যসঞ্চার করেন, হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করেন, ঋগ্বেদের অন্যত্রও তাহা উক্ত আছে; যথা,—

"আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিড়া মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরিদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু।"

এখানেও সেই ভাব। দীপ্তিদানাদি গুণ সাধারণ অগ্নির মধ্যে দৃষ্ট হয় না,—অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। কিন্তু জ্ঞানাগ্নির মধ্যে তাহা প্রস্ফুট দেখি। যাহা হউক, অগ্নিমূর্ত্তির উপাসনার মধ্য দিয়া হৃদয়ে চৈতন্য-সঞ্চার হউক, ফলে চৈতন্যের সঙ্গলাভ ঘটুক,—প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—১৩সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।

অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ। ত্বষ্টারং। অগ্রিয়ং। বিশ্বঽরূপং। উপ। হ্বয়ে।

অস্মাকং। অস্তু। কেবলঃ॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্রিয়ং' (শ্রেষ্ঠং) 'বিশ্বরূপং' (সর্ব্বস্বরূপং, বহুরূপযুক্তং) 'ত্বষ্টারং' (ত্বষ্টৃনামকমগ্নিদেবং, পাপনাশকং জ্ঞানদেবং) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি—অহমিতি শেষঃ); স 'অস্মাকং' (উপাসকানাং, সাধকানাং) 'কেবলঃ' (কৈবল্যপ্রদঃ, অসাধারণঃ) অস্তু (ভবতু)। অয়ং ভাবঃ—পাপনাশকস্য জ্ঞানদেবস্য অধিষ্ঠানং কাময়ামহে; স দেবঃ অস্মাকং কৈবল্যপ্রদঃ ভবতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১৩সূ—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠ, বিশ্বরূপ, ত্বষ্টৃ-নামক অগ্নিদেবকে অর্থাৎ পাপনাশক জ্ঞানদেবতাকে আমি এই যজ্ঞে অর্থাৎ আমার কর্ম্মে আহ্বান করিতেছি;

তিনি আমাদিগের কৈবল্যপ্রদ হউন; (ভাব এই যে,—পাপনাশক জ্ঞানদেবতার অধিষ্ঠান কামনা করিতেছি। সেই দেবতা আমাদিগের কৈবল্যপ্রদ হউন।)॥ (১ম—১৩সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্বষ্টারং ত্বষ্টৃনামকমগ্নিমিহ কর্ম্মণুপহ্বয়ে। কীদৃশং। অগ্রিয়ং। শ্রেষ্ঠং। বিশ্বরূপং। বহুবিধরূপোপেতং। নোঽস্মাকং কেবলোঽসাধারণোঽস্তু। ইতরযজমানেভ্যোঽপ্যধিকমনুগ্রহং করোত্বিত্যর্থঃ॥

ত্বষ্টারং। তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। তৃন্। স্বরতিস্মৃতিসূয়তিধূঞূহিতো বা। পা০ ৭।২।৪৪। ইতীডভাবপক্ষে স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। পা০ ৮।২।২৯। ইতি ককারলোপঃ। ষ্টুত্বং। দ্বিতীয়ৈকবচনে ঋতো ঙিসর্ব্বনামস্থানয়োরিতি গুণেঽপ্তৃন্নিত্যাদিনোপধায়া দীর্ঘঃ। তৃনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অগ্রিয়ং। অগ্রাদিত্যনুবৃত্তৌ ঘচ্ছৌ চ। পা০ ৪।৪।১১৭। ইতি ঘচ্। আয়নেয়ীত্যাদিনা। পা০ ৭।১।২। ঘকারস্য ইয়াদেশঃ। যস্যেতি লোপঃ। আয়ন্নাদিষূপদেশিবচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থং। পা০ ৭।১।২।১। ইত্যুপদেশিবত্তাবাৎ প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বাদ্ঘচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। বিশ্বরূপং। বিশ্বানি রূপাণি ত্বষ্টৃত্বেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

(আমি) ত্বষ্টৃনামক অগ্নিদেবকে এই যজ্ঞকর্ম্মে আহ্বান করিতেছি। অগ্নিদেব কীদৃশ? শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধরূপবিশিষ্ট। সেই অগ্নিদেব, আমাদেরই কেবল হউন অর্থাৎ ইতর যজমান অপেক্ষা আমাদিগকে অধিকতর অনুগ্রহ করুন।

“ত্বষ্টারং” এই পদটী তনূকরণার্থ তক্ষূ বা ত্বক্ষূ ধাতুর উত্তর ‘তৃন্’ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “সরতিসূতিসূয়তি ধূঞূদিতো বা” (পা০ ৭।২।৪৪) এই সূত্র দ্বারা ইটের অভাবপক্ষে “স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তেচ” (পা০ ৮।২।২৯) এই সূত্রের দ্বারা ধাতুর ক-কারের লোপ হইয়া ষ্টুত্ব (ত-কারের স্থানে ট-কার) হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়ার একবচন পরেতে “ঋতো ঙিসর্ব্বনামস্থানয়োঃ” এই সূত্র দ্বারা ঋ-কারের গুণ (অর্) হইয়া “অপ্তৃন্” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উপধার দীর্ঘ হইয়াছে। ‘তৃন্’ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “অগ্রিয়ং” এই পদটী, অগ্র শব্দের উত্তর, ‘অগ্র হইতে’ এই অনুবৃত্তি বশতঃ “ঘচ্ছৌ চ” (পা০ ৪।৪।১১৭) এই সূত্র দ্বারা ঘচ্ প্রত্যয় এবং “আয়নেয়ি” (পা০ ৭।১।২) এই সূত্র দ্বারা ঘ-কারের স্থানে ‘ইয়্’ আদেশ করিয়া “যস্যেত” সূত্রানুসারে (অ-কারের) লোপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “আয়ন্নাদিষূপদেশিবচনং স্বরসিদ্ধার্থং” (পা০ ৭।১।২।১) এইরূপ সূত্র দ্বারা উপদেশিবত্তাব-হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হয়; ‘ঘচ্’ প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

যস্য। ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং রূপ কৃদিতি শ্রুতেঃ। বিশ্বশব্দস্যাদ্যুদাত্তত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।২।১০৬। ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অস্মাকং। অসু ক্ষেপণে। যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উ০ ১।১৩৯। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। ষষ্ঠীবহুবচনমাম্। অত্র পরমপি যোঽচি। পা০ ৭.২.৮৯। ইতি যত্বং বাধিত্বা নিত্যত্বাৎ প্রতিপদবিধিত্বাচ্চ সাম আকমাদেশে কৃতেঽনাদেশ ইতি নিষেধেন। পা০ ৭।২।৮৬। যত্বাভাবাচ্ছেষে লোপ ইতি দকারলোপেঽকারান্তত্বেন পশ্চাৎ প্রাপ্তস্যাপি সুটঃ। পা০ ৭।১।৫২। সাম ইতি নির্দ্দেশে স্থানিবদ্ভাবেন। পা০ ৭।১।৩৩। নিবৃত্তিঃ। এবমর্থ এব হি সাম ইতি সসুট্কস্য নির্দ্দেশঃ। কেবলঃ। বৃষোদরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১৩সূ—১০ঋ)॥

∴

দশম (১৩২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অগ্নির সম্বোধনেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা তদনুসরণেই জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে এই মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি লক্ষ্য করি।

এই ঋকে অগ্নিদেবের এক নাম ত্বষ্টা দেখিলাম। 'ত্বষ্টৃ'-শব্দের

"বিশ্বরূপং" এই পদটী "ত্বষ্টাই পশু ও মিথুনসমূহের রূপকর্ত্তা" এইরূপ শ্রুতিবাক্য-হেতু, ত্বষ্টা কর্ত্তৃক উৎপন্ন বলিয়া 'বিশ্ব' (বহু) রূপ যাহার এই প্রকার বহুব্রীহি সমাসে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিশ্ব' শব্দটী আদ্যুদাত্ত বলিয়া পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হইলে বহুব্রীহি সমাসে "বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৬।২।২০৬) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মাকং" এই পদটীতে, ক্ষেপণার্থ অসু (অস্) ধাতুর উদাত্ত "যুষ্যসিভ্যাং মদিক্" (উ০ ১।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা মদিক্ (মদ্) প্রত্যয় করিয়া 'অস্মদ্' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত অস্মদ্ শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি করিয়া "অস্মাকং" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "পরমপি যোঽচি" (পা০ ৭।২।৮৯) এই সূত্র দ্বারা যত্বকে বাধিয়া নিত্যত্ব এবং পদবিধিত্ব প্রযুক্ত 'সাম' এর স্থানে 'আকং' আদেশ "অনাদেশ" (পা০ ৬।২।৮৬) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ-বশতঃ যত্বের অভাব হইয়াছে বলিয়া "শেষ লোপঃ" এই সূত্র দ্বারা দ-কারের লোপ হইয়াছে। অনন্তর অকারান্ত-হেতু পরে প্রাপ্ত যে সুট, (পা০ ৭।১।৫২) তাহার "সামঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া (পা০ ৭।১।৩৩) স্থানিবদ্ভাবে অন্তর্ভাবহেতু নিবৃত্তি হইয়াছে। এই নিমিত্তই সুট (স্) এর সহিত (আম্ বিভক্তি) "সাম" এইরূপ নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৃষাদির আকৃতি বলিয়া "কেবলঃ" পদটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৩সূ—১০ঋ)॥

প্রথমার একবচনে 'ত্বষ্টা' পদ সিদ্ধ হয়। 'ত্বষ্টৃ'-শব্দ 'ত্বক্ষ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ত্বক্ষ' ধাতুর এক অর্থ—মোচন। (ত্বক্ষ্মোচন+তৃণ=ত্বষ্টৃ)। এই ধাত্বর্থের অনুসরণে 'ত্বষ্টা' নামের সার্থকতায় 'পাপমোচনকারী' অর্থ গ্রহণ করা যায়। জ্ঞানাগ্নিই মানুষের পাপকে ধ্বংস করেন, জ্ঞানই মনুষ্যের পাপ মোচন করেন, এই জন্যই তিনি—ত্বষ্টা।

'অগ্রিয়ং' (অগ্রিয়) পদের অর্থ—প্রথম প্রধান জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। যিনি পাপ নাশ করেন, তাঁহার প্রধানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কে না স্বীকার করিবেন? 'অগ্রিয়ং' অর্থাৎ প্রথম বা শ্রেষ্ঠ বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ অগ্নি-পক্ষে যজ্ঞে প্রথম তিনিই পরিদৃশ্যমান্;—তাঁহারই মধ্য দিয়া অন্য সকল দেবতার করুণালাভের আশা করিতে হয়। যাহা কিছু আহুতি-দান করিবে, সে তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ বিশেষণ তাঁহাতেই সঙ্গত দেখি। ঐরূপ দৃষ্টিতে 'অগ্রিয়ং' বিশেষণের সার্থকতা একদিকে যেমন অগ্নি-পক্ষে প্রতিপন্ন হয়, অন্যদিকে তেমনই জ্ঞান-পক্ষে উহার উপযোগিতা সর্ব্বথা পরিদৃষ্ট হয়। ত্যাগের বা নিষ্কাম-কর্ম্মের আদিভূত—যজ্ঞকর্ম্ম বা অগ্নিমুখে আহুতি-দান। এই ক্ষেত্রেই মানুষ ত্যাগের পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। অগ্নিদেবই (ত্বষ্টাই) সে তত্ত্ব প্রদানের মূলীভূত। সজ্জ্ঞান লাভ করিয়াই মানুষ নিষ্কাম-কর্ম্মের আদিস্তর প্রাপ্ত হয়—যজ্ঞাহুতি প্রদানে যত্ন পায়। অগ্নির বা জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠত্ব।

তার পর, তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ বলিতে কি ভাব উপলব্ধ হয়, সেই বর্ণনায় তাহা প্রত্যক্ষ করুন—অনুভব করিয়া দেখুন। ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত চকিত অর্জ্জুন কহিতেছেন,—

'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥'

এ বিষয়ে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। বিশ্বরূপ বিশেষণে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব মনে আসিতেই পারে না। ব্রহ্মের সেই পরম বিভূতি—পাপনাশক নিষ্কামকর্ম্ম-প্রদ বিভূতি—এক শ্রেষ্ঠ বিভূতি মধ্যে গণ্য হওয়াতেই এখানে 'ত্বষ্টা' বিশ্বরূপ অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছেন। পাপনাশক জ্ঞান যে বিশ্বব্যাপী হইয়া ক্রিয়াশীল রহিয়াছেন, এখানে তাহারই আভাস পাইতেছি।

'তিনি আসুন, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হউন, আমার হৃদয় অধিকার করুন, তাঁহার অব্যক্ত তত্ত্ব আমার নিকট ব্যক্ত হউক; বিশ্বেশ্বর যে বিশ্বরূপে বিরাজমান্ রহিয়াছেন, আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে যেন সমর্থ হই।' এ ঋকের এই এক প্রার্থনা।

ঋকের আর এক প্রার্থনা,—'তিনি আমাদিগের কৈবল্যপ্রদ হউন।' তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইলে, কৈবল্য বা মোক্ষ আপনিই অধিগত হয়। তাই বলা হইতেছে,—তিনি আত্মতত্ত্ব আমাদিগের হৃদ্গত করিয়া আমাদিগকে মোক্ষদান করুন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ঋকের "অস্মাকমস্তু কেবলঃ" অংশের অর্থ এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে,—'তিনি কেবল আমাদেরই, অথবা আমাদেরই হউন।' আমরা পূর্ব্বেও ইন্দ্রদেবের উপাসনা-সংক্রান্ত একটী ঋকের (সপ্তম সূক্তের দশম ঋকের) অর্থে প্রতিপন্ন করিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, ঐ বাক্যে ঐরূপ একদেশদর্শিতার ভাব আদৌ উপলব্ধ হয় না। পরন্তু সে ঋকে 'তোমাদিগের' ভাবমূলক 'বঃ' পদটী ছিল, এ ঋকে সেরূপ কোনও পদ পর্য্যন্ত না থাকায়, এখানে 'অস্মাকং' শব্দে তোমার আমার সকলের পক্ষের প্রার্থনাই দৃঢ়ভাবে সূচিত হইতেছে। এ ঋক্ পরম সাম্যভাবপূর্ণ। অথচ, অর্থ করা হয়,—এ ঋকে "তিনি কেবল আমাদেরই" এইরূপ অসাম্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই উপলক্ষে কেহ কেহ আবার টিপ্পনী করেন,—"ইহাতে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থপরতা ফুটিয়া আছে।" ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। (১ম—১৩সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশসূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ।

প্র দাতুরস্তু চেতনং॥ ১১॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

অব। সৃজ। বনস্পতে। দেব। দেবেভ্য। হবিঃ।

প্র। দাতুঃ। অস্তু। চেতনং॥ ১১॥

. . .

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দীপ্তিদানাদিগুণযুত) 'বনস্পতে' (বনস্পতিনামকাগ্নে, বনাধিষ্ঠাতৃদেব, যদ্বা—অজ্ঞানানাং পালক হে জ্ঞানদেব) 'হবিঃ' (অস্মাকং ইমাং পূজাং, আরব্ধং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ, শুদ্ধসত্ত্বেভ্যঃ) 'অবসৃজ' (সমর্পয়, সম্মিলিতং কারয়); তেন 'প্রদাতুঃ' (পূজাকারিণঃ, অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'চেতনং' (চৈতন্যং, জ্ঞানোদয়ং) 'অস্তু' (ভবতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেব! অস্মদীয়ং কর্ম্ম দেবত্ববিমণ্ডিতং কুরু অস্মান্ সজ্‌জ্ঞানং চ প্রযচ্ছ। (১ম—১৩সূ—১১ঋ)।

. . .

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণযুত হে বনাধিষ্ঠাতৃদেব! অথবা—হে বনস্পতি নামক অগ্নি অর্থাৎ অজ্ঞান-গণের পালক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের এই পূজাকে (আরব্ধ কর্ম্মকে) আপনি দেবভাবসমূহে সমর্পণ বা সম্মিলিত করুন; তদ্দ্বারা পূজাকারী আমাদিগের, চৈতন্যোদয় হউক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের কর্ম্ম দেবত্ববিমণ্ডিত করুন, এবং আমাদিগকে সৎ জ্ঞান দিউন।)॥ (১ম—১৩সূ—১১ঋ)॥

. . .

হে বনস্পতে। এতন্নামকাগ্নে দেব হবির্ভুগ্‌ভ্যো দেবেভ্যোঽস্মদীয়ং হবিরবসৃজ। সমর্পয়েত্যর্থঃ। প্রদাতুর্যজমানস্য চেতনং পরলোকবিষয়ং বিজ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাদস্তু।

বনস্পতে। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দেব। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। হবিঃ। ইসঃ প্রত্যয়স্বরঃ। দাতুঃ। দদাতেস্তৃচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ। ঙসি ঋত উৎ। পা০ ৬।১।১১১। ইত্যুত্বং। একাদেশঃ। রপরত্বং চ। রাৎসস্য। পা০ ৮।১।২৪। ইতি সলোপঃ। একাদেশ স্বরেণৌকার উদাত্তঃ। চেতনং। চিতী সংজ্ঞানে। করণে ল্যুট্। যোরনাদেশঃ। লঘুপধগুণঃ। লিতীতিপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—১৩সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (১৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ 'বনস্পতি' নামক দেবতাকে আহ্বান করিয়া সূচিত হইয়াছে। কে তিনি বনস্পতি ?—যিনি দেবগণসমীপে হোমদ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবেন। সায়ণ কহিয়াছেন,—'বনস্পতি নামক অগ্নি তিনি।' অন্য একজন ব্যাখ্যাকার 'যজ্ঞীয় বৃক্ষ দ্বারা জ্বালিত' অগ্নি বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ বা 'বনের অধিকারীকে' বনস্পতি বলিয়া গিয়াছেন।

এ সকল অর্থ তো আছেই। কিন্তু বনস্পতির সম্বোধনে আমাদের মনে আর এক অভিনব ভাব সঞ্জাত হইয়াছে। বৃক্ষাদির সংজ্ঞা আছে; তাহাদের মধ্যে চৈতন্য বিরাজ করিতেছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থে ভূয়সী

হে বনস্পতে! অর্থাৎ বনস্পতি নামক অগ্নিদেব! আপনি হবির্ভোজী দেবগণকে আমাদিগের হবিঃ সমর্পণ করুন। হবিঃপ্রদাতা যজমানেরা আপনার অনুগ্রহে পরলোক-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করুক।

"বনস্পতে" এই পদটীর আমন্ত্রিত-নিঘাত-হেতু অনুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "দেব" এই পদটী, পাদের আদিতে আছে বলিয়া নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর না হইয়া ষষ্ঠধ্যায়োক্ত আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "হবিঃ" এই পদটীতে ইস্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দাতুঃ" এই পদটী, দানার্থ দা ধাতুর উত্তর 'তৃচ' প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃচ' প্রত্যয়ের চিত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "ঙসি ঋত উৎ" (পা০ ৬।১।১১১) এই সূত্র দ্বারা ঙসের অকার স্থানে উ-কার, একাদশ ও রপরত্ব হইয়া "রাৎসস্য" (পা০ ৮।২।২৪) এই সূত্র দ্বারা ঙসের 'স' এর লোপ হইয়াছে। এস্থলে একাদেশ স্বর হেতু উকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "চেতনং" এই পদটী, সংজ্ঞানার্থ 'চিতী' (চিৎ) ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া 'ল্যুট্' এর 'যু' এর স্থানে অনাদেশে এবং উপধা (অন্তের সমীপবর্ত্তী) স্বরের গুণ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "লিতি" এই সূত্র দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্ব-স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

উল্লেখ দেখিতে পাই; আবার আধুনিক বিজ্ঞানও এ তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন। * অপিচ, সায়ণের 'উপোদ্ঘাত প্রকরণে' (বেদানুক্রমণিকা অংশে) তিনিও প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অচেতন বলিয়া অভিহিত হয়—এরূপ পদার্থকে চেতন-রূপে যখন সম্বোধন করি, তখন সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকে সম্বোধন করা হয়, ইহাই বাদরায়ণাদির অভিপ্রায়। 'ওষধে ত্রায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্রের আলোচনায় সায়ণ ঐ মতেরই অনুসরণ করেন। অতএব, বনস্পতিকে সম্বোধন অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না। বনের চেতনা আছে; বনস্পতি সেই চেতনার অধিষ্ঠাতা দেবতা। যিনি চেতন বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন, তিনি কেন-না তাঁহার নিকট প্রার্থী হইবেন? চৈতন্যময় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি কোথায় নাই? বৃক্ষে গুল্মে লতাপত্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। এ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, এ বুদ্ধি যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনি বৃক্ষের নিকট—বৃক্ষের অধিপতির নিকট—অবশ্যই প্রার্থনা জানাইতে পারেন। এখানে সাধক বনস্পতি-রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে বনস্পতে! আমার হবিঃ দেবগণকে সমর্পণ করুন, আমার চৈতন্যোদয় হউক।' এই এক অর্থ এই ঋকে প্রাপ্ত হই।

অন্য প্রকার অর্থে, জ্ঞানাগ্নি-সম্বোধনে এই মন্ত্রের প্রযুক্তি প্রতিপন্ন হয়। তাহার ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বোধগম্য হইবে। প্রার্থনা—'হে আমার জ্ঞান! তুমি আমার হবিঃ দেবগণকে সমর্পণ কর।' ভাব এই যে,—'আমার কর্ম্ম যেন দেবত্ববিমণ্ডিত হয়। আমার কর্ম্ম যেন দেবোদ্দেশে বিহিত হয়; আমি যেন আত্মসুখকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই; আমি যেন নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে, ভগবানের অঙ্গস্থানীয় মানব-সমাজের সেবায়, শুধু মানব-সমাজেরই বা বলি কেন—বিশ্বের সর্ব্বভূতের সেবায়, প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি।' মন্ত্রের আর এক প্রার্থনা,—'সেই কর্ম্মের ফলে আমার যেন চৈতন্যোদয় হয়—আমাতে যেন সৎ জ্ঞানের উন্মেষ হয়।' লক্ষ্য—জ্ঞান; কর্ম্ম্য—সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানার্জ্জন হয়। ঋক্ প্রচ্ছন্নভাবে সেই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন॥ (১ম—১৩সূ—১১ঋ) ॥

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়োদশং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে।
তত্র দেবাঁ উপহ্বয়ে ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

স্বাহা। যজ্ঞম্। কৃণোতন। ইন্দ্রায়। যজ্বনঃ। গৃহে।
তত্র। দেবান্। উপ। হ্বয়ে ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'যজ্বনঃ' (যাজ্ঞিকস্য অস্য উপাসকস্য, মম ইত্যর্থঃ) 'গৃহে' (কর্ম্মক্ষেত্রে, হৃদয়ে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য প্রীত্যর্থং) 'স্বাহা' (সুহুতং অস্তু ইতি আকাঙ্ক্ষয়া, তস্মৈ সমর্পিতেন কর্ম্মফলেন সহ ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'কৃণোতন' (কুরুত, সম্পাদয়ত); 'তত্র' (তস্মিন্ কর্ম্মণি, তৎকর্ম্মসম্পাদনায় এব ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি। অহমিতি শেষঃ। চিত্তবৃত্তয়ঃ সৎকর্ম্মসম্পাদনায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তু; ময়ি চ দেবভাবানাং সমাবেশোঽস্তু; ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১৩সূ—১২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সুহুত হউক—এই আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত কর্ম্মফলের সহিত, যাগাদি সৎকর্ম্ম সম্পাদন কর; সেই কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্যই দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে অর্থাৎ সকল দেবভাবকে আমি আহ্বান করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিসমূহ সৎকর্ম্ম-

সম্পাদনের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হউক; এবং তদ্দ্বারা আমাতে দেবভাবসমূহের সমাবেশ হউক।)॥ (১ম—১৩সূ—১২ঋ)॥ *

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বাহাশব্দো হবিঃপ্রদানবাচী সন্ এতন্নামকমগ্নিবিশেষং লক্ষয়তি। তদগ্নিসম্পাদিতং যজ্ঞমিন্দ্রায়েন্দ্রতুষ্ট্যর্থং যজ্বনো যজমানস্য গৃহে ঋত্বিজঃ কৃণোতন। কুরুত। তত্র যজ্ঞে দেবানুপহ্বয়ে ॥

কৃণোতন। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বান্নুম্। লোট্ মধ্যমবহুবচনস্য তস্থস্থমিপা-মিতি তাদেশঃ। তপ্তনপ্তনথনাশ্চ। পা০ ৭।১।৮৫। ইতি তনবাদেশঃ। শপি প্রাপ্তে ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। তস্যাতো লোপ ইতি লোপঃ। অচঃ পরস্মিন্নিতি স্থানিবদ্ভাবাদৃকারস্য লঘূপধগুণো ন ভবতি। তনপঃ পিত্ত্বেনাঙিত্ত্বাদুকারস্য গুণঃ। ইন্দ্রায়। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। যজ্বনঃ। যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। সুযজোঙ্বনিপ্। পা০ ৩।২।১০৩। ঙসি ভসংজ্ঞায়া-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স্বাহা' শব্দটি হবিঃপ্রদানবাচী হইয়া এতন্নামক (স্বাহানামক) অগ্নিবিশেষকে লক্ষ্য করিতেছে। হে ঋত্বিকগণ! সেই অগ্নি-সম্পাদিত যজ্ঞ, ইন্দ্রদেবের তুষ্টি-বিধানের জন্য, যজমানের গৃহে (অনুষ্ঠিত) করুন। আমি সেই যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

"কৃণোতন" এই পদটী, হিংসা ও করণার্থ কৃবি (কৃব্) ধাতুর উত্তর ই-কার ইৎ বলিয়া নুম্ (ন) আগমে লোটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনের স্থানে "তস্থস্থমিপাং" এই সূত্রের দ্বারা 'ত' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" (পা০ ৭।১ ৮৬) এই সূত্রের দ্বারা 'ত' এর স্থানে 'তনপ' আদেশ হইয়াছে। শপের প্রাপ্তিতে "ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ" এই সূত্রের দ্বারা উ-প্রত্যয় এবং তৎসন্নিয়োগ-বশতঃ বকারের স্থানে অকার হইয়া "আতো লোপঃ" সূত্রানুসারে তাহার লোপ হইয়াছে। অচের পরে বলিয়া স্থানিবদ্ভাব-হেতু ঋকারের লঘূপধগুণ হয় নাই। তনপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু 'ঙিৎ' হয় নাই বলিয়া উকারের গুণ হইয়াছে "ইন্দ্রায়" এই পদটী "ঋজ্রেন্দ্র" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা রন্-প্রত্যয়ে চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যজ্বনঃ" এই পদটি দেবপূজা সঙ্গতি, করণ ও দানার্থবিশিষ্ট 'যজ্' ধাতুর উত্তর "সুযজোঙ্বনিপ্" (পা০ ৪।১।১০৩) এই সূত্রদ্বারা 'ঙ্বনিপ্' (বন) প্রত্যয়ে ষষ্ঠীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঙস্ বিভক্তি পরে থাকায় ভ সংজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া অকারের লোপপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু "নসংযোগাদ্ব-

---

* প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের সহিত এই সংস্করণের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রতিবাক্যগত একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু ভাব-পক্ষে উভয়ত্রই অভিন্নত্ব দেখিতে পাইবেন।

মল্লোপে প্রাপ্তে ন সংযোগাদ্বমন্তাৎ। পা৩ ৬।৪।১০৭। ইতি নিষেধঃ। বনিপঃ পিত্বেন ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। গৃহে। গ্রহ উপাদানে। গেহে কঃ। পা০ ৩।১।১৪৪। ইতি কপ্রত্যয়ঃ। গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। তত্র। এল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। দেবাঁ। উপেত্যত্র সংহিতায়াং দীর্ঘাদটীতি নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিত্যাকারস্যানুনাসিকাদেশঃ। ভোভগো ইতি যত্বং। তস্য লোপঃ শাকল্যস্যেতি লোপঃ॥ (১ম—১৩সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চবিংশো বর্গঃ॥ ১।১।২৫॥

* * *

দ্বাদশ (১৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রথম পাদের ক্রিয়াপদ লইয়া অর্থান্তর উপস্থিত। সায়ণ ও তদনুবর্ত্তিগণ 'ক্বণোতন' পদকে ক্রিয়া ধরিয়া উহার অর্থ 'কুরুত' (তোমরা কর) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঋক্‌টিকে ঋত্বিক্ পুরোহিত প্রভৃতির কথোপকথনমূলক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ঋত্বিক্‌গণ বা পুরোহিতগণ! তোমরা ইন্দ্রদেবের তুষ্টির জন্য যজমানের গৃহে গিয়া স্বাহা নামক অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ কর।' সাধারণতঃ মন্ত্রের এই অর্থ ই চলিয়া আসিতেছে।

আমরা কিন্তু ঋক্‌টির অন্যরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করি। প্রথম, যদি সম্পূর্ণ 'কৃণোতন' পদটীকে ক্রিয়াপদ ও উহার 'কুরুত' অর্থ স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও, আমরা বলি, এখানে সম্বোধন ঋত্বিক্‌কে বা

মন্তাৎ" (পা০ ৬।৪।১০৭) এই সূত্রানুসারে তাহার নিষেধ হইয়াছে। বনিপ্-প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ধাতু স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "গৃহে" এই পদটী উপাদানার্থ 'গ্রহ' ধাতুর উত্তর "গেহে কঃ" (পা০ ৩।১।১৬৪) এই সূত্রের দ্বারা ক-প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এস্থলে "গ্রহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। এস্থলে "লিতি" এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দেবান্+উপ" এস্থলে সংহিতাতে "দীর্ঘাদটিসমানপাদে" এই সূত্রের দ্বারা নকারের রুত্ব এবং "আতোঽটি নিত্যং" এই সূত্রানুসারের আকারের অনুনাসিক আদেশ হইয়াছে। "ভোভগো", এই সূত্রের দ্বারা বিসর্গের স্থানে যকার এবং "লোপ শাকল্যস্য" এই সূত্রের দ্বারা সেই য-কারের লোপ হইয়াছে। (১ম—১৩সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।২৫॥

* * *

পুরোহিতকে নহে, সম্বোধন—আপনার চিত্তবৃত্তিনিবহকে বা কর্ম্মপদ্ধতি-সমূহকে। অর্থাৎ, বলা হইতেছে—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা একীভূতাত্মক হইয়া ভগবান্ ইন্দ্রদেবের তুষ্টি-সম্পাদনে প্রযত্নপর হও।' আপনার হৃদ্বৃত্তিদিগকে বা কর্ম্মসকলকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ স্বাগত-সম্ভাষণ স্বাভাবিক। পরন্তু, ঐরূপ আহ্বান. প্রার্থনার অঙ্গ বলিয়াই মনে করিতে পারি। আমরা এই অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

কোনও কোনও গ্রন্থে 'কৃণোতনেন্দ্রায়" পাঠের পরিবর্ত্তে "কৃণোতন ইন্দ্রায়" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। তৎপক্ষে 'কৃণোতন' পদটীকে 'কৃণোত' ও 'নঃ' এই দুই পদের সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইতে পারে। যদিও ঐ পাঠে ঋকে 'ন' পদের পর 'ঃ' বিসর্গ নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী 'ইন্দ্রায়' পদের সহিত সন্ধিতে উহার বিসর্গের লোপ পাইয়াছে—মনে করা যায়। তাহাতে 'কৃণোত' পদে 'কুরুত' ('তোমরা কর'—এই ভাব-মুলক) অর্থ না করিয়া 'করোতু' (করা হউক, অনুষ্ঠিত হউক—এই ভাবমুলক) অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপে, 'ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত কর্ম্ম আরম্ভ হউক'—এবম্বিধ অর্থ গৃহীত হইতে পারে। সে অর্থেও, প্রথম প্রকারের অর্থের ন্যায়ই আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ করে। সে অর্থেও, মন্ত্রোচ্চারণের সময়, ঋত্বিক্ বা যজমান কাহাকেও সম্বোধন করিয়া কিছু বলার ভাব আসিতে পারে না।

ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, এই ঋকের অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—'আমরা যেন যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সৎকর্ম্মে যেন আমাদিগের আসক্তি আসে, আমাদিগের হৃদয়ে যেন দেবগণ প্রতিষ্ঠিত হয়েন, আমরা যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হইতে পারি।' ইত্যাদি রূপ প্রার্থনাই, অন্তঃসলিলবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, এ ঋকের অভ্যন্তরে প্রবহমানা রহিয়াছে।

এ ঋকে লক্ষ্য করিবার উপযোগী প্রধান পদ—'স্বাহা'। আমরা 'স্বাহা' পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা কিছু দেবোদ্দেশে সর্ব্বথা প্রদত্ত হয়, তাহাই 'স্বাহা' পদের দ্যোতক। তদনুসারে ঐ পদে ভগবানে কর্ম্ম বা কর্ম্মফল অর্পণের ভাব আসে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে

"সুহুতং অস্তু ইতি আকাঙ্ক্ষয়া" এবং ভাবে ''ভগবতি সমর্পিতেন কর্ম্মফলেন সহ'' প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিয়াছি। সায়ণ বলিয়াছেন—এখানে ঐ পদে 'স্বাহা' নামক অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে। 'স্বাহা' শব্দে মন্ত্র বুঝায়। সুতরাং মন্ত্ররূপ ব্রহ্মও এখানকার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। 'স্বাহা' শব্দে দেবতাদিগকে আহ্বান করাও বুঝায়। সুতরাং দেবাধিষ্ঠানও সূচনা করা যাইতে পারে। মাতৃকাবিশেষও স্বাহা অভিধানে সম্পূজিত হন; 'নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ' ইত্যাদি। মাতৃভাবেও তিনি, পিতৃভাবেও তিনি, সর্ব্বভাবেই তাঁহার অধ্যাস। 'স্বাহা' তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সূক্তের সূচনা—'সুসমিদ্ধ', পরিসমাপ্তি—'সাহা'। * সুসমিদ্ধ পদে সু+সম+'ইন্ধ' দীপ্তি পাওয়া+ত (ক্ত-ক)—সম্যক্‌রূপ দীপ্তির ভাব; স্বাহা পদে সু শুভ+আ+'হ্বে' আহ্বান করা+আ, অথবা 'স্বদ্' আস্বাদন করা+আ—তাহার আহ্বান বা আস্বাদন। দীপ্তির বা জ্ঞানের আহ্বান বা আস্বাদন, সুসমিদ্ধ ও স্বাহার সম্মিলন। এই জন্যই রূপকে স্বাহাকে অগ্নিদেবের পত্নী বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। মধ্যবর্ত্তী দশটী ঋক্ সেই মিলনের স্তর।

---

* 'সুসমিদ্ধ' হইতে 'স্বাহা', পর্য্যন্ত দ্বাদশ অগ্নিমূর্ত্তির অর্থ-বিষয়ে রমানাথ সরস্বতী টীকায় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। "যথা—১ সুসমিদ্ধ (সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি), ২ তনূনপাৎ (ঘৃতভুক্), ৩ নারাশংস (মনুষ্যের স্তুতিমাত্র), ৪ ইলা (স্তবার্হ অগ্নি), ৫ বর্হিরদ (যজ্ঞীয় কুশযুক্ত অগ্নিবিশেষ), ৬ দেবীদ্বার (যজ্ঞশালাদ্বারস্থ অগ্নি), ৭ নক্তোষাসো (প্রাতঃসায়ংকালাভিমানি বহ্নিমূর্ত্তিদ্বয়), ৮ দৈব্যৌ হোতারৌ (অগ্নি এবং বরুণ অথবা অগ্নি এবং আদিত্য), ৯ ইলা সরস্বতী এবং ভারতী (অগ্নিমূর্ত্তিত্রয়), ১০ ত্বষ্টা (সৃষ্টিকারক অগ্নিমূর্ত্তি), ১১ বনস্পতি (যজ্ঞীয় বৃক্ষের দ্বারা জ্বালিত) এবং ১২ স্বাহা (অগ্নিবিশেষ)। প্রায় সকল সূক্তেই দেবতাদিগের উক্ত ক্রমে উল্লেখ আছে। কোনও কোনও মতে ২ তনূনপাত মেঘাবৃত বা বর্ষাবৃত সূর্য্যের মূর্ত্তি, ৩ নারাশংস প্রাতঃকালীন সবিতা এবং ৬ দেবীদ্বার স্বর্গের দ্বার। ১২ স্বাহা মহাভারতে আঙ্গিরস বৃহস্পতির কন্যা; কিন্তু পৌরাণিক মতে দক্ষের কন্যা এবং অগ্নির পত্নী।' এই সকল নাম-রূপের আলোচনায় আমাদিগের মনে কি ভাবের উদয় হইতে পারে? মনে হয় না কি—তিনি সেই একই আছেন, কিন্তু তাঁহার নাম-রূপের অন্ত নাই। ঐ সূক্তের মধ্যেই, বলিতেছি বটে—বারটি, কিন্তু লক্ষ্য করুন, তাহারও কত অধিক নাম-রূপ স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা যতই করিবে, ততই বাড়িয়া যাইবে। বস্তুপক্ষে কিন্তু তিনি সেই একই থাকিবেন। ইহাই ব্রহ্মের বিশেষত্ব।)

'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হয়। এখানে আমরা বলি—সেই পূর্ণাহুতির ভাবই প্রকাশমান। 'দ্বার' উদ্ঘাটনেও সেই মিলনের সহায়তা।

এই ঋকের মধ্যে যেমন 'স্বাহা', এই সূক্তের মধ্যে তেমনই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার উপযোগী আর একটী পদ আছে—'সরস্বতী'। সায়ণাচার্য্য তাঁহাকেও অগ্নিমূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিদ্যার (জ্ঞানের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উক্ত হন। সুতরাং অগ্নি নামে এখানেও জ্ঞানের ভাব আসিতেছে। ফলতঃ, বিবিধ পথে জ্ঞানার্জ্জনই মানবের লক্ষ্য হউক—ইহাই এ ক্ষেত্রে সংসূচিত। অগ্নিদেবের অর্চ্চনা—জ্ঞানেরই অনুধ্যান। (১ম—১৩সূ—১২ঋ)॥

* * *

চতুর্দ্দশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

ঐভিরগ্ন ইত্যাদিকস্য দ্বাদশর্চস্য তৃতীয়সূক্তস্য ঋষিচ্ছন্দসি পূর্ব্ববৎ। তচ্চ সূক্তং বহুদেবতাকং। অতএবানুক্রম্যতে। ঐভির্বৈশ্বদেবমিতি। বিনিয়োগস্তু ব্যূঢ়দ্বাদশাহস্য প্রথমে ছন্দোমে তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে। ঐভিরগ্নে দুবো গির ইতি সূক্তং। তথা চ সূত্রিতং। অথ ছন্দোমাঃ সমুদ্রাদূর্ম্মিরিত্যুপক্রম্যৈভিরগ্নে দুবো গির ইতি বৈশ্বদেবং। আ০ ৮।৯।

তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

চতুর্দ্দশ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ঐভিরগ্নে' ইত্যাদি দ্বাদশটী ঋক্-বিশিষ্ট তৃতীয় সূক্তের ঋষি ও ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। এই সূক্তটি বহুদেবতা-বিশিষ্ট। এই জন্য "ঐভির্বৈশ্বদেবং" এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে। ব্যূঢ়দ্বাদশাহ যজ্ঞের প্রথম ছন্দোবিষয়ে তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে "ঐভিরগ্নে দুবো গিরঃ" এই সূক্তটীর বিনিয়োগ হইয়া থাকে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথ ছন্দোমাঃ সমুদ্রাদূর্ম্মিঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া "ঐভিরগ্নে দুবো গির ইতি বৈশ্বদেবং" (আ০ ৮।৯) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থোঽনুবাকঃ। চতুর্দ্দশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ষড়্‌বিংশঃ সপ্তবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

* * *

চতুর্দ্দশ-সূক্তং।

এই সূক্ত—বহু-দেমতাবিষয়ক। বিশ্বেদেবা, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, পূষণ, ভগ, দ্বাদশ আদিত্য, মরুদ্গণ প্রভৃতি এই সূক্তের স্তবনীয়।

এই সূক্তের—কেবল এই সূক্তেরই বা বলি কেন—ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সূক্তসমূহের দেবদেবীগণের বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলে, মানবের স্বতঃসংশয়ান্বিত চিত্ত নানারূপে উদ্বেলিত হইতে পারে। পরন্তু পুরাণে উপাখ্যানে ঐ সকল দেবদেবীর যে প্রকার সম্বন্ধ-সূচনা আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, বেদ-বাক্য বৃথা বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

বিষয়টী একটু বিশদভাবেই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্ব ঋকে 'স্বাহা' দেবীর উল্লেখ আছে। তাঁহাকে যদি পুরাণ-বর্ণিত অগ্নিদেবের উপভোগ্যা পত্নী বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বেদের বেদত্ব ঐখানেই লোপ পায়। পৌরাণিক ইন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা। এই ঋকের এক দেবতা—বৃহস্পতি। পুরাণের মতে, তিনি দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। এখানে যদি সেই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বেদ যে নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে। এইরূপ শুষ্ণ, বল প্রভৃতি শব্দে যদি ঐ সকল নামধেয় অসুরদিগকে বুঝায়, তাহাতেও বেদের বেদত্বে বিঘ্ন আনয়ন করে। এই চতুর্দ্দশ সূক্তের মধ্যেও 'কণ্বা' 'কণ্বাসো' শব্দদ্বয় দৃষ্টে কেহ কেহ কণ্ববংশীয় ঋত্বিক্‌গণের বিষয় ঋকে বলা হইয়াছে অর্থ করেন। তাহাতেও অনিত্য কণ্ববংশীয় জনের সংশ্রব-হেতু বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব প্রতিহত হয়।

যাঁহারা বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে ভাবে ইচ্ছা, যাহা ইচ্ছা, অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাঁহাদের ভ্রান্তিই তাঁহাদিগের হৃদয়কে চিরতমসাচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিবে। তবে যদি কখনও তাঁহাদের কাহারও হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধির বিকাশ হয়, তিনি তাঁহার বিভ্রম ক্রমশঃ নিশ্চয়ই বুঝিতে

পারিবেন। কেন-না, তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে যে, তাঁহার পরিকল্পিত অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হইতেছে না,—এক স্থানে এক ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি অন্য ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। একমাত্র সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভ্রান্তি হৃদ্গত হইবে। সায়ণাচার্য্য বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় কোথাও অসুরাদির প্রসঙ্গ আছে, কোথাও বা অসুরবাচক সেই সেই শব্দে অন্য অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে আমাদিগের মনে হয়, লিপিকরপ্রমাদ-বশতঃই ঘটুক, অথবা পরবর্ত্তী কালের কেহ ইচ্ছা করিয়াই হউক, সায়ণের পাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ষষ্ঠ সুক্তের পঞ্চম ঋকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য যে "অস্তিকিঞ্চিদুপাখ্যানং" বলিয়া সুচনা করিয়া পণি-নামক অসুরগণ কর্ত্তৃক গরু-চুরির প্রসঙ্গ বেদের অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা বিভ্রম-বিজৃম্ভিত অথবা অন্য কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত। কেন-না, ঐ উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে, বেদের নিত্যত্ব লোপ পায়। এরূপ বিভ্রম বা প্রক্ষিপ্ত অংশ আরও অনেক আছে। তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু অন্য পক্ষে দেখুন, তাঁহার ব্যাখ্যায় কত সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ সুক্তেরই 'কণ্বঃ' 'কণ্বাসো' পদদ্বয়ের অর্থে, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ন্যায়, তিনি আদৌ কণ্ব-ঋষির সংশ্রব সুচনা করেন নাই; পরন্তু, তাঁহার মতে, ঐ শব্দদ্বয় 'মেধাবী' অর্থ-সুচক; ধাত্বর্থের আলোচনায় তিনি তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইরূপ, বৃহস্পতি পদে, পাণিনির মতানুসরণে, তিনি 'মহৎ' 'প্রভু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'শুষ্ণ' প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপ নিত্যত্বমূলক অর্থই দেখা যায়। অতএব, সায়ণের ব্যাখ্যা বলিয়া যে ব্যাখ্যা এখন চলিয়া আসিতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ নাই; তাহার উপর অপরের হাত পড়িয়া তাহাকে পরস্পর-বিরোধি-ভাবপূর্ণ বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

'বেদ' এমনই এক অলৌকিক বস্তু যে, যিনি যে দৃষ্টিতে দর্শন করিবেন, উহা তাঁহার চক্ষে সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে। উহার মধ্যে আস্তিক এক অর্থ পাইবেন; নাস্তিক আর এক অর্থ পাইবেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী উহাতে যে সামগ্রী দেখিবেন, তদিতর ধর্ম্মাবলম্বী উহার মধ্যে তাহার বিপরীত সামগ্রী দর্শন করিবেন। বেদের ইহাই বিশেষত্ব। তাই বেদ-ব্যাখ্যায় চিরদিনই বিতণ্ডা চলিয়াছে। তবে একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বেদমার্গে অগ্রসর হইলে সত্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। সে লক্ষ্য—পূর্ব্বাপর অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। বেদ-বাক্য এমনই একটী সুরে গ্রথিত আছে যে, সে সুরের কোথাও ব্যত্যয় ঘটে নাই। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষায় অর্থানুধাবন করিবার চেষ্টা পাইলেই সেই সুরের সেই তন্ত্রী দৃষ্টিগোচর হয়। নচেৎ, এখানে এক অর্থ, সেখানে এক অর্থ—সর্ব্বত্র অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটে। সে একের মধ্য দিয়া বেদকে দর্শন করুন; পরম পদার্থের সন্ধান পাইবেন; কোথাও কোনরূপ অর্থের অসামঞ্জস্য ঘটিবে না।

অধিকারী অনুসারে, দৃষ্টির তারতম্যক্রমে, বেদের অর্থ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্যই, অনধিকারীর পক্ষে বেদ আলোচনা নিষিদ্ধ আছে। পাছে ভ্রান্ত-মতের অনুসরণে

মানুষ বিপর্য্যস্ত হয়, তাই ঐ নিষেধ আদেশ। নচেৎ, বেদ পরম সাম্যভাবে পরিপূর্ণ; বেদ সকলেরই জ্ঞানের ও মোক্ষের হেতুভূত।

যাহা হউক, বেদকে যাঁহারা 'বেদ' বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহাদেরই বেদ পাঠ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বেদ-পাঠে অনুপম আনন্দ-রসাস্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা বেদকে 'বেদ' ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখিবেন, বেদ-পাঠে তাঁহাদিগের সে রসাস্বাদ-গ্রহণ প্রস্তর-চর্ব্বণে পর্য্যবসিত হইবে মাত্র।

প্রথমমণ্ডলস্থ চতুর্থানুবাকে চতুর্দ্দশং সূক্তং। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ।
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। দেবতা বহ্ব্যঃ। ব্যূঢ়দ্বাদশাহস্য প্রথমে ছন্দোমে
তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে।
দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। এভিঃ। অগ্নে। দুবঃ। গিরঃ। বিশ্বেভিঃ। সোমঽপীতয়ে।
দেবেভিঃ। যাহি। যক্ষি। চ ॥ ১ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, অস্মাকং ভক্তিসুধামৃতগ্রহণায়, অস্মাভিঃ সহ সম্মিলিতায় ইত্যর্থঃ) 'এভিঃ' (অস্মদনুষ্ঠিতে কর্ম্মণি সম্ভাবিতৈঃ, অস্মাকং প্রার্থনানুরূপৈঃ) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ) 'দেবেভিঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্নৈঃ দেবৈঃ, সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'দুবঃ' (অস্মদীয়াং পরিচর্য্যাং, পূজাং ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীশ্চ

প্রতি) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); আগত্য 'যক্ষি চ' (যজ চ, অস্মাকং কর্ম্মসম্পাদনং অভীষ্টপূরণং কুরু) ত্বমিতি শেষঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে সর্ব্বাভীষ্টসাধনকামনয়া সর্ব্বদেবসান্নিধ্যলাভপ্রার্থনাং সর্ব্বগুণাধিকারাশাঞ্চ প্রকাশ্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৪সূ—১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, আমাদিগের প্রার্থনানুরূপ দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন সকল দেবতার সহিত অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত, আমাদিগের পরিচর্য্যার (পূজার) ও স্তোত্রের নিকট আপনি আগমন করুন; এবং আসিয়া আমাদিগের কর্ম্মসম্পাদনে অভীষ্ট পূরণ করুন। (এই মন্ত্রে সর্ব্বাভীষ্টসাধনকামনায় সর্ব্বদেব-সান্নিধ্যলাভের প্রার্থনা এবং সর্ব্বগুণাধিকার-লাভের আশা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে। এভিরস্মিন্‌যজ্ঞে সম্ভাবিতৈর্ব্বিশ্বেভির্দ্দেবেভিঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সহ সোমপীতয়ে সোমপানোপেতযাগার্থং দুবোঽস্মদীয়াং পরিচর্য্যাং গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতীশ্চ প্রত্যয়াহি। আগচ্ছ। যক্ষি চ। আগত্য যজ চ॥

এভিঃ। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টানাং দেবানামিদমাপরামর্শাদিদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ। পা০ ২।৭।৩২। ইত্যশনুদাত্তঃ। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। নেদমদসোরকোঃ। পা০ ৭।১।১১। ইতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। বিভক্তিরনুদাত্তৈব। ন চোড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং তত্রান্তো-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি এই যজ্ঞে সম্ভাবিত সমগ্র দেববৃন্দের সহিত সোমপানযুক্ত যজ্ঞের নিমিত্ত আমাদিগের পরিচর্য্যা ও স্তুতিসমূহের প্রতি আগমন করুন এবং আগমন করিয়া যজন করুন।

"এভিঃ" এই পদটিতে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দেবতা-সমূহের পরামর্শ-হেতু "ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা০ ২।৭।৩২) এই সূত্রে দ্বারা ইদম্ শব্দের স্থানে উদাত্ত 'অশন্' আদেশ হইয়াছে। 'অশন্' এর শিত্ত্ব-হেতু সর্ব্বাদেশ হইয়াছে। এস্থলে "নেদমদসোরকোঃ (পা০ ৭।১।১১) এই সূত্রের দ্বারা নিষেধ-বশতঃ 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ হয় নাই। বিভক্তির অননুদাত্তই হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি-সূত্রের দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হয় নাই; কারণ, সে স্থলে অন্তোদাত্তস্বরের অধিকার আছে। 'দুবঃ' এই পদটীর "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই

দাত্তাদিত্যধিকারাৎ। হুবঃ। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিশ্বেভিঃ। বিশ্বশব্দো ব্রিশেঃ কন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস্ ঐস্ ন ভবতি। বহুবচনে ঝল্যেৎ। পা০ ৭।৩।১০৩। ইত্যেত্বং। সোমপীতয়ে। সোমশব্দোঽর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সোমস্য পীতির্যস্মিন্ যাগে স সোমপীতিঃ। তস্মৈ। তাদর্থ্যে চতুর্থী দেবেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। বহুবচনে ঝল্যেদিত্যেত্বং। যক্ষি। যজের্লেটিঃ সিপ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। ষঢোঃ কঃ সীতি কত্বং। লেটিয়াদেশ শ্ছান্দসত্বান্ন ভবতি। সিপঃ পিত্বেনানুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর এব॥ (১ম-২৪সূ—১ঋ)॥

* • *

প্রথম (১৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

'সোমপানের জন্য এবং স্তব-স্তুতি শুনিবার জন্য, আপনি দেবগণকে লইয়া আসুন এবং আমাদিগকে ধন দান করুন';—এইরূপ অর্থ ই এই ঋকে ব্যাখ্যাকারগণ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সোম-সম্বন্ধে সোমলতার রস-রূপ মাদক-দ্রব্য অর্থ ই তদনুসারে পরিগৃহীত হয়।

সূক্তের সূচনাতেই তো বলিয়াছি,—ঋকের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ

সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বিশ্বেভিঃ। 'বিশ্' ধাতুর উত্তর কন্ (ব) প্রত্যয় করিয়া "বিশ্ব" শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'বিশ্ব' শব্দের উত্তর 'ভিস্' প্রত্যয় করিয়া "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ না হইয়া "বহুবচনে ঝল্যেৎ" (পা০ ৭।৩।১০৩) সূত্রানুসারে 'বিশ্ব' শব্দের অকারের স্থানে একার হইয়াছে। 'সোমপীতয়ে' এই পদটির "অর্ত্তিস্তুসু" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মন্-প্রত্যয়ান্ত 'সোম' শব্দটি প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদ্যুদাত্ত। সেই "সোমের পীতি (পান) যে যাগে আছে, এই অর্থে 'সোমপীতি' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত 'সোমপীতি' শব্দের উত্তর তাদর্থ্যে (তাহার নিমিত্ত এই অর্থে) চতুর্থী বিভক্তির একবচনে "সোমপীতয়ে" পদটি সাধিত হইয়াছে। "দেবেভিঃ" এই পদটি, 'দেব' শব্দের উত্তর 'ভিস্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ হয় নাই। "বহুবচনে ঝল্যেৎ' এই সূত্রের দ্বারা দেব-শব্দের অকারের স্থানে একার হইয়াছে। "যক্ষি" এই পদটি, যজ্ ধাতুর উত্তর লোটের সিপ্ প্রত্যয় "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে যজ্ ধাতুটি ব্রশ্চাদি বলিয়া জকারের স্থানে ষ-কার এবং 'ষঢোঃ কঃ সিঃ" সূত্রানুসারে উক্ত ষ-কারের স্থানে ক-কার হইয়াছে। 'সিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ববশতঃ অনুদাত্তস্বর বলিয়া ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—১৪সূ—১ঋ)॥

* * *

করিবেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রস-রূপ মাদক দ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মদ্যাদি উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মদ্যরসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরূপ রসে—যাঁহাদিগের হৃদয় অভিষিক্ত পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার সেই ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানকে অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন্ রস শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারেই প্রয়াস পাইবেন। সোম-শব্দের যে মাদকদ্রব্য অর্থ প্রচলিত হইয়াছে, অসুর-কুলের ধ্বংস-সাধন উদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার আর অন্য লক্ষ্য অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যদি অধঃপাতে ধ্বংসের পথে যাইতে চাও, সোম-শব্দে মাদক দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তন কর; আর যদি শ্রেয়ঃপথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি থাকে, তবে সোম-শব্দে হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্ব ভক্তিভাব সঞ্চার-রূপ অর্থের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও।

দেবগণ তোমার-আমার ন্যায় দেহধারী নহেন। তোমার প্রদত্ত স্থূল উপাদান-ভূত ঐ অন্নজল গ্রহণ করিতে অথবা ঐ মাদক-রস পান করিতে, তাঁহারা কখনও আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন না। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি সে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো যজ্ঞ হয়। বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো যজ্ঞহবিঃ গগন চুম্বন করে! বিরল বটে; কিন্তু এখনও তো দেবতার উদ্দেশে ভক্ষ্য ভোজ্য ষোড়শোপচার সাজাইয়া সেই মন্ত্রে সেই ভাবেই আহ্বান করা হয়! কিন্তু কৈ, কেহ দেখিয়াছেন কি, কখনও কোথাও কোনও দেহধারী দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে! কদাচিৎ সে সংবাদ শুনিতে পাই। কেহ কখনও সে বিষয় মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারেন না। কেবল এখন বলিয়া নহে; কোনকালে কখনও যজ্ঞক্ষেত্রে যে দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অনুভবে আসে না। পুরাণে রূপকে যে সকল ঘটনার পরিবর্ণিত আছে; তাহা এ রাজ্যের নহে;—কল্পনার অতীত সে এক অন্য রাজ্যের কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

তবে কি? যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে তবে কি বুঝিব? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপা-বিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর-দান বড়ই কঠিন; অল্পকথায়ও সে উত্তর ব্যক্ত হইবার নহে; আবার যতই অধিক কথা কহিতে যাইবে, ভাব-গ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর—বাক্যে নহে—অনুভাবনায়; বক্তৃতায় নহে—অনুধ্যানে; ভাষায় নহে—চিন্তায়। তথাপি প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে বিষয়টী একটু বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

মনে রাখিবেন,—দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী,—শুদ্ধসত্ত্বরূপে তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে, স্বৎস্বরূপে, তাঁহাদের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবের সূক্ষ্মসত্ত্ব পরমাণু-রূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটাকে তুমি যখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে রোপণ কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে আসিয়া সহায়তা করে! ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটাকে নবজীবন প্রদান করে; কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না,—এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ-সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপন-রূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে, তোমার দেহ-মন-প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাব-বিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই—সেই দেবাধিষ্ঠান।

দেবতার উদ্দেশে মাদকদ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে তাহা উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব কখনও সঞ্চিত হইতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস, মূঢ় জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন, মাদক-দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন অর্থই

বুঝাইয়া থাকে। তীর্থবিশেষে গমন করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ বিশেষ বিশেষ সামগ্রী ভগবানে সম্প্রদান (অর্পণ) করিয়া আসেন, অর্থাৎ সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করেন। সে দানকে 'আত্যন্তিক দান' কহে; অর্থাৎ, সে সামগ্রী আর কখনও তিনি গ্রহণ করেন না। দেবতাদিগের উদ্দেশে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য (সোমকে যদি মাদক-দ্রব্য বলিয়াই জিদ ধর) প্রদান বাক্যে, মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ পরিত্যাগ অর্থ স্বীকার করিতে পারি। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পঞ্চ-ম-কারের তাৎপর্য্য প্রকাশে (বায়বীয় সূক্তের—দ্বিতীয় সূক্ত, তৃতীয় ঋক্ আলোচনায়—৮৭ পৃষ্ঠায়) আমরা যে মত ব্যক্ত করিয়াছি, এখানেও তদ্রূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রে আছে—অগ্নিমুখে দেবগণ আহার করেন। তাহাতেও বুঝি,—দেবগণ সাকার দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া কখনও সোমরস মাদকদ্রব্য পানে প্রবৃত্ত হন না; পরন্তু অগ্নিমুখে সে সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং সোমরস বলিতে মাদক-দ্রব্য অর্থই যদি গ্রহণ কর, দেবোদ্দেশে তাহা দান অর্থে অগ্নিমুখে সোমরস দান করিয়া সে রসের সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করা অর্থই সঙ্গত হয়।

পক্ষান্তরে 'সোম' বলিতে 'সোমলতার রস' 'নামক মাদকদ্রব্য' অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যতই সেখানে প্রমাণ থাকুক, বেদের 'সোম' কখনই তথাকথিত মাদকদ্রব্য নহে।* সোম 'চন্দ্র', সোম 'অমৃত', সোম 'শুদ্ধসত্ত্বভাব'।

অতঃপর, দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ কি প্রকারে স্থাপিত হয়, একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। বলিয়াছি—দেবগণ অশরীরী, শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের

---

* এই বাক্যে, কেহ হয় তো মনে করিতে পারেন, আমরা পুরাণাদিকে অমান্য করিতেছি। কিন্তু তাহা ভ্রম। পুরাণাদি শাস্ত্রপরম্পরা সকলই আমাদের শিরোমণি-স্থানীয়। তবে সাধারণে সকল সময় সমভাবে অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন না, এই জন্যই বিভ্রম ঘটে। পুরাণাদিতে কি ভাবে কেন ঐ সকল বিষদমান প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহার নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহারও বিশদ আলোচনার চেষ্টা পাইব। ফলতঃ, কোনও শাস্ত্রকে অমান্য না করিয়া, হৃদয়, বেদ-বাক্যের যাহা প্রকৃত ও সঙ্গত ব্যাখ্যা মনে করে, আমরা তাহাই ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সম্বন্ধ স্থূলের সহিত সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে, সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? কখনই না। সেখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তা আবশ্যক করে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, সূক্ষ্মের পক্ষে এক, বহির্জগতের পক্ষে এক অন্তর্জ্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। মনে করুন,—সম্মুখে একটী মোট পড়িয়া আছে, আমাকে তাহা বহন করিতে হইবে। এখানে আমার দৈহিক শক্তির কার্য্য আবশ্যক। মানসিক শক্তি প্রয়োগের কোনরূপ আবশ্যকতা করে না। কিন্তু মানসিক শক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্তে আবার দেখুন,—আমায় একটী বেদমন্ত্র স্মরণ করিতে হইবে। সেখানে শত দৈহিক শক্তিতে কোনও কাজ হইবে না। এক ভাব—পরিদৃশ্যমান; অপর ভাব—অ-দৃষ্ট। স্থূল-সূক্ষ্মের কার্য্য স্থূলতঃ এই দৃষ্টান্তেই বোধগম্য হইতে পারে। অতএব, সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কদাচ অধিগম্য নহে। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিসমুহ, সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া, সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধা ভক্তি, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী, হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত ও তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষই সুসংস্কৃত সোম-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম-দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলন। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি। (১ম—১৪সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ।

দেবেভিরগ্ন আ গহি ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ত্বা। কণ্বাঃ। অহূষতঃ। গৃণন্তি। বিপ্র। তে। ধিয়ঃ।

দেবেভিঃ। অগ্নে। আ। গহি ॥ ২ ॥

° ° °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্র' (মেধাবিন, পরমপ্রাজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'কণ্বাঃ' (মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ, প্রজ্ঞাসম্পন্নাঃ সাধকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অহূষত' (নিরন্তরং আহ্বয়ন্তি); তথা 'তে' (তব) 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি) 'গৃণন্তি' (সদৈব বর্ণয়ন্তি, কথয়ন্তি); কেন কর্ম্মণা ত্বাং প্রাপ্তব্যং তদুপদেশং দদতি—ইতি ভাবঃ; হে দেব। ত্বং 'দেবেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ) 'আগহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ)। জ্ঞানেন সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ অস্মাসু সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ (১ম—১৪সূ—২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমপ্রাজ্ঞ জ্ঞানদেব! প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধকগণ আপনাকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন; এবং তাঁহারা আপনার কর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদা বর্ণন কারতেছেন। (ভাব এই যে,—কোন্ কর্ম্মে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপদেশ দিতেছেন); হে দেব! সকল দেবগণের

—দেবভাবসমূহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত সকল দেবভাব আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (১ম—১৪সূ—২ঋ)। *

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিপ্র মেধাবিন্ অগ্নে কণ্বা মেধাবিন ঋত্বিজস্ত্বা যজ্ঞনিষ্পাদকং ত্বামহূষত। আহ্বয়ন্তি। তথা তে ধিয়স্ত্বদীয়ানি কর্ম্মাণি গৃণন্তি কথয়ন্তি। ততো হে অগ্নে দেবেভির্দ্দেবৈঃ সহাগহি। আগচ্ছ। বিপ্র ইত্যাদিষু চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু কণ্ব ঋভুরিতি পঠিতং॥

ত্বা। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি ত্বাদেশঃ সর্ব্বানুদাত্তঃ। কণ্বাঃ। কণ শব্দার্থঃ। অশিপ্রুষিলটিকণিখটীত্যাদিনা ক্বন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অহূষত। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙ্। ঞিত্বাদাত্মনেপদং। তস্য আত্মনেপদেষ্বনত ইত্যদাদেশঃ। চ্লেঃ সিচ্। একাচ ইত্তীট্ প্রতিষেধঃ। পা০ ৭।২।১০। বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। হলঃ। পা০ ৬ ৪।২। ইতি দীর্ঘত্বং। আদেশপ্রত্যয়োরিতি ষত্বং। ছান্দসত্বাদুকারস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিপ্র অর্থাৎ মেধাযুক্ত অগ্নিদেব। মেধাবী ঋত্বিক্-গণ, যজ্ঞনিষ্পাদক আপনাকে আহ্বান করিতেছে। এবং তদীয় কর্ম্মসমূহকে বলিতেছে। সেই জন্য হে অগ্নিদেব॥ আপনি দেবগণের সহিত আগমন করুন। "বিপ্রঃ" ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মেধাবীনামের মধ্যে 'কণ্বঃ' 'ঋভুঃ এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"ত্বা এই পদটি, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" এই সূত্র দ্বারা 'ত্বা' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। "কণ্বাঃ" এই পদটি শব্দার্থক 'কন্' ধাতুর উত্তর "অশিপ্রুষিলটিকণিখটি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ক্বন্' (ব) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ক্বন্ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অহূষত" এই পদটীতে স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থক হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" এই সূত্র দ্বারা বর্ত্তমানে লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। ধাতুর ঞিত্বহেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। তাহার আত্মনেপদেষ্বনতঃ" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির অদাদেশ হইয়া 'চ্লি' এর স্থানে 'সিচ্' হইয়াছে। "একাচঃ" (পা০ ৭।২।১০) এই সূত্র দ্বারা ইট্ আগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" এই সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ (হ্বে স্থানে হু) ও পরপূর্ব্বত্ব হইয়া "হলঃ" (পা০ ৬।৪।২) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘত্ব হইয়াছে। "আদেশ প্রত্যয়য়োঃ" এই সূত্রের দ্বারা ষত্ব হইয়াছে এবং ছান্দস-প্রযুক্ত উকারের গুণ হয় নাই।

---

* ঋকের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে—'কণ্ববংশীয় ঋত্বিক্গণ তোমাকে আহ্বান করিতেছে এবং তোমার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, তুমি দেবগণসহ এখানে এস।' কিন্তু আমাদের অর্থ ও ভাবার্থ—বিশদার্থে লক্ষ্য করুন।

নগুণঃ। অডাগমঃ। গৃণন্তি। গৄ শব্দে। লট্ ঝি। ঝোঽন্তঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি ধাতোর্হ্রস্বত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ। পা০ ৬৷৪৷১১২। ইত্যাকারলোপঃ। ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ণত্বং। তিঙঃ স্বর এব শিষ্যতে। বিপ্র। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। তে অনুদাত্ত-মিত্যনুবৃত্তৌ তেময়াবেকবচনস্য। পা০ ৮৷১৷২২। ইতি ষষ্ঠ্যান্তে ইত্যাদেশঃ। দেবেভিঃ। ছান্দস ঐস অভাবঃ। গহি। গম্লৃ সৃপ্লৃ গতৌ। লোটঃ সিপ্। সের্হ্যপিচ্চ। কর্ত্তরি শপ্। তস্য বহুলং ছন্দসীতি লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা মকারলোপঃ। তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতো হেরিতি হের্লুগ্ন ভবতি॥ (১ম—১৪সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অভ্যন্তরে প্রার্থনাকারীর এক আকুল আহ্বান বিদ্যমান্ দেখি। তৎপক্ষে দ্বিবিধ ভাবের অধ্যাস হয়। এক ভাব—প্রার্থনাকারী যেন আপনার অক্ষমতা জানাইয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! হে পরম-প্রাজ্ঞ! আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আমি আপনাকে আহ্বান করি। কিন্তু দেব! প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধুগণ আপনাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছেন, আপনার গুণ-গাথা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেছেন;

পদের আদিতে অট্ (অ) আগম হইয়াছে। "গৃণন্তি" এই পদটী, শব্দার্থক গৄ ধাতুর উত্তর লটের ঝি বিভক্তি করিয়া "ঝোঽন্তঃ" সূত্রানুসারে ঝ-এর স্থানে অন্ত আদেশ ও "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" সূত্রানুসারে শ্না-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে এস্থলে "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" এই সূত্রের দ্বারা ধাতুর ঋকারের হ্রস্বত্ব ও "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" (পা০ ৬৷৪৷১১২) এই সূত্রের দ্বারা 'শ্না' এর আকারের লোপ হইয়াছে। "ঋবর্ণাচ্চেতি বক্তব্যং" এই বক্তব্য সূত্রানুসারে ন-এ ণত্ব হইয়া 'তিঙ্এর স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিপ্র এই পদটীর আমন্ত্রিত নিঘাত-স্বর। "তে" এই পদটী, "অনুদাত্তং" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "তেময়াবেকবচনস্য" (পা০ ৮৷১৷২২) এই সূত্রের দ্বারা যুষ্মদ শব্দের সহিত ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থানে "তে" আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "দেবেভিঃ" এ স্থলে ছান্দস-প্রযুক্ত ঐস্ আদেশের অভাব হইয়াছে। "গহি" এই পদটী গত্যর্থ গম্লৃ (গম্) ধাতুর উত্তর লোটের সিপ্ প্রত্যয়ে "সের্হ্যপিচ্চ" সূত্রানুসারে 'সি'-এর স্থানে 'হি' আদেশ করিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে উক্ত শপের লোপ এবং অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ম-কারের লোপ হইয়াছে। সেই মকার-লোপের "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই সূত্রানুসারে অসিদ্ধবত্ত্বহেতু "অতো হেঃ" ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'হি' এর লোপ হয় নাই॥ (১ম—১৪সূ—২ঋ)॥

* * *

তাঁহাদের মুখ বাহিয়া, তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনি দেবগণসহ একবার এই জগতী-তলে আগমন করুন। তাহাতে সংসারে শান্তির হিল্লোল প্রবাহিত হউক,—দেব-ভাব দীপ্তিদানাদি গুণ সাধারণতঃ মানবের মধ্যে প্রকাশ পাউক,—সে সংসর্গে সে আদর্শে অধম অভাজন তরিয়া যাউক।' দ্বিতীয় প্রকার ভাব এই যে,—'সাধুগণের কর্ম্মাদি লক্ষ্য করিয়া আমরা যেন জ্ঞানসঞ্চয়ে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হই।' আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই ভাবেরই আভাস দিয়াছি। সায়ণের ভাষ্যে (এবং আমাদিগের প্রথম সংস্করণের ব্যাখ্যায়) প্রথমোক্ত ভাবেরই দ্যোতনা আছে। যাহা হউক, মূলে দুই ভাবেই অভিন্নত্ব আছে। (১ম—১৪সূ—২ঋ)।

—*—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং।
আদিত্যান্ মারুতং গণং ॥ ৩ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রবায়ূ ইতি। বৃহস্পতিং। মিত্রা। অগ্নিং। পূষণং। ভগং।
আদিত্যান্। মারুতং। গণং ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রবায়ূ' (ইন্দ্রং পরমৈশ্বর্য্যবন্তং বায়ুং সর্ব্বত্রগঞ্চ ইন্দ্রবায়ুদেবদ্বয়ং) 'বৃহস্পতিং' (মহান্তং বৃহস্পতিদেবং) 'মিত্রাগ্নিং' (মিত্রঞ্চাগ্নিঞ্চ, মিত্রং স্নিগ্ধকরং দেবং অগ্নিং তেজোময়ং দেবং তৌ মিত্রাগ্নী দেবদ্বয়ৌ) 'পূষণং' (সদ্ভাবপোষকং পূষাদেবং) 'ভগং' (কল্যাণপ্রদং ঐশ্বর্য্যপ্রদঃ

ভগদেবং) 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সম্বন্ধযুতান্ বিপত্তারকান আদিত্যদেবান্) 'মারুতং গণং' (বিবেকরূপিণং মরুদ্দেবগণং) বয়ং আহ্বয়ামঃ। যদ্বা—হে জ্ঞানদেব! অস্মভ্যং তান্ দেবান্ প্রাপয় ইতি শেষঃ। জ্ঞানপ্রভাবেন বয়ং সর্ব্বগুণান্বিতাঃ সন্তঃ সকলানাং দেবভাবানাং অধিকারিণঃ ভবেম—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৪সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেবকে, বায়ুদেবকে, বৃহস্পতিদেবকে, মিত্রদেবকে, অগ্নিদেবকে, পূষণদেবকে, ভগদেবকে, আদিত্যাদি দেবগণকে এবং মরুদ্‌গণকে আমরা আহ্বান করিতেছি। অথবা—হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগকে সেই দেবগণকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-প্রভাবে আমরা যেন সর্ব্বগুণান্বিত হইয়া সকল দেবভাবের অধিকারী হই—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রাদিদেবান্ মারুতং মরুতাং বায়ূনাং সম্বন্ধিনং গণং চ হে অগ্নে যক্ষীতি পদদ্বয়মনুবর্ত্ততে॥

ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চেন্দ্রবায়ূ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।৩।২৬। ইতি প্রাপ্তস্যানঙ উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা০ ৬।৩।২৬।১। ইতি প্রতিষেধঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা০ ৬।২ ১৪১। ইতি প্রাপ্তস্যোভয়পদপ্রকৃতিস্বরস্য নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। পা০ ৬ ২।১৪৩। ইতি নিষেধঃ। সমাসান্তোদাত্তত্বমেব। বৃহস্পতিং। তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চোরদেবতয়োরভিধেয়য়োঃ সুট্ তলোপো বক্তব্যঃ। পা০ ৬।১।১৫৭। ইতি ত-লোপঃ সুডাগমশ্চ। বৃহচ্ছব্দমাদ্যুদাত্তং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে এবং বায়ুর সম্বন্ধীয় গণকে হে অগ্নিদেব। আপনি যজন করুন। 'হে অগ্নিদেব! যজন করুন'—এই পদদ্বয় পূর্ব্ব হইতে অনুবর্ত্তিত হইতেছে।

'ইন্দ্র এবং বায়ু' এইরূপ সমাস করিয়া "ইন্দ্রবায়ূ" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬।৩।২৬) এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত অনঙের "উভয়ত্র বায়োঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ" (পা০ ৫।৩২৬) এই সূত্র দ্বারা নিষেধ হইয়াছে। এবং "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬।২।১৪১) এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত যে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব, তাহা "নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ" (পা০ ৬'২।১৪৩) এই সূত্রের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সমাসান্ত উদাত্তস্বরই হইয়াছে। 'বৃহস্পতিং" এই পদটি "তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চোরদেবতয়োরভিধেয়য়োঃ সুট্ তলোপো বক্তব্য" (পা০ ৬।১।১৫৭) এই সূত্রের দ্বারা বৃহৎ শব্দের তকারের লোপ ও সুট (স্) আগমে সিদ্ধ হইয়াছে। বামন বলেন, কোন কোন পণ্ডিতগণ 'বৃহৎ' শব্দটিকে আদ্যুদাত্ত বলিয়া বর্ণনা

কেচিদ্বর্ণয়ন্তীতি বামনঃ। পা রক্ষণে পাতীতি পতিঃ। পাতের্ডতিঃ। উ৯ ৪।৫৮। প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। সমাস উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মিত্রা। দ্বিতীয়ায়াঃ সুপাং সুলুগিত্যাদিনা। বিভক্তেরাজাদেশঃ। আদিত্যান্। অদিতেরপত্যান্যাদিত্যাঃ। দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্যঃ। পা০ ৪।৩।৮৫। প্রত্যয়স্বরঃ। মারুতং। মরুতাং বিকারঃ। অনুদাত্তাদেরঞ্। পা০ ৪।৩ ১৪০। ইত্যঞ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (১৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর একটু বিশেষত্ব এই যে, এই ঋকের মধ্যে ক্রিয়া নাই, কর্ত্তা নাই, কেবল কয়েকটী কর্ম্মপদ মাত্র বিদ্যমান্। সায়ণ তাই লিখিয়া গিয়াছেন,—'হে অগ্নে যক্ষীতি পদদ্বয়মনুবর্ত্ততে।' অর্থাৎ,—'হে অগ্নিদেব! আপনি ঐ সকল দেবতাদিগকে আনয়ন করিয়া যজনা করুন অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করুন' এইরূপ পদ অনুবর্ত্তিত হইবে।

কিন্তু ঐ অর্থে একটি আপত্তির কথা উঠিতে পারে। অগ্নিদেবকেই যদি সম্বোধন করা হয়, তাহা হইলে ঋকে 'মিত্রাগ্নিং' পদ রহিল কেন? অগ্নিই আবার অগ্নিকে ডাকিবেন, ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'আমরা ঐ সকল দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেছি বা যজন করিতেছি' কোনও দোষের হয় না; পরন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যাই হয়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছি।

করিয়া থাকেন। রক্ষণার্থ পা ধাতুর উত্তর 'রক্ষা করে' এই অর্থে "পাতের্ডতিঃ" (উ০ ৪।৫৮) এই সূত্রের দ্বারা ডতি (অতি) প্রত্যয় করিয়া 'পতি' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর-বশতঃ এই পতি শব্দটি আদ্যুদাত্ত। অনন্তর উক্ত 'বহৎ' ও 'পতি' শব্দে সমাস হইলে "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ" এই সূত্রানুসারে উভয় পদেই প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "পিত্রা" এই পদটি "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে আকার আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আদিত্যান্" এই পদটী 'অদিতির অপত্য (পুত্র) গণ' এই অর্থে 'অদিতি' শব্দের উত্তর "দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্যঃ" (পা০ ৪।১।৮৫) এই সূত্রের দ্বারা ণ্য (য) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মরুৎ-সমূহের বিকার, এই অর্থে—"মারুতং" এই পদটী 'মরুৎ' শব্দের শব্দের উত্তর "অনুদাত্তাদেশ্চ" (পা০ ৫।৩।১৪০) এই সূত্রের দ্বারা 'অঞ্' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঞিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—১৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

যদিও সায়ণাচার্য্য এবম্বিধ ব্যাখ্যার অনুসরণ করেন নাই; কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত পথে তৎকৃত ব্যাখ্যারও সার্থকতা রক্ষা করা যায়। অগ্নি (জ্ঞান) যে মিত্রাগ্নিকে আহ্বান করিতে পারেন, তাহারও সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। মিত্র ও অগ্নি—উভয়ই অগ্নিদেবেরই (জ্ঞানদেবতারই) রূপান্তর মাত্র। একে তাঁহার স্নেহ-ভাব, অন্যে তাঁহার রৌদ্রভাব। এখানে অগ্নিদেবের দ্বারা মিত্রাগ্নিকে সম্বোধনের মর্ম্মার্থ এই যে, সাধকের অভিপ্রায়, অগ্নিদেবের স্নেহ ও রৌদ্র দুই ভাবই যেন তাঁহাতে বিকাশ পায়। আমাদিগকে সৎপথে পরিচালনের শুভ-উদ্দেশ্য-সাধনে জ্ঞানদেব যেন আবশ্যকানুসারে স্নেহভাবে ও রৌদ্রভাবে আগমন করেন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

এই ঋকে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—দেবগণের নাম-সংজ্ঞা। ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা প্রায়ই একার্থক; অথচ, তাঁহাদিগের গুণ-

---

* এই ঋক্কের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায় মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। ঋক্কে বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। এখানে ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সন্নিবেশিত হইল। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদেই আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরশে দিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম;—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এক চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণু দ্বাদশ উচ্যতে।"

বিশেষণের কেমন যেন একটু পার্থক্য আছে! মিত্র ও অগ্নি—ইঁহারা যে অভিন্ন, অনেক ঋকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে আবার মিত্র স্নেহভাবের এবং অগ্নি রৌদ্রভাবের দ্যোতনা করেন। এক দিকে স্নিগ্ধতা, অন্য দিকে তেজিস্বতা। মনুষ্যত্বে—স্নিগ্ধতা ও তেজস্বিতা দুই ই আবশ্যক। সুতরাং মিত্র-দেবতার ও অগ্নি-দেবতার যজনায়, স্নিগ্ধভাব ও তেজোভাব দুইয়েরই কামনা প্রকাশ পাইতেছে। সে হিসাবে, অগ্নির ও

কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অন্যরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই! বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি॥ বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা চৈব পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণে (১১৬।৩৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে, 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ-সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণু সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ-ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পূর্ব্বাপর যথাক্রম পার্থক্য। যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাহার আভাস দিয়া লিখিয়াছেন,—"অদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিনা দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম—'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, and ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the

মিত্রের উপাসনায় সিদ্ধকাম হওয়ার অর্থ—তেজস্বিতা ও স্নিগ্ধতা একাধারে দুই ভাবেরই অধিকারী হওয়া। অন্যান্য দেবতা-বিষয়েও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল দেবতায় কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরে আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। পাঠকগণ ক্রমশঃ তাহা উপলব্ধি করিবেন। এক এক দেবতার উপাসনায়, এক এক সদ্বৃত্তির--এক এক গুণের বিকাশ-প্রাপ্তিই মানবের লক্ষ্যস্থল হওয়া বিধেয়। তদ্দ্বারা বিপদ দূরে যায়, কল্যাণ অধিগত হয়। সেই জন্যই বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন বিভূতির পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। (১ম—১৪সূ—৩ঋ)।

---

result of a long process of abstract reasoning, but the visib'e Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky."—Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, eternity or the eternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable *principle*......is the celestial light."—Roth, translated by Muir, "*Sanskrit Texts*" vol. V. (1884) P. 37.

"আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা,—

'উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকে অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনী-সকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম সংজ্ঞা উনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংজ্ঞার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয়-প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর ; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয় ;—কুহেলিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে ঋকের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাস দেয়। অপিচ, তিনিই একই যে বহু, তাহাও বুঝা যায়।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বঃ। ভ্রিয়ন্তে। ইন্দবঃ। মৎসরাঃ। মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সাঃ। মধ্বঃ। চমুইসদঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মদর্থং) 'মৎসরাঃ' (তৃপ্তিপ্রদাঃ) 'মাদয়িষ্ণবঃ' (আনন্দহেতুভূতাঃ) 'দ্রপ্সাঃ' (হর্ষপ্রদায়কাঃ) 'মধ্বঃ' (মধুরাঃ) 'চমূষদঃ' (হৃদ্রূপেষু পাত্রেষু অবস্থিতাঃ) 'ইন্দবঃ' (হবিরাদিস্বরূপাঃ হবনীয়াঃ ভক্তিসুধাঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'প্র ভ্রিয়ন্তে' (প্রকর্ষেণ সম্পাদ্যন্তে, সর্ব্বতোভাবেন দেবানুদ্দিশ্য প্রযুজ্যন্তে) সাধকৈঃ ইতি শেষঃ; অতঃ এবং বিপত্ত—ষেন বয়ং তেষাং অনুসারিণঃ ভবেম ইতি শেষঃ। সাধুনাং পদাঙ্কানুসরণেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েন বয়ং যেন দেবভাবসম্পন্নাঃ ভবেম—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৪সূ—৪ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের নিমিত্ত তৃপ্তিপ্রদ, আনন্দ-হেতুভূত, হর্ষপ্রদায়ক, মধুর, হৃদ্রূপ-পাত্রে অবস্থিত, ভক্তিসুধাসমূহ (শুদ্ধসত্ত্বসমূহ) সাধকগণ কর্ত্তৃক প্রকর্ষের সহিত সম্পাদিত হয়; এইরূপ বিধান করুন—

যেন আমরা তাঁহাদিগের অনুসারী হইতে পারি। (ভাব এই যে,—সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে আমরা যেন দেবভাবসম্পন্ন হইতে পারি—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাদিদেবাঃ। বো যুষ্মদর্থমিন্দবঃ সোমাঃ প্রভ্রিয়ন্তে। প্রকর্ষেণ সম্পাদ্যন্তে। কীদৃশাঃ। মৎসরাঃ। তৃপ্তিকরাঃ। মৎসরঃ সোমো মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ। নি০ ২।৫। ইতি যাস্কঃ। মাদয়িষ্ণবঃ। হর্ষহেতবঃ। দ্রপ্সাঃ। বিন্দুরূপাঃ। মধ্বঃ। মধুরাঃ। চমূষদঃ। চমূষু চমসাদিপাত্রেষ্ববস্থিতাঃ।

প্র। ব্যবহিতাশ্চেতি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। ভ্রিয়ন্তে। ভ্রিঞো যকি রিঙ্‌শয়ন্লিঙ্ক্ষু। পা০ ৭।৪।২৮। ইতি রিঙাদেশঃ। হৃঞো বা। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি হকারস্য ভকারঃ। ইন্দবঃ। উন্দী ক্লেদনে। উন্দন্তি পাত্রাণীতি। নিদিত্যনুবৃত্তাবুন্দেরিচ্চাদেঃ। উ০ ১।১২। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। আদেরিকারশ্চ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মৎসরাঃ। মদ তৃপ্তিযোগে। চিদিত্যনুবৃত্তৌ কৃধূমদিভ্য কিৎ। উ০ ৩।৭২। ইতি সরপ্রত্যয়ঃ। তিতুত্রতথসিসুরকসেষু চেতীট্‌প্রতিষেধঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। মাদয়িত্নবঃ। মদী হর্ষগ্লেপনয়োঃ। মদের্ণ্যন্তাণ্ণেশ্ছন্দসি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত সোমসমূহ প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইতেছে। কিরূপ সোমসমুদয়? মৎসর—অর্থাৎ তৃপ্তিকর। যাস্ক-নিরুক্তে কথিত হইয়াছে—"মৎসরঃ সোমো মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ" (নি০ ২।৫) অর্থাৎ মৎসর শব্দে সোমকে বুঝায়, যেহেতু তৃপ্ত্যর্থ মদী ধাতু হইতে উৎপন্ন। হর্ষের হেতু, বিন্দুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, মধুর এবং চমসাদিপাত্রে অবস্থিত।

"প্র" এই পদটীর "ব্যবহিতাশ্চ" এই সূত্র দ্বারা ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে। "ভ্রিয়ন্তে" এই পদটী 'ভৃঞ্‌' ধাতুর "ভৃঞো যকিরিঙ্‌শয়ন্লিঙ্ক্ষু" (পা০ ৭।৪।২৮) এই সূত্র দ্বারা ঋকারের স্থানে রিঙ্‌ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা 'হৃঞ্‌' (হৃ) ধাতুর হ-কারের স্থানে "হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" এই সূত্র দ্বারা ভ-কার করিয়াও নিষ্পন্ন হইতে পারে। "ইন্দবঃ" এই পদটী, "পাত্র সমূহকে ক্লিন্ন করিতেছে" এই অর্থে ক্লেদনার্থক উন্দী (উন্দ) ধাতুর উত্তর 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিতে "উন্দেরিচ্চাদেঃ" (উ০ ১।১২) এই সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয় করিয়া আদিস্থ উকারের স্থানে ইকারাদেশে প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মৎসরাঃ" এই পদটী তৃপ্তিযোগার্থক মদ ধাতুর উত্তর 'চিৎ' এই অনুবৃত্তিতে 'কৃধূমদিভ্যঃ কিৎ" (উ০ ৩।৭২) এই সূত্র দ্বারা 'সর' প্রত্যয় করিয়া "তিতুত্রতথসিসুরকসেষু চ" এই সূত্র দ্বারা ইট্‌ প্রতিষিদ্ধ হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মাদয়িত্নবঃ' এই পদটী, হর্ষ ও গ্লাপনার্থক ণ্যন্ত মদী (মদ) ধাতুর উত্তর 'ণেশ্ছন্দসি' (পা০৩।২।১৩৭)

পা০ ৩।২।৩৭। ইতি ষ্ণুচ্। ণেরনিটিতি ণিলোপে প্রাপ্তেঽয়ামন্তাল্বায্যেত্ন্বিষ্ণুষু। পা০ ৬।৪।৫৫। ইত্যয়াদেশঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। মধ্বঃ। মধুশব্দ আদ্যুদাত্ত উক্তঃ। মধুশব্দস্য ব্যত্যয়েন পুংলিঙ্গত্বং। সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি জসি চ। পা০ ৭।৩।১০৯। ইতি গুণো ন ভবতি। চমূষদঃ। চমু ছমু জমু ঝমু অদনে। চম্যতে ভক্ষ্যতে যেষু চমসেষু তে চম্বঃ। কৃষিচমীত্যাদিনা। উ০ ১।৮১। উঃ। তত্র সীদন্তীতি চমূষদঃ॥ সৎসূ দ্বিষেত্যাদিনা। পা০ ৩।২।৬১। ক্বিপ্। সুষামাদেরাকৃতিগণত্বাৎ ষত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (১৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ অনুধাবনে নানারূপ বিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। ঋকের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদের এবং উহার যে কয়েকটী বিশেষণ আছে তাহাদের মর্ম্মগ্রহণ-পক্ষেই ঐ বিভ্রম সংসূচিত হয়।

'ইন্দবঃ' পদের অর্থ সায়ণ লিখিয়াছেন—'সোমাঃ'; আধুনিকগণ লিখিতেছেন—'সোমরসরূপমাদকদ্রব্যবিশেষাঃ'। তার পর, 'মৎসরাঃ' আছে, 'মাদয়িষ্ণবঃ' আছে, 'দ্রপ্সাঃ' আছে, সোণায় সোহাগা-স্বরূপ 'চমুষদঃ' আছে। 'মৎসরাঃ' মদ্যপানে গর্ব্বের ভাব, 'মাদয়িষ্ণবঃ' মত্ততা, 'দ্রপ্সাঃ' বিন্দুবিন্দু করিয়া মদ চোঁয়ান এবং 'চমুষদঃ' পান-

---

সূত্রানুসারে ষ্ণুচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ণেরনিটী" এই সূত্র দ্বারা ণি-এর লোপ প্রাপ্ত হইলে "অয়ামন্তাল্বায্যেত্ন্বিষ্ণুষু" (পা০ ৬.৪।৫৫) এই সূত্র দ্বারা অয়্ আদেশ হইয়াছে। চিত্ত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মধ্বঃ" এই পদটীতে মধুশব্দের আদিস্বর উদাত্ত – ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। মধুশব্দের বিকল্পে পুংলিঙ্গত্ব হইয়াছে। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য'—এই নিয়ম-বশতঃ "জসি চ" (পা০ ৭।৩।১০৯) এই সূত্রানুসারে প্রাপ্ত গুণ হইল না। "চমূষদঃ" এই পদটীতে, অদনার্থক। চমু (চম্) ধাতুর উত্তর, 'ভক্ষিত হয়—যে চমসসমূহে' এই অর্থে "কৃষিচমু" (উ০ ১।৮১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয় করিয়া 'চমু' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই 'চমু' পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর উত্তর। "সৎসূদ্বিষঃ" (পা০ ৩।২।৬১) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে উক্ত 'চমূষদঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে সুষামাদির আকৃতিগণ বলিয়া ষত্ব হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৪সূ—৪ঋ)॥

* * *

পাত্র। এইরূপ যদি অর্থ হয়, আনন্দের অবধি থাকে কি? দেবদ্বেষী জন, এইরূপ অর্থই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাউক সে কথা। যজ্ঞ-পক্ষে এবং আধ্যাত্মিত পক্ষে দুই পক্ষেই এই ঋকের দুইটী অতি সঙ্গত ও উপাদেয় অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চমস-রূপ যজ্ঞ-পাত্রে করিয়া যে সকল হবনীয়-দ্রব্য যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি-প্রদত্ত হয়, তাহার কোন্‌টীই অনুপাদেয় নহে; পরন্তু সকলগুলিই আনন্দবর্দ্ধক তৃপ্তিপ্রদ। ভোক্ষ্য ভোজ্যের সারভূত সুমিষ্ট সুস্বাদু পুষ্টিকর দ্রব্যই মানুষ ভগবানের সেবার জন্য অর্পণ করে। বিশেষণ-কয়েকটীর সঙ্গতি সেই অর্থেই অনুভূত হয়। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'সংসারে যাহা কিছু সুখদ তৃপ্তিপ্রদ অমৃতোপম সামগ্রী, সাধকগণ আপনাদের সেবার জন্য সংগ্রহ করেন। প্রার্থনা—আমরা যেন তাহাতে সমর্থ হই।' আত্মসুখস্পৃহাবর্জ্জনে দেবোদ্দেশ্যে সুখপ্রদ আনন্দপ্রদ সামগ্রী সমর্পণ—এ পক্ষে লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

'ইন্দবঃ' পদে 'ইন্দু' (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা—অমৃত। সায়ণ তাই উহাকে 'সোমাঃ' বলিয়াছেন। 'মৎসরাঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-কয়েকটী হর্ষপ্রদ বা আনন্দবর্দ্ধক ভাবমুলক। আনন্দের ক্রম আছে; আনন্দের প্রকার-ভেদ আছে; ভোক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রীতেও সে ক্রম সে প্রকারভেদ উপলব্ধ হয়; আবার, ক্রিয়া-কর্ম্মের মধ্যেও সে ক্রম সে প্রকারভেদ বুঝিতে পারি। আম্র-পনসাদি ভক্ষণে এক প্রকারের আস্বাদ-আনন্দ; আর সন্দেশ রসগোল্লায় আর এক প্রকারের আস্বাদ-আনন্দ। অন্য পক্ষে দেখুন,—সঙ্গীতাদি শ্রবণে এক আনন্দ; ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গে আর এক আনন্দ। এইরূপ দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ-গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও স্তরগত প্রকারভেদ-মূলক আনন্দ আছে। এখানে আমাদের মনে হয়,—'ইন্দবঃ' শব্দের বিশেষণগুলি সেই বিভিন্ন অবস্থায় আনন্দের ভাব প্রকাশ করিতেছে; যেন বলা হইতেছে,—'পূজোপহার তাঁহারা এমনই ভাবে সজ্জীকৃত রাখেন যে, সকল প্রকারের সকল স্তরের আনন্দই তাহাতে কেন্দ্রীভুত হইয়া আছে।'

যজ্ঞ-পক্ষেও যে ভাব, আধ্যাত্মিক পক্ষেও সেই ভাব। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, অন্তর ও কর্ম্ম অভিন্নভাবে ভগবানে ন্যস্ত হওয়ার নামই—যজ্ঞ।

সুতরাং বহির্যজ্ঞে আনন্দের যে স্তর ও যে প্রকার-ভেদ লক্ষ্য হয়, অন্তর-যজ্ঞেও আনন্দের সেই পর্য্যায় ও সেই প্রকার-ভেদ লক্ষ্য করিতে পারি। হৃদয় যখন ভগদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি-দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন—কি অনুপম অত্যুত্তম আনন্দের সামগ্রী লাভ করিয়াছেন!

যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায়, মৎসরতা-রূপ আনন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়, আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দুবিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে, মিলনের মধুরতা জীবন-জনম মধুময় করিয়া তোলে। যজ্ঞপাত্র চমস, তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হয়; 'ইন্দবঃ'—হবনীয় দ্রব্যাদি সুধামৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সকল আনন্দের হেতুভূত তৃপ্তিপ্রদ হর্ষবৃদ্ধিকর মধুর 'ইন্দবঃ' (উপচার) তখনই ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত বা প্রস্তুত রহিয়াছে—বলিতে পারি। (১ম—১৪—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্দ্দশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ঈড়তে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ঈড়তে। ত্বাং। অবস্যবঃ। কণ্বাসঃ। বৃক্তঽবর্হিষঃ।
হবিষ্মন্তঃ। অরংঽকৃতঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'অবস্যবঃ' (রক্ষণমিচ্ছন্তঃ, সর্ব্বেষাং মঙ্গলার্থং দেবান্ অত্র আনয়িতুং প্রযত্নবন্তঃ, জগতাং মঙ্গলমিচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'কণ্বাসঃ' (মেধাবিনঃ) 'বৃক্তবর্হিষঃ' (আস্তরণার্থং ছিন্নকুশযুক্তাঃ, দীনাতিদীনাঃ, বিনম্রাঃ, নিস্পৃহাঃ ইত্যর্থঃ) 'হবিষ্মন্তঃ' (হবির্যুক্তাঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ) 'অরংকৃতঃ' (দেবানাং ভূষয়িতারঃ, দেবভাবানাং প্রকাশকঃ ইত্যর্থঃ, সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বাং' (জ্ঞানদেবং) 'ঈড়তে' (ঈলতে, স্তবন্তি, আত্মসু প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইতি ভবেঃ); হে দেব। এবং বিধেহি—যেন বয়ং তেষাং অনুসারিণঃ ভবেম ইতি প্রার্থনা। অয়ং ভাবঃ - সাধূনাং অনুসরণেন কর্ম্ম কৃত্বা বয়ং যেন প্রজ্ঞানং লভেম। (১ম—১৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! জগতের মঙ্গলেচ্ছু, মেধাবী, নিস্পৃহ, সৎকর্ম্মপরায়ণ, দেবগণের ভূষণপ্রদাতা, (দেবভাবের প্রকাশক) সাধকগণ আপনাকে পূজা করিতেছেন—আপনাদিগের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; হে দেব! এমন করুন—আমরা যেন তাঁহাদিগের অনুসারী হইতে পারি। (ভাব এই যে,—সাধুগণের অনুসরণে, কর্ম্ম করিয়া আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি।)॥ (১ম—১৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বামীড়তে। ঋত্বিজঃ স্তবন্তি। কীদৃশাঃ। অবস্যবঃ। অবসং রক্ষণং তদ্ধেতূন দেবানিচ্ছন্তঃ। কণ্বাসঃ। মেধাবিনঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। আস্তরণার্থং ছিন্নদর্ভাঃ। হবিষ্মন্তঃ। হবির্যুক্তাঃ। অরঙ্কৃতঃ। অলঙ্কর্ত্তারঃ।

ঈড়তে। ঈড় স্তুতৌ। অনুদাত্তেত্বাল্লটো ঝঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপোলুক্। ঝস্যাদন্তাদেশঃ। টেরেত্বং। তাস্যনুদাত্তেত্যাদিনা লসার্ব্বধাতুকস্যানুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বর

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! ঋত্বিক্-গণ আপনাকে স্তব করিতেছে। ঋত্বিক্-গণ কিরূপ? "অবস্যবঃ" অর্থাৎ রক্ষার হেতুভূত দেবসমূহের ইচ্ছুক, মেধাবী, আস্তরণের নিমিত্ত ছিন্নকুশবিশিষ্ট, হবির্যুক্ত এবং অলঙ্কার ; ।

"ঈড়তে" এই পদটী স্তুত্যর্থ ঈড় ধাতুর উত্তর অনুদাত্ত ঈত্ব-হেতু লট্ বিভক্তির 'ঝঃ' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্রদ্বারা শপের লোপ হইয়া 'ঝ'-এর স্থানে অদাদেশ ও টি-এর এত্ব হইয়াছে। "তাস্যনুদাত্তেৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সার্ব্বধাতুক লকারের অনুদাত্তত্ব-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "অবস্যবঃ" এই পদটীতে

এব শিষ্যতে। অবস্তবঃ। অবন্তীত্যবা দেবাঃ তানতিশয়েনেচ্ছন্তি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যচি চেতীত্বং ন ভবতি। ন ছন্দস্য পুত্রস্য। পা০ ৭।৪।৩৫। ইতি নিষেধাৎ। সর্ব্বপ্রাতিপাদিকেভ্যো লালসায়াং সুগ্বক্তব্য। পা০ ৭।১।৫১।৩। ইতি সুক্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। অতো লোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। কণ্বাসঃ। কণ শব্দার্থঃ। কণন্তি ধ্বনন্তি স্তোত্রাদিপাঠেনেতি কণ্বা ঋত্বিজঃ। অসিপৃষীত্যাদিনা কন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আজ্জসেরসুক্। পা০ ৭।১।৫০। ইত্যসুক্। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তমুক্তং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হবিষ্মন্তঃ। হবিরেষামস্তীতি হবিষ্মন্তঃ। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বেনাপদত্বান্ন রুত্বং। অরংকৃতঃ। অলং কুর্ব্বন্তীত্যরঙ্কৃতঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। হ্রস্বস্য তুক্। কপিলকাদীনাং সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্ব্বা লোরত্বমাপদ্যতে। পা০ ৮।২।১৮।৩। ইতি লকারস্য রেফাদেশঃ॥ (১ম—১৪সূ - ৫ঋ)॥

* * *

যাঁহারা রক্ষা করেন—তাঁহাদিগকে ‘অব’ অর্থাৎ দেবতা কহে। সেই দেবগণকে অতিশয় ইচ্ছা করিতেছেন যাঁহারা—এই অর্থে ‘অব’ শব্দের উত্তর “সুপ আত্মনঃ ক্যচ্” এই সূত্রানুসারে ক্যচ্ (য) প্রত্যয় করিয়া “ন ছন্দস্য পুত্রস্য” (পা০ ৭।৪।২৫) এই সূত্রদ্বারা নিষেধ থাকায় “ক্যচি চ” এই সূত্রদ্বারা প্রাপ্ত ইত্ব হয় নাই। অনন্তর ‘সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যো লালসায়াং সুগ্বক্তব্যং” এই বক্তব্য সূত্রানুসারে সুক্ (স) আগম হইয়া “ক্যাচ্ছন্দসি” সূত্রানুসারে উ-প্রত্যয় এবং “অতো লোপঃ” সূত্র দ্বারা অকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “কণ্বাসঃ” এই পদটীতে শব্দার্থক কণ্ ধাতুর উত্তর ‘শব্দ করেন স্তোত্রাদি পাঠের দ্বারা যাঁহারা’ এই অর্থে “অশুপ্রুষি” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা কন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন কণ্ব-শব্দে ঋত্বিক্-সমূহকে বুঝাইতেছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত কণ্ব শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচন ‘জস’ বিভক্তি করিয়া “আজ্জসেরসুক্” (পা০ ৭।১।৫০) এই সূত্রদ্বারা অসুক্ আগমে “কণ্বাসঃ” পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। “বৃক্তবর্হিষঃ” পদটীর ‘বৃক্তং’ পদটীর সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ‘হবিঃ ইহাদের আছে’ এই অর্থ “হবিষ্মন্তঃ” এই পদটিতে ‘হবিষ্’ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ে “তসৌ মত্বর্থে” সূত্রদ্বারা ভ-সংজ্ঞা-হেতু পদসংজ্ঞার বাধ হইয়াছে বলিয়া রুত্ব হয় নাই। ‘অলঙ্কৃত করিতেছে’ এই অর্থে “অরঙ্কৃতঃ” এই পদটী “কিপ্ চ” সূত্রদ্বারা ‘অরং’ পূর্ব্বং ‘কৃ’ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া হ্রস্ব-হেতু তুক্ (ৎ) আগমে প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “কপিলকাদীনাং সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্ব্বা লোরত্বমাপদ্যতে” (পা০ ৮২।১৮।৩) এই সূত্র দ্বারা উক্ত ‘অলঙ্কৃত’ শব্দের লকারের স্থানে রেফাদেশ (‘অলঙ্কৃতঃ’ স্থানে ‘অরংকৃতঃ’ পদ) হইয়াছে॥ (১ম—১৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চম (১৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

* * *

এই ঋকের অর্থে, কেহ লিখিয়াছেন,—'হব্যযুক্ত এবং অলঙ্কৃত কণ্ব পুত্রেরা ছিন্ন কুশ করিয়া তোমার রক্ষণ-কামনায় তোমার স্তুতি করিতেছেন'; কেহ লিখিয়াছেন,—'ঐ ঋষিরা নিজের রক্ষার ও মঙ্গলের জন্য বন্দনা করিতেছেন।' এক পক্ষে, ঘৃতসিক্ত ছিন্ন কুশ দিয়া অগ্নি-রক্ষা করা হইতেছে; অন্য পক্ষে, নিজেদের রক্ষা-কামনায় স্তব-স্তুতি চলিয়াছে। উভয়ত্রই 'অরংকৃতঃ' প্রভৃতি বিশেষণে, প্রার্থনাকারী ঋত্বিক-গণই অলঙ্কৃত হইয়া আছেন,—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ঋক্‌টি যে তাদৃশ সঙ্কীর্ণ—ভাবপূর্ণ নহে, পরন্তু উহার মধ্যে সাধকের (ঋত্বিকের) যে এক উদার চরিত্র-চিত্র চিত্রিত হইয়াছে; ঋকের অভ্যন্তরে যিনিই প্রবেশ করিবেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা অগ্নিদেবতার বন্দনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানদেবতার আরাধনায় অধিকার লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের হৃদয়-মন কি প্রকার, তাঁহাদিগের অনুধ্যান কি প্রকার, এ ঋক্ তাহারই আভাস অন্তরে ধারণ করিয়া আছে।

বিশেষণ-কয়টী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করুন; ঋকের প্রকৃত ভাব আপনিই হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। সায়ণাচার্য্য সংক্ষেপে প্রতিবাক্য মাত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতেই ভাব উপলব্ধ হয়। 'অরংকৃতঃ' পদের প্রতিবাক্যে তিনি লিখিয়াছেন—'অলঙ্কর্ত্তারঃ'। ইহার দ্বারা 'আপনার অঙ্গ অলঙ্কৃত করা'র ভাব কখনই আসিতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা যজ্ঞের বা দেবতার অঙ্গ অলঙ্কৃত করেন অথবা ভূষণস্থানীয় হন অথবা দেবতত্ত্বের প্রকাশক হয়েন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ, 'অবস্যবঃ' পদের 'অবনং রক্ষণং তদ্ধেতুন্ দেবানিচ্ছন্তঃ' অর্থেও কেবলমাত্র আপনাদিগের রক্ষা-প্রার্থনার ভাব আসে না। জগতের জনসাধারণের মঙ্গল-কামনাই প্রকাশ পায়। ব্রহ্মণগণ আপনাদের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবার জন্য এবং কেবলমাত্র আপনাদের রক্ষার প্রার্থী হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করেন—বিদ্বেষিগণই এরূপ অর্থ প্রচার করিতে পারেন।

কিন্তু ঋকের মধ্যে সেরূপ বৈষম্যভাব আদৌ দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, সাম্যভাবের—সকলের মঙ্গলের কামনা লইয়া, ঋক্ প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মমঙ্গলের অপেক্ষা জগতের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষাই এখানে পরিব্যক্ত।

অন্য কয়েকটী বিশেষণেও ঋত্বিকৃগণের নিঃস্বার্থ উদার উচ্চ অন্তঃকরণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'কণ্বাসঃ' পদে সায়ণই অর্থ করিয়াছেন—'মেধাবিনঃ'। প্রার্থনাকারীরা কেমন? না—তাঁহারা পরম মেধাবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন। আর তাঁহারা কেমন? না—'বৃক্তবর্হিষঃ' অর্থাৎ 'ছিন্নকুশসম্বন্ধযুক্তাঃ'। যাঁহারা মেধাবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাঁহারা কখনও স্বার্থপর হইতে পারেন না। কেন-না, সৃষ্টি যে কি, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। সুতরাং জগতের স্বার্থেই তাঁহাদের স্বার্থ বিজড়িত হইয়া আছে। তাই তাঁহারা 'বৃক্তবর্হিষঃ।' এই 'বৃক্তবর্হিষঃ' বিশেষণে তাঁহাদের ভক্তোচিত দৈন্যভাব—নির্লিপ্তভাব—প্রকাশ পায়। উহাও স্বার্থপরতার পরিচায়ক নহে। ঋকের 'অরংকৃতঃ' আর 'বৃক্তবর্হিষঃ' এই দুই পদ অনুধাবন করিলে, এই দুই বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, প্রার্থনাকারীর অলঙ্কার-ধারণের ভাব আদৌ চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহারা যে সর্ব্বত্যাগী, ভগবানের উদ্দেশে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত আছেন, ঐ দুই বিশেষণের যুগপৎ প্রয়োগে তাহাই বোধগম্য হয়।

এইবার বুঝিয়া দেখুন—ঋকের লক্ষ্য কি? বিচার করিয়া দেখুন—ভগবানকে স্তব করিতেছেন কাহারা, বা ভগবানের স্তবের প্রকৃত অধিকারী কোন্ জন? যাঁহারা 'অবস্যবঃ' অর্থাৎ জগতের মঙ্গলই যাঁহাদের প্রার্থনার বিষয়, যাঁহারা 'কণ্বাসঃ' অর্থাৎ পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যাঁহারা 'বৃক্তবর্হিষঃ' অর্থাৎ ভক্তোচিত দৈন্যভাবান্বিত নির্লিপ্ত, অপিচ যাঁহারা 'হবিষ্মন্তঃ' অর্থাৎ নিয়ত-যাগাদিসৎকর্ম্মপরায়ণ। তাঁহারাই ভগবানকে স্তব করিতে পারেন, তাঁহাদিগের স্তবই সার্থক হয়।

এ পক্ষে এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রার্থনা এই যে,—'আমরা যেন সেই সাধুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারি;—আমরা যেন সেই সাধুগণের ন্যায় সৎকর্ম্মপর হইয়া প্রজ্ঞান-লাভে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। (১ম—১অ—১৪সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ।
আ দেবান্ৎসোমপীতয়ে ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ঘৃতꣳপৃষ্ঠাঃ। মনঃꣳযুজঃ। যে। ত্বা। বহন্তি। বহ্নয়ঃ।
আ। দেবান্। সোমꣳপীতয়ে ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ঘৃতপৃষ্ঠাঃ' (দীপ্তিবিশিষ্টাঃ, জ্যোতিরূপাঃ) 'মনোযুজঃ' (মনঃসম্বন্ধযুক্তাঃ, হৃদধিষ্ঠিতাঃ) 'যে বহ্নয়ঃ' (যে বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ, সদ্ভাববাহিকাঃ যা সদ্বৃত্তয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বহন্তি' (বহনং কুর্ব্বন্তি, হৃদি অধিষ্ঠাপয়ন্তি); তাভিঃ 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং ভক্তিসুধাপানায়, অস্মাভিঃ সহ সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, সর্ব্বান্ দেবভাবান্) 'আ' (আনয়, অস্মভ্যং প্রাপয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাব—সদ্বৃত্তেঃ সাহায্যেন অস্মাসু জ্ঞানং বিকাশয়তু—সর্ব্বে দেবভাবাঃ স্ফোটয়ন্তু চ ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৬ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! দীপ্তিবিশিষ্ট জ্যোতীরূপ মনঃসম্বন্ধযুক্ত হৃদধিষ্ঠিত সদ্ভাববাহক যে সদ্বৃত্তিসমূহ আপনাকে বহন করে—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহাদিগের দ্বারা, আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তিসুধা-পানের জন্য—আমাদিগের সহিত সম্মিলনের জন্য, দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে—সকল দেবভাবকে আনয়ন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তির সাহায্যে আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হউক—সকল দেবভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করুন।) ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৬ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে ত্বা ত্বাং যেঽশ্বা রথেন বহন্তি। কীদৃশাঃ। ঘৃতপৃষ্ঠাঃ। পুষ্টাঙ্গত্বেন দীপ্তপৃষ্ঠাঃ। মনোযুজঃ। মনঃসঙ্কল্পমাত্রেণ রথে যুজ্যমানাঃ। বহ্নয়ঃ। বোঢ়ারঃ। তৈরশ্বৈঃ সোমপানহেতুযাগার্থং দেবানাবহেতি শেষঃ॥

ঘৃতপৃষ্ঠাঃ। ঘৃক্ষরণদীপ্ত্যোঃ। ঘৃতং দীপ্তং পৃষ্ঠং যেষাং তে ঘৃতপৃষ্ঠাঃ। ঘৃতশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। মনসা যুঞ্জত ইতি মনোযুজঃ। ঋত্বিগদধৃগিত্যাদিনা ক্বিন্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। ত্বা। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইত্যনুদাত্তত্বাদেশঃ। বহন্তি। শপ্‌তিপোরনুদাত্তত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ। বহ্নয়ঃ। নিরিত্যনুবৃত্তৌ বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উ০ ৪।৫২। ইতি নিপ্রত্যয়ঃ। তস্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। সোমপীতয়ে। উক্তম্। সকারে পরতো নকারস্য সংহিতায়াং নশ্চ। পা০ ৮।৩।৩০। ইতি ধুগাগমঃ। খরি চেতি চর্ত্বম্। চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেঃ। পা০ ৮।৪।৪৮৩। ইতি দ্বিতীয়স্থকারঃ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষড়্‌বিংশো বর্গ॥ ১।১।২৬।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনাকে যে অশ্বগণ রথে বহন করিয়া থাকে। কিরূপ অশ্বগণ? পুষ্টাঙ্গ বলিয়া যাহাদের পৃষ্ঠদেশ দীপ্তিযুক্ত। মানসিক সঙ্কল্পমাত্রই যাহারা রথে যুক্ত হয়। যাহারা বহনকর্ত্তা। সেই অশ্বসমূহের দ্বারা, সোমপানের হেতুভূত যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের নিমিত্ত দেবগণকে আবহন করুন।

"ঘৃতপৃষ্ঠাঃ" এই পদটীতে, ক্ষরণ ও দীপ্ত্যর্থবিশিষ্ট ঘৃ-ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়া ঘৃতপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ঘৃত অর্থাৎ দীপ্ত হইয়াছে পৃষ্ঠদেশ যাহাদের, তাহাদিগকে ঘৃতপৃষ্ঠ কহে। ঘৃত শব্দটি প্রত্যয়স্বর বলিয়া অন্তোদাত্ত। বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'মনের দ্বারা যুক্ত হয় যাহারা'—এই অর্থে "মনোযুজঃ" এই পদটী মনস্ উপপদপূর্ব্বক যুজ্ ধাতুর উত্তর 'ঋত্বিগদধৃক্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্বিন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ত্বা" এই পদটী যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচন করিয়া 'ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া' এই সূত্রের দ্বারা অনুদাত্ত-'ত্বা' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "বহন্তি" পদটীতে শপ্‌ ও তিপ্‌ প্রত্যয়ের অনুদাত্তত্বহেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। "বহ্নয়ঃ" এই পদটী 'নি'-এর অনুবৃত্তি-বশতঃ "বহিশ্রিশ্রুযুদ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ" (উ০ ৪।৫২) এই সূত্রের দ্বারা নি-প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" পদটীর সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'দেবান্' ও 'সোমপীতয়ে' এই পদদ্বয়ের সন্ধিতে সকার পরে নকারের সংহিতাতে "নশ্চ" (পা০ ৮।৩।৩০) এই সূত্রের দ্বারা 'ধুক' আগম, "খরি চ" সূত্রে চর্ত্ব এবং "চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেঃ" (পা০ ৮।৩।৪৮,৩) এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয় থ-কার হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষড়্‌বিংশো বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।২৬॥

ষষ্ঠ (১৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—হে অগ্নিদেব! ঘৃতবৎ মসৃণ পৃষ্ঠযুক্ত (পুষ্টাঙ্গ) এবং ইঙ্গিত মাত্র রথে সংযুক্ত হয়—এমন যে অশ্বগণ আপনাকে বহন করে, সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য, দেবগণকে আনয়ন করুন।' *

ঋকের মধ্যে কোথাও অশ্ব নাই অথবা অশ্ববাচক পদ লক্ষ্য হয় না। আছে—'বহ্নয়ঃ'; তাহা দ্বারাই অশ্বকে টানিয়া আনা হইয়াছে। যজ্ঞহবিঃ দেবগণ-সমীপে বহন করিয়া লইয়া যান—এই জন্য অগ্নির এক নাম 'বহ্নি'। তাহারই বহুবচন 'বহ্নয়ঃ'। তাহাতে ঘোটকের সম্বন্ধ কিরূপে আসে, বুঝিয়া পাই না। এরূপ হইলে, বাষ্পীয় যানকেও প্রকৃষ্ট বহ্নি বলা যাইতে পারে। পরন্তু এখানে অশ্বের প্রসঙ্গ আদৌ নাই; এখানে এক জ্ঞান-রাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রণিধান করা যায়। সদ্ভাবসমূহকে বহন করিয়া আনেন, দেবগণকে বহন করিয়া আনেন, জ্ঞানাগ্নি তাই 'বহ্নি' নামে অভিহিত হয়েন।

যজ্ঞ-পক্ষে হবিরাদি আহুতির দ্বারা অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান সূচনা করা হয়। আধ্যাত্মিক ভাব—হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইলে, ভক্তিযোগে তাঁহাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করা যায়। এই দুই ভাবই বিশেষণনিবহে ব্যক্ত হইয়াছে। 'ঘৃতপৃষ্ঠাঃ' পদটী 'বহ্নয়ঃ' পদের যোগ্য বিশেষণ। দীপ্তি অর্থেও বটে; আবার বহন অর্থেও বটে! বহ্নি দীপ্তিমান্; ঘৃতপৃষ্ঠ বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। ঘৃত-পদে হবনীয় দ্রব্যাদি স্বীকার-পক্ষেও ঘৃতপৃষ্ঠ পদের সার্থকতা আছে। দেবোদ্দেশে আহবনীয় দ্রব্যাদি, অগ্নিদেব

---

* এই ঋকের দুইটী প্রচলিত অনুবাদ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে ভাবপ্রবাহ কোন্ পথে প্রবাহিত আছে, বেশ বোধগম্য হইবে। যথা,—

"হে অগ্নি! সঙ্কল্প মাত্রেই রথে সংযোজনীয় যে ঘৃতপৃষ্ঠ বাহকগণ তোমাকে বহন করে, তদ্দ্বারা দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর।"

"Let the swift steeds who carry thee, thought-yoked and dropping holy oil,
Bring the Gods to the Soma draught."

এতদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশে ঘৃত ক্ষরণ হইতেছে, এইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তত্তৎ দেবতার সমীপে বহন করিয়া লইয়া যান। এই হিসাবেও তিনি ঘৃতপৃষ্ঠ। ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যাদি তৎপৃষ্ঠে বাহিত হয়—দেবগণ-সমীপে নীত হয়,—এই অর্থে তিনি ঘৃতপৃষ্ঠ। পক্ষান্তরে নির্ম্মল জ্যোতিতে অনাবিল আলোকে জ্ঞানের বিকাশ 'ঘৃতপৃষ্ঠাঃ বহ্নয়ঃ' পদদ্বয়ের দ্যোতক বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু অশ্ব-পক্ষে ঘৃতপৃষ্ঠের সঙ্গতি দেখা যায় না।

'মনোযুজঃ' পদে ভাবটী সম্যক্ পরিস্ফুট দেখি। ঐ পদের সরল সহজসাধ্য অর্থ—মনের সহিত সংযুক্ত। যজ্ঞ-পক্ষে ঐকান্তিকতার ভাব আসে। আধ্যাত্মিক পক্ষে হৃদধিষ্ঠিত জ্ঞানাগ্নি বুঝায়; জ্ঞান যে মনের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ, ইহা সহজেই অনুমেয়। সাধুগণ ঐ জ্ঞানকে অগ্নিস্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তাই অগ্নির নাম—জ্ঞানাগ্নি। জ্ঞানাগ্নির বিকাশে অন্তরের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত হয়। জ্ঞানাগ্নি অন্তরের সহিতই সংযুক্ত হইয়া আছে; জ্ঞানাগ্নির বাহকত্বেই সকল দেবভাব হৃদয়ে সংবাহিত হয়। অতএব, 'মনোযুজঃ' জ্ঞানদেবেরই—তাঁহার বাহকমূর্ত্তিরই সুসঙ্গত বিশেষণ। 'সোমপীতয়ে' পদসম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ঐ পদ যে ভাবদ্যোতক, তাহা পুনঃপুনঃ বিশদীকৃত হইয়াছে। দেবগণের সোমপান বলিতে, হৃদয়ে দেবগণের—দেবভাব-সমূহের সম্মিলন অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

উপসংহারে যদি বলি, ঐ অংশের অর্থ এই যে,—'আপনার অশ্বগণ দ্বারা দেবগণকে আনয়ন করুন।' কিন্তু সেই উক্তির মধ্যেও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গ উপলব্ধ হয়। কেন-না, অশ্বের যে বিশেষণে দেখি, সে অশ্বেও (যদি অশ্ব বলিয়াই স্বীকৃত হয়) অগ্নিদেবই মূর্ত্তিমান্ হইয়া আছেন। তাঁহারই নাম-রূপ বাহক হইয়া দেবগণকে আনয়ন করুক, জ্ঞানের বিভিন্ন মূর্ত্তির সাহায্যে দেবভাবসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক,—প্রার্থনার অভ্যন্তরে সেই ইঙ্গিতই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে অশ্ব-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ঐ শব্দে যে ব্যাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহকে বুঝায়, তাহাও মনে আসে। যাহা হউক, জ্ঞানও তিনি, জ্ঞানের উন্মেষকও তিনি; বাহ্যও তিনি বাহকও তিনি। তাঁহার দ্বারাই যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হই,—ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ (১ম—১অ—১৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি।
মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

তান্। যজত্রান্। ঋতঽবৃধঃ। অগ্নে। পত্নীঽবতঃ। কৃধি।
মধ্বঃ। সুঽজিহ্ব। পায়য় ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ঋতাবৃধঃ' (ঋতস্য সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা প্রবর্দ্ধকান্ প্রতিষ্ঠাপকান্ বা) 'পত্নীবতঃ' (সপত্নীকান্, শক্তিসহিতান, গুণান্বিতান্) 'তান্' (সর্ব্বান্ দেবান্, দেবভাবান, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'যজত্রান্' (অর্চ্চনীয়ান্) 'কৃধি' (কুরু); জ্ঞানসহায়েন বয়ং যথা দেবত্বসমন্বিতাঃ ভবেম তথা কুরু ইতি ভাবঃ। 'সুজিহ্ব' (হে শোভনজিহ্বোপেত, সদুপদেশপ্রদাতঃ ইত্যর্থঃ) অস্মান্ 'মধ্বঃ' (মধুরস্য যজ্ঞস্য ভাগং, সৎকর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'পায়য়' (পানং কারয়, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); হে জ্ঞানদেব! সদুপদেশপ্রদানেন অস্মান্ সৎপথি নিয়ন্ত্রিতান্ কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—১৪সূ—৭ঋ)॥

∘ ∘ ∘

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সত্যের বা সৎকর্ম্মের প্রবর্দ্ধক বা প্রতিষ্ঠাপক গুণশক্তিসমন্বিত সকল দেবগণকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে) আপনি আমাদিগের অর্চ্চনীয় করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহায়তায় আমরা যেন দেবত্বসমন্বিত হই)। হে শোভনজিহ্ব অর্থাৎ হে সদুপদেশপ্রদাত! আমাদিগকে মধুর যজ্ঞ-ভাগকে (সৎকর্ম্মসমূহকে) প্রাপ্ত করুন; (ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব!

সদুপদেশ প্রদানের দ্বারা আমাদিগকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত 'করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৭ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে তানিন্দ্রাদীন্ যজত্রান্ যজনীয়ান্ ঋতাবৃধঃ সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধকান্ পত্নীবতঃ পত্নীযুক্তান্ কৃধি কুরু। হে সুজিহ্ব শোভনজিহ্বোপেত মধ্বো মধুরস্য সোমস্য ভাগং দেবান্ পায়য় ॥

যজত্রান্। অমিনক্ষিযজিবন্ধিপতিভ্যোঽত্রন্। উ০ ৩।১০৪। ইতি যজেরত্রন্প্রত্যয়ঃ। ঋতাবৃধঃ। বৃধু বৃদ্ধৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বম। বৃধে ধাতুস্বরঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। অগ্নে। পাদাদিত্বান্নামন্ত্রিতনিঘাতঃ। ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বম্। পত্নীবতঃ। পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে। পা০ ৪।১।৩৩। ইতি ঙীপ্। ইকারস্য চ নকারঃ। তা এষাং সন্তীতি মতুপ্। ছন্দসীর ইতি বত্বম্। পতিশব্দো ডতিপ্রত্যয়ান্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ঙীব্মতুপোরনুদাত্তত্বাৎ স এব শিষ্যতে। কৃধি। কৃঞো লোটঃ সিপঃ। সের্হ্যপিচ্চেতি হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণলুক্। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্য-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! সেই যজনীয়, সত্যের অথবা যজ্ঞের বর্দ্ধক, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে পত্নীযুক্ত করুন। হে শোভনজিহ্বাযুক্ত অগ্নিদেব! আপনি মধুর সোমের ভাগ দেবগণকে পান করান।

'যজত্রান্' এই পদটী, "অমিনক্ষিযজিবন্ধিপতিভ্যোঽত্রন্" (উ০ ৩।১০৪) এই সূত্রের দ্বারা যজি (যজ) ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ঋতাবৃধঃ" এই পদটী, 'ঋত' উপপদপূর্ব্বক বৃদ্ধ্যর্থ—অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু বৃধু-ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" এই সূত্রের দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদে দীর্ঘত্ব হইয়াছে। বৃধে পদে ধাতুস্বর। সমাস হইয়াছে বলিয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "অগ্নে" এই সম্বুদ্ধ পদটির পাদাদিত্ব-নিবন্ধন আমন্ত্রিতনিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই; (পাণিনির) ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "পত্নীবতঃ" এই পদটিতে পতি শব্দের উত্তর "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" (পা০ ৪,১:৩৩) এই সূত্রদ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয়ে পতি শব্দের ই-কারে স্থানে ন-কার আদেশ করিয়া 'পত্নী' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সেই পত্নীগণ ইহাদের আছে" এই অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া "ছন্দসিরঃ" সূত্রানুসারে মতুপ্ প্রত্যয়ের ম-কারের স্থানে ব-কার করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে উক্ত "পত্নীবতঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। পতি শব্দ ডতি-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া আদ্যুদাত্ত। ঙীপ্ ও মতুপ্ প্রত্যয়ের অনুদাত্ত-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "কৃধি" এই পদটি কৃঞ্ ধাতুর উত্তর লোটের 'সি' বিভক্তিতে "সের্হ্যপিচ্চ" এই সূত্র দ্বারা সি-এর স্থানে 'হি' করিয়া "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে বিকরণের লোপ এবং 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃ-

শ্ছন্দসি। পা০ ৬।৪।১০২। ইতি হের্ধিরাদেশঃ। ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। মধবঃ। উক্তম্। সুজিহ্ব। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। পায়য়। পা পানে। পিবন্তং প্রযুঙ্‌ক্ত ইতি হেতুমতিচেতি ণিচ্। শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুক্। পা০ ৭.৩।৩৭। ইতি যুক্। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বম্। অতএবাব্যবধায়কত্বান্মধব ইত্যপেক্ষ্য তিঙ্‌ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৭ঋ)॥]

* * *

সপ্তম (১৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর ব্যাখ্যায় সাধারণতঃ কর্ম্ম-সমস্যা ঘটিয়াছে। 'তান্' 'যজত্রান্' ঋতাবৃধঃ' 'পত্নীবতঃ' দ্বিতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত এই পদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্‌টি বা মুখ্য কর্ম্ম এবং কোন্‌টী বা গৌণকর্ম্ম, তাহা নির্দ্ধারণে স্বতঃই বিভ্রম আসে। সেই জন্য ঋকের কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'যজনীয় যজ্ঞবৃদ্ধিকারক দেবগণকে পত্নীযুক্ত করুন'; কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'তাঁহাদিগকে পত্নীর সহিত আনয়ন করুন।' এক অর্থে, তাঁহারা যেন অবিবাহিত বা পত্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; ঋকে তাঁহাদিগকে বিবাহিত বা পত্নীযুক্ত করার কথা বলা হইতেছে। অন্য অর্থে, দেহধারী উপাস্য দেবতারা (আমাদিগের রাজপুরুষেরা) যেমন পত্নী সহিত মিলিত হইয়া পূজা লইতে আসেন এবং অনেক ভক্তের যেমন তদ্রূপ প্রার্থনা থাকে, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু ঋকের অতি সঙ্গত অর্থ হয়, যদি 'যজত্রান্' পদটীকে মুখ্য কর্ম্ম-রূপে গ্রহণ করি। তাহাতে অর্থ হয়,—'সেই দেবগণকে—যাহারা সত্যের অথবা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের প্রবর্দ্ধক তাঁহাদিগকে—আমাদিগের

ভ্যশ্ছন্দসি" সূত্রানুসারে 'হি'-এর স্থানে ধি আদেশ হইয়াছে। এস্থলে ঙিত্বহেতু গুণের অভাব হইয়াছে। "মধবঃ" পদটির সাধনপ্রণালী উক্ত হইয়াছে। "সুজিহ্বঃ" এই সম্বুদ্ধ পদটীর আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "পায়য়" এই পদটী, পানার্থ পা-ধাতুর উত্তর 'পান করিলে প্রয়োগ করিতেছে' এই অর্থে "হেতুমতি চ" এই সূত্রদ্বারা ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া "আচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুক্" (পা০ ৭।৩৩৭) এই সূত্রদ্বারা যুক্ (য) আগমে লোটের পরস্মৈপদের মধ্যম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্বুদ্ধ 'সুজিহ্ব' পদের অবিদ্যমানবত্তাব হইয়াছে। অতএব ব্যবধান না থাকায় 'মধবঃ' এই পদকে অপেক্ষা করিয়া "তিঙ্‌ঙতিঙঃ" সূত্রদ্বারা ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৭ঋ)॥

* * *

অর্চ্চনীয় করুন।' এই প্রকার অন্বয়েই আমরা অর্থের সমীচীনতা দেখি। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে 'পত্নীবতঃ' পদের সার্থকতা কি? আমরা বলি, 'পত্নী' শব্দে এখানে দেবগণের শক্তি বিভূতি বা গুণসমষ্টি বুঝাইতেছে। দেবগণ কেমন? না—তাঁহারা সত্যের প্রবর্দ্ধক। আর তাঁহারা কেমন? না—শক্তি-সহযুত, সকল গুণে গুণান্বিত। পত্নী—সহধর্ম্মিণী। 'পত্নীবতঃ' পদে সেই গুণশক্তিসমন্বিত ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, এখানে বুঝা যায়, প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'দেবগণ নির্গুণ গুণাতীত, তাঁহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। কিন্তু আমরা স্থূলদেহধারী; আমাদিগের অর্চ্চনীয় তাঁহারা কি প্রকারে হইবেন? অতএব, প্রার্থনা, হে জ্ঞানদেব, তাঁহাদিগকে গুণময় করিয়া, সগুণভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আমাদিগের অর্চ্চনীয় করুন। অর্থাৎ, আমরা যেন তাঁহাদিগের গুণাদর্শ দেখিয়া, তাঁহাদিগের শক্তিতে শক্তিমান্ হইতে পারি, তাঁহাদিগের গুণে গুণান্বিত হইতে সমর্থ হই। কেন-না, স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের পরস্পর সম্মিলন সেইরূপ ভাবেই সম্ভবপর;—গুণোপেত হইতে হইতেই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।'

ঋকের সঙ্গত ও সমীচীন অর্থ যেমন এই এক দিক দিয়া হইতে পারে; তেমনই আর এক দিক দিয়াও হইতে পারে—যদি 'অস্মৎপক্ষে' রূপ একটী পদ অন্বয়মুখে অধ্যাহার করিয়া আনি। তাহাতে অর্থ হয়,—'আমাদিগের পক্ষে দেবগণকে 'যজত্রান্' 'ঋতাবৃধঃ' ও 'পত্নীবতঃ' করুন।' এতদ্বাক্যে দৃশ্যতঃ একটু পার্থক্য বোধ হইলেও ভাবে কিন্তু সেই একই অর্থ আসিয়া দাঁড়ায়; এবং তাহাতে বস্তুপক্ষে দুই অর্থে কোনই বিভিন্নতা বিদ্যমান্ থাকে না।

ঋকের শেষাংশ—'মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য়।' এতদ্বাক্যে, অগ্নিমুখে মধুর যজ্ঞাংশ গ্রহণের অথবা জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত ভক্তিসুধা পানের—দুই ভাবই মনে আসিতে পারে। অন্তর্যজ্ঞ ও বহির্যজ্ঞ দুই যজ্ঞই যে অভিন্ন, এতদ্রূপ উক্তিতে তাহাই বোধগম্য হইয়া থাকে। মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য করুন। তাহার আর বিশ্লেষণ অনাবশ্যক॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্)।

যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া।
মধোরগ্নে বষট্‌কৃতি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যে। যজত্রাঃ। যে। ঈড্যাঃ। তে। তে। পিবন্তু। জিহ্বয়া।
মধোঃ। অগ্নে। বষট্ইকৃতি ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ) 'যজত্রাঃ' (যষ্টব্যাঃ, সেবনীয়াঃ) তথা 'যে' (দেবাঃ দেবভাবাঃ) 'ঈড্যাঃ' (স্তুত্যাঃ, অনুসরণীয়াঃ) 'তে' (সর্ব্বেঽপি) 'বষট্‌কৃতি' (দেবার্চ্চনামূলকে সৎকর্ম্মণি) 'তে জিহ্বয়াঃ' (ত্বদীয়য়া রসনয়া, ত্বয়ি একীভূতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ পিবন্তু' (মধুরস্য যজ্ঞস্য ভাগং গৃহ্ণান্তু, জ্ঞানসমন্বিতেন অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলিতা ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিতং ভূত্বা সর্ব্বান্ দেবভাবান্ অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়তু—ইত্যেবং]আকাঙ্ক্ষা॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যষ্টব্য সেবনীয় এবং যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ স্তুত্য অনুসরণীয়, তাঁহারা সকলেই দেবার্চ্চনা-মূলক সৎকর্ম্মে আপনার জিহ্বার দ্বারা অর্থাৎ আপনাতে একীভূত হইয়া মধুর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ জ্ঞানসমন্বিত আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিশিয়া থাকুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হইয়া সকল দেবভাবকে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যে দেবা যজত্রা যষ্টব্যাঃ। তথা যে দেবা ঈড্যাঃ স্তুত্যাঃ। তে সর্ব্বেঽপি বষট্‌কৃতি বষট্‌কারকালে বষট্‌কারযুক্তে যাগে বা হে অগ্নে তে ত্বদীয়য়া জিহ্বয়া মধোর্ম্মধুরস্য সোমস্য ভাগং পিবন্তু॥

যে যজত্রাঃ। গতম্। ঈড্যাঃ। ঈড় স্তুতৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। তিৎস্বরিতে প্রাপ্ত ঈডবন্দবৃশংসদুহাং ণ্যত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। দ্বিতীয়স্য তে শব্দস্য যুষ্মদাদেশস্য সর্ব্বানুদাত্তত্বম্। মধোঃ। প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বমুক্তম্। অগ্নে। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। বষট্‌কৃতি। করোতেঃ সম্পদাদিভ্যো ভাবে ক্বিপ্। বষডিত্যস্য করণং যস্মিন্ যাগে ইতি বহুব্রীহিঃ। বষডিত্যস্য নিপাতনাদাদ্যুদাত্তত্বম্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (১৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এই সূক্তের প্রথম ঋকের বিশদার্থ-প্রসঙ্গে দেবগণের যজ্ঞাংশ গ্রহণ-বিষয়ে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, এ ঋক্ সেই মতের পরিপোষক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ‘বষট্‌কার’ মন্ত্রোচ্চারণে আমরা দেবোদ্দেশে যে আহুতি প্রদান করি, দেবগণ আসিয়া আপন মুখে তাহা ভোজন বা পান করেন না। অগ্নিদেবের জিহ্বার দ্বারা, লকলক

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে দেবগণ যজনীয় এবং যে দেবগণ স্তুত্য, তাঁহারা সকলেই বষট্‌কার সময়ে অথবা বষট্‌কারযুক্ত যজ্ঞে, হে অগ্নিদেব! ত্বদীয় জিহ্বা দ্বারা মধুর সোমের ভাগ পান করুন।

“যে যজত্রাঃ” পদের স্বরাদি সাধন-প্রণালী পুর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। “ঈড্যাঃ” এই পদটী স্তুত্যর্থক ঈড় ধাতুর উত্তর “ঋহলোর্ণ্যৎ” সূত্রানুসারে ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘ণ্যৎ’ প্রত্যয়ের তিত্ত্বহেতু স্বরিত-স্বরের প্রাপ্তিতে “ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ” এই সূত্রের দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে আদিষ্ট ‘তে’ শব্দের সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। “মধোঃ” এই পদটীতে প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। “অগ্নে” এই সম্বুদ্ধ পদটীর আমন্ত্রিত নিঘাত-স্বর হইয়াছে। “বষট্‌কৃতি” পদটী বষট্ উপপদ-পূর্ব্বক কৃধাতুর উত্তর সম্পদাদি-হেতু ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়ে সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘বষটের করণ যে যাগে আছে’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। নিপাত বলিয়া বষট্ পদটীর আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৮ঋ)॥

* *

অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া সংশোধিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক, তৎসমুদায় সেই শুদ্ধসত্ত্বময় দেবগণের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। আবহমান্ কাল এই ভাবে অগ্নিমুখে বিশুদ্ধীকৃত হইয়াই যজ্ঞভাগ দেবগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে। যজ্ঞস্থলে বসিয়া দেবগণ কখনও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন নাই। এক পক্ষে এ ঋক্ তাহারই আভাস প্রদান করিতেছে।

পক্ষান্তরে এই ঋকের অন্তর্গত 'যজত্রা' 'স্তুত্যাঃ' 'বষট্কৃতি' এবং 'মধোঃ পিবন্তু' প্রভৃতি পদাবলির তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিলে, ঋকের অর্থ হয় এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা সংশোধিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণপূর্ব্বক, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে প্রাপ্ত হউক।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে এই ভাবই প্রকাশ করা গিয়াছে। তাহার আর বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। নবমী ঋক্)।

আকীং সূর্য্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ।

বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি॥ ৯॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

আকীম্। সূর্য্যস্য। রোচনাৎ। বিশ্বান্। দেবান্। উষঃঽবুধঃ।

বিপ্রঃ। হোতা। ইহ। বক্ষতি॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানদাতা ইতি ভাবঃ) 'হোতাঃ' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'উষর্ব্বুধঃ' (উষোবৎ উদ্বোধক, অজ্ঞানান্ধকারনাশকঃ জ্ঞানদেবঃ) 'সূর্য্যস্য রোচনাৎ' (সূর্য্যমণ্ডলাৎ, সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতরশ্মিবৎ সর্ব্বব্যাপকান্) 'বিশ্বান্' (সর্ব্বান্)

'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি অস্মাকং হৃদয়ে বা) 'আকীং' বক্ষতি' (আবহতু, আনয়তু)। অস্মাকং সর্ব্বেষু কর্ম্মেসু জ্ঞানং সূর্য্যরশ্মিবৎ অনুপ্রবিষ্টং তিষ্ঠতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী (জ্ঞানদাতা), দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, উষার ন্যায় উদ্বোধক বা অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানদেবতা, সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত রশ্মির ন্যায় সর্ব্বব্যাপক সকল দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে, আমাদিগের কর্ম্মে বা হৃদয়ে আনয়ন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান, সূর্য্য রশ্মির ন্যায়, আমাদিগের সকল কর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহুক।)॥ (১ম—১৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

বিপ্রো মেধাবী হোতা হোমনিষ্পাদকোঽগ্নিরুষর্ব্বুধ উষঃকালে যাগগমনায় প্রবুদ্ধমানান্ বিশ্বান্ দেবান্ সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনো রোচনাৎ স্বর্গলোকাদিহ কর্ম্মণ্যাকীং বক্ষতি। আবহতু॥

আকীম্। নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। সূর্য্যস্য সূর্য্যশব্দো রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা। পা০ ৩।১।১১৪। ক্যপ্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। রোচনাৎ। রোচমানাৎ। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা০ ৩।২।১৪৯। ইতি কর্ত্তরি যুচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বম্। বিশ্বান্। বিশেঃ ক্বন্নন্তো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। উষর্ব্বুধঃ। উষর্ব্বুধ্যন্ত ইত্যুষর্ব্বুধঃ। ক্বিপ চেতি ক্বিপ্। ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেব, উষাকালে যজ্ঞে গমনের নিমিত্ত বুধ্যমান সমগ্র দেববৃন্দকে সূর্য্যের সম্বন্ধীয় স্বর্গলোক হইতে এই কর্ম্মেতে আবাহন করুন।

"আকীম্" পদটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সূর্য্যস্য" এস্থলে সূর্য্য শব্দটী "রাজসূয়সূর্য্য" (পা০ ৩।১।১১৪) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ক্যপ্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ক্যপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু ধাতুস্বরবশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "রোচনাৎ" অর্থাৎ 'রোচমানাৎ' এই পদটী দীপ্ত্যর্থ রুচ্ ধাতুর উত্তর "অনুদাত্তেতশ্চহলাদেঃ" (পা০ ৩।২।১৪৯) এই সূত্রের দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে যুচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "চিতঃ" এই সূত্রের দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিশ্বান" এই পদটী, বিশ্ ধাতুর উত্তর ক্বন্ (ব) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উষর্ব্বুধঃ" এই পদটী "উষঃকালে বোধিত হয়েন" এই অর্থে 'উষস্' পূর্ব্বক বুধ্ ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" এই সূত্রের দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতুস্বর বলিয়া ইহার উকারটী উদাত্ত হইয়াছে। সমাস হইয়া কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পূরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বিপ্রঃ" এই পদটী "ঋজেন্দ্র" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা

স্বরত্বম্। বিপ্র। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্। নিত্বাদাহ্যদাত্তঃ হোতা। হুয়তেস্তাচ্ছীল্যে তৃন। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণম্। পরপূর্ব্বত্বম্। গুণঃ। নিত্বাদাহ্যদাত্তঃ। ইহ। ইদ্রমো হ ইতি হপ্রত্যয়ঃ। ইদম ইশিতীশ্। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বক্ষতি। বহেঃ প্রার্থনায়াং লিঙর্থে লেট্। তস্য তিপ্। কর্ত্তরি শপ্। শপি পরতঃ সিব্বহুলং লেটীতে সিপ্। চত্বকত্বষত্বানি। তিঙ্ ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (১৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অশরীরী দেবগণ-সম্বন্ধে সূক্তের সূচনায় যাহা অনুক্রম করিয়াছি, ঋকের পর ঋকে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এ ঋক্‌টীকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করিতে পারি।

'সূর্য্যস্য রোচনাৎ' এই বাক্যে, দেবগণ কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান আছেন—উপলব্ধ হয় না কি? সূর্য্যরশ্মি যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৃশ্যাদৃশ্য-ভাবে ওতঃপ্রোতঃ সঞ্চারিত রহিয়াছে, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবগণ সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্যে অণুপরমাণুক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। যেখানেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হইবে, সেখানেই তাঁহাদিগের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। রশ্মির মধ্যেই তাঁহারা আছেন, জ্যোতির মধ্যেই তাঁহারা আছেন, জ্ঞানের মধ্যেই তাঁহারা আছেন।

ঋকে অগ্নিদেবের নিকট তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে দেব! আপনি মেধাবী, আপনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, আমাদিগের অবস্থা আপনার অবিদিত নাই, আমাদিগের অন্তরের ভাব আপনি সম্পূর্ণরূপ পরিজ্ঞাত আছেন;

রন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "হোতা" এই পদটী, 'হ্বে' ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে তৃন্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়া পরপূর্ব্বত্ব ও গুণ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "ইহ" এই পদটী ইদম্ শব্দের উত্তর "ইদমো হঃ" এই সূত্রানুসারে 'হ' প্রত্যয় করিয়া "ইদম্ ইশ্" এই সূত্রের দ্বারা ইদম্ শব্দের স্থানে 'ইশ্' আদেশ হইয়া ইশের শিত্ত্ব-হেতু সর্ব্বাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "বক্ষতি" এই পদটি বহি (বহ্) ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লিঙের অর্থে লেটের তিপ্ ও কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয় করিয়া শপ্ প্রত্যয় পরেতে "সিব্বহুলং লেটি" এই সূত্রের দ্বারা সিপ্ অনন্তর চত্ব কত্ব ও ষত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৯ঋ)॥

অতএব, যেরূপভাবে আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলে আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, আপনি তাহারই বিধান করুন; আপনি যজ্ঞসম্পাদক, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদিত করাইয়া দিউন। আমাদিগের হৃদয় অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন বটে; কিন্তু আপনি যে 'উষর্ব্বুধঃ'! আপনি তো উষাবৎ উদয় হইয়া আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে পারেন! তাই প্রার্থনা করি,—বিশ্বের সকল দেবগণকে আনয়ন করিয়া আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন করুন,—সর্ব্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ হউক। দেবগণ যখন সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, তখন আমরা কেন তাঁহাদিগের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে বঞ্চিত থাকি? আপনি একটু কৃপা করিলেই, একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই, তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারি। 'উষর্ব্বুধঃ' আপনি, সে জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিউন।'

ঋকের অন্তর্গত 'উষর্ব্বুধঃ' পদে 'প্রাতঃকালে যাগগমনায় প্রবুধ্যমানান্' অর্থও সূচিত হয়। তদনুসারে উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বিকাশ হউক—এই ভাব মনে আসিতে পারে। এ স্থলে অগ্নিকে যেন বলা হইতেছে,—'নিশাকালে দেবগণ নিদ্রিত ছিলেন; উষার উদয়ে জাগরিত হইলে, তাঁহাদিগেক এই যজ্ঞে আগমনের জন্য প্রবুদ্ধ করুন।' এক হিসাবে ইহাই সাধরণ অর্থ। কিন্তু তাহারও ভাবর্থ এই যে,—'আমাদিগের পক্ষে আমাদিগের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন তাঁহারা নিদ্রিত আছেন; উষার আলোকের ন্যায় জ্ঞানালোক হৃদয়ে বিকাশ পাইয়া তাঁহাদিগকে এখানে আগমন জন্য প্রবুদ্ধ করুক।' অর্থ যে দিক্ দিয়াই হউক, লক্ষ্য সর্ব্বত্রই অভিন্ন॥ (১ম—১অ—১৪সূ—৯ঋ)॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিষ্টোমে প্রউগশস্ত্রস্থ যাজ্যা—বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বিতি। স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাদিতি খণ্ডে সূত্রিতম্। বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বিতি যাজ্যা। আ০ ৫।১০। ইতি।

তামেতাং যাজ্যাং সূক্তে দশমীমৃচমাহ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গনুবাদ।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রউগ শস্ত্রের যাজ্যা—"বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধু" এই ঋকটী আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "স্তোত্রমগ্রে শস্ত্রাৎ" এই খণ্ডে "বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বিতি যাজ্যা" (আ০ ৫।১০) এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। সেই এই যাজ্যা এবং সূক্তের দশমী ঋক্ কথিত হইতেছে॥

* * *

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। দশমী ঋক্)।

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা।
পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বিশ্বেভিঃ। সোম্যম্। মধু। অগ্নে। ইন্দ্রেণ। বায়ুনা।
পিব। মিত্রস্য। ধামঽভিঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতঃ সন্) অস্মাসু 'সোম্যং' (শুদ্ধসত্ত্বযুক্তং, স্নিগ্ধকরং) 'মধু' (মধুররসং, ভক্তিসুধাং ইত্যর্থঃ) সঞ্চার্য্য 'ইন্দ্রেণ' (সকলবলোপেতেন ইন্দ্রদেবেন) তথা 'বায়ুনা' সর্ব্বগেন বায়ুদেবেন) সহ 'মিত্রস্য ধামভিঃ' (মিত্রস্থানীয়স্য দেবস্য অধিষ্ঠানৈঃ, মিত্রদেববৎ অস্মাকং হিতসাধকৈঃ রূপৈ—আগত্য ইতি যাবৎ) 'পিব' (তৎ গৃহাণ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ ভক্তিযুতান কৃত্বা সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ দেবভাবৈঃ বা সহ অস্মাসু অধিষ্ঠানং কুরু ॥ (১ম—১৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হইয়া, আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বযুত মধুর ভক্তিসুধা সঞ্চার করিয়া, সকল শক্তিযুত ইন্দ্রদেবের এবং সর্ব্বত্রগ বায়ুদেবের সহিত, মিত্রদেবতার ন্যায় আমাদিগের হিতসাধকরূপে আসিয়া, তাহা গ্রহণ করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগকে সদ্ভাবসমন্বিত ভক্তিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার বা দেবভাবের সহিত আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান করুন।) ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১০ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্

হে অগ্নে ত্বং বিশ্বেভিঃ সর্ব্বৈঃ পূষভগাদিভির্দ্দেবৈরিন্দ্রেণ বায়ুনা মিত্রস্য সম্বন্ধিভির্ধামভিস্তেজোভির্ম্মূর্ত্তিবিশেষরূপৈশ্চ সহ সোম্যং সোমসম্বন্ধি মধু মধুরং ভাগং পিব॥

বিশ্বেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসাদেশাভাবঃ। সোম্যম্। সোমমর্হতি য ইত্যনুবৃত্তৌ ময়ে চ। পা০ ৪।৪।১৩৮। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। সোমস্য বিকার ইত্যর্থে যস্যেতি চেত্যকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। মধু। ফলিপাটিনমিমনীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। উ০ ২।১৮। নিদিত্যনুবৃত্তের্নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বায়ুনা। কৃবাপাজীত্যাদিনা উণ্। আতো যুক্ চিণ্কৃতোঃ। পা০ ৭।৩।৩৩। ইতি যুক্। প্রত্যয়স্বর। পিবা। পা পানে। লোটঃ সের্হিরাদেশঃ। শপি পাঘ্রেত্যাদিনা পিবাদেশঃ। অতো হেরিতি হের্লুক্। শপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ধামভিঃ। ধাঞ্। আতো মনিন্নিতি মনিন্। নিৎস্বরঃ। (১ম—১অ—১৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি সমস্ত পূষা ও ভগাদি দেবতা, ইন্দ্র বায়ু এবং মিত্রদেবের সম্বন্ধীয় তেজঃ ও মূর্ত্তিবিশেষসমূহের সহিত সোমসম্বন্ধীয় মধুর ভাগকে পান করুন।

"বিশ্বেভিঃ" এই পদটি বিশ্বশব্দের উত্তর তৃতীয়ার বহুবচন 'ভিস্' বিভক্তি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা ভিসের স্থানে ঐস্ আদেশের অভাব হইয়াছে। "সোম্যং" পদটী 'সোমের বিকার' এই অর্থে 'সোমমর্হতি যঃ' এই অনুবৃত্তিতে "ময়ে চ" (পা০ ৪।৪।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা য-প্রত্যয় করিয়া "যস্যেতি চ" সূত্রের দ্বারা অকারের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মধু" পদটি, "ফলিপাটিনমিমনি" (উ০ ১।১৮) এই সূত্র দ্বারা উপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বায়ুনা" এই পদটি, "কৃবাপাজি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উণ্ প্রত্যয়ে "আতো যুক্ চিণ্কৃতোঃ" (পা০ ৭.৩।২৩) এই সূত্রের দ্বারা যুক্ (য) আগম করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিবা" এই পদটি পানার্থ পা-ধাতুর উত্তর লোটের 'সি' বিভক্তির স্থানে 'হি' আদেশ করিয়া শপ্ প্রত্যয়ে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'পিব' আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "অতো হেঃ" এই সূত্র দ্বারা 'হি' এর লোপ হইয়াছে। 'শপ্' এর পিত্বহেতু ধাতুস্বর। পাদাদি বলিয়া নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। সংহিতাতে "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" এই সূত্রের দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। "ধামভিঃ" এই পদটি, ধাঞ্ (ধা) ধাতুর উত্তর "আতো মনিন্" এই সূত্র দ্বারা মনিন্ (মন্) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মনিন্প্রত্যয়ের নিত্বহেতু নিৎস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১০ঋ)॥

* * *

দশম (১৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

এখানেও পূর্ব্বানুবৃত্তি লক্ষ্য হয়। 'মিত্রস্য ধামভিঃ' বাক্যে সেই দেবগণের বা মূর্ত্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা যে সশরীরে আসিয়া যজ্ঞে সোমরস পান করিবেন, ঐ পদদ্বয়ের প্রয়োগে কদাচ তাহা বুঝাইতেছে না। পরন্তু, জ্যোতির মধ্য দিয়া, সূক্ষ্মশুদ্ধসত্ত্বভাবে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহারা যজ্ঞের সারভাগ—শুদ্ধসত্ত্বাংশ গ্রহণ করুন—এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। 'মিত্রস্য ধামভিঃ' পদদ্বয়ে মিত্রদেবকে না বুঝাইয়া, তাঁহার ধাম অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয়-স্থান বা স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। মিত্র যে অগ্নিরই—জ্যোতিরই প্রকাশ-বিশেষ এবং জ্যোতীরূপেই যে তাঁহার প্রকাশ, পূর্ব্বেই তাহা বুঝাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং তাঁহার ধাম তাঁহার স্বরূপ যে জ্যোতিঃ, তদ্ভাবে আবির্ভূত হইয়া দেবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, ইহাই বলা হইয়াছে। 'মিত্রস্য ধামভিঃ' পদদ্বয়ে 'মিত্রদেব সহ' অর্থও যে অসঙ্গত হয়, তাহাও বলি না। সে অর্থে ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি বিশ্বদেবগণ সহ আপনি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন, এই ভাব মাত্র ব্যক্ত হয়। কিন্তু তাহাতে 'ধামভিঃ' পদের সার্থকতা প্রকাশ পায় না। অপিচ, তাহাতে 'ইন্দ্রেণ বায়ুনা' পদদ্বয়ের সঙ্গে 'বিশ্বেভিঃ' পদের সংযোগ যেন একটু বিসদৃশ বোধ হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমরা অন্য এক পথ গ্রহণ করিয়াছি। * তাহার ভাব এই যে,—'জ্ঞানের সাহায্যে আমরা যেন সকল দেবভাবে বিভূষিত হই, তদ্দ্বারা যেন শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হই, মধুর ভক্তিরসে যেন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়; আর, তাহার ফলে, সেই সকল শক্তির আধারস্থানীয় ও সর্ব্বত্রগতিশীল ইন্দ্রদেবের ও বায়ুদেবের সহিত আসিয়া জ্ঞানদেবতা যেন আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বোতোভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন।' (১ম—১অ—১৪সূ—১০ঋ)॥

---

* প্রথম সংস্করণের অর্থে ও এই সংস্করণের অর্থে প্রতিবাক্যগত একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু ভাবগত একত্ব সর্ব্বত্রই অটুট আছে। তাহাই অনুধাবনীয়।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। একাদশী ঋক্।)

ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি।

সেমং নো অধ্বরং যজ॥ ১১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ত্বম্। হোতা। মনুঃঽহিতঃ। অগ্নে। যজ্ঞেষু। সীদসি।

সঃ। ইমম্। নঃ। অধ্বরম্। যজ॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'মনুর্হিতঃ' (মনুষ্যাণাং হিতকারী) যঃ 'ত্বং' (প্রসিদ্ধঃ দেবঃ ত্বং) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) 'সীদসি' (তিষ্ঠসি), 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'ইমং' (আরব্ধং, নিত্যানুষ্ঠিতং) 'অধ্বরং' (যজ্ঞং, কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'যজ' (সম্পাদয়)। সর্ব্বেষাং হিতসাধকং জ্ঞানং অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তিষ্ঠেৎ তৎ কর্ম্ম সম্পাদয়তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—৪৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বাতা, মনুষ্যগণের হিতকারী, প্রসিদ্ধ যে আপনি সকল সৎকর্ম্মসমূহে অবস্থিতি করেন, সেই প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগের নিত্য-অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে (যজ্ঞকে—সৎকর্ম্মকে) সম্পাদন করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকলের হিতসাধক জ্ঞান আমাদিগের সকল কর্ম্মে বিদ্যমান থাকিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দিউন।)॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১১ঋ)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে মনুর্হিতো মনুষা হোত্রাদিরূপেণ মনুষ্যেণ হিতঃ সম্পাদিতো হোতা হোমনিষ্পাদকো যস্ত্বং যজ্ঞেষু সীদসি তিষ্ঠসি। স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমধ্বরং যজ্ঞং যজ। নিষ্পাদয়।

মনুর্হিতঃ। মন্যতে ইতি মনুঃ। জনেরুসিরিত্যনুবৃত্তৌ বহুলমন্যত্রাপি উ০ ২।১১৬। ইত্যুস্। অর্ত্তিপৃবপীত্যাদিনা নিদিত্যনুবৃত্তৌ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হিতঃ। ধাঞো ধাতোর্নিষ্ঠেতি ক্তপ্রত্যয়ঃ। দধাতের্হিরিতি হিরাদেশঃ। মনুষা হিতো মনুর্হিতঃ। কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলমিতি সমাসঃ। কৃৎস্বরাপবাদেন তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। সীদসি। ষদ্ৢ বিশরণগত্যবসাদনেষু। লটঃ সিপ্। শপি পাঘ্রাধ্মেত্যাদিনা সীদাদেশঃ। নিঘাতঃ। সেমমিত্যত্র সংহিতায়াং সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্। পা০ ৬।১।১৩৪। ইতি সের্লোপে গুণঃ। অধ্বরম্। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্ স অধ্বরঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। নো অধ্বরমিত্যত্র সংহিতায়ামেঙঃ পদান্তাদতি। পা০ ৬।১।১০৯। ইতি পূর্ব্বরূপং প্রাপ্তং প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে ইতি প্রকৃতিভাবান্নিবর্ত্ততে ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! হোত্রাদিরূপ মনুষ্যের দ্বারা সম্পাদিত হোমনিষ্পাদক যে আপনি যজ্ঞসমূহে রহিয়াছেন, সেই আপনি আমাদিগের এই যজ্ঞকে নিষ্পন্ন করুন।

“মনুর্হিতঃ” এই পদটীতে “মনু” এই পদটী, ‘জনেরুসিঃ’ এই অনুবৃত্তিতে “বহুলমন্যত্রাপি” (উ০ ২।১১৩) এই সূত্র দ্বারা উস্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। “অর্ত্তিপৃবপি” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ‘নিৎ’ অনুবৃত্তি অধিকারে প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “হিতঃ” এই পদটি ধাঞ (ধা) ধাতুর উত্তর “নিষ্ঠা” সূত্র দ্বারা ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া “দধাতের্হিঃ” এই সূত্রের দ্বারা ধা-এর স্থানে ‘হি’ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর ‘মনুষা হিতঃ’ অর্থাৎ “মনুষ্যের দ্বারা হিত” এইরূপ “কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলং” এই সূত্র দ্বারা সমাস হইয়া কৃৎস্বরের অপবাদবশতঃ “তৃতীয়া কর্ম্মণি” এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। “সীদসি” এই পদটী, বিশরণ, গতি ও অবসাদন অর্থবিশিষ্ট ষদ্ৢ (ষদ্) ধাতুর উত্তর লটের সিপ্ বিভক্তি করিয়া শপ্ প্রত্যয়ে “পাঘ্রাধ্মা” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ‘ষদ্’ স্থানে সীদাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। “সেমং” এস্থলে সিংহিতাতে “সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণং” (পা০ ৬।১।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা সঃ এই পদের সি-এর লোপ হইয়া গুণ অর্থাৎ ‘স’-এর অকারে ও ‘ইমং’ এর ইকারে একার হইয়াছে। “অধ্বরং” এই পদটি “নাই হিংসা যাহাতে” এই প্রকার অর্থে নঞ্ সমাস করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “নঞ্সুভ্যাং” এই সূত্রের দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “নো+অধ্বরম্” এস্থলে সংহিতাতে “এচঃ পদান্তাদতি” (পা০ ৬।১।১০৯) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বরূপ (অধ্বরের অকারের লোপ) প্রাপ্তি হইলে “প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে” এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতি-ভাব-হেতু তাহা নিবর্ত্তিত হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

একাদশ (১৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সরল ও সহজবোধ্য। কেবল 'মনুর্হিতঃ' পদটির অর্থ লইয়া একটু মতান্তর দেখিতে পাই। ঐ পদের অর্থে কেহ লিখিয়াছেন,—'মনুষ্যের নিয়োজিত' (হোতা); কেহ লিখিয়াছেন,—'মানুষের আদি-পুরুষ মনুর হিতকারী'; ইত্যাদি।

কিন্তু, আমরা বলি, হোত্রাদি-রূপে মানুষের হিতসম্পাদন করেন, এই অর্থই প্রশস্ত ও সুসঙ্গত। যাহা হউক, পূর্ব্বরূপ কোনও অর্থেই জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে ঐ পদের প্রযুক্তি প্রতিপন্ন হয় না। তজ্জন্য কেহ বা অগ্নি-নামক ঋষির প্রসঙ্গ আনিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাহাতেও পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ফলতঃ, জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে, জ্ঞান-পক্ষেই মন্ত্রার্থ সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।

এই ঋকে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে,—'সীদসি' ক্রিয়াপদ। ঐ পদে বুঝাইতেছে, অগ্নিদেব যজ্ঞক্ষেত্রে বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ, সাধক যেন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, অগ্নিদেব যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—তিনি আসিয়াছেন! তাঁহার উপস্থিতির বিষয়ে প্রত্যয় জন্মিলেই প্রার্থনায় দৃঢ়তা আসে। তাই যাজ্ঞিক (সাধক) বলিতেছেন—'অধ্বরং যজ;' অর্থাৎ, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। এ পক্ষেও জ্ঞানদেবতার অর্থাৎ জ্ঞানের সম্বোধনেই সার্থকতা দেখি। জ্ঞানই দেবতার যাজক—দেবভাবের আহ্বাতা।

এ ঋকেও স্থূল-সূক্ষ্মের ভাব উপলব্ধ হয়। সাকার স্থূলদেহে নহে;—বুঝা যায়, এ ঋকে সূক্ষ্মদেহেই তাঁহার আবির্ভাবের বিষয় সূচিত হইয়াছে। 'যে আপনি আসিয়াছেন, সেই আপনি আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন করুন';—এই ভাবের উক্তিতে হৃদয়ে ধারণার যোগ্য অনুভাব্য সূক্ষ্ম সত্ত্বাই সঙ্কল্পিত হয়। তিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট না হইলেও, তাঁহার সত্ত্বার বিষয়ে যাজ্ঞিকের সুদৃঢ় বিশ্বাস এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির আবির্ভাবই এই দৃষ্টিতেও সংসূচিত হয়। (১ম—১অ—১সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্দ্দশং সূক্তম্। দ্বাদশী ঋক্।)

যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ।
তাভির্দ্দেবাঁ ইহাবহ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যুক্ষ্ব। হি। অরুষীঃ। রথে। হরিতঃ। দেব। রোহিতঃ।
তাভিঃ। দেবান্। ইহ। আ। বহ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (হে দ্যোতমান্ জ্ঞানদেব) তব সম্বন্ধীঃ 'অরুষীঃ' (গতিমতীঃ, পরিবর্ত্তনশীলাঃ, অসদ্ভাবদূরয়িত্রীঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিতঃ' (বহনসমর্থাঃ—সদ্ভাবান্ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বিচিত্ররূপবর্ণবিশিষ্টাঃ) 'রোহিতঃ' (জ্ঞানরশ্মীন্) 'রথে' (অস্মাকং মনোরথে, কর্ম্মণি বা) 'যুঙ্ক্ষ্বা হি' (যোজয়—অবিচ্ছেদেন ইতি যাবৎ); তথা 'তাভিঃ' (কিরণস্বরূপাভিঃ, সদ্ভাববাহিকাভিঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং কর্ম্মনিবহে) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্, দেবভাবান্) 'আবহ' (আনয়, সর্ব্বতঃ প্রাপয়)। জ্ঞানরশ্মিসহযোগেন হৃদি দেবভাবস্য প্রতিষ্ঠাপনং তথা কর্ম্মণি সত্ত্বভাবস্য সমাবেশনং কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনায়াঃ লক্ষ্যঃ ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান্ জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় গতিমান (পরিবর্ত্তনশীল—অসদ্ভাবদূরকারী) সদ্ভাববহনসমর্থ (বিচিত্ররূপবর্ণবিশিষ্ট) জ্ঞানরশ্মিসকলকে আমাদিগের মনোরথে বা কর্ম্মসমূহে অবিচ্ছেদে যোজনা করুন; এবং কিরণস্বরূপ সদ্ভাববাহক তাহাদিগের দ্বারা এই যজ্ঞে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মনিবহে দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করুন। (জ্ঞানরশ্মিসহযোগে হৃদয়ে দেবভাবসমূহের প্রতিষ্ঠাপন ও কর্ম্মে সত্ত্বভাবের সমাবেশ করুন—ইহাই প্রার্থনার লক্ষ্য।) ॥ (১ম—১অ—১সূ—১২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে দেবাগ্নে রোহিতো রোহিচ্ছব্দাভিধেয়াস্ত্বদীয়া বড়বা রথে যুক্ষ্ব। যুজ যোজয়। হিশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। কীদৃশীঃ। অরুষীঃ। গতিমতীঃ। হরিতঃ। হর্ত্তুং রথারূঢ়ান্ পুরুষান্ নেতুং সমর্থাঃ। তাভির্ব্বড়বাভিরিহাস্মিন্ কর্ম্মণি দেবানাবহ॥

যুক্ষ্ব। যুজির্ যোগে। লোট্। স্বরিতেত্বাদাত্মনেপদম্। থাসঃ সে। সবাভ্যাং বামৌ। রুধাদিভ্যঃ শ্নম্। তস্য বাহুলকাল্লুক্। কুত্ব ষত্বে। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। সংহিতায়াং দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। অরুষীঃ। ঋ গতৌ। রন্তি গচ্ছন্তীত্যরুষ্যো বড়বাঃ। ঋহনিভ্যামুষন। উ০ ৪।৭৪। ধাতোর্গুণো রপরত্বম। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তোঽরুষ শব্দঃ। তস্মাৎ-স্ত্রিয়াং ছান্দসো ঙীপ্। শসি প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণ ইতি দীর্ঘঃ। রথে। রমেরৌণাদিকঃ কথন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হরিতঃ। হৃসৃরুহিযুষিভ্যঃ ইতিঃ। উ০ ১।৯৭। ইতি হরতেরিতিপ্রত্যয়ঃ। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। রোহিতঃ। রুহেরপি তেনৈব সূত্রে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেব অগ্নি। আপনি রোহিত-নামক আপনার বড়বাগণকে (অশ্বীগণকে) রথে যোজনা করুন। 'হি' শব্দটি পাদপূরণের নিমিত্ত। কীদৃশী বড়বাগণ? গতিবিশিষ্টা, 'হরিৎ' অর্থাৎ রথারূঢ় পুরুষগণকে লইতে (বহন করিতে) সমর্থা। সেই বড়বাগণের দ্বারা এই যজ্ঞকর্ম্মে আপনি দেবতাগণকে আবহন করুন।

"যুক্ষ্ব' এই পদটী যোগার্থ যুজির (যুজ্) ধাতুর উত্তর লোটের আত্মনেপদের মধ্যমপুরুষের একবচন করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে স্বরিতেত্ব-প্রযুক্ত আত্মনেপদ হইয়াছে। ইহার থাসের স্থানে 'সে', "সবাভ্যাং বামৌ" সূত্রানুসারেব আদেশ, "রুধাদিভ্যঃ শ্নম্" সূত্রানুসারে শ্নম, বহুল-প্রযুক্ত সেই শ্নমের লোপ, কুত্ব (জ স্থানে ক), এবং ষত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর বলিয়া ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং সংহিতাতে "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" সূত্রানুসারে দীর্ঘ (যুক্ষ্ব স্থানে যুক্ষ্বা) হইয়াছে। অরুষীঃ" এই পদটীতে, গত্যর্থ ঋ-ধাতুর উত্তর 'গমন করে' এই অর্থে "ঋহনিভ্যামুষন' (উ০ ৪।৭৪) এই সূত্র দ্বারা 'উষন' প্রত্যয়ে ধাতুর গুণ (ঋ স্থানে অর্) এবং রপরত্ব (পরে র) করিয়া 'অরুষ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। উক্ত 'অরুষ' শব্দের উত্তর ছান্দস-প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে "শপি প্রথময়োঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ" এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়া "অরুষী" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রথে" পদটী ক্রীড়ার্থক রমি (রম্) ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'কথন্' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "হরিত" পদটী হৃ ধাতুর উত্তর "হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ" (উ০ ১।৯৭) এই সূত্রের দ্বারা 'ইতি' (ইৎ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর হেতু ইহার ইকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "রোহিতঃ" এই পদটী রুহ্ ধাতুর উত্তর পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা ইতি (ইৎ) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহারও ইকারটী প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্ত হইয়াছে।

ণেতিঃ। ইকারঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। তাভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেঃ প্রাপ্তমুদাত্তত্বং সাববর্ণেতি নিষিধ্যতে। দেবানিত্যত্র পূর্ব্ববদ্রুত্বানুনাসিকৌ॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তবিংশো বর্গ ॥ ১।১।২৭ ॥

* * *

দ্বাদশ (১৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে রূপকের অভ্যন্তরে মহান্ সত্যতত্ত্ব প্রকটিত আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বুঝা যায়, অশ্বীসংযুক্ত রথে দেবগণকে আনয়ন করার প্রার্থনা করা হইয়াছে,—দেবগণ যেন মানুষী দেহ ধারণে মনুষ্যলোকে আগমন করিবেন। দেবতার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। হইতে পারে, তাঁহারা দিব্যদেহধারণে অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াই যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সত্যাদি যুগের সে ঘটনা, আমাদিগের সীমাবদ্ধ কল্পনা সর্ব্বথা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ ঋকের মধ্যে কোথাও তাঁহাদিগকে ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন করিতে দেখিতে পাই না; পরন্তু দেখি, অগ্নিমুখেই তাঁহাদিগের ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং অশরীরী শুদ্ধসত্ত্বভাবেই যজ্ঞক্ষেত্রে তাঁহাদিগের আগমনের বিষয় আদৌ মনে আসে। অন্ততঃ, এই বর্ত্তমান যুগে, শাস্ত্রও বলিয়াছেন—অনুভবেও উপলব্ধি হয়, এই চর্ম্মচক্ষের দর্শনীয় হইয়া তাঁহারা কদাচ ইহসংসারে আগমন করেন না।

তবে ঐ অশ্বীই বা কি? আর ঐ অশ্বীসংযুক্ত রথই বা কি? অনুধ্যান করিয়া দেখুন দেখি,—সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অশরীরী দেবগণ কিরূপ ঘোটকীসংযুক্ত রথে কি ভাবে যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিতে পারেন? মনে হয় না কি—সে সেই অগ্নির দিব্য জ্যোতির মধ্য দিয়া? মনে হয় না কি—তাঁহাদিগের রথবাহী বড়বা বা অশ্বী, সেই জ্যোতিঃ বা রশ্মি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে? সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তাভিঃ' পদটীতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্তি হয়; কিন্তু "সাববর্ণ" এই সূত্রের দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "দেবান্" এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় রুত্ব ও অনুনাসিক হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৪সূ—১২ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তবিংশো বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।১।২৭ ॥

* * *

সে অশ্বী গতিমতী। রশ্মির, জ্যোতির বা কিরণের গতির বিষয় কে না অবগত আছেন? আলোক-রশ্মিই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা গতিশীল পদার্থ। তার পর, বলা হইয়াছে—সে অশ্বী বহনসমর্থা। এখানেও অযথা অর্থ হয় নাই। পরন্তু অশরীরী দেবপক্ষে সঙ্গত অর্থই হইয়াছে। তাঁহারা অণুপরমাণুক্রমে রশ্মির মধ্য দিয়াই—জ্যোতির মধ্য দিয়াই তো সংসারে বিচরণ করেন! এই সকল বিশেষণের বিষয় বোধগম্য হইলেই অশ্বীর বা বড়বার সূক্ষ্মতত্ত্ব অধিগত হয়। তখনই বুঝা যায়, অগ্নির অশ্বী বা সূর্য্যের ঘোটক বলিতে কি অর্থের দ্যোতনা হইতেছে। তাহাতে অশ্বীর গতির ভাব মনে আসে, বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় হৃদয়ে জাগরূক হয়। ঘোটকী তখন রশ্মি বা জ্যোতীরূপ গ্রহণ করে। রূপকে ঋকে এই ভাবই ব্যক্ত আছে দেখিতে পাই। ঋক যেন বলিতেছে,—'গতিমতী বা পরিবর্ত্তনশীলা, দেবগণের বহনসমর্থা বা বিচিত্রবর্ণবিশিষ্টা রশ্মি রথে যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করুন।' কিন্তু কি সে রশ্মি? সৎকর্ম্ম-সাধনাই সেই আলোক-রশ্মি।

ঋকের অন্তর্গত 'অরুষী', 'হরিতঃ' 'রোহিতঃ' পদত্রয় রশ্মির বা জ্যোতির ভাবই প্রকাশ করে। রশ্মির গতি, রশ্মির বর্ণ, রশ্মির ঔজ্জ্বল্য, রশ্মির বৈচিত্র্য—ঐ পদত্রয়ে ব্যক্ত হইতেছে। পুরাণে এক এক দেবতার এক এক নামধেয় অশ্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা রূপক বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বযোজিত রথে সংবাহিত হন,—এ বাক্যে, তিনি সপ্তকিরণ দ্বারা প্রকাশমান্ আছেন—এই ভাবই প্রকাশ পায়। তাই সপ্তাশ্ব শব্দে সূর্য্যদেবকেও বুঝাইয়া থাকে। অথচ, তাঁহার অশ্ব 'হরিৎ' নামে অভিহিত হয়। এইরূপ ইন্দ্রের অশ্বের নাম—'হরি'; অগ্নির অশ্বের নাম—'রোহিত'। যাহা হউক, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, স্বরূপ-পক্ষে তিন অশ্বই অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। নাম-রূপ কল্পনা করিয়া না লইলে, প্রথম অধিকারীর পক্ষে বিষয়-বিশেষ উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন হয়। শাস্ত্র তাই তন্ন তন্ন করিয়া, নানারূপ উদাহরণ দিয়া, বিষয়টী বুঝাইয়া গিয়াছেন। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, একটী অট্টালিকা। অট্টালিকা সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, নাম শুনিলেই, অট্টালিকা বস্তুটি যে

কি, তিনি তাহা বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু অট্টালিকা-সংক্রান্ত কোনও জ্ঞান যাহার নাই, তাহাকে বুঝাইতে হইলে, বুঝাইতে হইবে,—ইট কি, সুর্‌কী কি, চুণ কি, কেমন করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, ইত্যাদি। দেবগণ-সম্বন্ধেও সেই ভাবই গ্রহণ করিতে পারি। মানুষ নিত্য যাহা দেখে, নিত্য যে বিষয় শ্রবণ করে, স্বতঃই যাহা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার মধ্য দিয়াই তাহাকে লোকাতীত বিষয় বুঝাইবার প্রয়োজন হয়। তাই অনন্তকে বুঝাইতে সান্তের সম্বন্ধ ব্যক্ত করি। তাই দেবতত্ত্ব বুঝাইতে, মনুষ্যোচিত ক্রিয়াকলাপের সাহায্য লই। সহজবোধ্য সামগ্রীর দৃষ্টান্তেই দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝান হইয়া থাকে।

অতঃপর আধ্যাত্মিক ভাবে ঋকের কি অর্থ সঙ্গত হয়, চিন্তা করিয়া দেখুন। 'রথে'—কি না মনোরথে। 'রোহিতঃ'—কি না জ্ঞান-রশ্মি। যুঙ্ক্ষ্ব—কি না যোজনা কর। তাহার দ্বারাই দেবগণ যজ্ঞক্ষেত্রে সংবাহিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবেন; অর্থাৎ, হৃদয় দেবত্বে পরিপূর্ণ হইবে,—দেবভাব বিকাশ পাইবে। জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ে যে দেবাধিষ্ঠান হয়, সে কি আর বিচিত্র কথা? ভক্তিবিমিশ্র জ্ঞান—শুদ্ধসত্ত্বভাবের কেন্দ্রস্থান। শুদ্ধসত্ত্বে দেবতার অধিষ্ঠান। তাৎপর্য্যার্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (১ম—১অ—১৪সূ—১২ঋ)॥

* * *

পঞ্চদশ-সূক্তানুক্রমণিকা।

ইন্দ্রসোমমিত্যাদিকস্য দ্বাদশর্চস্য চতুর্থস্য ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। যদ্যপ্যেতৎ সূক্তং কৃৎস্নমৃতুদেবতাকং তথাপি প্রত্যৃচমিন্দ্রাদিদেবতান্তরাণি মিলিতানি। তথা চানুক্রম্যতে। ইন্দ্রসোমমৃতব্যং তত্রেন্দ্রো মারুতী ত্বাষ্ট্র্যাগ্নেয্যৈন্দ্রী মৈত্রাবরুণী চতস্রো দ্রবিণোদস আশ্বিন্যাগ্নেয্যৃতুদেবতাঃ সর্ব্বত্রেতি। বিনিয়োগস্তু স্মার্ত্তো দ্রষ্টব্যঃ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

পঞ্চদশ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"ইন্দ্রসোমং" ইত্যাদি দ্বাদশটী ঋক্-বিশিষ্ট চতুর্থ সূক্তের (চতুর্থ অনুবাকের) ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। যদিও এই সমগ্র সূক্তটীর দেবতা ঋতু, তথাপি প্রত্যেক ঋকে ইন্দ্রাদি দেবতান্তর মিলিত হইয়াছে। সেইরূপ অনুক্রান্ত আছে; যথা,—"ইন্দ্রসোমমৃতব্যং তত্রেন্দ্রো মারুতী ত্বাষ্ট্র্যাগ্নেয্যৈন্দ্রী মৈত্রাবরুণী চতস্রো দ্রবিণোদস আশ্বিন্যাগ্নেয্যৃতুদেবতাঃ সর্ব্বত্রেতি।" ইহার বিনিয়োগ স্মার্ত্ত বৈদিক কর্ম্মে দ্রষ্টব্য। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্থোঽনুবাকঃ। পঞ্চদশং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাবিংশঃ উনত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

* . *

পঞ্চদশং সূক্তম্।

এই সূক্তও বহুদেবতামূলক। ইন্দ্র, মরুৎ, ত্বষ্টা, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ এই সূক্তে আছে; অধিকন্তু, ঋতুদেবতার নাম এ সূক্তে নূতন উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই জন্য এই সূক্তকে 'ঋতুদেবতাক' সূক্তও কহে। এই সূক্তের প্রথম ঋকে এবং উপসংহারে উভয়ত্র ঋতু-দেবতার প্রাধান্য দেখি। সোমপান জন্য এবং যজ্ঞ-সম্পাদন জন্য ঋতুদেবতাকে লইয়া দেবগণ যজ্ঞক্ষেত্রে আসেন, ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ সেই প্রার্থনাই এ সূক্তের প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয়। অভ্যন্তরে অন্য ভাব নিহিত আছে। এ সূক্তেরও ছন্দঃ—গায়ত্রী; ঋষি—মেধাতিথি।

এই সূক্তের যাহা অভিনব সামগ্রী—ঋতু-দেবতার অর্চ্চনা, তদ্বিষয়ে টীকাকারগণের মতান্তরের অবধি নাই। সূক্তে যে কয় স্থলে ঋতু-দেবতার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই 'ঋতুনা' 'ঋতুভিঃ' এবং এক স্থলে 'ঋতূন্' পদ দৃষ্ট হইতেছে। তৃতীয়ান্ত 'ঋতুনা' প্রভৃতি পদ 'সহ'-যুক্ত আছে—এই জন্যই, সায়ণ, 'ঋতুনা' প্রভৃতি পদে 'ঋতু-দেবতার ও ঋতুদেবগণের সহিত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ বলেন,—"ঋতুনা" পদে 'ঋতৌ যথাকালে' অর্থ ই সঙ্গত হয়; অর্থাৎ, যেখানে আছে—'ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা'; সেখানে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি ঋতুদেবতার সহিত সোম পান করুন'—এরূপ অর্থ না ধরিয়া, 'হে ইন্দ্রদেব! আপনি যথাঋতুতে যথাকালে সোম পান করুন'—গ্রহণ করাই সমীচীন।" ঋতুদেবতাই যে স্তবের লক্ষ্য, সায়ণ সেই ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তাহাতে অন্যমত পোষণ করি না। তবে তাহাতে আমরা একটু ভাবান্তর গ্রহণ করি।

সে পক্ষে বুঝা উচিত,—ঋতুদেবতা বলিতে লক্ষ্যস্থল কি? 'ঋতু' শব্দের অর্থ—কাল। কাল যে দেবতা, কাল যে জগদীশ্বরের বিভূতি মধ্যে পরিগণিত, পরন্তু কালকে যে

পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; যথা,—

"জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ॥"

অন্যত্র ;—"অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালো পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। ঋতুদেবতা নামে, ঋতুর যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কাল-নামে যিনি সংসারে ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত, তাঁহারই উপাসনা করা হইয়াছে। পরমপিতা পরমেশ্বর কি ভাবে কি স্বরূপে জগতে বিদ্যমান আছেন, কাল এবং দিক্ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার সম্বন্ধ-ভাব অঙ্গীকার করিয়া, তাহা বিশদীকৃত করা হয়। তিনি যে অনাদি অনন্ত সর্ব্বরূপময়, ভিতরে যতই প্রবেশ করা যাইবে, ততই তাহা হৃদ্‌গত হইবে। একই তিনি, বহু হইয়া আছেন। বিশ্বসংসার তাঁহারই দ্যোতনা মাত্র। সরলভাবে বুঝিতে গেলে, "ঋতুনা সহ" বাক্যাংশে 'সকল কালে' অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। কাল—ভগবানেরই সংজ্ঞা বা রূপ।

—◦—

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে পঞ্চদশং সূক্তম্। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ।
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। দেবতা বহ্ব্যঃ। বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ।
মৎসরাসস্তদোকসঃ॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

ইন্দ্র। সোমম্। পিব। ঋতুনা। আ। ত্বা। বিশন্তু। ইন্দবঃ।
মৎসরাসঃ। তৎঽওকসঃ॥ ১॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যোপেত ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'ঋতুনা' (কালেন সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (অস্মাকং সত্ত্বভাবং) 'পিব' (গৃহাণ); হে দেব! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভবদীয়স্য চিরসম্মিলনং ভবতু ইতি ভাবঃ; তথা 'ইন্দবঃ' (অস্মদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণঃ সঞ্জাতানি সত্ত্বানি) 'মৎসরাসঃ' (ভবতঃ তৃপ্তিপ্রদানি) 'তদোকসঃ' (ত্বদীয়াশ্রয়যোগ্যানি) ভূত্বা 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ বিশন্তু' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রবিশন্তু, প্রাপ্নুবন্তু); হে দেব! অস্মাকং কর্ম্মাণি তবাশ্রয়ভূতানি তৃপ্তিপ্রদানি চ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১অ—১৫সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যোপেত হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি কালের সহিত অর্থাৎ চিরকাল আমাদিগের সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করুন; (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার চিরসম্মিলন হউক); এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত সত্ত্বভাবসকল আপনার তৃপ্তিপ্রদ ও আশ্রয়যোগ্য হইয়া সম্যক্ প্রকারে আপনাকে প্রাপ্ত হউক; (ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসকল আপনার আশ্রয়ভূত ও তৃপ্তিপ্রদ হউক।)॥ (১ম—১অ—১৫সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র ঋতুনা সহ সোমং পিব। ইন্দবঃ পীয়মানাঃ সোমাস্ত্বা ত্বামাবিশন্তু। কীদৃশাঃ। মৎসরাসঃ। তৃপ্তিকরাঃ। তদোকসঃ। তন্নিবাসাঃ। সর্ব্বদা ত্বদুদরস্থায়িন ইত্যর্থঃ॥

ইন্দ্র। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বম্। সোমম্। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পিব। পিবা মিত্রস্যেত্যত্রোক্তম্। আ ত্বা বিশন্ত্বিত্যুত্তরবাক্যগতাখ্যাতার্থেন সহ সমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দো লুপ্তঃ। অতশ্চাদিলোপে বিভাষেতীয়ং প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে। বিশন্ত্বিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! আপনি ঋতুনামক দেবতার সহিত সোম পান করুন। পীয়মান সোমসমুদয় আপনাতে প্রবিষ্ট হউক। সোমসমুদয় কিরূপ? তৃপ্তিকর এবং আপনিই যাহাদের নিবাস-স্থান অর্থাৎ আপনার উদরে অবস্থিত। ??

"ইন্দ্র" এই পদটীর পাণিনি ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সোমম্" এই পদটি, 'সু' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তিস্তুসু" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মন্-প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিব" এই পদটির স্বরাদি-সাধন-প্রণালী "পিবা মিত্রস্য' এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। 'অন্যা ত্বা বিশন্ত' এই উত্তরবাক্যগত আখ্যাতার্থের সহিত সমুচ্চয়ের নিমিত্ত 'চ' শব্দটি লুপ্ত হইয়াছে। অতএব "চাদিলোপে বিভাষা" এই সূত্রের দ্বারা প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত হয় নাই।

চলোপসাম্যেঽপি দ্বিতীয়াত্বান্নিহন্যত এব। সংহিতায়ামাদ্গুণ ইতি প্রাপ্তস্য গুণস্য ঋত্যকঃ। পা০ ৬।১।১২৮। ইতি শাকল্যমতে প্রকৃতিভাবাদভাবঃ। ইন্দবঃ। প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইত্যত্রোক্তম্। মৎসরাসঃ। তত্রৈবোক্তম্। আজ্জসেরসুগিত্যসুক্। তদোকসঃ। তদেবৌকঃ স্থানং যেষাং তে তথোক্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। (১ম—১অ—১৫সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (১৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে তিনটী বিষয় নূতন বুঝিবার আছে। প্রথম—'ঋতুনা' পদ। এক দৃষ্টিতে কাল-রূপে যে ভগবান্ ইহসংসার বিদ্যমান্, সেই কালাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাই এই পদের লক্ষ্যস্থল বলা যায়। সরল অর্থে ঐ পদে কাল মাত্রকে লক্ষ্য করে; ভাবার্থ—চিরকাল। তার পর, লক্ষ্য করুন—'তদোকসঃ' পদ। কেহ অর্থ করিয়াছেন, 'তদোকসঃ'—তোমার প্রিয়। কিন্তু যখন 'মৎসরাসঃ তৃপ্তিপ্রদাঃ' পদ আছে, তখন আবার দ্বিরুক্তির কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ, 'তদোকসঃ' পদ যে 'ওকস্' শব্দ হইতে উৎপন্ন, সেই 'ওকস্' শব্দের অর্থ—আশ্রয়। সেই অর্থেই সায়ণ কহিয়াছেন—'তদোকসঃ'—'তন্নিবাসাঃ'। আমরা বলি, ঐ পদের ভাব—'আপনার আশ্রয়যোগ্য'।

এইবার বুঝুন, 'ইন্দবঃ' কেমন? 'তন্নিবাসাঃ' অর্থাৎ তোমাতেই তাহার আশ্রয়, তুমি ভিন্ন সে আর অন্য জানে না। তার পর, লক্ষ্য করুন—ক্রিয়াপদ—'আ বিশন্তু'; তোমাতেই সে প্রবেশ করুক, তোমাকেই সে প্রাপ্ত হউক। অতএব, 'সোমং' বলুন, 'ইন্দবঃ' বলুন, 'সুধা' বলুন, আর যে নামেই অভিহিত করুন; বস্তুপক্ষে সেই সামগ্রীর স্বরূপ একটু

"বিশন্তু" এই পদটি চলোপের সাম্য হইলেও দ্বিতীয়া তিঙ্-বিভক্তি বলিয়া নিঘাতস্বরই হইয়াছে। সংহিতাতে "ঋত্যকঃ" (পা০ ৬।১।১২৮) এই সূত্রের দ্বারা শাকল্যমতে প্রকৃতিভাব হইয়াছে বলিয়া "আদ্গুণঃ" এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত গুণের অভাব হইয়াছে। "ইন্দবঃ" এই পদটির স্বরাদি-সাধন-প্রণালী "প্র বো ভ্রিয়ন্তে" এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। "মৎসরাসঃ" পদটির সাধন-প্রণালীও সেই স্থলেই কথিত হইয়াছে। "আজ্জসেরসুক্" এই সূত্রের দ্বারা অসুক্ (অস্) আগম হইয়াছে। "তদোকসঃ" এই পদটি 'তাহাই হইয়াছে ওকঃ অর্থাৎ স্থান যাহাদের' এই প্রকার বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১অ—১৫সূ—১ঋ)॥

* * *

বুঝা গেল না কি? আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি, 'সোম' শব্দে সত্ত্বভাব—ভক্তিসুধা বুঝায়। এখানে তাহার সার্থকতা দেখুন। সত্ত্বের আশ্রয়স্থান কোথায়? ভগবানে নয় কি? ভগবৎপাদপদ্মই তাহার শ্রেষ্ঠ বাসস্থান নহে কি? ভক্তি যে ভগবানের তৃপ্তিকর, 'মৎসরাসঃ' পদে তাহার অভিব্যক্তি দেখি।

উপসংহারে ঋকের প্রার্থনার বিষয় অনুধাবন করুন। প্রার্থনা—'ইন্দবঃ' (বিবিধপ্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ) তোমাতেই প্রবেশ করুক বা তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। এই বা কি? এ কি প্রার্থনার চরম প্রার্থনা নহে? ইন্দ্রদেব—আমার ভগবান্—সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যে ডুবিয়া আছেন, আর এই 'ইন্দবঃ' সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য তাঁহার উদরে প্রবেশ করাও;—এ অর্থ লইয়া ভ্রমান্ধ যাঁহারা তুষ্ট থাকেন, থাকুন। কিন্তু জ্ঞানিগণ কখনই এ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সুরা বা মদ্য অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। সোম বলিতে, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, তাহাই। সোম-সুধা—সেই সুধা। অন্যান্য ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত দেখুন। (১ম—১অ—১৫সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্যজ্ঞং পুনীতন।
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥ ২ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

মরুতঃ। পিবত। ঋতুনা। পোত্রাৎ। যজ্ঞম্। পুনীতন।
যূয়ম্। হি। স্থ। সুহদানবঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ হে দেবাঃ) যূয়ং 'ঋতুনা' (ঋতুদেবেন বা কালেন সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'পাত্রাৎ' (পোতৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ, অস্মাকং হৃদয়নিঃসৃতং, কর্ম্মণঃ সঞ্জাতং বা ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (সুধাং, সত্ত্বভাবং) 'পিবত' (গৃহ্লীত, তেন সহ সম্মিলিতাঃ তিষ্ঠত); তথা 'যজ্ঞং' (অস্মদীয়ানুষ্ঠিতং কর্ম্ম) 'পুনীতন' (শোধয়ত); তথা 'যূয়ং' (দেবাঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'সুদানবঃ' (শোভনদাতারঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'স্থ' (ভবত)। অয়ং ভাবঃ—বিবেকরূপিণাং দেবানাং অনুকম্পয়া অস্মাকং কর্ম্মাণি বিশুদ্ধতাং প্রাপ্নুবন্তু, তথা দেবাঃ দেবভাবাঃ বা তেষু কর্ম্মসু অধিতিষ্ঠন্তু॥ (১ম—১অ—১৫সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিবেকরূপী দেবগণ! আপনারা কাল-দেবতার সহিত অর্থাৎ চিরকাল আমাদিগের হৃদয় হইতে নিঃসৃত বা কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করুন—তাহার সহিত সম্মিলিত রহুন; আর, আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে শোধন করিয়া দিউন; এবং আপনারা আমাদিগের সম্বন্ধে সুদাতা হউন। (ভাব এই যে,—বিবেকরূপী দেবগণের অনুকম্পায় আমাদিগের কর্ম্মসমূহ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক এবং দেবগণ বা দেবভাবসমূহ সেই কর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করুন।)॥ (১ম—১অ—১৫সূ—২ঋ)॥

---

*এই ঋকের 'পোত্রাৎ' শব্দের অর্থ লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ 'শূকরের মাথার খুলি' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন; কেহ বা 'শূকরের মুখাকৃতি পানাপত্র' স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, অসভ্য জাতির ঐ এক মদ্যপাত্র ছিল। ঐ পাত্রে তাহারা তাহাদিগের দেবতাকে সোমরস রূপ মদ্য প্রদান করিত। কিন্তু ঐ অর্থ ভ্রান্তিমূলক। এইরূপ ভ্রান্তি-হেতুই মরার মাথার খুলিতে মদ্য শোধন ও পান, তান্ত্রিক উপসনার একটা ক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যাহা হউক, সায়ণাচার্য্য 'পোতৃনামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে' অর্থ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুসারে ঋত্বিকের (যাজ্ঞিকের) নিকট হইতে অর্থ ই সূচিত হয়। তাঁহাদিগের 'পাত্র হইতে' ভাব গ্রহণ করিলেও যজ্ঞপক্ষে আহুতি দান-পাত্র অর্থ এবং অধ্যাত্মিক-পক্ষে হৃদয়-রূপ পাত্র অর্থ আসিতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে ঋত্বিক্-গণের এবং তাঁহাদিগের সহকারিগণের একটা পরিচয় জানিয়া রাখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঋতুতে অর্থাৎ কালে কালে যজ্ঞ করেন বলিয়াই যাজ্ঞিকগণের নাম ঋত্বিক্ হইয়াছে,—অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান। যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে।' যজ্ঞে মুখ্য বা প্রধান ঋত্বিক বা পুরোহিত চারি জন থাকেন। তাঁহাদিগের নাম—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। এই চারি জনের প্রত্যেকের অধীনে তিন জন করিয়া যজ্ঞবিশেষে আরও দ্বাদশ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। হোতার পক্ষে—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ; অধ্বর্য্যুর প ক্ষ—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা; ব্রাহ্মণ পক্ষে—ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, আগ্নীধ্র ও পোতা; এবং উদ্গাতার পক্ষে—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য। এ ঋকে 'পোতা' বা 'পোতৃ'-নামক ঋত্বিককে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সাধারণ-ভাবে যাজ্ঞিক-সাধকের ভাব উহা হইতে আসিয়া থাকে।

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে মরুতঃ ঋতুনা সহ পোত্রাৎ পোতৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ সোমং পিবত। নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং পুনীতন শোধয়ত। হে সুদানবঃ। শোভনদাতারো মরুতঃ। হি যস্মাদ্ যূয়ং স্থ। যুষ্মাকং শোধয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধম। তস্মাচ্ছোধয়তেত্যর্থঃ॥

পিবত। অত্র তিঙোঽদুপদেশাচ্ছপঃ পরত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বম্। ধাতুস্বরঃ। পূর্ব্বামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেন পদাদপরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। পূর্ব্ববৎপ্রকৃতিভাবঃ। পোত্রাৎ। পোতুঃ সম্বন্ধি পাত্রং পোত্রম্। তস্যেদমিত্যণ্। তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ। পা০ ৭।২।১১৭। ইতি প্রাপ্তা বৃদ্ধিঃ সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে ইতি ন ভবতি। নন্বেবমন্তস্য ঋকারস্যাচো ঞ্ণিতি। পা০ ৭।২।১১৫। ইতি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। ত্বাষ্ট্রো জাগত ইত্যত্র হি বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যমিতি পরয়াদিবৃদ্ধ্যান্ত্যোপধলক্ষণা বৃদ্ধির্ব্বাধ্যত ইত্যুক্তম্। ইহ তু পরস্যা আদিবৃদ্ধেশ্ছান্দসত্বেন নিবর্ত্ত্যত্বাদন্ত্যবৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোত্যেবেতি। এবং তর্হ্যত্রাপ্যাদিবৃদ্ধিরৌকারঃ ক্রিয়তাম্। তস্য তু ছান্দস ওকারো ভবিষ্যতি। পুনীতন। পূঞ্ পবনে লোট্। লোটো লঙ্বদিতি লঙ্বদ্ভাবাত্তস্য তস্থস্থমিপামিতি তাদেশঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। ঈহল্যঘোরিতীকারঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ। আপনারা ঋতুর সহিত পোতৃনামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে সোম পান করুন। তদনন্তর আমাদিগের যজ্ঞকে শোধন করুন। হে শোভনদানশীল মরুদ্গণ। যেহেতু আপনারা আছেন অর্থাৎ আপনাদিগের শোধন-কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধ, সেই হেতু আপনারা শোধন করুন।

"পিবত" এস্থলে তিঙের অৎ-উপদেশ-হেতু শপের পর বলিয়া সার্ব্বধাতুক ল-কারের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। এস্থলে ধাতুস্বর। পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবদ্ভাব-হেতু পদের পর হয় নাই বলিয়া নিঘাতস্বরের অভাব হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্ববৎপ্রকৃতিভাব হইয়াছে। "পোত্রাৎ" এই পদটী, 'পোতৃনামক ঋত্বিকের সম্বন্ধীয় পাত্র' এই অর্থে "তস্যেদং" এই সূত্রের দ্বারা অণ্-প্রত্যয়ে পঞ্চমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ" (পা০ ৭।২।১১৭) এই সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত যে বৃদ্ধি, তাহা "সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে" এই নিয়মে হয় নাই। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে অন্তস্থিত ঋ-কারের "অচো ঞ্ণিতি" (পা০ ৭।২।১১৫) এই সূত্রের দ্বারা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। "ত্বাষ্ট্রো জাগতঃ" এস্থলে "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম" এই নিয়মে পরা যে আদিবৃদ্ধি, তদ্দ্বারা অন্ত্য এবং উপান্তলক্ষণা বৃদ্ধি বাধিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে কিন্তু পরা আদিবৃদ্ধির ছান্দস প্রযুক্ত নিষেধ-বশতঃ অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ হইলে, এস্থলেও আদিবৃদ্ধি অর্থাৎ ঔকার কর। তাহার কিন্তু ছান্দস-প্রযুক্ত ওকার হইবে। "পুনীতন" এই পদটি, পবনার্থ পূঞ্ (পূ) ধাতুর উত্তর লোট, "লোটো লঙ্বৎ" এই সূত্রের দ্বারা লঙবদ্ভাবহেতু "তস্থস্থমিপাম্" এই সূত্রানুসারে তাহার স্থানে 'ত' আদেশ, "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" এই সূত্রের দ্বারা শ্না-প্রত্যয়, "ঈহল্যঘোঃ" এই সূত্রের দ্বারা অকারের স্থানে ঈকার, "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" এই সূত্র দ্বারা

তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনাদেশঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ ইতি হ্রস্বঃ। প্রত্যয়দ্বয়স্যাপি সার্ব্বধাতুকমপিদিতি ঙিত্বাৎ স্বস্ব[illegible]র্ব্বয়োরিকোর্গুণাভাবঃ। যূয়ং। যুষ্মদঃ পরস্য জসো ঙেপ্রথময়োরম্। পা০ ৭।১।২৮। ইত্যমাদেশঃ। ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ। পা০ ১।৩৪। ইতি মকারস্যেৎসংজ্ঞাপ্রতিষেধঃ। যূয়বয়ৌ জসি। পা০ ৭।২।৬৩। ইতি মপর্য্যন্তস্য যূয়াদেশঃ। শেষে লোপঃ। অত্র যূয়াদেশাৎ প্রাগেবান্তরঙ্গত্বাৎ প্রাতিপদিকস্যান্তোদাত্তত্বম্। শেষনিঘাতঃ। ততো যূয়াদেশঃ। স্থানেঽন্তরতমঃ। পা০ ১।১।৫০। ইতি সর্ব্বানুদাত্তঃ। তত্র শেষেলোপোঽন্ত্যলোপ ইতি পক্ষে পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং বাধিত্বা যোঽয়মমি পূর্ব্ব ইতি প্রাতিপদিকান্তেনোদাত্তেন সহানুদাত্তস্য সুপ একাদেশঃ। স একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। টী-লোপপক্ষে তূদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বম। স্থ। অস ভুবি। লটো মধ্যমবহুবচনং থ। অদি প্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। ব্যত্যয়েন ষত্বম্। হি চেতি নিষেধাত্তিঙ ঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বম্। অত্র হে সুদানবো যূয়ং হি স্থেতি বিবক্ষিতম্। সুদানবঃ। দাভাভ্যাং

বিভক্তির স্থানে ‘তন’ আদেশ এবং “প্বাদীনাং হ্রস্বঃ” এই সূত্র দ্বারা ধাতুর উকারের হ্রস্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়দ্বয়েরও “সার্ব্বধাতুকমপিৎ” এই সূত্র দ্বারা ঙিত্ব হেতু স্বস্বপূর্ব্ববর্ত্তী ইক্-দ্বয়ের গুণ হয় নাই। “যূয়ং” এই পদটী যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর ‘জস্’ বিভক্তিতে “ঙেপ্রথময়োরম্” (পা০ ৭।১।২৮) এই সূত্রের দ্বারা জষের স্থানে অম্ আদেশ, “ন বিভক্তৌ তুস্মাঃ” (পা০ ১।৩।৪) এই সূত্রের দ্বারা মকারে ইৎসজ্ঞার নিষেধ, “যূয়বয়ৌ জসি” (পা০ ৭।২।৬৩) এই সূত্রানুসারে ম-পর্য্যান্তের (যুষ্মের) স্থানে যূয় আদেশ ও শেষের দ-এর লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ‘যূয়’ আদেশের পূর্ব্বেই অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রাতিপদিকের অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে, এবং শেষ স্বর নিঘাত (অনুদাত্ত) হইয়াছে। তদনন্তর ‘যূয়’ আদেশ ও “স্থানেঽন্তরতমঃ” (পা০ ১।১।৫০) এই সূত্রানুসারে সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। সে স্থলে “শেষলোপেঽন্ত্যলোপঃ” এই পক্ষে পূর্ব্বসবর্ণ ও দীর্ঘকে বাধিয়া এই যে “আমি পূর্ব্ব” এই সূত্রের দ্বারা প্রাতিপদিক অন্তোদাত্তস্বরের সহিত অনুদাত্ত সুপের একাদেশ। তাহা “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” এই সূত্রের দ্বারা উদাত্ত হইবে। কিন্তু টি-এর লোপ-পক্ষে উদাত্ত নিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তি-স্বর উদাত্ত হইবে। “স্থ” এই পদটী ভুবি (হওয়া) অর্থবিশিষ্ট অস্ ধাতুর উত্তর লটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন “থ” বিভক্তি করিয়া “অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ” এই সূত্রানুসারে শপের লোপে এবং “শ্নসোরল্লোপঃ” এই সূত্রের দ্বারা ধাতুর অকারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিকল্পে ষত্ব হয়। “হি চ” এই সূত্রের দ্বারা নিষেধ-বশতঃ “তিঙ ঙতিঙঃ” সূত্রের দ্বারা নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই। সংহিতাতে “অন্যেষামপি দৃশ্যতে” এই সূত্রের দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। এস্থলে ‘হে শোভনদানশীল আপনারা যেহেতু আছেন’ এইরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে। “সুদানবঃ” এই পদটী, সু-পূর্ব্বক দানার্থ দা ধাতুর উত্তর “দাভাভ্যাং নুঃ” (উ০ ৩।৩২) এই সূত্র দ্বারা ‘নু’ প্রত্যয়ে, ‘সু’-এর সহিত প্রাদি সমাসে, সম্বোধনে প্রথমার বহুবচন করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

স্থঃ। উ০ ৩:৩৩। সোঃ প্রাদিসমাসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অত্র যুষ্মমিত্যুদ্দিশ্য সুদানবঃ স্থেতি ন বিধীয়তে। যেনানামন্ত্রিতত্বান্নিঘাতো ন স্যাৎ। কিন্তু সুদানব ইতি সিদ্ধবদ্দাতৃত্বেন সম্বোধ্যান্যেষু তেষু মারুতসূক্তেষু মরুতাং প্রসিদ্ধাৎ প্রভাবাতিশয়াৎ যূযং স্থেতি। যুষ্মচ্ছব্দেন প্রতি নির্দ্দিশ্য পুনীতনেতি প্রার্থনে পবনে তেষাং হেতুত্বং হিশব্দেনোচ্যতে॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে তিনটি প্রার্থনা আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়,—'হে দেবগণ! আপনারা সোম-পান করুন, যজ্ঞ পবিত্র করুন, আর শোভনদাতা-রূপে অবস্থিতি করুন।' যাহা হউক, দৃশ্যমান্ যজ্ঞপক্ষেও প্রার্থনাত্রিতয়ের যেরূপ সার্থকতা, আধ্যাত্মিক পক্ষেও তদ্রূপ সার্থকতা। দেবগণ যদি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, যজ্ঞ পবিত্র হইয়াছে; তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তাঁহারা সদয় হইয়াছেন। আধ্যাত্মিক পক্ষেও তাহাই। আমাদিগের সত্ত্বভাব যদি দেবগণ গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্ম বা ভক্তি যদি তাঁহাদিগের গ্রহণযোগ্য হয়; তাহা হইলে, সে কর্ম্ম নিশ্চয়ই পবিত্রীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দেবগণের সুদাতৃত্বও তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। ত্রিবিধ প্রার্থনাই পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। উহার একটীর পূরণ হইলেই তিনটীই পূর্ণ হয়। 'দেবগণ সুদানবঃ অর্থাৎ শোভন-দানশীল হউন।'—এই প্রার্থনার নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—তাঁহারা এমন সামগ্রী দান করুন, যদ্দ্বারা আমাদিগের পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।' ফলতঃ, এখানে অকিঞ্চিৎকর ধনাদির প্রার্থনা সূচিত হয় নাই; পরম ধনের প্রার্থনায় হৃদয়ে দেবভাব জাগরূক করাই এখানকার লক্ষ্য। (১ম—১৫সূ—২ঋ)।

ইহার আমন্ত্রিত নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর। এস্থলে "যুষ্মং" এই পদকে উদ্দেশ করিয়া "সুদানবঃ স্থ" এইরূপ বিহিত হয় নাই,—যদ্দ্বারা আমন্ত্রিত নয় বলিয়া নিঘাতস্বর হইবে না। কিন্তু "সুদানবঃ" এই পদটীকে দাতৃত্ব-হেতু সম্বোধন করিয়া অন্যান্য মরুৎসম্বন্ধী সূক্তসমূহে মরুদ্গণের প্রসিদ্ধ প্রভাবাতিশয়-হেতু "যুষ্মং স্থ" এই যুষ্মদ্ শব্দের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া "পুনীতন" এই প্রার্থনাতে 'হি' শব্দের দ্বারা পবিত্রতা-বিষয়ে তাঁহাদিগের (মরুদ্গণের) হেতু উক্ত হইয়াছে। (১ম—১৫সূ—২ঋ)॥

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা।
ত্বং হি রত্নধা অসি॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অভি। যজ্ঞম্। গৃণীহি। নঃ। গ্নাবঃ। নেষ্টরিতি। পিব। ঋতুনা।
ত্বম্। হি। রত্নঽধাঃ। অসি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গ্নাবঃ' (সহগামিনীশক্তিসমন্বিত) 'নেষ্টঃ' (সৎকর্ম্মসাধক হে দেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অভি গৃণীহি' (অভিতঃ প্রশংসয়, তব প্রীতিপদং ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'ঋতুনা' (কালেন সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'পিব' (অস্মাকং তৎকর্ম্ম গৃহাণ, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতঃ ভব ইত্যর্থঃ); যতঃ 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'রত্নধাঃ' (রত্নদাতা, পরমধনপ্রদাতা) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মসাধকঃ জ্ঞানদেবঃ পরমধনপ্রদঃ ভবতি; অতঃ প্রার্থনা—স দেবঃ অস্মাসু চিরাধিষ্ঠিতঃ অস্তু। (১ম—১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সহগামিনী শক্তি সৎকর্ম্মসাধক হে দেব! আমাদিগের যাগাদি সৎকর্ম্ম আপনার প্রীতিপ্রদ হউক; এবং চিরকাল আপনি আমাদিগের সেই কর্ম্ম গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হউন, কেন-না, আপনিই পরমধনপ্রদাতা হয়েন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-কারক জ্ঞানদেবতাই পরমধনপ্রদাতা হয়েন; অতএব প্রার্থনা, সেই দেবতা আমাদিগের মধ্যে চির অধিষ্ঠিত হউন।)॥ (১ম—১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

গ্নাশব্দঃ স্ত্রীবাচী। তথা চ যাস্ক আহ। মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাং মেনা মানয়ন্ত্যেনা গ্না গচ্ছন্ত্যেনাঃ। নি০ ৩।২১। ইতি। গ্না অস্য সন্তীতি গ্নাবান্। নেষ্টৃশব্দোঽত্র ত্বষ্টারং দেবমাহ। কস্মিংশ্চিদ্দেবসত্রে নেষ্টৃত্বেন ত্বষ্টুর্ব্বৃতত্বাৎ। হে গ্নাবঃ পত্নীযুক্ত নেষ্টঃ ত্বষ্টঃ। নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞমভিগৃণীহি। অভিতো দেবানাং সমীপে স্তুহি। ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব। হি যস্মাত্ত্বং রত্নধা অসি। রত্নানাং দাতা ভবসি। তস্মাৎ সোমং পাতুমর্হসীত্যর্থঃ॥

অভি। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জমিতি পর্য্যুদাসাদভেরন্তোদাত্তত্বম্। গৃণীহি। গৄ শব্দে। লোটি শিপো হিঃ। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। হেঙিত্বাদীহল্যঘোরিতীত্বম্। শ্না-প্রত্যয়স্য ঙিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। প্বাদীনাং হ্রস্বঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। গ্না অস্য সন্তীতি মতুপ্। ব্যত্যয়েন বত্বম্। সম্বুদ্ধৌ মতুবসোরুরিতি রুত্বম্। বিসর্গঃ। পাদাদিত্বেনামন্ত্রিতনিঘাতাভাবাৎ ষাষ্ঠিকামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বম্। গ্নাব ইত্যস্য বিশেষণত্বা বিশেষবচনত্বান্নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি নিষেধাভাবাদবিদ্যমানবত্ত্বেনোত্তরস্য নেষ্টৃশব্দস্য ষাষ্ঠিকমাদ্যুদাত্তত্বম্। পিব। শপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। পূর্ব্বয়োরামন্ত্রিতয়োরবিদ্যমানবত্ত্বেন নিঘাতাভাবঃ। রত্নানি দধাতীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'গ্না' শব্দটী স্ত্রী-বাচী। সেইরূপ যাস্ক বলিয়াছেন; যথা—"মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাং মেনা মানয়ন্ত্যেনা গ্না গচ্ছন্ত্যেনাঃ" (নি০ ৩.২১)। 'গ্না অর্থাৎ স্ত্রী-সমূহ ইঁহার আছে' এই অর্থে 'গ্নাবান্' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোনও দেবযজ্ঞে ত্বষ্টৃদেব, নেষ্টৃত্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, এস্থলে 'নেষ্টৃ' শব্দে ত্বষ্টৃদেবকে বুঝাইতেছে। হে পত্নীযুক্ত ত্বষ্টৃদেব! আমাদিগের এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের সমীপে স্তব করুন। আপনি ঋতুর সহিত সোম পান করুন। যেহেতু আপনি রত্নসমূহের দাতা হয়েন, সেই হেতু সোম পান করিতে যোগ্য হইতেছেন।

"উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্" এই পর্য্যুদাস বিধির দ্বারা "অভি" পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "গৃণীহি" এই পদটী, শব্দার্থক গৄ ধাতুর উত্তর লোটের 'সিপ' প্রত্যয়ের স্থানে 'হি' করিয়া "ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না" সূত্রানুসারে শ্না (না) প্রত্যয়, 'হি' এর ঙিত্বহেতু 'ঈহল্যঘোঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'শ্না' এর অকারের স্থানে ঈকার এবং "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" সূত্রানুসারে ধাতুর হ্রস্ব হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'শ্না' প্রত্যয়ের ঙিত্বহেতু গুণের অভাব হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাতস্বর। 'গ্না অর্থাৎ স্ত্রীসমূহ ইঁহার আছে'—এই অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ব্যত্যয়ে "ম" কারের স্থানে ব-কার, সম্বোধনে "মতুবসো রুঃ" এই সূত্রের দ্বারা রুত্ব ও বিসর্গ করিয়া "গ্নাবঃ" পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটী পাদের আদিতে আছে বলিয়া ইহার আমন্ত্রিত নিঘাতস্বরের অভাব-বশতঃ পাণিনির ষষ্ঠাধ্যায়ের আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। "গ্নাবঃ" এই পদটীর বিশেষণতা-প্রযুক্ত বিশেষবচনত্ব-হেতু "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে" এই সূত্রের দ্বারা নিষেধের অভাব হইয়াছে বলিয়া অবিদ্যমানবদ্ভাব-বশতঃ পরবর্ত্তী 'নেষ্টৃ' শব্দের ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "পিব" পদটীতে 'শপ্' এর পিত্ত্বহেতু ধাতুস্বর। এস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদদ্বয়ের অবিদ্যমানবত্ত্বহেতু নিঘাতস্বরের

রত্নধাঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। ধাতুস্বরঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে। অসি। সিপঃ পিত্ত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। তিঙঙতিঙ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। হি চেতি প্রতিষেধাৎ॥ (১ম—১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (১৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

ঐ ঋকে তিনটী বিষয় বিবৃত আছে। প্রথমতঃ প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—আমাদিগের যজ্ঞের আপনি প্রশংসা করুন। ভাবার্থ এই যে,—আমরা যেন এরূপ যজ্ঞ করি, যে যজ্ঞ আপনার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় এবং আপনি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতে পারেন; অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্ম আপনার তৃপ্তিপ্রদ হউক। দ্বিতীয়তঃ, ঋতুদেবতার সহিত আপনি সোমসুধা পান করুন; অর্থাৎ, আমাদিগের যজ্ঞ বা কর্ম্ম চিরকাল আপনার গ্রহণীয় হউক। তৃতীয়তঃ, আপনিই রত্নদাতা হয়েন; অর্থাৎ, প্রার্থীকে আপনি তাহার প্রার্থনানুরূপ রত্ন দান করে। ভাব এই যে, যে জন যে ধন প্রার্থনা করে, আপনি তাহাকে তাহাই প্রদান করেন।

ভাষ্যাদি-প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে,—পত্নীসহযুত ত্বষ্টৃ-দেবতাকে এখানে যেন সম্বোধন করিয়া ঐরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, এই ঋকেরও লক্ষ্য—জ্ঞানদেবতার প্রতি। জ্ঞান-সাহায্যে সকল ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। দেবগণ পত্নীযুক্ত হউন—ইহার ভাবার্থ পূর্ব্বেই (১৪৯ ঋকে) ব্যক্ত করিয়াছি। যাহা সহধর্ম্মিণী সহগামিনী, তাহাই পত্নী। তদনুসারে সকল কর্ম্ম-শক্তিসহ জ্ঞানই এখানকার সম্বোধ্য। ত্বষ্টা দেবতাকে আকর্ষণ করিবার এখানে কোনই কারণ দেখি না। (১ম—১৫সূ—৩ঋ)।

অভাব হইয়াছে। "রত্নসমূহকে ধারণ অথবা পোষণ করেন" এই অর্থে "রত্নধাঃ" পদটী, রত্নপূর্ব্বক ধাঞ্ (ধা) ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্রানুসারে ক্বিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ধাতুস্বর; সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "অসি" পদটীতে শপের পিত্ত্বহেতু ধাতুস্বর। "হি চ" সূত্র দ্বারা নিষেধ-বশতঃ "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হয় নাই॥ (১ম—১৫সূ—৩ঋ)॥

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু।
পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অগ্নে। দেবান্। ইহ। আ। বহ। সাদয়। যোনিষু। ত্রিষু।
পরি। ভূষ। পিব। ঋতুনা ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ইহ' (অস্মাকং কর্ম্মণি) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'আবহ' (আবাহয়, আনয়); তথা 'ত্রিষু' (ত্রিকালেষু) 'যোনিষু' (সর্ব্বেষু কর্ম্মসু) 'সাদয়া' (সাদয়, তান্ প্রতিষ্ঠাপয়); তথা 'পরি ভূষ' (তান্ অলঙ্কুরু, দেবভাবানাং পরিবৃদ্ধিং সাধয় ইত্যর্থঃ); তথা 'ঋতুনা' (কালেন সহ, চিরকালং) 'পিব' (অস্মাকং তৎ কর্ম্ম গৃহাণ, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সর্ব্বথা অধিষ্ঠিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং জ্ঞানং দেবভাবপ্রবর্দ্ধকং ভবতু, তথা অস্মাসু সর্ব্বথা চিরবিদ্যমানং অস্তু। (১ম—১৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের কর্ম্মে সকল দেবভাবকে (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে) আনয়ন করুন; এবং ত্রিকালে সকল কর্ম্মে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন; আর, আপনি চিরকাল আমাদিগের কর্ম্মের সহিত অধিষ্ঠিত রহুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান দেবভাবের প্রবর্দ্ধক হউন; এবং আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার চিরবিদ্যমান রহুন।)॥ (১ম—১৫সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে দেবানিহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যাবহ। ততো যোনিষু স্থানেষু ত্রিষু সবনেষু সাদয়। দেবানুপবেশয়। ততস্তান্ পরিভূষ। অলঙ্কুরু। ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব ॥

অগ্নে দেবানিত্যয়ং পাদো গতঃ। যোনিষু। যু মিশ্রণে। বহিশ্রীত্যাদিনা। উ০ ৪।৫২। নি-প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ত্রিষু। ষট্ত্রিচতুর্ভ্যো হলাদিঃ। পা০ ৬।১।১৩৯। ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। ভূষ অলঙ্কারে। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। পিব ঋতুনা। গতৌ ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১৫০) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভাষ্যানুসারী অর্থের বিশ্লেষণেও সে তাৎপর্য্য বোধগম্য করাইবার পক্ষে একটু চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথম দৃষ্টিতে, ব্যাখ্যাদির অনুসরণে, দেখিতে পাই, ঋক্‌টি চতুর্ব্বিধ প্রার্থনামূলক। দেবগণকে যজ্ঞে আবাহন, ত্রিসবন-স্থানে তাঁহাদিগকে উপবেশন করান, তাঁহাদিগকে বিভূষিত করা এবং ঋতুদেবতা-সহ তাঁহাদিগের সোমপান প্রার্থনা।

আবাহন, উপবেশন ও বিভূষণ—এই তিন ভাবের প্রকাশে, ঋকে যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে—'দেবগণ আসুন, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং অস্মৎপ্রদত্ত বিভূষণাদি গ্রহণ করুন।' তাঁহারা আসেন, তাঁহারা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে অগ্নিদেব! আপনি এই কর্ম্মে দেবগণকে আবাহন করুন। তদনন্তর স্থানসমূহে সবনত্রয়ে দেবগণকে উপবেশন করান। তাহার পর তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করুন এবং ঋতুর সহিত আপনি সোম পান করুন।

"অগ্নে দেবাঁ" এই পদের স্বরাদির সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "যোনিষু" এই পদটী, মিশ্রণার্থ যু' ধাতুর উত্তর "বহিশ্রী" (উ০ ৪ ৫২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'নি' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ত্রিষু" পদটীর "ষট্ত্রিচতুর্ভ্যো হলাদিঃ" (পা০ ৬।১।১৩৯) এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। "ভূষ" এই পদটী, অলঙ্কারার্থ ভূষ্ ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যম-পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "পিব" ও "ঋতুনা" এই পদদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (১ম—৫সূ—৪ঋ) ॥

* * *

হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন—কোন্ অবস্থায়? অন্তর হইতে অজ্ঞানান্ধকার-রূপ কলুষরাশি যখন অন্তর্হিত হয়, দেবগণ তখনই হৃদয়ে আবির্ভূত হন; হৃদয়ের অসদ্বৃত্তি-সমূহ যখন দূরীভূত হয়, হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-সদ্ভাব যখন জাগিয়া উঠে, দেবাধিষ্ঠান তখনই ঘটে। এখানকার প্রার্থনা, তাই মনে হয়,—'হে দেব! আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুন; আমার হৃদয় সদ্গুণে মণ্ডিত করিয়া দিউন।' দেবগণকে বিভূষিত করা বলিতেই বা কি ভাব মনে আসে? কিসে তাঁহারা বিভূষিত হন? দেবগণ সৎস্বরূপ। বিশুদ্ধ সত্ত্বই তাঁহাদের ভূষণ। সুতরাং সৎকর্ম্মাদির দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চিত হইলেই তাঁহাদিগকে ভূষণ-বিভূষিত করা হয়; ঋকের অভ্যন্তরে প্রার্থনার নিগূঢ় ভাব এই যে,—'হে দেব। আমাদিগকে শোভনকর্ম্মোপেত করুন; আর, তদ্দ্বারা আপনারা বিভূষিত হউন।'

'ঋতুদেবতাসহ সোমপান করুন'—এতদুক্তির তাৎপর্য্য,—'আমাদিগের হৃদয় দেবভাবে পরিপূর্ণ হউক, জ্ঞানপ্রভা আমাদিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিরসমুজ্জ্বল রহুক।' (১ম—১৫সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্)।

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু।
তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতম ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লষণম্।

ব্রাহ্মণাৎ। ইন্দ্র। রাধসঃ। পিব। সোমম্। ঋতূন্। অনু।
তব। ইৎ। হি। সখ্যম্। অস্তৃতম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ব্রাহ্মণাৎ' (ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধাৎ, অস্মৈ উপাসকাৎ ইত্যর্থঃ) 'রাধসঃ' (আরাধনাভূতাৎ ধনাৎ হৃদ্রূপপাত্রাৎ বা) 'ঋতূন অনু' (কালান্ অনুসৃত্য, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পিব' (গৃহাণ, তেন ধনেন পাত্রেন বা সহ চিরবিদ্যমানঃ ভব ইতি ভাবঃ) ; 'হি' (যস্মাৎ) 'তব ইৎ' (তবৈব) 'সখ্যং' (সখিত্বং) 'অস্তৃতং' (সত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা বা সহ অবিচ্ছিন্নং) অস্তি, অতঃ এতৎ কাঙ্ক্ষয়ামি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! যতঃ সত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা বা সহ তব চিরসম্বন্ধঃ. অতঃ প্রার্থনা, উপাসকে ময়ি সত্ত্বং সঞ্চার্য্য তত্র চিরং অধিতিষ্ঠ। (১ম—১৫সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন ইন্দ্রদেব! এই উপাসকের আরাধনাভূত ধন হইতে বা হৃদ্রূপ পাত্র হইতে চিরকাল আপনি সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সেই ধনের বা পাত্রের সহিত চিরবিদ্যমান রহুন ; যেহেতু আপনার সখিত্ব সত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন, অতএব এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। (ভাব এই যে,—হে দেব! যেহেতু সত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ, অতএব প্রার্থনা, উপাসক আমাতে সত্ত্ব সঞ্চার করিয়া তাহাতে আপনি চির অধিষ্ঠান করুন।)॥ (১ম—১৫সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বদ্ধাদ্রাধসো ধনভূতাৎ পাত্রাৎ সোমং পিব। কিং কৃত্বা। ঋতুনন্ু। ঋতুদেবাননুসৃত্য। ঋতবোঽপি পিবন্ত্বিত্যর্থঃ। হি যস্মাত্তবেত্তব সখ্যমস্তৃতমৃতুনামবিচ্ছিন্নং তস্মাদৃতুভিঃ সহ পানং যুক্তম্।

ব্রাহ্মণাৎ। ব্রহ্মশব্দেনাত্র ব্রহ্মবর্গে দ্বিতীয়ো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কথ্যতে। স চ পুংল্লিঙ্গে শেষনিঘাতেনানুদাত্তাদিঃ। তস্য সম্বন্ধ্যুচ্ছিষ্টশ্চমসঃ। স চ তস্যৈবাবয়বন্নিয়ত ইত্যবয়ব-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধি ধনভূত পাত্র হইতে সোমপান করুন। কি করিয়া? ঋতুগণকে অনুসরণ করিয়া। অর্থাৎ, ঋতুদেবগণও সোমপান করুন। যেহেতু আপনার সখ্যভাব ঋতুদেবগণের সহিত অবিচ্ছিন্ন, সেই হেতু ঋতুদেবগণের সহিত সোমপান যুক্তিযুক্ত।

"ব্রাহ্মণাৎ" এস্থলে ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মবর্গে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কথিত হইয়াছে। সেই শব্দটার পুংলিঙ্গে শেষ স্বর নিঘাত বলিয়া আদিস্বর অনুদাত্ত। তাহার সম্বন্ধি উচ্ছিষ্ট যে চমস, তাহা তাহারই অবয়ব হইতে নিয়ত বলিয়া, অবয়বের বিবক্ষাতে "অনুদাত্তাদেরঞ্"

বিবক্ষায়ামনুদাত্তাদেরঞ্। পা০ ৪।২।৪৪। তেন ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তশ্চমসপরোঽত্র ব্রাহ্মণ-শব্দঃ। রাধসঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পিব। পাদাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং ঋতূঁরন্বিত্যত্র দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বম্। অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা। পা০ ৮।৩।২। ইত্যুকারস্যানুনাসিকত্বম্। তব। যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ঙসোঽশ্। পা০ ৭।১।২৭। শিত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। তবমমৌ ঙসীতি তবাদেশঃ। যুষ্মদস্মদোঙসীত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। সখ্যম্। সখ্যুঃ কর্ম্ম সখ্যম্। সখ্যুর্যঃ। যস্যেতি লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অস্তৃতম্। স্তৃণোতের্হিংসার্থস্য ক্তঃ। নঞ্ সমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (১৫১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'রাধসঃ' এবং 'সখ্যমস্তৃতং' পদদ্বয়, ঋকের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। 'রাধসঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'ধনভূত পাত্র হইতে।' কিন্তু এখানে বুঝিবার প্রয়োজন, সে ধন কি প্রকার—যে ধনের পাত্র 'রাধঃ'। আরাধনামূলক 'রাধ্' ধাতু হইতে 'রাধস্' শব্দের উৎপত্তি। 'রাধসঃ' তাহারই পঞ্চম্যন্ত পদ। সুতরাং অনুধ্যান করিয়া দেখুন—কি পাত্র হইতে কি ধন অর্পণ করা হইতেছে! ঋত্বিক যাজ্ঞিক বা সাধক যখন একমন একপ্রাণ হইয়া ভগবানে আত্মনিবেদনে সমর্থ হন,

---

(পা০ ৪।২।৪৪) এই স্থত্রের দ্বারা অঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব ঞিত্বহেতু এস্থলে চমস-পর ব্রাহ্মণ শব্দটী অন্ত্যুদাত্ত। "রাধসঃ" এই পদটী রাধ্ ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" এই স্থত্রের দ্বারা অসুন্ (অস্) প্রত্যয়ে পঞ্চমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিব" পদটীর পাদাদিত্ব-নিবন্ধন আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" স্থত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। "ঋতূঁরনু" এস্থলে "দীর্ঘাদটি সমানপাদে" এই স্থত্রের দ্বারা ন-কারের স্থানে রুত্ব হইয়াছে। "অনুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা" (পা০ ৮।৩।২) এই স্থত্রের দ্বারা ইহার উ-কারের অনুনাসিক হইয়াছে। "তব" এই পদটীতে, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর ঙস্ বিভক্তির স্থানে "যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ঙসোঽশ্" (পা০ ৭।১।২৭) এই স্থত্রানুসারে অশ্ আদেশ করিয়া অশের শিত্ব-হেতু সর্ব্বাদেশ হইয়াছে। "তবমমৌ ঙসি" এই স্থত্রের দ্বারা যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে 'তব' আদেশ হইয়াছে। "যুষ্মদস্মদোঙসি" এই স্থত্রের দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সখ্যং" এই পদটীর 'সখির কর্ম্ম' এই অর্থে সখি শব্দের উত্তর "সখ্যুর্যঃ" স্থত্র দ্বারা 'য' প্রত্যয় করিয়া "যস্যেতি চ" স্থত্রানুসারে ই-কারের লোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অস্তৃতং" এই পদটীর হিংসার্থ স্তৃ-ধাতুর উত্তর ক্ত (ত) প্রত্যয় করিয়া নঞ্ সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অব্যয় (নঞ্) পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ৫॥

* * *

তখনই তাঁহাদিগের পাত্র বা ধন 'রাধঃ' পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে সেই ভাবই ব্যক্ত।

'সখ্যমস্তৃতং' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুগত অর্থ—আপনাদিগের সখিত্ব পরস্পর চির অবিচ্ছিন্ন। এই উক্তিতে ইন্দ্রদেব ও ঋতুদেব উভয়েই যে এক-আত্মা অর্থাৎ অভিন্ন, সেই ভাবই প্রকাশ করে। যাঁহারা দেবগণকে ভিন্নভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা মোহপঙ্কে নিমজ্জিত। এক দেবতাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহান্ বিভ্রম, এ পক্ষে তাহাই বলা হইয়াছে—বুঝা যায়। তাঁহাদিগের সখিত্ব অবিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাঁহাদিগের উভয়কে একই দৃষ্টিতে দর্শন কর,—সে দৃষ্টিতে ইহাই মর্ম্মার্থ। পক্ষান্তরে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, মন্ত্রের যাহা নিগূঢ় তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা লক্ষ্য করুন। (১ম—১৫সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূড়ভম্।
ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

যুবম্। দক্ষম্। ধৃতঽব্রতা। মিত্রাবরুণা। দুঃঽদভম্।
ঋতুনা। যজ্ঞম্। আশাথে। ইতি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃতব্রতা' (ধৃতব্রতৌ, সৎকর্ম্মগ্রাহকৌ) 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রস্থানীয়াভীষ্টবর্ষকৌ হে দেবৌ) 'যজ্ঞং' (অস্মদীয়ানুষ্ঠিতং কর্ম্ম), 'দক্ষং' (নিপুণতাসম্পন্নং, প্রবৃদ্ধং, যথোপযুক্তং ইত্যর্থঃ) তথা 'দূড়ভং' (দুর্ল্ভং, শত্রুভিরজেয়ং) কৃত্বা 'ঋতুনা' (কালেন সহ, সদাকালং) 'যুবং

(যুবাং) 'আশাথে' (ব্যাপ্নুথঃ, ব্যাপ্য তিষ্ঠতং ইতি ভাবঃ)। মিত্রাবরুণয়োর্দ্দেবয়োর্ব্ব্যাপ্তিবশেন অস্মাকমনুষ্ঠিতং কর্ম্ম শত্রূণামুপদ্রবরহিতং প্রবৃদ্ধঞ্চ ভবতু ইতি ভাবঃ। (১ম—১৫সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মগ্রাহক মিত্রস্থানীয় ও অভীষ্টবর্ষক হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে প্রবৃদ্ধ নিপুণতাসম্পন্ন বা যথোপযুক্ত এবং শত্রুগণ কর্তৃক অজেয় করিয়া, আপনারা সদাকাল তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকুন। (ভাব এই যে,—মিত্রাবরুণদেবদ্বয়ের ব্যাপ্তিবশে আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শত্রুগণের উপদ্রবরহিত হউক।)॥ (১ম—১৫সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ধৃতব্রতা স্বীকৃতকর্ম্মাণৌ মিত্রাবরুণা হে মিত্রাবরুণৌ হে মিত্রনামকবরুণনামকৌ দেবৌ যুবমুভৌ যুবামৃতুনা সহাস্মদীয়ং যজ্ঞমাশাথে। ব্যাপ্নুথঃ। কীদৃশং যজ্ঞম্। দক্ষম্। প্রবৃদ্ধম্। দুড়ভম্। দুর্দ্দহম্। শত্রুভির্দ্দগ্ধুং বিনাশয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ॥

যুবম্। প্রথমাদ্বিবচনস্য ঙেপ্রথময়োরমিত্যমাদেশঃ। যুবাবৌ দ্বিবচনে। পা০ ৭।২।৯২। ইতি মপর্য্যন্তস্য যুবাদেশঃ। শেষে লোপ ইতি টিলোপঃ অন্ত্যলোপো বা। অমি-পূর্ব্বত্বম্। ভাষায়ামেব হ্যাত্বম্। টিলোপপক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণাম উদাত্তত্বং অন্ত্যলোপপক্ষে একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ ইত্যুদাত্তত্বম্। দক্ষম্। দক্ষ বৃদ্ধৌ। দক্ষন্ত্যনেনেতি করণে ঘঞ্। এবং হি পুংলিঙ্গত্বানয়মঃ। অন্যস্যানিয়ম ইতি নপুংসকত্বম্। ধৃতব্রতা মিত্রাবরুণা। ধৃতানি ব্রতানি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্বকৃতকর্ম্মণ্ মিত্র নামক ও বরুণ নামক দেবদ্বয়। আপনারা উভয়ে ঋতুদেবের সহিত আমাদিগের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করেন। কিরূপ যজ্ঞ? প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধনশীল, দুর্দ্দহ অর্থাৎ শত্রুগণ যাহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

"যুবং" এই পদটি, যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনের স্থানে "ঙেপ্রথময়োরম্" এই সূত্রের দ্বারা অম্ আদেশ ও "যুবাবৌ দ্বিবচনে" (পা০ ৭।২।৯২) সূত্র দ্বারা ম-পর্য্যন্ত (যুষ্ম) স্থানে যুব আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "শেষে লোপঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'টি'-এর লোপ অথবা অন্ত্যবর্ণের লোপ হইয়াছে। অমের অকারের পূর্ব্বরূপত্ব হইয়াছে। ভাষাতেই আত্ব হয়। টি-লোপপক্ষে উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের দ্বারা, অমের স্বর উদাত্ত। অন্ত্যবর্ণের লোপ পক্ষে একাদেশ হইয়া উদাত্ত। "দক্ষং" এই পদটা বৃদ্ধ্যর্থ দক্ষ ধাতুর উত্তর বর্দ্ধিত হয় ইহার দ্বারা, এই অর্থে করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঘঞ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ হয়; কিন্তু "অন্যস্যানিয়মঃ" এই সূত্রের দ্বারা নপুংসকলিঙ্গ হইয়াছে। "ধৃতব্রতা" "মিত্রাবরুণা" এই পদদ্বয়, 'ধৃত হইয়াছে ব্রত যাঁহাদিগের দ্বারা' এই অর্থে ধৃতব্রত, এবং 'মিত্র ও বরুণ' এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসে মিত্রাবরুণ—এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই উভয় পদেই

যাভ্যাং তৌ ধৃতব্রতৌ। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারঃ। মিত্রশব্দস্য দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যানঙাদেশঃ। প্রথমস্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ। দ্বিতীয়স্য পাদাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। সংহিতায়াং ছান্দসং হ্রস্বত্বম্। দূড়ভম্। দহ ভস্মীকরণে। দুঃখেন দহ্যত ইতি দুর্দহম্। ঈষদ্দুঃসুষ্বিত্যাদিনা দুঃ। পা০ ৩।৩।১২৫। ইত্যুপপদে দগ্ধেঃ খল্। ব্যত্যয়ো বহুলমিত্যুশব্দস্য উকারস্য ঊকারো রেফস্য লোপো দকারস্য ডকারো হকারস্য চ ভকারঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তত্বম্। কৃদুত্তরপদত্বেন স এব শিষ্যতে। আশাথে। অশূ ব্যাপ্তৌ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লিট্। মধ্যমদ্বিবচনমাথাং টেরেত্বম্। অত আদেঃ। পা০ ৭।৪।৭০। ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘঃ। অশ্নোতেশ্চ। পা০ ৭।৪।৭২। ইতি প্রাপ্তো নুডাগমোঽনিত্যমাগমশাসনমিতি নিবর্ত্ততে॥ (১ম—১৫সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমেঽষ্টাবিংশো বর্গঃ॥ ১।১ ২৮॥

* * *

ষষ্ঠ (১৫২) ঋকের বিশদার্থ।

কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঋক্‌টীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে,—ঋকের এক অংশে মিত্র-বরুণ দেবদ্বয়ের ধৃতব্রতত্ব অর্থাৎ কর্ম্মগ্রহণত্ব সূচিত হইয়াছে; অন্য অংশে (তদ্দ্বারা) তাঁহারা দুর্লভ বল ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়েন—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

"সুপাং সুলুক্" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারদেশ হইয়াছে। মিত্রাবরুণ পদে "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" সূত্রের দ্বারা মিত্র শব্দের উত্তর আনঙ্ আদেশ হইয়াছে। প্রথম পদের আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর, দ্বিতীয় পদের পাদাদিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত স্বর। সংহিতাতে ছান্দস-প্রযুক্ত হ্রস্ব হইয়াছে। "দূড়ভং" এই পদটি, 'দুর্' উপপদ-পূর্ব্বক ভস্মীকরণার্থ দহ্ ধাতুর উত্তর 'দুঃখেতে দগ্ধ হয়' এইরূপে অর্থে "ঈষদ্দুঃসুষু" (পা০ ৩।৩।১২৬) এই সূত্রের দ্বারা খল্ (অ) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ব্যত্যয়ো বহুলং" এই সূত্রের দ্বারা উকারের স্থানে ঊকার, রেফের লোপ, দকারের স্থানে ড-কার এবং হকারের স্থানে ভকার হইয়াছে। 'খল্' প্রত্যয়ের লিত্বহেতু "লিতি" এই সূত্র দ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পরপদ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বলিয়া সেই স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "আশাথে" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ অশূ (অশ) ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্" এই সূত্রের দ্বারা বর্ত্তমানে লিট্ বিভক্তির আত্মনেপদের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচন 'আথাং' প্রত্যয়ে 'টি'-র এত্ব এবং "অত আদেঃ" (পা০ ৭।৪।৭০) সূত্রানুসারে অভ্যাসের দীর্ঘ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে অশ্নোতেশ্চ" সূত্রানুসারে প্রাপ্ত যে নুট্ আগম, তাহা "অনিত্যমাগমশাসনম্" এই নিয়মে নিবর্ত্তিত হইয়াছে॥ (১ম—১৫সূ—৬ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১,১।২৮॥

* * *

আমরা 'ধৃতব্রতা' পদকে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের বিশেষণ-রূপেই গ্রহণ করিয়াছি। ছান্দসে 'ধৃতব্রতা' ও 'মিত্রাবরুণা' সম্বোধন-পদ-রূপেই গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার সহিত ইহাতে ভাবের কোনও ব্যত্যয় ঘটে নাই; পরন্তু এই ব্যাখ্যাই সায়ণের অনুসারী এবং অধিকতর প্রাণস্পর্শী। দেবগণ 'ধৃতব্রত'—এবম্বিধ বাক্যে, তাঁহারা ব্রতধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ কোনও নিয়মে আবদ্ধ আছেন, সাধারণতঃ এই ভাব প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, 'ধৃতব্রত' বলিতে, তাঁহারা আমাদিগের আরব্ধ ব্রত (কর্ম্ম) ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ আমাদের ব্রতের (কর্ম্মের) আশ্রয়স্থানভূত হইয়া আছেন—এই এক ভাব উপলব্ধ হয়। 'ব্রত' বলিতে, 'পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম' বুঝাইয়া থাকে। অতএব, দুই পক্ষেই অর্থসঙ্গতি দেখিতে পাই। 'তাঁহারা ব্রতধারণ করিয়া আছেন'—এরূপ বাক্যে, তাঁহারা 'পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্মের' সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছেন এবং আমরা যে কিছু পুণ্যপ্রদ বা পাপনাশক কর্ম্ম করি, সে কর্ম্ম তাঁহাদিগের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া আছে—যুগপৎ এই দুই ভাবই মনে আসে। সত্যেই সত্যের মিলন হয়; পুণ্যজনক কর্ম্মের আশ্রয়-স্থানেই পুণ্যজনক কর্ম্ম আশ্রয় পায়;—'ধৃতব্রতা' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। তোমরা ব্রতধারণ কর, পুণ্যজনক পাপক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও,—দেবগণে সম্মিলিত হইবে,—দেবগণ তোমাদিগের সে কর্ম্মরূপ ব্রত ধারণ করিবেন। কেন-না, তাঁহারা যে 'ধৃতব্রত'; তাঁহারা সৎকর্ম্মগ্রাহক।

অতঃপর, 'দক্ষং', 'দূড়ভং' (দুলভং) পদ দুইটির বিষয় অনুধ্যান করুন। ঋকে বলা হইয়াছে—"যুবং (যুবাং) যজ্ঞং আশাথে;" অর্থাৎ আপনারা যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত আছেন।' কিন্তু কিরূপ যজ্ঞে? বলা হইতেছে—'দক্ষং দূড়ভং যজ্ঞম্।' অর্থাৎ, যে যজ্ঞ দক্ষ, যে যজ্ঞ দূড়ভ (দূলভ)। দক্ষ-শব্দের প্রচলিত অর্থ 'নিপুণ'; সায়ণ বলিয়াছেন—'প্রবৃদ্ধ'। দুই অর্থেই সঙ্গতি আছে। নৈপুণ্য প্রকাশ পায়—কোন্ কর্ম্মে? যে কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কলঙ্কভাবে সম্পন্ন হয়। সুতরাং সে কোন্ কর্ম্ম, সহজেই অনুমান করা যায়। তার পর, যদি 'প্রবৃদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে আরও উচ্চ-ভাবের উচ্চ-চিন্তার আদর্শ দেখি। 'প্রবৃদ্ধ' শব্দে 'পুনঃপুনঃ বিহিত', নিত্য-অনুষ্ঠিত' ভাবের দ্যোতনা করে। তোমার যজ্ঞ বা সৎকর্ম্মা-

নুষ্ঠান যেন প্রবৃদ্ধ হয়, যেন পুনঃপুনঃ বিহিত হয়, যেন নিত্য-অনুষ্ঠিত হয় ; কখন কোন কালে কোন সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া, মনে নিশ্চিন্ততা না আসে। 'দক্ষ' বিশেষণ, তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানে, তোমার সেই ইঙ্গিত করিতেছে। তার পর, 'দৃঢ়ভং' ; এই পদের অর্থ—'শত্রুর অধৃষ্য'। এমন কর্ম্ম করিবে যে, শত্রু সে কর্ম্মে দন্তস্ফুট করিতে না পারে। তোমার কাছে শত্রু অবনত হইবে,—তাহার জারিজুরি লোপ পাইবে। তবে তো বলি—কর্ম্ম ! তবে তো বলি—যজ্ঞ। শত্রু বলিতে, শুধু বাহিরের রাক্ষসেরা নহে। পুরাকালে তাহারা যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া, আজিও যে তাহারা যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে, সে আশঙ্কা সর্ব্বথা সত্য নহে। তবে আছে—শত্রু ? সেই শত্রুই ভীষণ শত্রু। তাহারা নিত্য সহচর। তাহারা তোমার সঙ্গেরই সাথী। তাহাদিগের ন্যায় প্রবল শত্রু সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। পুনশ্চ, তাহারা পুরাকালেও ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও যে থাকিবে না—তাহা নহে। বুঝিয়াছ কি—সে শত্রু কোন শত্রু ? তাহারা তোমার সঙ্গের সহচর—কামক্রোধ-লোভমোহমদ-মাৎসর্য্য—রিপুশত্রু। কোন্ কর্ম্ম না তাহাদিগের দ্বারা পণ্ড হয় ? কোন্ কালে না তাহারা শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত থাকে ? যাহা হউক, এখানে বলা হইতেছে, এমন কর্ম্ম করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপ দমনে থাকে। 'দৃঢ়ভং" বিশেষণ, তোমায় সেই কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিতেছে।

তবে তো দেবগণ তোমার যজ্ঞ প্রাপ্ত হইবেন ? তবে তো দেবগণ তোমার যজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন ? হউক যজ্ঞ—'দক্ষ', হউক যজ্ঞ—'দৃঢ়ভ'। দেখিবে—বুঝিবে—ধৃতব্রত দেবগণ, তোমার যজ্ঞে ওতঃপ্রোতঃ মিশিয়া থাকিবেন। হও কর্ম্মী, হও যাজ্ঞিক, হও দক্ষ, হও শত্রু-বিমর্দ্দনে সমর্থ। তখন, তোমার যজ্ঞে, তোমার হৃদয়ে, দেবাধিষ্ঠান আপনিই হইবে। কেন-না, দেবগণ যে ধৃতব্রত ! প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে,—'দেবগণ আমাদিগের কর্ম্মকে তাঁহাদিগের উপযোগী করিয়া লইয়া আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া রহুন।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই ভাবই প্রকাশ করিলাম। (১ম—১৫সূ—৬ঋ)।

* * *

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেবমীড়তে ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

দ্রবিণঃহদাঃ। দ্রবিণসঃ। গ্রাবহহস্তাসঃ। অধ্বরে।
যজ্ঞেষু। দেবম্। ঈড়তে ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘গ্রাবহস্তাসঃ’ (সৎকর্ম্মসাধনায় পাষাণবদ্দৃঢ়হস্তাঃ, দৃঢ়ব্রতাঃ ইত্যর্থঃ) ‘দ্রবিনসঃ’ (ধনার্থিনঃ, পরমধনাকাঙ্ক্ষিণঃ, উপাসকাঃ ইত্যর্থঃ) ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে, জনহিতসাধকে কর্ম্মণি) তথা ‘যজ্ঞেষু’ (দেবোপাসনারূপেষু দেবভাবপ্রবর্দ্ধকেষু কর্ম্মসু) ‘দ্রবিণোদাঃ’ (ধনপ্রদাতারং) ‘দেবং’ (দীপ্তিদানাদিগুণং) ‘ঈড়তে’ (ঈলতে—স্তুবন্তি, অনুসরন্তি)। সৎকর্ম্মসাধনার্থং দৃঢ়চিত্তাঃ উপাসকাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু দেবভাবপ্রাপ্তয়ে প্রচেষ্টন্তে—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৫সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসম্পাদনের জন্য পাষাণবৎ দৃঢ়হস্ত অর্থাৎ দৃঢ়ব্রত, পরমধনের অভিলাষী উপাসকগণ, হিংসারহিত জনহিতসাধক কর্ম্মে এবং দেবোপাসনা-রূপ দেবভাবপ্রবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহে ধনপ্রদাতা দেবতাকে অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি-গুণকে অনুসরণ করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনার্থ দৃঢ়চিত্ত উপাসকগণ সকল কর্ম্মসমূহে দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—১৫সূ—৭ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

অধ্বরেঽগ্নিষ্টোমে প্রকৃতিস্বরূপে যজ্ঞেষু বিকৃতিরূপেষ,কৃথ্যাদিষু চ দেবমগ্নিমীড়তে। ঋত্বিজঃ স্তবন্তি। কীদৃশা ঋত্বিজঃ। দ্রবিণসঃ। ধনার্থিনঃ। গ্রাবহস্তাসঃ। অভিষবসাধনপাষাণধারিণঃ। কীদৃশং দেবম্। দ্রবিণোদাঃ। ধনপ্রদম্। যদ্বা ধনপ্রদোঽগ্নিঃ সোমং পিবত্বিতি শেষঃ। তমেতং মন্ত্রং যাস্ক এবং নির্ব্বক্তি—দ্রবিণোদাঃ কস্মাদ্ধনং দ্রবিণমুচ্যতে। যদেনদভিদ্রবন্তি বলং বা দ্রবিণং যদেনেনাভিদ্রবন্তি তস্য দাতা দ্রবিণোদাস্তস্যৈষা ভবতি দ্রবিণোদা দ্রবিণস ইত্যাদি। নি০ ৮।১। সোঽয়ং যাস্কোক্তো নির্ব্বচনপ্রপঞ্চস্তস্মিন্নেব গ্রন্থেঽবগন্তব্যঃ॥

দ্রবিণোদাঃ। দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উ০ ২'৫১। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তো দ্রবিণশব্দঃ। তদ্দদাতীতি দ্রবিণোদাঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। পূর্ব্বপদস্য সকারোপজনচ্ছান্দসঃ। রুত্বোত্বে। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। দেববিশেষণত্বেনৈকবাক্যতাপক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ স্বাদেশঃ। অথবা দ্রবিণমাত্মন ইচ্ছন্তি দ্রবিণস্যন্তি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যো লালসায়াং সুগ্বক্তব্যঃ। পা০ ৭।১।৫১৩। ইতি ক্যচি পরতঃ সুগাগমঃ। দ্রবিণস্যতেঃ সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্। অতো লোপঃ। ক্বৌ লুপ্তং ন স্থানিবদ্ভবতি। পা০ ১।১।৫৮।২। ইতি তস্য স্থানিবত্ত্বপ্রতিষেধাদ্যলোপঃ। এবং দ্রবিণসশব্দো ধনেচ্ছাবচনঃ। দ্রবিণেচ্ছাং দস্যতি যথেষ্ট-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃতিরূপ অগ্নিষ্টোম অধ্বরে এবং বিকৃতিরূপ উকৃথ্যাদি যজ্ঞসমূহে অগ্নিদেবকে ঋত্বিকগণ স্তব করিয়া থাকেন। ঋত্বিকগণ কিরূপ? ধনপ্রার্থী, অভিষব-ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত পাষাণধারী। অগ্নিদেব কীদৃশ? ধনপ্রদ। অথবা, ধনপ্রদ অগ্নিদেব সোমপান করুন—এইরূপ অন্বয় হইবে। এই ঋকটীর যাস্ক এইরূপ নির্ব্বচন বলিয়াছেন—'দ্রবিণ' শব্দে কি জন্য ধনকে বুঝায়? যেহেতু ইহাকে অভিদ্রুত করে, অথবা বলকে 'দ্রবিণ' কহে, যেহেতু ইহার দ্বারা অভিদ্রুত করে; তাহার দাতাকে "দ্রবিণোদাঃ", "দ্রবিনসঃ" ইত্যাদি কহে। (নি০ ৮।১) সেই যাস্কোক্তি নির্ব্বচনার্থ যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে অবগত হইয়া উচিত।

"দ্রবিণোদাঃ" এই পদটিতে 'দ্রু' ধাতুর উত্তর "দ্রুদক্ষিভ্যামিনন" (উ০ ২।৫১) এই সূত্র দ্বারা 'ইমন' প্রত্যয় করিয়া "দ্রবিণ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু এই দ্রবিণ-পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সেই দ্রবিণকে দান করে' অর্থে 'দ্রবিণ' পূর্ব্বক 'দা' ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ," সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্বপদে ছান্দসপ্রযুক্ত স-কারাগমে রুত্ব (বিসর্গ) এবং উত্ব হইয়া "দ্রবিণোদাঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। দেববিশেষণত্ব-হেতু একবাক্যতা পক্ষে দ্বিতীয়ার স্থানে সু (স্) আদেশ হইয়াছে। অথবা 'দ্রবিণকে নিজের ইচ্ছা করিতেছে'—এই অর্থে "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" সূত্রানুসারে 'দ্রবিণ' শব্দের উত্তর 'ক্যচ্' (য) প্রত্যয় করিয়া "সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যো লালসায়াং সুগ্বক্তব্যঃ" (পা০ ৭।১।৫১।৩) এই বক্তব্য সূত্রানুসারে ক্যচ্ পরেতে সুক্ (স্) আগমে 'দ্রবিণস্যতি' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহার সম্পদাদিত্ব প্রযুক্ত ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া অতের লোপ, এবং "ক্বৌ লুপ্তং ন স্থানিবদ্ভবতি" (পা০ ১।১।৫৮।২) এই সূত্রের দ্বারা তাহার স্থানিবদ্ভাবের নিষেধবশতঃ য-এর লোপ "দ্রবিণস্" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে সাধিত 'দ্রবিণস্' শব্দের অর্থ ধনেচ্ছা।

ধনপ্রদানেনোপক্ষপয়তীত্যর্থে। দসু উপক্ষয় ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। এবং দ্রবিণোদঃ শব্দঃ সকারান্তো ভবতি। তথা চ—দ্রাবিণোদসাঃ প্রবাদা ভবন্তীতি নৈরুক্তো ব্যবহার উপপদ্যতে। নি০ ৮।২। অতো দ্রবিণোদসশব্দো ভিন্নবাক্যত্বে স্বার্থে প্রথমা। একবাক্যত্বে তু ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়ার্থো ভবতি। দ্রবিণস ইত্যত্রাপি বাক্যভেদপক্ষে দ্রবিণসঃ সোমস্যেত্যর্থে সকারোপজনশ্ছান্দসঃ। আদ্যুদাত্তত্বং তু নিয়মেন স্থিতম্। ঋত্বিগ্বিশেষণত্বেনৈকবাক্যত্বপক্ষে তু ক্যজন্তাৎ ক্বিপ্। অতো লোপাদি পূর্ব্ববৎ। অত্র তু পক্ষে ক্যচশ্চিত্ত্বেনান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বম্। গ্রাবযুক্তা হস্তা যেষাং তে গ্রাবহস্তাসঃ। আজ্জসেরসুক্। গ্রাবশব্দো বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। অধ্বরে। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্। নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। ঈড়তে। অনুদাত্তেত্ত্বাদাত্মনেপদম্। অদিপ্রভৃতিভ্য ইতি শপো লুক্। ঋস্যাদাদেশঃ। (১ম—১৫সূ—৭ঋ)।

* * *

সপ্তম (১৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'গ্রাবহস্তাসঃ' পদের অর্থ লইয়া বিষম বিভ্রম ঘটিয়াছে। 'গ্রাব' শব্দে পাষাণ বুঝায়। 'পাষাণ হইয়াছে হস্ত যাঁহার'—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে, 'গ্রাবহস্তাসঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমলতা পিষিবার জন্য প্রস্তর হস্তে করিয়া আছেন যাঁহারা।'

'ধনেচ্ছাকে যথেষ্ট ধন প্রদানের দ্বারা উপক্ষয় করিতেছে'—এই অর্থে 'দ্রবিণস্' শব্দ-পূর্ব্বক উপক্ষয়ার্থ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ দসু (দস্) ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া সকারান্ত 'দ্রবিণস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহা হইলে "দ্রবিনোদসাঃ প্রবাদা ভবন্তি" (নি০ ৮।১) হইলে ইহার উত্তর স্বার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়। কিন্তু একবাক্য হইলে ব্যত্যয়ে দ্বিতীয়া হয়। "দ্রবিণসঃ" এস্থলেও ভিন্নবাক্যত্ব-পক্ষে 'দ্রবিণসঃ সোমস্য' এই অর্থে ছান্দস-প্রযুক্ত সকারাগম হইবে। ইহার আদ্যুদাত্ত স্বর নিয়মেতেই স্থিত হইয়াছে। কিন্তু ঋত্বিকের বিশেষত্ব-হেতু একবাক্যত্ব-পক্ষে ক্যচ্-প্রত্যয়ান্তের উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ের ও অতের লোপাদি পূর্ব্বেরই ন্যায়। এ পক্ষে কিন্তু ক্যচ্-প্রত্যয়ের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তস্বরের প্রাপ্তিতে ব্যত্যয়ে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গ্রাব' অর্থাৎ পাষাণযুক্ত হস্তসমূহ যাঁহাদের এই "গ্রাবহস্তাসঃ" পদটী "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে অসুক্ (অস্) আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৃষাদি বলিয়া 'গ্রাব' শব্দটীর আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'নাই ধ্বর অর্থাৎ হিংসা যাহাতে' এই অর্থে "অধ্বরে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নঞ্ সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা ইহার পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈড়তে" এই পদটীতে অনুদাত্ত ঈত্ত্ব-প্রযুক্ত আত্মনেপদ হইয়াছে। এস্থলে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপের লোপ ও 'ঋ' এর স্থানে অদাদেশ হইয়াছে। (১ম—১৫সূ—৭ঋ)।

কোথায় সোমলতা—কোথায় পেষণের কথা! অথচ, অর্থ করা হইল,—সোমলতা পিষিয়া মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য হস্তে পাষাণধারণকারী ঋত্বিক্। টানিয়া বুনিয়া সেই মাদক-দ্রব্যের প্রতি দেবতার আসক্তি দেখাইতে হইবে—বোধ হয় সেই জন্যই! কিন্তু ঐ 'গ্রাবহস্তাসঃ' পদের মধ্যে যে গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ঐ শব্দে 'সোমলতা পেষণের জন্য পাষাণধারী' অর্থ কদাচ মনে আসিতে পারে না। আমরা বলি, 'গ্রাবহস্তাসঃ" পদে 'যাগাদি সৎকর্ম্মে পাষাণবৎ দৃঢ়হস্তে' যাজ্ঞিককে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মে অবিচলিত-চিত্ত দৃঢ়ব্রত সাধকই ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ঐ পদে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'একান্তচিত্তে দৃঢ়হস্তে চরণ ধরিয়া রহিলাম; রাখিতে হয়, রাখ; মারিতে হয় মার।' ভক্তের এই এক আত্মনিবেদনের ভাবও ঐ পদে ব্যক্ত হয়।

'দ্রবিণোদাঃ' পদে অগ্নিদেবকে বুঝায়, বিষ্ণুকে বুঝায়। 'দ্রবিণ' শব্দে ধন ও বল দুই অর্থই প্রকাশ করে। ভগবানের নিকট মানুষ পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার ধনই চাহিতে পারে; শক্তি-সামর্থ্যও—লৌকিক ও অলৌকিক দুই রূপই প্রার্থনীয় হইতে পারে। সুতরাং "দ্রবিণসঃ" অভিধেয় ধনার্থী, আপনার কর্ম্মানুরূপ ঐহিক বা পারত্রিক অথবা উভয় প্রকারই ধন-কামনায় যে দেবতার বা দেবভাবের অনুসারী হয়েন, তাহাই এখানে 'দ্রবিণদাঃ' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'অধ্বরে' এবং 'যজ্ঞেষু' পদদ্বয়ের সার্থকতা দুই রূপে প্রতিপন্ন হয়। যজ্ঞ বিবিধ প্রকার আছে। যিনি যে প্রকার যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন না কেন, প্রার্থী হইয়া ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করাই সকল যজ্ঞের লক্ষ্য। ভগবানের উদ্দেশে বিহিত, সকল প্রকার কর্ম্মেই শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋকে এই নিত্যসত্যতত্ত্ব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় অন্যান্য বিষয় লক্ষ্য করুন। * (১ম—১৫সূ—৭ঋ)।

---

* পক্ষান্তরে এই ঋকের আলোচনায় একটী বিষয় চিন্তা করিবার আছে। বলা যাইতে পারে—এই ঋক্‌টিও প্রার্থনা-মূলক। কিন্তু দৃশ্যতঃ এ ঋক্‌টি বর্ণনামূলকই প্রতীত হয়। ঋকে ক্রিয়াপদ এবং কর্ত্তৃপদ প্রথম পুরুষের আছে। সুতরাং ঋকে কাহারও প্রাথনার ভাব মনে আসে না। তবে এ সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। আমাদিগের মনে হয়, এই ঋকের সহিত পরবর্ত্তী ঋকের সম্বন্ধ বিদ্যমান্। পরবর্ত্তী ঋকে যে "শৃণ্বিরে" ('শ্রুত হওয়া

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে।
দেবেষু তা বনামহে॥ ৮॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

দ্রবিণঃহদাঃ। দদাতু। নঃ। বসূনি। যানি। শৃণ্বিরে।
দেবেষু। তা। বনামহে॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যানি' (প্রসিদ্ধানি) 'বসূনি' (ধনানি) 'শৃণ্বিরে' (শ্রূয়ন্তে, শাস্ত্রঃ যদ্বিষয়ং প্রকটয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্রবিণোদাঃ' (ধনদাতা দেবঃ) তানি ধনানি 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দদাতু' (প্রযচ্ছতু) ; 'তা' (তানি চ ধনানি) বয়ং 'দেবেষু' (দেবার্চ্চনাদিনিমিত্তভূতেষু, দেবভাবোপজনেষু ইত্যর্থঃ) 'বনামহে' (সম্ভজামঃ, নিয়োজয়েম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—যজ্ঞফলস্বরূপাণি যানি ধনানি শ্রূয়ন্তে, দ্রবিণোদাঃ দেবঃ অস্মভ্যং তান্যেব প্রযচ্ছতু ; দেবার্চ্চনাদিসৎকর্ম্মনিমিত্তায় তানি বয়ং ইচ্ছামঃ, ন তু ভোগবিলাসসাধনরূপব্যসনায়। (১ম—১৫সূ—৮ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ যে ধনসমূহ শ্রুত হওয়া যায়, (শাস্ত্র যদ্বিষয় প্রকটিত করিয়াছেন) ; ধনদাতা দেবতা সেই ধনসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন, এবং সেই ধনসমূহকে আমরা দেবার্চ্চনাদির নিমিত্ত—দেবভাব উপজনের জন্য যেন নিযুক্ত করি। (ভাব এই যে,—যজ্ঞফলস্বরূপ যে ধনসকলের বিষয়

যায়' ভাবমূলক) ক্রিয়াপদ আছে, তাহার লক্ষ্য এই ঋক। "ধনার্থী জন ধনপ্রদ দেবতার স্তব করেন এবং তাহাতে ধনলাভে সফলকাম হয়েন"—এই মর্ম্মের পূর্ব্ব ঋক লক্ষ্য করিয়াই "শ্রুত হওয়া যায়" বলা হইয়াছে, মনে করিতে পারি। তাহাতে দুইটী ঋকে এক সঙ্গে সুন্দর একটী প্রার্থনা হয়। 'দ্রবিণোদাঃ' দেবতা ধন দেন—শক্তি দেন ;—ইহা শ্রুত আছে, ইহা সত্য ঘটনা ; তাই আমরাও প্রার্থী হইয়া উপস্থিত ; প্রার্থনা—আমাদিগকেও সে ধন দান করুন ; দেখুন, পরবর্ত্তী ঋকে এই ভাব প্রকাশ পায় কি না।

শ্রুত হওয়া যায়; ধনদাতা দেবতা আমাদিগকে সেই সকল ধন প্রদান করুন, দেবার্চ্চনাদি সৎকর্ম্মের নিমিত্ত আমরা তৎসমুদায় ইচ্ছা করিতেছি, —ভোগবিলাসসাধন-রূপ ব্যসনের জন্য নহে।)॥ (১ম—১৫সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দ্রবিণোদা দেবো নোঽস্মভ্যং বসূনি ধনানি দদাতু। যানি ধনানি শৃণ্বিরে। হবিরূপযুক্তত্বেন শ্রূয়ন্তে। তা তানি সর্ব্বাণি ধনানি দেবেষু নিমিত্তভূতেষু বনামহে। সম্ভজামঃ। ধনৈর্দ্দেবান্ যষ্টুং তানি স্বীকুর্ম্ম ইত্যর্থঃ।

দ্রবিণোদাঃ। গতম্। বসূনি। শৃস্বৃস্নিহীত্যাদিনা। উ০ ১।১০। উপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তঃ। শৃণ্বিরে। শ্রু শ্রবণে। ছন্দসি লুঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লিট্। ঝ ইরেচ্। পা০ ৩।৪।৮১। ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বে ব্যত্যয়েন শ্নুঃ। তৎসন্নিয়োগেন শৃভাবশ্চ। উবঙি প্রাপ্তে হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকেঃ। পা০ ৬।৪।৮৭। ইতি যণাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বম্। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য। পা০ ৮.২।৭। ইতি নলোপঃ। বনামহে। বনষণসম্ভক্তৌ। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্॥ (১ম—১৫সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দ্রবিণোদাঃ' অর্থাৎ ধনদাত্রী দেবতা আমাদিগকে ধন দান করুন। যে ধন হবনীয় অর্থাৎ হবির উপযুক্ত বলিয়া শ্রুত হয়, সেই ধনসমূহ দেবগণের নিমিত্ত আমরা সম্যক্‌রূপে ভজনা করিতেছি; অর্থাৎ, ধন-সমূহের দ্বারা দেবগণকে যজনা করিবার নিমিত্ত আমরা সেই ধন সকল স্বীকার (নিজের বলিয়া অঙ্গীকার) করিতেছি।

"দ্রবিণোদাঃ" পদটীর সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "বসূনি" পদটী, "শৃস্বৃস্নিহি" (উ০ ১।১০) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'বস্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকারবশতঃ ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "শৃণ্বিরে" এই পদটী শ্রবণার্থক 'শ্রু' ধাতুর উত্তর "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" এই সূত্রের দ্বারা বর্ত্তমানে লিট্ বিভক্তির 'ঝ'এর স্থানে পাণিনি (৩।৪।৮১) এই সূত্র দ্বারা 'ইরেচ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ছন্দস্যুভয়থা" এই সূত্র দ্বারা সার্ব্বধাতুকত্ব হইলে ব্যত্যয়ে 'শ্নুঃ' এবং তাহার সন্নিয়োগ-বশতঃ শ্নু এর স্থানে স্থানে শৃ-ভাব, উকারের স্থানে উবঙ্ আদেশ-প্রাপ্তিতে "হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকেঃ" (পা০ ৬।৪।৮৭) এই সূত্র দ্বারা যণাদেশ (উ স্থানে ব) হইয়াছে। 'ইরেচ্' প্রত্যয়ের চিত্তহেতু "চিতঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বরের প্রতিষেধ হইয়াছে। "তা" অর্থাৎ 'তানি' এই পদটীতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শি (ই) এর লোপ এবং "নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য" (পা০ ৮.২।৭) এই সূত্র দ্বারা 'ন' এর লোপ হইয়াছে। "বনামহে" এস্থলে সম্যক্ ভজনার্থক বনধাতুর ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে॥ (১ম—১৫সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (১৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে সাধক (যাজ্ঞিক) যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেব! আপনার অশেষ ধনদানের বিষয় শ্রুত আছি। যজ্ঞ-কর্ম্মের—সদনুষ্ঠানের—ফলস্বরূপ অনেক ধন আপনি বিতরণ করেন শুনিয়াছি। আমাদিগকে সেই ধন দান করুন। আমরা প্রাণ পূরিয়া সেই ধন আপনারই সেবায় নিয়োজিত করিব। আমরা আত্মসুখ-কামনায় ধন চাহিতেছি না; আমরা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিবার জন্য ধনের প্রার্থী নহি। আমরা ধন চাহিতেছি, হে ভগবন্, আপনাকেই সম্যক্‌রূপে ভজনা করিব বলিয়া। অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, অন্য কোনও তৃষ্ণা নাই; চাই কেবল—আপনার চরণ-সেবা। সামর্থ্য দেন—তদনুরূপ; শক্তি দেন—তদনুরূপ; ধনৈশ্বর্য্য দেন—তদনুরূপ। যেন আপনার সেবায় সমর্থ হই।' সাধকের সাধনা—ইহাকেই কহে; যাজ্ঞিকের যজ্ঞ—ইহাকেই কহে। সকাম-নিষ্কাম কর্ম্মের ভেদাভেদ এখানেই পরিদৃশ্যমান্ হয়। দেবতার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া, আমরাও তো ঐশ্বর্য্য চাই, আমরাও তো শক্তি-সামর্থ্য চাই! কিন্তু কি জন্য চাই? আর, এখানে যাজ্ঞিক সাধকই বা কি জন্য চাহিতেছেন? এই দুই ভাবের প্রার্থনার পার্থক্যের বিষয় অনুধাবন করুন; আর, কোন প্রার্থনা শ্রেয়ঃ ও কোন্ প্রার্থনা প্রেয়ঃ, অন্তরে অন্তরে বিচার করিয়া দেখুন। এক প্রার্থনা, নিত্য-নূতন বন্ধনের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ করিবে; অপর প্রার্থনা, সে বন্ধন ক্রমশঃ শ্লথ করিয়া দিবে। জন্ম-জরা-মরণের বিষম বন্ধনে জীবন জর্জ্জরিত হইয়া অনুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। সেই বন্ধন কি আরও দৃঢ় করিতে চাও? অথবা, সে বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা কর? এ ঋক্ দুই দিকের দুই পথই তোমায় প্রদর্শন করিতেছে। 'দ্রবিণোদাঃ' দেবতার নিকট প্রার্থনা কখনই বিফল হইবে না। যে ধন চাহিবে, যে ভাবে চাহিবে, সকল ধনই তিনি বিতরণ করিতেছেন। কর্ম্মফল দুই দিক দুই ভাবে সজ্জিত আছে। প্রয়োজন বুঝ; তদনুরূপ প্রার্থনা কর; সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে। (১ম—১৫সূ—৮ঋ)। *

---

* দুঃখের বিষয়, এমনও বেদ-ব্যাখ্যাকারী আছেন—যাঁহারা "দেবেষু ত্বা বনামহে" অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবতাদিগকে লোভ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া ধনলাভের চেষ্টা

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।

নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

দ্রবিণঃঽদাঃ। পিপীষতি। জুহোত। প্র। চ। তিষ্ঠত।

নেষ্ট্রাৎ। ঋতুঽভিঃ। ইষ্যত ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবিণোদাঃ' (ধনপ্রদঃ দেবঃ) 'ঋতুভিঃ' (কালদেবতয়া সহ, নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'নেষ্ট্রাৎ' (নেষ্টৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ, উপাসকস্য হৃদয়াৎ—নিঃসৃতং সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পিপীষতি' (গ্রহীতুমিচ্ছতি); অতঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়। 'ইষ্যত' (দেবসমীপে গচ্ছত, সৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তাঃ ভবত ইত্যর্থঃ) তথা 'জুহোত' (আহুতিং প্রযচ্ছত, কর্ম্মাণি দেবেভ্যঃ সম্প্রদদত ইতি ভাবঃ) 'প্রতিষ্ঠিত চ' (তথা প্রকৃষ্টরূপেণ স্থিতিশীলাঃ একান্তানুরতাঃ ভবত ইত্যর্থঃ)। তদ্গতচিত্তঃ সাধকঃ ভগবতঃ পূজাগ্রহণেচ্ছাং হৃদি অনুভবতি; তস্মাৎ সৎকর্ম্মায় আত্মনঃ সর্ব্বাঃ বৃত্তীঃ উদ্বোধয়তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৫সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ধনপ্রদ দেবতা, কালদেবতার সহিত অর্থাৎ নিত্যকাল, নেষ্টৃ-নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে অর্থাৎ উপাসকের হৃদয় হইতে নিঃসৃত সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন; অতএব, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা দেবসমীপে গমন কর, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, আহুতি প্রদান কর অর্থাৎ কর্ম্মসকলকে দেবোদ্দেশে সম্প্রদান কর, এবং প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিশীল অর্থাৎ একান্ত অনুরত হও। (ভাব এই যে,—তদ্গতচিত্ত সাধক ভগবানের

হইতেছে—এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কালে কালে কতই দেখিব! বলিয়াছি তো, ঋকের অর্থ অধিকারী হিসাবে সকলই হইতে পারে! এ সকল ব্যাখ্যা তাহারই ফল মাত্র।

পূজাগ্রহণেচ্ছাকে হৃদয়ে অনুভব করেন; সেইজন্য সৎকর্ম্মের নিমিত্ত আপনার সকল বৃত্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১৫সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দ্রবিণোদাঃ দেব ঋতুভিঃ সহ নেষ্ট্রান্নেষ্টৃসম্বন্ধিপাত্রাৎ পিপীষতি। সোমং পাতুমিচ্ছতি। ততো হে ঋত্বিজঃ ইষ্যত। হোমস্থানে গচ্ছত। গত্বা চ জুহোত। হোমং কুরুত। হুত্বা প্রতিষ্ঠিত চ। হোমস্থানাৎ স্থানান্তরং প্রতি প্রস্থানমপি কুরুত॥

দ্রবিণোদাঃ। গতঃ। পিপীষতি পা পানে। পাতুমিচ্ছতীতি সন্। ছান্দস ঈকারঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। জুহোত। লোণ্মধ্যমবহুবচনম্। তস্য লঙ্বদ্ভাবাত্তাদেশঃ। তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তবাদেশঃ। তস্য পিত্বাদ্‌গুণঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যনুবৃত্তাবনুদাত্তে চ। পা০ ৬।১।১৯। ইত্যনুদাত্তত্বে প্রাপ্তে ভীহ্রীভৃহুমদজনধনদরিদ্রাজাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বং পিতি। পা০ ৬।১।১৯২। ইত্যোকার উদাত্তঃ। তিষ্ঠত। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য থস্য লঙ্বদ্ভাবাত্তাদেশঃ। শপি পাঘ্রাধ্মেত্যাদিনা তিষ্ঠাদেশঃ। সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ। পা০ ১.৩।২২। ইত্যাত্মনেপদং ন ভবতি। তত্রানুবৃত্তস্য নির্দ্দিষ্টগ্রহণস্যানন্তর্য্যার্থত্বাৎ। অত্র চশব্দেন ব্যবধানাত্তে প্রাগ্ধাতোরিত্যুপসর্গত্বেন প্রাক্ প্রযোক্ত-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ধনদাতা দেব, ঋতুদেবগণের সহিত নেষ্টৃসম্বন্ধীয় পাত্র হইতে সোমপান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই নিমিত্ত হে ঋত্বিকগণ! আপনারা হোমস্থানে গমন করুন এবং গমন করিয়া হোম করুন। হোম করিয়া, হোমস্থান হইতে স্থানান্তরেও প্রস্থান করুন।

"দ্রবিণোদাঃ" পদটী সাধিত হইয়াছে। "পিপীষতি" পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর 'পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে সন্ (স) প্রত্যয় করিয়া ছান্দস প্রযুক্ত পা-ধাতুর আকারের স্থানে ঈকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙ তঙঃ" সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "জুহোত" এই পদটীতে, লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন, লঙবদ্‌ভাবহেতু সেই বহুবচনের স্থানে 'ত' আদেশ এবং "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" এই সূত্র দ্বারা সেই 'ত' এর স্থানে 'তপ্' আদেশ হইয়াছে। 'তপ' আদেশের পিত্বহেতু গুণ হইয়া "অভ্যস্তানামাদিঃ" এই অনুবৃত্তি অধিকারে "অনুদাত্তে চ" (পা০ ৬।১।১৯৪) এই সূত্র দ্বারা ইহার অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, "ভীহ্রীভৃহুমদজনধনদরিদ্রাজাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বং পিতি" (পা০ ৬ ৭।১৯২) এই সূত্র দ্বারা ওকারটি উদাত্ত হইয়াছে। "তিষ্ঠত" এই পদটী গতিনিবৃত্তি অর্থবিশিষ্ট 'ষ্ঠা' ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন, থ-এর লঙ্‌বদ্‌ভাব হেতু 'ত' আদেশ করিয়া 'শপ্' প্রত্যয়ে এবং "পাঘ্রাধ্মা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা তিষ্ঠাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ" (পা০ ১।৩।২২) এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হয় নাই। কারণ, সে স্থলে অনুবৃত্ত যে নির্দ্দিষ্ট-গ্রহণ, তাহার আনন্তর্য্যার্থ আছে। এস্থলে 'চ' শব্দের দ্বারা ব্যবধান-হেতু "তে প্রাগ্ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা উপসর্গ জন্য পূর্ব্বেতে প্রযোক্তব্য যে 'প্র' শব্দ

বাস্তাপি প্রশব্দস্য ব্যবহিতাশ্চেতি ছন্দসি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। অত্র চশব্দো জুহোতেতি পূর্ব্বেণ সহ সমুচ্চয়ার্থঃ। ন পুনরিষ্যতেত্যুত্তরেণ। তেনাপ্রথমত্বাচ্চবাযোগে প্রথমা। পা০ ৮।১।৫৯। ইতি নিষেধাভাবাত্তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। নেষ্ট্রাৎ। পোত্রাদ্ যজ্ঞং পুণীতনেত্যত্র পোত্রশব্দেন যদুক্তং তদত্র দ্রষ্টব্যম্। ইষ্যত। ইষ গতৌ। লোণ্মধ্যমবহুবচনম্॥ ৯॥

* * *

নবম (১৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

অবিশ্বাসী সংশয়ীর চিত্তে এ ঋক্ বিষম সংশয় উৎপাদন করিবে; আবার ভগবানে ন্যস্তচিত্ত বিশ্বাসী জন এ ঋকের অভ্যন্তরে অনুপম ভগবৎ-লীলা প্রত্যক্ষ করিবেন। অবিশ্বাসী সংশয়ী দেখিবে—দেবতা সোমরস রূপ মাদক দ্রব্য পানের জিহ্বা লেহন করিতেছেন। ভগবদ্ভক্ত তন্ময়চিত্ত সাধক দেখিবেন—ভক্তের প্রতি দেবতা কৃপাপরবশ হইয়াছেন, ভক্ত-প্রদত্ত ভক্তিসুধা গ্রহণ করিতে অভিলাষী আছেন। ভক্তি-রাজ্যের দুই দিকের দুই চিত্র এই ঋকের 'পিপীষতি' ক্রিয়াপদে প্রকাশ পাইতেছে।

এইরূপ, ইষ্যত', 'জুহোত', 'প্রতিষ্ঠত'—ক্রিয়াপদত্রয়ও দ্বিবিধ অধিকারীর উপযোগী দ্বিবিধ ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া আছে। ঐ তিন ক্রিয়াপদের অর্থে কেহ বুঝিতেছেন,—ঋত্বিক্‌কে সোমরস দানের জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে; বলা হইতেছে,—'দেবতা পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন, শীঘ্র যাও, সোমরস দেও, চলিয়া এস।' যজ্ঞে আহুতি-প্রদান-সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের এই ভাব। সে অর্থেও—'শীঘ্র যজ্ঞক্ষেত্রে যাও, সোমরসের আহুতি দেও, তার পর চলিয়া আইস।'—এই ভাবই দাঁড়ায়।

প্রকারান্তরে এ ঋক্ সাধকের অনুভাবনামূলক বলিয়াই প্রতীত হয়। ভক্ত যাজ্ঞিক এতই তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন যে, তিনি যেন দেখিতে পাইতেছেন,—দেবতা সেই নেষ্টৃ-নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে যজ্ঞভাগ

তাহার "ব্যবহিতাশ্চ" এই সূত্র দ্বারা ছান্দসে ব্যবহৃত প্রয়োগ হইয়াছে। 'চ' শব্দটী এস্থলে 'জুহোত' এই পদের সমুচ্চয়ের জন্য; কিন্তু 'ইষ্যত' এই পরপদের সমুচ্চয়ার্থ নহে। তাহা হইলে অপ্রথমত্ব-নিবন্ধন "চবাযোগে প্রথমা" (পা০ ৮।১ ৫৯) এই সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর-নিষেধের অভাব হইত বলিয়া "তিঙ ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হইত। "নেষ্ট্রাৎ" এই পদটীতে "পোত্রাদ্‌যজ্ঞং পুনীতন" স্থলে পোত্র শব্দে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। "ইষ্যত" গত্যর্থক ইষ-ধাতুর এই পদটী লোটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ ৯।

* * *

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন; আর তাই, তিনি যেন আপনার অন্তর্ব্বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'চল, তোমরা যজ্ঞক্ষেত্রে চল; দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাহুতি প্রদান কর; প্রকৃষ্টভাবে একান্তচিত্তে সেবাপরায়ণ রহ।' যজ্ঞ-পক্ষেও এই অর্থই আসে। আধ্যাত্মিক-পক্ষেও এই অর্থই সঙ্গত হয়। এই ঋক্‌টীকে আমরা ভাবুক ভক্তের স্বাগত সম্ভাষণ বলিয়া মনে করিতে পারি। সাধক যাজ্ঞিক, আপনিই ভগবানের করুণা অনুধ্যান করিতেছেন, আপনিই আপন দেহ-মন-প্রাণকে চিত্ত-কর্ম্ম-প্রযত্নকে—আপনার সকলকেই ভগবৎপাদপদ্মে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'প্র তিষ্ঠত' পদে অনেকেই 'প্রস্থান কর—চলিয়া এস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। 'স্থা' ধাতুর অর্থ অবস্থিতিভাবমূলক। আমরা সেই অর্থই এখানে প্রকট দেখি। 'যাও আর আহুতি দিয়া চলিয়া এস'—এ ভাব অপেক্ষা,—'যাও, আহুতি প্রদান কর, একান্তে চরণ আশ্রয় করিয়া থাক'—এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (১ম—১৫সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। দশমী ঋক্।)

যত্ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে।
অধ স্মা নো দদির্ভব ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

যৎ। ত্বা। তুরীয়ম্। ঋতুঽভিঃ। দ্রবিণঃঽদঃ। যজামহে।
অধ। স্ম। নঃ। দদিঃ। ভব ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবিণোদাঃ' (হে ধনদাতঃ দেব) 'তুরীয়ং' (ব্রহ্মস্বরূপং, পাপনাশকং, চতুর্ণাং পূরণং, চতুর্ব্বর্গস্য ফলস্য দাতারং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যৎ' (যদি) ঋতুভিঃ (কালদেবতয়া সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'যজামহে' (পূজয়ামঃ, অনুসরাম ইত্যর্থঃ); 'অধ' (ততঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দদিঃ' (ধনস্য দাতা) 'ভব স্ম' (অবশ্যং ভব, অবশ্যং ভবসি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ তাৎপর্য্যঃ—চতুবর্গফলপ্রদঃ পাপনাশকঃ দেবঃ সর্ব্বথা অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু। (১ম—১৫সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ধনদাতা দেব! পাপনাশক চতুর্ব্বর্গফলদাতা আপনাকে আমরা যদি কাল-দেবতার সহিত অর্থাৎ চিরকাল পূজা করি—অনুসরণ করি; তাহা হইলে অবশ্যই আপনি আমাদিগের ধনদাতা হয়েন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চতুবর্গফলদাতা পাপনাশক দেবতা সর্ব্বথা আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (১ম—১৫সূ—.০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে দ্রবিণোদা দেব যদ্যস্মাৎকারণাদৃতুভিঃ সহ তুরীয়ং চতুর্ণাং পূরণং ত্বা ত্বাং যজামহে। অধেত্যয়ং নিপাতস্তচ্ছব্দার্থঃ। তস্মাৎ কারণান্নোঽস্মভ্যং দাদর্দ্ধনস্য দাতা ভব স্ম। অবশ্যং ভব॥

তুরীয়ম্। চতুর্ণাং পূরণম্। চতুরশ্ছয়তাবাদ্যক্ষরলোপশ্চ। পা০ ৫।৩।৫১।১। ইতি ছপ্রত্যয়ঃ। তস্য প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তাৎ প্রাগেবায়নেয়ীনীত্যাদিনা। পা০ ৫।১।২। ঈয়াদেশঃ। আয়ন্নাদিষূপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থমিতি বচনাৎ কৃতে আদেশে প্রত্যয়স্বরেণেকার উদাত্তঃ। দ্রবিণোদঃ। উক্তম্। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বম্। যজামহে। অত্র শপঃ পিত্বেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

হে ধনপ্রদ দেব? আমরা যে কারণ-বশতঃ ঋতুদেবগণের সহিত চতুর্ব্বিধের পূরক আপনাকে যজনা করি। 'অধ' শব্দটী তচ্ছব্দার্থ, নিপাতনে সিদ্ধ। সেই কারণ-বশতঃ আপনি আমাদিগকে অবশ্যই ধনদান করিয়া থাকেন।

"তুরীয়ম্" পদটি চারি-এর পূরণ। এস্থলে "চতুরশ্ছয়তাবাদ্যক্ষরলোপশ্চ" (পা০ ৫।২।৫১ ১) এই সূত্রদ্বারা ছ-প্রত্যয় হইয়াছে। সেই ছ-প্রত্যয়ের প্রত্যয়স্বরহেতু উদাত্তের পূর্ব্বেই "আয়নেয়ীনি" (পা০ ৭।১।২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ঈয়াদেশ হইয়াছে। "আয়ন্নাদিষূপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থম্" এই বচনানুসারে কৃতের আদেশ, প্রত্যয়স্বর-প্রযুক্ত ইহার ঈকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "দ্রবিণোদঃ" পদটীর স্বরাদি-সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। পাদাদিত্বনিবন্ধন ইহার আমন্ত্রিত অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "যজামহে" এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের

তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব। পূর্ব্বস্যামন্ত্রিতস্যাপ্যবিদ্যমানত্বাৎ যদ্বৃত্তযোগাদ্বা ন নিঘাতঃ। ব্যবহিতযোগেঽপি হি স নিষেধ ইত্যুক্তম্। অধ। ছান্দসো ধকারঃ। স্ম। চাদিরনুদাত্তঃ। সংহিতায়াং নিপাতস্য চেতি দীর্ঘঃ। দদিঃ। ডুদাঞ দানে। আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা০ ৩।২।১৭১। ইতি কি-প্রত্যয়ঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ব্বচনানিঃ। আতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬। ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—১৫সূ—১০ঋ)॥

* * *

দশম (১৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের একটী প্রধান পদ—'তুরীয়ম্'। সায়ণ উহার প্রতিবাক্যে লিখিয়াছেন—'চতুর্ণাং পুরণং।' তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন—'চারি বার' অর্চ্চনা করি; কেহ লিখিয়াছেন—'এই বার লইয়া চার বার' আপনার অর্চ্চনা করিলাম।' চতুঃপ্রহরে চারি বার আপনার পূজা করিয়া থাকি—এরূপ অর্থও কেহ কেহ গ্রহণ করেন; আবার পূর্ব্বের তিন ঋকে তিন বার আপনার অর্চ্চনা করিয়াছি, আর এই ঋকে চতুর্থ বার আপনার অর্চ্চনা করিলাম,—এরূপ অর্থও পরিগৃহীত হয়। পুনশ্চ, আজীবন চারি কাল ধরিয়া উপাসনা করিতেছি,—এ ভাবও দেখিতে পাই।

তবে আমরা কিন্তু 'তুরীয়' শব্দের অন্য অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তুরীয় শব্দের অর্থ—'পবিত্রাতা'; তুরীয় শব্দের অর্থ—'ব্রহ্মস্বরূপ'। সায়ণের 'চতুর্ণাং পূরণং' প্রতিবাক্যের সাফল্যও ঐ অর্থেই দেখিতে পাই। 'চতুর্ণাং পূরণং' কাহাকে কহে? আমরা বলি—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের পূরণই 'চতুর্ণাং পুরণং।' যে 'দ্রবিণোদঃ' দেব চতুর্ব্বর্গের

পিত্বহেতু এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকার-স্বর-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিত পদের অবিদ্যমানবত্ব-হেতু অথবা যদ্বৃত্ত-যোগহেতু নিঘাতস্বর হয় নাই; কারণ, ব্যবহিত-যোগেই সেই নিষেধ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "অধ" পদে ছান্দসপ্রযুক্ত ধ-কার হইয়াছে। "স্ম" পদটি, চাদি বলিয়া অনুদাত্ত। সংহিতাতে "নিপাতস্য চ" সূত্রানুসারে ইহার দীর্ঘ হইয়াছে। "দদিঃ" এই পদটি, দানার্থ ডুদাঞ্ (দা) ধাতুর উত্তর "আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ" (পা০ ৩,২।১৭১) এই সূত্র দ্বারা কি (ই) প্রত্যয় এবং কি-প্রত্যয়ের লিড্‌বদ্ভাব-হেতু দ্বির্ব্বচনাদি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ স্থলে "আতো লোপ ইটি চ" (পা০ ৬।৪,৬৪) এই সূত্র দ্বারা দা-ধাতুর আকারের লোপ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর॥১০॥

* * *

পূরণ করেন, এখানে 'তুরীয়ং' পদে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই পবিত্রাতা, তিনিই পাপনাশক, তিনিই মুক্তিদাতা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, তিনিই তুরীয়। *

'ভব স্ম' ক্রিয়া পদে 'অবশ্যং ভবসি' প্রতিবাক্য গ্রহণেই আমরা সঙ্গতি দেখি। যাঁহার যাদৃশী প্রার্থনা, তাঁহার পক্ষে তিনি সেই ভাবেরই দাতা হইতে পারেন। যিনি বুঝিবেন,—তিনি মোক্ষদাতা মুক্তিস্বরূপ, তিনি সেইরূপ দানই প্রার্থনা করিবেন। আর যিনি সামান্য পার্থিব ধনের জন্য লালায়িত, তিনি সেই ধনই যাচ্ঞা করিবেন। চারি বার প্রার্থনা করি, অথবা এই ঋকের এই প্রার্থনা লইয়া চারি বার প্রার্থনা করিলাম;—এ ভাব লইয়া যাঁহারা ধনাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার ধন প্রস্তুত থাকিবে, আর, যাঁহারা তাঁহাকে পবিত্রাতা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ধন-যাচনা করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আর এক প্রকার ধন প্রস্তুত থাকিবে। তোমার যেমন ধনের প্রয়োজন, তুমি যেমন ধনের কামনা কর, সেই ভাবে আপন অভীষ্ট-দেবকে দর্শন কর, সেই ভাবে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও; তিনি সেইরূপ ধনই তোমায় প্রদান করিবেন। চতুর্ব্বর্গ সকল ধনই তাঁহার আয়ত্তাধীন। (১ম—১৫সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। পঞ্চদশং সূক্তম্। একাদশী ঋক্।)

অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা।
ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অশ্বিনা। পিবতম্। মধু। দীদ্যগ্নী ইতি দীদিঽঅগ্নী। শুচিঽব্রতা।
ঋতুনা। যজ্ঞঽবাহসা ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দীপ্তগ্নি' (দ্যোতমানৌ) 'শুচিব্রতা' (শুদ্ধকর্ম্মাণৌ) 'যজ্ঞবাহসা' (যজ্ঞনির্ব্বাহকৌ, সৎকর্ম্মসাধকৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) যুবাং 'ঋতুনা' (কালদেবতয়া সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) অস্মাকং 'মধু' (যজ্ঞসুধামৃতং, সৎকর্ম্ম) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহাণ, অস্মাকং কর্ম্মণি সম্মিলিতৌ তিষ্ঠতং ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকয়োঃ দেবয়োঃ কৃপয়া অস্মাকং কর্ম্মাণি সুসম্পাদিতানি ভবন্তু॥ (১ম—১৫সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান, শুদ্ধকর্ম্মকারক, যজ্ঞনির্ব্বাহক—সৎকর্ম্মসাধক, অশ্বিদ্বয় (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়) কাল-দেবতার সহিত অর্থাৎ চিরকাল আমাদিগের যজ্ঞসুধা পান করুন—আমাদিগের সৎকর্ম্ম গ্রহণ করুন—আমাদিগের কর্ম্মে সম্মিলিত রহুন। (প্রাথনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়ের কৃপায় আমাদিগের কর্ম্মসকল সুসম্পাদিত হউক।)॥ (১ম—১৫সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অশ্বিনৌ মধু মাধুর্য্যোপেতং সোমং পিবতম্। কীদৃশৌ। দীপ্তগ্নী। দ্যোতমানাহবনীয়াদ্যগ্নিযুক্তৌ। শুচিব্রতা। শুদ্ধকর্ম্মাণৌ। ঋতুনা। ঋতুদেবতয়া সহ। যজ্ঞবাহসা। যজ্ঞস্য নির্ব্বাহকৌ॥

অশ্বিনা। সম্বোধনদ্বিবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তঃ। পিবতম্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। মধু।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনদ্বয়! আপনারা মাধুর্য্যযুক্ত সোম পান করুন। আপনারা কিরূপ? দ্যুতিমান, আহবনীয়াদি অগ্নিবিশিষ্ট, শুভকর্ম্মা এবং ঋতু-দেবতার সহিত যজ্ঞের নির্ব্বাহক।

"অশ্বিনা" এই পদটি 'অশ্বিন' শব্দের উত্তর সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনের স্থানে "সুপাং সুলুক্" এই সূত্রের দ্বারা আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই পদটির আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিবতম্" পদটিতে শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। তিঙের লসার্ব্বধাতুক লকার-স্বর-হেতু ধাতু-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "মধু" পদটি,

---

"তুরীয়ম্—ব্রহ্ম ইতি বেদান্তসারঃ। অজ্ঞানতদুপহিতচৈতন্যয়োরাধারভূতমনুপহিতচৈতন্যম্। যথা—বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জলজলাশয়তদ্‌গতপ্রতিবিম্বাকাশয়োর্ব্বা আধারভূতানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞানতদুপহিতচৈতন্যয়োরাধারভূতং যদনুপহিতং চৈতন্যং তত্তুরীয়মুচ্যতে। শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। ইত্যাদি শ্রুতেঃ।"

ফলিপাটীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। নিদিতানুবৃত্তেনিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। দীত্যগ্নী। দিবু ক্রীড়াদৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। বেরপৃক্তলোপাদ্বলিলোপো বলীয়ানিতি প্রথমবকারস্য লোপঃ। পা০ ৬।১।৬৬।৬৭। প্রথমং প্রত্যয়লোপে হি বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তীতি-নিষেধাদ্বলিলোপো ন স্যাৎ। ছান্দসং দ্বির্ব্বচনম্। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বম্। যঙ্ লুগন্তাদ্বা সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইত্যভ্যাসস্য গুণাভাবঃ। দীদিরগ্নির্যয়োস্তৌ দীত্যগ্নী। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বম্। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। শুচিব্রতা। শুচি ব্রতং যয়োস্তৌ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। দীত্যগ্নিশব্দস্য সামান্যবচনত্বেন নামন্ত্রিত ইত্যবিদ্যমানবত্ত্বপ্রতিষেধাদাষ্টমিক-নিঘাতত্বম্। পূর্ব্বস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাদৈকস্বর্য্যম্। যজ্ঞবাহসা। বহ প্রাপণে। যজ্ঞং বহত ইতি যজ্ঞবাহসৌ। বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উ০ ৪।২২০। ইত্যসুন্। তত্র হিগতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং চেতি বচনাৎ সোপপদানামপি ভবতি। উ০ ৪।২২৬। ইত্যুক্তম্। ণিদিত্যনুবৃত্তেরুপধাবৃদ্ধিঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা বিভক্তেরাকারঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। অসামর্থ্যাৎ পূর্ব্বস্য ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। (১ম—১৫সূ—১১ঋ)॥

* * *

"ফলিপাটি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উ-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিবশতঃ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার 'আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দীত্যগ্নী" এই পদটীতে ক্রীড়াদি অর্থবিশিষ্ট দিবু (দিব্) ধাতুর উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্রের দ্বারা 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। "বেরপৃক্তলোপাদ্বলিলোপো বলীয়ান্" (পা০ ৬।১।৬৬।৬৭) এই নিয়মে প্রথম বকারের লোপ হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যয়ের লোপ হইলেও "বর্ণাশ্রয়বিধৌ প্রত্যয়লক্ষণং নাস্তি" এই নিষেধ-প্রযুক্ত বলি-লোপ হয় নাই। ছান্দস প্রযুক্ত দ্বিবচন হইয়াছে। তুজাদিত্বহেতু অভ্যাসের (দ্বিত্বের) দীর্ঘ হইয়াছে; অথবা, যঙ্ লুগন্ত পক্ষে "সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্যঃ" এই নিয়মে দ্বিত্বের গুণ হয় নাই 'দীদি হইয়াছে অগ্নি যে দেবদ্বয়ের' তাঁহাদিগকে "দীত্যগ্নী" কহে। এস্থলে পাদাদিত্ব হেতু নিঘাতস্বর না হইয়া আমন্ত্রিত আদ্যুদাত্তস্বর হইয়াছে। "শুচিব্রতা" এই পদটী 'শুচি হইয়াছে ব্রত যে দেবদ্বয়ের' এই অর্থে "সুপাং সুলুক" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দীত্যগ্নি' শব্দের সামান্যবচনত্ব-হেতু "নামন্ত্রিতে" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অবিদ্যমানবদ্ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এই পদটী পাণিনি অষ্টাধ্যায়োক্ত নিঘাত-স্বর হইয়াছে। অথবা পূর্ব্বপদের পরাঙ্গ-বদ্ভাব-হেতু একস্বর হইয়াছে। "যজ্ঞবাহসা" এই পদটী, 'যজ্ঞকে বহন করেন যাঁহারা,' এই অর্থে যজ্ঞশব্দ-পূর্ব্বক প্রাপণার্থ-মূলক 'বহ' ধাতুর উত্তর "বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি" (উ০ ৪।২২০) এই সূত্রের দ্বারা 'অসুন্' (অস্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সে স্থলে গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ" এই বচন-প্রযুক্ত, উপপদ-যুক্ত পদসমূহেরও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয়—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'ণিৎ' এই অনুবৃত্তি-বশতঃ উপধাস্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে; এবং "সুপাং সুলুক্" এই সূত্রের দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকার হইয়াছে। এস্থলে আমন্ত্রিত নিঘাতস্বর। অসামর্থ্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বপদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয় নাই। ১১ ॥

* * *

একাদশ (১৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে একটী 'অশ্বিনা' পদ আছে। উহা দ্বারা অশ্বিন-দ্বয় অর্থ সংসূচিত হয়। কিন্তু কে তাঁহারা? বলা হইয়াছে—'দীপ্তগ্নী'; বলা হইয়াছে—'শুচিব্রতা'; বলা হইয়াছে—'যজ্ঞবাহসা'। এই তিনটী বিশেষণই প্রধানতঃ অগ্নিদেবতার পক্ষে প্রযুক্ত হয়। অগ্নিকেই জ্বলন্ত-মূর্ত্তিবিশিষ্ট কহে; অগ্নিকেই শুচিকারক শুদ্ধিপ্রদ কহে; অগ্নি দেবসমীপে যজ্ঞহবিঃ বহন করিয়া লইয়া যান, তাই তিনি 'যজ্ঞবাহস' নামে পরিচিত আছেন। অতএব, এখানে ঐ সকল বিশেষণ অশ্বিনদ্বয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায়, অগ্নিদেবের সহিত তাঁহাদিগের অভিন্নত্ব সপ্রমাণ হয়; বুঝা যায়,—একই তিনি ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। তাহা হইতে ভাব আসে, যাঁহারা অশ্বিনদ্বয় নামে পরিচিত, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধিপ্রদ, যজ্ঞসম্পাদক, দীপ্তিযুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়। 'ঋতুদেবতা-সহ তাঁহারা মধুপান করুন,'—এতদ্বাক্যে (যজ্ঞপক্ষে) বিশুদ্ধ যজ্ঞাংশ-গ্রহণের এবং (আধ্যাত্মিক পক্ষে) শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণের ভাব মনে আসিতে পারে।

কিন্তু এই ঋকের 'অশ্বিনা' পদের প্রতিবাক্যে এবার (এই দ্বিতীয় সংস্করণের ব্যাখ্যায়) আমরা "অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্বাধি-নাশকৌ দেবৌ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এই বেদেরই পরবর্ত্তী অংশে বিভিন্ন স্থলে অশ্বিনদ্বয়ের প্রসঙ্গ আছে। তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি,—অশ্বিনদ্বয় যে পুরাণাদিতে যুগ্ম দেববৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের ব্যাধি—দুই প্রকার; এক ব্যাধি অন্তরের, এক ব্যাধি—দেহের। দুই প্রকার ব্যাধি-নাশের জন্য দুই প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন। তাই বৈদ্য দুই রূপে যুগ্ম মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। এক রূপে তিনি অন্তরের ব্যাধিনাশ করিতেছেন; অন্য রূপে তিনি দৈহিক ব্যাধির উপশমনার্থ প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। তাই দ্বিবচনের 'অশ্বিনা' পদ; তাই সম্বোধন যুগ্ম-দেবতাকে। এই দৃষ্টিতেই বিশেষণনিবহেরও সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানই যে তাঁহাদিগের উৎপত্তির মূলীভূত, জ্ঞানের দ্বারাই যে বৈদ্যযুগ্মের ক্রিয়া সুফলপ্রদা হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সুতরাং জ্ঞানের ক্রিয়া

তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া, তাহারা 'দীপ্তগ্নী,' 'শুচিব্রতা' ও 'যজ্ঞবাহসা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। দেহ ও মন ঐ দেবদ্বয়ের দ্বারা ব্যাধিশূন্য নিষ্কলঙ্ক হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'সেই দেবদ্বয়ের কৃপায় আমরা দেহে ও মনে ব্যাধিশূন্য ও বিশুদ্ধিতা-প্রাপ্ত হইয়া যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে ভগবানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে পারি।' অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বোধগম্য হইবে। (১ম—১অ—১৫সূ—১১ঋ) ॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশং সূক্তম্। দ্বাদশী ঋক্।)

গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি।
দেবান্দেবয়তে যজ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

গার্হঽপত্যেন। সন্ত্য। ঋতুনা। যজ্ঞঽনীঃ। অসি।
দেবান্। দেবঽয়তে। যজ ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সন্ত্য' (হে অভীষ্টদ দেব)। যৎ ত্বং 'গার্হপত্যেন' (গৃহপতিসম্বন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ, সংসারাশ্রমবাসিনাং ধারণাযোগ্যরূপযুক্তঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'ঋতুনা' (কালদেবতয়া সহ, চিরকালং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞনীঃ' (যজ্ঞনির্ব্বাহকঃ, সৎকর্ম্মসাধয়িত ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); তৎ 'দেবয়তে' (দেবকামনাযুক্তায়, অস্মদর্থং ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'যজ' (যজনং কুরু, আনয়, অস্মান্ পোপয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অভীষ্টপূরক হে দেব! বয়মেব সংসারপঙ্কনিমজ্জিতাঃ গৃহস্থাঃ; তস্মাৎ ত্বং সংসারাশ্রমবাসিনাং অস্মাকং ধারণোপযোগিনা রূপেণ প্রকাশিতঃ ভব; অস্মাকং কর্ম্ম চ সুফলপ্রদং কুরু; তথা অস্মান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ প্রাপয় ॥ (১ম—১অ—১৫সূ—১২ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অভীষ্টপ্রদ দেব! গৃহপতি-সম্বন্ধীয় রূপযুক্ত হইয়া অর্থাৎ সংসারাশ্রমবাসী আমাদিগের ধারণাযোগ্য রূপযুক্ত হইয়া, কালদেবতার সহিত অর্থাৎ চিরকাল, আমাদিগের যজ্ঞ-সম্পাদক অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধয়িতা হউন; আর, দেবকামনাযুক্ত আমাদিগের জন্য সকল দেবভাবকে অর্থাৎ দীপ্তি-দানাদিগুণসমূহকে যজনা করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে অভীষ্টপূরক দেব! আমরা সংসারপঙ্কনিমজ্জিত গৃহস্থ; অতএব, সংসারাশ্রমবাসী আমাদিগের ধারণার উপযোগী রূপে প্রকাশিত হউন, আমাদিগের কর্ম্ম সুফলপ্রদ করুন; এবং আমাদিগকে সকল দেবভাব প্রাপ্ত করুন।) (১ম—১অ—১৫সূ—১২ঋ)॥

∴

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে সন্ত্য ফল প্রদাগ্নিদেব গার্হপত্যেন গৃহপতিসম্বন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ সন্ ঋতুনা ঋতুদেবেন সহ যজ্ঞনীর্যজ্ঞস্য নির্ব্বাহকোঽসি তস্মাত্ত্বং দেবয়তে দেববিষয়কামনাযুক্তায় যজমানায় দেবান্ যজ॥

গার্হপত্যেন। গৃহপতিনা সংযুক্তে ঞ্যঃ। পা০ ৪।৪।৯০। যস্যেতি লোপঃ। ঞিত্ত্বা-দাদিবৃদ্ধিরাদ্যুদাত্তত্বং চ। গৃহপতিত্বমিত্যর্থে পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যঃ। পা০ ৫।১।১২৮। ইতি যকি তস্যোদাত্তত্বং স্যাৎ। সন্ত্য। সননে ভব। ষণু দানে। ক্তিচ্ক্তৌ চেতি ক্তিচ্। ন ক্তিচি দীর্ঘশ্চ। পা০ ৬।৪।৩৯। ইতি দীর্ঘনলোপাভাবঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। তত্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ফলপ্রদ অগ্নিদেব! গৃহপতি-সম্বন্ধীয় রূপেতে যুক্ত হইয়া, ঋতুদেবের সহিত আপনি যজ্ঞের নির্ব্বাহক হয়েন। সেই নিমিত্ত আপনি দেববিষয়ে কামনাযুক্ত যজমানের জন্য দেবসমূহকে যজনা করুন।

"গার্হপত্যেন" এই পদটী, 'গৃহপতি' শব্দের উত্তর "গৃহপতিনা সংযুক্তে ঞ্যঃ" (পা০ ৪।৪।৯০) এই সূত্রধারা 'ঞ্য' প্রত্যয় ও "যস্যেতি চ" সূত্রানুসারে ই-কারের লোপ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়ের ঞিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বরের বৃদ্ধি ও আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গৃহপতিত্ব' অর্থে 'পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যঃ" (পা০ ৫।১।১২৮) এই সূত্র দ্বারা যক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন উক্ত 'গার্হপত্য' শব্দের আদ্যুদাত্ত স্বর হইবে। "সন্ত্য" এই পদটীতে, দানার্থ ষণু ধাতুর উত্তর "ক্তিচ্ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং" এই সূত্রদ্বারা ক্তিচ্ (তি) প্রত্যয়ে "নক্তিচিদীর্ঘশ্চ" (পা০ ৬।৪।৩৯) এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ এবং ন-লোপের অভাব হইয়া 'সন্তি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'সন্তি' শব্দের উত্তর "ভবে

সাধুরিতি বা নিষাতঃ। যজ্ঞং নয়তীতি যজ্ঞনীঃ। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরঃ। দেবয়তে। দেবানাত্মন ইচ্ছতীতি দেবয়ন্। তস্মৈ ক্যচী চেতীত্বং ন ভবতি। ন ছন্দস্যপূত্রস্যেতি নিষেধাৎ। অশ্বাঘস্যেত্যাত্ববিধানাদাত্বনিষেধে প্রাপ্তস্য দীর্ঘস্যাপ্যেষ নিষেধ ইত্যুক্তম্। শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। অত্র ক্যচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বম্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বম্। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণোভয়োঃ ক্যচা সহৈকাদেশ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তঃ। তস্মাদন্তোদাত্তাত্বাৎ। পরস্যা বিভক্তেঃ শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ (১ম—১অ—১৫সূ—১২ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথম একোনত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।১।২৯॥

দ্বাদশ (১৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে ত্রিবিধ প্রার্থনা লক্ষ্য হয়। গৃহপতি-সম্বন্ধী রূপে আবির্ভূত হওয়া, যজ্ঞ সম্পাদন (পূর্ণ) করা, আর দেবগণের সন্তোষ-সাধন,—এই তিন প্রার্থনা ঋকের অভ্যন্তরে দেখিতে পাই।

যজ্ঞ-পক্ষে 'গার্হপত্য' সম্বন্ধে অগ্নিবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। সাগ্নিক গৃহীর গৃহে যে অগ্নি অবিচ্ছেদে প্রজ্বলিত থাকে, যে অগ্নি কখনও নির্ব্বা-

---

ছন্দসি" সূত্রানুসারে অথবা 'সেই বিষয়ে সাধু' এই অর্থে যৎপ্রত্যয় করিয়া সম্বোধনে প্রথমায় একবচনে উক্ত 'সত্য' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার নিঘাতস্বর। "যজ্ঞনীঃ" এই পদটী 'যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন' এই অর্থে 'যজ্ঞ' উপপদে 'নী' ধাতুর উত্তর "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্বিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'দেবসমূহকে নিজের ইচ্ছা করিতেছে' এই অর্থে 'দেবয়ন্' এবং তাহার চতুর্থীতে "দেবয়তে" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ন ছন্দস্য পুত্রস্য" এই সূত্র দ্বারা নিষেধ-বশতঃ "ক্যচি চ" সূত্রানুসারে ঈত্ব হয় নাই। "অশ্বাঘস্য" এই সূত্র দ্বারা আত্ববিধান-হেতু সেই আত্বের নিষেধে প্রাপ্ত যে দীর্ঘ তাহারও নিষেধ—ইহা উক্ত হইয়াছে। "শতুরনুমো নদ্যজাদী' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। ক্যচ প্রত্যয়ের চিত্ত্বহেতু অন্তোদাত্তস্বর, শপের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর, এবং শতৃ-প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক লকারস্বর হেতু উভয়ের, ক্যচের সহিত একাদেশ হইয়া, "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" এই সূত্র দ্বারা উদাত্তস্বর হইয়াছে। সেই জন্য অন্তোদাত্তের পর "শতুরনুমো নদ্যজাদী" সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৫সূ—১২ঋ)।

প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১॥২৯।

⁂

পিত হওয়া উচিত নহে ;—'গার্হপত্য' শব্দে সাধারণতঃ সেই যজ্ঞাগ্নি অর্থ ই সূচনা করে। আধ্যাত্মিক ভাব,—হৃদয়ে এমন অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিবে, যে অগ্নি অবিচ্ছেদে চিরকাল দীপ্যমান্ থাকে ; অর্থাৎ, অজ্ঞানতার আঁধার আসিয়া কখনও যেন সে অগ্নিকে আবৃত করিতে না পারে, পাপের কলুষ-ক্লেদ-অভিষেকে সে অগ্নি কখনও যেন নির্ব্বাপিত না হয়।

'গার্হপত্যেন' শব্দে আর এক ভাব মনে আসে। যাজ্ঞিক যেন বলিতেছেন,—'হে দেব, আমরা গৃহস্থ—সংসারাশ্রমী। সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ যেভাবে আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, যোগপরায়ণ যোগিগণ আপনার যে সূক্ষ্ম-সত্ত্বা অনুভব করিতে সমর্থ হন, সত্ত্বভাবাপন্ন সাধকগণ আপনার যে শুদ্ধসত্ত্বভাব অনুধ্যান করেন, আমাদিগের এমন কি কর্ম্ম-সামর্থ্য আছে যে, আমরা আপনাকে সে ভাবে দর্শন করিতে পারিব ? তাই ডাকি,—'হে অভীষ্টদ! আমাদিগের—এই সংসারধর্ম্মী গৃহস্থের—ধারণার উপযোগী রূপ-গুণে বিভুষিত হইয়া, আপনি আমাদিগের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন। আপনার তদ্রূপ করুণা ব্যতিরেকে, যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে।'

এই এক প্রার্থনা। আর এক প্রার্থনা,—'আপনি আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেন। আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে কি জানি—কি যজ্ঞ করিব ? আপনিই যজ্ঞপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করুন।' উপসংহার আর এক প্রার্থনা—আর এক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। প্রার্থনাকারী এবার জানাইতেছেন,—'হে দেব! আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি পদে পদে ; কোন্ দেবতাকে যজনা করিতে গিয়া কি ত্রুটি করিয়া ফেলিব—আশঙ্কা পদে পদে। তাই ডাকি,—হে অভীষ্টদ, আমাদিগের হইয়া, আমাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া লইয়া আপনিই দেবগণকে আমাদিগের পক্ষে সন্তুষ্ট করুন। আমাদিগের শতত্রুটি শতবিচ্যুতি ক্ষমা প্রাপ্ত হউক।'

এ ঋকের এই তিন দিকের প্রার্থনা আবার অন্য তিন ভাবেও ব্যক্ত হইয়াছে। ত্রিবিধ প্রকৃতির উপাসকের রুচি অনুসারে সেই তিন ভাব বিকাশমান দেখি।

যিনি যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী, কর্ম্মমার্গানুসারী যাজ্ঞিক, তিনি দেখিতেছেন,—তাঁহার গার্হপত্য অগ্নি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য সম্মুখে বিদ্যমান্

রহিয়াছেন। তিনি তাই সেই অগ্নির নিকট যজ্ঞ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন; আর, তাঁহার সেই ইষ্টদেবতাই যেন অন্য দেবতার প্রীতি-সাধন করেন, সেইরূপ অনুনয় করিতেছেন।

সংসারাশ্রমী ভগবদ্ভক্ত, 'কোথা ভগবান্—একবার দেখা দেও—স্বরূপমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাও'—এই বলিয়া, আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। দেখি-দেখি দেখা পাই না, জানি জানি জানা হয় না, ধরি-ধরি ধরিতে পারি না,—সেখানে সদা এই ভাব। বিশ্বাস সম্পূর্ণ—তিনি যজ্ঞ-সম্পাদক। হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা—তিনিই দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। তাই ডাকিতেছেন,—'হে অভীষ্টদ! আমি যেন তোমায় চিনিতে পারি,—আমি যেন তোমায় দেখিতে পাই,—তেমন-রূপে আমার নিকট একবার প্রকাশ পাও।'

যেমন কর্ম্মীর ও ভক্তের প্রার্থনার অনুরূপ দুই ভাব এ ঋকে ব্যক্ত দেখি; তেমনই জ্ঞানীর পক্ষেও তাঁহার জ্ঞানের অনুরূপ প্রার্থনা দেখিতে পাই। জ্ঞানমার্গের উন্নত স্তরে যিনি উপনীত হইয়াছেন, তিনি বুঝিতেছেন,—'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, আমার আর কতটুকু সামর্থ্য! যজ্ঞ সম্পাদন করিব—কি অহমিকা আমার! যজ্ঞ সম্পাদক—সে তো তিনিই! যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, তিনি সে যজ্ঞ সম্পাদন না করাইলে, আমার কি সাধ্য যে, আমি তাহা সম্পন্ন করি! তাঁহার যজ্ঞ—তিনিই সম্পাদন করিয়া লউন! কার্য্য—তাঁহারই; আমি নিমিত্ত মাত্র। দেবগণকে যজনা করিব, দেবগণের প্রীতিসাধনে সমর্থ হইব, সে ক্ষমতাই বা আমার কি আছে? তাঁহার কর্ম্ম মাত্র আমি করিয়া যাইব। যাহা কর্ত্তব্য হয়, তিনিই বিহিত করিবেন।' এইরূপ বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে, এ ঋকে বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ পায়। ফলতঃ কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান—তিন স্তরের সাধনার তিন ভাবের উপাসনার একটী বীজমন্ত্র এই ঋকের অভ্যন্তরে যেন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অঙ্কুরিত হইতেছে। ঋক বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্নরূপ অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। সে নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—১অ—১৫সূ—২ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। চতুর্থোঽনুবাকঃ। ষোড়শং সূক্তম্। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ত্রিংশ একত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।।

* * *

ষোড়শং সূক্তম্।

বিভিন্ন নাম-বিশেষণে পরিচিত হইলেও এবং ঋকে অন্য দেবতার আভাস আসিলেও, এই সূক্ত ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। সে হিসাবে সূক্তকে নবমৈন্দ্র-সূক্ত বলা যাইতে পারে। এই সূক্তের ঋষি ও ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়।

এই সূক্তের ঋক্‌গুলি, একদিকে সংশয়ীর সংশয় বৃদ্ধি করিবে; অন্যদিকে দৃঢ়বিশ্বাসীর দৃঢ়বিশ্বাসকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে। অপিচ, এই ঋকের অভ্যন্তরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথা উদ্‌ঘাটিত হইবে; এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, কি কারণে কেন বা নানা মতান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহাও হৃদগম্য হইতে পারিবে।

এই সূক্তের—কেবল এই সূক্তের বা বলি কোন—প্রায় সকল সূক্তেরই, অর্থ-ব্যত্যয়ের এবং অর্থ-ব্যত্যয়-হেতু বিরোধের একটী কারণ আছে। সেই কারণটী এতৎপ্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। দেশকালপাত্রানুসারে প্রতিশব্দ পরিবর্ত্তিত হয়। এক দেশে, এক কালে, অথবা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে বাক্য বা যে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে; অন্য দেশে, অন্য কালে, অন্য শব্দ বা অন্য বাক্য দ্বারা তাহার ভাবার্থ বোধগম্য করাইতে হয়। একই ভাব বুঝাইতে, বিভিন্ন দেশের ভাষায় তাই বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার দেখি। প্রদেশ-ভেদেও বিভিন্নতা ঘটে; সম্প্রদায়-ভেদেও বিভিন্নতা ঘটে; আবার রুচিভেদেও বিভিন্নতা ঘটে; একই দেশে একই কালে এরূপ মত-পার্থক্যও অসম্ভব নহে।

অতীতের—দূরের কথা দূরে রাখিয়া, প্রদেশ-ভেদের ব্যবধান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, একই কালের একই সম্প্রদায়ের 'ভিন্নরুচির্হি' লোকের মধ্যে, ভিন্নশিক্ষা-প্রাপ্ত জনগণের মধ্যে, শব্দার্থের যখন বিভিন্নতা দেখি; তখন, বেদের বাক্যে, বেদের শব্দে বিভিন্ন অর্থ অধ্যাহার হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শব্দতত্ত্ব অনুশীলন করিলে, বৈদিক শব্দের কিরূপ অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে এক 'সোম' শব্দের কথাই উল্লেখ করি। কোনও দেশে কোনও কালে হয় তো সোমলতা নামে কোনও লতা ছিল; আর তাহা হইতে মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত হইত। আরও হয় তো, সে দেশের লোক সে দ্রব্যকে স্পৃহনীয় সামগ্রী মনে করিত। সুতরাং সেখানকার তদ্ভাবাপন্ন টীকাকার, বেদে

সোম-শব্দ দেখিয়া, মাদকদ্রব্য অর্থ করিবেন,—তাহা আর বিচিত্র কি? তখন, ঐ অর্থ-অনুসারে, সেই সোমরস প্রস্তুতের কাহিনী পর্য্যন্ত পল্লবিত ও বিবৃত হইতে আরম্ভ হওয়াও অসম্ভব নহে। 'বৃষ' (ষাঁড়ের সহিত) 'বৃষা' 'বৃষণ' পদের ঐক্য সাধনের চেষ্টাও—ঐরূপ বিকৃতির ফল বলিয়া মনে করিতে পারি। বেদ-বাক্যকে "বেদবাক্য" বলিয়া যাঁহারা মানিতে না চাহেন, তাঁহারা যে শব্দে যে অর্থ ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন! কিন্তু বেদবাক্য অপরিবর্ত্তিত বলিয়া স্বীকার করিলে, উহার মধ্যে কোথাও বিরুদ্ধভাব দেখিতে পাইবেন না,—কোথাও অসৎ নীতির পরিপোষণ দেখিবেন না,—কোথাও সদাচার বিগর্হিত ভাব পাইবেন না। যাহা সত্য, তাহা আজ একরূপ ও কাল একরূপ হয় না। বেদ যে চিরমান্য চির-জ্যোতিষ্মান্, তাহার কারণ—উহা সদ্ভাব সচ্চিন্তা-মূলক সুতরাং সত্বপূর্ণ। আমরা সেই ভাবেই বেদকে দর্শন করি;—যথাসাধ্য সেই ভাবের অনুধ্যানেই বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। শত ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইলেও, আমাদিগের সেই অনুধ্যানের জন্যই, আমরা আশা করি, আমাদিগের বেদ-ব্যাখ্যায় বেদের সত্য সর্ব্বত্রই অপরিবর্ত্তিত আছে—লক্ষ্য করিতে পারিবেন। বুঝিবেন—বেদ নিত্য; বুঝিবেন—বেদ অপৌরুষেয়; বুঝিবেন বেদ সত্য; বুঝিবেন—বেদের সহিত অসতের বা কলুষ কল্পনার সংশ্রব আদৌ নাই। আমাদিগের ব্যাখ্যায় যেখানে সে ভাবের ব্যত্যয় হইয়াছে, বুঝিবেন—সেইখানেই আমাদিগের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। বেদের শব্দ-সম্পৎ অনন্ত; আমাদিগের ধারণাশক্তি সান্ত ও সামান্য। সুতরাং প্রমাদ ঘটিতে পারে। সুধীগণ বেদকে 'বেদ' জ্ঞানে পাঠ করিবেন, আর সেই জ্ঞানে উহার অর্থ-পরিগ্রহ করিবেন।

—:•:—

ষোড়শসূক্তানুক্রমণিকা।

আ ত্বা বহস্ত্বিতি পঞ্চমং নবর্চ্চং সূক্তং। ঋষিচ্ছন্দসি পূর্ব্ববৎ। অনুবর্ত্ততে বিশেষাদেশাভাবাদিন্দ্রো দেবতা। বিনিয়োগস্তু প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণস্যোন্নীয়মানে সূক্তমা ত্বা বহন্তু হরয় ইতি। তথা চ দ্বিদেবত্যৈশ্চরন্তীতি খণ্ডে সূত্রিতং। উন্নীয়মানেভ্যোঽন্বাহা ত্বা বহন্তু: আ০ ৫।৫। ইতি। তথা ষোড়শিশস্ত্র আ ত্বা বহন্তু হরয় ইতি তিস্রঃ। তথা সূত্রিতমথ ষোড়শীতি খণ্ডে। আ ত্বা বহন্তু হরয় ইতি তিস্রো গায়ত্র্যঃ। আ০ ৬।২। ইতি।

তস্মিন সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

ষোড়শসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

"আ ত্বা বহন্তু" এই পঞ্চম সূক্ত—নয়টী ঋক্ বিশিষ্ট। ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। বিশেষরূপে আদেশের অভাব-বশতঃ 'ইন্দ্রদেবতা' অনুবর্ত্তিত হইতেছে। মৈত্রাবরুণের উন্নীয়মান প্রাতঃসবনে "আ ত্বা বহন্তু হরয়" এই সূক্তটী বিনিযুক্ত হয়। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "দ্বিদৈবত্যৈশ্চরন্তি" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা—"উন্নীয়মানেভ্যোঽন্বাহা ত্বা বহন্তু" (আ০ ৫।৫) ইতি। এবং ষোড়শী শস্ত্রে "আ ত্বা বহন্তু" ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় বিনিযুক্ত হয়। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে "অথ ষোড়শী" এই খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে;—"আ ত্বা বহন্তু হরয় ইতি তিস্রো গায়ত্র্যঃ" (আ০ ৬।২) ইতি।

সেই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্থানুবাকে ষোড়শং সূক্তম্ । ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ । গায়ত্রীচ্ছন্দঃ । দেবতা ইন্দ্রঃ । মৈত্রাবরুণস্তোত্রীয়যানে প্রাতঃসবনে বিনিয়োগঃ ।

* • *

প্রথমা ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলম্ । ষোড়শং সূক্তম্ । প্রথমা ঋক্ ।)

আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে ।
ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ ॥ ১ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণম্ ।

আ । ত্বা । বহন্তু । হরয়ঃ । বৃষণং । সোমঽপীতয়ে ।
ইন্দ্র । ত্বা । সূরঽচক্ষসঃ ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বৃষণং' (কামানাং বর্ষিতারং, অভীষ্টপূরকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমপীতয়ে' (আহবনীয়গ্রহণার্থং, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'হরয়ঃ' (অস্মাকং জ্ঞানভক্তিকর্ম্মরূপাঃ বাহকাঃ) 'আবহন্তু' (অস্মাকং কর্ম্মণি আনয়ন্তু) ; তথা 'সূরচক্ষসঃ' (সূর্য্যসমসত্যপ্রকাশসামর্থ্যযুতাঃ জ্ঞানিনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং অস্মৎসকাশে প্রকাশয়ন্তু ইতি শেষঃ) । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! যেন জ্ঞানভক্তিকর্ম্মসহায়েন বয়ং ত্বাং হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়িতুং সমর্থাঃ স্মঃ, তদেবং কুরু ; অপিচ, জ্ঞানিনঃ অস্মৎসমীপে ত্বৎস্বরূপং প্রকাশয়িত্বা অস্মাকং জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনং কুর্ব্বন্তু ॥ (১ম—১৬সূ—১ঋ) ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! অভীষ্টপূরক আপনাকে আমাদিগের আহবনীয় গ্রহণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলনার্থ আমাদিগের জ্ঞানভক্তিকর্ম্ম-রূপ বাহকগণ আমাদিগের কর্ম্মের মধ্যে আনয়ন করুক ; এবং সূর্য্যসম সত্যপ্রকাশসামর্থ্যযুত জ্ঞানিগণ

আপনাকে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! যাহাতে জ্ঞানভক্তি কর্ম্মের সহায়তায় আমরা আপনাকে হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হই, তাহাই করুন; আর জ্ঞানিগণ আমাদিগের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিউন।)॥ (১ম—১৬সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং ত্বাং সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হরয়স্ত্বদীয়া অশ্বা আবহন্তু। অস্মিন্ কর্ম্মণ্যানয়ন্তু। তথা সূরচক্ষসঃ সূর্য্যসমানপ্রকাশযুক্তা ঋত্বিজস্ত্বাং মন্ত্রৈঃ প্রকাশয়ন্ত্বিতি শেষঃ॥

হরন্তীতি হরয়ঃ। অচ ইঃ ইন্। সর্ব্বধাতুভ্যঃ। উ০ ৪।১১৯। ইতীন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বৃষণং। কনিম্ যুবৃষিতক্ষীরাজীত্যাদিনা কনিন্। কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে। পা০ ৬।৪।৯। ইতি বিকল্পিতমুপধাদীর্ঘত্বং। সোমপীতয়ে। ঐভিরগ্ন ইত্যত্রোক্তং। সূরচক্ষসঃ। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। সর্ব্বধাতুভ্যোংসুন্। চক্ষিঙঃ খ্যাঞিতি ন ভবতি। অনসোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা০ ২।৪ ৫৪।৩। ইতি নিষেধাৎ। ষূ প্রেরণে। সুবতীতি সূরঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! কামসমূহের বর্ষণকর্ত্তা আপনাকে সোমপানের নিমিত্ত, আপনার অশ্বগণ এই কর্ম্মে আনয়ন করুক। সেইরূপ, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান ঋত্বিক্‌গণ, স্বকীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করুক।

“হরয়ঃ” এই পদটী ‘হরণ করে’ এই অর্থে হৃঞ্ ধাতুর উত্তর ‘অচ ইঃ ইন্’ এবং ‘সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্’ (উ০ ৪।১১৯) এই সূত্র দ্বারা ইন্ (ই) প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘ইন্’ প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “বৃষণাং” এই পদটী, বৃষি (বৃষ) ধাতুর উত্তর “কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ” এই সূত্র দ্বারা কনিন্ (অন্) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত্ত্বহেতু লঘু উপধাস্বরের গুণ হয় নাই। “বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে” (পা০ ৬।৪।৯) এই সূত্র দ্বারা উপধাস্বরের দীর্ঘ বিধান বিকল্পে আছে। “সোমপীতয়ে” পদটীর সাধনপ্রণালী “ঐভিরগ্নে” এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। “সূরচক্ষসঃ” এই পদটীতে ব্যক্তবাচ্ অর্থমূলক চক্ষিঙ (চক্ষ) ধাতুর উত্তর “সর্ব্বধাতুভ্যোংসুন্” এই সূত্র দ্বারা ‘অসুন্’ প্রত্যয়ে “অনসোঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ” (পা০ ২।৪।৫৪।৩) এই বক্তব্য সূত্রানুসারে নিষেধ থাকায় ‘চক্ষিঙ্’ এর স্থানে খ্যাঞ (খ্যা) আদেশ না হইয়া প্রথমার বহুবচনে “চক্ষসঃ” পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রেরণার্থ ‘ষূ’ ধাতুর উত্তর ‘প্রেরণ করে’ এই অর্থে “সুসূধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্” এই সূত্রানুসারে ক্রন্ (র) প্রত্যয় করিয়া ‘সূর’ পদটী নিষ্পন্ন

সুসূধাবৃধিভ্যঃ ক্রন। উ০ ২।২৫। ইতি ক্রন্। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সুরবৎচক্ষঃ খ্যানং প্রকাশো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১৬সূ—১খ)॥

* * *

প্রথম (১৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর দুই রূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে। আমরা যেরূপ অন্বয় করিলাম, তাহা সায়ণের অনুসারী। অন্যরূপ অন্বয়ে ‘সূরচক্ষসঃ’ পদটীকে ‘হরয়ঃ’ পদের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাতে ঋকের অর্থের যে কোনও ব্যত্যয় ঘটে, তাহা নহে; তবে, হয় একটী ‘ত্বা’ পদকে পরিত্যাগ করিতে হয়, নয় ‘আবহন্তু’ ক্রিয়াপদটীকে আর একবার অধ্যাহার করিয়া আনিতে হয়। * যাহা হউক, ঐ দুইরূপ অর্থেই একই ভাব প্রকাশ পায়। ফলতঃ, সায়ণের অন্বয়ে ‘প্রকাশয়ন্তু’ ক্রিয়াপদ এবং শেষোক্ত দুই অন্বয়ে ‘ত্বা’ পদ পরিত্যাগ বা ‘আহবন্তু’ ক্রিয়ার পুনরাবর্ত্তন—ইহাই অন্বয়-ত্রয়ের পার্থক্য। অন্বয়ে যেমন পার্থক্য, বলা বাহুল্য, অর্থেও সেইরূপ পার্থক্য আছে। এক অর্থে ‘হরয়ঃ’ অর্থাৎ বাহকগণ ‘সূরচক্ষসঃ’ অর্থাৎ ‘সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশযুক্ত’; অন্য অর্থে—‘সূরচক্ষসঃ’ অর্থাৎ ‘সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ-শক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ’ আপনাকে প্রকাশ করেন। তবে সাধারণতঃ ‘হরি’ নামক ঘোটকগণ ইন্দ্রদেবকে সোমপানার্থ লইয়া আসুন—এই অর্থই সর্ব্বত্র প্রচারিত। অথচ, ‘হরি’ শব্দে যদি ঘোটক অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা যে রূপক, সে ভাব কুত্রাপি প্রকাশ নাই।

‘হরয়ঃ’ পদে যে বাস্তব-ঘোটকগণকে বুঝাইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। হরি-শব্দে রশ্মি (জ্ঞানরশ্মি) বুঝাইতেছে। উহার বহুবচনান্ত প্রয়োগ, সেই ভাবই প্রকাশ করে। ‘সূরচক্ষসঃ’ পদকে যদি ঐ ‘হরয়ঃ’ পদের বিশেষণ-রূপে গণ্য করা হয়, তাহাতে

হইয়াছে। এস্থলে ক্রন্ প্রত্যয়ের কিত্বহেতু গুণ হয় নাই; নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর ‘সুরের ন্যায় প্রকাশ যাহাদের’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে উক্ত ‘সুরচক্ষসঃ’ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদটীতে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (২ম—১৬সূ—১খ)॥

---

* শেষোক্ত দুই মতের অন্বয়; যথা,—

(১) ‘হে ইন্দ্রদেব বৃষণং ত্বা সুরচক্ষসঃ হরয়ঃ সোমপীতয়ে আবহন্তু।’ অথবা,

(২) ‘বৃষণং ত্বা হরয়ঃ সোমপীতয়ে আবহন্তু, হে ইন্দ্র সুরচক্ষসঃ হরয়ঃ ত্বা আবহন্তু।’

ঐ রশ্মির ভাব অধিকতর প্রস্ফুট হইয়া পড়ে। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'হরি' শব্দের অর্থ হয়—'যিনি হরণ করেন'। সেই অর্থেই ভগবানের নাম—'হরি'; কেন-না, তিনি পাপ হরণ করেন। পাপের অপেক্ষা গুরুভার সামগ্রী সংসারে আর দ্বিতীয় নাই; সেইজন্যই পাপতাপহরণকারীই 'হরি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'হরণ' হইতেই 'বহন' ভাব সূচিত হয়। তাই 'হরি' শব্দে ইন্দ্রের বাহক বা ঘোটক অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কত দূর-অন্বয়ে ঐ অর্থ সিদ্ধ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অপিচ, হয় তো কোনও কালে 'ইন্দ্র' নামক কোনও রাজার 'হরি' নামক অশ্ব ছিল; সেই অশ্বের সম্বন্ধই এখানে আসিয়া ব্যখ্যার মুখে সংযোজিত হইয়াছে। যাউক; সে সব বিচার-বিতর্কে প্রয়োজন নাই; আমরা 'হরয়ঃ' এবং 'সূরচক্ষসঃ' পদের অনুশীলনে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি।

কিবা যজ্ঞপক্ষে, কিবা আধ্যাত্মিক-পক্ষে 'হরি'-শব্দের 'রশ্মি' (জ্ঞান-রশ্মি) অর্থই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়। যজ্ঞক্ষেত্রেও রশ্মির মধ্য দিয়া আসিয়া, তিনি যজ্ঞভাগ-রূপ সোমসুধা গ্রহণ করিতে পারেন; হৃদয়-ক্ষেত্রেও জ্ঞান-রশ্মির মধ্য দিয়া আসিয়া, তিনি অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা পান করিতে পারেন। দুই দিকের দুই ভাবই ঐ এক অর্থেই প্রকাশ পায়। 'সূরচক্ষসঃ' পদ 'হরয়ঃ' পদের বিশেষণ-রূপেই কল্পনা করুন, আর সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ অর্থেই গ্রহণ করুন, দুই পক্ষেই অভিন্ন ভাব প্রকাশ পায়। সেই সূর্য্য, সেই জ্যোতিঃ, সেই রশ্মি, সেই জ্ঞান—সব দিক হইতেই এক অর্থ সূচনা করে। আমরা তাই, আধ্যাত্মিক পক্ষে এ ঋকের ব্যাখ্যা করি,—'হে সকলকামনাপূরণকারী ইন্দ্রদেব! আমাদিগের জ্ঞানরশ্মির মধ্য দিয়া সংবাহিত হইয়া আসিয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তিসুধা পান করুন; আর জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক আপনার স্বরূপতত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হউক।'

কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান সঞ্চার হইয়া, সেই জ্ঞান-সাহায্যে আপনাকে লাভ করি, এবং ভক্তিসহযোগে আপনাতে আত্মলীন হইতে পারি,—ইহাই এ ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—১৬সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ।
ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ইমাঃ। ধানাঃ। ঘৃতঽস্নুবঃ। হরী ইতি। ইহ। উপ। বক্ষতঃ।
ইন্দ্রং। সুখঽতমে। রথে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরী' (সৎকর্ম্মসঞ্জাতৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'ইমাঃ' (পুরোবর্ত্তিনীঃ, অস্মাকং নিত্যকৃতানি ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতস্নুবঃ, (অমৃতনিস্যন্দিনীঃ, সুখদায়িনী ইত্যর্থঃ) 'ধানাঃ' (পূজাঃ, পূজোপকরণাণি কর্ম্মাণি—ইত্যর্থঃ, তস্মৈ সম্প্রদানায় ইতি যাবৎ) 'সুখতমে' (তস্য পরমানন্দপ্রদে) 'ইহ' (এতস্মিন্) 'রথে' (কর্ম্মণি, হৃদি বা) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'উপবক্ষতঃ' (আবহতাং, আনয়তাং ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং জ্ঞানভক্তিনা সত্ত্বসহযুতং সৎ অস্মাকং কর্ম্ম ভগবতি সমর্পিতং অস্তু ॥ (১ম—.৬সূ—২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞানভক্তিরূপ বাহকদ্বয়, আমাদিগের নিত্যকৃত অমৃতস্রাবী সুখদায়ী কর্ম্মসমূহকে তাঁহাকে সম্প্রদানের জন্য, তাঁহার পরমানন্দপ্রদ এই কর্ম্মে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বহন করিয়া আনুক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞানভক্তি কর্ত্তৃক সত্ত্বসহযুত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হউক।) ॥ (১ম—১৬সূ—২ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হরিশব্দ ইন্দ্ররথস্য বোঢ়ারাবশ্বাবাচষ্টে। তথা চ শ্রুত্যন্তরং। হর্য্যোঃ স্থাতেতি (তৈ০ স০ ১।৪।২৮)। হরিভ্যাং ত্বেন্দ্রো দেবতাং গময়ত্বিতি চ (তৈ০ স০ ১।৬।৪)। এতদেবাভিপ্রেত্য নিঘণ্টুকার আহ। হরী ইন্দ্রস্যেতি। তাদৃশৌ হরী ইমা যাগার্থং বেত্থামাসাদিতত্বেন পুরোবর্ত্তিনীর্দ্ধানা ভ্রষ্টযবতণ্ডুলানুদ্দিশ্য সুখতমে রথ ইন্দ্রমবস্থাপ্য ইহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যুপবক্ষতঃ। বেদিসমীপে বহতাং। কীদৃশীর্দ্ধানাঃ। ঘৃতস্নুবঃ। অলঙ্করণোপস্তরণাভিঘারণেন ঘৃতস্রাবিণীঃ॥

ধীয়ন্ত ইতি ধানাঃ। ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ। উ০ ৩।৬। ইতি নঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ঘৃতস্নুবঃ। ঘৃতং স্নুবন্তীতি ঘৃতস্নুবঃ। ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ। ধাতুস্বরঃ। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স্নোঃ সংযোগপূর্ব্বত্বেন যণভাবাদুবঙাদেশঃ। হরী। হৃঞ্ হরণে। সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রগৃহ্যত্বাৎ সংহিতায়াং প্রকৃতিভাবঃ। বক্ষতঃ। প্রার্থনাথ্যে লিঙর্থে লেট্। তস্য প্রথমপুরুষদ্বিবচনং তস্। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। শপি প্রাপ্তে সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। ঢত্বকুত্বষত্বানি। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। সুখতমে। গতং॥ ২॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হরিশব্দে ইন্দ্রদেবের রথবহনকারী অশ্বদ্বয় অভিহিত হইয়াছে। সেইরূপ "হর্য্যোঃ স্থাতা" (তৈ০ স০ ১।৪।২৮) এবং "হরিভ্যাং ত্বেন্দ্রো দেবতাং গময়তু" (তৈ০ স০ ১।৬।৪) এইরূপ শ্রুত্যন্তর আছে। ইহাই অভিপ্রায় করিয়া নিঘণ্টুকার যাস্ক বলিয়াছেন—"হরী ইন্দ্রস্য" অর্থাৎ ইন্দ্রদেবের অশ্বদ্বয়ের নাম হরি। তাদৃশ হরিদ্বয়, যাগের নিমিত্ত বেদিতে আসাদিত হইয়াছে বলিয়া অগ্রবর্ত্তী ধানা অর্থাৎ ভ্রষ্টযবতণ্ডুলসমূহকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সুখান্বিত রথে ইন্দ্রদেবকে স্থাপন-পূর্ব্বক এই কর্ম্মেতে বেদীর সমীপে বহন করিয়া আনয়ন করুক। ধানা কিরূপ? অলঙ্করণ ও উপস্তরণের নিমিত্ত অভিঘারিত হইতেছে বলিয়া ঘৃতস্রাবিণী।

"ধানাঃ" পদটী "ধাপৃবস্যজ্যতিভ্যো নঃ" (উ০ ৩।৬) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে ধা ধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয় স্বর। "ঘৃতস্নুবঃ" এই পদটী 'ঘৃত' পূর্ব্বক 'স্নু' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া ছান্দসহেতু 'তুক্' (ৎ) এর অভাবে দ্বিতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'স্নু' ধাতুর সংযোগপূর্ব্বত্বহেতু যণ্ (উ স্থানে ব্) এর অভাব হইয়াছে বলিয়া উবঙ্ আদেশ হইয়াছে। "হরী" এই পদটী হরণার্থ 'হৃঞ্' (হৃ) ধাতুর উত্তর 'সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্" এই সূত্রবলে ইন্ প্রত্যয়ে প্রথমার দ্বিবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয়ের নিৎহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। প্রগৃহ্যত্ব-হেতু সংহিতাতে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'বক্ষতঃ" এই পদটীতে বহ ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লিঙের অর্থে লেট বিভক্তির প্রথমপুরুষের দ্বিবচন 'তস্' প্রত্যয়, 'লেটোঽড়াটৌ" এই সূত্রদ্বারা অট্ আগম, শপ প্রত্যয়ের প্রাপ্তিতে "সিব্বহুলং লেটি" এই সূত্রদ্বারা 'সিপ্' করিয়া ঢত্ব, কুত্ব ও ষত্ব হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রানুসারে ইহার নিঘাত স্বর হইয়াছে। সুখতমে পদটীর স্বরাদিসাধন-প্রণালী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৬সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (১৬০) ঋকের বিশদার্থ।

— § ✢ * ✢ § —

এ ঋকে আবার 'হরী', আবার 'রথে', উপরন্তু 'ধানাঃ' পদ। এবার 'হরী' দ্বিবচনান্ত। 'হরি'-নামক ঘোটকদ্বয় রথে করিয়া ইন্দ্রদেবকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুক, ইহাই প্রার্থনায় প্রকাশ।

হরি অশ্বদ্বয়যুক্ত বা বহুহরিযুক্ত রথ বলিতে যে কি অর্থ সূচনা করে, তদ্বিষয় একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান-ভক্তি-সংবাহিত রথই ভগবানের সুখতম রথ। এ ভিন্ন অন্য রথও কিছু কল্পনা করা যাইতে পারে না। ঋকের সঙ্গত অর্থও অন্য কিছুই হইতে পারে না; হওয়া সঙ্গতও নহে।

এখন 'ধানাঃ' বলিতে কি ভাব ব্যক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা, আলোচনা করা যাইতেছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার কহিয়াছেন, ঘৃতমিশ্রিত ভ্রষ্টযবতণ্ডুল ইন্দ্রের ঘোটকের জন্য রক্ষিত হইয়াছে,—এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ, ঘোটকগণ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে পাইবে—এই ভাবে যেন তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করা হইয়াছে। সে হিসাবে,—'হে অশ্বগণ! তোমাদের জন্য খাদ্য ঠিক আছে, তোমরা ইন্দ্রদেবকে যজ্ঞে লইয়া এস,'—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। 'ঘৃতস্নুবঃ' ও 'ধানাঃ' পদদ্বয়ের সমালোচনায় পূজার উপচার ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। 'ধনাঃ' বলিতে 'নিস্তুষযবতণ্ডুল' ভাব পরিগ্রহ হইলেও, 'ঘৃতস্নুবঃ' বিশেষণ-হেতু তাহার সূক্ষ্মাংশ অর্থই সূচিত হয়। তণ্ডুলাদি যজ্ঞহবিঃ যোগে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদত্ত হইলে, তাহার স্থূলাংশ ভস্মে পরিণত হয়, সূক্ষ্মাংশ দেবসমীপে গমন করে। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। অতএব, 'ধানাঃ' বলিতে আবহনীয় দ্রব্য-সম্ভার মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। এই বঙ্গদেশের চাউলে নহে, কেবল পশ্চিমাঞ্চলের ছাতু দিয়াই যে দেবতার পূজা করিতে হইবে,—ইহা মনে করা অসঙ্গত ও একদেশদর্শিতার পরিচায়ক। *

---

* এখানে 'ধানাঃ' পদের অর্থের বিষয় উপলব্ধি করিবার আছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে পশ্চিমদেশীয় টীকাকারগণ 'ভ্রষ্টযবতণ্ডুল' (ছাতু ইতি ভাষা) করিয়াছেন। অভিধানাদিতেও ঐ ভাবেরই অর্থ আছে। কিন্তু 'ধানাঃ' পদে অস্মদেশের ধানজাত তণ্ডুলকেও যে বুঝাইতে পারে, এ কথা কেহই বলেন নাই। ছাতু ভিন্ন দেবতার পূজার সামগ্রী আর কি কিছুই নাই?

যজ্ঞপক্ষে যাজ্ঞিক ঋত্বিক-গণের প্রদত্ত ভ্রষ্টযবতণ্ডুলই হউক অথবা সর্ব্ব-প্রকার আহবনীয় দ্রব্যই হউক, 'ধানাঃ' পদে, তৎসমুদায়ই বুঝাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক-পক্ষে, প্রাণধারণের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী ভগবদুদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতেছে—এই ভাব আসিতে পারে। সাধক বলিতেছেন,—'আমার সমস্তই আপনার উদ্দেশে সমর্পণ করিলাম। আসুন—গ্রহণ করুন!' মর্ম্ম মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দেখুন। (১ম—১৬সূ—২ঋ) ॥

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং-সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ইন্দ্রম্। প্রাতঃ। হবামহে। ইন্দ্রম্। প্রহযতি। অধ্বরে।
ইন্দ্রম্। সোমস্য। পীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রাতঃ' (সৎকর্ম্মপ্রারম্ভে) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং, শক্তেঃ তথা ঐশ্বর্য্যস্য আদর্শং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অনুসরেম ইত্যর্থঃ), 'অধ্বরে' (সৎকর্ম্মসাধনে) 'প্রযতি' (প্রযুক্তে সতি) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং, শক্তেঃ তথা ঐশ্বর্য্যস্য আদর্শং ইত্যর্থঃ, অনুসরেম ইতি শেষঃ) 'সোমস্য পীতয়ে' (সৎকর্ম্মসমাপনে, ভগবতি কর্ম্মফলসম্পাদনে, ভগবৎপ্রাপয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং, শক্তেঃ তথা ঐশ্বর্য্যস্য আদর্শং ইত্যর্থঃ, অনুসরেম ইতি শেষঃ)। অয়ং —ভাবঃ—সৎকর্ম্মসম্পাদনায় সদৈব বয়ং যেন শক্তিসম্পন্নাঃ তথা ঐশ্বর্য্যবন্তঃ ভবেম। (১ম—১৬সূ—৩ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের প্রারম্ভে আমরা যেন ভগবান ইন্দ্রদেবকে—শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের আদর্শকে—অনুসরণ করি; সৎকর্ম্মসাধনে প্রযুক্ত হইয়া, আমরা যেন ভগবান ইন্দ্রদেবকে—শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের আদর্শকে—অনুসরণ করি; সৎকর্ম্মের সমাপনে অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-দানে (ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত) আমরা যেন ভগবান ইন্দ্রদেবকে—শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের আদর্শকে—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসম্পাদনে সকল সময়ই আমরা যেন শক্তিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যবান্ থাকি।)॥ (১ম—১৬সূ—৩ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যম্।

প্রাতঃ কর্ম্মারম্ভে প্রাতঃসবন ইন্দ্রং হবামহে। আহ্বয়ামঃ। তথৈবাধ্বরে সোমযাগে প্রযতি প্রগচ্ছতি প্রারভ্য বর্ত্তমানে সতি মাধ্যন্দিনে সবনে তমিন্দ্রং হবামহে। তথা যজ্ঞস্য সমাপ্তাবসরে তৃতীয়সবনে সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে।

প্রাতঃ। স্বরাদিষন্তোদাত্তো নিপাতিতঃ। হবামহে। হ্বেঞো লটি শপি পরতো হ্বঃ সম্প্রসারণমিত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। প্রযতি। ইণ্ গতৌ। লটঃ শতৃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। শতুর্ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ। প্রাদিসমাসঃ। কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণমিতি বচনাৎ প্রত্যয়গ্রহণ ইতি নিয়মাভাবাৎ শতুরনুমো নদ্যজাদী ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অধ্বরে। উক্তঃ। সংহিতায়ামুদাত্ত-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মারম্ভকালে প্রাতঃসবনে আমরা ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি। সেইরূপ সোমযাগ প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান হইলে মাধ্যন্দিন-সবনে সেই ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া থাকি; এবং যজ্ঞসমাপ্তি সময়ে তৃতীয় সবনে সোমপানের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি।

"প্রাতঃ" এই পদটী স্বরাদির মধ্যে পঠিত হইয়াছে বলিয়া নিপাতনে সিদ্ধ ও অন্তোদাত্ত। "হবামহে" এই পদটীতে হ্বেঞ্ (হ্বে) ধাতুর উত্তর লটের শপ পরেতে "হ্ব সম্প্রসারণং" এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব, গুণ এবং অবাদেশ হইয়াছে। "প্রযতি" এই পদটী 'প্র' উপপদপূর্ব্বক গত্যর্থ ইণ (ই) ধাতুর উত্তর লটের স্থানে শতৃ (অৎ) প্রত্যয়ে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" সূত্রানুসারে শপ্-এর লোপ হইয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়ের ঙিত্বহেতু ধাতুর গুণ হয় নাই। 'প্র' এর সহিত ইহার প্রাদিসমাস হইয়াছে। "কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণং" এই বচনানুসারে "প্রত্যয়গ্রহণে" এই নিয়মের অভাব-হেতু "শতুরনুমো নদ্যজাদী" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অধ্বরে" পদটীর সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। সংহিতাতে "উদাত্ত-

স্বরিতয়োর্ষণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য। পা০ ৮।২।৪। ইত্যকারস্য স্বরিতত্বং। পীতয়ে। পা পানে। ক্তিনি ছান্দসমন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—১৬সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (১৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

ইন্দ্রদেব অভিধায়ে প্রধানতঃ শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের আদর্শ মনে উদয় হয়। সে পক্ষে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদিগের সকল সৎকর্ম্মসাধনে সদাকাল শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী থাকি; অর্থাৎ, শক্তির ও ঐশ্বর্য্যের অভাবে আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান কখনও যেন পঙ্গু না হয়। পক্ষান্তরে এই ঋকে ইন্দ্রদেবতাকে সর্ব্বদেবময়রূপে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। সে পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! প্রাতঃকালে আরব্ধমান যজ্ঞে আসিয়া তুমি যেন সোমসুধা গ্রহণ কর, মধ্যাহ্নের মাধ্যন্দিন সবনে আসিয়া তুমি যেন আমাদিগের ভক্তিপূত-যজ্ঞোপহার গ্রহণ কর, আবার সায়াহ্নের পূর্ণাহুতির প্রাক্কালে আসিয়া তুমি যেন আমাদিগের ভক্তিসুধা পান কর।' (১ম—১৬সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ।
সুতে হি ত্বা হবামহে॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

উপ। নঃ। সুতং। আ। গহি। হরিঽভিঃ। ইন্দ্র। কেশিঽভিঃ।
সুতে। হি। ত্বা। হবামহে॥ ৪॥

"স্বরিতয়োর্ষণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" (পা০ ৮।২।৪) এই সূত্রদ্বারা অকার স্বরিতস্বর হইয়াছে। "পীতয়ে" পদটী পানার্থ 'পা' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' (তি) প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—১৬সূ—৩ঋ)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'কেশিভিঃ' (রশ্মিমালাপরিবৃতৈঃ, সত্ত্বভাবান্তর্ভূতৈঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ, জ্ঞানভক্তিকর্ম্মরূপৈঃ বাহকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (অনুষ্ঠিতং যজ্ঞং, সৎকর্ম্মং ইত্যর্থঃ, অস্মাকং হৃদয়োৎপন্নং ভক্তিরসামৃতং ইতি ভাবঃ) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'হি' (তস্মাৎ) 'সুতে' (অস্মাকং কর্ম্মণি, অস্মদনুষ্ঠিতকর্ম্মগ্রহণার্থং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়ামঃ)। অস্মাকং কর্ম্মণা সহ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান ইন্দ্রদেবঃ সদা অস্মাসু বিরাজতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি সত্ত্বভাবান্তর্গত জ্ঞানভক্তিকর্ম্ম-রূপ বাহকগণের দ্বারা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের—আমাদিগের হৃদয়োৎপন্ন ভক্তিরসামৃতের সমীপে আগমন করুন; সেইজন্য, আমাদিগের কর্ম্মে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত বলের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান ইন্দ্রদেব সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করুন!)॥ (১ম—১৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র কেশিভিঃ কেশরযুক্তৈর্হরিভিরশ্বৈস্ত্বং নোঽস্মদীয়ং সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যুপ সমীপ আগহি। আগচ্ছ। সুতেঽভিষুতে সোমে নিমিত্তভূতে সতি হি যস্মাৎ কারণাত্ত্বাং হবামহে। ত্বামাহ্বয়ামঃ। তস্মাদাগচ্ছেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

গহি। গমের্লোটঃ সের্হিঃ। শপ ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ইষুগমিয়মাং ছঃ। পা০ ৭।৩।৭৭। ইতি ছত্বং ন ভবতি। নলুমতাঙ্গস্যেতি প্রতিষেধাৎ। অনু-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। কেশরযুক্ত অশ্বসমূহের দ্বারা আমাদিগের অভিষুত সোমের সমীপে আগমন করুন। অভিষুত সোম নিমিত্তভূত হইলে যে কারণবশতঃ আপনাকে আহ্বান করিতেছি, সেই কারণবশতঃ আপনি আগমন করুন। এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

"গহি" এই পদটী, গম ধাতুর উত্তর লোটের 'সি' এর স্থানে 'হি' আদেশ "শপঃ" এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "ন লুমতাঙ্গস্য" এই সূত্র দ্বারা নিষেধ থাকায় "ইষুগমিয়মাং ছঃ" (পা০ ৭।৩।৭৭) এই সূত্র দ্বারা ছত্ব হয় নাই। "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের লোপ, সেই

দাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতো হেরিতি হের্লুগ্ন ভবতি কেশিভিঃ। ক্লিশেরন্ লো লোপশ্চ। উ০ ৫।৩৩। ইত্যন.॥ মত্বর্থীয় ইনিঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। হবামহে। হ্ব ইত্তনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণম্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বম্। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব। তিঙ্ঙতিঙ ইতি ন নিঘাতো হি চেতি প্রতিষেধাৎ॥ (১ম—১৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (১৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাশন বড়ই সঙ্কট-সঙ্কুল-সমস্যা। সূক্তের সূচনায় আমরা বলিয়াছি,—'এই সূক্তের মধ্যে কতকগুলি বড়ই সমস্যাপূর্ণ ঋক আছে; অবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে সে ঋকের অর্থ পরিগ্রহে ভগবানের সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাসের ভাবই বৃদ্ধি পাইবে; পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত জন সে ঋকে ভগবানের অশেষ করুণা মহিমার অভিব্যক্তি দেখিবেন।' এই ঋকটী সেই শ্রেণীর ঋক্।

ঋকৃটি দর্শন মাত্র, ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে—তাহা লক্ষ্য করিবা মাত্র, সংশয়চিত্ত সাধারণ লোকের হৃদয়ে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে,—'এ কি রকমের দেবতা! কেশরযুক্ত ঘোটকে আরোহণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য পান করিবেন—খুব দেবতা তো!' তাঁহারা দেখিবেন,—'এবার আর ঘোটকগুলির কথা উড়াইয়া দিবার উপায় নাই! 'কেশিভিঃ' বিশেষণ আছে; তাহাতে ঘোটকগুলি যে কেশরবিশিষ্ট, তাহা পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হইতেছে।' অতএব ইন্দ্রদেব

অনুনাসিক-লোপের "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই সূত্র দ্বারা অসিদ্ধত্বহেতু "অতো হেঃ" এই সূত্রদ্বারা 'হি' প্রত্যয়ের লোপ হয় নাই। "কেশিভিঃ" এই পদটী, "ক্লিশেরন লো লোপশ্চ" (উ০ ৫।৩৩) এই সূত্রদ্বারা 'অন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'কেশ' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "হবামহে" এই পদটীতে 'হ্ব' এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। এস্থলে শপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। তিঙের সার্ব্বধাতুক লকারস্বরহেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "হি চ" সূত্রানুসারে নিষেধ থাকায় "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর হয় নাই॥ ৪॥

* * *

যে সাধারণ মানুষের অধিক কিছুই নহেন, তাহা সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। তিনি বড়লোক হইতে পারেন; তাঁহার অনেক ঘোটক ও রথ থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি যে মনুষ্যেরই এক স্তরের জীব,—মনুষ্যের অতীত শক্তি তাঁহাতে যে কিছুই নাই;—ক্রমশঃ তাহাও প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িবে।

ঋকের এই এক দিক। আর এক দিক আবার দেখুন। সেদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। সেখানে 'হরিভিঃ' আর অশ্বগণকে বুঝাইতেছে না; 'কেশিভিঃ' আর কেশরবিশিষ্ট অর্থও সূচনা করিতেছে না। সেখানে রূপক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানে মহান্ লক্ষ্য মহৎ তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'হরি' শব্দে যে রশ্মি, বুঝায়—যে রশ্মির মধ্য দিয়া ভগবানের আবির্ভাব হয়, সে রশ্মি কেমন রশ্মি, সেখানে 'কেশিভিঃ' পদ তাহাই যেন বুঝাইয়া দিতেছে। যে হরিগণ ভগবানকে যজ্ঞক্ষেত্রে (বা হৃদ্দেশে) আনয়ন করিবে, সে হরিগণ কেমন? না—কেশরযুক্ত। 'হরিগণ' এখানে একটু বিশ্লেষিত হইলেন। প্রথমে স্থূলভাবে তাঁহাদিগকে 'রশ্মি' বলিয়া বুঝান গিয়াছিল। এখন আবার বলা হইল—তাঁহারা একটা বিশেষণ বা আবরণ-বিশিষ্ট; অর্থাৎ, সে রশ্মি বা জ্যোতিঃ, রশ্মিমধ্যবর্ত্তী। তবেই বলা হইতেছে, আমরা সূর্য্যের বা অগ্নির যে রশ্মি বা জ্যোতিঃ সাধারণ-দৃষ্টিতে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, 'হরি' সে দৃষ্টির বহির্ভূত। অর্থাৎ,—জ্যোতির মধ্যে যে জ্যোতিঃ, 'হরি' বলিতে তাহাই বুঝায়। এই দৃষ্টিতেই আমরা "কেশিভিঃ হরিভিঃ" পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে "সত্ত্বভাবান্তর্ভূতৈঃ জ্ঞানভক্তিকর্ম্মরূপৈঃ বাহকৈঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তদ্দ্বারাই তাৎপর্য্যার্থ উপলব্ধ হইবে। উপনিষদের সেই যে 'অণোরণীয়ান্' ভাব—অণু হইতেও অণু-রূপ যে অবস্থা, এখানে বিশেষণে তৎপ্রতিই লক্ষ্য আসে। তাহাতে 'কেশিভিঃ হরিভিঃ' পদদ্বয়ে 'রশ্মিমধ্যবর্ত্তী জ্যোতিঃরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত' ভাবই গ্রহণ করা যায়। জ্যোতির্ম্ময় দেবতা জ্যোতির মধ্যেই বিরাজ করেন; জ্যোতিষ্মানের গতিবিধি জ্যোতিঃপথেই সম্ভবপর। বলিয়াছি তো, স্বরূপেই স্বরূপ অবস্থিত করে, সতেই সতের মিলন ঘটে। সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব তিনি,—স্থূলের সহিত স্থূলভাবে তাঁহার সম্বন্ধ কখনও সম্ভবপর নহে। স্থূল রশ্মি দেখিয়া পাছে তুমি বিভ্রান্ত হও, তাই এই ঋক্

একটু অধিক বিশদভাবে তোমায় হরির স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছে। বুঝাইতেছে,—রশ্মির অভ্যন্তরে যে জ্যোতিঃ, সেই যে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহারই মধ্য দিয়া ভগবানের আবির্ভাব ঘটে। যেমন 'আমার' বিশেষণ 'দেহী,' অথচ 'দেহ' হইতে আমি যেমন স্বতন্ত্র, 'হরির' বিশেষণ 'কেশী'ও (কেশরযুক্ত) সেইরূপ। রূপক ভেদ করিলে যে প্রকৃতার্থের অধ্যাস হয়, তাহাতে ঋকের ভাবার্থ হইতে পারে,—'হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হই; কেন-না, সেই অবস্থার মধ্যেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব তুমি নিত্য-বিদ্যমান আছ। আমাদিগের সন্নিধানে তোমার আগমন—কখন সম্ভবপর? যখন আমরা তদ্ভাবে বিভোর—তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারি।'

আমরা যেন তেমনভাবে প্রস্তুত হইতে পারি, আমাদিগের কর্ম্ম যেন সেই ভাবে বিহিত হয়, যে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান ইন্দ্রদেবকে লাভ করিতে পারি,—সৎ-কর্ম্মসাধনের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য আমরা প্রাপ্ত হই। ইহাই এই প্রার্থনার স্থূল মর্ম্ম। (১ম—১৬সূ—৪ঋ)।

* * *

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদং সবনং সুতং।
গৌরো ন তৃষিতঃ পিব। ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

সঃ। ইমং। নঃ। স্তোমং। আ। গহি। উপ। ইদং। সবনং। সুতং।
গৌরঃ। ন। তৃষিতঃ। পিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং' (অনুষ্ঠীয়মানং, উচ্চার্য্যমানং নিত্যক্তং ইত্যর্থঃ) 'স্তোমং' (স্তুতিমন্ত্রং, কর্ম্ম বা) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আয়াহি, আগচ্ছ); 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'সবনং' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসমীপং আগত্য ইতি যাবৎ) 'তৃষিতঃ' (তৃষ্ণার্ত্তঃ, সূর্য্যরশ্মিসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ) 'গৌরঃ' (চন্দ্রঃ) 'ন' (ইব) 'সুতং' (সোমসুধাং সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতঃ সন্ অস্মাসু তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—চন্দ্রঃ যথা কদাচিদপি সূর্য্যকিরণ-সম্বন্ধং ত্যজতি, হে দেব! তথা ত্বমেব অস্মাভিঃ সহ চিরসম্বন্ধযুতঃ ভব। (১ম—১৬সূ—৫ঋ)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অস্মদুচ্চারিত স্তুতিমন্ত্রসমীপে (অস্মদনুষ্ঠিত নিত্যক্ত সৎকর্ম্মসমীপে) আগমন করুন; সেই প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগের যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসমীপে আগমন-পূর্ব্বক তৃষিত অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী চন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া রহুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্র যেমন কখনও সূর্য্যকিরণসম্বন্ধকে ত্যাগ করেন না, হে দেব, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের সহিত চির-সম্বন্ধযুত হইয়া রহেন।)॥ (১ম—১৬সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং স্তোমং স্তুতিং প্রত্যাগহি। আগচ্ছ। আগমনে হেতুরুচ্যতে। উপ দেবযজনসমীপে সুতমভিযুতসোমযুক্তসিদমিদানীয়মনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্ম বর্ত্ততে। তস্মাদ্গৌরো ন গৌরমৃগ ইব তৃষিতঃ সন্নিমং সোমং পিব॥

সঃ ইমমিত্যত্র সংহিতায়াং সোঽচি লোপে চেৎপাদপূরণমিতি সুলোপঃ। গহি। গতং। সবনং। সূয়তেঽস্মিন্ সোম ইত্যধিকরণে ল্যুট্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব! সেই আপনি আমাদিগের এই স্তুতির প্রতি আগমন করুন। কি নিমিত্ত আগমন? তাহা কথিত হইতেছে। দেবপূজার নিকটে অভিযুত সোমযুক্তং ইদানীং অনুষ্ঠীয়মান প্রাতঃসবনাদি-রূপ কর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে; তন্নিমিত্ত গৌরমৃগের ন্যায় তৃষিত হইয়া এই সোম পান করুন।

"সঃ ইমং" এস্থলে সংহিতাতে "সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণং" এই সূত্রদ্বারা 'সু' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "গহি" পদটী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "সবনং" এই পদটী "সুত হয় এই সোমে" এইরূপ অধিকরণ-বাচ্যে ল্যুট্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "লিতি" সূত্রদ্বারা ইহার প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ল্যুট্প্রত্যয়ান্তের পর সপ্তমীর স্থানে "সুপাং

লুডন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সুপাং সুপো ভবন্তীতি বক্তব্যমিতি বচনাদ্দ্বিতীয়া। অভিষুতসোমযুক্তমিদং সবনমিতি কর্ম্মণ্যেব বা দ্বিতীয়া। তদা সুতশব্দাদর্শ আদিত্বাদচ্। পা০ ৫ ২।১২৭। তৃষিতঃ। ঞিতৃষা পিপাসায়াং। নিষ্ঠেতি ক্তঃ। প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। পশ্চাদিট্। আগমা অনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তত্বং॥ (১ম—১৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ত্রিংশো বর্গ॥ ১।১।৩০॥

* * *

পঞ্চম (১৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বে ঋকের ন্যায় এ ঋক্‌টিও জটিলতাপূর্ণ। ব্যাখ্যাদিতে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। যেন ছ-কড়া ন-কড়ার মানুষকে ডাকিয়া, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-দানে আপন কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লওয়া হইতেছে!—ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে এই ভাবই বদ্ধমূল হয়।

ঋকে আছে—"গৌরো ন তৃষিত পিব।" ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'তৃষ্ণার্ত্ত গৌরমৃগের ন্যায় এসে তুমি সোমরস পান কর।' দেবতা যেন সোমরস-রূপ মদ্যপানের জন্য জিহ্বা লেহন করিতেছেন; অর্চ্চনাকারী যেন তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিতেছেন,—'তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন; আসুন, সোমরস প্রস্তুত; তৃষ্ণা-নিবারণ-কামী মৃগের ন্যায় আসিয়া তাহা পান করুন।'

বেদের এরূপ ব্যাখ্যায় অঙ্গ শীতল হইয়া যায়। সাধে কি আর পাশ্চাত্যগণ বেদকে 'চাষার গান' কহিয়াছেন? নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ-পক্ষে ত্রুটি-বিচ্যুতি-হেতু অপব্যাখ্যা হইয়া পড়ে। সুতরাং এক ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া অন্য ভাব প্রকাশ পায়। নিজেদের সঙ্গে পরম-পূজ্য

সুপো ভবন্তীতি বক্তব্যং" এই বচনপ্রযুক্ত দ্বিতীয়া হইয়াছে। অথবা "অভিষুত সোমযুক্ত এই সবনকে" এইরূপ কর্ম্মকারকেই দ্বিতীয়া হইয়াছে। এ পক্ষে সুত শব্দের উত্তর অর্শ আদিত্বহেতু পাণিনির (৫।২।১২৭) সূত্রানুসারে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। "তৃষিতঃ" এই পদটী পিপাসার্থ 'ঞিতৃষা (তৃষ্) ধাতুর উত্তর "নিষ্ঠা" এই সূত্রদ্বারা ক্ত (ত) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্ত-প্রত্যয়ের প্রত্যয়স্বর-হেতু উদাত্তস্বর। অনন্তর ইট্ (ই) আগম করিয়া "আগমা অনুদাত্তাঃ" এই সূত্রানুসারে ইটের স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৬সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১ ৩০॥

* * *

বেদও উপহাসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক, আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা যে একটা ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

'গৌর' শব্দের এক প্রতিবাক্য 'চন্দ্র' দেখি। 'মৃগ' অর্থ প্রদেশ-বিশেষে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত অভিধানে 'চন্দ্র' অর্থই প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে, 'গৌরো ন তৃষিতঃ পিব' বাক্যের অর্থ হয় এই যে,—'তৃষিত-চন্দ্রের ন্যায় আপনি সুধাপান করুন।' এ অর্থে, উপমায় দুই দিক দিয়া দুই ভাব প্রকাশ পাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সূর্য্যের জ্যোতিতে চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্, সূর্য্যের সহিত চন্দ্র একসূত্রে নিত্য সম্বদ্ধ আছেন; জলপানে যেমন পিপাসার অভাব দূর হয়, সূর্য্যের জ্যোতিঃ গ্রহণে সেইরূপ চন্দ্রের অন্ধকার (অভাব) দূর হইতেছে। তৃষিতের ভাব এখানে পূর্ণ-প্রকটিত দেখি; জ্যোতিঃ লাভ-পক্ষে চন্দ্র চির-তৃষিত; সুতরাং সূর্য্যের সহিত চন্দ্র চিরসম্বন্ধযুক্ত (ভাবে—চিরপানরত)। তদনুসারে এখানে এ ঋকে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমাদিগের যাগাদিকর্ম্ম বা ভক্তিসুধা এমন অবিমিশ্র ও পবিত্র হউক,—যেন আপনি তাহাদিগকে আর পরিত্যাগ করিতে না পারেন। আপনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন, যাহা হইতে পারিলে আপনার প্রিয় হওয়া যায়, তেমন অবস্থা আমাদিগের সঞ্জাত হউক। আর, তাহার ফলে, আপনি আমাদিগের সঙ্গে চিরতৃষিতের ন্যায় চিরসম্বন্ধযুক্ত হইয়া বিরাজ করুন; অথবা (পক্ষান্তরে) আমরা যেন আপনার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া যাই।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

আর এক দিক দিয়াও ঠিক এই ভাবের আর এক অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে। সুধাপানে সুধার আধার হইয়া আছেন বলিয়াই চন্দ্রের নাম সুধাকর। যে ধন যাহার অধিকারে যত অধিক থাকে, সে ধনের আকাঙ্ক্ষা তাহার ততই অধিক হয়। নিঃস্ব ব্যক্তি শত চায়; শতী দশ-শতের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে; সহস্রপতির কামনা—তিনি যেন লক্ষপতি হইতে পারেন। চন্দ্রপক্ষেও সেইরূপ মনে হয়, সুধার আধার হইয়াও তাঁহার পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে,—সংসারের সকল সুধা পানের জন্য, সকল সৌন্দর্য্য গ্রাসের জন্য, তিনি যেন সদা

ব্যাকুল হইয়া আছেন। একটা স্থূল দৃষ্টান্তে বিষয়টী আরও একটু বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। জলাধিপতি মহাসমুদ্রের—জলের তো কোনও অভাব নাই। তিনি তোয়নিধি। তথাপি, তিনি যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত নদ-নদীর সলিলরাশিকে উদরে পূরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। সে পক্ষে তাঁহার তৃষ্ণা কি অপরিসীম! এখানে উপমায় ইন্দ্র-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সুধাকর সুধার আধার হইয়াও যেমন সুধাপানে সদা তৃষিত হইয়া আছেন, হে ভগবন, আপনিও সেইরূপ, সকল জ্যোতির—সকল সুধার—সকল সদ্ভাবের আধার-স্থানীয় হইয়াও, আমাদিগের এই অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মানুষ্ঠানের বা ভক্তিসুধার প্রতি চির-তৃষিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।' ফলতঃ, ভগবান যেন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা অনুগ্রহপরায়ণ থাকেন, উপমায় তাহাই বলা হইয়াছে। (১ম—১৭সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধি বর্হিষি।
তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

ইমে। সোমাসঃ। ইন্দবঃ। সুতাসঃ। অধি। বর্হিষি।
তান্। ইন্দ্র। সহসে। পিব॥ ৬॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বর্হিষি' (অস্মাকং কর্ম্মাণি হৃদয়ে বা) 'অধি' (আধিক্যেন) 'সুতাসঃ' (অভিযুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ, পবিত্রীকৃতাঃ) 'ইন্দবঃ' (সুস্নিগ্ধাঃ, স্নেহশীলাঃ) 'ইমে' (ত্বয়া সহ নিত্যসম্বন্ধযুতাঃ) 'সোমাসঃ' (সোমসুধাঃ' সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) ভবদনুকম্পয়া সঞ্জাতাঃ ভবন্তু ইতি শেষঃ ; তথা 'সহসে' (বলায়, অস্মাকং তেজোবর্দ্ধনায়, অস্মান্ কৃতকৃতার্থায়) 'তান্' (সত্ত্বভাবান্) 'পিব' (গৃহাণ, তেভিঃ সহ বিদ্যমানঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতঃ কৃপয়া অস্মাকং কর্ম্মাণি সত্ত্বযুতানি ভবন্তু এবং তেষু ত্বং চিরায় অধিতিষ্ঠ॥ (১ম—১৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আমাদিগের কর্ম্মে অথবা হৃদয়ে, অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ সুস্নিগ্ধ আপনার সহিত নিত্যসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব, আপনার অনুকম্পায় সঞ্জাত হউক ; এবং আমাদিগের তেজোবর্দ্ধনের জন্য—আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিবার জন্য, আপনি সেই সত্ত্বভাবসকলকে গ্রহণ করুন—তৎসহ বিদ্যমান রহুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আপনার কৃপায় আমাদিগের কর্ম্মসকল সত্ত্বসহযুত হউক এবং তাহাদিগের মধ্যে চিরকাল আপনি অবস্থিত হউন।)॥ (১ম—১৬সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ইন্দুশব্দ উন্দী ক্লেদন ইতি ধাতোরুৎপন্নঃ। ইন্দবঃ ক্লেদনযুক্তা ইমে বেদ্যামবস্থিতাঃ সোমাসস্তত্তৎপাত্রগতাঃ সোমা বর্হিষি যজ্ঞেঽধ্যাধিক্যেন সুতাসোঽভিযুতাঃ। হে ইন্দ্র সহসে বলার্থং তান্ সোমান্ শিব॥

সোমাসঃ। আজ্জসেরসুগিতি জলোঽসুগাগমঃ। ইন্দবঃ। উক্তং। সুতাসঃ। পূর্ব্ব-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দু শব্দটী ক্লেদনার্থ উন্দী (উন্দ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ইন্দবঃ' অর্থাৎ ক্লেদনযুক্ত, বেদীতে অবস্থিত তত্তৎপাত্রগত এই সোমসমুদায় যজ্ঞে অতিশয় অভিযুত (অভিনব সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত) হইয়াছে। হে ইন্দ্রদেব। বলের নিমিত্ত সেই সোমসমুদয় পান করুন।

"সোমাসঃ" এই পদটী, 'সোম' শব্দের উত্তর 'জস্' বিভক্তিতে "আজ্জসেরসুক্" এই সূত্রদ্বারা অসুক্ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইন্দবঃ' পদটী উক্ত হইয়াছে "সুতাসঃ" এই

বদসুক্। সংহিতায়াং প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে ইতি প্রকৃতিভাবাৎ পরপূর্ব্বত্বং ন ভবতি। বর্হিষি। বৃংহের্নলোপশ্চেতীস প্রত্যয়স্বরঃ। তাঁ ইন্দ্রেত্যত্র দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি রুত্বং। যত্বযলোপৌ। অনুনাসিকঃ। সহসে। সহ মর্ষণে। অসুন্নন্তো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ৬।

* . *

ষষ্ঠ (১৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'সহসে' পদে বিভ্রম আনয়ন করিয়াছে। অবিশ্বাসী জন দেখিতেছেন,—'সহসে' পদের 'বলায়' অর্থে, মাদকদ্রব্য পানের ভাব আসিতেছে। মদ্যপানে মদ্যপ যেমন একটু বল-সঞ্চার বোধ করে,—এখানে তাহাই বুঝাইতেছে। 'সহসে'—'বলায়' অর্থাৎ পাশববল বৃদ্ধির উদ্দেশে, সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য তুমি পান কর—এইরূপ যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে। কিন্তু অন্য পক্ষে, ভগবদ্ভক্ত জন, ঐ 'সহসে' পদে দেখিতেছেন, সাধক যাজ্ঞিক এখানে ভগবদারাধনার উপযোগী শক্তি-সামর্থ্যের কামনা জানাইতেছেন। তদনুসারে এই 'সহসে' পদ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে প্রযুক্ত নহে; পরন্তু ঐ পদ প্রার্থীর আপনার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রদেব আপনার বলবৃদ্ধির জন্য যে সোম-পান করিবেন, ঋকের প্রার্থনার অর্থ কখনই সেইরূপ নহে। ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের শক্তিসামর্থ্যতেজোবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য আমাদিগের উপযোগী আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া, আপনার পূজা-অর্চ্চনার প্রদত্ত ভক্তি-উপহার গ্রহণ করুন;—আমাদিগের মধ্যে মিশিয়া রহুন। সাধুসজ্জন এ ঋকে এই অর্থই দেখিতে পান; কূটতার্কিক বিপরীত অর্থ দেখিয়া থাকেন। (১ম—১৬সূ—৬ঋ)।

পদটী পূর্ব্বের ন্যায় অসুক্ আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংহিতাতে "প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে" এই সূত্রদ্বারা প্রকৃতিভাব হওয়ায় ('সুতাসো+অধি' এস্থলে) পরপূর্ব্বত্ব হয় নাই। "বর্হিষি" এই পদটী, 'বৃন্হ' ধাতুর "বৃংহের্নলোপশ্চ" এই সূত্রদ্বারা ইস্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "তাঁ ইন্দ্র") "এস্থলে দীর্ঘাদটি সমানপাদে" এই সূত্রদ্বারা রুত্ব, যত্ব, 'য' এর লোপ ও অনুনাসিক হইয়াছে। "সহসে" এই পদটি মর্ষণার্থ 'ষহ্' ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—১৬সূ—৬ঋ)॥

* . *

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ।
অথা সোমং সুতং পিব॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

অয়ং। তে। স্তোমঃ। অগ্রিয়ঃ। হৃদিঽস্পৃক্। অস্তু। শম্ঽতমঃ।
অথ। সোমং। সুতং। পিব॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘ইন্দ্র’ (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ইন্দ্রদেব) ‘অয়ং’ (অস্মাভিরুচ্চারিতঃ) ‘স্তোমঃ’ (স্তোত্রবিশেষঃ, বেদমন্ত্রঃ, প্রার্থনা ইত্যর্থ) অগ্রিয়ঃ’ (শ্রেষ্ঠঃ সন্) ‘তে’ (তব) ‘হৃদিস্পৃক্’ (হৃদয়স্পর্শী) ‘শন্তমঃ’ (সুখতমশ্চ) ‘অস্তু’ (ভবতু); ‘অথ’ (প্রার্থনা শ্রবণান্তরং) ‘সুতং’ (বিশুদ্ধং) ‘সোমং’ (সুধাং, সত্ত্বভাবং) ‘পিব’ (পানং কুরু, গৃহাণ, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ মিলিত্বা অস্মাসু অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু, অস্মাসু ভবতঃ অধিষ্ঠানং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—১৬সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের উচ্চারিত এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র) অর্থাৎ প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ হইয়া আপনার হৃদয়স্পর্শী ও পরমানন্দপ্রদ হউক। এই স্তোত্র শ্রবণানন্তর আপনি বিশুদ্ধ সোমসুধা পান করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত মিলিয়া আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, এবং আমাদিগের মধ্যে আপনার অধিষ্ঠান হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—১৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র। অয়মস্মাভিঃ ক্রিয়মাণঃ স্তোমঃ স্তোত্রবিশেষোঽগ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্ তে তব হৃদিস্পৃক্ মনস্যঙ্গীকৃতঃ শন্তমঃ সুখতমোঽস্তু। অথ স্তুতেরনন্তরং সুতমভিষুতং সোমং পিব॥

অগ্রিয়ঃ। অগ্রাদিত্যনুবৃত্তৌ ঘচ্ছৌ চেতি ঘচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। হৃদি স্পৃশতীতি হৃদিস্পৃক্। স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা০ ৩।২।৫৮। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক্। ক্বিন্প্রত্যয়স্য কুঃ। পা০ ৮।২।৬২। ইতি শকারস্য কুত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শন্তমঃ। সুখকরদ্রব্যবচনোঽত্র শম্শব্দঃ। ততস্তমপ্। অত্র সুখপ্রকর্ষস্য গুণদ্বারা গুণনিষ্ঠদ্রব্যে সংক্রান্তত্বাদদ্রব্যপ্রকর্ষ ইতি নিষেধাৎ। পা০ ৫।৩.৫৫।২। কিমেত্তিঙ্ব্যয়েত্যাদিনা। পা০ ৫।৪।১১। আম্ ন ভবতি দ্রব্যস্য স্বতঃপ্রকর্ষাভাবাৎ। ঈদৃগর্থ এব হি স নিষেধঃ। অথা সোমং। সংহিতায়াং নিপাতস্যেতি দীর্ঘঃ॥ (১ম—১৬সূ—৭ঋ)।

* * *

সমপ্ত (১৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত 'অগ্রিয়ঃ' পদে সংশয় আনয়ন করিয়াছে। উপর উপর যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারা মনে করিবেন, ঋষি যেন বলিতেছেন,—এমন শ্রেষ্ঠ সুন্দর স্তোত্রসকল রচনা করিয়া আপনাকে অর্চ্চনা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আমাদিগের ক্রিয়মাণ এই স্তোত্রবিশেষ, শ্রেষ্ঠ হইয়া আপনার মনেতে অঙ্গীকৃত ও অতিশয় সুখপ্রদ হউক। অনন্তর অর্থাৎ স্তুতির পর অভিষুত সোমকে পান করুন।

"অগ্রিয়ঃ" এই পদটী 'অগ্রাৎ' এই অনুবৃত্তিতে "ঘচ্ছৌচ" এই সূত্রদ্বারা ঘচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। চিত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "হৃদি স্পৃশতি" এই অর্থে "হৃদিস্পৃক" পদটী, "স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্" (পা০ ৩।২।৫৮) এই সূত্র দ্বারা ক্বিন্প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "তৎপুরুষে কৃতি বহুলং' এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বিভক্তির আরোপ হইয়াছে। "ক্বিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ" (পা০ ৮।২।৬২) এই সূত্রদ্বারা শ-কারের স্থানে কুত্ব (ক্) হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "শন্তমঃ" পদটী সিদ্ধ সুখকর দ্রব্য। উক্ত 'শম্' শব্দের উত্তর তমপ্ প্রত্যয়ে "শন্তমঃ" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে সুখাতিশয্য, গুণের দ্বারা গুণনিষ্ঠ দ্রব্যে সংক্রান্ত হইতেছে বলিয়া, "দ্রব্যপ্রকর্ষে" (পা০ ৫।৩,৫৫।২) এই সূত্র দ্বারা নিষেধবশতঃ "কিমেত্তিঙব্যয়" (পা০ ৫।৪।১১) এই সূত্রদ্বারা আম্ হইল না; কারণ দ্রব্যের স্বতঃপ্রকর্ষের অভাব আছে। এই অর্থেই উক্ত নিষেধ হইয়া থাকে। "অথা সোমং" এস্থলে সংহিতাতে "নিপাতস্য" সূত্রদ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে॥ (১ম—১৬সূ—৭ঋ)॥

* * *

করিতেছি যে, তাহা আপনার মর্ম্মস্পর্শী হইবে এবং আপনাকে তাহা পরম সুখী করিবে; স্তোত্র শুনিয়া, আপনি নিশ্চয়ই সোমরস পান করিতে আসিবেন।'

এক দিকের এই ভাব—এই অর্থ। কিন্তু অন্য দিকের অন্য ভাব—অন্য অর্থ! সে পক্ষে, প্রার্থনাকারীর বিনয়-নম্রতা ও শাস্ত্রানুরাগ যেন প্রস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। সাধক যাজ্ঞিক কহিতেছেন,—'হে দেব! আমি যে বেদমন্ত্রের দ্বারা আপনার উপাসনা করিতেছি! বেদমন্ত্র যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতার হৃদয়স্পর্শী ও সুখতম, তাহাতে তো অণুমাত্র সন্দেহ নাই! অতএব, আমার শত ত্রুটি, শত অপরাধ থাকিলেও, সে মন্ত্র শুনিয়া, আপনি আসিয়া, আমার উদ্ধার করিবেন—এই আমার একমাত্র ভরসা। হে দেব! আসুন, যজ্ঞসুধা পান করুন, আমি কৃতার্থ হই।' তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—আমি যেন এমন কার্য্যে, এমন প্রার্থনায় সমর্থ হই, যাহাতে আপনাকে পাইতে পারি। (১ম—১৬সূ—৭ঋ)।

* * *

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষোড়শং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বমিৎ সবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি।
বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণম্।

বিশ্বং। ইৎ। সবনং। সুতং। ইন্দ্রঃ। মদায়। গচ্ছতি।
বৃত্রহহা। সোমহপীতয়ে ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতারূপশত্রুনাশকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'বিশ্বমিৎ' (সর্ব্বমপি). 'সুতং' (সুপবিত্রং) 'সবনং' (যজ্ঞং, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবগ্রহণায়, সত্ত্বেন সহ সম্মিলিতায় ইত্যর্থঃ) 'মদায়' (হর্ষায়, পরমানন্দের সহ ইত্যর্থঃ)

'গচ্ছতি' (যাতি, প্রাপ্নোতি)। সকলসৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সহ বলস্য ঐশ্বর্য্যস্য চ অধিপতেঃ ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৬সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতারূপশত্রুনাশক ভগবান ইন্দ্রদেব, সকল সুপবিত্র যজ্ঞে বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণের জন্য—সত্ত্বসহ সম্মিলিত হইবার জন্য, পরমানন্দের সহিত গমন করেন। (ভাব এই যে,—সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বলের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান ইন্দ্রেদেবের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন)॥ (১ম—১৬সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃত্রহা শত্রুঘাতক ইন্দ্রঃ সোমপীতয়ে সোমপানায় মদায় তৎপানজন্যহর্ষায় চ বিশ্বমিৎ-সর্ব্বমপি সুতমভিষুতসোমযুক্তং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্ম গচ্ছতি॥

বিশ্বং। অশিপৃষীত্যাদিনা ক্বন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সবনং সুতং। পূর্ব্ববৎ। মদায়। মদোঽনুপসর্গ ইত্যপ্ প্রত্যয়ঃ। পিত্বাদ্ধাতুস্বরঃ। গচ্ছতি। ইষুগমিয়মাং ছঃ। বৃত্রহা। বৃত্রং হতবান্। ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু ক্বিপ্। পা০ ৩।২।৮৭। ইন্হন্পূষন্নিত্যাদিনা নিবৃত্তং দীর্ঘত্বং সৌ চ। পা০ ৬।৪।১২।১৩। ইতি প্রতিপ্রসবাদ্ভবতি। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সোমপীতয়ে ব্যধিকরণ-বহুব্রীহিরিত্যুক্তং। তৎপুরুষে বা দাসীভারাদিত্বাৎ। পা০ ৬।২।৪২। পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৮॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শত্রুঘাতক ইন্দ্রদেব, সোমপানের নিমিত্ত এবং সেই সোমপানজনিত হর্ষের জন্য, সকলই অভিষুত সোমবিশিষ্ট প্রাতঃসবনাদিরূপ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন।

"বিশ্বং" এই পদটী 'বিশ্' ধাতুর উত্তর "অশিপৃষি" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ক্বন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সবনং" "সুতং" পদদ্বয়ের সাধনপ্রণালী পূর্ব্বের ন্যায়। "মদায়" এই শব্দটী "মদোঽনুপসর্গে" এই সূত্র দ্বারা 'মদ্' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয়ে চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু এস্থলে ধাতুস্বর। "গচ্ছতি" এই পদটী, "ইষুগমিযমাং ছঃ" এই সূত্রানুসারে 'ছ' আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃত্রকে হত করিয়াছেন' এই অর্থে "বৃত্রহা" পদটী বৃত্র-পূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তর "ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু ক্বিপ্" (পা০ ৩।২।৮৭) সূত্রদ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "সৌচ" (পা০ ৬।৪।১২।১৩) সূত্রদ্বারা প্রতিপ্রসব থাকায় "ইন্হন্পূষন্" ইত্যাদি সূত্রানুসারে দীর্ঘ নিষেধ হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। "সোমপীতয়ে" পদটী ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অথবা তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন হইলে দাসীভারাদিত্ব হেতু (পাণিনির ৬।২।৪২) এই সূত্রদ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইবে॥ (১ম—১৬সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (১৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের 'মদায়' পদ সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। সাধারণতঃ উহার অর্থ হইয়া থাকে—'মত্ততা-বৃদ্ধির জন্য।' ইন্দ্রদেব মত্ততা-বৃদ্ধির জন্য সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন,—এই ভাবই ত্রুটিসন্ধিৎসু জন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঐ শব্দের নিগূঢ় ভাব তাহা নহে। 'মত্ততা-বৃদ্ধির জন্য' ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঐ শব্দ ঐ স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই। ঋকের প্রকৃত ভাব এই যে, যাগাদি বিশুদ্ধ-কর্ম্ম ভগবানের পরম প্রীতিসাধন করে। বিশ্বসংসারে যত কিছু সুপবিত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠান (যজ্ঞ) হয়, সকলই সেই আনন্দময়ের আনন্দ-হেতুভুত। যেখানে যজ্ঞ, যেখানে পবিত্র-কর্ম্মানুষ্ঠান, যেখানে সৎসংশ্রব, সেখানেই ভক্তি-রূপ সোমসুধা পানের জন্য ভগবান্ গমন করেন। তাঁহার হর্ষ সেখানে, তাঁহার আনন্দ সেখানে, তাঁহার অবস্থিতি সেখানে। তাহা হইলে, এ ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে শত্রুনাশকারী * ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যাগাদি বিশুদ্ধ-কর্ম্ম আপনার পরমানন্দ-

---

* এই ঋকের 'বৃত্রহা' শব্দে আমরা 'শত্রুনাশকারী' অর্থ গ্রহণ করিলাম। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রুই উহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে সায়ণ কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এখানে আর সায়ণ 'বৃত্র-নামক অসুরের সংহারকারী' অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। পরন্তু অতি সাবধানতার সহিত 'বৃত্রহা শত্রুঘাতক ইন্দ্রঃ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে হইবে,—বৃত্র-নামক অসুর-রূপ অনিত্য-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-সূচনা করিলে পাছে বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে, সায়ণ সেই জন্যই এখানে 'অসুর' অর্থ গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা বেদের নিত্যত্বে সন্দিহান আছেন বা বেদের অর্থ অন্যরূপ বুঝেন, তাঁহারা 'বৃত্রহা' পদে বৃত্ররূপ 'অসুর' অর্থই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে রূপকে অনেক স্থলে বৃত্রাসুরের উপাখ্যান আছে। সুতরাং ভ্রান্তি আনয়ন-পক্ষে বিঘ্ন ঘটে নাই। অধিক কি, সায়ণের ভাষ্যেও দুই এক স্থলে সে ভ্রান্তি, তাঁহার অলক্ষ্যেই হউক, অথবা লিপিকর-প্রমাদেই হউক, অথবা পরবর্ত্তী কাহারও হস্তকণ্ডূতির ফলেই হউক, ঘটিয়া গিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। চতুর্থ সূক্তের অষ্টম ঋকের সায়ণ-ভাষ্য দেখুন; আর এই ঋকের ভাষ্যটি দেখুন। দুইটী অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে আছে—"বৃত্রাণাং বৃত্রনামকাসুরপ্রমুখানাং" ইত্যাদি। আর এখানে 'বৃত্রহা শত্রুঘাতক ইন্দ্রঃ।' এখানেই বা কেন "বৃত্রহা" শব্দে "শত্রুঘাতক" হইল, আর সেখানেই বা "বৃত্রাণাং" শব্দে "বৃত্রনামককাসুরপ্রমুখানাং" হইল? উত্তরে কবি-বাক্যে কহিতে হয়,—"বুঝে দেখ যে জান সন্ধান।"

প্রদ ; তদ্রূপ কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আমরা যেন তেমন কর্ম্মই করিতে পারি ;—আর সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' * ঋকের ইহাই প্রকৃত মর্ম্মার্থ। (১ম—১৬সূ—৩ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষোড়শং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

সেমন্নঃ কামমাপৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো।
স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ইমং। নঃ। কামং। আ। পৃণ। গোভিঃ। অশ্বৈঃ। শতক্রতো।
ইতি শতঽক্রতো। স্তবাম। ত্বা। সুঽআধ্যঃ ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (অশেষসৎকর্ম্মকারিণ্, যদ্বা—অশেষসৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত হে ইন্দ্রদেব !) বয়ং 'স্বাধ্যঃ' (সর্ব্বতঃ ধ্যাননিবিষ্টাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তবাম' (অর্চ্চয়াম, তব অনুসারিণঃ ভবেম ইত্যর্থঃ); 'সঃ' (অস্মাকং স্তবনীয়ঃ অনুসরণীয়ঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং' (অভীপ্সিতং) 'কামং' (কাম্যমানং ফলং) 'গোভিরশ্বৈঃ' (দীপ্তিবিশিষ্টৈর্ব্ব্যাপ্তিজ্ঞানৈঃ সহ) 'আপৃণ' (সম্যক্ পূরয়, সর্ব্বথা অস্মভ্যং প্রযচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! যেন বয়ং তব অনুসারিণঃ ভবেম, তথা পূর্ণজ্ঞানলাভেন কাম্যধনং প্রাপ্নুয়াম, তৎবিধেহি। (১ম—১৬সূ—৯ঋ)।

• এই ঋকে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ঋকটী যে প্রার্থনা-মূলক, সহসা তাহা বোধ হয় না। সে পক্ষে এই ঋক্‌টীর সহিত পরবর্ত্তী ঋকের সংশ্রব আছে, মনে করিতে হইবে। এ ঋক্ষে ভগবানের গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, পরবর্ত্তী ঋকে তাঁহাকে অভিলাষ-পূরণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। অথবা, ভাবার্থ এই যে,—'তুমি যাহা চাও, আমরা যেন তাহা দিতে পারি ; তোমার যাহা প্রিয় গন্তব্যস্থান, আমাদের যজ্ঞক্ষেত্র যেন সেইরূপ স্থানেই পরিণত হয়।' এ ঋকের অর্থে এ ভাবও গ্রহণ করা যায় ; আবার পরবর্ত্তী ঋকের সহিত সংশ্রব-সূচনা করিলেও অর্থ পরিস্ফুট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে অশেষসৎকর্ম্মকারিন্ অথবা অশেষসৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সত্ত্বভাব-প্রাপ্ত হে ইন্দ্রদেব! আমরা সর্ব্বতোভাবে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া, যেন আপনার অর্চ্চনা করি, অর্থাৎ যেন আপনার অনুসারী হই; আমাদিগের স্তবনীয় অনুসরণীয় সেই আপনি, আমাদিগের এই অভীপ্সিত কাম্যফল, দীপ্তি ও ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানের সহিত, সম্যক্-রূপে পূরণ করুন, অর্থাৎ সর্ব্বথা আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! যেন আমরা আপনার অনুসারী হই এবং পূর্ণজ্ঞান-লাভে কাম্যধন প্রাপ্ত হই, তাহার বিধান করুন।) ॥ (১ম—১৬সূ—৯ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতো স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং কামং কাম্যমানং ফলং গোভিরশ্বৈশ্চ সহাপৃণ। সর্ব্বতঃ পূরয়। বয়মপি স্বাধ্যঃ সুষ্ঠু সর্ব্বতো ধ্যানযুক্তাঃ সন্তস্ত্বা ত্বাং স্তবাম॥

সেমং। সংহিতায়াং সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সুলোপঃ। কামং। কমের্ঘঞি কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্ত উদাত্ত। পা০ ৬।১।১৫৯। ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। পৃণ। পৃণ প্রীণনে। লোটঃ সের্হিঃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। তস্য ঙিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। অতো হেরিতি হের্লুক্। গোভিঃ। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তং বিভক্তেরুদাত্তত্বং ন গোশ্বন্‌সাববর্ণেতি প্রতিষিধ্যতে। অশ্বৈঃ। ক্বন্নন্ত ইতুাক্তং। অসামর্থ্যান্ন পরাঙ্গবদ্ভাবঃ। স্তবাম।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শতক্রতো! সেই আপনি, আমাদিগের এই কাম্যমান্ ফল, গোসমূহ এবং অশ্বসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূরণ করুন। আমরাও শোভনরূপে সর্ব্বপ্রকারে ধ্যানযুক্ত হইয়া আপনাকে স্তব করিব।

"সেমং" পদটীতে, সংহিতাতে "সোঽচিলোপে চেৎ পাদপূরণং" এই সূত্র দ্বারা সু লোপ হইয়াছে। "কামং" এই পদটি, ণ্যন্ত 'কামি' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্ত উদাত্তঃ" (পা০ ৬।১।১৫৯) এই সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে, বৃষাদির মধ্যে পাঠ থাকায়, আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পৃণ" এই পদটীতে প্রীণনার্থক 'পৃণ' ধাতুর উত্তর লোটের 'সি' এর স্থানে 'হি' আদেশ, "তুদাদিভ্যঃ শঃ" সূত্রানুসারে শ-প্রত্যয়, সেই শ-প্রত্যয়ের ঙিত্ত্বহেতু গুণের অভাব, এবং "অতোহেঃ" সূত্রানুসারে 'হি' এর লোপ হইয়াছে। 'গোভিঃ" পদটীতে "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির প্রাপ্ত যে উদাত্তস্বর, তাহা "ন গোশ্বন্‌সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অশ্বৈঃ" এস্থলে 'অশ্ব' ক্বন্-প্রত্যয়ান্ত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; অসামর্থ্য-প্রযুক্ত এস্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হয় নাই। "স্তবাম" এই পদটীতে স্তত্যর্থক 'ষ্টু' ধাতুর "ধাত্বাদেঃ

ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ। লোড়ুত্তম বহুবচনস্য লোটো লঙ্বদিতি লঙ্বত্তাবান্নিত্যং ঙিতঃ। পা০ ৩।৪।৯৯। ইতি সকারস্য লোপঃ। আড়ুত্তমস্য পিচ্চ। পা০ ৩।৪।৯২। ইত্যাডাগমঃ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব। স্বাধ্যঃ। ধ্যৈ চিন্তায়াং। স্বাঙোরুপসর্গয়োঃ প্রাক্প্রয়োগঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি ক্বিপ্। দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহণার্থত্বাদত্র সম্প্রসারণে সতি পরপূর্ব্বত্বং। হল ইতি দীর্ঘঃ। জস্যেরনেকাচঃ। পা০ ৬।৪।৮২। ইতি যণাদেশঃ। গতিকারকোপপদাৎ কৃদিত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি জস উদাত্তত্বং ন ভবতি তত্রাসর্ব্বনামস্থানমিত্যনুবৃত্তেঃ। অত উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি স্বরিতত্বমেব ভবতি॥ (১ম—১৬সূ - ৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে একত্রিংশো বর্গ॥ ১।১।৩১ ॥

* * *

নবম (১৬৭) ঋকের বিশদার্থ

সূক্তের সূচনায় যাহার আভাস পাইয়াছি, উপসংহারে তাহা প্রত্যক্ষ করুন। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, এই ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে ইন্দ্র! আমরা সর্ব্বতোভাবে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া আপনার স্তব করিতেছি; আপনি আমাদিগকে গরু আর ঘোড়া প্রদান করুন।'

সঃ সঃ" এই সূত্র দ্বারা ষ-কারের স্থানে 'স' কার করিয়া লোটের উত্তম পুরুষের বহুবচনের স্থানে "লোটো লঙ্বৎ' এই সূত্র দ্বারা লঙ্-ভাব-হেতু "নিত্যং ঙিতঃ" (পা০ ৩।৪।৯৯) এই সূত্র দ্বারা স কারের লোপ হইয়াছে। "আড়ুত্তমস্য পিচ্চ" (পা০ ৩।৪।৯২) এই সূত্র দ্বারা আট্ (আ) আগম হইয়াছে। প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। ইহাতে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "স্বাধ্যঃ" এই পদটীতে চিন্তার্থ 'ধ্যৈ' ধাতুর পূর্ব্বে 'সু' ও 'আঙ্' উপসর্গদ্বয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্রানুসারে ক্বিপ্; দৃশিগ্রহণের অন্যবিধি উপসংগ্রহণের নিমিত্ত এস্থলে সম্প্রসারণ হইলে পর, পরপূর্ব্বত্ব হইয়াছে। "হলঃ" এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ "জস্যেরনেকাচঃ" (পা০ ৬।৪।৮২) এই সূত্র দ্বারা যণাদেশ হইয়াছে। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" এই সূত্র দ্বারা ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ এই সূত্র দ্বারা জসের উদাত্তত্ব হয় নাই; কারণ, সেস্থলে "অসর্ব্বনামস্থানং" এইরূপ অনুবৃত্তি আছে। অতএব "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতানুদাত্তস্য" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বরিত স্বরই হইয়াছে॥ (১ম—১৬সূ - ৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।৩১ ॥

* * *

এই মন্ত্রের সম্বোধ্য 'শতক্রতো' পদ। ঐ পদের মর্ম্ম প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'শতক্রতু' শব্দে কি ভাব উপলব্ধ হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস (চতুর্থ সূক্তের অষ্টম ঋকে) প্রদান করিয়াছি। শত (বহু, অসংখ্য) যজ্ঞ-সাধনে ইন্দ্রদেব শতক্রতু হন। ভাবার্থ এই যে, অশেষ সৎকর্ম্মের ফলে সৎস্বরূপত্ব লাভ করা যায়। বিশেষণের অতীত যিনি, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি মানুষকে সৎস্বরূপ লাভ-পক্ষে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। 'শতক্রতু' বলিতেছে,—'শত-যজ্ঞ কর, শত সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তুমিও শতক্রতু হইবে।'

অতঃ পর "স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ"—বাক্যাংশের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। উহার ভাব,—'সর্ব্বতোভাবে এক-মন এক-প্রাণ হইয়া ধ্যানে মগ্ন আছি, আপনার অর্চ্চনা করিতেছি।' কেন?—না, গরু আর ঘোড়া পাইবার জন্য। এই কি প্রার্থনা? এমন অর্ব্বাচীন সংসারে কে আছে—যে গরু আর ঘোড়া পাইবার জন্য তন্ময় হইয়া ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হয়? সাধে কি আর মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,—'ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ঋকের একরূপ ভ্রান্ত অর্থ হয়, আর ভক্তগণের পরিত্রাণের জন্য ঋকের আর এক প্রকৃত অর্থ আছে।' এইরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন—এই সূক্তের প্রায় সকল ঋক্‌গুলিই এইরূপ পরস্পর বিপরীত ভাবপূর্ণ।

যাঁহারা 'স্বাধ্যঃ,' সর্ব্বতঃ ধ্যাননিবিষ্টচিত্ত, তাঁহারা কি কখনও ঐ তুচ্ছ গবাশ্বাদির কামনা করেন? পার্থিব ধন তাঁহাদিগের নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ নহে কি? অতএব, ঋকের 'স্বাধ্যঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করুন দেখি! দেখিবেন—প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণরূপ উল্টাইয়া যাইবে। দেখিবেন—ঋকের 'গোভিরশ্বৈঃ' পদে সেখানে আর গরু ঘোড়া বুঝাইতেছে না। দেখিবেন—গত্যর্থক 'গম্'-ধাতুমূলক গো-শব্দে তখন দীপ্তি জ্যোতিঃ কিরণ বা জ্ঞান অর্থই সূচনা করিতেছে; আর, দেখিবেন—ব্যাপ্ত্যর্থমূলক 'অশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন 'অশ্ব' তখন ব্যাপ্তিভাব ব্যক্ত করিতেছে। সে দৃষ্টিতে ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে শতক্রতু অর্থাৎ অশেষসৎকর্ম্মসম্বন্ধযুত সৎস্বরূপ! আমরা একান্তচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলাম; প্রার্থনা এই যে,

আপনি কৃপাপরবশ হইয়া, দীপ্তি-ব্যাপ্তি যুক্ত জ্ঞান-রূপ ধন প্রদান করিয়া, আমাদিগের কামনা পূরণ করুন।'

'গোভিরশ্বৈঃ' পদে যদি 'গবাশ্ব' অর্থও গ্রহণ করি, তাহা হইলেও ঋকের 'কামং' পদটীর প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে অর্থ হয়, অশ্ব-গবাদি সহ (ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যাদি সহ) আমাদিগের কামনা (পারলৌকিক সম্পৎ দানে) পূরণ করুন। অর্থের সময় 'কামং' পদটী পরিত্যাগ করায়, গরু-ঘোড়া চাওয়া মাত্র ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু 'কামং' পদের প্রতি লক্ষ্য করিলে, গবাশ্বাদি ভিন্ন অন্য প্রার্থনাও বিদ্যমান থাকে।

দুই ভাবের এই প্রার্থনার মধ্যেও অবশ্য, সংসার-কীট কেবল ইহলৌকিক সুখ-সম্পদের কামনাই দেখিতে পাইবেন; ভগবদ্বিশ্বাসী জন, তাহার অতীত সামগ্রী লক্ষ্য করিবেন। দুই দিকের দুই ভাব লইয়া ঋক্ প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি যে ভাবের ভাবুক, তিনি সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইবেন,—তিনি সেই ভাবেরই প্রতিচ্ছবি ঋকের মধ্যে প্রতিভাত দেখিবেন। (১ম—১৬সূ—৯ঋ)॥

সপ্তদশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

ইন্দ্রাবরুণয়োরিত্যাদিকং নবর্চ্চং ষষ্ঠং সূক্তং। অতএব নবশব্দানুবৃত্তাবনুক্রম্যাতে। ইন্দ্রাবরুণয়োরৈন্দ্রাবরুণং যুবাকু পাদনিচৃতাবিতি। অত্র দেবতা বিস্পষ্টা। ঋষিচ্ছন্দসী তু পূর্ব্ববদনুবর্ত্তেতে। অয়ং তু বিশেষঃ। যুবাকুহীত্যাদিকে দ্বে ঋচৌ পাদনিচৃন্নামকচ্ছন্দোযুক্তে বিনিয়োগস্তু স্মার্ত্তো লৈঙ্গিকো বা কশ্চিদবগন্তব্যঃ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ষষ্ঠ সূক্ত "ইন্দ্রাবরুণয়োঃ" ইত্যাদি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট। অতএব নব শব্দের অনুবৃত্তিতে অনুক্রম হইয়াছে। "ইন্দ্রাবরুণয়োরৈন্দ্রাবরুণং যুবাকুপাদনিচৃতৌ" ইতি। এস্থলে দেবতা বিস্পষ্ট। ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায় অনুবর্ত্তিত হইতেছে। "যুবাকুহি" ইত্যাদি ঋক্দ্বয় 'পাদনিচৃৎ' নামক ছন্দোবিশিষ্ট। ইহাই বিশেষ। ইহার বিনিয়োগ স্মার্ত্ত। কোন মতে লৈঙ্গিক। তাহা জানা উচিত। সেই সূক্তে প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। চতুর্থোহনুবাকঃ।
প্রথমোহষ্টকঃ। দ্বাত্রিংশস্ত্রয়োত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

সপ্তদশং সূক্তং।

এই সূক্তটী ইন্দ্রদেবতার ও বরুণদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। ঋষি ও ছন্দের অনুবর্ত্তন বিষয় সায়ণাচার্য্যের অনুক্রমণিকাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সূক্তে ইন্দ্র ও বরুণ উভয় দেবতার স্তবে নানারূপ প্রার্থনা আছে। যিনি যে ভাবের প্রার্থী, প্রার্থনায় তাঁহার সেইরূপ অভিলাষই ব্যক্ত হইবে।

সকল ঋক্ই বিভিন্ন স্তরের উপযোগী প্রার্থনা-সমূহ অন্তরে ধারণ করিয়া আছে। যিনি যদ্রূপ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি তদনুরূপ সামগ্রীই ঋকের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। একই ঋকে অজ্ঞ সংসারীর উপযোগী প্রার্থনাও উদ্ভাসিত হয়; আবার বিজ্ঞ সাধকের উপযোগী প্রার্থনাও প্রকাশ পায়। তোমার যে অবস্থা যে ভাব যে কামনাই হউক না কেন, তুমি সেই ভাবের প্রার্থনাই ঋকের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। বেদের ইহাই বেদত্ব—বেদের ইহাই বিশেষত্ব।

তবে ভ্রান্তি, মানুষকে নানারূপে ঘেরিয়া আছে। সুতরাং বুঝিয়াও মানুষ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। যাঁহারা বেদকে নিত্য-সত্য পরম-বস্তু বলিয়া মনে করেন, মোহবশতঃ তাঁহারাও সে ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না; যাঁহারা বেদকে "চাষার-গান" বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের তো সে ভাব-গ্রহণ-পক্ষে প্রবৃত্তিই আসে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ যে বিভ্রান্ত হন, তাহার কারণ, কতকগুলি ভ্রান্তসংস্কার তাঁহাদের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া আছে। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি। "সায়ণ অর্থ করিয়াছেন; সুতরাং উহার লঙ্ঘন হইতে পারে না,"—এই একবিধ ধারণা, তাঁহাদের জ্ঞানকে অনেক সময় প্রতিহত করে। সায়ণ তো আর দেবতা ছিলেন না? তাঁহারই যে ভ্রান্তি ঘটিবে না, তাহাই কি প্রকারে বলা যায়? তার পর, তাঁহার রচনা নকলের পর নকলে যে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? তাঁহার ভাষ্যে যখন পরস্পর-বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত দেখি, তখন

নিশ্চয়ই কোথাও একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে। কিন্তু গোঁড়ামী এতই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে যে, সে বিচারের অবসর পর্য্যন্ত পায় না। সুতরাং ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

কেবল অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিলেই চলিবে না ;—কোথায় যাইতে কোন্ পথ অনুবর্ত্তন করিতেছি, চক্ষু মেলিয়া এক এক বার দেখিতেও হইবে।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য সপ্তদশং সূক্তং। চতুর্থানুবাকঃ। ঋষিঃ কণ্বপুত্রো
মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ইন্দ্রাবরুণৌ দেবতে।
বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ।

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে।
তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥ ১ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রাবরুণয়োঃ। অহং। সংহ্‌রাজোঃ। অবঃ। আ। বৃণে।
তা। নঃ। মৃড়াতঃ। ঈদৃশে ॥ ১ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘সম্রাজোঃ’ (সম্যক্ দীপ্যমানয়োঃ) ‘ইন্দ্রাবরুণয়োঃ’ (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ইন্দ্রদেবস্য তথা অভীষ্টবর্ধকস্য বরুণদেবস্য—এতয়োঃ উভয়োঃ দেবয়োঃ) ‘অবঃ’ (রক্ষণং) ‘অহং আবৃণে’ (প্রার্থনাকারী অহং সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ে) ; ‘তা’ (তৌ দেবৌ) ‘ঈদৃশে’ (এবংবিধে প্রার্থনায়াঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘মৃড়াতঃ’ (মৃলাতঃ -- সুখয়তঃ)। দেবদ্বয়সন্নিধানে রক্ষাং প্রার্থনা নিশ্চিতং ফলবতী ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৭সূ—১ঋ) ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

সম্যক্ দীপ্যমান্ পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবতার এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণ দেবতার—এই উভয় দেবতার রক্ষণকে আমি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি; সেই দেবদ্বয় এই প্রার্থনায়, আমাদিগকে সুখী করেন। (ভাব এই যে, দেবসমীপে প্রার্থনা নিশ্চয়ই ফলবতী হয়।)॥ (১ম—১৭সূ—১ঋ)।

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

অহমনুষ্ঠাতা সম্রাজোঃ সমীচীনরাজ্যোপেতয়োঃ সমগ্দীপ্যমানয়োর্ব্বেন্দ্রাবরুণয়োর্দ্দেবয়োঃ সম্বন্ধ্যবো রক্ষণমাবৃণে। সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ে। তা তৌ দেবাবীদৃশে এবম্বিধেঽস্মদীয়বরণে নিমিত্তভূতে সতি মৃড়াতঃ। অস্মান্ সুখয়তঃ॥

ইন্দ্রশব্দো রন্-প্রত্যয়ান্তঃ। বরুণশব্দ উনন্-প্রত্যয়ান্তঃ। উভৌ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তৌ। সমাসে দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। উভে যুগপদিত্যনুবৃত্তৌ দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি যুগপদুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সম্রাজোঃ। রাজৃ দীপ্তৌ। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। সমো মোঽনুস্বারঃ। পা০ ৮ ৩ ২৩। ইত্যনুস্বারে প্রাপ্তে মো রাজি সমঃ ক্বৌ। পা০ ৮।৩.২৫। ইতি মকারাদেশঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি। পা০ ২।৩.৬৫। ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। অব রক্ষণাদিষু। ভাবেঽসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। তা। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনুষ্ঠানকর্ত্তা আমি, সমীচীন রাজ্যযুক্ত অথবা সম্যক্-রূপে দীপ্তিমান্ ইন্দ্র এবং বরুণ দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধীয় রক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি (অর্থাৎ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও বরুণ দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি)। সেই দেবদ্বয়, এইরূপ আমাদিগের বরণ-নিমিত্তভূত হইলে (অর্থাৎ যখন আমরা তাঁহাদিগকে বরণ করিব, তখন তাঁহারা) আমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন।

'ইন্দ্র' শব্দটী রন্-প্রত্যয়ান্ত এবং 'বরুণ' শব্দ উনন্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উভয় পদেরই নিত্ত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত। সমাসে "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বের ন্যায় 'অনঙ্' আদেশ হইয়াছে। "উভে যুগপৎ" এই অনুবৃত্তিতে "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" এই সূত্রানুসারে যুগপৎ উভয় পদেই প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সম্রাজোঃ" এই পদটী, 'সম্' উপপদ-পূর্ব্বক দীপ্ত্যর্থক রাজ্ (রাজ) ধাতুর উত্তর "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ প্রত্যয়ে ষষ্ঠীর দ্বিবচনে 'সম্রাজোঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "সমোমোঽনুস্বারঃ" (পা০ ৮।৩২৩) এই সূত্র দ্বারা 'সম্' এর ম-কারের স্থানে অনুস্বার প্রাপ্ত হইলে, "মো রাজি সমঃ ক্বৌ" (পা০ ৮।৩২৫) এই সূত্র দ্বারা ম-কারাদেশই হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। এস্থলে "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পা০ ২৩৬৫) এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। "অবঃ" এই পদটী রক্ষণাদি অর্থমূলক অব্ ধাতুর উত্তর ভাবে 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অসুন্'

দ্বিবচনস্য ডাদেশঃ। টিলোপে বিভক্তেরুদাত্তনিবৃত্তিস্বরঃ। মৃড়াতঃ। মৃড় সুখনে। প্রার্থনায়াং লিঙর্থে লেট্। দ্বিবচনং তস্য তস্। লেটোঽডাটাবিত্যাডাগমঃ। তুদাদিভ্যঃ শঃ। ঙিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ঈদৃশে। ত্যদাদিষু দৃশোঽনালোচনে কঞ্ চ। পা০ ৩।২।৬০। ইতীদম্শব্দে উপপদে দৃশেঃ কঞ্। উপপদসমাসে ইদং কিমোরীশ্কী। পা০ ৬।৩।৯০। ইতীদম ঈশ্। শিত্ত্বাৎ সর্ব্বাদেশঃ। কঞঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। ঞিত্ত্বাদুত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে॥ (১ম—১৭সূ—১ঋ)॥

∴

প্রথম (১৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টির এবং ইহার পরবর্ত্তী ঋক্-কয়েকটীর অর্থ সরল ও সহজ-বোধ্য। অথচ, দুই দিক হইতে দুই ভাবের দৃষ্টিতে ঋক-কয়টী ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এক দৃষ্টিতে দেবতাদ্বয়কে অতীন্দ্রিয় জ্যোতির্ম্ময় অভিন্নরূপ বলিয়া ধারণা হয়; অন্য দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বীর্য্যৈশ্বর্য্যশালী মনুষ্য-মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

দেবদ্বয় 'ইন্দ্রাবরুণ' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছেন। তাহাতে দুই ভাব প্রকাশ পাইতেছে; দেবতা বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং দেবতা করুণা-বারি-বর্ষণকারী। একদিকে তাঁহাতে সংসারের সকল শক্তি ও সকল ঐশ্বর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে; অন্যদিকে তিনি করুণা-বিতরণে মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। যুগ্ম দেবতায় এই যুগ্ম ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "তা" এই পদটী তদ্-শব্দের উত্তর প্রথমার দ্বিবচনের স্থানে "সুপাং সুলুক্" এই সূত্রানুসারে ডা (আ) আদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। টি-লোপ হইয়া বিভক্তির উদাত্তনিবৃত্তি স্বর অর্থাৎ একাদেশে উদাত্তস্বর হইয়াছে। "মৃড়াতঃ" এই পদটি, সুখনার্থক 'মৃড়' ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লিঙর্থে লেট্ বিভক্তির দ্বিবচন 'তস্' প্রত্যয়ে "লেটোঽডাটৌ" সূত্র দ্বারা আট্ (আ) আগম এবং "তুদাদিভ্যঃ শঃ" সূত্রানুসারে 'শ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ঙিত্ত্বহেতু লঘু-উপধা-স্বরের গুণাভাব হইয়াছে। "ঈদৃশে" পদটি 'ইদং' শব্দ-পূর্ব্বক 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর "ত্যদাদিষু দৃশোঽনালোচনে কঞ্ চ" (পা০ ৩।২।৬০) এই সূত্র দ্বারা কঞ্ প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে উপপদসমাসে "ইদং কিমোরীশ্কী" (পা০ ৬।৩।৯০) এই সূত্র দ্বারা 'ইদম্' শব্দের স্থলে ঈশ্, এবং ঈশের শিত্ত্বহেতু সর্ব্বাদেশ হইয়াছে। কিত্ত্বহেতু গুণের অভাব, ঞিত্ত্বহেতু পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উক্ত "ঈদৃশে" পদে উপপদ-সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই প্রকৃতি স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম - ১৭সূ — ১ঋ)॥

∴

এই দেবতার এই দুই ভাব অনুসরণ করিয়া প্রার্থী হইতে পারিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইহাই এই মন্ত্রের প্রধান শিক্ষা।

লক্ষ্য করুন,—এই ঋকে দেবদ্বয়ের একটী বিশেষণ আছে—'সম্রাজোঃ'। এক দিকের অর্থ—'সম্যক্ দীপ্তিমানয়োঃ', অন্য দিকের অর্থ—'সম্রাট্ বা তৎসদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন।' যাঁহারা প্রথম অর্থের অনুসরণকারী, তাঁহারা বুঝিবেন,—ঐ বিশেষণে ভগবানের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এখানে ভগবদ্বিভূতি ইন্দ্রাবরুণ নামে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। আর যাঁহারা শেষোক্ত অর্থের অনুসরণ করেন, তাঁহারা এখন ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় কোন্ দেশের কোথাকার সম্রাট্ ছিলেন, তাহারই গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

'অবঃ' (রক্ষণং) পদ তদনুসারে বিভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। পারলৌকিক ও ইহলৌকিক দুই দিকের রক্ষার প্রার্থনাও সেই বিশ্বাস অনুসারেই সূচিত হইতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রাবরুণ দেবদ্বয়ে ভগবদধিষ্ঠান দেখিতেছেন, তাঁহারা পারত্রিক রক্ষার কামনা করিতেছেন; যাঁহারা মানুষ-ভাবে দেখিতেছেন, তাঁহারা ঐহিক রক্ষাই যাচ্ঞা করিতেছেন। দুই দিকের দুই অধিকারীর পক্ষে এইরূপ দুই ভাব লইয়া ঋক প্রকাশমান্ আছে।

'মৃড়াতঃ' (সুখায়তঃ) পদেও সুখের প্রকার ভেদ বুঝাইতে পারে। তাঁহারা সুখ-শান্তি দান করিবেন। তুমি কি চাও? কোন্রূপ সুখ চাও? 'মৃড়াতঃ' দুই দিকের দুই রূপ সুখেরই দ্যোতনা করিতেছে।

মূল লক্ষ্য—কর্ম্মী হও, জ্ঞানী হও, সামর্থ্য লাভ কর। তবে তো প্রার্থনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে! (১ম—১৭সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ।
ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং॥ ২॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

গন্তারা। হি। স্থঃ। অবসে। হবং। বিপ্রস্য। মাবতঃ।

ধর্ত্তারা। চর্ষণীনাং ॥ ২ ॥

⁂

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! যুবাং ‘হি’ (নিশ্চিতং) ‘চর্ষণীনাং’ (সাধনসম্পন্নানাং জনানাং এব, যদ্বা—সকলানাং মনুষ্যাণাং এব) ‘ধর্ত্তারা’ (ধর্ত্তারৌ, পালকৌ, উদ্ধারকর্ত্তারৌ) ভবথঃ ইতি শেষঃ; ‘মাবতঃ (মাদৃশস্য) ‘বিপ্রস্য’ (প্রার্থনাকারিণঃ, যাজ্ঞিকস্য) ‘অবসে’ (রক্ষণার্থং) ‘হবং’ (আহ্বানং, প্রার্থনাং) ‘গন্তারা’ (গন্তারৌ, শ্রোতারৌ গ্রহীতারৌ বা) ‘স্থঃ’ (ভবথঃ, ভবতং, মম প্রার্থনাং শৃণু ইত্যর্থঃ)। ন চ যুবাং হি কেবলং সাধকানাং উদ্ধারকর্ত্তারৌ, পরন্তু মাদৃশস্য অভাজনস্য প্রার্থনামপি শৃণুথঃ ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১৭সূ—২ঋ) ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা নিশ্চয়ই সাধনসম্পন্ন জনের (অথবা, সকল মনুষ্যগণের) উদ্ধারকর্ত্তা হয়েন; আমার ন্যায় বিপ্রের (প্রার্থনাকারীর) রক্ষণার্থ প্রার্থনার শ্রোতা বা গ্রহীতা হউন অর্থাৎ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনারা কেবল সাধকগণের উদ্ধারকর্ত্তা নহেন, পরন্তু আমার ন্যায় অভাজনের প্রার্থনাও শ্রবণ করেন।) ॥ (১ম—১৭সূ—২ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাবরুণৌ! অবসেঽবিতুমনুষ্ঠাতারং রক্ষিতুং মাবতো মদ্বিধস্য বিপ্রস্য ব্রাহ্মণর্ত্বিজো হবমাহ্বানং গন্তারৌ স্থো হি। প্রাপ্তশীলৌ ভবথঃ খলু। কীদৃশৌ? চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধর্ত্তারৌ। যোগক্ষেমসম্পাদনেন ধারয়িতারৌ ॥

গন্তারা। গমেস্তাচ্ছীল্যে তৃন্। দ্বিবচনস্য সুপাং সুলুগিত্যাদিনাকারাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব এবং বরুণদেব! আপনারা অনুষ্ঠানকারীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ ঋত্বিকের আহ্বানকে প্রাপ্ত হয়েন। আপনারা কীদৃশ? যোগক্ষেমসম্পাদনের দ্বারা (অর্থাৎ মঙ্গল-বিধান জন্য) আপনারা মনুষ্য-সমূহের ধারক অর্থাৎ পালক বা রক্ষক।

“গন্তারা” এই পদটী, গম্ ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে ‘তৃন্’ প্রত্যয় করিয়া প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনের স্থানে “সুপাং সুলুক্” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আকারাদেশ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে

গুণঃ। অপ্তৃন্নিত্যাদিনোপধাদীর্ঘত্বং। তৃণো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। স্থঃ। অস্ ভুবি।। লঙ্মধ্যমপুরুষদ্বিবচনং থস্। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অবসে। অব রক্ষণে। তুমর্থে সেসেনিত্যসেন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। হবং। হ্বেঞো বহুলং ছন্দসীত্যনৈমিত্তিকে সম্প্রসারণে পরপূর্ব্বত্বে চ ঋদোরবিত্যপ্। গুণাবাদেশৌ। অপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ধাতুস্বর এব। বিপ্রস্য। ডুবপ্ বীজতন্তুসন্তানে। অস্য ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রন্ নিপাতিতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। মাবতঃ। বতুপ্প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং। পা০৫।২।৩৯।১। বতুপ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োরস্মদো মপর্যন্তস্য মাদেশঃ। পা০ ৭।২ ৯৮। আ সর্ব্বনাম্নঃ। পা০ ৬.৩.৯১। ইতি দকারস্যাকারঃ। সবর্ণদীর্ঘঃ। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। প্রাতিপদিকান্তোদাত্তত্বে স এব শিষ্যতে। ধর্ত্তারা ধৃঞ্ ধারণে। ণ্বুল্ তৃচৌ। পা০ ৩ ১।১৩৩। ইতি তৃচ্। একাচ উপদেশ ইতীট্প্রতিষেধঃ। গুণো রপরত্বং। অপ্তৃন্নিত্যাদিনোপধাদীর্ঘঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। তৃচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। চর্ষণীনাং। কৃষেরাদেশ্চ চঃ। উ০ ২.১০০। ইত্যনিপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিযোগেন ককারস্য

"ঋদৃশোঽঙি গুণঃ" সূত্রানুসারে গুণ, "অপ্তৃন্" ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধাস্বরের দীর্ঘ এবং 'তৃন্' প্রত্যয়ের নিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্থঃ" এই পদটী, ভুব্যর্থক 'অস্' ধাতুর উত্তর লঙের মধ্যম-পুরুষের দ্বিবচন থস্ বিভক্তিতে "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে প্রাপ্ত নিঘাত-স্বর "হিচ" সূত্র দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে। অবসে" এই পদটী, রক্ষণার্থ 'অব্' ধাতুর উত্তর "তুমর্থে সেসেন" এই সূত্র দ্বারা 'তুম্' প্রত্যয়ের অর্থে 'অসেন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্ব হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "হবং" এই পদটী, 'হ্বেঞ' ধাতুর "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে অনৈমিত্তিক সম্প্রসারণ এবং পরপূর্ব্বত্ব হইলে "ঋদোরপ্" এই সূত্র দ্বারা অপ্ প্রত্যয় করিয়া গুণ এবং অবাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর, এবং ধাতুর ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "বিপ্রস্য" এই পদটীতে বীজতন্তুসন্তানার্থক 'ডুবপ্' (বপ্) ধাতুর উত্তর "ঋজ্রেন্দ্র' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিপাতনে 'রন্' প্রত্যয় হইয়াছে নিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "মাবতঃ" পদটীতে 'বতুপ্' প্রত্যয়ের প্রকরণে "যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং" (পা০ ৫।২।৩৯ ২) এই সূত্র দ্বারা 'অস্মদ্' শব্দের উত্তর 'বতুপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। "প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ" (পা০ ৭.২.৯৮) এই সূত্র দ্বারা ম-পর্যান্ত অস্মদ্-শব্দের স্থানে 'ম' আদেশ হইয়াছে। "আ সর্ব্বনাম্নঃ" (পা০ ৬.৩।৯১) এই সূত্র দ্বারা অস্মদের দ-কারের স্থানে আকার এবং ম-এর অকারে ও উক্ত আকারে সবর্ণদীর্ঘ হইয়াছে। মতুপের পিত্বহেতু অনুদাত্তস্বর। প্রতিপাদকের অন্তোদাত্তস্বর হইয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "ধর্ত্তারা" এই পদটী, ধারণার্থক 'ধৃঞ' ধাতুর উত্তর "ণ্বুল্ তৃচৌ" (পা০ ৩.১।১৩৩) এই সূত্র দ্বারা 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার দ্বিবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "একাচ উপদেশে" এই সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধ হইয়া গুণ এবং র-পরত্ব হইয়াছে। "অপ্তৃন্" ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা উপধা-স্বরের দীর্ঘ এবং "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা আকার হইয়াছে। তৃচ্ প্রত্যয়ের চিত্বহেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "চর্ষণীনাং" এই পদটী "কৃষেরাদেশ্চ চঃ" (উ০ ২.১০০) এই সূত্র দ্বারা 'কৃষ্'

ধাতুর উত্তর চকারঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তং বাধিত্বা ছান্দসমন্তোদাত্তত্বং । অতএব নামন্যতরস্যা-মিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং তত্র হি মতুপি যো হ্রস্বান্তঃ অন্তোদাত্তঃ তত উত্তরস্য নাম উদাত্তত্বমিতি ব্যাখ্যাতং॥ (১ম—১৭সূ - ২ঋ)॥

দ্বিতীয় (১৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এখানেও সম্বোধ্য—সেই ইন্দ্রবরুণ দেবদ্বয়। 'চর্ষণীনাং' পদের দুই রূপ ব্যাখ্যায় এ ঋক্‌টিতে দুই ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। ঐ পদের 'মনুষ্যাণাং' (মনুষ্যমাত্রেরই) প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, ঋকের ভাবার্থ এইরূপ হয় যে,—'হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা, আপনারা মনুষ্য-মাত্রেরই রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং আমার ন্যায় বিপ্রেরও রক্ষা-বিষয়ক প্রার্থনা আপনারা শ্রবণ করেন।' এ অর্থে দেবদ্বয়ের সার্ব্বজনীন করুণার ভাব প্রকাশ পায়। পাপী তাপী যে যেখানে আছে, ইন্দ্রাবরুণ দেবদ্বয় তাহাদের সকলকেই উদ্ধার করেন—সে অর্থে এইরূপ ভাব উপলব্ধ হয়। সাধারণতঃ এই ভাবের অর্থই প্রচলিত আছে।

পক্ষান্তরে আবার, খুব সঙ্গত অর্থ হয়, যদি 'চর্ষণীনাং' পদের 'সাধনসম্পন্নজনানাং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। কর্ষণ-মূলক 'কৃষ্'-ধাতুই 'চর্ষণী' শব্দের মূল। সুতরাং, যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, ঐ শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে. ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাহাতে ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! আপনাদিগের করুণা অপরিসীম। আপনাদিগকে সাধকগণেরই রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, মাদৃশ অভাজন বিপ্রের রক্ষা-বিষয়ক প্রার্থনাও আপনাদিগের কর্ণে স্থান পায়। আপনারা অনুগত সকল জনের প্রতিই কৃপা-পরবশ আছেন।' এই দৃষ্টিতে প্রার্থনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। ক্রিয়ার প্রতিবাক্যে লটের পরিবর্ত্তে লোটের পদ গ্রহণ করিলে, সেই ভাব পরিস্ফুট হয়।

'অনি' প্রত্যয় এবং অনি প্রত্যয়ের সন্নিয়োগ-বশতঃ ধাতুর আদিস্থিত ক-কারের স্থানে চ-কার করিয়া ষষ্ঠীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রত্যয়ে আদ্যুদাত্ত-স্বরকে বাধিয়া ছান্দসপ্রযুক্ত অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "নামন্যতরস্যাং" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্ত স্বর হইয়া থাকে; সেস্থলে 'মতুপ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন যে হ্রস্বান্ত শব্দ, তাহার উত্তরই 'নাং' এর উদাত্তস্বর হয়,—এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ (১ম—১৭সূ—২ঋ)॥

ভাবপক্ষে সকল দিকের সকল অর্থেই একই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যিনি যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন, সেই ভাবেই তিনি অগ্রসর হউন। মন্ত্রের মূল লক্ষ্য—মুখ্য উপদেশ,—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হও—সৎকর্ম্মে মতিমান রও। (১ম—১৭সূ—২ঋ) ॥

—— ০ ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।).

অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ।
তা বাং নেদিষ্ঠমামহে ॥ ৩ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

অনুঽকামং। তর্পয়েথাং। ইন্দ্রাবরুণা। রায়ঃ। আ।
তা। বাং। নেদিষ্ঠং। ঈমহে ॥ ৩ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাবরুণ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপ তথা অভীষ্টপূরক দ্বৌ দেবৌ) 'অনুকামং' (অস্মদীয়াভিলাষানুরূপং) 'রায়ঃ' (ধনস্য প্রদানেন) 'আতর্পয়েথাং' (সর্ব্বতোঽস্মান তৃপ্তান্ কুরুতং); 'তা' (তৌ, তাদৃশৌ তৃপ্তিসাধকৌ) 'বাং' (যুবাং) 'নেদিষ্ঠং' (অতিশয়েন সামীপ্যং যথা ভবতি তথা কুরুতং ইতি) 'ঈমহে' (যাচামহে) বয়মিতিশেষঃ। হে দেবৌ! যুবাং অস্মাকং কামনানুরূপং ধনং সদাকালং প্রযচ্ছতং; যেন বয়ং যুবয়োঃ সামীপ্যং প্রাপ্স্যামঃ, তদ্বিধানং কুরুতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১ম—১৭সূ—৩ঋ) ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অভিলাষের অনুরূপ ধন প্রদান করিয়া, আপনারা সর্ব্বতোভাবে আমা-

দিগকে তৃপ্ত করুন, তাদৃশ তৃপ্তিসাধক আপনাদিগের সামীপ্য যাহাতে অতিশয়রূপে হয়, তাহা বিহিত করুন—ইহাই আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে দেবদ্বয়! আমাদিগের কামনার অনুরূপ ধন সর্ব্বদা প্রদান করুন; যাহাতে আমরা আপনাদিগের সামীপ্য লাভ করি, তাহার বিধান করুন।)॥ (১ম—১ সূ—৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ। অনুকামমস্মদীয়াভিলাষমনু রায়ো ধনস্য প্রদানেনাতর্পয়েথাং। সর্ব্বতোঽস্মাংস্তৃপ্তান্ কুরুতং। বয়ং যদা যদা ধনং কাময়ামহে তদা তদা প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। তা বাং তাদৃশৌ যুবাং নেদিষ্ঠমতিশয়েন সামীপ্যং যথা ভবতি তথা ঈমহে। যাচামহে। কালবিলম্বমন্তরেণ ধনং দাতব্যমিত্যর্থঃ। সপ্তদশসু যাচ্ঞাকর্ম্মস্বীমহে পঠিতং॥

অনুকামং। কামস্য পশ্চাদনুকামং। অথবা কামে কামেঽনুকামং। অনুরিহ পশ্চাদর্থে। অথবা বীপ্সালক্ষণে যথার্থে। যোগ্যতা বীপ্সা পদার্থানতিবৃত্তিঃ সাদৃশ্যং চেতি চত্বারো। হি যথার্থা। গৃহীতাঃ। অব্যয়ং বিভক্তীত্যাদিনা। পা০ ২।১।৬। অব্যয়ীভাবসমাসঃ। অব্যয়ীভাবশ্চ। পা০ ১।১।৪১। ইত্যব্যয়সংজ্ঞায়ামব্যয়াদাপ্সুপঃ। পা০ ২।৪।৮২। ইতি প্রাপ্তস্য লুকোঽপবাদো নাব্যয়ীভাবাদতোঽম্ ত্বপঞ্চম্যাঃ। পা০ ২।৪।৮৩। ইতি বিভক্তেরমাদেশঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। তর্পয়েথাং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র এবং বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের অভিলাষানুরূপ ধনপ্রদানের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত করুন। অর্থাৎ,—আমরা যখন যখন ধন-কামনা করি, তখন তখনই ধনপ্রদান করেন। আপনারা আমাদিগের প্রার্থনানুরূপ ধনপ্রদানকারী; আপনাদিগের সামীপ্য-লাভ-কামনায় আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। কালবিলম্ব না করিয়া আপনারা ধনদান করুন। সপ্তদশ প্রকার যাচ্ঞা কর্ম্মের মধ্যে "ঈমহে" এই পদটী পঠিত হইয়াছে।

কামনার পশ্চাৎ অথবা প্রত্যেক কামনাতে—এই অর্থে "অনুকামং" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'অনু' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ অথবা বীপ্সারূপ যথার্থ। যথার্থ শব্দে যোগ্যতা, বীপ্সা, পদার্থের অনতিবৃত্তি এবং সাদৃশ—এই চারি প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত 'অনু' শব্দের সহিত 'কাম' শব্দের "অব্যয়ং বিভক্তি" (পা০ ২ ১.৬) এই সূত্র দ্বারা অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। অনন্তর "অব্যয়ীভাবশ্চ" (পা০ ১।১।৪১) এই সূত্র দ্বারা অব্যয়-সংজ্ঞা হইলে "অব্যয়াদাপ্সুপঃ" (পা০ ২ ৪ ৮২) এই সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত বিভক্তি-লোপের অপবাদক "নাব্যয়ীভাবাদতোঽম্ ত্বপঞ্চম্যাঃ" (পা০ ২ ৪।২৩) এই সূত্রানুসারে বিভক্তির স্থানে 'অম' আদেশ হইয়াছে। "সমাসস্য" এই সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "তর্পয়েথাং" এই পদটীতে

তৃপের্ণ্যন্তাল্লোটো নিচশ্চ । পা০ ১।৩।৭৪ । ইত্যাত্মনেপদং । মধ্যমদ্বিবচনমাথাং । টেরেত্ব আমেতঃ । পা০ ৩।৪।৯৪ । ইত্যামাদেশঃ । শপি সত্যতো যেয়ঃ । পা০ ৭।২।৮০ । ইত্যনুবৃত্তাবাতোঙিতঃ । পা০ ৭।২।৮১ । ইত্যাকারস্যেয়াদেশঃ । আদ্গুণো যলোপশ্চ । ইন্দ্রাবরুণা । সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্যাকারঃ । আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং । সংহিতায়ামাকারস্য হ্রস্বত্বং । রায়ঃ । উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং । তা । সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ । পদাৎপরত্বাদ্যুবামিত্যস্য বামাদেশোঽনুদাত্তঃ । নেদিষ্ঠং । অতিশয়েনান্তিকং । অতিশায়ন ইষ্ঠন্ । অন্তিকবাঢ়য়োর্নেদসাধৌ । পা০ ৫।৩।৬৩ । ইতি নেদাদেশঃ । যস্যেতি লোপঃ । ইষ্ঠনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং । ঈমহে । ঈঙ্ গতৌ । ঙিত্ত্বাদাত্মনেপদং । বহুলং ছন্দসীতি শ্যনোলুক্ । নিঘাতঃ ॥ (১ম—১৭সূ—৩ঋ)॥

⁂

তৃতীয় (১৭০) ঋকের বিশদার্থ ।

—:× ০ ×:—

এ ঋকটিকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায় । এক অংশের ভাব এই যে,—'ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় আমাদিগের কামনার অনুরূপ ধন দান করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করেন বা করুন' ; এবং অন্য অংশের অর্থ এই যে,—

ণ্যন্ত তৃপ্ ধাতুর উত্তর "তৃপের্ণ্যন্তাল্লোটো নিচশ্চ" (পা০ ১।৩।৭৪) এই সূত্র দ্বারা লোটের আত্মনেপদের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনে 'আথাং' বিভক্তি করিয়া "টেরেত্ব আমেতঃ" (পা০ ৩।৪।৯০) এই সূত্র দ্বারা আমাদেশ হইয়াছে । 'শপ্' প্রত্যয় হইলে "অতো যেয়ঃ" (পা০ ৭।২ ৮০) এই অনুবৃত্তিতে "আতো ঙিতঃ" (পা০ ৭।২।৮১) এই সূত্র দ্বারা আ-কারের স্থানে ইয়াদেশ, আকারের গুণ এবং 'য' এর লোপ হইয়াছে । "ইন্দ্রাবরুণা" এই পদটী, "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা দ্বিবচনের স্থানে আকারাদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইহার আমন্ত্রিত আদি-স্বর উদাত্ত হইয়াছে, এবং সংহিতাতে আ-কারের হ্রস্ব হইয়াছে । "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "রায়ঃ" পদটীর বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে । "তা" এই পদটী "সুপাং সুলুক" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে । পদের পরে বলিয়া "যুবাং" এই পদটীর 'বাং' আদেশ অনুদাত্ত হইয়াছে । "নেদিষ্ঠং" এই পদটী, "অতিশয় অন্তিক" এই অর্থে 'অন্তিক' শব্দের উত্তর "অতিশায়ন ইষ্ঠন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে । এস্থলে "অন্তিকবাঢ়য়োনেদসাধৌ" (পা০৫।২।৬৩) এই সূত্র দ্বারা 'অন্তিক' শব্দের স্থানে 'নেদ' আদেশ এবং "যস্যেতি লোপ" সূত্র দ্বারা 'নেদ' এর অ-কার লোপ হইয়াছে । 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে । "ঈমহে" এই পদটীতে গত্যর্থ 'ঈঙ' ধাতুর ঙিত্ত্ব-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে । এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শ্যন্-এর লোপ হইয়াছে । ইহার নিঘাতস্বর ॥ (১ম- :৭সূ- ৩ঋ)॥

⁂

'সেই কামনাপূরক তৃপ্তিসাধক তাঁহার নিকট 'নেদিষ্ঠং' (সামীপ্যলাভ-রূপ ধন) আমরা যাচ্ঞা করিতেছি।' প্রথমাংশের অর্থ-সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য দেখি না। তবে শেষাংশের ব্যাখ্যা-বিষয়ে অন্য মত দৃষ্ট হয়। উহা ধনাদিপ্রাপ্তিমূলক প্রার্থনা, তাহাই অনেকে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 'আমাদিগের কামনানুরূপ ধন দান করিয়া আপনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন'—এই বলিয়া, পরিশেষে বলা হইতেছে,—'হে দেব! আপনাদিগের সামীপ্য যেন লাভ করি। অর্থাৎ, সামীপ্য-লাভই আমাদিগের এখন একমাত্র কামনা।' পুত্রবিত্তাদি ঐহিক সুখ-সম্পত্তির কামনা করিতে করিতে, পরিশেষে সামীপ্য লাভ-রূপ ধনই মানুষ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহাই ভাবার্থ। সেই প্রার্থনাই এ ঋকে পরিস্ফুট দেখি। (১ম—১৭সূ—৩ঋ) ॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং।
ভূয়াম বাজদাব্নাং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবাকু। হি। শচীনাং। যুবাকু। সুঽমতীনাং।
ভূয়াম। বাজঽদাব্নাং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ভগবান্ 'হি' (নিশ্চিতং) 'শচীনাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং) 'যুবাকু' (রক্ষকঃ) তথা "সুমতীনাং" (সদ্বুদ্ধিসম্পন্নানাং জনানাং) 'যুবাকু' (রক্ষকঃ); অতঃ বয়ং 'বাজদাব্নাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং সুমতিসম্পন্নানাং বা মধ্যে প্রধানাঃ) 'ভূয়াম' (ভবেম)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মপরৈঃ সাধকৈঃ সহ ভগবান নিত্যসম্বন্ধযুতঃ, অত বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সাধুচরিতাঃ চ ভবেম। (১ম—১৭সূ ৪ঋ)॥

∴

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ নিশ্চয়ই সৎকর্ম্মকারিগণের রক্ষক এবং সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের রক্ষক; অতএব, আমরা সৎকর্ম্মকারিগণের বা সুমতিসম্পন্ন জনগণের মধ্যে যেন প্রধান হই। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপর সাধকগণের সহিত ভগবান্ নিত্যসম্বন্ধযুত; অতএব, আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ এবং সাধুচরিত হই।)॥ (১ম—১৭সূ—৪ঋ)॥

∴

সায়ণ-ভাষ্যং।

হি যস্মাৎকারণাচ্ছচীনামস্মদীয়কর্ম্মণাং সম্বন্ধি সোমরূপং হবির্যুবাকু বসতীবর্যৈকধনাখ্যৈরুদকৈঃ পয়সক্ত্বাদিদ্রব্যান্তরৈশ্চ মিশ্রিতং। তথা সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানামৃত্বিজাং স্তোত্ররূপং বচনমপি যুবাকু নানাবিধৈঃ স্তত্যগুণৈর্মিশ্রিতং। তস্মাৎকারণাৎ হে ইন্দ্রাবরুণৌ তথাবিধং হবিঃ স্বীকুর্ব্বতোর্যুবয়োঃ প্রসাদাদ্বয়ং বাজদাব্নামন্নপ্রদানাং পুরুষাণাং মধ্যে মুখ্যা ভূয়াম। ভবেম॥ অপোহপ্ন ইত্যাদিষু ষড়্বিংশতিসংখ্যাকেষু কর্ম্মনামসু শচী শমীতি পঠিতং॥

যুবাকু। মিশ্রণে। কটিকুষিভ্যাং কাকুঃ। উ° ৩।৭৬। ইত্যত্র বাহুলকাদ্যৌতেরপি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে কারণবশতঃ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সম্বন্ধীয় সোমরূপ হবিঃ, বসতীবরীর ও একধনাখ্য উদক দ্বারা এবং দুগ্ধ ও সক্তু ইত্যাদি দ্রব্যান্তরের দ্বারা মিশ্রিত হয়; সেই কারণেই শোভন বুদ্ধিযুক্ত ঋত্বিক্-সমূহের স্তোত্ররূপ বাক্যও নানাপ্রকার স্তবনীয় গুণসমুদয়ের দ্বারা মিশ্রিত হয়। সেই কারণ বশতঃ, হে ইন্দ্রদেব ও বরুণদেব! সেইরূপ হবিগ্রহণকারী আপনাদের প্রসাদে আমরা অন্নপ্রদ পুরুষদিগের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ হই। "অপোহপ্নঃ ইত্যাদি ষড়বিংশতি প্রকার কর্ম্ম নামের মধ্যে 'শচী' 'শমী' এইরূপ পঠিত হইয়াছে।

"যুবাকু" এই পদটী মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর "কটিকুষিভ্যাং কাকু" (উ° ৩।৭৬) এই সূত্র অনুসারে বহুলপ্রযুক্ত 'কাকু' (আকু) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাকু প্রত্যয়ের কিত্ত্বহেতু গুণের অভাব বশতঃ যু ধাতুর উ-কারের স্থানে 'উবঙ্' আদেশ;

কাকুঃ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বেন গুণাভাবাদুকারস্যোবঙাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বং। শচীশব্দঃ কেষাঞ্চিন্মতে শার্ঙ্গরবাদিঃ। ঙীনন্তো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পা০ ৪।১।৭৩। ইত্যুভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিত্যত্র। পা০ ৬।২।১৪০। বৃত্তিকৃতোক্তং। সুমতীনাং। বিভাষা সুমতীনামিত্যত্রোক্তং। ভূয়াম। প্রার্থনায়াং লিঙ্। উত্তমবহুবচনে নিত্যং ঙিত ইতি সকারলোপঃ। যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ। পা০ ৩।৪।১০। ইত্যুদাত্তো যাসুডাগমঃ। লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য। পা০ ৭।২।৭৯। ইতি সকারলোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। সতি শিষ্টত্বাদ্যাসুডুদাত্ত এব শিষ্যতে। বাজদাব্নাং। বাজং দদাতীতি বাজদাবানঃ। আতো মনিন্নিত্যাদিনা বনিপ্। তস্য পিত্বাদ্ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। আম্যল্লোপোঽনঃ। পা০ ৬।৪।১২৪। ইত্যকারলোপঃ। তস্যচ পরস্মিন্নিতি স্থানিবত্ত্বাল্লোপো ব্যোর্বলীতি বকারলোপো ন ভবতি॥ (১ম—১৭সূ—৪ঋ)॥

⁂

চতুর্থ (১৬৭) ঋকের বিশদার্থ

এই ঋক্ সরল সদ্ভাবমূলক কিন্তু বিপরীত দৃষ্টিতে ঋকের ব্যাখ্যা হওয়ায়, ভাব-পরিগ্রহে দারুণ অন্তরায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার মধ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে 'শচী' শব্দে শার্ঙ্গরবাদিকে কহে। "শচী" শব্দটী ঙীন্ (ঈ) প্রত্যয়ান্ত। নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত (পা০ ৪।১।৭৩) এতৎপ্রসঙ্গে "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিত্যত্র" (পা০ ৬।২।১৪০) ইত্যাদি সূত্র বৃত্তিকার কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। "সুমতীনাং" এই পদটী "বিভাষা সুমতীনাং" এই স্থলে কথিত হইয়াছে। "ভূয়াম" এই পদটীতে প্রার্থনা অর্থে লিঙ্ হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে "নিত্যং ঙিতঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স-কারলোপ "যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ" (পা০ ৩।৪।১০৩) এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত যাসুট আগম, "লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য" (পা০ ৭।২।৭৯) এই সূত্র দ্বারা স-কার লোপ এবং "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে 'শপ্' প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে সতি শিষ্টত্ব-হেতু 'যাসুট্'-এর উদাত্ত-স্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'বাজ (অন্ন) দান করে যাহারা' এই অর্থে 'বাজ' উপপদ পূর্ব্বক দানার্থ 'দা' ধাতুর উত্তর "আতো মনিন্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা, 'বনিপ্' (বন্) প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠীর বহুবচনে 'বাজদাব্নাং' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বনিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু ইহাতে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বরহেতু তাহাই শিষ্ট হয়। 'বাজদাবন্' শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি করিয়া "আম্যল্লোপোঽনঃ" (পা০ ৬।৪।১৩৪) এই সূত্র দ্বারা অকার লোপ হইয়াছে। "তস্যচ পরস্মিন্" এই সূত্র দ্বারা স্থানিবত্ত্বহেতু "লোপোব্যোর্ব্বলি" এই সূত্রানুসারে ইহার ব-কারের লোপ হয় নাই॥ ৪॥

⁂

ঋকের 'যুবাকু' পদ সংশয়-সমস্যার প্রধান হেতুভূত। আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ঐ 'যুবাকু' পদকে 'যুবয়োঃ' পদের 'ছান্দসব্যত্যয়' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'আমরা যেন আপনাদিগের ধনপ্রদ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।' সায়ণাচার্য্য 'যুবাকু' পদে 'মিশ্রিতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক দৃষ্টিতে তাহাই সমীচীন অর্থ। তবে তিনি ঐ অর্থের সহিত 'সোমরূপ হবিঃ' মিশ্রণের ভাব ব্যক্ত করায় হিতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। তাঁহার অনুসরণকারী বেদব্যাখ্যাতৃগণ, উহাতে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ-সূচনা করিয়া তাহার সহিত দুগ্ধ বা জল প্রভৃতি মিশ্রণের কল্পনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাহাতে ঋকটি বিকৃত ভাব গ্রহণ করিয়া আছে। অথচ, সায়ণের ব্যাখ্যায় সোমরসকে মাদক দ্রব্য বলিয়া উল্লেখ নাই। তিনি যে 'সোমরূপ হবিঃ' বলিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় অর্থ অন্যরূপও হইতে পারে। সাধারণতঃ উহাতে আহবনীয় দ্রব্যমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। যাহা হউক, সে ব্যাখ্যার ব্যাখ্যায় আর প্রয়োজন নাই। এখন ঋকটির অভ্যন্তরে প্রকৃত কি ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত আছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক।

আমরা মনে করি, ঋকটি বিশুদ্ধ সদ্ভাবপূর্ণ। 'যুবাকু' পদের 'মিশ্রিত' অর্থই সঙ্গত বটে। কিন্তু সে মিশ্রণ—মাদক-দ্রব্যের সহিত জলের বা দধিদুগ্ধের মিশ্রণ নহে। সে মিশ্রণ—কর্ম্মের সহিত বা স্তোত্রের সহিত ভগবানের সংযোগ-রূপ মিশ্রণ। যে কর্ম্ম ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত, যে স্তোত্র ভগবৎ-পদাঙ্কানুগত, এখানে সেই কর্ম্মের বা সেই স্তোত্রের প্রতিই লক্ষ্য দেখি। 'বাজদাব্নাং' পদের সম্বন্ধ বিষয় অনুধাবন করিলে, সে লক্ষ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 'আমরা যেন 'বাজদাবানঃ' হইতে পারি';—এতদুক্তিতে কি ভাব প্রকাশ করে? 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' বুঝায়, 'বাজ' শব্দে 'যজ্ঞ' বুঝায়। যিনি অন্নদাতাদিগের মধ্যে প্রধান অথবা যিনি যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই 'বাজদাবা' বলা যাইতে পারে। এ সংসারে অন্নদাতাদিগের মধ্যে প্রধান হইতে পারেন কোন্ জন? অথবা, এ সংসারে যাজ্ঞিকদিগের—সাধকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেই বা সমর্থ হন কোন্ জন? সে কি তিনিই নহেন,—যাঁহার স্তোত্র (বাক্য) ভগবানের সহিত মিশিতে পারিয়াছে? তাঁহারই সাধনা সার্থক হইয়াছে,

তিনিই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন,—যাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। কর্ম্মে সৎ হও, বাক্যে সৎ হও, সত্যের সহিত মিলিয়া যাও,—শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইবে। এ ঋক্ সেই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সরলভাবে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছি। (১ম—১৭সূ—৪ঋ) ॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্থানাং।
ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। সহস্রঽদাব্নাং। বরুণঃ। শংস্থানাং।
ক্রতুঃ। ভবতি। উক্থ্যঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'সহস্রদাব্নাং' (প্রভূতধনপ্রদানাং, অশেষসৎকর্ম্মকারিণাং) 'ক্রতুঃ' (সৎকর্ম্মস্বরূপঃ) 'ভবতি' (অস্তি, বিদ্যতে ইতি ভাবঃ) ; তথা 'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ বরুণদেবঃ) 'শংস্থানাং' (প্রশংসনীয়ানাং শিক্ষাদাতৄণাং, সাধূনাং ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুঃ' (আদর্শঃ উপদেশরূপঃ বা) 'ভবতি' (অস্তি, বিদ্যতে ইতি ভাবঃ) ; অতঃ তত্তদ্দেবঃ 'উক্থ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মরূপেণ সদাদর্শরূপেণ বা দেবাঃ বিদ্যন্তে ; অতঃ বয়ং সৎকর্ম্মণাং সদাদর্শানাং চ অনুসারিণঃ ভবেম ॥ (১ম—১৭সূ—৫ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব—অশেষসৎকর্ম্মকারিগণের সৎকর্ম্মস্বরূপ হয়েন ; এবং অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব—প্রশংসনীয় শিক্ষাদাতাদিগের অর্থাৎ সাধুগণের আদর্শ বা উপদেশ-রূপে বিদ্যমান আছেন।

অতএব, সেই সেই দেবতা স্তবনীয়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-রূপে বা সদাদর্শ-রূপে দেবগণ বিদ্যমান আছেন ; অতএব, আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সমূহের এবং সদাদর্শসমূহের অনুসারী হই। (১ম—১৭সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মিন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যাকধনপ্রদানাং মধ্যে ক্রতুর্দ্ধনদানস্য কর্ত্তা ভবতি প্রভূতং দদাতীত্যর্থঃ। তথা বরুণঃ শংস্থানাং স্তুত্যানাং মধ্যে উক্থ্যঃ স্তুত্যো ভবতি অতিশয়েন স্তুত্য ইত্যর্থঃ।

বরুণঃ। উনন্‌-প্রত্যয়ো নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। শংস্থানাং। শংসু স্তুতৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। তিৎস্বরিতমিতি প্রাপ্ত ঈডবন্দবৃশংসদুহাং ণ্যত ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। ক্রতুঃ। কৃঞঃ কতুরিতি কতুঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবে যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। উক্থ্যঃ। উক্থং শস্ত্রং। তেন স্তুত্যত্বেন তত্র ভব উক্থ্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যস্যেতি লোপঃ। অত্র তিৎস্বরিতমিত্যেতদ্বাধিত্বা তীর্থ্যায় কৃপ্যায়েত্যাদিশব্দ্বাচ্‌ত্বাদ্যতোঽনাব ইতি প্রাপ্তমাদ্যুদাত্তত্বং সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে ইতি ন ক্রিয়তে। নমু যস্যেতি লোপাৎ প্রাগের তিৎস্বরিতত্বমস্তু।

সায়ণভাষ্যে বঙ্গানুবাদ।

এই ইন্দ্রদেব, সহস্রসংখ্যক ধনপ্রদসমূহের মধ্যে ধনদানের কর্ত্তা হয়েন। অর্থাৎ,—ইন্দ্রদেব প্রচুর ধন দান করেন। সেইরূপ বরুণদেব, স্তবনীয়দিগের মধ্যে স্তুত্য হয়েন ; অর্থাৎ,—অতিশয় স্তবনীয় হয়েন।

“বরুণঃ” এই পদটী ‘বৃ’ ধাতুর ‘উনন্‌’ (উন) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। “শংস্থানাং” পদটী স্তুত্যর্থ ‘শংসু’ ধাতুর “ঋহলোর্ণ্যৎ” সূত্রানুসারে ‘ণ্যৎ’ প্রত্যয় করিয়া ষষ্ঠীর বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘ণ্যৎ’ প্রত্যয়ের তিত্বহেতু “তিৎস্বরিতং” সূত্রানুসারে স্বরিতস্বরের প্রাপ্তিতে “ঈডবন্দবৃশংসদুহাংণ্যতঃ” সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “ক্রতু” এই পদটী ‘কৃঞ’ (কৃ) ধাতুর উত্তর “কৃঞঃ কতুঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘কতু’ (অতু) প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘কতু প্রত্যয়ের কিত্বহেতু গুণের অভাবে ‘যণ’ (কৃ-এর ঋ স্থানে র) আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। উক্থ বলিতে শস্ত্রমন্ত্রকে বুঝায়। সেই উক্থ অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্র দ্বারা স্তুত্য বলিয়া ‘তাহাতে উৎপন্ন’ এই অর্থে “উক্থ্যঃ” পদটী, উক্থ শব্দের উত্তর “ভবে ছন্দসি” এই সূত্র দ্বারা ‘যৎ’ প্রত্যয় করিয়া “যস্যেতিচ” সূত্রানুসারে অ-কারলোপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “তিৎস্বরিতং” সূত্রানুসারে প্রাপ্ত স্বরিত-স্বরকে বাধিয়া ‘তীর্থ্যায়’ ‘কৃপ্যায়’ ইত্যাদি শব্দের ন্যায় দ্বি অচ্‌ (দুইটী স্বর) স্বরবিশিষ্ট বলিয়া “যতোঽনাবঃ” এই সূত্র প্রাপ্ত যে আদ্যুদাত্তস্বর, তাহা “সর্ব্বোবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে” এই সূত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—“যস্যেতি” সূত্রানুসারে অ-কার লোপের পূর্ব্বেই তিৎস্বরিত স্বর

ন হি তদা যতোঽনাব ইত্যেতদস্তি দ্ব্যচ্‌ত্বাভাবাৎ। অত এব তূর্য্যায় চ সূর্য্যায় চেত্যাদৌ স্বরিতত্বং দৃশ্যতে। ন চ পরত্বান্নিত্যত্বাচ্চ যস্যেতি লোপেন প্রথমতো ভাব্যমিতি বাচ্যং। প্রকৃতিপ্রত্যয়াশ্রয়াদ্বহিরঙ্গাদ্যস্যেতি লোপাৎপ্রত্যয়মাত্রাশ্রতয়ান্তরঙ্গত্বেন তিৎস্বরিতমিত্যেতস্য প্রাবল্যাৎ। অত উর্য্যায়েত্যাদিবদুক্থ্য ইত্যত্রাপি লক্ষণত এব স্বরিতত্বং ভবিষ্যতীতি। কিং ছান্দসত্বেন। যত্র হি লোপমন্তরেণৈব দ্ব্যচ্‌ত্বং তত্র যতোঽনাব ইত্যেতত্তবতি। যথা চেয়ং যেয়মিতি। লোপনিবন্ধনদ্ব্যচ্‌ত্বক্রদেশেষু তু স্বরিতেনৈব ভবিতব্যমিতি। এবং তর্হি তীর্য্যায় কুপ্যায়েত্যাদৌ যদাদ্যুদাত্তত্বং তদেব ছান্দসমস্তু। অথাত্র তু বর্ণাদাঙ্গং বলীয় ইত্যন্তরঙ্গত্বেঽপি স্বরিৎত্বং বাধিত্বা লোপ এব ভবিষ্যতি। তর্হ্যুক্থ্য উর্য্যায় সূর্য্যায়েত্যাদৌ চ ছান্দসত্বমস্তু। সর্ব্বথৈকত্র ছান্দসত্বান্ন মুচ্যতে॥ (১ম—১৭সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে দ্বাত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।১।৩২॥

• • •

পঞ্চম (১৭২) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে কর্ম্মের ও মন্ত্রের সাফল্য-বিষয়ে ইঙ্গিত আছে। সেখানে বলা হইয়াছে—যে কারণে আমাদের কর্ম্ম ও মন্ত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেই কারণ উপস্থিত হইলেই আমরা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে পারি।

হউক। উত্তরে কথিত হইতেছে -না; তাহা হইলে "যতোঽনাবঃ" এই সূত্রের দ্বি-অচের অভাব হয়। 'উর্য্যায় চ', 'সূর্য্যায় চ' ইত্যাদি স্থলে স্বরিত স্বর দৃষ্ট হয়। অতএব পরত্ব এবং নিত্যত্ব-হেতু "যস্যেতি" সূত্র দ্বারা অ-কার লোপের পূর্ব্বেই তিৎস্বরিৎ স্বর হওয়া উচিত -ইহা বলিতে পার না। প্রকৃতিপ্রত্যয়াশ্রয়, বহিরঙ্গ বলিয়া "যস্যেতি" সূত্রানুসারে অ-কার লোপ অপেক্ষা প্রত্যয়-মাত্রেরই আশ্রয়তা জন্য "তিৎস্বরিতং" সূত্রই প্রবল হয়। অতএব 'উর্য্যায়' ইত্যাদি পদের ন্যায় 'উক্থ্য' পদেও লক্ষণ হইতেই স্বরিত স্বর হইবে, ছান্দস-বিধিতে প্রয়োজন কি? যেস্থলে (একটী স্বরের) লোপ ভিন্নও 'দ্বি-অচ্‌' হয়, সেস্থলে "যতোঽনাবঃ" এই সূত্রের বিষয় (অর্থাৎ, আদ্যুদাত্ত স্বর) হয়; যেমন—'চেয়ং' 'যেয়ং' ইত্যাদি। আর যেস্থলে লোপ হইয়া 'দ্বি-অচ্‌' হয়, সেস্থলে স্বরিত স্বর হয়। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 'তীর্য্যায়' 'কুপ্যায়' ইত্যাদি স্থলে যে আদ্যুদাত্তস্বর তাহাই ছান্দস হউক। এস্থলে কিন্তু "বর্ণাদাঙ্গং বলীয়ঃ" এই নিয়মে অন্তরঙ্গ হইলেও স্বরিত-স্বরকে বাধিয়া (অবের) লোপই হইবে। তাহা হইলে 'উকথ্য', 'সূর্য্যায়' ইত্যাদি স্থলে ছান্দস বিধি হউক। এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকারে ছান্দস-বিধি অপ্রতিহত থাকে॥ (১ম—১৭সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।৩২॥

• • •

এখানে সেই ভাব যেন আরও পরিস্ফুট। এ ঋকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে,—'সেই কর্ম্মের মধ্যে এবং মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় যথাক্রমে সংযুক্ত আছেন; অর্থাৎ, যে কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, যে কর্ম্ম সহস্রদানকর্ম্মের—অশেষ-ত্যাগশীলতার আদর্শ, ইন্দ্রদেবই সে কর্ম্মের কর্ত্তা; আর, যে মন্ত্র প্রশংসনীয়, যে মন্ত্র ফলপ্রদ, বরুণদেবই সে মন্ত্রের কর্ত্তৃরূপে বিদ্যমান্; অর্থাৎ, সেই কর্ম্মের সহিত ও সেই মন্ত্রের সহিত ভগবান্ সংলিপ্ত হইয়া আছেন।'

ভাবার্থ এই যে,—সে কর্ম্মও তাঁহাদের, সে মন্ত্রও তাঁহাদের; সে কর্ম্মের কর্ত্তাও তাঁহারা, সে মন্ত্রের উচ্চারণকর্ত্তাও তাঁহারা। অর্থাৎ, কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর ও মন্ত্রোচ্চারণকারীর সহিত কর্ম্মের ও মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল দেবতা তখন অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তখন বুঝিতে পারেন,—কার কর্ম্ম কে করিতেছে! মন্ত্রোচ্চারণকারীর তখন জ্ঞানোন্মেষ হয়,—কাহার মন্ত্র কাহার উদ্দেশ্যে কে উচ্চারণ করিতেছে! কর্ম্ম—তাঁহারই, করাইতেছেন—তিনিই, করিতেছেও—তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তর্গত এক অণু—এই আমি। মন্ত্রও তাঁহারই, উচ্চারণ করাইতেছেনও তিনিই, উচ্চারণ করিতেছেও—তাঁহারই এক অণু—এই আমি। মানুষ যখন এই ভাবের ভাবুক হইতে পারে, সাধক যখন সাধনার এই স্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হয়; সুখ-দুঃখ তখন তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। 'কর্ম্ম তাঁহার, তিনিই করিতেছেন, সুখ তাঁহার, দুঃখ তাঁহার, তাঁহারই আবশ্যকানুসারে সকলই সাধিত হইতেছে';—এই বিশ্বাস তখন প্রাণে অনুপম শান্তি প্রদান করে। তখন মনে হয়,—দিবার পর যেমন রাত্রি আসে, গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষা আসে, বায়ুপ্রবাহ যেমন স্বতঃসঞ্চালিত হয়; জোয়ার-ভাটাকে যেমন ডাকিয়া আনিতে হয় না,—সকল কর্ম্ম ঠিক সেই ভাবেই চলিতেছে। তখন বুঝা যায়,—আমরা যে সুখ-দুঃখের কল্পনা করি, সে আমাদের ভ্রান্তি মাত্র। তখন প্রতীতি জন্মে—কর্ম্মও তিনি, মন্ত্রও তিনি। এ ঋক্ সেই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—১৭সূ—৫ঋ)॥ *

---

* এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই;—"সহস্র ধনদাতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রদেব ধনদাতা, স্তুতিভাজনদিগের মধ্যে বরুণ স্তুত্য।" সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে যে

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি।

স্যাদুত প্ররেচনং ॥ ৬ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

তয়োঃ। ইৎ। অবসা। বয়ং। সনেম। নি চ। ধীমহি।

স্যাৎ। উত। প্রঽরেচনং ॥ ৬ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তয়োরিৎ' (পূর্ব্বোক্তয়োঃ দেবয়োঃ এব) 'অবসা' (রক্ষণেন) 'বয়ং' (কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) 'নি' (নিশ্চিতং) 'সনেম' (সম্ভজেম, পূজয়েম) 'ধীমহি চ' (ধ্যায়েম চ) ; 'উত' (অপিচ) 'প্ররেচনং' (প্রকৃষ্টত্যাগরূপং কর্ম্ম) 'স্যা' (সম্পদ্যতাং)। দেবানুকম্পাপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ বাসনাত্যাগসমর্থাঃ চ স্যাম। (১ম—১৭সূ—৬ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবদ্বয়েরই রক্ষার দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা নিশ্চয় তাঁহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে ভজনা করি ও ধ্যান করি; এবং প্রকৃষ্ট-

---

অর্থ হয়, তাঁহার ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অর্থ করিতে গেলে, আমরা ঋকের যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি হইবে। কোন্ অর্থ সঙ্গত, ধীর স্থির ভাবে সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন—এই প্রার্থনা।

ত্যাগ-রূপ কর্ম্মকে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—দেবানুকম্পা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ ও বাসনা-ত্যাগ-সমর্থ হই।) ॥ (১ম—১৭সূ—৬ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তয়োরিৎ পূর্ব্বোক্তয়োরিন্দ্রাবরুণয়োরেবাবসা রক্ষণেন বয়মনুষ্ঠাতারঃ সনেম। সম্ভজেম ধনমিতি শেষঃ। নিধীমহি চ। প্রাপ্তে ধনে যাবদপেক্ষিতং তাবদ্ভুক্ত্বা ততোঽবশিষ্টং ধনং ক্বচিন্নিধিরূপেণ স্থাপয়ামশ্চ। উত। অপি চ প্ররেচনং ভুক্তান্নিহিতাচ্চ প্রকর্ষেণাধিকং ধনং স্যাৎ। সম্পদ্যতাং॥

অবসা। অসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। বয়ং। যুয়ং হি স্থেত্যত্র যদুক্তং তদত্র দ্রষ্টব্যং। সনেম। আশিষি লিঙ্। অস্য মস্। নিত্যং ঙিত ইতি সকারলোপঃ। কিদাশিষীতি যাসুট্। ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকমপ্যস্তীতি লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্যেতি সকারলোপঃ। অতো যেয়ং ইতীয়াদেশঃ। লোপো ব্যোর্ব্বলীতি যলোপঃ। লিঙ্যাশিষ্যঙ্। পা০ ৩।১।৮৬। ইত্যঙ্। আদ্ গুণঃ। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। ধীমহি। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রদেব এবং বরুণদেব আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া অনুষ্ঠাতৃগণ আমরা ধনকে সম্যক্‌রূপে ভজনা করিতে সমর্থ হই এবং ধন প্রাপ্ত হইলে পর যাহা অপেক্ষিত (অর্থাৎ মাত্র ভোগ করিতে বাকি) ছিল, তাহা ভোগ করিয়া উদ্বৃত্ত ধন নিধিরূপে স্থাপন করিতেছি। অপিচ, ভুক্ত ধন এবং নিহিত ধন অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে অধিক ধন (আপনারা) সম্প্রদান করুন।

“অবসা” এই পদটী ‘অব্’ ধাতুর উত্তর ‘অসুন্ (অস্) প্রত্যয় করিয়া তৃতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘অসুন্’ প্রত্যয়ের নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “বয়ং” এই পদটী সিদ্ধ করিতে “যুয়ং হি স্থ” এইস্থলে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। “সনেম” এই পদটী সংভক্তি অর্থবিশিষ্ট ‘ষণ্’ ধাতুর উত্তর আশিষ্ অর্থে ‘লিঙ্’ বিভক্তির ‘মস্’ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “নিত্যং ঙিতঃ” সূত্রানুসারে বিভক্তির ‘স’ এর লোপ, “কিদাশিষি” সূত্রানুসারে যাসুট্’ প্রত্যয়, “ছন্দস্যুভয়থা” এই সূত্রানুসারে সার্ব্বধাতুক হওয়ায়, “লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য” এই সূত্র দ্বারা ‘স’ এর লোপ, “অতো যেয়ঃ” এই সূত্র দ্বারা ‘ইয়’ আদেশ, “লোপো ব্যোর্ব্বলি” সূত্রানুসারে ‘য’ এর লোপ, “লিঙ্যাশিষ্যঙ্” (পা০ ৩।১।৮৬) এই সূত্র দ্বারা অঙ এবং “আদ্‌গুণঃ” সূত্রানুসারে গুণ হইয়াছে। ইহার পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত-স্বর হয় না। “ধীমহি” এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থক ‘ডুধাঞ্’ (ধা) ধাতুর উত্তর আশিষ্ অর্থে লিঙের ‘মহিঙ্’ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন

আশিষি লিঙো মহিঙ্। তস্য ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকসংজ্ঞে। তত্র সার্ব্বধাতুকত্বেন লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্যেতি সকারলোপঃ। সার্ব্বধাতুকমপিদিতি ঙিত্ত্বং শপ্ চ। বহুলং ছন্দসীতি জুহোত্যাদেরপি শপো লুক্। আর্দ্ধধাতুকত্বাদাতো লোপ ইটি চ। পা০ ৬।৪।৬৪। ইত্যাকারলোপঃ। নিঘাতঃ। সনেমেত্যপেক্ষয়া দ্বিতীয়ত্বাদত্র চবাযোগে প্রথমেতি ন নিষেধঃ। স্যাৎ। অস্তেঃ প্রার্থনায়াং লিঙ্। তিপ্। ইতশ্চেতীকারলোপঃ। যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চেতি যাসুট্ঙিত্ত্বে। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। উত। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। প্ররেচনং। রিচির্ বিরেচনে। ভাবে ল্যুট্। যোরনাদেশঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎপূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। প্রাদিসমাসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১৭সূ—৬ঋ)॥

⁂

ষষ্ঠ (১৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ ০ §:——

এ ঋকেও আবার লক্ষ্য করুন,—পূর্ব্ব ঋকের অনুবৃত্তি আছে। সেই যে জ্ঞানের অবস্থা, সেই যে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা ভাবের উপলব্ধি, তাহা কিরূপে সম্ভবপর? এ ঋক্ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

হইয়াছে। সেই "মহিঙ্" এর "ছন্দস্যুভয়থা" এই সূত্র দ্বারা সার্ব্বধাতুক এবং আর্দ্ধ-ধাতুক সংজ্ঞা হইয়াছে। সেস্থলে সার্ব্বধাতুকত্ব হেতু "লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য" এই সূত্র দ্বারা 'স-' লোপ হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা জুহোত্যাদিরও শপের লোপ হয় বলিয়া 'শপ' এর লোপ এবং আর্দ্ধধাতুকত্ব হেতু "অতো লোপ ইটিচ" (পা০ ৬।৪।৬৪) এই সূত্র দ্বারা আকারের লোপ হইয়াছে। ইহাতে নিঘাত স্বর। 'সনেম' এই পদকে অপেক্ষা করিয়া 'ধীমহি' পদটী দ্বিতীয় হইয়াছে বলিয়া এস্থলে "চবা-যোগে প্রথমা" সূত্রানুসারে নিঘাতস্বর নিষিদ্ধ হয় নাই। "স্যাৎ" এই পদটী 'অস্তি' (অস্) ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লিঙের 'তিপ্' বিভক্তি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ইতশ্চ" সূত্রানুসারে ইকার লোপ, "যাসুট্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা শপের লোপ, 'পরস্মৈপদেষূদাত্তোঙিচ্চ' এই সূত্র দ্বারা 'যাসুট্' প্রত্যয় ও ঙিত্ত্ব, "আদি-প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এবং শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রানুসারে অ-কারের লোপ হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। "এবমাদীনামন্তঃ" এই সূত্রানুসারে 'উত' পদটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "প্ররেচনং" পদটী, প্র-পূর্ব্বক বিরেচনার্থ রিচির 'রিচ্' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ল্যুট্ (যু) প্রত্যয় করিয়া 'যু' স্থানে অনাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "লিতি" এই সূত্র দ্বারা এই পদটীর প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'প্র' এর সহিত প্রাদিসমাস হইয়া 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৭—৬ঋ)॥

⁂

কামনাই মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তৃষ্ণাই মানবকে বিভ্রান্ত করিয়া ঘুরাইতেছে। কামনার ত্যাগ—তৃষ্ণার নাশ—এ ভিন্ন স্বরূপ-জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। যদি জানি—ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা; অথবা, যে নামেই তাঁহারা অভিহিত হউন, যদি জানি—সেই ভগবদ্বিভূতিই আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা; আর, তাহা জানিয়া, যদি আমরা সম্যক্ প্রকারে তাঁহাদিগের ভজনা করি বা তাঁহাদিগের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকি; তাহা হইলে সেই তৃষ্ণা-ত্যাগ আমাদিগের পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে,—আমরা স্বরূপ বুঝিয়া স্বরূপের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হইব।

ভগবানে বিশ্বাসবান্ হও; তাঁহার ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইতে সামর্থ্য সঞ্চার কর; দেখিবে,—তোমার সকল দুঃখের মূলীভূতা তোমার তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিবে; তখন, দুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়া, তুমি পরমানন্দময়ের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হইবে।

যে কারণ উপস্থিত হইলে তুমি অন্নদাতা পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে, যে কারণ উপস্থিত হইলে তুমি সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে, এ ঋক্ সেই কারণের বিষয়—সেই কর্ম্মের বিষয়—ব্যক্ত করিতেছে। * (১ম—১৭সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে।
অস্মান্ৎসু জিগ্যুষস্কৃতং॥ ৭ ॥

---

* এ ঋকের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে, সে ব্যাখ্যা এতই জটিল যে, তাহার অর্থোপলব্ধি হওয়াই কঠিন। প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই যে,—'ইন্দ্র ও বরুণদেব আমাদিগকে এত ধন প্রদান করুন যে, সে ধনের কতক যেন আমরা ভোগ করিতে পারি, কতক যেন পুতিয়া রাখিতে পারি এবং তার পরও যেন অনেক ধন আমাদের থাকে।' কি ঋকের কি ব্যাখ্যা হইয়া আসিতেছে, ইহাতেই তাহা বুঝা যাইতে পারে।

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রাবরুণা। বাং। অহং। হুবে। চিত্রায়। রাধসে।

অস্মান্। সু। জিগ্যুষঃ। কৃতং ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘ইন্দ্রাবরুণা’ (হে ইন্দ্রাবরুণৌ দেবৌ) ‘চিত্রায়’ (বিচিত্রায়) ‘রাধসে’ (ধনায়, পরমার্থনিমিত্তায় ইত্যর্থঃ) ‘বাং’ (যুবাং) ‘অহং হুবে’ (আহ্বয়ামি), ‘অস্মান্’ (কর্ম্মানুষ্ঠাতৄন্) ‘সু’ (সুষ্ঠু) ‘জিগ্যুষঃ’ (শত্রুজয়যুক্তান্) ‘কৃতং’ (কুরুতং) যুবামিতিশেষঃ। অন্তর্ব্বহিঃশত্রুজয়ায় পরমার্থলাভায় চ আহ্বানং ইদং—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৭সূ—৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! বিচিত্র ধনের অর্থাৎ পরমার্থের নিমিত্ত আপনাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি; কর্ম্মানুষ্ঠানকারী আমাদিগকে সুষ্ঠু ভাবে শত্রুজয়ী করুন। (অন্তর্ব্বহিঃশত্রুজয়ের জন্য এবং পরমার্থলাভের জন্য এই আহ্বান—ইহাই ভাব।) ॥ (১ম—১৭সূ—৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ বাং যুবামুভাবহং হুবে আহ্বয়ামি। কিমর্থং? চিত্রায় মণিমুক্তাদিরূপেণ বিবিধায় রাধসে ধনায়। তদাহূতৌ যুবামস্মাননুষ্ঠাতৄন্ সুজিগ্যুষঃ শত্রুবিষয়ে সুষ্ঠু জয়যুক্তান কৃতং। কুরুতং ॥

ইন্দ্রাবরুণা সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সম্বোধনস্যাকারঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙ্। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। সংহিতায়াং ছান্দসং হ্রস্বত্বং। হুবে। হ্বয়তের্লঙুত্ত-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব এবং বরুণদেব! আপনাদের উভয়কেই আমি আহ্বান করিতেছি। কি জন্য আহ্বান করিতেছি? মণি-মুক্তাদি বিবিধ প্রকার ধনের নিমিত্ত। সেই হেতু (আহূতিতে আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি বলিয়া) আপনারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী আমাদিগকে শত্রুবিষয়ে সুন্দররূপে জয়যুক্ত করুন।

“ইন্দ্রাবরুণ” এই পদটী “সুপাং সুলুক্” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সম্বোধনের দ্বিবচনের স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে “দেবতাদ্বন্দ্বেচ” এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে অনঙ্ হইয়াছে। উক্ত ‘ইন্দ্রাবরুণ’ পদটীর আমন্ত্রিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে এবং সংহিতাতে ছান্দসপ্রযুক্ত আকারের হ্রস্ব হইয়াছে। “হুবে” এই পদটী, ‘হ্বয়াতি’ (হ্বে) ধাতুর উত্তম

মৈকবচনং ইট্। শপ ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি লুক্। হ্ব ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। অচি শ্নু ধাত্বিত্যাদিনোবঙ্। ন চ হুশ্নু বোরিত্যাদিনা যণাদেশঃ। জুহোতেরেব হি প্রতিপদোক্তস্য তৎ। ন পুনরস্য লাক্ষণিকত্বাৎ। ইটঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। রাধসে। অসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মান্। শসি দ্বিতীয়ায়াং চেত্যাত্বং। শসো ন। পা০ ৭।১।২৯। ইতি নত্বং। জিগ্যুষঃ। জি জয়ে। লিটঃ ক্বসুশ্চেতি ক্বসুঃ। দ্বির্ভাবঃ। সন্ লিটোর্জেঃ। পা০ ৭।৩ ৫৭। ইতি দ্বিতীয়স্য কুত্বং। ক্বসোঃ কিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটো বস্বেকাজাদ্‌ঘসামিতি নিয়মেন নিবৃত্তিঃ। দ্বিতীয়াবহুবচনং শস্। ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং এরনেকাচ ইতি যণাদেশঃ। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। প্রত্যয়স্বরেণোকার উদাত্তঃ। কৃতং। কৃঞ্ করণে। লোণ্মধ্যমদ্বিবচনস্য লঙ্‌বদ্‌ভাবাত্তমাদেশঃ। শপো বহুলং ছন্দসীতি লুক্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—১৭সূ—৬ঋ)॥

• • •

লঙের উত্তম পুরুষের বহুবচন 'মিপ্' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'শপঃ' এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শপের লোপ, 'হ্বঃ' এই অনুবৃত্তিতে "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব এবং "অচিশ্নু ধাতু" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উ-কারের স্থানে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। "হুশ্নু বোঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'যণাদেশ' হয় নাই; কারণ, সেই যণাদেশ প্রতিপদোক্ত 'হ্বে' ধাতুরই হয়। এস্থলে 'হ্বে' ধাতু লাক্ষণিক হইয়াছে। ইটের প্রত্যয়স্বর হেতু উদাত্তস্বর। পাদাদিত্ব নিবন্ধন নিঘাত স্বর হয় নাই। "রাধসে" এই পদটী 'রাধ্' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া চতুর্থীর একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অসুন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মান্" এই পদটী অস্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার বহুবচনে "শসি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ" এই সূত্র দ্বারা আত্ব এবং "শসোন" (পা০ ৭।১।২৯) এই সূত্র দ্বারা নত্ব করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "জিগ্যুষঃ" এই পদটীতে, জয়ার্থক 'জি' ধাতুর উত্তর "লিটঃ ক্বসুশ্চ" এই সূত্র দ্বারা লিটের স্থানে ক্বসু (বস্) আদেশ করিয়া দ্বিত্ব, "সন্ লিটোর্জেঃ" (পা০ ৭।৩।৫৭) এই সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়ের কুত্ব (জ স্থানে গ) এবং ক্বসু প্রত্যয়ের কিত্ত্বহেতু গুণের অভাব হইয়াছে। এস্থলে ক্রাদিনিয়মে প্রাপ্ত যে ইট, তাহার "বস্বেকাজাদ্‌ঘসাং" এই নিয়ম-সূত্রে নিবৃত্তি হইয়াছে। অনন্তর দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'শস' বিভক্তি করিয়া 'ভ' সংজ্ঞা হইলে "বসোঃ সম্প্রসারণং" সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ ('বস্' এর ব স্থানের উ) ও পরপূর্ব্বত্ব হইয়া "এরনেকাচঃ" সূত্রানুসারে 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। "শাসিবসিঘসীনাংচ" এই সূত্র দ্বারা ষত্ব এবং প্রত্যয় স্বর বলিয়া ইহার উকারটী উদাত্ত হইয়াছে। "কৃতং" এই পদটী, কারণার্থক ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতুর উত্তর লোট বিভক্তির মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনের স্থানে লঙ্‌বদ্‌ভাব হেতু 'তং' আদেশ ও "বহুলং ছন্দসি" সূত্র দ্বারা শপের পদটীর নিঘাতস্বর হইয়াছে॥ ৭॥ লোপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্রানুসারে 'কৃতং'

• • •

সপ্তমী (১৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত সাধারণ অর্থ এই যে, ঋষি মণিমুক্তাদি ধনের প্রার্থনা করিতেছেন। * কিন্তু ঋকের নিগূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত।

'রাধস' শব্দ ধনার্থ-বাচক। কিন্তু সে ধন যে সাধারণ ধন নহে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ সপ্রমাণ করিয়াছি। 'চিত্রায়' বিশেষণ দেখিয়া ব্যাখ্যা-কারগণ 'মণিমুক্তাদিবিচিত্রায়' ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু মণি-মুক্তাদি অপেক্ষা বিচিত্র (আশ্চর্য্য) সামগ্রী কি সংসারে আর দ্বিতীয় নাই? মণিমুক্তাদিই কি বিচিত্র সামগ্রীর চরম দৃষ্টান্ত-স্থল? হায় ভ্রান্ত মন! এই ভ্রমবুদ্ধিবশেই তো তুমি পরম-ধন পরিত্যাগ করিয়া অসার মণিমুক্তাদি ধনের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছ!

"সু জিগ্যুষস্কৃতং"—এতদ্বাক্যের অর্থ উপলব্ধ হইলেই "চিত্রায় রাধসে" বাক্যে কি অর্থ প্রকাশ করে, আপনিই হৃদ্‌গম্য হইতে পারে। 'আমাকে সুষ্ঠুরূপে শত্রুজয়কারী কর অর্থাৎ আমি যেন সর্ব্বতোভাবে শত্রুজয় করিতে পারি।'—এবম্বিধ উক্তিতে কি ভাব ব্যক্ত করে? এ সংসারে প্রধান শত্রু—কামনা বা তৎসহচর রিপুবর্গ। আর, পরমার্থ-নিমিত্তভূত সাধনা-রূপ ধনই এ সংসারে শ্রেষ্ঠ-ধন। সেই ধনের অধিকারী হইলেই ঐ প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যায়। এই জন্যই "চিত্রায় রাধসে" বাক্যের সার্থকতা। এই জন্যই "সু জিগ্যুষস্কৃতং" বাক্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ। মণিমানিক্যাদি বিচিত্র পার্থিব ধনের অধিকারী হইলে কি কখনও কোনও শত্রু নাশ হয়? বরং শত্রু-বৃদ্ধিই সে ধনের হেতুভূত। তোমার যত অর্থ যত ঐশ্বর্য্য হইবে, ততই তোমার শত্রু বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ করি। অতএব, এখানে এ ঋকে কখনই মণিমানি-ক্যাদি ধনের প্রার্থনা নাই; এবং মনুষ্যাদি-রূপ শত্রু-নাশে জয়যুক্ত হইবার কামনাও এখানে প্রকাশ পায় নাই। ঋকের প্রার্থনা এই,—'হে ভগবন্! আমায় জ্ঞান-রূপ পরম ধন প্রদান করুন; আমি যেন সেই ধনের সাহায্যে আমার কামনা-সহচর রিপুবর্গকে জয় করিতে পারি। (১ম—১৭সূ—৭ঋ) ॥

---

* একটী অনুবাদের নমুনা; যথা,—"হে ইন্দ্র-বরুণদেব মণিমুক্তাদি-সমন্বিত নানাবিধ ধনের নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।"

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা।

অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রাবরুণা। নু। নু। বাং। সিসাসন্তীষু। ধীষু। আ।

অস্মভ্যং। শর্ম্ম। যচ্ছতং ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাবরুণ' (ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ দ্বৌ দেবৌ, যুগপৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ তথা অভীষ্টবর্দ্ধকঃ দ্বৌ দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'সিষাসন্তীষু' (সম্যক্ সেবিতুমিচ্ছন্তীষু) 'ধীষু' (অস্মাকং বুদ্ধিষু) 'অস্মভ্যং শর্ম্ম' (অস্মভ্যং সুখং) 'নূ নু' (অতিশয়েন ক্ষিপ্রং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'যচ্ছতং' (দত্তং)। অয়ং ভাবঃ—যদা অস্মাকং বুদ্ধিঃ দেবসেবাপরায়ণা ভবতি, তদা বয়ং অতিশয়েন ক্ষিপ্রং দেবদত্তং সুখং লভামহে। (১ম—১৭সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় (যুগপৎ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ও অভীষ্ট-বর্দ্ধক দেবদ্বয়)! আপনাদিগকে সম্যক্-রূপে সেবা করিতে ইচ্ছাপরায়ণ আমাদিগের বুদ্ধিসমূহে, আমাদিগের সুখকে অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে সর্ব্বতোভাবে আপনারা প্রদান করেন। (ভাব এই যে, আমাদিগের বুদ্ধি যখন দেবসেবাপরায়ণ হয়, তখন আমরা অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে দেবদত্ত সুখকে লাভ করি)॥ (১ম—১৭সু—৮ঋ)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রাবরুণ হে ইন্দ্রাবরুণৌ ধীষ্বস্মদীয়বুদ্ধিষু বাং যুবাং সিষাসন্তীষু সনিতুং সম্ভক্তুং সম্যক্ সেবিতুমিচ্ছন্তীষু তদানীমা সমন্তাদস্মভ্যং শর্ম্ম সুখং নূ নু। অতিশয়েন ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতং। দত্তং।

ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকেষু ক্ষিপ্রনামসু নু মক্ষ্বিতি পঠিতং। তস্য দ্বিরাবৃত্তিবলাদতিশয়ো লভ্যতে। ইন্দ্রাবরুণ। উক্তং। নূ নু। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা০ ৬।৩।১৩৩। ইতি পূর্ব্বস্য দীর্ঘত্বং। সিষাসন্তীষু। বন ষণ সম্ভক্তৌ। ধাত্বাদেঃ। ষঃ সঃ। ইচ্ছায়াং সন্। দ্বির্ভাবো হলাদিশেষঃ। সন্যত ইতীত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। সনীবন্তেত্যাদিনা। পা০ ৭।২।৪৯। বিকল্পাদিডভাবঃ। জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ। পা০ ৬।৪।৪২। ইতি নকারস্যাকারঃ। উপরি লটঃ শতৃ। কর্ত্তরি শপ্। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শপ্‌শ্যনোর্নিত্যমিতি নুম্। ঙীপঃ শপশ্চ পিত্বাচ্ছতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বং। সনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তদেব শিষ্যতে। ধীষু। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অস্মভ্যং। অস্মভ্যমপ্রাতিষ্কুত ইত্যত্রোক্তং। যচ্ছতং। দাণ্ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ॥ ৮॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব এবং বরুণদেব! আমাদিগের বুদ্ধিসমূহ, আপনাদিগকে সম্যক্‌ভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই সময়, চতুর্দ্দিকে আমাদের সুখ অতিশয়রূপে শীঘ্রই প্রদান করেন।

ষড়্‌বিংশতি প্রকার ক্ষিপ্রনামের মধ্যে 'নু' 'মক্ষু' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। সেই 'নু' শব্দের দুইবার আবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া 'নু' শব্দের 'অতিশয় শীঘ্র'—অর্থ লব্ধ হইতেছে। "ইন্দ্রাবরুণ" পদটীর স্বরাদি-সাধন-প্রণালী কথিত হইয়াছে। "নূ নু" এস্থলে "ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" (পা০ ৬।৩।১৩৩) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী 'নু' পদের দীর্ঘ হইয়াছে। "সিষাসন্তীষু" এই পদটী সংভক্তি অর্থবিশিষ্ট 'ষণ্' ধাতুর "ধাত্বাদেঃ ষঃ সঃ" সূত্রানুসারে ষ-কারের স্থানে স-কার হইয়া ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে দ্বিত্ব, হলাদিশেষ, "সন্যতঃ" সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের ইত্ব, "আদেশ প্রত্যয়য়োঃ" সূত্রানুসারে স-এর ষত্ব, "সনীবন্ত" (পা০ ৭।২।৪৯) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইটের বিকল্প বিধান থাকায় এ পক্ষে ইটের অভাব, "জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ" (পা০ ৬।৪।৪২) সূত্র দ্বারা ধাতুর ন-কারের স্থানে আকার, সনন্ত ধাতুর উত্তর লটের স্থানে 'শতৃ' আদেশ, কর্ত্তৃবাচ্যে 'শপ্' প্রত্যয় "উগিতশ্চ" সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ (ঈ) প্রত্যয় এবং "শপ্‌সনোনিত্যং" এই সূত্র দ্বারা 'নুম্' হইয়াছে। ঙীপের ও শপের পিত্ত্বহেতু এবং শতৃ-প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক ল-কারস্বর-হেতু অনুদাত্তস্বর হইয়াছে এবং 'সন্'এর নিত্ত্বহেতু আদ্যুদাত্তস্বর হইয়া তাহাই অবশিষ্ট হইয়াছে। "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা "ধীষু" পদটীর বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অস্মভ্যং" পদটী, "অস্মভ্যমপ্রাতিষ্কুতঃ" স্থলে উক্ত হইয়াছে। "যচ্ছতং" পদটী 'দানার্থ' 'দাণ্' ধাতুর 'শপ্' প্রত্যয়ে "পাঘ্রা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "যচ্ছ" আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে॥ (১ম—১৭সূ—৮ঋ)।

⁂

অষ্টম (১৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

শত্রুজয় কখন হয়? তজ্জনিত সুখ বা আনন্দ কখন প্রাপ্ত হই? পূর্ব্ব ঋকের অনুবৃত্তি-রূপে এ ঋক্ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

আমাদের বুদ্ধি যখন ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়, আমাদের চিত্ত যখন তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুতে ন্যস্ত হইতে চাহে না, তখনই আমরা পরম সুখ প্রাপ্ত হই। শত্রু-জয়ই পরম সুখ। কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গ যদি বিজিত হইল, তাহাদের আধার-স্থানীয় কামনার তৃষ্ণার যদি অবসান হইল, তবে আর সুখের অবশিষ্ট রহিল কি? তৃষ্ণার নাশই সুখ—কামনা-জয়ই পরম আনন্দ। ভগবানের প্রতি যখন ন্যস্তচিত্ত হইতে পারা যায়, তিনিই যখন একমাত্র প্রীতির সামগ্রী হন, তাঁহাতে ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থের প্রতি যখন আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না; পরম সুখ—পরম আনন্দ তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গীতায় শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন,—

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥'

'সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ-পূর্ব্বক, অধ্যাত্মচেতন হইয়া, নির্ম্মম নিষ্কাম ত্যক্তশোক হইয়া, রিপুগণের সহিত যুদ্ধ কর।' এই ঋক্ এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্, সেই উপদেশেরই ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া মনে করা যায়। গীতায় যে অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এ অবস্থা—সেই অবস্থা। বুদ্ধি-সমক্যরূপে ভগবানের সেবাপরায়ণ হওয়ায় ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হওয়া,—সেই অবস্থারই দ্যোতনা করে।

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

'পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে যিনি তুষ্ট থাকিয়া সকল কামনা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিকেই স্থিতধী কহে।'

এ ঋকে সেই স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় উপনীত হওয়ার পক্ষেই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—১৭সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে।
যামৃধাথে সধস্তুতিং ॥ ৯ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বাং। অশ্নোতু। সুঽস্তুতিঃ। ইন্দ্রাঽবরুণা। যাং। হুবে।
যাং। ঋধাথে। ইতি। সধঽস্তুতিং ॥ ৯ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাবরুণ' (হে ইন্দ্রাবরুণৌ দেবৌ) 'যাং' (সুষ্টুতিং বেদমন্ত্রং ইতি ভাবঃ) 'হুবে' (আহ্বয়ামি, উচ্চারয়ামি), অপিচ 'যাং সধস্তুতিং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধযুতং যং মন্ত্রং) 'ঋধাথে' (যুবাং বর্দ্ধাথে, যুবাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়থঃ), সা 'সুষ্টুতিঃ' (শোভনস্তুতিঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রাশ্নোতু' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রাপ্নোতু, অস্মাসু বিকাশপ্রাপ্তা ভবতু ইত্যর্থঃ)। যয়া শোভনস্তুত্যা যুবাং গৌরবান্বিতৌ স্যাতাং সা স্তুতিঃ বাং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১৭সূ—৯ঋ)।

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! যে সুস্তুতি (বেদমন্ত্র) আমি উচ্চারণ করি, অপিচ আপনাদিগের সম্বন্ধযুত যে মন্ত্রকে আপনারা পরিবর্দ্ধিত করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করেন; সেই সুস্তুতি প্রকৃষ্টরূপে আপনাদিগকে প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—যে শোভনা-স্তুতির দ্বারা আপনারা গৌরবান্বিত হয়েন, সেই স্তুতি আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—১৭সূ—৯ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রাবরুণ হে ইন্দ্রাবরুণৌ যামস্মৎকর্তৃকাং শোভনস্তুতিং প্রতি হুবে। যুবামুভাবাহ্বয়ামি। কিঞ্চ সধস্তুতিং যুবয়োরুভয়োঃ সাহিত্যেন ক্রিয়মাণয়া স্তবক্রিয়য়া যুক্তাং যাং সুষ্টুতিং যুবামৃধাথে। বর্দ্ধাথে। তাদৃশী সুষ্টুতিঃ শোভনস্তুতি হেতুভূত ঋক্‌সমূহো বামশ্নোতু। যুবাং ব্যাপ্নোতু।

অশ্নোতু। অশূ ব্যাপ্তৌ। লোটো ব্যত্যয়েন তিপ্। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। সুষ্টুতিঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিমিত্যত্রোক্তং। ইন্দ্রাবরুণ। হুবে। উক্তে। অত্র তু যদ্বৃত্তয়োগান্ন নিঘাতঃ। ঋধাথে। ঋধু বৃদ্ধৌ। লট্। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। মধ্যমদ্বিচনে শ্নোর্বহুলং ছন্দসীতি লুক্। প্রত্যয়স্বরেণাকার উদাত্তঃ। যচ্ছব্দযোগান্ন নিঘাতঃ। সধস্তুতিং। সহ স্তুতির্যস্যাং সুষ্টুতৌ সা সধস্তুতিঃ। অত্র সুষ্টুতিরিত্যন্যপদার্থে স্তুতিশব্দস্য স্তূয়তেঽনয়েতি করণসাধনত্বেন ঋক্‌পরত্বেঽয়ং স্তুতিশব্দো ভাবসাধনতয়া স্তবনক্রিয়াপরঃ। তস্মিন্‌ভাবসাধনত্বেন ক্রিয়াপরেঽয়ং করণসাধনতয়া ঋক্‌পর ইতি সমস্যমানপদার্থাদন্যঃ। সহশব্দ এবমাদিত্বাদন্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহিত্বেন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ । ১ম — ১৭সূ - ৯ঋ)।

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ত্রয়োস্ত্রিংশো বর্গঃ। ১।১।৩৩।

ইতি প্রথমমণ্ডলে চতুর্থোঽনুবাকঃ। ১।৪॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব এবং বরুণদেব! আমাদের কৃত যে শোভনস্তুতির প্রতি আপনাদের উভয়কে আহ্বান করিতেছি; এবং আপনাদের উভয়ের প্রতি যুগপৎ ক্রিয়মাণ স্তবক্রিয়াতে যুক্ত যে শোভনস্তুতি লাভ করিয়া আপনারা উভয়ে বর্দ্ধিত হয়েন; তাদৃশ শোভনস্তুতির হেতুভূত ঋক্‌সমূহ আপনাদিগকে ব্যাপ্ত করুক (প্রাপ্ত হউক)।

"অশ্নোতু" এই পদটী, ব্যাপ্ত্যর্থ অশূ (অশ্) ধাতুর উত্তর লোটের ব্যত্যয়ে 'তিপ্' প্রত্যয় করিয়া "স্বাদিভ্যঃ শ্নু" সূত্রানুসারে 'শ্নু' (নু) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "সুষ্টুতিং" এই পদটীর স্বরাদি-সাধনপ্রণালী "ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং" স্থলে উক্ত হইয়াছে। "ইন্দ্রাবরুণ", "হুবে" এই পদদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "ঋধাথে" এই পদটীতে, বৃদ্ধ্যর্থ 'ঋধু' ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তির ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদের মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন হইয়াছে। "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে শ্নু (নু) প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বরহেতু আকারটি উদাত্ত হইয়াছে। 'যৎ' শব্দের যোগ আছে বলিয়া নিঘাতস্বর হয় নাই। এস্থলে 'সুষ্টুতিঃ' এই অন্য পদের অর্থে "স্তুত হয় ইহার দ্বারা" এইরূপ করণবাচ্যে সিদ্ধ বলিয়া ঋক্‌পর হইলে, এই 'স্তুতি' শব্দ ভাবসাধনতাহেতু স্তবনক্রিয়াপর হইবে। সেই ভাবসাধনতাহেতু ক্রিয়াপর হইলে এই 'স্তুতি' শব্দ করণসাধনতা-হেতু ঋক্‌পর হইবে। অতএব সমস্যমান পদের অর্থ হইতে ইহা ভিন্ন। 'সহ' পদের হ-কারের স্থানে ব্যত্যয়ে ধ-কার হইয়াছে। এবমাদিত্ব হেতু এই 'সহ' শব্দটীর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সধ' পদের সহিত 'স্তুতি' পদের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া উহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ৯॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥১।১।৩৩॥

ইতি প্রথম মণ্ডলে চতুর্থ অনুবাক সমাপ্ত। ১৪॥

নবম (১৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটি মন্ত্র-মাহাত্ম্য-বিষয়ক। ঋকের অর্থ দুই ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এক অর্থে—দেবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্র গৌরবান্বিত হয়—এরূপ ভাব আসে। অন্য অর্থে—'মন্ত্রদ্বারা দেবগণ গৌরবান্বিত হন'—এরূপ অধ্যাহার করা যায়। দুই ভাবই পারস্পারিক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। দেবগণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্রও গৌরবান্বিত হয় এবং মন্ত্র দ্বারাও দেবগণ গৌরবান্বিত হন। দুই অর্থই স্বীকার করা যায়। আমরা অবশ্য প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

কুকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিব, অসৎ কর্ম্মে প্রশ্রয় দিব, আর ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবৎ-কৃপা-লাভের আশা করিব;—এ অতি ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ ঋকে তাই 'সুস্তুতি' শব্দ প্রযুক্ত দেখি। আমরা যেন সুস্তুতি-পরায়ণ হই, আমাদের কার্য্য ও প্রার্থনা উভয়ই যেন সৎসংশ্রব-যুক্ত হয়,—ঋকের ইহাই প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য—তেমন স্তুতি যদি হয়, তাহা হইলেই সে স্তুতিতে দেবগণ গৌরব অনুভব করেন। অর্থাৎ, বলা হইতেছে, আমরা যেন তেমন স্তুতি করিতে পারি, যাহাতে আপনারা (দেবগণ) গৌরবান্বিত হন। সৎসংশ্রবযুক্ত যে স্তুতি—যাহাতে দেবগণ গৌরবান্বিত হন, সেই স্তুতিই দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। এখানে কেহ কেহ অর্থ করেন যে,—'নানারূপ বিশেষণে দেবগণকে বিশেষিত করায় তাঁহাদের গৌরব বাড়িয়া যায়; ঋকের 'ঋধাথে' শব্দ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।' আমরা কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'গমস্তুতিং' শব্দের ভাবার্থে স্তুতির সহিত স্তুতির অনুরূপ সৎকর্ম্মের সংশ্রব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তদনুসারে ঋকের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ইন্দ্রাবরুণ দেবদ্বয়! আপনাদের প্রীতিপ্রদ স্তুতি আপনাদিগকেই প্রাপ্ত হউক, আপনাদের উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম আপনাদিগকেই প্রাপ্ত হউক; অর্থাৎ, আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই, নিজের জন্য প্রার্থনাও আমার কিছুই নাই; আমি যাহা কিছু করি বা যাহা-কিছু বলি, সকলই যেন আপনাকে প্রাপ্ত হয়।'

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাদশং সূক্তং। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।
চতুস্ত্রিংশঃ পঞ্চত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌঃ।

অষ্টাদশং সূক্তং।

বড় বিষম সমস্যাপূর্ণ—এই অষ্টাদশ সূক্ত। ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় আছে; বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায় আছে; কিন্তু দেবতা অভিনব;—উপমান উপমেয় প্রভৃতিও ঘোর সংশয়-বৃদ্ধিকারক।

এ সূক্তের মধ্যে 'সোমঃ'—ইন্দ্রাদি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। এখানে আর ব্যাখ্যাকারগণ সোমকে মাদকদ্রব্য (পুঁই-লতার ন্যায় গাছের পাতার রস) বলিতে পারেন নাই; এখানে আর সোমের নামে দেবতাদিগের জিহ্বায় জল নিঃসারণ হইতেছে—এরূপ অর্থও কেহ নিষ্কাষণ করেন নাই।

এ সূক্তের এই যেমন এক অভিনবত্ব; আর এক অভিনবত্ব—দৃষ্টান্তক্ষেত্রে 'কক্ষীবন্তং' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ (প্রথম ঋক্ দেখুন)। পুরাণে কক্ষীবান্ নামক এক ঋষির পরিচয় আছে। ব্যাখ্যাকারগণ সেই ঋষির সঙ্গে এই সূক্তের সম্বন্ধ-সূচনা করিয়া সূক্তটীকে একেবারে "বেদের বাহির" করিয়া তুলিয়াছেন। কক্ষীবানের সহিত সংশ্রব ঘটিলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে; এবং ব্যভিচার-দোষজ জনের সহিত ঋঙ্মন্ত্রের সম্বন্ধ থাকায়, সকল ব্যভিচারী ব্যক্তিই সমাজে প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারে। ঋকের ব্যাখ্যার সময় বিষয়টী বিশদভাবেই আলোচনা করা যাইবে। এখানে মাত্র ব্যাখ্যাকারগণের লক্ষ্যস্থল কক্ষীবানের একটু পরিচয় দিয়াই বক্তব্যের উপসংহার করা যাইতেছে।

কক্ষীবানের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত এই;—কলিঙ্গরাজ অপুত্রক ছিলেন। পুত্রসন্তান লাভ করিতে না পারায়, তিনি আপন মহিষীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাস করিতে আদেশ করেন। মহিষী কিন্তু, নিজে ঋষির নিকট না যাইয়া, আপন দাসীকে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘতমা ঋষি সেই দাসীকে পাইয়াই তাহাতে উপগত হন। তাহার ফলে দাসীর গর্ভে কক্ষীবান্ ঋষির উৎপত্তি হয়। সেই দাসীর নাম উশিক্। সেই জন্য কক্ষীবানকে 'ঔশিজ' বলা হয়। কক্ষীবান্ দেবগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। মৎস্য-পুরাণে, বায়ুপুরাণে, মহাভারতে এইরূপ উপাখ্যান আছে।

উপাখ্যানের কি উদ্দেশ্য, ঐ উপাখ্যানের মধ্যে রূপকালঙ্কারে কি তত্ত্ব ব্যক্ত আছে, তাহা অনুধাবন না করিয়া, পরম-পূজ্য বেদের অঙ্গে ঐ উপাখ্যানকে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে কতদূর অদূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইন্দ্রের ও অহল্যার উপাখ্যান, ব্রহ্মার ও তৎকন্যার উপাখ্যান প্রভৃতিও যেমন ভিত্তিহীন রূপক অলঙ্কার, কক্ষীবানের উপাখ্যানও তদ্রূপ। রূপক উপমার কল্পিত অবাস্তব বিষয়কে বাস্তব-মধ্যে গণ্য করায়, সমাজের ও ধর্ম্মের বিশেষ হানি হয়। আমি প্রসঙ্গান্তরে ঐ সকল রূপকের তাৎপর্য্য বিবৃত করিব। এখানে এখন মাত্র এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে,—বেদে অসতের সংশ্রব আদৌ নাই; বেদ অনিত্য বস্তুরও সংশ্রব কোথাও দেখিতে পাইবেন না; শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধভাবান্বিত হইয়া বেদে-পাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, সত্য-তত্ত্ব নিশ্চয়ই অবগত হইতে পারিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুকাঙ্ক্ষন্তি ষট্‌পদাঃ।"

* * *

অষ্টাদশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

পঞ্চমেঽনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র সোমানমিত্যাদিকং নবর্চং প্রথমং সূক্তং। ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতাবিশেষস্ত্বেবমনুক্রম্যতে। সোমানমিতি পঞ্চব্রাহ্মণস্পত্যাশ্চতুর্থ্যামিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ পঞ্চম্যাং দক্ষিণা চান্ত্যাঃ সাদসস্পত্যা নারাশংসী বান্তেতি। সূক্তগতা আদ্যাঃ পঞ্চর্চো ব্রহ্মণস্পতিদেবতাকাঃ। তাসাং মধ্যে স ধা ধীর ইত্যেতস্যাশ্চতুর্থ্যা ঋচো ব্রাহ্মণস্পতিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চেতি তিস্রো দেবতাঃ। ত্বং তমিত্যেতস্যাঃ পঞ্চম্যা দক্ষিণয়া সহ পূর্ব্বোক্তাস্তিস্রো দেবতাঃ। ষষ্ঠীমারভ্য তিসৃণাং সদসস্পতির্দ্দেবতা। নরাশংসমিত্যেতস্যা নবম্যাঃ সদসস্পতির্নরাশংসো বা বিকল্প্যতে। বিনিয়োগস্তু পূর্ব্ববৎ। তস্মিন্ সূক্তে প্রথমামৃচমাহ॥

⁂

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম অনুবাকে ছয়টী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে "সোমানং" ইত্যাদি নয়টী ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্ত—প্রথম সূক্ত। ইহার ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। কিন্তু দেবতাবিশেষ এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে। যথা,—"সোমানমিতি পঞ্চব্রাহ্মণস্পত্যাশ্চতুর্থ্যামিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ পঞ্চম্যাং দক্ষিণা চান্ত্যাঃ সাদসস্পত্যা নারাশংসী বাস্ত্যেতি।" অর্থাৎ,—সূক্তস্থ আদিভূত ঋক্‌পাঁচটীর দেবতা - ব্রহ্মণস্পতি। তন্মধ্যে "স ধা ধীরঃ" এই চতুর্থী ঋকের দেবতা—ব্রহ্মণস্পতি, ইন্দ্র এবং সোম। "ত্বং তং" এই পঞ্চমী ঋকের দেবতা—দক্ষিণার সহিত পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়। অনন্তর ষষ্ঠী ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ঋক্‌ত্রয়ের দেবতা সদসস্পতি। "নরাশংসং" এই নবমী ঋক্‌টীর দেবতা—সদসস্পতি অথবা পক্ষান্তরে নরাশংস হইয়া থাকে। এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায়। এই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

⁂

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সোমানং। স্বরণং। কৃণুহি। ব্রহ্মণঃ। পতে।
কক্ষীবন্তং। যঃ। ঔশিজঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' ° (হে পরিত্রাণকারিন্) 'যঃ' (পাপাত্মা, কক্ষীবান্) 'ঔশিজঃ' (পরীক্ষানলসংস্কারজাতঃ, জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ) তং 'কক্ষীবন্তং' (পাপিনং ইব, তং পাপিনং যথা পরিত্রাণং করোষি তদ্বৎ) 'সোমানং' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারং, প্রার্থনাকারিণং মাং) 'স্বরণং' (দেবানুগ্রহপ্রাপকং, বিশুদ্ধং) 'কৃণুহি' (কুরু)। অয়ং ভাবঃ—পাপাত্মা যথা জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ দেবসন্নিকর্ষং লভতে তদ্বৎ, হে ভগবন্! মাং পাপিনমপি দেবেষু প্রকাশনবন্তং দেবভাবসমন্বিতং বা কুরু। (১ম—১৮সূ—১ঋ)।

° এ ঋকে 'ব্রহ্মণস্পতি' নামক এক নূতন দেবতার নাম দেখিলাম। ধাত্বর্থ অনুসারে ঐ শব্দে (ব্রহ্মণঃ+পতি) 'মানবমাত্রেরই পতি' বা 'রক্ষাকর্ত্তা' বুঝায়। ব্রহ্মণস্পতি অগ্নিরও এক নাম। কেহ কেহ ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতি সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মনুষ্যের রক্ষাকর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) অর্থই এখানে সঙ্গত।

এই মন্ত্রের সম্বোধ্য যে 'ব্রহ্মণস্পতি' দেবতা, নিঘণ্টুর দেবতাকাণ্ডে তিনি দেবগণ-মধ্যে পরিগণিত নহেন। সেখানে অন্তরীক্ষ-স্থান-দেবতাগণের মধ্যে বায়ু প্রভৃতির বৃহস্পতি-সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়। তাহারই নির্ব্বচন-উপলক্ষে 'ব্রহ্মণস্পতি' 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ' 'বাস্তোস্পতিঃ' 'বসোস্পতিঃ' এই পাঁচটী উদাহরণ প্রদর্শিত আছে। নিরুক্তে (১০।১।১২) ঐ পদের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মণঃ পাতা পালয়িতা বা।' উহার ভাষ্যকার 'ব্রহ্মণঃ' পদে 'মন্ত্রস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পদের সত্ত্ব-বিষয়ে উক্ত আছে—"ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু।", (৮।৩।৫৩)।

অথবা,

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে ব্রহ্মণঃ বাঙ্ময়স্য জ্ঞানস্য বা অধিপতে।) 'কক্ষীবন্তং' (পাপবন্তং আমিতি শেষঃ) প্রতি 'সোমানং' (সত্ত্বভাবানাং সদ্বৃত্তীনাং, জ্ঞানানাং বা) 'স্বরণং' (প্রকাশনং, উদ্বোধনং) 'কৃণুহি' (কুরু); 'যঃ' (জনঃ, অহমিতি ভাবঃ) 'ঔশিজঃ' (উশিজঃ জ্ঞানাগ্নেঃ পরমাত্মনঃ তব অপত্যং অংশভূতঃ) ভবেয়ং ইতি শেষঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—হে ব্রহ্মণস্পতে! তব অংশভূতঃ সন্তানোহপি অহমধুনা পাপবান্, কৃপয়া ময়ি সত্ত্বভাবান্ সংস্থাপ্য পাপাৎ মামুদ্ধর। (১ম—১৮সূ—১ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে পরিত্রাণকারিন্! যে পাপাত্মা পরীক্ষার অনলে পুড়িয়া জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হয়, সেই পাপীকে আপনি যেমন পরিত্রাণ করেন; তদ্রূপ এই প্রার্থনাকারীকে (আমাকে) দেবানুগ্রহপ্রাপক (বিশুদ্ধ) করুন। (ভাব এই যে,—পাপাত্মা যেমন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে, সেইরূপ, হে ভগবন্! এই পাপী আমাকেও দেবভাবসমন্বিত করুন।)॥ (১ম—১৮সূ—১ঋ)॥

⁂

অথবা,

হে ব্রহ্মের (বাঙ্ময়ের শাস্ত্রের অথবা জ্ঞানের) অধিপতি! আমি পাপী, আমার প্রতি সত্ত্বভাবের (সদ্বৃত্তিসমূহের অথবা সদ্জ্ঞানের) প্রকাশ (উদ্বোধ) করুন,—যে আমি উশিজের অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিদেবের (পরমাত্মার) অপত্য অর্থাৎ অংশস্বরূপ হই। (ভাব এই যে,—হে ব্রহ্মণস্পতে! আমি আপনার অংশভূত সন্তান হইলেও এখন পাপে লিপ্ত হইয়াছি; কৃপা করিয়া আমাতে সত্ত্বভাব সংস্থাপন করিয়া পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (১ম—১৮সূ—১ঋ)॥

⁂

সায়ণভাষ্যং।

হে ব্রহ্মণস্পতে! এতন্নামদেব সোমানমভিষবস্য কর্ত্তারং মামনুষ্ঠাতারং স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং কৃণুহি। কুরু। অত্র দৃষ্টান্তঃ। কক্ষীবন্তমেতন্নামকমৃষিং। ইবশব্দোহ-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি-নামক দেব! অভিষবের কর্ত্তা অনুষ্ঠানকারী আমাকে দেবতাসমূহের মধ্যে প্রকাশনযুক্ত করুন। এস্থলে দৃষ্টান্ত; যথা—কক্ষীবান্ অর্থাৎ এতন্নামক ঋষি; 'ইব'

স্ত্রাধ্যাহর্ত্তব্যঃ। কক্ষীবান্ যথা দেবেষু প্রসিদ্ধস্তদ্বদিত্যর্থঃ। যঃ কক্ষীবানৃষিরৌশিজঃ। উশিজঃ পুত্রঃ। তমিবেতি পূর্ব্বত্রযোজনা। কক্ষীবতোহনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিস্তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে। এতং বৈ পর আট্‌ণারঃ কক্ষীবাঁ ঔশিজো বীতহব্যঃ শ্রায়সস্ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বতেতি। ঋগন্তরেহপ্যৃষিত্বকথনেনানুষ্ঠাতৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। অহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্র ইতি। তস্মাদস্যানুষ্ঠাতারং প্রতি দৃষ্টান্তত্বং যুক্তং। সোহয়ং মন্ত্রো যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতঃ। নি০ ৬।২০। সোমানং সোতারং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে কক্ষীবন্তমিব য ঔশিজঃ। কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবানৌশিজ উশিজঃ পুত্র উশিগ্বষ্টেঃ কান্তিকর্ম্মণোহপি ত্বয়ং মনুষ্যকক্ষ এবাভিপ্রেতঃ স্যাত্তং সোমানং সোতারং মা প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে ইতি। অস্মিন্ মন্ত্রে সোমানমিতি পদেন কৃণুহি ব্রহ্মণ ইতি পাদেন সূচিতং তাৎপর্য্যং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। সোমানং স্বরণমিত্যাহ সোনপীথমেবাবরুন্ধে। কৃণুহি ব্রহ্মণস্পত ইত্যাহ ব্রহ্মবর্চসমেবাবরুন্ধ ইতি।

সোমানং। সুনোতীতি। ষুঞ্ অভিষবে। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহণার্থত্বান্নিত্বেহপি নাদ্যুদাত্তত্বং কিন্তু প্রত্যয়স্বর এব। উক্ষাদিষু বা সোমনশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। পা০ ৬।১।১৬০। বহুলগ্রহণাদৌণাদিকো বা মনির্দ্রষ্টব্যঃ। স্বরণং।

শব্দটী এস্থলে অধ্যাহৃত করিতে হইবে, অর্থাৎ, 'যেমন কক্ষীবান্ ঋষি দেবতা-সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ।' 'যে কক্ষীবান্ ঋষি উষিকের পুত্র, তাঁহার ন্যায়';—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত যোজনা হইবে। কক্ষীবান্ ঋষি অনুষ্ঠানকারী মুনিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ কহেন; যথা—"এবং বৈ পর আট্‌ণারঃ কক্ষীবাঁ ঔশিজো বীতহব্যঃ শ্রায়সস্ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বত" ইতি। ঋকের মধ্যেও ঋষিত্ব কথিত হইয়াছে বলিয়া অনুষ্ঠাতার প্রসিদ্ধি সূচিত হইয়াছে; যথা - আমি কক্ষীবান নামক বিপ্র ঋষি হইয়াছি। সেই হেতু ইহার অনুষ্ঠানকারীর প্রতি দৃষ্টান্ত যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রটী যাস্ক এইরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন—'হে ব্রহ্মণস্পতে! যে কক্ষীবান্ 'উশিক'-এর পুত্র, তাহার ন্যায় অভিষবকর্ত্তাকে প্রকাশযুক্ত করুন। কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবান্ 'উশিক'-এর পুত্র। 'উশিক' শব্দটি, কান্তি অর্থবিশিষ্ট 'বশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও কিন্তু ইহাতে মনুষ্যকক্ষই অভিপ্রেত হয়। অর্থাৎ, হে ব্রহ্মণস্পতে! অভিষবকর্ত্তা আমাকে প্রকাশমান করুন। (ইতি নি০ ৬।১০)। এই মন্ত্রে 'সোমানং' এই পদের দ্বারা এবং 'কৃণুহি ব্রহ্মণঃ' এই পদের দ্বারা সূচিত যে তাৎপর্য্য, তাহা তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন; যথা, - 'সোমানং স্বরণং' এই পদ 'সোমপীথকেই অবরুদ্ধ করিতেছি' এবং 'কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে' এই পদ 'ব্রহ্মবর্চ্চকেই অবরুদ্ধ করিতেছি' এইরূপ বলিয়া থাকে।

"সোমানং" পদটী অভিষবার্থক 'ষুঞ' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে "অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা মনিন (মন্) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সূত্রে দৃশি (দৃশ) ধাতুর গ্রহণ থাকায় বিধ্যন্তরেরও গ্রহণ হয় বলিয়া 'মনন্' প্রত্যয়ের নিত্ব হইলেও ইহার আদিস্বর উদাত্ত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যয়-স্বরই হইয়াছে। কিম্বা "সোমান্" শব্দটি উক্ষাদির মধ্যে দর্শিত হইয়াছে (পা০ ৬।১।১৬০)। অথবা বহুলগ্রহণপ্রযুক্ত ঔণাদিক 'মণি' প্রত্যয়ে

প্রখ্যাতং। স্মৃ শব্দোপতাপয়োঃ। কৃত্যলুটো বহুলং। পা০ ৩৩।১১৩। ইতি কর্ম্মণি লুট্। লিতীত্যাকার উদাত্তঃ। কৃণুহি। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। লোটঃ সিপো হিঃ। শপি প্রাপ্তে ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেতুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। তস্যাতো লোপ ইতি লোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবান্ন পূর্ব্বস্য লঘূপধগুণঃ। হের্ঙিত্বাদুকারস্য ন গুণঃ। উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দো বাবচনং। পা০ ৬।৪।১০৬।১। ইতি হের্লুক্ ন। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি বচনাদ্ধেরেব প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। ব্রহ্মণঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেত্যাদিনা। পা০ ৮।৩।৫৩। সংহিতায়াং বিসর্জ্জনীয়স্য সকারঃ। সুবামন্ত্রিতপরাঙ্গবদ্ভাবাৎ পদদ্বয়স্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ। কক্ষীবন্তং। কক্ষে ভবা কক্ষ্যা। অশ্বোদরসম্বন্ধিনী রজ্জুঃ। ভবে ছন্দসি। পা০ ৪।১৪।১১০। ইতি যৎপ্রত্যয়ঃ। সাস্যাস্তীত্যর্থ আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবৎ। পা০ ৮।২।১২। ইত্যৃষিবিশেষনাম কক্ষীবচ্ছব্দো নিপাতিতঃ। ছন্দসীর ইতি বত্বং। য প্রত্যয়স্বরেণ তদাদেশো নিপাতিত ঈকার উদাত্তঃ। মতুপ্ সুপৌ পিত্বাদনুদাত্তৌ। ঔশিজঃ। বশ কান্তৌ।

নিষ্পন্ন হইয়াছে। "স্মরণং" পদটির অর্থ—প্রখ্যাত। উক্ত "স্মরণং" পদটি, শব্দ এবং উপতাপার্থক স্মৃ ধাতুর উত্তর "কৃত্যলুটো বহুলং" (পা০ ৩৩।১১৩) এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মণিবাচ্যে লুট্ (যু) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন লইয়াছে। "লিতি" সূত্রানুসারে ইহার আকারটি উদাত্ত হইয়াছে। "কৃণুহি" পদটী হিংসা ও করণার্থক 'কৃবি' ধাতুর "ইদিতোনুম ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা নুমাগমে লোট্ বিভক্তির 'সি'এর স্থানে 'হি' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছ। এস্থলে 'শপ্' প্রত্যয়ের প্রাপ্তিতে "ধিন্বিকৃণ্ব্যোবচ্চ" এই সূত্র দ্বারা উ প্রত্যয়, তাহার সন্নিয়োগ-বশতঃ ব-কার স্থানে আকার, "তস্যাতোলোপঃ" সূত্রানুসারে তাহার লোপ, উক্ত লোপের স্থানিবদ্ভাবহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী লঘু উপধা স্বরের গুণ হয় নাই। 'হি' প্রত্যয়ের ঙিত্ত্ব-হেতু উ-কারের গুণ হয় নাই, এবং "উতশ্চ প্রত্যয়াচ্ছন্দো বা বচনং" (পা০ ৬ ৪।১০৬ ১) এই সূত্র দ্বারা 'হি' প্রত্যয়ের লোপ হয় নাই। "সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ" এই বচনপ্রযুক্ত 'হি' প্রত্যয়েরই প্রত্যয়স্বরহেতু উদাত্তস্বরস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু এস্থলে নিঘাত-স্বর হয় নাই। "ব্রহ্মণস্পতে"—এস্থলে "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" (পা০ ৮ ৩'৫৩) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সংহিতাতে 'ব্রহ্মণঃ' পদের বিসর্গের স্থানে 'স'-কার হইয়াছে। সুবামন্ত্রিত পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু দুইটী পদেরই আমন্ত্রিত নিঘাত-স্বর হইয়াছে। "কক্ষীবন্তং" এস্থলে 'কক্ষে ভবা' এই অর্থে "ভবে ছন্দসি" (পা০ ৪।৪১।১১০) এই সূত্রানুসারে 'কক্ষ' শব্দের উত্তর ভাবার্থে যৎ প্রত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন 'কক্ষা' শব্দের অর্থ অশ্বের উদর-সম্বন্ধী রজ্জু। "সেই 'কক্ষা' ইহার আছে"—এই অর্থে "আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবৎ" (পা০ ৮।২।.২) এই সূত্র দ্বারা ঋষিবিশেষকে বুঝাইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'ছন্দসীরঃ' এই সূত্রে বত্ব। য-প্রত্যয়স্বরের দ্বারা তৎ আদেশ ও নিপাতনসিদ্ধ। ইহার ঈকারটী উদাত্ত। 'মতুপ' ও 'সুপ' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তস্বর। "ঔশিজঃ" পদটীতে কান্তিঅর্থবিশিষ্ট 'বশ্'

ইজীত্যনুবৃত্তৌ বশেঃ কিচ্চ। উ০ ২।৭০। ইতীজিপ্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্ত্বাদ্‌গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে গুণাভাবঃ। স তস্যাপত্যং। পা০ ৪।১।৯২। ইতি প্রাগ্‌দীব্যতোঽণ্‌। পা০ ৪।১।৮৩। আদিবৃদ্ধিঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং ॥ ১ ॥

প্রথম (১৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক মন্ত্র। অথচ, মন্ত্রটী ঋগ্বেদে আছে, যজুর্ব্বেদে আছে, সামবেদে আছে; * এবং অন্য বহুস্থানে এই মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

সকল ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্র লইয়া মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াছেন। নিঘণ্টু নিরুক্তে (৭।৪২) এই মন্ত্রের আলোচনা আছে; দুর্গাচার্য্য, উবট, মহীধর—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্যে বিভিন্ন স্থানেই এই মন্ত্রের সম্বন্ধে গবেষণা দেখা যায়। অথচ, মন্ত্রার্থের সংশয় কোথাও নিরসিত হয় না।

মন্ত্রটীর শব্দবিন্যাস একেই জটিলতাপূর্ণ; ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে সে জটিলতা আরও যেন বৃদ্ধি করিয়াছে। সে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখিয়া, সংশয়ীর চিত্তে সংশয়-সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায়,—বেদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করে। বেদবিদ্বেষিগণ এই মন্ত্র-উপলক্ষে বেদের প্রতি কতই বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত "কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" বাক্য—ঐ প্রকার অশ্রদ্ধার ও সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধির হেতুভূত। ঐ বাক্যের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'উশিকের পুত্র কক্ষীবানের মত।' তদনুসারে মন্ত্রের সঙ্গে একটী

ধাতুর উত্তর 'ইজি' এই অনুবৃত্তিতে "বশেঃ কিচ্চ" (উ০ ২৭০) এই সূত্র দ্বারা 'ইজি' প্রত্যয় করিয়া তাহার কিত্ত্ব-হেতু "গ্রহিজ্যা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ হইয়া পরপূর্ব্বত্ব ও গুণের অভাবে 'উশিজ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর উক্ত 'উশিজ' শব্দের উত্তর "সতস্যাপত্যং" (পা০ ৪।১।৯২) এই অর্থে "প্রাগ্‌দীব্যতোঽণ্‌" (পা০ ৪।১।৮৬) এই সূত্র দ্বারা 'অণ' প্রত্যয়ে আদিস্বর বৃদ্ধি করিয়া উক্ত 'ঔশিজঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—১৮সূ—১ঋ) ॥

---

* এই ঋঙ্মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও (৩খ, ৩দ, ৫সা) আছে। যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায় এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়।

উপাখ্যানের সমাবেশ করা হয়। আর, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'কলিঙ্গরাজমহিষীর দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে যে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যেমন নীচবংশজ হইয়াও দেবগণের নিকট প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণস্পতি দেব, প্রার্থনাকারী আমায় সেইরূপ দেবগণ-সমীপে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া দিউন।

এই প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে যে একটা বিচিত্র উপাখ্যান আনিয়া এই মন্ত্রের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে, তাহা এই প্রকার; কলিঙ্গরাজের কোনও পুত্র-সন্তান হয় না। তজ্জন্য তিনি তাঁহার মহিষীকে দীর্ঘতমা ঋষির সহিত সহবাস করিয়া আসিতে অনুমতি করেন। কিন্তু রাজ্ঞীর সে বৃদ্ধ ঋষিকে পছন্দ হয় না। তিনি কৌশলে আপনার দাসী উশিককে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতে সেই দাসীর গর্ভে ঋষির ঔরসে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন। সেই কক্ষীবান্ দেবগণের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিলেন। ইহাই এই মন্ত্রের উপাখ্যানাংশ।[*] প্রার্থনাকারী সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া যেন প্রার্থনা করিতেছেন।

এখন বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের এইরূপ অর্থ যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে কতগুলি দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ, অনিত্য বস্তুর সহিত (দাসী উশিকের ও তাহার পুত্র কক্ষীবানের সহিত) সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়ায়, বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, বেদের মধ্যে অসভ্য-সমাজের কথা লিখিত আছে, প্রমাণ হইয়া যায়। সুতরাং বেদবিরোধিগণের তখন আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না! বেদ যে কিছুই নয়, বেদ যে সত্য সত্যই 'চাষার গান', তখন এই প্রতিধ্বনিই গগন বিদীর্ণ করিতে থাকে!

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই বুঝা যায়, মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ; অপিচ, ভ্রান্তিই পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের সূচনা

---

[*] ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের এই অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের সায়ণ-ভাষ্যে—বিশেষতঃ একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকের সায়ণ-ভাষ্যে কক্ষীবানের উপাখ্যান বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তের সূচনায় এবং ঐ সূক্তের পঞ্চম্যাদি ঋকের টিপ্পনীতে দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান দৃষ্ট হইবে;—ঐ উপাখ্যান ক্রমেই কত পল্লবিত ও রঙ-রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহা বুঝা যাইবে।—ঋগ্বেদ সংহিতা, ২৫৮. ৮২, ২৫৯৮ এবং ২৬২৫-২৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে মাত্র। এইখানে পাঠকগণকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। নিঘণ্টু-নিরুক্ত বা প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকারগণ যে ঐ ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা হইতে সকল ভাবই জানা যায়। তাঁহারা উপাখ্যানের সমাবেশ করেন নাই;—সংক্ষেপে অল্প কথায় ব্যক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সে পক্ষে বলিতে হয়—বিকৃতি আধুনিক—পরবর্ত্তী কালের।

যাহা হউক, আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ, 'কক্ষীবান্' শব্দে কক্ষীবান্ নামক কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঐ শব্দের অর্থ—'পাপাত্মা'। 'হিংসা'-অর্থমূলক 'কষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণানুসারে 'কক্ষীবান্' পদ সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া সায়ণাচার্য্যও উহাকে 'নিপাতনসিদ্ধ পদ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'কক্ষ' অর্থাৎ 'হিংসা' বা পাপ যাহার আছে বা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কক্ষীবান্। 'কক্ষীবান্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'কক্ষীবন্তং' পদ হয়। 'কক্ষীবান্' শব্দের অর্থ—পাপী, পাপাত্মা। 'কক্ষীবন্তং' পদে পাপীকে বা পাপাত্মাকে বুঝায়। এইরূপ 'ঔশিজঃ' পদের অর্থ, অগ্নি-সংস্কারজাত অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত। 'উশিক্' শব্দে অগ্নিকে বুঝায়; যাহা অগ্নি হইতে বিনিঃসৃত অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত, তাহাই 'ঔশিজঃ'। ইহাতে ঋকের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভগবানের অনুগ্রহ হইলে পাপাত্মা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, হে দেব, আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন;—আমি যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই।'

মনুষ্য-মাত্রেই পাপের সহিত সংশ্রবযুক্ত; মানুষকে পাপে ঘেরিয়া আছে; মনুষ্য-জন্মই পাপ-হেতুভূত। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ সেই পাপের ক্ষয় হয়; এবং পাপক্ষয়-নিবন্ধন ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ সম্ভবপর হইয়া আসে। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন—'হে ভগবন্! আপনার করুণায় কত পাপী কত প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছে! জানি, আমি ঘোর নারকী, ঘোর পাতকী; কিন্তু আপনি যে পাপিত্রাতা, দুষ্কৃতের উদ্ধার-কর্ত্তা! তাই শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার ন্যায় দুষ্কৃত জনের প্রতি

একবার আপনি করুণা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন। আমি যেন দেবসকাশে প্রকাশ পাই,—আমি যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই। আমার কর্ম্ম, আমার অনুভাবনা—আমায় যেন দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্র এতাদৃশ শিষ্ট সৎ ও উচ্চভাবপূর্ণ।

আমাদিগের পরিগৃহীত দ্বিতীয় প্রকার অর্থেও মূলতঃ ঐ একরূপ-ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেই ভগবানের অংশসম্ভূত—সৎ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংসারে আসিয়া অসতের সংসর্গে মিশিয়া মলিন হইয়া পড়ে। প্রার্থনা—সেই মলিনত্ব-নাশ-পক্ষে; প্রার্থনা—পাপ সম্বন্ধ-ক্ষালন-বিষয়ে। (১ম—১৮সূ—১ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। রেবান্। যঃ। অমীবঽহা। বসুঽবিৎ। পুষ্টিঽবর্দ্ধনঃ।
সঃ। নঃ। সিসক্তু। যঃ। তুরঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্মণস্পতিঃ) 'রেবান্' (ধনবান্) 'অমীবহা' (রোগাণাং শান্তিকারকঃ) 'বসুবিৎ' (ধনদাতা) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (পুষ্টের্ব্বর্দ্ধয়িতা) তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'তুরঃ' (শীঘ্রফলদঃ) সঃ 'নঃ' (অস্মান্) 'সিষক্তু' (সেবতাং, অনুগৃহ্নাতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ধনদ শান্তিপ্রদ ব্রহ্মণস্পতিদেব! অস্মাকং প্রতি ত্বরয়া প্রসন্না ভব। (১ম ১৮সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যিনি (ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) ধনবান্, রোগশান্তিকারক, ধনদাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং যিনি শীঘ্রফলদাতা, তিনি (সেই দেবতা) আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ধনদ শান্তিপ্রদ ব্রহ্মণস্পতিদেব! আমাদিগের প্রতি ত্বরায় প্রসন্ন হউন।)॥ (১ম—১৮সূ—২ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো ব্রহ্মণস্পতী রেবান্ ধনবান্ যশ্চামীবহা রোগাণাং হন্তা বসুবিদ্বসলব্ধা পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পুষ্টের্ব্বর্দ্ধয়িতা যশ্চ তুরস্তরোপেতঃ শীঘ্রফলদঃ স ব্রহ্মণস্পতির্ণোঽস্মান্ সিষক্তু। সেবতাং। পরিগৃহ্যানুগৃহ্নাত্বিত্যর্থঃ। অত্র সিষক্তুশব্দস্য সেবার্থত্বং যাস্ক আহ। সিষক্তু সচত ইতি সেবমানস্যেতি প্রত্যায়কৌ শব্দাবিতি শেষঃ।

রেবান্। রয়িরস্যাস্তীতি মতুপ্। রয়ের্ম্মতৌ বহুলং। পা০ ৬।১।৩৭।২। ইতি যকারস্য সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। ছন্দসীর ইতি বত্বং। আদ্গুণঃ। নমু বত্বস্যাসিদ্ধত্বাদ্বহিরঙ্গত্বাচ্চ প্রাগেব গুণে কৃত ইবর্ণাভাবান্ন বত্বং। ন চাস্তাদিবচ্চ। পা০ ৬।১।৮৫। ইত্যাদিবদ্ভাবেনেবর্ণসম্পাদনং বর্ণাশ্রয়বিধৌ তৎপ্রতিষেধাৎ। অন্যথা খট্বাভিরিত্যত্র সবর্ণদীর্ঘস্যান্তবদ্ভাবেনাকারত্বাদতো ভিস্ ঐস্। পা০ ৭।১।৯। ইত্যৈসাদেশঃ স্যাৎ ন চ নিরবকাশত্বেন বত্বস্যানবকাশত্বং। অগ্নিবান্বৈদর্ভ স্তম্ভঃ। উপ ব্রহ্মাণি হরিব ইত্যাদাববকাশলাভাৎ। সত্যং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ব্রহ্মণস্পতি ধনবান্, যিনি রোগসমূহের নাশক, ধনসমূহের লাভকারী, পুষ্টিবর্দ্ধক, যিনি ত্বরাযুক্ত অর্থাৎ শীঘ্রই ফল প্রদান করেন, সেই ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সেবা করুন। অর্থাৎ, গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ করুন। এস্থলে সিষক্তু শব্দের অর্থ যে সেবা, তাহা যাস্ক বলিয়াছেন। 'সিষক্তু' এবং 'সচত' এই শব্দদ্বয়, সেব্যমানেরই প্রত্যায়ক (জ্ঞাপক)।

"রেবান্" এই পদটী 'রয়ি' অর্থাৎ ধন ইহার আছে এই অর্থে 'রয়ি' শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "রয়ের্ম্মতৌবহুলং" (পা০ ৬।১।৩৭।২) এই সূত্র দ্বারা য-কারের সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইয়া "ছন্দসীরঃ" সূত্রানুসারে 'মতুপ্' এর 'ম' স্থানে 'ব' এবং "আদ্গুণঃ" সূত্র দ্বারা গুণ হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে, বত্বের অসিদ্ধত্ব এবং বহিরঙ্গত্ব হেতু পূর্ব্বেতেই গুণ করিয়া ই-বর্ণের অভাব-বশতঃ বত্ব হইবে না এবং "অন্তাদিবচ্চ" (পা০ ৬।১।৮৫) এই সূত্র দ্বারা আদিবদ্ভাব হেতু ই-বর্ণ সম্পাদন হয় না; কারণ, বর্ণাশ্রয়বিধিতে তাহার প্রতিষেধ আছে। অন্যথা "খট্বাভিঃ" এস্থলে সবর্ণ-দীর্ঘের অন্তবদ্ভাবহেতু আকার হয় বলিয়া "অতো ভিসঐস্" (পা০ ৭।১।৯) সূত্রানুসারে 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' আদেশ হয়। এবং "অগ্নিবান্বৈদর্ভস্তম্ভঃ", "উপব্রহ্মাণি হরিবঃ" ইত্যাদি স্থলে অবকাশের লাভ আছে বলিয়া এস্থলে বত্বের নিরাবকাশত্বহেতু অনবকাশত্ব হয় নাই। উত্তরে কথিত হইতেছে ইহা সত্য। এস্থলে গুণ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বে ই-কারের পর মতুপ্,

অত্র গুণপ্রবৃত্তেঃ প্রাগিকারাৎপরো মতুপ্। কদাচিদিবর্ণাৎপরস্য মতুপঃ পশ্চাদেকারাদেশেনেবর্ণাভাবেঽপি ভবতি বত্বমিতি ছন্দসীর ইতি সূত্রকৃতা বিবক্ষিতং। অমুনৈবাভিপ্রায়েণ হরিব ইত্যাদিকমুদাহৃত্যাপ্যন্তে বৃত্তিকৃতা রেবানিত্যপ্যুদাহৃতং। হ্রস্বনুড্‌ভ্যামিত্যত্রারেশব্দান্মতুপ ইত্যুদাত্তত্বং বক্তব্যং। পা০ ৬।১।১৭৬।১। ইত্যত্রারেশব্দো রেশব্দস্যাপ্যুপলক্ষণং। অত এব হি রেবাং ইন্দ্রেত্যাদৌ মতুপ উদাত্তত্বং দৃষ্টং। অথবা হ্রস্বনুড্‌ভ্যামিত্যত্রাপি কদাচিৎ হ্রস্বাৎপরস্য মতুপ উদাত্তত্বমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ং। এবং চ সম্প্রসারণপরপূর্ব্বত্বয়োঃ কৃতয়োর্গুণাৎ প্রাগ্‌হ্রস্বাৎপরো মতুবিতি রেবানারেবানিত্যাদৌ সর্ব্বত্রোদাত্তত্বং সিদ্ধতি। অয়মেব সূত্রকৃতোঽভিপ্রায়ো বার্ত্তিককৃতা ব্যাখ্যাত ইতি। অমীবহা। অম রোগ ইত্যেতস্মাদ্বন্‌প্রত্যয়েনামীবশব্দো নিপাতিতঃ। তং হন্তীতি বহুলং ছন্দসীতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। বসুবিৎ। বসু বিন্দতীতি বসুবিৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। উত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। বর্দ্ধয়তের্নন্দ্যাদিত্বাল্ল্যুঃ। পা০ ৩।১।১৩৪। লিতীতি প্রত্যয়াৎপূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। পুষ্টের্ব্বর্দ্ধন ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যা সমাসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সিষক্তু। ষচ সমবায়ে। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লু। শ্লাবিতি

হইয়াছে। কখনও ই-বর্ণের পর 'মতুপ্' হইয়াছে। কখনও ই-বর্ণের পর 'মতুপ্' করিয়া তাহার পর একারাদেশ হইলে ই-বর্ণের অভাবেও বত্ব হয়। ইহা "ছন্দসীরঃ" স্থলে সূত্রকার কর্ত্তৃক বিবক্ষিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার ঐ স্থলে "হরিবঃ" ইত্যাদি উদাহৃত করিয়া শেষে "রেবান্" এইরূপও উদাহৃত করিয়াছেন। "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং" স্থলে "আরেশব্দান্মতুপ ইত্যুদাত্তত্বং বক্তব্যং" (পা০ ৬।১।১৭৬।১) এস্থলে যে 'আরে' শব্দ, তাহা 'রে' শব্দেরই উপলক্ষণ। অতএব "রবাং ইন্দ্র" ইত্যাদি স্থলে "মতুপ্"এর উদাত্তস্বর দৃষ্ট হয়। অথবা "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং" এস্থলেও 'কখনও হ্রস্বের উত্তর মতুপের উদাত্তস্বর হয়'—এইরূপই ব্যাখ্যা করা উচিত। এইরূপ ব্যাখ্যাতে সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব করা হইলে, গুণের পূর্ব্বেতেই হ্রস্বের পর 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া 'রেবান্' 'আরেবান' ইত্যাদি সর্ব্বত্রই উদাত্তস্বর সিদ্ধ হইবে। সূত্রকারের এই অভিপ্রায়ই বার্ত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অমীবহা"—রোগার্থ অম্ ধাতুর উত্তর 'বন্' প্রত্যয় করিয়া 'অবমী' পদটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে; 'সেই অমীবকে (রোগকে) হনন করে' এই অর্থে 'অমীব' পূর্ব্বক 'হন্' ধাতুর উত্তর "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' করিয়া প্রথমা বিভক্তির একবচনে উক্ত "অমীবহা" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'বসু (ধন) লাভ করে' এই অর্থে "বসুবিৎ" এই পদটী—'বসু' পূর্ব্বক লাভার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "পুষ্টিবর্দ্ধনঃ" পদটীর ণ্যন্ত 'বৃধ্' ধাতুর নন্দ্যাদিত্বহেতু ল্যু (যু) প্রত্যয়ে 'বর্দ্ধনঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'পুষ্টির বর্দ্ধন' এইরূপ কর্ম্মণি ষষ্ঠীর সহিত তৎপুরুষ সমাসে উক্ত "পুষ্টিবর্দ্ধনঃ" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর। "সিষক্তু" এই পদটী সমবায়ার্থক 'ষচ্' ধাতুর উত্তর লোট বিভক্তিতে "বহুলং ছন্দসী" সূত্রানুসারে শপের স্থানে শ্লু "শ্লৌ"

দ্বিত্বে হলাদিশেষে বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যাকারস্যেকারঃ। পা০ ৭।৪।৭৮। তুরঃ। তুর ত্বরণে। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—১৮সূ-২ঋ)॥

⁂

দ্বিতীয় (১৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

ইহসংসারে মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, এ ঋক্‌টীতে ব্রহ্মণস্পতির বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি ধনবান্ এবং ধনদাতা; তিনি রোগনাশকারী এবং পুষ্টিবৃদ্ধিকারী; আবার তিনি শীঘ্র ফল প্রদান করেন, তাঁহার নিকট শীঘ্র অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এমন ভাবে ভগবানকে দেখিতে না পারিলে, মানুষের চিত্ত সহসা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ যাহাতে ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হয়, তজ্জন্যই এই ঋকের সার্থকতা। এ ঋক্ মানুষকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। (১ম—১৮সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্ত্যস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৩॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। শংসঃ। অররুষঃ। ধূর্ত্তিঃ। প্রণক্। মর্ত্ত্যস্য।
রক্ষ। নঃ। ব্রহ্মণঃ। পতে॥ ৩॥

এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব হলাদিশেষে, এবং "বহুলং ছন্দসী" (পা০ ৭।৪।৭৮) এই সূত্র দ্বারা দ্বিত্বের অ-কারের স্থানে ই-কার করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তুরঃ" এই পদটী, ত্বরণার্থক 'তুর্' ধাতুর উত্তর "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া প্রথমার এক-বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। ২॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্ত্যস্ত' (জনস্ত প্রকৃতিগতস্ত, মনুষ্যসুলভস্ত) 'অররুষঃ' (শত্রুরূপস্ত) 'ধূর্ত্তিঃ' (হিংসা) 'শংসঃ' (অধিক্ষেপঃ, শাপবাক্যঞ্চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা প্রণক্' (মা পৃণক্তু, মা স্পৃশতু) বয়ং হিংসাদ্বেষপরায়ণাঃ মা ভবেম—ইত্যর্থঃ ; 'ব্রহ্মণস্পতে' (হে দেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (তাভ্যাং শত্রুভ্যাং হি নির্লিপ্তান্ কুরু)। হে দেব! অস্মান্ হিংসাদ্বেষাদিরহিতান্ কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৮সূ—৩ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

মানুষের প্রকৃতিগত (মনুষ্য-সুলভ) শত্রু-স্বরূপ হিংসা ও অভিশাপ আমাদিগকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে ; অর্থাৎ, আমরা যেন হিংসাদ্বেষ-পরায়ণ না হই। হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! আমাদিগকে সেই সকল শত্রু হইতে রক্ষা কর—নির্লিপ্ত রাখ। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে হিংসাদ্বেষাদিরহিত করুন।) ॥ (১ম—১৮সূ—৩ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

অররুষো মর্ত্ত্যস্যোপদ্রবং কর্ত্তুমস্মৎ সমীপং প্রাপ্তস্য শত্রুরূপস্য মনুষ্যস্য ধূর্ত্তির্হিংসকঃ শংসঃ শংসনমধিক্ষেপ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো বাগ্বিশেষো নোঽস্মান্ মা প্রণক্। মা সংপৃণক্তু। শত্রূণাং প্রযুক্তোঽধিক্ষেপঃ কদাচিদস্মান্ মা প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। তদর্থং হে ব্রহ্মণস্পতে নোঽস্মান্ রক্ষ। পালয়।

মা। নিপাতঃ। শংসনং শংসঃ। ভাবে ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অররুষঃ অর্ত্তেররুঃ। উ০ ৪।৮০। ইত্যন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদৃগত্যর্থাদিত্যস্মাদরুস্। গুণোরপরত্বং। প্রত্যয়-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উপদ্রব করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সমীপাগত শত্রুরূপ মনুষ্যের হিংসাকারী যে শংসন অর্থাৎ অধিক্ষেপ, তাদৃশ বাক্যবিশেষ, যেন আমাদিগের সম্বন্ধে সংপৃক্ত না হয়। অর্থাৎ,—শত্রুসমূহের প্রযুক্ত যে অধিক্ষেপ (অভিশাপ), তাহা কখনও যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হয়। তজ্জন্য, হে ব্রহ্মণস্পতে! আমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ পালন করুন।

"মা" পদটী নিপাতনে সিদ্ধ। "শংসঃ" পদটী 'শংস' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অররুষ" এই পদটী অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ গত্যর্থ 'ঋ' ধাতুর উত্তর "অর্ত্তেররু" (উ০ ৪।৮০) এই সূত্র দ্বারা 'অরুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে গুণ এবং রপরত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইলে বৃষাদিত্বহেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

স্বরে প্রাপ্তে বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। ধূর্ত্তিঃ। ধুর্ব্বি হিংসায়াং। ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। তিতুত্রতথসিসুরকসেষু চেতীট্‌প্রতিষেধঃ। উপধায়াশ্চ। পা০ ৩।১।১০১। ইত্যুপধাদীর্ঘত্বং। বলি লোপং বাধিত্বোটিপ্রাপ্তে। পা০ ৬।৪।১৯। রাল্লোপঃ। পা০ ৬।৪।২১। ইতি বকারলোপঃ। প্রণক্। পৃচী সম্পর্কে লঙস্তিপ্। ইতশ্চেতীকারলোপঃ হল্ঙ্যাদিলোপঃ। কুত্বং। রুধাদিভ্যঃ শ্নম্। তস্য ব্যত্যয়ো বহুলমিত্যডাগমঃ। যণাদেশঃ। অকারস্যাগমানুদাত্তত্বং বাধিত্বা ব্যত্যয়েনোদাত্তত্বং। চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতাভাবঃ। মর্ত্তস্য। মৃঙ্‌ প্রাণত্যাগে। অসিহসিমৃ ইত্যাদিনা। উ০ ৩।৮৫। ঔণাদিকস্তন্‌প্রত্যয়। মর্ত্তেষু ভব ইত্যর্থে ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। রক্ষ। রক্ষ পালনে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। রক্ষা ণঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ। উপসর্গাদ্বহুলং। পা০ ৮।৪।২৮।১। ইতি বহুলগ্রহণাদনুপসর্গাদপি নসো ণত্বং। ব্রহ্মণস্পতে। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং বিসর্গস্য সকারঃ। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবদ্ভাবাৎপদদ্বয়স্যামন্ত্রিতনিঘাতঃ॥ (১ম—১৮সূ—৩ঋ)।

⁂

“ধূর্ত্তি” এই পদটীতে হিংসার্থ ধুর্ব্বি (ধুর্ব) ধাতুর উত্তর “ক্তিচ্‌ক্তৌচ সংজ্ঞায়াং” এই সূত্র দ্বারা ক্তিচ্‌ (তি) প্রত্যয় করিয়া “তিতুত্রতথসিসুসরকসেষুচ” এই সূত্র দ্বারা ইট্‌ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। “উপাধায়াশ্চ” (পা০ ৩।১।১৯) এই সূত্র দ্বারা উপধাস্বরের দীর্ঘ হইয়াছে। বলিলোপকে বাধিয়া পাণিনির (৬·৪ ২১) সূত্র দ্বারা ব-কারের স্থানে উট্‌ প্রাপ্ত হইলে, “রাল্লোপঃ” (পা০ ৬।৪।২১) এই সূত্র দ্বারা ব-কারের লোপ হইয়াছে। “প্রণক্” এই পদটীতে সম্পর্কার্থক পৃচী (পৃচ্‌) ধাতুর উত্তর লঙের তিপ্‌, “ইতশ্চ” সূত্রানুসারে ই-কার লোপ, হল্ঙ্যাদি লোপ, চ-এর কুত্ব, “রুধাদিভ্যঃ শ্নম্” সূত্র দ্বারা শ্নম্‌, “ব্যত্যয়োবহুলং” সূত্র দ্বারা তাহার অডাগম ও যণ্‌ (ঋ স্থানে র) আদেশ হইয়াছে। অ-কারের আগম হেতু অনুদাত্ত স্বরকে বাধিয়া ব্যত্যয়ে উদাত্তস্বর হইয়াছে। “চাদিলোপে বিভাষা” সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বরের নিষেধ হইয়াছে। “মর্ত্ত্যস্য” পদটীর প্রাণত্যাগার্থক মৃঙ্‌ ধাতুর উত্তর “অসিহসিমৃ” (উ০ ৩।৮৫) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে তন্‌ প্রত্যয় করিয়া ‘মর্ত্ত’ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ‘মর্ত্তেষু ভব’ এই অর্থে উক্ত ‘মর্ত্ত্য’ শব্দের উত্তর “ভবে ছন্দসি” সূত্র দ্বারা যৎ প্রত্যয় করিয়া সপ্তমীর বহুবচনে ঐ “মর্ত্তষু” পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “যতোঽনাবঃ” এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “রক্ষ” এই পদটী পালনার্থক ‘রক্ষ’ ধাতুর উত্তর লোটের পরস্মৈপদের মধ্যম পুরুষের একবচনে শপ্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শপের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্তস্বর। ইহার ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। “রক্ষা ণঃ” এস্থলে “দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ” এই সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে ; এবং “উপসর্গাদ্বহুলং” (পা০ ৮।৪।২৮।১) এই সূত্র দ্বারা বহুলগ্রহণহেতু উপসর্গ রহিত হইলেও নসের ণত্ব হইয়াছে। “ব্রহ্মণস্পতে” এস্থলে “ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সংহিতাতে বিসর্গের স্থানে ‘স’কার হইয়াছে। সুবামন্ত্রিত পরাঙ্গবদ্ভাবহেতু দুই পদেরই আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে॥ ৩।

⁂

তৃতীয় (১৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টির প্রচলিত অর্থ এই যে,—'মানুষই মানুষের পরম শত্রু। মানুষরূপ সেই পরম শত্রু আমাদিগের চারিদিক ঘেরিয়া আছে ; তাহাদের হিংসাদ্বেষে আমরা দারুণ জর্জ্জরিত ; তাহাদের শাপবাক্যে কুৎসারটনায় আমরা বিষম বিব্রত।' সুতরাং প্রার্থনা এই যে, 'হে ভগবন্, এমন করুন, তাহারা যেন হীনবল হয়, আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে ; এবং তাহাদিগের উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এই অর্থ উপলক্ষে কেহ বা ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন,—'অনার্য্যগণের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া মধ্য এসিয়া হইতে আগত আর্য্যগণকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।'

আমরা কিন্তু ঋকের ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমরা বলি, এখানে মনুষ্য-রূপ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থনা করা হয় নাই। আমাদের যে রিপুশত্রু—যে শত্রুর অধীন মনুষ্যমাত্রই—এখানে সেই শত্রু হইতে উদ্ধার পাইবারই কামনা করা হইয়াছে। প্রার্থনা,—'হে ভগবন্, হিংসাদ্বেষাদি রিপুগণ যেন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যেন বাক্যে বা ব্যবহারে কাহাকেও কোনরূপ মর্ম্ম-পীড়া প্রদান না করি। মানুষ্য সাধারণতঃ অসদ্বৃত্তির অধীন হয়, আমাদিগকে তাহাদিগের কবল হইতে মুক্ত করুন।' ঋকের লক্ষ্য—মানব-সমাজকে শত্রুভাবে দর্শন নহে ; হিংসাদ্বেষাদিরহিত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শনের প্রার্থনাই ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১৮সূ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ। বীরঃ। ন। রিষ্যতি। যং। ইন্দ্রঃ। ব্রহ্মণঃ। পতিঃ।
সোমঃ। হিনোতি। মর্ত্ত্যং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

"ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ) 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বস্বরূপঃ দেবঃ) "যং মর্ত্ত্যং' (যং লোকং, অর্চ্চনাকারিণং ইত্যর্থঃ) 'হিনোতি' (প্রাপ্নোতি, বর্দ্ধয়তি), 'সঃ ঘ' (স মর্ত্ত্যঃ এব) 'বীরঃ' (বীর্য্যযুক্তঃ সন্) 'ন রিষ্যতি' (ন বিনশ্যতিঃ অবিনশ্বরাং গতিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। ইন্দ্রাদিদেবসন্নিকর্ষলাভাৎ অর্চ্চনাকারী অবিনাশং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—১৮সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি লোকপালক সত্ত্বস্বরূপ দেব যে মনুষ্যকে (অর্চ্চনাকারীকে) প্রাপ্ত হয়েন,—বর্দ্ধিত করেন; সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই বীর্য্যযুক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়েন না; অর্থাৎ, অবিনশ্বর-গতি লাভ করেন। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রাদিদেবসন্নিকর্ষ লাভ হইতে অর্চ্চনাকারী অবিনাশ মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—১৮সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রো দেবো যং মর্ত্ত্যং যক্ষ্যমাণং হিনোতি প্রাপ্নোতি বর্দ্ধয়তি বা। তথা ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেবো হিনোতি। তথা সোমো হিনোতি। স ঘ স এব যজমানো বীরো বীর্য্যযুক্তঃ সন্ ন রিষ্যতি। ন বিনশ্যতি ॥

ঘা। চাদিরনুদাত্তঃ। সংহিতায়ামৃচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং। পা০ ৬।৩।১৩৩। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব যে যক্ষ্যমাণ (অর্চ্চনাকারী) মর্ত্ত্যকে প্রাপ্ত হয়েন অথবা বর্দ্ধিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতি-নামক দেবতা যাহাকে প্রাপ্ত হয়েন অথবা বর্দ্ধিত করেন, তদ্রূপ সোমদেবতা যাহাকে প্রাপ্ত হয়েন অথবা বর্দ্ধিত করেন; সেই যজমানই বীর্য্যযুক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

"ঘা" এই পদটী, চাদি বলিয়া ইহার স্বর অনুদাত্ত। সংহিতাতে "ঋচিতনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" (পা০ ৬.৩।১৩৩) সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। "ব্রহ্মণস্পতিঃ" পদটী পূর্ব্বে

দীর্ঘঃ। ব্রহ্মণস্পতিঃ। উক্তং। হিনোতি। হি। গতৌ বৃদ্ধৌ চ। স্বাদিভ্য শ্নুঃ। তিপঃ পিত্বাৎ শ্নু প্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে॥ (১ম—১৮সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (১৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'ইন্দ্রঃ' 'ব্রহ্মণস্পতিঃ' ও 'সোমঃ' এই পদত্রয় আলোচনার বিষয়ীভূত। ঐ তিন পদে তিনটী স্বতন্ত্র দেবতার প্রতিও লক্ষ্য আসে; আবার ঐ তিন পদকে একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিলেও ভাবার্থ বেশ পরিস্ফুট হয়। ক্রিয়াপদ অনুসারে তিন দেবতাকে অভিন্ন এক দেবতা মনে করিলেই সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই ভাবেরই অধ্যাস দেখিবেন। যাহা হউক, স্থূলতঃ এই ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'দেবগণের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, প্রার্থনাকারী বলযুক্ত হয় এবং অবিনশ্বর গতি লাভ করে (বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না)।

এ ঋকে 'সোম' দেবতা-রূপে সম্পূজিত। যাহা পূজার উপচার ছিল, তাহাই এখানে পূজার্হ; যাহা আহবনীয় ছিল, তাহাই এখানে আরাধ্য; নির্ম্মাল্য ও দেবতা এখানে অভিন্ন। এ অবস্থায় অনুধাবনায় দ্বিবিধ তথ্য অধিগত হয়। প্রথমতঃ, এখানে দেখিতে পাই,—সাধকের পরম-জ্ঞান-লাভের ফল। দ্বিতীয়তঃ, এখানে দেখিতে পাই,—আত্মোৎকর্ষ-সাধনের ভরসা-স্থল। সাধনায় যখন দিব্য-দৃষ্টি লাভ হয়, সাধকের তখন আর ভেদ-ভাব থাকে না। তিনি তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মময় দর্শন করেন। সে দৃষ্টিতে, পরম পবিত্র বিশুদ্ধ সে সোম (হব্য বা ভক্তি, যাহাই বলুন), তাহা ভগবত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যে পরে কা কথা,—পূজার সামগ্রীই তখন পূজ্যের স্থান লাভ করে। অভেদ-ভাবের ইহাই চরম দৃষ্টান্ত।

অন্য পক্ষেও দেখুন, কি আশা-আশ্বাস-ভরসার বাণী ইহার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে? তুমি কেন হতাশ হইতেছ? বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে,

---

উক্ত হইয়াছে। "হিনোতি" এই পদটী, গতি ও বৃদ্ধি অর্থমূলক 'হি' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে "স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ" সূত্র দ্বারা শ্নু (নু) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তিপ্'এর পিত্বহেতু 'শ্নু'এর প্রত্যয়স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে॥ (১ম—১৮সূ—৪ঋ)॥

পূজার উপচার পর্য্যন্ত যখন পূজ্য পদ প্রাপ্ত হয়; তুমিই বা সে পদ না পাইবে কেন? অন্তরে অনুধ্যানে আচারে ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে শুচিসম্পন্ন হও, তোমারও এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ক্ষুদ্র হইয়া, তুমিও মহৎ হইতে পারিবে; নীচ হইয়া, তুমিও উচ্চ হইতে পারিবে। দেবতার উদ্দেশে আহবনীয় সোম, যখন দেবতার আসন প্রাপ্ত হইতে পারিল; তুমিই বা না পারিবে কেন? সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এ এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মনে করা যাইতে পারে। ভক্তি-শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অবধি নাই। ভক্তি, ভক্ত, ভগবান সেখানে অনেক সময় অভিন্ন-ভাবেই পূজিত হইয়াছেন। তুলসীদানে ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হয়; কিন্তু তুলসীকেও ভগবানের সমান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ফলতঃ, সমদর্শন যখন আসে, তখন সকলই এক হইয়া যায়; আবার সৎসংশ্রব যখন ঘটে, তখন অসৎও সৎ হইয়া যায়,—আলোক-সংস্পর্শে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। এ ঋকে সোম-সম্পর্কে এই সকল ভাব মনে আসিতে পারে। (১ম—১৮সূ—৪ঋ)॥

◆

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ॥ ৫॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। তং। ব্রহ্মণঃ। পতে। সোমঃ। ইন্দ্রঃ। চ। মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা। পাতু। অংহসঃ॥ ৫॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে লোকপালক দেব) 'তং' (প্রসিদ্ধং, বক্ষ্যমাণং) 'মর্ত্ত্যং' (অর্চ্চনাকারিণং) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'ত্বং' (ত্বং পাহি ইতি শেষঃ) ; 'সোমঃ' (সত্ত্বস্বরূপঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'দক্ষিণা চ' (দানোপলক্ষিতা দিগোপলক্ষিতা বা দেবী চ) 'পাতু' (পাপাৎ রক্ষতু—অস্মান্ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোক্তা দেবতা অর্চ্চনাকারিণং পাপকর্ম্মবিরতং কুর্ব্বন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (১ম ১৮সূ - ৫ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেব! এই অর্চ্চনাকারীকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; সত্ত্ব-স্বরূপ সোমদেব, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব এবং দানোপলক্ষিতা বা দিগোপলক্ষিতা দক্ষিণা দেবী এই অর্চ্চনাকারীকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রোক্ত দেবদেবিগণ এই অর্চ্চনাকারীকে পাপকর্ম্মবিরত করুন।) ॥ (১ম—১৮সূ—৫ঋ) ॥

সায়ণভাষ্যং।

হে ব্রহ্মণস্পতে ত্বং তং মর্ত্ত্যমনুষ্ঠাতারং মনুষ্যমংহসঃ পাপাৎ পাহীতি শেষঃ। তথা সোমঃ পাত্বিন্দ্রশ্চ পাতু দক্ষিণাখ্যা দেবতা চ পাতু ॥

দক্ষিণা। দক্ষবৃদ্ধৌ। দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উ° ২।৫১। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অংহসঃ। নব্বিষয়স্যেত্যাদিনাদ্যুদাত্তঃ ॥ (১ম—১৮সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে চতুস্ত্রিংশো বর্গঃ ॥ ১।১ ৩৪ ॥

পঞ্চম (১৮১) ঋকের বিশদার্থ।

'আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; আমরা যেন কোনরূপ পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই';—মনে হয়, এই প্রার্থনাই মানুষের একমাত্র প্রার্থনা হওয়া কর্ত্তব্য। 'ভাল করিতে পারি বা না পারি, যেন মন্দ কিছু

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি! আপনি সেই অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। সেইরূপ সোম, ইন্দ্র এবং দক্ষিণা-নামক দেবতাও রক্ষা করুন।

"দক্ষিণা" এই পদটি, "দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্" (উ° ২।৫১) এই সূত্রানুসারে 'ইনন্' (ইন) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইনন্ প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; "নব্বিষয়স্য" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "অংহসঃ" পদটীর আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম - ১৮সূ - ৫ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।১।৩৪ ॥

না করি',—এ প্রার্থনা অনেকটা সেই ভাবের প্রার্থনা। অপকর্ম্মের প্রলোভন এমনভাবে চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া আছে যে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বা সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা বড়ই কঠিন। সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে, অগ্রে অপকর্ম্মের প্রলোভন জাল ছিন্ন করা প্রয়োজন। পাপ হইতে উদ্ধার না পাইলে, পুণ্যের পথে অগ্রসর হইবার উপায় তো আর নাই। অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগার মধ্যে আবদ্ধ জন, কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে, কেমন করিয়া দেবদর্শনে গমন করিবে? ঋকে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে দেবগণ! পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' অপকর্ম্ম-রূপ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রাপ্তির কামনাই ভগবৎ-সমীপে মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রার্থনা হওয়া আবশ্যক। এ ঋক্ তাহাই শিক্ষা দিতেছে॥ (১ম—১৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অনুপ্রবচনীয় চরোর্হোমে সদস্পতিমিত্যেষা বিনিযুক্তা। তথা চ গৃহ্যে মেখলামাবধ্যেতি খণ্ডে পঠ্যতে। আচার্য্যঃ সমন্বারব্ধে জুহুয়াৎ সদসস্পতিমদ্ভুতং। গৃ০ ১।২২। ইতি তামেতাং সূক্তে ষষ্ঠীমৃচমাহ॥

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।
সনিং মেধামযাসিষং॥ ৬॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অনুপ্রবচনীয় চরুহোমে "সদসস্পতিং" এই ঋক্‌টির বিনিয়োগ হইয়া থাকে। সেইরূপ গৃহ্যসূত্রে "মেখলামাবধ্য" এই খণ্ডে পঠিত হইয়াছে; যথা—"আচার্য্যঃ সমন্বারব্ধে জুহুয়াৎ সদসস্পতিমদ্ভুতং" (গৃ০ ২।২) তাহাই এই সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

সদসঃ। পতিং। অদ্ভুতং। প্রিয়ং। ইন্দ্রস্য। কাম্যং।

সনিং। মেধাং। অযাসিষং ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্ভুতং' (আশ্চর্য্যকর্ম্মকারিণং) 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতেঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'প্রিয়ং' (সখায়ং, সমতুল্যং ইত্যর্থঃ) 'কাম্য' (কমনীয়ং) তথা 'সনিং' (দাতারং) 'সদসস্পতিং' (সৎকর্ম্মণি প্রজ্ঞানদাতারং) 'মেধাং' (প্রজ্ঞাং লব্ধুমিতি ভাবঃ) 'অযাসিষং' (প্রাপ্তুমিচ্ছামি ইতি ভাবঃ)। অহং প্রজ্ঞালাভায় প্রজ্ঞাদানকর্ত্তারং সদসস্পতিদেবং শরণং যাচে—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৮সূ—৬ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশ্চর্য্য-কর্ম্মকারি, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের সখা অর্থাৎ সমতুল্য কমনীয় এবং দাতা, সৎকর্ম্মে প্রজ্ঞানদানকর্ত্তা সদসস্পতি দেবকে প্রজ্ঞালাভের নিমিত্ত আমি প্রাপ্তি-কামনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি প্রজ্ঞা লাভের জন্য প্রজ্ঞাদানকর্ত্তা সদসস্পতি দেবতার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি ॥ (১ম—১৮সূ—৬ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মেধাং লব্ধুং সদসস্পতিমেতন্নামকং দেবমযাসিষং। প্রাপ্তবানস্মি। কীদৃশং। অদ্ভুতং। আশ্চর্য্যকরং। ইন্দ্রস্য প্রিয়ং। সোমপানে সহচারিত্বাৎ। কাম্যং। কমনীয়ং। সনিং। ধনস্য দাতারং ॥

সদসঃ। ষদ্লৃ বিশরণাদৌ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পতিং। পাতের্ডতিঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মেধালাভ করিবার জন্য সদসস্পতি দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। 'সদসস্পতি'—কিরূপ? আশ্চর্য্যকর, সোমপানে সহচর বলিয়া ইন্দ্রদেবের প্রিয়, কমনীয় এবং ধনদাতা।

"সদসঃ" এই পদটী, বিশরণাদি-অর্থ-বিশিষ্ট 'ষদ্‌৯' ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্" সূত্রানুসারে "অসুন্" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্যহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। পতিং" পদটি 'পা' ধাতুর উত্তর ডতি (অতি) প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে

টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। প্রিয়ং। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। ইয়ঙাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। কাম্যং। কাময়তেরচো যৎ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সনিং। ষণু দানে। ধাত্বাদের ষঃ সঃ। অচ ইরিত্যনুবৃত্তৌ খনিকষ্যজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চ। উ০ ৪।১৪১। ইতি ইপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অযাসিষং। যা প্রাপণে। লুঙ্। মিপোঽমাদেশঃ। যমরমনমাতাং সক্ চ। পা০ ৭২৭৩। ইতি সিচ ইডাগমঃ। ধাতোঃ সগাগমঃ। নিঘাতঃ॥ (১ম—১৮সূ—৬ঋ)॥

* * *

ষষ্ঠ (১৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমায় পাপ-কর্ম্ম হইতে মুক্ত করুন।' এ ঋকে ঠিক তাহার পরেরই প্রার্থনা দেখুন,—'আমি যেন প্রজ্ঞা-লাভের জন্য আপনাকে প্রাপ্ত হই।' পাপমুক্ত হওয়ার পরই প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষা যে স্বাভাবিক, তাহাই এখানে ব্যক্ত দেখিতেছি।

বলা হইয়াছে—দেবতা দাতা; বলা হইয়াছে—দেবতা ইন্দ্রসখা; অর্থাৎ, ইন্দ্রদেবতার ন্যায় বিবিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন; বলা হইয়াছে—তিনি কমনীয়, তিনি অদ্ভুত-কর্ম্মকারী। কিন্তু লক্ষ্য করুন, তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করা হইতেছে! ধনের প্রার্থনা নাই, পার্থিব অন্য কোনও

নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর। "প্রিয়ং" এই পদটী, 'প্রী' ধাতুর উত্তর "ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ" সূত্রানুসারে 'কঃ' প্রত্যয় করিয়া ইয়ঙাদেশে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "কাম্যং" এই পদটী, ণ্যন্ত 'কামি' ধাতুর উত্তর "অচো যৎ" সূত্রানুসারে যৎ প্রত্যয় করিয়া "ণেরনিটি" এই সূত্র দ্বারা নি-এর লোপে দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। "যতোঽনাবঃ" এই সূত্র দ্বারা ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সনিং" এই পদটী, দানার্থ ষণু (ষন্) ধাতুর "ধাত্বাদে ষঃ সঃ" সূত্র দ্বারা ধাতুর আদিস্থিত ষ-কারের স্থানে স-কার করিয়া "অচইঃ" এই অনুবৃত্তিতে "খনিকষ্যজ্যসিবসিবনিসনিধ্বনিগ্রন্থিচরিভ্যশ্চ" (উ০ ৩১৪১) এই সূত্র দ্বারা ই প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতেও প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "অযাসিষং" এই পদটী প্রাপণার্থমূলক 'যা' ধাতুর উত্তর লুঙ্ বিভক্তির লিপের স্থানে অমাদেশ, "যমরমনমাতাং সকচ" (পা০ ৭.২।৭৩) এই সূত্র দ্বারা সিচের ইট্ (ই) আগম এবং ধাতুর 'সক্' আগম হইয়াছে। এই পদটীর নিঘাত-স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৮সূ—৬ঋ)॥

সুখৈশ্বর্য্যের কামনা নাই; আছে,—একমাত্র কামনা—তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। তাহারও আবার কারণ অলৌকিক। সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিতেছেন,—কেন? প্রজ্ঞা-লাভের জন্য। দেবতার নিকট, ভগবানের নিকট, মানুষের শ্রেষ্ঠপ্রার্থনার সামগ্রী কি থাকিতে পারে? প্রজ্ঞালাভই সেই শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। (১ম—১৮সূ—৬ঋ)॥

———

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ৭॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্মাৎ। ঋতে। ন। সিধ্যতি। যজ্ঞঃ। বিপঃ২চিতঃ। চন।
সঃ। ধীনাং। যোগং। ইন্বতি॥ ৭॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মাৎ' (প্রজ্ঞাদাতৃ-দেবাৎ) 'ঋতে' (অনুকম্পাং বিনা) 'বিপশ্চিতঃ' (বিদুষঃ—কর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'চন' (অপি) 'ন সিধ্যতি' (সম্পন্নঃ ন ভবতি), 'স' (দেবঃ) 'ধীনাং' (ধিয়াং—ভক্ত্যাত্মকবুদ্ধীনাং) 'যোগং' (সম্বন্ধং) 'ইন্বতি' (অস্মাসু ব্যাপ্নোতি, প্রেরয়তি)। অয়ং ভাবঃ—প্রজ্ঞানদাতা দেবঃ কৃপয়া অস্মান্ সিদ্ধিপ্রদাং বুদ্ধিং দদাতি; অতঃ বয়ং তদনুসারিণঃ ভবেম। (১ম—১৮সূ—৭ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রজ্ঞাদাতা দেবতার অনুকম্পা ব্যতীত বিদ্বজ্জনের কর্ম্মও সফল হয় না; সেই দেবতা ভক্ত্যাত্মক বুদ্ধির (সদ্বুদ্ধির) সম্বন্ধ আমাদিগের

মধ্যে ব্যাপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানদাতা দেবতাই কৃপা করিয়া আমাদিগকে সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি প্রদান করেন; অতএব আমরা তাঁহার অনুসারী হই॥ (১ম—১৮সূ—৭ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজ্ঞোঽস্মমনুষ্ঠাতব্যো বিপশ্চিতশ্চন বিদুষোঽপি যজমানস্য যস্মাৎ সদসস্পতিদেবাদৃতে ন সিধ্যতি। সোঽয়ং সদসস্পতির্দ্দেবো ধীনাং মনোঽনুষ্ঠানবিষয়াণামস্মদ্বুদ্ধীনামনুষ্ঠেয়কর্ম্মণাং বা যোগং সম্বন্ধমিন্বতি। ব্যাপ্নোতি। যজমানমনুগৃহ্য তদীয়ং যজ্ঞং নিষ্পাদয়তীত্যর্থঃ।

যস্মাৎ। অন্যারাদিত্যাদিনা। পা০ ২।৩.২৯। ঋতেযোগাৎ পঞ্চমী। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে নগোশ্বনসাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। সিধ্যতি। ষিধু সংসিদ্ধৌ। শ্যনো নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। ধীনাং। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যোগং। যুজির্ যোগে। ঘঞো ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ইন্বতি। ইবি ব্যাপ্তৌ। শপ্। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। নিঘাতঃ॥ (১ম—১৮সূ—৭ঋ)॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বিদ্বান্ যজমানেরও অনুষ্ঠানোচিত এই যজ্ঞ, সদসস্পতি দেবতা ব্যতীত যে সিদ্ধ হয় না; সেই সদসস্পতি দেবতা আমাদিগের মানসিক অনুষ্ঠান বিষয়ক বুদ্ধি-সমূহের অথবা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-সমূহের সম্বন্ধকে ব্যাপ্ত করিতেছেন; অর্থাৎ,—যজমানকে অনুগ্রহ করিয়া তদীয় যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেছেন।

"যস্মাৎ" এই পদটীতে "অন্যারাৎ" (পা০ ২।৩।২৯) এই সূত্র দ্বারা 'ঋতে' শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। "সাবেকাচ" সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলে "নগোশ্বন্সাববর্ণ" এই সূত্র দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "সিধ্যতি" এই পদটী, সংসিদ্ধি অর্থবিশিষ্ট 'ষিধু' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'শ্যন' প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" এই সূত্র দ্বারা নিঘাত-স্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। "ধীনাং" এই পদটীর "সাবেকাচঃ" এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যোগং" এই পদটী যোগার্থ যুজির (যুজ্) ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঘঞ্ প্রত্যয়ের ঞিত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইন্বতি" এই পদটী ব্যাপ্ত্যর্থক 'ইবি' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে 'শপ্' প্রত্যয় করিয়া "ইদিতোনুম্ ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা নুমাগমে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে নিঘাত-স্বর হইয়াছে॥ ৭॥

⁂

সপ্তম (১৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

মানুষ মনে করে—সে তাহার নিজের বুদ্ধি-বলে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। এ ঋক্ মানুষের সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। কোনও যজ্ঞ বা কোনও সৎকর্ম্ম যে ভগবানের অনুকম্পা ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, এখানে তাহাই ব্যক্ত দেখিতেছি।

তিনি সদসম্পতি, তিনি প্রজ্ঞান-প্রদাতা, তিনি সকল সৎকর্ম্মের প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য আর কে আছেন,—যাঁহার নিকট সংসম্বন্ধ-প্রাপ্ত হইবে,—যাঁহার দ্বারা সদনুষ্ঠানে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে! এদিকে আবার বুদ্ধি-দাতাও তিনি, যজ্ঞসম্পাদকও তিনি,—তিনি ভিন্ন গত্যন্তর নাই! তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—তিনি যেন সুবুদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহার কৃপায় যেন অনুষ্ঠিত যাগাদি শুভ-কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

ভগবানকে সদসম্পতি রূপে ধারণা করিয়া, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্ত হইয়া, তাঁহার অনুকম্পায় সদ্‌বুদ্ধি লাভ কর,—তোমার অভীষ্ট-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে। ঋকের ইহাই উপদেশ। (১ম—১৮সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং।
হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি॥ ৮॥

∴

পদ-বিশ্লেষণং।

আৎ। ঋধ্নোতি। হবিঃকৃতিং। প্রাঞ্চং। কৃণোতি। অধ্বরং।
হোত্রা। দেবেষু। গচ্ছতি॥ ৮॥

∴

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আৎ' (অনন্তরমেব, যদা বয়ং প্রজ্ঞানদাতারং দেবং অনুসারিণঃ ভবামঃ তদৈব ইত্যর্থঃ) স দেবঃ 'হবিষ্কৃতিং' (যজ্ঞং, যাগাদিকং কর্ম্ম) 'ঋধ্নোতি' (বর্দ্ধয়তি) 'অধ্বরং (যজ্ঞং, সৎকর্ম্মানু- ষ্ঠানং) 'প্রাঞ্চং' (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তং) 'কৃণোতি' (করোতি) তথা 'হোত্রা' (স্তুতিরূপা বাক্) 'দেবেষু' (দেবসমীপেষু) 'গচ্ছতি' (দেবান্ প্রাপ্নোতি)। প্রজ্ঞানদাতৃদেবানুগ্রহেণ অস্মাকং যাগাদিকর্ম্ম স্তোত্রঞ্চ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—১৮সূ ৮ঋ)।

∴

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (অর্থাৎ যখন আমরা প্রজ্ঞানদাতা দেবতার অনুসারী হই, তখনই) সেই দেবতা যাগাদি কর্ম্মকে পরিবর্দ্ধন করেন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত করেন, এবং স্তুতি-রূপ বাক্য দেবসকাশে উপস্থিত হয়। (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানদাতা দেবতার অনুগ্রহে আমাদিগের যাগাদি কর্ম্ম ও স্তোত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—১৮সূ—৮ঋ)।

∴

সায়ণ-ভাষ্যং।

আদনন্তরমেব হবিষ্কৃতিং হবিঃ সম্পাদনযুক্তং যজমানমৃধ্নোতি। সদসস্পতির্দেবো বর্দ্ধয়তি। হবির্দ্ধানানন্তরমিব ফলং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। তথাবিধফলসিদ্ধয়েঽধ্বরং যজমানেনানুষ্ঠীয়মানং যজ্ঞং প্রাঞ্চং প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তমবিঘ্নেন পরিসমাপ্তিযুক্তং কৃণোতি। করোতি। হোত্রা হূয়মানা দেবতা তুষ্টা সতী যজমানং প্রখ্যাপয়িতুং দেবেষু গচ্ছতি। যদ্বা হোত্রাস্মদীয়স্তুতিরূপা বাক্ দেবান্ পরিতোষয়িতুং দেবেষু গচ্ছতি॥

শ্লোকোধারেত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎস্থ বাঙনামসু হোত্রা গীরিতি পঠিতং। হবিষ্কৃতিং। হবিষঃ কৃতিঃ সম্পাদনং যস্য যজমানস্য সোঽয়ং হবিষ্কৃতিঃ। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যেতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। প্রাঞ্চং। অনিগন্তৌ বপ্রত্যয়ে। পা০ ৬।২।৫২। ইতি গতেঃ প্রকৃতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইহার পরই হবিঃসম্পাদনরূপ ক্রিয়াযুক্ত যজমানকে সদসস্পতি দেবতা বর্দ্ধিত করেন। অর্থাৎ,—হবির্ধানের পরই ফল প্রদান করেন। সেইরূপ ফলসিদ্ধির নিমিত্ত যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞকে (তিনি) নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তিযুক্ত করেন। হূয়মান দেবতা তুষ্ট হইয়া যজমানকে প্রকৃষ্টরূপে খ্যাত করিবার নিমিত্ত দেবসন্নিধানে গমন করেন; অথবা আমাদিগের স্তুতিরূপ বাক্য দেবতা-সমূহকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত দেবতাদিগের সমীপে গমন করে।

'শ্লোকোধারা' ইত্যাদি সপ্তপঞ্চাশৎ (সাতান্ন) প্রকার বাক্-নামের মধ্যে "হোত্রাগীঃ" এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "হবিষ্কৃতিং" এই পদটীতে 'হবির কৃতি অর্থাৎ সম্পাদন যে যজমানের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে "প্রকৃত্যা" এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "প্রাঞ্চং" এই পদটীতে "অনিগন্তৌ বপ্রত্যয়ে" (পা০ ৬.২.৫২) এই সূত্র দ্বারা

স্বরত্বং পশ্চাদেকাদেশস্বরঃ। অধ্বরং। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্। নঞ্সুভ্যা-মিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। হূয়তেঽস্যামিতি হোত্রা দেবতা। হুয়ামাশ্রুভসিভাস্ত্রন্। উ০ ৪।১৬৯। ইতি ত্রন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম – ১৮সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (১৮-৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে দেবগণের অভিন্নত্ব উপলব্ধ হয়। আগ্নেয়-সূক্তে অগ্নি-দেবের যে বিশেষণ দেখিয়া আসিয়াছি, এই সূক্তে সদসস্পতি দেবকে সেই বিশেষণে বিশেষিত দেখি। পূর্ব্বে দেখিয়াছি,—অগ্নিদেবের কৃপায় মন্ত্র ও যজ্ঞ দেবসমীপে উপস্থিত হয়, অগ্নিদেব যজ্ঞকে পরিবর্দ্ধন করেন; এখানে দেখিতেছি,—সদসস্পতি দেবের অনুগ্রহে ঐরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতএব, উভয়ই যে এক, একেই যে উভয়ের দ্যোতনা তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

সদসস্পতি—কে তিনি? যাহাতে সৎ আছে, যাহা কিছু সতের সহিত সংশ্রবযুক্ত, তাহারই পালক তিনি; তাই তাঁহার নাম—সদসস্পতি। অগ্নি-নামে পরিচিত হইয়া তিনি বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন; জ্ঞানরূপে হৃদয়ে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া তিনি সৎ-স্বরূপত্বের সন্ধান দেন; আবার সদসস্পতি-রূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি হৃদয়ে সেই সদ্ভাবের রক্ষা বিষয়ে প্রযত্নপর হন।

যত বিভিন্ন অবস্থার পরিকল্পনা, ততই নাম-রূপের ও বিভুতির অভিব্যক্তি। সদসস্পতি সেই অভিব্যক্তি মাত্র। (১ম—১৮সূ—৮ঋ)।

গতির 'প্র'এর প্রকৃতিস্বর হইয়া পরে একাদেশস্বর হইয়াছে। "অধ্বরং" এই পদটীতে 'নাই ধ্বর অর্থাৎ হিংসা যাহাতে' এই অর্থে নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে বলিয়া পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হূত হয় ইহাতে' এই অর্থে "হোতা" শব্দের অর্থ দেবতা। "হোত্রা" পদটী "হুয়ামাশ্রুভসিভাস্ত্রন্" (উ০ ৪।১৬৯) এই সূত্র দ্বারা 'হু' ধাতুর উত্তর 'ত্রন্' (ত্র) প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ত্রন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু উক্ত "হোত্রা" পদের আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৮সূ – ৮ঋ)॥

• • •

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং।
দিবো ন সদ্মমখসং ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নরাশংসং। সুঽধৃষ্টমং। অপশ্যং। সপ্রথঃঽতমং।
দিবঃ। ন। সদ্মঽমখসং ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুধৃষ্টমং' (অতিশয়দুর্দ্ধর্ষং, অপরাজেয়ং) 'সপ্রথস্তমং' (অতিপ্রখ্যাতং) 'সদ্মমখসং' (প্রাপ্ততেজস্কং) 'নরাশংসং' (তন্নামধেয়কং দেবং, প্রশস্ততমং সদসস্পতিং বা) 'দিবঃ ন' (দ্যুলোকান্ ইব) 'অপশ্যং' (সর্ব্বত্র দৃষ্টবানস্মি)। আকাশঃ যথা সর্ব্বত্রব্যাপ্তঃ দেবাঃ তথা মম সর্ব্বকর্ম্মেষু সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ ভবন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১৮সূ—৯ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপরাজেয়, অতিশয় প্রখ্যাত, তেজস্বী, নরাশংস নামক দেবকে (অথবা, অতিশয় প্রশংসনীয় সদসস্পতি নামক দেবকে) আমি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। (ভাব এই যে,—আকাশ যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, দেবগণ সেইরূপ আমার সকল কার্যে সম্বন্ধবিশিষ্ট হউন—এই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নরাশংসমেতন্নামকং দেববিশেষং। যদ্বাবয়বার্থব্যুৎপত্ত্যা সদসস্পতিদেবপরোঽয়ং শব্দঃ। ব্যুৎপত্তিং চ যাস্কো দর্শয়তি। নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাথক্যা নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্ত্যগ্নিরিতি শাকপূণির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি। নি০ ৮।৬। ইতি। অত্রাগ্নিবৎ। সদসস্পতেরপি নরৈঃ প্রশস্যমানত্বান্নরাশংসত্বং। এবমেবাভিপ্রায়ং হৃদি নিধায় ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। প্রজা বৈ নরো বাক্ শংস ইতি। অতো মনুষ্যৈঃ শস্যমানো যঃ সদসস্পতির্যো বা নরাশংসনামকো দেবস্তমপশ্যং। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃষ্টবানস্মি। কীদৃশং। সুধৃষ্টমং। অত্যাধিক্যেন ধাষ্ট্র্যযুক্তং। সপ্রথস্তমং। অতিশয়েন প্রখ্যাতং। সদ্মমখসং। প্রাপ্ততেজস্কং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দিবো ন। দ্যুলোকানিব। আদিত্যচন্দ্রাদিভিরধিষ্ঠিতা দ্যুলোকবিশেষা যথা তেজস্বিনস্তদ্বদয়ং নরাশংসস্তেজস্বীত্যর্থঃ॥

সুধৃষ্টমং। শোভনং ধৃষ্ণোতীতি সুধৃক্। ক্বিপ্। চেতি ক্বিপ্। আতিশায়নিকস্তমপ্। ষকারস্য ডাশত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন ঋকার উদাত্তঃ। অপশ্যং। পাঘ্রাধ্মেত্যাদিনা পশ্যাদেশঃ। লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ। পা০ ৬।৫।৭১। ইত্যট উদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

নরাশংস অর্থাৎ এতন্নামক দেবতাবিশেষকে, অথবা অবয়বার্থের ব্যুৎপত্তি করিলে এই 'নরাশংস' শব্দে সদসস্পতি দেবতাকে বুঝায়। 'নরাশংস' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যাস্ক দেখাইয়াছেন; যথা, কাথক্য বলেন, "নরাশংস অর্থাৎ যজ্ঞ; মনুষ্যগণ ইহাতে আসীন হইয়া স্তব করেন; শাকপূণির মত—'নরাশংস' শব্দে অগ্নিকে কহে অর্থাৎ নরগণ কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হয়েন।" (নি০ ৮৩)। এস্থলে অগ্নির ন্যায় সদসস্পতিও নরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন বলিয়া নরাশংস। এই অভিপ্রায়ই হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পঠিত হইয়াছে,—"প্রজা বৈ নরো বাক্ শংসঃ" ইতি অর্থাৎ, -"নরই প্রজা এবং বাক্যই শংসঃ।" অতএব মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক স্তুতিযুক্ত যে সদসস্পতি কিম্বা যে নরাশংস নামক দেবতা, তাঁহাকে শাস্ত্র-দৃষ্টির দ্বারা আমি দেখিয়াছি। তিনি কিরূপ? অতিশয় অধিক পরিমাণে ধার্ষ্ট্যযুক্ত, 'সপ্রথস্তমং' অর্থাৎ অতিশয়রূপে প্রখ্যাত এবং তেজঃপ্রাপ্ত এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—দ্যুলোকের ন্যায়; অর্থাৎ সূর্য্যচন্দ্রাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দ্যুলোক যেমন তেজস্বী; সেইরূপ নরাশংস-দেবতা তেজস্বী।

"সুধৃষ্টমং" এই পদটী, 'সুন্দর প্রাগল্‌ভ্য করিতেছে' এই অর্থে সু পূর্ব্বক ঞিধৃষা (ধৃষ) ধাতুর উত্তর "ক্বিপ্ চ" এই সূত্র দ্বারা ক্বিপ্ করিয়া আতিশায়নিক (অতিশয় অর্থে) 'তমপ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ছান্দস প্রযুক্ত ষ-কারের স্থানে 'ডাস' আদেশ এবং ত্ব-এর অভাব হইল। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হেতু ঋ-কারটী উদাত্ত হইয়াছে। "অপশ্যং" এই পদটীতে "পাঘ্রাধ্মা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পশ্যাদেশ হইয়াছে। "লুঙ্ লঙ্ লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ" (পা০ ৬।৪.৭১) এই সূত্র দ্বারা আগম অট্ উদাত্ত হইয়াছে। পাদের আদিতে

পাদাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। সপ্রথস্তমং। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথমং প্রথঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সহপ্রথসা বর্ত্তত ইতি তেন সহেতি তুল্যযোগে। পা০ ২।২।২৮। ইতি বহুব্রীহিসমাসঃ। বোপসর্জ্জনস্য। পা০ ৬।৩।৮২। ইতি সাদেশঃ। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সদ্মমখসং। সীদতীতি সদ্ম। ষদ্‌লৃ বিশরণাদৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্॥ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সদ্ম মহো যস্যেতি বহুব্রীহৌ হকারস্য ব্যত্যয়েন থকারঃ॥ ৯॥॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে পঞ্চত্রিংশত্তিতমো বর্গঃ॥ ১।১।৩৫।

* * *

নবম (১৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের উপসংহার এই ঋক্ প্রার্থনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সূক্তের প্রথম ঋকের প্রার্থনার বিষয় স্মরণ করুন; আর এই ঋকের লক্ষ্য অনুধাবন করিয়া দেখুন। দেখিতে পাইবেন,—স্তরে স্তরে প্রার্থনা সাধনার কোন্ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

প্রথম ঋকের প্রার্থনা ছিল,—'হে দেব! তুমি পাপিত্রাতা; তাই বড় আশায় ডাকিতেছি, আমার ন্যায় পাপীর প্রতি একবার করুণনেত্রে

আছে বলিয়া নিঘাতস্বর হয় নাই। "সপ্রথস্তমং" এই পদটীর "প্রথঃ" শব্দটী প্রখ্যানার্থ (প্রথ্) ধাতুর উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্"-সূত্রানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অসুন্' প্রত্যয়ের নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনন্তর 'প্রথসের সহিত বর্ত্তমান আছে' এই অর্থে "তেন সহেতি তুল্যযোগে" (পা০ ২।২ ২৮) এই সূত্র দ্বারা 'সহ' শব্দের সহিত উক্ত 'প্রথস্' শব্দের বহুব্রীহি সমাস করিয়া "বোপসর্জ্জনস্য" (পা০ ৬ ৩ ৮২) এই সূত্র দ্বারা 'সহ' শব্দের স্থানে 'স' আদেশ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" সূত্র দ্বারা উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দিবঃ" এই পদটীর "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সদ্মমখসং" পদটির 'সদ্ম' শব্দটী, বিশরণাদি অর্থমূলক 'ষদ্‌ৡ' ধাতুর উত্তর "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত। অনন্তর 'সদ্ম' হইয়াছে মহঃ (তেজঃ) যাঁহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে ব্যত্যয়ে হ-কারের স্থানে থ-কার হইয়াছে॥ (১ম—১৮সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশত্তিতম বর্গ সমাপ্ত। ১।১ ৩৫॥

* * *

দৃষ্টিপাত কর।' কিন্তু এ ঋকের প্রার্থনা সম্পূর্ণ অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—'আমি যেন শাস্ত্র-দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আকাশের ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখিতে পাই।' সে দেখা—কেমন দেখা, অনুধাবন করুন দেখি! আকাশের সর্ব্বব্যাপকত্ব—এখানে কি অর্থ সূচনা করিতেছে? আকাশ নাই—এমন স্থান বা পদার্থ কিছুই নাই। এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম তাই,—'আমি যেন সেইরূপ-ভাবে তোমায় দেখি। আমি যেন দেখিতে পাই—জলে স্থলে চরাচরে সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবে তোমার দিব্যদ্যুতি বিকাশমান্। আমার যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" এই দৃষ্টিলাভ হয়।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে যে সমদর্শন ভাব সঞ্জাত হইয়াছিল, এখানে সে ভাব পূর্ণ-পরিস্ফুট।

যেন ভ্রান্ত-পথে না চলি! যেন বিভ্রমগ্রস্ত না হই। তাই শাস্ত্র-দৃষ্টির অধ্যাহার আসে। ক্ষুদ্র জীবনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি-শক্তি তোমার; তুমি কি বিচার করিবে? বিচার করিয়া তুমি কতটুকু সত্য-তত্ত্ব অবগত হইবে? তাই শাস্ত্রদৃষ্টির প্রসঙ্গ আসে। অনন্ত জীবনের অনন্ত সাধনার ফলে শাস্ত্রতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অনন্ত জীবন লাভ না করিলে, সে তত্ত্ব তোমার কিরূপে অধিগত হইবে? তাই উপদেশ আছে,—'গুরুর উপদেশক্রমে শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণ কর।' বিচার করিবার সময় পাইবে না। বিতর্কে ও মীমাংসায় জীবন কাটিয়া যাইবে। অনন্ত জীবনের অনন্ত সাধনার ফল শাস্ত্র-দৃষ্টির অনুসরণে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যেন সমদর্শন-শক্তি লাভ করি, যেন সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠান অনুভূত হয়। ভ্রান্তি-পরিহার-পক্ষে যেন শাস্ত্রদৃষ্টি-লাভে সমর্থ হই,—এ ঋকের ইহাই প্রার্থনা।

এ ঋকের দেবতা—সদসস্পতি অথবা নরাশংস। কেহ কেহ নরাশংস পদটীকে বিশেষণরূপে পরিকল্পনা করিয়া ঐ পদ সদসস্পতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ঋকের মুখ্য লক্ষ্য অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, যিনিই নরাশংস, তিনিই সদসস্পতি। নাম বিভিন্ন কিন্তু স্বরূপ-পক্ষে তাঁহারা অভিন্ন। (১ম—১৮সূ—৯ঋ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ঊনবিংশং সূক্তং। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।
ষট্‌ত্রিংশঃ সপ্তত্রিংশশ্চ বর্গঃ।

ঊনবিংশং সূক্তং।

এই ঊনবিংশ সূক্তে ঋগ্বেদের একটী অধ্যায় শেষ হইয়াছে। এ সূক্তটি - অগ্নি ও মরুদ্দেবগণের উপাসনা-বিষয়ক—এক অভিনব জ্ঞানের উন্মেষক।

অগ্নি বলিতে কি ভাব মনে আসে, অগ্নি-শব্দে কোন্ দেবতাকে নির্দ্দেশ করে, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই সূক্তে বুঝিবার প্রয়োজন—"মরুদ্ভিঃ" পদে কি ভাব ব্যক্ত করে। এই সূক্তে এবং পরবর্ত্তী বিভিন্ন সূক্তে আমরা মরুদ্গণের প্রসঙ্গ দেখিতে পাইয়াছি। তাহাতে, বিচার-বিতর্কের আলোচনায়, আমাদিগের মনে, মরুদ্গণ বলিতে বিবেকরূপী দেবগণের সম্বন্ধ সংসূচিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে "মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি" বাক্যাংশে অর্থ প্রাপ্ত হই,—'হে জ্ঞানদেব! বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন।'

যাঁহারা মনে করেন—ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি পরস্পর সম্বন্ধ-বিরহিত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এবং অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোকের প্রকৃতি-উপাসনার পরিচায়ক; প্রথম সূক্তের উদ্বোধন এবং এই সূক্তের উপসংহার প্রভৃতির বিষয় অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইতে পারে। অধ্যায়ের আরম্ভ ও উপসংহার—অনুশীলনের বিষয়।

আরম্ভ—"অগ্নিমীলে"। উপসংহার—"মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি।" প্রথমে যে সঙ্কোচ ছিল, এখানে সে সঙ্কোচ দূর হইয়াছে। সেখানে যে ব্যবধান ছিল, এখানে সে ব্যবধান ঘুচিয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছিল,—'অগ্নিদেবতার স্তব করি।' এখানে বলা হইতেছে,—'অগ্নিদেব! আপনি মরুদ্গণকে লইয়া আগমন করুন।' ইহার ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে বিবেকের উন্মেষ হউক; আমরা জ্ঞান-সাহায্যে বিবেকানুমোদিত কর্ম্মে যেন প্রবৃত্ত হই।

এ সূক্তের ঋষি ছন্দ পূর্ব্ববৎ। সূচনায় আর আর যাহা বক্তব্য রহিল, ঋকের আলোচনায় মধ্যে তাহা ব্যক্ত হইবে।

ঊনবিংশসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্রতি ত্যমিতি নবর্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং ঋষিচ্ছন্দসী পূর্ব্ববৎ। দেবতা ত্বনুক্রম্যতে। প্রতি ত্যমগ্নিমারুতমিতি। কারীরীষ্টৌ প্রতি ত্যমিত্যেষা ধায্যা। তথা চ সূত্রিতং। বর্ষকামেষ্টিঃ কারীরী তস্যাং প্রতি ত্যং চারুমধ্বরমীড়ে অগ্নিং স্ববসং নমোভিরিতি ধায্যে। আ০ ২।১৩। ইতি। তামেতাং সূক্তগতাং প্রথমামৃচমাহ ॥

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চমানুবাকে ঊনবিংশং সূক্তং। ঋষিঃ
কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিমরুতৌ
দেবতা। কারীরযাগে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রতি। ত্যং। চারুং। অধ্বরং। গোপীথায়। প্র। হূয়সে।
মরুৎভিঃ। অগ্নে। আ। গহি ॥ ১ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

“প্রতি ত্যং” ইত্যাদি নয়টি ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্তের ঋষি এবং ছন্দঃ পূর্ব্বের ন্যায়। দেবতা অনুক্রান্ত হইতেছে; যথা—“প্রতিত্যমগ্নিমারুতং” ইতি। অর্থাৎ ‘প্রতিত্যং’ ইত্যাদি ঋক্‌বিশিষ্ট সূক্তটির দেবতা—অগ্নিমারুত। কারীরী ইষ্টিতে ‘প্রতিত্যং’ ঋক্‌টি ধায্যা হইয়া থাকে। সেইরূপ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে; যথা “বর্ষকামেষ্টিঃ কারীরী, তস্যাং প্রতিত্যং চারুমধ্বরমীড়ে অগ্নিং স্ববসং নমোভিরিতি ধায্যে” (আ০ ২।১৩) ইতি। অর্থাৎ বর্ষকাম ইষ্টিকারীরী, তাহাতে ‘প্রতিত্যং চারুমধ্বরং’ এবং ‘ঈড়ে অগ্নিং স্ববসং নমোভিঃ’ এই ঋক্‌দ্বয় ধায্যা হইয়া থাকে। সেই সূক্তগত প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তং' (ত্যং, তথাবিধং, অস্মাকং যথানুষ্ঠিতং) 'চারুং' (সুন্দরং, সুসম্পাদিতং) 'অধ্বরং' (যজ্ঞং, হিংসাদিরহিতকর্ম্ম) 'প্রতি' (লক্ষ্য) 'গোপীথায়' (সোমপানায়, হবির্গ্রহণায়, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'প্রহূয়সে' (প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে, সর্ব্বতোভাবে আহূত ভবসি); তথা 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্গণৈঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'আগহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানদেব! অস্মাসু বিবেকোন্মেষং কৃত্বা অস্মাকং কর্ম্মাণি সংলিপ্তঃ ভব। (১ম—১৯সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের পূজা গ্রহণার্থ, আমাদিগের যথানুষ্ঠিত সুসম্পাদিত হিংসাদিরহিত কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আপনি আহূত হউন; এবং বিবেকরূপী দেবগণ সহ আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের মধ্যে বিবেকের উন্মেষ করাইয়া, আপনি আমাদিগের কর্ম্মে সংলিপ্ত রহুন।)॥ (১ম—১৯সূ—১ঋ)॥

* *

সায়ণভাষ্যং।

ত্যশ্শব্দঃ সর্ব্বনাম তচ্ছব্দপর্য্যায়ঃ। হে অগ্নে যো যজ্ঞশ্চারুরঙ্গবৈকল্যরহিতঃ। ত্যং তথাবিধং চারুমধ্বরং প্রতিলভ্য গোপীথায় সোমপানায় প্রহূয়সে। প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে। তস্মাদস্মিন্নধ্বরে ত্বং মরুদ্ভিঃ সহ দেববিশেষৈঃ সহাগহি। আগচ্ছ। সেয়মৃগ্‌যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা। তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহূয়সে সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছ। নি০ ১০।৩৬। ইতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মন্ত্রস্থ 'ত্যং' শব্দটী, সর্ব্বনাম 'তৎ' শব্দের পর্য্যায়। হে অগ্নিদেব! যে যজ্ঞ চারু অর্থাৎ অঙ্গের বিকলতা-রূপদোষরহিত, সেইরূপ অঙ্গবৈকল্য-রহিত যজ্ঞকে লাভ করিয়া সোমপানের নিমিত্ত আপনি প্রকৃষ্টরূপে হূত হয়েন। সেইজন্য এই যজ্ঞে আপনি মরুন্নামক দেববিশেষ সমূহের সহিত আগমন করুন। মহাত্মা যাস্ক এই ঋক্‌টীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহূয়সে সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছঃ" অর্থাৎ সেই চারু যজ্ঞের প্রতি সোমপানের নিমিত্ত যে অগ্নিদেব প্রকৃষ্টরূপে হূত হয়েন, সেই অগ্নিদেব মরুদ্‌গণের সহিত আগমন করুন (নি০ ১০।৩৬) ইতি।

প্রতি। নিপাত আদ্যুদাত্তঃ। ত্যং। ত্যদাদীনামঃ। পা০ ৭।২।১০২। প্রাতিপদিকস্বরঃ। চারুং। দৃসনিজনিচরীত্যাদিনা। উ০ ১।৩। ঞুণ্। অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গোপীথায়। নিশীথগোপীথাবগথাঃ। উ০ ২।৯। ইতি থক্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্র নিপাতস্বরঃ ॥ (১ম—১৯সূ—১ঋ) ॥

⁂

প্রথম (১৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক ঋকের (সূক্তের অন্তর্গত নয়টি ঋকেরই) শেষ-বাক্য—“মরুদ্ভিরগ্ন” আ গহি’ ; অর্থাৎ,—‘হে অগ্নিদেব ! মরুদ্গণসহ আপনি আগমন করুন।’

কোথায় আগমন করিবেন ? কি জন্য আগমন করিবেন ; “অধ্বরং প্রতি” আর “গোপীথায়” শব্দে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—‘অধ্বরে (যজ্ঞে) আসুন ; গো-পানের (সোমপানের) জন্য আসুন।’ যজ্ঞ (অধ্বরং) কেমন যজ্ঞ ? না—‘চারুং—‘মনোহরং’ ‘সুসম্পাদিতং’। ‘অধ্বর’ বলিতে, হিংসাদি-পরিশূন্য যে যজ্ঞ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে যেমন বহির্যজ্ঞ, তেমনই অন্তর্যজ্ঞ অর্থও সূচিত হয়। কর্ম্মপক্ষে কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে ‘অধ্বর’ বলা যাইতে পারে। সাধারণ যজ্ঞপক্ষেও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবানের উদ্দেশে হবিঃপ্রদান-রূপ অর্থও পরিগ্রহ করা যায়। ফলতঃ, কিবা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে, কিবা অন্যবিধ

“প্রতি” এই পদটী নিপাতনে সিদ্ধ ; ইহার আদিস্বর উদাত্ত। “ত্যং” এই পদটী, “ত্যদাদীনামঃ” (পা০ উ০ ৭।২।১০২) সূত্রানুসারে প্রাতিপাদিক স্বর হইয়াছে। “চারু” এই পদটী, “দৃসনিজনিচরি” (উ০ ১।৩) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ‘চর’ ধাতুর উত্তর ঞুণ্ (উ) প্রত্যয়, “অত উপধায়াঃ” এই সূত্র দ্বারা উপধাস্বরের বৃদ্ধি করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঞুণ্ প্রত্যয়ের ঞিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। “গোপীথায়” এই পদটী “নিশীথগোপীথাবগথাঃ” (উঃ ২।৯) এই সূত্র দ্বারা থক্ প্রত্যয়ান্ত ও নিপাতনে সিদ্ধ। “প্র” এই পদটীতে নিপাত স্বর হইয়াছে ॥ (১ম—১৯সূ—১ঋ) ॥

⁂

যজ্ঞে, নিস্পৃহ নির্লোভ নিরহঙ্কার বিদ্বেষ-পরিশূন্য ভাবই 'অধ্বর' শব্দে উপলব্ধ হয়। সেই যজ্ঞই চারু-যজ্ঞ, সেই যজ্ঞই দেবগণের মনোহরণকারী, সেই যজ্ঞই সুসম্পাদিত।

সেই সুসম্পাদিত মনোহর যজ্ঞে অগ্নিদেব আহূত হইতেছেন;—কেন? 'গোপীথায়'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'সোমপানায়'। বুঝিয়া দেখুন, আবশ্যকানুসারে এখানে 'গো' শব্দে 'সোম' দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু হইয়া এক্ষেত্রে 'গো' অর্থ তো কেহ রাখিতে পারেন না! তাই কেহ কেহ গো-দুগ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, সায়ণ কহিয়াছেন—সোমপানের জন্য। বিধর্ম্মীরা তাঁহার অনুসরণে অর্থ করিয়াছেন—সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের জন্য। সাবধানী জন অর্থ করিয়াছেন—গো-দুগ্ধ পানের জন্য। মরুদ্দেবগণকে সঙ্গে লইয়া আসুন—সোম, দুধ বা সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য;—এইরূপ ভাবের অর্থই অধুনা প্রচলিত আছে, দেখিতে পাই।

'গো' শব্দে 'সোম' (চন্দ্র) বুঝায়; 'গো'-শব্দে 'সোম' (যজ্ঞ) বুঝায়; 'গো' শব্দে 'সোম' (কিরণ বা জ্যোতিঃ) বুঝায়। সায়ণ স্থূলভাবে সোমপান মাত্র কহিয়াছেন। কিন্তু সোম যে কি, তাহা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। আমরা বলি,—'সোম' বলিতে যজ্ঞের বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবকে বুঝায়, 'সোম' বলিতে অন্তর্নিহিত ভক্তি-সুধাকে বুঝায়, 'সোম' বলিতে জ্ঞানরূপ দিব্য-জ্যোতিকে বুঝায়। 'সোম' (চন্দ্র, যজ্ঞ বা জ্যোতিঃ) পান করিতে এস'—অর্থে, এখানে বলা হইতেছে,—'আমাদের হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহ জ্ঞান-ভক্তি-সহযোগে শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হউক, আর তোমরা আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাও। চন্দ্রের স্নেহভাব—সদসদ্বৃত্তির সাম্যভাবরূপ সোম; যজ্ঞের পরিশুদ্ধ অংশ—ভক্তি-উপহার-রূপ সোম, রশ্মির বা জ্যোতির দ্যোতনা—জ্ঞান-বিকাশ-রূপ সোম। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম তিনের সমবায়—গত্যর্থক 'গম্' ধাতু-নিষ্পন্ন এই 'গো' শব্দে ব্যক্ত করিতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম তিনের সমবায়ে যে 'অধ্বর' (যজ্ঞ), তাহাই 'চারু' (দেব-মনোহরণকারী) হয়,—এ ঋকে সেই ভাব গ্রহণ করার ইঙ্গিত দেখি। সেই ভাব প্রাপ্ত হইলে, অগ্নিদেব (ভগবান) মরুদ্গণসহ (বিভূত্যাদি সহ) যজ্ঞ (কর্ম্ম) প্রাপ্ত হন। ঋকের উদ্দেশ্য,—

সেই অবস্থায় উপনীত হও। ভগবানের করুণার অধিকারী হইবে। ডাকিবার সামর্থ্য আসিবে—'মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি।' সেই অবস্থায় ডাকিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিবে। (১ম—১৯সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ন॒হি দে॒বো ন ম॒র্ত্ত্যো॑ ম॒হস্তব॒ ক্রতুং॑ প॒রঃ।
ম॒রুদ্ভি॑রগ্ন॒ আ গ॑হি॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন॒হি। দে॒বঃ। ন। মর্ত্ত্যঃ॑। ম॒হঃ। তব॑। ক্রতুং॑। প॒রঃ॥
ম॒রুৎঽভিঃ॑। অ॒গ্নে॒। আ। গ॒হি॒॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'মহঃ' (মহান্), 'তব' (তৎসম্বন্ধি) 'ক্রতুং' (কর্ম্ম) 'হি' (এব, নিশ্চিতং) 'পরঃ' (শ্রেষ্ঠং); 'দেবঃ ন' (জ্ঞানাৎ কোঽপি দেবো ন শ্রেষ্ঠো ভবতি), 'মর্ত্ত্যঃ ন' (কোঽপি মর্ত্ত্যঃ ন শ্রেষ্ঠো ভবতি); অতঃ ত্বং 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি; অতঃ বিবেকসমন্বিতং জ্ঞানং অস্মান্ প্রাপ্নোতু; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১৯সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি মহান্; আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে কোনও দেবতা শ্রেষ্ঠ নহেন, কোনও মনুষ্য শ্রেষ্ঠ নহে। অতএব আপনি বিবেকরূপী দেবগণ সহ আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নাই ; অতএব, বিবেক-সমন্বিত জ্ঞান আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১ম—১৯সূ —২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে মহো মহতস্তব সম্বন্ধি ক্রতুং কর্ম্মবিশেষমুল্লংঘ্য পরো নহি। উৎকৃষ্টো দেবো ন ভবতি খলু। তথা মর্ত্তো মনুষ্যশ্চ পরো ন ভবতি। যে মনুষ্যাস্ত্বদীয়ং ক্রতুমনুতিষ্ঠন্তি যে চ দেবাস্ত্বদীয়ে ক্রতাবিজ্যবন্ত ত এবোৎকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। মরুদ্ভিরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

নহি। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। দেবঃ। পচাদ্যজন্তশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তঃ। মহঃ। মহতস্তলোপশ্ছান্দসঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। তব। যুষ্মদস্মদোঙ্সীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ক্রতুং। কৃঞঃ কতুঃ। উ০ ১৭৭। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। গহি। গমল্ স্থল্ গতৌ। লোটঃ সের্হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানু-নাসিকলোপঃ। তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যসিদ্ধত্বাদতো হেরিতি লঙ্ ন ভবতি। নিঘাতঃ॥ (১১ম—১৯সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! মহান্ যে আপনি, আপনার সম্বন্ধী কর্ম্মবিশেষকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই শ্রেষ্ঠ-পদ প্রাপ্ত হন না। দেবতাগণ উৎকৃষ্ট হন না, মনুষ্যও উৎকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ,—যে মনুষ্যগণ আপনার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং যে দেবগণ আপনার যজ্ঞে পূজিত হয়েন ; তাঁহারাই উৎকৃষ্ট। 'হে অগ্নিদেব! আপনি মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন।', এইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় অন্বয় হইবে।

"নহি" এস্থলে "এবমাদীনামন্তঃ" সূত্রানুসারে অন্তোদাত্তস্বর হইয়াছে। "দেবঃ" এই পদটী, পচাদি বলিয়া অচ্ প্রত্যয়ান্ত, চিত্ত্বহেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "মহঃ" এই পদে ছান্দসপ্রযুক্ত মহতের ত-এর লোপ হইয়াছে। "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" এই সূত্র দ্বারা ইহার বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "তব" এই পদটীর "যুষ্মদস্মদোঙসি" এই সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত। "ক্রতুং" এই পদটী 'কৃঞ্' (কৃ) ধাতুর উত্তর "কৃঞঃ কতুঃ" (উ০ ১।৭।৭) এই সূত্র দ্বারা 'কতু' (অতু) প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর বলিয়া ইহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। "গহি" এই পদটি, গত্যর্থ 'গম্লৃ' (গম্) ধাতুর উত্তর লোটের 'সি'-এর স্থানে 'হি' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে "বহুলং ছন্দসি" সূত্রানুসারে আগম 'শপ্'-এর লোপ হইয়াছে। "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অনুনাসিকের (ম-এর) লোপ হইয়া তাহার "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" এই সূত্র দ্বারা অসিদ্ধত্বহেতু "অতো হেঃ" সূত্রানুসারে 'হি'-এর লোপ হয় নাই। এই পদটিতে "তিঙ্ঙতিঙঃ" সূত্র দ্বারা নিঘাত স্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৯সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ দুই তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, দেখিতে পাই। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'আপনি মহৎ, আপনার যজ্ঞ লঙ্ঘন করিতে পারে, এমন উৎকৃষ্টতর দেব বা মনুষ্য কেহ নাই।' আবার কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'আপনার অপেক্ষা জ্ঞানী দেবতা বা মনুষ্য দ্বিতীয় নাই।' সায়ণের অনুসরণে প্রথম-রূপ অর্থের ভাব আসে; বাক্যার্থমাত্র লক্ষ্য করিলে শেষোক্ত অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

আমরা কিন্তু ঐ দুই রূপ অর্থের কোনও অর্থকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কেন-না, তাহাতে এক দেবতাকে বড় এবং এক দেবতাকে ছোট করা হয়। অথবা, একের সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদান ও অন্যের সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করা হয়। সমদর্শন-শিক্ষা-মূলক বেদ-বাক্যে সেরূপ ভাব কখনও তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং আমরা মনে করি, এ ঋকের অর্থ অন্যরূপ। আমাদের মতে, এখানে ভগবৎ সম্বন্ধযুত কর্ম্মের বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা হইতেছে। মানুষের গতি-মুক্তির উপায় কি আছে? তাহার নিজের কর্ম্মের দ্বারা বা নিজের জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে উদ্ধার পাইতে হইবে। কোনও দেবতা বা কোনও উচ্চতর মনুষ্য তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনাকেই আপনার রক্ষার উপায় করিতে হইবে। সে কি প্রকার? এখানে তাহাই বলা হইতেছে। 'ক্রতুং' শব্দে 'কর্ম্ম' বা 'প্রজ্ঞা' বুঝায়। বলা হইতেছে,—তোমার 'কর্ম্ম' বা 'প্রজ্ঞা' যেন ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হয়। কেন-না, ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মের বা জ্ঞানের তুলনা নাই। সেরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কি মর্ত্ত্যলোকে, কি দেবলোকে, তেমন কেহই নাই,—যিনি ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মের বা জ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন।

কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা যখন ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হয়, তখন কি আর ভেদ-ভাব বিদ্যমান থাকে? তখন ব্যষ্টি-ভাব দূর হয়; তখন সমষ্টিভাবে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া আসে। তখন, সে জ্ঞানের নিকট শ্রেষ্ঠ কিছু কি আর থাকিতে পারে? যখন জ্ঞানোদয় হয়; 'সকলই তিনি, সর্ব্বদেবময় তিনি,' এ জ্ঞানের যখন উন্মেষ হয়; তখন কি আর এক-এক দেবে এক-

এক মানুষে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা সম্ভবপর হয়? এখানে সেই ভাব কল্পনা করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে,—অগ্নিদেবের সম্বন্ধীয় কর্ম্মের বা জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, সর্ব্বদেবকে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। তখন আর ছোট-বড় ভাব থাকে না। তখন সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হইয়া বিরাজ করে। ফলতঃ, ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্ম ও তৎকর্ম্ম-সঞ্জাত জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ, তদনুশীলন-পক্ষে প্রযত্নপর হওয়াই যে শ্রেয়ঃ—এ ঋকের ইহাই প্রকৃষ্ট উপদেশ॥ (১ম—১৯সূ—২ঋ)॥

—— ॰ ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাদশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যে মহো রজসো বিদুর্ব্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। মহঃ। রজসঃ। বিদুঃ। বিশ্বে। দেবাসঃ। অদ্রুহঃ।
মরুৎঽভিঃ। অগ্নে। আ। গহি॥ ৩॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'মহঃ' (মহতঃ) 'রজসঃ' (অন্তরিক্ষলোকস্য, জ্যোতিস্তত্ত্বস্য স্বরূপং ইতি যাবৎ) 'বিদুঃ' (জানন্তি, বিজ্ঞাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ), অপিচ যে 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'অদ্রুহঃ' (দ্রোহরহিতাঃ, সর্ব্বভূতোপকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ) তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সর্ব্বভূতোপকারিভিঃ বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ জ্ঞানদেবঃ অস্মাসু ক্রিয়াশীলঃ ভবতু। (১ম—১৯—৩ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ মহত্ত্বসম্পন্ন, অন্তরিক্ষলোকের জ্যোতি-স্তত্ত্বের-স্বরূপ অবগত আছেন, অর্থাৎ বিজ্ঞাপিত করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্ব-ভূতের হিতকারী, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত; বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণ সহ আপনি আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বভূতোপকারী বিবেকরূপী দেবগণের সহিত জ্ঞানদেবতা আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন।)॥ (১ম—১৯সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে যে মরুতো মহো রজসো মহত উদকস্য বর্ষণপ্রকারং বিদুস্তৈর্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশা মরুতঃ। বিশ্বে। সর্ব্বে সপ্তবিধগণোপেতাঃ। সপ্তগণা বৈ মরুত ইতি শ্রুতেঃ। দেবাসঃ। দ্যোতমানাঃ। অদ্রুহঃ। দ্রোহরহিতাঃ। বর্ষণেন সর্ব্বভূতোপকারিত্বাৎ। তথা চোপরিষ্টাদাম্নায়তে। উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণ ইতি। শাখান্তরেঽপি মন্ত্রান্তরস্য ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। মরুতং পৃষয়স্ত স্বেত্যাহ মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশত ইতি। রজঃ শব্দো যাস্কেন বহুধা ব্যাখ্যাতঃ। রজো রজতের্জ্যোতী রজ উচ্যতে উদকং রজ উচ্যতে লোকা রজাংস্যুচ্যন্তেঽসৃগহনী রজসী উচ্যেতে। নি০ ৪।১৯১। ইতি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যে মরুদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ উদকের বর্ষণপ্রণালী অবগত আছেন, সেই মরুদ্‌গণের সহিত আপনি আগমন করুন। মরুদ্‌গণ কিরূপ? 'বিশ্ব' অর্থাৎ সমূহ—সপ্তপ্রকারগণযুক্ত। শ্রুতিতে আছে,—"সপ্তগণা বৈ মরুতঃ" ইতি। পুনরায় কিরূপ? 'দেবাসঃ' অর্থাৎ দ্যুতিবিশিষ্ট, বারিবর্ষণ জন্য ভূতমাত্রের উপকারী বলিয়া দ্রোহরহিত। সেইরূপ অন্যত্রও পঠিত হইয়াছে—"উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ"; অর্থাৎ,—হে পুরীষ (জল) যুক্ত মরুদ্‌গণ! আপনারা ঊর্দ্ধ্ব গতিবিশিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতে বৃষ্টি (বারি) বর্ষণ করিয়া থাকেন। অন্য শাখাতে মন্ত্রান্তরের ব্রাহ্মণেও এইরূপ পঠিত হইয়াছে। যথা—"মরুতং পৃষয়স্ত স্বেত্যাহ মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশত ইতি॥ "রজঃ" শব্দটী যাস্ক কর্ত্তৃক বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—"রজো রজতের্জ্যোতী রজ উচ্যতে উদকং রজ উচ্যতে লোকা রজাংস্যুচ্যন্তেঽসৃগহনী রজসী উচ্যেতে" (নি০ ৪।১৯।১)। অর্থাৎ,—'রজস্' শব্দটী 'রজতি' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রজঃ' বলিতে 'জ্যোতিঃ' বুঝায়, 'রজস্' শব্দের অর্থ জল, 'রজস্' শব্দে মনুষ্যগণ অভিহিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

রজসঃ। নব্বিষয়স্যানিসন্তস্যেত্যাদ্যুদাত্তঃ। বিদুঃ। বিদ্ জ্ঞানে। বিদো লটো বা। পা০ ৩।৪।৮৩। ইতি ঝেরুসাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ। বিশ্বে। বিশেঃ ক্বনন্তস্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দেবাসঃ। আজ্জসেরসুক্। দেবশব্দঃ পচাদ্যজন্তঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ। অদ্রুহঃ। সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বং। কর্ত্তরি বা ক্বিপ্। তৎপুরুষে ত্বব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং স্যাৎ। ন চ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং যতো নঞ্ ন গতির্ন চ কারক ইতি। পা০ ৬২।১৩৯॥ (১ম—১৯সূ—৩ঋ)॥

⁂

তৃতীয় (১৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্বের দুই ঋকে যথাক্রমে যজ্ঞের (সৎকর্ম্মের) এবং যজ্ঞসঞ্জাত (সৎকর্ম্ম-অভ্যুত্থিত) প্রজ্ঞার স্বরূপ কীর্ত্তিত আছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মরুদ্দেবগণসহ অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হইয়াছে। এ ঋকে সেই মরুদ্দেবগণের স্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে। তাঁহারা কেমন? তাঁহারা 'সর্ব্বে অদ্রুহঃ' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দ্রোহরহিত, সর্ব্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন, সর্ব্বভূতের উপকারপরায়ণ। তাঁহারা 'মহঃ,' তাঁহারা 'দেবাসঃ'; অর্থাৎ তাঁহাদের প্রাধান্য ও দীপ্তিদানাদি গুণের বিষয় অবিসংবাদিত। আর তাঁহারা কেমন? না—'রজসঃ বিদুঃ।'

"রজসঃ" এই পদটীর "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" এই সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বিদুঃ" এই পদটী জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর উত্তর লটের 'ঝি'-এর স্থানে "বিদো লটো বা" (পা০ ৩।৪।৮৩) এই সূত্র দ্বারা উসাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর (উদাত্ত) হইয়াছে। 'যদ্বৃত্ত' যোগ-হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। "বিশ্বে" এই পদটী 'ক্বন্' প্রত্যয়ান্ত 'বিশ্ব' শব্দের উত্তর প্রথমায় বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দেবাসঃ" এই পদটী, 'দেব' শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে 'অসুক্' আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দেব' শব্দটী পচাদি বলিয়া অজন্ত। 'অচ্' প্রত্যয়ের চিত্ব-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। "অদ্রুহঃ" এই পদটী সম্পদাদিত্বহেতু ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া প্রথমার বহুবচনে নঞের সহিত বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নঞ্সুভ্যাং" সূত্রানুসারে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। কিম্বা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়াও সিদ্ধ হইতে পারে। এপক্ষে তৎপুরুষ সমাসে অব্যয় পূর্ব্বপদ বলিয়া প্রকৃতিস্বর হইবে। কিন্তু কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইবে না; যেহেতু, নঞ্টী প্রাদিও নয় এবং কারকও নয় (পা০ ৬।২।১৩৯)॥ (১ম—১৯সূ—৩ঋ)॥

⁂

এইখানেই অর্থোপলব্ধি বিষয়ে একটু গোল বাধিয়াছে, একটু মতান্তর ঘটিয়াছে। সায়ণ কহিয়াছেন—'তাঁহারা বর্ষণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ।' অর্থাৎ, তাঁহারা জলের দেবতা, তাঁহাদের অনুকম্পাতেই—বৃষ্টিপাতে ধরণী শান্তি-শীতলতা লাভ করে। অন্য অর্থে—তাঁহারা অন্তরিক্ষ-সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন—তাঁহারা দ্যুলোকের বিবরণ জ্ঞাত আছেন। যাঁহারা বৃষ্টির জন্য লালায়িত, তাঁহারা সেই দেবতা-রূপেই দেখুন; যাঁহারা অন্তরিক্ষ-সম্বন্ধী জ্ঞানের পিপাসী, তাঁহারা সেই দৃষ্টিতেই দর্শন করুন। ফলতঃ, জ্ঞানাধার শান্তিপ্রদ দেব-রূপে মরুদ্গণ এখানে সম্পূজিত হইয়াছেন, ইহাই উপলব্ধ হয়। তাঁহাদের অনুকম্পায় অন্তরিক্ষলোকের (দেব-লোকের) স্বরূপ-জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাঁহারা শান্তি প্রদান করেন। সেই দেবতা সহ, হে অগ্নিদেব, আপনি আগমন করুন; অর্থাৎ আমাদিগকে সেই সেই গুণে গুণান্বিত করিয়া আপনি আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন,—ঋকের ইহাই ভাবার্থ। (১ম—১৯সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। উগ্রাঃ। অর্কং। আনৃচুঃ। অনাধৃষ্টাসঃ। ওজসা।
মরুৎহভিঃ। অগ্নে। আ। গহি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'উগ্রাঃ' (তীব্রাঃ, তেজস্বিনঃ) 'ওজসা' (বলেন) 'অনাধৃষ্টাসঃ' (অজেয়াঃ, সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রবলাঃ) 'অর্কং' (উদকং, করুণাধারাং, জ্যোতিষং) 'আনৃচুঃ' (অর্চ্চিতবন্তঃ, বর্ষিতবন্তঃ), তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেন বিবেকেন সহ অস্মাসু জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতং ভবতু। (১ম—১৯সূ—৪ঋ) ॥

∴

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ তেজস্বী, শক্তিতে অজেয়, করুণাধারা-বর্ষণকারী, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে—সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বিবেকের সহিত আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হউক।)॥ (১ম—১৯সূ—৪ঋ)॥

∴

যে মরুত উগ্রাস্তীব্রাঃ সন্তোঽর্কমুদকমানৃচুঃ। অর্চ্চিতবন্তঃ। বর্ষণেন সম্পাদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। তৈর্ম্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশা মরুতঃ। ওজসা বলেনানাধৃষ্টালোঽতিরস্কৃতাঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রবলা ইত্যর্থঃ॥

অর্কশব্দস্যোদকবাচিত্বং বাজসনেয়িন আমনন্তি। অপো বা অর্ক ইতি। তন্নির্ব্বচনং চ ত এবামনন্তি। সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তর্চতো বৈ মে কমভূদিতি তদেববার্কস্যার্কত্বমিতি জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ উদকং স্রষ্টুমুদ্যুক্তোঽর্চন্ উদকসত্যসঙ্কল্পমহিমপ্রখ্যাপনেন স্বাত্মানং পূজয়ন্নচরৎ। তথা পূজয়তো হিরণ্যগর্ভস্য সকাশাদুদকমুৎপন্নং। তদানীমর্চ্চতো মত্তঃ কমভূদিত্যবোচৎ। তেনোদকস্যার্কনাম নিষ্পন্নমিত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে মরুদ্গণ উগ্র অর্থাৎ তীব্র হইয়া উদককে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ষণের দ্বারা সম্পাদিত (অর্থাৎ জলদান) করিয়াছিলেন, হে অগ্নিদেব, সেই মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন। মরুদ্গণ কিরূপ? বলের দ্বারা অতিরস্কৃত অর্থাৎ সকল হইতে প্রবল।

অর্ক শব্দ যে উদকবাচী, বাজসনেয়িগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন; যথা,—"আপো বা অর্ক ইতি"। তাহার নির্ব্বচনার্থ তাঁহারাই বলিয়াছেন; যথা—"তিনি অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, অর্চ্চনাকারী তাঁহা হইতে উদক উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন 'অর্চ্চতো বৈ মে কমভূৎ' ইহা বলিয়াছিলেন বলিয়া তাহাই অর্কের অর্কত্ব। জগৎ সৃষ্টি করিয়া উদক সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হিরণ্যগর্ভ অর্চ্চনা করিয়া উদকের সত্যসঙ্কল্পরূপ মহিমা প্রকৃষ্টরূপে বলিবার নিমিত্ত স্বকীয় আত্মাকে পূজা করিয়াছিলেন। সেইরূপ পূজনকারী হিরণ্যগর্ভের নিকট হইতে উদক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সময় 'অর্চ্চতো মত্তঃ কমভূৎ' এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া উদকের অর্ক নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

আনৃচুঃ। অর্চ্চতেঃ। অপস্পৃধেথামিত্যাদিনা। পা০ ৬।১।৩৬। নিপাতঃ। প্রত্যয়স্বরঃ যদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ। অনাধৃষ্টাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ওজসা। উজের্ব্বলে বলোপশ্চেত্যসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ (১ম—১৯সূ—৪ঋ)॥

. . .

চতুর্থ (১৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'অর্কমানৃচুঃ' পদে ঋকের অর্থ নিষ্কাষণ-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত করে। 'অর্কং' শব্দে অনেকে স্তুতিমন্ত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'আনৃচুঃ' পদে 'অর্চ্চিতবন্তঃ' (সায়ণেরই অর্থ) প্রতিবাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক, তাঁহারা 'মরুদ্দেবগণ অর্চ্চনা-পরায়ণ' এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কে তাঁহারা ?,—কাহারাই বা অর্চ্চনাপরায়ণ ? এ ব্যাখ্যায় সেই সংশয় বদ্ধমূল হয়। সায়ণ সেই 'অর্চ্চিতবন্তঃ' প্রতিবাক্যের ভাবার্থে তাই লিখিয়া গিয়াছেন—'বর্ষণেন সম্পাদিতবন্তঃ'। তাহা হইতে অর্থ আসে,—'মরুদ্দেবগণ বৃষ্টির জলদানে জগৎকে তৃপ্ত করেন; তাই 'অর্কমানৃচুঃ' বাক্যের প্রয়োগ দেখি। মরুদ্দেবগণকে বৃষ্টির দেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিলে, সে অর্থের সার্থকতা আসে। পরন্তু তাহা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থ আসিতে পারে যে, তাঁহারা সদা-করুণা-ধারা-বর্ষণকারী। দেবতা বলিতেই বুঝিয়াছি, তাঁহারা দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত। তাহার উপর তাঁহারা নিয়ত করুণা-সম্পন্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা তেজস্বী, অপরাজেয় এবং করুণাবর্ষী। 'অর্কং' শব্দে 'জ্যোতিষং' অর্থ পরিগ্রহ করিলে, তাঁহারা জ্ঞানদাতা, তাঁহাদের সাহায্যে হৃদয়ে জ্ঞান-রশ্মি প্রবেশ করে, এরূপ ভাবও আসিতে পারে। সেইরূপ যে মরুদ্দেবগণ, হে অগ্নিদেব, তাঁহাদিগকে লইয়া এই যজ্ঞে আগমন করুন, আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হউন,—ইহাই ঋকের প্রার্থনা। (১ম—১৯সূ—৪ঋ)।

"আনৃচুঃ" এই পদটী, 'অর্চ্চ' ধাতু হইতে উৎপন্ন, এবং "অপস্পৃধেথাং" (পা০ ৬।১।৩৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'যদ্বৃত্ত' যোগ-হেতু নিঘাতস্বর হয় নাই। "অনাধৃষ্টাসঃ" পদটীতে আবার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ওজসা" এই পদটী, "উজের্ব্বলে বলোপশ্চ" এই সূত্রানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয়ে তৃতীয়ার এক-বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—১৯সূ—৪ঋ)॥

. . .

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনবিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৩ ॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। শুভ্রাঃ। ঘোরঽবর্পসঃ। সুঽক্ষত্রাসঃ। রিশাদসঃ ॥

মরুৎঽভিঃ। অগ্নে। আ। গহি ॥ ৩ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'শুভ্রাঃ' (শোভমানাঃ, কলঙ্কপরিশূন্যাঃ সৎস্বরূপাঃ) 'ঘোরবর্পসঃ' (উগ্ররূপধরাঃ, পাপিনঃ ত্রাসকারকাঃ) 'সুক্ষত্রাসঃ' (শোভনধনোপেতাঃ, সজ্জনপ্রতিপালকাঃ) 'রিশাদশঃ' (হিংসকানাং ভক্ষকাঃ, রিপুনাশকাঃ) তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহঃ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সজ্জনপালকৈঃ দুর্জ্জননাশকৈঃ দেবৈঃ সহ জ্ঞানং অস্মাসু ক্রিয়াপরায়ণং ভবতু। (১ম—১৯সূ—৫ঋ) ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ সৎস্বরূপ (কলঙ্কপরিশূন্য), পাপিগণের ত্রাসকর, শিষ্টজনের প্রতিপালক, রিপুশত্রুনাশক, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন। প্রার্থনার ভাব এই যে—সজ্জনপালক দুর্জ্জননাশক দেবগণের সহিত জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপরায়ণ হউন। (১ম—১৯সূ—৫ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মরুতঃ শুভ্রত্বাদিগুণোপেতাস্তৈর্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ। শুভ্রাঃ। শোভমানাঃ। ঘোরবর্পসঃ। উগ্ররূপধরাঃ। সুক্ষত্রাসঃ। শোভনধনোপেতাঃ। রিশাদশঃ। হিংসকানাং ভক্ষকাঃ।

মঘমিত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধননামসু ক্ষত্রং ভগ ইতি পঠিতং। শুভ্রাঃ। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা শুভেরৌণাদিকো রক্‌প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ঘোরবর্পসঃ। ঘোরং বর্পো যেষাং চ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুক্ষত্রাসঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসি। পা০ ৬।২।১১৯। ইত্যেব তু ন ভবতি। ক্ষত্রশব্দস্যান্তোদাত্তত্বাৎ। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ তানদন্তীতি রিশাদশঃ। সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌প্রত্যয়ঃ। নিৎস্বরেণোত্তরপদমাদ্যুদাত্তং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ স এব শিষ্যতে ॥ (১ম—১৯সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে ষট্‌ত্রিংশো বর্গঃ ॥ ১।১।৩৬ ॥

পঞ্চম (১৯০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে মরুদ্দেবগণের যে সকল বিশেষণ দেখি, তাঁহাদের যে *প্রকৃতি-পরিচয় প্রাপ্ত হই*, তাহাতে চিত্ত আর এক নূতন ভাবরাজ্যে উপনীত হয়। দেবতা যে শুধুই করুণার আধার নহেন; তাঁহাদের স্নেহমমতার

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে মরুদ্‌গণ, শুভ্রত্ব আদিগুণযুক্ত, হে অগ্নিদেব, সেই মরুদ্‌গণের সহিত আগমন করুন। 'শুভ্র' অর্থাৎ শোভমান, 'ঘোরবর্পসঃ' অর্থাৎ উগ্ররূপধারী, 'সুক্ষত্রাসঃ' অর্থাৎ শোভনধনযুক্ত, 'রিশাদসঃ' অর্থাৎ হিংসকগণের ভক্ষক।

"মঘং" ইত্যাদি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ধননামের মধ্যে 'ক্ষত্রং ভগঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। "শুভ্রাঃ" এই পদটী, 'শুভ্‌' ধাতুর উত্তর "স্ফায়িতঞ্চি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ঔণাদিক 'রক্‌' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়স্বর। "ঘোরবর্পসঃ" পদটীর 'ঘোর হইয়াছে বর্পস্‌ যাঁহাদের' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "সুক্ষত্রাসঃ" পদটির বহুব্রীহি সমাসে "নঞ্‌সুভ্যাং" এই সূত্র দ্বারা পরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। কিন্তু "আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্‌ ছন্দসি" (পা০ ৬।২।১১৯) এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তস্বর হয় নাই; কারণ, 'ক্ষত্র' শব্দটী অন্তোদাত্ত। 'হিংসা করে' এই অর্থে "রিশাঃ" এবং 'সেই রিশগণকে ভক্ষণ করে'—এই অর্থে "রিশাদসঃ" এই পদটী, 'রিশাদ' শব্দের উত্তর "সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্‌" এই সূত্রানুসারে 'অসুন্‌' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিৎস্বর-হেতু ইহার পরপদের আদিস্বর উদাত্ত। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর-হেতু সেই স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে ॥ (১ম—১৯সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।১।৩৬ ॥

* * *

সঙ্গে সঙ্গে যে ভর্ৎসনার বিভীষিকা আছে ;—এ ক্ষেত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করি। তাঁহারা উগ্র, অথচ স্নেহপ্রবণ; তাঁহারা দয়ার্দ্র, অথচ কঠোর-ভাবাপন্ন। কারুণ্যের ও কাঠিন্যের, তীব্রতার ও কোমলতার,—সেখানে যেন এক অপূর্ব্ব সমাবেশ।

ইহসংসারে পিতামাতায় যুগপৎ এইরূপ কোমল-কঠোর ভাব-সমাবেশ দেখি। তাই বুঝি, তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতা-রূপে পরিকল্পিত হন। পিতামাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্বতঃস্নেহপরায়ণ, অথচ সন্তানের দুষ্কৃতি-নিবারণে রুদ্রভাবাপন্ন হন ; দেব-চরিত্রেও এখানে সেই আদর্শ পরিদৃশ্যমান্ দেখি। তোমার সাক্ষাৎ দেবতা—তোমার পিতামাতা। দেখ—তাঁহারা কত স্নেহ করেন ! আবার বুঝিয়া দেখ—তাঁহারা কেন পীড়ন করেন। তুমি সুপথে চলিলে, তাঁহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। তুমি বিপথগামী হইলে, তাঁহারা ক্ষোভে আত্মহারা হন, তোমাকে তাড়না করিতে আরম্ভ করেন। দেবতায় করুণা ও ভর্ৎসনা বিষয়েও সেই ভাব মনে করিতে হইবে।

পিতামাতা-রূপে আদর্শ হইয়া দেবগণ সংসারে বিচরণ করিতেছেন। সমভাবে তাঁহাদের স্নেহ-করুণার অধকারী হও, অপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া কদাচ তাঁহাদের বিরাগভাজন হইও না। সংসার-ক্ষেত্রে সাধনার ইহাই যেন প্রথম স্তর। জনক-জননীর প্রীতির আস্পদ হইয়া, সংযম-শিক্ষার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে শিখিয়া, তাঁহাদের অনুকম্পা-লাভরূপ আনন্দই—ভবিষ্য-জীবনের চিদানন্দ-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। মরুদ্দেবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত যে সকল বিশেষণ এই ঋকে দৃষ্ট হয় ,তাহার এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধ্যান কর ;—আর সংসারে আপনার বিচরণের পথে তাহার সার্থকতা বিচার করিয়া দেখ;—কতকটা শুভফল-লাভের আশা করিতে পারিবে।

মরুদ্দেবগণ কেমন ? না—‘শুভ্রাঃ।’ ঐ শব্দের প্রতিবাক্য সায়ণ লিখিয়াছেন—‘শোভমানাঃ।’ আমরা লিখিলাম—‘কলঙ্কপরিশূন্যাঃ, সৎস্বরূপাঃ।’ “শুভ্রাঃ শ্বেতাঃ শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাঃ।” যিনি যেমন, তিনি তেমনটীই চাহেন। সংসারে দেখি, যিনি উচ্চ স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরেরই সান্নিধ্য-লাভ আশা করেন; উচ্চস্তরের জন, নিম্নস্তরে

অবনমিত হইতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন। এখানে সেই ভাব ধারণা করুন। বলা হইয়াছে—মরুদ্গণ শুভ্র—কলঙ্কপরিশূন্য,শুদ্ধভাব-সমন্বিত। সুতরাং তাঁহাদের মিলন, তদ্ভাবাপন্নের সহিতই সম্ভবপর হয়। যাহারা বিপরীত-ভাবাপন্ন, কলুষ-কলঙ্ক-পুর্ণ, পাপপরায়ণ, তাহাদের প্রতি মরুদ্দেবগণ 'ঘোরবর্পসঃ'—'উগ্ররূপধরাঃ।' অর্থাৎ, পাপীর পক্ষে তাঁহারা কঠোর ত্রাসকারক। আবার, অন্যপক্ষে, তাঁহারা 'সুক্ষত্রাসঃ'—ক্ষত্রজনোচিত সহায়স্বরূপ। ধর্ম্মের সংরক্ষণে এবং অধর্ম্মের অপসারণে ক্ষত্র-বীর্য্য যেমন শোভনবলসম্পন্ন, 'সুক্ষত্রাসঃ' শব্দ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। অর্থাৎ, সজ্জনের প্রতিপালন জন্য দেবগণের শক্তি সর্ব্বদা নিয়োজিত আছে। সজ্জনের সংরক্ষণ জন্য তাঁহাদের আর কোন্ কার্য্য উল্লেখযোগ্য? সে কার্য্য—তাঁহাদের শত্রুনাশ, তাহাদের রিপুদমন।

চেষ্টা কর দেখি একবার—শুভ্র কলঙ্কপরিশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। চেষ্টা কর দেখি একবার—সেই উন্নত-স্তরে অধিরোহণের জন্য। চেষ্টা কর দেখি এককার—মনে প্রাণে সদ্ভাবাপন্ন হইবার জন্য। দেখিবে—দেবগণ তোমার সহায় হইয়াছেন। দেখিবে—রিপুশত্রু তোমার বিমর্দ্দিত হইয়াছে। দেখিবে—পাপীর ত্রাসকারী সজ্জনপালক দেবতারা তোমায় রক্ষা করিতেছেন।

ঋকের পর ঋকে এক এক দেবের মাহাত্ম্য লক্ষ্য কর; আর আপনাকে সেই ভাবে ভাবান্বিত—তৎকর্ম্মে কর্ম্মান্বিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। ইহাই ভগবানের বাণী; ইহাই বেদের অভিপ্রায়। (১ম—১৯সু—৫ঋ)॥

* * *

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। নাকস্য। অধি। রোচনে। দিবি। দেবাসঃ। আসতে।

মরুৎহভিঃ। অগ্নে। আ। গহি ॥ ২ ॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'নাকস্য' (স্বর্গস্য, দুঃখরহিতস্য স্থানস্য) 'অধি' (উপরি) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'রোচনে' (দীপ্যমানে, জ্যোতির্ম্ময়প্রদেশে) 'দেবাসঃ' (স্বয়মপি দীপ্যমানাঃ, স্বপ্রকাশাঃ) 'আসতে' (বিদ্যতে), তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। লোকাতীতাবস্থাপ্রাপ্তৈঃ দেবৈঃ সহ জ্ঞানং অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—১৯সূ—৬ঋ) ॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ স্বর্গের (দুঃখরহিত স্থানের) উপরে দীপ্যমান দ্যুলোকে (জ্যোতির্ম্ময়প্রদেশে) আপনারা দীপ্যমান স্বপ্রকাশ আছেন, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণ সহ আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—লোকাতীত অবস্থাপ্রাপ্ত দেবগণের সহিত জ্ঞান আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ (১ম--১৯সূ—৬ঋ) ॥

⁂

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মরুতো নাকস্যাধি দুঃখরহিতস্য সূর্য্যস্যোপরি দিবি দ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানা আসতে। তৈর্ম্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ।

নাকস্য। কং সুখং। তদস্মিন্নাস্ত্যসাবক ইতি বহুব্রীহিং কৃত্বা পশ্চান্নঞ্। ন অকো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে মরুদ্গণ, দুঃখরহিত সূর্য্যের উপর দীপ্যমান্ দ্যুলোকে স্বয়ংই দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, হে অগ্নিদেব, আপনি সেই মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন।

"নাকস্য"—'ক' শব্দের অর্থ সুখ। 'সেই সুখ যাহাতে নাই' তাহাকে 'অক' কহে। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন 'অক' শব্দের সহিত নঞের তৎপুরুষ-সমাসে ষষ্ঠীর একবচনে

নাক ইতি নঞ্‌তৎপুরুষঃ। নলোপো নঞঃ। পা০ ৬।৩।৭৩। ইতি লোপো ন ভবতি। নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা। পা০ ৬৩৭৪। প্রকৃতিভাবাৎ। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা। পা০ ৬২২। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেনোদাত্তত্বং ॥ প্রথমতস্তৎপুরুষং কৃত্বা পশ্চাদ্বহুব্রীহা-বুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং স্যাৎ। অধিশব্দ উপর্য্যর্থে। উপসর্গপ্রতিরূপকো নিপাতঃ। রোচনে। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। দিবি উড়িদ-মিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দেবাসঃ। আজ্জসেরসুগিত্যসুক্। আসতে। আস্ উপবেশনে। অনুদাত্তেত্ত্বাদাত্মনেপদং। ঝস্যাদেশঃ। অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপ ইতি শপো লুক্। অনুদাত্তেত্ত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্ন নিঘাতঃ॥ (১ম—১৯সূ ৬ঋ)॥

⁂

ষষ্ঠ (১৯১) ঋকের বিশদার্থ।

মরুদ্দেবগণের শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় বিদ্যমানতার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। দুঃখরহিত যে স্বর্গলোক, তাহারও উপরে তাঁহারা দীপ্যমান্—এতদ্বাক্যে কি ভাব প্রকাশ করে? স্বর্গাদি কামনামূলক কর্ম্মের (যজ্ঞাদির) দ্বারা মানুষ দুঃখরহিত স্থান স্বর্গের অধিকারী হয় বটে; কিন্তু সে অবস্থারও

উক্ত "নাকস্য" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে "নভ্রাণ্‌নপাৎ" (পা০ ৬।৩।৭৪) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিষেধ থাকায় "নলোপো নঞঃ" (পা০ ৬।৩।৭৩) এই সূত্র দ্বারা ন-এর লোপ হয় নাই। "তৎপুরুষে তুল্যার্থ" (পা০ ৬২।২) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অব্যয় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর বলিয়া উদাত্ত স্বর হইয়াছে। প্রথমে তৎপুরুষ সমাস করিয়া পরে বহুব্রীহি সমাস করিলে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইবে। "অধি" শব্দটী, মন্ত্রে 'উপরি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপসর্গের প্রতিরূপ বলিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "রোচনে" এই পদটি দীপ্ত্যর্থক 'রুচ' ধাতুর উত্তর "অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ" এই সূত্র দ্বারা 'যুচ্' প্রত্যয় করিয়া সপ্তমী বিভক্তির একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "চিতঃ" সূত্র দ্বারা ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "উড়িদং" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা "দিবি" পদটির বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "দেবাসঃ" এই পদটি "দেব" শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে "আজ্জসেরসুক্" সূত্রানুসারে 'অসুক্' আগমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "আসতে" এই পদটীতে উপবেশনার্থক 'আস্' ধাতুর অনুদাত্তত্ব-প্রযুক্ত আত্মনে-পদ হইয়াছে। 'ঝ'-এর স্থানে অদাদেশ এবং "আদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" এই সূত্র দ্বারা শপের লোপ হইয়াছে। অনুদাত্তত্ব-হেতু সার্ব্বধাতুক ল-কারের অনুদাত্তস্বর হইয়াছে। "যদ্বৃত্ত" যোগ-বশতঃ উক্ত 'আসতে' পদে নিঘাতস্বর হয় নাই। (১ম - ১৯সূ - ৬ঋ)॥

⁂

অতীত যে অবস্থা, এখানে তাহাই সূচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মজনিত যে অবস্থা লাভ হয়, সে সেই অবস্থা।

'স্বর্গেরও উপরে দীপ্যমান্ লোকে যে তোমরা জ্যোতির্ম্ময় অবস্থায় বিদ্যমান্ রহিয়াছ,—এতদ্ভাবার্থমূলক 'যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে' ঋক্, তাহাতে লোকাতীত চিদাবস্থার বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে (চতুর্দ্দশ সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায়) যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এখানে তাহাই অনুস্মরণীয়। দেবগণ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন দিব্যজ্যোতির্ম্ময়। তাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞান—স্থূল ইন্দ্রিয়াদির অধিগম্য নহে। অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টারাই দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সে অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। স্থূলের দ্বারা স্থূলের জ্ঞান হয়; সূক্ষ্মের দ্বারা সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অবস্থায় উপনীত হইবার চেষ্টা কর;—সে তত্ত্ব অধিগত হইবে। (১ম—১৯সূ—৬ঋ)॥ *

---

* একজন ব্যাখ্যাকার এই সূক্তের মরুদ্দেবগণকে ইন্দ্রের সৈন্য (মনুষ্য রূপে) কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—স্বর্গলোক হিমালয়ের উত্তরে, 'রোচনা' তাহারও উত্তরে। সেই দেশ হইতে মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

ম্যাক্সমূলার ও উইলসনের অনুবাদ এইরূপ; যথা,—

MAX MULLER.—"They who in heaven are enthroned as gods, in the light of the firmament; with the Maruts come hither, O Agni."

WILSON.—"Who are divinities abiding in the radient heaven above the sun; come. Agni, with the Maruts."

উইলসনের অনুবাদ অনেকটা সায়ণের অনুসারী। তবে ইংরাজিতে ভাব অব্যক্ত—এই যা পার্থক্য। ম্যাক্সমূলার অবস্থাটি বুঝাইবার জন্য একটা টীপ্পনী করিয়াছেন,—

"NAKA must be translated by firmament, as there is no other word in English besides heaven, and that is wanted to render Dyu. Like the Jewish firmament, the Indian NAKA, too, is adorned with stars; cf 1, 68. 10, pepesa nakam stribhi. DYU, heaven, is supposed to be above the RAGAS, sky or welkin."

ভাষায় শব্দ নাই, ইহাই ঠিক। সে অব্যক্ত অবস্থা ব্যক্ত করিবার উপযোগী শব্দ কোথায় মিলিবে ?

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

য ঈঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতাং তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ৭॥

⁂

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। ঈঙ্খয়ন্তি। পর্ব্বতান্। তিরঃ। সমুদ্রং। অর্ণবং।
মরুৎঽভিঃ। অগ্নে। আ। গহি॥ ৭॥

⁂

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'পর্ব্বতান্' (মেঘান্ পর্ব্বতাদিসমন্বিতান্ গ্রহাদীন্, কঠোরহৃদয়ান্ ইত্যর্থঃ) 'ঈঙ্খয়ন্তি' (সঞ্চালয়ন্তি) তথা 'সমুদ্রং' (পার্থিবজলরাশিং) 'অর্ণবং' (অপ্‌সমন্বিতং ব্যোমানং) 'তিরঃ' (স্বতেজসা পরিচালয়ন্তি, পক্ষান্তরে সর্ব্বত্র সত্ত্বভাবং বিস্তৃতং কুর্ব্বন্তি), তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যেষাং দেবানাং কৃপয়া কঠোরে হৃদয়ে সত্ত্বভাবস্য সঞ্চারং ভবতি তৈঃ দেবৈঃ সহ জ্ঞানং অস্মাসু ক্রিয়াশীলং ভবতু। (১ম—১৯সূ—৭ঋ)॥

⁂

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে মরুদ্দেবগণ পর্ব্বতাদি-সমন্বিত গ্রহগণকে (কঠোর হৃদয়কে) সঞ্চালিত করেন, এবং পার্থিব জলরাশিকে ও অপ্‌-সমন্বিত আকাশ-প্রদেশকে পরিচালিত করেন, (পক্ষান্তরে সর্ব্বত্র সত্ত্বভাবকে বিস্তৃত করেন), বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণসহ আপনি আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে দেবগণের কৃপায় কঠোর হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, সেই দেবগণের সহিত জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন।) ॥ (১ম—১৯সূ—৭ঋ)॥

⁂

সায়ণভাষ্যং।

যে মরুতঃ পর্ব্বতানমেঘানীঙ্খয়ন্তি। চালয়ন্তি। তথার্ণবমুদকযুক্তং সমুদ্রং তিরঃ কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ। নিশ্চলস্য জলস্য তরঙ্গাদ্যুৎপত্তয়ে চালনং তিরস্কারঃ। তৈর্ম্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ॥

ঈঙ্খয়ন্তি। উথ উখীত্যাদাবীখির্গত্যর্থঃ। হেতুমতি চেতি ণিচ্। ইদিতো নুম ধাতোরিতি নুম্। নিজন্তধাতোশ্চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। পর্ব্বতান্। পূর্ব্ব পর্ব্বমর্ব্ব পূরণে। ঔণাদিকো ভৃমৃদৃশীত্যাদিনাতচ্ প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—১৯সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ লইয়া অনেক বিতণ্ডা ও বাদানুবাদ দেখিতে পাই। আমরা অন্বয়-মুখে দ্বিবিধ অর্থের আভাষ দিয়াছি। কিন্তু প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের নানাশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ ঋকের অর্থ নানারূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। মরুদ্গণ বলিতে, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই প্রধানতঃ বায়ুপ্রবাহকে (বিভিন্ন শ্রেণীর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে) লক্ষ্য করিয়াছেন। তদনুসারে এক পক্ষের অর্থ এই যে, 'প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে পর্ব্বত উৎপাটিত হইতে পারে, জলনিধি মহাসমুদ্র কম্পমান্ হইয়া উঠে।' আর এক পক্ষ কহেন,—'ইন্দ্র-সৈন্য মরুতেরা আপনাদের রথনৈপুণ্যে পর্ব্বত বিদীর্ণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণ, পর্ব্বত অর্থাৎ মেঘকে যেরূপ চালনা করেন, সেইরূপ উদকযুক্ত সমুদ্রকে তাঁহারা তিরস্কার করেন। নিশ্চল জলের তরঙ্গাদি উৎপত্তিহেতু যে চালন, তাহাকে তিরস্কার কহে। হে অগ্নিদেব! সেই মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন।

"ঈঙ্খয়ন্তি" এই পদটী, 'উথ উখি' ইত্যাদির মধ্যে পাঠ থাকায় গত্যর্থক 'ঈখি' ধাতুর উত্তর "হেতুমতিচ" এই সূত্র দ্বারা 'ণিচ্' প্রত্যয়ে "ইদিতো নুম্ ধাতোঃ" এই সূত্র দ্বারা নুম্ আগম করিয়া লটের পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ণিজন্ত' ধাতু বলিয়া "চিতঃ" এই সূত্র দ্বারা উহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু (অর্থাৎ প লোপ হয় বলিয়া) অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক ল-কারস্বর-হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। "পর্ব্বতান্" এই পদটী, পূরণ অর্থবিশিষ্ট 'পর্ব্ব' ধাতুর উত্তর "ভৃমৃদৃশি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঔণাদিক 'অতচ্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যয়-স্বর॥ (১ম—১৯সূ—৭ঋ)॥

• • •

করিয়াছিলেন, জলধিকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন।’ তার পর, অধিকাংশের মত স্থূলভাবে সায়ণের অনুসারী। সায়ণ, মরুদ্গণকে বায়ুর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু ‘পর্ব্বতান্’ শব্দের ‘মেঘান্’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাই অনেকের গ্রহণীয় হইয়াছে। তবে তাহা হইতে গবেষণা-প্রভাবে নানাজনে নানাপ্রকার ভাব অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন। কেহ কহিয়াছেন,—আর্য্যগণের গতিবিধি যে কেবল স্থল-পথেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; তাঁহারা সমুদ্রযায়ী ছিলেন;—জলপথেও গতিবিধি করিতেন। * কেহ কহিয়াছেন,—জল হইতে বাষ্পগ্রহণপূর্ব্বক মেঘসঞ্চারের বিষয় উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা সাধারণভাবে সায়ণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি। বায়ু-দেবতার বিষয় হৃদয়ে সম্যক্‌রূপ ধারণা করিতে না পারিয়া যাঁহারা অংশানুক্রমে তৎসম্বন্ধী জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা ঐ পথেই অগ্রসর হইতে পারেন। তবে যাঁহারা ভাবরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া তৎপক্ষে পরিচালিত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে ঋকের কি অর্থ অধ্যাহার হইতে পারে, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করি।

সায়ণ ‘পর্ব্বতান্’ শব্দের প্রতিবাক্যে ‘মেঘান্’ লিখিয়াছেন। † আমরা ‘পর্ব্বতাদিসমন্বিতান্ পৃথিব্যাদিগ্রহাদীন্’ অর্থ আমনন করি। ঋকে ‘অর্ণবং’

---

* এ বিষয়ে উইল্‌সনের মন্তব্যের উপর ম্যাক্সমূলার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বিষয়টী বোধগম্য হইবে। তদুক্ত; যথা,—

Wilson remarks that the influence of the winds upon the sea, alluded to in this and the following verse, indicates more familiarity with the ocean than we should have expected from rhe traditional inland position of the early Hindus and it has *therefore* been supposed by others that, even in passages like our own, Samudra was meant for the sky, the waters above firmament.”

† ম্যাক্সমূলার, উইলসন প্রমুখ ইংরেজী ভাষার অনুবাদকগণ এবং বেনফ, লুডুইক প্রমুখ জর্ম্মণ-ভাষার অনুবাদকগণ ‘পর্ব্বত’ শব্দে ‘মেঘ’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী দুইটি অনুবাদ, এবং ম্যাক্সমূলারের মতে সায়ণের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

এবং 'সমুদ্রং' দুইটী পদ আছে। সায়ণ 'অর্ণবং' পদটীকে 'সমুদ্রং' পদের বিশেষণ-রূপে 'জলযুক্তং' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, দুইটী শব্দের পৃথক্ পৃথক্ সার্থকতা আছে। সমুদ্র বলিলেই জলের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। "সমুদ্রে জল আছে"—ইহা বুঝাইবার জন্য 'অর্ণব' রূপ বিশেষণের সার্থকতা কদাচ উপলব্ধ হয় না। আমরা তাই 'সমুদ্র'-শব্দ জল-পক্ষে প্রযুক্ত বলি এবং 'অর্ণব'-শব্দ ব্যোম-পক্ষে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। 'সমুদ্র'-শব্দে কোনও কোনও স্থলে 'আকাশ' (ব্যোম) বায়ুমণ্ডল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—প্রমাণ পাওয়া যায়।* আবার 'অর্ণব'-শব্দেও 'বায়ুমণ্ডল' অর্থ দেখিতে পাই।† এ ক্ষেত্রে আমরা 'সমুদ্র' ও 'অর্ণব' দুইটী শব্দের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া একটীতে জলরাশির বিষয় এবং অন্যটীতে ব্যোম-প্রদেশের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। এ মতে, ঋকের ভাবার্থ হয় এই যে, 'পৃথিব্যাদি গ্রহমণ্ডল তাঁহাদেরই (বা তাঁহারই) ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, মহাসমুদ্র (জগতের সকল সলিলরাশি) তাঁহাদেরই অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে, এবং তাঁহারাই (তিনিই) আপন তেজঃপ্রভাবে অপ্-সমন্বিত ব্যোমপ্রদেশকে ‡ পরিচালিত করিতেছেন।' ফলতঃ, এ ঋকে ভগবানের জগৎ-পরিচালন-ব্যাপার ও সর্ব্বতঃ-প্রভাব পরিকীর্ত্তিত আছে,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। (১ম—১৯সূ—৭ঋ)॥

MAX MULLER:—"They who toss the clouds across the surging sea"; &c.

WILSON:—"Who scatter the clouds, and agitate the sea (with waves)"; &c.

SAYANA:—"They who make the clouds to go and stir the watery sea"; &c.

এই ভাবের অনুসরণই সর্ব্বত্র। অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

* প্রথম মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত, ৩ ঋক: "সমুদ্রে একং দিবি একং অপ্সু" প্রভৃতির ভাষ্য লক্ষ্য করিবেন।

† পঞ্চম মণ্ডল, ৫৯ সূক্ত, ১ ঋক লক্ষ্য করুন।

‡ এখানে নীহারিকা-বাদে তাঁহাদের কর্তৃত্ব-প্রসঙ্গও আসিতে পারে।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি॥ ~~৪~~ ॥ ৮

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। যে। তন্বন্তি। রশ্মিঽভিঃ। তিরঃ। সমুদ্রং। ওজসা।
মরুৎঽভিঃ। অগ্নে। আ। গহি॥ ~~৪~~ ॥ ৮।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যে' (দেবাঃ) 'রশ্মিভিঃ' (দিব্যজ্যোতিভিঃ, স্বকিরণৈঃ) 'আ তন্বন্তি' (সর্ব্বত্র আপ্লুবন্তি, বিস্তৃতা ভবন্তি) তথা 'ওজসা' (স্বকীয় প্রভাবেন) 'সমুদ্রং' (জলাধিপং সত্ত্বনিলয়ং) 'তিরঃ' (তিরস্কুর্ব্বন্তি সঞ্চালয়ন্তি), তৈঃ 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'আ গহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অশেষপ্রভাবসম্পন্নৈঃ দেবৈঃ সহ জ্ঞানং অস্মাসু অধিষ্ঠিতং ভবতু॥ (১ম—১৯সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যে দেবগণ দিব্যজ্যোতিঃ দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করেন এবং আপনাদিগের প্রভাবের দ্বারা জলাধিপতি সমুদ্রকে (সত্ত্বনিলয়কে) বিচালিত করেন, বিবেকরূপী সেই মরুদ্দেবগণ সহ আপনি আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অশেষপ্রভাবসম্পন্ন দেবগণের সহিত জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন।)॥ (১ম—১৯সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মরুতো রশ্মিভিঃ সূর্য্যকিরণৈঃ সহাতন্বন্তি। আপ্লুবন্ত্যাকাশমিতি শেষঃ। কিঞ্চ। ওজসা। স্বকীয়বলেন সমুদ্রং তিরস্কুর্ব্বন্তি। তৈর্ম্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে মরুদ্গণ, সূর্য্যকিরণ-সমূহের সহিত আকাশকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং স্বকীয় বলের দ্বারা সমুদ্রকে তিরস্কার করেন, হে অগ্নিদেব, সেই মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন।

তন্বন্তি। তনু বিস্তারে। লটো ঝোঽন্তঃ। তনাদি। কৃঞভ্য উঃ। পা০ ৩।১।৭৯। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্য ইতি তিঙ এবাদ্যুদাত্তত্বং। রশ্মিভিঃ। নিষোমিরিত্যনুবৃত্তৌ অশ্নোতেরশচেতিমিঃ প্রত্যয়স্বরঃ। সমুদ্রং। উন্দীক্লেদনে স্ফায়িতঞ্চীতি রক্। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১৯সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (১৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ মরুদ্দেবগণের সর্ব্বব্যাপকত্ব সূচনা করিতেছে। বিবেকরূপী দেবগণের ক্রিয়া যে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা সেই ভাবই গ্রহণ করি। পূর্ব্ব ঋকে 'তাঁহাদিগের প্রভাব সর্ব্বত্র অপ্রতিহত' প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখানে তাঁহাদিগের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতার ভাব প্রকাশমান।

"রশ্মিভিঃ' পদে সায়ণ 'সূর্য্যকিরণৈঃ সহ' অর্থ করিয়াছেন। আমরা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি,—'দিব্যজ্যোতির্ভিঃ—জ্ঞানকিরণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ।' দুই অর্থেই সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব পাওয়া যায়। সূর্য্যের কিরণ নাই—এমন স্থান বা পদার্থ যেমন নাই, তাঁহাদিগের প্রভাবও সেইরূপ বিস্তৃত। সায়ণের এ অর্থও যাহা, দিব্যজ্যোতীরূপে তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন—এ অর্থও তাহাই। তবে পার্থক্য এই যে, পরিদৃশ্যমান্ রশ্মি বা কিরণ যে তাঁহারা নহেন, পরন্তু রশ্মির বা কিরণের অতীত যে তাঁহারা, শেষোক্ত অর্থে তাহাই বোধগম্য হইতে পারে।

বায়ুর প্রকার-ভেদের মধ্য দিয়া দেখিতে দেখিতে, মরুদ্দেবগণের প্রকাশ-রূপ রশ্মির স্বরূপ বুঝিতে বুঝিতে, সেই এক অভিন্ন অবস্থায় তোমায় লইয়া যাইবে। জ্যোতীরূপে তাঁহারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন বলিয়া, তাই পুনরায় বলা হইয়াছে, সমুদ্রকে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিচালিত করেন। তাহার লক্ষ্য এই যে,—'জলের মধ্যে জ্যোতির বিদ্যমানতা সাধারণ অজ্ঞ-

---

"তন্বন্তি" এই পদটী, বিস্তারার্থক 'তরু' (তনু) ধাতুর উত্তর লটের ঝি স্থানে 'অন্ত' এ আদেশ করিয়া "তণাদিকৃঞভ্য উঃ" (পা০ ৩।১।৭৯) এই সূত্রের দ্বারা 'উ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিকরণ হইতে অন্যত্র সতি শিষ্ট স্বর বলবান' এই হেতু তিঙেরই আদ্যুদাত্ত স্বর হইয়াছে। রশ্মিভিঃ। 'নিষোমিঃ' ইত্যাদি অনুবৃত্তিহেতু 'অশ্নোতেঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রত্যয়স্বর। "সমুদ্রং" এই পদটী, 'সন্' পূর্ব্বক ক্লেদনার্থক উন্দী (উন্দ) ধাতুর উত্তর "স্ফায়িতঞ্চি" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'রক' (র) প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমাসে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—১৯সূ—৮ঋ)॥

জনের দৃষ্টিবহির্ভূত; কিন্তু তৎপ্রতি তাহারা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সর্ব্বত্র যেন ভগবদ্বিভূতি লক্ষ্য করিতে সামর্থ্য লাভ করে।' (১ম—১৮সূ—৮ঋ)।

* * *

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনবিংশং-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ত্বা। পূর্ব্বঽপীতয়ে। সৃজামি। সোম্যং। মধু।
মরুৎঽভিঃ। অগ্নে। আ। গহি ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বা' (ত্বাং—অনুলক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'পূর্ব্বপীতয়ে' (চিরসন্তজনোপযোগিনং—সাধূনাং অনুসরণায় ইতি যাবৎ) 'সোম্যং' (স্নিগ্ধকরং, শান্তিপ্রদং) 'মধু' (মধুররসং—সৎকর্ম্মসঞ্জাতং ইতি যাবৎ) 'অভি সৃজামি' (সম্পাদয়ামি, সঞ্চারয়ামি, সম্পাদনায় সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ); হে জ্ঞানদেব। 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) ত্বং 'আ গহি' (আগচ্ছ, ময়ি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অহং সৎকর্ম্মপরঃ ভবেয়ম্, বিবেকেন সহ ময়ি জ্ঞানং চিরস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং ভবতু ॥ (১ম—১৯সূ—৯ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, সাধুগণের অনুসরণে চির-সন্তজনের উপযোগী, শান্তিপ্রদ, সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত মধুররস, সম্পাদন করিতেছি—সম্পাদনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি; হে জ্ঞানদেব! বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আপনি আগমন করুন—আমাতে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সৎকর্ম্মপর হই, বিবেকের সহিত জ্ঞান আমাতে যেন চিরস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।) ॥ (১ম—১৯সূ—৯ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় ত্বাং প্রতি সোম্যং মধু সোমসম্বন্ধিনং মধুররসমভিসৃজামি। সর্ব্বতঃ সম্পাদয়ামি। অতস্ত্বং মরুদ্ভিঃ সহাত্রাগচ্ছ॥

অভি। এবমাদীনামন্ত ইত্যন্তোদাত্তঃ। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি ত্বাদেশঃ সর্ব্বানুদাত্তঃ। পূর্ব্বপীতয়ে। পূর্ব্বা চাসৌ পীতিশ্চ। পুংবৎকর্ম্মধারয়েত্যাদিনা। পা০ ৬।৩।৪২ পুংবদ্ভাবঃ। সৃজামি। সৃজ বিসর্গে। মিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং বিকরণস্বরঃ। সোম্যং। সোমমর্হতি য ইতি যঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। মধু। ফলিপাটিনমীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। অন্যদ্‌গতং। অত্র যাস্কঃ। অভি সৃজামি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বপানায় সোম্যং মধু সোমময়ং সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছ। নি০ ১০।৩৭। ইতি॥ (১ম—১৯সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য প্রথমে সপ্তত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।১।৩৭॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্ পুমার্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তকশ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ
সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে
ঋক্‌সংহিতায়াং প্রথমাষ্টকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১।১॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! পূর্ব্বকালে প্রবৃত্ত পানের নিমিত্ত আপনার প্রতি সোমসম্বন্ধি মধুর রস সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করিতেছি। আপনি মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন।

"অভি" এই পদটীর "এবমাদীনামন্তঃ" এই সূত্রের দ্বারা অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ত্বা" যুষ্মদ্ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন; "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" সূত্রের দ্বারা সকলস্বর অনুদাত্ত হইয়া 'ত্বা' আদেশ হইয়াছে। "পূর্ব্বপীতয়ে" এই পদটীতে "পূর্ব্বা এমন পীতি" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে "পুংবৎকর্ম্মধারয়" (পা০ ৬।৩।৪২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পুংবদ্ভাব হইয়াছে। "সৃজামি" এই পদটী, বিসর্গার্থক 'সৃজ' ধাতুর উত্তর লটের পরস্মৈপদের উত্তম পুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে মিপের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং বিকরণস্বর হইয়াছে। সোমমর্হতি এই অর্থে সোম শব্দের উত্তর য প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়ার একবচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। মধু এই পদটী, "ফলিপাটিনমি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা উ-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি অধিকার বলিয়া প্রত্যয়ের নিত্ত্বহেতু ইহার আদিস্বরটী উদাত্ত হইয়াছে। অন্যান্য পদসমূহ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে যাস্ক বলেন—"অভিসৃজামি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বপানায় সোম্যং মধু সোমময়ং সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছ।" নি০ ১০।৩৭। ইতি॥ অর্থাৎ, আপনার প্রতি পূর্ব্ব পানের নিমিত্ত সোমময় মধু অভিসৃষ্ট (সম্পাদিত) করিতেছি। হে অগ্নিদেব। মরুদ্গণের সহিত আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন॥ (১ম—১৯সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশো বর্গ সমাপ্ত॥ ১।১।৩৭॥

* * *

নবম (১৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

ঋকের অন্তর্গত তিনটি পদ অর্থ-বিপর্য্যয় সংঘটন করে। সে পদত্রয়—'পূর্ব্বপীতয়ে', 'সোম্যং' ও 'মধু'। 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদের অর্থে—'পূর্ব্বকালে তোমার পানের জন্য যেমন প্রস্তুত থাকিত'—কেহ বা এইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা 'তুমি অগ্রে আসিয়া পান করিবে, তুমি প্রধান দেবতা'—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'সোম্যং পদে 'সোমরস'-মূলক এবং 'মধু' পদে 'মধুরাস্বাদপ্রদ সোমরস'—এই অর্থই পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। *

কিন্তু এখানে, এমন কি এই সূক্তের কোনও অংশে, সোমরস বা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। সায়ণ যে 'সোমসম্বন্ধিনং মধুরসং' অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতেও সোমরস মাদক-দ্রব্যের ভাব কখনও আসে না। উঁহার অর্থ,—যজ্ঞের পরিশ্রুত মধুর অংশ; অগ্নিতে আহুতি-প্রদত্ত দ্রব্যাদির জড়াংশ ভস্মসাৎ হইলে তাহার যে সূক্ষ্মাংশ দেব-সমীপে সংবাহিত হয়, তাহাকেই 'সোম্যং মধু' বলা হইয়াছে। তাহা 'সোম্যং'; কেন-না, তাহাতে বৈষম্যের সংস্রব নাই, তাহা ক্লেদাদি-পরিশূন্য, শুদ্ধ-সৎভাবাপন্ন। যাহা বিশুদ্ধ সৎ, তাহা যে সোম্য, তাহা যে সর্ব্বত্র-সমভাবাপন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা সারভূত, যাহা বৈষম্যবিরহিত, তাহাই মধু (মধুর)। ফলতঃ, ঐ দুই শব্দে যজ্ঞপক্ষে যজ্ঞের সারভূত হবিঃ অর্থই পরিগৃহীত হইতেছে। আধ্যাত্মিক পক্ষে ঐ দুই পদে বিশুদ্ধা ভক্তি অর্থই উপলব্ধ হয়।

'পূর্ব্বপীতয়ে' পদে দ্বিবিধ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে। 'পূর্ব্বে যাহা পান করিতেন'—এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, 'পূর্ব্ব' ও 'অধুনা' দুই কালের প্রসঙ্গ আসে। তাহাতে বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদে—যদি 'আপনার অগ্রে পানের জন্য' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেও এক দেবতার প্রাধান্য ও অন্য দেবতার অপ্রাধান্য সূচিত হয়।

---

* সায়ণের অর্থ—'সোমসম্বন্ধিনং মধুরসং'; সাহেবদের অর্থ—"Sweet SOM juice for thy drinking"; বঙ্গদেশে-প্রচলিত অর্থ—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য।"

কিন্তু তাহাও সাম্যভাব-বিরোধী। অতএব, "পূর্ব্বপীতয়ে" পদের নিগূঢ় অর্থ কি, অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে (প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের বিশদার্থে) আমরা "পূর্ব্বেভিঃ" পদে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। 'পূর্ব্বপীতয়ে' পদে তদনুসারে অর্থ হয় এই যে,—'অনন্ত অতীতকাল হইতে, চিরকাল হইতে'; অর্থাৎ, আপনার পানার্থ চিরকাল যে 'সোম্যং মধু' প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা গ্রহণ করুন, ইত্যাদি।

ঋকের 'সৃজামি' পদে 'সৃষ্টি করিয়াছি', 'অনেক কষ্টে সঞ্চয় করিয়াছি', 'অনেক করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে' এইরূপ অর্থ আসে। তাহার ভাব এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জানাইতেছেন,—'হে দেব! আমার হৃদয় ভক্তিহীন, আমার জীবন ক্রিয়া-হীন; আমি জীবনে কখনও কোনও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করি নাই; সবে মাত্র প্রথম এই যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কত জনে কত কাল ধরিয়া আপনাদের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার ফল প্রাপ্ত হইতেছেন। আমি তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। প্রার্থনা,—আপনারা বিমুখ হইবেন না; কৃপাপরবশ হইয়া এই যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করুন,—আমার এ বিশুষ্ক হৃদয়-মরুক্ষেত্র একবার আপনাদিগের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হউক।'

পক্ষান্তরে ঐ 'সৃজামি' পদে সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পায়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহারই দ্যোতনা দেখিবেন। এখানকার সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষা এই যে,—সৎকর্ম্মের সমাধানে আমরা যেন প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারি; আমাদিগের বিবেক যেন আমাদিগকে সৎজ্ঞানের অনুসারী করে—সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ রাখে।

সূক্তের শেষে, অধ্যায়ের উপসংহারে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞাদির কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণের সাধনার বিষয় অনুধ্যান করিয়া আপনার দীনতা-খ্যাপন-পূর্ব্বক, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্প-সাধনে জ্ঞানদেবতার অনুকম্পা-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই এই মন্ত্রের মুখ্য লক্ষ্য॥ (১ম—১৯সূ—৯ঋ)।

প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য।

বেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বেদমার্গানুসারীদিগের মধ্যে নানা মত আছে। এক পক্ষের মত এই যে, বেদের ব্যাখ্যার বা অর্থ গ্রহণপক্ষে চেষ্টা করার কোনই প্রয়োজন নাই; মন্ত্রই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; উহা যথাযথ উচ্চারিত হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী প্রদেশে এখনও ঐ মত প্রবল আছে। অনেকেই মন্ত্র উচ্চারণ করেন; কিন্তু মন্ত্রার্থ অবগত নহেন। আজিও ঐ প্রদেশে প্রায়ই 'কারীরী যজ্ঞ' সম্পন্ন হয়। ঐ যজ্ঞের উদ্দেশ্য—বৃষ্টি আনয়ন। উচ্চারণের দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক, কারীরী যজ্ঞের ফলে এখন বৃষ্টি হয় কি না—তাহা সন্দেহের স্থল. যাহা হউক, অর্থবোধের প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না। অন্যত্রও দেখি, মন্ত্রার্থ না বুঝিয়া মন্ত্রোচারণের প্রথাই প্রবল আছে।

কিন্তু আমরা বলি, মন্ত্রের অর্থবোধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; অর্থবোধ ভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ বিড়ম্বনা মাত্র; তাহাতে উচ্চারণেও দোষ আছে। গায়ত্রীর অর্থ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ বিধেয়,—শাস্ত্রে নানা স্থানে তাহার ইঙ্গিত আছে। মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন,—বেদার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

এক শ্রেণীর বেদাধ্যয়নকারীর ধারণা,—বেদে কেবল কর্ম্মকাণ্ডের কথাই আছে জ্ঞানকাণ্ডের বা ভক্তিকাণ্ডের প্রসঙ্গ বেদে নাই। পাশ্চাত্যশিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তিরই এই মত। তাঁহারা বলেন,—সে আদিম অবস্থায় (বৈদিক যুগে) জ্ঞানভক্তির স্ফূর্ত্তি আদৌ হয় নাই। পক্ষান্তরে আমরা কিন্তু বেদে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিনেরই বিকাশ দেখিতে পাই। বেদে সকলই বীজরূপে নিহিত আছে। কর্ম্ম-কাণ্ডে কর্ম্মরূপে, ভক্তি-কাণ্ডে ভক্তিরূপে এবং জ্ঞান কাণ্ডে জ্ঞানরূপে সে বীজ অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। বেদে নাই-এমন বস্তু কোনও শাস্ত্রে কোথাও নাই। এমন কি, বেদই নিখিল সকল শাস্ত্রের মূলীভূত। প্রতিপক্ষ কেহ কেহ এ প্রসঙ্গে তন্ত্রের দোহাই দেন। তাঁহারা বলেন,—'তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই বঙ্গদেশের ধর্ম্ম; বেদ পশ্চিমদেশের সামগ্রী; এ দেশের সহিত বেদের কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, বেদের অনেক মন্ত্রই তন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিবৃত রহিয়াছে। পার্ব্বতীর প্রশ্ন ও মহাদেবের উত্তর—পদ্ধতির পরিবর্ত্তন মাত্র। নচেৎ, বস্তুপক্ষে উভয়ত্র একই সামগ্রী বিদ্যমান আছে। কোন্ বৈদিক মন্ত্র ও তান্ত্রিক মন্ত্র পরস্পর অভিন্ন, একটু প্রয়াস স্বীকার করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি—তিনই বেদে বিদ্যমান আছে। সংশয়ান্বিত হইও না। একান্তচিত্তে অনুসন্ধান কর। দিব্য-দৃষ্টিতে সত্য প্রতিভাত হইবে.

— ০ —

ইতি শ্রীমৎ-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা ব্যাখ্যা-ভাষ্যাঃ সম্পাদিতায়াং চ
ঋগ্বেদ-সংহিতায়াং প্রথমেঽষ্টকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

* *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

(বর্ণানুক্রমিকা)

অ।

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং। যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ * ৩২১।১।৫ ৯
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরিড্যো নূতনৈরুত। স দেবান্ এহ বক্ষতি ॥ ১৭ ১।১।২
অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং ॥ ৬৪৬ ১ ১২।১
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে যশসং বীরবত্তমং ॥ ২২।১। ৩
অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাট্ জুহ্বাস্যঃ ॥ ৬৬৫।১ ১২।৬
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্পতিং। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং ॥ ৬৬৯ ১ ১২ ২
অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং ॥ ৫.১ ১।১
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবোভিরাগমৎ ॥ ৩৪ ১। ।৫
অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৬৫২।১ ১২ ৩
অগ্নে দেবানিহাবহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরিভূষ পিব ঋতুনা ॥ ৮০৬ ১ ১৫।৪
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ২৯।১।১।৪
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিঃ। ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥ ৬৮৩ ১।১২।১২
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥ ৬৯৯।১ ১৩.৪
অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৩৮৮।১.৬ ৯
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং। মা নো অতিখ্য আগহি ॥ ২২৫।১।৪.৩
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্ম্মখঃ সহস্বদর্চ্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৩৮৪ ১ ৬ ৯
অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥ ৮৭৯।১।১৭.৩
অবসৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ। প্রদাতুরস্তু চেতনং ॥ ৭৩৪।১।১৩ ১১
অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥ ৯৬২।১।১৯।৯

---

* মন্ত্র-সূচীর অঙ্কগুলি যথাক্রমে পৃষ্ঠা, অধ্যায়, সূক্ত ও ঋকের জ্ঞাপক।

অভিযজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি॥ ৮০৪।১।১৫।৩
অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ। অথা সোমং সুতং পিব॥ ৮৬১।১।১৬।৭
অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা॥ ৮৩০।১।১৫।১১
অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শরীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ॥ ১৫০।১।৩।২
অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। পুরুভুজা চনস্যতং॥ ১৪২।১।৩।১
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিং॥ ৫১৬।১।৯।৪
অস্মানৎসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ॥ ৫২৬।১।৯।৬
অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্ দ্যুম্নং সহস্রসাতমং। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ॥ ৫৩২।১।৯।৮
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনং॥ ২৫৭।১।৪।৮

আ।

আকীং সূর্য্যস্য রোচনাদ্ বিশ্বান্ দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ। বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি॥ ৭৮০।১।১৪।৯
আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং॥ ৬০১।১।১০।১১
আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্ন আগহি॥ ৭৫২।১।১৪।২
আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ॥ ৮৪০।১।১৬।১
আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্ব্বণঃ। শং তে সন্তু প্রচেতসে॥ ৩১৭।১।৫।৭
আত্বেতা নিষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ॥ ২৮৬।১।৫।১
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ং॥ ৩৬০।১।৬।৪
আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি॥ ৯২৮।১।১৮।৮
আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৬০।১।১৯।৮
আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মন কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং॥ ৫৯৩।১ ১০।৯

ই।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥ ৭২৪।১।১৩।৯
ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি। ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ॥ ৩৯৫।১।৬।৬।১০
ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সংমিশ্ল আবচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ॥ ৪০৯।১।৭।২
ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ॥ ৪৬৯।৬।৮।৩
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ॥ ৪২১।১।৭।৪
ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতং। ইন্দবো বামুশন্তি হি॥ ৯০।১।২।৪
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং। আদিত্যান্ মারুতং গণং॥ ৭৫৫।১।১৪।৩
ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ॥ ৭৯৬।১ ১৫।১
ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনুষত॥ ৪০৪।১,৭।১

ইন্দ্রমীশানমোজসাভিস্তোমা অনূষত ।
  সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥ ৬৪০।১।১১।৮
ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে । ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ৮৪৮।১।১৬।৩
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে । যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৪২৪।১।৭।৫
ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ ।
  রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং ॥ ৬১১।১।১১।১
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ । অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ৪৫২।১।৭।১০
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ । অণ্বীভিস্তনা পুতাসঃ ॥ ১৬৩।১।৩।৪
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ । সুতে দধিস্ব নশ্চনঃ ॥ ১৭৫।১।৩।৬
ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতঃ বিপ্রজূতো সুতাবতঃ । উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ১৭০।১।৩।৫
ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আবৃণে তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥ ৮৭২।১।১৭।১
ইন্দ্রাবরুণ নূনু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা । অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং ॥ ৮৯৭।১।১৭।৮
ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে । অস্মান্‌ৎসু জিগ্যুষস্কৃতং ॥ ৮৯৩।১।১৭।৭
ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা । মন্দূ সমানবর্চ্চসা ॥ ৩৭৭।১।৬।৭
ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ । মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ৫০২।১।৯।১
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়ৎ দিবি । বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৪১৩।১।৭।৩
ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাং । ক্রতুর্ভবত্যুক্‌থ্যঃ ॥ ৮৮৬।১।১৭।৫
ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপবক্ষতঃ । ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥ ৮৪৪।১।১৬।২
ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধি বর্হিষি । তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব ॥ ৮৫৮।১।১৬।৬
ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে । অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ৭২৯।১।১৩।১০

ঈ ।

ঈড়তে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ । হবিষ্মন্তো অরঙ্কৃতঃ ॥ ৬৫৬।১।১৪।৫

উ ।

উক্‌থমিন্দ্রায় শংস্য বর্দ্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে ।
  শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥ ৫৬৮।১।১০।৫
উত নঃ সুভগাঁ অরির্ব্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ । স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মণি ॥ ২৪৮।১।৪।৬
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত । দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ ॥ ২৪২।২।৪।৫
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং । নমো ভরন্ত এমসি । ৪৪।১।১।৭
উপ নঃ সবনাগহি সোমস্য সোমপাঃ পিব । গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২২১।১।৪।২
উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ । সুতে হি ত্বা হবামহে ॥ ৮৫০।১।১৬।৪

ঋ ।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা । ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ১১৩।১।২।৮

এ।

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর॥ ৪৫৯।১।৮।১
এবাহিতে বিভূতয় উতয় ইন্দ্রমাবতে। সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে॥ ৪৯৫।১ ৮।৯
এবাহ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্‌থং চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে॥ ৪৯৮।১।৮।১০
এবাহ্যস্য সুনৃতা বিরপ্‌শী গোমতী মহী। পক্বা শাখা দাশুষে॥ ৪৯০।১।৮ ৮
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং। পতয়ন্‌ মন্দয়ৎসখং॥ ২৫২।১।৪।৭
এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে॥ ৫০৮ ১ ৯।২
এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব।
ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্দ্ধয়॥ ৫৬২।১।৯।৪

ঐ।

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষি চ॥ ৭৪৫ ১ ১৪।১

ও।

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আগত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং॥ ১৭৯।১।২।৭

ক।

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনং॥ ৬৬৮।১।১২।৭
কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসং॥ ১২২।১ ২ ৯
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ॥ ৩৫৫।১।৬।৩

গ।

গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং॥ ৮৭৫।১।১৭।২
গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রাহ্মণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ৫৪৬।১ ১০ ১
গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্‌ দেবয়তে যজ॥ ৮৩৩।১।১৫।১২

ঘ।

ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্‌ৎসোমপীতয়ে॥ ৭৭৩।১ ১৪ ৬
ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ॥ ৬৬০।১।১২।৫

চ।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং। যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥ ২০০।১।৩।১১

ত।

ত্বং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনানামিন্দ্র সাতয়ে॥ ২৬৯।১।৪।৯

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্ব্বণো বিদুষ্টে তস্য কারবঃ॥ ৬৩১।১।১১।৬

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে।
স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ॥ ৫৭৫।১।১০।৬

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনং॥ ৮৯০।১।১৭।৬

তা সুজিহ্বা উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং॥ ৭২০।১।১৩।৮

তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধী। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য়॥ ৭৭৩।১।১৪।৭

তাঁ উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং। দেবৈরাসংসি বর্হিষি॥ ৬৫৬।১।১২।৪

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং॥ ৪৩৫।১।৭।৭

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ। ৯২১।১।১৮।৫

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠায় সুক্রতো॥ ৩১০।১।৫।৬

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥ ৬২৫।১।১১।৫

ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি। সেমং নো অধ্বরং যজ॥ ৭৮৬।১।১৪।১১

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুক্থা শতক্রতো ত্বাং বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ॥ ৩২১।১।৫।৮

দ।

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী। ১৫৫।১।৩।৩

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতং॥ ৩৭০।১।৬।৬

দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে॥ ৮২০।১।১৫।৮

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীড়তে॥ ৮১৬।১।১৫।৭

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্রচ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত॥ ৮৩।১।১৫।৯

ন।

নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন যজ্ঞ উপহ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে॥ ৭১৫।১।১৩।৭

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং॥ ৬৯৭।১।১৩।৩

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবো ন সদ্মমখসং॥ ৯৩১।১।১৮।৯

ন হি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ।
জেষঃ স্বর্ব্বতীরপঃ সঙ্গা অস্মভ্যং ধূনুহি॥ ৭৮৬।১।১০।৮

ন হি দেবো ন মর্ত্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৪০।১।১৯।২

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যর্ব্বতা॥ ৫৬৩।১।৮।২

প।

পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ॥ ৬০৫ ১।১০।১২
পরেহি বিগ্রমস্তৃতং ইন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আবরং॥ ২৩৩ ১।৪।৪
পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥ ১৯৪ ১।৩।১০
পুরাং ভিন্দুর্য়ুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ॥ ৬২১ ১।১১।৪
পুরূতমং পুরূণাং ঈশানং বার্য্যাণং। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে॥ ২৯১ ১।৫।১
পূর্ব্বীরিন্দ্রস্য রায়ো নবিদস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘং॥ ৬১৭ ১।১১।৩
প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৩৬ ১।১৯।১
প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিং॥ ৯০০ ১।১৭।৯
প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ॥ ৭৬১ ১।১৪।৪

ব।

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ॥ ৪৭২ ১।৮।৪
বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং। হোম গন্তারমূতয়ে॥ ৫৩৫ ১।৯।৯
বায় উক্থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ॥ ৭৯ ১।২।২
বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবং॥ ৭৪ ১।২।১
বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ। তাবায়াতমুপদ্রবৎ॥ ৯৪ ১।২।৫
বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আয়াতমুপনিষ্কৃতং। মক্ষ্বিত্থা ধিয়া নরা॥ ৯৯ ১।২।৬
বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরূচী সোমপীতয়ে॥ ৮৬ ১।২।৩
বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং।
বৃহন্তমস্য হূমহ উতিং সহস্রসাতমাং॥ ৫৯৭ ১।১০।১০
বিশ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে॥ ৭০৮ ১।১৩।৬
বিশ্বমিৎ সবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতয়ে॥ ৮৬৩ ১।১৬।৮
বিশ্বেদেবাসো অপ্তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ। উস্রা ইব স্বসরাণি॥ ৮৪ ১।৩।৮
বিশ্বেদেবাসো অস্রিধঃ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ। মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ॥ ১৮৯ ১।৩।৯
বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিব মিত্রস্য ধামভিঃ॥ ৭৮৪ ১।১৪।১০
বীলুচিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু॥ ৩৬৫ ১।৬।৫
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ॥ ৪৪১ ১।৭।৮
ব্রাহ্মণাদিন্দ্রঃ রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতং॥ ৮০৯ ১।১৫।৫

প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী।

ম।

মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। সচৈষু সবনেষ্বা॥ ৫১৩।১।৯।৩
মধুমন্তং তনূনপাৎ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে॥ ৬৯২।১।১৩।২
মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্‌যজ্ঞং পুনীতন। যূয়ং হিষ্ঠা সুদানবঃ॥ ৭৯৯।১।১৫।২
মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ॥ ৪৭৬।১।৮।৫
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥ ২০৫।১।৩।১২
মা নো মর্ত্তা অভিদ্রুহন্‌ তনূনামিন্দ্র গির্ব্বণঃ। ঈশানো যবয়া বধং॥ ৩৩১।১।৫।১০
মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির॥ ৬৩৬।১।১১।৭
মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্‌ মর্ত্তস্য। রক্ষা নো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৯১৪।১।১৮।৩
মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥ ১০৪।১।২।৭

য।

য ইঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতান্‌ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৬৫।১।১৯ ৭
য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৪৬ ১।১৯ ৪
য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি। ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং॥ ৩৪৮।১,৭ ৯
যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ॥ ৪৮৫।১ ৮,৭
যৎ ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদা যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব॥ ৮২৭।১।১৫,১০
যৎসানোঃ সানুমারুহদ্‌ ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বং।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ৫৫১।১ ১০।২
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ॥ ৪০।১।১,৬
যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত॥ ৩০১।১।৫।৪
যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্য্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব॥ ৬৭১।১।১২।৮
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চ ন। স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ৯২৬।১।১৮।৭
যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ৫৫৭।১।১০।৩
যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ। তাভির্দ্দেবাঁ ইহাবহ॥ ৭৮৯।১।১৪,১২
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ৩৪৩।১,৬।১
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা॥ ৩৫০।১।৬।২
যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূড়ভং। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে॥ ৮১২।১।১৫,৬
যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং। ভূয়াম বাজদাব্নাং॥ ৮৮২।১।১৭।৪
যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৫২।১।১৯,৬
যে মহো রজসো বিদুর্ব্বিশ্বেদেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ৯৪৩।১।১৯,৩

যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিব জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি ॥ ৭৭৭ ১ ১।৪ ৮
যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥ ৯৪৯।১। ৯।৫
যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥ ৬৭৪।১।২ ৯
যো রায়োঽবনির্ম্মহান্ৎসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ২৭৫ ১।৪।১০
যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ৯১১।১।১৮।২

র।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং। বর্দ্ধমানং স্বে দমে ॥ ৪ ।১।১।৮

স।

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্রণোনুমো জেতারমপরাজিতং ॥ ৬১৪ ১ ১১ ২
স ঘা নো যোগ আভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৯৭।১।৫ ৩
স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যং ॥ ৯১৮।১ ১৮।৪
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষং ॥ ৯২৩।১।১৮।৬
স নঃ পাবক দীদিবোগ্নে দেবাঁ ইহাবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥ ৬৭৭।১।১২।১০
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৫১।১।১।৯
স নঃ স্তবান আভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষং ॥ ৬৮০।১।১২।১১
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৪২৮।১।৭।৬
সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥ ৪৮০।১।৮।৬
সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথুশ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং ॥ ৫২৯ ১।৯ ৭
সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং। অসদিৎ তে বিভু প্রভু ॥ ৫২০।১ ৮।৫
সুতপাবে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৩০৫ ১।৫ ৫
সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্ বৃহত এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চ্চতি ॥ ৫৩৯।১।৯।১০
সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥ ৫৮৯।১।১০।৭
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবি দ্যবি ॥ ২১৬।১।৪।১
সুসমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥ ৬৮৮।১।১৩।১
সেমং নঃ কামমাপৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥ ৮৬৬।১ ১৬ ৯
সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদং সবনং সুতং। গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥ ৮৫৪।১ ১৬।৫
সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ৯০৬ ১।১৮।১
স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণং ॥ ৭০৩ ১।১৩।৫
স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। তত্র দেবাঁ উপহ্বয়ে ॥ ৭৩৭।১।১৩।১২